শ্রীমদ্ভাগবত

প্রথম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়

এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যাঁহা হইতে সংঘটিত হইতেছে; যিনি কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া নিখিল বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর হইতেছে এবং যাহার সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া আকাশ-কুসুমপ্রভৃতি অসত্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; যিনি চৈতন্যস্বরূপ; যাহাকে প্রকাশ করিতে অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না, প্রত্যুত যিনি আপনিই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন; যে বেদসত্যের মর্ম্ম অবধারণ করিতে জ্ঞানিগণেরও বুদ্ধি প্রতিহত হয়, যিনি ঈদৃশ বেদসত্যকে আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন; আলোকে জলভ্রম হইলে যেমন মিথ্যা মরীচিকার সৃষ্টি হয়, অথবা কাচে যেমন কখন কখন আলোক বা জল বলিয়া মিথ্যা জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ যাহাতে তমোগুণ হইতে উৎপন্ন ক্ষিতি, জল প্রভৃতি ভূতসমূহ, রজোগুণ হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয় সকল ও সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন দেবতাগণ, অর্থাৎ সমগ্র মিথ্যাসৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহার স্বীয় জ্ঞানালোকের প্রভাবে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার সুদূরে পলায়ন করিয়াছে; আমরা সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান করি।

এই মনোহর শ্রীমদ্‌ভাগবত মহামুনি শ্রীনারায়ণ প্রথমে সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীহরির আরাধনাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে! এই ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য ধর্ম্ম যে মুক্তিকে জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, ইহাতে সেই মুক্তিও তুচ্ছকামনার ন্যায় হেয় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহারা নিরন্তর সর্ব্বভূতের হিতচিন্তায় রত থাকেন, সেই সাধুশীল ব্যক্তিগণ এই পবিত্রধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইন্দ্রজালের ন্যায় এই মায়াময় জগতের মধ্যে যিনি কেবল একমাত্র সত্যবস্তু এবং যিনি নিয়ত প্রাণিগণের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহারই তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানিতে পারিলেই জীবের ত্রিতাপজ্বালা দূরীভূত হয়। ফলতঃ অন্য শাস্ত্র-পাঠে পরমেশ্বরকে বহুক্লেশে কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, কিন্তু শ্রীভাগবতশাস্ত্রের অসাধারণ মাহাত্ম্য এই যে, ইহা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা জন্মিবামাত্র জীব শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া ধন্য হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া সকলের ভাগ্যে এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রবণের অভিলাষ জন্মে না। যাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত

পুণ্যফল থাকে, তিনিই কেবল এই শ্রীহরির মধুর-লীলারস কর্ণদ্বারে পান করিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া থাকেন।

বেদ কল্পবৃক্ষ, শ্রীমদ্‌ভাগবত তাহারই ফল; ইহা অমৃতরসে পরিপূর্ণ; যেমন শুকপক্ষীর মুখ হইতে মধুর ফল স্খলিত হয়, তদ্রূপ এই সুধাময় ফল শুকদেবের মুখ হইতে বিগলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। আম্রাদি ফলের ত্বক্ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া রস পান করিতে হয়, কিন্তু এই ফলে পরিত্যাগ করিবার যোগ্য কিছুই নাই, ইহার সমগ্র অংশই রসস্বরূপ। হে রসজ্ঞ ভাবুকগণ! আপনারা এই সুধারস পান করিতে থাকুন। মুক্তি হইলেও এই সুধাপানের ব্যাঘাত হইবে না; প্রত্যুত ইহার মধুরিমা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। একদা শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবার বাসনায় সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানকরতঃ বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। সহসা রোমহর্ষণপুত্র সূত তথায় সমাগত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক যোগ্য আসনে উপবেশন করাইয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়! আপনি মহাভারতাদি ইতিহাস, পুরাণসমূহ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আপনি সকল বেদজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ বেদব্যাসের ও অন্যান্য মুনিগণের অতি প্রিয়পাত্র। তাঁহাদিগের কৃপায় আপনার অবিদিত কিছুই নাই। স্বয়ং ব্যাসদেব ও অন্যান্য সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ যে সকল তত্ত্ব অবগত আছেন, আপনিও তৎসমুদয় সম্যক্ অবগত আছেন। আপনি উক্ত শাস্ত্রসমূহে জীবের পক্ষে যাহা শীঘ্র ফলপ্রদ ও একান্ত কল্যাণকর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণনা করুন।

মহাত্মন্! এই কলিযুগে মনুষ্যের আয়ু প্রায়ই অতি অল্প, তাহারা অলস ও মন্দবুদ্ধি। রোগাদি সহস্র বিঘ্ন তাহাদিগকে সর্ব্বদা আকুল করিয়া থাকে। এদিকে বহুসংখ্যক শাস্ত্রে নানাপ্রকার কর্ম্ম করিবার উপদেশ আছে; সুতরাং যাহা ঐ সকল শাস্ত্রের সার এবং যাহা শ্রবণ করিলে জীবের মঙ্গল হয় ও চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাহাই সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। হে সূত! কেহই শ্রীভগবানের গুণবর্ণনে সমর্থ নহে। গঙ্গাদেবী তাঁহার পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃতা, এই নিমিত্ত তাঁহার জল স্পর্শ করিলে মহাপাপীও পবিত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল ভক্ত শ্রীহরির পাদপদ্মভিন্ন আর কিছুই জানেন না, যাঁহাদের মন নির্ম্মল ও শান্ত হইয়াছে, তাঁহাদের মহিমা গঙ্গাদেবী অপেক্ষাও অধিক; কেন না, গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে জীব ক্রমে ক্রমে পবিত্র হয়, কিন্তু সাধুভক্তগণকে দর্শন করিবামাত্র সদ্যঃ পবিত্র হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের নামের অপার মহিমা; তাঁহার নামে ভয়কেও ভয় পাইতে হয়। এই ঘোর সংসারে পতিত হইয়া যদি কেহ অবশভাবেও তাঁহার নাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনিও সদ্যঃই মুক্ত হইয়া থাকেন। প্রাণিগণকে বিপদ হইতে নিস্তার করিয়া তাহাদিগকে সুখী করিবার নিমিত্ত ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেই ভক্তবৎসল হরি যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি অবগত আছেন। তাঁহার লীলাকথা শ্রবণ করিতে আমাদের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন।

যাঁহাদের পুণ্যকীর্ত্তিতে পৃথিবী ধন্যা হইয়াছে, সেই সাধু মহাত্মারা মধুর ভগবানের লীলা গান করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিলে সংসারদুঃখের অবসান হয়। যিনি আপনার অন্তরকে পবিত্র করিতে চাহেন, এমন কোন্ ব্যক্তি এই হরিকথাশ্রবণে বিমুখ হইবেন?

ভগবান্ সৃষ্টিপ্রভৃতি লীলা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, রুদ্র ও অন্যান্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন; নারদাদি মুনিগণ তাঁহার সেই মহৎ কার্য্যসকলের স্তুতি-গান করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছায় মায়া অবলম্বন করিয়া মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি নানারূপে লীলা করিয়া থাকেন। এই সকল পবিত্র অবতারকথা শ্রবণ করিতে আমাদিগের একান্ত আগ্রহ হইতেছে। অধিক কি, আমরা যোগাযোগ করিয়া তৃপ্তি হইয়াছি, কিন্তু হরিকথাশ্রবণে আমরা তৃপ্তিবোধ করিতে পারিতেছি না; যে হেতু রসিক ভক্তগণের নিকট লীলারসের আস্বাদন পদে পদে মধুর হইতে মধুরতর হইয়া থাকে। কলিযুগ আগত হইয়াছে দেখিয়া আমরা দীর্ঘকাল যজ্ঞ করিবার মানসে এই বিষ্ণুর ক্ষেত্রে বাস করিতেছি; এক্ষণে আমাদিগের হরিকথা শুনিবার অবকাশ আছে। এই কলিযুগ মানবের বুদ্ধি নাশ করিয়া থাকে। আমরা এই দুস্তর কলি পার হইবার নিমিত্ত ভীতচিত্তে উপায় অন্বেষণ করিতেছি। এমন সময়ে বিধাতা আপনাকে আমাদিগের কর্ণধার করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মায়ায় নররূপ ধারণ করিয়া বলরামের সহিত গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি যে সমস্ত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা দয়া করিয়া বর্ণন করুন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক ও ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন। তিনি এই লীলা সমাপ্ত করিয়া নিত্যধামে গমন করিবার পর ধর্ম্ম এক্ষণে কাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন?

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রোমহর্ষণপুত্র ঋষিগণের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের বহু প্রশংসা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—যাঁহার কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং যিনি সন্ন্যাসী হইয়া একাকী গমন করিলে, পিতা ব্যাসদেব বিরহে কাতর হইয়া 'হা পুত্র হা পুত্র' বলিয়া আহ্বান করিলে যিনি যোগবলে বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতিধ্বনিরূপে পিতার উত্তর দিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী মুনি শুকদেবের চরণ বন্দনা করি। এই শ্রীমদ্ভাগবত সকল পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাতে অতি গোপনীয় বস্তুসকল নিহিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বেদের সার তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। এই শাস্ত্রের এমনি অদ্ভুত শক্তি যে, যেমন আলোক অন্ধকারে অদৃশ্য বস্তুসকলকে প্রকাশ করে, এই শাস্ত্রও সেইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে আত্মা কোথায় কিভাবে লুক্কায়িত আছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। সংসাররূপ গাঢ় অন্ধকার উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক জীবগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যিনি কৃপা করিয়া এই মহাপুরাণ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, মুনিগণের গুরু সেই ব্যাসপুত্র শুকদেবের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। এই গ্রন্থ শ্রবণ করিলে অনায়াসে সংসার জয় করা যায়।

নর ও নরোত্তম নারায়ণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দেবী সরস্বতী ইহার শক্তি এবং ব্যাস ইহার ঋষি। প্রথমতঃ ইঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া পরে এই গ্রন্থ উচ্চারণ করা বিধেয়।

গুরু ও ইষ্টদেবতার বন্দনা করিয়া সূত কহিলেন,—মুনিগণ! আপনারা কৃষ্ণের বিষয় প্রশ্ন করিয়া

অতি উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে জগতের মঙ্গল হয় ও মন সুশীতল হয়। আপনারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—সার ধর্ম্ম কি ? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে ধর্ম্ম হইতে শ্রীভগবানে এরূপ ভক্তির উদয় হয় যে, তাহাতে কোনও প্রকার কামনার গন্ধ থাকে না ও তাহাকে বিঘ্ন কখনও অভিভূত করিতে পারে না এবং তদদ্বারা প্রাণে পরমা শান্তি উদিত হইয়া থাকে, সেই ধর্ম্মই জীবগণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যাঁহার ভগবান্ বাসুদেবের পাদপদ্মে ভক্তি জন্মে, ভগবানের রূপ ও গুণের কথা অল্পমাত্র শুনিলেই তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। তাহাতে বাসনার লেশমাত্র থাকে না। এরূপ জ্ঞান শুষ্ক তর্কাদি দ্বারা কখন লাভ করিতে পারা যায় না।

সুচারুরূপে ধর্ম্ম আচরণ করিলেও যদি সে ধর্ম্মদ্বারা ভগবানের কথাশ্রবণে প্রীতি না জন্মে, তাহা হইলে সে ধর্ম্ম কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়। ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি লোকে গতি হয় সত্য, কিন্তু সে ফলকে যথার্থ ফল বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। কারণ, যে পুণ্যের বলে স্বর্গলাভ হয়, সে পুণ্য চিরদিন থাকে না। উহা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হরিপাদপদ্মে ভক্তি হইলে শীঘ্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং পরে আত্মা কি, তাঁহার স্বরূপ জানা যায়। এই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি কহিয়া থাকেন। ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তি পর্য্যন্ত যাহা, তাহাই এই শাস্ত্রে পর ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলেন, ধর্ম্মের ফল অর্থ। সেই অর্থ হইতে কামনার সৃষ্টি হয়। সেই কামনা পূর্ণ হইলে ইন্দ্রিয়সকলের সুখ হয়। তখন পুনর্ব্বার সেই সুখলাভের আশায় মানুষ ধর্ম্মের আচরণ করে। এই ভক্তিশাস্ত্রে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল, অর্থাদি উহার ফল নহে। মনুষ্য যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ভক্তি ও বৈরাগ্যের চর্চ্চাদ্বারা আত্মজ্ঞানলাভ করিতে যত্ন করিবে। প্রাণধারণ করিতে হইলে অর্থ, কাম্যবস্তু ও ইন্দ্রিয়ের সুখের সহিত সম্পর্ক ঘটিবে; কিন্তু ঐ সকলের প্রতি আদৌ আসক্তি না রাখিয়া অর্থাৎ পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে উহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। কেবল তত্ত্বস্তুর অন্বেষণ করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া স্বর্গাদি লাভ করিব, ইহা এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে।

যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা বলেন,—এক অদ্বিতীয় জ্ঞানই এই তত্ত্ববস্তু। ইহাকেই জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম, যোগিগণ পরমাত্মা এবং ভক্তগণ ভগবান্ কহিয়া থাকেন। মুনিগণ প্রথমতঃ শ্রদ্ধার সহিত বেদান্ত শ্রবণ করেন। তাহাতে আত্মা বলিয়া যে এক বস্তু আছেন, তাহা জানিতে পারেন। ইহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। পরে তাঁহারা বৈরাগ্য আশ্রয় করেন। এই জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিদ্বারা তাঁহারা ক্রমে পরমাত্মাকে স্ব স্ব আত্মার মধ্যে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। ইহাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান কহে। অতএব হে দ্বিজগণ! যাহার যাহা বর্ণ ও আশ্রম, মনুষ্য যদি সেই বর্ণ ও আশ্রমের উপযুক্ত ধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরণ করে, তাহা হইলে শ্রীহরির আরাধনা তাহার ফলস্বরূপ হইবে যেহেতু ভক্তিহীন ধর্ম্ম পণ্ডশ্রমমাত্র। অতএব একাগ্রমনে সর্ব্বদা ভক্তবৎসল শ্রীহরির নাম, রূপ ও গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা করা একান্ত বিধেয়। যেমন খড়্গদ্বারা রজ্জুর গ্রন্থি ছেদন করিতে পারা যায়, সেইরূপ ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করিলে কর্ম্মজন্য অহঙ্কারের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ঈদৃশ শ্রীহরির লীলাকথা শুনিতে যাহার রতি উৎপন্ন হয় না, সে অতি মন্দভাগ্য।

সূত কহিলেন; বিপ্রগণ, পবিত্র তীর্থভ্রমণাদিদ্বারা মন নিষ্পাপ হইলে মনুষ্যের ভক্তগণের সেবায় অধিকার জন্মে। ভক্তগণের সেবা করিতে করিতে ধর্ম্মের প্রতি

শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। অতঃপর শ্রবণাদিদ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের কথামৃত পান করিতে রুচি জন্মে।

কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে চিত্ত পবিত্র হয়। কৃষ্ণ সাধুগণের পরম বন্ধু। যে মানব তাঁহার কথা শ্রবণ করে তিনি তাঁহার হৃদয়ে থাকিয়া কামাদি মনের দোষসমূহ দূর করিয়া থাকেন। নিত্য ভাগবত শাস্ত্র ও ভক্তগণের সেবা করিলে প্রায় সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হয়; তখন উত্তমশ্লোক অর্থাৎ পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীভগবানে নিশ্চলা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। তখন রজঃ ও তমোগুণ এবং ঐ সকল গুণ হইতে উৎপন্ন কাম, লোভ প্রভৃতি ভাবসমূহ আর চিত্তকে অভিভূত করিতে পারে না। সুতরাং সত্ত্বগুণের প্রকাশ হওয়ায় মনে শান্তি-উপলব্ধি হইতে থাকে। এইরূপে ভক্তিযোগদ্বারা মন প্রসন্ন হইলে, মনুষ্য আসক্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মুক্ত হয় এবং তখন ভগবানের তত্ত্ব জানিতে পারিয়া জীবন ধন্য করে। অহঙ্কার চেতনা ও জড় অর্থাৎ অচেতনকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং অহঙ্কারই গ্রন্থিস্বরূপ। ভগবানের প্রকৃত স্বরূপদর্শন হইবামাত্র ভক্তের ঐ গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ পরম আনন্দ-সহকারে ভগবান্ বাসুদেবে সর্ব্বদা ভক্তি করিয়া থাকেন। মনের মলিনতা দূর করিতে ভক্তির ন্যায় উত্তম উপায় আর দ্বিতীয় নাই।

যেমন মৃত্তিকাদ্বারা কলসপ্রভৃতি মৃৎপাত্র সকল নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ যাহাদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাকে প্রকৃতি কহে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ; এই তিনটী গুণ আশ্রয় করিয়া পরম পুরুষ ভগবান্ পালন, সৃষ্টি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া যখন পালন করেন, তখন তাহার নাম বিষ্ণু; রজোগুণ আশ্রয় করিয়া যখন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্মা এবং তমোগুণ আশ্রয় করিয়া যখন প্রলয় করেন, তখন তাঁহার নাম হর। ইহাঁরা মূলে এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন। ইহাঁ দিগের মধ্যে একমাত্র সত্ত্বদেহ বাসুদেব বিষ্ণু হইতেই মনুষ্যের শুভ ফলসমূহ হইয়া থাকে। ইহার কারণ বলিতেছি, শ্রবন করুণ। তমোগুণ বস্তুকে অচেতন জড় করিয়া রাখে; কাষ্ঠে তমোগুণ প্রবল থাকায় উহা জড়। রজোগুণে বস্তুকে চঞ্চল করে; ধূমে রজোগুণ প্রবল থাকায় উহা গতিশীল। সত্ত্বগুণ বস্তুকে প্রকাশ করে; অগ্নিতে সত্ত্বগুণ থাকায় অগ্নি প্রকাশক হইয়াছে। অতএব কাষ্ঠ অপেক্ষা ধূম শ্রেষ্ঠ ও ধূম অপেক্ষা অগ্নি শ্রেষ্ঠ। এইরূপে হর, ব্রহ্মা ও হরির মধ্যেও উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা কেবল ভিন্ন ভিন্ন গুণে নির্ম্মিত দেহের জন্যই হইয়াছে। সত্ত্বগুণ ব্রহ্মের প্রকাশক বলিয়া সত্ত্বতনু ভগবান্ বাসুদেবই জীবের বিশেষ ভজনের ধন। পুরাকালে মুনিগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ অধোক্ষজের ভজন করিতেন। এক্ষণেও যাঁহারা তাঁহাদিগকে পথ অনুসরণ করেন, তাঁহারাও সংসারে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্কে অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না, এই নিমিত্ত তাঁহারা তাঁহার নাম 'অধোক্ষজ' রাখিয়াছিলেন।

সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি সেইরূপ দেবতার ভজনা করিয়া থাকেন। যিনি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ভয়ানকমূর্ত্তি কোনও দেবতার ভজনা করেন না। তিনি অন্য দেবতার নিন্দা না করিয়া নারায়ণের শান্তমূর্ত্তিসকলের উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহা দিগের প্রকৃতিতে রজোগুণ ও তমোগুণ প্রধান, তাঁহারা ধন, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রাদি কামনা করিয়া পিতৃগণ ভূতগণ ও প্রজেশ প্রভৃতি অনুরূপ প্রকৃতির দেবতা-গণের ভজনা করিয়া থাকেন। বেদ, যজ্ঞ, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগশাস্ত্রের ক্রিয়া, জ্ঞানশাস্ত্র

ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দান ও ব্রতাদির ফল স্বর্গ; এ সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য বাসুদেব। তাঁহাকেই লাভ করিবার জন্য সকল শাস্ত্রেই প্রকারান্তরে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সেই ভগবান্ গুণের বশীভূত নহেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে নির্গুণ কহে। যেমন সূত্ররূপ কারণ হইতে বস্ত্ররূপ কার্য্য হইয়া থাকে, সেইরূপ সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবানের প্রকৃতি হইতে চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহার প্রকৃতি হইতে জগতের নানা সূক্ষ্ম কারণ সকল প্রকাশিত হয়। ক্রমশঃ তাহারা পরমাণুরূপে পরিণত হয়, তখন ঐ সকল কারণ হইতে স্থূল জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে। আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহের মধ্যে অন্তর্যামী ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। তিনি যেন উহাদিগকে আপনার দেহ বলিয়া স্বীকার করিয়া উহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। তাঁহার অতি উজ্জ্বল চিৎশক্তির নিকট মায়া থাকিতে পারে না। যেমন অগ্নি এক হইলেও বহু কাষ্ঠে প্রকাশিত হওয়ায় বহু বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বিশ্বের আত্মা ভগবান্ এক হইয়াও অসংখ্য ভূতের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে প্রকাশিত হওয়ায়ও বহু বলিয়া বোধ হইতে থাকেন। লোককর্ত্তা শ্রীহরি সূক্ষ্ম ভূত, মন ও ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রাণিগণের দেহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগকে রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়সকল ভোগ করাইতেছেন। তিনি লীলায় দেবতা, নর ও মৎস্যাদি ইতর প্রাণিগণের মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া সত্ত্বগুণ দ্বারা লোকসকলকে পালন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীসূত কহিলেন,—সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ লোক-সৃষ্টি করিবার জন্য মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত, এই ষোড়শ অংশে রচিত পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। যিনি কারণসমুদ্রে সমাধিরূপ নিদ্রায় শয়ান ছিলেন এবং যাঁহার নাভিরূপ হ্রদ হইতে উৎপন্ন পদ্ম হইতে প্রজাপতিগণের পিতা ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই নারায়ণ। রজঃ ও তমো-গুণের সহিত সম্পর্করহিত উজ্জ্বল একমাত্র সত্ত্বই ইঁহার প্রকৃতরূপ। ইঁহার পূর্ব্বোক্ত পুরুষমূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব হইতে ব্রহ্মাণ্ডসকল রচিত হইয়াছে। যোগিগণ জ্ঞাননেত্রদ্বারা ঐ সকল অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ মূর্ত্তিতে অসংখ্য হস্ত, পদ, উরু, মস্তক, বদন, চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকা শোভা পাইতেছে, এবং শিরঃসমূহ শিরোভূষণ বস্ত্রে ও কর্ণসমূহ কুণ্ডলে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ উদ্গত হয়, সেইরূপ এই অক্ষয় বীজস্বরূপ আদি নারায়ণমূর্ত্তি হইতে নিখিল অবতারমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অবতারগণের লীলার অবসান হইবার পর তাঁহারা পুনর্ব্বার ঐ মূর্ত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন। উঁহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া মরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণের সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক দেবতা নর ও ইতর প্রাণিসমূহ সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পদ্মনাভ নারায়ণ প্রথম অবতারে সনৎকুমারাদি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অখণ্ডিতরূপে পালন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অবতারে যজ্ঞপতি শ্রীহরি বিশ্বের উদ্ভবের নিমিত্ত রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার মানসে

শূকররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ ইঁহার তৃতীয় অবতার। এই অবতারে ভগবান্ পঞ্চরাত্রনামক বৈষ্ণবতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্য কর্ম্ম করিতে করিতে কিরূপে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহাই এই তন্ত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। চতুর্থ অবতারে ইনি ধর্ম্মের ঔরসে নর-নারায়ণনামে ঋষিদ্বয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মার শান্তিপ্রদ দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। সিদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ কপিল ইঁহার পঞ্চম অবতার-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিতে ভগবান আসুরিনামক ব্রাহ্মণকে তত্ত্ব সকলের নির্ণায়ক কাল-প্রভাবে লুপ্তপ্রায় সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন। ষষ্ঠ অবতারে ভগবান্ অত্রিপত্নী অনসূয়ার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে আত্মবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ রুচির ঔরসে ও আকূতির গর্ভে যজ্ঞনামে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় পুত্র যাম প্রভৃতি দেবগণের ইন্দ্র হইয়া স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন। ইঁহাই ইঁহার সপ্তম অবতার। অষ্টম অবতারে নারায়ণ নাভির ঔরসে ও মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভনামে জন্মগ্রহণ করিয়া শাস্তগুণাবলম্বী জনগণকে নিখিল আশ্রমের বন্দনীয় পরমহংসগণের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হে বিপ্রগণ, নবম অবতারে শ্রীহরি ঋষিগণের প্রার্থনায় কৃপার্দ্র হইয়া পৃথুনরপতিরূপে অবনিতে অবতীর্ণ হন এবং পৃথিবী হইতে ওষধি প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু দোহন করেন। এই অবতার অতি কমনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে যখন জল-প্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল, তখন ভগবান্ মৎসরূপ দশম অবতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৈবস্বত মনুকে পৃথিবীরূপা নৌকায় আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়া-ছিলেন। একদা দেবতা ও অসুরগণ মন্দর পর্ব্বতদ্বারা সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, তখন ইনি কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া ঐ পর্ব্বতের আধারস্বরূপ হইয়াছিলেন। ইহাই নারায়ণের একাদশ অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবান্ দ্বাদশ অবতারে ধন্বন্তরি ও ত্রয়োদশ অবতারে মোহিনীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অসুরগণকে মোহিত করিয়া সুরগণকে সুধাপান করাইয়াছিলেন। যেমন কটনামক তৃণশয্যানির্ম্মাণকারী ব্যক্তি নখদ্বারা এরকানামক গ্রন্থিশূন্য তৃণ অনায়াসে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ নারায়ণ চতুর্দ্দশে নরসিংহ-মূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক মহাবল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে স্বীয় উরুদেশে রক্ষা করিয়া অবলীলা-ক্রমে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ অবতারে শ্রীহরি বামনরূপে বলিরাজের যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিবার মানসে ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন এবং ষোড়শ অবতারে নৃপতিকে ব্রহ্মাণদ্বেষী দেখিয়া অত্যুগ্রে পরশুরাম মূর্ত্তিতে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তদনন্তর সপ্তদশ অবতারে পরাশরের ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া অল্পবুদ্ধি মানবগণের কল্যাণের নিমিত্ত বেদতরুকে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশে দেবকার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত রঘুকুলে শ্রীরামরূপে আবির্ভূত হইয়া সমুদ্রবন্ধনাদি বহুবিধ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একোনবিংশ ও বিংশ অবতারে ভগবান্ যদুবংশে বলরাম ও কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া ভূভারহরণ-লীলা করিয়াছিলেন। অনন্তর কলিযুগের প্রারম্ভে দেবদ্বেষিগণের মোহউৎপাদন করিবার নিমিত্ত কীকট-প্রদেশে অজনের পুত্র বুদ্ধ নামে খ্যাত হইবেন এবং কলিযুগের অবসানে রাজগণ দস্যুপ্রায় হইলে জগৎপতি বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া কল্কিনাম ধারণ করিবেন।

সূত কহিলেন; হে দ্বিজগণ, যেমন ক্ষয়শূন্য সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জল প্রবাহ নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিখিল আবির্ভাবের মূলাধারা শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার আবিভূত হইয়া থাকেন।

মহাতেজ ঋষিগণ, মনুসমূহ, দেবতা সকল ও প্রজাপতি-গণ ইঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের কলা অর্থাৎ বিভূতি। পূর্ব্বোক্ত অবতারগণের মধ্যে কেহ কেহ পুরুষাবতার নারায়ণের অংশ এবং কেহ কেহ তাঁহার কলা। মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার তাঁহার অংশ এবং সনৎকুমার ও নারদ প্রভৃতি তাঁহার কলা; কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান যখন অসুরগণ জগৎ উৎপীড়িত করিতে থাকে, তখন অবতারগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া জগতের সুখ বিধান করিয়া থাকেন। যে মানব শুদ্ধচিত্তে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভগবানের এই অতি রহস্য জন্মকথা ভক্তির সহিত কীর্ত্তন করেন, তিনি অশেষ সংসারদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন। জীবের দেহ সম্বন্ধ থাকিলেও কিরূপে মুক্তি সম্ভবপর হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জীবাত্মা চৈতন্যস্বরূপ এবং তাঁহার এই স্থূলরূপ মহত্তত্ত্বপ্রভৃতি ভগবানের মায়াদ্বারা বিরচিত। এই দেহকে আত্মা বলিয়া বোধ হইলে জীবের বন্ধন হয়। যেমন অজ্ঞব্যক্তি মেঘখণ্ড সমূহের ধাবনাদি ক্রিয়া আকাশে আরোপ করিয়া আকাশ ধাবিত হইতেছে বলিয়া কল্পনা করে; অথবা ধূলিকণার ধূসরবর্ণ বায়ুতে অরোপ করিয়া বায়ু ধূসরবর্ণ বলিয়া কল্পনা করে; সেইরূপ অবিবেকী জীব সর্ব্বসাক্ষী চেতনে জড় ও দৃশ্য দেহ অরোপ করিয়া দেহাত্ম-জ্ঞানরূপ মহাভ্রমে পতিত হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। এই স্থূলদেহব্যতীত অন্য একটী সূক্ষ্ম দেহ আছে তাহা লিঙ্গদেহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ঐ দেহে করচরণাদি অবয়বসংস্থান নাই; উহা স্থূল দৃষ্টির গোচর স্থূল বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। এই নিমিত্ত উহাকে অব্যক্ত বলা যাইতে পারে। এই লিঙ্গদেহই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইয়া সংসারদশা ভোগ করিয়া থাকে। যখন সম্যক্ স্বরূপজ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বোক্ত দেহদ্বয়ে আত্মজ্ঞানরূপ ভ্রম বিদূরিত হয়, তখন জীবের একমাত্র বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মরূপতার উপলব্ধি হয়। যতদিন অবিদ্যা বা অজ্ঞান আত্মার স্বরূপ আবৃত রাখিয়া বিক্ষেপ উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়, ততদিন অজ্ঞান বিদূরিত হয় না; কিন্তু যখন বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন অজ্ঞান পলায়ন করে এবং তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ আপনার ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দে বিরাজ করিতে থাকেন। যেমন জীবের জন্ম ও কর্ম্মাদি মায়া মাত্র, সেইরূপ অন্তর্যামী জন্ম ও কর্ম্মরহিত ভগবানের বেদগুহ্য জন্মাদি লীলাও মায়াদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া সুধীগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

পরমেশ্বর ও জীবে প্রভেদ এই যে, জীব মায়ার অধীন কিন্তু পরমেশ্বর স্বতন্ত্র পুরুষ। তিনি নির্লিপ্ত ভাবে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। যেমন মনুষ্য দূর হইতে পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া থাকে সেইরূপ ষড়িন্দ্রিয়ের অধীশ্বর পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তর্যামিরূপে থাকিয়া অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল গ্রহণ করিতেছেন। ভগবান্ নটের ন্যায় বিবিধ নাম ও রূপ ধারণ করিয়া লীলা করিয়া থাকেন। ঐ সকল নাম ও রূপ বাক্য ও মনের অতীত, সুতরাং ভক্তিহীন জ্ঞানিগণ তর্কাদি কৌশলদ্বারা তাঁহার নাম, রূপ ও লীলার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন না। যিনি অসীমশক্তি চক্রপাণি পরমপুরুষের চরণারবিন্দের গন্ধসেবনে নিরন্তর অকপট আনন্দ অনুভব করেন, সেই ভক্তই এই বিশ্ববিধাতার মহিমা অবগত হইতে সমর্থ হন। হে ঋষিগণ! এই সংসারে আপনারাই ধন্য, যে হেতু অখিললোকপতি বাসুদেবের প্রতি আপনারা ঐকান্তিকী রতি করিয়া থাকেন। এই প্রীতিভাব উৎপন্ন হইলে জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসার যাতনা ভোগ করিতে হয় না। এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সর্ব্ববেদতুল্য; ভগবান্ বেদব্যাস্ লোক-নিস্তারের নিমিত্ত নিখিল বেদ ও ইতিহাসসমূহের সার সমুদ্ধার করিয়া হরিলীলাপূর্ণ সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ ও

ভুবনমঙ্গল এই মহাপুরাণ রচনা করিয়া জিতেন্দ্রিয়গণের অগ্রগণ্য স্বীয় তনয় শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। যখন ব্রহ্মপাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃত্যু-পর্য্যন্তও অনশনব্রত অনুষ্ঠান করিয়া মহর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীশুকদেব তাঁহাকে ইহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতি শক্তির সহিত স্বীয় ধামে গমন করিবার পর জ্ঞান-নেত্র-হীন কলিহত জীবগণের নিমিত্ত এক্ষণে এই পুরাণ-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। হে বিপ্রগণ! যখন মহাতেজা ব্রহ্মর্ষি শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট এই পুরাণ কীর্ত্তন করেন, তখন আমি তাঁহার অনুগ্রহে সেই সভার একদেশে আসীন হইয়া ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমার বুদ্ধি অনুসারে গ্রন্থার্থ যতদূর অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

সূতের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ যজ্ঞে দীক্ষিত মুনিগণের মধ্যে বৃদ্ধ কুলপতি ঋগ্বেদী শৌনক সাদরে বলিলেন,—হে বাগ্মিপ্রবর মহাভাগ সূত! ভগবান্ শুকদেব যে পুণ্যা ভাগবতী কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণনা করুন। শুনিয়াছি, ব্যাসদেব মহাভারতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল রচনা করিয়াছিলেন। তবে পুনর্ব্বার কোন্ সময়ে, কোন্ স্থানে এবং কি উদ্দেশ্যদ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই ভাগবতসংহিতা প্রণয়ন করেন। আপনি এইমাত্র বলিলেন, তদীয় পুত্র শুকদেব ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তিনি ত মহাযোগী, সমদর্শী এবং ভেদজ্ঞানবিরহিত। তিনি মোহনিদ্রার অতীত ও ব্রহ্মে একান্তনিষ্ঠ থাকিয়া গূঢ়রূপে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মূঢ় বলিয়া প্রতীতি জন্মে। যখন তিনি প্রব্রজ্যা করিয়া নগ্নদেহে গমন করিতেছিলেন, তখন জনক ব্যাসদেব তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। জলক্রীড়ানিরতা অপ্সরাগণ যুবক শুকদেবকে দেখিয়া লজ্জা বোধ করিলেন না, কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাসদেব সমাগত হইলে তাঁহারা লজ্জিতা হইয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। ব্যাসদেব তাঁহাদিগের চরিত্র দর্শনে বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর করিলেন, আপনার স্ত্রী ও পুরুষ এই ভেদজ্ঞান আছে, কিন্তু আপনার পুত্র পূতদৃষ্টি, তিনি যুবক হইলেও তাঁহার স্ত্রীপুরুষভেদ তিরোহিত হইয়াছে।

তিনি উন্মত্ত, মূক ও জড়ের ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে প্রথমতঃ কুরুজাঙ্গল দেশ অতিক্রম করিয়া হস্তিনাপুরে সমাগত হইলে পুরবাসিগণ তাঁহাকে কিরূপে চিনিতে পারিল? কিরূপেই বা ইঁহার সহিত রাজর্ষি পরীক্ষিতের কথোপকথন সংঘটিত হইল,—যাহা ভাগবতসংহিতা নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে? মহাভাগ শুকদেব গৃহস্থের আশ্রমকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত গোদোহনমাত্র কাল অবস্থিতি করেন, অতএব বহুকালসাপেক্ষ ভাগবতব্যাখ্যান তাঁহার দ্বারা কিরূপে সম্ভবপর হইল? হে সূত! অভিমন্যুসুত রাজা পরীক্ষিৎ ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য জন্ম ও কর্ম্মবৃত্তান্ত আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। শত্রুনরপতিগণ স্ব স্ব মঙ্গলকামনায় ধনরত্নসমর্পণপূর্ব্বক

যাঁহার পাদপীঠের বন্দনা করিতেন, সেই পাণ্ডুকুলতিলক মহাবীর সম্রাট পরীক্ষিৎ কি হেতু যৌবনে দুস্ত্যজ্য রাজ্যলক্ষ্মী ও স্বকীয় প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইয়া গঙ্গাতীরে অনশনব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? যাঁহারা উত্তমশ্লোক ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা কোনও স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাণধারণ করেন না। কিসে জগতের সুখ, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়, তাহাই তাঁহাদিগের জীবনধারণের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব কি নিমিত্ত মহারাজ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ভুবনের মঙ্গলকর স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। আপনি বেদব্যতীত সমগ্র শাস্ত্রে পারদর্শী, অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিয়া আমাদিগের তৃপ্তি সম্পাদন করুন।

সূত কহিলেন,—দ্বাপরযুগের অবসানকাল উপাগত হইলে যোগী ব্যাসদেব পরাশরের ঔরসে ও বসুকন্যা সত্যবতীর গর্ভে হরির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদা তিনি সূর্য্যোদয়কালে সরস্বতীর পবিত্র সলিলে স্নানাদি সমাপন করিয়া নির্জ্জন বদরিকাশ্রমে সমাসীন হইলেন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি দিব্যনেত্রে অবলোকন করিলেন, কালের দুর্লক্ষ্যপ্রভাবে যুগধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; ভৌতিক দেহাদি ক্ষীণশক্তি এবং মনুষ্য শ্রদ্ধাহীন, সত্ত্বগুণবিরহিত, মন্দমতি, অল্পায়ুঃ ও ভাগ্যহীন হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ মুনিবর ইহা দর্শন করিয়া চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কিসে হিত হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধিকর দেখিয়া যজ্ঞক্রিয়া লুপ্ত না হয়, এই অভিপ্রায়ে বেদকে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করিলেন এবং ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া অভিহিত হইল। তন্মধ্যে পৈল ঋগ্বেদজ্ঞ, মহর্ষি জৈমিনি সামাধ্যায়ী, একমাত্র বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদে পারদর্শী ও সুমন্ত মুনি মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি অথর্ব্ববেদোক্ত দারুণ আভিচারিক কর্ম্মে সুনিপুণ হইয়াছিলেন। আমার পিতা রোমহর্ষণ ইতিহাস ও পুরাণে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ স্ব স্ব বেদকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্যপ্রশিষ্যাদি দ্বারা প্রচার করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বেদ বহু শাখাবিশিষ্ট হইয়াছে। অতি মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণও যাহাতে বেদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, দীনবৎসল ব্যাসদেব সেইরূপে বেদের বিভাগ করিলেন, এবং স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত দ্বিজাতিগণকে বেদে অনধিকারী ও স্ব স্ব হিতসাধনে বিমূঢ় দেখিয়া মহাভারত নামে অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা প্রণয়ন করিলেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে নিখিলভূতের হিতসাধনে নিরত হইয়াও মুনিবর চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করিলেন না। একদা ধর্ম্মবিৎ ঋষি অপ্রসন্নহৃদয়ে পবিত্র নির্জ্জন সরস্বতীতটে উপবিষ্ট হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমি ব্রতধারণ করিয়া দেব, অগ্নি ও গুরুজনের সমুচিত পূজা ও তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি। যদ্দ্বারা স্ত্রী শূদ্রাদিও ধর্ম্মাদির মর্ম্ম অবগত হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে মহাভারতরচনাচ্ছলে নিখিল বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছি। কি দুঃখের বিষয়! তথাপি আমার আত্মা অতি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ও পূর্ণ হইয়াও স্বরূপ প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন; অথবা যাহা অচ্যুতের ও ভক্তগণের অতি প্রিয়, সেই ভক্তিধর্ম্ম বিস্তারিতরূপে নিরূপণ করি নাই বলিয়াই কি আমার আত্মা খিন্ন ও অপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন? ঋষি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার আশ্রমে দেবর্ষি নারদ শুভাগমন করিলেন। তাঁহাকে ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত দেখিয়া মুনিবর সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—অনন্তর মহাযশাঃ বীণাপাণি দেবর্ষি নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া সমীপে উপবিষ্ট ব্রহ্মর্ষি ব্যাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে মহাভাগ পরাশরনন্দন! আপনার আত্মা দেহ ও মনের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন কি না, জানিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু আপনি সর্ব্বধর্ম্মাদিপরিপূর্ণ অত্যদ্ভুত মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব প্রতীতি হইতেছে, জিজ্ঞাস্য ধর্ম্মাদি সর্ব্ববিষয়ে আপনার সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইয়াছে। আপনি সনাতন ব্রহ্মের বিচার করিয়াছেন ও প্রত্যক্ষরূপে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। তথাপি কি নিমিত্ত কৃতার্থ হইয়াও অকৃতার্থের ন্যায় আত্মবিষয়ে শোক প্রকাশ করিতেছেন? ব্যাস বলিলেন, আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য; কিন্তু তথাপি আমার আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। এইরূপ অপরিতোষের কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি স্বয়ং ব্রহ্মার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং আপনার জ্ঞানের সীমা নির্ধারণ করিতে কেহই সমর্থ নহে। অতএব আপনিই ইহার কারণ নির্দেশ করুন। যিনি স্বয়ং অসঙ্গ থাকিয়া গুণদ্বারা সঙ্কল্পমাত্রে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন এবং যিনি সমস্ত কার্য্য ও কারণের নিয়ন্তা, আপনি সেই পুরাণ পুরুষ ভগবানের উপাসনা করিয়া সমস্ত গুহ্য বিষয় অবগত হইয়াছেন। আপনি ত্রিভুবন পর্য্যটন করেন বলিয়া সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদর্শী; আপনি প্রাণবায়ুর ন্যায় যোগবলে সর্ব্ব প্রাণীর অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণিগণের বুদ্ধিবৃত্তি অবলোকন করিয়া থাকেন। আমি সদাচার, অহিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মযোগের দ্বারা পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিয়াছি এবং নিয়মপূর্ব্বক অধ্যয়নদ্বারা বেদার্থের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছি; তথাপি আমার কি ন্যূনতা রহিয়াছে, কৃপা করিয়া নির্দ্দেশ করুন।

নারদ কহিলেন,—আপনি শ্রীভগবানের নির্ম্মল যশ প্রায়ই বর্ণনা করেন নাই এবং উহা ব্যতীত ভগবান্ যে প্রীত হন না, আপনাতে এই জ্ঞানের ন্যূনতা দৃষ্ট হইতেছে। হে মুনিবর! আপনি ধর্ম্মাদি ও তাহার সাধন যেরূপ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, বাসুদেবের মহিমা তাদৃশ বর্ণন করেন নাই। বাক্য নানাবিধ অলঙ্কারাদি বিচিত্রপদবিন্যাসে সুশোভিত হইলেও যদি তাহা শ্রীহরির জগৎপবিত্র যশোবর্ণনে প্রযুক্ত না হয়, তবে তাহা কাকতুল্য কামী ব্যক্তিগণের বিহারস্থান হইয়া থাকে; তাহাতে ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্ত্বপ্রধান ভক্তহংসগণ কখনও বিহার করেন না। কোনও গ্রন্থের প্রতিশ্লোক যদি ভগবানের যশঃপূর্ণ নামাবলীর কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে উহা অশুদ্ধপদে রচিত হইলেও জনগণের পাপ নাশ করিয়া থাকে; কারণ, সাধুগণ ভগবানের নামগাথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও বর্ণন করিয়া থাকেন। যদ্দারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ঈদৃশ জ্ঞানও যদি ভগবান্ অচ্যুতে ভক্তিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহারও সম্যক্ শোভা হয় না; কারণ, ঐ জ্ঞানদ্বারা সাক্ষাৎভাবে ভগবান্‌কে অনুভব করা যায় না। অতএব কি দুঃখজনক কাম্য কর্ম্ম, কি নিষ্কাম কর্ম্ম, উভয়বিধ কর্ম্মই যে ভগবানে সমর্পিত না হইলে শুভফল প্রসবে সমর্থ হয় না, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? আপনি যথার্থদর্শী, পুণ্যকীর্ত্তি, সত্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়ব্রত। অতএব আপনি অখিল লোকের বন্ধনমুক্তির নিমিত্ত সমাধিযোগে উরুক্রম শ্রীহরির লীলা স্মরণ করিয়া বিস্তারিতরূপে বর্ণন করুন।

যিনি ভগবল্লীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত না হইয়া অন্য কোন বিষয় বর্ণন করিবার অভিলাষ করেন, তাঁহার চিত্ত বর্ণনীয় নানারূপ ও সেই সকল রূপের বাচক নানা-বিধ নামের বর্ণনে বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুদ্বারা বিঘূর্ণিত

নৌকার ন্যায় ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতে থাকে, কোনকালে কোন স্থানে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। সাধারণ লোকের চিত্ত স্বভাবতঃ কামনার বশীভূত; আপনি নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মকে তাহাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া অত্যন্ত ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। আপনার বাক্যের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তাহারা কাম্য ধর্ম্মাদিকে মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছে এবং এক্ষণে কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি উহা মুখ্য ধর্ম্ম নয় বলিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেও তাহা তাহাদিগের মনোনীত হইতেছে না। কোন কোন বিচক্ষণ বিবেকী ব্যক্তি নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া দেশ ও কালদ্বারা যাহার ইয়ত্তা করা যায় না, ঈদৃশ পরমেশ্বরের সুখস্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন; কিন্তু যাঁহার দেহাদিকেই আত্মা বলিয়া ভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি সত্ত্বাদি গুণের বশীভূত হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন; আপনি ঈদৃশ লোকের জন্য হরিলীলা বর্ণন করুন। যদি কোন ভক্ত স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরির চরণাম্বুজের ভজনা করিতে করিতে ভক্তির অপক্ক অবস্থাতেই তাহা হইতে বিচ্যুত হন অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি তাঁহার নীচযোনিতে জন্মাদির আশঙ্কা নাই। তাঁহার নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ অসম্ভব হইলেও যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায়, তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কি? ভক্তির সংস্কার তাঁহার মনে জাগরিত থাকিবে। পক্ষান্তরে ভক্তিবিবর্জ্জিত কেবল স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কে কবে কৃতার্থ হইতে পারিয়াছে? অতএব ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক ও নিম্নে স্থাবর পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ করিলেও যে ভক্তিধন-দুর্লভ, বিবেকী পুরুষ তাহাই লাভ করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্নপর হইবেন। বিষয়সুখের জন্য প্রযত্ন করিবার প্রয়োজন নাই। যেমন দুঃখ কেহই প্রার্থনা করে না, অথচ কালের দুর্লক্ষ্য প্রভাবে উহা স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফলে সুখও শূকরাদি নারকীয় যোনিতেও অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হে সূত! যিনি মুকুন্দের সেবা করেন, তাঁহার কুযোনিতে জন্ম হইলেও তিনি কেবল কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের ন্যায় সংসারদশা প্রাপ্ত হন না; যিনি একবার মুকুন্দসেবার রস গ্রহণ করিয়াছেন, মুকুন্দপাদ-পদ্মের আলিঙ্গনসুখ পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে; তিনি কোন কালে আর তাহা পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হন না। ভগবান্ হইতে চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে; অতএব নিখিল বস্তু ভগবান্ হইতে পৃথক্ না হইলেও ভগবান্ নিখিল বস্তু হইতে পৃথক্। এই বর্ণনীয় ভগবল্লীলা আপনি স্বয়ং অবগত আছেন; তথাপি আমি আপনাকে ইহা অতি সংক্ষেপে বলিলাম। আপনি আপনাকে অজ পরমপুরুষ পরমাত্মার অংশ বলিয়া জানিবেন; আপনি জগতের হিতের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার দৃষ্টি অব্যর্থ, সুতরাং আপনার জন্য আচার্য্যের উপদেশের অপেক্ষা নাই; অতএব আপনি মহানুভব শ্রীহরির গুণগণ সমধিক বর্ণন করুন। সুধীগণ বলিয়াছেন, উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণবর্ণনই পুরুষের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, উত্তম যজ্ঞানুষ্ঠান, স্তবপাঠ, জ্ঞান ও দানের অক্ষয়-ফলস্বরূপ।

হে তপোধন! আমি পূর্ব্বকল্পে পূর্ব্বজন্মে কতিপয় বেদবাদী ব্রাহ্মণের দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং পূর্ব্বোক্ত যোগিগণ বর্ষারম্ভে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উপলক্ষে একত্র বাস করিবার সঙ্কল্প করিলে আমি বাল্যাবস্থায় তাঁহাদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলাম। আমি বালক হইলেও আমার বালচাপল্য ছিল না। আমার ইন্দ্রিয় সকল সংযত ছিল ও আমি অন্যান্য বালকের ন্যায় নানাবিধ ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করিতাম

না। আমি অল্পভাষী ছিলাম এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতাম। তাঁহারা সমদর্শী হইলেও আমার শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া আমার প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন। আমি সেই দ্বিজগণের অনুমতি লইয়া তাঁহাদিগের ভিক্ষাপাত্রসংলগ্ন অন্ন একবার মাত্র ভোজন করিতাম। এইরূপে প্রসাদভোজনের মাহাত্ম্যে আমার সমস্ত পাপ দূরীভূত হইল ও চিত্ত নির্ম্মল হইল; ক্রমে তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম ভগবদ্ভজনে আমার রুচি উৎপন্ন হইল। তাঁহারা নিরন্তর মনোহর কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহা-দিগের কৃপায় আমিও তাহা শ্রবণ করিতে পাইতাম। এইরূপে স্বাভাবিক শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে প্রিয়কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার পরম প্রেমভাব উৎপন্ন হইল। শ্রীভগবানে প্রেম আস্বাদন করিবার পর আমার অবিচলিত জ্ঞানের আবির্ভাব হইল ও সেই জ্ঞানের প্রভাবে আমি অনুভব করিলাম, মায়াতীত পরব্রহ্ম আমার স্বরূপ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ অজ্ঞানতাহেতু তাঁহারই উপরে কল্পিত হইয়াছে। এইরূপে শরৎ ও বর্ষাকালের কতিপয় মাস অহোরাত্র মহাত্মা মুনিগণের শ্রীমুখে পবিত্র হরিসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে আমার পূর্ব্বোক্ত প্রেম আরও প্রগাঢ় ভাব ধারণ করিল এবং তাহাতে রজঃ ও তমোগুণ আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হইল। দীনবৎসল মুনিগণ আমাকে বালক হইলেও অনুরক্ত, বিনীত, শুদ্ধচিত, শ্রদ্ধাবান্, জিতেন্দ্রিয় ও সেবানিরত দেখিয়া গমনকালে কৃপা করিয়া অতি গুহ্য, সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলেন। এই জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি বিশ্ববিধাতা ভগবান্ বাসুদেবের মায়ার স্বরূপ ও কার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলাম; এই জ্ঞানলাভ করিয়া ভক্তগণ ভগবান্ বাসুদেবের স্বধামে গমন করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ইহাও সূচিত হইল যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ অচ্যুত ভগবানে অর্পিত কর্ম্মই ত্রিতাপ-ব্যাধির পরম ঔষধস্বরূপ। কর্ম্ম কিরূপে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তির সহায় হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কার অবসর নাই; কারণ ঘৃতাদি হইতে উৎপন্ন রোগ যেমন অন্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত ঘৃতাদি হইতে নিবারিত হয়, সেইরূপ জন্মমরণরূপ সংসারের কারণ-কর্ম্ম-সমূহও ভগবানে অর্পিত হইলে কর্ম্মক্ষয়ে সমর্থ হইয়া থাকে। ভক্তিসমন্বিত জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয় সত্য, কিন্তু সেই জ্ঞানও শ্রীহরির পরিতোষের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অধীন। ভক্ত যখন কৃষ্ণের শ্রীমুখোক্ত উপদেশ-অনুসারে পুনঃ পুনঃ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তখন তিনি কৃষ্ণের নাম ও গুণকীর্ত্তন করেন এবং তাঁহার রূপ অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া থাকেন; এইরূপে ক্রমে ভক্তির উদয় হয়। অনন্তর ভক্ত ভগবৎ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত পরমগুহ্য মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রাকৃতমূর্ত্তি-বিবর্জ্জিত মন্ত্র-মূর্ত্তি যজ্ঞেশ্বর বাসুদেবের অর্চ্চনা করিয়া সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন। মুনিগণ কৃপার্দ্র হইয়া আমাকে যে অতি গোপনীয় ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এই;—ওঁকার ভগবান্ বাসুদেব, তোমাকে মানসে নমস্কার; প্রদ্যুম্ন, তোমাকে মানসে নমস্কার; অনিরুদ্ধ, তোমাকে মানসে নমস্কার ও সঙ্কর্ষণ, তোমাকে মানসে নমস্কার। হে তপোধন। আমি তাঁহার উপদেশ পালন করিতেছি দেখিয়া কেশব আমাকে তত্ত্বজ্ঞান, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ও তাঁহার পাদপদ্মে প্রেমভক্তি দান করিলেন। আপনি বেদশাস্ত্রে পারদর্শী; যাহা অবগত হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের আর জ্ঞাতব্য বিষয় অবশিষ্ট থাকে না, সেই ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করুন। বিবেকী ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন, সংসারদুঃখে নিয়ত প্রপীড়িত জীবগণের ক্লেশশান্তির আর অন্য উপায় নাই।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

সূত কহিলেন,—হে ঋষিবর! সত্যবতীসুত ভগবান্ ব্যাস দেবর্ষির জন্ম ও কর্ম্মের বিবরণ শ্রবণ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবর্ষি! আপনাকে যাঁহারা জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, সেই ভিক্ষু ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে বাল্যাবস্থায় আপনি কি করিলেন এবং কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শেষ জীবন যাপন করিলেন? অনন্তর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কিরূপেই বা দাসীগর্ভসম্ভূত কলেবর পরিত্যাগ করিলেন? পূর্ব্বকল্পের স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত আপনার স্মরণ আছে দেখিতেছি। সর্ব্ববিনাশক কালও তাহার বিলোপ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহাও অতীব বিস্ময়কর।

শ্রীনারদ কহিলেন,—আমার জ্ঞানোপদেষ্টা মুণিগণ প্রস্থান করিলে আমি বাল্যাবস্থায় কি করিয়াছিলাম, বলিতেছি,—শ্রবণ করুন। আমার মাতার আমিই একমাত্র পুত্র ছিলাম; তিনি একে দাসী, তাহাতে আবার জ্ঞানহীনা নারী ছিলেন এবং একমাত্র অসহায় পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীলা ছিলেন। তিনি আমার ভরণপোষণাদি মঙ্গলবিধানে অভিলাষিণী হইলেও পরাধীনতানিবন্ধন তাহা করিতে পারিতেন না। কারণ, দারুময়ী-পুত্তলিকার ন্যায় সমগ্র জগৎ ভগবানের বশীভূত। আমি পঞ্চমবর্ষীয় শিশু; দিক্, দেশ ও কাল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম। সুতরাং জননীর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া সেই ব্রাহ্মণগৃহেই বাস করিতে লাগিলাম। একদা জননী রাত্রিতে গোদহন করিবার নিমিত্ত বহির্গত হওয়ায় পথিমধ্যে কালপ্রেরিত হইয়া কোন সর্পকে পদাঘাত করিলে সেই সর্পদংশনে মন্দভাগ্যার দেহান্ত ঘটিল। জননীর মৃত্যু ঘটিলে আমি উহা ভক্তবৎসল শ্রীহরির করুণা মনে করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলাম। আমি গমন করিতে করিতে বহু সুসমৃদ্ধ জনপদ, রাজধানী, গ্রাম, গোষ্ঠ, রত্নাদির আকর, কৃষকপল্লী, গিরি নিকটবর্ত্তী গ্রাম, পুষ্পাদিবাটিকা, বন, উপবন, সুবর্ণ ও রজতাদিদ্বারা চিত্রবর্ণ পর্ব্বতে গজদ্বারা ভগ্নশাখ-বৃক্ষসমূহ, নির্ম্মলসলিল জলাশয় চিত্রকলকণ্ঠ পক্ষিকূজনে প্রবুদ্ধ ও ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল-ভ্রমরশোভিত সরসী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অবশেষে নল, বেণু, শর, স্তম্ব, কুশ ও কীচক দ্বারা অতি দুর্গম, সিংহ, ব্যাঘ্র, উলূক, শৃগাল প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর ক্রীড়াস্থান এক অতি ভীষণ অরণ্য অবলোকন করিলাম। বহুদূর অতিক্রমহেতু আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিতে লাগিলাম। অনন্তর এক নদীহ্রদে স্নান, আচমন ও জলপান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম। সেই জনশূন্য অরণ্যে এক অশ্বত্থমূলে উপবিষ্ট হইয়া হৃদয়াবস্থিত পরমাত্মাকে মানসে ধ্যান করিতে লাগিলাম। তাঁহার চরণাম্বুজ ধ্যান করিতে করিতে আমার চিত্ত ভক্তিভাবে বিবশ হইল এবং উৎকণ্ঠাহেতু লোচনপ্রান্ত হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ক্রমে শ্রীহরি হৃৎপদ্ম মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার অঙ্গ প্রেমভরে পুলকিত হইল এবং পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই বিস্মৃত হইলাম। অনন্তর মনোরঞ্জন শোকাপহারী ভগবদ্রূপ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া বিরহকাতর চিত্তে জাগরিত হইলাম। পুনর্ব্বার সেই রূপদর্শনে অভিলাষী হইয়া হৃদয়ে মন স্থির করিয়াও যখন তাঁহার দর্শন পাইলাম না, তখন অতৃপ্ত হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। আমি এইরূপ দীনদশায় অবস্থিত, এমন সময় বাক্যের

অগোচর ভগবান্ গম্ভীর মধুর বাক্যে যেন আমার শোক প্রশমিত করিতে করিতে বলিলেন,—বৎস নারদ! তুমি এই জন্মে আর আমার দর্শন পাইবে না। যাহাদিগের কামাদি মনোমল নিঃশেষরূপে দগ্ধ হয় নাই, সেই সমস্ত অসম্পন্ন যোগী আমার দর্শন-লাভে সমর্থ হয় না। আমার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে একবারমাত্র দর্শন দিলাম; কারণ ভক্তগণ আমার দর্শনলোভেই ক্রমে হৃদয়ের যাবতীয় কামনাকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। তুমি অল্প কাল সাধুসেবা করিলেও আমার প্রতি তোমার দৃঢ়মতি সঞ্চার হইয়াছে; তুমি অন্তে এই নিন্দনীয় দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার পার্ষদদেহ লাভ করিবে। যাঁহার মতি আমার প্রতি নিবদ্ধ হয় তাঁহার আর কোন কালে বিপদের সম্ভাবনা থাকে না; বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়কালেও তাঁহার স্মৃতি আমার অনুগ্রহে অক্ষুণ্ণ থাকে। সর্ব্বনিয়ন্তা অমূর্ত্তি গগনরূপ সেই অদ্ভুতদর্শন ভগবান্ এইরূপ বলিয়া নিবৃত্ত হইলে আমি এই অনুকম্পা লাভ করিয়া সেই মহামহেশ্বরকে শির অবনত করিয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম।

অনন্তর আমি লজ্জাপরিহার পূর্ব্বক অনন্তের পরমগুহ্য নাম সকল উচ্চারণ ও তাঁহার ভুবনমঙ্গল লীলা স্মরণ করিতে করিতে তুষ্ট ও নিস্পৃহচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। কবে আমার সেই শুভদিন সমাগত হইবে, এই প্রতীক্ষায় মদ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কাল হরণ করিতে লাগিলাম। এইরূপ অনাসক্ত ও নির্ম্মল অন্তঃকরণ কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছি, এমন সময় একদা আকস্মিক বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় মৃত্যু সহসা আমার সম্মুখীন হইল। তখন আমি নিত্য শুদ্ধ পার্ষদেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম এবং প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসানে আমার পঞ্চভূতে রচিত নশ্বরদেহ নিপতিত হইল। অনন্তর কল্পাবসানে শ্রীনারায়ণ ত্রৈলক্য উপসংহার করিয়া কারণার্ণবে শয়ান হইলে বিশ্বাত্মা ব্রহ্মাও তাঁহার সহিত একীভূত হইলেন এবং আমি তাঁহার নিশ্বাসযোগে তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এইরূপে সহস্র দিব্যযুগ অতিবাহিত হইল; পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা উত্থিত হইলে, আমি মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল হইতে জন্মলাভ করিলাম। আমি অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য-পালনপূর্ব্বক ত্রৈলক্যের অন্তঃ ও বহির্ভাগে পর্য্যটন করিয়া থাকি, মহাবিষ্ণুর করুণায় আমার কুত্রাপি গতি প্রতিরুদ্ধ হয় না। ভগবান্ আমাকে একটী বীণা প্রদান করিয়াছেন; এই বীণার স্বতঃসিদ্ধ স্বরগ্রাম হইতে ব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়া থাকেন, আমি এই বীণাযন্ত্রে হরিগুণ-গান করিতে করিতে পর্য্যটন করিয়া থাকি এবং প্রিয়কীর্ত্তি পরমপাবন শ্রীহরির বীর্য্যগাথা গান করিবার কালে তিনি যেন আহূত হইয়া আমার মনোমন্দিরে শীঘ্র দর্শনদান করেন। মুনিবর! যাহাদিগের চিত্ত বিষয়ভোগ করিবার নিমিত্ত লালায়িত, এই ভগবানের চরিত্রবর্ণনই তাহাদিগের ভবসিন্ধু পার হই-বার একমাত্র ভেলা। মুকুন্দসেবা করিবামাত্র কাম ও লোভাক্রান্ত মন যেরূপ শান্তিলাভ করে, যম নিয়মাদি যোগসাধন দ্বারা তাদৃশ ফললাভে সমর্থ হয় না। আপনি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার জন্ম ও কর্ম্মের রহস্য এবং আপনার ও আত্মপরিতোষের কারণ এই সমস্ত বর্ণন করিলাম।

সূত কহিলেন,—প্রয়োজনসংকল্পশূন্য দেবর্ষি নারদ এইরূপে ব্যাসদেবের সহিত কথোপকথন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং বীণাযন্ত্র আলাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। আহা! দেবর্ষি নারদই ধন্য! যিনি পরমানন্দে বীণাযোগে শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণের যশোগান করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ জগৎকে শীতল করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

শৌনক্ প্রশ্ন করিলেন,—হে সূত! নারদ প্রস্থান করিলে পর ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার যাহা অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে কি করিলেন? সূত কহিলেন,—ব্রাহ্মণগণ শোভিত সরস্বতী নদীর পশ্চিমতীরে ঋষিগণের যজ্ঞানুষ্ঠানের অনুকূল শম্যাপ্রাস নামে প্রসিদ্ধ এক আশ্রম আছে। ব্যাস বদরীসমূহমণ্ডিত সেই স্বকীয় আশ্রমে উপবিষ্ট হইয়া আচমানানন্তর সমাধিযোগে চিত্তস্থির করিলেন। ভক্তিযোগদ্বারা নির্ম্মল চিত্ত সম্যক্ নিশ্চল হইবার পর, তিনি পূর্ণপুরুষ ভগবান্ ও তাঁহার অধীন মায়াকে দর্শন করিলেন। এই মায়াদ্বারা মোহিত জীব ত্রিগুণের অতীত আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না এবং আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি আপনাতে কর্ত্তৃত্বাদি আরোপ করিয়া অনর্থ প্রাপ্ত হয়। তিনি ইহাও দর্শন করিলেন যে, ভগবান্ অধোক্ষজে ভক্তি হইলে তদ্দ্বারা সমস্ত অনর্থের উপশম হয় এবং এই নিমিত্ত অজ্ঞ লোকদিগের হিতকামনায় শ্রীভাগবতসংহিতা রচনা করিলেন। এই ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে ভক্তি উদিত হইয়া শোক মোহ ও ভয় অপনোদন করিয়া থাকে। তিনি ভক্তি প্রধান এই ভাগবতসংহিতা প্রণয়ন করিয়া নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী স্বীয় তনয় শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন।

সূতের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, আত্মারাম শুকদেব নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহার কোনও বিষয়ে অপেক্ষা বা আসক্তি ছিল না; সুতরাং তিনি কিহেতু এই অতি বিস্তৃত সংহিতা কণ্ঠস্থ করিলেন? সূত কহিলেন, —আহা! শ্রীহরির কি অলৌকিক গুণমাধুর্য্য! মুনিগণ আত্মারাম ও বিধিনিষেধের অতীত হইলেও সেই মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া উরুক্রম ভগবানের প্রতি অহৈতুকী অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন। হরিভক্তগণ শ্রীশুকদেবের অত্যন্ত প্রিয়; তিনি শাস্ত্রাদিব্যাখ্যা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত তিনি শ্রীহরির গুণমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এই সুবৃহৎ ভাগবতসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি আপনাদিগকে রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও মুক্তি এবং যাহা হইতে কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ উত্থিত হইবে, সেই পাণ্ডুপুত্রগণের মহাপ্রস্থান বর্ণনা করিব। যখন কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধে ক্রমে ক্রমে বীরগণ স্বর্গলাভ করিলেন। এবং ভীমনিক্ষিপ্ত গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইল তখন অশ্বত্থামা স্বীয় প্রভু দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার মানসে দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া আনিলেন; কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বজন নিন্দিত কার্য্যে দুর্য্যোধনের প্রীতি হইল না। এদিকে জননী দ্রৌপদী পুত্রগণের ভীষণ নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পরিতাপের সহিত অশ্রুপূর্ণলোচনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার এই দশা দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রিয়ে! যেদিন আমি গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত শরদ্বারা পুত্রনিহন্তা ব্রাহ্মণাধম সেই অশ্বত্থামার মস্তক ছেদন করিয়া তোমার সমীপে আনয়ন করিব এবং সেই মস্তককে আসন করিয়া তুমি স্নান করিবে, সেই দিবস তোমার পুত্রশোক অপনোদিত হইবে। কিরীটী প্রিয়াকে এইরূপ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কবচ ও গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন এবং সখা ও সারথি কৃষ্ণের সহিত কপিধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া গুরুপুত্র অশ্বত্থামার অনুসরণ করিলেন। যেমন সূর্য্য রুদ্রভক্ত বিদ্যুন্মালী নামে রাক্ষসকে বধ-করিয়া রুদ্রের ভয়ে

পলায়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পুত্রঘাতী অশ্বত্থামা দূর হইতে অর্জ্জুনকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিয়া রথে আরোহণ করতঃ কম্পিত হৃদয়ে প্রাণের আশায় যথাশক্তি পলায়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদূর পলায়ন করিবার পর তাঁহার অশ্বসকল ক্লান্ত হইল। তখন আত্মরক্ষা করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্র ব্রহ্মশিরোনামক অস্ত্রকেই পরিত্রাণের একমাত্র উপায় স্থির করিলেন। অনন্তর এইরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়া, তিনি যদিও ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহারমন্ত্র জানিতেন না, তথাপি তাহাই আচমনান্তর সন্ধান করিলেন। অর্জ্জুন দেখিলেন, দিঙ্মণ্ডল এক প্রচণ্ডতেজে উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে আপনার বিপদের আশঙ্কা করিয়া সসম্ভ্রমে কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন,—কৃষ্ণ! তুমি বীরাগ্রণী ও ভক্তগণের ভয়হারী; তুমি সংসারতাপে দগ্ধ জীবগণের একমাত্র মোক্ষদাতা; তুমি আদি কারণ, এই হেতু প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত পরমপুরুষ; অতএব তুমিই একমাত্র নিয়ন্তা। তুমি জগতের কারণ হইয়াও নির্ব্বিকার, যেহেতু স্বীয় চৈতন্য-শক্তিদ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া কেবল একমাত্র আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছ। তুমি মায়ার অধীশ্বর বলিয়া স্বীয় প্রভাবে মায়ামুগ্ধ জীবলোকের ধর্ম্মাদি ফল বিধান করিতেছ। ভূভার হরণের নিমিত্ত তোমার এই অবতার; যাহাতে তোমার জ্ঞাতিগণ ও একান্ত ভক্তগণ তোমাকে নিরন্তর ধ্যান করিতে পারে, ইহাও তোমার এই অবতার-গ্রহণের এক গূঢ় উদ্দেশ্য; হে দেবদেব! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই যে প্রচণ্ড তেজ সর্ব্বদিক্ গ্রাস করিয়া অগ্রসর হইতেছে, ইহা কি এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—পার্থ! ইহা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র। অশ্বত্থামা কেবল ইহা নিক্ষেপ করিতে জানে মাত্র, কিন্তু ইহার উপসংহার-মন্ত্র অবগত নহে। এক্ষণে প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ইহা প্রয়োগ করিয়াছে। অন্য কোন অস্ত্রদ্বারা এই অস্ত্রকে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না অতএব স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা এই উৎকট তেজের বিনাশ সাধন কর; যেহেতু, তুমি এই অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার সম্যক্ অবগত আছে।

সূত কহিলেন,—শত্রুবীরগণের দর্পহারী অর্জ্জুন ভগবানের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আচমনান্তর কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিবার নিমিত্ত স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। অনন্তর যেমন প্রলয়কালে সূর্য্যতেজ সঙ্কর্ষণের মুখনিঃসৃত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ শরজালদ্বারা সংবেষ্টিত উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ পরস্পর মিলিত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত ও অন্তরীক্ষ আবৃত করিয়া সম্যক্ বর্দ্ধিত হইল। সেই মহাতেজ ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া ত্রৈলোক্যবাসী জনগণ সহসা প্রলয় উপস্থিত হইল মনে করিতে লাগিল। অর্জ্জুন ত্রৈলোক্যের বিনাশ ও প্রজাগণের ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া এবং বাসুদেবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া উভয় অস্ত্রই উপসংহার করিলেন; অনন্তর ক্রোধে তাম্রনেত্র অর্জ্জুন শীঘ্র কৃপীপুত্র ক্রূর অশ্বত্থামাকে ধরিয়া যজ্ঞীয় পশুর ন্যায় রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিলেন। যখন এইরূপে রজ্জুবদ্ধ রিপুকে শিবিরাভিমুখে লইয়া যাইতেছেন, তখন পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ কুপিত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন,—পার্থ। যে ব্রাহ্মণাধম রজনীতে নিদ্রিত নিরপরাধ বালকদিগকে বধ করিয়াছে, তাহার প্রাণবধ কর। এরূপ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা বিধেয় নহে। যিনি যুদ্ধধর্ম্ম অবগত আছেন, তিনি কখন মদ্যাদিপানে মত্ত, অসাবধান, গ্রহবাতাদিদ্বারা উন্মত্ত, নিদ্রিত, বালক, স্ত্রী, উদ্যমহীন, শরণাগত, রথহীন ও ভীত রিপুকে বধ করেন না। যে নির্দ্দয় খল ব্যক্তি পরের প্রাণহানি-

দ্বারা আত্মপ্রাণের পুষ্টিসাধন করে, তাহার প্রাণদণ্ড করিলে তাহারই কল্যাণ হয়; কারণ, দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্তদ্বারা দোষ ক্ষালন না করিলে অপরাধীর অধোগতি হইয়া থাকে। এই ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক বালকগণকে নিধন করিয়া স্বীয় প্রভু দুর্য্যোধনেরও অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে; অতএব এই পাপিষ্ঠ স্বজনঘাতকে বধ কর। তুমি আমার সমক্ষে মানিনী পাঞ্চালীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছে যে, পুত্রঘাতীর শিরশ্ছেদ করিয়া তাঁহাকে উপহার দিবে; তাহাও একবার স্মরণ কর। এইরূপে অর্জ্জুনের ধর্ম্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিলেও সহৃদয় অর্জ্জুন, গুরুপুত্র পুত্রহন্তা হইলেও তাঁহাকে বধ করিতে সম্মত হইলেন না।

অনন্তর যে স্থানে শিবিরে প্রিয়া দ্রৌপদী নিহত পুত্রগণের নিমিত্ত শোক করিতেছিলেন, অর্জ্জুন প্রিয় সখা ও সারথি গোবিন্দের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্রহন্তা অশ্বত্থামাকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিলেন। সাধুহৃদয়া দ্রৌপদী অপকারী গুরুপুত্রকে এইরূপে পশুর ন্যায় পাশবদ্ধ ও নিন্দিত কর্ম্মের নিমিত্ত অধোমুখ দেখিয়া তাঁহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন,—আমি ইহাঁর এইরূপ বন্ধনাবস্থা দেখিতে পারিতেছি না। ইহাঁকে শীঘ্র মুক্ত কর; যেহেতু ইনি ব্রাহ্মণ ও আমাদিগের গুরু। তুমি যাঁহার প্রসাদে অতি গুহ্য মন্ত্রসমন্বিত ধনুর্ব্বেদ ও অস্ত্রসমূহের প্রয়োগ ও উপসংহারকৌশল শিক্ষা করিয়াছ, সেই ভগবান্ দ্রোণই পুত্ররূপে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপা পত্নী কৃপীও অদ্যাপি জীবিত আছেন; তিনি বীরপ্রসবিনী বলিয়া পতির অনুগমন করেন নাই। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ; যে গুরুকুল সতত বন্দনীয়, তাহা তোমা হইতে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইবে, ইহা অতীব অনুচিত। আমি যেরূপ পুত্রশোকে কাতর হইয়া নিরন্তর অবিরলধারে ক্রন্দন করিতেছি, সেইরূপ ইহাঁর মাতা পতিব্রতা গৌতমীকে যেন পুত্রশোকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে না হয়। যে সকল অজিতেন্দ্রিয় রাজগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া অনিষ্টাচরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকুলকে ক্রুদ্ধ করে, ব্রাহ্মণকুলের কোপাগ্নি সেই অপরাধী রাজকুলকে জ্ঞাতিবর্গের সহিত শোকসন্তপ্ত করিয়া শীঘ্র ভস্মীভূত করে।

সূত কহিলেন—দ্রৌপদীর ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত, সকরুণ, সরল, সহানুভূতি ও সদুপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সাত্যকি, কৃষ্ণ ও অন্যান্য নারীগণ সকলেই সাধুবাদপ্রদানপূর্ব্বক অনুমোদন করিলেন। তন্মধ্যে ভীম কুপিত হইয়া বলিলেন,—যে দুষ্ট স্বীয় প্রভু বা আত্মা, কাহারও স্বার্থ লক্ষ্য না করিয়া নিদ্রিত পাঁচটী শিশুকে বৃথা বধ করিয়াছে, মরণই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এই বলিয়া ভীম অশ্বত্থামাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে দ্রৌপদী তাঁহাকে নিবারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন কৃষ্ণ উভয়কে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন;—সখে! ব্রাহ্মণ অধম হইলেও অবধ্য এবং স্বজনঘাতী বধ্য—এই উভয় বিধিই আমার অনুমোদিত; সুতরাং উভয়দিক্ রক্ষা করিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। তুমি অশ্বত্থামাকে বধ করিবে বলিয়া দ্রৌপদীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা পালন করিলে তোমার প্রতিজ্ঞারক্ষা ও ভীমসেনের মনস্তুষ্টি উভয়ই হইবে; কিন্তু অশ্বত্থামাকে বধ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলে সেই কার্য্য আমার অনুমোদিত হইবে! অতএব যথোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

শ্রীসূত কহিলেন,—অর্জ্জুন সহসা গোবিন্দের অভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করিয়া খড়্গদ্বারা অশ্বত্থামার কেশের সহিত মস্তকস্থ মণি অর্থাৎ স্ফীত মাংসখণ্ড

ছেদন করিলেন। অনন্তর শিশুবধজন্য পাপে হতশ্রী মণিবিহীন অশ্বত্থামাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া শিবির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; যেহেতু সর্ব্বস্বগ্রহণ ও মস্তকমুণ্ডন করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেই অধম ব্রাহ্মণের বধ তুল্য হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। অনন্তর পুত্রশোকাতুর পাণ্ডবগণ কৃষ্ণার সহিত মৃত পুত্রগণের পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীসূত কহিলেন,—অনন্তর কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণ যুদ্ধে নিহত আত্মীয়গণের উদ্দেশ্যে তর্পণাঞ্জলিদানের নিমিত্ত নারীগণকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ হরিপাদপদ্মের রজঃস্পর্শে পবিত্রসলিলা গঙ্গায় অবগাহন করিয়া তর্পণাঞ্জলি প্রদান করিলেন; পরে বহু বিলাপ করিয়া পুনর্ব্বার গঙ্গাজলে স্নান করিলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রশোকাতুরা গান্ধারী, অনুজগণের সহিত যুধিষ্ঠির, কুন্তী ও দ্রৌপদী গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইলে, মাধব তাঁহাদিগকে আত্মীয়বিরহনিবন্ধন শোকে বিহ্বল দেখিয়া মুনিগণের সহিত সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন,—কাল প্রাণিগণের উপরে সর্ব্বদাই আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; তাহার গতিরোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এইরূপে কৃষ্ণ খলস্বভাব দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক অপহৃত অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজ্যের পুনরুদ্ধার, পাঞ্চালীর কেশস্পর্শহেতু ক্ষীণ পরমায়ু দুষ্ট রাজগণের নিধনসাধন ও পাণ্ডবদিগের দ্বারা যথাশাস্ত্র তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদিগের পবিত্র যশঃসৌরভে দশদিক্ সুরোভিত করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ দ্বারকা গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়া দ্বৈপায়ন প্রভৃতি বিপ্রগণের বন্দনা করিলে তাঁহারাও তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন। পরে পাণ্ডবগণের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত যেমন রথে আরোহণ করিলেন, অমনি দেখিতে পাইলেন—ভয়বিহ্বলা উত্তরা তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। উত্তরা করুণস্বরে কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিতেছেন,—হে যোগেশ্বর, দেবদেব! তুমি জগতের পতি। এ জগতে প্রাণিমাত্রেই অপর হইতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া প্রাণভয়ে ভীত; কেবল একমাত্র তোমাকেই নির্ভয় দেখিতেছি। হে প্রভো! এই তপ্তলৌহময় শলা আমার অভিমুখে আসিতেছে, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। যদি এই শরাগ্নিতে আমি দগ্ধ হই, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই; আমার এই প্রার্থনা, যে আমার গর্ভস্থ শিশু অকালে বিনষ্ট না হয়।

সূত কহিলেন,—ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, অশ্বত্থামা বিশ্বকে পাণ্ডবশূন্য করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে। সেইক্ষণে পাণ্ডবগণ দীপ্ত পঞ্চ শর তাঁহাদিগের অভিমুখে আসিতেছে দেখিয়া স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন,—ব্রহ্মাস্ত্র অন্য কোন অস্ত্রদ্বারা নিবারিত হইবার নহে; সুতরাং পাণ্ডবগণ ঘোর সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। অতএব ভগবান্ স্বীয় অস্ত্র সুদর্শনদ্বারা আশ্রিতগণের রক্ষাবিধান করিলেন এবং কুরুবংশ

বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, মায়াদ্বারা উত্তরার গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক গর্ভস্থ শিশুকে আবরণ করিলেন। ইহা তাঁহার দুষ্কর কার্য্য নহে, যেহেতু হরি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী ও যোগেশ্বর। যদিও অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতীকার হয় না, তথাপি ব্রহ্মাস্ত্র বিষ্ণুতেজের নিকট শান্তভাব ধারণ করিল। অজ যিনি মায়াদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা অচ্যুতের পক্ষে এই ব্রহ্মাস্ত্রপ্রশমন কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতঃপর কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, সতী কুন্তীদেবী দ্রৌপদী ও ব্রহ্মতেজ হইতে নির্মুক্ত পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণের স্তুতি করিয়া বলিলেন,—কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি; তুমি প্রকৃতির নিয়ন্তা, এই হেতু প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত। তুমিই আদিপুরুষ; তুমি পূর্ণরূপে ও অলক্ষ্যভাবে সর্ব্বভূতের অন্তঃ ও বহির্ভাগে বিরাজ করিতেছ। কিন্তু তুমি মায়াযবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছ; এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য হইতেছ না। যেমন সঙ্গীতশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ শ্রোতা নটের বিচিত্র সঙ্গীতরসালাপ ও অভিনয়চাতুর্য্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ কি অজ্ঞানান্ধ জীবগণ, কি নির্ম্মল পরমহংস মুণিগণ, কেহই তোমার অক্ষয়রূপ ও লীলাচাতুর্য্য অবধারণ করিতে সমর্থ হন না। আমরা অনভিজ্ঞা নারীজাতি; তোমার মহিমা কি জানি যে, তোমার পাদপদ্মে ভক্তিভাব অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব? অতএব কৃপা করিয়া কেবল প্রণাম গ্রহণ কর। হে কৃষ্ণ! তুমি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুদেবও দেবকীকে ধন্য করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে নন্দগোপকুমার গোবিন্দ! তোমাকে নমস্কার। হে পদ্মনাভ! পঙ্কজমালায় তোমার বক্ষ স্থল সুশোভিত; তোমাকে নমস্কার। হে পদ্মপলাশ-লোচন! তোমার শ্রীচরণ পদ্মচিহ্নে অনুপম মাধুর্য্য ধারণ করিয়াছে, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

কুন্তি কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার মাতা দেবকী অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক করুণা প্রদর্শন করিয়াছ। দুঃখিনী দেবকী খল কংসের কারাগারে বহুকাল রুদ্ধ থাকিবার পর তুমি তাঁহাকে একবারমাত্র মুক্ত করিয়াছিলে; কিন্তু আমি যতবার বিপদে পড়িয়াছি, তুমি ততবারই দয়া করিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। শুদ্ধ তাহাই নহে, তুমি দেবকীর পুত্রগণকে কংসের হস্ত হইতে রক্ষা কর নাই, কিন্তু আমার পুত্রগণকে পুনঃ পুনঃ বহু বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ। তুমি আমাদিগকে বিষপ্রয়োগ, জতুগৃহদাহ, হিড়িম্বাদি রাক্ষস, দ্যূতসভা বনবাসক্লেশ ও প্রতিযুদ্ধে মহারথিগণের ভীষণ অস্ত্র সকল হইতে রক্ষা করিয়াছিলে এবং এক্ষণে অশ্বত্থামার দারুণ ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিলে। হে জগদ্‌গুরো! যে বিপদে তোমার দর্শনলাভ হইয়া থাকে ও যাহা হইতে সংসার দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয়, সেই বিপদ যেন আমার সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। হে হৃষিকেশ! তুমি অকিঞ্চন, ভক্তগণের নয়নগোচর হইয়া থাক; কিন্তু যাহারা কুল, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও সৌন্দর্য্যের অহঙ্কারে মত্ত, তাহারা তোমার নাম গ্রহণেও বঞ্চিত হয়। তুমি রাগদ্বেষরহিত, কেবল আত্মাতেই নিরন্তর রমণ করিয়া থাক; ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ বিষয় সকল তোমা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে; কেবল নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণই তোমার সর্ব্বস্বধন, একমাত্র তুমিই কৈবল্য মুক্তিপ্রদানে সমর্থ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই কাল; যেহেতু তুমি বিশ্বের নিয়ন্তা; তোমার আদি ও অন্ত নাই। তুমি সর্ব্বগত; প্রাণিগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলেও তুমি সর্ব্বত্র সমভাবে বিচরণ করিয়া থাক। হে দেব! তুমি নরলীলা করিয়া মনুষ্যের কার্য্যকলাপের অনুকরণ করিয়া থাক। কেহই

তোমার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে; কিন্তু মনুষ্য তোমার গূঢ় অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তোমাতে বৈষম্য কল্পনা করে। হে বিশ্বাত্মন্! তোমার জন্ম নাই, তথাপি তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাক; তোমার কর্ম্ম নাই, অথচ তুমি কর্ম্ম করিয়া থাক। তুমি পশুযোনিতে বরাহাদিরূপে, নরযোনিতে রামাদিরূপে, ঋষিযোনিতে নরনারায়ণরূপে, এবং জলচরযোনিতে মৎস্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই সেই প্রাণীর জাতিগত স্বভাব এরূপ অনুকরণ করিয়া থাক যে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও তোমাকে কর্ম্মাধীন মনে করিয়া মহাভ্রমে পতিত হয়। তোমার ভয়ে ভীত হইয়া স্বয়ং ভয়ও পলায়ন করে, অথচ তোমার নরলীলা কি অপূর্ব্ব! দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া অপরাধ করিলে মা যশোদা তোমাকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত যেমন রজ্জুগ্রহণ করিলেন, অমনি তোমার আকুল নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু বিগলিত হইয়া নয়নাঞ্জনকে সিক্ত করিল এবং তুমি যেন প্রহারভয়ে ভীত হইয়া অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলে। তোমার সেই কপট কাতরমূর্ত্তির মাধুরী মনে হইলে আমার চিত্ত বিমোহিত হয়। কেহ কেহ বলেন,—চন্দনতরু যেমন মলয়পর্ব্বতের কীর্ত্তি বিস্তার করিবার নিমিত্ত তদুপরি জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ তুমি অজ হইয়াও পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠিরের যশোবিস্তারের নিমিত্ত প্রিয় যদুকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। কেহ কেহ মনে করেন, তুমি পূর্ব্বে বসুদেব ও দেবকীর তপস্যায় প্রীত হইয়া অসুরগণের বিনাশ ও জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তদীয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কোন কোন ব্যক্তি বলেন,—সাগরবক্ষে তরণীর ন্যায় ভারাক্রান্ত মহীর ভার অপনোদনের নিমিত্ত তুমি ব্রহ্মার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অপর কেহ কেহ মনে করেন, তুমি জীবের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে জীবের স্বরূপ পরমানন্দ, অথচ সে তাহা জানে না; এই অজ্ঞানই 'অবিদ্যা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অবিদ্যা হইতে দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মে ও তাহা হইতে সহস্র সহস্র কামনার সৃষ্টি হয়। জীব কামনার বশে বিবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সংসারক্লেশে ভোগ করিতে থাকে। তাহারা তোমার লীলা শ্রবণ ও স্মরণ করিয়া সংসার যাতনা হইতে নিস্কৃতি লাভ করিবে, এই অভিপ্রায়ে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যাহারা তোমার চরিত্র নিরন্তর শ্রবণ; কীর্ত্তন, বর্ণন ও স্মরণ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করে, তাহারা অবিলম্বে তোমার পদাম্বুজ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়। একবার উহা দর্শন করিলে জন্মপ্রবাহের উপশম হইয়া থাকে। কৃষ্ণ! তুমি কি অদ্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় যাইতেছ? আমরা তোমার সুহৃৎ ও অনুগত; তুমি কর্ণধার হইয়া আমাদিগকে ঘোর যুদ্ধজলধি পার করিয়াছ সত্য, কিন্তু তাহাতে বহু নৃপতি নিহত হওয়ায়, তাহাদের আত্মীয়গণ আমাদের শত্রু হইয়াছে। তোমার পাদপদ্ম ব্যতীত আমাদের আর অন্য আশ্রয় নাই; অতএব তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। আমার পুত্রগণ বীর এবং যাদবগণের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকায় আমাদের খ্যাতি ও সামর্থ্য বর্দ্ধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু জীবাত্মার অদর্শনে যেমন ইন্দ্রিয় সকলের নাম ও রূপ তুচ্ছ হয়, সেইরূপ তোমার অদর্শনেও আমাদিগের সেই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইবে। হে গদাধর! তোমার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত শ্রীচরণস্পর্শে এক্ষণে আমাদিগের রাজ্যের যেরূপ শোভা হইতেছে, তোমার অদর্শনে ইহার সে সৌভাগ্য থাকিবে না। সুপক্ক ওষধি লতা, বন, পর্ব্বত, সমুদ্র ও জনপদ সকল যে এত সমৃদ্ধিলাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহা তোমারই শুভদৃষ্টিপাতের ফল। হে বিশ্বেশ্বর! তুমি বিশ্বের আত্মা ও এই বিশ্ব তোমার মূর্ত্তি। আমি উভয় পক্ষ চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইতেছি। তুমি গমন করিলে

পাণ্ডবদিগের অকুশলও থাকিলে যাদবগণের অকুশল হইবার সম্ভাবনা; অতএব পাণ্ডব ও যাদব এই উভয়কুলের প্রতি আমার যে দৃঢ় স্নেহবন্ধন আছে, তাহা ছেদন কর। যেমন ভাগীরথী জলপ্রবাহ বহন করিয়া অবিচ্ছিন্নগতিতে সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ আমার মতি যেন অন্য বিষয় সকল হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রেমপ্রবাহ বহন করিয়া নিরন্তর তোমার চরণাভিমুখে ধাবিত হয়। হে বৃষ্ণিকুলতিলক কৃষ্ণ! তুমি অর্জ্জুনের সখ্যপ্রেমে চিরদিন আবদ্ধ আছ। তুমি পৃথিবীদ্রোহী রাজন্যবংশসমূহের অনলস্বরূপ তাহারা তোমার তেজে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি তোমার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। হে যোগেশ্বর গোবিন্দ! তুমি গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণের তাপ-হরণের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে ভগবন্! তুমি অখিল বিশ্বের গুরু, তোমাকে নমস্কার করি।

সূত কহিলেন,—কুন্তীদেবী মধুরপদযুক্ত বাক্য-দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিলে বৈকুণ্ঠবিহারী তাঁহাকে প্রেমে মোহিত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—আমার প্রতি তোমার মতি অবিচলিত থাকিবে। অনন্তর সেই স্থান হইতে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিয়া সুভদ্রাদি স্ত্রীগণের নিকট ও পুনর্ব্বার কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দ্বারকাপুরে যাইবার উদ্যোগ করিলে যুধিষ্ঠির প্রেমপূর্ণবাক্যে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে স্বজন-বিরহে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া ব্যাসাদি ঋষিগণের সহিত নানাবিধ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া বহু সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত কিছুতেই শান্তি লাভ করিল না। কৃষ্ণ তাঁহাকে কুরুক্ষেত্রে লইয়া গিয়া পিতামহ ভীষ্মের মুখে সান্ত্বনা দান করিবেন, এই গূঢ় অভিপ্রায় ঋষিগণেরও বিদিত ছিল না। এক্ষণে বিবেক বিলুপ্ত হওয়ায় রাজা যুধিষ্ঠির স্নেহ মোহের বশীভূত হইয়া জ্ঞাতিবন্ধুগণের নিধন চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন,—হায়! আমি কি দুরাত্মা! আমার চিত্ত এরূপ অজ্ঞানান্ধ হইয়াছে যে, আমি কুক্কুর শৃগালের ভক্ষ্য এই তুচ্ছদেহের নিমিত্ত বক্ষ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করিলাম। শিশু, ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, বন্ধু, পিতৃব্য, ভ্রাতা ও গুরু ইহাদিগের বধাপরাধে অযুত অযুত বৎসরেও আমার নরক হইতে নিষ্কৃতি হইবে না। প্রজাপালক রাজা ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রুবধ করিলে পাপে লিপ্ত হন না, এই শাস্ত্রবিধি আমাকে প্রবোধ দিতে পারিতেছে না; কারণ, আমি প্রজাপালক রাজা ছিলাম না, কেবল রাজা-লোভেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যে সকল স্ত্রীলোকের পতিপুত্রাদি বধ করিয়া দ্রোহাচরণ করিয়াছি, গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্মপালন করিয়া সে মহাপাপ অপনোদন করিতে সমর্থ নহি। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে প্রাণিহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি হয়, এই বেদ-বিধি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার বোধ হয়, যেমন পঙ্ক দ্বারা পঙ্কিল সলিল, অথবা মদ্যদ্বারা মদ্যস্পর্শে অশুদ্ধ পদার্থের শুদ্ধি হয় না, সেইরূপ যজ্ঞে জ্ঞানকৃত পশুহত্যাদ্বারা মোহবশতঃ যুদ্ধে শত্রুবধজনিত পাপের নিষ্কৃতি হয় না।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়

শ্রীসূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে প্রাণিদ্রোহপাপে ভীত হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্মার্থ, জানিবার নিমিত্ত যে স্থানে দেবব্রত শরশয্যায় শয়ান আছেন, সেই কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। ভীমাদি ভ্রাতৃগণ ও ব্যাসধৌম্যাদি মুনিগণ সদশ্বযোজিত ও স্বর্ণ-ভূষিত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং ভগবান্ ও ধনঞ্জয়ের সহিত রথারূঢ় হইয়া অনুসরণ করিলেন। যেমন কুবের গুহ্যকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভাধারণ করেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠির ও ভ্রাতৃগণ ও দ্বিজগণে পরিবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিলেন। পাণ্ডব ভীষ্মকে স্বর্গচ্যুত অমরের ন্যায় ভূপতিত দেখিয়া কৃষ্ণের সহিত সবান্ধবে প্রণাম করিলেন। ভরতকুলতিলক ভীষ্মকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষী, ও রাজর্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পর্ব্বত, নারদ, ধৌম্য, ভগবান্ বেদব্যাস বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, সশিষ্য রেণুকাসুত পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃহসমদ, অসিত, কাক্ষীবান্, গৌতম, অত্রি, কৌশিক, সুদর্শন এবং শুকদেব, কশ্যপ ও আঙ্গিরসাদি অমলচিত্ত অন্যান্য মুনিগণ শিষ্যসমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেশ ও কালের বিচারে নিপুণ, ধর্ম্মজ্ঞ, বসুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মহাভাগ ঋষিগণকে সমবেত দেখিয়া যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন এবং জগৎপতি কৃষ্ণ, তাঁহার হৃদস্থি হইয়াও মায়ায় নররূপে তাঁহার সমক্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন—এই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করিলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ বিনীত ও স্নিগ্ধমূর্ত্তীতে তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলে অনুরাগাশ্রু বিগলিত হইয়া ভীষ্মের নয়নযুগল আকুলিত করিল; তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—হে পাণ্ডুপুত্রগণ! তোমার বিপ্র, ধর্ম্ম ও অচ্যুতের সেবা করিয়াও যে ক্লেশে জীবনযাপন করিতেছ, ইহা অতীব দুঃখের বিষয় ও ন্যায়বিগর্হিত। মহারথ পাণ্ডু স্বর্গারোহণ করিলে বধূ পৃথাদেবী শিশুপুত্র তোমাদিগের নিমিত্ত বহু ক্লেশে ভোগ করিয়াছেন। সমস্ত কালের বশে ঘটিয়াছে, জানিবে। যেমন বায়ু মেঘখণ্ডসমূহকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিয়া থাকে, সেইরূপ কালই কারণ হইয়া জীবকে সুখ-দুঃখের ভাগী করিয়া থাকে। যেখানে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মবল, গদাপাণি বৃকোদরের বাহুবল, গাণ্ডীবী অর্জ্জুনের অস্ত্রবল ও সাক্ষাৎ কৃষ্ণই মিত্রবল, সেখানেও বিপদ; ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর আর কি হইতে পারে? হে রাজন্! এই যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছ, ইঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারে, এরূপ কেহই এই ত্রৈলোক্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইঁহার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে গিয়া বিবেকী ব্যক্তিরও অতিভ্রম উপস্থিত হয়। হে যুধিষ্ঠির! তুমি আমাদিগের কুলপরম্পরাগত রাজা ও রাজ্যপালনে পরমসমর্থ; এক্ষণে এই জগৎ ঈশ্বরাধীন জানিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রজাপালন কর। ইঁনিই সর্ব্বেশ্বর, সাক্ষাৎ আদি পুরুষ নারায়ণ—স্বীয় মায়াদ্বারা জগৎকে মোহিত করিয়া যদুগণের মধ্যে গূঢ়ভাবে বিচরণ করিতেছেন। হে রাজন্! ইঁহার গুহ্যতম প্রভাব শিব, দেবর্ষি নারদ ও সাক্ষাৎ ভগবান্ কপিল অবগত আছেন। ইনি সকলের আত্মা, সমদর্শী ও অদ্বয়; জীবের ন্যায় ইঁহার অহঙ্কার ও রাগ-দ্বেষ নাই। তুমি ইঁহাকে মাতুলেয়, প্রিয়কারী ও বিশ্বাসী বন্ধু মনে করিয়া কখনও মন্ত্রিত্ব ও দৌত্যাদি উৎকৃষ্ট কার্য্যে, কখনও বা সারথ্যাদি নিকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ; কিন্তু তাহাতে ইঁহার উচ্চনীচকর্ম্মনিবন্ধন মতিবৈষম্য ঘটে নাই। ইঁহার সমদৃষ্টির নিকট উচ্চ বা নীচ বলিয়া কোন বস্তু নাই। তথাপি একান্ত ভক্তের

প্রতি কৃষ্ণের অনুকম্পা দর্শন কর ; আমার প্রাণত্যাগ করিবার কাল আগতপ্রায় জানিয়া আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিতে আসিয়াছেন। যোগী কলেবর পরিত্যাগ করিবার কালে যদি ভক্তিভরে চিত্তকে কৃষ্ণে অর্পণ করেন ও বাক্যদ্বারা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তিনি কামনা ও কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করেন। কৃষ্ণ! তোমার মুখাম্বুজ প্রসন্নহাস্য ও অরুণলোচনে সর্ব্বদা উল্লসিত ; যোগিগণ তোমরা উক্তরূপ চতুর্ভুজ মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া থাকেন। হে দেবদেব! আমার এই নিবেদন, আমি যে পর্য্যন্ত না এই কলেবর পরিত্যাগ করি, তুমি তাবৎকাল এই স্থানে প্রতীক্ষা কর।

সূত কহিলেন,—যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান পিতামহের পূর্ব্বোক্ত সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিদিগের সমক্ষে তাঁহাকে বিবিধ ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তত্ত্ববিৎ ভীষ্ম চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের অনুষ্ঠেয় নরজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, বৈরাগ্যলক্ষণ নিবৃত্তিধর্ম্ম, আসক্তিলক্ষণ প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও তন্মধ্যে বিশেষতঃ দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম, ভগবদ্ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ও তাহার সাধন ইত্যাদি সমুদয় নানা ইতিহাসাদিতে যেরূপ বিবৃত আছে, তাহা যথাযথ সংক্ষেপে ও বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিলেন। ইত্যবসরে ইচ্ছা-মৃত্যু যোগিগণ সে উত্তরায়ণ কালের বাঞ্ছা করেন, সেই প্রকৃষ্টকালে সমুপস্থিত হইল। তখন সহস্ররথিনায়ক ভীষ্ম বাক্যের উপসংহার করিয়া উন্মীলিতনেত্রে পুরোবর্ত্তী চতুর্ভুজ পীতাম্বর আদিপুরুষ কৃষ্ণে মনঃসমাধান করিলেন। এই বিশুদ্ধ ধারণা হইতে তাঁহার অশুভ অন্তর্হিত ও কৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিপাতে শরাঘাত জনিত বেদনার আশু উপশম হইল ; ইন্দ্রিয় সকল বিভিন্ন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিশ্চলভাব ধারণ করিল। এই রূপে তিনি নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিবার মানসে অন্তিমকালে জনার্দ্দনের স্তুতি করিয়া বলিলেন,—হে যদুশ্রেষ্ঠ! তুমি পরমমহান্ পরমানন্দস্বরূপ ; তুমি কখন কখন ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টিপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া থাক ; আমি তোমাতে আমার নিষ্কাম মতি অর্পণ করিলাম। হে অর্জ্জুনসারথে! নবোদিত রবিকরসদৃশ উজ্জ্বল পীতাম্বরে তোমার তমালকান্তি ত্রিভুবকমনীয় শ্রী-অঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। আহা! তোমার অলকাবৃত মুখাম্বুজ কি ভুবনমোহন। আমার এই প্রার্থনা, তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী রতি উৎপন্ন হউক। কৃষ্ণ! তুমি যুদ্ধকালে অর্জ্জুনের রথে বিরাজিত ছিলে, তোমার কবচাবৃত উজ্জ্বল দেহ আমার নিশিত শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল এবং অশ্বক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিদ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুন্তলরাজি হইতে বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি পতিত হইয়া তোমার মুখমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। সখা অর্জ্জুনের বাক্যে স্বকীয় ও পরকীয় সৈন্যের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিয়া তুমি কালদৃষ্টিদ্বারা শত্রুসৈনিকগণের আয়ুঃ হরণ করিয়াছিলে। অর্জ্জুন কৌরবলের পুরোভাগে দ্রোণাদি-গুরুজনদিগকে অবস্থিত দেখিয়া স্বজনবধভয়ে বিষণ্ন মনে যুদ্ধবিমুখ হইয়া উপবিষ্ট হইলে তুমি আত্মবিদ্যা উপদেশ দিয়া তাহার মোহ অপনোদন করিয়াছিলে। হে মুকুন্দ! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিবে না এবং আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তোমাকে অস্ত্রধারণ করাইব। তুমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া সহসা রথ হইতে লম্ফ দিয়া রথচক্রধারণপূর্ব্বক গজবধোদ্যত কেশরীর ন্যায় আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলে ; সেই কালে তোমার ক্রোধাবেশহেতু উত্তরীয়বসন স্খলিত হইয়াছিল এবং পদভরে মেদিনী কম্পিতা হইয়াছিলেন। আমার শানিত অস্ত্রাঘাতে তোমার কবচ বিধ্বস্ত ও অঙ্গ রক্তাক্ত হইয়াছিল ; তুমি

অর্জ্জুনের বাধা অতিক্রম করিয়া আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছিল। লোকে তোমাকে অর্জ্জুনের পক্ষপাতী মনে করিলেও বস্তুতঃ তুমি আমারই প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলে। তোমার ভক্তবাৎসল্যের তুলনা নাই। কৃষ্ণ। তুমি অর্জ্জুনের রথে অশ্বরশ্মি ও অশ্বতাড়নী ধারণ করিয়া উপবিষ্ট হইলে তোমার যে অপূর্ব্ব শোভা হয়, তাহা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। তোমার ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্য; যাঁহারা তোমাকে দর্শন করিতে করিতে রণভূমিতে তনুত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা তোমার পার্ষদমূর্ত্তি লাভ করিয়াছেন; আমার অন্তিমকাল উপস্থিত, তোমার চরণাম্বুজে আমার রতি উৎপন্ন হউক। তোমার ললিতগতি, রাসবিলাস, মধুর হাস্য ও প্রণয়নিরীক্ষণ দ্বারা প্রেমবিবশা গোপবধূগণ গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলার অনুকরণ করিয়া তোমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তুমি জগতের নমস্য; যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভা মধ্যে সমবেত মুনিগণ ও রাজন্যগণ যাঁহার অলৌকিক মূর্ত্তি ও মহিমার স্তুতিগান করিয়া সর্ব্বাগ্রে পূজা করিয়াছিলেন, সেই জগদাত্মা তুমি আমার নয়নগোচর হইতেছ; আমার ভাগ্যের সীমা নাই। হে অজ! যেমন সূর্য্য এক বলিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইলেও ভিন্ন ভিন্ন আধারে প্রতিফলিত হইয়া বহু বলিয়া প্রতিভাত হয়েন, সেইরূপ অদ্বিতীয় তুমিও জীবের স্বীয় কল্পনাদ্বারা রচিত ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত হইয়া বহু বলিয়া প্রতীত হইতেছে; ভগবন এক্ষণে! তোমার কৃপায় আমার এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, আমি কৃতার্থ হইলাম।

সূত কহিলেন,—ভীষ্ম এইরূপে মন, বাক্য ও দৃষ্টির বৃত্তি উপসংহার করিয়া আত্মাকে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে সমাধান পূর্ব্বক অন্তরে শ্বাস বিলীন করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। ভীষ্মকে নিষ্কল ব্রহ্মে মিলিত দেখিয়া যুধিষ্ঠিরাদি সকলে দিবসাপগমে বিহঙ্গকুলের ন্যায় নীরব হইলেন। সুরলোকে ও মর্ত্ত্যলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইল। রাজগণের মধ্যে যাঁহারা অসূয়াশূন্য তাঁহারা ভীষ্মের গুণাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহার বহু প্রশংসাবাদ করিলেন। হে ভৃগুনন্দন শৌনক! ভীষ্ম নির্ম্মুক্ত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহার অন্ত্যেষ্টিসংস্কার নির্ব্বাহিত করিয়া কিছুকাল দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণ মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার গুহ্য নামোচ্চারণপূর্ব্বক স্তুতিগান করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিত হস্তিনাপুরে গমন করিয়া পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র ও দুঃখিনী গান্ধারীকে সান্ত্বনা করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও কৃষ্ণের অনুমতি অনুসারে রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির রাজ্যাপহারী শত্রুদিগকে বধ করিয়া অনুজগণের সহিত রাজ্যভোগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কিরূপে রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরে কি করিলেন, তাহা সবিশেষ বর্ণন করুন। সূত কহিলেন —কুরুবংশরূপ কাননে জ্ঞাতিবিরোধরূপ অগ্নি উত্থিত হইয়া কুরুবংশকে ভস্মীভূত করিলে, লোকপালক শ্রীহরি পরীক্ষিতের প্রাণ রক্ষা করিয়া কুরুবংশকে

পুনঃ-অঙ্কুরিত করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে নিজরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে যুধিষ্ঠিরের দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল এবং "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মোহ বিদূরিত হইল। তিনি কৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হইয়া অনুজগণের সাহায্যে ইন্দ্রের ন্যায় সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যে মেঘ যথেষ্ট বর্ষণ করিতে লাগিল; পৃথ্বী অভিলষিত বস্তু প্রসব করিলেন এবং বহুক্ষীরা ধেনুগণ প্রচুর দুগ্ধক্ষরণদ্বারা গোষ্ঠভূমি অভিষিক্ত করিল। নদী, সমুদ্র ও পর্ব্বত সকল অনুকূলভাব ধারণ করিল এবং বনস্পতি, লতা ও ওষধি সকল প্রতি ঋতুতে প্রচুর ফলপুষ্পে সুশোভিত হইল। অজাতশত্রু রাজা হইলে প্রাণিগণের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি এবং আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ তিরোহিত হইল।

কৃষ্ণ সুহৃৎ পাণ্ডবগণের শোকনিবারণ ও ভগিনী সুভদ্রার পরিতোষের নিমিত্ত হস্তিনাপুরে কতিপয় মাস অতিবাহিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার অভিলাষে তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি অনুজ্ঞাপ্রদান করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভীমাদি ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিলে তিনি রথে আরোহণ করিলেন। সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, বিরাটতনয়া উত্তরা, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, কৃপাচার্য্য, নকুল, সহদেব, বৃকোদর, ধৌম্য ও সত্যবতী প্রভৃতি অপরাপর নারীগণ শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ চিন্তা করিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। অসঙ্গ বুধগণ সাধুমুখে যাঁহারা কর্ণরসায়ন যশোগাথা একবারমাত্র শ্রবণ করিয়া সাধুসঙ্গের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন না, পাণ্ডবগণ যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়াছেন,—তাঁহারা বিরহবেদনা কিরূপে সহ্য করিবেন? কৃষ্ণ তাঁহাদিগের চিত্তকে হরণ করিয়া গমন করিলেন, সুতরাং তাঁহারাও অনিমেষলোচনে তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে স্নেহবিহ্বলচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিলেন। কৃষ্ণ পুর হইতে নির্গত হইলে গমনকালে অশ্রুমোচন অমঙ্গলসূচক—এই ভয়ে, বন্ধুবনিতাগণ উৎকণ্ঠাহেতু সঞ্জাত অশ্রু অতি-ক্লেশে নেত্রোপান্তেই সংবরণ করিলেন। এদিকে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী, বীণা, পণব, গোমুখ, ধুধুরী, আনক, ঘণ্টা ও দুন্দুভি প্রভৃতি মঙ্গলবাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। কৃষ্ণকে দর্শন করিতে অভিলাষিণী হইয়া কুরুনারীগণ অট্টালিকার শিখরদেশে আরোহণ করিলেন এবং সলজ্জ ও সহাস্য দৃষ্টিপাতদ্বারা প্রেম প্রকাশ করিয়া তাঁহার মস্তকে কুসুমবর্ষণ করিলেন। সখা অর্জ্জুন প্রিয়তমের মস্তকে রত্নদণ্ডসমন্বিত মুক্তামালা-বিভূষিত শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিলেন এবং উদ্ধব ও সাত্যকি উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অতি রমণীয় চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ পথি-মধ্যে বিকীর্ণ কুসুমরাজিতে অলঙ্কৃত হইয়া ঋতুপতি বসন্তের ন্যায় সুষমা ধারণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে 'সুখী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন; তিনি পরমানন্দস্বরূপ; সুতরাং ঐ আশীর্ব্বাদ তাঁহার অনুরূপ না হইলেও তাঁহার নরলীলাতে উহা সত্য ও সঙ্গত হইয়াছিল।

এইরূপে কৃষ্ণ যখন গমন করিতেছেন,—সেইকালে অনুরক্তা পুরনারীগণ পরস্পর শ্রুতিমধুর আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন,—যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে নিজ অদ্বিতীয় স্বরূপে বিরাজিত ছিলেন এবং প্রলয়কালে জীবদেহ সকল জগদাত্মা ঈশ্বরে লীন হইলেও বিরাজমান থাকেন, সেই পুরাতন পুরুষই এই শ্রীকৃষ্ণ। এই ভগবানই জীবগণের পূর্ব্বকল্পের কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে সুখদুঃখ ভোগ করাইবার নিমিত্ত স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হন। এই প্রকৃতিই জীবগণের মোহ উৎপন্ন করেন। জীব বস্তুতঃ নাম ও রূপবিবর্জ্জিত হইলেও এই প্রকৃতিই ভগবানের ইচ্ছা-

শক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়া জীবের নাম-রূপবিশিষ্ট দেহ রচনা করে। ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াই নিরস্ত হন নাই; জীবের বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের গতি দেখাইবার নিমিত্ত বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ করিয়া ভক্তিহেতু উৎকণ্ঠিত ও নির্ম্মল বুদ্ধিদ্বারা যাঁহারা শ্রীচরণ দর্শন করেন, ইনিই সেই শ্রীকৃষ্ণ। সখি, ইহাঁর করুণাকটাক্ষে চিত্ত যেরূপ নির্ম্মল হয়, যোগাদিদ্বারা সেরূপ হয় না। যাঁহারা শাস্ত্ররহস্যনিরূপণে সুদক্ষ, ঈদৃশ ঋষিগণ বেদে ও রহস্যপূর্ণ আগমশাস্ত্রে যাঁহাকে লীলাহেতু জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর অথচ অসঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ! নৃপতিগণ তমোগুণে অন্ধ হইয়া অধর্ম্মদ্বারা আত্মপোষণে প্রবৃত্ত হইলে, ইনি যুগে যুগে জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য, সত্যপ্রতিজ্ঞা, সদুপদেশ, ভক্তবাৎসল্য ও অলৌকিক কার্য্য সকল প্রকাশ করেন। আহা! এই পুরুষোত্তম শ্রীপতি স্বীয় জন্ম ও বিহারদ্বারা যাহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, অতিশ্লাঘ্য সেই যদুকুল ও পুণ্যভূমি মধুবন ধন্য! আহা! অকুস্থলী দ্বারকাপুরীও কি সৌভাগ্যশালিনী! এই পুরী অমরাবতীর কীর্ত্তিকেও লঘু করিয়া পৃথিবীর পবিত্র যশ বিস্তার করিতেছে। দ্বারকার প্রজাগণেরও সৌভাগ্যের সীমা নাই; কারণ, তাঁহারা স্বীয় পতি শ্রীকৃষ্ণের করুণাপূর্ণ সহাস্য অবলোকন নিত্য দর্শন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ যে মহিষীগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জন্মান্তরে ব্রত, স্নান ও হোমাদিদ্বারা এই ভগবানের সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; তাঁহারা অতি ভাগ্যবতী; কারণ, ব্রজবধূগণ যাঁহার অধরামৃতপানের লালসায় মুহুর্মুহুঃ মোহ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা তাহা নিত্য পান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ স্বীয় বীর্য্য প্রভাবে স্বয়ম্বরে বলিষ্ঠ শিশুপালাদি নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়া যাঁহাদিগকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন, সেই প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও আম্বের জননী রুক্মিণী, জাম্ববতী ও নাগ্নজিতী এবং নরকাসুরকে বধ করিয়া যে সহস্র সহস্র ললনাকে আহরণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরাধীন ও অশুচি নারীকুলের কলঙ্ক অপনোদন করিয়াছেন; কারণ তাঁহাদিগের প্রাণনাথ কমলনয়ন কৃষ্ণ নিয়ত সমীপে থাকিয়া নানাবিধ চিত্রালাপদ্বারা, কখন বা পারিজাতাদি রম্য বস্তু উপহারাদিদ্বারা তাঁহাদিগের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন।

শ্রীহরি এইরূপে পুরললনাগণের বিচিত্র কথোপকথন শ্রবণ করিয়া মধুর নিরীক্ষণদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রমোদিত করিয়া গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির স্নেহহেতু পথিমধ্যে শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া চতুরঙ্গিনী-সেনা তাঁহার সহিত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিরহকাতর পাণ্ডবগণ স্নেহবশতঃ বহুদূর তাঁহার অনুগমন করিলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিবর্ত্তিত করিয়া উদ্ধবাদি প্রিয়জনের সহিত স্বীয় নগরীতে প্রস্থান করিলেন। তিনি কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, শূরসেন, যামুন, ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, সারস্বত, বরুদেশ, অল্পজল ধন্বপ্রদেশ, শৌবীর ও আভীরদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিলেও তাঁহার অশ্ব সকল অধিক ক্লান্তি বোধ করিল না। তিনি যে সকল প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আসিলেন, তত্রত্য জনগণ উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিল। তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, সায়ংকাল সমাগত হইল এবং ভগবান্ মরীচিমালী জলধিবক্ষে নিমগ্ন হইয়া অস্তমিত হইলেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

শ্রীসূত কহিলেন,—কৃষ্ণ স্বীয় সমৃদ্ধজনপদ দ্বারকার উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া যেন প্রজাগণের বিষাদ প্রশমিত করিয়া পাঞ্চজন্য-শাঙ্খধ্বনি করিলেন। কৃষ্ণের করতল পদ্মের ন্যায় ও অধর শোণকুসুমের ন্যায় অরুণবর্ণ; তিনি করপুটে শ্বেতবর্ণ পাঞ্চজন্য ধারণ করিয়া অধরসংযোগে ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, পাঞ্চজন্য রক্তপদ্ম মধ্যবর্ত্তী শব্দায়মান কলহংসের শোভা ধারণ করিল; প্রজাগণ জগতের ভয়হারী শঙ্খ নিনাদ শ্রবণ করিয়া প্রভুকে দর্শন করিবার মানসে সকলে প্রত্যুদ্গমন করিল। রবির উদ্দেশে প্রদীপদানের ন্যায় কৃষ্ণের সমীপে উপহারদ্রব্য সকল সমর্পণ করিয়া প্রজাগণ আনন্দহেতু বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিল। পিতার সমীপে শিশুর ন্যায় তাহারা প্রীতি-প্রফুল্লমুখে আত্মারাম, পরমানন্দস্বরূপে সতত পূর্ণকাম, পরমসুহৃৎ ও রক্ষাকারী কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে নাথ! আপনার পাদপঙ্কজের বন্দনা করি। স্বয়ং ব্রহ্মা, সনকাদি কুমারগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ উহা বন্দনা করিয়া থাকেন। এই সংসারে যাহারা শ্রেয়ঃকামনা করে, ঐ পাদপদ্ম তাহাদের পরম অবলম্বন; কাল সকলের প্রভু হইলেও তোমার শ্রীচরণসমক্ষে তাহার প্রভাব থাকে না। হে বিশ্বভাবন! তুমি আমাদিগের কল্যাণ বিধান কর; তুমিই আমাদিগের মাতা, পিতা, সুহৃৎ, পতি, সদ্গুরু ও পরমদেবতা; আমরা তোমার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমরা তোমাকে নাথ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি; কারণ, তোমার দেবদুর্লভ প্রেমস্নিগ্ধ মুখকমল, সহাস্য অবলোকন ও ভুবনসুন্দর রূপদর্শনের অধিকারী হইয়াছি। হে অচ্যুত! তুমি যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুদর্শনের নিমিত্ত হস্তিনাপুর অথবা মধুপুরে গিয়াছিলে, তখন সূর্য্যের অভাবে যেমন চক্ষুঃ অন্ধ হয়, তোমার অভাবে আমাদিগের সেই দশা হইয়াছিল। তোমার বিরহে আমাদিগের ক্ষণমাত্র কাল কোটি বৎসর বলিয়া মনে হইতে থাকে। হে নাথ! তুমি দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিলে তোমার ভুবন-মনোহর বদন না দেখিয়া আমরা কিরূপে প্রাণধারণ করি। তোমার মুখ কমনীয় হাস্যে মাধুরীময়। তুমি প্রসন্ন দৃষ্টিদ্বারা ভবতাপ নির্ব্বাপিত করিয়া থাক; ভগবন্! তোমার বিরহে আমাদিগের চিত্ত ব্যাকুলিত হয়।

ভক্তবৎসল শ্রীহরি এইরূপে প্রজাগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া কৃপাদৃষ্টিপাতে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্যে দ্বারাবতীর সমকক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন পাতালস্থা ভোগবতী নদী নাগসমূহকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণের প্রবাসকালে দ্বারকাপুরীও কৃষ্ণতুল্য পরাক্রমশালী মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের দ্বারা রক্ষিত হইতেছিল। পদ্মাকর সরোবর সকল ঐ পুরীর অপূর্ব্বশোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। সরোবরের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বঋতুর সম্পদ্‌ভার ফলকুসুমাদিদ্বারা সুশোভিত হইয়া উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াকানন ও লতামণ্ডপসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। কৃষ্ণের আগমনে দ্বারকার পুরদ্বারে ও পতিগৃহদ্বারে উৎসতোরণ রচিত হইয়াছে এবং গরুড়াদি চিহ্নিতধ্বজ ও "জয় জয়" মন্ত্রাকিত পতাকা সকল উড্ডীন হইয়া আতপতাপ নিবারণ করিতেছে। রাজপথ, সামান্যপথ, ক্রয়-বিক্রয়স্থান ও অঙ্গনসমূহ গন্ধজলদ্বারা অভিষিক্ত এবং বিকীর্ণ ফল, পুষ্প, আতপতণ্ডুল ও অঙ্কুরদ্বারা মাঙ্গলিক আকার ধারণ করিয়াছে। প্রতি গৃহদ্বারের উভয় পার্শ্বে দধি, অক্ষত, ফল ও ইক্ষুদ্বারা অলঙ্কৃত পূর্ণকুম্ভ

এবং ধূপদীপাদি পূজোপকরণ সকল শোভা পাইতেছে। প্রিয়তম কৃষ্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া মহামনা বসুদেব, অক্রূর উগ্রসেন, অদ্ভুত-বিক্রম বলরাম, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও জাম্ববতীসুত সাম্ব আনন্দোচ্ছ্বাসে শয়ন, উপবেশন ও ভোজন পরিত্যাগ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে প্রেমহেতু সসম্ভ্রমে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। মঙ্গলসূচক এক গজরাজ পুরোভাগে চলিতে লাগিল শঙ্খ ও তূর্য্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত এবং আশীর্ব্বাদার্থ হস্তে পুষ্পাদি লইয়া ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চলিলেন। শত শত বারাঙ্গনা কৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া যানারোহণপূর্ব্বক গমন করিল; কুন্তলের কান্তি গণ্ডদেশে প্রতিফলিত হওয়ায় তাহাদিগের বদনের শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছিল; রসাভিনয়চতুর নট, কর্ত্তৃক, গায়ক, পৌরাণিক, বংশ-খ্যাপক ও স্তুতিপাঠকগণ ভগবানের অলৌকিক চরিত্র গান করিতে লাগিল। প্রণাম, আলিঙ্গন, করস্পর্শ ও সহাস্য দৃষ্টিদ্বারা ভগবানও বন্ধু ও অনুগত পৌর-গণের যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা প্রদর্শন করিয়া সকলকে সম্মানিত করিলেন; অধিক কি, তিনি চণ্ডালাদি অন্ত্যজজাতিপর্য্যন্ত সকলকেই অভিমত বর প্রদান করিয়া আশ্বাসিত করিলেন এবং স্বয়ং পিতামহাদি গুরুজনের, সস্ত্রীক বৃদ্ধব্রাহ্মণগণের ও অন্যান্য স্তুতিপাঠকগণের আশীর্ব্বাদ-দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে বিপ্রগণ! কৃষ্ণ রাজমার্গে উপস্থিত হইলে, দ্বারকার কুলবধূগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার আনন্দে মত্ত হইয়া প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন; কারণ, দ্বারকাবাসিগণ তাঁহাকে নিত্যদর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না। যাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীদেবীর, বাহু লোকপালগণের ও পদাম্বুজ ভক্তগণের নিবাসভূমি এবং যাঁহার মুখ প্রাণিগণের লোচনদ্বারা সৌন্দর্য্যামৃতপানের পানপাত্র, অচ্যুতের সেই সর্ব্বশোভাধার শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া কাহার নেত্র পরিতৃপ্ত হইতে পারে? গমনকালে নবনীরদবর্ণ কৃষ্ণের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র, উভয়পার্শ্বে মণ্ডলাকারে আন্দোলিত শ্বেত চামরদ্বয়, সর্ব্বাঙ্গে বর্ষিত কুসুমরাশি, পরিধানে পীতবসন ও গলদেশে বিলম্বিত বনমালার একত্র সমাবেশে যে এক অতুলন রূপরাশির সৃষ্টি হইল, জগতে কোন বস্তুই তাহার উপমাধারণে সমর্থ নহে; তবে যদি অসম্ভব সম্ভব হয়, যদি কখন নবঘনের উপরিভাগে সূর্য্যবিম্ব, উভয় পার্শ্বে চন্দ্রদ্বয়, সর্ব্বাঙ্গে নক্ষত্রাবলী, মধ্যদেশে মিলিত দুইটী ইন্দ্রধনু ও স্থিরসৌদামিনীর একত্র সমাবেশ হয়, তাহা হইলে এই অপূর্ব্বরূপের তুলনা হইতে পারে।

কৃষ্ণ এইরূপে রাজমার্গ অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ মাতাপিতার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেবকী প্রভৃতি সপ্ত মাতাকে বন্দনা করিলে তাঁহারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে লইলেন। স্নেহভরে তাঁহাদিগের স্তন-দুগ্ধ ক্ষরিত হইল এবং তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণকে নয়নজলে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর তিনি সর্ব্ব ভোগ্যবস্তু সমন্বিত মনোহর স্বীয়পুরে প্রবেশ করিলেন; এই পুরমধ্যে তাঁহার ষোড়শ সহস্র ও অষ্টাধিক শত পত্নীগণের অট্টালিকা বিরাজিত ছিল। মহিষীগণ দূর হইতে বিদেশস্থ পতিকে গৃহে সমাগত দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে সহসা আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রিয়তমের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন, তখন লজ্জা হাসিয়া তাঁহাদিগের দৃষ্টিকে বক্র ও বদনকে অবনত করিয়া দিল। অন্তঃকরণই এই লজ্জারূপ বিঘ্ন উৎপন্ন করিল দেখিয়া তাঁহারা আর অন্তঃকরণের প্রেরণায় নিবৃত্ত হইলেন না এবং অনুচিত হইলেও অঙ্গরাগাদি-রহিত বিরহিণীবেশেই অগ্রসর হইলেন।

হে ভৃগুনন্দন শৌনক! কৃষ্ণ আসিতেছেন

শুনিয়া তাঁহারা দর্শনের পূর্ব্বে তাঁহাকে মনে মনে এবং দৃষ্টিগোচর হইলে দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রিয়তম সমীপস্থ হইলে অন্তরের ভাব গূঢ় রাখিয়া পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন করাইবার ছলে আপনারাই কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রেমে বিবশ হওয়ায় তাঁহাদিগের নেত্রোপান্তে এতাবৎ নিরুদ্ধ আনন্দাশ্রু দুই এক বিন্দু নিঃসৃত হইল। আহা! কৃষ্ণরূপের কি অলৌকিক মহিমা! লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়াও তাঁহার পদযুগল ক্ষণমাত্রও পরিত্যাগ করেন না; তিনি মহিষীগণের সহিত একান্তে অবস্থিত হইলেও তাঁহার চরণমাধুরী প্রতিক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এক্ষণে কৃষ্ণ গুরুতর কার্য্যভার হইতে অবসর লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে পারিবারিক সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অস্ত্রধারণ না করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছেন; পৃথিবীর ভারভূত রাজগণ বহু অক্ষৌহিণী সেনাদ্বারা স্বীয় তেজ বিস্তার করিয়া পৃথিবীকে সন্তপ্ত করিতেছিল; এক্ষণে তিনি তাহাদিগের নিধন সাধন করিলেন। যেমন বায়ু বেণু সকলের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষণ ঘটাইয়া তাহা হইতে অগ্নি উত্থাপিত করিয়া তাঁহাদিগকে ভস্মসাৎ করে ও পরে স্বয়ং নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণও রাজন্যগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদিগের বিনাশসাধন পূর্ব্বক স্বয়ং কর্ম্মক্ষেত্র হইতে নিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে স্বীয় যোগমায়া অবলম্বন করিয়া ভূলোকে অবতীর্ণ শ্রীভগবান্ উত্তম স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় বিহার করিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহাদিগের গম্ভীরভাবসূচক কমনীয় হাস্য ও সলজ্জ কটাক্ষপাতে বিমোহিত হইয়া মহাদেবও পিনাক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সুন্দরী কামিনীগণও কুহকজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়ক্ষোভ উৎপন্ন করিতে পারেন নাই। ভগবান্ নির্লিপ্তভাবে লীলা করিলেও অজ্ঞ মনুষ্যগণ আপনাদের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঈশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব যে, যেমন বুদ্ধি আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও আত্মার ধর্ম্ম আনন্দাদির সহিত যুক্ত হয় না; সেইরূপ তিনিও প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলেও প্রকৃতির ধর্ম্ম সুখদুঃখাদির সহিত যুক্ত হয় না। তাঁহার পত্নীগণও তাঁহার ঈশ্বরত্ব না জানিয়া মোহ-বশতঃ স্বীয় স্বীয় কল্পনানুসারে কৃষ্ণকে তাঁহাদিগের বশীভূত ও একান্তে অত্যন্ত অনুগত বলিয়া মনে করিতেন।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীশৌনক কহিলেন,—কৃষ্ণ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধপ্রায় উত্তরার গর্ভ পুনরুজ্জীবিত করিলেন, ইহা বর্ণনা করিয়াছেন; এক্ষণে সেই বিজ্ঞ মহাত্মা পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও নিধন প্রাপ্তির পর গতি-সম্বন্ধে আপনি শ্রীশুকদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছেন, সেই সমুদয় আমরা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিব, দয়া করিয়া কীর্ত্তন করুন।

সূত কহিলেন,—কৃষ্ণপাদপদ্মে একান্ত অনুরক্ত ও কাম্য বিষয়ে স্পৃহাশূন্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রজাদিগের অনুরঞ্জন করিয়া পিতার ন্যায় পালন করিতে

লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই মুকুন্দে অর্পিত ছিল; সুতরাং যেমন মালা ও চন্দনাদি ক্ষুধিত ব্যক্তির প্রীতি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সম্পদ, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গাদিলোকের সৌন্দর্য্য প্রিয়তমা মহিষী, অনুগত ভ্রাতৃগণ, পৃথিবী, জম্বুদ্বীপের আধিপত্য ও স্বর্গপর্য্যন্ত বিস্তৃত কীর্ত্তি-কলাপ, এই সমস্ত সুরবাঞ্ছিত পদার্থ তাঁহার সন্তোষ-সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। হে ভৃগুনন্দন শৌনক! যখন পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে দগ্ধ হইতেছিলেন, তখন তিনি এক অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ দেখিতে পাইলেন। ঐ পুরুষের শিরোদেশে উজ্জ্বল সুবর্ণ কিরীট; তিনি অতি সৌম্যদর্শন, শ্যামবর্ণ, বিদ্যুতের ন্যায় পীতবসনে শোভিত ও নির্ব্বিকার। তাঁহার বিশাল চতুর্বাহু, শ্রবণে উজ্জ্বল সুবর্ণমণ্ডল কুণ্ডল, লোচন আরক্ত; তিনি গর্ভের চতুর্দ্দিকে উল্কাবর্ণ গদা মুহুর্মুহুঃ বিঘূর্ণিত করিতেছেন। যেমন সূর্য্য হিমরাশি বিনাশ করেন, সেইরূপ ভগবান্‌ও স্বীয় গদাদ্বারা অস্ত্রতেজ বিনাশ করিলেন। শিশু তাঁহাকে সমীপে দেখিয়া, ইনি কে—এইরূপ চিন্তা করিতে না করিতে ধর্ম্মরক্ষক অনন্তস্বরূপ শ্রীহরি তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর শুভ গ্রহ সকল অন্যান্য অনুকূল গ্রহগণের সহিত উদিত হইলে শুভলগ্নে পাণ্ডুর ন্যায় অমিততেজা পণ্ডুবংশধর জন্মগ্রহণ করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রীতমনে ধৌম্য, কৃপপ্রভৃতি বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া কুমারের জাতকর্ম্ম সম্পাদন করাইলেন। তিনি জানিতেন, উঁহা দানের অতি প্রশস্তকাল, এই নিমিত্ত কুমারের শুভজন্মকালে সুবর্ণ, গো, ভূমি, গ্রাম, উৎকৃষ্ট হস্তী ও অশ্ব এবং উত্তম অন্ন ব্রাহ্মণর্গণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইয়া বিনয়াবনত রাজাকে বলিলেন,—হে পৌরবশ্রেষ্ঠ! এই শিশু এই পবিত্র পুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি প্রতিকূল দৈববশে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও মহাপ্রভাব ভগবান্ বিষ্ণু আপনাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া ইঁহাকে দান করিয়াছেন; অতএব ইনি বিষ্ণুরাত নামে জগতে বিখ্যাত হইবেন। ইনি যে একজন মহাভক্ত নানাবিধ গুণের আধার হইবেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই বালক কি উত্তরকালে রাজর্ষি পুণ্যশ্লোক মহাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় খ্যাতি ও সাধুবাদ প্রাপ্ত হইবে? ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে পার্থ! ইনি সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর ন্যায় প্রজাগণের রক্ষক, দাশরথী শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ-হিতৈষী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, উশীনরদেশাধিপতি মহারাজ শিবির ন্যায় দাতা ও শরণাগতপালক, দুষ্মন্তপুত্র ভরতের ন্যায় জ্ঞাতি ও যাজ্ঞিকগণের যশোবর্দ্ধক, অর্জ্জুন ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য, অনলের ন্যায় দুর্দমনীয়, সমুদ্রের ন্যায় দুস্তর, সিংহের ন্যায়, বিক্রান্ত, হিমালয়ের ন্যায় সাধুজনসেব্য বসুধার ন্যায় ক্ষমাশীল, সন্তানের প্রতি জনক জননীর ন্যায় সহিষ্ণু, পিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় সমদর্শী মহাদেবের ন্যায় প্রসন্ন ও রমাদেবীর আশ্রয়স্থান, শ্রীহরির ন্যায় সর্ব্ব-ভূতের আশ্রয়দাতা হইবেন। ইনি সর্ব্বসদ্‌গুণ মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য ধারণ করিবেন। ইনি রন্তিদেবের ন্যায় উদার প্রকৃতি, যযাতির ন্যায় ধার্ম্মিক, বলির ন্যায় ধৈর্য্যসম্পন্ন, প্রহ্লাদের ন্যায় কৃষ্ণভক্ত, অশ্বমেধ সকলের অনুষ্ঠাতা ও বৃদ্ধগুরুজনের সম্মানদাতা হইবেন! ইনি রাজর্ষিগণের জনক হইবেন এবং কুপথগামী জনকগণকে দণ্ডপ্রদান করিয়া কুপথ হইতে নিবর্ত্তিত করিবেন; পৃথিবীতে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার নিমিত্ত ইনি কলির নিগ্রহ করিবেন। ঋষিপুত্রের অভিশাপে তক্ষকদংশনে মৃত্যু হইবে অবগত হইয়া ইনি বিষয়াসক্তি পরিহার করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজনা করিবেন এবং

ব্যাসসুত মুনিবর শুকদেবের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া গঙ্গাজলে কলেবর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীভগবানের অভয়পদ প্রাপ্ত হইবেন। জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণগণ এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাদিগকে যথোচিত পূজা করিলেন; অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া সূত কহিলেন,—সেই শিশু মাতৃগর্ভে পরম পুরুষকে দর্শন করিয়া সেইরূপ বিস্মৃত হইতে পারিলেন না; যে কোন মনুষ্যকে দেখিলেই সেই ব্যক্তি পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষ কি না, এইরূপ পরীক্ষা করিতেন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম পরীক্ষিত হইল। যেমন শুক্লপক্ষে শশিকলা নক্ষত্রপরিবৃত হইয়া প্রতিদিন বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ রাজকুমারও যুধিষ্ঠিরাদি পিতামহগণদ্বারা সর্ব্বদা বেষ্টিত থাকিয়া তাঁহাদিগের সযত্ন-লালনপালনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি শৈশবকাল হইতেই স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক, কৃষ্ণভক্ত, সুবুদ্ধি ও সর্ব্বভূতের আনন্দদায়ক হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে স্বজনবধের পাপ ক্ষালন করিবার নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার বাসনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রচুর অর্থ ছিল না; কারণ তিনি প্রজা-দিগের নিকট হইতে কর ও দণ্ড ব্যতিরেকে অন্য অর্থ গ্রহণ করিতেন না; এই নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। ভ্রাতৃগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কৃষ্ণের উপদেশে উত্তরদিকে গমন করিলেন এবং মরুত্ত রাজার যজ্ঞে পরিত্যক্ত বহু সুবর্ণপাত্রাদি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। জ্ঞাতিদ্রোহে ভীত যুধিষ্ঠির আশানুরূপ ধন প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর হরির অর্চ্চনা করিলেন; কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণ পাইয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন এবং বিপ্রগণদ্বারা তাঁহার যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া প্রিয় বন্ধু পাণ্ডবগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত কতিপয় মাস তথায় বাস করিলেন। অনন্তর ভগবান্ দ্রৌপদী, বন্ধুজন ও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক যদুগণে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীসূত কহিলেন,—বিদুর তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া মৈত্রেয় মুনির নিকট আত্মার গতিস্বরূপ শ্রীহরির তত্ত্ব অবগত হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; সেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে তাঁহার অন্য সমস্ত জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল। বিদুর কুশারুতনয় মৈত্রেয়কে কতিপয় প্রশ্ন করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছিলেন; কারণ, তিন চারিটী প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিয়াই তাঁহার গোবিন্দের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইল, এক্ষণে পরমসুহৃৎ বিদুরকে সমাগত দেখিয়া অনুজগণের সহিত ধর্ম্মপুত্র, ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, সঞ্জয় কৃপাচার্য্য, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী, পাণ্ডব-গণের জ্ঞাতিগণ, জ্ঞাতিভার্য্যাগণ ও অন্যান্য সপুত্রা নারীগণ পরমানন্দে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। মূর্চ্ছিত ব্যক্তির সংজ্ঞালাভ হইলে যেমন করচরণাদি সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, সেইরূপ তাঁহারাও বিদুরকে পাইয়া যেন দেহে প্রাণ পাইলেন! তাঁহারা বিরহ-জনিত উৎকণ্ঠায় বিবশ হইয়া আলিঙ্গন ও অভিবাদনাদি দ্বারা তাঁহার সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া প্রেমাশ্রু

বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিদুর আসন পরিগ্রহ করিলে যুধিষ্ঠির তাঁহার সবিশেষ পূজা করিলেন এবং তিনি ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া সুখাসীন হইলে সর্ব্বসমক্ষে বিনয়নম্র বচনে কহিলেন,—আর্য্য! আপনি কি তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া আমাদিগকে স্মরণ করিতেন? পক্ষী যেমন পক্ষ-ছায়ায় স্বীয় শাবককে আবৃত রাখিয়া সযত্নে বর্দ্ধিত করে, আপনিও সেইরূপ জননীর সহিত আমাদিগকে স্নেহ-চ্ছায়ায় আবৃত রাখিয়া বিষ, অগ্নি প্রভৃতি বহু বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া সযত্নে পরিপালন করিয়াছেন। হে পিতৃব্য! আপনি যখন তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং কোন্ কোন্ শ্রেষ্ঠ তীর্থই বা দর্শন করিয়াছেন? গদাধর নিরন্তর আপনার হৃদয়মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। আপনি স্বয়ং তীর্থস্বরূপ, তীর্থভ্রমণে আপনার কোনও স্বার্থ নাই; তীর্থ সকল যখন মলিন জীবগণের সংসর্গে কাল-ক্রমে মলিন হইয়া উঠে, তখন আপনাদিগের ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণ পুনর্ব্বার তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া তাহাদিগের তীর্থ নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। হে তাত! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি কৃষ্ণ যাঁহাদিগের হৃদয়ের দেবতা, আমাদিগের সুহৃৎ ও হিতাকাঙ্ক্ষী সেই যদুগণ স্বীয় পুরী দ্বারকাতে কুশলে আছেন ত'? আপনার কি তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, অথবা কাহারও মুখে তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন?

ধর্ম্মরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, বিদুর যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন সমস্তই আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন; কেবল অতীব অপ্রিয় ও দুঃসহ যদুবংশধ্বংশের কথা তাঁহাদিগের গোচর করিলেন না; কারণ, এই শোক-সংবাদে পাণ্ডবগণের যে হৃদয়বিদারক দুঃখ উৎপন্ন হইবে, তাহা তাঁহার কোমল হৃদয় সহ্য করিতে একান্ত অসমর্থ। এইরূপে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে তত্ত্বোপদেশ দিবার নিমিত্ত বিদুর হস্তিনাপুরে কিছুকাল বাস করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন এবং পাণ্ডবাদি আত্মীয়-গণ দেবতার ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। বিদুর শূদ্র হইয়া কিরূপে ধৃতরাষ্ট্রকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিবেন, এরূপ আশঙ্কা করিবার অবসর নাই; কারণ বিদুর স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম, মাণ্ডব্যমুনির অভিশাপে শত বৎসরের জন্য শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিত কালে অর্যমা যমলোকে ধর্ম্মরাজের আসনে সমাসীন হইয়া অপরাধিগণের যথাযথ দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। এদিকে যুধিষ্ঠির রাজ্য-গ্রহণান্তর বংশধর পৌত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া লোকপালতুল্য ভ্রাতৃগণের সহিত পরমানন্দে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বিদুর দেখিলেন যাহারা গৃহে আসক্ত ও গৃহব্যাপারে প্রমত্ত দুস্তর আয়ুঃকাল তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। এই নিমিত্ত তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, রাজন্! দেখিতেছেন না? অন্তিমকাল আগতপ্রায়, শীঘ্র গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হউন। যাঁহাকে কেহ কুত্রাপি বাধা প্রদান করিতে পারে না, সেই ভগবান্ কাল আমাদের সকলের সমক্ষে উপস্থিত। তুচ্ছ ধনাদির কথা দূরে থাকুক, এই কালের আক্রমণে মনুষ্য প্রিয়তম প্রাণ হইতেও সদ্য বিযুক্ত হয়। আপনার পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ ও পুত্রগণ কালকবলিত হইয়াছে: এক্ষণে পরমায়ুঃ নিঃশেষপ্রায় ও দেহ জরাগ্রস্ত হইয়াছে। পরগৃহে বাসব্যতীত এক্ষণে আর আপনার গত্যন্তর নাই। আপনি পূর্ব্বেই অন্ধ ছিলেন, এক্ষণে বধির হইয়াছেন এবং বুদ্ধিও ক্ষীণ হইয়াছে। আপনার দন্ত সকল পতিত ও জঠরাগ্নি মন্দ হইয়াছে এবং দেহে কফ-বৈষম্যও ঘটিয়াছে; ভোগলালসা আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই। কি আশ্চর্য্য! প্রাণিগণের প্রাণের আশা কি মহয়সী;

আপনি এই আশার কুহকে পড়িয়া পুত্রহন্তা ভীমের প্রদত্ত অন্নে কুকুরের ন্যায় আত্ম-পোষণ করিতেছেন। যাহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত জতুগৃহে অগ্নি প্রদত্ত হইয়াছিল, বিষমিশ্রিত মোদক প্রদত্ত হইয়াছিল যাহাদিগের পত্নী সভাস্থলে আনীত হইয়া অবমানিত এবং রাজ্য ও ধন অপহৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের অন্নে জীবন ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ দৈন্য স্বীকার করিয়া প্রাণ ধারণ করিবার একান্ত অভিলাষী হইলেও, আপনার এই দেহ জরা-জীর্ণ হইয়া পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব ধীরতা অবলম্বন করুন। যে ব্যক্তি বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক ধন ও পুত্রাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজনের অজ্ঞাতস্থানে বাস করিতে করিতে শোক, মোহ ও জরাদি দ্বারা ব্যাকুল তুচ্ছ কলেবর পরিত্যাগ করেন; তিনি ধীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; কিন্তু যে ব্যক্তি স্বতঃ অথবা পরোপদেশ বিবেকী ও নিস্পৃহ হইয়া শ্রীহরিকে লাভ করিবার নিমিত্ত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হন, তিনি নরোত্তম। এক্ষণে আপনি আত্মীয়গণের অজ্ঞাতসারে উত্তরদিকে গমন করুন; কারণ, এক্ষণে যে কাল আসিতেছে, তাহাতে মানবের ধৈর্য্য-দয়াদি সদ্‌গুণ সকল বিলুপ্ত-প্রায় হইবে।

এইরূপে অন্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অনুজ বিদুরের উপদেশে মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত এবং বন্ধ ও মোক্ষের পথ অবগত হইয়া চিত্তের দৃঢ়তাহেতু স্বজন-বর্গের প্রতি মমতাবন্ধন ছিন্ন করিয়া হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুশীলা পতিব্রতা সুবলতনয়া গান্ধারীও পতির অনুগমন করিলেন। তিনি সুকুমারী হইলেও হিমালয়ের হিমাদি ক্লেশ বলিয়াই বোধ হইল না; কারণ, যুদ্ধকালে তীব্র প্রহারেও যেমন বীরগণের ক্লেশ হয় না, সেইরূপ যাঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, শীতগ্রীষ্মাদি ক্লেশ তাঁহাদের ক্লেশ বলিয়াই অনুভূত হয় না! এদিকে যুধিষ্ঠির সন্ধ্যা-বন্দনাদি ও হোম সমাপন করিয়া তিল, গো, ভূমি ও সুবর্ণদানপূর্ব্বক বিপ্রগণকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর গুরুজনকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও গান্ধারীকে দেখিতে পাইলেন না। সেখানে গবল্‌গণের পুত্র সঞ্জয়কে উপবিষ্ট দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঞ্জয়! বৃদ্ধ নেত্রহীন পিতৃব্য পুত্রশোকাতুরা মাতা গান্ধারী ও পরম-সুহৃৎ পিতৃব্য বিদুর কোথায় আছেন, বলিতে পার? মূঢ়মতি আমি তাঁহার পুত্রগণকে বধ করিয়াছি, অতএব তাঁহারও অনিষ্ট করিতে পারি, এই মনে করিয়াই কি জ্যেষ্ঠতাত দুঃখিত চিত্তে ভার্য্যার সহিত গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছেন? পিতা পাণ্ডু স্বর্গারোহণ করিবার পর যাঁহারা শৈশবে আমাদিগকে এবং আমাদিগের বন্ধুবান্ধবদিগকে বহু বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পিতৃব্য কোথায় গমন করিলেন?

শ্রীসূত কহিলেন,—সঞ্জয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার কি দশা হইবে, এই চিন্তা করিয়া স্নেহ ও বিরহে অনন্ত কাতর হইয়াছিলেন এই নিমিত্ত প্রথমতঃ স্বীয় প্রভুর সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। অনন্তর করতলদ্বারা অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া এবং বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা মনকে ধৈর্য্যযুক্ত করিয়া প্রভুর পদ স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন,—মহারাজ! আমি আপনার পিতৃব্যদ্বয় ও পিতৃব্যপত্নীর সঙ্কল্প অবগত নহি। আমি তাঁহাদিগের পাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; আমার নিদ্রাকালে তাঁহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন! এইরূপে সঞ্জয় শোক করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্ নারদ তুম্বুরুর সহিত তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন এবং শোকাবেগহেতু ঋষিবরের অর্চ্চনা

করিতে করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর এবং পুত্রশোকে কাতরা দুঃখিনী জননী গান্ধারী কোথায় গিয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা শোকসাগরের কূল পাইতেছি না, এমন সময় আপনি কর্ণধারের ন্যায় আগমন করিয়াছেন। মহারাজের এই কাতরবাক্য শুনিয়া মুনিবর নারদ বলিলেন,—রাজন্! এই জগৎ ঈশ্বরাধীন, অতএব কাহারও নিমিত্ত শোক করা বিধেয় নহে। লোক সকল ও লোকপালগণ যে পরমেশ্বরের শাসন পালন করিয়া থাকেন, তিনিই কর্ম্মানুসারে ভূত সকলকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিতেছেন। যেমন গোসকল একটী দীর্ঘ রজ্জুতে আবদ্ধ থাকে এবং সেই রজ্জু-সংলগ্ন ক্ষুদ্র পৃথক্ পৃথক্ রজ্জুদ্বারা নাসিকাতে আবদ্ধ থাকিয়া প্রভুর শাসনাধীন থাকে, সেইরূপ মনুষ্য বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে আবদ্ধ থাকিয়া 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি ব্রহ্মচারী' ইত্যাদি বর্ণাশ্রমরূপ ক্ষুদ্র পৃথক্ পৃথক্ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া বর্ণাশ্রমোচিত ঈশ্বরের শাসন বহন করিয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকা সকল ক্রীড়াশীল শিশুর ইচ্ছায় সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় জীব সকল সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে। যদি মনুষ্যকে জীবরূপে নিত্য, দেহরূপে অনিত্য, ব্রহ্মরূপে নিত্য ও অনিত্যের অতীত অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় অথবা চৈতন্য ও জড়ের অংশ আছে বলিয়া উভয়রূপ মনে করেন, তথাপি কোনও প্রকারে তাহার নিমিত্ত শোক করিতে পারেন না; কারণ, স্নেহরূপ অজ্ঞানই একমাত্র শোকের মূল। অতএব 'আমি আশ্রয় না থাকিলে অসহায় পিতৃব্যাদি পরিজনবর্গ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে,' এইরূপ চিন্তা করিয়া কাতর হইবেন না; ঐরূপ কাতরতা অজ্ঞানের কার্য্যব্যতীত আর কিছুই নহে। যে শক্তিদ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বৈষম্য হয় তাহাকে কাল, যে বাসনা বা সংস্কারের অধীন হইয়া জীব পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে তাহাকে কর্ম্ম এবং যে উপাদানে জীবের দেহ নির্ম্মিত হয় তাহাকে গুণ কহে। এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত দেহ পূর্ব্বোক্ত কাল, কর্ম্ম ও গুণের অধীন। উহারা বিভক্ত হইলে দেহও বিনষ্ট হয়। যাহাকে অজগর গ্রাস করিতেছে, সে ব্যক্তি যেমন অপরকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, সেইরূপ কাল, কর্ম্ম ও গুণের বশীভূত দেহ অপরকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। তাঁহাদের জীবিকার নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না; কারণ, ভগবান্ স্বয়ং জীবগণের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। মৃগাদি হস্তবিহীন জীবগণ সমস্ত মনুষ্যাদির খাদ্য, অপর তৃণাদি চতুষ্পদ প্রাণিগণের ভক্ষ্য; তন্মধ্যে ক্ষুদ্র মৎস্যাদি বৃহৎ মৎস্যাদির খাদ্য; এইরূপে জীবসমূহই জীবসমূহের জীবিকার স্বাভাবিক উপায়। মহারাজ! এই অহস্ত ও সহস্তাদি যাবতীয় জীব শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে। শ্রীভগবান্ এক ও স্বপ্রকাশ। তাঁহাতে কোনও প্রকারে ভেদ কল্পনা করিবার উপায় নাই। আম্রবৃক্ষ ও তমালবৃক্ষ উভয়ে বৃক্ষ বলিয়া সজাতীয় অর্থাৎ সমানজাতীয়; এই উভয়ের মধ্যে যে ভেদ অর্থাৎ পার্থক্য, তাহাকে সজাতীয় ভেদ কহে। যত ভোক্তা জীব আছে, ভগবান্ সকলেরই আত্মা; অতএব তাঁহাতে সজাতীয় ভেদ নাই। একটী আম্রবৃক্ষ একটী অশ্ব হইতে পৃথক্; ঐ দুইটী বস্তু বিজাতীয় অর্থাৎ ভিন্নজাতীয়। এই উভয়ের ভেদকে বিজাতীয় ভেদ কহে। ভগবান্ অন্তরে ও বাহিরে যাবতীয় বস্তুরূপে অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোগ্য এই উভয়রূপে প্রকাশিত থাকায় পূর্ব্বোক্ত বিজাতীয় ভেদ তাঁহাতে থাকিতে পারে না। আরও দেখুন, আম্রবৃক্ষের শাখা মূল হইতে পৃথক্ এবং মূল পত্র হইতে পৃথক্; এই যে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য, ইহাকে স্বগত ভেদ অর্থাৎ একই বস্তুর মধ্যম ভেদ কহে। ভগবান্ একরস অর্থাৎ নানা

নহেন, এই নিমিত্ত স্বগত ভেদও তাঁহাতে কল্পনা করা যায় না। একমাত্র ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন, তথাপি যে আপনি ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য বস্তু দেখিতেছেন, উহাকেই মায়ার কার্য্য বলিয়া জানিবেন। হে মহারাজ! এই মহামায়াবী ভূতস্রষ্টা ভগবান্ এক্ষণে দেবদ্বেষী অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত কালরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারকাতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি দেবকার্য্য সাধন করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার কার্য্যের অল্পই অবশিষ্ট আছে; অতএব ভগবান্ আর যতদিন পৃথিবীতে থাকেন। আপনারাও ততদিন অপেক্ষা করুন।

এই বলিয়া নারদ কহিলেন,—রাজন! আপনার জ্যেষ্ঠতাত রাজা ধৃতরাষ্ট্র অনুজ বিদুর ও রাজ্ঞী গান্ধারীর সহিত হিমালয়ের দক্ষিণভাগে ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিয়াছেন। সুরধনী গঙ্গা, সপ্তর্ষিগণের প্রীতির নিমিত্ত আপনাকে মরীচি-গঙ্গা, অত্রিগঙ্গা প্রভৃতি সপ্তভাগে বিভক্ত করায় যে স্থান সপ্তস্রোত নামে মহাতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই তীর্থে স্নান, যথাবিধি অগ্নিতে হোম ও একমাত্র জলভক্ষণরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন এবং ধন, জন ও পুত্রের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মাকে প্রশান্ত করিয়া সংযম অভ্যাস করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যাসদ্বারা আসনজয় ও প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণবায়ু জয় হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয় সকলের প্রত্যাহার অর্থাৎ অন্তর্মুখ অবস্থা আসিয়াছে। তিনি হরিভাবনদ্বারা ধারণা এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ মলিনতা বিদূরিত করিয়া ধ্যানাবস্থা লাভ করিয়াছেন। মহারাজ! সাধারণ জীব দেহকেই 'আমি' বলিয়া মনে করে, কিন্তু কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রথমতঃ এই "আমি'কে বুদ্ধির সহিত এক করিয়া অর্থাৎ 'আমি দেহ নহি,' 'আমি বুদ্ধি' এইরূপ উপলব্ধি করিয়া পরে ঐ বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দ্রষ্টা জীবত্মার সহিত একীভূত করিয়াছেন। যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন বস্তুকে দর্শন করে, তখন ঐ ব্যক্তিকে দ্রষ্টা ও ঐ বস্তুকে দৃশ্য কহে। 'আমি বুদ্ধিরূপ দৃশ্য পদার্থ নহি' 'আমি ক্ষেত্রজ্ঞ' অর্থাৎ জীবাত্মারূপ দ্রষ্টা, এইরূপ উপলব্ধি হইলে বুদ্ধি জীবাত্মার সহিত একীভূত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাও তত্ত্বজ্ঞান নহে; ইহার সহিত আমি শুদ্ধচৈতন্যের উপলব্ধি নহে; ইহার সহিত আমি দ্রষ্টা' এইরূপ একটী 'আমি'-জ্ঞান জড়িত আছে। এই নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র এই জীবাত্মাকে শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্মে লীন করিয়াছেন। যেমন ঘট ভগ্ন হইলে ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ ও বহিঃস্থিত মহাকাশ এক বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ 'আমি-জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলেই জীবাত্মার মধ্যস্থিত চৈতন্য ও সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মচৈতন্যে কোন প্রভেদ উপলব্ধি হয় না। এইরূপ সমাধিযোগে আরূঢ় হওয়ায় তাঁহার আর দেহে জাগরিত হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ অভ্যন্তরে গুণের বৈষম্য ও বহির্ভাগে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য, এই দুই কারণে জাগরণ ঘটিয়া থাকে। তাঁহার বাসনা বিনষ্ট হওয়ায় গুণবৈষম্যের সম্ভাবনা নাই এবং মন ও ইন্দ্রিয়সকল নিরুদ্ধ থাকায় তাহাদের চাঞ্চল্যও সুদূরপরাহত হইয়াছে; অতএব তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল আর বিষয়গ্রহণে সমর্থ নহে; তিনি এক্ষণে শাখাহীন বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেন।

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে আনিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীনারদ কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ! আপনি তাঁহার মোক্ষপথের বিঘ্ন হইবেন না। তিনি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার দেহ যোগাগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হইবে। যোগাগ্নিদ্বারা তাঁহার দেহ ও পর্ণশালা দগ্ধ হইতে থাকিলে, কুটীরের বহির্ভাগে অবস্থিতা পতিব্রতা রাজ্ঞী গান্ধারীও অগ্নিতে

প্রবেশ করিয়া পতির অনুগমন করিবেন। মহাত্মা বিদুরও এই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারদর্শনান্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উত্তম গতির নিমিত্ত হর্ষ এবং তাঁহার বিয়োগ নিবন্ধন দুঃখ অনুভব করিয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইবেন। নারদ এই কথা বলিয়া তুম্বুরুর সহিত স্বর্গাভিমুখে গমন করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও তাঁহার বাক্য হৃদয়ে চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীসূত কহিলেন,—অর্জ্জুন বন্ধুদর্শন ও পুণ্য-কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের তৎকালীন কার্য্য ও অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত দ্বারকায় গমন করিয়া কতিপয় মাস অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে যুধিষ্ঠির ভয়াবহ অশুভ লক্ষণ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, কালের ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, গ্রীষ্মবসন্তাদি ঋতু সকলের ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; মনুষ্য ক্রোধ, লোভ ও অসত্যকে আশ্রয় করিয়া অসদুপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে, মনুষ্যের ব্যবহার কুটিল ও বন্ধুত্ব শঠতাপূর্ণ হইয়াছে; পিতা, মাতা, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পতি ও পত্নী ইহারা পরস্পর কলহ করিতেছে। রাজা স্বীয় শাসনকালে পূর্ব্বোক্ত অশুভ লক্ষণ ও অধর্ম্মের দিকে মনুষ্যের মতি গতি দেখিয়া অনুজ ভীমকে কহিলেন,—বৃকোদর! অর্জ্জুন কৃষ্ণের কার্য্যকলাপ ও অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত দ্বারকায় গমন করিয়াছে। এক্ষণে সাত মাস অতীত হইল, তথাপি কি নিমিত্ত আসিতেছে না, সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি না। দেবর্ষি নারদ ভগবানের নরলীলা সংবরণ করিবার যে কাল নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় কি আসিয়া উপস্থিত হইল? এই ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে আমরা সম্পদ্, রাজ্য, দার, প্রাণ, কুল ও প্রজা লাভ করিয়াছি, শত্রু সকলকে জয় করিয়াছি এবং তাঁহারই অনুগ্রহে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাদি সুখের অধিকারী হইয়াছি। এক্ষণে পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও স্বীয় দেহে নানাবিধ অশুভলক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে কোনও বুদ্ধির মোহজনক দারুণ ভয় আমাদিগের সন্নিহিত হইতেছে। ঐ দেখ, আমার বাম চক্ষুঃ, উরু ও বাহু পুনঃপুনঃ স্পন্দিত হইতেছে এবং হৃদয় কম্পিত হইতেছে। ঐ দেখ, শৃগালী অগ্নি বমন করিতে করিতে নবোদিত সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ক্রন্দন করিতেছে; কুক্কুর আমাকে লক্ষ্য করিয়া নির্ভয়ে চীৎকার করিতেছে, গবাদি পশু আমার দক্ষিণ দিকে ও গর্দ্দভাদি আমার বাম দিকে গমন করিতেছে এবং অশ্ব সকল আমার অভিমুখে চাহিয়া রোদন করিতেছে। এই কপোত মৃত্যুর দূতের ন্যায় আসন্ন মৃত্যু সূচনা করিতেছে এবং উলুক ও কাক কুৎসিতশব্দদ্বারা হৃদয়কে কম্পিত করিয়া 'বিশ্ব জনশূন্য হউক' এইরূপ কামনা করিতেছে। ধূসরবর্ণ দিক্‌সকল পরিধির ন্যায় লোককে আবৃত করিতেছে; পৃথিবী পর্ব্বতাদির সহিত কম্পিত এবং মেঘগর্জ্জনের সহিত প্রচণ্ড বজ্রাঘাত শ্রুতিগোচর হইতেছে। অত্যুষ্ণ বায়ু ইতস্ততঃ ধূলিরাশি সঞ্চালিত করিয়া অন্ধকারের সৃষ্টি করিতেছে এবং মেঘসমূহ হইতে চতুর্দ্দিকে বীভৎস রক্তবৃষ্টি হইতেছে। ঐ দেখ, সূর্য্য প্রভাহীন হইয়াছে, অন্তরীক্ষে গ্রহগণের পরস্পর সংঘর্ষ ঘটিতেছে

এবং পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ রুদ্রানুচর ভূতগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণের দ্বারা যেন প্রজ্বলিত বলিয়া বোধ হইতেছে। ভাই ভীমসেন! যেরূপ দুঃসময় দেখিতেছি, তাহাতে কি যে অমঙ্গল ঘটিবে, বুঝিতে পারিতেছি না। ঐ দেখ,—নদ, নদী, সরোবর ও সাধুগণের চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে; কি আশ্চর্য্য! অগ্নি ঘৃতাহুতিদ্বারা প্রজ্বলিত হইতেছে না; বৎসগণ স্তনপান করিতেছে না, গোষ্ঠে ধেনুগণ দুগ্ধক্ষরণ হইতে বিরত হইয়া অশ্রুমুখে রোদন করিতেছে এবং বৃষভগণেরও তাদৃশ প্রফুল্ল ভাব দৃষ্ট হইতেছে না। দেবপ্রতিমা সকল যেন ঘর্ম্মাক্তকলেবরে রোদন করিতেছে ও স্থানচ্যুত হইতেছে এবং জনপদ, গ্রাম, পুর, উদ্যান আকর ও আশ্রম সকল শ্রীভ্রষ্ট ও নিরানন্দ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। এই সকল ভয়াবহ দুর্লক্ষণ দেখিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে, এতদিনে বোধ হয় পৃথিবী শ্রীভগবানের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশযুক্ত-পদ চহ্নধারণের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইল।

শ্রীসূত কহিলেন,—হে মুনিবর শৌনক! রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বোক্ত অমঙ্গল সকল দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় কপিধ্বজ অর্জ্জুন যদুপুরী দ্বারকা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন আসিয়াই অগ্রজের চরণে এরূপ কাতরভাবে পতিত হইলেন, যেন তিনি প্রকৃতিস্থ নহেন; তিনি অধোমুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার কমলসদৃশ নয়নদ্বয় হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ অনুজকে তাদৃশ ম্লানমুখ দেখিয়া নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে সকলের সমক্ষে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভাই অর্জ্জুন! দ্বারকায় মধু, ভোজ দশার্হ, অহ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণি প্রভৃতি বন্ধুগণ, পূজনীয় মাতামহ শূর এবং অনুজগণের সহিত মাতুল বসুদেব, ইহাঁদের সকলে কুশলে আছেন ত' এবং তাঁহার সপ্ত পত্নী সপ্ত ভগিনী দেবকী প্রভৃতি আমাদের মাতুলানীগণ, তাঁহাদের পুত্র ও পুত্রবধূগণ সকলে কুশলে আছেন ত'? পুত্রহীন রাজা উগ্রসেন জীবিত আছেন ত'? তাঁহার কনিষ্ঠ দেবক, হৃদীক ও তাঁহার পুত্র কৃতবর্ম্মা, অক্রূর, জয়ন্ত, গদ, সারণ, শত্রুজিৎ প্রভৃতি কৃষ্ণের ভ্রাতৃগণ এবং যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বলরাম কুশলে আছেন ত'? সর্ব্ব বৃষ্ণিগণের মধ্যে মহারথ প্রদ্যুম্ন, সংগ্রামে অতিক্ষিপ্র ভগবান্ অনিরুদ্ধ, সুষেণ চারুদেষ্ণ, জাম্ববতীপুত্র শাম্ব ও কৃষ্ণের অন্যান্য পুত্রগণ এবং ঋষভ প্রভৃতি অপর সকলে ভাল আছেন ত'? শ্রুতদেব ও উদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণের অনুচর এবং সুনন্দ ও নন্দ প্রভৃতি অন্যান্য যদুবীরগণ রামকৃষ্ণের ভুজবল আশ্রয় করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন ত'? তাঁহাদের সহিত আমাদিগের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা আছে তাঁহারা আমাদিগকে স্মরণ করেন ত,? ব্রাহ্মণগণের হিতকারী ও ভক্তবৎসল ভগবান্ গোবিন্দও দ্বারকাপুরে বন্ধুজনপরিবৃত হইয়া আনন্দে বাস করিতেছেন ত'? আদিপুরুষ ভগবান্ কৃষ্ণ অনন্তদেব বলরামের সহিত জগতের মঙ্গল, মুক্তি ও সমৃদ্ধি সাধন করিবার নিমিত্ত যদুকুলরূপ জলধিমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ত'? যাঁহার বাহুবলে রক্ষিত দ্বারকাপুরে যদুগণ সর্ব্বজনপূজিত হইয়া বৈকুণ্ঠনাথের অনুচরের ন্যায় পরমানন্দে বিহার করিতেছেন; যাঁহার পাদপদ্মের শুশ্রূষারূপ ধর্ম্মবলে সত্যভামাদি ষোড়শ সহস্র মহিষীগণ দেবতাগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর ভোগ্য পারিজাত হরণ করিয়াছিলেন; যাঁহার ভুজদণ্ডের প্রভাবে সুরক্ষিত থাকিয়া যদুবীরগণ অকুতোভয়ে সুধর্ম্মানাম্নী দেবসভাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া মুহুর্মুহুঃ পদদলিত করিয়াছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণের কুশল ত'? ভাই অর্জ্জুন! তোমার আর সে তেজ নাই, তোমার অঙ্গকান্তি ম্লান হইয়াছে; তুমি বহুদিন দ্বারকায় ছিলে, এই নিমিত্ত কি বন্ধুগণের নিকট

যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হও নাই? অথবা তাঁহারা তোমাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন? কেহ প্রেমশূন্য কর্কশ বাক্যদ্বারা তোমার মনে পীড়া দেয় নাই ত'? অথবা কোন দরিদ্র যাচককে কিছু দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা কি পালন করিতে পার নাই? কোন শরণাগত ব্রাহ্মণ, বালক, গো, বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রী অথবা অপর কোন প্রাণীকে কি আশ্রয়দান করিতে পার নাই? কোন অগম্যা অথবা মলিনবস্ত্রাদিপরিহিতা গম্যা স্ত্রীতে উপগত হও নাই ত'? পথিমধ্যে কোন নিকৃষ্ট বা সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী তোমাকে পরাজয় করে নাই ত'? তুমি কি কোন ভোজন করাইবার উপযুক্ত বৃদ্ধ অথবা বালককে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিয়াছ; অথবা তোমার অযোগ্য কোন গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ? কৃষ্ণ তোমার অতি প্রিয়তম অন্তরঙ্গ; তুমি কি তাঁহাকে হারাইয়া আপনাকে শূন্য বোধ করিতেছ? বোধ হয় ইহাই তোমার শোচনীয় দশার যথার্থ কারণ; অন্যথা অন্য কোন কারণে তোমার ঈদৃশ মনঃপীড়ার সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীসূত কহিলেন,—অগ্রজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সখা অর্জ্জুনের আকৃতি-প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য দেখিয়া সন্দিহান হইয়া এইরূপে নানাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণবিচ্ছেদে অতীব কাতর হইয়াছিলেন; শোকাবেগহেতু তাঁহার মুখ ও হৃদয়পদ্ম বিশুষ্ক ও কান্তি ম্লান হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার চিত্ত সেই অন্তর্যামী পুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ায় তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরপ্রদানে একান্ত অসমর্থ হইলেন। অনন্তর তিনি অতি কষ্টে শোকসংবরণপূর্ব্বক করদ্বারা নয়নাশ্রু মার্জ্জনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে তাঁহার প্রেমোৎকণ্ঠা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে কাতর করিল। তিনি কৃষ্ণের সারথ্যাদি কার্য্যে হিতৈষিতা, উপকারিতা ও বন্ধুতা স্মরণ করিতে করিতে বাষ্পগদগদস্বরে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—মহারাজ! সেই পরম বন্ধু শ্রীহরি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং যে মহাতেজ দেবতাগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিত, আমার সেই তেজও তিনি হরণ করিয়াছেন। যেমন প্রাণহীন দেহ ক্ষণকালের মধ্যেই শবদেহ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; সেইরূপ কৃষ্ণের ক্ষণকাল বিয়োগেই এই পৃথিবীলোক শ্রীহীন বলিয়া বোধ হইতেছে। যাঁহার বলে আমি দ্রুপদরাজের স্বয়ংবরে শরাসনে গুণযোজনা করিয়া সমবেত কামোন্মত্ত রাজগণের প্রভাব হরণ করিয়াছিলাম এবং সেই ধনুর্দ্বারা মৎস্য বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছিলাম; যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া আমি অমরগণসহিত ইন্দ্রকে বাহুবলে পরাজিত করিয়া খাণ্ডব বন অগ্নিকে দান করিয়াছিলাম এবং সেই সঙ্কট হইতে ময়দানবকে পরিত্রাণ করিয়া তদ্দ্বারা অদ্ভুত শিল্পচাতুরীর পরাকাষ্ঠা রাজসূয়সভাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম—যথায় সামন্ত রাজগণ দিগ্‌দিগন্ত হইতে আসিয়া যজ্ঞদীক্ষিত আপনাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন; যাঁহার তেজে তেজস্বী হইয়া অযুত হস্তীর উৎসাহ ও বীর্য্য-সমন্বিত আর্য্য ভীমসেন রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষ্যে জরাসন্ধকে বধ করিয়া মহাভৈরব যজ্ঞের বলিদানের নিমিত্ত তদীয় কারাগারে নিরুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে উপহার লইয়া আপনার যজ্ঞে আসিতে সমর্থ করিয়াছিলেন;

সেই কৃষ্ণের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি! রাজসূয় যজ্ঞে মহাভিষেকের পর দ্রৌপদী স্বীয় শ্লাঘাতম সুচারু কবরী বন্ধন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃশাসনাদি ধূর্ত্তগণ সভামধ্যে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার কেশপাশ উন্মুক্ত করিলে তিনি কৃষ্ণের পদে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে কৃষ্ণেরই কৃপায় অগ্রজ ভীম শত্রুদিগকে নিধন করিয়া তাহাদিগকে পত্নীগণের সংযত কেশরাশি শিথিল করিয়াছিলেন। যখন দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসার শাপে আমাদিগকে বিনাশ করিবার মানসে তাঁহাকে অযুত-শিষ্যসহ বনে আমাদিগের আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী এই ঘোর সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণকে কাতর প্রাণে আহ্বান করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া পাত্রসংলগ্ন অবশিষ্ট শাকান্ন ভোজন করিয়াছিলেন; তাহাতেই স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদিনিরত দুর্ব্বাসা ও তাঁহার শিষ্যগণের বোধ হইয়াছিল, যেন ত্রিভুবন অন্নে পরিতৃপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহারা পুনর্ব্বার আশ্রমে না আসিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই ঘোর বিপদে কৃষ্ণই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণের প্রভাবেই আমি উমার সহিত ভগবান্ শূলপানিকে যুদ্ধে বিস্ময়ান্বিত করিয়া তদীয় পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলাম এবং অন্যান্য লোকপালগণও আমাকে স্ব স্ব দিব্য অস্ত্র দান করিয়াছিলেন; অধিক কি, কৃষ্ণের কৃপায় আমি এই নরদেহেই ইন্দ্রভবনে গমন করিয়া তাঁহার অর্দ্ধাসনে উপবেশন করিয়াছিলাম। যখন আমি ইন্দ্রলোকে বিহার করিতেছিলাম, তখন ইন্দ্রাদি দেবতারা নিবাত-কবচাদি দৈত্যগণের বিনাশের নিমিত্ত আমার গাণ্ডীব-যুক্ত বাহুযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ! যাঁহার প্রভাবে আমার ঈদৃশ প্রভাব হইয়াছিল, এক্ষণে আমি সেই পরম পুরুষকে হারাইয়াছি। যাঁহাকে বান্ধবরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমি একাকী উত্তর গোগৃহে ভীষ্মাদি দুর্জ্জয় সেনানীসঙ্কুল অনন্ত অপার কৌরবসেনাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বিরাট-রাজের অপহৃত গোধন উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং মোহনাস্ত্রদ্বারা শত্রুগণকে নিদ্রোমোহিত করিয়া তাহা-দিগের শিরঃস্থিত বীরচিহ্ন উষ্ণীব ও মণিময় মুকুট আহরণ করিয়াছিলাম; যিনি অসংখ্য নৃপতিগণের রথমণ্ডলে অলঙ্কৃত ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ ও শল্য প্রভৃতি সেনানিগণের সেনাচক্রমধ্যে আমার রথে সারথি হইয়া অগ্রে উপবেশনপূর্ব্বক দৃষ্টিদ্বারা মহারথিগণের আয়ু, উৎসাহ, বল ও শস্ত্রাদিপ্রয়োগকৌশল হরণ করিয়া-ছিলেন; যেমন অসুরগণের অস্ত্র নৃসিংহভক্ত প্রহ্লাদকে স্পর্শ করিত না, সেইরূপ যাঁহার ভুজচ্ছায়ায় সুরক্ষিত আমাকে দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, ভূরিশ্রবা ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা, শল্য, সিন্ধুরাজ, জয়দ্রথ, বাহ্লীক প্রভৃতি বীরগণের নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ অস্ত্র সকল স্পর্শ করিত না; শ্রেষ্ঠভক্তগণ যাঁহার পাদপদ্ম ভজনা করিয়া থাকেন, —হায়! আমি কি মূঢ়মতি! আমি সেই মোক্ষপ্রদ ভগবান্‌কে সারথিপদে বরণ করিয়াছিলাম! জয়দ্রথ-বধের দিন ঘোটক সকল ক্লান্ত হইলে আমি রথ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদিগকে জলপান করাইয়াছিলাম; কিন্তু কি আশ্চর্য্য। সেইকালে শত্রুগণ কৃষ্ণের প্রভাবে মোহিতচিত্ত হওয়ায় আমার প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করে নাই। হে মহারাজ। মাধব যে গম্ভীর অথচ মধুর ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিহাস করিতেন এবং হে পার্থ! অর্জ্জুন! সখে! কুরুনন্দন! প্রভৃতি মনোহর সম্বোধন করিতেন, সেই সকল এক্ষণে আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমার হৃদয়কে ক্ষুব্ধ করিতেছে।

আমি কৃষ্ণের সহিত একত্র শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ ও ভোজন করিতাম এবং কখন কখন স্ব স্ব প্রশংসাবাদ করিয়া পরস্পর পরিহাস করিতাম। যখন মনে করি-তাম, কৃষ্ণের কোন ত্রুটি হইয়াছে তখন 'বয়স্য, তুমি ত বড় সত্যবাদী' বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতাম;

'কিন্তু যেমন সখা সখার ও পিতা পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, সেইরূপ মহিমার্ণব কৃষ্ণ নিজগুণে মূঢ়মতি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। হে রাজন্! আমি সেই প্রিয় সখা ও সুহৃৎ পুরুষোত্তমকে হারাইয়া শূন্যহৃদয়ে তাঁহার মহিষীগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আনিতেছিলাম, এমন সময় পথিমধ্যে নীচ গোপগণ আমাকে অবলার ন্যায় পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। নৃপতিগণ যাহাদিগের নিকট অবনত হইত, সেই ধনুঃ, সেই অস্ত্রসমূহ, সেই রথ ও সেই অশ্ব সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সেই রথী আমিও স্বয়ং জীবিত আছি; কিন্তু ভস্মে আহুতি যেরূপ নিষ্ফল, মায়াবী হইতে লব্ধ ধনাদি অসত্য উষরভূমিতে উপ্ত বীজ-বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণবিরহে ক্ষণকালের মধ্যেই আমার সমস্তই কার্য্যাক্ষম হইয়া গিয়াছে। মহারাজ! দ্বারকাপুরে যে বন্ধুগণের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মশাপহেতু মদিরাপানে উন্মত্ত, হতজ্ঞান ও আত্মপর-বিবেচনাশূন্য হইয়া পরস্পর এরকানামক তৃণমুষ্টিপ্রহারদ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন; কেবল চারিপাঁচ জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। প্রাণিগণ যে পরস্পর শত্রুতা করিয়া বিনষ্ট ও সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর পালিত হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানেরই কার্য্য। যেমন জলচর জন্তুগণের মধ্যে বৃহৎ ক্ষুদ্রকে ভক্ষণ করে, সাধারণতঃ বলবান্ দুর্ব্বলকে এবং বলবান্ জন্তুদিগের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত বলবান্ অপরকে বিনাশ করিয়া জীবিকাদি স্বার্থ সাধন করে, সেইরূপ ভগবান্ মহাপরাক্রান্ত যদুগণের দ্বারা অপরাপর বীরগণকে নিধন করিয়া পরিশেষে যদুগণের দ্বারাই যদুগণের উন্মূলনপূর্ব্বক ভূভার হরণ করিলেন। গোবিন্দ দেশোচিত ও কালোচিত সদর্থপূর্ণ যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা শ্রবণ করিলে হৃদয়ের তাপ উপশান্ত হইয়া থাকে, এক্ষণে সেই সকল বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে।

শ্রীসূত কহিলেন—, এইরূপে গাঢ় প্রেমভরে কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে অর্জ্জুনের অন্তঃকরণে শান্তি ও বৈরাগ্যের উদয় হইল। বাসুদেবের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ভক্তি অতীব বেগবতী হইয়া অন্তঃকরণ হইতে কামাদি অশেষ দোষ উন্মূলিত করিল এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারম্ভে কৃষ্ণ তাঁহাকে যে তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ও যাহা কালক্রমে বাসনা ও বিষয়ভোগে অভিনিবেশদ্বারা আবৃত ছিল, তাহা তিনি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান তিরোহিত হইল। তখন নির্গুণ স্বরূপে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার গুণময় দেহের স্মৃতি রহিল না, সুতরাং ভোগবাসনা তিরোহিত হওয়ায় পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনাও বিদূরিত হইল। এই রূপে তিনি দ্বৈতভ্রম অর্থাৎ নানা বস্তুর পার্থক্য-জ্ঞান হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শোকরহিত হইলেন। যুধিষ্ঠির শ্রীভগবানের তিরোধান ও যদুকুলক্ষয় শ্রবণ করিয়া নিশ্চলচিত্ত হইয়া স্বর্গারোহণে কৃতসংকল্প হইলেন। কুন্তীদেবীও অর্জ্জুনের মুখে যাদবগণের বিনাশ ও কৃষ্ণের তিরোধান শ্রবণ করিয়া অতীন্দ্রিয় ভগবানের পাদপদ্মে একান্ত ভক্তিসহকারে চিত্তসমাধানপূর্ব্বক জীবন্মুক্তা হইলেন।

যাদবগণ হইতে ভগবান্ কৃষ্ণের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীসূত কহিলেন,—বিপ্রগণ! যদুবংশীয়গণ ও যে সকল অসুর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ভারভূত হইয়াছিল, তাহারা উভয়েই কৃষ্ণের তনু; প্রথমটীকে যাদবতনু ও দ্বিতীয়টীকে ভূভারতনু বলা যাইতে পারে। যেমন লোকে পাদবিদ্ধ কণ্টক অপর একটী কণ্টকের সাহায্যে উত্তোলিত করিয়া শেষোক্ত কণ্টককেও পরিত্যাগ

করে, সেইরূপ কৃষ্ণ যাদবতনুর সাহায্যে ভূভারতনু হরিণ করিয়া অবশেষে যাবতনুরও উপসংহার করিলেন; কারণ, ঐ উভয়ই সংহারযোগ্য বলিয়া ভগবানের নিকট সমান। শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় দেহত্যাগ সম্বন্ধে যে অদ্ভুত রহস্য আছে, তাহা বলিতেছি, অবধান করুন। যেমন ঐন্দ্রজালিক নিজরূপে অবস্থান করিয়াও মায়াদ্বারা নানারূপান্তর ধারণ করে ও সেই সকল রূপ অন্তর্হিত করে, সেইরূপ নটবর ভগবান্ মৎস্যাদি নানারূপে আবির্ভূত হইয়া লীলানন্তর সেই সেই রূপ অন্তর্হিত করেন। এক্ষণে যে কৃষ্ণমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভূভার হরণ করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিতেই অন্তর্ধান করিলেন। যে দিবস পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ মুকুন্দ এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠারোহণ করিলেন, সেই দিবসেই অবিবেকিগণের অমঙ্গলকারী কলি পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইল। বিচক্ষণ রাজা যুধিষ্ঠির নগরে জনপদে স্বীয় গৃহে ও অন্তঃকরণে লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা ও হিংসাদি অধর্ম্মের প্রবৃত্তিকে কলির প্রসার বলিয়া উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রস্থানোচিত বেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর সম্রাট্ বিনীত ও সর্ব্বগুণে আপনার সুসদৃশ পৌত্রকে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে বসাইয়া সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং অনিরুদ্ধতনয় বজ্রকে মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শূরসেন দেশের অধিপতি করিলেন। মহাশক্তি যুধিষ্ঠির পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তব্যসমূহ সমাপনপূর্ব্বক প্রাজাপত্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি সাগ্নিক ক্ষত্রিয়; তাঁহার অগ্নিগৃহে তিনটি অগ্নিকুণ্ড বর্ত্তমান ছিল; তাহাতে তিনি প্রতিদিন গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণনামক অগ্নিত্রয়ের যথাবিধি হোম করিতেন। এক্ষণে তিনি দৈনন্দিন হোমক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপ্রস্থানে উদ্যত; সুতরাং স্বীয় আত্মাকে অগ্নিকুণ্ডরূপে কল্পনা করিয়া তাহাতেই মনে মনে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক হোমক্রিয়ার আরোপ করিলেন। অনন্তর সেই স্থানেই পট্টবস্ত্র ও বলয়াদি রাজোচিত বসনভূষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মম ও নিরহংকার হইয়া অশেষ সংসারবন্ধন ছেদন করিলেন। তিনি বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব ক্রিয়ার সহিত মনে হোম করিলেন অর্থাৎ রূপ-রসাদি বিষয় সকলকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ না করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনুভব করিলেন, প্রাণরূপা জীবনীশক্তি থাকিলেই মনের চিন্তাশক্তি বিদ্যমান থাকে, অতএব প্রাণই চিন্তার আধার। পরে দেখিলেন, অপান বায়ু প্রাণকে আকর্ষণ করে ও ভুক্তদ্রব্যের অসার পদার্থকে নিঃসারিত করে বলিয়াই প্রাণী জীবিত থাকে; সুতরাং অপানই জীবনের মূল। এইরূপে তাঁহার বোধ হইল, আকর্ষণক্রিয়া বস্তুতঃ অপানের নহে, মৃত্যুই সর্ব্বাকর্ষক; কিন্তু মৃত্যুকেও স্বাধীন বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না; মৃত্যু আত্মার নহে, উহা পঞ্চভূতে নির্ম্মিত দেহকেই অধিকার করিয়া আছে। অনন্তর তাঁহার উপলব্ধি হইল, এই পঞ্চভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণে রচিত এবং এই তিন গুণও এক অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের কার্য্য; কিন্তু একজন চেতন সাক্ষী না থাকিলে অবিদ্যা কাহার নিকট প্রকাশিত হইবে, সুতরাং চেতন জীবাত্মাই সর্ব্বাধার। পরিশেষে রাজর্ষি যুধিষ্ঠির জীবাত্মাকেও অব্যয় ব্রহ্মচৈতন্যে হোম করিলেন অর্থাৎ এতক্ষণ আমি সাক্ষী, আমি দ্রষ্টা বলিয়া বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে 'আমি' জ্ঞান বিলীন হওয়ায় এক অখণ্ড প্রকাশস্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করায় তাঁহার বেশের বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইল। তিনি আহারপরিত্যাগ ও মৌনাবলম্বন করিয়া ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিলেন, তাঁহার কেশজাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল এবং তাঁহার রূপ জড়, উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এইরূপে তিনি কাহারও অপেক্ষা

না করিয়া ও কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বধিরের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। উত্তরদিগ্‌-বর্ত্তী হিমালয় প্রদেশে গমন করিলে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না; এই নিমিত্ত তাঁহার মহাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তর দিকে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিও হৃদয়ে পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অনুজগণ দেখিলেন, পৃথিবীতে প্রজাগণ অধর্ম্মের সহায় কলি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে; এই নিমিত্ত তাঁহারা দৃঢ়চিত্তে অগ্রজের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা নিখিল ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন, তথাপি বৈকুণ্ঠবিহারীর চরণাম্বুজকেই চরম আশ্রয় জ্ঞান করিয়া হৃদয়ে ধারণা করিলেন। শ্রীচরণাম্বুজ ধ্যান করিতে করিতে ভক্তি উদ্রিক্ত হইয়া তাঁহাদিগের বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিল এবং নারায়ণের যে পাদপদ্ম বিষয়ী অসাধুগণের দুর্ল্লভ ও নিষ্পাপ সাধুগণের নিবাসস্থান, তাঁহারা একান্তচিত্তে শান্ত আত্মাদ্বারা সেই পাদপদ্ম লাভ করিলেন। বিদুরও প্রভাসক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণে চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন; তাঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পিতৃগণ সমাগত হইলে তিনি কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত স্বধামে গমন করিলেন। দ্রৌপদীও দেখিলেন,—তাঁহার পতিগণের আর সে অনুরক্ত ভাব নাই, তাঁহারা উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়াছেন; সুতরাং তিনিও ভগবানে অবিচলিত ভক্তিস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্ম লাভ করিলেন। যিনি শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্ত পাণ্ডুপুত্রগণের এই পরমমঙ্গলাস্পদ ও অতীব পবিত্র মহাপ্রস্থানকথা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীহরির চরণারবিন্দে ভক্তিলাভ করিয়া সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীসূত কহিলেন,—অনন্তর মহাভাগবত পরীক্ষিৎ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার জন্মকালে জ্যোতির্ব্বিৎ বিপ্রগণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রে সেই সকল মহাজনগণের গুণাবলী প্রকাশিত হইল। তিনি উত্তরের কন্যা ইরাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার ঔরসে জনমেজয়াদি পুত্রচতুষ্টয় উৎপন্ন হইল। অনন্তর তিনি গঙ্গাতীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বিপুল দক্ষিণা ব্রাহ্মণ-গণকে দান করেন; এই যজ্ঞে কৃপাচার্য্য গুরুরূপে বৃত হইয়াছিলেন এবং দেবতারা মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। একদা মহারাজ পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দেখিতে পাইলেন, একস্থানে এক রাজবেশধারী শূদ্র এক বৃষ ও ধেনুকে পদাঘাত করিতেছে; তিনি তাহাকে কলি বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাহার দমন করিয়াছিলেন।

শ্রীশৌনক বলিলেন,—রাজবেশধারী কলি অতি কুৎসিত শূদ্র, তাহাতে আবার সে ধেনু ও বৃষের গাত্রে পদাঘাত করিতেছিল, দিগ্বিজয়ে বহির্গত রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপ নিষ্ঠুরকে কেবল নিগ্রহ করিলেন, বধ করি-লেন না কেন? হে মহাভাগ! যদি ইহাতে বিষ্ণুর অথবা যাঁহারা তাঁহার পাদপদ্মের মকরন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন, সেই ভক্তগণের কথাপ্রসঙ্গ থাকে, তবে বর্ণন করুন; অন্য অসদালাপের প্রয়োজন কি? তাহাতে কেবল বৃথা আয়ুঃক্ষয় হয় মাত্র। হে সূত! মরণশীল মনুষ্যগণের আয়ুঃ অল্প হইলেও তাহারা মোক্ষ

অভিলাষ করে। অতএব পশুহননের নিমিত্ত ভগবান্ মৃত্যু এই যজ্ঞে আহূত হইয়াছেন; তিনি যত দিন এস্থানে অবস্থান করিবেন, ততদিন মনুষ্যগণের মৃত্যুভয় থাকিবে না। যাহাতে মনুষ্যলোকে মানবগণ হরি-লীলাপূর্ণ সুধাময় বাক্য পান করিয়া কৃতার্থ হয়, এই উদ্দেশ্যে মহর্ষিগণ ভগবান্ মৃত্যুকে যজ্ঞে আহ্বান করিয়াছেন। অলস, মন্দবুদ্ধি ও অল্পায়ুঃ মানবগণের পরমায়ুঃ দিবসে বৃথা কার্য্যে ও রাত্রিতে নিদ্রায় ব্যয়িত হইয়া যায়।

শ্রীসূত কহিলেন,—পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলে বাস করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন, কলি তাঁহার সেনা-পরিরক্ষিত রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র মহাবীর পরীক্ষিৎ শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং শ্যামতুরঙ্গযুক্ত সিংহধ্বজসুশোভিত রথে আরোহণপূর্ব্বক হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তরকুরু ও কিংপুরুষাদি বর্ষ সকল জয় করিয়া তত্রত্য অধিপতি-গণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিলেন এবং সেই সেই প্রদেশের লোকমুখে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যসূচক, স্বীয় মহাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণের যশ, অশ্বত্থামার অস্ত্রতেজ হইতে স্বীয় পরিত্রাণ গাথা, যাদব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর স্নেহ ও পাণ্ডুপুত্রগণের কেশবের প্রতি ভক্তি-প্রভৃতি বার্ত্তা কীর্ত্তিত হইতেছে শুনিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে ও প্রীতিপ্রফুল্লনেত্রে স্তুতিবাদকদিগকে প্রচুর অর্থ, বস্ত্র ও হারাদি অলঙ্কার দান করিলেন। জগৎ যে কৃষ্ণের বন্দনা করিয়া থাকে, তিনি পাণ্ডবগণের স্নেহে বশীভূত হইয়া যুদ্ধে সারথি, সভাস্থলে সভাপতি, চিত্তরঞ্জনকারী সুহৃৎ ও দূত হইয়াছিলেন এবং স্তুতি, প্রণতি ও অনুগমনদ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিতেন; অধিক কি, তিনি রাত্রিতে খড়্গহস্তে জাগরণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেন। নৃপতি পরীক্ষিৎ কৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত গুণ, ভক্তি ও বাৎসল্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে একান্ত অনুরক্ত হইলেন। এইরূপে পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত রীতির অনুসরণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ রাজ্য শাসন করিতে-ছেন, এমন সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল, শ্রবণ করুন।

বৃষরূপী ধর্ম্ম এক পদে বিচরণ করিতে করিতে গোরূপধারিণী পৃথিবীকে বৎসহীন মাতার ন্যায় হতপ্রভা ও রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —ভদ্রে! আপনার শারীরিক কুশল ত? আপনাকে হতপ্রভা ও ম্লানমুখী দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি কোন প্রকার মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। হে মাতঃ। আপনি কি কোন বিদেশস্থ বন্ধুর নিমিত্ত শোক করিতেছেন? আমি ত্রিপাদহীন হইয়া এক পদে বিচরণ করিতেছি দেখিয়া কি আপনি দুঃখিতা হইয়াছেন অথবা ভবিষ্যতে আপনাকে শূদ্ররাজগণ ভোগ করিবে ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন? এক্ষণে যজ্ঞানুষ্ঠান লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কারণ অসুরগণ যজ্ঞ-ভাগ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে বঞ্চিত করিতেছে; এই নিমিত্ত দেবরাজও কালে বর্ষণ করেন না; আপনি কি প্রজাগণের এই শোচনীয় দশা অবলোকন করিয়া ক্লেশ অনুভব করিতেছেন? হে পৃথিবি! এরূপ দুঃসময় পড়িয়াছে যে, এক্ষণে পতি স্ত্রীকে ও পিতা সন্তানকে রক্ষা করে না, প্রত্যুত নির্দ্দয় রাক্ষসের ন্যায় ক্লেশ দিয়া থাকে। সরস্বতীদেবীও দুরাচার ব্রাহ্মণ-গণকে আশ্রয় করিয়াছেন এবং সৎকুলীন দ্বিজগণও ব্রাহ্মণ-ভক্তিহীন রাজগণের সেবাকার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিতে লজ্জাবোধ করে না। ক্ষত্রিয় রাজগণ কলির কবলে পতিত হইয়া রাজ্য সকলকে উৎসন্ন করিতেছে এবং মনুষ্য শাস্ত্রবিধি অবহেলা করিয়া সর্ব্বত্রই পান, ভোজন, স্নান, অবস্থান ও নারীসঙ্গ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। আপনি কি এই সকল

দেখিয়া শুনিয়া বিষণ্ণ হইয়াছেন, অথবা যে শ্রীহরি আপনার গুরুভার হরণ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া মুক্তি অপেক্ষা সুখকর কার্য্যসমূহ নিষ্পাদন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন, আপনি কি তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া ঈদৃশ ম্লান হইয়াছেন? মাতঃ বসুন্ধরে! এক সময়ে আপনার সৌভাগ্য সুরগণেরও বাঞ্ছনীয় ছিল; সর্ব্বোপরি বলবান্ কাল কি আপনার সে সৌভাগ্য হরণ করিয়াছে? আপনি যে কারণে এই ম্লানমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন,আপনার সেই ক্লেশের কারণ আমার নিকট যথাযথ বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা নিবারণ করুন।

ধরিত্রীদেবী উত্তর করিলেন,—হে ধর্ম্ম! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎসমস্তই আপনি অবগত আছেন; তথাপি আমার দুঃখের কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি বিরাজমান ছিলেন বলিয়া আপনি চারিপাদে বর্ত্তমান ছিলেন এবং যাহাতে সত্য, শৌচ, দয়া, অক্রোধ, দান, সন্তোষ, সরলতা, শম, দম, তপঃ, সমদর্শন, ক্ষমা, লাভে ঔদাসীন্য, শাস্ত্রবিচার, আত্মজ্ঞান বৈরাগ্য, ঈশ্বরভাব, যুদ্ধোৎসাহ, তেজঃ, দক্ষতা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, স্বাধীনতা, ক্রিয়ানিপুণতা, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, মৃদুতা, উজ্জ্বল প্রতিভা, বিনয়, সুশীলতা, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের পটুতা, ভোগাস্পদতা, গাম্ভীর্য্য, অচঞ্চলতা, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, মান ও অনহঙ্কার এই সকল ও অন্যান্য মহাজনগণের বাঞ্ছনীয় মহাগুণ সকল অক্ষয় হইয়া চিরদিন অবস্থান করিয়া থাকে, সেই গুণনিলয় শ্রীনিবাস এই লোক হইতে অন্তর্হিত হইলে পাপের আকর কলি ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে। হে অমরোত্তম! এক্ষণে আমি এই লোকের, আপনার স্বীয় দুরবস্থা দর্শন করিয়া শোক সংবরণ করিতে পারিতেছি না এবং সাধু, দেব, ঋষি ও পিতৃগণ এবং সর্ব্ব বর্ণ ও আশ্রমও ঈদৃশ দশায় পতিত হইয়া আমার ক্লেশের কারণ হইয়াছে। হে ধর্ম্ম! শ্রীভগবানের বিরহ দুঃসহ। ব্রহ্মাদি যাহার করুণাকটাক্ষপাতের অভিলাষী হইয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদিরও আশ্রয়ভূতা সেই কমলাদেবী স্বীয় নিবাস-স্থান কমলবন পরিত্যাগ করিয়া একান্ত অনুরাগের সহিত যাঁহার পাদলাবণ্যের ভজনা করিয়া থাকেন, সেই ভগবানের পদ্মধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নে সুশোভিত শ্রীচরণচিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া সৌভাগ্যে আমি ত্রিভুবনকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতেছিলাম; বোধ হয়, আমাকে সৌভাগ্যগর্ব্বিতা দেখিয়া তিনি পরিত্যাগ করিলেন। যে স্বতন্ত্র পুরুষ অসুরকুলোৎপন্ন শত অক্ষৌহিণী রাজগণের নিধন সাধন করিয়া আমার ভার অপনোদন করিয়াছিলেন এবং যিনি আপনাকে পাদত্রয়হীন শোচনীয় অবস্থায় পতিত দেখিয়া আত্মপুরুষকারদ্বারা আপনাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া সুস্থ করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রেমকটাক্ষ, মধুরহাস্য ও মনোহর সম্ভাষণ সত্যভামাদি মানিনীগণের মান ও ধৈর্য্য হরণ করিয়াছিল; যাঁহার শ্রীচরণোত্থিত রজঃকণাদ্বারা আমার অঙ্গ অলঙ্কৃত ও তৃণোদ্গমচ্ছলে পুলকিত হইত; কোন্ কামিনী সেই পুরুষোত্তমের বিরহ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? এইরূপে পৃথিবী ও ধর্ম্ম পরস্পর কথোপকথন করিতেছে, এমন সময় রাজর্ষি পরীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্রে পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতীর তীরে উপস্থিত হইলেন।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীসূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! রাজা পরীক্ষিৎ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক রাজবেশধারী শূদ্র হস্তে দণ্ড লইয়া এক বৃষ ও ধেনুকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়না করিতেছে। মৃণালের ন্যায় ধবল বৃষটী ভয়ে মূত্রোৎসর্গ করিতেছে এবং শূদ্রের প্রহারে কম্পমান ও একপদে দণ্ডায়মান হইয়া অবসন্ন হইয়াছে। যজ্ঞিয় ঘৃতাদিপ্রসবিনী বিবৎসা ধেনুটীও ক্ষুধায় ক্ষীণদেহা ও শূদ্রপদাঘাতে অতীব শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া অবিরলধারে রোদন করিতেছে। রাজা রথ হইতে এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া শরাসনে গুণ যোজনা করিলেন এবং মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে স্বর্ণপরিচ্ছদে অলঙ্কৃত সেই পুরুষকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—অরে! তুই কে? আমার শাসনাধীন রাজ্যে বলদর্পে প্রমত্ত হইয়া দুর্ব্বলকে বধ করিতেছিস্? তুই নটের ন্যায় রাজবেশ ধারণ করিয়াছিস্ বটে, কিন্তু কার্য্যে তোকে শূদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। কৃষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনে সহিত অন্তর্হিত হইয়াছেন দেখিয়া তুই নির্জ্জনের নিরপরাধ প্রাণিগণের নিধনে উদ্যত হইয়া ঘোর অপরাধ করিয়াছিস; তোর প্রাণ বধ করিলে তবে এই পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

অনন্তর বৃষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি কে? তোমার শরীর মৃণালের ন্যায় ধবল, কিন্তু তোমার তিনটী চরণ দেখিতেছি না, কেবল একটী চরণের উপর ভর দিয়া বিচরণ করিতেছ। তুমি কি কোন দেবতা, আমাদিগকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত বৃষ-রূপ ধারণ করিয়াছ? এই ভূতল পাণ্ডবগণের বিশাল ভুজবলে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে; এস্থানে তুমি ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীকে কখনও শোকাশ্রুপাত করিতে দেখা যায় না। হে সুরভিপুত্র! শোক করিও না; আর তোমার এই শূদ্র হইতে ভয় নাই। হে মাতঃ! আমি যখন খলগণের শাসনকর্ত্তা বর্ত্তমান আছি, তখন তোমার মঙ্গল হইবে; তুমিও আর রোদন করিও না। হে সাধ্বি! যে রাজার রাজ্যের প্রজা সকল অসাধু-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়, কর্ত্তব্য কার্য্যে অনবহিত সেই রাজার আয়ুঃ, কীর্ত্তি, ভাগ্য ও পরলোক সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়। উৎপীড়িত প্রজাগণের উৎ-পীড়ন নিবারণ করাই রাজার পরম ধর্ম্ম; অতএব আমি এই অসাধু জীবদ্রোহীর প্রাণসংহার করিব। হে সুরভিনন্দন! তোমার অন্য তিনটি চরণ কে ছেদন করিয়াছে বল, যাহাতে আমি তাহার সমুচিত প্রতিকার করিতে পারি। কৃষ্ণের অনুবর্ত্তী রাজগণের রাজ্যের যেন তোমার ন্যায় অন্য কাহারও দুর্গতি নয়ন-গোচর করিতে না হয়। যে পাপিষ্ঠ সাধু ও নিরপরাধ তোমার দেহকে এইরূপ বিকৃত করিয়া পাণ্ডবগণের কীর্ত্তিকে কলঙ্কিত করিয়াছে, সে কে প্রকাশ করিয়া বল, তোমার কুশল হইবে। যে দুষ্ট অনপরাধ ব্যক্তির সহিত আচরণ করে, তাহার সর্ব্বত্র এই বিপদের সম্ভাবনা হয়; বিশেষতঃ আমার হস্ত হইতে তাহার নিস্তার নাই, জানিবে। এইরূপ অসাধুদিগের দমনে সাধুগণের মঙ্গলই সংসাধিত হইয়া থাকে। যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি নির্দ্দোষ প্রাণিগণের অনিষ্টচারণে আত্মাকে নিযুক্ত করে, সে সাক্ষাৎ দেবতা হইলেও আমি তাহার অঙ্গদভূষিত বাহু সমূলে উৎপাটন করিব; কারণ, স্বধর্ম্মনিরত প্রজাগণের পরিপালন এবং কোনও প্রকার বিপদ্ উপস্থিত না হইলেও যাহার ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে বিচরণ করে, তাহাদিগের যথাশাস্ত্র দণ্ড প্রদান করা নৃপতির পরম ধর্ম্ম।

শ্রীধর্ম্ম কহিলেন,—যাঁহাদিগের গুণগণে বশীভূত

হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণ দূতাদির কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই পাণ্ডবংশধর আপনাদিগের বিপন্নজনে প্রতি ঈদৃশী অভয়বাণী সুসঙ্গতই হইয়াছে। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের ক্লেশের হেতু কে; কিন্তু কে প্রাণিগণের নানাবিধ ক্লেশ উৎপাদন করে, তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বিগণের ভিন্ন ভিন্ন তর্কজাল আমাদিগের বুদ্ধিকে বিমোহিত করিয়াছে। কোন কোন কুতার্কিক বলেন, দেবতারা কর্ম্মের অধীন এবং কর্ম্মও আত্মার অধীন; অতএব দেবতা বা কর্ম্ম কেহই সুখদুঃখপ্রদান সমর্থ নহে, সুতরাং আত্মাই আত্মাকে সুখদুঃখ প্রদান করে। দৈবজ্ঞগণ বলেন, গ্রহাদিরূপ দেবতাই জীবের সুখদুঃখের মূল এবং মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, যাবতীয় সুখদুঃখাদি স্বকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ। লোকায়তিক নামে অপর একদল বাদীর মত এই যে, সুখদুঃখাদির কেহ কর্ত্তা নাই; উহা স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা বাক্য ও মনের অগোচর এক স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন,—সুখদুঃখাদি যাবতীয় বস্তু ঈশ্বররূপ মুল কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মহারাজ! পূর্ব্বোক্ত মত সকলের মধ্যে যাহা আপনার বুদ্ধিতে সমীচান বলিয়া বোধ হয়, তাহাই গ্রহণ করুন।

হে বিপ্রগণ! ধর্ম্ম এইরূপ বলিয়া নিবৃত্ত হইলে সম্রাট্ পরীক্ষিতের চিত্ত শান্ত ও সংশয়মুক্ত হইল এবং তিনি ধর্ম্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার বাক্যে ইহাই প্রতীতি হইতেছে, যে ব্যক্তি স্বীয় ঘাতকের নাম নির্দ্দেশ করে, সে ঘাতকের ন্যায় নরকাদি স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আপনি স্বীয় ঘাতকের নাম নির্দ্দেশ না করিয়া প্রকারান্তে এই ধর্ম্মের সূচনা করায় আপনাকে বৃষরূপধারী সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতেছে; অথবা, যে দেবমায়ায় মোহিত হইয়া কেহ ঘাতক ও কেহ বধ্য হইতেছে, সেই মায়ার স্বরূপ ভূতগণের বাক্য ও মনের গোচর নহে বলিয়া স্থির নিশ্চয় হইতেছে। হে ধর্ম্ম! আপনি সত্যযুগে তপস্যা, শুদ্ধি, দয়া ও সত্য, এই সম্পূর্ণ চারিপাদে বর্ত্তমান ছিলেন; কিন্তু ত্রেতাযুগে অধর্ম্মের অংশ গর্ববদ্বারা তপস্যার, কুসঙ্গদ্বারা শুদ্ধির, মদ্যপানজনিত উন্মত্ততাদ্বারা দয়ার ও অসত্যদ্বারা সত্যের চতুর্থাংশ অপহৃত হইয়াছিল। এইরূপে দ্বাপরে অর্দ্ধাংশ ও কলিতে তিন অংশ ভগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে প্রতি-পাদের চতুর্থাংশ মিলিত হইয়া একপাদমাত্রে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাতে সত্যই প্রধানতঃ অবস্থান করিতেছে; এই নিমিত্ত সত্যই কলিযুগের অবশিষ্ট একপাদ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। হে ধর্ম্ম! এক্ষণে একমাত্র সত্যই আপনার জীবন-ধারণের উপায়স্বরূপ হইয়াছে; কিন্তু অসত্যদ্বারা পরিবর্দ্ধিত কলি আপনার সেই অবশিষ্ট অংশটীও অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভগবান্ পরস্পরের মধ্যে কলহ সংঘটিত করিয়া এই পৃথিবীর ভারভূত রাজগণ ও যাদবগণের সংহার করিয়া ইহাঁকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রীপদন্যাসদ্বারা মঙ্গল সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল; কিন্তু এক্ষণে এই সাধুশীলা ধরিত্রীদেবী শ্রীকৃষ্ণবিরহিতা হইয়া আপনাকে হতভাগ্যা মনে করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণদ্বেষী কপট-রাজবেশধারী শূদ্রগণ আমাকে ভোগ করিবে, এই আশঙ্কায় কাতর হইয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন।

মহারথ পরীক্ষিৎ এইরূপে ধর্ম্ম ও পৃথিবীকে সান্ত্বনা করিয়া অধর্ম্মের মূল কারণ কলিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তীক্ষ্ণধার খড়গ গ্রহণ করিলেন। কলি দেখিল,—রাজা তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তখন নৃপতিবেশ দূরে পরিহার-পূর্ব্বক ভয়বিহ্বলচিত্তে অবনতমস্তকে তাঁহার পাদমূলে নিপাতিত হইল। দীনবৎসল শরণাগতপালক যশস্বী মহাবীর পরীক্ষিৎ তাহাকে পদপ্রান্তে নিপাতিত দেখিয়া

হাস্য করিয়া কহিলেন,—আমরা মহাধনুর্ধর অর্জ্জুনের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। অতএব, তুমি যখন আমার সমক্ষে অঞ্জলি বন্ধন করিয়াছ, তখন তোমার আর ভয় নাই; কিন্তু তুমি অধর্ম্মের বন্ধু বলিয়া আমার রাজ্যে কোনও প্রকারে বাস করিতে পারিবে না। তুমি রাজগণের দেহ আশ্রয় করায় লোভ, মিথ্যা, চৌর্য্য, দুর্জ্জনতা, স্বধর্ম্মত্যাগ, অলক্ষ্মী, কপট, কলহ ও অহঙ্কারাদি অধর্ম্মসমূহের প্রসার হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মাবর্ত্তে তোমার স্থান হইবে না; যে হেতু, এই স্থান ধর্ম্ম ও সত্যের নিবাসস্থান। এইস্থানে যজ্ঞানুষ্ঠাননিপুণ জনগণ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীহরিও এইরূপে যাজ্ঞিকগণের অব্যর্থ মনোরথসিদ্ধি ও মঙ্গলবিধান করেন। বায়ু যেরূপ নিখিল বস্তুর অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে অবস্থান করে, সেইরূপ ভগবান অন্তর্যামিরূপে স্থাবর ও জঙ্গম নিখিল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান থাকিয়া ইন্দ্রাদিদেবতাদ্বারা যজ্ঞফল বিধান করিয়া থাকেন।

শ্রীসূত কহিলেন,—পরীক্ষিৎ এইরূপ আদেশ করিলে কলি তাঁহাকে দণ্ডধর যমের ন্যায় উত্তোলিত অসিহস্তে বধ করিতে উদ্যত দেখিয়া কম্পিতকলেবরে বলিল,—হে সার্ব্বভৌম! আমি আপনার আদেশে যেখানেই বাস করি না কেন, আপনাকে ধনুর্বাণহস্ত দেখিতে পাইব; অতএব, হে ধার্ম্মিকপ্রবর! অনুগ্রহ করিয়া এরূপ একটী স্থান নির্দ্দেশ করুন, যথায় আমি নিয়ত বাস করিয়া আপনার আজ্ঞাপালন করিতে পারি। কলি এইরূপ প্রার্থনা করিলে, রাজা পরীক্ষিৎ তাহাকে দ্যূত অর্থাৎ পাশক্রীড়া, মদ্যপান, পরস্ত্রী ও প্রাণিহিংসা এই চারিটী স্থান দান করিলেন; এই স্থানচতুষ্টয় অসত্য, অহঙ্কার, অশৌচ ও নিষ্ঠুরতা, এই চতুর্বিধ অধর্ম্মের নিবাসভূমি। কলি পুনর্ব্বার যাচ্ঞা করিলে নৃপতি সুবর্ণকে তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই সুবর্ণে অসত্য, মদ, কাম, হিংসা ও কলহ পাঁচটী অধর্ম্ম একত্র বাস করিতেছে। সকল অধর্ম্মের আকর কলি উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের নিকট উক্ত পঞ্চস্থান লাভ করিয়া তাঁহার আদেশক্রমে তথায় বাস করিতে লাগিল। অতএব, যে ব্যক্তি স্বীয় মঙ্গল কামনা করেন তাঁহার, বিশেষতঃ সদুপদেশক লোকপালক ধর্ম্মশীল রাজার আসক্তিসহকারে ঐ সকল বস্তু ভোগ করা একান্ত অবিধেয়।

এইরূপে রাজা কলির নিগ্রহ করিয়া তপঃ, শৌচ ও দয়া এই তিনটী নষ্ট পাদ বৃষের অঙ্গে যোজনা করিলেন, অর্থাৎ ঐ সকল ধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং ধরণীকে আশ্বাসদান করিয়া সংবর্দ্ধিত করিলেন। পিতামহ যুধিষ্ঠির অরণ্য-প্রবেশকালে যে রাজোচিত সিংহাসন সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, মহাভাগ সার্ব্বভৌম ভুবনবিখ্যাত রাজর্ষি পরীক্ষিৎ সম্প্রতি হস্তিনার সেই রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া কৌরবেন্দ্রগণের রাজশ্রীদ্বারা দেদীপ্যমান হইতেছিলেন। ঈদৃশ প্রভাবসম্পন্ন অভিমন্যুনন্দ পৃথিবী পালন করিতেছিলেন বলিয়াই আপনারা এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে পারিয়াছিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীসূত কহিলেন—যিনি মাতৃগর্ভে অশ্বত্থামার অস্ত্রে দগ্ধ হইয়াও অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ কৃষ্ণের অনুগ্রহে নিধনপ্রাপ্ত হন নাই এবং যিনি কুপিত ব্রাহ্মণের অভিশাপহেতু তক্ষক হইতে প্রাণনাশরূপ গুরুতর ভয় উপস্থিত হইলেও ভগবানে চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক অণুমাত্র মোহপ্রাপ্ত হন নাই, সেই রাজা পরীক্ষিৎ ব্যাসনন্দন শুকদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং সর্ব্ববিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরির তত্ত্ব অবগত হইয়া গঙ্গাসলিলে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ইহা বিচিত্র নহে যে, পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির চরিত্রপ্রসঙ্গ যাঁহাদিগের অবলম্বন, যাঁহারা হরিকথামৃত নিরন্তরন পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্তকালেও শ্রীহরির পদাম্বুজ স্মরণ করিতে থাকেন; সুতরাং মোহ তাঁহাদিগের বুদ্ধিকে ভ্রান্ত করিতে পারে না। ভগবান্ যে দিবস যে ক্ষণে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষণেই অধর্ম্মের আকর কলি পৃথিবীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অভিমন্যুতনয় সম্রাট্ পরীক্ষিৎ যতদিন পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন, ততদিন সর্ব্বত্র প্রবেশ লাভ করিয়াও কলি আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিনি ভ্রমরের ন্যায় সারগ্রাহী ছিলেন, এই নিমিত্ত কলিকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করেন নাই। কলির বহুদোষ থাকিলেও একটী মহান্ গুণ এই যে, মনুষ্য সাধুসংকল্প করিবামাত্র পুণ্য অর্জ্জন করে, কিন্তু অসাধুসংকল্প কার্য্যে পরিণত না করিলে পাপভাগী হয় না। তিনি আরও দেখিলেন, যদিও কলি অসাবধান অবিবেকী মনুষ্যগণের মধ্যে শূরের ন্যায় বিচরণ করিতেছে, তথাপি ধীর ব্যক্তিগণের সমক্ষে সে ভীরুর ন্যায় পলায়ন করে; এই নিমিত্ত তিনি তাহাকে অকিঞ্চিৎকর দেখিয়া প্রাণসংহার করিলেন না। হে বিপ্রগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সেই বাসুদেবকথাপূর্ণ মহারাজ পরীক্ষিতের পবিত্র চরিত্র আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম। ভগবান্ যে সকল মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহা মনুষ্যমাত্রেই কীর্ত্তনযোগ্য। অতএব যে সকল কথাপ্রসঙ্গে ভগবানের গুণ ও কর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁহারা আপনাদিগের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদিগের তাহা শ্রবণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ঋষিগণ কহিলেন—সূত! আপনি অনন্ত কাল জীবিত থাকুন; যেহেতু যাহা আমাদিগের ন্যায় মরণশীল জীবগণের অমৃতস্বরূপ, আপনি সেই কৃষ্ণের নির্ম্মল যশঃকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। আমরা যে যজ্ঞের ধূমজালে স্বকীয় শরীরকে বিবর্ণ করিতেছি, তাহা যে শুভফল প্রসব করিবেই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; কারণ, কত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া ফলের ব্যাঘাত করিতে পারে, তাহা কে বলিতে পারে? যখন আমাদিগের চিত্ত এইরূপ সংশয়ে আন্দোলিত হইতেছে, এমন সময় আপনি গোবিন্দপাদপদ্মের মধুরমকরন্দ পান করাইতেছেন। যদি অত্যল্প কালও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হয়, তাহার সহিত অনিত্য তুচ্ছ রাজ্যাদির কি তুলনা করিব? স্বর্গ বা মুক্তিও তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। যিনি সাধুত্তমগণের একান্ত আশ্রয় এবং ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি যোগেশ্বরগণও যে প্রাকৃত গুণরহিত ভগবানের কল্যাণপ্রদ গুণাবলীর ইয়ত্তা করিতে অক্ষম, কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার কথায় পরিতৃপ্ত হইতে পারে? হে সূত! আপনি জ্ঞানী ও ভগবদ্ভক্ত। আমরা ভক্তবৎসল ভগবানের

উদার ও বিশুদ্ধ চরিত্র শ্রবণ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছি; আপনি তাহা আমাদিগের নিকট বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করুন। মহাজ্ঞানী ও মহাভাগবত পরীক্ষিৎ শুকমুখনিঃসৃত যে জ্ঞানোপদেশের বলে গরুড়বাহন ভগবানের মোক্ষস্বরূপ পাদমূল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পরম পবিত্র, অত্যদ্ভুত যোগতত্ত্বে পূর্ণ, অনন্ত ভগবানের লীলাদ্বারা অলঙ্কৃত, ভক্তজন-প্রিয়, পরীক্ষিতের নিকট কীর্ত্তিত আখ্যানটী বিশদরূপে বর্ণন করুন।

শ্রীসূত কহিলেন,—আহা! আমি নীচকুলে জন্ম-গ্রহণ করিলেও অদ্য আমার জন্ম সফল হইল; যেহেতু, জ্ঞানবৃদ্ধ আপনারা আমাকে সমাদর করিলেন। মহাজনগণের সহিত সম্ভাষণ ঘটিলেই নীচজাতিত্ব ও তন্নিবন্ধন মনঃপীড়া আশু দূরীভূত হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি মহাজনগণের একান্ত অবলম্বন ও অনন্ত মহৎ গুণের আধার বলিয়া 'অনন্ত' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই অনন্তশক্তি শ্রীহরির নাম যিনি কীর্ত্তন করেন, তাঁহার নীচকুলে জন্মনিবন্ধন দোষ যে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ কি? ব্রহ্মাদি যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী-দেবী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার চরণরেণু লাভ করিবার নিমিত্ত অযাচিতভাবে স্বয়ং চরণ সেবা করিয়া থাকেন, সেই ভগবানের সমান বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে কেহই না, তাহা এতদ্দ্বারাই স্পষ্ট সূচিত হইতেছে। অতএব অনন্ত গুণাধার ভগবানের মহিমা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা কাহার সাধ্য? ব্রহ্মা যাঁহার পাদনখ হইতে নিঃসৃত জল অর্ঘজলরূপে মহাদেবকে অর্পণ করেন এবং যাহা মস্তকে ধারণ করিয়া মহাদেব আপনাকে ও জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, ঈদৃশ মুকুন্দ ভিন্ন আর কে আছেন, যিনি ভগবৎপদবাচ্য হইতে পারেন? তাঁহাতেই অনুরক্ত হইয়া ধীর ব্যক্তিগণ দেহাদিতে সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অহিংসা ও শান্তির পরম নিলয় পরমহংসপদ প্রাপ্ত হন।

হে সূর্যকল্প ঋষিগণ! আপনার আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা আমি আমার জ্ঞানানুসারে যথা সাধ্য বলিতেছি; কারণ যেমন পক্ষিগণ স্বীয় সামর্থ্যানুসারে নভোমণ্ডলের অত্যল্প অংশ উড়িতে পারে, সেইরূপ পণ্ডিতগণও স্বীয় বুদ্ধির অনুরূপ বিষ্ণুলীলা বর্ণন করিয়া থাকেন।

একদা মহারাজ পরীক্ষিৎ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া অরণ্যে মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি জলাশয় অন্বেষণ করিতে করিতে সন্নিহিত এক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—এক প্রশান্ত মুনি নির্মীলিত লোচনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, ও বুদ্ধি রূপ, রসপ্রভৃতির বিষয় সকল হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রার অবস্থা অতিক্রম করিয়া নির্বিকার ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহার দেহ রুরু নামক মৃগের চর্ম্মে আচ্ছাদিত এবং তদুপরি জটাজাল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। রাজার তালুদেশ পিপাসায় বিশুষ্ক হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ধ্যানস্থ মুনির নিকটেই জলযাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু বসিবার স্থান তৃণাসন, অর্ঘ্য অথবা প্রিয়বাক্য, ইহার কিছুই প্রাপ্ত না হইয়া আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। হে মুনিবর! রাজা পূর্ব্বে কখনও ঈদৃশ ক্রোধ ও বিদ্বেষ অনুভব করেন নাই; কিন্তু অদ্য ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হওয়ায় সহসা মুনির প্রতি তাঁহার ক্রোধ ও বিদ্বেষ জন্মিল। তিনি আশ্রম হইতে বহির্গত হইবার কালে ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মর্ষির স্কন্ধদেশে সমর্পণপূর্ব্বক স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। এই ঋষি ইন্দ্রিয় সকলকে নিশ্চল ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া যথার্থই কি

সমাধিস্থ হইয়াছেন, অথবা একজন ক্ষত্রিয় আগমন করিলেই কি এইরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়েই কপট সমাধি অবলম্বন করিয়াছেন,—রাজা এইরূপ সন্দেহারূঢ় হইয়াই ঐরূপ আচরণ করিলেন।

এদিকে, ঐ মুনির পুত্র তপস্বী শৃঙ্গী বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন; তিনি অতি তেজস্বী। রাজা পরীক্ষিৎ প্রস্থান করিলে তিনি শুনিলেন, রাজা পিতাকে দুঃখ দিয়াছেন; শুনিয়াই তিনি বালকগণের সমক্ষে বলিলেন,—কি আশ্চর্য্য! রাজগণ প্রজাদিগের ধনে পরিপুষ্ট হইয়া কিরূপ অধর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল, দেখ! যেমন প্রভুর অন্নে প্রতিপালিত দ্বারপাল কুক্কুর ও কাক প্রভুর অনিষ্টাচরণ করে, ইহারাও সেইরূপ প্রভুর অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইল ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়গণকে দ্বারপাল কুক্কুর বলিয়াই মনে করেন; তাহারা দ্বারদেশে অবস্থান করিবে, তাহারা কিরূপে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পাত্রস্থ অন্নভোজনের যোগ্য হয়? ভগবান্ কৃষ্ণ কুপথগামী ব্যক্তিগণের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। এক্ষণে যে ধর্ম্মপথ লঙ্ঘন করিতেছে, আমি তাহাকে দণ্ডপ্রদান করিতেছি, আমার প্রভাব দেখ!

ঋষিকুমার তাহাদিগকে এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নদ্বয় ক্রোধে তাম্রবর্ণ হইল। অনন্তর তিনি কৌশিকী নদীর জলে আচমন করিয়া অভিশাপরূপ বজ্র পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—যে কুলাঙ্গার শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া সর্প নিক্ষেপকরত পিতার অবমাননা করিয়াছে, আমার বাক্যে অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষক সর্প তাহাকে দংশন করিবে। অনন্তর মুনিবালক আশ্রমে উপনীত হইয়া পিতার গলদেশে মৃত সর্প দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন এবং মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অঙ্গিরার বংশে উৎপন্ন শমীক মুনি পুত্রের বিলাপধ্বনি শুনিয়া ক্রমে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—স্কন্ধদেশে এক মৃত সর্প রহিয়াছে। অনন্তর সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুত্র শৃঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! কি নিমিত্ত রোদন করিতেছে, কে তোমার অনিষ্ট করিয়াছে?

ঋষিবর শমীক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, শৃঙ্গী সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা অভিশাপের যোগ্য নন, তথাপি পুত্র তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছে শুনিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রের কার্য্যের সমর্থন না করিয়া বলিলেন,—হায়! তুমি লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া মহাপাপে পতিত হইয়াছ! নৃপতি বিষ্ণুস্বরূপ; তোমার বুদ্ধি পরিপক্ক না হওয়ায় তুমি তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বিবেচনা করিয়া অনুচিত কার্য্য করিয়াছ। দেখ, প্রজাগণ রাজার প্রবল পরাক্রমে সুরক্ষিত থাকিয়া নির্ভয়ে পুণ্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। চক্রপাণি বিষ্ণুরূপ নরপতি না থাকিলে, রাজ্যে চৌরাদির বাহুল্য হইয়া থাকে এবং রক্ষণাভাবে প্রজা সকল মেষপালের ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব এক্ষণে রাজা বিনষ্ট হইলে চৌরাদি প্রজাগণের ধন অপহরণ করিবে এবং বহুসংখ্যক দস্যু পরস্পরকে নিধন করিবে, কটু কথা কহিবে, পরস্পরের পশু, স্ত্রী ও অর্থ হরণ করিবে। যদিও এই সকল পাপের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি মূলে আমরাই কারণ হওয়ায় পাপ আমাদিগকেই স্পর্শ করিবে। ক্রমশঃ চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমযুক্ত বেদবিহিত আর্য্যধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্ত হইবে এবং মনুষ্য অর্থ ও কামের চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ায় কুক্কুর ও বানরগণের ন্যায় সমাজে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে। বিশেষতঃ রাজর্ষি পরীক্ষিৎ ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিয়া থাকেন। তিনি মহাভক্ত ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যশস্বী হইয়াছেন। তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া এই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করা আমাদিগের অত্যন্ত অনুচিত

কার্য্য হইয়াছে। ঋষি শমীক পুত্রকৃত পাপের অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—হে ভগবন্! আমার পুত্র বালক, তাহার বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয় নাই; সে নিরপরাধ ভৃত্যের প্রতি যে অনিষ্টাচরণ করিয়াছে, সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী প্রভু তাহা ক্ষমা করুন। ঋষি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যদি রাজা প্রতিশাপ প্রদান করিতেন, তাহা হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত; কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীহরির পরম ভক্ত, তিনি তাহা করিবেন না; কারণ, হরিভক্তগণ তিরস্কৃত, প্রতারিত অভিশপ্ত, অবজ্ঞাত ও তাড়িত হইয়া সামর্থ্য সত্ত্বেও অনিষ্টাচরণের প্রতীকার করেন না। এইরূপে মুনি পুত্রকৃত অপরাধের জন্য এতই অনুতপ্ত হইলেন যে, রাজা যে তাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা মনে স্থান দিলেন না। প্রায়ই লোকে সাধুদিগকে সুখ বা দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু তাঁহারা তাহাতে হৃষ্ট বা দুঃখিত হন না, কারণ, সুখ বা দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম নহে।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়

শ্রীসূত কহিলেন,—এদিকে মহীপতি পরীক্ষিৎ সেই স্বকৃত নিন্দনীয় কার্য্য চিন্তা করিয়া অতীব বিষণ্ন হইয়া অনুতপ্তচিত্তে কহিলেন, হায়! আমি অনার্য্যের ন্যায় কি নীচ কার্য্যই করিয়াছি! ব্রাহ্মণ গূঢ় তেজের আধার; আমি ঈদৃশ নিরপরাধ ব্রাহ্মণের প্রতি গর্হিত আচরণ করিয়াছি। ঋষি ঈশ্বরস্বরূপ, তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আমি ঈশ্বরের অবমাননা করিয়াছি। অতএব এই অপরাধে আমার উপর যে ভীষণ বিপৎপাত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাই হউক, অনতিবিলম্বে অজস্র দুঃখ আমাকে আক্রমণ করুক। ঐ দুঃখ যেন পুত্রাদির উপর পতিত না হইয়া সাক্ষাৎভাবে আমাকেই আক্রমণ করে; তাহা হইলে আমার পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্যে আর কখনও প্রবৃত্তি জন্মিবে না। এইরূপে রাজা আপনার বিপদ্ প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—অদ্যই আমার রাজ্য, বল ও ধনপূর্ণ রাজকোষ ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলের কোপানলে ভস্মীভূত হউক, যেন নীচমনা আমার পুনর্ব্বার গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতার অনিষ্টাচরণে পাপীয়সী বুদ্ধির উদয় না হয়।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে শমীক মুনির শিষ্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সপ্তম দিবসে তক্ষকদংশনে মৃত্যুর বিষয় জ্ঞাপন করিল। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া তক্ষকের বিষকে আশু মঙ্গলপ্রদ বলিয়া জ্ঞান করিলেন; কারণ, উহা বিষয়ে আসক্ত জনের বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে সমর্থ। ঐহিক সুখ ও স্বর্গাদির উপভোগ যে অতীব হেয়, তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণচরণারবিন্দের সেবাকেই সকল পুরুষার্থের সার ভাবিয়া অনশনে জীবন বিসর্জ্জন করিবার বাসনায় সুরনদী ভাগীরথী-তীরে উপবেশন করিলেন। ভাগীরথীসলিল ঐশ্বর্য্যময়ী তুলসীমিশ্রিত কৃষ্ণচরণরেণু বহন করিয়া সর্ব্বাধিক পাবনীশক্তি লাভ করিয়াছেন এবং লোকপালগণের সহিত ত্রিলোকের বাহ্য ও অভ্যন্তর পবিত্র করিতেছেন; অতএব আসন্নমৃত্যু কোন্ ব্যক্তি অন্তিমকালে তাঁহার তীর আশ্রয় না করিবে?

এইরূপে পাণ্ডুবংশধর বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাতীরে অনাহারে প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইয়া সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং মুনিব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক অনন্যচিত্তে মুকুন্দের চরণযুগল ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ভুবনপাবন মহানুভাব মুনিগণ সশিষ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন; কারণ, সাধুগণ প্রায় তীর্থযাত্রা করিবার ছলে স্বয়ং তীর্থ সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিসুত বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঐর্ব্ব, কবষ, কুম্ভযোনি, অগস্ত্য, বেদব্যাস, শ্রীনারদ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ ও অরুণাদি শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ সমাগত হইলে রাজা ঋষিপ্রবরগণের অর্চ্চনা করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। তাঁহারা সুখাসীন হইলে শুদ্ধচেতা মহারাজ পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের চরণবন্দনাপূর্ব্বক সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনার অনশনব্রত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—আপনারা আমার অবলম্বিত অনশনব্রতের অনুমোদন করিয়া মহান অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ পাদ-প্রক্ষালন জল স্বীয় গৃহের অতি দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন; কিন্তু যে রাজকুলে নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে তাঁহারা তদপেক্ষাও দূরে পরিত্যাগ করেন। সুতরাং মহাজন আপনারা অদ্য আমার প্রতি যে কৃপা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে আমি নৃপতিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য হইলাম। আমার প্রতি যে ব্রহ্মশাপ হইয়াছে, ইহাও শ্রীহরির অনুগ্রহ। তিনি পাপিষ্ঠ আমাকে নিরন্তর গৃহে আসক্ত দেখিয়া দ্বিজশাপরূপে আমার অন্তরে বৈরাগ্য উৎপন্ন করিয়াছেন; কারণ, ঐরূপ ব্রহ্মশাপ গৃহাসক্ত ব্যক্তির প্রাণে শীঘ্র আতঙ্কের উদয় করিয়া বৈরাগ্য আনয়ন করে এবং ঐ বৈরাগ্যই শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিবার একমাত্র উপায়।

অনন্তর রাজা নিবেদন করিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা আমাকে শরণাগত বলিয়া অঙ্গীকার করুন এবং গঙ্গাদেবীও আশ্রয়দান করুন; আমি শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। ব্রাহ্মণপ্রেরিত মায়া অথবা তক্ষক আমাকে ইচ্ছানুসারে দংশন করুক; আপনারা বিষ্ণুগাথা কীর্ত্তন করুন। আমি যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, যেন তাহাতেই আমার ভগবান্ অনন্তে রতি ও তাঁহার ভক্তসাধুগণের সঙ্গ লাভ হয় এবং সর্ব্বজীবের প্রতি প্রীতিভাব উৎপন্ন হয়। হে দ্বিজগণ! আপনাদিগকে নমস্কার করি।

অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় তনয় জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক ধীর ও পূর্ব্বোক্ত সংকল্পারূঢ় হইয়া গঙ্গার দক্ষিণকূলে পূর্ব্বাগ্র কুশাসনে উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিলেন। নরপতি এইরূপে প্রায়োপবেশন অর্থাৎ অনশনব্রত করিয়া উপবিষ্ট হইলে, দেবগণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং আনন্দে মুহুর্মুহুঃ দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। যে সকল মহর্ষি তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ প্রজাগণের হিতসাধন করিয়া থাকেন এবং সকলেই মহাশক্তিসম্পন্ন। তাঁহারা রাজার কার্য্যের অনুমোদন করিয়া বহু সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক যাহা শ্রীকৃষ্ণের গুণগরিমায় সুন্দর তদনুরূপ বাক্যে কহিলেন,—হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! আপনার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি ভগবানের সন্নিধি লাভ করিবার নিমিত্ত সিংহাসন ও রাজমুকুট সদ্যঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আপনারা শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরক্ত, সুতরাং এই রূপ কার্য্য আপনাদিগের পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

অনন্তর তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—এই ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ যতদিন না কলেবর পরিত্যাগ

করিয়া মায়াতীত ও শোকরহিত উৎকৃষ্টলোক প্রাপ্ত হন, ততদিন আমরা এইস্থানেই অবস্থান করিব।

রাজা তাঁহাদিগের পক্ষপাতশূন্য সুধামধুর সত্য ও গম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর চরিত্র শ্রবণ করিবার মানসে অবহিতচিত্তে তাঁহাদিগের পাদবন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে বিপ্রগণ! যেমন বেদসকল সত্যলোকে মূর্ত্তিধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ বেদমূর্ত্তি আপনারা আমার প্রতি সদয় হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছেন। অপরের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদের আত্মার স্বভাব; এতদ্ব্যতীত ইহলোকে ও পরলোকে আপনাদের অন্য কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। হে ঋষিগণ! আমি বিশ্বস্তচিত্তে আমার ইদানীন্তন কর্ত্তব্য বিষয়ে আপনাদিগের নিকট একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। সকল অবস্থায়, বিশেষতঃ মুমূর্ষুকালে মনুষ্যের বিশুদ্ধ অনুষ্ঠের কার্য্য কি, তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া উপদেশ প্রদান করুন।

রাজার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ যোগ, কেহ যাগ এবং কেহ বা তপস্যাকে মুমূর্ষু ব্যক্তির বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছেন, এমন সময়ে ব্যাসনন্দন ভগবান্ শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আসক্তি ছিল না এবং তিনি যে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার বেশ দেখিয়া বোধ হইল, যেন লোকে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে এরূপ চিহ্ন ছিল না, যদ্দ্বারা তাঁহার বর্ণ অথবা আশ্রমের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি যখন আগমন করিলেন, তখন নাগরিক বালকেরা তাঁহাকে উন্মত্ত মনে করিয়া কৌতুক করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়াছিল। তিনি ষোড়শবর্ষীয়; তাঁহার কর, চরণ, উরু, বাহু, স্কন্ধ, কপোল ও গাত্র সুকুমার; চারু আয়ত লোচন, উন্নত নাসিকা, সমান কর্ণদ্বয় ও সুচারু ভ্রূযুগলদ্বারা মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠদেশ তিনটী রেখাদ্বারা অঙ্কিত শঙ্খের ন্যায় সুন্দর; কণ্ঠের অধঃস্থিত অস্থিদ্বয় মাংসদ্বারা আচ্ছন্ন; বক্ষঃস্থল বিশাল ও উন্নত; নাভি আবর্ত্ত অর্থাৎ জলভ্রমের ন্যায় গভীর; উদর কতকগুলি বক্র নিম্নরেখাদ্বারা রমণীয়। তিনি দিগম্বর। তাঁহার কুটিল কেশরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার বাহু সুদীর্ঘ এবং কান্তি দেবদেব শ্রীহরির ন্যায় মনোজ্ঞ। তাঁহার শ্যামাঙ্গে পরম রমণীয় যৌবনলক্ষ্মী ও অধরে মধুর হাস্য অবলোকন করিয়া নারীগণ বিমোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মতেজ লুক্কায়িত থাকিলেও মুনিগণ লক্ষণদ্বারা তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়া স্ব স্ব আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ অতিথিকে সমাগত দেখিয়া পূজাদ্রব্য মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার সমান দেখিয়া যে সকল বালক ও রমণী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহারা সভয়ে পলায়ন করিলে তিনি পূজাগ্রহণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাসমূহমধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর ভক্তশ্রেষ্ঠ নরপতি, শান্তমূর্ত্তি সুখাসীন সর্ব্বজ্ঞ মুনিবরের সমীপে গমন করিয়া অবহিতভাবে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া মধুরবচনে স্তুতিপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি কৃপা করিয়া অতিথিরূপে শুভাগমন করায় আমরা

তীর্থের ন্যায় পবিত্র হইলাম। আহা! অদ্য আমাদিগের কি শুভদিন! আমরা সামান্য ক্ষত্রিয় হইয়াও সাধুসেবার অধিকারী হইলাম। যাঁহাদিগকে স্মরণ করিলে মানবের গৃহ সদ্যঃ পবিত্র হয়, তাঁহাদিগকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে এবং পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত জল ও আসনাদি প্রদান করিলে যে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পবিত্রতা লাভ করিবে, তদ্‌বিষয়ে আর বক্তব্য কি? হে যোগিবর! যেমন বিষ্ণুর অগ্রে অসুর সকল সদ্যোবিনষ্ট হয়, সেইরূপ আপনার সমীপে মহাপাতক সকলও সদ্যঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রেমে চিরদিন আবদ্ধ; আমি তাঁহাদিগের বংশধর; এই নিমিত্ত তাঁহার পিতৃস্বসার পুত্র যুধিষ্ঠিরাদির সন্তোষ উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়েই বোধ হয় আমার প্রতি এই করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন; নতুবা আপনার দর্শনলাভ ঘটিত না। আপনি যোগসিদ্ধ; আপনি কখন কোথায় বিচরণ করেন, তাহা কেহই অবগত নহে। আমার মৃত্যু সন্নিহিতপ্রায়; অতএব এরূপ অবস্থায় আপনি যে আমার মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যেন স্বয়ং যাচক হইয়া দর্শনদান করিলেন, ইহা কৃষ্ণকৃপাব্যতীত আর কিছুই নহে। আপনার কৃপাকটাক্ষে মনুষ্য সম্যক্ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। আপনি যোগিগণের পরম গুরু; অতএব শ্রীচরণে প্রার্থনা এই যে, মনুষ্যের অন্তিমকালে যাহা একান্ত কর্ত্তব্য, দয়া করিয়া উপদেশ দান করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনাকে গৃহস্থের গৃহে গোদোহনকালের অধিক অবস্থান করিতে দেখা যায় না; অতএব, মনুষ্যের যাহা শ্রবণ, জপ, অনুষ্ঠান, স্মরণ ও ভজন করা কর্ত্তব্য এবং যাহা নিষিদ্ধ, তৎসমুদয় এইক্ষণেই বলিতে আজ্ঞা হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপ মধুরবাক্যে সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাসনন্দন বলিতে আরম্ভ করিলেন।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

প্রথম স্কন্ধ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় স্কন্ধ

—ঃঃ*ঃঃ—

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন—মহারাজ! আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, ইহা মুক্তাত্মা জ্ঞানিগণের সম্মত এবং মনুষ্যের যাহা কিছু শ্রোতব্য, তন্মধ্যে ইহাই সার ও শ্রেষ্ঠ; এইরূপ প্রশ্নই নরলোকের হিতকর। হে রাজেন্দ্র! গৃহস্থাশ্রমে গৃহীর পিপীলিকাদি প্রাণী-হিংসা অনিবার্য্য এবং তাহারা বিষয়াসক্তিবশতঃ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না; সুতরাং এইরূপ মনুষ্যের সহস্র সহস্র শ্রবণ ও অনুষ্ঠানাদি করিবার বিষয় আছে। গৃহস্থের রজনীতে নিদ্রা ও নারীসঙ্গে এবং দিবভাগে অর্থোপার্জ্জন ও পোষ্যবর্গের প্রতিপালনে পরমায়ুঃ ব্যয়িত হইয়া যায়। আত্মার সৈন্যতুল্য স্ত্রী, পুত্র ও দেহপ্রভৃতি নশ্বর হইলেও তাহারা তাহাতে আসক্ত হইয়া পিত্রাদির নিধন দেখিয়াও দেখিতে পায় না। অতএব, যিনি মোক্ষলাভ করিতে বাঞ্ছা করেন, তাঁহার সকলের অন্তর্যামী ও নিয়ন্তা ভুবনসুন্দর ভববন্ধনহারী শ্রীহরির চরিত্র শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। যে মানবের অন্তকালে নারায়ণ স্মৃতিপথে উদিত হন, তাহার মানবজন্মলাভ সার্থক। যাহা আত্মা নহে, তাহা হইতে আত্মাকে পৃথক্ জানিতে পারা সাঙ্খ্যজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়দমন-প্রভৃতি অষ্টপ্রকার সাধনের নাম অষ্টাঙ্গযোগ। এই সাঙ্খ্য ও যোগদ্বারা এবং স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানদ্বারা যদি নারায়ণ স্মৃতিপথে উদিত হন, তবে তাহাই মানবজন্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লাভ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। হে রাজন্! যে সকল মুনি শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধের অতীত হইয়া নিগুর্ণ ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তাঁহারাও প্রায়ই শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনে অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্ত ও তাঁহার নামে পরিপূর্ণ এই ভাগবত পুরাণ সর্ব্ববেদতুল্য। আমি দ্বাপরযুগের প্রারম্ভে পিতা দ্বৈপায়ণের নিকট ইহা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আমি নিগুর্ণ ব্রহ্মে সম্যক্ স্থিতিলাভ করিয়াও শ্রীহরির লীলামাধুর্য্যে আকৃষ্টচিত্ত হওয়ায়, এই আখ্যান অধ্যয়ন করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে। আপনি বিষ্ণুভক্ত; অতএব আমি আপনার নিকট ইহা বর্ণন করিব। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই পুরাণ শ্রবণ করেন, মুকুন্দের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী মতি শীঘ্রই উদিত হইয়া থাকে। শ্রীহরির নিকট যাহারা অভয়-ফলাদি কামনা করে, হরিনামকীর্ত্তন তাহাদিগের সেই সেই ফল প্রদান করিতে সমর্থ। যাঁহারা মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছুক, এই নামকীর্ত্তনরূপ সাধনদ্বারা তাঁহারা তাহা লাভ করিতে পারেন এবং যাঁহারা জ্ঞানী, ইহাই তাঁহাদিগের জ্ঞানের ফল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং কি সিদ্ধ, কি সাধক কাহারও এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ আর দ্বিতীয় নাই। এই জগতে মনুষ্যের বহু বৎসর পরমায়ুঃ অজ্ঞাতসারে চলিয়া যাইতেছে; অতএব যদি একটী মুহূর্ত্তও বৃথা যাইতেছে বলিয়া বোধ জন্মে, তবে তাহাই বহুসংখ্যক বৎসর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কারণ, ঐরূপ জ্ঞান উদয় হইলে মনুষ্য স্বীয় মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত যত্নবান হইয়া থাকে। খট্টাঙ্গ নামে রাজর্ষির মুহূর্ত্তকালমাত্র পরমায়ুঃ অবশিষ্ট ছিল; তিনি দেবগণের নিকট তাহা অবগত হইয়া

মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্ব আসক্তিতে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীহরির অভয়পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে কুরুকুলতিলক! অদ্যাবধি আপনার এখনও সপ্তাহকাল পরমায়ুঃ অবশিষ্ট আছে, অতএব আপনি ইতিমধ্যে যাহা পরলোকে হিতকর, তাহার অনুষ্ঠান করুন। অন্তকাল উপস্থিত হইলে পুরুষের নির্ভয়চিত্তে দেহ এবং দেহসম্বন্ধ যে পুত্রকলত্রাদির প্রতি আসক্তি, তাহা অনাসক্তিরূপ শস্ত্রদ্বারা ছেদন করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজন্! গৃহে থাকিলে আসক্তি পুনর্ব্বার আক্রমণ করিতে পারে, এই নিমিত্ত গৃহী ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা সংযত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন এবং পুণ্যতীর্থে স্নানাদি নিয়ম করিয়া শুচি ও নির্জ্জন প্রদেশে শাস্ত্রানুসারে, কুশ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্রদ্বারা আসন রচনা করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইবেন। অনন্তর অকার, উকার ও মকাররূপ তিনটী অক্ষরে গ্রথিত প্রণবরূপ শুদ্ধ উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবীজ মনে মনে জপ্ করিবে এবং ঐরূপ জপ করিতে করিতে প্রাণায়ামদ্বারা শ্বাস জয় করিয়া মনকে বশীভূত করিবে। পরে নিশ্চয়বুদ্ধির সাহায্যে মনোদ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব বিষয় হইতে উপসংহার করিবে। ইহাকে প্রত্যাহার বলে। পুনশ্চ কর্ম্মের বাসনা-বশতঃ যদি মন চঞ্চল হয়, তাহা হইলে তাহাকে বুদ্ধিদ্বারা শ্রীভগবানের রূপে ধারণা করিবে। এই-রূপে সমগ্র ভগবদ্রূপে চিত্ত ধারণা করিয়া অনন্তর তাঁহার চরণাদি এক একটী অবয়বের ধ্যান করিবে। অনন্তর মনকে বিষয় হইতে মুক্ত করিয়া সর্ব্বতোভাবে চিন্তাশূন্য করিবে। মনের এইরূপ অবস্থা হইলে পরমানন্দের স্ফূর্ত্তি হইয়া চিত্তে পরমা শান্তির উদয় হয়, ইহাকে সমাধি কহে এবং ইহাই শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যদি পুনর্ব্বার মন রজোগুণদ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থাৎ চঞ্চল অথবা তমোগুণদ্বারা বিমূঢ় অর্থাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে পুনর্ব্বার ধারণাদ্বারা শোধিত করিবে; এই ধারণাই রজঃ ও তমোগুণের মলিনতা বিনাশ করিয়া থাকে। ধারণা দৃঢ় করিয়া শ্রীভগবানের কোন মঙ্গলমূর্ত্তির দর্শন করিতে করিতে ভক্তিযোগের প্রকাশ হইয়া থাকে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যে স্থানে, যে প্রকারে ও যাদৃশী ধারণা করিলে পুরুষের মনোমল আশু বিনষ্ট হয়, তাহা সবিশেষ বর্ণন করুন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—প্রথমতঃ পদ্মাসনাদি কোন একটী আসন অভ্যাস করিয়া প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণবায়ুজয় ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিবে; পরে ভগবানের স্থূলরূপে মনোধারণা করিবে। এই যে সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড, ইহা ভগবানের বিরাট্ দেহ; ইহা অতি স্থূল বস্তু হইতেও স্থূলতর এবং যে সকল ব্রহ্মাণ্ড অতীত হইয়া গিয়াছে, যাহা বর্ত্তমান আছে ও যাহা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, সেই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুমাত্রেরই এই দেহই আশ্রয়। এই বিরাট্ দেহের ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষিতি-প্রভৃতি পঞ্চভূতের উৎপত্তি-স্থান এবং মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ সমষ্টিবুদ্ধি, এই সাতটি আবরণ আছে। এই দেহের মধ্যে অন্তর্যামী হইয়া যে ভগবান্ বাস করিতেছেন, তাঁহাকে বৈরাজপুরুষ কহে। সাধক বস্তুতঃ ইঁহাতেই মনোধারণা করিবে। হে মহারাজ! এই বিশ্বস্রষ্টার বিরাট দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পাতাল ইঁহার চরণের অধোভাগ, রসাতল পদের পশ্চাৎ ও পুরোভাগ, মহাতল গুল্ফদ্বয় ও তলাতল জঙ্ঘাদ্বয়। সুতল এই বিশ্বমূর্ত্তির জানু, বিতল ও অতল উরুদ্বয়, মহীতল জঘনদেশ এবং নভস্তল অর্থাৎ ভুবর্লোক বা প্রেতলোক নাভিসরোবর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্বর্লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক ইঁহার

বক্ষঃস্থল, মহর্লোক গ্রীবা, জনলোক বদন, তপোলোক এই আদিপুরুষের ললাট এবং সত্যলোক এই সহস্র-শীর্ষা পুরুষের মস্তক। ইন্দ্রাদি তেজোময় দেবগণ ইহাঁর বাহু, আমাদিগের কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ইহাঁর স্থূল কর্ণ ও শব্দ এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি, অশ্বিনাকুমারদ্বয় স্থূল নাসিকা ও গন্ধ ঐ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি এবং প্রদীপ্ত অগ্নি ইহাঁর মুখ। অন্তরীক্ষ বিষ্ণুর নেত্রগোলক ও সূর্য্য দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি, দিন ও রাত্রি ইহাঁর নেত্ররোম, ব্রহ্মপদ ভ্রূভঙ্গী, জল ইহাঁর স্থূল রসনা ও রস ঐ রসনেন্দ্রিয়ের শক্তি। বেদ সকল এই অনন্ত দেবের ব্রহ্মরন্ধ্র, যম ইহাঁর স্থূল দশন ও স্নেহ দন্তের শক্তি, লোক সকলের মোহকারিণী মায়া ইহাঁর হাস্য এবং অপার সংসার ইহাঁর নয়নকটাক্ষ। লজ্জা ইহাঁর উত্তরোষ্ঠ, লোভ অধরোষ্ঠ, ধর্ম্ম স্তন, অধর্ম্মপথ পৃষ্ঠদেশ, প্রজাপতি জননেন্দ্রিয়, মিত্রাবরুণ, কোষদ্বয়, সমুদ্র সকল কুক্ষি-দেশ এবং গিরিসমূহ ইহাঁর অস্থি। হে নৃপেন্দ্র! নদী সকল এই বিশ্বমূর্ত্তির নাড়ী, বৃক্ষ সকল শরীরের রোমরাজি, অনন্তশক্তি বায়ু ইহাঁর শ্বাস, কাল ইহাঁর গমন এবং প্রাণিগণের সংসার তাঁহার ক্রীড়া। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মেঘসমূহ এই ভূমা পুরুষের কেশকলাপ, সন্ধ্যা ইহাঁর বস্ত্র, প্রকৃতি হৃদয় এবং সকল বিকারের আশ্রয় চন্দ্রমা ইহাঁর মন। মহত্তত্ত্ব এই সর্ব্বাত্মার চিত্ত অর্থাৎ স্মৃতিশক্তির আধার, শ্রীরুদ্র ইহাঁর অহঙ্কার; অশ্ব, অশ্বতরী উষ্ট্র ও গজ ইহার নখ এবং মৃগাদি পশু সকল কটিদেশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পক্ষসমূহ ইহাঁর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়, স্বায়ম্ভুব মনু ইহাঁর বুদ্ধি, মনুষ্যগণ নিবাস-স্থান গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ ও অপ্সরোগণ ইহাঁর স্বর এবং অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ ইহাঁর স্মৃতি। ব্রাহ্মণ এই মহাপুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয় হস্ত, বৈশ্য উরু ও তমঃপ্রধান শূদ্র ইহাঁর চরণ এবং বসুরুদ্রাদি দেবগণ যে সকল ঘৃতাদিসাধ্য যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই সকল যজ্ঞই ইহাঁর কর্ম্ম। হে মহারাজ! আমি ঈশ্বরদেহের যে অবয়ববিন্যাস বলিলাম এবং যাহাব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ স্বীয়বুদ্ধিদ্বারা ভগবানের এই স্থূলতম দেহে মনোধারণা করিয়া থাকেন। যেমন স্বপ্নকালে মনুষ্য কখন কখন নানা দেহ কল্পনা করিয়া সেই সেই দেহের ইন্দ্রিয়সকলদ্বারা যুগপৎ বিষয় সকল অনুভব করে, সেইরূপ পরমাত্মা ভগবান্ সর্ব্বজীবের বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা নিখিল বিষয় অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব, সত্যস্বরূপ আনন্দনিধি ভগবানে এই স্থূল বিশ্ব ও জীবসমূহকে লীন করিয়া ইহাঁর ভজনা করা বিধেয়; নতুবা অন্য বস্তুতে আসক্তি জন্মিলে জীবাত্মার সংসাররূপ অধোগতি হইয়া থাকে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! পূর্ব্বোক্ত ধারণা সামান্য নহে; ইহা হইতে বিশ্বসৃষ্টির সামর্থ্য হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা এই ধারণাদ্বারা নিশ্চিত বুদ্ধি লাভ করিয়া এবং শ্রীহরিকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রলয়কালে তাঁহার যে সৃষ্টিস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার লাভ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে অব্যর্থ দৃষ্টিশক্তির বলে পূর্ব্ব কল্পের অনুরূপ এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উপাসকের বুদ্ধি যে স্বর্গাদি কতকগুলি ব্যর্থ নামের চিন্তা করিতে করিতে সেই সেই লোকের সুখের নিমিত্ত প্রলুব্ধ হয়, ইহাই শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্তি উৎপন্ন করিবার পন্থা। যেমন মনুষ্য বাসনার বশে নানাবিধ অলীক স্বপ্ন সকল দর্শন করে, সেইরূপ এই মায়াময় পথে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বর্গাদি লোকের সুখলাভ হইলেও মনুষ্য তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাবধানে বুদ্ধি স্থির করিয়া অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুতে সুখের লেশমাত্র নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কেবল দেহধারণোপযোগী দ্রব্যের সংগ্রহে যত্ন করিবেন এবং যদি উহা অন্য কোন প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অধিক সংগ্রহের চেষ্টাকে পরিশ্রম মনে করিয়া তদ্বিষয়ে আর প্রযত্ন করিবেন না। ভূমি-শয্যা থাকিতে অপর শয্যার প্রয়োজন কি? স্বাভাবিক বাহু থাকিতে উপাধানের প্রয়োজন কি? যখন অঞ্জলি আছে, তখন বহুবিধ অন্নপাত্রের প্রয়োজন কি এবং দিগ্‌বল্কল থাকিতে পট্টবস্ত্রাদির সংগ্রহে বৃথা চেষ্টা পণ্ডশ্রমমাত্র। পথিমধ্যে পতিত ছিন্নবস্ত্রখণ্ড কি প্রাপ্ত হওয়া যায় না? যাহারা স্বীয় ফলাদিদ্বারা অপরকে পোষণ করিয়া থাকে, সেই বৃক্ষ সকল কি ভিক্ষাপ্রদানে বিমুখ হইয়াছে? নদীসমূহ কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? গিরিগুহা সকল কি অবরুদ্ধ? ভগবান অজিত কি শরণাগতদিগকে রক্ষা করেন না? এই সমস্ত অযত্ন-সিদ্ধ বস্ত্র ও ভোজনপানাদি সুলভ থাকিতে কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান্ লোকে কিহেতু ধনগর্ব্বে অন্ধ ধনিগণের ভজনা করিয়া থাকেন? অতএব শ্রীভগবান্ স্বীয় অন্তঃকরণে স্বতঃ প্রকাশিত আছেন, তিনিই জীবের ভজনীয় ধন, তিনি নিত্য সত্য আত্মা এবং প্রিয়তম পদার্থ; সংসারের আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার ভজনা করিলে পরমানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে সংসাররূপ অনর্থের মূল অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সংসার যমদ্বারস্থা বৈতরণী নদীতুল্য ও নানা যাতনার নিবাস-ভূমি; জীব সকল স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সংসারে পতিত হইয়া নানা যাতনা ভোগ করিতেছে জীবের এই সমস্ত ক্লেশভোগ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও পশুর ন্যায় কর্ম্মে অলস ব্যক্তি ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি শ্রীভগ-বানের চিন্তায় মনোনিবেশ না করিয়া বিষয়চিন্তায় নিমগ্ন হইতে পারে?

হে রাজন্। ইতিপূর্ব্বে আপনাকে বৈরাজ পুরুষের ধারণার বিষয় বলিয়াছি; এক্ষণে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির ধারণার বিষয় সবিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন কোন ভক্ত হৃদয়াকাশে প্রাদেশ-প্রমাণ অর্থাৎ তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের ব্যবধান-তুল্য চতুর্ভুজ পুরুষকে ধারণাদ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার চারিটি হস্ত শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মে সুশোভিত, বদন প্রসন্ন, কমললোচন আয়ত ও বসন কদম্বকেশরতুল্য পীতবর্ণ। তাঁহার বাহু মহারত্ন-খচিত কনকাঙ্গদে কমনীয় ও সমুজ্জ্বল মহারত্নময় কিরীট ও কুণ্ডলে মস্তক ও শ্রবণের নিরুপম শোভা হইয়াছে। যোগেশ্বরগণ বিকসিত-হৃদয়পঙ্কজমধ্যে তাঁহার পাদ-

পল্লব স্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে অঙ্কিত; সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত কৌস্তুভমণি গলদেশে বিলম্বিত এবং অম্লানকান্তি বনমালা বিরাজিত। তিনি মেখলা, বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক ও নূপুরকঙ্কণাদি ভূষণে বিভূষিত এবং স্নিগ্ধ অমল আকুঞ্চিত নীলকুন্তলে কমনীয় বদনের হাস্যচ্ছটায় ভুবনমোহন। তাঁহার উদার লীলাময় হাস্যযুক্ত অবলোকনে যে ভ্রূভঙ্গীর উদয় হয়, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রচুর করুণার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মহারাজ! মন যতক্ষণ না ধারণাদ্বারা নিশ্চলভাব ধারণ করে, ততক্ষণ এই চিন্তাময় অর্থাৎ চিন্তাতেই আবির্ভূত ভগবানের রূপ দর্শন করিতে থাকিবে। শ্রীহরির চরণকমল হইতে আরম্ভ করিয়া হাস্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক অবয়ব ধ্যান করিবে এবং যে যে অঙ্গ অনায়াসে স্ফুরিত হইবে, সেই সেই অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর অঙ্গ মনোধারণা করিবে; এইরূপে মন চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হয়। শ্রীভগবান্ পরাবর; পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদিও ইহাঁর অবর অর্থাৎ কনিষ্ঠ। ইনি বিশ্বেশ্বর ও সর্ব্বসাক্ষী; যতদিন পর্য্যন্ত এই ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তির উদয় না হয়, ততদিন প্রত্যহ আবশ্যক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার পর প্রযত হইয়া এই পুরুষের স্থূলরূপ স্মরণ করিবে। হে রাজন্! আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বর্ণন করিলাম; এক্ষণে, ঐ ব্যক্তি যদি স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে তিনি পুণ্যক্ষেত্র অথবা উত্তরায়ণাদি কালের প্রতি মনোযোগী না হইয়া স্থির ও সুখকর আসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রাণায়ামদ্বারা পঞ্চ প্রাণ জয় করিয়া মনোদ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিবেন; অনন্তর স্বীয় নির্ম্মল বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিয়ত করিয়া সেই বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞে লয় করিবেন। যে আত্মা বুদ্ধি প্রভৃতিকে আপনার দৃশ্য পদার্থ ও আপনাকে উহাদিগের দ্রষ্টা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ কহে। যখন ঐ আত্মা বুদ্ধিকে দর্শন করেন না, তখন বুদ্ধি ক্ষেত্রজ্ঞে লীন হইয়াছে বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞের শুদ্ধস্বরূপ আছে, তাঁহাকে শুদ্ধ জীবাত্মা কহে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ক্ষেত্রজ্ঞকে শুদ্ধ জীবাত্মায় লয় করিয়া ঐ জীবকে ব্রহ্মে লয় করিবেন; অতঃপর অন্য প্রাপ্য বস্তুর অভাবহেতু পরমা শান্তি লাভ করিয়া অন্য কর্ত্তব্য হইতে বিরত হইবেন; কারণ, এইরূপ মুক্ত ব্যক্তির সকল কর্ত্তব্যের অবসান হইয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! যে দেবগণ জগৎ ও প্রাণিগণের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাও কালের বশীভূত; কিন্তু ঐ কালও পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মস্বরূপের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং দেবগণ কিরূপে আধিপত্য করিবে? শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, অহঙ্কার, বুদ্ধিতত্ত্ব বা প্রকৃতি ইহাদিগকে কিছুই অবস্থান করিতে পারে না। যাঁহারা ঐ আত্মস্বরূপ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকে 'ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে' বলিয়া পরিত্যাগ করেন এবং দেহাদিকে যে আত্মা বলিয়া জ্ঞান ছিল, সে জ্ঞানও পরিহার করিয়া অনন্যচিত্তে শ্রীবিষ্ণুর পরম বরণীয় পদ প্রতিক্ষণে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ এই বিষ্ণুপদকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত মুনি বিষয়সমূহ হইতে বিরত হইবেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানের বলে বাসনাসমূহ বিনাশ করিবেন। যদি তিনি দেহ-ত্যাগ করিয়া সদ্যোমুক্ত হইতে চান তাহা হইলে প্রথমতঃ পাদমূলদ্বারা মূলাধার অর্থাৎ গুহ্যদ্বার নিরুদ্ধ করিয়া অক্লান্তভাবে প্রাণবায়ুকে ছয়টী স্থানের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধে উন্নীত করিবেন। প্রথমতঃ নাভি অর্থাৎ মণিপূরচক্রে অবস্থিত প্রাণবায়ুকে হৃদয় অর্থাৎ

অনাহত চক্রে উত্তোলন করিয়া উদান বায়ুর গতি অনুসরণ করিয়া কণ্ঠের অধোদেশস্থ বিশুদ্ধ চক্রে উন্নীত করিবেন; পরে মনকে সংযত রাখিয়া বুদ্ধি-দ্বারা অনুসন্ধানপূর্ব্বক ঐ বায়ুকে শনৈঃ শনৈঃ তালু-মূলে অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্রের অগ্রভাগে লইয়া যাইবেন। অনন্তর চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ এই সপ্ত ছিদ্র নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণকে ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে উত্তোলন করিবেন এবং যদি ভোগবাসনা একান্ত তিরোহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তথায় অর্দ্ধমুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিয়া অপ্রতিহত দৃষ্টিপ্রভাবে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া পরব্রহ্মে মিলিত হইবেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু যদি তিনি ব্রহ্মার সত্যলোক অথবা গুণময় ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিযুক্ত সিদ্ধগণের বিহারস্থানসমূহ ভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে দেহত্যাগকালে মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহা-দিগের সহিত প্রাণবায়ু উৎক্রামণ করিবেন। হে রাজন্! যোগেশ্বরগণে লিঙ্গশরীর বায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম; তাঁহারা তদ্দ্বারা ভূলোক, প্রেতলোক ও স্বর্গলোক এই ত্রিভুবনের মধ্যস্থিত যে কোন লোকে অথবা ইহার বহির্ভাগে মহর্লোকাদিতে, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগেও গমন করিতে পারেন। তাঁহাদিগের শক্তি অতুলনীয়; তাঁহারা উপাসনা, তপস্যা, অষ্টাঙ্গযোগ ও সমাধিজ্ঞানদ্বারা যে সকল শক্তিলাভে সমর্থ হন, মনুষ্য সাধারণ কর্ম্মদ্বারা সেই সকল শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! সুষুম্নানাম্নী একটী নাড়ী দেহস্থ চক্র সকল ভেদ করিয়া সহস্রার পর্য্যন্ত গিয়াছে, অনন্তর ঐ নাড়ী আকাশপথে বিস্তৃত হইয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। যোগী ঐ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মপথ অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে উপস্থিত হন; তথায় নির্ম্মল হইয়া অর্থাৎ কোথাও আসক্ত না হইয়া তদপেক্ষা ঊর্দ্ধে অবস্থিত শিশুমারচক্র অর্থাৎ তারারূপ নারায়ণের অধিষ্ঠানভূমি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। এই বিষ্ণুর চক্র বিশ্বের নাভিস্বরূপ; কারণ, ঐ জ্যোতিশ্চক্রেই সূর্য্যাদির আশ্রয়স্থান। যোগী এই স্থান অতিক্রম করিয়া নির্ম্মল লিঙ্গশরীর দ্বারা ব্রহ্মবিদ্গণের বন্দনীয় মহর্লোকে গমন করিবেন। এই স্থানে গমন করিবার শক্তি স্বর্গবাসিগণেরও নাই। এই স্থানে মহর্ষিগণ কল্পান্তকালপর্য্যন্ত মহানন্দে বাস করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত যোগী যদি কৌতুকবশতঃ এই লোকে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এক কল্প বাস করিতে পারেন, পরে কল্পাবসানে যখন অনন্তের মুখাগ্নিদ্বারা বিশ্ব দগ্ধ হইতে থাকে, তখন এই লোক পর্য্যন্তও উষ্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে। তখন তিনি দ্বিপরার্দ্ধকালস্থায়ী ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ সত্যলোকে গমন করেন। এই লোক সিদ্ধেশ্বরগণের বিমান-সমূহে সুশোভিত। এই লোকে শোক, জরা, মৃত্যু বা অন্য কোন পদার্থ হইতে উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই। সত্যলোকবাসিগণের কেবল একমাত্র মানসিক দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'এই সংসারী লোক সকল শ্রীভগবানের ধ্যানপথ বিস্মৃত হইয়া এই মনোহর লোকে আগমন করিতে পারিতেছে না এবং দুরন্ত সংসারদুঃখে প্রপীড়িত হইতেছে,' এই চিন্তাই তাঁহা-দিগের চিত্তে করুণা উৎপন্ন করিয়া ক্লেশ আনয়ন করে, নতুবা তাঁহাদের অন্য কোনও দুঃখ অনুভূত হয় না। হে মহারাজ! যাঁহারা এই সত্যলোকে আগমন করেন, তাঁহাদিগের ত্রিবিধ গতি আছে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট পুণ্যের বলে এই লোকে গমন করেন, তাঁহারা অন্য কল্পে পুণ্যের তারতম্যানুসারে অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা হিরণ্যগর্ভ নারায়ণের উপাসনাবলে ঐ লোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা দ্বিপরার্দ্ধ-

কালের অবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু যাঁহারা ভগবানের উপাসক, তাঁহারা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডভেদ করিয়া বৈষ্ণবপদে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে আরোহণ করেন। হে মহারাজ! তাঁহাদিগের ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিবার প্রক্রিয়া এইরূপ। ভগবদ্ভক্ত প্রথমতঃ লিঙ্গদেহকে পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীতত্ত্বে নির্ম্মিত করিয়া নির্ভয়ে ব্রহ্মাণ্ডের পার্থিব আবরণ ভেদ করিয়া অনন্তর জলময় মূর্ত্তিতে জলাবরণ ভেদ করিবেন। এইরূপে অগ্নিমূর্ত্তিদ্বারা অগ্নিলোক, বায়ুমূর্ত্তিদ্বারা বায়ু-আবরণ ও আকাশমূর্ত্তিদ্বারা পরমাত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ আকাশাবরণ ভেদ করিবেন। যখন ঐ সকল আবরণ ভেদ করিয়া যাইবেন, তখন স্বচ্ছন্দে ঐ সকল লোক ভোগ করিতে করিতে যাইবেন। যোগী ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ, রসনাদ্বারা রস, দৃষ্টিদ্বারা রূপ, চর্ম্মদ্বারা স্পর্শ ও কর্ণদ্বারা আকাশগুণ শব্দ উপভোগ করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা ক্রিয়া করিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূত অতিক্রম করিয়া তাহাদিগের আবরণস্বরূপ অহঙ্কারতত্ত্বে উপনীত হন। এই অহঙ্কারতত্ত্ব ত্রিবিধ,—তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক; তামস হইতে জড় সূক্ষ্ম ভূতসকল, রাজস হইতে বহির্মুখ দশ ইন্দ্রিয় ও সাত্ত্বিক হইতে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি সূক্ষ্ম ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলের লয়স্থান তামস ও রাজস অহঙ্কার এবং মন ও দেবতাগণের লয়স্থান সাত্ত্বিক অহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত নিজ লিঙ্গদেহকে একীভূত করিয়া বিজ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং ঐ মহত্তত্ত্বের সহিত আপনার ঐক্য সম্পাদন করিয়া নিখিলগুণের লয়স্থান প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনন্তর প্রকৃতিরূপে আনন্দময় হইয়া সকল উপাধি অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত ও পরমানন্দস্বরূপ অবিকৃত পরমাত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন। যিনি এই ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

অনন্তর শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! আপনার নিকট সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তিরূপ দ্বিবিধ মার্গ বর্ণন করিলাম। ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত নহে, এই দুই সনাতন পন্থা বেদেও কীর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উহা উপদেশ দিয়াছিলেন। সংসারবদ্ধ জীবগণের পক্ষে তপস্যা, যোগপ্রভৃতি বহুবিধ মোক্ষমার্গ আছে সত্য, কিন্তু এতদপেক্ষা সুখকর ও নির্বিঘ্ন পন্থা আর নাই। ইহা অবলম্বন করিলে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদ তিনবার পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে শ্রীহরির প্রতি রতি উৎপন্ন হয়, সেই পথ স্বীয় নির্ম্মলবুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন। হে রাজন্! যে পদার্থ পরিচিত অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভূত হইয়াছে, তাহাতেই রতি হইতে পারে; কিন্তু যাহা কখনও অনুভবগোচর হয় নাই, তাহার প্রতি রতি হওয়া অসম্ভব; সুতরাং শ্রীহরি অনুভবগোচর না হওয়ায় তাহার প্রতি কিরূপে রতি উৎপন্ন হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবেন না। ইহার কারণ বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমাদিগের বুদ্ধিপ্রভৃতি দৃশ্য পদার্থ জড়; সুতরাং বুদ্ধিপ্রভৃতি যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদিগের অস্তিত্বসম্বন্ধে কে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে? শ্রীহরিই একমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষী; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তর্যামিরূপে থাকিয়া বুদ্ধিপ্রভৃতিকে প্রকাশ করিতেছেন; অতএব তিনি না থাকিলে জড় বুদ্ধি প্রকাশিত হইত না, এই প্রমাণদ্বারা শ্রীহরি লক্ষিত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত অন্য একটী প্রমাণদ্বারাও শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। আমরা দেখিতে পাই, কুঠারাদি যন্ত্র স্বয়ং কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না; তাহাদিগের ব্যবহারের

নিমিত্ত অন্য একজন স্বতন্ত্র কর্ত্তার প্রয়োজন হয়। সেইরূপ আমাদিগের বুদ্ধিপ্রভৃতিও যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে, অথচ উহারা জড়; তবে কে উহাদিগকে ব্যবহার করিয়া জ্ঞানাদিক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেছেন? এইরূপ অনুমান-প্রমাণদ্বারাও একজন স্বতন্ত্র কর্ত্তা ঈশ্বর আছেন, ইহা অনুভব হইতে পারে। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বান্তঃকরণে মানবের শ্রীহরির গুণাবলী শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য সাধুগণ শ্রীভগবান্‌কে আত্মরূপে প্রকাশমান বলিয়া সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই ভগবানের কথামৃত শ্রবণপুটদ্বারা পান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের, বিষয়স্পর্শে মলিন অন্তঃকরণ পবিত্র হয় এবং তাঁহারা শ্রীভগবানের চরণারবিন্দসমীপে গমন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে মহারাজ! জীব বহু যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবযোগে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী—বিশেষতঃ মুমুক্ষু, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে শ্রীহরিরকথাশ্রবণাদি একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আপনার নিকট উল্লেখ করিলাম। যাঁহারা মন্দবুদ্ধি, তাঁহারা নানাবিধ দেবতার ভজনা করিয়া থাকেন। যিনি ব্রহ্মতেজ কামনা করেন, তিনি বেদপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপে যিনি ইন্দ্রিয়সমূহের পটুতা কামনা করেন, তিনি ইন্দ্র ও যিনি পুত্র কামনা করেন, তিনি দক্ষাদি প্রজাপতিগণের যজনা করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যকামী শ্রীদুর্গায়, তেজস্কামী অগ্নির, ধনার্থী বসুগণের ও বীর্য্যকামী বীর্য্যমান্ হইয়া রুদ্রগণের উপসনা করিয়া থাকেন। অন্নার্থী অদিতির, স্বর্গকামী দ্বাদশ আদিত্যের, সুচারুরূপে রাজ্যপালনার্থী বিশ্বদেবগণের, কৃষিবাণিজ্যাদির সাধক সাধ্যগণের, আয়ুষ্কামী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, পুষ্টিকামী পৃথিবীদেবীর, প্রতিষ্ঠাকামী লোকমাতা দ্যাবা-পৃথিবীর, রূপার্থী গন্ধর্ব্বগণের, স্ত্রীকামী অপ্সরা উর্ব্বশীর, সকলের উপর আধিপত্যকামী পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার, যশস্কামী যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর, ধনসঞ্চয়ার্থী প্রচেতার, বিদ্যার্থী গিরীশের, দাম্পত্যসুখাভিলাষী সতী উমাদেবীর, ধর্ম্মার্থী উত্তমশ্লোক বিষ্ণুর, বংশবিস্তারার্থী পিতৃগণের, বিঘ্ননিবৃত্তিকামী যক্ষগণের ও বলকামী দেবগণের উপাসনা করিয়া থাকেন। রাজত্বকামী মন্বন্তরাধিপ দেবগণের, শত্রুবধেচ্ছু ব্যক্তি রাক্ষসগণের ও ভোগেচ্ছু ব্যক্তি সোমের যজনা করিয়া থাকেন; যিনি বৈরাগ্য করেন, তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু যিনি উদারবুদ্ধি—একান্ত ভক্ত, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কামনাসমূহ থাকুক বা না থাকুক, অথবা তাঁহার মোক্ষলাভের অভিলাষ থাকুন, তিনি তীব্র ভক্তিযোগদ্বারা পরিপূর্ণ নিরুপাধি অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধরহিত পরমেশ্বরের ভজনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণের অর্চ্চনা করিতে করিতে যদি দৈবযোগে সাধুসঙ্গলাভ হইয়া তদ্দ্বারা ভগবানে অচল ভক্তিভাবের উদয় হয়, তবেই জীবের পরম-পুরুষার্থলাভ হইয়া থাকে; নতুবা সমস্তই তুচ্ছ হইয়া যায়। হে রাজন্! হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে প্রথমতঃ জ্ঞানের উদয় হয়; এই

জ্ঞানদ্বারা রাগদ্বেষ প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়, সুতরাং বিষয় সকলের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে এই বৈরাগ্যের উদয়ে চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে; অনন্তর ভক্তিযোগ উদিত হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্র সম্মত কৈবল্যপথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা হইতে মনুষ্য ঈদৃশ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকে, শ্রবণসুখে নিমগ্ন কোন্ ব্যক্তি না সেই হরি কথায় রতিযুক্ত হইবেন?

শ্রীশৌনক কহিলেন,—ভরতকুলতিলক রাজা পরীক্ষিত পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদজ্ঞ ও পরব্রহ্মদর্শী শ্রীশুকদেবকে পুনর্ব্বার কি জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা ঐ সকল প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী; কারণ সজ্জনগণের সম্মিলনে যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তাহা হরিকথায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই। পাণ্ডুকুলতিলক মহারথ মহারাজ পরীক্ষিত ভগবানের একান্ত ভক্ত; তিনি বাল্যকালে ক্রীড়নক লইয়া কৃষ্ণপূজাদিরূপে ক্রীড়া করিতেন। ব্যাসনন্দন ভগবান্ শুকদেবও বাসুদেব পরায়ণ; অতএব, এইরূপ সাধুগণের উরুগায় অর্থাৎ মহাযশা ভগবানের গুণাবলীপূর্ণ মহতী কথার প্রসঙ্গ হইয়া থাকিবে। সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তমিত হইয়া পুরুষের আয়ুঃ হরণ করিতেছেন; অতএব পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের কথাব্যতীত অন্য প্রসঙ্গে যে ক্ষণমাত্র কাল ব্যয়িত হয়, তাহা বৃথা ব্যয়িত হইয়া থাকে। তরুসমূহ কি জীবন ধারণ করে না? কর্ম্মকারের ভস্ত্রা অর্থাৎ বায়ুসঞ্চালন যন্ত্র কি শ্বাসক্রিয়া করিয়া থাকে না? গ্রামে অন্যান্য পশুসকল কি ভক্ষণ ও রতিক্রিয়ায় কালযাপন করে না? অতএব কেবল জীবনধারণ, শ্বাসক্রিয়া ও ভক্ষণাদি মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। যে সকল মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে কাল অতিবাহিত করে, তাহারা নরাকারে পশুমাত্র। শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমা যে মানবের কখনও কর্ণপথবর্ত্তী না হয়, সে ব্যক্তি কুক্কুরের ন্যায় অবজ্ঞার আস্পদ, গ্রাম্য শূকরের তুল্য মলিন বিষয়ে আসক্ত, উষ্ট্রের ন্যায় দুঃখজনক বিষয়রূপ কণ্টকচর্ব্বণে নিরতও গর্দ্দভের ন্যায় বৃথা ভারবাহী হইয়া থাকে।

হে সূত! মানবের যে কর্ণদ্বয় মহাবিক্রম শ্রীহরির বীর্য্যগাথা শ্রবণ করে না তাহা দুইটি বৃথা রন্ধ্র মাত্র। যে রসনা ভগবানের মধুর চরিত্র কীর্ত্তনে বিরত, তাহা ভেকজিহ্বার তুল্য; যে উত্তমাঙ্গ অর্থাৎ মস্তক, মুকুন্দের পাদপদ্মে অবনত না হয়, তাহা পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত উষ্ণীষ ও কিরীটদ্বারা সুশোভিত হইলেও বৃথা ভারসদৃশ, যে করদ্বয় ভগবানের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত না হয়, তাহা কাঞ্চনকঙ্কণে বিলসিত হইলেও শবদেহের করের সহিত তাহার প্রভেদ লক্ষিত হয় না। যে নয়নদ্বয় শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তি সকলের নিরীক্ষণে বঞ্চিত, তাহা ময়ূরপুচ্ছসদৃশ এবং যে পদদ্বয় শ্রীহরির ক্ষেত্রে গমন করিয়া ধন্য হয় না, তাহা বৃক্ষমূলতুল্য! যে মরণশীল মনুষ্য কখনও মুকুন্দের চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হয় নাই এবং যে কখনও শ্রীবিষ্ণুর চরণলগ্ন তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করে নাই, সে জীবন্মৃত। হায়! যে হৃদয় শ্রীহরির মধুর নামকীর্ত্তনে বিগলিত হইয়া নয়নে আনন্দাশ্রুধারা ও অঙ্গে পুলকের সৃষ্টি না করে, তাহা পাষাণে নির্ম্মিত, সন্দেহ নাই। হে সূত! অভক্তের সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। আপনি আমাদিগকে মনের অনুকূল অতি মধুর কথা শ্রবণ করাইতেছেন; অতএব রাজা জীবের মঙ্গলপ্রদ প্রশ্ন করিলে ভক্তচূড়ামণি আত্মবিদ্যাবিশারদ ব্যাসনন্দন যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীসূত কহিলেন,—উত্তরানন্দ রাজা পরীক্ষিৎ যদ্দ্বারা আত্মসত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায়, এবম্বিধ শ্রীশুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া 'কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য' এইরূপ নিশ্চয় করিলেন এবং তাঁহাতেই অবিচলিতভাবে প্রাণমন সমর্পণপূর্ব্বক স্বীয় দেহ, জায়া, পুত্র, গৃহ, অশ্বগজাদি পশু, ধনরত্ন, বন্ধু ও নিরুপদ্রব রাজ্যের প্রতি চিরসঞ্চিত বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। হে দ্বিজগণ! আপনারা আমাকে যাহা প্রশ্ন করিলেন, কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান্ মহামনা রাজা পরীক্ষিৎও এই হরিলীলা-বিষয়ক প্রশ্নই করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু আসন্ন জানিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গবিষয়ক যাবতীয় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম প্রেমভরে ভগবান্ বাসুদেবকে নিজ জন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন এবং সেই ভাবে ভাবিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও নির্ম্মলচেতা; আপনার বচন অতি সমীচীন; আপনার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে আমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতেছে। এক্ষণে পুনর্ব্বার আমি একটী জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপা করিয়া উত্তর দান করুন। এই যে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, ইহা লোকপালগণের তর্কের অতীত। পরম পুরুষ ভগবান্ যে আত্মমায়াদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন এবং যে যে শক্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু মায়াশক্তির সহিত ক্রীড়া করিয়া আপনাকে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বপ্রভৃতি রূপে পরিণত করেন ও ব্রহ্মা ও মরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণকে ক্রীড়া করাইয়া আপনাকে দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদিরূপে সৃষ্টি করেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। অদ্ভুতলীলাবিহারী ভগবানের এই সৃষ্টিলীলা শাস্ত্রকারগণেরও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া আমার নিশ্চিত প্রতীতি হইতেছে। ভগবান্ সৃষ্ট্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে এক পুরুষাবতার হইয়া যেরূপে প্রকৃতির গুণ সকল যুগপৎ ধারণ করেন অর্থাৎ নির্লিপ্তভাবে জ্ঞানশক্তিদ্বারা তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যেরূপে ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি বহুরূপে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত গুণসকল অঙ্গীকার করেন, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করেন; এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় রহিয়াছে। আপনি বিচারদ্বারা শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের এবং অনুভবদ্বারা পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞ; অতএব কৃপা করিয়া আমার এই সন্দেহ দূর করিতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীসূত কহিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীহরির গুণকথনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে, শুকদেব বর্ণন উপক্রম করিবার প্রারম্ভে হৃষীকেশকে স্মরণ করিয়া স্তুতিগান করিতে করিতে বলিলেন,—সেই সর্ব্বোত্তম পুরুষের বন্দনা করি; তাঁহার মহিমা অপরিমেয়; তিনি লীলা করিয়া রজ আদি তিনটী শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মাদিরূপে প্রকাশিত হন এবং তাহা হইতেই এই প্রপঞ্চবিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। তিনি দেহিগণের অন্তর্য্যামী, সুতরাং অন্তরতম; এই নিমিত্ত তাঁহার পথ কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না। তিনি সজ্জনগণের ক্লেশহারী ও পাপিগণেরও ভবদুঃখের নিবর্ত্তক এবং তিনিই যাবতীয় সাত্ত্বিকমূর্ত্তি দেবতারূপে উপাসকদিগকে কার্য্য ফল প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা আত্মনিষ্ঠারূপ পরমহংস আশ্রমে অবস্থিত হইয়া "ইহা আত্মা নয়, ইহা আত্মা নয়," বলিয়া আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, যিনি

তাঁহাদিগকে সেই আত্মতত্ত্ব দান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি। তিনি ভক্তগণের পালক ও ভক্তিহীন জনগণের দুর্জ্ঞেয়। তাঁহার কেহ প্রিয় ও কেহ অপ্রিয় এইরূপ বৈষম্য আপাততঃ প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ তাঁহাতে বৈষম্য দোষ বর্ত্তমান নাই; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের তুল্য বা অধিক নাই; যিনি এইরূপ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যদ্বারা স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে রমণ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। যাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, দর্শন, স্মরণ, বন্দন ও পূজন জীবের কল্মষ অর্থাৎ পাপ সদ্যই বিনষ্ট করিয়া থাকে এবং বিবেকিগণ যাঁহার শ্রীচরণযুগলের ভজনা করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অবস্থিত যাবতীয় ভোগ্য বস্তুর কামনা অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন, মঙ্গলকীর্ত্তি সেই ভগবান্‌কে অসংখ্য প্রণতি করি। তপশ্চরণশীল জ্ঞানী, দান ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা কর্ম্মী, যোগী, আগমবিৎ ও সদাচার সম্পন্ন সাধকগণ তপস্যাদির ফল যাঁহাকে অর্পণ না করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই মঙ্গলকীর্ত্তি ভগবান্‌কে পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করি। তাঁহার ভক্তের পদাম্বুজ আশ্রয় করিয়া কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খসপ্রভৃতি নীচ জাতিসকল ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণদ্বারা মহাপাপিগণও পবিত্রতা লাভে সমর্থ হয়; ইহা বিচিত্র নহে; কারণ, শ্রীভগবানের প্রভুতা অর্থাৎ প্রভাব অচিন্ত্য, তর্কের গোচর নহে। জ্ঞানী ও যোগিগণ আত্মরূপে, বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের সাধকগণ ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারূপে, ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবর্ত্তনকারী উপাসকগণ ধর্ম্মরূপে এবং তপস্বিগণ সাক্ষাৎ তপোমূর্ত্তি বলিয়া যে অধিশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মা ও শঙ্করাদি অকপট ভক্তগণ যাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া যান, সেই ভগবান্ প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করুন। যে ভুবনপালক অন্তর্যামী ঈশ্বর যজ্ঞাদি নিখিল সাধনের ফলদাতা ও জীবের সর্ব্ব সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; যিনি অন্ধক, বৃষ্ণি ও যাদবগণকে সর্ব্ব বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া আশ্রয় দান করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বিবেকী পুরুষগণ যাঁহার চরণযুগলের ধ্যানরূপ সমাধিদ্বারা পরিশোধিত অন্তঃকরণে আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন ও যাঁহাকে সগুণ ও নির্গুণ রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। কল্পের প্রারম্ভে অজ ব্রহ্মার হৃদয়ে পূর্ব্বকল্পের সৃষ্টিস্মৃতি জাগরূক করিবার অভিপ্রায়ে বেদবেদাঙ্গরূপা সরস্বতী দেবী যাঁহার প্রেরণায় তাঁহার মুখ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞানপ্রদগণের শ্রেষ্ঠ আমার প্রতি করুণাকটাক্ষপাত করুন। যিনি মহাভূতসমূহদ্বারা এই শরীর সকল রচনা করিয়া তাহাতে অন্তর্যামী হইয়া বাস করিতেছেন এবং যিনি পুরে বসতি করেন বলিয়া পুরুষ আখ্যা ধারণ করিয়া ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত ও চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ গুণের প্রকাশক ও পালক হইয়াছেন, সেই অন্তর্যামী ভগবান্ আমার বাক্য সকলকে শ্রোতৃগণের হৃদয়গ্রাহী করিয়া অলঙ্কৃত করুন! এক্ষণে শ্রীবাসুদেবের অবতার শাস্ত্রকর্ত্তা পিতা শ্রীব্যাসদেবের চরণ বন্দনা করি; ভক্তগণ তাঁহারই মুখাম্বুজের জ্ঞানময় মকরন্দ পান করিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। হে রাজন্! শ্রীহরি স্বয়ং ব্রহ্মাকে এই বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন এবং নারদ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আত্মযোনি বেদগর্ভ ব্রহ্মা তাঁহাকে এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীনারদ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিলেন,—হে দেবদেব! আপনাকে নমস্কার; আপনি ভূতসকলের স্রষ্টা, এই নিমিত্ত অনাদি; যে সাধনদ্বারা আত্মতত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হয়, তাহা বিশেষরূপে উপদেশ দিউন। হে প্রভো! যিনি এই বিশ্বকে প্রকাশ করিতেছেন, ইহা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, ইহা যাঁহা হইতে আবির্ভূত ও যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও ইহা যাঁহার অধীন এবং এই বিশ্বের যাঁহা প্রকৃত স্বরূপ, এই সমস্ত তত্ব যথাযথ বর্ণন করুন! যেহেতু আপনি এই বিশ্বের হেতু, অতএব আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্তই অবগত আছেন; যেমন করতলস্থিত আমলক ফল স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব আপনার বিশিষ্ট জ্ঞানে সর্ব্বদাই প্রতিভাত আছে! বিশ্বের তত্ব উদ্‌ঘাটন করিবার পূর্ব্বে আপনার নিজের তত্ব প্রথমতঃ বর্ণন করুন। আপনার জ্ঞানদাতা কে? আপনি কাহাকে আশ্রয় করিয়া ও কাহার অধীন হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং আপনার স্বরূপই বা কি? আপনিই জগতের স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিয়া আমার প্রত্যয় হইতেছে; আপনি একাকী মায়া অবলম্বন করিয়া ভূতসমূহদ্বারা ভূতসমূহকে সৃষ্টি করিয়া আপনাতেই পালন করিতেছেন। এই ভূত সকল আপনার আশ্রয়ে অবস্থিতি করায় অন্য কেহ তাহাদিগকে পরাভব করিতে পারে না। যেমন ঊর্ণনাভ স্বাভাবিক শক্তির বলে অনায়াসে স্বীয় দেহ হইতে তন্তুজাল বিস্তার করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি ও স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে নিজদেহ হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডকে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই বিশ্বে যাহা কিছু উত্তম, মধ্যম ও বা অধম; যাহা কিছু ইহা মনুষ্য, ইহা দ্বিপদ ও ইহা শুরু প্রভৃতি নাম, রূপ ও গুণদ্বারা বিরচিত এবং যাহা কিছু স্থূল ও সূক্ষ্ম, সেই সমুদয়ই আপনার মায়া হইতেই উদ্‌ভূত হইয়াছে বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে; কিন্তু একটী আশঙ্কাও মনে উদিত হইয়া মোহ জন্মাই-তেছে। আপনি ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও সমাহিত চিত্তে কাহার উদ্দেশে ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন? হে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর! যাহাতে আমি আপনার উপদেশে এই সকল প্রশ্নের যথার্থ সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, কৃপা করিয়া সেইরূপ উপদেশ প্রদান করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বৎস! সন্দেহ করিয়া যে সকল প্রশ্ন করিলে, তাহা সমীচীন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রবর্ত্তিত করিয়া তুমি পুত্র হইয়াও আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলে। তুমি যে আমার ঈশ্বরত্বের প্রশংসা করিলে, তাহা একান্ত অসত্য নহে; কারণ, আমার ঈশ্বরত্ব আছে সত্য, কিন্তু যে প্রভু পরমেশ্বর হইতে আমার ঈশ্বরত্ব, তাহা তোমার পরিজ্ঞাত নহে। তাঁহার বিষয় তোমাকে বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সর্ব্ব জীবের মধ্যে একটী প্রকাশক বস্তু আছেন, তাঁহাকে চৈতন্য কহে; জ্ঞান তাঁহারই শক্তি। ইনি প্রথমতঃ যাবতীয় বস্তু প্রকাশ করিলে, অনন্তর চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা সকল তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া থাকে; এইরূপে শ্রীভগবান্ তাঁহার চৈতন্যস্বরূপদ্বারা নিখিল বিশ্বকে প্রকাশিত করিলে, আমি উহা সৃষ্টিদ্বারা ব্যক্ত করি মাত্র; আমি উহার স্বতন্ত্র প্রকাশক নহি। যাঁহার দুর্জ্জয় মায়ায় মোহিত

হইয়া তোমরা আমাকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাক, সেই ভগবান্ বাসুদেবের ধ্যান ও বন্দনা করি। এই মায়ার ইন্দ্রজাল শ্রীভগবানের গোচর আছে. এই নিমিত্ত মায়া লজ্জিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি-পথে থাকিতে পারে না; অথচ এই মায়ার প্রভাবে বুদ্ধি আচ্ছন্ন হওয়ায়, আমরা, 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকি। হে পুত্র! ক্ষিতি, জল প্রভৃতি মহাভূত সকল বিশ্বের উপাদান; কর্ম্ম জীবগণের পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিবার হেতু; কালশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে ন্যূনাধিক করিয়া পৃথক্ করিবার কারণ; স্বভাব গুণ সকলের নানাবিধ রূপে পরিণত হইবার শক্তি এবং জীব সুখদুঃখাদির ভোগকর্ত্তা। যে হেতু ঘটাদি কার্য্য মৃত্তিকাদি কারণ হইতে ভিন্ন নহে, অতএব পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকল তাহাদিগের কারণ শ্রীবাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে। বেদ সকল শ্রীনারায়ণ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন; দেবতাসমূহ শ্রীনারায়ণের অঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন; স্বর্গাদিলোক সকল শ্রীনারায়ণের আনন্দের অংশ এবং যজ্ঞ সকল শ্রীনারায়ণকে প্রাপ্ত হইবার সাধনব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাণায়ামাদি যোগ, চিত্ত একাগ্র করিবার উপায়স্বরূপ তপস্যা, একাগ্রচিত্তে প্রকাশিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের ফলস্বরূপ মোক্ষ, এই সমুদায়ই শ্রীনারায়ণের অধীন। তিনি প্রথমতঃ আমাকে সৃষ্টি করেন; অনন্তর তাঁহার সৃষ্ট বস্তুই আমি তাঁহার আজ্ঞায় প্রকাশ করিয়া থাকি। এই সৃষ্টি কার্য্যও আমি স্বেচ্ছায় বা স্বতঃ-প্রভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহি। তিনি সাক্ষী, নিয়ন্তা ও অন্তর্যামী হইয়া কূটস্থ থাকেন অর্থাৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নিখিল প্রাণীর বুদ্ধিতে বিরাজ করেন বলিয়া আমার সৃষ্টিক্রিয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে। বিভু ভগবান্ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিবার নিমিত্ত মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই তিন গুণ তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হওয়ায় তিনি 'নির্গুণ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই তিন গুণ হইতে পৃথিব্যাদি ভূত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও সূর্য্যাদি সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং এই গুণত্রয় মায়ামোহিত জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে। তখন জীব কখন আমি ভূতনির্ম্মিত দেহ, কখন আমি ইন্দ্রিয় বা কখন আমি দেবতা বলিয়া কল্পনা করিয়া আপনার কর্ত্তৃত্ব আরোপ করে; ইহাই জীবের বন্ধন; বস্তুতঃ জীব নিত্যমুক্ত অবস্থাতেই বিরাজ করিতেছেন। হে পুত্র! শ্রীভগবান্ পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়রূপ লিঙ্গ অর্থাৎ দেহ অঙ্গীকার করিলেও ঐ সকলের নিয়ন্তা; তিনি কখনও উহাদিগের বশীভূত হন না। এই গুণ সকল জীবের জ্ঞানকে আবৃত রাখায় জীব তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না। এই প্রভু নিখিল বিশ্বের এবং আমারও ঈশ্বর; কেবল একমাত্র ভক্তগণই তাঁহার তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া থাকেন। প্রলয়কালে নিখিল বিশ্ব শ্রীভগবানে লীন থাকে, অনন্তর যখন তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছা হয়, তখন সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে। তাঁহার এই ইচ্ছার কেহ নিয়ামক নাই অর্থাৎ কখন তাঁহার ইচ্ছার উদ্‌গম হইবে, তাহা কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। যখন ইচ্ছার উদ্রেক হয়, তখন তিনি কালশক্তি প্রয়োগ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপিণী প্রকৃতিকে সংক্ষুব্ধ অর্থাৎ চঞ্চল করেন। তাহার ফলে তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয় অর্থাৎ কোন গুণ ন্যূন ও কোন গুণ অধিক হইয়া যায়। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ বৈষম্য ঘটিলে মায়ার অধীশ্বর শ্রীহরি প্রকৃতির স্বভাবশক্তিকে জাগরিত করেন; তাহার ফলে প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি জগতের যাবতীয় উপাদানরূপে

পরিণত হইতে থাকে। পূর্ব্বকল্পের প্রলয়কালে যে সকল জীব তাহার মধ্যে লীন হইয়াছিল, তাহারা সমান অবস্থায় লয়প্রাপ্ত হয় নাই; ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্টের সহিত লীন হইয়াছিল। এই অদৃষ্টই জীবের কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি বিশ্বের উপাদানরূপে পরিণত হইবার কালে জীবের কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্টানুসারে ভোগের উপযোগী হইয়াই পরিণত হইয়া থাকে; তাহাতে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। হে বৎস! এই সৃষ্টির মধ্যে রহস্য এই যে, সমস্ত শক্তিই ঈশ্বরের ইচ্ছায় উদ্রিক্ত হইয়া থাকে এবং এই যে ঈশ্বর বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহা মায়ামাত্র।

পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্বে সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও তমোগুণ অল্প পরিমাণে অবস্থান করে। ঐ মহত্তত্ত্ব বিকৃত হইয়া আর একটী তত্ত্ব উৎপন্ন করে, তাহার নাম অহঙ্কারতত্ত্ব; ইহাতে তমোগুণ প্রধানভাবে বর্ত্তমান থাকে। এই তত্ত্বেই ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতাসৃষ্টির বীজ নিহিত আছে। ইহা বিকৃত হইয়া সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধরূপে পরিণত-হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতা রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় ও তামস অহঙ্কার হইতে ভূত সকল উৎপাদন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ এই তামস অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম শব্দ উদ্ভূত হয়, অনন্তর ঐ সূক্ষ্ম শব্দ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শব্দ আকাশের অসাধারণ ধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হয়। এই শব্দ হইতে দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয় বস্তুর বোধ হইয়া থাকে; যদি চক্ষুর অন্তরালে কেহ 'গজ' 'গজ' বলিয়া শব্দোচ্চারণ করে, তাহা হইলে ঐ শব্দদ্বারা গজদ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্য গজ এই উভয় পদার্থের বোধ হইয়া থাকে। অনন্তর আকাশ স্পর্শরূপে পরিণত হইয়া বায়ু উৎপাদনে করে; ঐ স্পর্শ বায়ুর অসাধারণ গুণ এবং কারণের গুণ কার্য্যে লক্ষিত হয়, এই হেতু আকাশের গুণ শব্দও বায়ুতে অনুভূত হয়। এই বায়ুদ্বারা জীব প্রাণধারণ করে এবং ইহাদ্বারাই ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের পটুতা জন্মে। এইরূপে কাল-কর্ম্ম ও স্বভাবের বশে বায়ু বিকৃত হইয়া রূপ উৎপাদন করে; ঐ রূপই তেজের উৎপত্তির হেতু। তেজে স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্ম রূপ ও কারণদ্বয়ের গুণ শব্দ ও স্পর্শ অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে রস তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়া জলরূপে পরিণত হয়; রস জলের অসাধারণ গুণ এবং উহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ-সমূহের গুণ বর্ত্তমান থাকায় শব্দ, স্পর্শ ও রূপ অনুভূত হইয়া থাকে। গন্ধগুণ জল হইতে সমুৎপন্ন হইয়া পৃথ্বীতত্ত্ব উৎপাদন করে; গন্ধ পৃথিবীতত্ত্বের অসাধারণ ধর্ম্ম; কিন্তু কারণের গুণ সংক্রামিত হওয়ায় উহাতে শব্দ, স্পর্শ, তেজ ও রস অনুভব-গোচর হইয়া থাকে।

এইরূপে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দশটী দেবতা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দিক্ কর্ণের, বায়ু ত্বগিন্দ্রিয়ের, সূর্য্য চক্ষুর, প্রচেতা রসনার, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের, ইন্দ্র হস্তের, উপেন্দ্র চরণের, মিত্র গুহ্যের ও প্রজাপতি উপস্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এইরূপে রাজস অহঙ্কার হইতে জ্ঞানশক্তি বুদ্ধি ও ক্রিয়াশক্তি প্রাণ প্রাকাশিত হইয়া চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপাদন করে। অনন্তর ভূত, ইন্দ্রিয়, মন ও গুণ সকল যখন মিলিত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করে, তখন তাহারা শরীর-নির্ম্মাণে সমর্থ হয় না। পরে শ্রীভগবানের শক্তিদ্বারা তাহারা পরস্পর যোজিত হইয়া কেহ প্রধান ও কেহ অপ্রধান ভাব ধারণ করিয়া অর্থাৎ উৎপাদনগুলির মধ্যে কেহ কাহারও অধীন থাকিয়া এই ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবদেহ এবং সমষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডদেহ

নির্ম্মাণ করে। সহস্রবৎসরের অবসানে পরমেশ্বর পরমাত্মা পূর্ব্বোক্ত কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবকে অধিষ্ঠান করিয়া কারণবারিমধ্যগত অর্থাৎ যে সকল মহত্তত্ত্বাদি উপাদান ব্রহ্মাণ্ডদেহ-রচনায় ব্যয়িত হয় নাই, তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিত সেই অচেতন ব্রহ্মাণ্ড শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জীবিত করেন। অনন্তর ঐ পুরুষ পূর্ব্বোক্ত অণ্ডকে ভেদ করিয়া অদ্ভুতরূপ ধারণ করিয়া বহির্গত হন। হে বৎস! ঐ পুরুষের সহস্র উরু, সহস্র চরণ, সহস্র বাহু, সহস্র চক্ষুঃ, সহস্র বদন ও সহস্র মস্তক প্রকাশিত হয়। জ্ঞানিগণ এই পুরুষের জঘন হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধ অবয়বসমূহদ্বারা ভূরাদি সপ্তলোক এবং কটি হইতে আরম্ভ করিয়া অতলাদি সপ্ত অধোলোক কল্পনা করিয়া থাকেন। এই ভগবানের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু সকল ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য ও চরণ শূদ্র। ইঁহার পদে ভূর্লোক, নাভিদেশে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, বক্ষঃস্থলে মহর্লোক, গ্রীবাদেশে জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক এবং মস্তকসমূহে সত্যলোক অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্মলোক কল্পিত হইয়া থাকে। এই বিভু ভগবানের কটিদেশে অতল, উরুদ্বয়ে বিতল, জানুদেশে হরিভক্তগণের নিবাসস্থান শুদ্ধ সুতল, জঙ্ঘাদ্বয়ে তলাতল, গুল্ফদ্বয়ে মহাতল, চরণের অগ্রভাগে রসাতল এবং চরণের তলদেশে পাতাল অবস্থিত রহিয়াছে; সুতরাং ইনি লোকময় পুরুষ। কেহ কেহ এই পুরুষের পদে ভূর্লোক, নাভিদেশে ভুবর্লোক ও মস্তকে স্বর্লোক এই তিনটী লোক কল্পনা করিয়া থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস নারদ! এক্ষণে এই বৈরাজপুরুষ অর্থাৎ বিরাট্-রূপী ভগবানের বিভূতি বিস্তারিতরূপে বর্ণন করি, শ্রবণ কর। ইঁহার মুখ বাগিন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বহ্নির, ত্বগাদি সপ্তধাতু গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দের এবং জিহ্বা হব্য অর্থাৎ দেবতাদিগের অন্ন, কব্য অর্থাৎ পিতৃগণের অন্ন, অমৃত অর্থাৎ মনুষ্যগণের অন্ন ও ঐ অন্নের মধুরাদি ষড়্‌বিধ রসের উৎপত্তি স্থান। এই মহাপুরুষের নাসিকা হইতে প্রাণসমূহ ও বায়ু, ঘ্রাণেন্দ্রিয়-শক্তি হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ওষধিসমূহ এবং সামান্য ও বিশেষ যত প্রকার গন্ধ আছে, তৎসমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে। ইঁহার চক্ষুঃ রূপ ও তৎ কাশক তেজের, নয়নগোলক সূর্য্য ও স্বর্গলোকের, কর্ণ দিক্‌সকল ও তীর্থসমূহের এবং শ্রবণেন্দ্রিয়শক্তি আকাশ ও শব্দের উৎপত্তিস্থান। নিখিল বস্তুর সার অর্থাৎ শক্তি ও সৌন্দর্য্য ইঁহার গাত্র হইতে এবং স্পর্শ, বায়ু ও যজ্ঞসমূহ ত্বক্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বৃক্ষসমূহ অথবা যে সকল উদ্‌ভিজ্জদ্বারা যজ্ঞক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সেই সমুদায়ই ইহার রোমরাজি হইতে, মেঘসমূহ কেশ হইতে, বিদ্যুৎ শ্মশ্রু হইতে এবং শিলা ও লৌহাদি ইঁহার পদ ও করের নখ হইতে সমুৎপন্ন। যে সকল লোকপালগণ পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই ইঁহার বাহু হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন। এই পুরুষের পাদন্যাস ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই লোক সকলের আশ্রয় এবং শ্রীহরির চরণকমল হইতে লব্ধবস্তুর রক্ষণ, ভয় হইতে উদ্ধার ও নিখিল কাম্য বস্তুর সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। সলিল, শুক্র, সৃষ্টি, মেঘ ও প্রজাপতি ইঁহার শিশ্ন অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ের আধার হইতে এবং সন্তানোৎপাদনের

নিমিত্ত যে সম্ভোগসুখ তাহা ইঁহার উপস্থ, অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ের শক্তি হইতে সমুৎপন্ন। হে নারদ! ইঁহার পায়ু অর্থাৎ গুহ্যদ্বার হইতে যম, মিত্র ও মলত্যাগক্রিয়া এবং গুহ্যেন্দ্রিয়শক্তি হইতে হিংসা, অলক্ষ্মী, মৃত্যু ও নরক সৃষ্টি হইয়াছে। এই মহা-পুরুষের পৃষ্ঠভাগ পরাভব, অধর্ম্ম ও অজ্ঞানের, নাড়ী নদ ও নদীগণের এবং অস্থিসংস্থান পর্ব্বত-সমূহের উৎপত্তিস্থান। জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি, অন্নাদিসার, সমুদ্র সকল ও প্রাণিমাত্রের লয় ইঁহার উদরদ্বারা এবং মনুষ্যাদির লিঙ্গশরীর ইঁহার হৃদয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৎস নারদ! তুমি ও সনকাদি কুমারগণ, শ্রীরুদ্র, বুদ্ধি ও চিত্ত এই পরম পুরুষের অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন। যেমন সুবর্ণ হইতে নির্ম্মিত কুণ্ডল সুবর্ণ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ পরমেশ্বর হইতে সঞ্জাত বিশ্ব তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে; অতএব আমি, তুমি, ভব, তোমার অগ্রজ সনকাদি ও এই সমস্ত মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি, সুর, অসুর, নর, নাগ, বিহঙ্গ, মৃগ, সরীসৃপ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষঃ, ভূত, গণ, উরগ, পশু, পিতৃগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, বৃক্ষ ও জল, স্থল ও আকাশে বিচরণশীল যাবতীয় বিবিধ জীব, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, তারা, তড়িৎ ও মেঘসমূহ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাবতীয় বস্তু এই পুরুষ হইতে ভিন্ন নহে। তিনি এই অনন্ত বিশ্ব আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং এই বিশ্ব অতিক্রম করিয়াও এক বিতস্তিস্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন,—অর্থাৎ এই বিশ্ব অপেক্ষাও ইঁহার অধিক স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। যেমন সূর্য্যদেব স্বীয় মণ্ডল প্রকাশ করিয়া বহির্ভাগকেও প্রকাশিত করেন, সেইরূপ এই পুরুষ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডদেহ প্রকাশ করিয়াও তাঁহার বহির্ভাগে স্বতঃ প্রকাশরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা হইয়াও নিত্যমুক্ত; কারণ, তিনি মরণশীল কর্ম্মফলের অতীত হইয়া অভয় ও আনন্দ-স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার অচিন্ত্য অপার মহিমা কেহ নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে। ভূরাদি লোকসকল পরম পুরুষের অংশ, জীবসমূহ এই অংশ-ভূত লোক সকলে বাস করিয়া থাকে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক এই ত্রিভুবনের মধ্যে জীব যে সুখভোগ করে, উহা নশ্বর সুখ। মহর্লোক পূর্ব্বোক্ত লোকত্রয়ের শীর্ষস্থান, কিন্তু তথায়ও সুখ চিরস্থায়ী নহে; কারণ, কল্পান্তে যখন সঙ্কর্ষণদেবের মুখাগ্নিদ্বারা ত্রিলোকী দগ্ধ হয়, তখন সেই তাপ মহর্লোকবাসী ঋষিগণকেও উত্তপ্ত করে; এই নিমিত্ত ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণ প্রলয়কালে মহর্লোক পরিত্যাগ করিয়া তদুপরিস্থিত জনলোক আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই জনলোক অমৃত অর্থাৎ অবিনাশি সুখের স্থান হইলেও ক্ষেম অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলের স্থান নহে; কারণ, কল্পান্তে তাপদগ্ধ জীব-গণ যখন মহর্লোক হইতে এই স্থানে আগমন করেন, তখন তাঁহাদিগের সেই তাপিত অবস্থা দর্শন করিতে হয়। তপোলোক ক্ষেম অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলালয় হইলেও অভয় স্থান নহে; একমাত্র সত্যলোকই অভয় অর্থাৎ মোক্ষভূমি। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বনস্থ অথবা যতি অর্থাৎ ভিক্ষুকাশ্রমী, তাঁহাদিগকে অপ্রজ করে; কারণ, তাঁহারা প্রজা অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করেন না। তাঁহারা ত্রিলোকীর অতীত স্থানসমূহে বাস করিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন না করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন, ত্রিলোকী তাঁহাদিগের বাসস্থান। এই যে ভিন্ন ভিন্ন অধিকার, ইহা একই আত্মার অবস্থাভেদে ঘটিয়া থাকে মাত্র। মার্গ দ্বিবিধ; কর্ম্ম অবিদ্যামার্গ ও ভগবানের উপাসনা

বিদ্যামার্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে সকল ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব অবিদ্যামার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহারা নানাবিধ বিষয়সুখ ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা বিদ্যামার্গ আশ্রয় করেন, তাঁহারা অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। বৎস নারদ! ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী জীবসমূহের নানাবিধ ফলবৈচিত্র্য তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; এক্ষণে ঈশ্বরের বৈলক্ষণ্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ঈশ্বর হইতে প্রথমতঃ প্রকৃতি সংক্ষুব্ধ হইয়া হিরণ্যাকার অণ্ড ও পরে নানা উপাদানে বিভক্ত হইয়া বিরাট্ দেহরূপে প্রকাশিত হয়, তিনি ঐ অণ্ড ও বিরাট্ দেহের অতীত। যেমন সূর্য্যমণ্ডের অধিষ্ঠাতা দেব কিরণাবলীদ্বারা বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া স্বীয় মণ্ডল ও বহিঃস্থিত অতীত অবস্থায় অবস্থান করেন, সেইরূপ ঈশ্বরও পূর্ব্বোক্ত অণ্ড ও ভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণরূপে বিচিত্র বিরাট্ দেহের অতীত অবস্থায় নিরন্তর বিরাজিত আছেন।

হে পুত্র! যখন আমি এই মহাপুরুষের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলাম, সেইকালে এই বিরাট্ দেহের অন্তর্যামী পুরুষের অবয়বব্যতীত যজ্ঞসাধনের অন্য কোনও সামগ্রী প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহার অবয়বসমূহ হইতেই যজ্ঞিয় উপকরণ পশু, যূপ অর্থাৎ পশুবন্ধনকাষ্ঠ, কুশ, এই যজ্ঞভূমি, বহুগুণসমন্বিত বসন্তাদি কাল, যজ্ঞপাত্রসমূহ, ধান্যাদি শস্য, ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ, মধুরাদি রস, সুবর্ণাদি ধাতু, মৃত্তিকা, জল, ঋক্, যজুঃ, সাম, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, অভিধেয় অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি নাম সকল, স্বাহা প্রভৃতি মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, দেবতাগণের উদ্দেশ, কল্প অর্থাৎ কর্ম্মপদ্ধতিগ্রন্থ, সংকল্প, অনুষ্ঠানপ্রক্রিয়া, বিষ্ণু ও ধ্রুবাদিগতি, দেবতাগণের ধ্যানসমূহ, প্রায়শ্চিত্ত ও কৃতকর্ম্মের ভগবানের সমর্পণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এইরূপে যজ্ঞিয় উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া আমি তাঁহার অবয়বদ্বারাই সেই যজ্ঞপুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলাম। অনন্তর তোমার ভ্রাতা মরীচিপ্রভৃতি নব প্রজাপতি সুসমাহিত হইয়া এই পুরুষের যজন করিয়াছিলেন; ইনিই ইন্দ্রাদিরূপে ব্যক্ত ও স্বরূপতঃ অব্যক্তরূপে বিরাজিত আছেন। স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণও স্ব স্ব অধিকালে এবং অন্যান্য ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেব, দৈত্য ও মনুষ্যগণ যজ্ঞাদিদ্বারা এই বিভু ভগবান্‌কে যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিয়াছিলেন। অতএব এই বিশ্ব ভগবান্ নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত আছে; তিনি স্বরূপতঃ অগুণ হইয়াও সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত মায়াদ্বারা গুণসকল অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার আজ্ঞায় সৃষ্টি করিয়া থাকি এবং হর তাঁহার আদেশেই সংহার লীলা করিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বয়ং বিষ্ণুরূপে মায়ার অধীশ্বর হইয়া নিখিল বিশ্বের পরিপালন করিয়া থাকেন। হে বৎস! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাম; এই কার্য্য ও কারণের সমষ্টিরূপ সৃজ্য বিশ্ব শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে; যে হেতু আমি উদ্রিক্ত ভক্তিসহকারে হৃদয়মধ্যে শ্রীহরির ধ্যান করিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ শ্রীহরির করুণাপ্রভাবে আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, মনের গতি প্রতিকূল চিন্তার অভিমুখে প্রবাহিত হয় না এবং ইন্দ্রিয় সকল কুমার্গে ধাবিত হয় না। আমি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা নহি; আমার যাহা কিছু শক্তি, সমস্তই শ্রীহরির করুণাপ্রভাবে হইয়াছে জানিবে। আমি বেদময়, তপোময় ও প্রজাপতিগণের বন্দনীয় পতি হইয়াও এবং নিপুণভাবে সমাহিত হইয়া যোগাবলম্বনে অবস্থিত হইয়াও জন্মদাতা স্বীয় প্রভুর তত্ত্ব অবগত হইতে পারি নাই। যেমন আকাশ স্বীয় সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ও স্বকীয় মায়ার ইয়ত্তা করিতে পারেন না; সুতরাং

অপর কেহ তাঁহার মায়ার প্রভাব নিরূপণ করিবে, ইহা সম্ভবপর নহে। যাঁহারা তাঁহার শ্রীচরণকমল একান্ত আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের ভববন্ধন ছিন্ন হয়। তাঁহার চরণকমল মঙ্গলালয় ও সুসেব্য; আমি তাঁহার চরণবন্দনার প্রভাবেই তাঁহার মহিমা অচিন্ত্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। তিনি স্বীয় মায়ার অন্ত নিরূপণ করিতে পারেন না, এই নিমিত্ত তাঁহাকে অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করিও না। কারণ, যে বস্তু অনন্ত, তাহাকে অনন্ত বলিয়া মনে করিলে সর্ব্বজ্ঞত্বের হানি হয় না। আকাশ-কুসুম না জানিলে কাহারও বিজ্ঞতার হানি হয় না। আমি ব্রহ্মা, শ্রীরুদ্র, তুমি ও অন্যান্য ঋষিগণ যাঁহার পরমার্থ-স্বরূপ অবগত নহেন, অপর দেবতারা তাঁহার সেই স্বরূপ কিরূপে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে? আমরা তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহারই মায়াবিরচিত বিশ্বকে স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে উপলব্ধি করিতেছি; কেহই সমগ্র জানিতে সমর্থ হইতেছি না। আমরা যাঁহার অবতারলীলা গান করিয়া থাকি, অথচ যাঁহার তত্ত্ব কিছুই অবগত নহি, সেই ভগবান্‌কে বন্দনা করি। সেই এই আদি পুরুষ অজ ভগবান্ কল্পে কল্পে আপনি স্রষ্টা, আপনি সৃজ্য, আপনি সৃষ্টির আধার ও আপনি সৃষ্টির সাধন হইয়া পুরুষাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। ভগবানের যে তত্ত্ব আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ব্যক্ত করিতেছি। তিনি সত্যস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহারই একমাত্র অস্তিত্ব আছে, অন্য কাহারও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। যখন সেই অস্তিত্বের জ্ঞান হয়, তখন সে জ্ঞান ঘটপটাদির জ্ঞানের ন্যায় বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত হয় না; অতএব ঐ জ্ঞানকে বিশুদ্ধ ও কেবলজ্ঞান কহে। তাঁহার উপলব্ধিকালে অন্য কোন প্রকার বস্তুর জ্ঞান সম্ভাবিত নহে; কারণ, তিনি প্রত্যক্ অর্থাৎ সর্ব্ববস্তু অন্তরতম, সুতরাং তথায় কোনও প্রকার সংশয় বিদ্যমান থাকিতে পারে না; এই নিমিত্ত উহা সম্যক্‌রূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ স্বরূপ কোনও গুণ হইতে নির্ম্মিত হয় নাই বলিয়া উহাতে চাঞ্চল্য থাকিবার সম্ভাবনা নাই; এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ উহাকে স্থির অর্থাৎ অচঞ্চল স্বরূপ কহিয়া থাকেন। আমরা অন্যান্য বস্তুর জন্মমরণাদি বিকার দর্শন করিয়া থাকি, কিন্তু তিনি জন্মনাশরহিত হওয়ায় নির্বিকার স্বরূপে বিরাজিত। তিনি বিশ্বকে পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, এই নিমিত্ত ক্ষয়বৃদ্ধি প্রভৃতি তাঁহাতে সম্ভব নহে। সর্ব্বোপরি তাঁহার এই অচিন্ত্য মহিমা যে, তখন সৃষ্টিকালে দ্বৈতপ্রতীতি হইতেছে, তখনও তিনি অদ্বয়স্বরূপে বিরাজিত থাকেন।

বৎস নারদ! যখন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন ভাব ধারণ করে, তখনই মুনিগণ ইহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন; যখন অসজ্জনের কুতর্কজালদ্বারা বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন হয়, তখন ইনি অন্তর্হিত হয়েন। পূর্ব্বে যিনি সহস্রশীর্ষা পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি ভূমা ভগবানের আদ্য অবতার। ইনিই প্রকৃতির প্রবর্ত্তক। যদিও সকল পদার্থই ভগবানের অবতার, তথাপি তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কাল, স্বভাব এবং কার্য্য ও কারণের সমষ্টি-স্বরূপা প্রকৃতি, ইহারা ভগবানের শক্তি; মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদি গুণ, পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয়সমূহ স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ সকল, বিরাট্ সমষ্টি শরীর ও স্বরাট্ অর্থাৎ সমষ্টি জীব, এই সকল তাঁহার কার্য্য। আমি ব্রহ্মা, শ্রীরুদ্র ও বিষ্ণু তাঁহার গুণাবতার এবং দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতিগণ, তুমি ও অন্যান্য ঋষিগণ, স্বর্গালোক, ভূলোক নরলোক ও পাতালাদির অধিপতিগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর চারণ, যক্ষ, রক্ষঃ, উরগ ও নাগগণের অধিপতিগণ

ঋষিশ্রেষ্ঠ ও পিতৃশ্রেষ্ঠগণ; দৈত্য দানব ও সিদ্ধগণের অধীশ্বরগণ; ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড জলজন্তু, মৃগ ও পক্ষিগণের অধিপতি সকল এবং যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, তেজোযুক্ত, ইন্দ্রিয়শক্তি ও মনশক্তিযুক্ত, দৃঢ়তা ও ক্ষমাযুক্ত; শোভা, লজ্জা, সম্পত্তি ও বুদ্ধিযুক্ত; যাহা কিছু অদ্ভুতবর্ণ, সাকার ও নিরাকার তৎসমুদয়ই পরমপুরুষের বিভূতি। হে পুত্র! শ্রীভগবানের যে সমস্ত অবতারকে ঋষিগণ প্রধানতঃ লীলাবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের চরিত্র শ্রবণ করিলে অসৎকথা-শ্রবণহেতু কর্ণের কথায় অর্থাৎ মলিনতা বিদূরিত হয়, সেই মধুর লীলাময় অবতারগণের চরিত্র ক্রমশঃ অতিসংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি; এই অমৃত পান করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—এই অনন্ত ভগবান্ যখন যজ্ঞময়ী অর্থাৎ যজ্ঞিয় উপকরণসমূহকে স্বীয় অবয়বরূপে পরিণত করিয়া বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীর উদ্ধারে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেইকালে আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ মহাসমুদ্রমধ্যে উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র যেরূপ বজ্রদ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ দন্তদ্বারা তাহাকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রজাপতি রুচির ঔরসে ও আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞনামে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় ভার্য্যা দক্ষিণাদেবীর গর্ভে সুযমনামক দেবগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া ত্রিভুবনের উপদ্রব হরণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত মাতামহ স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহাকে পরে 'হরি' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি কর্দ্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে নয়টী ভগিনীর সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া মাতাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। জননী দেবহূতি ঐ ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে গুণসম্পর্কহেতু আত্মমলিনতা পরিত্যাগ করিয়া কপিলগতি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ভগবান্ মহর্ষি অত্রির আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে আর অন্য কি বর দান করিব, আমি তোমাকে আমাকেই দান করিলাম। এই বলিয়া মহর্ষির পুত্রাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিয়া দত্ত অর্থাৎ দত্তাত্রেয় নাম ধারণ করিলেন। যদুহৈহয়প্রভৃতি রাজগণ তাঁহার চরণপঙ্কজের রেণুসংস্পর্শে পবিত্রদেহ হইয়া ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগ ও পরলোক অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। আমি বিবিধ লোক সৃষ্টি করিবার মানসে পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া স্বীয় তপস্যা শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিলে তিনি চতুঃসন অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার রূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মবিদ্যার উপদেশ করিবামাত্র মুনিগণ স্ব স্ব অন্তঃকরণে তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকল্পের প্রলয়ে এই আত্মবিদ্যার সম্প্রদায় অর্থাৎ গুরুপরম্পরা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর তিনি ধর্ম্ম প্রজাপতির ঔরসে ও দক্ষদুহিতা মূর্ত্তিদেবীর গর্ভে নারায়ণ ও নর—এই দ্বিমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া স্বকীয় অসাধারণ প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনঙ্গের সেনারূপিণী অপ্সরা সকল ইহাঁর তপোভঙ্গ করিতে গিয়া কোন প্রকার নিয়মের ব্যতিক্রম না পাইয়া অভিশাপভয়ে ভীত হইয়াছিল।

শ্রীরুদ্রাদি রোষদৃষ্টিদ্বারা কামদেবকে ভস্ম করিয়াছিলেন; কিন্তু যে ক্রোধ তাঁহাদিগের হৃদয়কে দগ্ধ করিয়াছিল সেই ক্রোধকে দগ্ধ করিতে পারেন নাই। যখন সেই ক্রোধ নারায়ণের নির্ম্মল অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে ভীত হয়, তখন কাম কিরূপে তাঁহার অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবে? পিতা উত্তানপাদের সমীপে জননীর সপত্নী সুরুচি দেবীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া ধ্রুব বালক হইলেও তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিত্য ধ্রুবলোক প্রদান করিয়াছিলেন। ঊর্দ্ধতন ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণ ও অধস্তন সপ্তর্ষিগণ এই লোকের মহিমা কার্ত্তন করিয়া থাকেন। দ্বিজগণের অভিশাপরূপ ব্রজে কুপথগামী নরপতি বেণের পৌরুষ ও ঐশ্বর্য্য দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি নরকে পতিত হইতেছিলেন। সেইকালে ভগবান্ ঋষিগণের প্রার্থনায় তাঁহার পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পৃথুনাম ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পুত্র অর্থাৎ পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণকারী, এই নাম সার্থক করিয়াছিলেন এবং জগতের পালনের নিমিত্ত পৃথিবী হইতে অন্নাদি দোহন করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ নাভির ঔরসে ও সুদেবীর অর্থাৎ মেরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ঋষভনাম ধারণপূর্ব্বক জড়যোগ অর্থাৎ নিত্য সমাধিযোগ আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি মুক্তসঙ্গ হওয়ায় তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছিল এবং স্বরূপে অবস্থানহেতু তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়াছিলেন; ঋষিগণ এই পদকে পরমহংসগণের প্রাপ্য পদ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

বৎস নারদ! একদা আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ভগবান্ হয়গ্রীবরূপে আবির্ভূত হইয়া নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় নাসাপুট হইতে কমনীয় বেদবাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদানীং সেই অখিলদেবতাত্মা শ্রীহরির অঙ্গ কাঞ্চনবর্ণ ও অঙ্গসকল বেদময় ও কর্ম্মকাণ্ডময় হইয়াছিল। যুগান্তকালে তিনি মৎস্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী ও নিখিল জীবের আশ্রয় হইয়াছিলেন। বৈবস্বত মনু তাঁহার এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মহাভয়ঙ্কর প্রলয়কালে আমার মুখ হইতে বেদসকল স্খলিত হওয়ায় ভগবান্ সেই বেদরাশি গ্রহণপূর্ব্বক যুগান্তসলিলে মহানন্দে বিহার করিয়াছিলেন। অমর ও দানবগণ অমৃত লাভ করিবার নিমিত্ত ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আদিদেব শ্রীহরি কূর্ম্মমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক মন্থনদণ্ডরূপ মন্দরগিরি স্বীয় পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন; মন্থনকালে অদ্রি পুনঃপুনঃ ঘূর্ণিত হওয়ায় নিদ্রাকালে কণ্ডূঘর্ষণের ন্যায় তাঁহার অতীব সুখপ্রদ হইয়াছিল। দেবতাগণের ভয়হারী ভগবান্ কুটিল-ভ্রূ-ও ঘোরদংষ্ট্রা যুক্ত করাল বদন প্রকাশ করিয়া অট্টহাসযুক্ত মহাভয়ঙ্কর নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক গদাহস্তে প্রহার করিবার নিমিত্ত স্বীয় অভিমুখে ধাবিত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে ঊরুদেশে নিপাতিত করিয়া নখাবলীদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। একদা সরোবরের সলিলমধ্যে গজেন্দ্র কুম্ভীরকর্ত্তৃক পদে আক্রান্ত হইয়া শুণ্ডে একটী পঙ্কজ উত্তোলন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন,—হে আদি পুরুষ, অখিললোকনাথ পবিত্রকীর্ত্তে! তোমার নাম ভুবনমঙ্গল। অচিন্ত্যশক্তি শ্রীহরি শরণার্থী সেই গজরাজের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া পক্ষিরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক চক্রহস্তে আগমন করিয়াছিলেন এবং সেই চক্রদ্বারা নক্রের বদন বিদীর্ণ করিয়া শুণ্ডধারণপূর্ব্বক কৃপা করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বামনরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশ আদিত্যগণের কনিষ্ঠ হইয়াও গুণে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ছিলেন, কারণ, তিনি পদন্যাসদ্বারা ত্রিভুবনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ এই

বামনরূপ ধারণ করিয়া ত্রিপাদপরিমিত ভূমি-যাচ্ঞা-চ্ছলে ত্রিভুবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি সকলের প্রভু, অনায়াসে বলপূর্ব্বক বলির ত্রৈলোক্য হরণ করিতে পারিতেন, তথাপি তাহা করিলেন না; কারণ, ভক্ত স্বীয় ধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিতে থাকিলে প্রভুর তাহাকে স্বীয় পদ হইতে বিচ্যুত করা উচিত নহে। এই নিমিত্ত তিনি যাচ্ঞা করিয়া বলিকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। হে নারদ! গুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিলেও মহারাজ বলি কিছুতেই স্বীয় প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না; তিনি শ্রীহরির পদদ্বয়ে স্বর্গ ও মর্ত্ত অধিকৃত দেখিয়া তৃতীয়-পদস্থাপনের নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীহরিকে স্বীয় দেহ সমর্পণ করিলেন। যিনি শ্রীবিষ্ণুর পাদক্ষালন-বারি স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট এই ত্রৈলোক্যের আধিপত্য অকিঞ্চিৎকর, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ ভগবান্ তাহার অকিঞ্চিৎকর রাজ্য হরণ করিয়া তাঁহার অনিষ্ট করেন নাই, প্রত্যুত তাঁহাকে স্বীয় শ্রীচরণ দান করিয়া মহোপকার করিয়াছিলেন।

হে নারদ! হংসাবতারে সেই ভগবান্ তোমার অত্যুজ্জ্বল ভক্তিভাবদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া প্রদীপের ন্যায় আত্মতত্ত্বপ্রকাশক ভাগবতনামক জ্ঞানযোগ তোমাকে অতি বিশদরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন। যাঁহারা ভগবান্ বাসুদেবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা উহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ভগবান্ মনুগণের অধিকারকালে মনুবংশধররূপে আভির্ভূত হইয়া দশদিকে অপ্রতিহত ও সুদর্শনচক্রের ন্যায় প্রদীপ্ত তেজ প্রকাশ করিয়া দুষ্টরাজগণের দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। ঐ সকল কমনীয় পবিত্র চরিত্রদ্বারা ভগবানের কীর্ত্তি মহর্লোক, জনলোক ও তপলোকের উপরিস্থিত সত্যলোকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। অনন্তর শ্রীহরি ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় নামের প্রভাবেই মহারোগগ্রস্থ জনগণের রোগ আশু উপশমিত করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে দৈত্যগণ অমৃতময় যজ্ঞভাগ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি এই অবতারে তাহার উদ্ধারসাধন ও ভূলোকে আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তন করেন। অনন্তর ক্ষত্রিয়গণ দৈবপ্রেরিত হইয়া বেদ ও ব্রাহ্মণদ্বেষী এবং পৃথিবীর বিনাশে উদ্যত হইয়া যেন নরকের অভিমুখে ধাবিত হইলে, উগ্রবীর্য্য ভগবান্ পরশুরামরূপে আবির্ভূত হইয়া নিশিতধার পরশুদ্বারা একবিংশতিবার তাহাদিগের বিনাশসাধনপূর্ব্বক ধরিত্রীকে নিষ্কণ্টক করেন। একদা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মায়াপতি ভগবান্ স্বীয় অংশ ভরতাদির সহিত শ্রীরামরূপে ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পিতৃসত্যপালনের নিমিত্ত ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও প্রিয়া সীতাদেবীর সহিত অরণ্যে গমন করিবেন। দশানন ইঁহার সহিত বিবাদ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। ত্রিপুরদাহে অভিলাষী রুদ্রের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্র শত্রুপুরী লঙ্কাকে দগ্ধ করিবার মানসে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলে মহাভয়ে কম্পিতকলেবর জলধি তাঁহাকে সসম্ভ্রমে মার্গ প্রদান করিবেন। সেই কালে সীতা-বিরহ মহান্ ক্রোধ সঞ্জাত হইয়া তাঁহার লোচনদ্বয় অরুণবর্ণ হইলে মকর, কুম্ভীর ও উরগাদি জলচর প্রাণিগণ তাঁহার রোষ-দৃষ্টির উত্তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইবে। একদা রাবণের বক্ষঃস্থলস্পর্শে ইন্দ্রহস্তী ঐরাবতের দন্ত ভগ্ন হইয়া দশদিকে নিক্ষিপ্ত হইলে দিক্ সকল ধবলিত হয়, ঐ দশদিকের অধিপতি সীতাপহারী রাবণ বিজয়গর্ব্বে প্রফুল্লমুখে স্বীয় ও শত্রুসৈন্যমধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিতে থাকিলে শ্রীরামচন্দ্র ধনুষ্টঙ্কারে প্রভাবে নিমেষমাত্রে গর্ব্বিত হাস্যের সহিত তাহার প্রাণ হরণ করিবেন। অনন্তর অসুরগণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব সৈন্যদ্বারা পৃথিবীকে নিপীড়িত করিলে ভগবান্ কৃষ্ণ স্বীয় অংশ বলরামের সহিত ভূভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ

হইবেন। যাঁহার কেশ শুক্ল ও কৃষ্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, এই কৃষ্ণ সেই সাক্ষাৎ ভগবান্। ইঁহার স্বরূপ অস্মদাদি জীবগণের লক্ষ্য হয় না; ইনি যে সকল লীলা করিয়া থাকেন, তাহাতে ইঁহার অচিন্ত্য মহিমারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; অন্যথা, শৈশবে পূতনানিধন, তিন মাস বয়ঃক্রমকালে শকটভঞ্জন ও জানুচঙ্ক্রমণকালে উভয়-পদের মধ্যবর্ত্তী অত্যুচ্চ যমলার্জ্জুনভঙ্গ কখনই সম্ভব হইত না। একদা যমুনার বিষজল পান করিয়া ব্রজবালকগণ ও গোবৎসকল মূর্চ্ছিত হইলে কৃষ্ণ স্বীয় সুধাময় করুণাকটাক্ষপাতে তাহাদিগকে উজ্জীবিত করিবেন এবং কালিন্দীর বিষজল পরিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উগ্রবীর্য্য ও লোলজিহ্ব মহাসর্প কালিয়কে দমন করিয়া যমুনাজলে বিহার করিবেন। সেই কালিয়দমনের রজনীতে ব্রজবাসিগণ যমুনাতীরে নিদ্রিত ও অনন্তর অকস্মাৎ গ্রীষ্মসন্তপ্ত মুঞ্জাটবী দাবানলে দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে এবং দাবানল-বেষ্টিত ব্রজবাসিগণের জীবনের আশা অন্তর্হিত হইলে কৃষ্ণ ও বলরাম এই ঘোর সঙ্কটকালে তাঁহাদিগের নেত্র মুদ্রিত করাইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। ভগবানের এই লীলা অলৌকিক, সন্দেহ নাই; কে তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে?

একদা জননী যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত যত রজ্জু সংগ্রহ করিবেন, তাহা কোনও ক্রমে তাঁহাকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত হইবে না। কৃষ্ণ জৃম্ভনচ্ছলে মুখব্যাদান করিয়া বদনমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইলে মাতা যশোদা ভীত হইবেন ও কৃষ্ণের অচিন্ত্য মহিমার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। ইনি নন্দ মহারাজকে বরুণের পাশ হইতে মুক্ত করিবেন; ময়দানবের পুত্র ব্যোমাসুর গোপদিগকে পর্ব্বতকন্দরে লুক্কায়িত রাখিলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। গোপগণ কোনও সাধন-ভজন করেন না, তাঁহারা দিবাভাগে কার্য্যে ব্যাপৃত ও রজনীতে পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যান; কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠে স্থান দান করিবেন। এতদপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক লীলা আর কি হইতে পারে? নন্দাদি-গোপগণ ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেন; কৃষ্ণের উপদেশে তাঁহারা সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইলে দেবরাজ বৃন্দাবন বিনাশ করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে অবিরলধারে বারিবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কৃষ্ণ কেবলমাত্র সপ্তমবর্ষীয় শিশু হইয়াও বৃন্দাবনের মনুষ্যপশুপ্রভৃতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃপা করিয়া গোবর্দ্ধন গিরিকে অক্লান্ত বামকরে অবলীলাক্রমে সপ্ত দিবস ছত্রাকের ন্যায় ধারণ করিবেন। একদা নিশাকরের কৌমুদীধবলা রজনীতে রাসকেলি করিবার নিমিত্ত বৃন্দাবনে বিহার করিতে করিতে কৃষ্ণ মুরলীধ্বনি করিলে এবং কলপদ ও মধুরর্চ্ছনাসমন্বিত স্বরলহরী শ্রবণ করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ উদ্রিক্ত অনঙ্গবাণে বিদ্ধ হইয়া শ্যামদর্শনে বহির্গত হইবে ও কুবেরানুচর শঙ্খচূড় মায়া বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে হরণ করিলে, কৃষ্ণ ঐ দুষ্টের শিরশ্ছেদন করিয়া গোপিকাগণের উদ্ধার সাধন করিবেন। এতদ্ব্যতীত প্রলম্ব, ধেনুক, দ্বিবিদ বানর, বল্কল ও রুক্মিপ্রভৃতি বলভদ্রের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে এবং ভীমার্জ্জুনাদি রণাঙ্গণে বলদৃপ্ত ধনুর্দ্ধর কাম্বোজ, মৎস্য কুরু, সৃঞ্জয় ও কৈকয়প্রভৃতির জীবনান্ত করিবেন। প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরকে, মুচুকুন্দ যবনকে সংহার করিবেন; তিনি স্বয়ং বকাসুর, কেশী, বৃষাসুর, চাণুরমুষ্টিকাদি মল্ল, কুবলয়াপীড়গজ, কংস, পৌণ্ড্রক সাল্ব, নরকাসুর, দন্তবক্র, সপ্তবৃষ ও বিদূরথকে সংহার করিবেন। বৎস! এ স্থলে সংশয় করিও না। কৃষ্ণই সর্ব্বময়; এই হেতু বলদেবভীমার্জ্জুনাদি তাঁহারই মূর্ত্তিভেদ। তিনি সেই সেই মূর্ত্তিতে পূর্ব্বোক্ত অসুর ও রাজগণকে সংহার করিয়া স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে প্রেরণ করিবেন।

কালপ্রভাবে মানবগণের বুদ্ধি সঙ্কুচিত ও পরমায়ুঃ ক্ষীণ হইলে স্বকৃত নিগম অর্থাৎ বেদশাস্ত্র তাহাদিগের বুদ্ধির অগম্য দেখিয়া প্রতিকল্পে শ্রীহরি সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন এবং বেদবিটপীকে বহু শাখাতে বিভক্ত করেন। অনন্তর দেবদ্বেষী অসুরগণ বেদমার্গ অবলম্বন করিয়া তৎপ্রভাবে ময়দানবদ্বারা বহুসংখ্যক শত্রুগণের অদৃশ্য মায়াপুরী নির্ম্মাণ করাইয়া লোকসকলের উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে শ্রীহরি তাহাদিগেরমতিবিভ্রম উৎপন্ন করিবার মানসে লোচন-লোভন বুদ্ধবেশধারণপূর্ব্বক বহুবিধ উপধর্ম্মের উপদেশ-করিবেন। যখন সজ্জন ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের গৃহেও হরিকথা শ্রুতিগোচর হইবে না, দ্বিজগণ বেদ-দ্বেষী পাষণ্ড হইবে ও শূদ্রগণ নরপতির আসন অধিকার করিবে এবং স্বধা, স্বাহা ও বষট্ প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারিত হইবে না, তখন ভগবান্ যুগান্তে কল্কিরূপ ধারণ করিয়া কলির নিগ্রহ করিবেন। সৃষ্টিকালে তপস্যা, আমি ব্রহ্মা নব প্রজাপতি ঋষিগণ; স্থিতিকালে ধর্ম্ম, বিষ্ণু, মনুগণ, অমরগণ ও ক্ষত্রিয়-ভূপালগণ এবং সংহারকালে অধর্ম্ম, হর, ক্রোধবশ সর্পাদি ও অসুর প্রভৃতি যাহা কিছু আবির্ভূত হয়, তৎসমস্তই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীহরির মায়াবিভূতি অর্থাৎ অচিন্ত্য মায়ারবিচিত্র প্রকাশব্যতীত আর কিছুই নহে।

বৎস নারদ! এই আমি শ্রীভগবানের মহিমা সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম; বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহে। যদি কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি পৃথিবীর রেণুসমূহ গণনা করিতে সমর্থ হন, তথাপি তিনিও শ্রীবিষ্ণুর অচিন্ত্য শক্তিসমূহের গণনা করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ভগবানের শক্তির কথা কি বলিব! যখন শ্রীহরি ত্রিবিক্রম হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার শ্রীচরণবেগে প্রকৃতি ও সত্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বিকম্পিত হইয়াছিল; সেইকালে ভগবান্ সত্যলোকাদি নিখিল লোকের আশ্রয় হইয়া যাবতীয় পদার্থকে ধারণ করিয়াছিলেন। আমি ও তোমার অগ্রজ ঋষিগণ এই মায়াময় পুরুষের মহিমার পার প্রাপ্ত হই নাই; অপর ক্ষুদ্রশক্তি জীবগণের কথা কি বলিব! আদি-দেব অনন্ত সহস্রবদনে ইঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়াও অন্ত পাইলেন না। এই অনন্ত ভগবান্ যাঁহাদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা যদি অকপটচিত্তে তাঁহার শ্রীচরণকে একমাত্র অবলম্বন ভাবিয়া আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারাই এই দেবমায়া অবগত হইতে ও অতিক্রম করিতে সমর্থ হন; এই শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্যদেহে তাহা-দিগের 'আমি' ও 'আমার' প্রভৃতি মমতা থাকে না। অতএব শ্রীভগবানের করুণাই একমাত্র জীবের মুক্তিলাভের উপায়, আর স্বতন্ত্র উপায় বিদ্যমান নাই।

বৎস নারদ! আমি, সনকাদি তোমরা, ভগবান্ মহাদেব দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, স্বায়ম্ভুব মনু, মনুপত্নী শতরূপা ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণ, প্রাচীনবর্হিঃ, ঋভু, বেণপিতা অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, বিদেহাধি-পতি জনক, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নহুষ, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনুঃ, অনু, রন্তিদেব, দেবব্রত, বলি, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, বিভীষণ, হনূমান, শুক, পার্থ অর্জ্জুন, অর্ষ্টিষেণ, বিদুর ও শ্রুতদেব প্রভৃতি ভগবানের কৃপায় তাঁহার যোগমায়া অবগত আছেন। অধিক কি, সৎসঙ্গ ঘটিলে সকলেই তাঁহার মায়া অবগত হইতে পারেন। স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর প্রভৃতি পাপজীবগণ ত্রিবিক্রম হরির ভক্তগণের চরিত্র অনুকরণ করিয়া দেবদেবের মায়া অবগত হইতে ও তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। এমন কি, হংস, গজ ও শুকশারিকাদি তির্য্যগ্‌জাতিও ভক্তকৃপায় মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়; মনুষ্যাদি যাহারা

শ্রীভগবানের রূপে মনোধারণা করিতে সমর্থ, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব! ভগবানের যে স্বরূপে মনোধারণা করা বিধেয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণ যাহা ব্রহ্ম বলিয়া অবগত আছেন, তাহাই ভগবানের স্বরূপ। ঐ স্বরূপ নিত্য সুখময় ও শোকরহিত। উহাতে নিরন্তর পরমা শান্তি বিরাজিত থাকায় নিত্যসুখের কখনও ব্যাঘাত হয় না এবং সম অর্থাৎ ভেদবিরহিত হওয়ায় ভয়রহিত; কারণ, 'আমি' ও 'তুমি' এইরূপ ভেদজ্ঞান না থাকিলে ভয় উৎপন্ন হয় না। তাহাতে যে ভেদ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, তাহার কারণ উহা একরস জ্ঞানমাত্র, অর্থাৎ জ্ঞানব্যতীত তাহাতে আর কোনও বস্তু বিদ্যমান নাই। আমাদিগের যে সর্ব্বদা জ্ঞান হইতেছে, উহা জ্ঞেয় বস্তুর নীলপীতাদি আকার ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল ভিন্ন ভিন্ন থাকায় বিচিত্র অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু সে জ্ঞানস্বরূপে ঈদৃশ ভেদ পরিলক্ষিত হয় না; কারণ, উহা বিশুদ্ধ অর্থাৎ মলিনতাহীন। রূপাদি বিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ ঘটিলে আমাদিগের জ্ঞান আবির্ভূত হয়, সুতরাং উহা বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্কে মলিন; কিন্তু সেই জ্ঞান বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অতীত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বৎস! এ স্থলে একটী গভীর সিদ্ধান্ত আছে, মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ কর।

আমাদিগের অন্তঃকরণ বিষয়সম্পর্কে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ঐ পরিবর্ত্তিত অবস্থাকে অন্তঃকরণের বৃত্তি কহে। যাহা কিছু বিষয়ের মলিনতা, তাহা বৃত্তিতেই থাকে; শুদ্ধ জ্ঞানকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবানের পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মস্বরূপে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈত জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই; কারণ, উহা আত্মতত্ত্ব; আত্মা অর্থাৎ জ্ঞাতা নহে, কিন্তু জ্ঞাতার তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ; সুতরাং স্বীয় স্বরূপের সহিত জ্ঞাতার কখনও ভেদজ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। আমি কখনও আমাকে আমা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করিতে পারি না। বেদ ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে বলিয়া সেই স্বরূপকে শব্দদ্বারা জ্ঞেয় বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপ নয়, জ্ঞেয়স্বরূপ হইয়া পড়ে; তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ভেদদ্বারা সেই স্বরূপ দোষদুষ্ট হইয়া যায়। অতএব বেদ শব্দদ্বারা আমাদিগের ভ্রমনিবৃত্তি করে মাত্র, ব্রহ্মের বোধ উৎপন্ন করে না। যাহা আত্মা ও সত্য নহে, সেই ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তঃপাতী দেহাদিকে আমাদিগের আত্মা ও সত্য বলিয়া অনাদি ভ্রম আছে; বেদ কেবল সেই ভ্রমনিবৃত্তি করিয়া দেয়; তখন আত্মস্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ব্রহ্মে ভেদজ্ঞান না থাকায় তাহাতে শোক থাকিতে পারে না। অতঃপর, তাহা যে নিত্যসুখস্বরূপ তাহাও প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ করা যায়। ব্রহ্ম জ্ঞান ও সুখরূপে অবস্থান করিতেছেন; আমাদিগের ইন্দ্রিয়াদি সেই জ্ঞানকে উৎপন্ন করে না, কেবল তাহার কিঞ্চিৎ ব্যক্ত বা প্রকাশ করে মাত্র। সেইরূপ আমাদিগের নানাবিধ ক্রিয়া সেই সুখকে উৎপন্ন করে না, কেবল অভিব্যক্ত বা প্রকাশ করে মাত্র। একটী ক্রিয়া করিতে হইলে কেহ কর্ত্তা, কেহ কর্ম্ম, কেহ অধিকরণকারক-রূপে সজ্জিত না হইলে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না; কিন্তু সেই সুখস্বরূপ কারক ও ক্রিয়ার অতীত হওয়ায় তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ-প্রভৃতি ক্রিয়ার ফল তাহার সম্বন্ধে আরোপিত হইতে পারে না; সুতরাং সেই সুখস্বরূপ নিয়তই অব্যাহত রূপে বিরাজিত রহিয়াছে। যদি বল, যেমন তুষাদি অপসারণ করিয়া তণ্ডুলাদির সংস্কার করা যায়, সেইরূপ মায়া অপসারণ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপের সংস্কার করিতে হয়, নতুবা উপলব্ধি হয় না, অতএব ঐ স্বরূপ

বিকার-বিশিষ্ট, সুতরাং নিত্য নহে ; তাহা বলা যায় না, কারণ, মায়া লজ্জায় তাঁহার সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া নিয়তই দূরে অবস্থান করিয়া থাকে। যেমন স্বয়ং মেঘরূপী ইন্দ্রের কূপখনন করিবার যন্ত্র-খনিত্রের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ যাঁহারা যত্নশীল হইয়া ভগবানে মনোনিবেশ করেন, তাঁহাদিগের অভেদ-জ্ঞানের নিমিত্ত কোনও সাধনের প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মস্বরূপ লাভ হইলে অন্য কোনও প্রাপ্য বস্তু বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে না। ঐ অবস্থা-লাভের পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ই সর্ব্বকর্ম্মের ফল দান করিয়া থাকে, এবং সর্ব্বকর্ম্মের প্রবৃত্তি দান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ শম, দম প্রভৃতি গুণ অবলম্বন করিয়া যে সকল শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ই স্বয়ং সেই সকলের প্রবর্ত্তক। তিনি শুভ কর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি দান করিয়া থাকেন। যিনি শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, কালক্রমে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হইলে আর স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়, এরূপ আশঙ্কা করিবার অবকাশ নাই ; কারণ, যে সকল ভূতসমষ্টি-দ্বারা দেহ নির্ম্মিত হয়, সেই সকল ভূত পরস্পর বিমুক্ত হইলে দেহও বিনাশ প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু তদ্দ্বারা পুরুষ জীবাত্মার কোনও অনিষ্ট হয় না। যেমন দেহ বিনষ্ট হইলে দেহস্থিত আকাশ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলেও জীবাত্মা বর্ত্তমান থাকেন ; কারণ, তিনি অজ অর্থাৎ দেহের সহিত জন্মগ্রহণ করেন না। এই জীবাত্মাই দেহান্তে শ্রীভগবানের কৃপায় স্বর্গাদি নানাবিধ ফলভোগ করিয়া থাকেন।

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস নারদ! বিশ্বভাবন শ্রীহরির স্বরূপ ও মহিমা তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। যে কারণ হইতে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কার্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই কারণ ও কার্য্য শ্রীহরি হইতে ভিন্ন নহে, অথচ শ্রীহরি কারণস্বরূপ হওয়ায় কার্য্য হইতে ভিন্ন ; এই নিমিত্ত কার্য্যগত বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং আমাকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, এই সেই ভাগবত ; ইহাতে ভগবানের বিভূতি সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে, তুমি ইহা সর্ব্বত্র বিস্তারিতরূপে প্রচার কর। সকলের আত্মা ও অখিল বিশ্বের আধার শ্রীহরির পাদপদ্মে যাহাতে মনুষ্যগণের ভক্তির সঞ্চার হয়, তুমি সেইরূপ চিন্তা করিয়া প্রধানতঃ হরিলীলা বর্ণন কর ; কেবল তত্ত্বের বর্ণন করিয়া রসের ব্যাঘাত করিও না। যদিও ভগবানের লীলা মায়াব্যতীত সংঘটিত হয় না, তথাপি যিনি ভগবানের সেই মায়া বর্ণন করেন, অনুমোদন করেন ও শ্রদ্ধাসহকারে নিত্য শ্রবণ করেন, মায়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে গুণাতীত শ্রীহরির গুণবর্ণনের নিমিত্ত আজ্ঞা করিলে তিনি তাহা যাহাদিগের নিকট যেরূপ বর্ণন করেন, অচিন্ত্যপ্রভাব শ্রীহরির সেই ভুবনমঙ্গল তত্ত্বকথা অবগত হইতে ইচ্ছা করি। আমি যেরূপে নিঃসঙ্গ মনকে অখিলাত্মা কৃষ্ণে নিবেশিত করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি, তদ্‌বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। যিনি নিত্য শ্রদ্ধাসহকারে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, কৃষ্ণ আশু তাঁহাদিগের হৃদয়মধ্যে স্বয়ং প্রবেশ করেন। যেমন শরৎকাল নদীতড়াগাদির জলকে নিঃশেষরূপে নির্ম্মল করে, সেইরূপ কৃষ্ণ শ্রবণদ্বারে ভক্তের হৃদয়কমলে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্‌গত কামক্রোধাদি নিখিল মালিন্য নিঃশেষরূপে হরণ করিয়া থাকেন। তপোদানাদি প্রায়শ্চিত্তদ্বারা এইরূপ ফল লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। যেমন প্রবাস হইতে প্রত্যাগত পান্থ স্বীয় গৃহ পুনর্ব্বার পরিত্যাগ করিয়া ধনোপার্জ্জনের ক্লেশ স্বীকার করে না, সেইরূপ নিষ্পাপ ও রাগদ্বেষাদি ক্লেশ হইতে মুক্ত কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হন না। তপোধন! দেহ ভূতসমূহদ্বারা নির্ম্মিত এবং আত্মা ভূতগণের সহিত সম্বন্ধশূন্য; অতএব দেহের সহিত যে আত্মার সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, উহা কি নিষ্কারণ হইয়া থাকে অথবা উহার অন্য কোনও হেতু আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। এই সাধারণ পুরুষের অর্থাৎ জীবের যেমন যথাযোগ্য অবয়বসংখ্যা ও অবয়বের পরিমাণ আছে, সেইরূপ যে পুরুষের নাভিকমল হইতে চরাচর বিশ্বের আধার-পদ্ম উদ্ভূত হইয়াছিল তাঁহারও ঐরূপ যথাযোগ্য অবয়বসংখ্যা ও অবয়বপরিমাণ আছে, ইহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন; অতএব লৌকিক পুরুষ ও অলৌকিক ঐ মহাপুরুষের মধ্যে যাহা প্রভেদ আছে, তাহা কৃপা করিয়া নির্দ্দেশ করুন।

ব্রহ্মা যে ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য করেন, তাহা উঁহার উপাধি অর্থাৎ দেহ; অতএব সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে সমস্ত ব্যষ্টি উপাধি অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহ বিদ্যমান আছে, তিনি তাহাদিগের নিয়ন্তা। ঐ পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাঁহার কৃপায় ভূত সকলকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং তাঁহার রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী সর্ব্বান্তর্যামী মায়াপতি সেই ভগবান্ মায়া পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন? পুরুষের অবয়বসমূহদ্বারা লোকপালগণের সহিত লোক সকল এবং লোকপালগণের সহিত লোকসমূহদ্বারা তাঁহার অবয়ব সকল যেরূপে কল্পিত হইয়াছে, তাহা আপনার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে মহাকল্প ও খণ্ডকল্পের পরিমাণ; যেরূপে কালের অনুমান করা যায় তাহার প্রকার; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান শব্দ প্রয়োগ করিলে যাহা লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই পদার্থ এবং স্থূলদেহবিশিষ্ট মনুষ্য পিতৃ ও দেবগণের পরমায়ুঃ ও তাহার পরিমাণ যথাযথ বর্ণন করুন। এই যে কাল স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে লক্ষিত হইতেছে, তাহার আকার কিরূপ এবং শুভাশুভ কর্ম্ম-দ্বারা যে সকল লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা কিরূপ ও তাহাদিগের সংখ্যা কত? সত্ত্বাদিগুণসমূহ দেবাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে; জীব কিরূপ দেহ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের একত্র স্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে এবং জীবগণের মধ্যে কে

কিরূপ কর্ম্ম করিয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে? ভূর্লোক, পাতাল, দিক্‌সমূহ, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র ও দ্বীপ সকলের এবং ঐ সকল স্থানবাসী জীবগণের উৎপত্তি কিরূপে সংঘটিত হইয়া থাকে? ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরভাগের পরিমাণ, মহাজনগণের চরিত্র এবং বর্ণ ও আশ্রমের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হয়। যুগ সকলের সংখ্যা, পরিমাণ ও ধর্ম্ম এবং যুগে যুগে শ্রীহরির অত্যাশ্চর্য্য অবতারলীলা কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ করুন! মানবগণের সাধারণ ধর্ম্ম কি এবং তাহাদিগের স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মই বা কিরূপ? যে সকল মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদিগের কিরূপ ব্যবহার আশ্রয় করা বিধেয়; রাজর্ষিগণ ও প্রাণসংশয়-বিপদে পতিত জীবগণের কিরূপ ধর্ম্ম অনুসরণ করা কর্ত্তব্য? প্রকৃতিপ্রভৃতি তত্ত্বসমূহের সংখ্যা ও লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ কি এবং কোন তত্ত্ব কারণ হইয়া কোন্ কার্য্য উৎপন্ন করিয়া থাকে? কিরূপে দেবতার আরাধনা করিতে হয় এবং অষ্টাঙ্গযোগের বিধি কিরূপ, তাহাও শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যোগেশ্বরগণ অণিমাদি সিদ্ধি লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে যে গতি লাভ করিয়া থাকেন ও যেরূপে তাঁহাদিগের লিঙ্গশরীর লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাও অবগত হইবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য হইতেছে। ঋক্, যজুঃ প্রভৃতি বেদ; আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি উপবেদ; ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাসের লক্ষণ। সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও মহাপ্রলয়; অগ্নিহোত্রাদি কাম্য বৈদিক কর্ম্ম; কূপ ও তড়াগাদি-খননরূপ স্মৃতিবিহিত পূর্ত্ত কর্ম্ম: এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় কৃপা করিয়া বর্ণন করুন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ কিরূপে অবিরোধে সাধন করিতে হয়; প্রলয়কালে জীবগণের দেহ প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়, পুনর্ব্বার তাহাদিগের কিরূপে উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং কিরূপেই বা পাষণ্ডগণের আবির্ভাব হয়? আত্মা কিরূপে বদ্ধ, মুক্ত ও স্বরূপ অবস্থায় অবস্থান করে? স্বতন্ত্র ভগবান্ সৃষ্টিকালে স্বীয় মায়াদ্বারা যেরূপে বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং প্রলয়কালে মায়া পরিহারপূর্ব্বক সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করেন, তাহা বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হয়। হে মুনিবর! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং যে সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্ব অবগত না থাকায় প্রশ্ন করিতে সমর্থ হই নাই, তৎসমুদায়েরই আমাকে শরণাগত জানিয়া আনুপূর্ব্বিক যথার্থরূপে উত্তর প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়। যেরূপ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নিখিল তত্ত্বের জ্ঞাতা, আপনিও তাদৃশ তত্ত্বদর্শী; অপর সকলে প্রায়ই তত্ত্বদর্শী নহেন; তাঁহারা গতানুগতিক ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! অনশনব্রত-হেতু আমার চিত্ত ব্যাকুল হয় নাই; কারণ, আপনার বচন-জলধি হইতে যে অচ্যুতের লীলারূপিণী সুধা উত্থিত হইতেছে, তাহা পান করিয়া আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত লাভ করিতেছে।

শ্রীসূত কহিলেন,—ঋষিগণ! মহারাজ পরীক্ষিত সভামধ্যে মুনিবর শুকদেবকে সৎপতি ভগবানের কথাবিষয়ক প্রশ্ন করিলে তিনি সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং ব্রহ্মকল্পে অর্থাৎ যে কল্পে ব্রহ্মা নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই কল্পারম্ভে ভগবান্ ব্রহ্মাকে যে দেবতুল্য মহাপুরাণ উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ভাগবত কীর্ত্তন করিলেন। পাণ্ডুকুলতিলক পরীক্ষিত যাহা যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, প্রস্তাবক্রমে আনুপূর্ব্বিক সেই সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার উপক্রম করিলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্‌! যেমন অজ্ঞানতাবশতঃ মনুষ্য স্বপ্নদর্শনকালে 'আমার দেহ' বলিয়া মিথ্যাদেহে আবদ্ধ হয়, বস্তুতঃ ঐ দেহসম্বন্ধ সত্য নহে; সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ জীবের এই যে দেহের সহিত সম্বন্ধ, ইহাও যথার্থ নহে; কেবল ভগবানের মায়াদ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে মাত্র। মায়া বহুরূপা হইয়া স্বীয় গুণদ্বারা বালকযুবাদি নানাবিধ অবস্থা ও দেব-মনুষ্যাদি নানাবিধ দেহ রচনা করে; জীব ঐ সকল ভ্রান্ত উপাধিতে বিহার করিতে করিতে বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মায়ায় মোহিত হইয়া দেহাদিতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি স্থাপন করিয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু জীব যখনই দেহাদিরূপ প্রকৃতি ও মমতাবিশিষ্ট পুরুষ এই উভয় অবস্থা অতিক্রম করিয়া স্বীয় মহিমায় রমণ করিতে থাকেন, সেইক্ষণেই তাহার সমস্ত মোহ অপগত হয় এবং জীব 'আমি ও আমার' এই উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পরিপূর্ণস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকে। তুমি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে জীব ও পরমেশ্বর, উভয়েরই দেহসম্বন্ধ আছে, অতএব সেই পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি স্থাপন করিয়া মোক্ষলাভের সম্ভাবনা কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যখন ব্রহ্মা অকপটচিত্তে তপস্যা করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্‌ জীবের তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত চিদঘনরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভজনবিধি উপদেশ করিয়াছিলেন। এ স্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, জীবের যে দেহসম্বন্ধ ঘটে, উহা মিথ্যা; কারণ, উহা অবিদ্যা অর্থাৎ অনাদি অজ্ঞানদ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে; কিন্তু ভগবানের যে দেহসম্বন্ধ, উহা মিথ্যা নহে; পরন্তু উহা চিদঘন লীলা-বিগ্রহ; যোগমায়াদ্বারা উহার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই পরম পবিত্র ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আদিদেব ব্রহ্মা জগতের পরম গুরু; কারণ, তিনিই প্রথমে ভক্তিরহস্যের উপদেষ্টা। যখন তিনি স্বীয় আধার নাভিকমলে উপবিষ্ট হইয়া সৃষ্টিবিষয়িণী চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন পূর্ব্বকল্পের সৃষ্টিস্মৃতি অণুমাত্রও তাঁহার অন্তঃকরণে উদিত হইল না; কি প্রকারে দেহাদি সৃষ্টি করিলে জীবগণের স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ যথাযথ ভোগ নিষ্পন্ন হইবে, তাহা তিনি অবধারণ করিতে একান্ত অক্ষম হইলেন। যখন তিনি সলিলমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় আপনার সমীপে ষোড়শ ও একবিংশ স্পর্শবর্ণের সংযোগে উৎপন্ন অর্থাৎ 'তপ' এই বাক্য দুইবার শ্রবণ করিলেন; এই ভজনই নিষ্কাম ভক্তগণের ধনস্বরূপ; এই নিমিত্ত তাঁহারা 'তপোধন' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অনন্তর ব্রহ্মা, কোথা হইতে বাক্য উচ্চারিত হইল, অবগত হইবার নিমিত্ত চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া স্বীয় আসনে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিলেন, কেহ আমাকে তপস্যার নিমিত্ত সাক্ষাৎ নিযুক্ত করিলেন এবং উহাকে আপনার হিতকর নির্দ্ধারণ করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। ব্রহ্মা যে 'তপ তপ' অর্থাৎ 'তপস্যা কর, তপস্যা কর,' এই বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার অব্যর্থ দৃষ্টির ফল; প্রাণ, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়া তাপসশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি সমাহিত হইলেন এবং যে তপশ্চরণদ্বারা লোকসকল প্রকাশিত হয়, দিব্য সহস্রবৎসর সেই তপস্যায় অতিবাহিত করিলেন। ব্রহ্মা এইরূপ আরাধনা করিলে ভগবান্‌ তাঁহাকে

স্বীয় বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। এই লোক নিখিল লোকের পরপারে অবস্থিত, সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ক্লেশ, মোহ ও ভয় এই ধাম হইতে পলায়ন করিয়াছে; ইহা সৎ-পুণ্যাত্মা ও আত্মবিদ্‌গণের বন্দিত আবাসস্থান। এই স্থানে রজঃ, তমঃ অথবা রজস্তমোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ পরিলক্ষিত হয় না; এই ধাম বিশুদ্ধসত্ত্বে নির্ম্মিত। এই লোকে কেহ কালকবলে পতিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং মায়া, রাগলোভাদি যে সুদূরপরাহত তদ্‌বিষয়ে আর বক্তব্য কি? এই পরমরমণীয় বৈকুণ্ঠে সুরাসুরবন্দিত শ্রীহরির পার্ষদগণ বিহার করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই উজ্জ্বল শ্যামকান্তি, পদ্মনেত্র, পীতাম্বর, চতুর্ভুজ, অতি কমনীয়, সুকুমার ও প্রভামণ্ডিত। তাঁহারা পদকাভরণে ভূষিত; ঐ আভরণে খচিত উৎকৃষ্ট মণিসমূহ হইতে চতুর্দ্দিকে প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। কাহারও বর্ণ প্রবালের ন্যায় রক্ত, কাহারও বৈদূর্য্যের ন্যায় কৃষ্ণ পীত এবং কাহারও মৃণালের ন্যায় শুভ্র। তাঁহাদিগের শ্রবণে সমুজ্জ্বল কুণ্ডল, মস্তকে প্রভাময় কিরীট ও গলদেশে বিচিত্র বনমালা। চপলাযুক্ত মেঘাবলীদ্বারা নভোমণ্ডলের যাদৃশ শোভা হয়, এই বৈকুণ্ঠলোকও তাদৃশ শোভাসম্পন্ন; এই লোকে মহাত্মাদিগের দীপ্যমানা বিমানশ্রেণী চতুর্দ্দিকে বিরাজিত এবং অনিন্দ্যসুন্দরী প্রমদাগণ স্বীয় লাবণ্যচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছে; সুতরাং বিমানসমূহ মেঘপংক্তির ও প্রমদাগণ বিদ্যুতের শোভা ধারণ করিতেছে। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী স্বীয় নানা বিভবের সহিত নারায়ণের শ্রীচরণসেবা করিতেছেন; বিলাসভরে তাঁহার অঙ্গ আন্দোলিত হইতেছে এবং বসন্তসহচর ভ্রমরগণ তাঁহার বিবিধ স্তুতিগান করিতেছে; এদিকে তিনি স্বয়ং প্রিয়তমের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছেন এবং সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণাদি স্বীয় পার্ষদগণ প্রভুর সেবাকার্য্যে নিয়ত রহিয়াছেন। ব্রহ্মা জগৎপতি যজ্ঞপতি ভক্তবৎসল শ্রীপতিকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তিনি দেখিলেন,—ভগবান্ সেবকদিগকে করুণা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা উন্মুখ; তাঁহার দৃষ্টি দর্শকের মনে হর্ষ উৎপন্ন করে; অরুণলোচন ও প্রসন্নহাস্যে শ্রীমুখের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। তিনি চতুর্ভুজ পীতাম্বর; তাঁহার মস্তকে কিরীট ও শ্রবণে কুণ্ডল বিরাজিত এবং বক্ষঃস্থলের বামভাগে স্বর্ণরেখাকারা লক্ষ্মীদেবী বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি বরণীয় সিংহাসনে আসীন এবং প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত, এই পঞ্চবিংশতি শক্তি স্ব স্ব বিক্রম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। যোগিগণ যে সকল অণিমাদি নশ্বর শক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সেই শক্তিসমূহ এবং স্বকীয় স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যাদি-শক্তিসমন্বিত হইয়া ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। তিনি অসংখ্যশক্তিযুক্ত হইয়াও স্বীয় স্বরূপে রমণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মা তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার চিত্ত আনন্দে আপ্লুত, অঙ্গ পুলকিত এবং লোচনসমূহ প্রেমভরে অশ্রু-সিক্ত হইল। ভগবানের যে পদাম্বুজ যোগিগণ পারমহংস্য পথ অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মা অবনতমস্তকে সেই পদাম্বুজের বন্দনা করিলেন। প্রিয় ভগবান্ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত শরণাগত, প্রেমভরে আকুলিত ও সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োগযোগ্য ব্রহ্মার করস্পর্শপূর্ব্বক প্রীতমনে ঈশ্বর হাস্যচ্ছটায় দিক্ আলোকিত করিয়া মধুরবচনে কহিলেন,—হে বেদগর্ভ! তুমি সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে যে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছ, তদ্দ্বারা আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। কূটযোগিগণ

কপটতা অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিলেও তাহারা আমার দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমিই বরদাতা; অতএব বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হউক। যাঁহারা সাধনের প্রয়াস স্বীকার করিয়া থাকে, আমার দর্শনলাভই তাঁহাদিগের পরিশ্রমের চরম ফল! তুমি যে আমার বৈকুণ্ঠ-লোক দর্শন করিলে, তাহাও আমার কৃপার ফল বলিয়া জানিবে। আমি তোমাকে ইহা দর্শন করাইব বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলাম; সেই ইচ্ছার প্রভাবেই তুমি ইহা দর্শন করিতে সমর্থ হইলে। তুমি স্বীয় তপস্যার ফলে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিলে, এরূপ মনে করিও না; কারণ, আমিই তোমার তপশ্চরণে প্রবৃত্তি দান করিয়াছিলাম এবং সেই প্রবৃত্তির বশ-বর্ত্তী হইয়া তুমি দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। হে ব্রহ্মন্! তুমি সৃষ্টিকার্য্যে বিমোহিত হইলে, আমিই তোমাকে 'তপ তপ' বলিয়া প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম। তপস্যা আমার হৃদয় অর্থাৎ অন্তরঙ্গা জ্ঞানময়ী শক্তি এবং আমি স্বয়ং তপস্যার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ। আমি তপস্যাদ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকি; দুশ্চর তপস্যাই আমার বীর্য্য অর্থাৎ শক্তি।

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে নাথ! আপনি সর্ব্ব-ভূতের গুহা অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত আছেন এবং অব্যর্থ জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা যদিও সর্ব্ব প্রাণীর অভিলষিত বিষয় অবগত আছেন, তথাপি আমি আমার মনোরথ জ্ঞাপন করিতেছি, প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। অরূপ আপনার স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ যাহাতে জানিতে পারি তাদৃশ করুণা প্রদর্শন করুন। হে মাধব! ঊর্ণনাভ যেরূপ স্বীয় তন্তুদ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ আপনিও স্বীয় মায়া হইতে বিবিধ শক্তি প্রকাশ করিয়া আপনিই আপনাতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। আপনার সঙ্কল্প অব্যর্থ; আপনি স্বয়ং ব্রহ্মাদি রূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। যে মনীষা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বলে আপনি এই সমস্ত লীলাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, আপনার করুণাকটাক্ষে সেই তত্ত্ব-জ্ঞান আমার অন্তরে উদিত হউক, ইহাই প্রার্থনা। আমি অনলস হইয়া আপনার আদেশ পালন করিব, কিন্তু সৃষ্টি করিবার কালে যেন আপনার কৃপায় অহঙ্কার আমাকে বন্ধন করিতে না পারে। আপনি করস্পর্শাদিদ্বারা সখার ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার করিলেন, এই নিমিত্ত সৃষ্টি করিবার কালে যখন আমি স্থিরচিত্তে জীব সকলকে উত্তম, মধ্যম ও অধমরূপে বিভক্ত করিব, তখন আমি স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, এইরূপ উৎকট অহঙ্কার যেন আমাকে আক্রমণ না করে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—শাস্ত্রজ্ঞান, অনুভব, ভক্তি ও তাহার সাধন তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি স্বরূপতঃ যাদৃশ, আমার সত্তা যাদৃশী এবং আমার রূপ, গুণ ও কর্ম্ম যাদৃশ, এই সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান আমার প্রসাদে তোমার অন্তঃকরণে উদিত হউক। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি কেবলমাত্র অবস্থান করিয়া থাকি, অন্য কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করি না। স্থূল, সূক্ষ্ম ও তাহাদিগের কারণ প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি অন্তর্মুখ হইয়া আমাতে লীন থাকায়, সেইকালে তাহাদিগের প্রকাশ থাকে না। সৃষ্টির পরেও আমিই বর্ত্তমান থাকি; এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বও আমি এবং বিশ্বের প্রলয় হইলেও আমিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকি। যাহার প্রভাবে পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও অনির্ব্বচনীয়রূপে আত্মায় প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং যাহার ইন্দ্রজাল-নিবন্ধন বস্তু বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন দ্বিচন্দ্র না থাকিলেও কখন কখন প্রতীতি হয় এবং অন্ধকারাচ্ছন্নগৃহে বস্তু থাকিলেও প্রতীতি হয় না, মায়ার কার্য্যও অবিকল তদ্রূপ হইয়া থাকে।

আমার সত্তা কিরূপ তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তু সকল মহাভূত উপাদানে রচিত হইয়া থাকে। যখন বস্তু রচিত হয়, তখন মহাভূত সকলকে সেই রচিত বস্তুতে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং যেন তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যখন বস্তু রচিত হয় নাই, তখন মহাভূত সকল কারণরূপে বিদ্যমান থাকে: সুতরাং যেন অপ্রবিস্ট বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে মহাভূতসমূহ যেমন প্রবিস্ট ও অপ্রবিস্ট বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আমিও মহাভূত ও তদ্দ্বারা রচিত পদার্থসমূহে প্রবিষ্ট ও অপ্রবিস্টরূপে প্রতীত হইয়া থাকি। এক্ষণে সাধনের প্রকার বলিতেছি, অবধান কর। যখন কার্য্যে কারণের উপলব্ধি হয়, তখন তাহাকে কার্য্যবস্তুতে কারণের অন্বয় কহে। মৃত্তিকা কারণ ও ঘট কার্য্য; ঘটে যে মৃত্তিকার উপলব্ধি, উহাকে কার্য্যে কারণের অন্বয় কহে। কার্য্যবস্তুর বিনাশে যে কারণের স্বতন্ত্র অবস্থান, তাহাকে কার্য্য হইতে কারণের ব্যতিরেক কহে। যখন ঘট ভগ্ন হইয়া যায়, তখন কারণ মৃত্তিকা বর্ত্তমান থাকে; ইহাই কার্য্য হইতে কারণের ব্যতিরেক। যখন জীব জাগ্রদাদি অবস্থায় অবস্থিতি করে, তখন তাহার মধ্যে জ্ঞানস্বরূপে প্রকাশিত থাকি; সুতরাং সৃষ্টিকালে জগতের সহিত আমার অন্বয় থাকে; কিন্তু সমাধি-অবস্থায় যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় হইয়া যায়, তখনও আমিই চৈতন্যস্বরূপে বিরাজমান থাকি; সুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয় অবস্থাতেই আমিই সত্য। যাঁহারা আত্মার তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে যে, যে বস্তু অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয় অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে, তাহাই সত্য আত্মা; অপর সমস্তই মিথ্যা। তুমি পরম সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা আমার এই মতের অনুষ্ঠান কর; কল্পে কল্পে যখন বিবিধ সৃষ্টি করিবে, 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান তোমাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অজ শ্রীহরি জনগণের পরমেষ্ঠী অর্থাৎ পরম অধিপতি ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার সমক্ষেই আত্মরূপ অন্তর্হিত করিলেন। সর্ব্বভূতময় ব্রহ্মা, শ্রীহরি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেন দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার বন্দনা করিলেন; অনন্তর পূর্ব্বকল্পের ন্যায় বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন। একদা ধর্ম্মপতি ব্রহ্মা যমনিয়মাদি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযমব্রতের আচরণ করিতে লাগিলেন; প্রজাগণ তাঁহার চরিত্রের অনুকরণ করিয়া যম ও নিয়ম অভ্যাস করিয়া শ্রেয়োলাভ করিবে, ইহাই তাঁহার হৃদ্গত স্বার্থ বা অভিপ্রায় ছিল। নারদ তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে প্রিয়তম ও একান্ত অনুগত। একদা মহাভক্ত মহামুনি নারদ মায়াপতি বিষ্ণুর মায়া অবগত হইবার মানসে সাধু চরিত্র, ইন্দ্রিয়-সংযম ও ভক্তিদ্বারা পিতার সন্তোষ সম্পাদন করিলেন। দেবর্ষি লোক সকলের প্রপিতামহ স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট জানিয়া আপনি আমাকে যে সকল প্রশ্ন করিলেন, সেই সকল প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে যে চতুঃশ্লোকী ভাগবত সংক্ষেপে উপদেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ব্রহ্মা স্বীয় পুত্র নারদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই দশলক্ষণযুক্ত ভাগবত পুরাণ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলেন। অনন্তর শ্রীনারদ সরস্বতীতটে পরমব্রহ্মে ধ্যাননিরত মহাতেজা ব্যাসদেবকে এই ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন। অতঃপর বৈরাজ পুরুষ হইতে এই বিশ্ব কিরূপে উদ্ভূত হইল, আপনার এই প্রশ্নের ও অন্যান্য যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

বাদরায়ণপুত্র শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! এই মহাপুরাণে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তরসমূহ, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়, এই দশবিধ বিষয় বর্ণিত আছে। এই দশটী বর্ণনীয় বস্তুর মধ্যে দশম বস্তুটীই সর্ব্বপ্রধান; এই বস্তুর তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত মহাজনগণ কোথাও স্তুতি প্রভৃতিস্থলে সাক্ষাদ্ভাবে, কোথাও বা উপাখ্যানস্থলে তাৎপর্য্যরূপে অপর নয়টী বস্তুর লক্ষণ বর্ণন করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির গুণত্রয়ের বৈষম্য হইয়া মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, আকাশাদি মহাভূত ও ইন্দ্রিয় সকল সমুদ্ভূত হয়; অনন্তর তাহারা বিরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড দেহ নির্ম্মান করে। এই উভয়বিধ সৃষ্টিকেই সর্গ কহে। বৈরাজ পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে যে চরাচরসৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা বিসর্গ নামে অভিহিত। বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ ভগবান্ জীবগণের দুঃখহরণ করিয়া যে তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকে, তাহাকে স্থান কহে। এইরূপে পালিত জীবগণের মধ্যে তিনি স্বীয় ভক্তের প্রতি যে কৃপা প্রদর্শন করেন, তাহাই পোষণ। কর্ম্মদ্বারা যে বাসনার উৎপত্তি হয়, ঐ বাসনার নাম উতি। মন্বন্তরের অধিপতিগণের যে ধর্ম্ম, তাহাকেই মন্বন্তর কহে। নানা উপাখ্যানদ্বারা শ্রীহরির ও তাঁহার ভক্তগণের যে চরিত্র বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা ঈশকথা নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শ্রীহরি প্রলয়কালে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে, জীবগণ স্ব স্ব শক্তির সহিত তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই লয়কে নিরোধ কহে। জীব অনাদি অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাতে কর্ত্তৃত্বাদি আরোপ করিয়া থাকে; যখন সেই জীব ভ্রান্ত কর্ত্তৃত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকে, তখন সেই অবস্থা মুক্তি নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়, তিনিই দশম পদার্থ—আশ্রয়; শাস্ত্রে তিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যে জীব চক্ষুরাদিকে আমার ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আধ্যাত্মিক পুরুষ কহে এবং সূর্য্যাদি যে সকল দেবতা ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ যাঁহাদিগের শক্তিতে ইন্দ্রিয়সকল ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়, তাঁহাদিগকে আধিদৈবিক পুরুষ কহে। যিনি আধ্যাত্মিক, তিনিই আধিদৈবিক পুরুষ; কারণ, এই উভয় একই উপাদানে নির্ম্মিত। চক্ষুরাদিবিশিষ্ট যে দৃশ্য দেহ, যাহাতে ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই দ্বিবিধ বিভাগ দৃষ্টি হইতেছে, সেই দেহকে আধিভৌতিক পুরুষ কহে। এই ত্রিবিধ পুরুষই আত্মা নহে; কারণ, তাহারা পরস্পরসাপেক্ষ; একটীর অভাবে অপরের অস্তিত্ববোধ হয় না। দৃশ্য পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে; এই নিমিত্ত, আমরা অনুমান করিয়া থাকি যে, যে হেতু ঐ দর্শনক্রিয়া চক্ষুঃ থাকিলে সম্পন্ন হয়, নতুবা হয় না, অতএব চক্ষুঃ বলিয়া একটী ইন্দ্রিয় আছে এবং দ্রষ্টা অর্থাৎ দর্শনকর্ত্তা একজন জীব আছেন। এস্থলে আধিভৌতিক দ্বারা আধিদৈবিকের অনুমান সিদ্ধ হইল। এইরূপ ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুমান হইয়া থাকে; ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা দেখিলেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, ঐ প্রবৃত্তিদাতা কেহ আছেন; সুতরাং অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুমান সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে ইহাদিগের অস্তিত্ব যে পরস্পরসাপেক্ষ,

তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি এই তিনেরই সাক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই পরমাত্মা; তিনি দশম পদার্থ আশ্রয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি যুগপৎ পূর্ব্বোক্ত তিনটী বস্তুর উপলব্ধি করিয়া থাকেন, অথচ উহাদিগের উপর তাঁহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। এই নিমিত্ত তিনিই স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া নিখিল বিশ্বের আশ্রয়, সুতরাং তিনিই নিত্য সত্য; অপর যাহা কিছু, সমস্তই মায়াময় অনিত্য।

এক্ষণে যেরূপে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন এবং যেরূপে পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিকাদি পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীব প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন থাকে। অনন্তর ব্রহ্মে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা উদ্গত হয়। তখন তিনি প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করেন অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে প্রকৃতিতে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া গুণের বৈষম্য সম্পাদিত হয়। এইরূপে যিনি প্রকৃতিকে সংক্ষুব্ধ করেন, তাঁহাকে প্রথম পুরুষাবতার কহে। সংক্ষুব্ধ প্রকৃতিতে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়া উহা অণ্ডাকার ধারণ করে। পুরুষ স্বীয় স্বরূপের মধ্য হইতে ঐ অণ্ড পৃথক্ করিয়া উহাতেই বাস করিবার মানসে উহার মধ্যে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ উহার অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন। প্রবেশ করিয়া ঐ অণ্ডের অর্দ্ধাংশ শুদ্ধ জলে পূর্ণ করেন, অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্ট মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব ক্রমে পৃথিবীতত্ত্বপর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করেন; ঐ তত্ত্বসমূহের মহাসমষ্টিকে কারণার্ণব কহে। এ পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহ পৃথক্ পৃথক্ থাকে; অনন্তর পুরুষ ঐ সকল তত্ত্বের প্রত্যেকের কিয়দংশ লইয়া স্বীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তাহাদিগকে মিলিত করেন এবং এইরূপে উপাদান নির্ম্মান করিয়া তাহাকে হিরণ্ময় ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত করেন। এক্ষণে পুরুষ ঐ ব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় জঠরমধ্যে স্থাপিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত কারণার্ণবে সহস্রপরিবৎসর যোগ-নিদ্রা অবলম্বন করিয়া বাস করেন অর্থাৎ হিরণ্ময় অণ্ড সৃষ্টি করিবার পর সুদীর্ঘকাল সৃষ্টিক্রিয়া স্থগিত থাকে। পুরুষের একটী নাম নর; তাঁহা হইতে কারণবারির উদ্ভব হয়, এই নিমিত্ত ঐ কারণবারির অন্য নাম নারা। ভগবান্ ঐ নারা আশ্রয় করিয়া শয়ন করেন, এই হেতু তাঁহাকে 'নারায়ণ' কহে। এই নারায়ণই দ্বিতীয় পুরুষাবতার এবং ইহাঁর প্রভাব অচিন্ত্য; ইহাঁর অনুগ্রহেই দ্রব্য অর্থাৎ উপাদান, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ও জীব কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে এবং ইনি অপেক্ষা করিলেই উহারা অক্ষম হইয়া পড়ে।

অনন্তর যে নারায়ণ জীবসমূহকে আপনার মধ্যে বিলীন করিয়া যোগনিদ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই লীলাময় পুরুষ আপনার মধ্য হইতে জীব সকলকে পৃথক্ করিয়া বহু হইবার অভিপ্রায়ে যোগ-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মায়াশক্তি-দ্বারা পূর্ব্বোক্ত হিরণ্ময় অর্থাৎ তেজোময় অণ্ডকে অধিদেব, অধ্যাত্ম ও আধিভূত, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এই পুরুষ হইতে উদ্ভূত অণ্ড যেরূপে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করুন। নারায়ণ বিবিধরূপে ক্রিয়াশক্তি প্রয়োগ করিলে তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি আবির্ভূত হয় এবং তাঁহার ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ সূক্ষ্মরূপ হইতে মহাপ্রাণ প্রকাশিত হয়। এই প্রাণই সূত্রনামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেমন ভৃত্যগণ রাজার অনুগমন করে, সেইরূপ সর্ব্বজীবের ইন্দ্রিয়গণ এই মুখ্যপ্রাণ ক্রিয়া করিলে ক্রিয়াশীল হয় এবং এই প্রাণ ক্রিয়া হইতে বিরত হইলে তাহারাও ক্রিয়া হইতে বিরত হইয়া থাকে। প্রাণ সঞ্চালন-

ক্রিয়া আরম্ভ করিলে পুরুষের অন্তরে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সঞ্জাত হয়, ঐ পুরুষ ভোজন ও পান করিতে ইচ্ছুক হইলে প্রথমে তাঁহার মুখ প্রকাশিত হয়। অনন্তর মুখ হইতে অধিষ্ঠান তালু, ইন্দ্রিয় জিহ্বা, বিষয় নানা রস ও দেবতা বরুণ আবির্ভূত হন। তন্মধ্যে অধিষ্ঠান ও বিষয় অর্থাৎ তালু ও আস্বাদ্য রস অধিভূত, ইন্দ্রিয় অর্থাৎ জিহ্বা অধ্যাত্ম এবং দেবতা অর্থাৎ বরুণ অধিদৈব নামে অখ্যাত হইয়া থাকেন। তিনি বাক্য উচ্চারণ করিবার অভিলাষ করিলে তাঁহার মুখ হইতে অগ্নি ও বাগিন্দ্রিয় এবং এই উভয় হইতে শব্দোচ্চারণক্রিয়া আবির্ভূত হয়। যখন পুরুষ কারণবারিমধ্যে সুদীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন, সেই কালে তাঁহার শ্বাস নিরুদ্ধ থাকে; অনন্তর প্রাণবায়ু অত্যন্ত চঞ্চল হইলে নাসিকাদ্বয় এবং গন্ধ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বায়ু দেবতা ও গন্ধ প্রকাশিত হয়। এতাবৎ আলোকের প্রকাশ থাকে না; পরে স্বকীয় দেহ ও অন্যান্য বস্তুদর্শনের অভিলাষ জন্মিলে নেত্র-গোলকদ্বয়, দর্শনেন্দ্রিয়, আদিত্য দেবতা ও গ্রাহ্য রূপ আবির্ভূত হয়। নিত্য বেদসমূহের উদবোধন-স্তুতি শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হইলে পুরুষের কর্ণবিবর নির্ভিন্ন হয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়, দিগ্‌দেবতা সকল ও শ্রোতব্য শব্দ প্রকাশিত হয়। অনন্তর বস্তুর মৃদুতা কাঠিন্য, লঘুতা, গুরুতা, উষ্ণতা ও শীতলতা অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা হইলে তাঁহার চর্ম্ম সঞ্জাত হয়। এই চর্ম্ম ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান; ইহাতে দ্বিবিধ ত্বগিন্দ্রিয় অধিষ্ঠিত আছে। চর্ম্ম উৎপন্ন হইবার পর এক প্রকার ত্বগিন্দ্রিয় রোম, তাহার বিষয় কণ্ডূতি ও দেবতা মহীরুহ উৎপন্ন হয়। এই ইন্দ্রিয় দ্বারা কণ্ডূতিস্পর্শ অনুভব হইয়া থাকে। এই চর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অন্যবিধ ত্বগিন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়; অন্তর্ভাগের ও বহিঃস্থিত বস্তুর স্পর্শজ্ঞান এতদ্দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে; বায়ু ইহাকে আবৃত করিয়া অবস্থান করে; এই বায়ুই ইহার দেবতা। অতঃপর পুরুষের নানা কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা উদ্রিক্ত হইলে হস্তদ্বয়, তাহার ইন্দ্রিয় বল ও দেবতা ইন্দ্র উদ্ভূত হইয়া থাকেন; এই ইন্দ্রিয় ও দেবতার সাহায্যে গ্রহণক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। অভিলষিত স্থানে গমনেচ্ছা হইলে পুরুষের পদদ্বয় প্রকাশিত হয়; অনন্তর গতিশক্তিরূপ ইন্দ্রিয়ের সহিত যজ্ঞদেবতা বিষ্ণু ও বিষয় যজ্ঞিয় সামগ্রী আবির্ভূত হয়। মনুষ্য গতিশক্তিদ্বারা যজ্ঞের হব্যাদি সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া থাকে, অতএব ঐ সামগ্রীই উহার বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়। তিনি অপত্য, রতিসুখ ও স্বর্গ কামনা করিলে পুরুষের জননেন্দ্রিয়, তাহার ইন্দ্রিয় উপস্থ, দেবতা প্রজাপতি ও বিষয় উক্ত ইন্দ্রিয়সুখ আবির্ভূত হয়; উক্ত সুখ ইন্দ্রিয় ও দেবতার অধীন। অনন্তর মলত্যাগের আকাঙ্ক্ষা উদিত হইলে অধিষ্ঠান গুহ্য, ইন্দ্রিয় পায়ু, দেবতা মিত্র এবং ইন্দ্রিয় ও দেবতার অধীন মলত্যাগক্রিয়ারূপ বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে। আপন-মার্গদ্বারা দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের ইচ্ছা হইলে নাভিদ্বার, অপান, মৃত্যু এবং প্রাণ ও অপানের বিভাগক্রিয়া উৎপন্ন হয়। নাভির উর্দ্ধদিকে নাসাগ্রসঞ্চারী বায়ুকে প্রাণবায়ু এবং অধোদিকে সঞ্চারী বায়ুকে অপান বায়ু কহে; নাভিদেশ এই উভয় বায়ুর সন্ধিস্থল; এই বায়ুদ্বয়ের বন্ধন ছিন্ন হইলে মৃত্যু সংঘটিত হয়। অতএব এস্থলে নাভি অধিষ্ঠান, অপান ইন্দ্রিয়, মৃত্যু দেবতা ও উভয় বায়ুর বিচ্ছেদ-ক্রিয়াই বিষয়। অতঃপর পুরুষের অন্নপানসংগ্রহের অভিলাষ হইলে অধিষ্ঠান কুক্ষি সঞ্জাত হয়; তন্মধ্যে অন্নসংগ্রহের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় অন্ত্র, দেবতা সমুদ্র ও বিষয় তুষ্টি অর্থাৎ উদরভরণ ক্রিয়া এবং পানসংগ্রহের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় নাড়ী,

দেবতা নদী ও বিষয় পুষ্টি অর্থাৎ রসপরিণামদ্বারা স্থূলতাসম্পাদন ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। তিনি মায়িক বস্তুসকল চিন্তা করিতে ইচ্ছুক হইলে অধিষ্ঠান হৃদয়, ইন্দ্রিয় মন, দেবতা চন্দ্র এবং সঙ্কল্প ও অভিলাষাদি বিষয় আবির্ভূত হইয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজন্! আপনাকে অধিদৈবাদি বিভাগ বলিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের অংশ ধাতুপ্রভৃতির স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। স্থূল ও সূক্ষ্ম চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদঃ, মজ্জা ও অস্থি, এই সপ্ত ধাতু ভূমি, অপ্ ও তেজ হইতে উৎপন্ন এবং প্রাণ আকাশ, জল ও বায়ুময়। রূপাদি গুণ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন; এই নিমিত্ত বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হওয়াই তাহাদিগের আত্মা অর্থাৎ স্বভাব। রূপাদি গুণসমূহ অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত; এই নিমিত্ত উহারা বস্তুতঃ সুন্দর-স্বভাব না হইলেও অহঙ্কারনিবন্ধন তাদৃশরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। মন হর্ষদুঃখাদি সর্ব্ববিধ বিকারের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ এবং বিবেকশক্তি বুদ্ধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মহারাজ! আপনার নিকট ভগবানের এই স্থূলরূপ বর্ণন করিলাম; এই স্থূল সমষ্টি পৃথিবী, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি এই অষ্ট আবরণে আবৃত। এতদ্ব্যতীত ভগবানের আর একটি অতি সূক্ষ্মরূপ আছে; উহা বাক্য ও মনের অতীত, কারণ ক্ষয়াদিশূন্য; উহার স্থূল-রূপের সহিত উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় নাই, যেহেতু বর্ণ ও আকারাদিহীন; এই নিমিত্ত অব্যক্ত হওয়ায় উহা অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য হয় না। ভগবানের এই উভয়রূপই মায়ারচিত; এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ ঐ রূপদ্বয়কে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্বের স্থষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা হইয়া নাম, রূপ ও ক্রিয়া স্থষ্টি করেন। তিনি বস্তুতঃ কর্ম্মবিহীন হইলেও মায়াদ্বারা কর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া প্রজাপতি, মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, গুহ্যক, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, সর্প, কিংপুরুষ, নর, মাতৃগণ, রক্ষঃ, পিশাচ, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু, বৃক্ষ, গিরি ও সরীসৃপসকলের স্থষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি প্রাণিসমূহকে স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই ভাগে এবং জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণিগণকে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়া স্থষ্টি করিয়া থাকেন। এইরূপে বিবিধ স্থষ্টি করিবার হেতু এই যে, যে যেরূপ কর্ম্ম আচরণ করে, সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পুণ্যফলে উত্তম, পাপফলে অধম ও মিশ্র কর্ম্মের ফলে মিশ্র গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণই সুর, নর ও নারকীয় গতি-প্রাপ্তির কারণ। এই তিনটী গুণের মধ্যে প্রত্যেকটী অপর দুইটী গুণের সহিত মিলিত থাকায় তাহাদের তারতম্য-অনুসারে তিনটী গুণ প্রত্যেক তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া নববিধ গতির স্থষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপে রজোগুণী মনুষ্য সত্ত্বগুণের আধিক্যে ব্রাহ্মণত্ব, তমোগুণের আধিক্যে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই ভগবান্ তির্য্যক্, নর ও সুরগণের মধ্যে অবতার-রূপে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বের পালন ও ধর্ম্মরূপে বিশ্বকে নানা ভোগাদিদ্বারা সংবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। অনন্তর প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, বায়ু যেরূপ মেঘসমূহকে সংহার করে, ভগবান্ সেইরূপ কালাগ্নি-রুদ্ররূপে স্বসৃষ্ট বিশ্বকে সংহার করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া বেদে বর্ণিত আছেন; কিন্তু জ্ঞানিগণ তাঁহাকে কেবল ঐরূপেই দর্শন করেন না; কারণ, ভগবান্ বিশ্বের স্থষ্ট্যাদিকর্ত্তা, এইরূপ বর্ণিত থাকিলেও উহা

বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে। ঐরূপ জগৎকর্তৃত্ব কেবল মায়াদ্বারা ভগবানে আরোপিত মাত্র; উহা প্রকৃত নহে, ইহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বেদে উহার বর্ণন দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজন্! আপনার নিকট এই মহাকল্প ও খণ্ডকল্পের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। মহাকল্পে মহত্তত্ত্বাদিসৃষ্টি ও খণ্ডকল্পে স্থাবরাদিসৃষ্টি হইয়া থাকে। সমস্ত মহাকল্প ও খণ্ডকল্পে এই সাধারণ নিয়ম জানিবেন। কালের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিমাণ এবং কল্পের লক্ষণ ও মন্বন্তরাদিরূপ-বিভাগ পরে সবিস্তর বর্ণন করিব; তন্মধ্যে পাদ্মকল্পের বিবরণ শ্রবণ করুন।

শ্রীশৌনিক কহিলেন,—হে সূত! আপনি যে বলিয়াছিলেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ বিদুর দুস্ত্যজ বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত সর্ব্বজ্ঞ মৈত্রেয়মুনির আত্মজ্ঞানবিষয়ক কথোপকথন হয়। বিদুর তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি যাহা যাহা উত্তর দিয়াছিলেন এবং বিদুর বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়া যেরূপে কালযাপন করিয়াছিলেন ও যেরূপে পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। শ্রীসূত কহিলেন,—আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শুকদেবও বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক রাজা যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদনুসারে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, আমিও আপনাদের নিকট সেই বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত।

তৃতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—পূর্ব্বকালে যখন অখিলেশ্বর ভগবান্ আপনার পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডবগণের দূতরূপে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি দুর্যোধনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় গৃহের ন্যায় মনে করিয়া যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বিদুর সেই সমৃদ্ধিপূর্ণ স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যখন বনে প্রবিষ্ট হন, সেই কালে তিনি ভগবান্ মৈত্রেয়কে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাত্মা বিদুরের সহিত ভগবান্ মৈত্রেয়ের কোথায় সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল এবং কোন্ সময় তাঁহাদিগের কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কৃপা করিয়া বর্ণন করুন। অমলাত্মা বিদুর মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়কে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং মুনিবর মৈত্রেয় উত্তর প্রদান করিয়া যে প্রশ্নকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে গভীর তত্ত্বের প্রকাশ হইয়া থাকিবে।

শ্রীসূত কহিলেন,—রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সর্ব্বজ্ঞ মহামুনি 'শ্রবণ করুন' বলিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, অন্ধ ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় দুষ্ট পুত্রগণকে অসদুপায়ে সমৃদ্ধ করিবার মানসে মৃত কনিষ্ঠ পাণ্ডুর নিরাশ্রয় পুত্রগণকে জতুগৃহে আশ্রয় দিয়া পরিশেষে তাঁহাতে অগ্নিসংযোগ করাইলেন। স্বীয় পুত্রবধূ যুধিষ্ঠির-মহিষী দ্রৌপদীদেবীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ করিল; তখন অশ্রুদ্বারা তাঁহার পয়োধর প্লাবিত হইলে কুঙ্কুমচূর্ণ তিরোহিত হইল। রাজা পুত্রের এই গর্হিত কর্ম্ম দেখিয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না। সাধুচরিত্র অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কপট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া সত্য-প্রতিজ্ঞাপালনের নিমিত্ত বনবাসক্লেশ ভোগ করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে রাজ্যের প্রাপ্য ভাগ প্রার্থনা করিলে মোহাচ্ছন্ন রাজা তাহা প্রদান করিলেন না। অনন্তর জগদ্গুরু কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কৌরবগণের সভামধ্যে যাহা প্রস্তাব করিলেন, তাহা ভীষ্মাদির কর্ণে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিল, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্য্যোধনের তাহাতে প্রীতি জন্মিল না; কারণ, তাঁহাদিগের রাজ্যভোগ করিবার শুভাদৃষ্ট ক্ষীণ হইয়া আসিতে-ছিল। এই সময় একদা জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণার নিমিত্ত আহ্বান করিলে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বিদুর তাঁহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যাহা বলিলেন, তাহা মন্ত্রিগণের মধ্যে 'বিদুর-বাক্য, বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তিনি কহিলেন,—মহারাজ! যুধিষ্ঠির যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তোমার অপরাধই ইহার মূল; এই অপরাধের নিমিত্ত অনুজগণের সহিত বৃকোদর-ভুজঙ্গ ক্রোধে গর্জ্জন করিতেছে এবং তোমার প্রাণে অত্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর পুত্রগণকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি কেবল দেব নহেন, প্রত্যুত ভগবান্। এক্ষণে তিনি স্বীয় পুরীতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি নিখিল মণ্ডলেশ্বর ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়াছেন;

সুতরাং তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সমস্ত রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ ও যদুবীরগণ সেই পক্ষ অবলম্বন করিবেন। অতএব, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরাদির প্রাপ্য রাজ্য প্রদান করুন। আপনি যাঁহাকে পুত্রবোধে পোষণ করিতেছেন, সেই এই কৃষ্ণদ্বেষী, কৃষ্ণবিমুখ ও হতশ্রী দুর্য্যোধন মূর্ত্তিমান দোষরূপে আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছে; কুলরক্ষার নিমিত্ত এই অমঙ্গলকে শীঘ্র পরিত্যাগ করুন। যখন বিদুর এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তখন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত দুর্য্যোধন তথায় উপস্থিত ছিল; প্রচণ্ড ক্রোধে তাহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল। সাধুগণ যাঁহার চরিত্র স্পৃহা করিয়া থাকেন, সেই বিদুরকে দুর্য্যোধন তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিল,—এই দাসীপুত্রকে কে এখানে আহ্বান করিয়া আনিল? এই কুটিল ব্যক্তি যাহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহারই প্রতিকূল হইয়া শত্রুপক্ষের কার্য্যসাধনে তৎপর আছে। ইহাকে প্রাণে না মারিয়া ইহার সর্ব্বস্ব লইয়া পুর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দাও। বিদুর জ্যেষ্ঠের সমক্ষে এই অত্যন্ত শ্রুতিকটু বাক্যবাণে মর্ম্মতাড়িত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না; তিনি অনুভব করিলেন, ইহা মায়ারই মাহাত্ম্য এবং বলপূর্ব্বক নির্ব্বাসিত হইবার পূর্ব্বে দ্বারদেশে ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং বহির্গত হইলেন। কৌরবগণ কত পুণ্যফলে তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি পরিত্যাগ করিলে সৌভাগ্য যেন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিদুর হস্তিনাপুর হইতে বহির্গত হইয়া পুণ্যসঞ্চয়মানসে, তীর্থপদ ভগবান্ ব্রহ্মরুদ্রাদি বহুমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে যে সকল ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন, তৎসমুদয় পুণ্য ক্ষেত্রে গমন করিলেন। যে সকল স্থান ভগবান্ অনন্তের মূর্ত্তিসকলদ্বারা অলঙ্কৃত, বিদুর সেই সকল পুর, পবিত্র উপবন, পর্ব্বত, কুঞ্জ, নির্ম্মলজল সরোবর, নদী এবং অন্যান্য তীর্থ ও ক্ষেত্রে একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি পৃথিবীপর্য্যটন-কালে শ্রীহরির প্রীতিকর ব্রতসকল আচরণ করিতে লাগিলেন; পবিত্র ফলাদি আহার করিতেন, নানাবস্তুর মিশ্রণে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। প্রীতিতীর্থে স্নান ও ভূমিতলে শয়ন করিতেন; তাঁহার পরিধান বল্কলাদি ও দেহ অসংস্কৃত ছিল; সুতরাং আত্মীয়-স্বজন তাঁহার গতি লক্ষ্য করিতে পারে নাই।

এইরূপে বিদুর ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে কালক্রমে যখন প্রভাসে উপস্থিত হইলেন, তখন যুধিষ্ঠির সর্ব্বপ্রধান সৈন্যের অধিপতি ও একচ্ছত্র ভূপতি হইয়া কৃষ্ণের সাহায্যে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তিনি তথায় শ্রবণ করিলেন, আত্মীয় কৌরবগণ বিনষ্ট হইয়াছে; যেমন বনমধ্যে বেণুসকল পরস্পর সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিয়া স্বীয় আশ্রয়স্থান বনভূমিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ তাহারাও পরস্পর কলহ করিয়া ক্রোধাগ্নিদ্বারা কুরুকুল ভস্মীভূত করিয়াছে। তিনি নিহত বন্ধুগণের নিমিত্ত নীরবে শোক করিতে করিতে সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থানের অভিমুখে গমন করিলেন। গমন করিতে করিতে ত্রিত, উশনাঃ, মনু, পৃথু, অগ্নি, অসিত, বায়ু, সুদাস, গো, গুহ ও শ্রাদ্ধদেব, এই একাদশ নামে প্রসিদ্ধ তীর্থে স্নানদানাদি করিলেন এবং ঋষিগণ ও দেবগণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বহুসংখ্যক বিষ্ণুর ক্ষেত্র দর্শন করিলেন। ঐ সকল ক্ষেত্র চক্রচিহ্নিত মন্দিরসমূহে সুশোভিত; ঐ সকল মন্দিরদর্শনে কৃষ্ণ স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকেন। তদনন্তর ভগবদ্‌ভক্ত উদ্ধবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। উদ্ধব সমৃদ্ধিশালী সুরাষ্ট্র, সৌবীর, মৎস্য ও কুরুজাঙ্গল অতিক্রম করিয়া সমাগত হইলে, তিনিও স্বয়ং যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। উদ্ধব

পূর্ব্বে বৃহস্পতির নিকট নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন; তিনি বাসুদেবের অনুচর ও প্রশান্তচিত্ত; বিদুর তাঁহাকে প্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ভগবানের পোষ্য আত্মীয়-স্বজনের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—যে পুরাণ পুরুষদ্বয় স্বনাভিকমল হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর মঙ্গলবিধান ও শূরসেনগৃহে কুশলে অবস্থান করিয়া সকলের আনন্দবিধান করিতেছেন ত? যিনি কুরুকুলের পরম সুহৃৎ এবং যিনি ভগিনীপতিগণের সন্তোষ-বিধানসহকারে স্বীয় ভগিনীদিগকে পিতার ন্যায় অর্থদান করিয়া থাকেন, সেই দাতাদিগের অগ্রগণ্য পূজ্য বসুদেব সুখে আছেন ত? যিনি পূর্ব্বজন্মে কামদেব ছিলেন ও এক্ষণে যদুসৈন্যের প্রধান সেনাপতি এবং রুক্মিণী দেবী বিপ্রগণের আরাধনা করিয়া ভগবান্ হইতে যাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন, মহাবীর সেই প্রদ্যুম্নের কুশল ত? যিনি রাজসিংহাসনলাভের আশা পরিহার করিয়া প্রাণভয়ে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন এবং পদ্ম-পলাশলোচন হরি যাঁহাকে সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ, দাশ ও অর্হগণের অধিপতি করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই উগ্রসেন ভাল আছেন ত? যিনি পূর্ব্বজন্মে অম্বিকার গর্ভে কার্ত্তিকেয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও এক্ষণে ব্রতপরায়ণা জাম্ববতী যাঁহাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি রূপে ও গুণে কৃষ্ণের সদৃশ, সেই রথিগণের অগ্রণী সাম্ব কুশলে আছেন ত? যিনি অর্জ্জুনের নিকট ধনুর্বিদ্যার রহস্য শিক্ষা করিয়াছিলেন ও একমাত্র কৃষ্ণসেবাদ্বারা যোগিজনদুর্লভ তদীয় তত্ত্ব যথার্থরূপে অবগত হইয়াছেন, সেই সাত্যকির মঙ্গল ত? যিনি পথিমধ্যে কৃষ্ণপদচিহ্ন দেখিয়া প্রেমে অধৈর্য্য হইয়া ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন ভগবানের একান্ত অনুগত নিষ্কলঙ্কচরিত্র বিজ্ঞ সেই শ্বফল্কপুত্র অক্রূর কুশলে আছেন ত? যেমন দেবমাতা অদিতি দেবগণকে ও বেদত্রয়ী যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতিরূপ অর্থকে স্বীয় গর্ভে ধারণ করেন, সেইরূপ যিনি বিষ্ণুকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ভোজরাজ দেবকের পুত্রী দেবকীর কুশল ত? যিনি ভক্তগণের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন; বেদ যাঁহাকে চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন এই চতুর্ব্বিধ তত্ত্বে বিভক্ত অন্তঃকরণের চতুর্থ তত্ত্ব অর্থাৎ মনস্তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা ও প্রবর্ত্তক এবং শব্দোচ্চারণের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ অনিরুদ্ধ ভাল আছেন ত? অন্যান্য যাঁহারা কৃষ্ণকে আত্মার দেবতাবোধে অনন্য ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেই হৃদীক ও সত্যভামার পুত্র চারুদেষ্ণ ও গদপ্রভৃতি সকলে সুখে আছেন ত? যাঁহার সভামধ্যে দুর্য্যোধন সাম্রাজ্যলক্ষ্মী ও জয়পরম্পরার চিহ্নসকল দর্শন করিয়া সন্তপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণার্জ্জুন যাঁহার দুই বাহুস্বরূপ, সেই যুধিষ্ঠির রাজধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন ত? যিনি বিচিত্ররূপে গদা বিঘূর্ণিত করিতে করিতে বিচরণ করিতে থাকিলে রণভূমি যাঁহার চরণপাত সহ্য করিতে পারিত না, ভুজঙ্গের ন্যায় অতিক্রোধন সেই ভীম অপরাধী কৌরবগণের প্রতি আপনার চিরপোষিত ক্রোধ ত্যাগ করিয়াছেন ত? যিনি রথযূথপতিগণের মধ্যে যশস্বী, মায়াদ্বারা কিরাতরূপী গিরিশ যাঁহার শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সেই অরিকুলের নিহন্তা গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন কুশলে আছেন ত? যাহারা মাদ্রীতনয় হইলেও কুন্তীদেবী যাঁহা-দিগকে স্বীয় পুত্র বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকেন; পক্ষ্মসকল যেমন নেত্রদ্বয়কে রক্ষা করে, সেইরূপ কুন্তীদেবীর পুত্রগণ যাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন; যেমন গরুড় ইন্দ্রের মুখ হইতে অমৃত আহরণ

করিয়াছিলেন, সেইরূপ যাঁহারা যুদ্ধে স্বীয় শত্রু দুর্য্যোধন হইতে স্বকীয় রাজ্য উদ্ধার করিয়াছেন, সেই যমজ নকুল ও সহদেব আনন্দে আছেন ত? আর কুন্তীর কথা কি জিজ্ঞাসা করিব? যে রাজর্ষি-প্রবর বীরবর রথিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু একমাত্র ধনুকের সহায়ে চতুর্দ্দিক্ জয় করিয়াছিলেন, কুন্তী ঈদৃশ, পতিবিরহিত হইয়াও যে প্রাণধারণ করিতেছেন, তাহা কেবল পুত্রগণের নিমিত্ত, সুখভোগ করিবার নিমিত্ত নহে। এক্ষণে অধঃপতিত রাজ্য ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্ত আমার দুঃখ হইতেছে। তিনি স্বীয় পুত্র-গণের কথায় পরিচালিত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদির অনিষ্ট-চরণ করিয়া মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুরই অনিষ্ট করিয়াছেন; কেবল তাহাই নহে, আমি তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, আমাকেও স্বীয় পুরী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। ইহাতে আমি বিস্মিত হই নাই; কারণ, যে ভগবন্ কৃষ্ণ মনুষ্য-লীলাদ্বারা স্বীয় ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়া মনুষ্যের চিত্তে ভ্রম উৎপন্ন করিতেছেন, আমি তাঁহার মাহাত্ম্য দর্শন করিতে করিতে অন্যের অলক্ষিত হইয়া ভূতলে বিচরণ করিতেছি। যখন দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, কৃষ্ণ সেই কালেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না; কারণ বিদ্যা, ধন ও কুলমদে মত্ত উচ্ছৃঙ্খল রাজগণ স্ব স্ব সেনাদ্বারা পৃথিবীর উৎপীড়ন করিতে-ছিল, তিনি তাহাদিগকে বধ করিয়া ভক্তগণের ক্লেশহরণ করিবেন, এই অভিপ্রায়ে তৎকালে কৌরবগণের অপরাধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবন্ জন্মরহিত হইয়াও দুষ্টদমনের নিমিত্ত জন্ম-গ্রহণ করেন এবং কর্ম্মরহিত হইয়াও মনুষ্যকে কর্ম্মে প্রবৃত্তিদানের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন; অন্যথা তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম সম্ভবপর নহে; ভগবানের জন্মাদিকথা দূরে থাকুক, যাঁহারা তাঁহার প্রসাদে গুণাতীত হইয়াছেন, তাঁহারাও জন্ম ও কর্ম্ম স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। সখে উদ্ধব! অখিল লোকপালগণ ভগবানের ভক্ত ও তাঁহার শাসনে অধস্থিত; তিনি তাঁহাদিগের প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত যদুকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার যশঃকথা কীর্ত্তন কর; উহা শ্রবণ করিলে জীব সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বিদুর এইরূপে প্রিয় কৃষ্ণবিষয়ে প্রশ্ন করিলে উদ্ধব উত্তরদানে অসমর্থ হইলেন; স্বীয়প্রভু স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি উৎকণ্ঠায় বিবশ হইলেন। যে উদ্ধব পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে বাল্যক্রীড়ার পুত্তলিকাকে কৃষ্ণ কল্পনা করিয়া কল্পিত উপহার-দ্বারা তাঁহার পূজা করিতেন এবং জননী প্রাতর্ভোজনের নিমিত্ত আহ্বান করিলেও তাহা ইচ্ছা করিতেন না; যিনি কৃষ্ণসেবা করিয়া কালে বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি কিরূপে স্বীয় প্রভুর চরণদ্বয় চিন্তা করিয়া সহসা উত্তরদানে সমর্থ হইলেন? উদ্ধব কৃষ্ণের চরণসুধাদ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্ত ও তীব্র ভক্তিযোগদ্বারা সেই সুধাসলিলে গাঢ়নিমগ্ন হইয়া মুহূর্ত্তকাল মৌনাবলম্বন করিলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত ও নিমীলিত নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু বিগলিত

হইল। বিদুর দেখিলেন,—ভগবানের প্রতি স্নেহ-প্রবাহ আপ্লুত উদ্ধব কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি ক্রমশঃ ভগবানের ধ্যান হইতে বিরত হইয়া বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন এবং নেত্রদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া প্রীতি ও বিস্ময়সহকারে বিদুরকে কহিলেন,—বিদুর! আর কি কুশলসংবাদ বলিব? কৃষ্ণসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছেন এবং কাল মহাসর্প গ্রাস করিয়া আমাদিগের গৃহকে হতশ্রী করিয়াছে। হায়! নরলোকের বিশেষতঃ যাদবগণের কি দুর্ভাগ্য! যেমন মৎস্যগণ জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে একটা কমনীয় জলচর বলিয়াই মনে করে, অমৃতময় বলিয়া চিনিতে পারে না; সেইরূপ তাহারাও কৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিয়াও তাঁহাকে শ্রীহরি বলিয়া চিনিতে পারিল না। তাহারা ভাগ্যহীন বলিয়াই চিনিতে পারিল না, নতুবা তাহাদিগের জ্ঞানের অভাব ছিল না; তাহারা অতিনিপুণ ও অপরের অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ ছিল এবং কৃষ্ণের সহিত একত্র বিহার করিত; তথাপি ভূতগণের আশ্রয় ভগবানকে কেবল যদুশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিত। কৃষ্ণের মায়াদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যাদবগণ তাঁহাকে 'ইনি যাদব, আমাদিগের বন্ধু' এইরূপ বলিত এবং শিশুপালাদি মিথ্যা শত্রুতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিন্দা করিত; কিন্তু আমার ন্যায় যে ব্যক্তি শ্রীহরির চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, ঐ সকল বাক্য তাহার মতিভ্রম উৎপন্ন করিতে পারে নাই। যাহারা তপস্যাদ্বারা কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে নাই, কৃষ্ণ সেই সকল সাংসারিক লোকের সমক্ষে বহুদিন শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়াছেন। হায়! এক্ষণে তাদৃশ দর্শনীয় বস্তুর অভাবে জনগণের লোচন থাকিয়াও অন্ধপ্রায় হইয়াছে। ভগবান্ স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে মর্ত্তলীলার উপযোগী যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা; অলঙ্কার সকল তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভাসম্পাদনে সমর্থ হয় নাই, প্রত্যুত তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অলঙ্কারের শোভা সম্পাদন করিত; ঐ রূপ এরূপ অলৌকিক যে, কৃষ্ণ উহা দর্শন করিয়া স্বয়ং চমৎকৃত হইতেন। আহা! ধর্ম্মরাজের রাজসূয় যজ্ঞে সেই পরমানন্দমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিভুবনস্থ জনগণ মনে করিয়াছিল, বিধাতার মনুষ্যনির্ম্মাণের কৌশল ইহাতেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে; অতঃপর এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মূর্ত্তিনির্ম্মাণে তাঁহার সামর্থ্য নাই। একদা তিনি অনুরাগযুক্ত হাস্য-কৌতুক ও বিলাসযুক্ত দৃষ্টিপাত করিলে ব্রজবধূগণ মানিনী হইয়াছিলেন; অনন্তর তিনি গমন করিলে তাঁহাদিগের নয়ন-মন তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল এবং তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। ভগবান্ যে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি লোকচক্ষুর গোচর করেন, তাহার কারণ এই যে, জগতে যত শান্ত ও অশান্ত মূর্ত্তি আছে, তৎসমস্তই তাঁহারই মূর্ত্তি; যখন অশান্তমূর্ত্তি অসুরাদি শান্তমূর্ত্তি দেবতাদিগকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করে, তখন স্থূল ও সূক্ষ্মের অধিপতি ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া অজ হইয়াও জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার জন্ম জীবগণের জন্মের ন্যায় নহে; যেমন মহাভূতরূপে নিত্যসিদ্ধ অগ্নি কাষ্ঠমধ্যে আবির্ভূত হয়, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ ভগবান্ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হন। অনন্তবীর্য্য কৃষ্ণ যে নরশিশুর ন্যায় বসুদেবের কারাগারগৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন, কংসভয়ে ব্রজে বাস করিলেন এবং কালযবনাদি রিপুগণের ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, এই সমস্ত তর্কের অতীত ঘটনাবলী আমাকে ব্যথিত করিতেছে। কৃষ্ণ যে কারাগারে পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন,—হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমরা কংসভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনাদিগের

শুশ্রূষা করিতে পারি নাই, আপনারা এই অপরাধ ক্ষমা করুন; এই কথা স্মরণ করিয়াও আমার চিত্ত দুঃখিত হইতেছে। তাহা বলিয়া তিনি ঈশ্বর নহেন, এরূপ বলিবার উপায় নাই। যাঁহার কুটিল ভ্রূলতার ভঙ্গী কৃতান্তের ন্যায় ভূমির ভার হরণ করিয়াছে, এমন ব্যক্তি কে আছেন, যিনি তাঁহার চরণপদ্মের রেণু আঘ্রাণ করিয়া তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন? যোগিগণ সম্যক্ যোগাবলম্বন করিয়া যাহা লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি করিয়াও সেই সিদ্ধি লাভ করিলেন, ইহা আপনারা রাজসূয় যজ্ঞে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। আহা! ঈদৃশ ভগবানের বিরহ কে সহ্য করিতে পারে? যে সকল ক্ষত্রিয়বীর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৃষ্ণের নয়নাভিরাম মুখারবিন্দসুধা নয়নদ্বারা পান করিতে করিতে অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিষ্পাপ হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণের ধামে গমন করিয়াছেন। যিনি ত্রিগুণের ঈশ্বর, যাবতীয় সুখভোগ যাঁহার পরমানন্দস্বরূপের অন্তর্গত, চিরদিন লোকপালগণ উপহার সমর্পণ করিয়া যাঁহার পাদপীঠে প্রণত হইলে তাঁহাদিগের শিরঃস্থিত কিরীট ধ্বনিচ্ছলে যাঁহার স্তুতিগান করিয়া থাকে, অতএব যাঁহার সমান কেহই নাই, উৎকৃষ্ট যে নাই, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি? তথাপি যিনি এইরূপ পরম-ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়াও রাজাসনে আসীন উগ্রসেনের সমীপে স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া, 'দেব! অবধারণ করুন', ইত্যাদি বাক্যে নিবেদন করিতেন, তাঁহার এই দাসত্ব স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমার ন্যায় ভৃত্যগণের চিত্তে ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে। তাঁহার দয়ার কথা কি বলিব, দুষ্টা পূতনা তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত স্তনে কালকূট মাখিয়া পান করিতে দিয়াছিল,তিনি তাহাকেও জননীর ন্যায় উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়াছিলেন; ইঁহার ন্যায় এমন দয়ালু প্রভু আর কে আছেন, যাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ভজনা করিব? আমি অসুরদিগকেও ভক্ত বলিয়া মনে করি; কারণ, তাহারাও শত্রুভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানে চিত্ত-অভিনিবেশপূর্ব্বক সংগ্রামকালে গরুড়বাহন চক্রপাণিকে দর্শন করিয়াছিল।

অনন্তর উদ্ধব কৃষ্ণের অন্তর্ধান প্রকার বর্ণনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্ষেপে কহিতে লাগিলেন,—হে বিদুর! ভগবান্ ব্রহ্মার প্রার্থনায় প্রীত হইয়া পৃথিবীর মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত কংসকারাগারে বসুদেবের পুত্ররূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর পিতা বসুদেব কংসভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে নন্দ-ব্রজে রাখিয়া আইসেন; তিনি স্বীয় মহিমা গুপ্ত রাখিয়া বলরামের সহিত তথায় একাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। শ্রীহরি কূজনশীল বিহঙ্গসমাকুল বৃক্ষরাজি-দ্বারা সুশোভিত যমুনার উপবনে গোপ-বালকগণে পরিবৃত হইয়া গোবৎসচারণ করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেন। তাহার দৃষ্টি মনোহর সিংহশাবকের ন্যায় ছিল; তিনি ব্রজবাসীদিগকে কৌমারলীলা প্রদর্শন করিয়া কখন যেন রোদন করিতেন, কখন বা হাস্য করিতেন। অনন্তর অধিক বয়ঃক্রম হইলে তিনি শুভ্র বৃষসমাযুক্ত শোভার আধার নানাবর্ণ গোধন চারণ করিতে করিতে বেণুবাদন করিয়া অনুচর গোপদিগকে ক্রীড়া করাইতেন। কংস তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত মায়াবী অসুরগণকে প্রেরণ করিয়াছিল, কিন্তু বালক যেরূপ তৃণাদি-নির্ম্মিত সিংহাদি ক্রীড়ানক অনায়াসে ভগ্ন করে, তিনিও সেইরূপ তাহাদিগকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিয়াছিলেন। একদা গো ও গোপগণ কালিয়হ্রদের বিষজল পান করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল; কৃষ্ণ তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া কালিয়দমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার নির্বিষ জল পান করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ

বিপুল ধনরাশির সদ্ব্যয় করিবার নিমিত্ত নন্দ মহারাজকে উপদেশ প্রদান করিয়া উত্তম ব্রাহ্মণগণদ্বারা গোযজ্ঞ করাইয়াছিলেন; তাহাতে ইন্দ্রপূজা ভঙ্গ হওয়ায় দেবরাজ আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া কুপিত হইয়া অতিবৃষ্টি আরম্ভ করিলে ব্রজবাসিগণ ভয়বিহ্বল হইয়াছিল; কৃষ্ণ কৃপা করিয়া গোবর্দ্ধনগিরিকে অবলীলাক্রমে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। একদা শারদচন্দ্রিকায় সমুজ্জ্বল সায়ংকালের প্রশংসা করিয়া মধুরপদ গান করিতে করিতে স্ত্রীমণ্ডলের শোভাবিধানপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—অনন্তর কৃষ্ণ মাতা-পিতার সুখবিধানার্থ বলদেবের সহিত মথুরায় আগমন করিয়া শত্রুগণের অধিপতি কংসকে উচ্চ রাজমঞ্চ হইতে বলপূর্ব্বক ভূমিতে নিপাতিত করিয়া বিনাশ করিলেন এবং মাতা-পিতার সন্তোষের নিমিত্ত তাহার মৃতদেহকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর সন্দীপনি মুনির একবারমাত্র উপদেশে তিনি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়া পঞ্চজন অসুরের উদরবিদারণপূর্ব্বক গুরুদেবের মৃতপুত্রকে যমালয় হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। ভীষ্মকরাজকুমার রুক্মী ভীষ্মকরাজকুমারী রুক্মিণীর সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত শিশুপালকে আহ্বান করিয়াছিলেন; তাহাতে জরাসন্ধপ্রভৃতি সহস্র সহস্র রাজগণ বরযাত্ররূপে আগমন করিয়াছিলেন। যেমন গরুড় সুধাহরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃষ্ণ রুক্মিণীকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিবার নিমিত্ত ঐ রাজগণের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষেই স্বীয় প্রাপ্যভাগরূপা তাঁহাকে হরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নাগ্নজিতীর স্বয়ম্বরে সাতটা মহাবৃষভকে দমন করিয়া তাহাদিগের নাসিকা বিদ্ধ করেন এবং নাগ্নজিতীকে বিবাহ করেন। অন্যান্য রাজগণ বৃষভদমনে অসমর্থ হইয়াছিল, এক্ষণে কৃষ্ণ তাহাদিগকে দমন করিলেন দেখিয়া আপনাদিগকে অবমানিত মনে করিল; কিন্তু কন্যালোভে অন্ধ হইয়া তাহারা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে কৃষ্ণ অক্ষতশরীরে স্বীয় শস্ত্রদ্বারা, তাহাদিগকে বধ করিলেন। একদা কৃষ্ণ স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়াও স্ত্রীপরতন্ত্রের ন্যায় প্রিয়া সত্যভামার সন্তোষবিধানের নিমিত্ত পারিজাত আহরণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইন্দ্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া সসৈন্যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; ইহাতে ইন্দ্র যে শচী প্রভৃতি বধূগণের ক্রীড়ামৃগ, ইহাই প্রকাশ পাইয়াছিল। নরকাসুর যুদ্ধে প্রকাণ্ড দেহ বিস্তারপূর্ব্বক নভোমণ্ডল গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ সুদর্শনচক্রদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন; অনন্তর নরকাসুরের মাতা ধরিত্রীদেবীর প্রার্থনায় তাঁহার পুত্র ভগদত্তকে হৃতশেষ রাজ্য সমর্পণ করিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করেন। নরকাসুর বহু রাজকন্যা হরণ করিয়া আনিয়া সেই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; এক্ষণে তাঁহারা বিপন্নবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পরমানন্দে সলজ্জ প্রেমাবলোকনদ্বারা তাঁহাকে পতিরূপে মনে মনে বরণ করিলেন

ভগবান্ যোগমায়া অবলম্বন করিয়া পৃথক পৃথক গৃহে অবস্থিত সেই রাজকন্যাগণের অনুরূপ রূপ-ধারণপূর্ব্বক যুগপৎ যথাবিধি তাঁহাদিগের পাণি-গ্রহণ করিলেন। অনন্তর স্বীয় মায়াকে বিস্তার করিবার মানসে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক রাজকন্যাতে সর্ব্বগুণে আত্মতুল্য দশ দশটী পুত্র উৎপাদন করেন। একদা কালযবন, জরাসন্ধ ও শাল্বপ্রভৃতি মথুরাপুরী অবরুদ্ধ করিলে তিনি মুচুকুন্দ ও ভীমাদিকে নিমিত্তমাত্র করিয়া স্বয়ং তাহাদিগের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা স্বীয় অনুগতজনের প্রভাব ও কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি শম্বর, দ্বিবিদ, বল্কল ও অন্যান্য অসুরদিগকে প্রদ্যুম্ন ও বলরামাদিদ্বারা নিপাতিত করেন এবং স্বয়ং দন্তবক্র ও মুরপ্রভৃতির নিধন ও বাণরাজের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। অনন্তর আপনার ভ্রাতৃপুত্র যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত নরপতি কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের সৈন্যপদভরে পৃথিবী কম্পিতা হইয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগের ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন। কর্ণ, দুঃশাসন ও সুবলপুত্র শকুনির কুমন্ত্রণায় যখন দুর্য্যোধন ক্ষীণপরমায়ুঃ ও শ্রীভ্রষ্ট হইল, তাহার অনুচরগণ বিনষ্ট হইল এবং উরু ভগ্ন হওয়ায় স্বয়ং ধরাতলে শয়ন করিল, কৃষ্ণ তাহাতেও সন্তোষ লাভ করিলেন না। তিনি চিন্তা করিলেন, যখন আমার অংশভূত প্রদ্যুম্নাদিরক্ষিত দুঃসহ যদুসৈন্য অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন ও ভীমকে নিমিত্ত করিয়া যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিপাতিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পৃথিবীর অত্যল্পভার অপনোদিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু যখন যাদবগণ মধুপানে একান্ত উন্মত্ত ও অরুণলোচন হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই ইহাদিগের বিনাশ হইবে, এতদ্ব্যতীত ইহাদিগের অন্য বধোপায় দেখিতেছি না। যদিও ইহারা গাঢ় সৌহার্দ্দের সহিত বাস করিতেছে, তথাপি আমি ইহাদিগকে উপসংহার করিতে ইচ্ছুক হইলে ইহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া আপনারাই অন্তর্হিত হইবে। ভগবান এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং স্বীয় আচরণদ্বারা সাধু পথ প্রদর্শন করিয়া সুহৃদগণের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর পুত্র পুরু-বংশধর পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রে দগ্ধ হইতেছিল, ভগবন্ তাহাকে রক্ষা করিলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন; ধর্ম্মরাজ অনুজ ভীমাদির সহিত কৃষ্ণের অনুগত থাকিয়া আনন্দে পৃথিবী পালন করিলেন। এদিকে ভগবান্ বিশ্বের অন্তর্যামী হইয়াও লোকশিক্ষার নিমিত্ত লৌকিক ও বৈদিক আচার পালনপূর্ব্বক দ্বারকায় বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্, এই সাংখ্যযোগ অবস্থিত থাকায় কোন বস্তুতেই তাঁহার আসক্তি ছিল না। তাঁহার স্নিগ্ধ সহাস্য অবলোকন, সুধামধুর বচনাবলী, অকলঙ্ক চরিত্র ও লক্ষ্মীর নিবাসভূমি স্বীয় কমনীয় দেহ মর্ত্ত ও স্বর্গলোকবাসী জনগণের বিশেষতঃ যাদবগণের অতীব আনন্দ বর্দ্ধন করিত এবং রজনী-যোগে যে সকল অঙ্গনা তাঁহার দর্শনে আসিত, তিনি ক্ষণকাল তাঁহাদিগের সহিত প্রীতিব্যবহার করিতেন।

এইরূপে ভগবান্ বহু বৎসর বিহার করিবার পর গৃহধর্ম্ম ও কামভোগাদির উপায়াবলম্বনে তাঁহার ঔদাসীন্য জন্মিল। ভোগ্য বস্তুসকল ভগবানের অধীন, তথাপি যখন তিনি তাহাতে বৈরাগ্য প্রদর্শন করিলেন, তখন ভক্তিযোগদ্বারা যিনি যোগেশ্বর কৃষ্ণের অনুগত, এমন কোন্ ব্যক্তি কাম্যবস্তু-ভোগে প্রীতিস্থাপন করিবেন? কারণ, জীব স্বয়ং

দৈবের অধীন এবং তাহার ভোগ্যবস্তুও দৈবাধীন; সুতরাং ঈদৃশ অনিশ্চিত পদার্থে বিশ্বাস বা প্রীতি স্থাপন একান্ত অবিধেয়। একদা পুরীমধ্যে যদু ও ভোজকুমারগণ ক্রীড়া করিতে করিতে মুনিগণের ক্রোধ উৎপন্ন করিলে তাঁহারা তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন; কারণ ঐ মুনিগণ ভগবানের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন।

অনন্তর কতিপয় মাস অতীত হইতে না হইতে বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকাদি কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া আনন্দে রথারোহণপূর্ব্বক প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিলেন। তথায় স্নান করিয়া তাঁহারা তীর্থজলদ্বারা পিতৃদেব ও ঋষিগণের তর্পণ করিলেন। অনন্তর বহুক্ষীরাদি নানাগুণবিশিষ্ট ধেনু, সুবর্ণ, রজত, শয্যা, বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম, কম্বল, অশ্ব, হস্তী, রথ, কন্যা জীবিকার উপযুক্ত ভূমি ও নানাবিধ রসযুক্ত অন্ন বিপ্রগণকে দান করিলেন। ঐ যদুবীরগণ গো ও বিপ্রগণের প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত চিরদিন স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা দানফল শ্রীভগবানে অর্পণপূর্ব্বক ধরাতলে মস্তক অবনত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—অনন্তর যাদবগণ বিপ্রগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিলেন; তদনন্তর মদিরাপানে হতজ্ঞান হইয়া কর্কশ বাক্যে পরস্পরের মর্ম্মে আঘাত করিতে লাগিলেন। যেমন পরস্পর সংঘর্ষে অগ্নি উৎপাদন করিয়া বেণুসকল দগ্ধীভূত হয়, সেইরূপ যদুবীরগণ মদিরাদোষে বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া দিবাকরের অস্তগমনকালে পরস্পরের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন। এদিকে ভগবান্ স্বীয় মায়ার ফলস্বরূপ যদুবংশধ্বংস অবলোকন করিয়া সরস্বতীর জলে আচমনপূর্ব্বক একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। শ্রীভগবান্ শরণাগত জনের ক্লেশ হরণ করিয়া থাকেন; তিনি স্বীয় কুলসংহার করিবার অভিলাষী হইয়া দ্বারকায় ইতিপূর্ব্বেই আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন,—উদ্ধব! তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর। তিনি যে স্বীয় কুলসংহার করিবেন, এই অভিপ্রায় জানিয়াও আমি তাঁহার শ্রীচরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ভয়ে তাঁহার পশ্চাৎ অনুগমন করিলাম। অনন্তর অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, নিখিলাধার লক্ষ্মীদেবীর নিবাসভূমি প্রিয়তম প্রভু সরস্বতীতীরে একাকী আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রী-অঙ্গ শ্যামোজ্জ্বল, লোচনদ্বয় প্রশান্ত ও অরুণবর্ণ, ভুজ-চতুষ্টয় ও পীত কৌশেয় বসনে তাঁহার ভগবত্তা লক্ষিত হইতেছিল। তিনি বাম উরুর উপরিভাগে দক্ষিণ পাদপদ্ম স্থাপনপূর্ব্বক একটী কোমল অশ্বত্থবৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ ন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং নিখিল বিষয়সুখ পরিহার করিলেও তাঁহাকে আনন্দপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল। এমন সময় ব্যাসদেবের পরমসুহৃৎ যোগসিদ্ধ ভক্তবর মৈত্রেয় ঋষি লোকসকল বিচরণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। মুনিবর মৈত্রেয় ভগবানে একান্ত অনুরক্ত, কৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্র ভাবভরে পরমানন্দে তাঁহার গ্রীবা অবনত হইল। কৃষ্ণ তাঁহার সমক্ষেই অনু-রাগযুক্ত হাস্যের সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

আমার ক্লান্তি অপনোদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—হে উদ্ধব! হৃদয়মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় অবগত আছি; তুমি পূর্ব্বজন্মে একজন বসু ছিলে এবং আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত সমবেত প্রজাপতি ও বসুগণের যজ্ঞে আমার আরাধনা করিয়াছিলে; অতএব মদ্‌বিমুখ জনগণের দুর্লভ এই সাধন তোমাকে প্রদান করিতেছি। তোমার এই জন্মই শেষ জন্ম; কারণ, তুমি এই জন্মে আমার কৃপালাভ করিলে। আমি জীবলোক পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছি, এক্ষণে তুমি যে এই বিজন প্রদেশে একান্ত ভক্তি-সহকারে আমাকে দর্শন করিলে, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য, সন্দেহ নাই। পাদ্মকল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন ব্রহ্মা মদীয় নাভিকমলে সমাসীন, তখন আমি তাঁহাকে আমার লীলাপ্রকাশক পরম জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলাম, জ্ঞানিগণ তাহাকেই চতুঃশ্লোকী ভাগবত আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন; তোমাকে সেই উপদেশই প্রদান করিতেছি। পরমপুরুষ কৃষ্ণ এইরূপে সমাদর প্রদর্শন ও প্রতিক্ষণ সদয় দৃষ্টিপাত করিলে প্রেমভরে আমার অঙ্গ পুলকিত ও কণ্ঠ বাষ্পারুদ্ধ হইল; আমি অশ্রুবারি মোচন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম,—প্রভো! যাঁহারা তোমার চরণকমল ভজনা করিয়া থাকেন, ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গের মধ্যে কোন পদার্থ তাঁহাদিগের দুর্লভ হয়? তথাপি আমি উহার কিছুই যাচ্ঞা করি না; আমি কেবল তোমার পাদপদ্ম সেবা করিব, ইহাই আমার একমাত্র প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। ভগবন্! তোমার চরিত্র দুরবগাহ; তুমি নিষ্ক্রিয় হইয়াও কর্ম্মানুষ্ঠান কর, জন্ম রহিত হইয়াও জন্মগ্রহণ কর, স্বয়ং কালস্বরূপ হইয়াও অরিভয়ে পলায়ন ও দুর্গ আশ্রয় কর এবং আত্মারাম হইয়াও অঙ্গনাগণের সহিত গৃহাশ্রমে বাস করিয়া থাক; ইহা দর্শন করিয়া সুধীগণেরও বুদ্ধি সংশয়ে আন্দোলিত হয়। তোমার জ্ঞান অপ্রতিহত, কালাদিদ্বারা অখণ্ডিত ও সংশয়াদিরহিত; কোন পদার্থই তোমাকে প্রমত্ত করিতে পারে না। ভগবন্! তুমি ঈদৃশ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কোন মন্ত্রণাবলে আমাকে আহ্বান করিয়া যে অজ্ঞের ন্যায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে, তাহা মনে করিয়া আমার বুদ্ধি বিমূঢ় হইয়া যায়। নাথ! তুমি তোমার নিগূঢ় তত্ত্বপ্রকাশক পরম জ্ঞান সমগ্ররূপে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলে; যদি আমি তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্য হই, তবে প্রদান কর, যাহাতে সংসারদুঃখ অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারি। এইরূপে আমি আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে পদ্মপলাশলোচন পরমপুরুষ স্বীয় নিত্য স্বরূপ-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। যাঁহার শ্রীচরণ চরাচরবন্দনীয়, সেই গুরুদেব কৃষ্ণের নিকট পরমাত্মজ্ঞানের পন্থা অবগত হইয়া আমি অবনতমস্তকে তাঁহার পাদবন্দনা করিলাম; অনন্তর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া হৃদয়ে বিরহ-বেদনা বহন করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। হে বিদুর! আমার চিত্ত তাঁহার দর্শনে আনন্দিত ও বিরহে কাতর হইয়াছে। এক্ষণে আমি তাঁহার প্রিয় বদরিকাশ্রমে গমন করিতেছি। এই আশ্রমে ভগবান্ নরনারায়ণ লোকসকলের কৃপাবিধানের নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্নে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত দুশ্চর তপস্যা করিতেছেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বিজ্ঞবর বিদুর উদ্ধবের মুখে এইরূপ আত্মীয়গণের দুঃসহ বিয়োগবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিবেকদ্বারা হৃদয়োত্থিত শোকাবেগের শান্তিবিধান করিলেন। বিদুর মহাভাগবত কৌরব-শ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে গমনোদ্যত দেখিয়া বিশ্বাসসহকারে তাঁহাকে কৃষ্ণবশীকরণের প্রধান উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদুর কহিলেন, যোগেশ্বর ভগবান্ আপনাকে যে স্বীয় তত্ত্বপ্রকাশক

পরম জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, তাহা আমাকে প্রদান করুন; কারণ, বৈষ্ণবগণের আপনাদের কোনও কার্য্য থাকে না; তাঁহারা স্বীয় ভৃত্যগণের প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

উদ্ধব কহিলেন,—কুশারুনন্দন ঋষি মৈত্রেয় আপনাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন, এ বিষয়ে তিনিই আপনার আরাধ্য। ভগবান্ মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিবার কালে আমার সমক্ষে তাঁহাকেই আপনার গুরুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে বিদুরের সহিত বিশ্বমূর্ত্তি শ্রীহরির গুণচর্চ্চা করিতে করিতে সেই সুধাধারায় উপগবতনয় উদ্ধবের গুরুতর মানসিক তাপ অপনোদিত হইল; তিনি যমুনাপুলিনে সমগ্র যামিনী ক্ষণকালের ন্যায় যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গমন করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন ব্রহ্মশাপে বৃষ্ণিভোজপ্রভৃতি সকলে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন এবং ব্রহ্মাদির অধীশ্বর শ্রীহরিও মনুষ্যাকার ত্যাগ করিলেন, তখন রথিশ্রেষ্ঠগণের প্রধান উদ্ধব কি হেতু অবশিষ্ট রহিলেন?

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্রীভগবানের ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি বলবতী; তিনি ব্রহ্মশাপের ছল করিয়া স্বীয় কালশক্তিদ্বারা অতিবিস্তৃত যদুকুলের উপসংহারপূর্ব্বক স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিবার মানসে চিন্তা করিলেন,—সম্প্রতি উদ্ধবই আত্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ; অতএব আমি মর্ত্ত্যলোক হইতে অন্তর্হিত হইলে একমাত্র উদ্ধবই আমার জ্ঞান ধারণ করিতে সমর্থ। উদ্ধব অতীব শক্তিমান্, বিষয়সকল কখনও তাঁহার ক্ষোভ উৎপন্ন করিতে পারে না। অধিক কি, উদ্ধব আমা অপেক্ষা অণুমাত্রও ন্যূন নহেন; অতএব আমার বিষয়ে জনগণকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তিনিই এক্ষণে ভূলোকে অবস্থান করুন। এইরূপে উদ্ধব ত্রিলোকগুরু বেদকর্ত্তা ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বদরিকাশ্রমে আগমন করিলেন এবং তথায় একাগ্রচিত্তে শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন। এদিকে বিদুর উদ্ধবের নিকট পরমাত্মা কৃষ্ণের লীলাহেতু দেহধারণ, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ, প্রশংসনীয় চরিত্র ও যদ্দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞগণের ধৈর্য্য বর্দ্ধিত হয় ও যাহা পশুপ্রায় অজ্ঞব্যক্তিগণের দুরবগাহ, সেই ভগবানের দেহত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া এবং লীলাসংবরণকালে কৃষ্ণ যে তাঁহার বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিয়া, উদ্ধব গমন করিলে প্রেমবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বিদুর যমুনাতীর হইতে প্রস্থান করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন; মহামুনি মৈত্রেয় তৎকালে এই গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন,—যিনি কৃষ্ণের পাদপদ্মে ভক্তিভাব অর্পণ করিয়া ভাবসিদ্ধ হইয়াছেন, কুরুশ্রেষ্ঠ সেই বিদুর হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অগাধজ্ঞানসম্পন্ন মহামুনি মৈত্রেয় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সরলতা ও করুণাদিগুণে পরিতৃপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! লোক সুখের নিমিত্ত কর্ম্ম আচরণ করে; কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখনিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত তাহা হইতেই পুনর্ব্বার দুঃখের উদ্ভব হয়; অতএব এই সংসারে মাদৃশ জনের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা

নির্দ্দেশ করুন। প্রাচীন-কর্ম্মবশতঃ জীব কৃষ্ণবিমুখ হয়, তাহা হইতে অধর্ম্মে রতি জন্মে, অনন্তর তীব্র যাতনা তাহাকে অভিভূত করে; আপনাদিগের ন্যায় ভুবনপাবন জনার্দ্দনের ভক্তগণ ঈদৃশ জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব, হে মহাত্মন্! যে সাধু-পথের অনুসরণ করিয়া ভগবানের আরাধনা করিলে শ্রীহরি জীবের ভক্তিপূত হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া অনাদি বেদোপদিষ্ট আত্মসাক্ষাৎকার প্রদান করিয়া থাকেন, আপনি সেই পথ উপদেশ করুন। আরও নিবেদন এই যে, ত্রিগুণের অধীশ্বর স্বতন্ত্র ভগবান্ পুরুষাবতার হইয়া যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও প্রলয়ের অবসানে যেরূপে বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তত্রত্য প্রাণিগণের জীবিকাবিধান করেন, মহাযোগেশ্বর ভগবান্ প্রলয়কালে স্বীয় হৃদয়াকাশে বিশ্বের লয় করিয়া সৃষ্টিব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া যেরূপে যোগনিদ্রায় শয়ন করেন ও সৃষ্টিকালে বিশ্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করিয়া যেরূপে ব্রহ্মাদি বহুরূপে প্রকাশিত হন এবং গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণের পরিপালনের নিমিত্ত মৎস্যাদি অবতার হইয়া যে সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন, তৎসমুদয় বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীভগবান্ পুণ্যকীর্ত্তিগণের চূড়ামণি; তাঁহার চরিতামৃত যতই শ্রবণ করি, ততই আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইতে থাকে; মন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। লোকপাল-গণের সহিত পাতালাদি লোক ও লোকালোক পর্ব্বতের বহির্ভাগ, যথায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্ম ও ভোগের অধিকারী হইয়া বাস করিতেছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তৎসমুদায় কি কি উপাদানে রচনা করিলেন? হে মুনিবর! অনাদিসিদ্ধ নারায়ণ বিশ্বস্রষ্টা হইয়া যেরূপে জীবগণের স্বভাব, স্বভাবানু-রূপ কর্ম্ম, কর্ম্মানুযায়ি রূপ ও রূপানুযায়ি নামের বিভাগ করিয়াছেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন। আমি ব্যাসদেবের মুখে দ্বিজাতি ও শূদ্রগণের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মবিষয়িণী কথা বহুবার শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি, কারণ, ঐ সমস্ত ধর্ম্ম তুচ্ছ সুখ উৎপাদন করে মাত্র; কিন্তু যে যে স্থলে কৃষ্ণকথামৃতপানের অবসর ঘটিয়াছে, তাহাতে পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। যাঁহার শ্রীচরণ সর্ব্বতীর্থের নিবাসভূমি, আপনাদিগের সমাজে নারদাদি মুনিগণ সেই কৃষ্ণের কথামৃতের বহু গুণানুবাদ করিয়া থাকেন। যিনি কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, কৃষ্ণ কর্ণদ্বারে তাহার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংসারের হেতুভূত পুত্রকলত্রাদির প্রতি আসক্তি ছেদন করিয়া থাকেন; অতএব ঈদৃশ কৃষ্ণকথামৃতে কে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? আপনার সখা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ শ্রীভগবানের গুণাবলী কীর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে মহাভারত রচনা করিয়াছেন। তিনি যে তাহাতে গ্রাম্যসুখ-লোলুপ জনগণের নিমিত্ত গ্রাম্যসুখের বর্ণন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া হরিকথায় নিয়োজিত করিয়াছেন। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের হরিকথাশ্রবণে রতি অহরহঃ বর্দ্ধিত হইয়া দেহ, পুত্র ও কলত্রাদির প্রতি বৈরাগ্য আনয়ন করে এবং শ্রীহরির পাদপদ্ম-স্মরণহেতু পরমানন্দ উদিত হইয়া শীঘ্র সমস্ত দুঃখের অবসান করে। যাহারা পাপহেতু হরিকথায় বিমুখ ও মহাভারতের তাৎপর্য্যগ্রহণে অনভিজ্ঞ, তাহারা শোচনীয়দিগেরও শোচনীয়, তাহাদিগের অবস্থা চিন্তা করিয়া আমার ক্লেশ হইতেছে। হায়! তাহা-দিগের বাক্য, দেহ ও মন বৃথাব্যাপারে নিয়োজিত থাকায় কাল তাহাদিগের পরমায়ুঃ হরণ করিয়া থাকে। মুনিবর! আপনি সংসারপীড়িত জনগণের বন্ধু। অতএব ভৃঙ্গ যেরূপ পুষ্পসমূহ হইতে মধু আহরণ করে, আপনিও সেইরূপ নিখিল কথার সারভূত পুণ্যকীর্ত্তি মঙ্গলবিধাতা শ্রীহরির গুণগাথা উদ্ধৃত

করিয়া আমার নিকট বর্ণনা করুন। যিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়বিধানার্থে পূর্ব্বে সত্ত্বাদি গুণ স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল অলৌকিক লীলা করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করুন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বিদুর জীবগণের নিস্তারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলে কুশারুনন্দন ভগবান্ মৈত্রেয় তাঁহার বহু সমাদর করিয়া কহিলেন,—আপনি কথাপ্রচারদ্বারা লোকসকলের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত অতি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন; আপনার চিত্ত ভগবান্ অধোক্ষজে অর্পিত আছে; এতদ্দ্বারা আপনার কীর্ত্তি ও প্রসঙ্গক্রমে ভূলোকে প্রচারিত হইবে। আপনি যে অনন্যভাবে শ্রীহরির চরণারবিন্দ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষে বিচিত্র নহে; কারণ, আপনি শ্রীব্যাসদেবের পুত্র ও প্রজাগণের বিচারকর্ত্তা স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম; আপনি মাণ্ডব্যমুনির অভিশাপে বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীরূপে গৃহীত দাসীর গর্ভে সত্যবতীসুত ব্যাসদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের অতীব প্রিয়পাত্র; ভগবান্ বৈকুণ্ঠগমনকালে আপনাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি যোগমায়াদ্বারা বিস্তারিত ভগবানের বিশ্বসৃষ্ট্যাদি লীলা আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ছিল না, একমাত্র জীবগণের প্রভু ও স্বরূপ পরমাত্মা ভগবান্ বিরাজিত ছিলেন; সেই কালে প্রকৃতি ভগবৎস্বরূপে লীন থাকায় 'ইনি দ্রষ্টা, ইহা দৃশ্য' এইরূপ ভেদজ্ঞানের অবকাশ তিরোহিত হইয়াছিল। যেহেতু তখন তিনি একাকী অবস্থান করিতেছিলেন, এই নিমিত্ত দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্য বস্তুর গ্রহণ সম্ভবপর ছিল না; মায়াদি শক্তিসমূহ তাঁহাতে নিদ্রিত থাকায় তিনি যেন আপনাকে অস্তিত্বহীন বলিয়া মনে করিতেছিলেন। তিনি তৎকালে অসৎ বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহা ছিলেন না; কারণ তাঁহার চিচ্ছক্তি তখনও অসুপ্ত অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপে বর্ত্তমান ছিল। হে মহাত্মন্! ভগবান্ যে শক্তিদ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহা ঘটাদি কার্য্যরূপে ও মৃত্তিকাদি কারণরূপে বিদ্যমান আছে এবং যদ্দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে, তাহাই মায়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মায়ার গুণসকল চিচ্ছক্তিযুক্ত ভগবানের কালশক্তি অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি-দ্বারা ক্ষুভিত হইলে তিনি স্বীয় অংশ পুরুষরূপে অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃরূপে ঐ মায়ার গর্ভে বীর্য্য আধান করেন অর্থাৎ ঐ মায়াকে চিদাভাসযুক্ত করেন। কালপ্রেরিত ঐ মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়; ঐ মহত্তত্ত্ব সত্ত্বপ্রধান বলিয়া উহাকে বিজ্ঞানাত্মা কহে। যেমন উচ্ছূন বীজ অঙ্কুররূপে বৃক্ষকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ ঐ বিজ্ঞানাত্মা অজ্ঞানান্ধকার বিনাশপূর্ব্বক স্বীয় দেহ হইতে এই বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া থাকে। অনন্তর সর্ব্বাধ্যক্ষ ভগবান্ দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার কালশক্তি পূর্ব্বোক্ত চিচ্ছক্তিযুক্ত বিজ্ঞানাত্মাকে ক্ষুভিত করে; তখন ঐ বিজ্ঞানাত্মা এই বিশ্বের সৃষ্টির নিমিত্ত স্বীয় উপাদানকে বিকৃত করিয়া থাকে এবং ঐ বিকারযুক্ত মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব আবির্ভূত হয়। এই অহঙ্কারতত্ত্ব কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তার আশ্রয়, যে হেতু উহা বিকৃত হইয়া ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন অর্থাৎ দেবতা সৃষ্টি করে এবং ভূতসকল কার্য্য, ইন্দ্রিয়সমূহ কারণ ও দেবতাগণ কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই অহঙ্কারতত্ত্ব বৈকারিক বা সাত্ত্বিক তৈজস বা রাজস এবং তামসভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক অহঙ্কার বিকৃত হইলে উহা হইতে দেবতা সকল উদ্ভূত হন এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতে শব্দাদি বিষয়সমূহ প্রকাশিত

হয়। রাজস অহঙ্কার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের এবং তামস অহঙ্কার শব্দের উৎপত্তিস্থান; সূক্ষ্ম শব্দ হইতে আকাশ উদ্ভূত হয় এবং ঐ আকাশ ব্রহ্মের শরীর বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়া থাকে। অনন্তর ভগবান্ আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তদীয় মায়া চিদাভাস ও কালশক্তি অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে আকাশ হইতে সূক্ষ্ম স্পর্শগুণ অর্থাৎ স্পর্শতন্মাত্র প্রকাশিত হয় এবং ঐ স্পর্শতন্মাত্র বিকৃত হইয়া বায়ুর সৃষ্টি করে। আকাশের সহিত যোগহেতু অধিকবলান্বিত বায়ু বিকৃত হইলে তাহা হইতে প্রথমতঃ রূপতন্মাত্র আবির্ভূত হইয়া লোকপ্রকাশক তেজের সৃষ্টি করে এবং ভগবানের কালাদিশক্তির প্রভাবে বায়ুসমন্বিত ঐ তেজ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া রসতন্মাত্র-দ্বারা জলের আবির্ভাব করিয়া দেয়। অনন্তর শ্রীভগবান্ তেজোবিশিষ্ট হইয়া ঐ জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার ইচ্ছাদিশক্তির প্রভাবে ঐ জল বিকারপ্রাপ্ত হয় এবং তাহা হইতে গন্ধতন্মাত্র উদিত হইলে তদ্দ্বারা পৃথিবীতত্ত্বের প্রকাশ হইয়া থাকে। হে মহাভাগ বিদুর! পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদি তত্ত্বসকলের মধ্যে পরবর্ত্তী তত্ত্ব পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্বসকলের গুণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে আকাশের একমাত্র শব্দগুণ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ; তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্বপ্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বিষ্ণুর অংশ; কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে কাল বা ইচ্ছাশক্তির চিহ্ন বিকার, মায়া-শক্তির চিহ্ন বিক্ষেপ এবং অংশশক্তির চিহ্ন চেতনা বিদ্যমান আছে; অতএব তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান ও বহুসংখ্যকহওয়ায় ব্রহ্মাণ্ডরচনায় অসমর্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বরের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব! তোমার যে পাদপদ্ম শরণাগত জনগণের তাপপ্রশমনের ছত্র স্বরূপ; যেমন পান্থগণ স্ব স্ব গৃহ প্রাপ্ত হইয়া পথি-ভ্রমণক্লেশ পরিহার করে, সেইরূপ বিবেকিগণ তোমার যে পাদমূল আশ্রয় করিয়া অনায়াসে ঘোর সংসারদুঃখ দূরে পরিহার করেন, আমরা তোমার সেই চরণারবিন্দে প্রণিপাত করি। হে পিতঃ! জীবগণ এই সংসারে ত্রিতাপে অভিহত হইয়া অন্তরে শান্তিলাভ করিতে পারে না; ভগবন্! তোমার চরণচ্ছায়া আশ্রয় করিলেই বিদ্যা বা জ্ঞানের উদয় হইয়া শান্তি অনুভূত হয়; অতএব আমরা তাহাই আশ্রয় করিলাম। যেমন পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড় হইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্ব স্ব নীড়েই প্রবেশ করে, সেইরূপ বেদসকল তোমার মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাতেই প্রবেশ করে অর্থাৎ নিখিল কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে একমাত্র তোমাকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। পরমতীর্থস্বরূপ তোমার শ্রীপদ পাপহারিণী তটিনীগণের অগ্রগণ্যা গঙ্গাদেবীর উদ্গমস্থান। ঋষিগণ অসঙ্গচিত্তে বেদবিহঙ্গগণের গতি লক্ষ্য করিয়া তোমার পদদ্বন্দ্বের অন্বেষণ করিয়া থাকেন; আমরা সেই পদদ্বন্দ্বের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। জীবগণ শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক তোমার কথা শ্রবণ করিলে তোমার শ্রীচরণ-সরোজে ভক্তি উদিত হইয়া তাহাদিগের হৃদয় পরিশোধিত হয়; তখন সেই পবিত্র হৃদয়ে বৈরাগ্যসমন্বিত জ্ঞান সমুদিত হইয়া শান্তি আনয়ন করে; অতএব আমরা তোমার সেই পাদপদ্মের আশ্রয় লইলাম। হে জগদীশ! তুমি এই বিশ্বের জন্মস্থিতিসংহারের নিমিত্ত অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া থাক; তোমার পদাম্বুজের ঈদৃশ মহিমা যে, উহার স্মরণে জীবগণের অভয়পদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে; অতএব আমরাও ঐ পদাম্বুজের শরণাপন্ন হইলাম। হে ভগবন্! যাহারা তুচ্ছ পুত্র, কলত্র, দেহ ও গেহে

'আমি' ও 'আমার' এই দুষ্ট আসক্তি বন্ধন করিয়াছে, তুমি তাহাদিগের দেহে অন্তর্যামিরূপে বাস করিলেও তোমার যে পদাম্বুজ তাহাদিগের অতীব দূরবর্ত্তী, আমরা তাহারই ভজনা করিতে অভিলাষ করি। হে উরুগায়! ভক্তগণ তোমার লীলাকথা ও বিলাস-স্মরণকীর্ত্তনাদিদ্বারা পরম কৃতার্থ হইয়া থাকেন; কিন্তু বাহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণ যাহাদিগের চিত্তকে অপহরণ করিয়াছে, ভক্তসঙ্গ ত' দূরের কথা, ভক্তদর্শনও তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; সুতরাং, সাধুসঙ্গের অভাবে তাহাদিগের ভাগ্যে হরিকথাশ্রবণের সৌভাগ্য উদিত হয় না; এই নিমিত্ত তুমি হৃদয়ে বিরাজিত থাকিলেও তাহারা তোমার পাদপদ্মলাভে বঞ্চিত হয়। হে দেব! তোমার কথা সুধা পান করিতে করিতে ভক্তি প্রবৃদ্ধ হইয়া যাঁহাদিগের অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করিয়াছে, তাঁহারা বৈরাগ্যসমন্বিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়েন এবং যাঁহারা আত্মসমাধিরূপ যোগবলে অর্থাৎ মনঃস্থৈর্য্যরূপ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বলিষ্ঠা প্রকৃতিকে জয় করিতে পারেন, তাঁহারাও তোমাতেই প্রবেশলাভ করেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে অধিক শ্রম স্বীকার করিতে হয়; সেবাপথ অবলম্বন করিলে ঈদৃশ শ্রমস্বীকারের প্রয়োজন হয় না। হে পরমেশ! আমাদিগের ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, জ্ঞানযোগদ্বারা বহুশ্রমে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে এবং সাধুসঙ্গে তোমার কথাশ্রবণাদিদ্বারা তাহা অনায়াসে লাভ করা যায়; কিন্তু যাহারা বিষয়ের প্রতি অহং-মমতাবিষ্ট, মোক্ষলাভ তাহাদিগের পক্ষে সুদূরপরাহত। হে আদিপুরুষ! আমরা তোমারই কিঙ্কর, তুমি লোকসৃষ্টির নিমিত্ত আমাদিগকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ স্বভাব-বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ; কিন্তু আমাদিগের স্বভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় আমরা তোমার ক্রীড়ার উপকরণ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া উপহার প্রদান করিতে পারিতেছি না; কারণ, আমাদিগের পরস্পর মিলিত হইবার সামর্থ্য নাই। হে অজ! যাহাতে আমরা তোমাকে যথাকালে ভোগ্যসকল সমর্পণপূর্ব্বক স্ব স্ব অন্ন ভোজন করিতে সমর্থ হই এবং যাহাতে জীব-গণ তোমাকে ও আমাদিগকে নির্বিঘ্নে পূজোপহার নিবেদন করিতে পারে, তাদৃশ শক্তি ও জ্ঞান প্রদান কর। আমরা কেহ কারণ ও কেহ কার্য্যরূপ উৎপন্ন হইয়াছি, কিন্তু তুমি আমাদিগের সকলেরই জনক; অতএব আমাদিগের বৃত্তি বা জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়া দাও। তুমি নির্বিকার পুরাণপুরুষ, তুমিই সত্ত্বাদি গুণের ও জন্মাদির জননী স্বীয় অজা মায়া-শক্তিতে সর্ব্বজ্ঞ মহত্তত্ত্বরূপ বীজ আধান করিয়াছিলে। অতএব, হে পরমাত্মন্! মহত্তত্ত্ব আমি ও অপরাপর তত্ত্বসকল যে কর্ত্তব্য-সম্পাদনের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছি, তাহা-নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হয়; যদি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, ইহাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সমুচিত শক্তি ও জ্ঞান প্রদান করিয়া এই কৃপাধীনগণকে কৃতার্থ কর।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় ঋষি কহিলেন,—পরমেশ্বর এইরূপে পরস্পরবিযুক্ত মহদাদি স্বীয় শক্তিসমূহকে বিশ্বরচনা-কার্য্যে একান্ত অসমর্থ দেখিয়া কালনাম্নী স্বকীয় শক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে যুগপৎ অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ প্রবিষ্ট হইয়া ক্রিয়াশক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসমূহের ক্রিয়া জাগরিত করিয়া পরস্পর-বিচ্ছিন্ন তাহাদিগকে সম্মিলিত করিলেন। এইরূপে ক্রিয়াশক্তি প্রবুদ্ধ হইলে ভগবৎপ্রেরিত হইয়া তাহারা স্ব স্ব অংশ-দ্বারা অধিপুরুষ অর্থাৎ বিরাড়্দেহ নির্ম্মাণ করিল। পরমেশ্বর প্রবেশ করিলে তত্ত্বসমূহের মধ্যে কেহ প্রধান হইল, কেহ বা তাহার অধীন হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইল; এক্ষণে আর কাহারও স্বাতন্ত্র্য রহিল না। এইরূপে তাহারা স্ব স্ব অংশ-দ্বারা চরাচর লোকের উপাদানরূপে পরিণত হইল বটে, কিন্তু সর্ব্বাংশে পরিণত হইয়া আপনাদিগের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিল না। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত হিরণ্ময় অধিপুরুষ কারণবারিমধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়কালে বিলীন জীবসমূহের সহিত সহস্র পরিবৎসর বাস করিলেন। অনন্তর মহত্তত্ত্বাদি উপাদানে নির্ম্মিত সেই বিরাট্ আপনাকে জীবচৈতন্যরূপে একধা, প্রাণরূপে দশধা ও আধ্যাত্মাদিরূপে ত্রিধা বিভক্ত করিলেন। এই পুরুষ পরমাত্মার অংশ ও অশেষ প্রাণীর আত্মা; ইনিই আদ্য-অবতার এবং ইহাঁতেই দেবমনুষ্যাদি প্রাণিগণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইনি অধ্যাত্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, অধিদৈব অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও অধিভূত অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূত এই তিনরূপে; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়, এই দশরূপে এবং হৃদয়ে উপহিত চৈতন্য, এই একরূপে আপনাকে বিভক্ত করিয়া থাকেন। অনন্তর পরমেশ্বর অধোক্ষজ তত্ত্বসমূহের পূর্ব্বোক্ত নিবেদন স্মরণ করিয়া তাহাদিগের বিবিধ বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা তপস্যা করিলেন, অর্থাৎ এইরূপ করিব, ইহা আলোচনা করিলেন। অনন্তর পরমেশ্বরকর্ত্তৃক প্রকাশিত সেই সমষ্টি বিরাট্ হইতে দেবতাদিগের কত-প্রকার স্থান পৃথক্ পৃথক প্রকাশিত হইল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তাঁহার মুখ নির্ভিন্ন হইলে লোকপাল অগ্নি স্বীয় অংশ বাগিন্দ্রিয়ের সহিত সেই অধিষ্ঠান মুখে প্রবেশ করিলেন; জীব উহাদ্বারা শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। বিরাট্ পুরুষের তালু প্রকাশিত হইলে লোকপাল বরুণ স্বীয় অংশ রসনেন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; এতদ্দ্বারা জীব রসগ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকে। অনন্তর নাসিকা উদ্ভিন্ন হইলে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় স্বীয় অংশ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সেই অধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলেন; এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে গন্ধগ্রহণ হইয়া থাকে। পরে লোচনদ্বয় প্রকাশিত হইলে লোকপাল আদিত্য স্বীয় অংশ দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; জীব এই ইন্দ্রিয়-দ্বারা রূপগ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকে। বিরাট্ পুরুষের চর্ম্ম নির্ভিন্ন হইলে লোকপাল অনিল স্বীয় অংশ স্পর্শেন্দ্রিয় প্রাণের সহিত অর্থাৎ প্রাণবৎ দেহব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; ইহাই স্পর্শজ্ঞানের ইন্দ্রিয়। অনন্তর কর্ণদ্বয় প্রকাশিত হইলে দিগ্দেবতাগণ স্বীয় অংশ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সেই অধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলেন; এই ইন্দ্রিয়দ্বারা

শব্দজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার ত্বক্ নির্ভিন্ন হইলে ওষধিদেবতাগণ স্বীয় অংশ রোমেন্দ্রিয়দ্বারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এই ইন্দ্রিয়দ্বারা কণ্ডূতি অনুভূত হইয়া থাকে। বিরাট্‌পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান মেঢ্র উদ্ভিন্ন হইলে প্রজাপতি দেবতা স্বীয় অংশ উপস্থেন্দ্রিয়ের সহিত সেই অধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলেন; জীব এতদ্দ্বারা আনন্দ অর্থাৎ রতিসুখ অনুভব করিয়া থাকে। অনন্তর তাঁহার গুহ্যদেশ প্রকাশিত হইলে লোকপাল মিত্র স্বীয় অংশ পায়ু ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; এই ইন্দ্রিয়দ্বারা পুরীষোৎসর্গ নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বিরাটপুরুষের হস্তদ্বয় সমুৎপন্ন হইলে স্বর্গপতি ইন্দ্র স্বীয় অংশ বার্ত্তা অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয়াদি শক্তির সহিত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; জীব এই ইন্দ্রিয়দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অনন্তর পদদ্বয় প্রকাশিত হইলে লোকপাল বিষ্ণু স্বীয় অংশ গতিশক্তির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; জীব এই ইন্দ্রিয়দ্বারা দেশান্তর গমন করিয়া থাকে। পরে তাঁহার বুদ্ধিস্থান্ হৃদয়ের একদেশ উদ্গত হইলে ব্রহ্মা স্বীয় শক্তি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের সহিত সেই অধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলেন; এই ইন্দ্রিয়দ্বারা বোদ্ধব্য বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান হইয়া থাকে। বিরাট্‌পুরুষের হৃদয় নির্ভিন্ন হইলে চন্দ্রমা স্বীয় অংশ মনের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; এতদ্দ্বারা সংকল্পাদি বিক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনন্তর তাঁহার অহঙ্কারের আস্পদ হৃদয়ের একদেশ প্রকাশিত হইলে অভিমান অর্থাৎ রুদ্র স্বীয় অংশ অহংবৃত্তির সহিত সেই অধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলেন; জীব ইহাদ্বারা মমতাদি অভিমানের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। পরে তাঁহার চিত্তের আস্পদ হৃদয়ের একদেশ সমুৎপন্ন হইলে বিষ্ণু স্বীয় অংশ চিত্তের সহিত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; এতদ্দ্বারা চেতনা অনুভূত হইয়া থাকে অনন্তর বিরাট্‌পুরুষের মস্তক হইতে স্বর্গ, পদদ্বয় হইতে ধরা ও নাভি হইতে অন্তরীক্ষলোক সমুৎপন্ন হইল; সত্ত্বাদি গুণের পরিণাম দেব ও মনুষ্যাদি প্রাণিগণ এই সকল লোকে অবস্থান করিতে লাগিল। তন্মধ্যে দেবগণ অতি উজ্জ্বল সত্ত্বগুণহেতু স্বর্গলোক, মনুষ্যগণ ও তাহাদিগের উপকরণস্বরূপ গবাদি পশুগণ রজোগুণহেতু ভূলোক এবং তমঃস্বভাবহেতু রুদ্রানুচর ভূতগণ ভগবানের নাভিস্বরূপ দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরাল অন্তরীক্ষলোক আশ্রয় করিল। হে বিদুর! এই বিরাটপুরুষের মুখ হইতে বেদ ও অধ্যাপনাদি বৃত্তির সহিত ব্রাহ্মণ উদ্ভূত হইলেন; মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণসকলের মুখ্য ও গুরু হইলেন। তাঁহার বাহুসকল হইতে বিষ্ণুর অংশ ক্ষত্রিয় পালনাদি বৃত্তির সহিত সমুদ্ভূত হইলেন; তিনি বর্ণসকলকে চৌরাদি উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। তাঁহার উরুদ্বয় হইতে কৃষ্যাদি-ব্যবসায়ের সহিত বৈশ্যের উৎপত্তি হইল; মনুষ্যগণ তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অনন্তর ভগবানের পদদ্বয় হইতে শূদ্র বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সিদ্ধির নিমিত্ত সেবাবৃত্তির সহিত আবির্ভূত হইলেন; শূদ্রকে নিকৃষ্ট মনে করিও না; কারণ, সেবাদ্বারা স্বয়ং শ্রীহরি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব, যেহেতু ঐ সকল বর্ণ ভগবানের অবয়ব, হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত তিনি ঐ সকল বর্ণের গুরু, জনক ও বৃত্তিবিধানকর্ত্তা; সুতরাং স্ব স্ব চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সকল বর্ণেরই শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীহরির আরাধনা করাই পরম ধর্ম্ম। হে বিদুর! কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব শক্তিমান্ ভগবানের যোগমায়াবলে প্রকাশিত এই বিরাট্‌রূপ সর্ব্বতোভাবে নিরূপণ করা ত দূরের কথা, উহা নিরূপণ করিব, এইরূপ মনে করাও বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি শ্রীগুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি এবং তাহার অর্থ

যেরূপ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তদনুসারে শ্রীহরির কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিতেছি; গ্রাম্য-বিষয়ের আলাপনে মলিন স্বীয় বাক্যকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত শ্রীহরির যশঃকথা কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিতেছি। শ্রীহরি যশস্বিগণের চূড়ামণি। তাঁহার গুণানুবাদই মানবের বাক্যের একান্ত লাভ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং যখন সাধুগণ শ্রীহরির লীলাকথাবর্ণনে প্রবৃত্ত হন, তখন সেই কথাসুধাপানে শ্রবণ নিয়োজিত হইলে তাহাই শ্রবণের চরম সার্থকতা। বৎস বিদুর! আদি কবি ব্রহ্মা সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যোগবিপক্ক বুদ্ধিদ্বারা কি শ্রীহরির মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারিয়াছিলেন? অধিক কি, মায়া অনন্ত বলিয়া ভগবান্ স্বয়ং স্বীয় মায়ার ইয়ত্তা করিতে অক্ষম, অপর কে ইয়ত্তা করিবে? যাঁহারা অপরের উপর মায়া বিস্তার করিতে সমর্থ, শ্রীভগবানের মায়া তাঁহাদিগকেও মোহিত করিয়া থাকে। যিনি দুজ্ঞেয় বলিয়া বাক্য ও মনের অগোচর; যাঁহাকে অবগত হইতে না পারিয়া অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা রুদ্র, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এই দেবগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, সেই ভগবানের চরণে কেবল প্রণাম করি।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—দ্বৈপায়নতনয় বিজ্ঞবর বিদুর শ্রীমৈত্রেয় মুনির পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্নদ্বারা যেন তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মন্! শ্রীভগবান্ কেবল চৈতন্যস্বরূপ ও নির্ব্বিকার; অতএব যিনি বিকাররহিত ও নিগুর্ণ, তিনি লীলাদ্বারাই বা কিরূপে ক্রিয়া ও গুণের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন? যদি বলেন, তিনি বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহাও সম্ভবপর নহে; কারণ বালকের ক্রীড়া করিবার উচ্ছা থাকে এবং অন্যান্য বালক ও বস্তু তাহাকে ক্রীড়াতে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বর নিত্যতৃপ্ত, অতএব তাঁহাতে ক্রীড়া করিবার কামনা কিরূপে উদ্রিক্ত হইতে পারে এবং তিনি অসঙ্গ ও অদ্বিতীয়, সুতরাং তিনি ভিন্ন আর কে আছে, যে তাঁহাকে ক্রীড়ার নিমিত্ত উদ্‌বোধিত করিতে পারে? আপনি ইতিপূর্ব্বে কহিলেন, ভগবান্ গুণময়ী মায়াদ্বারা অর্থাৎ যদ্‌দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বপ্রভৃতি মোহ উৎপন্ন হয় তদ্‌দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন এবং অন্তে বিলীন করিবেন; কিন্তু জীব ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহার অবিদ্যার সহিত সংযুক্ত হইবার সম্ভাবনা কি? যেমন দীপপ্রভা দেশাবরণদ্বারা আবৃত হয়, আত্মা সর্ব্বগত হওয়ায় তাঁহার জ্ঞান দেশদ্বারা আবৃত হইবার সম্ভাবনা নাই যেমন বিদ্যুৎ ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়া কালে বিলয়প্রাপ্ত হয়, আত্মার জ্ঞান সেইরূপ কালে বিলয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, তিনি নিত্য পদার্থ; যেমন অবস্থান্তর ঘটিলে স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, আত্মার জ্ঞান সেইরূপ বিলুপ্ত হইতে পারে না, কারণ, তিনি অবিক্রিয়; যেমন স্বপ্নকালে জাগ্রদবস্থায় অনুভূত বস্তুর জ্ঞান স্বতঃই বিনষ্ট হয়, আত্মার জ্ঞান সেইরূপ বিনষ্ট হইতে পারে না, কারণ, তিনি সত্যস্বরূপ;

যেমন ঘট পট হইতে বিচ্ছিন্ন, আত্মার জ্ঞান সেইরূপ অন্য বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না; কারণ, তিনি অদ্বিতীয়। শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র চিদ্‌বস্তু, সুতরাং তিনিই সর্ব্বদেহে ভোক্তা হইয়া বিরাজ করিতেছেন; অতএব জীবের আনন্দভ্রংশ ও কর্ম্ম-নিবন্ধন ক্লেশভোগ সম্ভবপর হইতে পারে না, কারণ তিনি কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ নহেন। যদি বলেন, জীবের ঐরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরেও ঐরূপ সম্বন্ধ ঘটিবার বাধা কি? হে মুনিবর! এই সংশয়সঙ্কটে পড়িয়া আমার মন খিন্ন হইতেছে: দয়া করিয়া এই গভীর মানসিক মোহ অপনোদন করুন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মুনিবর শ্রীমৈত্রেয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিদুরের পূর্ব্বোক্ত সংশয়বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবানে চিত্তসমাধান করিলেন; অনন্তর অন্তরে বিস্মিত না হইলেও বহির্ভাগে যেন বিস্ময়-প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন,—অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের ইহাই মায়া যে, জীব স্বভাবতঃ মুক্ত হইলেও তাঁহার অবিদ্যাবন্ধন ও দীনদশা প্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে; ইহা তর্কের গোচর নহে। যেমন স্বপ্নসাক্ষী পুরুষ শিরশ্ছেদ না ঘটিলেও আমার শিরশ্ছেদ হইয়াছে, এইরূপ মিথ্যা প্রতীতির বশীভূত হয়, সেইরূপ বিমুক্ত জীবও আমার বন্ধন হইয়াছে, এইরূপ ভ্রমে পতিত হন। ঈশ্বরের ঐরূপ ভ্রান্ত প্রতীতি হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, যখন জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন প্রতিবিম্বিত চন্দ্রেই জলের কম্পাদি ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আকাশস্থ চন্দ্র নিশ্চল ভাবেই অবস্থান করে; সেইরূপ আত্মাতে দেহধর্ম্ম বিদ্যমান না থাকিলেও দেহাভিমান-বশতঃ জীব বন্ধন ও সুখদুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন কিন্তু ঈশ্বর দেহাভিমানশূন্য হওয়ায় তাঁহার ঐরূপ ভ্রান্তজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই; এই ভ্রান্তজ্ঞান নিবৃত্তিধর্ম্মদ্বারা এবং ভগবান্ বাসুদেবের অনুকম্পা ও তাহাতে ভক্তিযোগদ্বারা সাধনানুসারে ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়। বৎস বিদুর! সকল অনর্থের নিবৃত্তি কখন হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীহরি দ্রষ্টা জীবাত্মারাও আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী পুরুষ; যখন ইন্দ্রিয়সকল অন্তর্মুখ হইয়া তাঁহাতে নিশ্চলভাব ধারণ করে, তখন সকল ক্লেশের অবসান হইয়া থাকে। যেমন সুষুপ্তিকালে সকল ক্লেশের বিলয় হয়, সেইরূপ তৎকালেও নিখিল ক্লেশ বিলীন হইয়া যায়। ভক্তি-যোগদ্বারাও ক্লেশনিবৃত্তি হইয়া থাকে। মুরারির গুণাবলী-শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেই যখন অশেষ ক্লেশের উপশম হইয়া থাকে, তখন যিনি শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ পরাগের সেবারতি প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি তাঁহার চরণারবিন্দ প্রেমের সহিত মানসে ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহার যে সকল অনর্থের নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহাতে আর বক্তব্য কি?

শ্রীবিদুর কহিলেন,—ভগবন্! আমার সংশয় হইয়াছিল, ঈশ্বর ও জীব উভয়েই চিৎস্বরূপ, তবে ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব ও জীবের সংসারবন্ধন কিরূপে সংঘটিত হয়; এক্ষণে আপনার যুক্তিযুক্ত বাক্যরূপ অসিদ্বারা সে সংশয় সম্যক্ ছিন্ন হইল; ঈশ্বর কিরূপে স্বতন্ত্র ও জীব পরতন্ত্র থাকেন, এই উভয় বিষয়েই আমার মতি এক্ষণে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেছে। আপনি যে বলিলেন,—জীবের সংসারক্লেশ ভগবানের মায়াকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে, বস্তুতঃ উহা স্বপ্নে স্বীয় শিরশ্ছেদনের ন্যায় মিথ্যা মূলশূন্য এবং জীবের অজ্ঞানব্যতীত এই বিশ্বের আর দ্বিতীয় মূল নাই, তাহা অতীব সমীচীন হইয়াছে। এই লোকে যে ব্যক্তি মূঢ়তম অর্থাৎ দেহাদিতে আসক্ত ও যিনি প্রকৃতির পরপারস্থিত ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই উভয়েই সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন; কারণ সংশয় তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে না, কিন্তু যিনি

এই উভয় অবস্থার মধ্যস্থলে অবস্থিত অর্থাৎ যিনি সংসারে ক্লেশদর্শন করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, অথচ স্বীয় পরমানন্দরূপ অনুভূত না হওয়ায় উহা পরিত্যাগ করিতেও পারিতেছেন না, তিনিই সমধিক ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমার সংশয় বিদূরিত হইয়াছে, আমি কৃতার্থ হইলাম। এই প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, তথাপি যে ইহা এখনও নয়নগোচর হইতেছে, উহা ইন্দ্রজালের ন্যায় প্রতীতিমাত্র। আপনাদিগের চরণসেবাদ্বারা এই মিথ্যা প্রতীতিকেও বিদূরিত করিব, সন্দেহ নাই! শ্রীভগবদ্ভক্তগণের সেবাদ্বারা কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার মধুসূদনের পদদ্বন্দ্বে প্রগাঢ় প্রেমোল্লাস সঞ্জাত হইয়া থাকে, তাহাতে সংসারপীড়া বিমর্দ্দিত অর্থাৎ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আহা! অদ্য আমি দুর্লভ ধন শ্রীভগবদ্ভক্তের আশ্রয় লাভ করিলাম! ভক্তগণ বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরির পাদপদ্মপ্রাপ্তির মার্গস্বরূপ; মহাজনগণের শ্রীমুখে দেবদেব জনার্দ্দন নিত্যই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন! অতএব মহৎসেবা হইতে হরিকথা-শ্রবণ ও তাহা হইতে শ্রীহরির চরণকমলে প্রেম উপজাত হইয়া সংসারবন্ধনের মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে।

হে ঋষিবর! আপনি বলিলেন,—শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণের সহিত মহত্তত্ত্বাদি ক্রমশঃ সৃষ্টি করিয়া উহাদিগের অংশ হইতে বিরাট্ সৃষ্টি করিলেন এবং স্বয়ং তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ইনিই সহস্র-চরণ, সহস্র-উরু ও সহস্র-বাহু-সমন্বিত আদ্য পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন এবং ইঁহারই বিরাট্ দেহে এই নিখিল লোক অসঙ্কোচে বাস করিতেছে। দশবিধ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকলকে সঞ্জীবিত রাখিয়া সহঃ, ওজঃ ও বল এই ত্রিবিধ নাম ধারণপূর্ব্বক ইঁহারই মধ্যে বাস করিতেছে এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ও ইঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এক্ষণে ইঁহার ব্রহ্মাদি বিভূতিসমূহ বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়। প্রজাগণ যে পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও গোত্রজনের সহিত বিচিত্র আকারে বাস করিতেছে, তাহাও ঐ বিভূতির অন্তর্গত; অধিক কি, এই বিশ্ব ভগবদ্বিভূতিদ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা কোন্ কোন্ প্রজাপতি, কতপ্রকার সর্গ ও অনুসর্গ এবং কোন্ কোন্ মনু ও মন্বন্তরাধিপতিগণকে সৃষ্টি করিলেন, এবং তাঁহাদিগের বংশ ও বংশধরগণের চরিত্র, এই সমস্ত বর্ণন করিয়া কৃতার্থ করুন। এই ভূলোকের ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে যে সকল ভুবন অবস্থিত আছে, তাহাদিগের ও এই ভূর্লোকের সন্নিবেশ ও পরিমাণ; জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিদ্, এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর অন্তর্গত তির্য্যক্, মনুষ্য, দেবতা, সরীসৃপ ও পক্ষী-প্রভৃতির সৃষ্টিবিভাগ; যিনি গুণাবতার হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ও তাহাদিগের আশ্রয় প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শ্রীনিবাসের উদার বিক্রম, রূপ, আচার ও স্বভাবের তারতম্যানুসারে বর্ণাশ্রমবিভাগ; ঋষিগণের জন্ম ও কর্ম্ম; বেদের বিভাগ; যজ্ঞের বিস্তার; অষ্টাঙ্গ যোগপথ; জ্ঞান ও তাহার উপায় সাংখ্যমার্গ; ভগবদাদিষ্ট পঞ্চরাত্রতন্ত্র; পাষণ্ডগণের বিষমপ্রবৃত্তি; সূতপ্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির সংস্থাপন; গুণ কর্ম্মানুসারে জীবের বহুসংখ্যক ও বহুবিধ গতি; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের পরস্পর অবিরোধে অনুষ্ঠানের উপায়; কৃষিবাণিজ্যাদি শাস্ত্র; দণ্ডনীতি অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র ও বেদশাস্ত্রের পৃথক্ পৃথক্ বিধি; শ্রাদ্ধবিধি ও পিতৃগণের সৃষ্টি; গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণের কালচক্রে অর্থাৎ দিন, রাত্রি, মাস ও বর্ষাদিতে সংস্থিতি; দান, তপস্যা, যজ্ঞ ও পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপী, কূপ ও তড়াগাদি খননের ফল; প্রবাসধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম এবং সর্ব্বধর্ম্মের আকর ভগবান্ জনার্দ্দন যে সাধনে ও যাদৃশ অধিকারীর প্রতি

প্রসন্ন হন, তৎসমুদয় কৃপা করিয়া কীর্ত্তন করুন। হে দ্বিজবর! অজিজ্ঞাসিত বিষয় যাহা বক্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাও দয়া করিয়া উপদেশ করুন; কারণ, দীনবৎসল গুরুগণ অনুগত শিষ্য ও পুত্রগণকে তাদৃশ বিষয়েরও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! তত্ত্বসমূহের কত প্রকার প্রলয় হইয়া থাকে এবং রাজা শয়ন করিলে যেমন চামরগ্রাহী কিঙ্করগণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রলয়কালে ভগবান্ যোগনিদ্রায় শয়ান হইলে কাহারা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন এবং কাহারাই বা লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? জীবের তত্ত্ব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ কি এবং কোন্ অংশেই বা উভয়ের ঐক্য আছে? গুরু ও শিষ্যের স্ব স্ব প্রয়োজন কি? উপনিষৎসমূহে কীদৃশ জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে এবং জ্ঞানিগণ ঐ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত কীদৃশ সাধন নিরূপণ করিয়াছেন? শ্রীগুরুব্যতীত জীবের জ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্যলাভের অন্য উপায় নাই; আমি অজ্ঞ, অবিদ্যা আমার জ্ঞানচক্ষুকে বিনষ্ট করিয়াছে। আপনিও জীবগণের পরম বন্ধু; অতএব শ্রীহরির লীলাকার্য্য অবগত হইবার নিমিত্ত যে সকল প্রশ্ন করিলাম, তাহাদিগের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়; কারণ, গুরু তত্ত্বোপদেশদ্বারা জীবকে যেরূপ অভয়প্রদান করিয়া থাকেন, নিখিল বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান তাহার লেশমাত্র করিতেও সমর্থ নহে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—কুরুবর বিদুর পূর্ব্বোক্ত পুরাণোক্ত বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর ভগবৎকথাপ্রসঙ্গে পরম আনন্দিত হইয়া মৃদু হাস্য করিতে করিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—আহা! আহা! এই পূরুবংশ সাধুগণের বন্দনীয় হইয়াছে, যেহেতু ভগবদ্ভক্ত লোকপাল তুমি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি প্রতিক্ষণ পদে পদে অজিতের কীর্ত্তিমালাকে নবীভূত করিতেছ। মানব অকিঞ্চিৎকর সুখের আশায় বিষম ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে; সেই ক্লেশনিবৃত্তির নিমিত্ত সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ সনৎকুমারাদি ঋষিগণের নিকট যে ভাগবত-পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সনৎকুমারাদি কুমারগণ ভগবান্ বাসুদেবের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া পাতালতলে আসীন অপ্রতিহতজ্ঞান আদিদেব সংকর্ষণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেইকালে তিনি, সুধীগণ যাঁহাকে শ্রীবাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, পরমানন্দরূপ সেই স্বীয় আশ্রয়দেবতাকে ধ্যানপথে অনুভব করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টজ্ঞানে আরাধনা করিতেছিলেন, তাঁহার নয়নকমলমুকুল অন্তর্মুখ ছিল, তিনি কৃপাবলোকনদ্বারা কুমারগণের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত নয়নযুগল ঈষৎ উন্মীলন করিলেন। ঋষিগণ সত্যলোক হইতে পাতালতলে আগমনকালে সুরধুনীর মধ্য দিয়া অবতরণ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের জটাকলাপ গঙ্গাজলস্পর্শে আর্দ্র হইয়াছিল। তাঁহারা ঐ আর্দ্র জটাজুটদ্বারা ভগবানের শ্রীচরণ যে পদ্মের উপর স্থাপিত ছিল, তাহাতে প্রণতি করিলেন; নাগরাজের কন্যাগণ পতিকামা হইয়া নানাপ্রেমোপহারদ্বারা এই চরণপদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যজ্ঞ ঋষিগণ তাঁহার লীলার স্তুতিগান করিতে লাগিলেন, অনুরাগভরে তাঁহাদিগের বচন স্খলিত হইতে লাগিল। তাঁহারা দর্শন করিলেন,—ভগবানের সহস্রকিরীটে খচিত অত্যুত্তম মণিগণের প্রভায় সুমহৎ ফণাসহস্র উদ্ভাসিত হইতেছে। হে বিদুর। এই সঙ্কর্ষণদেব নিবৃত্তিধর্ম্মে আসক্ত সনৎকুমারকে শ্রীভাগবত উপদেশ করেন; সনৎকুমার প্রার্থিত হইয়া ব্রতশীল সাংখ্যায়ন ঋষির নিকট উহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঋষিবর পরাশর তাঁহার অনুগত ছিলেন; পরমহংসপ্রধান সাংখ্যায়ন শ্রীভগবানের বিভূতিবর্ণন-মানসে মদীয় গুরুদেব পরাশর ও বৃহস্পতির নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অনন্তর পুলস্ত্যের আদেশে দয়ালু মুনিবর ইহা আমাকে উপদেশ করিয়াছেন। হে বৎস! তুমি শ্রদ্ধালু ও নিত্য অনুগত, এই নিমিত্ত আমি ইহা তোমাকে প্রদান করিতেছি।

যখন এই বিশ্ব একার্ণবজলে নিমগ্ন ছিল, সেই কালে শ্রীনারায়ণ যোগনিদ্রায় নিমীলিতনেত্র হইয়া অনন্তশয্যায় শয়ান ছিলেন; বহির্ভাগে নিদ্রিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাঁহার চিচ্ছক্তি অণুমাত্রও তিরোহিত হয় নাই। তিনি মায়াবিনোদ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপানন্দে নিমগ্ন ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করিতেছিলেন। যেমন অনল দারুমধ্যে নিরুদ্ধশক্তি হইয়া বাস করে, সেইরূপ তিনিও কারণ বারিমধ্যে স্বীয় অধিষ্ঠানে বাস করিতেছিলেন; বাহ্যবৃত্তি সর্ব্বোতোভাবে নিরুদ্ধ ছিল এবং সূক্ষ্ম ভূতসকল তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিতেছিল। তিনি সৃষ্টি করিবার মানসে স্বীয় কালশক্তিকে উদ্বোধিত করিতেছিলেন। এইরূপে সলিলমধ্যে যোগনিদ্রায় তাঁহার সহস্র চতুর্যুগপরিমিত কাল অতীত হইলে তিনি পূর্ব্বজাগরিত স্বীয় কালশক্তির প্রভাবে সৃষ্টি-ক্রিয়ায় নিযুক্ত হইয়া স্বকীয় দেহে সূক্ষ্মাকারে লীন লোকসমূহ দর্শন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতে কালশক্তির প্রভাবে রজোগুণদ্বারা ক্ষোভিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব তদীয় নাভিদেশ ভেদ করিয়া উদ্ভূত হইল। যে কাল জীবের কর্ম্মাদৃষ্টকে জাগরিত করে, সেই কালের প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত নাভিজাত বস্তু পদ্মকোষের আকার ধারণ করিয়া সহসা উত্থিত হইল; তাহার সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল কিরণচ্ছটায় বিশাল সলিলরাশি সমুদ্ভাসিত হইল। এই পদ্মই জীবগণের ভোগ্য পদার্থসকল প্রকাশ করিয়া থাকে; শ্রীনারায়ণ নিখিললোকাধার এই পদ্মে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শক্তির অণুমাত্র হ্রাস হইল না। এক্ষণে স্বয়ং বেদময় ব্রহ্মা সেই পদ্মকোষ হইতে আবির্ভূত হইলেন; ইঁহার জনক দৃষ্টিগোচর হন নাই বলিয়া ইনি স্বয়ম্ভূ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি পদ্মকর্ণিকায় অবস্থিত হইয়া যখন কোনও ভুবনাদি দেখিতে পাইলেন না, তখন লোকনিরীক্ষণের নিমিত্ত বিস্ফারিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তিনি চতুর্ম্মুখরূপে প্রকাশিত হইলেন। সেইকালে প্রলয়বায়ুদ্বারা প্রকম্পিত কারণার্ণবসলিলে সর্ব্বত্র তরঙ্গমালা সমুত্থিত হইতেছিল; কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মা সেই সলিলরাশি হইতে উদ্গত স্বীয় অধিষ্ঠান পদ্মে অবস্থিত হইয়াও পদ্মের সম্পূর্ণ আকার লোকতত্ত্ব অথবা স্বকীয় স্বরূপও সাক্ষাদ্ভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইলেন না। তিনি মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন,—এই যে আমি পদ্মের উপরি-ভাগে অবস্থান করিতেছি, আমি কে এবং এই জলমধ্যে একমাত্র এই পদ্মই বা কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? যে আধার হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই জলরাশির অভ্যন্তরে থাকিবে, সন্দেহ নাই। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই পদ্মনালের ছিদ্রপথে জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন,

কিন্তু সমীপস্থ হইয়াও এবং বহু অন্বেষণ করিয়াও ঐ পদ্মের উৎপত্তিস্থান প্রাপ্ত হইলেন না। হে বিদুর! অপার অন্ধকারে স্বীয় কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহার শতবৎসর কাল অতিবাহিত হইল। এই কালই অজ শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনরূপ শস্ত্র; ইনিই দেহিগণের ভীতি উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের পরমায়ুঃ হরণ করিয়া থাকেন। অনন্তর ব্রহ্মা বিফলমনোরথ হইয়া অন্বেষণ হইতে বিরত হইলেন এবং পুনর্ব্বার স্বীয় আধার পদ্মে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এবং ক্রমশঃ শ্বাসজয়পূর্ব্বক চিত্ত সংযত করিয়া সমাধিযোগে উপবেশন করিলেন। অনন্তর শতবৎসর অতীত হইলে তাঁহার যোগ সুসম্পন্ন হইল; পূর্ব্বে যাঁহাকে বহু অন্বেষণ করিয়াও লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে এক্ষণে স্বীয় হৃদয়মধ্যে স্বয়ং বিরাজিত দেখিতে পাইলেন। তিনি দর্শন করিলেন, এক পুরুষ মৃণালগৌর বিশাল শেষসর্পের দেহপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন এবং অনন্তদেবের ফণারূপ আতপত্রসমূহে সর্ব্বতোভাবে সংযুক্ত মস্তকসমূহে যে সকল কিরীট বিরাজিত আছে, তত্রত্য রত্নরাজির কান্তিচ্ছটায় প্রলয়পয়োধির অন্ধকার নিরস্ত হইয়াছে। যদি মরকতশিলাময় পর্ব্বত সান্ধ্যনীরদবসনে, বহুসংখ্যক সুবর্ণশিখরে এবং রত্ন, নির্ঝরধারা, ওষধি ও পুষ্প, এই বস্তুচতুষ্টয়ে গ্রথিত বনমালায় এবং বেণুরূপ হস্তে ও পাদপরূপ চরণে শোভিত হইয়া শ্রীহরির রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, তাহা হইলেও তাহা তাঁহার শ্যামলাবণ্য, পীতবসন, সমুজ্জ্বল কিরীটনিকর এবং রত্ন, মুক্তা, তুলসী ও কুসুমাবলী, এই বস্তুচতুষ্টয়ে গ্রথিত বনমালা এবং স্বীয় করচরণাবলী-সহযোগে নিরুপম রূপরাশির নিকট ম্লান হইয়া যায়। তাঁহার কমনীয় দেহ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে নিরুপম এবং লোকত্রয় এই দেহমধ্যে লীন হইয়া লুক্কায়িত রহিয়াছে; তিনি স্বভাবতঃ অতিরম্য হইলেও বিচিত্র দিব্য আভরণ ও বসন অঙ্গীকার করিয়া বেশভূষায় সমধিক সৌন্দর্য্যের নিলয় হইয়া বিরাজ করিতেছেন। যাঁহারা অভিলষিত ফলবাঞ্ছা করিয়া শুদ্ধ বেদোক্ত মার্গে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তিনি কৃপা করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় শ্রীচরণকমল সমর্পণ করিয়া থাকেন; নখচন্দ্রসমূহের কিরণজালে সমুজ্জ্বল অঙ্গুলীনিচয় ঐ চরণকমলে সুচারু-পত্ররূপে শোভা পাইতেছে। তিনি ভুবনের ক্লেশহর মৃদুহাস্য-যুক্ত, দেদীপ্যমান কুণ্ডল-মণ্ডিত, বিম্বাধরের কান্তিচ্ছটায় শোণকুসুমের ন্যায় লোহিতবর্ণ এবং সুন্দর-নাসিকা ও সুচারু-ভ্রূ-সমন্বিত মুখমণ্ডল দ্বারা ভক্তগণের সংবর্দ্ধনা করিতেছেন। তাঁহারা নিতম্বদেশ কদম্বকিঞ্জল্কের ন্যায় পীতবর্ণবসনে ও মেখলায় স্বলঙ্কৃত এবং শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল অমূল্য হারালঙ্কারে সুশোভিত। সেই ভুবনাত্মক প্রভু একটী মহাচন্দনবৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। যেমন ঐ বৃক্ষ ফলপুষ্পাদিব্যাপ্ত সহস্রশাখা-সমন্বিত, সেইরূপ তিনিও উৎকৃষ্ট-কেয়ুর ও মনিসমূহব্যাপ্ত সহস্রভুজদণ্ড-সমন্বিত; যেমন বৃক্ষের মূল অব্যক্ত অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ তাঁহারও মূল অর্থাৎ অধোভাগ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি; যেমন চন্দনবৃক্ষের স্কন্ধদেশ সর্পবেষ্টিত, সেইরূপ তাঁহারও স্কন্ধদেশ নাগেন্দ্র অনন্তদেবের অবয়বসমূহে সংস্পৃষ্ট। তিনি কখনও গিরিবরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। যেমন পর্ব্বত চরাচর প্রাণীর নিলয়স্থান, সেইরূপ তিনিও চরাচর বিশ্বের নিলয়স্থান; যেমন পর্ব্বত মহাসর্পসমন্বিত সেইরূপ তিনিও মহাসর্প অনন্তদেবে সংস্পৃষ্ট; যেমন মৈনাকাদি সলিলাবৃত, সেইরূপ তিনিও কারণজলে নিমগ্ন; যেমন সুমেরু-প্রভৃতি পর্ব্বতের শিখরাবলী হিরণ্ময়ী, সেইরূপ তাঁহারও শিরোদেশ সহস্র হিরণ্ময় কিরীটে

দেদীপ্যমান এবং যেমন পর্ব্বতগর্ভে রত্ন আবির্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারও শ্রীমূর্ত্তিমধ্যে কৌস্তুভরত্ন স্পষ্ট দৃশ্যমান হইতেছে। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে শ্রীহরি বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন,—কীর্ত্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া ভগবানের কণ্ঠলম্বিনী বনমালারূপে বিরাজিতা এবং বেদসমূহ মধুব্রতরূপে সেই বনমালার অপূর্ব্ব শ্রীসম্পাদন করিতেছে। তিনি সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু ও অগ্নির অগম্য এবং ত্রিলোকীর মধ্যে দেদীপ্যমান সুদর্শনাদি শস্ত্র রক্ষাবিধানের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে; এই নিমিত্ত তিনি প্রাণিগণের দুষ্প্রাপ্য হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর জগদ্‌বিধাতা ব্রহ্মা বিবিধ লোকসৃষ্টির মানসে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে শ্রীহরির নাভিসরোবরে সমুদ্ভূত পদ্ম, স্বকীয় স্বরূপ, জল, প্রলয়বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চপদার্থ দর্শন করিলেন। ব্রহ্মা রজোগুণনিবন্ধন প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পদার্থকেই লোকসৃষ্টির কারণরূপে অবধারণ করিলেন; অনন্তর সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বারাধ্য ভগবানে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভগবন্! বহুকাল উপাসনাদ্বারা অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আহা! দেহধারিগণের ইহাই মহান্ দোষ বলিয়া লক্ষিত হইতেছে, যে তাহারা তোমার তত্ত্ব অবগত নহে! হে প্রভো! তুমি ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে; যাহা কিছু আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, তৎসমুদায়ই অসত্য; মায়াগুণের ক্ষোভহেতু তুমিই বহুরূপে প্রতিভাত হইতেছ। চিচ্ছক্তির আবির্ভাব হেতু তমঃ অর্থাৎ মায়া তোমা হইতে চিরতরে নিবৃত্ত হইয়াছে; তুমি ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া যে রূপ প্রথম প্রকাশ করিলে, ইহাই শুদ্ধসত্ত্বময় শত শত অবতারের বীজস্বরূপ; এই রূপের নাভিপদ্মভবন হইতে আমি আবির্ভূত হইয়াছি। হে পরমেশ! তোমার যে নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ ভেদশূন্য ও আনন্দমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ আছে, যাহাতে প্রকাশস্বভাব কখনও আবৃত হয় না, তোমার এই রূপ তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না, প্রত্যুত অভিন্ন বস্তু বলিয়াই প্রতীতি জন্মিতেছে। তোমার এই মূর্ত্তিই উপাস্য মূর্ত্তি সকলের মধ্যে মুখ্য এবং ইহা হইতে বিশ্বসৃষ্টি হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা বিশ্ব হইতে পৃথক্ এবং ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের কারণ। অতএব আমি এই মূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। হে ভুবনমঙ্গল! আমাদিগের ন্যায় অব্যক্তে নিবেশিত চিত্ত উপাসকগণের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি ধ্যানকালে যে মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলে, উহা মায়িক গুণময় হইতে পারে না, সুতরাং ইহাই তোমার সচ্চিদানন্দস্বরূপ। হে ভগবন্! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যাহারা তোমার এই মূর্ত্তির সমাদর করে না, তাহারা নরকভাগী, নিরীশ্বর ও কুতর্কনিষ্ঠ, সন্দেহ নাই। বেদরূপ সমীরণ তোমার চরণাম্বুজকোষের গন্ধ বহন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; যাঁহারা কর্ণবিবরদ্বারা সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধন্য; তাঁহারা পরা ভক্তি-দ্বারা তোমার শ্রীচরণ গ্রহণ করিয়া

থাকেন। হে নাথ! তুমি ঈদৃশ ভক্তের হৃদয়পদ্ম হইতে কখনও অপসৃত হও না, প্রত্যুত নিরন্তর তাহাদিগের হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাক। জীব যে পর্য্যন্ত না তোমার অভয় পদে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহাকে ধন, জন ও দেহনাশের ভয় আক্রমণ করে; ধনাদি বিনষ্ট হইলে শোক এবং পুনর্ব্বার প্রাপ্তির নিমিত্ত স্পৃহা উৎপন্ন হয়। মনোরথ-সিদ্ধির নিমিত্ত তাহাকে বহু কদর্থনা ভোগ করিতে হয়, কিন্তু তথাপি প্রবল লোভ তাহাকে পরিত্যাগ করে না। যদি পুনরায় কথঞ্চিৎ অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে, তখন ভয়শোকাদির একমাত্র কারণ আমি ও আমার এই অসৎ আগ্রহ আসিয়া তাহার বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করে। তোমার প্রসঙ্গ নিখিল অশুভের উপশম করিয়া থাকে; যাহাদিগের ইন্দ্রিয় তোমার কথাশ্রবণাদি হইতে বিমুখ, তাহারা মন্দভাগা; দুরদৃষ্ট তাহাদিগের বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। হায়! তাহারা অতি দীন; তাহারা ক্ষণিক কামসুখলাভের আশায় লোভাভিভূতচিত্ত হইয়া নিরন্তর আপনাদিগের অহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। হে উরুক্রম! জীবগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতু, শীত, গ্রীষ্ম, বাত, বর্ষা, পুত্রকলত্রাদি স্বজন, অতি দুঃসহ কামাগ্নি ও অবিচ্ছিন্ন ক্রোধে মুহুর্মুহুঃ নিপীড়িত হইতেছে দেখিয়া আমার মন শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। হে ঈশ! যতদিন জীব ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপা দুরন্ত তোমার মায়ার প্রভাবে আত্মার দেহাদিভাব দর্শন করিবে, ততদিন এই সংসার মিথ্যা হইলেও তাহার সমীপ হইতে নিবৃত্ত হইবে না, প্রত্যুত কর্ম্মানুসারে ফলবিধান করিয়া তাহার অশেষ ক্লেশের কারণ হইবে। হে প্রভো! কেবল যে অবিবেকী ব্যক্তিই সংসার-ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা নহে; জ্ঞানী ঋষিগণও তোমার প্রসঙ্গবিমুখ ও ভক্তিহীন হইলে, তাঁহাদিগেরও সংসার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। দিবাভাগে তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়সকল নানা অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং রাত্রিতেও সুখের লেশমাত্র থাকে না, কারণ নিদ্রিত হইলেও নানা বাসনাবশে স্বপ্নদর্শন হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়; কেবল ইহাই নহে, দুরদৃষ্টহেতু মনোরথসিদ্ধির ব্যাঘাত উৎপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে অতিশোচনীয় দশায় পতিত করে। হে নাথ! যাঁহারা শাস্ত্র বা সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া তোমার পথ স্থির করিয়া তোমার আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের ভক্তিযোগদ্বারা পরিপূত হৃৎপদ্মে তুমি অধিষ্ঠান করিয়া থাক; অধিক কি, শ্রবণ ব্যতিরেকেও তোমার ভক্ত স্বেচ্ছায় যে যে রূপ ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি উপাসকের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সেই সেই মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাক। যদি সুরগণ চিত্তে কামনা পোষণ করিয়া বিবিধ পুষ্পোপহারাদি দ্বারা তোমার আরাধনা করে, তথাপি তোমার তাদৃশী প্রীতি হয় না, সর্ব্বভূতে দয়াপ্রদর্শন করিলে তোমার যাদৃশী প্রীতি হইয়া থাকে; কিন্তু অভক্তগণ সর্ব্বভূতে ঈদৃশ দয়াপ্রদর্শন করিতে একান্ত অক্ষম। তোমার ঐরূপ প্রীতি স্বভাবসিদ্ধা; কারণ, একমাত্র তুমি নিখিলভূতের অন্তরে অন্তরাত্মা ও সুহৃৎ হইয়া বিরাজ করিতেছ। অতএব, হে ভগবন্! জীব যজ্ঞাদি, দান, উগ্র তপস্যা ও সেবাপ্রভৃতি বিবিধ-কর্ম্মদ্বারা তোমার প্রীতি সম্পাদন করিবে; কারণ, তোমার প্রীতিসম্পাদন করাই ক্রিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। সকাম ধর্ম্ম কাম্যফল দান করিয়াই বিনষ্ট হয়, কিন্তু যে ধর্ম্ম তোমার শ্রীচরণে অর্পিত হয়, তাহা অবিনশ্বর। তোমার স্বরূচৈতন্যদ্বারা ভেদভ্রম সর্ব্বদাই নিরস্ত রহিয়াছে; বোধই তোমার বিদ্যাশক্তি। তুমি পরমেশ্বর; যে মায়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংসাধন করিতেছে, তাহার বিলাস তোমারই

ক্রীড়ামাত্র। আমি তোমাকেই প্রণাম করি। হে ভগবন্! তোমার নামে তোমার অবতার, গুণ ও কর্ম্মের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি অবতার হইয়া দেবকীনন্দন প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া থাক; সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল, দয়ালু, দীনবন্ধু ও দামোদরপ্রভৃতি নাম তোমার গুণ প্রকাশ করিতেছে এবং গিরিধর, কংসারি, গোবিন্দ, মধুসূদন প্রভৃতি নাম তোমার কর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাহারা অন্তকালে বিবশ হইয়াও কেবলমাত্র তোমার ঐ সকল নাম উচ্চারণ করে, তাহারা অনেক জন্মের পাপ হইতে সহসা নির্ম্মুক্ত হইয়া আবরণরহিত ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; হে অজ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি ভুবনক্রম, আদিতে একমাত্র অবস্থান করিয়া থাক; পরে সৃষ্টি, সংহার ও পালনের নিমিত্ত ব্রহ্মা, গিরিশ ও স্বয়ং বিষ্ণু এই তিনটী স্কন্ধ তোমা হইতে উদ্গত হয় এবং প্রত্যেক স্কন্ধ হইতে মরীচি-মনুপ্রভৃতি বহুসংখ্যক শাখাপ্রশাখা আবির্ভূত হইয়া থাকে। তুমি স্বয়ং প্রকৃতির মূল অর্থাৎ অধিষ্ঠানভূমি; তুমিই প্রকৃতিকে তিন গুণে বিভক্ত করিয়া এইরূপে জগদাকারে বর্দ্ধিত হইয়া থাক। হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি। যতদিন লোকসকল তোমার শ্রীমুখোক্ত পরমহিতকর তোমার অর্চ্চনায় অনবহিত হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকে, ততদিন বলবান্ কাল তাহাদিগের জীবনের আশাকেও সদ্যঃ ছেদন করিয়া দেয়, ভোগাদিবাঞ্ছা যে সুদূরপরাহত, তাহাতে আর বক্তব্য কি? হে প্রভো! তুমিই কালস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। অপরের কথা কি বলিব, স্বয়ং আমি সকললোকবন্দনীয় দ্বিপরার্দ্ধকালস্থায়ী সত্যলোকে বাস করিয়াও কালভয়ে ভীত; এই হেতু তোমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বহু তপস্যা ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; হে যজ্ঞেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বিষয়সুখে নির্লিপ্ত থাকিয়াও স্বকৃত ধর্ম্মমর্য্যাদাপালনের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবাদিযোনিতে মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া বিহার করিয়া থাক; হে ভগবন্ পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। অবিদ্যা ও অজ্ঞান, অস্মিতা বা দেহাত্মজ্ঞান, রাগ বা বিষয়াসক্তি, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বা মৃত্যুভয়, এই পাঁচটী অবিদ্যার বৃত্তি। এই অবিদ্যাই জীবকে নিদ্রামোহে পাতিত করিয়া থাকে। তুমি এই পঞ্চবৃত্তিমতী অবিদ্যা-কর্ত্তৃক অনভিভূত হইয়াও পূর্ব্বকল্পে পরিশ্রান্ত জনগণের বিশ্রামসুখ প্রদান করিবার নিমিত্ত ভীষণ উত্তালতরঙ্গ কারণার্ণবের অভ্যন্তরে সুখস্পর্শ নাগশয্যায় শয়ান হইয়া এবং লোকপরম্পরাকে জঠরমধ্যে লীন করিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়াছিলে। আমি তোমার নাভিপদ্মাধার হইতে সৃষ্ট্যাদিদ্বারা লোকত্রয়ের উপকারকরূপে আবির্ভূত হইয়াছি। এই সংসারপ্রপঞ্চ তোমার উদরে অবস্থিতি করিতেছে; এক্ষণে তুমি যোগনিদ্রার অবসানে নলিননয়ন বিকসিত করিয়া কৃতার্থ করিলে। হে সর্ব্বারাধ্য! তোমাকে নমস্কার করি।

ব্রহ্মা এইরূপে স্তব করিয়া প্রার্থনা করিলেন,—এই শ্রীভগবান্ যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা জগতের সুখবিধান করিতেছেন, আমার প্রজ্ঞাকে তাহার সহিত যোজিত করুন; যাহাতে আমি পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই। ইনি নিখিল জগতের সুহৃৎ, একমাত্র অন্তর্যামী ও প্রণতবৎসল। শরণাগতজনের বরপ্রদ শ্রীহরি ভক্তবাৎসল্যাদি বিবিধগুণে বিভূষিত হইয়া স্বীয় শক্তি রমাদেবীর সহিত অবতার গ্রহণপূর্ব্বক যে যে কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, আমার চিত্তকে সেই সেই লীলাবিষয়ে নিয়োজিত করুন। যে বিশ্ব তাঁহার বিক্রমপ্রকাশের লীলাক্ষেত্র, আমি তাঁহারই আজ্ঞায় তাহা সৃষ্টি করিব; অতএব, তাহাতে আমার যেন আসক্তি না জন্মে এবং উত্তম ও অধম প্রভৃতি

সৃষ্টিনিবন্ধন যেন বৈষম্যপাপ আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। কারণজলে শয়ান অনন্তশক্তি যে পুরুষের নাভিসরোবর হইতে বিজ্ঞানশক্তি অর্থাৎ চিত্তের অভিমানী হইয়া আমি আবির্ভূত হইয়াছি, বিচিত্র বিশ্ব তাঁহারই রূপ; এই রূপ বিস্তার করিতে গিয়া যেন আমার বেদোচ্চারণরূপ ব্রহ্মতেজ বিলুপ্ত না হয়। পরমকারুণিক পুরাণপুরুষ ভগবান্ বিশ্বের উদ্ভব ও আমার প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের নিমিত্ত সমধিক প্রেমযুক্ত মন্দহাস্য-সহকারে নয়নপদ্ম উন্মীলন করুন এবং গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মধুময় বাক্য-দ্বারা আমার বিষাদ অপনয়ন করুন।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ব্রহ্মা তপস্যা, উপাসনা ও সমাধিদ্বারা স্বীয় উৎপত্তিস্থান শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া বাক্য ও মনের সামর্থ্যানুসারে স্তব করিয়া পরিশ্রান্তের ন্যায় বিরাম করিলেন; অনন্তর শ্রীমধুসূদন প্রলয়বারি-সন্দর্শনে বিষণ্ণচিত্ত ও স্থাবরাদি-লোক নির্ম্মাণবিষয়ে অজ্ঞানতাহেতু খিন্ন ব্রহ্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া গম্ভীর বাক্য-দ্বারা তাঁহার মোহ অপনোদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—হে বেদগর্ভ! বিষণ্ণতাহেতু আলস্যের বশীভূত হইও না; সৃষ্টিবিষয়ে উদ্যম প্রকাশ কর; তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, আমি তাহা পূর্ব্বেই সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছি। তুমি পুনর্ব্বার মদ্বিষয়িণী তপস্যা ও উপাসনা আশ্রয় কর; তদ্দ্বারা স্বীয় হৃদয়মধ্যে লোকসকল স্পষ্টরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। অনন্তর ভক্তিযুক্ত ও সমাহিত হইলে দেখিবে, স্বীয় অভ্যন্তরে ও নিখিলভুবনে আমিই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছি এবং নিখিলভুবন ও জীবসকল আমারই মধ্যে অবস্থান করিতেছে। যেমন কাষ্ঠসমূহের মধ্যে অগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ আমিও সর্ব্বভূতের মধ্যে বিরাজিত আছি; জীব আমাকে এইরূপে দর্শন করিলে মোহ হইতে নির্মুক্ত হইয়া থাকে। যখন জীবন দেখিবে, তাহার আত্মা পৃথিব্যাদি ভূত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, সত্ত্বাদি গুণ ও অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্ ও স্বরূপতঃ আমার সহিত একীভূত, সেই মুহূর্ত্তেই স্বারাজ্য অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। হে ব্রহ্মন্! তোমার প্রতি আমার প্রচুর করুণা জানিবে, এই করুণাপ্রভাবে বিবিধ কর্ম্ম বিস্তারপূর্ব্বক প্রজাসৃষ্টির কালে তোমার চিত্ত অবসন্ন হইবে না। তুমি আদ্য ঋষি; তুমি প্রজাসৃষ্টি করিলেও তোমার মন আমাতেই নিবদ্ধ আছে, অতএব বিক্ষেপক রজোগুণ তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না। তুমি যে অদ্য আমাকে ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও অহঙ্কার-বিরহিত বলিয়া অবধারণ করিলে, এতদ্দ্বারাই তুমি দেহিগণের দুর্বিজ্ঞের আমার স্বরূপ অবগত হইলে। যখন তুমি পদ্মের একটী অধিষ্ঠান আছে কিনা এইরূপ সন্দিহান হইয়া পদ্মনালের ছিদ্রপথে অন্বেষণ করিয়া নিবৃত্ত হইলে, সেইকালে আমি তোমার হৃদয়মধ্যে আমার স্বরূপ দর্শন করাইলাম। হে পদ্মাসন একমাত্র আমার কথাই অভ্যুদয় অর্থাৎ পরমমঙ্গলের নিদান; তুমি যে সেই কথাঙ্কিত স্তোত্র কীর্ত্তন করিলে এবং আমার প্রতি তপোনিষ্ঠা প্রদর্শন করিলে, এই সমস্তই আমার অনুগ্রহ জানিবে। আমি লোকপরিপাল-নেচ্ছায় যে রূপ প্রকটিত করিলাম, তাহা গুণময় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তুমি যে তাহা নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া আমার স্তব করিলে, তাহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম; তোমার মঙ্গল হউক। যে ব্যক্তি এই স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করিয়া নিত্য আমার ভজনা করিবে, আমি তাহার প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বকামবরপ্রদ হইব। জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন, কূপাদিখনন, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ ও সমাধি-দ্বারা জীবের যে যে ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে, আমার প্রীতিই তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল; এতদ্-ব্যতিরেকে সমস্তই বৃথা হইয়া যায়। হে ধাতঃ!

আমিই জীবগণের আত্মা, সুতরাং প্রিয়পদার্থসকলের মধ্যে প্রিয়তম ও দোষবর্জ্জিত; দেহাদি আত্মার নিমিত্তই প্রিয় হইয়া থাকে; অতএব, আমার প্রতি জীবের অনুরাগস্থাপন বিধেয়। তুমি আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব তুমি প্রচুরপরিমাণ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির আধার এবং তুমি সর্ব্ববেদময়, সুতরাং তোমার অন্য উপদেশকের প্রয়োজন নাই। এই নিমিত্ত তুমি অন্যনিরপেক্ষ হইয়া এই ত্রৈলোক্য এবং যে সকল জীব আমার মধ্যে উপসংহৃত আছে, তৎসমুদয় পূর্ব্বকল্পের ন্যায় অভিব্যক্ত কর।

মৈত্রেয় কহিলেন,—প্রকৃতি ও পুরুষের অধিপতি পদ্মনাভ ভগবান্ এইরূপে ব্রহ্মার নিকট সৃজ্য বস্তু-সকল প্রকাশ করিয়া শ্রীনারায়ণরূপে অন্তর্হিত হইলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

দশম অধ্যায়

বিদুর কহিলেন,—হে জ্ঞানিবর! ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে লোকপিতামহ বিভু ব্রহ্মা দেহ হইতে ও সঙ্কল্প হইতে কতপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিলেন? ভগবন্! আমি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছি, তাহার আনুপূর্ব্বিক উত্তর দান করিয়া আমার সর্ব্বসংশয় ছেদন করুন। অনন্তর সূত কহিলেন,—হে ভৃগুকুলতিলক শৌনক! বিদুর এইরূপ প্রার্থনা করিলে মহামুনি মৈত্রেয় প্রীত হইয়া যথাক্রমে উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন; পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন সকল তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক ছিল, তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই। মৈত্রেয় কহিলেন,—অজ ভগবান্ যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে বিরিঞ্চি মনকে শ্রীনারায়ণে আবেশিত করিয়া দিব্য-পরিমাণ শতবৎসর তপশ্চরণ করিলেন। পদ্মযোনি দেখিলেন—তিনি যে পদ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই পদ্ম ও জলরাশি প্রলয়কালীন বিবৃদ্ধ উগ্রবীর্য্য বায়ুকর্ত্তৃক কম্পিত হইতেছে; তাহা দর্শন করিয়া তিনি দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত তপস্যা ও শ্রীনারায়ণের উপাসনাদ্বারা সম্যক্ বর্দ্ধিত বিজ্ঞান ও সামর্থের প্রভাবে সেই বর্দ্ধিত জল ও বায়ুকে পান করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার আধারপদ্মকে আকাশব্যাপী অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন,—আমি এতদ্দ্বারা পূর্ব্বকল্পে লীন লোকত্রয় সৃষ্টি করিব। এইরূপে শ্রীভগবানের সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মা সেই পদ্মকোষে প্রবেশপূর্ব্বক উহাকে তিন লোকে বিভক্ত করিলেন; ইহা বিচিত্র নহে, কারণ, ঐ পদ্মকোষ এরূপ বিশাল যে, উহা চতুর্দ্দশ ভুবন ও চন্দ্রসূর্য্যাদি বহুরূপে বিভক্ত হইবার যোগ্য। এই ত্রিলোক জীবগণের ভোগস্থান ইহা প্রতিকল্পে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে তাহারই এক প্রকার বর্ণিত হইল। এই ত্রৈলোক্য কাম্য কর্ম্মের ফলস্বরূপ, এই নিমিত্ত প্রতিকল্পে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে; কিন্তু মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য, এই লোকচতুষ্টয় ও সেই সেই লোকবাসিগণ নিষ্কাম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ। এই নিমিত্ত ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত এই সকলের বিনাশ হয় না, অনন্তর তত্রস্থ প্রায় সকলেরই মুক্তি হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন-সৃষ্টির কথা শ্রবণ করিয়া বিদুর কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! বহুরূপ অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির যে কাল

নামে এক রূপ আছে বলিলেন, তাহা কিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে এবং তাহার রূপ স্থূল বা সূক্ষ্ম, এই সকল বিষয় যথাযথ বর্ণন করুন।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—মহদাদির পরিণামদ্বারা কালের আকার অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান হইয়া থাকে, বস্তুতঃ কাল নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ মূর্ত্তিরহিত এবং আদ্যন্তহীন। ঈশ্বর এই কালকে নিমিত্তরূপে অবলম্বন করিয়া লীলাদ্বারা আপনাকে বিশ্বরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই বিশ্বমায়ার উপসংহৃত হইয়া ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; অনন্তর ঈশ্বর স্বয়ং কর্ত্তা হইয়াও এই কালকে নিমিত্ত করিয়া সেই বিশ্বকে পৃথক্ প্রকাশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ কালের স্বভাবতঃ কোন মূর্ত্তি নাই। এই বিশ্বের প্রবাহও কালেরই কার্য্য; ইহা এক্ষণে যেরূপ, পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল এবং পরেও এইরূপ থাকিবে। এই বিশ্বের সৃষ্টি নয়প্রকার; তদ্ভিন্ন আর একপ্রকার সৃষ্টি আছে, তাহা দশম সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই দশম সৃষ্টিও প্রাকৃত ও বৈকৃতভেদে দ্বিবিধ। প্রলয়ও ত্রিবিধ; যাহা কেবল কালে সংঘটিত হইতেছে, তাহাকে নিত্যপ্রলয়, যাহা দ্রব্যদ্বারা অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ-মুখাগ্নি-প্রভৃতিদ্বারা সংঘটিত হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় এবং গুণসকল স্ব স্ব কার্য্যকে গ্রাস করিলে তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় কহে। শ্রীভগবান্ হইতে প্রথমতঃ যে গুণসকলের বৈষম্য হয়, তাহাই আদ্য সৃষ্টি এবং তাহাকেই মহত্তত্ত্বের লক্ষণ জানিবে। যাহাতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাই দ্বিতীয় সৃষ্টি এবং ইহাই অহঙ্কারতত্ত্বের লক্ষণ। সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি তৃতীয়; এই সূক্ষ্মভূত হইতে মহাভূতসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি চতুর্থ। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ও মন সৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাই পঞ্চম সৃষ্টি। প্রভু পরমেশ্বর যে অবিদ্যাদ্বারা জীবের আবরণ ও বিক্ষেপ করিয়া থাকেন, সেই অবিদ্যার সৃষ্টি ষষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত ছয়-প্রকার সৃষ্টিকে প্রাকৃত সৃষ্টি কহে। অনন্তর বৈকৃত সৃষ্টি কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহাতে চিত্ত নিবেশিত হইলে সংসার নিরস্ত হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরি রজোগুণ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মার রূপ ধারণপূর্ব্বক এই লীলা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ যে ছয়প্রকার স্থাবর-সৃষ্টি হয়, তাহাই সপ্তম। তাহাদিগের বিবরণ বলিতেছি,—যাহাদের ফুল না হইয়া ফল হয়, তাহারা বনস্পতি; যাহাদিগের ফল পক্ক হইলে বিনাশ হয়, তাহারা ওষধি; বেণুপ্রভৃতি ত্বক্সার; যাহারা অপর বৃক্ষাদিকে অবলম্বন করে, তাহারা লতা; যাহারা কাঠিন্যবশতঃ অপর বৃক্ষাদিতে আরোহণ করে না, তাহারা বীরুধ্ এবং যাহাদিগের পুষ্প হইয়া ফল উৎপন্ন হয়, তাহারা দ্রুম। ইহাদিগের আহারসঞ্চার ঊর্দ্ধদিকে হইয়া থাকে; ইহাদিগের চৈতন্য অব্যক্ত ঘটে, কিন্তু ইহারা অন্তরে স্পর্শ অনুভব করিয়া থাকে—বহির্ভাগে নহে, এবং ইহারা বহুবিধ হইয়া থাকে। এক্ষণে তির্য্যক্-জাতির সৃষ্টি বর্ণন করিব, ইহাই অষ্টম সৃষ্টি। তির্য্যক্-জাতীয় প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই, ইহারা কেবল আহারগ্রহণে তৎপর ও বিবেচনাশূন্য, কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিলষিত বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের অষ্টাবিংশতি প্রকার আছে; যথা,—গো, অজ, মহিষ, কৃষ্ণমৃগ, শূকর, গবয়, রুরু, মেষ ও উষ্ট্র, এই নয়প্রকার পশু দ্বিশফ অর্থাৎ দ্বিখুরবিশিষ্ট; খর, অশ্ব, অশ্বতর গৌরমৃগ, শরভ ও চরমী, এই ছয়প্রকার পশু একশফ; কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, শশ, শল্লক, সিংহ, কপি, গজ, কূর্ম্ম ও গোধা, এই দ্বাদশপ্রকার পশু পঞ্চনখ; এই সপ্তবিংশতিপ্রকার প্রাণী ভূচর। যাহারা ভূচর নহে, তাহাদিগের উল্লেখ করিতেছি। মকরপ্রভৃতি

জলচর ও গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লুক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক ও উলুক প্রভৃতি পক্ষী খেচর; এই মিলিত অভূচর প্রাণিগণকে একসংখ্যা গণনা করিয়া সর্ব্বসমেত অষ্টাবিংশতিপ্রকার তির্য্যক্ প্রাণী সিদ্ধ হইল; অন্যান্য তির্য্যক্ প্রাণিসকলকে ইহাদিগের মধ্যে যথাযথ অন্তর্ভাবিত করিতে হইবে।

হে বিদুর! এক্ষণে নবম সৃষ্টির উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর; ইহাই মনুষ্যসৃষ্টি, ইহা একবিধ। অধোদিকে আহারসঞ্চার হয় বলিয়া মনুষ্যকে অর্ব্বাক্স্রোতা কহে। মনুষ্য সকল রজঃপ্রধান ও কর্ম্মানুরক্ত; ইহারা দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত স্থাবর, তির্য্যক্ ও মনুষ্য বৈকৃত সৃষ্টি এবং প্রাকৃত সৃষ্টির বর্ণনকালে যে বৈকারিক দেবসৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছি, সেই সকল দেবতা তত্ত্বসমুদয়ের অধিষ্ঠাত্রী; কিন্তু যে সকল দেবতা তদপেক্ষা ন্যূন, তাঁহারা বৈকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত। সনৎকুমারাদি কুমারগণকে প্রাকৃত ও বৈকৃত এই উভয়াত্মক বলা যাইতে পারে; যেহেতু তাঁহাদিগের মধ্যে দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয় ধর্ম্মই বিদ্যমান। বৈকৃত দেবসৃষ্টিও অষ্টবিধ, তন্মধ্যে বিবুধগণ, পিতৃগণ ও অসুরগণ, এই তিন প্রকার; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা এক শ্রেণীর অন্তর্গত এবং যক্ষ ও রক্ষঃ; সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর; ভূত, প্রেত ও পিশাচ; ইহারা এক এক শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্নর-কিম্পুরুষপ্রভৃতি অন্য এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। হে বিদুর! পরমেশ্বর ও ব্রহ্মা যে দশপ্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিলাম; এক্ষণে বংশ ও মন্বন্তরসকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এইরূপে সত্যসঙ্কল্প শ্রীহরি কল্পসকলের রজোগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হইয়া স্বয়ং স্বীয় স্বরূপদ্বারা স্বীয় স্বরূপকে উপাদান করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ক্ষিতিপ্রভৃতি যাহা উৎপন্ন বস্তু, উহাদিগকে কার্য্য কহে, ঐ কার্য্যের যে চরম অংশ অর্থাৎ যাহাকে আর বিভাগ করিতে পারা যায় না, যাহা কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অথবা যাহা অন্যের সহিত মিলিত হয় নাই এবং যাহা কার্য্যাবস্থা বা মিলনাবস্থা না থাকিলেও সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, তাহাকে পরমাণু কহে। পরমাণু দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার মিলনে বস্তু উৎপন্ন হইলে, যদিও উহা বহুসংখ্যক পরমাণুর সমষ্টি, তথাপি উহা একমাত্র বস্তু বলিয়া মনুষ্যের ভ্রম উৎপন্ন হয়। ইহাই পরমাণুর অস্তিত্বসম্বন্ধে প্রমাণ অর্থাৎ শরীরাদি কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব-সংযোগ উৎপন্ন; অতএব ঐ সকল অবয়বের মূলীভূত কারণ পরমাণু অবশ্যই আছে, এইরূপ কল্পনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। যে সকল কার্য্যবস্তুর সূক্ষ্মতম অংশকে পরমাণু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল, যখন সেই সকল বস্তু সেইরূপ অবস্থাতেই অবস্থান করে অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব্বে যখন নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ স্ব স্ব কারণে লীন হয় নাই, সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে এক বলিয়া গণনা করিয়া তাহাদিগের সমষ্টিকে পরম মহান্ কহে। যদিও প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব আছে এবং এক বস্তু অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন, তথাপি

বুদ্ধিদ্বারা ঐ সকল পার্থক্য তিরোহিত করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে এক বলিয়া ধারণা করিলে যে পরিমাণ অনুভূত হইবে, তাহাই পরমমহৎ পরিমাণ। এইরূপ কালও সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে অনুমিত হইয়া থাকে। ভগবান্ কাল শ্রীহরির শক্তি এবং স্বরূপতঃ অব্যক্ত ও উৎপত্তিপ্রভৃতি বিষয়ে দক্ষ; ইনি পরমাণু প্রভৃতি অবস্থা-ভোগদ্বারা ব্যক্তপদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। সূর্য্য যে পরিমিত কালে পরমাণু-পরিমিত দেশ অতিক্রম করেন, তাহাকে পরমাণুকাল কহে এবং যে পরিমিত কালে পরমাণুসমষ্টিরূপ ভুবনকোষ অতিক্রম করেন, তাহাকে পরমমহান্ কাল কহে। দুইটি পরমাণুর সমষ্টিকে অণু অর্থাৎ দ্ব্যণুক এবং তিনটা দ্ব্যণুকের সমষ্টিকে ত্রসরেণু কহে। যখন গবাক্ষরন্ধ্রে সূর্য্যরশ্মি গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, তখন সেই আলোকরেখায় যে ক্ষুদ্র কণসমূহ আকাশপথে উৎপতিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই ত্রসরেণু। যে কাল তিনটা ত্রসরেণুকে ভোগ করে, তাহাকে ত্রুটি কহে। এক শত ত্রুটিতে এক বেধ ও তিন বেধে এক লব হয়। তিন লবে এক নিমেষ ও তিন নিমেষে এক ক্ষণ হইয়া থাকে। পঞ্চ ক্ষণে এক কাষ্ঠা, পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু, পঞ্চদশ লঘুতে এক নাড়িকা অর্থাৎ দণ্ড, দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত এবং ছয় বা সাত দণ্ডে মনুষ্য এক যাম অর্থাৎ প্রহর গণনা করিয়া থাকে। যদি ছয়পল তাম্রে একটা পাত্র এরূপভাবে নির্ম্মিত হয় যে, তাহা এক-প্রস্থ পরিমিত জল ধারণ করিতে পারে এবং যদি তাহাতে চারিমাষা স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত চারি অঙ্গুলী দীর্ঘ একটী শলাকাদ্বারা ছিদ্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে যে পরিমিতকালের মধ্যে উহাতে প্রস্থপ্রমাণ জল প্রবেশ করিয়া উহাকে জলমগ্ন করে, সেই পরিমাণকালের নাম দণ্ড। চারি প্রহরে মনুষ্যে এক দিবামান ও চারি প্রহরে এক রাত্রিমান হইয়া থাকে; ইহাই মনুষ্যের এক অহোরাত্র। পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ; পক্ষ শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে দ্বিবিধ। দুই পক্ষে মনুষ্যের এক মাস হয়, কিন্তু পিতৃলোকের উহা এক অহোরাত্র; মনুষ্য দুই মাসে এক ঋতু ও ছয় মাসে এক অয়ন গণনা করিয়া থাকে। অয়ন দ্বিবিধ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ; কিন্তু উত্তরায়ণ দেবগণের দিবস ও দক্ষিণায়ণ রাত্রি। দ্বাদশ মাসে মনুষ্যের এক বৎসর; এইরূপে শত বৎসর মনুষ্যের পরমায়ুঃ নিরূপিত আছে। চন্দ্রাদি গ্রহ, অশ্বিনীপ্রভৃতি নক্ষত্র এবং অন্যান্য তারা কালচক্রের অবয়ব; কালাত্মা বিভু সূর্য্য এই কালচক্রে অবস্থিত থাকিয়া পরমাণুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশরাশিরূপ ভুবনকোষ পর্য্যটন করেন; ইহাতে যে কাল অতিবাহিত হয়, তাহাই সংবৎসর। দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করিতে বৃহস্পতিগ্রহের যে পরিমিত কাল অতিবাহিত হয়, তাহার নাম পরিবৎসর এবং সাতাইশ নক্ষত্রে চন্দ্রের ভোগকালানুসারে দ্বাদশ মাসে এক অনুবৎসর হইয়া থাকে। ত্রিশ দিনে মাস ধরিয়া দ্বাদশমাসে এক ইড়াবৎসর এবং সাতাইশ নক্ষত্রানুসারে সাতাইশ দিনে মাস গণনা করিয়া দ্বাদশ মাসে এক বৎসর অভিহিত হইয়া থাকে! বীজাদিতে অঙ্কুরাদি কার্য্যের শক্তি নিহিত আছে; যে তেজোমণ্ডলরূপী সূর্য্য স্বীয় কাল-শক্তিদ্বারা বীজাদির শক্তিকে বহুরূপে কার্য্যের অভিমুখী করিয়া অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করেন, যিনি আয়ুঃ হরণ করিয়া মনুষ্যের বিষয়মোহ বিদূরিত করেন এবং যিনি সকাম ব্যক্তিগণের কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযুক্ত কাল জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাহাদিগকে যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বর্গাদিসুখের অধিকারী করেন, অতএব ধার্ম্মিকগণের সেই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ বৎসরের প্রবর্ত্তক দেবতার অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীবিদুর কহিলেন,—হে ঋষিবর! পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণের স্ব স্ব বর্ষগণনানুসারে এক শত

বৎসর পরমায়ুর বিষয় বর্ণনা করিলেন; এক্ষণে যে সকল জ্ঞানিগণ ত্রৈলোক্যের বহির্ভাগে অর্থাৎ মহর্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত লোকসকলে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের আয়ুঃ-পরিমাণ বলিতে আজ্ঞা হয়। আপনি ভগবান্ কালের স্বরূপ অবগত আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, যোগিগণ যোগসিদ্ধ নেত্র দ্বারা সমস্ত বিশ্ব দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীমৈত্রেয় উত্তর করিলেন,—সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগ; কোন যুগের প্রথম ভাগকে সন্ধ্যা ও শেষ ভাগকে সন্ধ্যাংশ কহে। দেবতাদিগের দ্বাদশ-সহস্র বৎসরে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত চতুর্যুগ নিরূপিত হইয়া থাকে। সত্যযুগ চারি সহস্র বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে চারি শত বৎসর; এইরূপে ত্রেতাযুগ তিন সহস্র, দ্বাপর দুই সহস্র, কলিযুগ এক সহস্র বৎসর এবং তাহাদিগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ যথাক্রমে তিন শত, দুই শত ও এক শত বৎসর। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্ত্তী কালের নাম যুগ। যুগধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, যে যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত আছে, সেই যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশেও সাধারণতঃ মনুষ্যের সেই ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। সত্যযুগে চতুষ্পাদ্ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম মনুষ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে; পরে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে এক এক পাদ অধর্ম্মের বৃদ্ধি হাওয়ায় ধর্ম্মের এক এক পাদ হ্রাস হইতে থাকে। অতএব ত্রেতা প্রভৃতি যুগে অধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করিয়া সম্পূর্ণ ধর্ম্ম আচরণ করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়া বিধেয়। বৎস বিদুর! ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক, এই ত্রিলোকীর বহির্ভাগে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকে এক সহস্র চতুর্যুগে এক দিবস হয়; উহাই ব্রহ্মার এক দিন এবং তৎপরিমিত কালে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়; ঐ রাত্রিকালে ব্রহ্মা নিদ্রা অবলম্বন করিয়া থাকেন। অনন্তর নিশাবসানে সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং যে কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিনমান চলিতে থাকে, সেই কালের মধ্যে চতুর্দ্দশ মনু রাজত্ব করিতে থাকেন। এক এক মনুর অধিকারকাল কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি চতুর্যুগ। মন্বন্তরসকলের স্থিতিকালে সায়ম্ভুবাদি মনুগণও সেই সেই মনুর বংশধর নৃপতিগণ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকেন; কিন্তু সপ্তর্ষিগণ, দেবগণ ইন্দ্রসমূহ ও তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী গন্ধর্ব্বাদি দেবগণ স্ব স্ব মন্বন্তরে যুগপৎ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এই ত্রৈলোক্যসৃষ্টি ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টি; এই সৃষ্টি; মধ্যে পশুপক্ষি প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনি, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ ও দেবগণের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জন্ম হইয়া থাকে। প্রতি মন্বন্তরে ভগবান্ সত্ত্বময় পুরুষাকার মন্বন্তরাবতারমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক মন্বাদিদ্বারা এই বিশ্বের রক্ষা করিয়া থাকেন। অনন্তর দিবাবসানে তমোগুণের লেশ অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় বিক্রমের উপসংহার করেন অর্থাৎ ভূরাদিলোকত্রয়ের উপসংহার করেন এবং ত্রৈলোক্যের জীবসমূহকে স্বীয় দেহে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া মায়িক লীলাবিনোদ পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করেন। এইরূপে নিশা প্রবৃত্ত হইলে ভূরাদি-লোকত্রয় চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত আপনা-আপনি শ্রীভগবানে প্রবেশ লাভ করে। শ্রীভগবানের শক্তিস্বরূপ সঙ্কর্ষণমুখাগ্নিদ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ হইতে থাকিলে ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণ উত্তাপপীড়িত হইয়া মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করেন। সেই কল্পনান্তকালে সমুদ্র সকলের বারিরাশি বর্দ্ধিত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া এবং প্রচণ্ড বাতাঘাতে উর্ম্মিমালা বিস্তার করিয়া সত্বঃ ত্রিভুবন প্লাবিত করিয়া ফেলে। শ্রীহরি সেই সলিলমধ্যে অনন্তাসনে শয়ন করেন; তাঁহার নয়নযুগল যোগনিদ্রায় নিমীলিত হয় এবং মহর্লোক হইতে সমাগত ঋষিগণ ও জনলোকবাসী অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে থাকেন। কালাত্মা

সূর্য্যের গতিদ্বারা প্রকাশিত ঈদৃশ অহোরাত্রের আবর্ত্তনে সঞ্জাত শত বর্ষকাল প্রাণিগণের পরমায়ুঃ অর্থাৎ আয়ুষ্কালের চরম পরিমাণ; এই ব্রহ্মারও যে আয়ুঃ, তাহাও গতপ্রায়। তাঁহার জীবিতকালের অর্দ্ধাংশকে পরার্দ্ধ কহে; পূর্ব্বপরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে, অদ্য শেষ পরার্দ্ধের প্রথম দিন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বপরার্দ্ধের আদিতে মহান্ ব্রাহ্ম কল্প হইয়াছিল এবং সেই কল্পে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তিনি শব্দব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বার্দ্ধের অবসানে সে কল্প আরম্ভ হইয়াছে, জ্ঞানিগণ উহাকে পাদ্মকল্প কহিয়া থাকেন; যেহেতু এই কল্পে শ্রীনারায়ণের নাভিসরোবর হইতে ত্রিভুবনাত্মক কমল উৎপন্ন হইয়াছিল। এই পাদ্মকল্পই বারাহকল্প নামে অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ, এই কল্পে শ্রীহরি শূকররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এই দ্বিপরার্দ্ধকাল কোন কোন শাস্ত্রে ভগবানের নিমেষ বলিয়া উল্লিখিত আছে, বস্তুতঃ তাহা অভিপ্রায় নহে, কেবল আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে মাত্র; কারণ, ভগবান্ কাল প্রভৃতি নিখিল জগতের কারণ, এই নিমিত্ত তিনি কালের অতীত, সুতরাং অনাদি ও অনন্ত এই হেতু বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত যে কাল, উহা দেহগৃহাদিতে আসক্ত প্রাণিগণের উপর প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ; কিন্তু উহা ভূমা অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভগবানের উপর আধিপত্য করিতে একান্ত অসমর্থ। এই ব্রহ্মাণ্ডকোষ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ-মহাভূত, এই ষোড়শ বিকারপদার্থ এবং প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্ট প্রকৃতি-দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা অন্তর্ভাগে পঞ্চাশৎ-কোটি যোজন-বিস্তৃত এবং বহির্ভাগে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব এই সপ্ত আবরণে আবৃত। এই ব্রহ্মাণ্ডের যত পরিমাণ, প্রথম আবরণ ক্ষিতির তাহার দশগুণ পরিমাণ; এইরূপে পরবর্ত্তী প্রত্যেক আবরণ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আবরণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশগুণ বৃহত্তর। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এবং এতদ্ভিন্ন ঈদৃশ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাণুর ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; তিনি সকল কারণের কারণ অক্ষর ব্রহ্ম; তিনিই পরমপুরুষ সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর! কালরূপী পরমাত্মার প্রভাব তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম; এক্ষণে বেদগর্ভ ব্রহ্মা যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মা প্রথমতঃ অবিদ্যার পাঁচটী বৃত্তি অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত অবস্থা সৃষ্টি করিলেন; তাহারা যথাক্রমে তমঃ অর্থাৎ স্বরূপের অপ্রকাশ; মোহ অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি; মহামোহ অর্থাৎ ভোগেচ্ছা; তামিস্র অর্থাৎ ভোগেচ্ছার প্রতিঘাতে ক্রোধ এবং অন্ধতামিস্র অর্থাৎ ভোগেচ্ছার নাশে আমিই নষ্ট হইলাম, এইরূপ বুদ্ধি। ব্রহ্মা এই পাপকারিণী নিজ সৃষ্টি দর্শন করিয়া আপনাকে প্রশংসাযোগ্য মনে করিলেন, না, এই নিমিত্ত শ্রীভগবানের ধ্যানে অন্তঃকরণকে পবিত্র করিয়া অন্যান্য সৃষ্টি করিলেন।

এইরূপে আত্মভূ ব্রহ্মা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার, এই চারিজন নিষ্ক্রিয় ঊর্দ্ধরেতাঃ মুনিকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—পুত্রগণ! তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর। তাঁহারা মোক্ষনিষ্ঠ ও বাসুদেবপরায়ণ; সুতরাং সৃষ্টিক্রিয়ায় তাঁরাদিগের প্রবৃত্তি হইল না। পুত্রগণ তাঁহার অনুশাসন অবজ্ঞা করিলে ব্রহ্মার দুর্বিষহ ক্রোধ উৎপন্ন হইল; তখন তিনি উহা দমন করিবার উপক্রম করিলেন। তিনি বিবেকদ্বারা সেই ক্রোধের নিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেও সেই ক্রোধ প্রজাপতির ভ্রূদ্বয়ের মধ্য হইতে নীললোহিত কুমার-রূপে সদ্য উৎপন্ন হইল। এইরূপে দেবতাগণের আদিভূত ভগবান্ ভব উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—হে জগদ্‌গুরো বিধাতঃ! আমার নাম ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন। ভগবান্ পদ্মযোনি তাঁহার বাক্য পরিপালন করিবার অভিপ্রায়ে সস্নেহ-বাক্যে বলিলেন,—রোদন করিও না, আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধ করিব; হে সুরশ্রেষ্ঠ! যেহেতু তুমি উদ্বিগ্ন হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিলে, এই হেতু লোকে তোমাকে 'রুদ্র' নামে অভিহিত করিবে। হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী, সূর্য্য, চন্দ্র ও তপস্যা, এই কয়েকটী স্থান আমি তোমার নিমিত্ত পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। মন্যু, মনু, মহিনস, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতাঃ ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত, এই একাদশ নামে তুমি বিখ্যাত হইবে এবং ধী, ধৃতি, উশনা, উমা, নিযুৎ, সর্পিঃ, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা ও দীক্ষা, এই একাদশ শক্তি তোমার পত্নী হইবেন; এই সকল নাম, স্থান ও পত্নীগণকে অঙ্গীকার কর এবং যেহেতু তুমি প্রজাপতি, এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত নাম, স্থান ও পত্নীসংযুক্ত হইয়া বহুসংখ্যক প্রজা সৃষ্টি কর। এইরূপে জনক আদেশ করিলে ভগবান্ নীললোহিত স্বীয় বল, আকৃতি ও তীব্রস্বভাবের অনুরূপ আপনার ন্যায় প্রজাসকল সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর রুদ্রসৃষ্ট অসংখ্য রুদ্রমূর্ত্তিসকল চতুর্দ্দিকে জগৎ গ্রাস করিতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা শঙ্কিত হইলেন এবং বলিলেন,—হে সুরোত্তম! এই প্রকার প্রজাসৃষ্টির প্রয়োজন নাই; তোমার সৃষ্ট প্রজাগণ তীব্র নেত্রানল-দ্বারা দশদিক্ ও আমাকেও দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, অতএব তুমি তপস্যা কর; তোমার মঙ্গল হউক। তপস্যা সর্ব্বভূতের হিতকরী; তুমি তপস্যাদ্বারা পূর্ব্বকল্পের ন্যায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করিবে। জীব তপস্যাদ্বারাই পরজ্যোতিঃ অর্থাৎ সমস্ত জ্যোতিঃ-পদার্থেরও প্রকাশক সর্ব্বভূতের হৃদয়বিহারী ভগবান্ অধোক্ষজকে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকে।

মৈত্রেয় কহিলেন,—এইরূপে রুদ্র স্বয়ম্ভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তপশ্চরণের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ধ্যাননিরত হইলে ভগবচ্ছক্তিযুক্ত ব্রহ্মার আর দশটী পুত্র উদ্ভূত হইলেন; তাঁহাদিগের নাম—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা; পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ; ইহাঁরা লোকবিস্তারের হেতুভূত। নারদ তাঁহার উৎসঙ্গ অর্থাৎ ক্রোড় হইতে, দক্ষ অঙ্গুষ্ঠ হইতে, বশিষ্ঠ প্রাণ হইতে, ভৃগু ত্বক্ হইতে, ক্রতু কর হইতে, পুলহ নাভি হইতে, পুলস্ত্য কর্ণদ্বয় হইতে, অঙ্গিরা মুখ হইতে, অত্রি নেত্রদ্বয় হইতে ও মরীচি মন হইতে উৎপন্ন হইলেন। ধর্ম্ম তাঁহার দক্ষিণ স্তন হইতে আবির্ভূত হইলেন; এই ধর্ম্মে নারায়ণ স্বয়ং বিরাজিত আছেন। ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি হইল; লোকসকলের ভীতিপ্রদ মৃত্যু এই অধর্ম্মে বাস করিয়া থাকে। অনন্তর তাঁহার হৃদয়ে কাম, ভ্রূদ্বয়ে ক্রোধ, অধরোষ্ঠে লোভ, মুখে সরস্বতী, জননেন্দ্রিয়ে সিন্ধুসকল ও গুহ্যদ্বারে পাপপ্রবর্ত্তক রাক্ষস উৎপন্ন হইল। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার ছায়া হইতে দেবহূতির পতি প্রভু কর্দ্দম জন্মগ্রহণ করিলেন; এইরূপে

ব্রহ্মার দেহ ও মন হইতে এই জগৎ আবির্ভূত হইল।

বৎস বিদুর! আমি শুনিয়াছি একদা ব্রহ্মা স্বীয় সুন্দরী দুহিতা সরস্বতীকে দর্শন করিয়া কাম-মোহিত হইলেন; কিন্তু সরস্বতী দেবীর ভাব তাঁহার প্রতি অতিবিশুদ্ধই ছিল। মরীচিপ্রভৃতি ঋষিগণ পিতাকে ঈদৃশ অধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট দেখিয়া বিশ্বস্তভাবে বলিলেন,—পিতঃ! আপনি যে প্রভু হইয়াও কামের বশীভূত হইয়া স্বীয় কন্যা-গমনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ব্রহ্মাদি দেবগণ ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই এবং পরবর্ত্তী কেহও এরূপ নিকৃষ্ট আচরণ করিবেন না। হে জগদ্গুরো! ইহা তেজস্বিগণেরও কীর্ত্তিকর নহে; কারণ আপনাদিগের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া লোক শ্রেয়োলাভ করিবে।

পূর্ব্বোক্তবাক্যে ব্রহ্মার প্রবোধ হইল না দেখিয়া তাঁহারা শ্রীভগবৎকৃপাপ্রার্থী হইয়া কহিলেন,—যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা আত্মস্থ বিশ্বকে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করুন; আমরা সেই শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম করি। প্রজাপতিপতি ব্রহ্মা মরীচ্যাদি পুত্রগণকে সমক্ষে পূর্ব্বোক্তবাক্য কহিতে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া সেই তনু ত্যাগ করিলেন এবং দিক্‌সকল সেই নিন্দনীয়া তনু ধারণ করিলেন; উহাই তমোময় নীহাররূপে অভিহিত হইয়া থাকে। অনন্তর একদা ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন, আমি পূর্ব্বকল্পের ন্যায় কিরূপে লোকসকলকে যথাযথ সৃষ্টি করিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইতে চতুর্ব্বেদ আবির্ভূত হইল এবং চাতুর্হোত্র অর্থাৎ হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা এই যাজ্ঞিকচতুষ্টয়ের কর্ম্ম, কর্ম্মতন্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞবিস্তার, আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদসমূহ, নীতি-শাস্ত্র, ধর্ম্মের পাদচতুষ্টয়, চতুরাশ্রম ও সেই সেই আশ্রমোচিত বিধিসমূহ প্রকাশিত হইল।

শ্রীবিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তপোধন! প্রজাপতিগণের স্বামী ব্রহ্মা মুখসমূহ হইতে বেদসকল সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু কোন্ কোন্ পদার্থ কোন্ কোন্ অঙ্গ হইতে সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই বেদচতুষ্টয় এবং শাস্ত্র অর্থাৎ হোতৃনামক যাজ্ঞিকের কর্ম্ম, ইজ্যা অর্থাৎ অধ্বর্য্যুনামক যাজ্ঞিকের কর্ম্ম, স্তুতিস্তোম অর্থাৎ উদ্গাতৃনামক যাজ্ঞিকের কর্ম্ম ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখচতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে উদ্ভূত হইল। এইরূপে তাঁহার পূর্ব্বাদি মুখচতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা এবং স্থাপত্য অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্রের আবির্ভাব হইল। অনন্তর সর্ব্বদর্শন প্রভু ইতিহাস ও পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ সমস্ত মুখ হইতে সৃষ্টি করিলেন। পরে তাঁহার পূর্ব্বমুখ হইতে ষোড়শী ও উক্‌থনামক যজ্ঞদ্বয় দক্ষিণমুখ হইতে পুরীষী ও অগ্নিষ্টোমনামক যজ্ঞদ্বয়, পশ্চিমমুখ হইতে আপ্তোর্যাম ও অতিরাত্রনামক যজ্ঞদ্বয় এবং উত্তর মুখ হইতে বাজপেয় ও গোসবনামক যজ্ঞদ্বয় উদ্ভূত হইল। এইরূপে তিনি বিদ্যা অর্থাৎ শৌচ, দান অর্থাৎ দয়া, তপস্যা ও সত্য, এই ধর্ম্মের পাদচতুষ্টয় এবং যথাযথ বৃত্তির সহিত ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রম সৃষ্টি করিলেন। আশ্রমাদির বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্য চতুর্ব্বিধ,—যখন ব্রহ্মচারী উপনয়নানন্তর সংযত হইয়া ত্রিরাত্র গায়ত্রী অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যকে সাবিত্র ব্রহ্মচর্য্য কহে; যখন তিনি সংযম অবলম্বন করিয়া সংবৎসরকাল ব্রতাচরণ করেন, তখন সেই ব্রহ্মচর্য্যকে প্রাজাপত্য ব্রহ্মচর্য্য কহে; যতদিন ব্রহ্মচারী সংযত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহার সেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রাহ্ম ব্রহ্মচর্য্য-নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং যে ব্রহ্মচারী মরণপর্য্যন্ত সংযম অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই ব্রহ্মচর্য্যকে বৃহৎ ব্রহ্মচর্য্য কহে। গৃহস্থের বৃত্তিও চারিপ্রকার

—অনিষিদ্ধ কৃষিপ্রভৃতি বৃত্তিকে বার্ত্তা কহে; যাজনাদি বৃত্তির নাম সঞ্চয়; অযাচিত বৃত্তিকে শালীন কহে, ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদির শীর্ষসংগ্রহের নাম শিল এবং ক্ষেত্রে পতিত এক একটী ধান্য সংগ্রহকে উঞ্ছ কহে। বানপ্রস্থাশ্রমীও চতুর্ব্বিধ,—যাঁহারা অকৃষ্টপচ্যবৃত্তি অর্থাৎ পতিত ক্ষেত্রে স্বয়ং-পক্ব ফলাদি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগকে বৈখানস কহে; যাঁহারা নব অন্ন প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত অন্ন পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের নাম বালিখিল্য; যাঁহারা প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া প্রথমে যে দিক্ দর্শন করেন, সেই দিক্ হইতে আহৃত ফলাদিদ্বারা জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে ঔডুম্বর এবং যাঁহারা স্বয়ং-পতিত ফলাদি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগকে ফেনপ কহে। সন্ন্যাসাশ্রমীও চতুর্ব্বিধ,—যিনি প্রধানতঃ স্বীয় আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার নাম কুটীচক; যিনি কর্ম্মকে অপ্রধান করিয়া প্রধানতঃ জ্ঞানাভ্যাস করেন, তাঁহাকে বহুেবাদ কহে; যিনি কেবল জ্ঞানাভ্যাসে রত, তিনি হংস এবং যিনি তত্ত্বলাভ করিয়াছেন, তিনি নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ পরমহংস নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যে যাঁহাদিগের নাম পরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত আশ্রমিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনন্তর পদ্মযোনির পূর্ব্বাদি মুখচতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরূপ মোক্ষবিদ্যা, ত্রয়ী অর্থাৎ স্বর্গাদির হেতুভূতা কর্ম্মবিদ্যা, বার্ত্তা অর্থাৎ জীবিকার উপায়-স্বরূপ কৃষ্যাদিবিদ্যা এবং দণ্ডনীতি অর্থাৎ রাজনীতি আবির্ভূত হইল। এইরূপে তাঁহার পূর্ব্বাদিমুখ হইতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ও ভূর্ভুবঃস্বঃ এই চতুর্ব্যাহৃতির আবির্ভাব হইল। অনন্তর ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে প্রণব, লোমসকল হইতে উষ্ণিক্ছন্দঃ, ত্বক্ হইতে গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ, স্নায়ু হইতে অনুষ্টুপ্ছন্দঃ, অস্থি হইতে জগতীচ্ছন্দঃ, মজ্জা হইতে পঙ্ক্তিচ্ছন্দঃ এবং প্রাণ হইতে বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রকাশিত হইল।

অনন্তর মৈত্রেয় কহিলেন,—বৎস বিদুর! মহাকল্পে ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মরূপ অর্থাৎ বেদময় ছিলেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে ঐ রূপের বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ককারাদি মকারান্ত-পর্য্যন্ত স্পর্শবর্ণসমূহ তাঁহার জীব, স্বরবর্ণ সকল তাঁহার দেহ, উষ্মবর্ণসমূহ তাঁহার ইন্দ্রিয় ও অন্তস্থবর্ণ সকল তাঁহার বল। তাঁহার ক্রীড়া হইতে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ, এই সপ্তস্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। শব্দের দুইটী রূপ,—ব্যক্তরূপা বৈখরী অর্থাৎ যাহা রসনাদ্বারা উচ্চারিত হয় এবং অব্যক্তরূপ প্রণব। ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মময় হওয়ায় তিনি উভয়াত্মক; তিনি প্রণবস্বরূপে অব্যক্ত নিত্য পরিপূর্ণ পরমেশ্বর এবং ব্যক্তরূপে নানা শক্তিসমন্বিত ইন্দ্রাদিরূপে প্রকাশিত আছেন। ব্রহ্মার শব্দব্রহ্মতনু নিত্য; তিনি নিষিদ্ধ কামাসক্ত তনু পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে অপর একটী বিশুদ্ধ দেহ ধারণ করিয়া সৃষ্টির নিমিত্ত মনোনিবেশ করিলেন। হে কৌরব! ব্রহ্মা, মরীচ্যাদি ঋষিগণ মহাবীর্য্য হইলেও তাঁহাদিগের সৃষ্টি বিস্তৃত নয় দেখিয়া চিন্তিতচিত্তে কহিলেন,—কি আশ্চর্য্য! আমি সৃষ্টিকার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত আছি; কিন্তু তথাপি আমার প্রজাগণ বর্দ্ধিত হইতেছে না; আমার অনুমান হইতেছে, এ বিষয়ে দৈব প্রতিকূল আচরণ করিতেছে। এইরূপে দৈবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সৃষ্টির নিমিত্ত যত্নবান হইলে 'ক' অর্থাৎ ব্রহ্মার রূপ দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং 'ক' হইতে উৎপন্ন বলিয়া দেহের নাম কায় হইল। সেই বিভক্ত রূপের এক অংশে পুরুষ ও অপরাংশে স্ত্রী সমুৎপন্ন

হইল। ঐ পুরুষই সার্ব্বভৌম স্বায়ংভুব মনু এবং ঐ নারীই শতরূপানাম্নী ঐ মহাত্মার মহিষী। তদবধি স্ত্রীপুংসসংযোগে প্রজা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপার গর্ভে পঞ্চ অপত্য উৎপাদন করিলেন; তন্মধ্যে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, এই দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি, এই তিন কন্যা হইলেন। মহাত্মা মনু রুচিকে আকূতি, কর্দমকে দেবহূতি ও দক্ষকে প্রসূতি কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ইহাঁদিগের সন্ততিদ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! বিদুর মহামুনি মৈত্রেয়ের মুখে পুণ্যতম বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসুদেব-কথায় সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর! স্বয়ম্ভুর প্রিয় পুত্র সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু প্রিয়া পত্নীকে লাভ করিয়া কি করিলেন? সেই আদিরাজ ও রাজর্ষির চরিত্র শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মহতী শ্রদ্ধা হইয়াছে, কারণ বিষ্বক্‌সেন শ্রীহরিকে তিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করুন। সুধীগণ কহিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের হৃদয়ে মুকুন্দ-পাদারবিন্দ বিরাজিত, তাঁহাদিগের গুণানুশ্রবণই মনুষ্যের সুচিরকাল শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের সাক্ষাৎ প্রকৃষ্ট ফল।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—আহা! মহাত্মা বিদুরের ভাগ্যের সীমা নাই; শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে তাঁহার ক্রোড়ে শ্রীচরণ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বিনীতভাবে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহামুনি ভগবৎকথায় প্রবর্ত্তিত হইয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে বলিতে লাগিলেন,—স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয় ভার্য্যা শতরূপার সহিত ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বেদগর্ভকে কহিলেন,—আপনিই সর্ব্বভূতের পিতা ও পালনকর্ত্তা, যেহেতু আপনিই সকলের জন্মদাতা। যদিও আপনার অন্যের অপেক্ষা নাই, তথাপি আমরা আপনার প্রজা; আমাদিগের সামার্থ্যানুসারে যে সকল কর্ম্মদ্বারা আপনার শুশ্রূষা করিতে পারি এবং যদ্দ্বারা ইহলোকে সর্ব্বত্র যশঃ ও পরলোকে সদ্‌গতি-লাভ হয়, তাহার বিধান করিতে আজ্ঞা হয়। আপনাকে নমস্কার করি।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস! তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হউক; যেহেতু তুমি, উপদেশ প্রদান করুন, বলিয়া অকপটহৃদয়ে স্বয়ং নিবেদন করিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম। হে বীর! পিতার প্রতি পুত্রের এইরূপ পূজা করাই বিধেয়। পিতার আজ্ঞা সাদরে সাবধানে ও যথাশক্তি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, সনকাদি আজ্ঞা পালন করিল না; আমরা কেন পালন করিব, এইরূপ মাৎসর্য্যকে হৃদয়মধ্যে স্থান দেওয়া উচিত নহে। হে পুত্র! তুমি স্বীয় পত্নীর গর্ভে স্বীয় গুণানুরূপ অপত্য উৎপাদন করিয়া রাজধর্ম্মদ্বারা পৃথিবী পালন এবং যজ্ঞদ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা কর। তুমি প্রজাগণের রক্ষা করিলে তাহাকেই আমি উৎকৃষ্ট শুশ্রূষা বলিয়া মনে করিব এবং তুমি প্রজাপালন করিলে ভগবান্ হৃষীকেশ তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইবেন। যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ জনার্দ্দন যাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন না হন,

তাহাদিগের শ্রম অনর্থক হয়; কারণ, যিনি সকলের আত্মা, তাহারা তাঁহারই সমাদর করিল না। শ্রীমনু কহিলেন,—হে পাপনাশন প্রভো! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব; কিন্তু আমার ও প্রজাগণের আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন। হে দেব! যে ধরিত্রীদেবী সর্ব্বভূতের বাসস্থান, তিনি মহাসমুদ্রে নিমগ্না আছেন; তাঁহার উদ্ধারসাধনে যত্নবান্ হউন।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—পরমেষ্ঠী পৃথিবীকে সলিলমধ্যে নিমগ্ন দেখিয়া কিরূপে তাঁহার উদ্ধারসাধন করিবেন, দীর্ঘকাল এই চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আমি পৃথিবী সৃষ্টি করিতেছি, এমন সময় উহা জলপ্লাবিত হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছে; এদিকে আমি ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্টিক্রিয়ায় নিয়োজিত হইয়াছি, এক্ষণে কি করি? আমি যাঁহার হৃদয় হইতে আবির্ভূত হইয়াছি, সেই করুণাসিন্ধু তীর্থকীর্ত্তি অধোক্ষজ আমার কর্ত্তব্য বিধান করুন। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার নাসাবিবর হইতে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ একটী সূক্ষ্ম বরাহ নির্গত হইল এবং দেখিতে দেখিতে আকাশে অবস্থিত ঐ বরাহমূর্ত্তি ক্ষণকালমধ্যে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল। ব্রহ্মা সেই শূকররূপ দর্শন করিয়া মরীচিপ্রভৃতি বিপ্রগণ, সনকাদি কুমারগণ ও মনুর সহিত নানাবিধ আন্দোলন করিয়া বলিলেন,—এই যে শূকররূপ দিব্য প্রাণী বিরাজ করিতেছেন, ইনি কে? কি অদ্ভুত ব্যাপার! ইনি আমার নাসিকা হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছেন! ইঁহাকে প্রথমে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের ন্যায় দর্শন করিলাম, পরে ইনি স্থূল পাষাণপরিমিত হইলেন! ইনি কি ভগবান্ বিষ্ণু, নিজ রূপ তিরোহিত করিয়া আমার মানসখেদ উৎপাদন করিতেছেন?

ব্রহ্মা পুত্রগণের সহিত এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময় গিরীন্দ্রতুল্য যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ গর্জ্জন করিলেন। শ্রীহরি স্বীয় গর্জ্জনদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ব্রহ্মার ও মরীচিপ্রভৃতি দ্বিজোত্তমগণের হর্ষ উৎপাদন করিলেন। এই মায়াময় শূকরের অবিকল শূকরের ন্যায় ঘর্ঘর নিনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের সংশয় নিবৃত্ত হইল; তখন জন, তপঃ ও সত্যলোকনিবাসী জনগণ পবিত্র ঋক্ যজুঃ ও সাম-মন্ত্রদ্বারা তাঁহার স্তুতি করিলেন। বেদসমূহ যাঁহার মূর্ত্তির স্তুতিগান করিয়া থাকে এবং যাঁহার গুণানুবাদই বেদ, তিনি ব্রহ্মাদি ঋষিগণের মুখে উচ্চারিত বেদ শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার গর্জ্জন করিলেন এবং গজেন্দ্রের ন্যায় সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ আকাশে উত্থিত হইলেন; তাঁহার পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, অঙ্গ কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হইল এবং স্কন্ধদেশের কেশরাজি কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার ত্বক তীব্র রোমরাজি পরিব্যাপ্ত; তাঁহার খুরসমূহদ্বারা মেঘসকল আহত এবং নয়নের দৃষ্টিপাতে জ্যোতিঃ উদ্‌ভাসিত হইল; তাঁহার দংষ্ট্রাসকল অতি বিশদকান্তি; পৃথিবীর উদ্ধর্ত্তা শ্রীহরির এইরূপ শোভার আবির্ভাব হইল। তাঁহার বরাহমূর্ত্তি ছলমাত্র, তিনি স্বয়ং যজ্ঞমূর্ত্তি! তাঁহার দংষ্ট্রা করাল হইলেও তিনি স্তবনিরত বিপ্রগণের প্রতি প্রসন্ন ঊর্দ্ধদৃষ্টিপাত করিলেন এবং পশুর অনুকরণ করিয়া ঘ্রাণদ্বারা পৃথিবীর পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে জলমগ্ন হইলেন। বজ্রময় পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অঙ্গনিপাতবেগে পয়োধির কুক্ষি বিদীর্ণ হইল এবং সমুদ্রগর্ভ হইতে মহান্ শব্দ উত্থিত হইল; সমুদ্র আর্ত্ত হইয়া দীর্ঘ তরঙ্গরূপ ভুজসকল প্রসারিত করিয়া, 'হে যজ্ঞেশ্বর! রক্ষা কর', বলিয়া যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীহরি ক্ষুরপ্র-সদৃশ অর্থাৎ আয়তাগ্রশরসদৃশ স্বীয় খুরসমূহদ্বারা অপার সমুদ্রকে এইরূপ দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন যে, যেন সমুদ্রের পার দৃষ্টিগোচর হইল। ভগবান্ প্রলয়কালে যোগ-

নিদ্রায় শয়ান হইয়া সর্ব্বজীবাধার যে পৃথিবীকে স্বীয় জঠর-মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে রসাতলে সেই পৃথিবী তাঁহার নয়নগোচর হইল। অনন্তর শ্রীহরি সলিলমগ্না পৃথিবীকে স্বীয় দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধৃত করিয়া রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। সেই সলিলমধ্যেও দৈত্য হিরণ্যাক্ষ গদা উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে রোধ করিল। তখন সুদর্শন চক্র বলিয়া উঠিল,—ভগবন্! আমি বিদ্যমান থাকিতে এই দৈত্য আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে? ইহাতে ভগবানের ক্রোধ সন্দীপিত হইয়া উঠিল, তিনি আর তাহার বিক্রম সহ্য করিলেন না। যেমন সিংহ গজকে বধ করে, সেইরূপ তিনিও অবলীলাক্রমে ঐ দৈত্যকে সংহার করিলেন। যেমন গজরাজ ক্রীড়াচ্ছলে পর্ব্বতের গৈরিকভূমি খনন করিয়া স্বীয় মুখ ও গণ্ডদেশ ধাতুরাগে রঞ্জিত করে, ভগবানও দৈত্যের রক্তপঙ্কে মুখ ও গণ্ডস্থল অঙ্কিত করিয়া তাদৃশী শোভা ধারণ করিলেন। ব্রহ্মাদি ঋষিগণ, তমালনীল বরাহদের গজেন্দ্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে শুভ্র দন্তাগ্রভাগ-দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করিতেছেন, দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বৈদিকসূক্তসদৃশ বাক্য-দ্বারা স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন,—জয় জয় হে অজিত! যজ্ঞই তোমার মূর্ত্তি, তুমি বেদময়ী স্বীয় তনুকে কম্পিত করিতেছ; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত শূকররূপে অবতীর্ণ হইলে তোমার রোম-বিবরসমূহের অভ্যন্তরে যজ্ঞসকল লীন-প্রায় হইয়া রহিয়াছে; তোমাকে নমস্কার করি। হে দেব! তোমার এই যজ্ঞাত্মক রূপ পাপিগণ দর্শন করিতে পারে না; তোমার ত্বকে গায়ত্র্যাদি ছন্দঃসমূহ, রোমসমূহে কুশ, নেত্রে ঘৃত এবং চরণচতুষ্টয়ে চতুর্হোত্র শোভা পাইতেছে। হে ঈশ! তোমার মুখাগ্রে স্রুক্ অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতনিক্ষেপ-পাত্র, নাসিকাদ্বয়ে স্রুব, উদরে ইড়া অর্থাৎ ভক্ষণপাত্র, কর্ণরন্ধ্রে চমস অর্থাৎ সোমপাত্র, বদনে প্রাশিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মভাগপাত্র মুখগহ্বরে গ্রহ অর্থাৎ সোমপাত্র এবং তোমার ভক্ষণক্রিয়াই অগ্নিহোত্র।

হে ভগবন্! তোমার পুনঃ পুনঃ অভিব্যক্তিই দীক্ষাযজ্ঞ, গ্রীবা উপসদ্ নামে যজ্ঞত্রয়, দংষ্ট্রাদ্বয় প্রায়ণীয়া ও উদয়নীয়া নামে যজ্ঞদ্বয়; জিহ্বা প্রবর্গ্য অর্থাৎ মহাবীরনামক যজ্ঞ, শিরোদেশ সভ্য অর্থাৎ হোমরহিত অগ্নি ও আবসথ্য অর্থাৎ উপাসনাগ্নি এবং প্রাণসমূহ চিতি অর্থাৎ যজ্ঞার্থ ইষ্টকাচয়ন। হে দেব! সোমনামক ওষধি তোমার রেতঃ; প্রাতঃসবনাদি তোমার বাল্যাদি অবস্থা; অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্য্যাম, এই সপ্ত যজ্ঞ যথাক্রমে ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মেধ ও রুধির এই সপ্তধাতু; দ্বাদশাহ প্রভৃতি যজ্ঞকাল তোমার শরীরসন্ধি, অসোম যজ্ঞ ও সসোম ক্রতু তোমার রূপ এবং যাগানুষ্ঠানই তোমার বন্ধন। তুমি অখিল মন্ত্র, দেবতা ও দ্রব্যাত্মক; তুমি সর্ব্ব-যজ্ঞাত্মা ও ক্রিয়াত্মা; বৈরাগ্য ও ভক্তিদ্বারা অন্তঃকরণ শোধিত হইলে যে জ্ঞানের সাক্ষাৎকার হয়, তুমি সেই জ্ঞানস্বরূপ এবং তুমিই ঐ জ্ঞানপ্রদ গুরু; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে ভূধর! সলিল হইতে বহির্গত মতঙ্গজের দন্তধৃতা সপত্রা পদ্মিনী যাদৃশী শোভা ধারণ করে, তোমার দংষ্ট্রাগ্র-ভাবে বিধৃতা পর্ব্বতসমন্বিতা এই ধরিত্রীও তাদৃশী শোভা ধারণ করিয়াছেন; শৃঙ্গদেশে বিশাল মেঘখণ্ড ধারণ করিলে মহাপর্ব্বতের যাদৃশী শোভা হয়, দশনোপরি এই ভূমণ্ডলধারণহেতু তোমার এই বেদময় বরাহরূপেরও তাদৃশী শোভা হইয়াছে। হে প্রভো! তুমি জগতের পিতা ও এই ধরিত্রী দেবী জগন্মাতা; যেমন যাজ্ঞিকগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক কাষ্ঠে অগ্নি নিহিত করেন, সেইরূপ তুমিও এই পৃথিবীতে স্বীয় তেজ অর্থাৎ ধারণশক্তি নিহিত করিয়াছ। এক্ষণে স্থাবর ও

জঙ্গম ভূতগণের নিবাসস্থানের নিমিত্ত এই পৃথিবীকে সংস্থাপিত কর; আমরা তদুপরি অবস্থান করিয়া জনক-জননীরূপ তোমাদের উভয়কে নমস্কার করি। তুমি ভিন্ন অন্য কে এরূপ শক্তিমান্ আছে, যে রসাতলগতা পৃথিবীর উদ্ধারে অধ্যবসায় করিবে? কিন্তু তোমাতে ইহা বিস্ময়কর নহে; কারণ, তুমি নিখিল বিস্ময়ের আধার, তুমিই মায়াদ্বারা এই অত্যদ্ভুত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ। হে ঈশ! তুমি যখন বেদময় বপুঃ কম্পিত করিতেছ, তখন তোমার স্কন্ধদেশের কেশাগ্রদ্বারা উচ্ছলিত পরমপবিত্র সলিল-বিন্দু জন, তপঃ ও সত্যলোকবাসী আমাদিগের গাত্রস্পর্শ করিয়া আমাদিগকে পবিত্রীকৃত করিতেছে। হে ভগবন্! এই নিখিল বিশ্ব তোমার যোগমায়ার গুণের সহিত সম্বন্ধহেতু মোহিত; তোমার লীলার পার নাই। যে ব্যক্তি তোমার লীলার অন্ত করিতে সমুৎসুক হয়, তাহার মতিভ্রংশ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব বিশ্বের মঙ্গলবিধান কর; যাহাতে জীবগণ তোমার অনন্ত ও অচিন্তশক্তি জানিয়া তোমার ভজনা করে, সেইরূপ কৃপা বিতরণ কর।

মৈত্রেয় কহিলেন,—ব্রহ্মবাদী মুনিগণ লোকপালক বরাহদেবের এইরূপ স্তুতি করিলে, তিনি স্বীয় খুরাক্রান্ত সলিলে ধারণশক্তি আধান করিয়া অবনিকে সংস্থাপন করিলেন। এইরূপে বিষ্বক্সেন শ্রীহরি অবলীলাক্রমে ধরণীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া জলোপরি সংস্থানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। বৎস বিদুর! ভগবানে মেধা অর্থাৎ বুদ্ধি নিবেশিত হইলে ভক্ত-গণের সংসারহরণ হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত তাঁহার একটী নাম হরিমেধা। তাঁহার কথা মঙ্গলময়ী ও মায়াময় চরিত্র অতীব প্রশংসার্হ। যিনি ভক্তি-সহকারে জনার্দ্দনের এই কমনীয় কথা শ্রবণ করেন ও অপরকে শ্রবণ করান, তাঁহার হৃদয়মধ্যে বিরাজিত ভগবান্ সত্বর প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সকলপুরুষার্থ-প্রদাতা ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কোন্ বস্তু দুর্লভ থাকে? তখন সকল বস্তুই তুচ্ছ বোধ হইতে থাকে। যিনি অহৈতুকী ভক্তি-সহকারে শ্রীহরির ভজনা করেন, হৃদয়বিহারী শ্রীহরি স্বয়ং তাঁহার শুদ্ধভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট স্বীয় পদ প্রদান করিয়া থাকেন। আহা! এই জগতে পশু ব্যতীত পুরুষার্থের সারবেত্তা এমন কে আছে, যে পুরাবৃত্তসকলের মধ্যে সংসারনাশিনী শ্রীভগবানের কথাসুধা কর্ণাঞ্জলিদ্বারে একবার পান করিয়া তাহা হইতে বিরত হইতে পারে?

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভগবৎকথাশ্রবণে ধৃতব্রত বিদুর কুশারুতনয় মৈত্রেয়মুনিবর্ণিত ধরণীধর শ্রীবরাহ-দেবের কথা শ্রবণ করিয়া অতৃপ্তহৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর! যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীহরি আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিলেন, ইহা শ্রবণ করিলাল; কিন্তু যখন ভগবান্ লীলা করিয়া স্বীয় দংষ্ট্রাগ্রে অবনির উদ্ধার সাধন করিতেছিলেন, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের সহিত তাঁহার কি নিমিত্ত যুদ্ধ সংঘটিত হইল? হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত, আমার মন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না, পরন্তু কৌতুহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব, ঐ

দৈত্যেশ্বরের জন্মাদি বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণন করুন।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে ক্ষত্রিয়বীর! তুমি শ্রীহরির অবতার-কথাবিষয়ে প্রশ্ন করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছ, কারণ হরিকথা মরণশীল জীবগণকে মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকে। মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র বালক ধ্রুব শ্রীনারদের মুখে এই হরিকথা শ্রবণ করিয়া মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করিয়া বিষ্ণুপদে আরোহণ করিয়াছিলেন। পুরাকালে দেবগণ প্রশ্ন করিলে দেবদেব ব্রহ্মা এই বিষয়ে যে ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা দক্ষকন্যা দিতি কামশরে বিদ্ধ হইয়া পুত্র-কামনায় সায়ংকালে স্বীয় পতি মরীচিপুত্র কশ্যপের সমীপে উপস্থিত হইলেন। কশ্যপ যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশে বিষ্ণুর রসনাস্বরূপ হুতাশনে হোম সমাপন করিয়া রবি অস্তাচল গমন করিলে অগ্নিশালায় সমাহিতচিত্তে উপবিষ্ট ছিলেন। দিতি বলিলেন,—নাথ! যেমন মতঙ্গজ কদলীতরুকে নিপীড়িত করে, সেইরূপ কামদেব শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিয়া তোমার সহিত সঙ্গত হইবার নিমিত্ত অবলা আমাকে প্রপীড়িত করিতেছে। এদিকে আমি পুত্রবতী সপত্নীগণের সমৃদ্ধিদর্শনে সতত দগ্ধ হইতেছি; অতএব, তুমি আমার প্রতি সম্যক্ অনুগ্রহ প্রকাশ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। যে সকল নারী ভর্ত্তার নিকট অধিক সমাদর প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের যশে লোকসকল পরিব্যাপ্ত হয়; তোমার ন্যায় পতি পুত্ররূপে যাহাদিগের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব? বিবাহের পূর্ব্বে দুহিতৃবৎসল পিতা দক্ষ আমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা কাহাকে পতিত্বে বরণ করিবে। প্রজাবর্দ্ধনেচ্ছু পিতা কন্যাগণের মধ্যে আমাদের ত্রয়োদশকে তোমার প্রতি অনুরক্ত জানিয়া আমাদিগকে তোমার করে সম্প্রদান করিয়াছেন। আমরা সকলেই তোমার প্রতি সমান অনুরাগিণী; আমাদিগের প্রতি তোমার বৈষম্যাচরণ উচিত নহে। তুমি কল্যাণপ্রদ ও ব্রহ্মজ্ঞ; হে কমললোচন! আমি কাতরা হইয়া তোমার ন্যায় মহাপুরুষের নিকট যাচ্ঞা করিতেছি, যাহাতে আমার প্রার্থনা বিফল না হয়, তদনুরূপ আচরণ কর। দিতি এইরূপে বহুবাক্য প্রয়োগ করিয়া আপনার কাতরতা জানাইলে, কশ্যপ তাঁহাকে প্রবৃদ্ধ অনঙ্গশরে মোহিত দেখিয়া সানুনয়বচনে কহিলেন,—প্রিয়ে! তুমি বৃথা ভয় পাইতেছ; আমি তোমার মনোরথ অবশ্য পূর্ণ করিব। যাহা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ লাভ করা যায়, এমন কে আছে, যে ঈদৃশী পত্নীর কামনা পূর্ণ করিবে না? যেমন নাবিক জলযানদ্বারা আপনাকে ও অন্যান্য আরোহিগণকে লইয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ কলত্রবান্ গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া অন্যান্য আশ্রমীদিগকে অন্নাদিদানদ্বারা দুঃখসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করিয়া স্বয়ং উত্তীর্ণ হয়। হে মানিনি! পত্নী সামান্য নহে; পত্নী শ্রেয়স্কাম পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী; পুরুষ স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর উপর দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কর্ম্মভার ন্যস্ত করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সকল পরম শত্রু; ব্রহ্মচারি প্রভৃতি অন্যান্য আশ্রমিগণ তাহাদিগকে জয় করিতে বহুক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু দুর্গপতি যেমন দুর্গ আশ্রয় করিয়া দস্যুদিগকে জয় করে, সেইরূপ গৃহস্থ আমরাও শত্রুদিগকে অবলীলাক্রমে জয় করিয়া থাকি। হে গৃহেশ্বরি! আমি অথবা যে কেহ গুণগ্রহণে সমর্থ, কেহই সমগ্র জীবনে বা জন্মান্তরে ঈদৃশ মহোপকারিণী পত্নীর অনুরূপ প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ নহে। আমি তোমার পুত্রকামনা অবশ্য পূর্ণ করিব; তবে লোকসমাজে

নিন্দিত হইতে না হয়, এই নিমিত্ত মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর। এই সন্ধ্যাকাল ঘোরতম; ইহা ভূতপ্রেতাদির অধিকারকাল; এই সময় শ্রীরুদ্রানুচর ভূতগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে। হে সাধ্বি! এই সায়ংকালে ভগবান্ ভূতভাবন প্রথমপতি শ্রীরুদ্র ভূতগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বত্র বৃষারোহণে পর্য্যটন করিয়া থাকেন। তাঁহার বিকীর্ণ দ্যুতিমান্ জটা-কলাপ শ্মশানের বিঘূর্ণিত বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ধূলি-পটলে ধূম্রবর্ণ; তাঁহার অমল স্বর্ণদেহ ভস্মে অবগুণ্ঠিত; তিনি এক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি, এই নেত্রত্রয়ে নিখিল বস্তুই অবলোকন করেন; তিনিও প্রজাপতি দক্ষের জামাতা, অতএব আমার ভ্রাতা, সুতরাং তোমার দেবর; তথাপি তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে না কেন? এ জগতে কেহ তাঁহার আত্মীয় বা পর নহে; তিনি কাহারও প্রতি অনুরাগ বা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন না; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা কি বলিব? তিনি যে মায়াময়ী বিভূতিকে নির্ম্মাল্যের ন্যায় দূরে পরিহার করেন, আমরা তাঁহার সেই উপভুক্তা বিভূতিকে মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে লাভ করিবার নিমিত্ত কত ব্রতাচরণ করিয়া থাকি। তিনি পরমেশ্বরের সহিত একাত্মা, সুতরাং কেহই তাঁহার সমান বা অধিক নাই; মনীষিগণ অবিদ্যার আবরণ ভেদ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অনিন্দ্য চরিত্র গান করিয়া থাকেন। তিনি মুমুক্ষুদিগকে ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বয়ং সর্ব্বভোগ ত্যাগ করিয়া পিশাচের ন্যায় নগ্নদেহ বিচরণ করিয়া থাকেন। যাহারা দেহকেই আত্মা মনে করিয়া কুকুরের ভক্ষ্য সেই দেহকে বস্ত্র, মাল্য, আভরণ ও চন্দনাদি অনুলেপন-দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া থাকে, সেই সকল দুর্ভাগ্য অজ্ঞ ব্যক্তি আত্মরতি শ্রীমহাদেবের লোকশিক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত আচরণ দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকে। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার নিরূপিত স্ব স্ব অধিকারে বর্ত্তমান থাকিয়া আজ্ঞা-পালন করিতেছেন, যিনি এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন এবং মায়া যাঁহার আজ্ঞাকারী, সেই পরমেশ্বরের যে পিশাচের ন্যায় আচরণ, তাহা অনুকরণমাত্র; বস্তুতঃ তাহা তর্কের গোচর নহে।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ভর্ত্তা কশ্যপ এইরূপ উপদেশবাক্য প্রয়োগ করিলেও মন্মথশরে উন্মথিত-চিত্তা দিতি নির্লজ্জা বেশ্যার ন্যায় ব্রহ্মর্ষির বস্ত্র আকর্ষণ করিলেন। তখন তিনি নিষিদ্ধ কর্ম্মে পত্নীর অতীব আগ্রহ দেখিয়া দৈবরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত একান্তে উপবেশন করিলেন। রমণানন্তর কশ্যপ সলিলে স্নান করিয়া বাগ্‌যত হইয়া প্রাণায়াম করিলেন এবং বিরজ অর্থাৎ নির্গুণ জ্যোতিঃ ধ্যান করিতে করিতে সনাতন প্রণব জপ করিতে লাগিলেন। দিতি স্বীয় নিন্দিত কর্ম্মের নিমিত্ত লজ্জিতা হইয়া ব্রহ্মর্ষির সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অধোমুখে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি ভূতশ্রেষ্ঠ ও ভূতপতি রুদ্রের অবজ্ঞা করিয়া মহান্ অপরাধ করিয়াছি; যাহাতে তিনি আমার গর্ভস্থ শিশুকে সংহার না করেন, তুমি দয়া করিয়া সেইরূপ বিধান কর! সেই মহাদেব অবজ্ঞার যোগ্য নহেন; তিনি সকাম ব্যক্তিগণের কাম্যফল বিধান ও নিষ্কাম ভক্তের মঙ্গল করিয়া থাকেন; তিনি বস্তুতঃ ন্যস্তদণ্ড অর্থাৎ দণ্ডবিধান হইতে নিরস্ত হইয়াও দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। তিনিই ক্রোধস্বরূপ হইয়া বিশ্বের সংহার করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। ভগবান্ মহাদেব আমার ভগিনীপতি, তাঁহার প্রচুর করুণা; তিনি সতীপতি; নারীগণ যে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তিরও কৃপামাত্র, এই স্ত্রীচরিত্র তিনি অবগত আছেন; তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—প্রজাপতি কশ্যপ সায়ন্তন

বিধি সমাপন করিয়া দেখিলেন, দিতি স্বীয় পুত্রের যাহাতে উভয় লোকে মঙ্গল হয়, তাহাই প্রার্থনা করিতেছে এবং রুদ্রভয়ে ভীত হইয়া কম্পিতা হইতেছে। কশ্যপ পত্নীর তাদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া কহিলেন,—হে অভদ্রে! তুমি কোপন-স্বভাবা; তোমার গর্ভে দুইটী অধম সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া লোকপালগণের সহিত লোকসকলকে কাঁদাইবে; কারণ, তোমার অন্তঃকরণ অপবিত্র ছিল; তুমি সন্ধ্যারূপ কালদোষ গণনা করিলে না এবং আমার অজ্ঞালঙ্ঘন ও মহাদেবের অবহেলা করিলে। যখন তোমার পুত্রদ্বয় দীন নিরপরাধ প্রাণিগণের বধসাধন করিবে এবং স্ত্রীগণের নিগ্রহ ও সাধুজনগণের কোপ উৎপাদন করিবে, তখন বজ্রধর ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতসকলের পক্ষচ্ছেদ করিয়া তাহা-দিগের সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ লোকভাবন বিশ্বেশ্বর ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া অবতীর্ণ হইবেন এবং উহাদিগের বিনাশসাধন করিবেন। দিতি কহিলেন,—হে প্রভো! চক্রধারী সাক্ষাৎ ভগবান্ আমার পুত্রদ্বয়কে সংহার করিবেন, ইহা আমি বাঞ্ছা করি; কিন্তু যেন ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে তাহাদিগের বিনাশ না হয়। যাহারা ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হয়, তাহারা সর্ব্ব-ভূতের ভয়প্রদ; নরকবাসীরাও তাহাদিগকে দয়া করে না এবং তাহারা যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তত্রস্থ জনগণও তাহাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না।

কশ্যপ কহিলেন,—যেহেতু তুমি কৃত দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অনুতপ্তা হইলে ও অনতিবিলম্বে যুক্তাযুক্ত বিচার করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছ এবং যেহেতু আমার প্রতি প্রীতি ও ভগবান্ ভবে তোমার মহতী ভক্তি প্রদর্শন করিলে, এই নিমিত্ত তোমার পুত্রের পুত্রগণের মধ্যে একজন সাধুচরিত্রে সজ্জনগণের মাননীয় হইবেন। সাধুগণ ভগবানের যশোগানের ন্যায় তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র কীর্ত্তন করিবেন এবং যেমন হীনবর্ণ সুবর্ণ দাহাদিদ্বারা পরিশোধিত হয়, সেইরূপ সাধুগণ নির্ব্বৈরাদি যোগ অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণকে পরিশোধিত করিয়া তাঁহার চরিত্রের অনুসরণ করিবেন। যে ভগবান্ প্রসন্ন হইলে জগৎ প্রসন্ন হয়,—কারণ তিনি জগদাত্মা, সেই আত্ম-সাক্ষী ভগবান্ তাঁহার অনন্যভক্তিহেতু পরম প্রীত হইবেন। সেই মহাভাগবত মহাপ্রভাব মহাত্মা সজ্জনগণের শিরোমণি তোমার পৌত্র প্রবৃদ্ধভক্তিপূত অন্তঃকরণে বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরিকে নিবেশিত করিয়া দেহাদির প্রতি অভিমান পরিত্যাগ করিবেন। তিনি বিষয়ে অনাসক্ত সুশীল ও বিবিধ গুণের আকর হইবেন এবং তাঁহার চিত্ত অপরের সমৃদ্ধিদর্শনে হৃষ্ট ও দুঃখদর্শনে ব্যথিত হইবে; যেমন নক্ষত্রপতি চন্দ্র নিদাঘতাপ হরণ করেন, সেইরূপ সেই অজাতশত্রু তোমার পৌত্র জগতের শোক হরণ করিবেন। যিনি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন, যিনি লক্ষ্মীদেবীর অলঙ্কারস্বরূপ ও স্ফুরৎ-কুণ্ডলে যাঁহার আনন মণ্ডিত, সেই অমল নলিননেত্র শ্রীহরিকে তোমার পৌত্র অন্তঃকরণে ধ্যানযোগে ও বহির্ভাগে সাক্ষাৎ নয়নগোচর করিবেন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—পৌত্র ভগবদ্ভক্ত হইবে শুনিয়া দিতি অতীব আনন্দিত হইলেন এবং পুত্রদ্বয় কৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং তাহাদিগের কীর্ত্তি ও সদ্গতি হইবে, চিন্তা করিয়া চিত্তে মহোৎসাহ অনুভব করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—দিতি প্রজাপতি কশ্যপের তেজঃ শত বর্ষ গর্ভে ধারণ করিলেন; ঐ তেজঃ এরূপ তীব্র যে, উহার নিকট অপর দেবতাদিগের তেজঃ অভিভূত হইয়া থাকে। স্বীয় পুত্রদ্বয় সুরগণের উৎপীড়ন করিবে, ইহা চিন্তা করিয়া দিতির হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। সেই গর্ভের তেজে সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ ম্লান এবং লোকপালগণের তেজঃ অভিভূত হইল; তাঁহারা দশদিক্ তমোব্যাপ্ত দেখিয়া ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন,—হে বিভো! যে অন্ধকারদর্শনে আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, তাহার কারণ তুমি অবগত আছ; যেহেতু কাল কখনও ষড়ৈশ্বর্য্যসমন্বিত তোমার জ্ঞানপথ বিলুপ্ত করিতে পারে না। অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মাকে পরমেশ্বরের সহিত অভেদজ্ঞানে স্তুতি করিয়া কহিলেন,—হে দেবদেব জগদবিধাতা! তুমি লোকনাথগণের শিরোমণি; তুমি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভূতগণের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত আছ। বিজ্ঞান অর্থাৎ চিচ্ছক্তিই তোমার বল, তুমি মায়াদ্বারা রজোগুণ অবলম্বন করিয়া এই ব্রহ্মদেহ ধারণ করিয়াছ, তুমিই এই প্রপঞ্চের যোনি অর্থাৎ কারণ; তোমাকে প্রণিপাত করি। এই চেতন ও অচেতন প্রপঞ্চ তোমাতেই গ্রথিত আছে, যেহেতু তুমি কার্য্য ও কারণ উভয়রূপ; তুমিই জীবসকলকে সৃষ্টি করিয়াছ। যে সকল সুপক্ব যোগী প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিয়া নিষ্কাম ভক্তিযোগদ্বারা তোমার ধ্যান করেন, তাঁহারা তোমার প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন; কুত্রাপি তাঁহাদিগের পরাভবের সম্ভাবনা থাকে না। যেমন গোসকল রজ্জুদ্বারা নিবদ্ধ থাকে, সেইরূপ প্রজাগণ তোমার বেদবাক্যরূপ রজ্জুতে নিবদ্ধ থাকিয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত আচরণ করিয়া থাকে; তুমিই সকলের নিয়ন্তা, তোমাকে নমস্কার করি। হে ভূমন্! দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় অহোরাত্রের বিভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব হইয়াছে; আমরা অতীব বিপন্ন হইয়াছি, আমাদিগের প্রতি প্রচুর কৃপাদৃষ্টিপাত কর। হে দেব! যেমন অগ্নি শুষ্ককাষ্ঠে বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ দিতির গর্ভে নিহিত এই কশ্যপবীর্য্য দিঙ্মণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহাবাহো! ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণের তাদৃশ বিজ্ঞপ্তিবাক্য শ্রবণ করিয়া দিতির কুকর্ম্ম স্মরণ করিয়া সহাস্যবদনে মধুরবচনে তাঁহাদিগের সন্তোষ সম্পাদনপূর্ব্বক কহিলেন,—আমি তোমাদিগের পূর্ব্বে সনকাদি পুত্রগণকে সঙ্কল্পদ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলাম। একদা তাঁহারা নিখিলপরার্থে বিগতস্পৃহ হইয়া আকাশপথে নানালোকে বিচরণ করিতে করিতে অমলাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বলোক-বন্দনীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। সেই বৈকুণ্ঠলোকে সকলের বিষ্ণুমূর্ত্তি, তাঁহারা নিষ্কামধর্ম্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন; এই বৈকুণ্ঠধামে বেদান্তের একমাত্র বেদ্য ধর্ম্মমূর্ত্তি আদিপুরুষ ভগবান্ বিশুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তগণের সুখবিধান করিতেছেন। এই ধামে এক কানন আছে, তাহার নাম নৈঃশ্রেয়স, যেন কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ মূর্ত্তিধারণ করিয়া কানন-রূপে বিরাজ করিতেছে; এই কানন কল্পতরুসমূহে ও যুগপৎ ষড়্ঋতুসুলভ পুষ্পসম্ভারে দেদীপ্যমান। সরোবরে মধুনিস্যন্দী মধুকালীন, কুসুমচয়ের গন্ধ বহন করিয়া গন্ধবহ প্রবাহিত হইতে থাকে এবং বিমানচারী ভগবৎপার্ষদগণ ললনাগণের সহিত লোককলুষনাশন

স্বীয় প্রভুর গুণগাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; সুরভি সমীরণ তাঁহাদিগের বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত করিলে, তাঁহারা তাহাকে তিরস্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু ভজনানন্দ পরিত্যাগ করেন না। শ্রীভগবানের বনমালাস্থ ভৃঙ্গরাজের মধুর ঝঙ্কার শ্রবণে শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন হইতেছে মনে করিয়া পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, চাতক, হংস, শুক, তিত্তিরি ও ময়ূরপ্রভৃতি বিহঙ্গগণ ক্ষণকাল কোলাহল হইতে বিরত হইয়া থাকে। তুলসী শ্রীহরির আভরণ এবং বনবিহারকালে তিনি তুলসীর গন্ধের সমধিক আদর করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত মন্দার, পারিজাত, কুন্দ, কুরব, উৎপল, চম্পক, অর্ণ, নাগকেশর, পুন্নাগ, বকুল ও পদ্ম প্রভৃতি পুষ্পসকল, তুলসী যে তপস্যা করিয়া এইরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, সেই তপস্যার বহু সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকে। এই বৈকুণ্ঠধাম বৈদুর্য্য, মরকত ও সুবর্ণময় বিমান-সমূহে পরিব্যাপ্ত; যাঁহারা শ্রীহরির চরণদ্বয়ে প্রণতি করিয়া থাকেন, সেই ভক্তগণ একমাত্র ভক্তিদ্বারা এই সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন। এখানে ললনাগণের কটীতট বিশাল ও বদন মৃদুহাস্যে পরিশোভিত; কিন্তু তাঁহারাও পরিহাসাদিদ্বারা কৃষ্ণে নিমগ্নচিত্ত বৈকুণ্ঠবাসিগণের হৃদয়ে অনঙ্গ জাগরিত করিতে সমর্থ হন না। যাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাদি প্রয়াস করিয়া থাকেন, সেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী মনোহর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নূপুরধ্বনিতে চরণারবিন্দ মুখরিত করিয়া করে লীলাকমল ধারণপূর্ব্বক অচঞ্চল হইয়া শ্রীহরির গৃহে বিরাজিত আছেন, শোভার্থ মধ্যে মধ্যে সুবর্ণখচিত স্ফটিকময় গৃহভিত্তিভাগে তাঁহার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া এইরূপ প্রতীতি হয়, যেন তিনি শ্রীহরির গৃহমার্জ্জনা করিতেছেন। হে দেবগণ! লক্ষ্মীদেবীর একটী স্বকীয় বন আছে, তাহার নাম লক্ষ্মীবন; তথায় সরোবরের তটভূমি প্রবালময়ী ও সলিল অমল অমৃততুল্য। যখন তিনি বাপীতটে পরিচারিকাগণে পরিবৃত হইয়া তুলসীদলদ্বারা স্বীয় কান্তের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তখন শোভন অলক ও উৎকৃষ্ট নাসিকা-সমন্বিত স্বীয় বদনমণ্ডল সরোবরসলিলে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া তাহা ভগবান্ চুম্বন করিয়াছেন ভাবিয়া ভগবানের করুণায় যে তাঁহার সৌভাগ্যসুখ, তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। যাহারা পাপহারী শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাদি গুণানুবাদ ব্যতীত অর্থ ও কামনাবিষয়িণী কথা শ্রবণ করে, তাহাদিগের মতিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে; বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি তাহাদিগের সুদূরপরাহত। হায়! যে সকল হতভাগ্য লোক ঐ কুকথা শ্রবণ করে, উহা তাহাদিগের পুণ্য অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে পাতিত করে। এই মনুষ্যদেহে ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান, এই উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়; আমি ব্রহ্মা ও তোমরা দেবগণ যে মনুষ্য-দেহ বাঞ্ছা করিয়া থাক, যাহারা এই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া ভগবানের আরাধনা করে না,—হায়! তাহারা ভগবানের বিস্তৃত মায়ায় বিমোহিত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহারাও বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারে না। হে দেবগণ! এই বৈকুণ্ঠলোক আমার বাসভূমি ব্রহ্মলোকেরও ঊর্দ্ধে অবস্থিত; যাঁহারা যমনিয়মাদি দূরে পরিহার করিয়া দেবদেব শ্রীহরির ভজনা করেন। এবং পরস্পর স্বীয় প্রভুর গুণকীর্ত্তনে অনুরাগ-ভরে যাঁহাদিগের অঙ্গ বিবশ ও পুলকিত এবং নেত্রে বাষ্পবারি বিগলিত হয়, তাঁহাদিগের এই লোকে গতি হইয়া থাকে।

অনন্তর সনকাদি মুনিগণ অষ্টাঙ্গযোগপ্রভাবে বিশ্বগুরু ভগবানের অধিষ্ঠিত নিখিল ভুবনের বন্দনীয়, অমরোত্তমগণের বিচিত্র বিমানসমূহে দীপ্যমান, অলৌকিক ও অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়া অতীব আনন্দলাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা বৈকুণ্ঠের ছয়টী প্রাচীরদ্বার অতিক্রম করিলেন; তাঁহারা ভগবদ্দর্শনের নিমিত্ত এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে,

বৈকুণ্ঠের অত্যদ্ভুত বস্তুসকল দর্শন করিয়াও তাঁহারা তাহাতে আসক্ত হইলেন না। এইরূপে সপ্তম দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দুইজন সমবয়স্ক দ্বারপালকে দর্শন করিলেন। তাঁহাদিগের হস্তে গদা ও বেশ উৎকৃষ্ট কেয়ূর, কুণ্ডল ও কিরীটে পরম রমণীয়। তাঁহাদিগের নীলবর্ণ বাহুচতুষ্টয়ের মধ্যভাগে কণ্ঠলম্বিনী বনমালা বিরাজিত; অলিকুল তাহার সৌরভে উন্মত্ত। তাঁহাদিগের কুটিল ভ্রূ, উৎফুল্ল নাসাপুট ও রক্ত লোচন দর্শন করিলে তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ কোপক্ষুব্ধ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সনকাদি কুমারগণ ইতঃপূর্ব্বে যেমন স্বর্ণালঙ্কৃত বজ্রময় কবাটশোভিত ছয়টী দ্বার অতিক্রম করিয়াছেন, সেইরূপ এক্ষণেও দ্বারপালদ্বয়ের সমক্ষে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সপ্তম দ্বারে প্রবেশ করিলেন; কারণ, তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে সর্ব্বত্র নির্ব্বিঘ্নে সঞ্চারণ করিয়া থাকেন; যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী। শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল হইলেও তাঁহার এই দ্বারপালদ্বয়ের চরিত্র তাঁহার প্রতিকূল; তাঁহারা দেখিলেন,—চারিজন কুমার আত্মতত্ত্বজ্ঞ, বৃদ্ধ হইলেও দিগম্বর এবং পঞ্চবর্ষ বালকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, সুতরাং তাঁহারা নিষেধের একান্ত অযোগ্য; কিন্তু দ্বারপালদ্বয় তাঁহাদিগের প্রভাব তুচ্ছ করিয়া বেত্রদ্বারা নিবারণ করিয়া বলিলেন,—সহসা ভগবদন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন না। বৈকুণ্ঠের অন্যান্য দেবগণ দেখিলেন,—কুমারগণের প্রতি প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল; অথচ তাঁহারা ভগবৎসমীপে গমন করিবার একান্ত যোগ্য। প্রিয়তম শ্রীহরিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের চিত্ত অতীব উৎকণ্ঠিত ছিল; সুতরাং সহসা দর্শনের ব্যাঘাত হওয়ায় তাঁহাদিগের নয়ন ঈষৎ ক্রোধে ক্ষুভিত হইয়া উঠিল।

কুমারগণ কহিলেন,—যাঁহারা বহুজন্ম শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই এই বৈকুণ্ঠধামে আগমন করিয়া থাকেন; বৈকুণ্ঠবাসিগণ শ্রীভগবানের স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তোমাদিগের এরূপ বিপরীত স্বভাব দেখিতেছি কেন? ভগবান্ প্রশান্ত পুরুষ, তাঁহার সহিত কাহারও বৈর সম্ভবপর নহে এবং ভক্তব্যতিরেকে কাহারও আগমন করিবার সামর্থ্য নাই; তবে তোমরা কি আশঙ্কা করিয়া আমাদিগকে নিবারণ করিলে? স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে; তোমরা কপটস্বভাব; এই নিমিত্ত আত্মতুলনায় অপরের মধ্যেও বিদ্বেষভাব দর্শন করিতেছ। যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের সহিত অভিন্ন, সেইরূপ জ্ঞানিগণ স্বীয় আত্মাকে ভগবানের সহিত অভিন্ন দর্শন করেন; কারণ, নিখিল ভুবন তাঁহার কুক্ষিমধ্যে অবস্থিত আছে। তোমরা সুরবেশধারী, তথাপি তোমরা কি বিষম অনিষ্টাপাতভয়ে শঙ্কিত হইয়া আমাদিগকে নিবারণ করিলে, তাহা ব্যক্ত কর। তোমরা বৈকুণ্ঠনাথের কিঙ্কর হইয়াও যে মন্দবুদ্ধি হইয়াছ, তোমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত যাহাতে এই অপরাধের প্রতীকার হয়, তাহাই চিন্তা করিতেছি। তোমরা ভেদদর্শী; অতএব যে সকল লোকে ভেদদর্শিগণের পরম শত্রু কাম, ক্রোধ ও লোভ বাস করিতেছে, তোমরা বৈকুণ্ঠলোক পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল লোকে গমন কর।

শ্রীহরির অনুচরদ্বয় তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব ভীত হইলেন; তাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের হরি স্বয়ং এরূপ ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক ভয় করিয়া থাকেন। যখন তাঁহাদিগের প্রতীতি হইল, তাঁহাদিগের উপর ঘোর ব্রহ্মদণ্ড নিপাতিত হইয়াছে এবং উহা অস্ত্রাদিদ্বারা নিবারিত হইবার নহে, তখন তাঁহারা অতি কাতর হইয়া কুমারগণের চরণ ধারণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া কহিলেন,—আমরা অপরাধী, আমাদিগের প্রতি আপনারা যে দণ্ডবিধান করিলেন, তদ্দ্বারা

আমরা ঈশ্বরাজ্ঞার অতিক্রমনিবন্ধন পাপ হইতে নির্মুক্ত হইব; অতএব তাহাই হউক, কিন্তু আপনাদের কৃপায় আমাদিগের যে অনুতাপের উদয় হইয়াছে, যেন তাহার লেশমাত্রের প্রভাবে আমরা উত্তরোত্তর যে কোন মূঢ়যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, তাহাতে আমাদিগের মোহ উৎপন্ন হইয়া ভগবৎস্মৃতির বিলোপসাধন করিতে না পারে।

এদিকে সাধুগণের হৃদয়রঞ্জন পদ্মনাভ শ্রীহরি স্বীয় ভৃত্যের হস্তে সাধুগণের অবমাননা হইল, ইহা তৎক্ষণাৎ অবগত হইলেন এবং যাঁহার শ্রীচরণদ্বয় সাধুগণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তিনি লক্ষ্মীদেবীর সহিত স্বয়ং পদব্রজে সেই পরমহংস মহামুনিগণের সমীপে গমন করিলেন। ভগবান্ গমনোদ্যত হইলে কিঙ্করগণ গমনোচিত ছত্রপাদুকাদি আনয়ন করিলেন। কুমারগণ দর্শন করিলেন, ভগবান্ আগমন করিতেছেন; তাঁহারা যাঁহাকে সমাধিযোগে ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন তিনি এক্ষণে তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছেন। হংসের ন্যায় শুভ্র ব্যজনদ্বয় ভগবানের উভয়পার্শ্বে আন্দোলিত হইতেছে; তাঁহার অনুকূল অনিলদ্বারা শশধরের ন্যায় শুভ্র আতপত্রের পরিধিতে বিলম্বিত মুক্তাহার চঞ্চল হইতেছে এবং তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু সলিলকণ বিগলিত হইতেছে। ভগবানের শ্রীমুখ দ্বারপাল ও মুনিবৃন্দের প্রতি করুণাভরে কমনীয়; তিনি নিখিল স্পৃহণীয় গুণের আধার; তাঁহার প্রেমকটাক্ষপাতে তাঁহাদিগের চিত্তে পরম সুখ সঞ্জাত হইল। শ্রীহরির বিশাল শ্যাম বক্ষঃস্থলে বামস্তনের উর্দ্ধভাগে স্বর্ণরেখাকারা লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা। যে বৈকুণ্ঠধাম সত্যলোক পর্য্যন্ত স্বর্গ লোকের চূড়ামণির ন্যায় বিরাজিত, তাহা শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্যে কমনীয় হইয়াছে। কুমারগণ দেখিলেন,— শ্রীহরির বিশাল নিতম্বে পীতাম্বর মেখলার কান্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত এবং বনমালা অলিকুলের ঝঙ্কারে নিনাদিত হইতেছে। তাঁহার মনোহর মণিবন্ধসমূহে বলয়নিকর শোভা পাইতেছে; তিনি গরুড়ের স্কন্ধদেশে এক হস্ত বিন্যস্ত করিয়া অপর হস্তে লীলাকমল ঘূর্ণিত করিতেছেন। তাঁহার মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়ের কান্তিচ্ছটায় সৌদামিনী পরাভূতা; কিন্তু ঈদৃশ কুণ্ডলও তাঁহার গণ্ডস্থলের সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত। এইরূপ কমনীয় গণ্ডস্থল ও উন্নত নাসিকায় বদনমণ্ডল সুশোভিত; তাঁহার শিরে মণিখচিত কিরীট, বাহু-চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী বক্ষঃস্থলে মনোহর উৎকৃষ্ট হারযষ্টি এবং কণ্ঠদেশে কৌস্তুভমণি বিলম্বিত। তিনি বহুবিধ সৌন্দর্য্যের আধার; তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তগণ মনে মনে বিতর্ক করিলেন, 'আমিই সৌন্দর্য্যনিধি' বলিয়া কমলার যে গর্ব্ব ছিল, তাহা অদ্য শ্রীহরির সৌন্দর্য্যে অস্তমিত হইল। হে দেবগণ! ভগবান্ আমার, মহাদেবের ও তোমাদের নিমিত্ত ভজনীয় মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন। কুমারগণ সেই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দভরে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। রূপদর্শনে তাঁহাদিগের নয়নস্পৃহার নিবৃত্তি হইল না। তখন অরবিন্দনয়ন ভগবানের চরণদ্বয়ে জড়িত পদ্মকেশরসংমিশ্রা তুলসীর মকরন্দে সুরভিত বায়ু নাসাবিবরমার্গে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সেই ব্রহ্মানন্দসেবী মুনিগণেরও চিত্তে পরমানন্দ ও অঙ্গে রোমাঞ্চের আবির্ভাব করিল। আহা! ভগবানের বদন নীলপদ্মের কোষসদৃশ; অরুণ অধরোষ্ঠে হাস্য কুন্দকুসুমের ন্যায় শোভা পাইতেছে। শ্রীচরণে অরুণমণির ন্যায় নখপংক্তি বিরাজিত। মুনিগণ ভগবানের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন। পরে অধোদৃষ্টিপাতে চরণমাধুরী দর্শন করিলেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও ভগবানের সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্যগ্রহণে অসমর্থ হইয়া অবশেষে নেত্র নিমীলিত করিয়া ধ্যাননিরত হইলেন।

যে সকল পুরুষ যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট গতির অন্বেষণ করেন, এই ভগবান্ তাঁহাদিগের ধ্যানাস্পদ ও অতি আদরের ধন; ইঁহার এই পুরুষমূর্ত্তি নয়নাভিরাম এবং অসাধারণ ও নিত্য অণিমাদি অষ্ট-ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত; ভগবান্ ঈদৃশী মূর্ত্তি দর্শন করাইলে মুনিগণ তাঁহার সম্যক্ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

কুমারগণ কহিলেন,—হে অনন্ত! তুমি দুরাত্মাদিগের হৃদ্গত হইয়াও তিরোহিত থাক, কদাপি প্রকাশিত হও না; কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে অন্তর্হিত হও না। তুমি অদ্যই আমাদিগের নয়নগোচর হইলে; আমাদিগের জনক ব্রহ্মা যখন তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়া আমাদিগের নিকট তোমার রহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন, তুমি সেই সময়েই কর্ণপথে আমাদিগের চিত্তকন্দরে প্রবেশ করিয়াছ। হে ভগবন্! মুনিগণ তোমার কৃপায় শ্রবণাদি দৃঢ় ভক্তিযোগ অবগত হইয়া নিরভিমান ও বৈরাগ্যসমন্বিত হইয়া হৃদয়ে যে পরমাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, আমরা তোমাকে সেই পরতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব বলিয়াই অনুভব করিতেছি; তুমিই বিশুদ্ধসত্ত্ব-শ্রীমূর্ত্তিদ্বারা প্রতিক্ষণ ভক্তগণের রতি অর্থাৎ প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাক। হে ভগবন্! ভক্তগণ তোমার রমণীয় ও পাবন যশঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে সকল চতুর ভক্ত তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমার কথার রসজ্ঞ, তুমি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিলেও তাঁহারা তাহা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন; সুতরাং তোমার ভ্রূভঙ্গীরূপ কাল যাহাদিগকে গ্রাস করিয়া আছে, সেই সকল ইন্দ্রাদি পদ যে তাঁহাদিগের নিকট নগণ্য, তাহাতে আর বক্তব্য কি? হে ভগবন্! পূর্ব্বে আমাদিগের অপরাধ ছিল না, এক্ষণে তোমার ভক্তদ্বয়কে অভিশাপ প্রদান করিয়া আমরা অপরাধী হইলাম; এই অপরাধে যদি আমাদিগের নীচযোনিতে জন্ম হয়, তাহাতেও দুঃখ নাই; কিন্তু যেমন অলিকুল পুনঃ পুনঃ কণ্টকবিদ্ধ হইয়াও সেই সকল বিঘ্ন গণনা না করিয়া পুষ্পমধ্যে বিহার করে, সেইরূপ আমাদিগের চিত্তও যেন তোমার পদদ্বন্দ্বে বিহার করিতে থাকে; যেমন তুলসী তোমার শ্রীচরণে সংলগ্না বলিয়াই শোভা ধারণ করে, সেইরূপ আমাদিগের বাক্যও যেন তোমার গুণগান করিয়া কমনীয় হয় এবং কর্ণরন্ধ্র তোমার গুণগণে নিয়ত পরিপূর্ণ থাকে। হে বিপুলকীর্ত্তে! তুমি যে রূপ প্রকটিত করিলে, অজিতেন্দ্রিয় জনগণের ভাগ্যে ইহার দর্শন ঘটে না; অদ্য আমাদিগের নয়ন এই রূপ দর্শন করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন ও কৃতার্থ হইল। প্রভো! তোমাকে নমস্কার করি।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরি সেই যোগধর্ম্মী মুনিগণের পূর্ব্বোক্ত স্তুতিবাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—জয় ও বিজয়, এই দুইজন আমার পার্ষদ; কিন্তু ইহারা যে আপনাদিগকে অবমাননা করিয়াছে, তদ্দ্বারা আমাকেই অবজ্ঞা করা হইয়াছে। আপনারা দেববৎ পূজ্য ও আমার অভিপ্রায়জ্ঞ; অতএব আপনারা যে ইহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাহাতে আমি অনুমোদন

করি। ব্রাহ্মণকে আমি পরমদেবতা বলিয়া মনে করি, অতএব অদ্য আমি আপনাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; কারণ, আমার ভৃত্যদ্বয় যে আপনাদিগের অবমাননা করিয়াছে, তাহা আমি আত্মকৃত অপরাধ বলিয়া মনে করিতেছি। যেমন শ্বেতকুষ্ঠ চর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ভৃত্য অপরাধ করিলে যে প্রভুর নিন্দাবাদ প্রচারিত হয়, তাহা তাঁহার কীর্ত্তিরাশিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। যাঁহার অমৃতরূপ অমল যশঃসমুদ্রে শ্রবণদ্বারা অবগাহন করিলে আচণ্ডাল বিশ্ব সদ্যঃ পবিত্র হয়, সেই বৈকুণ্ঠনাথ আমি আপনাদিগের ব্রাহ্মণের মুখে নিরন্তর কীর্ত্তিত হইয়া পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করিয়াছি: অতএব, ভৃত্যের কথা কি, যদি আমার বাহুস্থানীয় লোকপালগণও ব্রাহ্মণের প্রতিকূলতাচরণ করে, আমি তাহাদিগকেও সংহার করিয়া থাকি। হে মুনিগণ! ব্রাহ্মণের সেবাফলেই আমার চরণপদ্মের রেণু অতি-পবিত্র; এই রেণুপ্রভাবে অখিল লোকের মালিন্য সদ্যোনিরস্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়াই আমি উৎকৃষ্ট চরিত্র লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার দর্শনলেশ লাভ করিবার নিমিত্ত যমনিয়মাদি ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মীদেবী আমার গৃহে অচঞ্চলা হইয়া বাস করিতেছেন, যদিও আমি তাঁহার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করি না। যখন যজমান যজ্ঞীয় অগ্নিতে চরু, পুরোডাশাদি হবিঃ অর্পণ করেন, তখন সেই অগ্নিরূপ মুখ-দ্বারা ভোজন করিয়া আমার তাদৃশ তৃপ্তিলাভ হয় না; কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ জ্ঞানী ও কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়াছেন, তাঁহারা যখন ক্ষরিত ঘৃত-দ্বারা বিলোড়িত পায়সান্ন প্রতিগ্রাসে রসাস্বাদনপূর্ব্বক ভোজন করেন, তখন আমি সেই ব্রাহ্মণমুখে ভোজন করিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি। আমার পাদোদক শশিশেখর মহাদেবের সহিত নিখিল লোককে সদ্যঃ পবিত্র করে। এই যে অখণ্ডা অপ্রতিহতা বিভূতি, ইহাও আমার যোগমায়ার বিলাসমাত্র; কিন্তু এইরূপ পরমপাবন পরমেশ্বর হইয়াও যাঁহাদিগের পবিত্র চরণরজঃ আমি স্বীয় কিরীটে ধারণ করিয়া থাকি, সেই ব্রাহ্মণগণ অপকার করিলেও কে না সহ্য করিবে? গো, ব্রাহ্মণ ও অসহায় জীব সকল আমার দেহ; পাপে নষ্টদৃষ্টি যাহারা ঐ সকল দেহকে আমার দেহ নহে বলিয়া পৃথক্ দর্শন করে, তাহাদিগকে মদীয় আজ্ঞা-পালক দণ্ডধর যমরাজের সর্পবৎ কোপনস্বভাব গৃধ্রাকার কিঙ্করগণ ক্রোধে চঞ্চুদ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলে। ব্রাহ্মণ তিরস্কার করিলেও যাঁহারা তাঁহাকে আমার সহিত অভিন্ন জানিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ও হাস্যসুধাসিক্ত পদ্মতুল্য মুখে প্রেমপূর্ণবাক্যদ্বারা স্তব করিতে করিতে, যেমন স্নিগ্ধ পিতা কুপিত পুত্রকে অথবা সৎপুত্র পিতাকে কোমল বাক্যে সম্বোদ্ধন করেন, সেইরূপ তাঁহার সন্তোষ সম্পাদন করেন, তাঁহারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন। আমার এই ভৃত্যদ্বয় স্বীয় প্রভুর অভিপ্রায় অবগত না হইয়া আপনাদিগকে অবমাননা করিয়া অপরাধে পতিত হইয়াছে; যাহাতে তাহাদিগের নির্ব্বাসনকাল শীঘ্র সমাপ্ত হয় এবং তাহারা অপরাধানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া আশু আমার সমীপে আগমন করে, আপনারা আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ বিধান করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর ভগবানের কমনীয় বেদমন্ত্রপ্রবাহস্বরূপ বাক্যের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াও ক্রোধদষ্ট মুনিগণের মন তৃপ্তিলাভ করিল না। তাঁহারা অতি মনোযোগের সহিত ভগবানের সংক্ষিপ্ত গূঢ়াভিপ্রায় ও গভীরার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিচার করিলেন; কিন্তু ভগবান্ তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রশংসা করিলেন বা নিন্দা করিলেন অথবা

তাঁহাদিগের প্রদত্ত দণ্ডের হ্রাস করিলেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর ভগবান্ অভিনন্দন করিতেছেন, জানিয়া বিপ্রগণ প্রহৃষ্ট ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইলেন; যোগমায়ার প্রভাবে প্রকটিত শ্রীহরির পরমোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—ভগবন্! তুমি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ইত্যাদি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলে, আমরা তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে একান্ত অসমর্থ হইয়াছি। হে প্রভো! তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রাহ্মণ ও দেবের রক্ষক; তুমি যে ব্রাহ্মণগণকে তোমার দেবতা বলিলে, তাহা লোকশিক্ষার নিমিত্ত, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ব্রাহ্মণগণ দেবগণেরও পূজ্য, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণের আত্মা ও আরাধ্যদেবতা। সনাতন ধর্ম্ম তোমা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তোমার অবতারমূর্ত্তিদ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মের যাহা পরমগুহ্য নির্ব্বিকার অর্থাৎ নিত্য ফল, তাহাও তুমি। তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াই মনুষ্যগণ বৈরাগ্য ও যোগ অবলম্বন করিয়া অনায়াসে মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু সেই তুমি অপরের অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, ইহা কিরূপ, বুঝিতে পারিতেছি না। অর্থকামী পুরুষগণ যাঁহার পদরেণু মস্তকে ধারণ করেন, সেই কমলাদেবী নিয়ত তোমার সেবা করিয়া থাকেন। তিনি তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার নিমিত্ত একান্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন; কারণ, সুকৃতি পুরুষেরা তোমার শ্রীচরণে যে নব তুলসীদাম অর্পণ করেন, ভৃঙ্গরাজ সপরিবারে তথায় সুখে বাস করিয়া থাকেন; লক্ষ্মীদেবী মনে করেন, এই মধুব্রত চঞ্চল হইলেও সারগ্রাহী, যেহেতু ইহা চরণার্পিত তুলসীমালায় নিশ্চল হইয়া বিহার করিতেছে; অতএব চরণের লাবণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্দেহ নাই; তবে আমি বক্ষঃস্থলে থাকিয়া কি করিব? যদিও চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলে বহুসেবকের সহিত সংঘর্ষ ও তুলসীর সহিত সপত্নী-কলহ ঘটিবার সম্ভাবনা, তথাপি আমি চরণসেবাই অবলম্বন করিব। এইরূপে কমলা ঔৎসুক্যের সহিত তোমার সেবা করিলেও তুমি তাঁহাকে তাদৃশ সমাদর কর না; কারণ, তুমি একান্তভক্তগণের সঙ্গলাভে অধিক প্রীতিলাভ করিয়া থাক। অতএব, প্রভো! তুমি পরম সৌভাগ্যের নিধি; তবে যে বলিলে,—ব্রাহ্মণের প্রসাদে লক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করেন না, এ কথার সামঞ্জস্য হয় না। আরও, তুমি নিখিল ভজনীয় গুণের আশ্রয় ও পরমশুদ্ধ; তবে পথসংলগ্ন পবিত্র ব্রাহ্মণের পদরজঃ ও শ্রীবৎস-চিহ্ন কিরূপে তোমাকে পবিত্র করিবে এবং কিহেতুই বা তুমি ঐ উভয় বস্তু ভূষণরূপে ধারণ করিতেছ? এই সমস্তই তোমার লোকসংগ্রহের নিমিত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। হে ত্রিযুগ! তুমি তিন যুগে আবির্ভূত হইয়া থাক; ধর্ম্ম তোমার রূপ এবং তপস্যা, শৌচ ও দয়া এই তিনটি তোমার অসাধারণ চরণ; তুমি আমাদিগের বরদায়িনী সত্ত্বমূর্ত্তি-দ্বারা সেই চরণত্রয়ের অভিঘাতক রজঃ ও তমোগুণকে নিরস্ত করিয়া দ্বিজ ও দেবতাগণের প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত এই চরাচর বিশ্বের পালন করিতেছ। হে দেব! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; উত্তম ব্রাহ্মণকুল তোমারই রক্ষণীয়; তুমি যদি স্পষ্টভাবে সেই কুলের রক্ষা না করিতে এবং স্বীয় সত্যপ্রিয় বাক্যদ্বারা ব্রাহ্মণকুলের অভ্যর্থনা না করিতে, তাহা হইলে বেদমার্গ বিনষ্ট হইত। কারণ, তুমি শ্রেষ্ঠ হইয়া যাহা আচরণ করিতে, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তন করিত। কিন্তু বেদমার্গ বিনষ্ট হউক, ইহা তোমার অভীষ্ট নহে; তুমি সত্ত্বনিধি, এই নিমিত্ত তুমি জগতের মঙ্গল বিধান করিতে সর্ব্বদা অভিলাষী তুমি রাজাদিদ্বারা ধর্ম্মের প্রতিপক্ষকে উন্মূলিত করিয়া থাক। তুমি ত্রিগুণের

অধিপতি ও বিশ্বভর্ত্তা; অতএব তুমি ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যে ব্রাহ্মণের নিকট অবনত হইলে, ইহাতে তোমার প্রভাব ক্ষীণ হইল না, ইহা তোমার কৌতুকমাত্র। হে প্রভো! এই দুই দ্বারপালের প্রতি আমরা যে দণ্ডবিধান করিয়াছি, যদি তদ্ভিন্ন অন্য কোন দণ্ড বা অধিক জীবিকাবিধান করিতে তোমার আদেশ হয়, তাহাতে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মত আছি। ভগবন্! আমরা তোমার এই দুই নিরপরাধ কিঙ্করকে অভিশপ্ত করিয়া অপরাধ করিয়াছি; অতএব, যাহা সমুচিত দণ্ড হয়, প্রদান কর।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! আমার এই কিঙ্করদ্বয় এইক্ষণেই আসুরী যোনি প্রাপ্ত হউক; জন্ম হইতে ক্রোধাবেশহেতু ইহাদিগের আমার প্রতি চিত্তের একাগ্রতা সমধিক বর্দ্ধিত হইবে, এই নিমিত্ত ইহারা শীঘ্রই আমার সমীপে উপস্থিত হইবে। আর, আপনারা যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমিই আপনাদিগকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছি, জানিবেন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর মুনিগণ নয়নানন্দকর শ্রীহরিকে ও বিশুদ্ধসত্ত্বে নির্ম্মিত স্বয়ংপ্রভ বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করিয়া ভগবানকে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে বিষ্ণুলোকের শোভা বর্ণন করিতে করিতে প্রতিগমন করিলেন। এদিকে ভগবান জয়-বিজয়কে কহিলেন,—তোমরা গমন কর, ভীত হইও না, তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। আমি ব্রহ্মদণ্ড নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। আমার গূঢ় অভিপ্রায় ধারণা কর; সনকাদির ক্রোধ, তোমাদের ন্যায় আমার পার্ষদের ব্রাহ্মণের প্রতিকুলাচরণ; আমার স্বভক্তের প্রতি উপেক্ষা এবং বৈকুণ্ঠবাসিগণের পুনর্জ্জন্ম, ইহার কোনটীই সম্ভবপর নহে। তবে যে এরূপ ঘটিল, তাহার কারণ শ্রবণ কর। আমার যেরূপ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, সেইরূপ যুদ্ধকৌতুক করিবারও ইচ্ছা জন্মে। অপরাপর সকলে অল্পবল, পার্ষদগণ তুল্যবল হইলেও প্রতিপক্ষতাচরণে একান্ত বিমুখ; এই হেতু তোমাদিগকে ব্রাহ্মণনিবারণে প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং তাঁহাদিগের ক্রোধ উদ্দীপিত করিয়া শাপচ্ছলে তোমাদিগকে যুদ্ধকৌতুকের প্রতিপক্ষ করিলাম। আমার প্রতি শত্রুভাব অবলম্বন করিয়া অল্পকালের মধ্যে ব্রহ্মশাপে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার আমার সমীপে আগমন করিবে। ভগবান্ দ্বারপালদ্বয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া বিমানশ্রেণীভূষিত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টশোভান্বিত স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। এদিকে দুইজন দেবশ্রেষ্ঠ জয় ও বিজয় দুস্তর ব্রহ্মশাপে গর্ব্বহীন হইয়া বিষ্ণুলোক হইতে পতিত হইতে হইতে হতশ্রী হইলেন। বৎস দেবগণ! তাঁহাদিগের পতিত হইবার কালে সত্যাদিলোকস্থ উৎকৃষ্ট বিমানসমূহ হইতে মহান্ হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। এক্ষণে সেই দুই পার্ষদপ্রবর দিতির জঠরনিবিষ্ট কশ্যপের অত্যুৎকট তেজকে স্বীয় দেহরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। যুগপৎ গর্ভে প্রবিষ্ট সেই দুই অসুরের তেজে এক্ষণে তোমাদিগের তেজ ম্লান হইয়াছে; ইহা ভগবানের ইচ্ছা, সুতরাং এবিষয়ে প্রতীকার করা একান্ত অসম্ভব। যিনি বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, যাঁহার যোগমায়া যোগেশ্বরগণেরও দুর্জ্জ্ঞেয় এবং যিনি ত্রিগুণের অধীশ্বর, সেই আদিপুরুষ ভগবান্ আমাদিগের মঙ্গলবিধান করিবেন; এবিষয়ে আমাদিগের বিচারে কোন ফলোদয় হইবে না।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—দেবগণ ব্রহ্মার নিকট পূর্ব্বোক্ত কারণ শ্রবণ করিয়া সকলে নিঃশঙ্কচিত্তে স্বর্গে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। সাধ্বী দিতিও, পুত্র দেবগণের উৎপীড়ন করিবে, এই আশঙ্কায় শত বৎসর যাপন করিলেন; অনন্তর যমজপুত্র প্রসব করিলেন। তাহাদিগের প্রসবকালে স্বর্গ, মর্ত্ত ও অন্তরীক্ষে নানাবিধ লোকভয়ঙ্কর উপদ্রব উদ্ভূত হইল; অচলের সহিত পৃথিবী কম্পিতা ও দশদিক্ বহ্নিজ্বালাযুক্ত হইল এবং উল্কার সহিত বজ্রপাত ও উৎপাতচিহ্ন ধূমকেতু উদিত হইল; উষ্ণস্পর্শে বাত্যাবায়ু মুহুর্মুহুঃ ফুৎকারধ্বনি করিয়া মহাবৃক্ষসকল উন্মুলিত ও ধ্বজাকারে ধূলিরাশি উৎক্ষিপ্ত করিয়া প্রবাহিত হইল; চতুর্দ্দিকে ঘনঘটা, তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ যেন উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল; মেঘাড়ম্বরের অন্তরালে সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থের প্রভা তিরোহিত এবং যাবতীয় পদার্থ দৃষ্টির অগোচর হইল; বারিধি উত্তালতরঙ্গ হইয়া যেন দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং মকরাদি জলচর জন্তুসকল ক্ষুভিত হইয়া উঠিল; সরোবরে পঙ্কজসকল শুষ্ক হইল এবং বাপী, কূপ, তড়াগ ও নদী সকলের সলিল মলিনভাব ধারণ করিল; রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসূর্য্যের মুহুর্মুহুঃ পরিবেশ হইতে লাগিল এবং বিনামেঘে গর্জ্জন ও গিরিগুহা সকল হইতে রথধ্বনির ন্যায় ঘর্ঘরনিনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

গ্রামমধ্যে শৃগালীগণ মুখ হইতে ভীষণ বহ্নি উদ্গিরণ করিতে করিতে উলুকগণের সহিত ধ্বনি মিশ্রিত করিয়া অমঙ্গল সূচনা করিল; কুকুরসকল ইতস্ততঃ গ্রীবা উন্নত করিয়া কখন সঙ্গীতধ্বনির ন্যায়, কখন রোদনধ্বনির ন্যায় বিবিধ শব্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। হে বিদুর! গর্দ্দভসকল কর্কশ খুরদ্বারা ধরাতলে আঘাত করিয়া উন্মত্তের ন্যায় খার্কার শব্দ করিয়া মহাবেগে দলে দলে ধাবিত হইল; রাসভের রোদনধ্বনি শুনিয়া বিহঙ্গগণ ভয়ে স্ব স্ব নীড় পরিত্যাগপূর্ব্বক উড্ডীয়মান হইল এবং আভীরপল্লী ও অরণ্যে পশুসকল মলমূত্রোৎসর্গ করিল। কি আশ্চর্য্য! ভীতা ধেনুসকল দুগ্ধের পরিবর্ত্তে রুধির দান করিল এবং মেঘসকল হইতে পূযবর্ষণ হইল। দেবপ্রতিমা ক্রন্দন করিয়া উঠিল এবং প্রভঞ্জনব্যতিরেকে বৃক্ষসকল পতিত হইতে লাগিল; মঙ্গলাদি ক্রূর গ্রহ গুরুশুক্রপ্রভৃতি শুভ গ্রহসকলকে এবং অন্যান্য নক্ষত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিল এবং বক্রগতিতে প্রত্যাবৃত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ব্রহ্মপুত্র সনকাদিব্যতীত কেহই এই সকল দুর্নিমিত্তের কারণ অবগত ছিল না; এই নিমিত্ত অতত্ত্বজ্ঞ প্রজাগণ পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য উপদ্রবচিহ্নসকল দর্শন করিয়া ভয়ে বিশ্বের প্রলয়কাল উপস্থিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

এদিকে সেই আদিদৈত্যদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মপৌরুষ প্রকাশ করিল। তাহাদিগের শরীর পাষাণের ন্যায় কঠিন ও সুবৃহৎ হওয়ায় যেন মহাপর্ব্বতদ্বয় বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। তাহাদিগের হেমকিরীটের অগ্রভাগ আকাশ স্পর্শ করিল ও দিক্‌সকল নিরুদ্ধ হইল। ভুজে অঙ্গদের প্রভা বিলসিত হইল এবং কটিস্থিত কাঞ্চীপ্রভায় সূর্য্য ম্লান ও পদভরে মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিল। গর্ভাধানকালে গর্ভে প্রথম হিরণ্যকশিপুর জন্ম হয়, কিন্তু প্রসবকালে হিরণ্যাক্ষ প্রথমতঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং পিতৃক্রমে হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ এবং মাতৃক্রমে হিরণ্যাক্ষ জ্যেষ্ঠ। উহারা

অদ্যাপি ঐ দুই নামেই প্রসিদ্ধ আছে। স্বীয় ভুজবলে উদ্ধত এবং ব্রহ্মার বরে মৃত্যুভয়রহিত হিরণ্যকশিপু লোকপালগণের সহিত লোকসকলকে স্বীয় বশে আনয়ন করিল।

তাহার প্রিয় কনিষ্ঠভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ জ্যেষ্ঠভ্রাতার সন্তোষসম্পাদনের নিমিত্ত গদাপাণি হইয়া যুদ্ধের অন্বেষণে স্বর্গে গমন করিল। তাহার পদে কাঞ্চননূপুর ধ্বনিত হইতেছিল, গলে বৈজয়ন্তী মালা এবং মহাগদা স্কন্ধদেশে সংন্যস্তা। সেই মহাসুর শৌর্য্য, বীর্য্য ও ব্রহ্মবরে গর্ব্বিত, অপ্রতিহতগতি ও অকুতোভয়; তাহাকে দুঃসহ বেগে আসিতে দেখিয়া, যেমন সর্পকুল গরুড়দর্শনে ভীত হইয়া লুক্কায়িত হয়, সেইরূপ দেবতা সকল ভয়ে বিলীন হইল। দৈত্যরাজ দেখিল,—ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার তেজে পলায়ন করিয়াছে, তখন সে দেবগণকে কাপুরুষ মনে করিয়া গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল হিরণ্যাক্ষ স্বর্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে মত্ত হস্তীর ন্যায় ভীমনিস্বন গম্ভীর বারিধিকে আলোড়িত করিতে লাগিল। সে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে বরুণের জলচর সৈনিকগণ আহত না হইয়াও অসুরতেজে অভিভূত ও হতবুদ্ধি হইয়া ভয়ে দূরে পলায়ন করিল। বৎস বিদুর! মহাবল হিরণ্যাক্ষের নিশ্বাসে সমুদ্রে সুবৃহৎ তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল; সে বহুবর্ষ ধরিয়া তদুপরি লৌহগদাঘাত করিয়া বিভাবরীনাম্নী বরুণপুরীতে উপস্থিত হইল এবং তথায় পাতালপতি ও জলচরগণের স্বামী বরুণের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে উপহাস করিবার নিমিত্ত সহাস্যবদনে নীচবৎ প্রণিপাত করিয়া কহিল,—মহারাজ! আমাকে যুদ্ধ দান করুন। আপনি লোকপালাধিপতি, দুর্মদ বীরগণের দর্পচূর্ণ করিয়া মহাযশস্বী হইয়াছেন, যেহেতু আপনি পূর্ব্বে বহু দৈত্য ও দানবগণকে পরাজিত করিয়া রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জলপতি বরুণ মদোদ্ধত শত্রুকর্ত্তৃক এইরূপে অত্যন্ত উপহসিত হইয়া সঞ্জাত ক্রোধকে বিবেকদ্বারা প্রশমিত করিয়া বলিলেন,—আমি যুদ্ধাদি কৌতুক হইতে বিরত-হইয়াছি। হে অসুররাজ! তোমার ন্যায় রণমার্গনিপুণ বীরের যুদ্ধে সন্তোষ সম্পাদন করে, এইরূপ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না; কেবল একমাত্র পুরাতন পুরুষ বিষ্ণু আছেন, তিনিই তোমার রণকণ্ডূতি অপনোদনে সমর্থ। এই নিমিত্ত তোমার ন্যায় বীরগণ চিরদিন তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহার সমীপে গমন কর। তুমি শীঘ্রই তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে এবং কুক্কুরপরিবৃত হইয়া বীরশয়নে শয়ন করিবে। কারণ, ভগবান্ বিষ্ণু তোমাদের ন্যায় অসৎ লোকদিগের দমন ও ভক্তগণের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের নিমিত্ত নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন—দুর্ম্মদ হিরণ্যাক্ষ জলেশ বরুণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে রণাঙ্গনে শয়ন করিতে হইবে, এ কথা তুচ্ছ বোধ করিল এবং নারদের মুখে হরির রসাতলগমন অবগত হইয়া সত্বর রসাতলে প্রবেশ করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, পর্ব্বতাকার এক প্রাণী দংষ্ট্রার অগ্রভাগদ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করিতেছে; তাহার অরুণনেত্রের প্রভাদ্বারা স্বীয় তেজ অভিভূত হইতেছে। হিরণ্যাক্ষ একটী জলচর বরাহকে সমক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে উপস্থিত দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিল, আমি বিষ্ণুর অন্বেষণ করিয়া এখানে আসিলাম, কি আশ্চর্য্য! এ যে একটী বরাহ দেখিতেছি।

অনন্তর হিরণ্যাক্ষ বলিল,—মূর্খ! পৃথিবীকে পরিত্যাগ কর, ব্রহ্মা রসাতলবাসী আমাদিগকে ইহা অর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে যুদ্ধে অগ্রসর হও। দেবাধম! তুমি শূকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ; মনে করিও না, তুমি আমার সমক্ষে নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবী লইয়া গমন করিবে। আমাদিগের শত্রু দেবগণ কি আমাদিগের বিনাশের নিমিত্ত তোমাকে পোষণ করিয়াছে? তুমি মায়াদ্বারা পরোক্ষে অসুরগণের বধসাধন করিয়া থাক; যোগ-মায়াই তোমার বল, বস্তুতঃ তোমার পৌরুষ অতীব অল্প। মূঢ়! অদ্য তোমাকে বধ করিয়া সুহৃদ্‌গণের শোকাশ্রু মার্জ্জনা করিব। আমার ভুজনিক্ষিপ্ত গদাঘাতে মস্তক বিচূর্ণ হইয়া তোমার মৃত্যু ঘটিলে দেবগণ, ঋষিগণ ও অন্যান্য সকলে যাহারা তোমার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহারা নিরাশ্রয় হইয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইবে! ভগবান্ শত্রুর কটুক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়াও দংষ্ট্রাগ্রে স্থিতা পৃথিবীকে ভীতা দেখিয়া, যেমন মকরাদি জলজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হস্তী হস্তিনীর সহিত জলমধ্য হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ অসুরের সমস্ত কটুক্তি সহ্য করিয়া সলিলরাশি হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহাকে সলিল হইতে নিঃসৃত হইতে দেখিয়া, হিরণ্যের ন্যায় কপিলবর্ণ কেশবিশিষ্ট হিরণ্যাক্ষ, যেমন মকর হস্তীর অনুধাবন করে, সেইরূপ ভগবানের অনুধাবন করিল। পরে করালদংষ্ট্র অসুর বজ্রনির্ঘোষে বলিল, তোমার ন্যায় নির্লজ্জ অসৎ লোকের নিন্দাভয় নাই, সুতরাং পলায়ন অযুক্ত নহে। ভগবান্ ধরণীকে সলিলের উপরিভাগে ব্যবহারযোগ্য স্থলে বিন্যস্ত করিয়া তাহাতে আধারশক্তি নিহিত করিলেন; তখন অসুর দেখিল, ব্রহ্মা শ্রীবরাহের স্তব করিতেছেন এবং দেবগণ পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিতেছেন। ভগবান্ স্বর্ণালঙ্কারভূষিত, কাঞ্চনময় বিচিত্র কবচধারী গদাপাণি অসুরকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিয়া এবং তাহার পুনঃ পুনঃ দুরুক্তিদ্বারা মর্ম্মে পীড়িত হইয়া প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং অট্টহাস্য সহকারে বলিলেন, রে অভদ্র অসুর! তুই যে বলিলি, আমি জলচর বরাহ, তাহা সত্য বটে; কিন্তু আমি তোর ন্যায় কুক্কুরের অন্বেষণ করিতেছি; বীরগণ মৃত্যুপাশে আবদ্ধ তোর আত্মশ্লাঘা গ্রহণ করেন না। এই আমি পাতালবাসীগণের নিকট ন্যস্ত বস্তু হরণ করিয়া তোর গদার ভয়ে ভীত হইয়া নির্লজ্জভাবে পলায়ন করিয়া আসিলাম, কিন্তু অসমর্থ হইলেও আমাকে যুদ্ধে অবস্থান করিতেই হইবে; কারণ, বলবানের সহিত শত্রুতা করিয়া কোথায় পলায়ন করিব। তুই পদাতীশ্বরগণের মুখ্য; অতএব আমাকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত অসন্দিগ্ধচিত্তে শীঘ্র প্রযত্ন কর এবং আমাকে বধ করিয়া আত্মীয়গণেয় শোকাশ্রু

মার্জ্জনা কর্; কারণ, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারে না, সে সভ্যসমাজে অবস্থান করিবার যোগ্য নহে।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হিরণ্যাক্ষ ক্রুদ্ধ ভগবানের তীব্র উপহাস ও তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়াহত মহাসর্পের ন্যায় অত্যুৎকট ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। মহাক্রোধে তাহার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল এবং ইন্দ্রিয় সকল ক্ষুভিত হইল। তখন অসুর সন্নিহিত হইয়া মহাবেগে শ্রীহরির উপর গদাঘাত করিল। যেমন যোগারূঢ় ব্যক্তি মৃত্যুর আক্রমণ বিফল করিয়া দেয়, সেইরূপ অসুর ভগবানের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া গদা নিক্ষেপ করিলে তিনি তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থান করিয়া তাহা বিফল করিয়া দিলেন। অসুর পুনর্ব্বার গদা লইয়া মুহুর্মুহুঃ ঘূর্ণিত করিয়া ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। তখন শ্রীহরি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বৎস বিদুর! অনন্তর প্রভু অসুরের দক্ষিণ ভ্রূ লক্ষ্য করিয়া গদাপ্রহার করিলেন, কিন্তু গদাযুদ্ধে সুনিপুণ দৈত্যরাজ স্বীয় গদাদ্বারা ভগবানের গদা নিষ্ফল করিয়া দিল। এইরূপে হরি ও হিরণ্যাক্ষ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত মহাগদাদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। যেমন ইলা অর্থাৎ ধেনুর নিমিত্ত মত্ত বৃষভদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগের শোভা হয়, সেইরূপ যুধ্যমান মহাবীরদ্বয়ের শোভা হইল। তাঁহারা শত্রুজয় করিবার নিমিত্ত আস্ফালন করিয়া বিচিত্রগতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তীব্র গদাঘাতে তাঁহাদিগের অঙ্গ হইতে শোণিতস্রাব হইতে লাগিল এবং রুধিরগন্ধে তাঁহাদিগের ক্রোধ সমধিক উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

বৎস বিদুর! দৈত্য হিরণ্যাক্ষ এবং যিনি মায়াদ্বারা যজ্ঞময় বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন সেই শ্রীহরি পৃথিবীর নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ঋষিসহস্রের নেতা ভগবান্ ব্রহ্মা দেখিলেন, হিরণ্যাক্ষ মদোন্মত্ত ও নির্ভীকচিত্ত হইয়া ভগবানের গদাপ্রহারের প্রতিকার করিতেছে এবং দুর্দ্ধর্ষ বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। তখন তিনি আদিবরাহ নারায়ণকে কহিলেন,—হে দেব! এই অসুর আমার বরে অদ্বিতীয় বীর হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী অন্বেষণ করিতে করিতে ভুবনের কণ্টকরূপে বিচরণ করিতেছে। যাঁহারা তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, সেই দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ এবং নিরপরাধ ভূতগণের উপর এই অসুর বৃথা দোষারোপ করে এবং কাহাকেও প্রতিকারে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে ভীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার ধনপ্রাণ হরণ করিয়া থাকে। এই মায়াবী দৈত্য অতিশয় গর্ব্বিত ও দুর্ব্বৃত্ত; তুমি ভিন্ন এমন কেহই নাই যে, ইহার গতিরোধ করিতে পারে; হে দেব! যেমন বালকেরা ক্ষুভিত সর্পের পুচ্ছাকর্ষণাদিদ্বারা তাহাকে ক্রীড়া করায়, সেইরূপ ইহাকে কেবল ক্রীড়া করাইয়া বিরত হইও না। হে অচ্যুত! এই দারুণ অসুর যে পর্য্যন্ত না স্বীয় আসুরী বেলা প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হয়, সেই অবসরেই স্বীয় মায়া আশ্রয় করিয়া এই পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে সর্ব্বাত্মন্ প্রভো! লোকের বিনাশকারিণী এই ঘোরতমা সন্ধ্যা সমাগত প্রায়; অতএব সুরগণের জয়বিধান কর। মধ্যাহ্নের এই শুভ-মুহূর্ত্ত গতপ্রায়; এই মুহূর্ত্তের স্বল্প অবশিষ্ট কালের মধ্যে শীঘ্র এই দুর্জ্জেয় অসুরকে বধ করিয়া তোমার সুহৃৎ আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর। ইহার শাপানুগ্রহকালে তুমি স্বয়ং ইহাকে বধ করিবে, ইহাই বিধান করিয়াছিলে; এক্ষণে আমাদিগের

সৌভাগ্যফলে এই দৈত্য তোমার সমীপেই উপস্থিত হইয়াছে। অতএব বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক ইহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সংসারকে শান্তি-সুখে স্থাপিত কর।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত নিষ্কপট অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমি কালাত্মা, আমাকেও শুভ মুহূর্ত্তের উপদেশ করিতেছে, এই মনে করিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন; অনন্তর প্রেমপূর্ণ অপাঙ্গদৃষ্টিদ্বারা ব্রহ্মার নিবেদন অনুমোদন করিলেন। অনন্তর অক্ষজ অর্থাৎ ব্রহ্মার ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে আবির্ভূত শ্রীহরি আকাশে উৎপতিত হইয়া সমক্ষে বিচরণশীল অকুতোভয় শত্রুর গণ্ডদেশের অধোভাগে গদাঘাত করিলে অসুর এরূপ বেগে গদাঘাত করিল যে, ভগবানের গদা তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। এই ব্যাপার দর্শনে সকলে চমৎকৃত এবং ইহাতে অসুরের পৌরুষ সমধিক প্রকাশিত হইল। এক্ষণে ভগবান্ নিরস্ত্র হইলে অসুর এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াও ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়মানুসারে তাঁহাকে প্রহার করিল না; ইহাতে ভগবানের কোপ বর্দ্ধিত হইল। তিনি তাঁহার হস্ত হইতে গদা বিচ্যুত হওয়ায় চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, হে সুরগণ! তোমরা ভীত হইও না; অনন্তর প্রভু সুদর্শনচক্রকে স্মরণ করিলেন। চক্র সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহার করলগ্ন হইল; কিন্তু শ্রীহরি তথাপি স্বীয় পার্ষদবর ঐ দৈত্যাধমের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যাঁহারা যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ভগবানের প্রভাব অবগত ছিলেন না; এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের মধ্য হইতে হে প্রভো! তোমার জয় হউক, এই অসুরকে বিনাশ কর; ইত্যাদি বহুবিধ বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। সমক্ষে চক্রধর পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া হিরণ্যাক্ষের সমস্ত ইন্দ্রিয় ক্রোধে পরিপ্লুত হইল এবং সে ক্রোধে ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল! করালদংষ্ট্র অসুর স্বীয় দৃষ্টিপাতদ্বারা যেন দগ্ধ করিতে করিতে ধাবমান হইয়া 'এই তুমি হত হইলে' বলিয়া ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া গদা নিক্ষেপ করিল। বৎস বিদুর! গদা বায়ুবেগে আসিতেছে দেখিয়া যজ্ঞবরাহ ভগবান্ শত্রুর সমক্ষেই তাহা বামপদদ্বারা অবলীলাক্রমে পাতিত করিয়া বলিলেন, অস্ত্র গ্রহণ করিয়া উদ্যম প্রকাশ কর; যে হেতু তুমি জিগীষাপরবশ হইয়া আসিয়াছ। হিরণ্যাক্ষ এই বাক্য শুনিয়া পুনর্ব্বার গদা নিক্ষেপ করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। যেমন গরুড় সমীপাগতা ভুজঙ্গীকে অনায়াসে গ্রহণ করে, সেইরূপ গদা বেগে আসিতেছে দেখিয়া ভগবান্ সম্যক্ অবস্থান-পূর্ব্বক তাহা অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিলেন। স্বীয় পৌরুষ প্রতিহত হইল দেখিয়া অসুররাজ হতগর্ব্ব ও অপ্রতিভ হইল; শ্রীহরি তাহাকে তদীয় গদা প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলেও সে তাহা গ্রহণ করিল না। কিন্তু যেমন অভিচারে অর্থাৎ মারণযোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি কোনও শুদ্ধাচার নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া আভিচারিক মন্ত্র প্রয়োগ করে, সেইরূপ অসুরও যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীবরাহদেবকে লক্ষ্য করিয়া প্রজ্বলিত

হুতাশনের ন্যায় গ্রাস করিতে ব্যগ্র এক ত্রিশূল গ্রহণ করিল। যেমন ইন্দ্র গরুড়পরিত্যক্ত পিচ্ছ বজ্রদ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীহরি দৈতেন্দ্রকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত গগনমণ্ডলে উৎকট তেজে দেদীপ্যমান সেই ত্রিশূলকে তীক্ষ্ণধার চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন। স্বীয় ত্রিশূল চক্রদ্বারা বহুধা ছিন্ন হইলে, হিরণ্যাক্ষ ভগবানের সমক্ষে আসিয়া তাঁহার সুবিশাল ও লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত বক্ষঃস্থলে মহাক্রোধে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে মায়াদ্বারা অন্তর্হিত হইল। হে বিদুর! মাতঙ্গ যেরূপ পুষ্পমাল্যের আঘাতে কম্পিত হয় না, সেইরূপ আদিবরাহ ভগবান্ তাহার মুষ্ট্যাঘাতে অণুমাত্রও কম্পিত হইলেন না। অসুর যোগমায়ার অধীশ্বর হরিকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ নানাবিধ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিল যে, প্রজাসকল তদ্দর্শনে ত্রস্ত হইয়া বিশ্বের প্রলয় উপস্থিত মনে করিতে লাগিল।

প্রচণ্ড প্রভঞ্জন ধূলিরাশি উৎক্ষিপ্ত করিয়া অন্ধকারের সৃষ্টি করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং পাষাণ সকল যেন ক্ষেপণযন্ত্রদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পতিত হইল! মেঘজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও গর্জ্জনে মুখরিত হইল এবং ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতে লাগিল; মেঘসমূহ পূয, কেশ, রুধির, বিষ্ঠা, মূত্র ও অস্থি পুনঃপুনঃ বর্ষণ করিতে লাগিল। হে বিদুর! গিরিসকল নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতেছে দৃষ্টিগোচর হইল এবং শূলধারিণী মুক্তকেশী নগ্না রাক্ষসীগণও নেত্রপথে আবির্ভূত হইল। পদাতি, অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরের সহিত বহুসংখ্যক হিংস্র প্রকৃতি যক্ষ ও রাক্ষস 'মার্ মার্ কাট্ কাট্' ইত্যাদি বহুবিধ কর্কশ ধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীহরি অতিপ্রিয় সুদর্শনাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রকটিত আসুরী মায়া বিনাশ করিলেন; এদিকে ভর্ত্তা কশ্যপের আদেশ স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় সহসা দিতির হৃৎকম্প ও স্তন হইতে রুধিরস্রাব হইল। স্বীয় মায়া বিফল হইল দেখিয়া, হিরণ্যাক্ষ পুনর্ব্বার কেশবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে দুই বাহুর মধ্যস্থলে স্থাপিত করিয়া নিপীড়িত করিতে লাগিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভগবান্ তাহার বাহুদ্বয়ের মধ্যস্থলে মর্দ্দিত হইয়াও বহির্ভাগে দৃষ্টিগোচর হইলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বজ্রদ্বারা আহত করিয়াছিলেন, অধোক্ষজ ভগবান্‌ও সেইরূপ বজ্রসার মুষ্টিদ্বারা আঘাতকারী অসুরের কর্ণমূলে করাঘাত করিলেন। ভগবান্ অবজ্ঞা করিয়া প্রহার করিলেও তাঁহার করাঘাতে অসুরের গাত্র ঘূর্ণিত, লোচন বহির্গত ও বাহু এবং পদ ও কেশজাল শিথিলিত হইল এবং সে বায়ুবেগে উন্মূলিত মহাতরুর ন্যায় নিপতিত হইল। যুদ্ধদর্শনের নিমিত্ত সমাগত ব্রহ্মাদি দেবগণ দেখিলেন, করালদংষ্ট্র অসুর দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক ধরাশায়ী হইয়াছে; কিন্তু তাহার তেজঃ নিষ্প্রভ হয় নাই। তদ্দর্শনে তাঁহারা বহু প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আহা! এইরূপ মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। যোগিগণ অনিত্য লিঙ্গশরীর হইতে মুক্তি বাঞ্ছা করিয়া যোগসমাধিদ্বারা একান্তে যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, আহা! দৈত্যেন্দ্র তাঁহারই শ্রীচরণদ্বারা আহত হইয়া তদীয় শ্রীমুখ দর্শন করিতে করিতে তনুত্যাগ করিল। অনন্তর দেবগণ স্তুতি করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! তুমি অখিল যজ্ঞের বিস্তার ও জগৎ-পালনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ; তোমাকে অসংখ্য প্রণিপাত করি। আমরা তোমার শ্রীচরণের দাস; এই হেতু আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃ জগতের ধর্ম্মভেদী এই অসুর বিনষ্ট হইল, আমরা শান্তিলাভ করিলাম।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আদিবরাহ শ্রীহরি এইরূপে অসহ্যবিক্রম হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ-

কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া নব নব আনন্দের নিলয় স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। বৎস বিদুর! শ্রীহরি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া মহাবিক্রম হিরণ্যাক্ষকে মহাসময়ে যেরূপে ক্রীড়নকের ন্যায় সংহার করিয়াছিলেন, তাহা আমি গুরুমুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম।

সূত কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মহাভাগবত বিদুর কুশারুনন্দন শ্রীমৈত্রেয় মুনির নিকট পূর্ব্বোক্ত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। যখন বিপুলকীর্ত্তি পুণ্যশ্লোক সাধুগণের কথা শ্রবণ করিলে আনন্দের উদ্ভব হয় তখন শ্রীবৎসলাঞ্ছন শ্রীহরির মধুর চরিত্র শ্রবণ করিলে যে পরমানন্দের উদয় হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? গজেন্দ্র মকরাক্রান্ত হইয়া যাঁহার চরণাম্বুজ ধ্যান করিলে এবং হস্তিনীগণ কাতরকণ্ঠে রোদন করিলে যিনি তাহাদিগের পতি গজেন্দ্রকে সঙ্কট হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি অনন্যগতি অকপট ভক্তগণের সুখারাধ্য ও অসাধুগণের দুরারাধ্য, কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার ভজনা না করিয়া থাকিতে পারে? হে মুনিবর! যিনি পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত বরাহমূর্ত্তি ভগবানের এই মহাদ্ভুত হিরণ্যাক্ষবধলীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুমোদন করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মবধপাপ হইতেও বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবানের এই স্বর্গাদিপ্রদ, পরমপাবন, ধনাবহ, যশস্কর, আয়ুঃ ও মঙ্গলের আলয় এবং যুদ্ধে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের শাস্তিবর্দ্ধক চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা অন্তে শ্রীনারায়ণকে গতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

বিংশ অধ্যায়

শৌনক কহিলেন,—হে সৌতে! স্বায়ম্ভুব মনু পৃথিবীরূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে লীন প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিলেন? মহাভাগবত বিদুর কৃষ্ণের ঐকান্তিক সুহৃৎ; স্বীয় অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের মন্ত্রণা অনাদর করিলেন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে অপরাধী মনে করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধনপ্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিদুর দ্বৈপায়নের আত্মজ, মহিমায় তাঁহার অপেক্ষা ন্যূন নহেন; তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে কৃষ্ণের আশ্রিত ও কৃষ্ণভক্তগণের অনুব্রত ছিলেন। তীর্থসেবাদ্বারা নির্ম্মলচিত্ত বিদুর কুশাবর্ত্ত অর্থাৎ গঙ্গাদ্বারে সমাসীন পরম তত্ত্ববিৎ মৈত্রেয় মুনির নিকটে পুনর্ব্বার কি-প্রশ্ন করিলেন? শ্রীহরির পদাম্বুজাশ্রিত পাপহারী গঙ্গোদকের ন্যায় তাঁহাদিগের কথোপকথন হইতে নিশ্চয়ই অমল হরিকথার অবতারণা হইয়া থাকিবে; উদারকর্ম্মা শ্রীহরির কথা সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়া; অতএব, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর; তোমার মঙ্গল হউক। রসজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি হরিলীলামৃত পান করিতে করিতে পর্য্যাপ্তবোধে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলে উগ্রশ্রবা শ্রীভগবানে চিত্ত নিবেশিত করিয়া 'শ্রবণ করুন' বলিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—ভরতবংশধর বিদুর মায়াবলে বরাহমূর্ত্তি ভগবানের রসাতল হইতে পৃথিবীর উদ্ধার কথা এবং অনায়াসে হিরণ্যাক্ষের বধলীলা শ্রবণ করিয়া অতি হৃষ্টচিত্ত হইলেন; অনন্তর মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্!

আপনি আমাদিগের জ্ঞানের অগোচর বস্তু সকল অবগত আছেন; অতএব সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি-গণের পতি ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া পরে কি করিলেন এবং মরীচি প্রভৃতি বিপ্রগণ ও স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশে কিরূপে এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন, সবিস্তর বলিতে আজ্ঞা হউক। তাঁহারা কি ভার্য্যাকে সহায় লইয়া অথবা স্বতন্ত্রভাবে কিম্বা প্রজাসৃষ্টি-কার্য্যে পরস্পর মিলিত হইয়া এই জগৎ রচনা করিলেন?

মৈত্রেয় কহিলেন,—দুর্জ্ঞেয় দৈব অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ ও কাল অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছাশক্তি, এই ত্রিবিধ কারণ হইতে প্রধান অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় ক্ষোভ হয়, তাহা হইতে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। মহতত্ত্ব স্বভাবতঃ স্বত্ত্বপ্রধান হইলেও যখন সৃষ্টির উন্মুখ হয়, তখন রজঃপ্রধান হইয়া যায়; দৈবপ্রভাবে ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। ঐ অহঙ্কারতত্ত্ব ত্রিগুণ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস! ঐ অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত পদার্থসকল প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইয়া দৈবসহায়ে পরস্পর মিলিত হইয়া ভৌতিক হেমময় অণ্ড সৃষ্টি করিল। ঐ অচেতন অণ্ড কারণার্ণবজলে কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর অবস্থান করিলে পর মহৎস্রষ্টা ঈশ্বর গর্ভোদশায়িরূপে তাহাতে অধিষ্ঠিত হয়। ঐ নারায়ণের নাভি হইতে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় মহাদীপ্তি এক পদ্ম উদ্ভূত হয়, এই পদ্মই নিখিল জীবের আবাসস্থান; উহা হইতে স্বয়ং ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন; অনন্তর গর্ভোদশায়ী নারায়ণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রহ্মা পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ নানারূপাদি সৃষ্টি করিলেন। তিনি ছায়া অর্থাৎ অবুদ্ধিদ্বারা তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পঞ্চপর্ব্ববিশিষ্টা অবিদ্যারও সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর যদ্দ্বারা অবিদ্যাসৃষ্টি করিলেন, সেই তমোময় দেহ প্রশংসাযোগ্য নহে মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলে উহা রাত্রিরূপ ধারণ করিল, উহাই ক্ষুধা তৃষ্ণার উৎপত্তিকাল; যক্ষরাক্ষসাদি উৎপন্ন হইয়া ঐ রাত্রিরূপ দেহকেই আশ্রয় করিল। সেই যক্ষ ও রাক্ষসগণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল; কেহ বলিল, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, অতএব ইঁহাকে পিতা বলিয়া রক্ষা করিও না এবং কেহ কেহ বলিল, ইঁহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল। ব্রহ্মা ভীত হইয়া কহিলেন, হে যক্ষ ও রাক্ষসগণ! তোমরা আমার পুত্র; অতএব আমাকে রক্ষা কর, ভক্ষণ করিও না। এদিকে ব্রহ্মা সত্ত্বময়ী তনুদ্বারা দীপ্যমান হইয়া প্রধানতঃ যে সকল সাত্ত্বিক দেবতাকে সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মার পরিত্যক্ত প্রভাময়ী দিবসরূপা তনুকে ক্রীড়া করাইবার নিমিত্ত আশ্রয় করিলেন, অর্থাৎ যক্ষ ও রাক্ষসগণ যেরূপ রাত্রির সহচর, দেবগণও সেইরূপ দিবসের সহচর হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা স্বীয় জঘন হইতে স্ত্রীলম্পট অসুরদিগকে সৃষ্টি করিলেন; তাহারা কামাতুর হইয়া ব্রহ্মাকে রমণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে তিনি প্রথমতঃ হাস্য করিলেন, পরে নির্লজ্জ অসুরগণ বেগে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, অনন্তর ভয়ে পলায়ন করিলেন! ব্রহ্মা বরপ্রদ শরণাগত পালক ও ভক্তবাঞ্ছানুরূপ রূপধারী শ্রীহরির সমীপস্থ হইয়া নিবেদন করিলেন,—হে প্রভো পরমাত্মন্! আমি তোমার আদেশে এই সকল প্রজা সৃষ্টি করিলাম; কিন্তু এই পাপিষ্ঠগণ আমাকেই রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে, আমাকে রক্ষা কর।

বিপন্ন জনগণের তুমিই একমাত্র ক্লেশহারী, কিন্তু যাহারা তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করে নাই, তুমি তাহাদিগের ক্লেশপ্রদ। অন্তর্যামী শ্রীহরি ব্রহ্মার দীনদশা অবগত হইয়া বলিলেন, তুমি এই কামকলঙ্কিতা তনু পরিত্যাগ কর; ব্রহ্মাও তাঁহার আদেশে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন। বৎস বিদুর! এস্থলে বিশেষ বিশেষ মনোভাবকেই ব্রহ্মার তনু এবং সেই সেই মনোভাব ত্যাগ করাকেই দেহত্যাগ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা সেই কামমলিনা তনু ত্যাগ করিলে উহা সায়ন্তনী সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল; অসুরগণ তাহাকে একটি নারী মনে করিয়া তাহার রূপে মোহিত হইল। তাহারা দেখিল, রমণীর চরণপদ্মে নূপুর ধ্বনিত হইতেছে, তাহার লোচন মদবিহ্বল, কটিতট দুকুলসমাচ্ছাদিত ও তদুপরি কাঞ্চীকলাপ বিরাজিত, পয়োধরদ্বয় পরস্পরসংঘর্ষহেতু উন্নত ও অবিযুক্ত; তাহার নাসিকা ও দন্তপংক্তি রমণীয়, হাস্য ও লীলাকটাক্ষ কমনীয়; সেই নারী লজ্জাহেতু বস্ত্রাঞ্চলে আবৃতা এবং নীল অলকজালে শোভমানা।

বৎস বিদুর! অসুরগণ তাহাকে স্ত্রী মনে করিয়া বিমোহিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল আহা! এই ললনার কি কমনীয় মাধুর্য্য, কি মধুর নবীন যৌবন। ইহার ধৈর্য্য বিস্ময়কর; আমরা সকলেই কামমোহিত, অথচ এই অঙ্গনা অনাসক্তভাবে আমাদিগের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। দুর্ম্মতিগণ এইরূপে বহু জল্পনা করিয়া প্রমদারূপিণী সন্ধ্যাকে কুশল প্রশ্নাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিল, অনন্তর প্রণয়মধুর বাক্যে জিজ্ঞসা করিল, সুন্দরি! তুমি কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও কাহার কন্যা এবং কি প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছ? হে কোপনে। তোমার রূপ অমূল্য পণ্য বস্তু, আমাদিগের সামর্থ নাই, যে, উহা ক্রয় করি এবং তুমিও বিনা মূল্যে সমর্পণ করিতেছ না; তবে এই হতভাগ্যদিগকে কি হেতু নিপীড়িত করিতেছ? হে অবলে। তুমি যে হও, আমরা বহু ভাগ্যফলে তোমার দর্শনলাভ করিলাম; কিন্তু তুমি কন্দুকক্রীড়া দেখাইয়া আমাদিগের চিত্তকে বিমোহিত করিতেছ। অসুরগণ অস্তগামী সূর্য্যকে কন্দুক, মেঘবিরহিত আকাশতলকে ক্লান্ত মধ্যভাগ তারকাসমূহে দৃষ্টি,. এবং অন্ধকারকে কেশপাশ মনে করিয়া বলিতে লাগিল, সুন্দরি! তুমি যখন করতলে পতনোন্মুখ কন্দুক মুহুর্মুহুঃ আঘাত করিতেছ, তখন তোমার পাদপদ্ম চঞ্চল হইতেছে; তোমার পীনপয়োধরভারে মধ্যদেশ ক্লান্ত, অমল দৃষ্টি পরিশ্রান্ত এবং উন্মুক্ত কেশকলাপ মনোহর দেখাইতেছে। এইরূপে মূঢ়বুদ্ধি অসুরগণ প্রমদার ন্যায় আচরণশীলা ও প্রলোভনকারিণী সন্ধ্যাকে নারী মনে করিয়া গ্রহণ করিল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা স্বীয় কান্তিমতী তনুদ্বারা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাসমূহের সৃষ্টি করিলেন; ঐ তনু স্বকীয় সৌন্দর্য্যগর্ব্বে হাস্য করিতেছিল এবং আপনাকে আপনি আঘ্রাণ করিয়া স্বীয় সৌগন্ধ অনুভব করিতেছিল। অনন্তর ব্রহ্মা ঐ কান্তিমতী প্রিয়া তনু পরিত্যাগ করিলেন। উহা জ্যোৎস্নারূপ ধারণ করিল এবং বিশ্বাবসুপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ প্রীতির সহিত ঐ তনু অধিকার করিল। পরে ভগবান্ ব্রহ্মা আলস্যদেহদ্বারা ভূত ও পিশাচদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দিগম্বর ও মুক্তকেশ দেখিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। অনন্তর ঐ দেহ পরিত্যক্ত হইলে ভূত ও পিশাচগণ উহা আশ্রয় করিল; ঐ দেহের চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম আছে, যথা, আলস্য, জৃম্ভা, নিদ্রা ও উন্মাদ। যদ্দারা মনুষ্যাদি প্রাণিগণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের বিবশভাব লক্ষিত হয়, তাহাকে নিদ্রা কহে এবং ইন্দ্রিয় বিবশ হইলে ভূতপিশাচগণ যদ্দারা

সৎপুরুষদিগেরও বুদ্ধি ভ্রান্ত করে, তাহাকে উন্মাদ কহে। পরে ভগবান্ ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন, প্রাণিগণকে বর ও উৎসাহ দান করিবার আমার শক্তি আছে এবং আমার পরোক্ষ অর্থাৎ অদৃশ্য রূপ আছে, এই চিন্তাদ্বয় হইতে তাঁহার দুইটী তনু সঞ্জাত হইল; শক্তিময়ী তনু হইতে সাধ্য অর্থাৎ দেবগণ ও অদৃশ্যরূপা তনু হইতে পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা যথাক্রমে স্ব স্ব উৎপত্তিস্থান দেহদ্বয়কে অধিকার করিলেন। এই নিমিত্ত যাঁহারা শাস্ত্রীয় কর্ম্মবিধি অবগত আছেন, তাঁহারা যজ্ঞাদিদ্বারা দেবতাদিগকে ঘৃতাদি হব্য এবং শ্রাদ্ধাদিদ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ভোজ্যাদি কব্য প্রদান করিয়া থাকেন। অনন্তর ব্রহ্মা তিরোধানদ্বারা অর্থাৎ নয়নগোচর থাকিয়াই অন্তর্ধান করিবার শক্তিদ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের স্মৃষ্টি করিলেন এবং এই অদ্ভুত অন্তর্ধান তনু তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। পরে ব্রহ্মা স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তাহা অতিসুন্দর বলিয়া মনে করিলেন এবং তদ্দ্বারা কিন্নরগণের সহিত কিম্পুরুষদিগের স্মৃষ্টি করিলেন; তাহারা পরমেষ্ঠীর পরিত্যক্ত ঐ রূপ গ্রহণ করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ এই যুগলরূপে উষাকালে ব্রহ্মার পরাক্রমের অনুবর্ণদ্বারা তাঁহার গুণগান করিয়া থাকে। এই সকল স্মৃষ্টি করিয়াও ব্রহ্মা দেখিলেন, তাঁহার স্মৃষ্টি বৰ্দ্ধিত হইতেছে না। তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ চরণাদি প্রসারণ করিয়া শয়ন করে, তিনি সেইরূপ ভাবনা করিয়া পরে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা মনে মনে পরিত্যাগ করিলেন; সেই ভাবময় দেহ হইতে বিচ্যুত কেশসমূহ হইতে অহিকূল উৎপন্ন হইল এবং চরণাদির আকুঞ্চনবশতঃ চঞ্চল ঐ দেহ হইতে অতি বেগবান্ ও কর্ণদ্বারা অতি বিস্তীর্ণ কন্ধরাবিশিষ্ট সর্পসকল উদ্ভূত হইল; যতপ্রকার সর্প হইল, তাহারা সকলেই ক্রূরস্বভাব হইল। এক্ষণে আত্মভূ ব্রহ্মা আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিয়া সর্ব্বশেষে মন হইতে লোকপালক মনুগণের স্মৃষ্টি করিলে; তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় পুরুষমূর্ত্তি দান করিলেন। যাঁহারা তৎপূর্ব্বে স্মৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা মনুদিগকে দেখিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রশংসাবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে জগদ্‌বিধাতঃ! আপনি মনু স্মৃষ্টি করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন, ইঁহাদিগের অধিকারকালে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আমরাও সকলে যজ্ঞভাগ ভক্ষণ করিতে পাইব। এক্ষণে ব্রহ্মা তপস্যা, উপাসনা, আসনাদি যোগ এবং বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া অভিমত প্রজা ঋষিগণকে স্মৃষ্টি করিলেন। তাঁহার যে দেহে সমাধি, যোগ, ঋদ্ধি অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, তপস্যা বিদ্যা ও বৈরাগ্য বিরাজ করিয়া থাকে, তিনি স্বকীয় সেই দেহের এক এক অংশ তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন,—ঋষিবর! সজ্জনগণ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশের বহু প্রশংসা করিয়া থাকেন, এই বংশেই স্ত্রীপুংসসংযোগে প্রজাগণ উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব ঐ বংশ বর্ণন করুন। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রদ্বয় প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ কি প্রকারে ধর্ম্ম ও সপ্তদ্বীপ-বতী মহীকে রক্ষা করিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিয়াছিলেন, ঐ মনুর দেবহুতি নামে এক দুহিতা ছিলেন; প্রজাপতি কর্দ্দম তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। মহাযোগী কর্দ্দম যমনিয়মাদি গুণ-যুক্তা ঐ ভার্য্যার গর্ভে কয়টী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন? ভগবান্ রুচি ও ব্রহ্মসুত দক্ষ যথাক্রমে মনুর দুহিতা আকূতি ও প্রসূতিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া যে প্রকারে প্রজা সৃষ্টি করেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে; কৃপা করিয়া বর্ণন করুন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—ব্রহ্মা 'প্রজা সৃষ্টি কর' এইরূপ আদেশ করিলে মহর্ষি কর্দ্দম সরস্বতীতীরে দশসহস্র বৎসর তপশ্চরণ করিলেন; এই তপস্যার কালে তিনি চিত্তের একাগ্রতা-সহকারে ভক্তিভরে পূজাদ্বারা শরণাগত জনের বরদাতা শ্রীহরির আরাধনা করিলেন। এইরূপে সত্যযুগে তাঁহার আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া পদ্মলোচন ভগবান্ বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মময় বপুঃ প্রকটিত করিয়া তাঁহাকে দর্শন করাইলেন। সেই রূপ নির্ম্মল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত; ভগবান্ দিনবিকাশ শ্বেতপদ্ম ও রাত্রিবিকাশ উৎপলে গ্রথিত মালায় পরিশোভিত; স্নিগ্ধ ও নীল অলকাবলী তাঁহার মুখ-পদ্মের নিরুপম শোভা করিতেছে, তাঁহার বসন নির্ম্মল; শিরোদেশে কিরীট ও শ্রবণে কুণ্ডল বিরাজিত; তিনি হস্তত্রয়ে শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়াছেন এবং চতুর্থ হস্তে একটী শ্বেতোৎপল ক্রীড়নকরূপে শোভা পাইতেছে। তাঁহার মৃদু হাস্য ও অবলোকন চিত্তস্পর্শী, গরুড়ের স্কন্ধদেশে তাঁহার চরণকমল বিন্যস্ত, গলদেশ কৌস্তুভমণিযোগে কমনীয় এবং বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীদেবীর নিলয়। প্রজাপতি কর্দ্দম আকাশবিহারী শ্রীহরির এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পরে পরমানন্দে ক্ষিতিতলে দণ্ড-বৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক অঞ্জলিবন্ধন করিয়া স্বাভাবিক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে স্তুতিগান করিয়া কহিলেন, হে পূজ-নীয় দেব! তুমি অখিল সত্ত্বের আধার; আহা! অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া আমার নয়নদ্বয় সফল হইল। যোগিগণ বহুজন্মে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া যোগবিপক্ক অবস্থা লাভ করিয়াও তোমার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। যে সকল কাম্য বস্তু নারকী যোনিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহারা তোমার মায়ায় হতবুদ্ধি, তাহারাই কেবল সেই সকল ভোগ্যবস্তুর লেশমাত্র লাভ করিবার নিমিত্ত ভবসিন্ধুপারের পোতস্বরূপ তোমার চরণারবিন্দের উপাসনা করিয়া থাকে; কিন্তু তুমি তাহাদিগেরও মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাক। হে প্রভো! আমি সকাম ব্যক্তিগণের নিন্দা করিলাম বটে, কিন্তু আমিও তাদৃশ; যে ভার্য্যা গৃহাশ্রমের ধেনুস্বরূপা অর্থাৎ যাহা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, দুরাশয় আমি সমানচরিত্রা তাদৃশী নারীর পরিণয়া-ভিলাষী হইয়া কল্পতরুরূপ তোমার পাদমূলের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম; কারণ, তোমার পাদমূল অশেষ পুরুষার্থের মূল, সন্দেহ নাই। হে পরমেশ! তুমি প্রজাপতিরূপে 'প্রজা সৃষ্টি কর' এইরূপ যে আজ্ঞা

করিয়াছ, কামহত লোকসকল পশুর ন্যায় সেই আজ্ঞাপাশে নিবদ্ধ; হে ধর্ম্মমূর্ত্তে! আমিও লোকসকলের অনুবর্ত্তী হইয়া অনিমিষ অর্থাৎ কালরূপী তোমার আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত একজন সহ-ধর্ম্মচারিণী প্রার্থনা করিতেছি। ধর্ম্মপত্নী লাভ হইলে কেবল যে লোকদিগের অনুবর্ত্তন করা হইবে, তাহা নহে; প্রত্যুত ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ এই ঋণত্রয় হইতেও মোচন হইবে। হে ভগবন্! তোমার অজর ব্রহ্মস্বরূপই অক্ষ; এই অক্ষে বৎসরাত্মক কালচক্র ভ্রমণ করিতেছে। অধিমাস অর্থাৎ মলমাস গণনা করিয়া ত্রয়োদশ মাস ইহার অর অর্থাৎ নাভি ও পরিধির মধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠখণ্ড; ত্রিশত ষষ্টি অহোরাত্র ইহার পর্ব্ব অর্থাৎ গ্রন্থিস্থান, ছয়টী ঋতু পরিধি, তিনটী চাতুর্মাস্য নাভি এবং ক্ষণলব-প্রভৃতি ইহার অনন্ত পত্র অর্থাৎ পত্রাকারা ধারা বিদ্যমান আছে। এই কাচচক্র তীব্রবেগে ভ্রমণ করিতে করিতে জগতের আয়ুঃ হরণ করিতেছে; কিন্তু যাঁহারা কামাভিভূত লোকদিগকে ও তাহাদিগের অনুগত পশুদিগকে অর্থাৎ বিবেকসত্ত্বেও আমাদিগের ন্যায় কর্ম্মজড়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণরূপ আতপত্রের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং পরস্পর তোমার শ্রীচরণের গুণানুবাদরূপ মধুপীযুষপানে যাঁহাদিগের দেহধর্ম্ম ক্ষুৎপিপাসাদি বিলুপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণশীল কালচক্র তাঁহাদিগের আয়ুঃ আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। তুমি এক হইয়াও জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত আত্মস্থা অদ্বিতীয়া যোগমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক সত্ত্বাদি শক্তি স্বীকার করিয়া উর্ণনাভের ন্যায় এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছ, পালন করিতেছ এবং পুনর্ব্বার সংহার করিবে। হে প্রভো! আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তিগণ তোমার দাস; তুমি মায়িক শব্দাদি বিষয়-সুখ আমাদিগকে ভোগ করাইবে, ইহা যদি তোমার অভিপ্রেত না হয়, তথাপি কৃপা করিয়া এইরূপ বিধান কর, যাহাতে আমরা ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মুক্তি-লাভ করিতে পারি। এইরূপ নিবেদন করিবার কারণ এই যে, তুমি তুলসী-পরিশোভিত যে মূর্ত্তি প্রকটিত করিলে, তাহা যেন মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীতি হইতেছে; তোমার ঈদৃশ রূপের দর্শন ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, সন্দেহ নাই। ভগবন্! তুমি মুক্তি-প্রদ, যে হেতু তোমার অনুভূতিহেতু অর্থাৎ জ্ঞান-হেতু কর্ম্মফলভোগ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং তুমি ভোগপ্রদ, কারণ, তুমি মায়াদ্বারা বিশ্বের উপকরণ উৎপাদন করিয়া থাক। তুমি সকাম ব্যক্তিগণেরও বাসনা পূর্ণ করিয়া থাক; এই নিমিত্ত কি সকাম, কি নিষ্কাম, সকলেই তোমার পদসরোজে প্রণতি করিয়া থাকে; অতএব আমিও তোমার ঐ চরণপদ্মে অসংখ্য প্রণিপাত করি।

মৈত্রেয় কহিলেন,—ঋষিবর কর্দ্দম এইরূপে অকপটচিত্তে স্তুতি করিলে, গরুড়ের পক্ষোপরি বিরাজমান পদ্মনাভ শ্রীহরি প্রেম ও মৃদুহাস্যযুক্ত কটাক্ষপাতে ভ্রূলতা চঞ্চল করিয়া সুধাময়-বাক্যে কহিলেন, তুমি যে উদ্দেশ্যে চিত্তসংযম করিয়া আমার অর্চ্চনা করিলে, আমি তোমার সেই উদ্দেশ্য অবগত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহা সংঘটন করিয়া রাখিয়াছি। হে প্রজাপতে! আমার অর্চ্চনা করিলে তাহা কখনও নিষ্ফল হয় না; বিশেষতঃ তোমার ন্যায় যাঁহারা একাগ্রচিত্তে আমার আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের তাহা যে নিষ্ফল হয় না, তাহা আর কি বলিব? যিনি সমৃদ্ধি ও সদাচারের নিমিত্ত বিখ্যাত, যিনি ব্রহ্মাবর্ত্তে অবস্থান করিয়া সপ্তসাগরা ধরণীর শাসন করিতেছেন, সেই ব্রহ্মার পুত্র সম্রাট রাজর্ষি ধর্ম্মজ্ঞ স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয় মহিষী শতরূপার সহিত তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়া পরশ্বঃ আগমন করিবেন। হে বিপ্র! তাঁহার এক কন্যা আছেন; তাঁহার অপাঙ্গ

কৃষ্ণবর্ণ এবং তিনি নবীন বয়ঃক্রম ও সুশীলতাদি বহু গুণে মণ্ডিতা। তিনি অনুরূপ পতির অন্বেষণ করিতেছেন; সম্রাট্ তোমাকেই সেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। তোমার হৃদয় যে ভার্য্যার অনুসন্ধানে বহুবৎসর সমাহিত ছিল, সেই রাজকন্যা তোমার অভিপ্রায়ানুসারে শীঘ্র তোমার ভজনা করিবেন। হে ব্রহ্মন্! তিনি তোমার বীর্য্য গর্ভে ধারণ করিয়া যে নয়টী কন্যা প্রসব করিবেন, সাক্ষাৎ মরীচিপ্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাদিগের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবেন। তুমিও প্রজাসৃষ্টিদ্বারা আমার আদেশ সম্যক্ পালন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া আমাতে সর্ব্বকর্ম্মফল সমর্পণপূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে তুমি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সর্ব্বভূতে দয়া বিতরণপূর্ব্বক এবং সন্ন্যাসাশ্রমে জীবগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া আমাতে এই জীবাত্মসমূহ ও জগৎ একীভূত দেখিবে এবং স্বকীয় আত্মার মধ্যেও আমাকে দর্শন করিবে। হে মহামুনে! আমি তোমার ভার্য্যা দেবহূতির গর্ভে স্বীয় অংশকলায় অবতীর্ণ হইয়া তত্ত্বসংহিতা প্রণয়ন করিব! আমি আবির্ভূত হইলে তোমার বীর্য্য অর্থাৎ তেজঃপ্রভাব ভুবনে ব্যক্ত হইবে!

মৈত্রেয় কহিলেন,—অনন্তর অন্তর্মুখ ইন্দ্রিয়ের গোচর ভগবান্ এইরূপে মহর্ষি কর্দ্দমকে উপদেশ করিয়া সরস্বতীনদীবেষ্টিত বিন্দুসরোনামক আশ্রম হইতে গমন করিলেন। মহর্ষি দর্শন করিলেন শ্রীহরি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক যাইতেছেন এবং সিদ্ধগণ যাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন, নিখিল তপোমন্ত্রাদিসাধনে সিদ্ধচূড়ামণিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। এদিকে গরুড়ের পক্ষধ্বনিতে সামবেদ অভিব্যক্তি ও সামবেদের আধারস্বরূপ ঋক্সমুদায় উচ্চারিত হইয়া শ্রবণগোচর হইতেছিল। অনন্তর শ্রীহরি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে ভগবান্ কর্দ্দম শ্রীহরিনির্দ্দিষ্ট কাল অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর আগমনকাল প্রতীক্ষা করিয়া বিন্দুসর আশ্রমে রহিলেন। হে বিদুর! এদিকে মনু সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত রথে পত্নী ও দুহিতার সহিত আরোহণপূর্ব্বক দুহিতার পতি অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত মহী পর্য্যটন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট দিবসেই শান্তব্রত কর্দ্দমমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। শরণাপন্ন কর্দ্দমের প্রতি কৃপাপরবশ ভগবানের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রুবিন্দু এই ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ইহা বিন্দুসরঃ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই আশ্রম সরস্বতীর পুণ্য আরোগ্যজনক অমৃতজল-পরিপ্লুত ও মহর্ষিগণসেবিত। এই আশ্রমের পবিত্র তরুলতাসমূহে পবিত্র মৃগ ও পক্ষিকুল ধ্বনি করিতে থাকে; চতুর্দ্দিকে বনশ্রেণী ষড়্-ঋতুসুলভ প্রচুর ফলপুষ্পে শোভমানা। মত্ত পক্ষিকুল কূজন করিতেছে, ভ্রমরগণ বিনোদক্রীড়ায় মত্ত হইয়া আছে, মত্ত শিখিকুল নটের ন্যায় সম্ভ্রমে নৃত্য ও কোকিলকুল মত্ত হইয়া পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। এই আশ্রমে কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, বকুল, অসন, কুন্দ, মন্দার, কুটজ ও তরুণ সহকারবৃক্ষে অলঙ্কৃত; কারণ্ডব, প্লব, হংস, কুরর, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক ও চকোরের মধুর কূজনে মুখরিত এবং হরিণ, বরাহ, শল্লক, গবয়, কুঞ্জর, মর্কট, গোপুচ্ছ মর্কট, বানর ও কস্তুরীমৃগে পরিব্যাপ্ত।

আদিরাজ মনু অনুচরগণের সহিত এই পরম পবিত্র তীর্থে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মুনিবর হুতাশনে হোম সমাপন করিয়া উপবিষ্ট আছেন; তপস্যার অনুষ্ঠানে নানাবিধ উগ্রযোগশক্তি তাঁহার দেহে প্রকাশিত ছিল; তিনি দেহের তেজঃপুঞ্জে উদ্ভাসিত হইতেছিলেন তাঁহার কলেবর তপশ্চরণহেতু কৃশ হইলেও কৃশ বলিয়া প্রতিভাত হইল না

কারণ, শ্রীভগবানের স্নিগ্ধ কটাক্ষপাত ঐ দেহের উপর পতিত হইয়াছিল এবং কর্ণযুগল শ্রীহরির বচন-রূপ অমৃতমণ্ডল চন্দ্রকলার সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। সম্রাট্ সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন, মহর্ষির দেহ উন্নত, তিনি পদ্মপলাশনেত্র, জটাধারী ও বল্কলবসন; অপরিস্কৃত মহারত্ন যেমন মলিন দেখায়, তাঁহাকেও সেইরূপ মলিন দেখাইতেছিল। অনন্তর মহর্ষি কর্দ্দম নরপতিকে কুটীরে উপাগত ও পাদসমীপে প্রণত দেখিয়া, আশীর্ব্বাদদ্বারা অভিনন্দন করিয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন। ভূপতি পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক কুশাসনে সংযতভাবে উপবেশন করিলে মুনিবর ভগবানের আদেশ স্মরণ করিয়া মধুরবাক্যে তাঁহাকে প্রীত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি সাধুগণের রক্ষা ও অসাধুগণের বিনাশের নিমিত্ত পর্য্যটন করিয়া থাকেন; কারণ, আপনি শ্রীহরির পালনী শক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনি প্রতাপে সূর্য্য, যশে চন্দ্র, অজেয়, পরাক্রমে অগ্নি, ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্র, সর্ব্বগামিত্বে বায়ু, দুষ্টনিগ্রহে যম, শিষ্টপালনে ধর্ম্ম এবং গাম্ভীর্য্য ও রত্নাকররূপে বরুণ; আমার অভীষ্টদেব শুক্ল অর্থাৎ বিষ্ণু আপনার রূপ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার এই কুটীরে আগমন করিয়াছেন; অতএব আপনাকে নমস্কার। হে রাজন্! যখন আপনি মণিগণখচিত জয়শীল রথে আরোহণপূর্ব্বক টঙ্কারধ্বনিযুক্ত শরাসন গ্রহণ করিয়া দুরাচারগণের ভয় ও স্বীয় সৈন্য-চরণাঘাতে ভূমণ্ডলের কম্প উৎপন্ন করিয়া মহতী সেনা সঞ্চালনপূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় পর্য্যটন না করেন, তখনই দস্যুগণ ভগবানের রচিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ বিধিনিষেধসমূহের উচ্ছেদসাধন করিয়া ফেলে। আপনি উদাসীন হইলে লোভী উচ্ছৃঙ্খল লোকসকল অধর্ম্মের বৃদ্ধি করিবে এবং এই ভূলোক দস্যুগ্রস্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যদ্যপি এইরূপে ভ্রমণক্রমে আমার কুটীরে আপনার আগমন অসম্ভব নয়, তথাপি যদি কোন বিশেষ প্রয়োজন-বশতঃ আমার কুটীরে আগমন হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি; কারণ, উহা অবগত হইলে হৃষ্টচিত্তে আপনার প্রয়োজন-সাধন অঙ্গীকার করিতে পারি।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—মুনি এইরূপে সম্রাট্ মনুর উৎকৃষ্ট অশেষ গুণ ও কর্ম্মের প্রশংসা করিলে সম্রাট্ স্বীয় কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া যেন লজ্জিত হইলেন; পরে নিবৃত্তিধর্ম্মে নিরত মুনিকে কহিলেন, বেদময় ব্রহ্ম স্বীয় বেদময়ী তনুর পালন বা প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত মুখ হইতে তপস্যা, বিদ্যা ও যোগসমন্বিত অনাসক্ত আপনাদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণগণের পরিপালনের নিমিত্ত লোকপালক বিধাতা সহস্র বাহু হইতে আমাদিগের ন্যায় ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে ব্রাহ্মণজাতি তাঁহার হৃদয় ও ক্ষত্রিয়জাতি তাঁহার অঙ্গ অর্থাৎ ভুজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; এইরূপে ব্রাহ্মণ তপোবলে ক্ষত্রিয়কে এবং ক্ষত্রিয় শরীরবলে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ যিনি সকলের আত্মা হইয়াও নির্ব্বিকার, সেই পরমেশ্বরই উভয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন। আপনার দর্শনমাত্রেই আমার

সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইয়াছে; কারণ, আপনি স্বয়ং-প্রীত হইয়া প্রজাপালনেচ্ছু আমাকে রাজধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। অপুণ্যাত্মা জনগণ আপনার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না; আমি যে ঈদৃশ আপনার দর্শনলাভ করিলাম, মস্তকদ্বারা আপনার মঙ্গলকর পাদরজঃ স্পর্শ করিলাম, আপনার মহান্ অনুগ্রহ-প্রভাবে আপনার উপদেশ গ্রহণে সমর্থ হইলাম এবং অমনোযোগাদি বহুদোষাচ্ছন্ন কর্ণরন্ধ্র-দ্বারা অতি স্পৃহার সহিত আপনার মধুর বাণী শ্রবণ করিলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু এক্ষণে দুহিতার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত আমার মন অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছে; আপনি কৃপাসিন্ধু, এই দীনের একটী নিবেদন আছে, তাহা কৃপা করিয়া শ্রবণ করিলে কৃতার্থ হই। আমার দুই দুহিতা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী; ইনি বয়ঃক্রম, শীল ও গুণাদিদ্বারা স্বীয় অনুরূপ পতি অন্বেষণ করিতেছেন। নারদের মুখে আপনার চরিত্র, বিদ্যা, রূপ, বয়ঃক্রম ও গুণাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া আমার দুহিতা আপনাকেই পতিরূপে বরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। হে দ্বিজবর! এই হেতু এই কন্যা গ্রহণ করুন; ইতি গার্হস্থ্যধর্ম্মের সমুদায় কার্য্যই সর্ব্বপ্রকারে আপনার অনুরূপা; আমি শ্রদ্ধার সহিত আপনার সন্নিধানে ইহাকে আনয়ন করিয়াছি। যাঁহারা সঙ্গত্যাগী, তাঁহাদিগেরও স্বয়ং উপস্থিত কাম্যবস্তুর প্রত্যাখ্যান প্রশংসনীয় নহে; যাঁহারা কাম্যবস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? যে ব্যক্তি এইরূপ স্বয়ং উপস্থিত কাম্যবস্তুর অনাদর করিয়া কৃপণের নিকট তাহা যাচ্ঞা করে, তাহার অতি স্ফীত যশোরাশিও ক্ষীণ এবং সম্মানও পরকর্ত্তৃক অবমাননায় হত হইয়া যায়। হে জ্ঞানিবর! আমি শুনিয়াছি, আপনি গার্হস্থ্য অবলম্বন করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিবেন, এই নিমিত্ত বিবাহ করিতে সমুদ্যত আছেন; অতএব আমার প্রদত্ত এই কন্যাটী অঙ্গীকার করুন।

ঋষি কহিলেন,—আমি পরিণয়েচ্ছু সত্য এবং আপনার কন্যাও অনূঢ়া; অতএব আমাদিগের উভয়ের পক্ষে সমুচিত এই বিবাহসংস্কার সমাজে সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হউক। হে মহারাজ! আপনার তনয়ার অভিলাষ প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রসহকারে কার্য্যে পরিণত হউক; আপনার তনয়া স্বীয় কান্তিচ্ছটায় ভূষণাদির শোভাকে তিরস্কার করিতেছেন; কে ইঁহার আদর না করিবে? একদা আপনার কন্যা প্রাসাদোপরি ক্রীড়া করিতেছিলেন, নূপুরদ্বয় ইঁহার চরণের শোভা বিস্তার করিয়া ধ্বনি করিতেছিল এবং কন্দুকলগ্ন নেত্রদ্বয় বিহ্বল হইয়াছিল; সেই কালে বিশ্বাবসু ইঁহাকে দর্শন করিয়া ইঁহার রূপে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া স্বীয় বিমান হইতে পতিত হইয়াছিলেন। আপনার এই দুহিতা ললনাগণের শিরোমণি; যিনি লক্ষ্মীদেবীর শ্রীচরণ সেবা করেন নাই, ইঁহাকে দর্শন করিবারও তাঁহার যোগ্যতা নাই। ইনি আপনার নন্দনী ও উত্তানপাদের ভগিনী, তাহাতে আবার স্বয়ং আগমন করিয়াছেন, বুদ্ধিমান্ কোন্ ব্যক্তি ইঁহাকে অঙ্গীকার না করিবেন? অতএব আমি এই সাধ্বীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব, কিন্তু যখন ইনি আমার তেজ গর্ভে ধারণ করিবেন, তখন আমি পরমহংসগণের অনুষ্ঠেয় হিংসারহিত সন্ন্যাসধর্ম্ম অতি আদরের সহিত অবলম্বন করিব; কারণ, স্বয়ং বিষ্ণু উহা প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহা হইতে এই বিচিত্র বিশ্বের উদ্ভব, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে এবং যিনি প্রজাপতিগণেরও পতি, সেই ভগবান্ অনন্ত কহিয়াছেন, ঋণত্রয় হইতে মোচন হইলেই সন্ন্যাস অবলম্বনীয়; অতএব তাঁহার বাক্যই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে বীরবর বিদুর! মহর্ষি

এইরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক মনে মনে পদ্মনাভ শ্রীহরির চিন্তা করিতে লাগিলেন; মৃদুহাস্যে কমনীয় তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া, দেবহূতির চিত্ত প্রলুব্ধ হইল। অনন্তর সম্রাট্ স্বীয় মহিষী ও দুহিতার অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়া প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে বহুগুণাধার সেই ঋষিকে বহু-গুণবতী স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মহারাজ্ঞী শতরূপা প্রীতির চিহ্নস্বরূপ নবদম্পতিকে অমূল্য যৌতুক, বসনভূষণ ও অন্যান্য গৃহোপকরণ প্রদান করিলেন। সম্রাট্ দুহিতাকে অনুরূপ পাত্রে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু কন্যার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহপ্রযুক্ত তাঁহার হৃদয় ক্ষুভিত হইল; তিনি উভয়বাহুদ্বারা দুহিতাকে আলিঙ্গন করিয়া অসহ্য ভাবিবিরহের চিন্তায় আকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ বাষ্পবারি মোচন করিতে লাগিলেন এবং হে বৎসে! হে বৎস! এইরূপ উভয়কে সম্বোধন করিতে করিতে নয়নজলে দুহিতার কেশরাশি অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর ভূপতি মুনিবরের অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মনিষীর সহিত রথে আরোহণপূর্ব্বক অনুচরগণের সহিত স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন এবং গমনকালে ঋষিকুলের হিতকারিণী সরস্বতীর রমণীয় তীরদ্বয়ে শান্তিনিলয় ঋষিগণের আশ্রমসম্পদ্ দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্তের প্রজাগণ তাহাদিগের প্রভু আগমন করিতেছেন অবগত হইয়া গীত, স্তব ও বাদিত্রধ্বনি করিতে করিতে অতি হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল। এই ব্রহ্মাবর্ত্তমধ্যে সর্ব্বসম্পৎ-সমন্বিতা বর্হিষ্মতী পুরী বিরাজিতা। যজ্ঞবরাহ শ্রীহরি অঙ্গ কম্পিত করিলে তাঁহার রোমরাজি এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। সেই রোমাবলী নিত্যই হরিদ্-বর্ণ কুশ ও কাশরূপ ধারণ করে; ঋষিগণ তদ্দ্বারা যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে পরাভূত করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। যে হেতু ভগবান্ মনু পৃথিবীতে এই স্থান লাভ করিয়া এবং এই স্থানে কুশকাশময় বর্হিঃ অর্থাৎ আস্তরণ আস্তীর্ণ করিয়া যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহা বর্হিষ্মতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সম্রাট্ যে বর্হিষ্মতী পুরীতে পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুরীতে আগমন করিয়া স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন; এই ভবন হইতে তাপত্রয় দূরে পলায়ন করে। প্রত্যহ প্রত্যূষে সস্ত্রীক সুর-গায়কগণ তাঁহার সৎকীর্ত্তি গান করিয়া থাকে; কিন্তু তিনি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে হরিকথা শ্রবণ ও ধর্ম্মাদির অবিরোধে কাম্য-বস্তু ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি মনু ইচ্ছামাত্র ভোগ্যবস্তু রচনায় পটু ছিলেন, এই নিমিত্ত বিষয় সকল ভগবৎপরায়ণ সেই মহাত্মাকে তাঁহার সাধুপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, শ্রীহরির ধ্যান ও গুণ-বর্ণনায় স্বীয় অধিকারকাল সফল করিলেন। এইরূপে তিনি বাসুদেব প্রসঙ্গে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ের অতীত হইয়া স্বীয় অধিকারকাল এক-সপ্ততি যুগ অতিবাহিত করিলেন। হে বিদুর! শারীর, মানস, আন্তরীক্ষ, শক্রজনিত ও শীতোষ্ণাদি ক্লেশ কিরূপে হরিপরায়ণ ব্যক্তির পীড়া উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবে? জ্ঞানিবর এই স্বায়ম্ভুব মনু মুনিগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মানবগণের ও বর্ণাশ্রমসকলের নানাবিধ শুভকর ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন; ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিতেন। হে বিদুর! প্রশস্তচরিত্র এই আদিরাজ মনুর অদ্ভুত চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; এক্ষণে তাঁহার কন্যা দেবহূতির প্রভাব শ্রবণ কর।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর! জনক ও জননী প্রস্থান করিলে সাধ্বী দেবহূতি, ভবানী যেমন প্রভু ভবের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, সেইরূপ পতির অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে সরল বিশ্বাস ও সন্তোষ এবং দেহ স্নানাদিদ্বারা শুচি থাকিত; তিনি পতির প্রতি সম্ভ্রমপ্রদর্শন, স্বকীয় ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শুশ্রূষা, প্রেম ও মধুর আলাপদ্বারা স্বামীর চিন্তানুবর্ত্তন এবং কাম, কপটতা, দ্বেষ, লোভ, নিষিদ্ধ আচরণ ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া উদ্যমসহকারে সাবধানে ভর্ত্তার সন্তোষ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পতি দৈবেরও অন্যথাচরণ করিতে সমর্থ; ঈদৃশ পতির নিকট হইতে পুত্রাদি আকাঙ্ক্ষা করিয়া তিনি কঠোর ব্রতাচরণহেতু কালক্রমে দুর্ব্বল ও ক্লিষ্ট হইলেন। দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ কর্দ্দম সেবাপরায়ণ মনুকন্যার ঈদৃশী দশা-অবলোকন করিয়া কৃপার্দ্র হইলেন এবং প্রেমগদ্‌গদ বচনে কহিলেন, হে মনুপুত্রি! তুমি মানদা, যে দেহ-দেহিগণের অতীব প্রিয়, তুমি আমার সেবাসক্ত হইয়া সেই শ্লাঘ্য দেহের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন না করিয়া প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে আমার শুশ্রূষা করিলে; এই নিমিত্ত অদ্য আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আমি তপস্যা, সমাধি ও উপাসনায় চিত্তকে একাগ্র করিয়া ভগবানের প্রসাদস্বরূপ যে দিব্য ভোগসকল প্রাপ্ত হইয়াছি, অদ্য তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে সেই সকল অভয় ও শোক-রহিত দিব্যভোগের অধিকারিণী করিব; আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিতেছি, যাহার প্রভাবে ঐ সকল দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। অন্যান্য ভোগ-সকল অতি তুচ্ছ, কারণ, তাহা উরুক্রম ভগবানের ভ্রূভঙ্গ মাত্রেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই সকল ভোগ তাদৃশ নহে। 'আমি রাজা' 'আমি রাজ্ঞী' এইরূপ অহঙ্কারবিক্রিয়াদ্বারা এই সকল দিব্য ভোগ লাভ করা যায় না। তুমি পাতিব্রতা ধর্ম্ম আচরণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছ; এই নিমিত্ত এই সকল বিভব ভোগ কর। যোগপ্রভাবে বিচিত্র পদার্থ রচনায় ও উপাসনায় বিচক্ষণ পতি এইরূপ কহিলে, দেবহূতি নিশ্চিন্ত হইলেন এবং সলজ্জ দৃষ্টিপাতে ও সহাস্যবদনে বিনয় ও প্রেমবিহ্বল বাক্যে কহিতে লাগিলেন।

দেবহূতি কহিলেন,—হে দ্বিজবর স্বামিন্! অব্যর্থ যোগমায়ার অধীশ্বর তোমাতে যে পূর্ব্বোক্ত সমস্তই সম্ভবপর, তাহা আমি জানি; কিন্তু তুমি যে বলিয়াছিলে আমার গর্ভসম্ভবকার পর্য্যন্ত আমার সহিত তোমার অঙ্গসঙ্গ হইবে, তাহাই হউক; কারণ, শ্রেষ্ঠপতিসঙ্গে যে সন্তানোৎপত্তি, তাহাই স্ত্রীগণের মহান্ গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। হে নাথ অনুলেপন, ভোজন ও পানাদি যাহা কামশাস্ত্রে অঙ্গ-সঙ্গের সাধন বলিয়া উপদিষ্ট আছে, সেই সমুদায় উপকরণ রচনা কর, যদ্‌দ্বারা অতীব রমণেচ্ছায় কর্শিত ও দীনভাবাপন্ন আমার এই দেহ রতিসমর্থ হইতে পারে; হে প্রভো! মন্মথ তোমা হইতেই ক্ষোভিত হইয়া আমাকে নিপীড়িত করিতেছে; অতএব আমাদিগের বিহারের অনুরূপ একটী ভবন সম্পাদন কর।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর! কর্দ্দম প্রিয়ার প্রিয় করিবার অভিপ্রায়ে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক তৎ-ক্ষণাৎ এক কামচারী বিমানের আবির্ভাব করাইলেন। ঐ বিমান নিখিল কাম্যবস্তু দান করিতে সমর্থ;

উহা দিব্য সর্ব্বরত্নসমন্বিত ও মণিস্তম্ভসমূহে শোভিত; উহাতে সর্ব্ব সম্পদ্ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দিব্য উপকরণ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিচিত্র পতাকাসমূহে উহা অলঙ্কৃত এবং সর্ব্বকালে সুখাবহ। ঐ বিমানে নানাবর্ণ পুষ্পরচিতমালায় অলিকুল মধুর গুঞ্জন করিতেছে এবং কার্পাসবস্ত্র ও নানাবিধ পট্টবস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে; গৃহ সকল উপর্য্যুপরি পৃথক্ পৃথক্ বিরচিত; ঐ সকল গৃহের অভ্যন্তরে কমনীয় শয্যা পর্য্যঙ্ক, ব্যজন, আসন ও স্থানে স্থানে নানা শিল্পদ্রব্য শোভা পাইতেছে; কোন কোন স্থল উৎকৃষ্ট মরকতময় এবং স্থানে স্থানে প্রবালনির্ম্মিত বেদিকা শোভা বিস্তার করিতেছে। দ্বারসমূহের উর্দ্ধ ও অধোদেশে প্রবালফলক ও হীরককবাট শোভমান এবং প্রাসাদের অগ্রভাগসকল ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত, তদুপরি হেমকুম্ভসমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। হীরকময় ভিত্তিদেশে বিন্যস্ত উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ মণিসমূহ যেন শত শত নয়নের ন্যায় জ্বলিতেছে এবং বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও মহামূল্য সুবর্ণ তোরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। কৃত্রিম হংস ও পারাবতসমূহকে স্বজাতীয় চেতন পক্ষী মনে করিয়া হংস ও পারাবতপ্রভৃতি বিহঙ্গগণ সেই সেই স্থানে পুনঃপুনঃ আরোহণ করিয়া কুজন করিতেছে। সেই বিমানে বিহারস্থান, শয়নগৃহ, উপভোগস্থান এবং গৃহের ও প্রাচীরের বহির্ভাগে অঙ্গন এরূপ সুখদায়করূপে রচিত যে, উহা যেন মায়াবীরও বিস্ময় উৎপাদন করিতে সমর্থ।

পরিচারিকার অভাব ও অঙ্গের মলিনতাহেতু ঈদৃশ গৃহ দর্শন করিয়াও দেবহূতির চিত্ত প্রীত হইল না; সর্ব্বভূতের অভিপ্রায়জ্ঞ মহর্ষি তাহা অবগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ভয়শীলে! এই হ্রদে স্নান করিয়া এই বিমানে আরোহণ কর; এই তীর্থ শুক্ল অর্থাৎ বিষ্ণুর আনন্দবিন্দুপাতে নির্ম্মিত এবং মানবগণের আকাঙ্ক্ষা-পূরণে সমর্থ। কমলনয়না দেবহূতি ভর্ত্তার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সরস্বতীর মঙ্গলজলাধার সরোবরে অবগাহন করিলেন; তাঁহার মলিন বসন বেণীভূত কেশপাশ এবং পীনপয়োধরবিশিষ্ট অঙ্গ মলপঙ্কে সমাচ্ছন্ন। তিনি সরোবরসলিলে অবতরণ করিয়া সেই বিমানে অবস্থিত দশ শত কন্যাকে দর্শন করিলেন; তাঁহারা সকলেই কিশোরবয়স্কা ও তাঁহাদিগের গাত্র হইতে পদ্মগন্ধ বহির্গত হইতেছে। সেই ললনাগণ তাঁহাকে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল; আমরা আপনার দাসী, আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। অনন্তর সেই কিঙ্করীগণ স্নানযোগ্য মহামূল্য তৈলাদিদ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইয়া নির্ম্মল নূতন পট্টবস্ত্রদ্বয়, উৎকৃষ্ট তাঁহার প্রিয় ও দীপ্তিমান্ ভূষণ এবং সর্ব্বগুণোপেত অন্ন ও অমৃতের ন্যায় স্বাদু পেয় মদিরা প্রদান করিল। অনন্তর দেবহূতি দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন; তাঁহার গলদেশে মাল্য, পরিধানে নির্ম্মল বসন ও অঙ্গে নানাবিধ মাঙ্গলিক ভূষণ শোভা পাইতেছে এবং কন্যাগণ তাঁহার বহু প্রশংসাবাদ করিতেছে। তৈলাদিদ্বারা তাঁহার অঙ্গমল ক্ষালিত ও অঙ্গ সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়াছে; তাঁহার গ্রীবাদেশে নিষ্ক অর্থাৎ পদক, করদ্বয়ে বলয় চরণদ্বয়ে শব্দায়মান কাঞ্চননূপুর, কটিতটে বহুরত্ন-খচিতা কাঞ্চনময়ী কাঞ্চী, বক্ষঃস্থলে মহার্হ হারযষ্টি ও কুসুমাদি মঙ্গলদ্রব্য শোভা পাইতেছে। সুন্দর দন্তপংক্তি, মনোহর ভ্রূলতা, কমনীয় স্নিগ্ধপ্রান্ত পদ্মকোশতুল্য লোচনদ্বয় ও নীল অলকাবলীসহযোগে বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। এইরূপে স্বীয় রূপ দর্শন করিয়া যখন দেবহূতি ঋষিশ্রেষ্ঠ প্রিয় পতিকে স্মরণ করিলেন, তখন দেখিলেন, তিনি কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রজাপতি কর্দ্দমের

সমীপেই অবস্থান করিতেছেন। দেবহূতি স্ত্রীসহস্রে পরিবেষ্টিত আপনাকে ভর্ত্তার সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া এবং তাঁহার যোগপ্রভাব দর্শন করিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হইলেন। স্নানদ্বারা তাঁহার গাত্রমল বিধৌত হওয়ায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইল; বস্তুতঃ বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার যাদৃশ রূপ ছিল, এক্ষণে তাঁহার দেহে পুনর্ব্বার সেই রূপের আবির্ভাব হইল। তাঁহার কমনীয় স্তনদ্বয় বসনাবৃত ছিল; তিনি সমুজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং সহস্র বিদ্যাধরী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। হে বিদুর! তাঁহাকে দর্শন করিয়া ঋষির চিত্তে প্রেমভাব সঞ্জাত হইল, তখন তিনি প্রিয়তমাকে বিমানে আরোহণ করাইলেন; তিনি বিমানারূঢ় হইলে বিদ্যাধরীগণ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। এক্ষণে যদিও তিনি প্রেয়সীর প্রেমে অনুরক্ত ছিলেন, তথাপি তাঁহার মহিমা অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইল না। পূর্ণচন্দ্র যেরূপ কুমুদগণকে বিকসিত করিয়া ও তারকাসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া নভোমণ্ডলে শোভা ধারণ করে, তিনিও সেইরূপ বিমানমধ্যে শোভা ধারণ করিলেন; বস্তুতঃ সুবলিতদেহ ঋষিবর পূর্ণ শশধরের, বিমান নভস্তলের, কামিনীগণ তারকারাজির এবং তাঁহাদিগের নেত্রসমূহ কুমুদগণের সাদৃশ্য ধারণ করিল। এইরূপে মহর্ষি কর্দ্দম কুবেরের ন্যায় ললনাগণে পরিবৃত হইয়া কুলাচলশ্রেষ্ঠ সুমেরুর কন্দর-সমূহে বহুকাল বিহার করিতে লাগিলেন। এই সকল মনোহর স্থানে অনঙ্গসহচর মন্দানিল প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং এই স্থানসমূহ সুরধুনীর সলিল-পাতে মুখরিত ও পরম পবিত্র; সিদ্ধগণ ঋষিবরকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তুতিগান করিতে লাগিল। তিনি প্রীতচিত্তে বৈশম্ভক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক ও চৈত্ররথ্যনামক দেবোদ্যানসমূহে ও মানসসরোবরে প্রিয়ার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দীপ্তিশীল যথেচ্ছগামী সুমহান্ বিমানযোগে অনিলের ন্যায় লোকসকলে এরূপ বিচরণ করিতে লাগিলেন যে, আকাশবিহারী দেবাদিও তাদৃশ বেগে বিচরণ করিতে অক্ষম। আহা! ভগবানের যে চরণ আশ্রয় করিলে সংসারক্ষয় হয়, যে সকল ধীর ব্যক্তি সেই চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, এমন কোন্ কার্য্য আছে, যাহা তাঁহাদিগের দুষ্কর বলিয়া বোধ হয়?

এইরূপে মহাযোগী কর্দ্দম যে সকল দ্বীপ ও বর্ষ অর্থাৎ বিভিন্ন অংশসমূহদ্বারা ভূমণ্ডল বিরচিত, সেই সকল অত্যাশ্চর্য্য স্থান পত্নীকে দর্শন করাইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর তিনি রমণোৎসুকা মনুকন্যা স্বীয় ভার্য্যাকে মুহূর্ত্তের ন্যায় বহুবৎসর রমণ করাইলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন গুণে আপনাকে বিভাবিত করিয়া নববিধ মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত রমণ করিলেন। দেবী দেবহূতি সেই বিমানোপরি বিরচিতা উৎকৃষ্টা রতিক্রীড়ার উপযোগিনী শয্যায় পরমসুন্দর পতির সহবাসসুখে অতি দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলেও তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এইরূপে যোগপ্রভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কামলালস দম্পতি রমণক্রীড়ায় নিরত হইলে শত বৎসর স্বল্প কালের ন্যায় অতীত হইল। মহর্ষি কর্দ্দম আত্মবিৎ ছিলেন; এই নিমিত্ত দেবহূতি তাঁহার প্রতি যেরূপ আসক্তা, তিনি তাঁহার প্রতি সেরূপ অসক্ত ছিলেন না; পত্নী বহু অপত্য কামনা করেন, ইহা তিনি জানিতেন এবং তাঁহার মনোরথ-পূরণেও তাঁহার সামর্থ্য অপ্রতিহত ছিল। তিনি স্বীয় রূপকে পূর্ব্বোক্তভাবে নববিধ করিয়া এবং অতি প্রেমভরে স্বীয় ভার্য্যাকেও আপনার অর্দ্ধাঙ্গভাবনা-দ্বারা নববিধ করিয়া তাঁহাতে বীর্য্যাধান করিলেন। অনন্তর দেবহূতি একদিনেই নয়টী কন্যা প্রসব করিলেন; তাঁহারা সকলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হইলেন

এবং তাঁহাদিগের অঙ্গগন্ধ রক্তোৎপলের গন্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর পতি সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করিবেন চিন্তা করিয়া অনুরাগিণী দেবহূতির চিত্ত ব্যাকুল ও সন্তাপিত হইল; তিনি অধোমুখ হইয়া মণির ন্যায় দীপ্যমান চরণনখদ্বারা ভূমিলিখন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এরূপ হইলেও কষ্টে অশ্রুসংবরণপূর্ব্বক বহির্ভাগে ঈষৎ হাস্য করিয়া মহর্ষিকে মধুরবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিবাহকালে যাহা যাহা প্রতিশ্রুত ছিলেন তৎসমুদায়ই সম্পাদন করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি শরণাগতা আমার প্রতি অভয় দান করা আপনার কর্ত্তব্য। হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রব্রজ্যা করিয়া বনগমন করিলে কন্যাগণকে স্বয়ং তাঁহাদিগের অনুরূপ পতি অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে এবং আমারও কেহ জ্ঞানোপদেশক থাকিবে না; অতএব যদি আপনি আর কিয়ৎকাল অবস্থান করেন, তাহা হইলে একটী ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র হইতে পারে। হে প্রভো! এই সুদীর্ঘকাল বৃথা ব্যয়িত হইয়া গেল; আমি পরমাত্মার আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপরসাদির ভোগে আসক্ত রহিলাম আমি ইন্দ্রিয়সুখের নিমিত্ত আপনার সঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু আপনি যে ব্রহ্মবিৎ, আপনার সেই ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই; তথাপি আপনার সঙ্গগুণে আমার সংসারনিবৃত্তি হউক। অজ্ঞানতাহেতু অসাধুর সঙ্গ করিলে তাহাই সংসার ভোগের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞতানিবন্ধনও যদি সাধুসঙ্গলাভ হয়, তাহাই মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। এই ভূমণ্ডলে যে জীবের কর্ম্ম ধর্ম্মের অভিমুখ এবং বৈরাগ্যের ও ভগবদারাধনার অনুকূল হয় না, সে জীবিত থাকিয়াও মৃত। হায়! আমি ভগবানের বিষম মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বঞ্চিত হইয়াছি, যেহেতু আপনার ন্যায় মুক্তিদাতাকে প্রাপ্ত হইয়াও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের অভিলাষ করি নাই।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—মুনি প্রশস্তচরিত্রা মনু-দুহিতার এইরূপ আত্মধিক্কারসহকারে করুণবাক্য শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র হইলে এবং ভগবানের অঙ্গীকারবাক্য স্মরণ করিয়া বলিলেন, হে রাজপুত্রি! তোমার চরিত্র অতীব নির্ম্মল; আপনাকে বঞ্চিতা ভাগ্য-হীনা মনে করিয়া খেদ করিও না; অনাদিনিধন শ্রীভগবান্ শীঘ্রই তোমার গর্ভে পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন। তুমি পূর্ব্ব হইতেই ব্রতধারিণী আছ, এক্ষণে ইন্দ্রিয়সংযম, স্বধর্ম্মাচরণ, তপস্যা, ধনদান ও শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের আরাধনা কর, তোমার কল্যাণ হইবে। তোমার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীহরি তোমার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন এবং ব্রহ্মোপদেষ্টা হইয়া অহঙ্কার অর্থাৎ মমত্বরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিবেন। তিনি কর্দ্দমের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার এই খ্যাতিও পৃথিবীতলে বিস্তৃত হইবে।

মৈত্রেয় কহিলেন,—দেবহূতিও প্রজাপতি কর্দ্দমের উপদেশ গৌরবসহকারে ও সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিকার পুরুষ ভগবান্‌কে গুরুরূপে চিন্তা করিয়া ভজনা করিতে

লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, ভগবান্ মধুসূদন কর্দ্দমের ভক্তিপ্রভাবে বশীভূত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠমধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং তাহাতেই প্রকাশিত হয়, ভগবান্‌ও সেইরূপ দেবহূতির মধ্যে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। সেইকালে বর্ষণকারী মেঘসকলের ন্যায় দেবগণ আকাশে দুন্দুভিপ্রভৃতি ধ্বনি করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তুতিগান এবং অপ্সরা-সকল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। দেবতাগণের হস্তমুক্ত কুসুমরাশি পতিত হইল এবং দিক্ ও জলাশয়সমূহের ন্যায় প্রাণিগণের মনও প্রসন্নতা লাভ করিল। বৎস বিদুর! ব্রহ্মা মরীচিপ্রভৃতি ঋষি-গণের সহিত সরস্বতীনদীবেষ্টিত মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে বুঝিতে পারিলেন, পরব্রহ্ম ভগবান্ সাংখ্যশাস্ত্র বিশেষরূপে উপদেশ করিবার নিমিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব অবলম্বন করিয়া অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তিনি বিশুদ্ধচিত্তে ভগবানের এই কার্য্যের অভিনন্দন করিলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহে প্রকৃষ্ট হর্ষের আবির্ভাব হইল। পরে ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস কর্দ্দম! তুমি যে নিষ্কপটচিত্তে আমার আদেশ পালন করিয়াছ, ইহাতেই আমার যথেষ্ট পূজা ও সম্মান করা হইয়াছে। পিতা আজ্ঞা করিবামাত্র যদি পুত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহা গৌরবের সহিত শিরোধার্য্য করে, তাহাই উৎকৃষ্ট গুরুশুশ্রূষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বৎস তুমি লোকব্যবহারে সুনিপুণ; তোমার এই সুন্দরী কন্যাগণ স্ব স্ব বংশবিস্তারদ্বারা আমার এই সৃষ্টিকে বিবিধরূপে বর্দ্ধিত করিবে; অতএব তুমি অদ্য এই কন্যাগণের চরিত্র ও রুচির অনুরূপ পাত্র এই মরীচিপ্রভৃতি প্রধান ঋষিগণের মধ্য হইতে নিরূপণ করিয়া ইঁহাদিগকে সম্প্রদান করঃ; তোমার এই খ্যাতি ভুবনে পরিব্যাপ্ত হইবে। আমার জ্ঞানগোচর হইতেছে, আদিপুরুষ ভগবান্ স্বীয় মায়াদ্বারা ভূতগণের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ এই কপিল-রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। অনন্তর ব্রহ্মা কহিলেন, হে মনুকন্যে দেবহূতি! তোমার এই যে পুত্র আবির্ভূত হইয়াছেন, ইঁহার লোচনযুগল কমলসদৃশ কেশজাল সুবর্ণের ন্যায় দেদীপ্যমান ও পাদপদ্ম পদ্মাকার রেখাঙ্কিত; ইনি সাক্ষাৎ কৈটভদৈত্যারি শ্রীভগবান্; পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠজনিত জ্ঞান ও অনুভবাত্মক জ্ঞানযোগ উপদেশদ্বারা জীবগণের কর্ম্মবাসনার মূল উৎপাটন করিবার অভিপ্রায়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি তোমার অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপ-বিষয়ে অজ্ঞান ও সংশয় অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া অবনীতে বিচরণ করিবেন। ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর ও সাংখ্যাচার্য্যগণের সুসম্মত হইবেন এবং জগতে 'কপিল' এই নাম ধারণপূর্ব্বক তোমার কীর্ত্তি বিস্তার করিবেন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা তাঁহাদের উভয়কে সান্ত্বনা করিয়া নারদ ও কুমারগণের সহিত হংসযানে আরোহণ করিয়া সত্যলোকে গমন করিলেন। হে বিদুর! ব্রহ্মা গমন করিলে কর্দ্দম তাঁহার আজ্ঞানুসারে প্রজাপতি ঋষিদিগকে যথাবিধি স্বীয় কন্যাগণকে সম্প্রদান করিলেন। তিনি মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা ও পুলস্ত্যকে হবির্ভূনাম্নী কন্যাকে প্রদান করিলেন। তাঁহার গতিনাম্নী একটী যোগ্যা কন্যা ছিল, তিনি তাঁহাকে পুলহের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং সতী ক্রিয়াদেবীও ক্রতুর হস্তে সমর্পিত হইলেন। পরে তিনি ভৃগুকে খ্যাতি ও বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী সম্প্রদান করিলেন। যে শান্তির প্রভাবে যজ্ঞ সমৃদ্ধিযুক্ত হয়, তিনি সেই শান্তিনাম্নী কন্যাকে অথর্ব্বা ঋষির হস্তে

সমর্পণ করিলেন। তিনি এইরূপে প্রজাপতি ঋষিদিগকে কন্যাদান করিয়া কন্যা ও জামাতৃগণের সন্তোষ সম্পাদন করিলেন। অনন্তর সস্ত্রীক ঋষিগণ তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব আশ্রমমণ্ডলে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি কর্দ্দম দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণুকে অবতীর্ণ জানিয়া একান্তে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! জনগণ স্ব স্ব পাপহেতু নরকের ন্যায় ক্লেশপ্রদ এই সংসারে অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া থাকে; দেবতাসকলও নিশ্চয়ই সুদীর্ঘকাল পরে তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এতদিনে দেবতাসকল আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাই বোধ হইতেছে; কারণ, আমি অলভ্য ধন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সংযমিগণ বহুজন্মে সুসিদ্ধ ভক্তিযোগে চিত্তসমাধান করিয়া নির্জ্জন প্রদেশে যাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার মানসে যত্নশীল হইয়া থাকেন, সেই শ্রীভগবান্ই অদ্য আমার ন্যায় গ্রাম্য পুরুষের হীনতা উপেক্ষা করিয়া আমার গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন; আপনি যে ভক্তপক্ষপাতী, এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। আপনি পূর্ব্বে শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিব; এক্ষণে সেই বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত এবং জ্ঞানসাধন সাংখ্যশাস্ত্র প্রচার করিবার মানসে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আপনি যে ভক্তগণের মানবর্দ্ধন করিয়া থাকেন, ইহা তাহার সুস্পষ্ট পরিচয়। হে ভগবন্! আপনি প্রাকৃতরূপরহিত; আপনার যে অলৌকিক চতুর্ভুজাদিরূপ আছে, সেই সকল রূপই আপনার যোগ্যরূপ এবং আপনার যে সকল মনুষ্যরূপ ভক্তগণের প্রীতিপদ, তাহাতেও আপনি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ প্রকৃতি-পুরুষ প্রভৃতি তত্ত্বসমূহকে সাক্ষাদ্ভাবে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যাঁহার পাদপীঠে অভিবাদন করিয়া থাকেন, ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, যশ, জ্ঞান, বীর্য্য ও শ্রী, এই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের আমি শরণাপন্ন হইলাম। আপনি পরমেশ্বর; কারণ, শক্তিসকল আপনার অধীন; এই সকল শক্তি প্রকৃতি, তাহার অধিষ্ঠাতা পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং লোক ও লোকপালসকল; আপনি মায়াদ্বারা এই সকল রূপে অবস্থান করিতেছেন, অথচ স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা এই বিশ্বকে লীন করিয়া তাহার অতীত অবস্থাতেও বিরাজমান আছেন। আপনি প্রকৃতিপ্রভৃতির আবির্ভাব ও লয়ের সাক্ষিস্বরূপ; অতএব আপনিই সর্ব্বজ্ঞ কপিলদেব; আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। হে প্রজাপালক! আপনি আমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হওয়ায়, আমি সর্ব্ববিধ ঋণমুক্ত হইয়া পূর্ণ মনোরথ হইয়াছি, এক্ষণে সন্ন্যাসিগণের মার্গ আশ্রয় করিয়া আপনাকে হৃদয়ে স্মরণ করিতে করিতে শোকরহিত হইয়া বিচরণ করিব, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মহর্ষে! বৈদিক ও লৌকিক, উভয়বিধ কার্য্যেই আমার বাক্য সর্ব্বত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত আমি তোমাকে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা সত্য করিবার নিমিত্ত, জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। এই জগতে যাঁহারা আত্মদর্শন করিবার নিমিত্ত লিঙ্গশরীর হইতে মুক্তি বাঞ্ছা করেন, সেই মুনিগণের উপযোগী প্রকৃতি-পুরুষ প্রভৃতি তত্ত্বসকলের সম্যক্ নির্দ্দেশের নিমিত্ত আমার এই জন্মগ্রহণ জানিবে। এই সূক্ষ্ম আত্মপথ সুদীর্ঘকাল নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে, সেই পথ পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়েও আমার এই দেহধারণ। আমি তোমার অভিলাষানুরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি, তুমি গমন কর; আমার উদ্দেশে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক সুদুর্জ্জয় মৃত্যু জয় করিয়া অমৃতত্ব অর্থাৎ পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত আমার ভজনা কর। আমি সর্ব্বভূতে অন্তর্যামী

স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ; স্বীয় আত্মায় মানসদ্বারা আমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া শোকরহিত হইয়া অভয় অর্থাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে। মাতাকেও নিখিল কর্ম্ম-বন্ধনের উন্মূলনকারিণী এই আধ্যাত্মবিদ্যা দান করিব, যদ্দ্বারা ইনিও মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—কপিলদেব এইরূপ সমীচীন কথা বলিলে প্রজাপতি কর্দ্দম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি মুনিগণের অহিংসাদি ব্রত অবলম্বন করিলেন এবং একমাত্র পরমাত্মার শরণাপন্ন হইয়া নিঃসঙ্গ হোম-রহিত ও নিবাসহীন হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যিনি সদসৎ অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের অতীত, যিনি প্রাকৃতগুণরহিত, সুতরাং নির্গুণ, মহর্ষি কর্দ্দম অবিচলিত ভক্তিসহকারে চিত্তসমাধান করিয়া ঈদৃশ ব্রহ্মকে অপরোক্ষরূপে উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার দেহাদিতে অহঙ্কার বিদূরিত হওয়ায় মমত্ববুদ্ধি তিরোহিত হইল, সুতরাং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের অতীত হইলেন। এইরূপে তিনি সমদর্শন হইয়া স্বরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অন্তঃকরণ আত্মার অভিমুখ হওয়ায় সুপ্রশান্ত অর্থাৎ বিক্ষেপরহিত হইল; সুতরাং তিনি নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। এক্ষণে তিনি অজ্ঞানরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবের আত্মস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান বাসুদেবে পরম ভক্তিভাবে চিত্ত সংলগ্ন করিলেন। তিনি দেখিলেন, শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতে আত্মরূপে অবস্থিত আছেন এবং নিখিল ভূত ভগবানে ও স্বীয় আত্মায় অবস্থান করিতেছে; তাঁহার রাগদ্বেষ তিরোহিত হইয়া সর্ব্বত্র সমভাব উদিত হইল; এইরূপে তিনি শ্রীভগবানে ভক্তিযোগদ্বারা ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হইলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শৌনক কহিলেন, স্বয়ং জন্মরহিত অর্থাৎ ভগবান্ মনুষ্যগণের নিকট স্বীয় তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত স্বীয় মায়াদ্বারা তত্ত্বসমূহের নির্দ্দেশক অর্থাৎ সাংখ্যপ্রবর্ত্তক কপিলরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম ও সর্ব্বযোগিগণের শ্রেষ্ঠ; যিনি ইঁহার কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করেন, ইনি তাঁহার সমীপে প্রকাশিত হন। আমার ইন্দ্রিয়সকল ভগবানের কীর্ত্তিশ্রবণে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না, প্রত্যুত উত্তরোত্তর শ্রবণোৎসুক হইতেছে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ স্বীয় মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মহতী শ্রদ্ধা উদিত হইতেছে; সেই সকল কীর্ত্তনীয় কথা কীর্ত্তন করুন।

সূত কহিলেন,—ব্যাসদেবের সখা ভগবান্ মৈত্রেয় এইরূপে বিদুরকর্ত্তৃক আত্মবিদ্যাবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—পিতা অরণ্যে প্রস্থান করিলে ভগবান্ জননীর কল্যাণের নিমিত্ত সেই বিন্দুসরে বাস করিতে লাগিলেন। একদা দেবহূতি দেখিলেন, তত্ত্বমার্গের পারপ্রদর্শক স্বীয় পুত্র কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক উপবিষ্ট আছেন, তখন তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহার সমীপস্থা

হইয়া বলিলেন, প্রভো পরমেশ্বর! আমার অসৎ ইন্দ্রিয়সকল নিরন্তর বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত; ইহাতে আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি। বিষয়াভিলাষ পূর্ণ করিতে গিয়া আমি সংসাররূপ ঘোর অন্ধকারে পতিত হইয়াছি। বহুজন্ম পরে তোমার কৃপায় এই দুষ্পার নিবিড় অন্ধকার হইতে উদ্ধার কর্ত্তা তোমাকে উৎকৃষ্ট চক্ষুঃস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমিই জীবগণের নিয়ন্তা আছ ভগবান্; নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন জীবলোকের চক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়াছ। অতএব হে দেব! আমার এই মোহ অপনোদন করিতে আজ্ঞা হয়; এই দেহাদিতে যে আমার "আমি ও আমার" এই আসক্তি ও তাহার ফলস্বরূপ রাগদ্বেষপ্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা তোমারই মায়ার প্রভাব সন্দেহ নাই। তুমি স্বীয় ভক্তগণের সংসারতরুর কুঠারস্বরূপ এবং যাঁহারা সংসারনিবর্ত্তক সধর্ম্ম অবগত আছেন, তুমি তাঁহাদিগেরও বরণীয়। এই সংসারী পুরুষ কে এবং যাহার নিমিত্ত এই পুরুষের সংসারভোগ হইতেছে, সেই প্রকৃতিই বা কে? এই প্রশ্নের সমাধানের নিমিত্ত আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম; প্রভো! তুমিই শরণাগতের আশ্রয়, তোমার চরণে প্রণিপাত করি।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আত্মবিৎ সাধুগণের গতিস্বরূপ ভগবান্ জননীর ঈদৃশ নির্দ্দোষ ও জীবগণের মোক্ষবিষয়ে রতিরজনক অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া মনে মনে প্রশংসা করিলেন; তাঁহার শ্রীমুখ ঈষৎ হাস্যে কমনীয় হইল; তিনি কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! আত্মনিষ্ঠ যোগ মনুষ্যের মুক্তির নিদান, ইহাই আমার মত। এই যোগে সুখ ও দুঃখের চিরদিনের নিমিত্ত নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে নারদাদি ঋষিগণ শ্রবণেচ্ছু হইলে আমি তাঁহাদিগকে এই যোগের বিবিধ অঙ্গ ও অনুষ্ঠানের চাতুর্য্য উপদেশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা তোমাকে বলিতেছি; জীবের চিত্তই তাহার বন্ধন বা মুক্তির কারণ হইয়া থাকে; চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলে বন্ধনের হেতু হয় এবং পরমেশ্বরের রতিযুক্ত হইলে মোক্ষ আনয়ন করিয়া থাকে। দেহাদিতে 'আমি' ও স্ত্রীপুত্রাদিতে 'আমার' এইরূপ অভিমান হইতে কামলোভাদি মলিনতা উৎপন্ন হইয়া থাকে; যখন মন এই মলিনতা হইতে শুদ্ধ হইয়া সুখ ও দুঃখে সমদর্শন হয়, তখন জীব প্রকৃতির পরস্থিত শুদ্ধ আত্মাকে দর্শন করেন। তিনি দেখেন, এই আত্মা শুদ্ধ ভেদরহিত, সূক্ষ্ম, অপরিচ্ছিন্ন ও স্বপ্রকাশ। চিত্ত জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিযুক্ত হইলে তাহাতে এই আত্মা উদাসীন অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়রূপে এবং প্রকৃতিও ক্ষীণবলা বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকেন! অখিলাত্মা ভগবানে প্রযুক্ত ভক্তির ন্যায় যোগিগণের ব্রহ্মলাভ-বিষয়ে ঈদৃশ সুচারু পথ আর নাই। জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন, অসৎসঙ্গই জীবের দৃঢ়পাশ অর্থাৎ বন্ধন; এই সঙ্গ সাধুগণের সহিত সংঘটিত হইলে উহাই মুক্তির উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে। সাধুর লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সাধুগণ সহিষ্ণু, কারুনিক, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, অজাতশত্রু, শান্ত, শাস্ত্রানুবর্ত্তী, সচ্চরিত্ররূপ ভূষণে অলঙ্কৃত। তাঁহারা অনন্যচিত্তে আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তি করিয়া থাকেন এবং আমার নিমিত্ত নিখিল কর্ম্ম ও স্বজনবান্ধবাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। মদ্বিষয়িণী নির্ম্মল কথা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে তাঁহাদিগকে আগ্রহ হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদা আমাতে নিহিত থাকায় সংসারতাপ সকল তাঁহাদিগকে ব্যথিত করিতে পারে না। এইরূপ সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত ব্যক্তিগণ সাধু-পদবাচ্য; জননি! তোমার এইরূপ সাধুসঙ্গ প্রার্থনীয়, যেহেতু এইরূপ সঙ্গ হইতে নিখিল দোষ দূরীকৃত হইয়া থাকে। এই সৎসঙ্গ যে ভক্তির অঙ্গ, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। সাধুগণের সৎপ্রসঙ্গ হইতে আমার বীর্য্যের সম্যক্ জ্ঞান হইয়া

থাকে; তাহাদিগের মুখে আমার কথা শ্রবণ করিলে তাহা হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন অর্থাৎ পরমসুখপ্রদ হইয়া থাকে। এইরূপে সাধুসঙ্গে মদীয় কীর্ত্তিগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে অনতিবিলম্বে মোক্ষমার্গ-স্বরূপ আমার প্রতি প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, অনন্তর রতি ও তৎপরে ভক্তি ক্রমে উদিত হইয়া থাকে। অনন্তর তিনি মদীয় সৃষ্টিলীলা চিন্তা করিতে করিতে অভিযুক্ত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়সুখে বৈরাগ্য অনুভব করিবেন; অনন্তর উদ্যমশীল হইয়া ভক্তিপ্রাধান্যহেতু আয়াসশূন্য যোগমার্গদ্বারা চিত্তসংযম করিতে যত্নবান্ হইবেন। এই জীব এইরূপে প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের সেবা হইতে নিবৃত্ত হইয়া জ্ঞান, বৈরাগ্য হইতে প্রকাশিত অষ্টাঙ্গ যোগ ও আমাতে অর্পিত ভক্তিদ্বারা এই দেহেই আমাকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দেবহূতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—যে ভক্তি তোমাতে অর্পণ করিতে হয়, তাহা কিরূপ? তন্মধ্যে যেরূপ ভক্তি আশ্রয় করিলে আমার ন্যায় নারী তোমার নির্ব্বাণপদ অচিরে লাভ করিতে পারে, তাহাই বা কিরূপ? হে নির্ব্বাণস্বরূপ প্রভো! যে যোগের লক্ষ্য একমাত্র তুমি এবং যাহা হইতে তত্ত্বসকলের জ্ঞান হইয়া থাকে, ঈদৃশ য যোগ তুমি পূর্ব্বে উপদেশ করিয়াছিলে তাহা কিরূপ এবং তাহা কত অঙ্গে বিভক্ত? ভগবন্! আমি মন্দবুদ্ধি নারী; অতএব যাহাতে আমি তোমার অনুগ্রহে দুর্ব্বোধবিষয় সুখে বোধগম্য করিতে পারি, সেই প্রকার বলিতে আজ্ঞা হয়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—কপিলদেব যাঁহার দেহ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই জননীর পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজন অবগত হইয়া স্নেহার্দ্র হইলেন এবং যাহাতে তত্ত্বসমূহ নিরূপিত আছে ও জ্ঞানিগণ যাহাকে সাংখ্য-শাস্ত্র বলিয়া থাকেন, সেই বিস্তৃত ভক্তি ও যোগের নির্ণায়ক শাস্ত্র দেবহূতির নিকট বর্ণন করিয়া বলিলেন; যাঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং এই নিমিত্ত যাঁহাদিগের মন বিকাররহিত, যদি তাঁহাদিগের জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের স্বাভাবিকী বৃত্তি সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীহরির প্রতি প্রধাবিত হয়, সেই নিষ্কামা যত্নসিদ্ধা বৃত্তি উত্তমা ভক্তি। এই ভাগবতী ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। যেমন জঠরানল ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করিয়া থাকে, তাহাতে জীবের কোন প্রযত্ন করিতে হয় না, সেইরূপ এই ভক্তি লিঙ্গশরীরকে জীর্ণ অর্থাৎ বিনষ্ট করিয়া ফেলে; সুতরাং ভক্তকে মুক্তির নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে হয় না, উহা আনুষঙ্গিকক্রমে ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা আমার উদ্দেশে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, নিরন্তর আমার চরণসেবা করিয়া থাকেন এবং পরস্পর মিলিত হইয়া পরম আগ্রহের সহিত আমার বীর্য্যগাথার আলোচনা করিয়া থাকেন, ঈদৃশ ভক্তগণ সাযুজ্যমোক্ষ স্পৃহা করেন না। মাতঃ! সেই ভক্তগণ প্রসন্নবদন ও অরুণলোচনবিশিষ্ট রমণীয় বরপ্রদ আমার দিব্য রূপ-সকল দর্শন করিয়া থাকেন এবং ঐ সকল মূর্ত্তির সহিত মনোহর কথোপকথন করিয়া থাকেন; অতএব জ্ঞান ও যোগ অপেক্ষা ভক্তির উৎকর্ষ এই যে, ইহাতে নিত্য পরমেশ্বরের অনুভবসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা আমার ভজনা করেন, তাঁহাদিগের চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সকল আমার কমনীয় অবয়ব, মধুর লীলা, হাস্য, কটাক্ষ ও মধুরবচন-কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া থাকে; তাঁহারা ইচ্ছা না করিলেও ভক্তি তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে, যদিও ভক্তগণ সত্যাদিলোকের ভোগসম্পত্তি অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য অথবা বৈকুণ্ঠের সম্পত্তি কিছুই কামনা করেন না, তথাপি তাঁহারা আমার বৈকুণ্ঠলোকে তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত আমাকে আত্মার ন্যায় প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহপাত্র, সখার ন্যায়

বিশ্বাসাস্পদ, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, সুহৃদের ন্যায় হিতকারী এবং ইষ্টদেবতার ন্যায় পূজ্যবোধে ভজনা করেন, আমার কালচক্র কখনও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না; এই নিমিত্ত তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বরূপ বৈকুণ্ঠে কখনও ভোগ্যবস্তু হইতে বঞ্চিত হন না। যাঁহারা ইহলোক, পরলোক উভয় লোকে গতিশীল দেহ, পুত্রকলত্রাদি, ধন, পশু, গৃহ ও অন্যান্য নিখিল আসক্তির বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অবিচলিত ভক্তিদ্বারা বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী আমাকে ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে চিরদিনের জন্য মৃত্যুর পরপারে লইয়া গিয়া থাকি। আমিই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, সর্ব্বভূতের আত্মা ভগবান্; আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র ভক্তিস্থাপন করিলে জীবের এই তীব্র মৃত্যুভয় নিবৃত্ত হয় না। আমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দান করিতেছে, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি দগ্ধ করিতেছে এবং মৃত্যু বিচরণ করিতেছে। এই নিমিত্ত যোগিগণ মোক্ষলাভের নিমিত্ত জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগ-দ্বারা আমার পাদমূলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন; উহা আশ্রয় করিলে আর কুত্রাপি ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যদি জীবের চিত্ত তীব্র ভক্তিযোগ-সহকারে আমাতে অর্পিত হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকেই পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তি বলিয়া জানিবে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—এক্ষণে আমি তোমাকে তত্ত্বসকলের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিতেছি, যাহা অবগত হইলে পুরুষ প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। পুরুষের আত্মদর্শনরূপ জ্ঞান হইতে হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ হইয়া থাকে, অর্থাৎ অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে; পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, এই জ্ঞান নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত প্রয়োজনীয়; আমি তোমার নিকট তাহাই বর্ণন করিব। আত্মাই পুরুষ, বিষয়ের বিপরীত দিকে অর্থাৎ অন্তর্মুখ অবস্থায় ইঁহার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। ইনি অনাদি, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী নহেন; প্রকৃতির পরে অবস্থিত অসঙ্গ, সুতরাং স্বভাবতঃ সংসারী নহেন; ইনি নির্গুণ, সুতরাং জ্ঞানকে ইঁহার গুণ বলিতে পারা যায় না; স্বয়ং জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, সুতরাং জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞানের আধার নহেন। এই বিশ্বে আত্মা বিরাজিত আছেন বলিয়া ইহা প্রকাশিত হইতেছে। প্রকৃতি বিষ্ণুর অব্যক্তা গুণময়ী শক্তি; সৃষ্টিলীলার নিমিত্ত এই প্রকৃতি উপাগত হইলে পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে উহার সহিত সঙ্গত হন। এই প্রকৃতি স্বীয় গুণের অনুরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক পদার্থ সকল সৃষ্টি করিতে থাকিলে পুরুষ এই জ্ঞানের আবরণকারিণীকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যায়। এইরূপে পুরুষে প্রকৃতির অধ্যাস হইয়া থাকে, অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতিকেই 'আমি' বলিয়া মনে করিতে থাকে; সুতরাং কর্ম্মসকল প্রকৃতির গুণে অনুষ্ঠিত হইলেও পুরুষ আপনাকে তাহার কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে থাকে। পুরুষ অকর্ত্তা অর্থাৎ সাক্ষিমাত্র হইয়াও যে কর্ত্তৃত্বের অভিমান করিয়া থাকে, ইহাই উহার বন্ধন; এই কর্ম্মবন্ধন হইতেই স্বাধীন পুরুষ সুখ-দুঃখাদি ভোগের অধীন

হইয়া থাকে এবং স্বভাবতঃ সুখস্বরূপ হইয়াও সংসার অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ ভোগ করিতে থাকে। পুরুষ প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে না পারায় এই সকল অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

এই শরীরকে কার্য্য, ইন্দ্রিয়কে কারণ ও দেবতা-দিগকে কর্ত্তা বলা হইয়া থাকে; স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার পুরুষ যে এই সকল বিকারভাব প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতিই তাহার হেতু; অপর পক্ষে সুখদুঃখাদির যে ভোগ হইয়া থাকে, প্রকৃতির পরস্থিত পুরুষ তাহার কারণ। সিদ্ধান্ত এই যে, দেহাদি প্রকৃতির পরিণাম; সেই দেহাদিতে অহংবুদ্ধি কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আনয়ন করে; তবে যে পুরুষকে ভোক্তৃত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল, তাহার কারণ এই যে, চৈতন্য ব্যতিরেকে ভোগ হয় না; এই নিমিত্ত প্রধানতঃ পুরুষ কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইল।

দেবহূতি কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম! সংসারী পুরুষ ও তাহার সংসারপ্রাপ্তির হেতুরূপা প্রকৃতির বিষয় অবগত হইলাম; এক্ষণে যাহা হইতে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ঈশ্বর ও তাঁহার প্রকৃতির লক্ষণ নির্দ্দেশ করুন। ভগবান্ উত্তর করিলেন, যাহাকে প্রধান বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহাই প্রকৃতি; ইহা স্বভাবতঃ নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ ভেদশূন্য হইয়াও নিখিল ভেদের আশ্রয়। এই প্রকৃতি ত্রিগুণ, সুতরাং ব্রহ্ম নহে; ইহা অন্য কাহারও পরিণাম নহে, এই নিমিত্ত ইহাকে অব্যক্ত কহে। ইহাই কার্য্য-করণাত্মক ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয়; সুতরাং ইহা কাল নহে। এই প্রকৃতি নিত্য; এই নিমিত্ত ইহাকে জীব বলিতে পারা যায় না। প্রধান হইতে পাঁচ, পাঁচ চারি ও দশ এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া থাকে; ইহাই কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ নামে এই পঞ্চ মহাভূত এবং ইহাদিগের সূক্ষ্মাবস্থা, যথা, গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র; ইহাদিগকে পঞ্চ তন্মাত্র কহে। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই দশ ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এক অন্তঃকরণ চারি প্রকার বৃত্তিহেতু মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই চারি প্রকারে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই যে সগুণ ব্রহ্মের মহদাদি অর্থাৎ প্রপঞ্চের চতুর্বিংশতি সংখ্যা বলিলাম, তত্ত্বগণও এইরূপই গণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রকৃতির আর এক প্রকার অবস্থা আছে, তাহা পঞ্চবিংশতত্ত্ব কাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরের প্রভাবই কাল; যাহারা প্রকৃতির বশীভূত ও দেহাদিতে অহঙ্কার হেতু বিমূঢ় হইয়া 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে, এই কাল তাহাদিগের নিকট সংহারক-রূপে ভীতিপ্রদ হইয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন, যাঁহা হইতে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ভেদরহিত সাম্যাবস্থার ক্ষোভ হয়, তিনিই ভগবান্ কাল। এই ভগবান্ কে, তাহা বলিতেছি। যিনি আত্মমায়া-দ্বারা সর্ব্বপ্রাণিগণের অভ্যন্তরে নিয়ন্তৃরূপে ও বহির্ভাগে কালরূপে বিরাজিত আছেন, তিনিই এই ভগবান্।

জীবের অদৃষ্টহেতু প্রকৃতির তিন গুণ ক্ষুভিত হওয়ায় পরমপুরুষ সেই যোনিরূপা অর্থাৎ অভি-ব্যাক্তির স্থানরূপা প্রকৃতিতে চিচ্ছক্তিরূপ বীর্য্য আধান করেন; সেই প্রকৃতি হিরণ্ময় অর্থাৎ প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্ব প্রসব করেন। জগতের অঙ্কুরস্বরূপ লয় ও বিক্ষেপশূন্য এই মহত্তত্ত্ব স্বীয় অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চকে প্রকটিত করে এবং যে প্রলয়কালীন তমঃ মহতত্ত্বকেও প্রকৃতিতে বিলীন করিয়াছিল, এক্ষণে ঐ মহতত্ত্ব সেই তমকেও স্বীয় তেজে পান করিয়া ফেলে। যাহা সত্ত্বগুণপ্রধান, স্বচ্ছ ও শান্ত অর্থাৎ রাগাদিরহিত এবং যাহা

ভগবানের উপলব্ধিস্থানরূপে বাসুদেব আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাই চিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত এই তত্ত্বকে মহত্তত্ত্ব, জীবদেহে চিত্ত ও উপাস্যরূপে বাসুদেব বলা হইয়া থাকে।

যেমন জল ভূমির সহিত সম্পর্ক ঘটিবার পূর্ব্বে স্বচ্ছ অর্থাৎ ফেন-তরঙ্গাদিরহিত মধুর ও শান্ত অবস্থায় থাকে, সেইরূপ দুর্বিষয়ে আসক্ত হইবার পূর্ব্বে চিত্ত স্বচ্ছ অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপগ্রহণে সমর্থ, অবিকারী অর্থাৎ লয় ও বিক্ষেপ-রহিত এবং শান্ত অবস্থায় থাকে; এইরূপে চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অর্থাৎ অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভগবদ্বীর্য্য অর্থাৎ চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত মহত্তত্ত্ব হইতে ক্রিয়া-কারণে সমর্থ অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কারতত্ত্ব ত্রিবিধ, যথা,—বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস ও তামস; এই অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে মনঃ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও মহাভূতগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে সহস্রশীর্ষা অনন্ত ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনোময় পুরুষ সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, তিনি এই অহঙ্কারতত্ত্বে অধিষ্ঠিত উপাস্য দেবতা। এই অহঙ্কারের ত্রিবিধ লক্ষণ এই যে, উহা দেবতারূপে কর্ত্তা, ইন্দ্রিয়রূপে কারণ ও মহাভূত-রূপে কার্য্য অথবা সত্ত্বগুণহেতু শান্ত, রজোগুণ হেতু ঘোর অর্থাৎ চঞ্চল এবং তমোগুণহেতু বিমূঢ়। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে মনস্তত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া থাকে, এই মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প আছে; সামান্যতঃ বিষয়-গ্রহণের ইচ্ছাকে সঙ্কল্প এবং বিশেষ-চিন্তাদ্বারা বিশেষ বিষয়ের গ্রহণেচ্ছাকে বিকল্প কহে। সঙ্কল্প ও বিকল্প হইতে কাম অর্থাৎ মনোরথের সৃষ্টি হয়। এই মন ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর; যোগিগণ এই মনকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিয়া থাকেন; শরৎকালীন নীলোৎ-পলের ন্যায় শ্যামবর্ণ অনিরুদ্ধ মনস্তত্ত্বে অবস্থিত উপাস্য দেবতা। রাজস অহঙ্কার বিকৃত হইলে তাহা হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উদ্ভব হয়; পদার্থের প্রকাশরূপ জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়দিগকে প্রবৃত্তিদান এই দুই বুদ্ধির লক্ষণ। এই লক্ষণ বৃত্তিভেদে নানাবিধ; যথা,—সংশয়, বিপর্য্যাস অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান, নিশ্চয়, স্মৃতি ও নিদ্রা। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ই রাজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন; কারণ, প্রাণ রাজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তদীয় কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহও রাজস এবং বুদ্ধি রাজস অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত হওয়ায় তদীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহও রাজস। এইরূপে ভগবানের কালশক্তিরদ্বারা প্রেরিত হইয়া তামস অহঙ্কার বিকৃত হইলে তাহা হইতে শব্দতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম শব্দ উৎপন্ন হয়, উহা হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়; তখন শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। শব্দ পদার্থের বাচক ও যদি কোন ব্যক্তি ভিত্তিপ্রভৃতির অন্তরাল হইতে শব্দ উচ্চারণ করে, ঐ শব্দ ঐ ব্যক্তিরও জ্ঞাপক এবং পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সূক্ষ্ম শব্দই আকাশ; সুতরাং আকাশের সূক্ষ্মাবস্থা শব্দ। অতএব পদার্থবাচকত্ব, অন্তরালস্থ ব্যক্তি বাচকত্ব ও আকাশসূক্ষ্মত্ব, শব্দের এই ত্রিবিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আকাশের লক্ষণও কথিত হইতেছে; উহা ভূত সকলকে ছিদ্র অর্থাৎ থাকিবার স্থান দান করিয়া থাকে। আমরা যে বাহির ও অভ্যন্তর, এই দুই ভাব ব্যবহার করিয়া থাকি, আকাশ তাহার কারণ এবং নাড়ীপ্রভৃতির ছিদ্ররূপে আকাশ প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের আশ্রয়স্থান; সুতরাং এই ত্রিবিধ কার্য্য আকাশের লক্ষণ। অনন্তর শব্দ-তন্মাত্র আকাশ কালশক্তিদ্বারা বিকৃত হইলে তাহা হইতে স্পর্শতন্মাত্রের উদ্ভব হয়; উহা হইতে বায়ু উৎপন্ন হইলে ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত স্পর্শের সম্পর্ক ঘটিয়া থাকে। স্পর্শের লক্ষণ এই যে উহা মৃদু, কঠিন, শীত, উষ্ণ এবং বায়ুর সূক্ষ্মাবস্থা। বায়ু বৃক্ষশাখাদিকে চালিত করে, তৃণাদিকে মিলিত করে,

বস্তুমাত্রের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের গন্ধকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নিকট, শৈত্যাদিযুক্ত দ্রব্যের শীতগুণ প্রভৃতিকে ত্বগিন্দ্রিয়ের নিকট ও শব্দকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিকট লইয়া যায়। এই বায়ুই ইন্দ্রিয় সকলকে সংজীবিত করিয়া রাখে; এই সকল কর্ম্মদ্বারা বায়ু লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপে স্পর্শতন্মাত্র বায়ু দৈবযোগে বিকৃত হইয়া রূপতন্মাত্রকে উৎপন্ন করে। উহা হইতে তেজের উদ্ভব হইলে চক্ষুর সহিত রূপের সম্বন্ধ ঘটে। রূপহেতু দ্রব্যের আকার হয়; রূপ দ্রব্যের সহিত অনুভূত হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র ভাবে হয় না; দ্রব্যের স্থূল, সূক্ষ্ম, ঋজু ও বক্র প্রভৃতি যেরূপ সন্নিবেশ, রূপেরও তাদৃশ প্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং এই সমুদয় রূপের লক্ষণ। তেজঃ বস্তু প্রকাশ করে, তণ্ডুলাদি পাক করে, ক্ষুধাতৃষ্ণা-উৎপাদন করিয়া ভোজন ও পান করায়, শৈত্য নিবারণ ও শোষণ করিয়া থাকে; এই সকল কার্য্যদ্বারা তেজঃ লক্ষিত হইয়া থাকে। পরে রূপতন্মাত্র তেজঃ কালবশে বিকৃত হইলে রসতন্মাত্র উদ্ভূত হয়। ঐ রসতন্মাত্র হইতে জলের উৎপত্তি হইলে জিহ্বার সহিত রসের সম্পর্ক ঘটিয়া থাকে। রস স্বভাবতঃ মধুর, কিন্তু যে সকল ভৌতিক পদার্থের সহিত উহার সংসর্গ ঘটে, ঐ সকল পদার্থের বিকারহেতু উহা কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল ও লবণ, এই ছয় প্রকারে অনুভূত হইয়া থাকে। জল পদার্থকে আর্দ্র করে, মৃত্তিকাদিকে পিণ্ডাকারে আনয়ন করে, প্রাণিগণের তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে জীবিত রাখে, পিপাসার ও তাপের নিবৃত্তি করে, পদার্থের মৃদুতা সম্পাদন করে এবং কূপাদি হইতে উদ্ধৃত করিলেও উহাতে পুনঃ পুনঃ উদ্গত হইয়া থাকে সুতরাং এই সমুদয় জলের বৃত্তি অর্থাৎ কার্য্য। অনন্তর কালপ্রেরিত হইয়া রসতন্মাত্র জল বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে গন্ধতন্মাত্র উদ্ভূত হয় এবং উহা হইতে পৃথ্বী উৎপন্ন হইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত গন্ধের সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বৈষম্যহেতু একই সম্বন্ধ নানা-প্রকারে অনুভূত হইয়া থাকে, যথা—ব্যঞ্জনাদির মিশ্রগন্ধ, দুর্গন্ধ, কর্পূরাদির সৌরভ, পথ্যাদির শান্তগন্ধ, লশুনাদির উগ্রগন্ধ ও অম্লগন্ধ। পৃথ্বীতত্ত্বের লক্ষণ এই যে, উহা হইতে প্রতিমাদিরূপে ব্রহ্মের সাকারতা সম্পাদিত হয়; উহা জলাদির ন্যায় অন্যের অপেক্ষা করে না, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে পারে। এই পৃথ্বীতত্ত্ব জলাদির আধার ও আকাশাদির অবচ্ছেদক; ইহা হইতে সমস্ত প্রাণী ও তাহাদিগের পুংস্ত্বাদিগুণ প্রকটিত হইয়া থাকে। মাতঃ! এক্ষণে জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদ্দারা আকাশের অসাধারণ গুণশব্দ গৃহীত হয়, তাহা কর্ণ; বায়ুর অসাধারণ গুণস্পর্শ গৃহীত হয়, তাহা ত্বক; তেজের অসাধারণ গুণরূপ গৃহীত হয়, তাহা চক্ষু; জলের অসাধারণ গুণরস গৃহীত হয়, তাহা রসনা এবং ভূমির অসাধারণ গুণগন্ধ গৃহীত হয়, তাহা নাসিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তি মহাভূতের গুণ পরবর্ত্তী মহাভূতে অন্বিত হওয়ায় পৃথ্বীতত্ত্বে আকাশাদি সকল ভূতের অসাধারণ গুণ অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে মহদাদি তত্ত্বসকল যখন অমিলিত অবস্থায় স্থিতি করিতেছিল, তখন জগতের আদিকারণ ঈশ্বর কাল অর্থাৎ গুণক্ষোভক শক্তি, কর্ম্ম অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট ও গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি, এই ত্রিবিধ কারণে অধিষ্ঠিত হইয়া ঐ সকল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রবেশহেতু তত্ত্বসকল প্রথমতঃ ক্ষুভিত হইত, পরে তৎক্ষণাৎ মিলিত হইয়া অচেতন অণ্ড উৎপন্ন করিল এবং ইহা হইতে বিরাট্ পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ নামে সমষ্টি জীব যেন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সচেতন হইলেন। এই অণ্ডকে বিশেষ

কহে; এই অণ্ডের মধ্যস্থলে পৃথ্বীতত্ত্ব; উহার দশগুণ জলতত্ত্ব উহার আবরণরূপে অবস্থিত আছে। ঐ জলতত্ত্বের দশগুণ তেজস্তত্ত্ব, তেজের দশগুণ বায়ু, বায়ুর দশগুণ আকাশ, আকাশের দশগুণ অহঙ্কারতত্ত্ব ও অহঙ্কারের দশগুণ মহতত্ত্ব উত্তরোত্তর আবরণরূপে বিরাজিত আছে; পরিশেষে প্রকৃতি অপার বহিরাবরণ রূপে অবস্থান করিতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ড ভগবান্ শ্রীহরির রূপ; ইহাতেই লোকসকল রচিত হইয়া থাকে। অনন্তর ভগবান্ কারণসলিলে অবস্থিত সেই হিরণ্ময় ব্রহ্মাণ্ড হইতে উত্থান করিয়া অর্থাৎ ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং বহুবিধ ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র প্রকাশ করিলেন। প্রথমতঃ এই বিরাট্ পুরুষের মুখ নির্ভিন্ন হইল এবং বাগিন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নির সহিত তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর প্রাণদ্বারা অণুস্যূত নাসিকা প্রকাশিত হইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ুর সহিত তাহাতে আশ্রয় লইল এবং অক্ষিগোলক নির্ভিন্ন হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা সূর্য্যের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিল। পরে কর্ণদ্বয় প্রকাশিত হইলে শ্রবণেন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী দিগ্‌দেবতাগণের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর বিরাট্ পুরুষের ত্বক্, রোম ও শ্মশ্রু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়স্থান উদ্ভিন্ন হইলে ঔষধি দেবতাগণ ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং শিশ্ন প্রকাশিত হইলে রেতঃ-ইন্দ্রিয় অব্‌দেবতাগণের সহিত তাহাতে আশ্রয় লইল। পরে পায়ু প্রকাশিত হইল এবং অপান ইন্দ্রিয় ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভীষণ মৃত্যু তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন। হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় নির্ভিন্ন হইলে ইন্দ্রিয় বল ও গতি যথাক্রমে দেবতা ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সহিত তাহাতে প্রবেশ করিল এবং নাড়ীসকল প্রকাশিত হইলে ইন্দ্রিয় শোণিত নদী দেবতাগণের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইল। অনন্তর উদর প্রকাশিত হইল এবং ইন্দ্রিয় ক্ষুধা ও পিপাসা অধিষ্ঠাত্রী সমুদ্রদেবতার সহিত তাহাতে আশ্রয় লইল। পরে বিরাট্ পুরুষের হৃদয় নির্ভিন্ন হইলে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত যথাক্রমে চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও চৈত্ত অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠান করিল। অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত চৈত্যাভিন্ন পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দেবতা বিরাট্‌পুরুষকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার স্ব স্ব ইন্দ্রিয়স্থানে বিশেষভাবে অধিষ্ঠান করিল। অগ্নি বাক্যের সহিত মুখে, বায়ু ঘ্রাণের সহিত নাসিকাদ্বয়ে, আদিত্য চক্ষুর সহিত অক্ষিগোলকদ্বয়ে দিগ্‌দেবতাগণ শ্রোত্রের সহিত কর্ণদ্বয়ে, ওষধি দেবতাগণ রোমাদির সহিত ত্বকে, অব্‌দেবতাগণ রেতের সহিত শিশ্নে মৃত্যু অপানের সহিত পায়ুদেশে, ইন্দ্র বলের সহিত হস্তদ্বয়ে, বিষ্ণু গতির সহিত চরণদ্বয়ে, নদীদেবতাগণ শোণিতের সহিত নাড়ীদেশে, সমুদ্রদেবতা ক্ষুধাতৃষ্ণার সহিত উদরে, চন্দ্র মনের সহিত হৃদয়ে, ব্রহ্মা বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে এবং রুদ্র অহঙ্কারের সহিত হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু বিরাট্ পুরুষ তাহাতে জাগরিত হইয়া উত্থিত হইলেন না। অনন্তর চৈত্ত্য অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ চিত্তের সহিত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি কারণার্ণব হইতে উত্থিত হইলেন। যে ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যতিরেকে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রসুপ্ত পুরুষকে স্ব স্ব তেজে উত্থাপিত করিতে সমর্থ হয় না, সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে চিন্তা করিতে হইবে। প্রথমতঃ পরমেশ্বরে ভক্তি, দ্বিতীয়তঃ অন্যত্র বৈরাগ্য, অনন্তর যোগপ্রবৃত্ত একাগ্র চিত্ত অবলম্বন করিবে; অনন্তর যে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, তদ্দ্বারা এই দেহে ক্ষেত্রজ্ঞকে পৃথক্ অনুভব করিয়া চিন্তা করিবে।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যাঁহাকে পুরুষ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইনি স্বভাবতঃ নির্গুণ ; এই নিমিত্ত অকর্ত্তা, সুতরাং বিকাররহিত। যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য জলের কম্পনাদি-হেতু কম্পিত বলিয়া প্রতিভাত হইলেও আকাশস্থ সূর্য্য অচঞ্চল থাকে, সেইরূপ এই পুরুষ প্রকৃতিতে অর্থাৎ দেহাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া দেহাদির সুখ-দুঃখে সংবদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ ঐ সুখ-দুঃখাদিতে নির্লিপ্ত থাকেন। যখন এই পুরুষ শব্দাদি প্রকৃতির গুণসমূহে একান্ত আসক্ত হন, তখন প্রকৃতি কার্য্য করিলেও আমি করিতেছি, এই অভিমানে বিমূঢ় হইয়া থাকেন ; আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় এইরূপ কর্ত্তৃত্বের অভিমান হইয়া থাকে। এই অভিমানহেতু পুরুষ প্রকৃতির সহিত সম্পর্কের নিমিত্ত পুণ্য ও পাপ অর্জ্জন করিয়া সেই কর্ম্মদোষে অবশ হইয়া সৎ অর্থাৎ দেবযোনি, অসৎ অর্থাৎ তির্য্যগ্‌যোনি এবং মিশ্র অর্থাৎ মনুষ্যযোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কদাপি পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন স্বপ্নকালে স্বীয় শিরচ্ছেদ প্রভৃতি মিথ্যা অনর্থের প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ বস্তুতঃ পুরুষের কর্ম্ম না থাকিলেও কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে পুরুষের সংসারদশারূপ অনর্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, উহার নিবৃত্তি হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়গণের পথে অর্থাৎ বিষয়সকলের প্রতি একান্ত আসক্ত মনকে তীব্র ভক্তিযোগ ও দৃঢ় বৈরাগ্যদ্বারা ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিতে হইবে। হে মাতঃ! যে প্রকারে আত্মলাভ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যমাদি যোগপথ অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তের পুনঃ পুনঃ একাগ্রতা সম্পাদন, নিষ্কপট আচরণ, আমার প্রতি প্রেম স্থাপন ও মদীয় কথা শ্রবণ করিতে হইবে। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও বৈরত্যাগ, সঙ্গত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, ঈশ্বরে অর্পিত স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মাচরণ, যদৃচ্ছালাভে সন্তোষ, মিতভোজন, মননশীলতা, নির্জ্জনে বাস, রাগদ্বেষবর্জ্জন, সর্ব্বভূতের শুভচিন্তা, করুণা, ইন্দ্রিয়জয়, পুত্রকলত্রাদির সহিত দেহে 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ অভিমানত্যাগ, এই সকল সদ্‌গুণ লাভ করিতে হইবে। এইরূপে প্রকৃতি ও পুরুষ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান হইলে জাগ্রদাদি অবস্থা নিবৃত্ত হয়, তখন অন্যবস্তুর দর্শন সম্ভবপর হয় না। আমরা যাহাকে চক্ষু বলি, উহা চক্ষুর্গোলকে অবচ্ছিন্ন সূর্য্য ; যেমন ঐ সূর্য্যদ্বারা গগনস্থ সূর্য্যকে দর্শন করা যায়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত যোগী অহঙ্কারে অবচ্ছিন্ন আত্মদ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে লাভ করিয়া পরিশেষে নিরুপাধি অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ আবরণ রহিত ও অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাভূত অহঙ্কারে সত্যরূপে ভাসমান ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। শুদ্ধ জীবস্বরূপ হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য এই যে, ইনি প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠান ; চক্ষুর ন্যায় নিখিল সৃষ্ট বস্তুর প্রকাশক এবং নিখিল কার্য্য-কারণে অনুস্যূত অদ্বয় অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত।

জননি! জীবাত্মা কিরূপে শুদ্ধব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকে, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। কখন কখন সূর্য্য জলে প্রতিবিম্বিত হইলে, ঐ প্রতিবিম্ব পুনর্ব্বার স্বচ্ছ গৃহভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত হয় ; তখন গৃহকোণস্থ ব্যক্তি ভিত্তিতে প্রতিবিম্ব দেখিয়া এই প্রতিবিম্ব কোথা হইতে আসিল, এই অনুসন্ধান করিতে গিয়া জলে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব দর্শন করে এবং

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জলস্থ প্রতিবিম্বের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আকাশে সূর্য্যকে দর্শন করিয়া থাকে। এই প্রকারে সাধক প্রথমতঃ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনে আত্মা অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ প্রকাশ দেখিতে পান; জড় বস্তুতে ঐ প্রকাশ কোথা হইতে আসিল, এই অনুসন্ধান করিতে গিয়া ত্রিগুণ অহঙ্কারে আত্মপ্রতিবিম্ব অর্থাৎ চৈতন্যের প্রকাশ দর্শন করে; পরে উহারও কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য উপলব্ধি করিয়া থাকে। মাতঃ এই আত্মাকে কিরূপে সুষুপ্তির সাক্ষিরূপে অনুভব করা যায়, তাহাও প্রদর্শন করিতেছি। সুষুপ্তিকালে স্থূলভূত, সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি অব্যাকৃত অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়; তখন আত্মা নিদ্রা ও অহঙ্কারবিরহিত অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকেন। যদি বল, আত্মা যদি তখন বিনিদ্র থাকেন, তবে জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থার ন্যায় স্ফুটরূপে প্রতীত হয় না কেন? তাহার কারণ এই যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে আত্মা দ্রষ্টা থাকেন, এই নিমিত্ত দৃশ্য পদার্থের সহিত পার্থক্যনিবন্ধন পৃথক্‌ভাবে অর্থাৎ দ্রষ্টা বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন; কিন্তু সুষুপ্তিকালে অহঙ্কারের বিষয় ভূতাদি বিলীন হইলে অহঙ্কারও নাশপ্রাপ্ত হয়; এই হেতু আত্মা স্বয়ং অনষ্ট হইয়াও বৃথা আপনাকে নষ্টের ন্যায় মনে করিতে থাকেন। যেমন ধনী ব্যক্তির ধন নষ্ট হইলে, সে স্বয়ং অনষ্ট হইয়াও বৃথা আপনাকে নষ্ট ভাবিয়া আতুর হয়, আত্মারও তাদৃশ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আরও, দেহাদি অহঙ্কারসমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়, এই নিমিত্ত অহঙ্কারও দৃশ্য-পদার্থ-মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু আত্মা দ্রষ্টা, অহঙ্কারসমন্বিত দেহাদির প্রকাশক ও আশ্রয়; এই নিমিত্ত আত্মা সুষুপ্তিকালে দৃশ্য নিখিল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশরূপে প্রতিভাত হওয়ায় শুদ্ধ সাক্ষিচৈতন্য বলিয়া প্রতিয়মান হইয়া থাকেন।

দেবহূতি কহিলেন,—হে প্রভো! ব্রহ্মন্! তুমি বলিলে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য ও পরস্পরের আশ্রয়-আশ্রিতভাব; অতএব ভক্তি ও বৈরাগ্য উদিত হইলেও তাহাদিগের বিচ্ছেদ হইতে পারে না; সুতরাং কিরূপে মুক্তি সম্ভাবিত হইতে পারে? যেমন গন্ধ ভূমি হইতে, অথবা রস জল হইতে পৃথক্ অনুভূত হয় না, সেইরূপ প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিয়োগ কখনই সম্ভবপর নহে। পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও প্রকৃতির যে সকল গুণকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কর্ম্মবন্ধ ঘটিয়া থাকে, যদি সেই সমস্ত গুণ বর্ত্তমান রহিল তবে পুরুষের কিরূপে কৈবল্য সংঘটিত হইতে পারে? আমার বোধ হয়, এই নিমিত্তই কোন কোন পুরুষের তত্ত্ববিবেকদ্বারা ভীষণ মৃত্যুভয় কদাচিৎ নিবৃত্ত হইলেও ভয়ের কারণ প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান থাকায় পুনর্ব্বার মৃত্যুভয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—মাতঃ! নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণ, নির্ম্মল অন্তঃকরণ, নিরন্তর আমার কথা-শ্রবণদ্বারা পরিপুষ্ট সুদৃঢ় ভক্তি, তত্ত্বদর্শনজন্য জ্ঞান, তীব্র বৈরাগ্য, তপস্যাসমন্বিত যোগ ও তীব্র আত্মসমাধিদ্বারা প্রকৃতি অহোরাত্র দগ্ধ হইতে হইতে অবশেষে তিরোহিতা হয়; যেমন কাষ্ঠ অগ্নিকর্ত্তৃক দগ্ধ হইতে হইতে ক্রমে তিরোভূত হয়, প্রকৃতিরও তাদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। পুরুষ প্রকৃতিগত স্বর্গনরকাদি ভোগ ও তদীয় দোষ নিরন্তর দর্শন করিতে করিতে অবশেষে উহাকে পরিত্যাগ করেন; এইরূপে পরিত্যক্তা প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও পরমানন্দে অবস্থিত পুরুষের অশুভ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন নিদ্রিত মনুষ্যের স্বপ্ন শির-শ্ছেদাদি বহু অনর্থের হেতু হইলেও জাগরিত অবস্থায় তাহাকে বিমোহিত করিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃতি অতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের বহু অনর্থের কারণ হইলেও যিনি

তত্ত্বজ্ঞ, আমাতে ন্যস্তচিত্ত ও আত্মারাম, তাঁহার কখনও কোন অপকার করিতে পারে না। বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া যখন জীব আত্মনিষ্ঠ হইয়া আব্রহ্ম নিখিল-ভুবনে বৈরাগ্যযুক্ত হন, তখন তিনি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া আমার প্রতি ভক্তিমান্ এবং আমার প্রচুর প্রসাদে কৈবল্যনামক স্বরূপ ও মদীয় পরমানন্দ অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া ধীরতা লাভ করেন ও আত্ম-জ্ঞান-দ্বারা নিখিল সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ হন; অনন্তর লিঙ্গশরীরের নাশ হইলে ঈদৃশ যোগী পুনর্ব্বার সংসারে পতিত হন না। হে মাতঃ! এইরূপ অবস্থায় যোগের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ অণিমাদি সিদ্ধিসকল অন্তরায়রূপে উপস্থিত হয়। যদি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধযোগী ঐ সকল প্রলোভনে মুগ্ধ না হন, তবে তিনি আত্যন্তিকী মদীয়া গতি অর্থাৎ পরা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন; তখন মৃত্যুর গর্ব্ব চিরদিনের জন্য চূর্ণ হইয়া যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে রাজপুত্রি! যাহা অবলম্বন করিলে মন প্রসন্ন হইয়া সৎপথে গমন করে সেই সজীব অর্থাৎ সাবলম্বন যোগের বিষয় বর্ণন করিব। সাধক যথাশক্তি স্বধর্ম্মাচারণ করিবেন ও বিধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবেন এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হইয়া আত্মজ্ঞ ব্যক্তির চরণ অর্চ্চনা করিবেন। গ্রাম্য ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ হইতে নিবৃত্তি ও মোক্ষধর্ম্মে রতি একান্ত প্রয়োজনীয়। মিত ও পবিত্র ভোজন এবং নিরন্তর নির্ব্বিঘ্ন নির্জন-দেশে অবস্থান বিধেয়। মিত ভোজনের অর্থ এই যে, উদরের অর্দ্ধভাগ অন্নাদিদ্বারা এবং চতুর্থ ভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থভাগ বায়ুর গমনা-গমনের জন্য শূন্য রাখিতে হইবে। সাধক হিংসা, অসত্যাচরণ ও চৌর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, স্বাধ্যায় অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ ও ঈশ্বরারাধনা করিবেন এবং অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের অনুরূপ জীবিকা সংগ্রহ করিবেন। বৃথা আলাপবর্জ্জন, সুখকর আসন জয় করিয়া স্থিরতালাভ, ক্রমে ক্রমে প্রাণজয় এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে স্থাপনরূপ প্রত্যাহার, এই সকল সাধন একান্ত অবলম্বনীয়। জননি! প্রাণের মূলাধার প্রভৃতি কতকগুলি স্থান আছে; ঐ সকল স্থানের মধ্যে কোন একস্থানে মনের সহিত প্রাণের ধারণা করিতে হইবে এবং মনকে আত্মাকারে পরিণত করিয়া বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরির লীলা ধ্যান করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত উপায়সমূহ এবং ব্রতদানাদি অন্যান্য উপায়দ্বারা ইন্দ্রিয়ের পথে বিচরণশীল দুষ্ট মনকে বশীভূত করিয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রাণকে জয় করিয়া বুদ্ধিদ্বারা মনকে ধ্যানে যোজিত করিবে। মাতঃ! এক্ষণে আসনাদির বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। পবিত্রস্থানে প্রথমতঃ কুশ, তদুপরি মৃগচর্ম্ম ও তদুপরি বস্ত্র স্থাপন করিয়া সুখাসনে উপবিষ্ট হইবে এবং এইরূপে আসন জয় করিয়া ঋজুকায় হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। যোগী পূরক, কুম্ভক ও রেচকদ্বারা অথবা রেচক, কুম্ভক ও পূরকদ্বারা এরূপে প্রাণের মার্গকে শোধিত করিবে, যেন চঞ্চল চিত্ত একবার স্থির হইয়া পুনর্ব্বার চঞ্চল না হয়; যেমন সুবর্ণ বায়ু ও অগ্নিদ্বারা সুতপ্ত হইলে মালিন্য

পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন, সেইরূপ যোগীর মন অবিলম্বে নির্ম্মল হইয়া চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সাধক প্রাণায়ামদ্বারা বাতশ্লেষ্মাদি দোষ, বায়ুর সহিত মনের স্থিরীকরণরূপ ধারণাদ্বারা পাপসমূহ, প্রত্যাহারদ্বারা বিষয়সংসর্গ ও ধ্যানদ্বারা রাগাদি নষ্ট করিবে। যখন মন যোগদ্বারা নির্ম্মল হইয়া স্থির হইবে, তখন স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করা বিধেয়।

শ্রীহরির বদনপঙ্কজ প্রসন্ন, লোচনদ্বয় পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ, অঙ্গ নীলোৎপলদলশ্যাম ও হস্তচতুষ্টয় শঙ্খচক্রগদাপদ্মে শোভিত। তাঁহার পীত পট্টবসনযুগল বিলসিত পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় শোভমান, বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ও গ্রীবাদেশে কৌস্তুভমণি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাহার বনমালা মধুরগুঞ্জশীল-মত্ত-ভ্রমরযুগর-পরিব্যাপ্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গ যথাযোগ্য অমূল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গদ ও নূপুরে পরিশোভিত; শ্রীহরির কটিদেশ কাঞ্চীসূত্রে উদ্‌ভাসিত, ভক্তগণের হৃদয়পদ্ম তাঁহার আসন; তিনি দর্শনীয়তম ও শান্তমূর্ত্তি, ভক্তগণের নয়ন ও মনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। ভক্তগণ তাঁহার নিকট অতিকমনীয়রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন; নিখিল ভুবন নিয়তই তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছে, তিনি কিশোরবয়স্ক স্বীয় দাসগণের প্রতি করুণা করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র। তাঁহার যশোরাশি তীর্থস্বরূপ, উহা কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে; বলিপ্রভৃতি পুণ্যশ্লোকগণ তাঁহার সেবা করিয়াই যশস্বী হইয়াছেন। মাতঃ! মন যতক্ষণ নিশ্চল থাকে, ততক্ষণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঈদৃশ ভগবানের ধ্যান করিবে। তিনি দণ্ডায়মান থাকুন অথবা বৈকুণ্ঠে বিচরণ করিতে থাকুন, রত্নসিংহাসনে আসীন বা শেষপর্য্যঙ্কে শয়ান অথবা হৃদয়গুহায় বিরাজমান থাকুন, তাঁহার লীলা অতীব দর্শনীয়, শুদ্ধভাবযুক্ত চিত্তে তাঁহার ধ্যান করিবে। এইরূপে যখন দেখিবে, চিত্ত সামান্যতঃ শ্রীভগবানের বিগ্রহধ্যানে নিশ্চল হইয়াছে, তখন এক একটি অঙ্গে চিত্ত সংলগ্ন করিতে হইবে। প্রথমতঃ ভগবানের চরণারবিন্দ সম্যক্ চিন্তা করিবে; ঐ শ্রীচরণতলে বজ্র, অঙ্কুশ, ধ্বজ ও পদ্মচিহ্ন শোভা পাইতেছে এবং উন্নত অরুণবর্ণ প্রভাবিশিষ্ট নখমণ্ডলের জ্যোৎস্নাদ্বারা ধ্যানকারী ভক্তগণের হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত হইতেছে। যে সরিদ্‌বরা গঙ্গার সংসারতারক বারি মস্তকে ধারণ করিয়া শিব শিব হইয়াছিলেন অর্থাৎ অত্যধিক সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই গঙ্গাদেবী যে শ্রীচরণের প্রক্ষালন হইতে নিঃসৃতা এবং যে চরণ ধ্যানকারী ভক্তের হৃদয়স্থিত পাপপর্ব্বতে বজ্রের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ভগবানের সেই চরণারবিন্দ সুচিরকাল ধ্যান করিবে। অখিলবিধাতা ব্রহ্মার জননী কমলনয়না সুরবালা লক্ষ্মীদেবী করপল্লবকান্তিদ্বারা জানু পর্য্যন্ত যে জঙ্ঘাদ্বয় স্বীয় উরুদ্বয়ে স্থাপিত করিয়া সংবাহন করিয়া থাকেন, ভবহারী বিভুর সেই জঙ্ঘাদ্বয় ধ্যান করিবে। তাঁহার যে উরুদ্বয় গরুড়ের স্কন্ধোপরি শোভমান, তেজের আধার ও অতসীকুসুমের কান্তি ধারণ করিয়া থাকে এবং নিতম্ববিম্ব আগুলফ-লম্বিত উৎকৃষ্ট পীতাম্বরে শোভমান কাঞ্চীকলাপকে আলিঙ্গন করিতেছে, উহাও ধ্যানযোগে দর্শন করিতে থাকিবে। শ্রীহরির উদর ভুবনকোষসমূহের অধিষ্ঠানভূমি; ঐ উদরস্থিত নাভিহ্রদে ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান অখিললোকাত্মক পদ্ম উত্থিত হইয়াছিল; ভগবানের স্তনদ্বয় দুইটী শ্রেষ্ঠ মরকতমণির ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং উহা বিশদহারের কান্তিচ্ছটায় গৌরবর্ণ; শ্রীহরির ঐ নাভিহ্রদ ও স্তনদ্বয়ে চিত্তধারণা করিবে। দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের বক্ষঃস্থল মহালক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থান ও কণ্ঠদেশ অলঙ্কার কৌস্তুভমণিকে অলঙ্কৃত করিতেছে; উহা স্মরণ বা দর্শন করিলে নয়ন ও

মনের পরমানন্দ সঞ্জাত হইয়া থাকে; সর্ব্বলোক সমস্কৃত ভগবানের ঈদৃশ বক্ষঃ ও কণ্ঠ ধ্যান করিবে। সমুদ্র-মন্থনকালে মন্দরগিরির ভ্রমণদ্বারা যে বাহু-চতুষ্টয়ে বিরাজিত বলয়সকল উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে ও যাহা লোকপালগণের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিল; যে সুদর্শনচক্রের তেজ অসহ্য; যে শঙ্খ ভগবানের করপদ্মে রাজহংসের ন্যায় শোভমান; যে কৌমোদকী গদা তাঁহার অতীব প্রিয়া ও যাহা শত্রু যোদ্ধৃগণের শোণিতকর্দ্দমে লিপ্তা; যে মালাকে অলিকুল ঝঙ্কারে নিনাদিত করিয়া থাকে এবং জীবের তত্ত্বস্বরূপ যে কৌস্তুভমণি তাঁহার কণ্ঠদেশে বিরাজমান, শ্রীহরির সেই বাহু, শঙ্খ, চক্র, গদা, মালা ও কৌস্তুভমণির ধ্যান করিবে। যিনি ভক্তগণের প্রতি করুণাপ্রদর্শনের নিমিত্ত মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছেন, ভগবানের সেই বদনারবিন্দ অবহিতচিত্তে সম্যক্ ধ্যান করিবে। ঐ বদনমণ্ডলে উন্নত নাসিকা ও উল্লসিত ভ্রূ শোভা বিস্তার করিতেছে ও অমল কপোলদ্বয় দেদীপ্যমান চঞ্চল মকরকুণ্ডলের কান্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত। কুটীল কুন্তলবিশিষ্ট ঐ মুখ স্বীয় শোভাদ্বারা অলিগণকর্ত্তৃক সেব্যমান, দুইটী মীনযুক্ত, লক্ষ্মীদেবীর নিকেতন পদ্মকে তিরস্কার করিয়া থাকে অর্থাৎ কুন্তলের সমীপে অলিগণের ও পদ্মনেত্রদ্বয়ের সমীপে মীনদ্বয়ের কান্তি ম্লান হইয়া যায়; ঐ বদন ভক্তজনের হৃদয়-মন্দিরে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ভক্তগণের ঘোর তাপত্রয় উপশমিত করিবার নিমিত্ত শ্রীহরির নেত্রযুগলে যে অবলোকন করেন, তাহাতে প্রচুর করুণা ও বিপুল প্রসন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে এবং ঐ দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও মন্দহাস্যসমন্বিত; হৃদয়কন্দরে গাঢ়প্রেমের সহিত উহা সুচিরকাল ধ্যান করিবে। শ্রীহরি প্রণত অখিললোকের তীব্র শোকাশ্রুসাগর বিশুষ্ক করিবার মানসে অত্যুদার হাস্য এবং মুনিগণের উপকারের নিমিত্ত তাঁহাদিগের সম্মোহনকারী কামদেবকে সম্মোহিত করিবার অভিপ্রায়ে নিজমায়াদ্বারা কমনীয় ভ্রূমণ্ডল রচনা করিয়া থাকেন। তাঁহার স্ফুটহাস্যও ঈদৃশ কমনীয় যে, প্রযত্ন-ব্যতিরেকেও উহা ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া যায়; ঐ হাস্যকালে কুন্দমুকুলোপম সূক্ষ্ম তাঁহার দশনপংক্তি অধরৌষ্ঠের কান্তিচ্ছটায় অরুণিমা ধারণ করে; হৃদয়কন্দরে ঐ হাস্য চিন্তা করিবে এবং প্রেমরসার্দ্র ভক্তিসহকারে তাহাতেই চিত্ত অর্পণ করিয়া অন্য কোন বস্তু দর্শন করিবার অভিলাষ করিবে না।

এইরূপে ধ্যানমার্গে শ্রীহরিতে প্রেমলাভ হইলে চিত্ত ভক্তিতে দ্রবীভূত ও পরমানন্দহেতু অঙ্গ পুলকিত হয়; গাঢ় উৎকণ্ঠাহেতু নয়নে অশ্রু বিগলিত হইতে থাকে। এইরূপে আনন্দসাগরে পুনঃ পুনঃ নিমগ্ন হইয়া ভক্ত ভগবানকে গ্রহণ করিবার উপায়ভূত বড়িশস্বরূপ চিত্তকে ক্রমে ক্রমে ধ্যেয়রূপ হইতে বিযুক্ত করিয়া ফেলে অর্থাৎ ভগবানের রূপ ধারণা করিবার প্রযত্ন শিথিল হইয়া যায়। যখন মন এইরূপে নির্বিবষয় হয়, তখন ধ্যেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মুক্তিলাভ করে। শব্দাদি বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যহেতু পুনর্ব্বার তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ ঘটে না; অতএব যেমন অগ্নিশিখা দাহ্য বস্তুর অভাবে মহাভূত জ্যোতিতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনও সহসা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অর্থাৎ পরিবর্ত্তিতাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাকারে পরিণত হয়। এই অবস্থায় দেহাদি উপাধির জ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় পুরুষ ধাতৃধ্যেয়প্রভৃতি বিভাগশূন্য এক অখণ্ড আত্মাকে সর্ব্বগত বলিয়া উপলব্ধি করিতে থাকে। মন এইরূপে যোগাভ্যাসহেতু অবিদ্যারহিত হইয়া চরম লয় প্রাপ্ত হইলে পুরুষের স্বীয় মহিমায় অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থিতি ঘটিয়া থাকে; পূর্ব্বে আত্মাকে সুখদুঃখের ভোক্তা বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে অবিদ্যা-কৃত মিথ্যা অহঙ্কারকে সুখদুঃখের ভোক্তা বলিয়া

অনুভব হইতে থাকে, কারণ, এক্ষণে আত্মতত্ত্ব অপরোক্ষ হওয়ায় মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয়। যেমন মদিরামদে অন্ধ ব্যক্তি পরিহিত বসন কটিতটে আবদ্ধ অথবা স্খলিত, তাহার অনুসন্ধান করে না, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধযোগী যে দেহকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ লাভ করিয়াছেন, সেই দেহ প্রারব্ধবশে আসন হইতে উত্থিত, তথায় অবস্থিত, অন্যত্র গত অথবা পুনরাগত ইহার কিছুই অনুসন্ধান করেন না। যতদিন প্রারব্ধকর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, ঐ দেহও ততদিন পূর্ব্ব-সংস্কারবশে ইন্দ্রিয়াদির সহিত জীবিত থাকে; কিন্তু জীবন্মুক্ত যোগীর আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হওয়ায় তিনি পুত্রাদির সহিত ঐ দেহে 'আমি ও আমার' অভিমান স্থাপন করেন না; তখন এই দেহাদি স্বপ্নদৃষ্ট দেহাদির ন্যায় অনুভূত হইতে থাকে। যেমন মর্ত্ত্য জীব অতি স্নেহহেতু পুত্রকে ও বিত্তকে আপনা হইতে অভিন্ন মনে করিলেও বস্তুতঃ সে পুত্র ও বিত্ত হইতে পৃথক্, সেইরূপ পুরুষ দেহাদিকে আমি বলিয়া অভিমান করিলেও বস্তুতঃ তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। অগ্নি উল্মুক অর্থাৎ জ্বলদঙ্গার, স্ফুলিঙ্গ ও ধূমের উৎপাদক; তথাপি উল্মুকাদি অগ্নি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহা হইলেও যেমন অগ্নি বস্তুতঃ উল্মুকাদি হইতে পৃথক, সেইরূপ দেহাদিকে আত্মা বলিলেও আত্মা বস্তুতঃ দেহাদি হইতে পৃথক্। এই রূপে প্রতীতি হইবে যে, দ্রষ্টা জীব ভূতাদি হইতে পৃথক, ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্ ও প্রকৃতির প্রবর্ত্তক ভগবান্ প্রকৃতি হইতে পৃথক্। মাতঃ! পূর্ব্বোক্ত ভেদবুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অবলম্বনে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্ব উপাধি পরিত্যাগ করিয়া আত্মা সর্ব্বভূতের কারণ বলিয়া সর্ব্বভূতে আত্মাকে ও আত্মা সর্ব্বভূতের লয়স্থান বলিয়া আত্মাতে সর্ব্বভূতকে অভিন্নভাবে দর্শন করিবে। যেমন মহাভূতসকল ঘটাদি উৎপন্ন বস্তুর উপাদান বলিয়া ঘটাদিকে মহাভূতরূপে দর্শন করা বিধেয়, পূর্ব্বোক্ত প্রতীতিও তদ্রূপ জানিবে। যেমন অগ্নি এক হইলেও কাষ্ঠের দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বত্বাদিহেতু দীর্ঘ, হ্রস্ব প্রভৃতি নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহাদির বৈষম্যহেতু আত্মা এক হইয়াও নানারূপ প্রতীত হইয়া থাকেন। অতএব প্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত অনর্থসমূহের মূল বলিয়া বিষ্ণুশক্তিরূপিণী, কার্য্য ও কারণরূপা, দুরত্যয়া এই প্রকৃতিকে ভগবৎপ্রসাদে অর্থাৎ ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া জয় করিতে পারিলে স্বরূপে অবস্থান অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে স্থিতি হইয়া থাকে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়

দেবহূতি কহিলেন—প্রভো! সাংখ্যশাস্ত্রে মহত্তত্ত্বাদি, প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ ও যদ্দ্বারা উহাদিগের পরস্পরবিভক্তি স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এই সকল বর্ণনের প্রয়োজন যে ভক্তিযোগ, এক্ষণে সেই মার্গ আমার নিকট বিস্তারিতরূপে বর্ণন করুন। যাহা হইতে পুরুষের সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, হে ভগবান্! জীবলোকের সেই বিবিধ সংসারগতিও বলিতে আজ্ঞা হয়। যে মহাপ্রভাব কাল আপনার স্বরূপ, যাহা ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্তা এবং যাহার ভয়ে জনগণ নানাবিধ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই কালের স্বরূপ ও বর্ণনা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। অজ্ঞ

জীব মিথ্যাভূত দেহাদিতে অহংবুদ্ধি করিয়া আসক্ত-চিত্তে নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে; অপার সংসারে চিরপ্রসুপ্ত ঈদৃশ লোকদিগকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত আপনি যোগপ্রকাশক ভাস্কররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

মৈত্রেয় কহিলেন—হে কুরুবর! কপিলদেব জননীর মধুর বাক্যের প্রশংসাবাদ করিয়া প্রীত ও কৃপার্দ্র হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! নানাবিধ মার্গনিবন্ধন এই ভক্তিযোগ নানাবিধ; মনুষ্য-গণের স্বাভাবিক গুণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় অভিপ্রায়ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ ফলসংকল্প নানাবিধ বলিয়া ভক্তিও নানাবিধ হইয়া থাকে। যে ভিন্নদর্শী ক্রোধী ব্যক্তি হিংসা, দম্ভ অথবা মাৎসর্য্য করিবার সংকল্প করিয়া আমাকে ভক্তি করে, সে তামস ভক্ত; যে ভিন্নদর্শী ব্যক্তি বিষয়, যশ অথবা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করে, সে রাজস ভক্ত এবং যে ভেদদর্শী ব্যক্তি পাপক্ষয় বা পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ উদ্দেশ করিয়া অথবা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম অবশ্য করণীয় ঈদৃশবোধে আমার যজনা করেন, তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত। জননি! এক্ষণে নির্গুণভক্তির লক্ষণ বলিতেছি। যেমন গঙ্গাধারা অবিচ্ছিন্নগতিতে সাগরের অভিমুখে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ মদীয় গুণাবলী শ্রবণমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী আমার প্রতি যে মনের অবিচ্ছিন্না গতি, উহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি এই ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ ফলকামনাবিরহিতা ও অব্যবহিতা অর্থাৎ ভেদ-দর্শনরহিতা। আবার ঈদৃশ ভক্তগণের পক্ষে ফল কামনা করা ত দূরের কথা, তাঁহাদিগকে সালোক্য অর্থাৎ মদীয় লোকে বাস, সার্ষ্টি অর্থাৎ আমার সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য অর্থাৎ আমার সমীপে অবস্থিতি, সারূপ্য অর্থাৎ আমার সমান রূপ ও সাযুজ্য অর্থাৎ একত্ব এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না; তাঁহারা কেবল আমার সেবা করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া থাকেন। এই ভক্তিযোগ স্বয়ং পরমফল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; ভক্ত এই ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া ত্রিগুণকে অতিক্রম করে এবং ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ ব্রহ্মত্ব অনুভব করিয়া থাকে নিত্যনৈমিত্তিক স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মের ফলকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত সম্যক্ অনুষ্ঠান, নিত্য অতিহিংসা অর্থাৎ পত্রফলাদি জীবা-বয়বব্যতীত প্রাণিপীড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোক্ত নিষ্কাম অর্চ্চনা, মৎপ্রতিমাদির দর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তুতি ও বন্দনা, সর্ব্বভূতে অন্তর্যামিরূপে আমার চিন্তন, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য সাধুগণের প্রতি বহুসম্মান ও দীনজনের প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শন, তুল্য ব্যক্তির সহিত সখ্যব্যবহার, যম, নিয়ম, যে শাস্ত্র পাঠ করিলে আত্মা ও অনাত্মার প্রভেদজ্ঞান জন্মে, তাদৃশ শাস্ত্র শ্রবণ, নামসংকীর্ত্তন, সরলতা, সাধুসঙ্গ ও অনহঙ্কার, এই সকল সাধনদ্বারা আমার ধর্ম্মসাধকের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়; ঐ চিত্ত আমার গুণ শ্রবণমাত্র অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যেমন বায়ু পুষ্পাদির গন্ধকে স্বীয় স্থান হইতে নাসিকার সহিত মিলিত করে, সেইরূপ এই ভক্তিযোগ সমদর্শী চিত্তকে আত্মার সহিত মিলিত করিয়া দেয়।

মাতঃ! আমি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করিতেছি। মনুষ্য তাদৃশ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যে কেবল প্রতিমাদিতে পূজা করিয়া থাকে উহা বিড়ম্বনা মাত্র! যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আত্মা ও ঈশ্বররূপে অবস্থিত আমাকে উপেক্ষা করিয়া মূঢ়তা-বশতঃ প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করে, সে ভস্মে হোম করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অপরকে দ্বেষ করে, সে অপরের দেহে অবস্থিত আমাকেই দ্বেষ করিয়া থাকে ঈদৃশ অভিমানী, ভিন্নদর্শী ও ভূতগণের প্রতি বৈর-

ভাবাপন্ন ব্যক্তির মন কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না। যাহারা অপরের নিন্দা করে, তাহারা নানাবিধ সামান্য ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য সহকারে প্রতিমাতে আমার অর্চ্চনা করিলেও আমি তাহাতে সন্তোষ লাভ করি না। তাহা বলিয়া প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা অনর্থক নহে; যে পর্য্যন্ত মনুষ্য সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে স্বীয় হৃদয়ে অনুভব না করিবে, তাবৎকাল স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রতিমাতে ঈশ্বরারাধনারূপ আমার আরাধনা করিবে। যে অপরের সহিত আপনার অল্পমাত্রও প্রভেদ দর্শন করে, মৃত্যুস্বরূপ আমি সেই ভেদদর্শী পুরুষের উৎকট সংসারভীতি উৎপন্ন করিয়া থাকি। অতএব সর্ব্বভূতে আত্মরূপে আমি বাস করিতেছি এইরূপ জ্ঞানে মৈত্রী ও সমদৃষ্টিতে দান-মানদ্বারা সকল ভূতের সম্মাননা করিবে। জীবের তারতম্য অনুসারে সম্মান প্রদর্শনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে; এই নিমিত্ত অপকৃষ্ট হইতে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট জীবের পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ কর। অচেতন জীর্ণ শস্যাদি হইতে জীব অর্থাৎ অজীর্ণ শস্যাদি শ্রেষ্ঠ, পাষাণাদি ভূমি হইতে জলাকর্ষণ ও বমনাদি করিয়া থাকে, অতএব উহাদিগের প্রাণ থাকায় উহারা অজীর্ণ, শস্যাদি হইতে উত্তম। পর্ব্বত সকলের অভ্যন্তরে অতি স্থূল জ্ঞান আছে, এই নিমিত্ত উহারা পাষাণাদি হইতে উৎকৃষ্ট; বৃক্ষসকল স্থূলভাবে দর্শন ও আঘ্রাণাদি করিয়া থাকে, সুতরাং ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত, এই নিমিত্ত উহারা পর্ব্বত অপেক্ষা উত্তম; বৃক্ষদিগের স্পর্শজ্ঞান প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই স্পর্শবেদী বৃক্ষ অপেক্ষা রসবেদী মৎস্যাদি, তদপেক্ষা গন্ধবিৎ ভ্রমরাদি, তদপেক্ষা শব্দবেদী সর্পাদি, তদপেক্ষা রূপভেদবিৎ কাকাদি উৎকৃষ্ট। যাহাদিগের পদ নাই অথচ উভয় দিকে দন্ত আছে, তাহারা কাকাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; তদপেক্ষা বহুপদ প্রাণী, তদপেক্ষা চতুষ্পদ এবং তদপেক্ষা দ্বিপাদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যগণের মধ্যে চারি বর্ণ, চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ উত্তম; ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বেদজ্ঞ; বেদজ্ঞ অপেক্ষা অর্থজ্ঞ উত্তম; যিনি অপরের সংশয় ছেদন করিতে পারেন, ঈদৃশ মীমাংসক ব্রাহ্মণ কেবল অর্থজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কেবল মীমাংসক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যিনি মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ স্বীয় অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ফল গ্রহণ করেন না, তিনি তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। যিনি অশেষ ক্রিয়া, ক্রিয়াফল ও স্বীয়দেহ আমাকে অর্পণ করিয়া আমায় অব্যবহিত হয়েন, তিনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; ঈদৃশ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য সমদর্শী মদেকচিত্ত পুরুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষ আর নয়নগোচর হয় না।

জননি! ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে ভূতগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া বহুসম্মান-পুরঃসর সকলভূতকে মানসে প্রণাম করিবে। হে মনুপুত্রি! আমি তোমার নিকট অষ্টাঙ্গ যোগ ও ভক্তিযোগ উভয়ই বর্ণন করিলাম; এই উভয়ের মধ্যে যে কোন একটী পথ অবলম্বন করিলে পুরুষ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে জীবের সংসারগতি ও কালের স্বরূপ বলিতেছি। যিনি পরমাত্মা, ব্রহ্ম বা ভগবান্, এই ত্রিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, প্রকৃতি, পুরুষ ও তদতীত-স্বরূপ, এই সমস্তই তাঁহারই সর্ব্বনিয়ন্তৃ রূপ; ইহাই দৈব; এতদ্দ্বারা প্রেরিত হইয়া নানাবিধ কর্ম্ম করিতে করিতে জীব বিচিত্র সংসারগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই রূপ কাল নামেও অভিহিত হইয়া থাকে; বস্তুসকল যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকে, এই অদ্ভুতপ্রভাব কাল তাহার আশ্রয় এবং মহত্তত্ত্বাদিতে যাহারা আত্মজ্ঞান করিয়া থাকে, সেই সকল ভেদদর্শী জীব এই কাল হইতে ভয় পাইয়া থাকে। অখিলাশ্রয় যিনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূতসমূহ-দ্বারা ভূতসমূহকে সংহার করিতেছেন, তিনি যজ্ঞফলদাতা

বিষ্ণু; তাঁহারই অপর নাম কাল, তিনি ব্রহ্মাদি ঈশ্বর-গণেরও প্রভু। তাঁহার কেহই প্রিয়বান্ধব বা শত্রু নাই, ইনি স্বয়ং অপ্রমত্ত থাকিয়া সংহারকরূপে প্রমত্ত লোকদিগের মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, সূর্য্য উত্তাপ দান করিতেছেন, ইন্দ্র বারি বর্ষণ করিতেছেন, নক্ষত্রগণ প্রভা বিতরণ করিতেছে, বনস্পতিগণ লতা ও ওষধি-গণের সহিত স্ব স্ব কালে ফলপুষ্প ধারণ করিতেছে; নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে, সমুদ্র স্বীয় সীমা উল্লঙ্ঘন করিতেছে না, অগ্নি দীপ্যমান রহিয়াছে। যাঁহার ভয়ে পৃথ্বী গিরিগণের সহিত নিমগ্ন হইতেছে না, নভোমণ্ডল প্রাণিগণকে আশ্রয়স্থান দান করিতেছে, মহত্তত্ব স্বীয় দেহকে সপ্ত আবরণে আবৃত করিয়া লোকসকলকে রচনা করিতেছে; এই চরাচর বিশ্ব যাঁহাদিগের বশে রহিয়াছে, সেই গুণাভিমানী ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার ভয়ে পুনঃ পুনঃ এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, সেই কাল জনকদ্বারা পুত্রকে উৎপন্ন করিয়া থাকেন এবং মৃত্যুদ্বারা যমকেও বিনাশ করিয়া থাকেন; এই হেতু তিনি সকলের আদি কর্ত্তা ও অন্তকারী, কিন্তু তিনি স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয়।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ কহিলেন—যেমন মেঘপংক্তি বায়ু-কর্ত্তৃক বিচালিত হইলেও বায়ুর বিক্রম জানিতে পারে না, সেইরূপ প্রাণিগণ প্রবল কালকর্ত্তৃক সর্ব্বদা চালিত হইলেও ইঁহার প্রচণ্ড বিক্রম যে অবগত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্য প্রয়াস করিয়া সুখের নিমিত্ত যে যে বস্তু আহরণ করে, ভগবান্ কাল সেই সেই বস্তুই বিনাশ করিয়া ফেলেন, তখন তজ্জন্য মনুষ্যকে শোক করিতে হয়। মূঢ়মতি মনুষ্য মোহবশতঃ নশ্বর পুত্র-কলত্রাদি, স্বীয় দেহ এবং গৃহ, ক্ষেত্র ও ধনকে চিরস্থায়ী মনে করিয়া শোকের ভাজন হইয়া থাকে। এই সংসারে জন্তু সকল যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, সেই সেই যোনিতেই সুখ অনুভব করিয়া থাকে, সুতরাং বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় না। জীব নরকস্থ হইলেও পরমেশ্বরের মায়ায় বিমোহিত হইয়া নরকাহারাদিদ্বারা সুখ অনুভব করে এবং দেহ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয় না। মনুষ্য আমার আরাধনা না করিয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়; সে সাধুসঙ্গ ও গুরুজনের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া পুত্রকলত্রাদিতে আসক্তচিত্ত হয় এবং দেহ, জায়া, সুত, গৃহ, পশু, ধন ও বন্ধু প্রভৃতির সম্পর্কে হৃদয়ে নানাবিধ মনোরথ প্রসূত হইতে থাকে; তাহাতেই সে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে। কিরূপে পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ হইবে, এই দুশ্চিন্তায় ঐ হতভাগ্য মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে; তখন ঐ দুষ্টবুদ্ধি নিয়ত নানাবিধ পাপাচরণ করিতে থাকে। অসতী স্ত্রীগণের মায়ায় অর্থাৎ নির্জ্জনে সম্ভোগাদিদ্বারা ও কলভাষী শিশুগণের মধুরালাপে তাহার ইন্দ্রিয় ও মন আকৃষ্ট হয়। ঐ গৃহী কপটতার নিলয় দুঃখপূর্ণ গৃহে সর্ব্বদা অনলস হইয়া দুঃখের প্রতীকার করিতে করিতে আপনাকে সুখী বলিয়া মনে করিতে থাকে। মহতী হিংসা-দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ভোজন করে; কিন্তু এইরূপে স্বয়ং অধঃপতিত হয়। জীবিকা পুনঃ পুনঃ অবলম্বিত হইলেও যদি নিষ্ফল হয়, তখন

উপার্জ্জনে অসমর্থ, সুতরাং লোভাভিভূত হইয়া পরধনে স্পৃহা করিতে থাকে। এইরূপে উদ্যম বিফল হওয়ায় ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি কুটুম্বভরণে অসমর্থ হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, তখন শ্রীভ্রষ্ট হইয়া দুশ্চিন্তায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে, তাহার অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়; যেমন কৃষীবল বৃদ্ধ বলবর্দ্দকে পূর্ব্ববৎ আদর করে না, সেইরূপ পুত্রকলত্রাদি তাহাদিগের ভরণপোষণে অসমর্থ গৃহীকে পূর্ব্ববৎ সমাদর করে না। ঈদৃশ অবস্থায় পতিত হইয়াও তাহার নির্ব্বেদ অর্থাৎ আত্মধিক্কার উপস্থিত হয় না; সে পূর্ব্বে যাহাদিগের ভরণ পোষণ করিত, এক্ষণে তাহাদিগের অন্নে তাহাকে পালিত হইতে হয়; এদিকে জরা আক্রমণ করিয়া দেহকে কুৎসিত করিয়া ফেলে। এইরূপে গৃহী মরণের সম্মুখীন হইয়া কুকুরের ন্যায় অবজ্ঞার সহিত প্রদত্ত অন্নে প্রাণধারণ করিতে থাকে। ক্রমে রোগ আসিয়া আক্রমণ করে, অগ্নিমান্দ্য, অল্পাহার ও দৌর্ব্বল্য তাহার সহচর হয়। নাড়ীসকল কফে সংরুদ্ধ হওয়ায় বায়ু উর্দ্ধগ হয়, চক্ষুর তারা উদ্‌বর্ত্তিত হয় এবং কাস ও শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া কণ্ঠ ঘড় ঘড় করিতে থাকে; বন্ধুগণ মৃত্যুশয্যা বেষ্টন করিয়া পরিতাপ করিতে থাকে, তাহারা সম্বোধন করিলেও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার সামর্থ্য থাকে না। এইরূপে যাবজ্জীবন কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত ঐ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সজ্জনগণের রোদনকোলাহলে গুরুতর বেদনা অনুভব করিতে থাকে, ক্রমে জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন ভীমমূর্ত্তি ক্রুদ্ধলোচন যমদূতদ্বয়কে দেখিয়া ত্রাসে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে। অনন্তর যেমন রক্ষিপুরুষগণ দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ যমদূতদ্বয় তাহাকে বলপূর্ব্বক যাতনাদেহে নিরুদ্ধ করিয়া ও গলদেশে পাশ বন্ধন করিয়া দীর্ঘপথে লইয়া যায়। তাহাদিগের তর্জ্জনে হৃদয় বিদীর্ণ ও দেহ কম্পিত হইতে থাকে; পথিমধ্যে কুক্কুরদংশনে কাতর হইয়া পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। পথ তপ্ত বালুকাপূর্ণ, কোথাও জল বা বিশ্রাম করিবার স্থান নাই; ক্ষুধাতৃষ্ণায় আক্রান্ত এবং সূর্য্যকিরণ, দাবানল ও উষ্ণবায়ুদ্বারা সন্তাপিত ও পৃষ্ঠদেশে কশাতাড়িত হইয়া অশক্ত হইলেও অতিক্লেশে চলিতে থাকে। যাইতে যাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত ও পুনর্ব্বার উত্থিত হয়; এইরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্লেশবহুল পথে যমসদনে নীত হইয়া থাকে। এই পথের পরিমাণ একোনশত-সহস্র যোজন; এই পথ দুই বা তিন মুহূর্ত্তে অতিক্রম করিতে হয়। অনন্তর পাপী যমসদনে নীত হইয়া নানাবিধ যাতনা ভোগ করে, নরনারী পরস্পর সঙ্গনিবন্ধন নানাবিধ যাতনা ভোগ করিতে থাকে। কোথাও উল্মুক-বেষ্টিত করিয়া পাপীর দেহকে দগ্ধ করিতেছে, কোথাও স্বকর্ত্তিত অথবা পরকর্ত্তিত স্বীয় মাংস ভোজন করিতে হইতেছে; কোথাও বা কুক্কুর ও গৃধ্রগণ সজ্ঞান পাপীর উদর হইতে অন্ত্র নিষ্কাসিত করিতেছে অন্যত্র সর্প, বৃশ্চিক ও মশকাদির দংশনে পাপী পীড়া পাইতেছে; অবয়বের ছেদন, গজাদির পাদপেষণ, গিরিশৃঙ্গ হইতে অধোদেশে পাতন, জলমধ্যে ও গর্ত্তমধ্যে অবরোধ এবং তামিস্র, অন্ধতামিস্র ও রৌরবাদি নানাবিধ যাতনায় পাপী 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' করিতেছে।

জননি! এই সকল অসম্ভাবিত নহে; এই লোকেই স্বর্গ ও নরক বর্ত্তমান আছে, ইহা জ্ঞানিগণ করিয়া থাকেন এবং যে সকল নরকযন্ত্রণা উক্ত হইল, উহাদিগেরও আভাস ইহলোকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে কুটুম্বভরণে বা স্বীয় উদরভরণে ব্যগ্র ব্যক্তি মৃত্যুকালে আত্মীয় স্বজন ও স্বীয় দেহকে ইহলোকে পরিত্যাগ করিয়া যমলোকে পূর্ব্বকৃত পাপের ফলভোগ করিয়া থাকে। ভূতগণের প্রতি দ্রোহাচরণ করিয়া যে দেহের পুষ্টিসাধন করিয়াছে মৃত্যুকালে সেই শরীর

ও ধন ইহলোকে পরিত্যাগ করিয়া পাপকেই পাথেয়-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া পরলোকে নরক ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য কুটুম্বভরণের নিমিত্ত যে সমস্ত পাপাচরণ করে, দৈব তদুপযুক্ত ফল পরলোকে বিধান করিয়া থাকে, পাপী অবশ হইয়া তাহা ভোগ করিতে থাকে। যে ব্যক্তি কেবল অধর্ম্মদ্বারা আত্মীয়স্বজনের পোষণ করে, সে অন্ধতামিস্ররূপ নরকের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনন্তর মনুষ্যাদি যোনিপ্রাপ্তির পূর্ব্বে কুক্কর-শূকরাদি যাবতীয় যাতনাময় যোনি আছে; তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতে করিতে ক্রমে পবিত্র হইয়া পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে মনুষ্যদেহ ধারণ করে।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—জন্তু ঈশ্বরপ্রবর্ত্তিত কর্ম্ম-বশে দেহধারণের নিমিত্ত পুরুষের রেতঃকণ আশ্রয় করিয়া নারীর উদরে প্রবিষ্ট হয়। প্রথম রাত্রিতে শুক্র ও শোনিত মিশ্রভাব ধারণ করে; পঞ্চ রাত্রে বুদবুদ, দশাহে কঠিন বদরীফল, অনন্তর মাংসপিণ্ডের অথবা পক্ষিপ্রভৃতি যোনিতে ডিম্বের আকার ধারণ করে। এক মাসে মস্তক, দুই মাসে হস্তপদাদি অঙ্গবিভাগ, তিন মাসে নখ, লোম, অস্থি, সন্ধিস্থান, লিঙ্গ ও ছিদ্র সকল উদ্ভুত হইয়া থাকে। চারি মাসে সপ্ত ধাতু ও পঞ্চ মাসে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদ্ভভ হয় এবং ছয় মাসে জরায়ুদ্বারা আবৃত হইয়া পুরুষ হইলে দক্ষিণ কুক্ষিতে এবং স্ত্রী হইলে বাম কুক্ষিতে ভ্রমণ করিতে থাকে। মাতা যাহা অন্নপানাদি গ্রহণ করেন; তদ্দ্বারা ধাতু সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; এইরূপে জন্তুগণের উৎপত্তিস্থান সেই বিষ্ঠামূত্রের গর্ত্তে অগত্যা শয়ন করিয়া থাকে। প্রতিক্ষণ তত্রত্য ক্ষুধিত কৃমিসকলের মুহুর্মুহু দংশনে সুকুমার অঙ্গ ক্ষত হইলে গভীর যাতনায় মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। মাতা যাহা কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লবণ, ক্ষার ও অম্ল প্রভৃতি উৎকট পদার্থসকল ভক্ষণ করেন, তাহার সম্পর্কে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব হয়। এইরূপে জরায়ুদ্বারা সংবৃত ও বহির্ভাগে অন্ত্রসমূহে সমাবৃত হইয়া কুক্ষিদেশে মস্তক রাখিয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাকে বক্র করে এবং অঙ্গসঞ্চালনে অসমর্থ হইয়া পিঞ্জরস্থিত পক্ষীর ন্যায় অবস্থান করিতে থাকে। গর্ভমধ্যে পূর্ব্বকর্ম্মবশে স্মৃতির উদয় হয়, তখন শত শত জন্মের কর্ম্ম স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায় দীর্ঘকাল উচ্ছ্বাসশূন্য অবস্থায় অর্থাৎ অবশপ্রায় অবস্থান করে, এইরূপ অবস্থায় সুখ পাইবার সম্ভাবনা কি? অনন্তর সপ্তম মাস হইতে জ্ঞানলাভ হইলেও প্রসববায়ুদ্বারা কম্পিত হইতে থাকে; যেমন উদরস্থ কৃমিসকল একত্র স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ ঐ গর্ভস্থ জীবও স্থির থাকিতে পারে না। অনন্তর সপ্তধাতুর বন্ধনে বদ্ধ ঐ দেহাত্মদর্শী জীব উপতপ্ত ও পুনর্ব্বার গর্ভবাসভয়ে ভীত হইয়া যে শ্রীহরি তাহাকে গর্ভে প্রবেশ করাইয়াছেন, কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরবাক্যে তাঁহার স্তব করিতে থাকে;—ভগবন্! এই জগৎ তোমার শরণাপন্ন, তুমি এই জগতের রক্ষার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় নানামূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া যে চরণারবিন্দে ভূলোকে বিচরণ করিয়া থাক, সেই চরণারবিন্দের শরণাপন্ন হইলাম; তোমার চরণ আশ্রয় করিলে সর্ব্বভয় বিদূরিত হয়; প্রভো! আমি অতি অধম, তুমি আমাকে এই গর্ভবাসরূপা গতি প্রদর্শন করিলে।

আমি এই মাতৃদেহে ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনোময়ী অর্থাৎ দেহাকারে পরিণতা মায়া আশ্রয় করিয়া কর্ম্মদ্বারা আবৃতস্বরূপ ও সন্তাপিত হইয়া বৃদ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতেছি, কিন্তু যাঁহার বোধ অখণ্ড, এই নিমিত্ত যিনি বিশুদ্ধ অর্থাৎ উপাধিরহিত, সুতরাং নির্ব্বিকার; আমার প্রতীতি হইতেছে তিনি আমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন; আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। আমি বস্তুতঃ অসঙ্গ হইয়াও যে পঞ্চভূতরচিত শরীরে আচ্ছন্ন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, সত্ত্বাদি গুণ, শব্দাদি অর্থ ও চিদাভাস এই চতুরাত্মক হইয়া প্রকাশ পাইতেছি, ইহা মিথ্যা মাত্র; যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ বিদ্যাশক্তি, এই নিমিত্ত প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, অতএব এই শরীরদ্বারা যাঁহার মহিমা কুণ্ঠিত অর্থাৎ আবৃত হয় না, আমি সেই পুরুষের বন্দনা করি। জীব যাঁহার মায়ায় স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া, যথায় গুণের বশে অনুষ্ঠিত মহৎ কর্ম্মসকল বন্ধনস্বরূপ হয়, সেই সংসারপথে বিচরণ করিতে করিতে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সেই ভগবানের করুণা ব্যতীত কিরূপে সে নিজস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হইবে? তিনি ভিন্ন কে এই ত্রিকালের জ্ঞান আমার মধ্যে অর্পণ করিয়াছেন? আমার ন্যায় জীবসকল স্বীয় কর্ম্মমার্গের অধীন, সুতরাং তাহাদিগের সহিত ইহা সম্ভবে না; অতএব যিনি স্থাবরজঙ্গম বিশ্বে অন্তর্যামিরূপে স্বীয় অংশে বিরাজমান আছেন, তাপত্রয়ের উপশমের নিমিত্ত আমি তাঁহারই ভজনা করি। হে ভগবন্! এই দেহী মাতার উদরবিবরে শোণিত, মল ও মূত্রপূর্ণ কূপে পতিত, জঠরাগ্নিদ্বারা তপ্তদেহ এবং হতবুদ্ধি হইয়া এই গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত মাস গণনা করিতেছে; কতদিনে তুমি ইহাকে নিঃসারিত করিবে? হে ঈশ! তোমার প্রচুর করুণা; এই বিশ্বে তোমার উপমা নাই; আমি দশমাসবয়স্ক, তুমি আমাকে ঈদৃশ জ্ঞান দান করিলে! অঞ্জলি-বন্ধনব্যতীত দীননাথ শ্রীহরির উপকারে প্রত্যুপকার করিতে কাহার সামর্থ্য আছে? প্রভু নিজকৃত উপকারেই সন্তোষ লাভ করুন। পশ্বাদি জীব স্ব স্ব দেহে কেবল সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু আমি যাঁহার প্রদত্ত বিবেকজ্ঞানহেতু শমদমাদিযুক্ত শরীরী হইয়াছি, সেই অনাদি প্রভুকে হৃদয়ে ও বহির্ভাগে পূর্ণরূপে বিরাজমান দেখিতেছি; তিনি চৈত্ত্য অর্থাৎ অহঙ্কারাস্পদ ভোক্তার ন্যায় অপরোক্ষ-ভাবে প্রতীত হইতেছেন। হে বিভো! বহুদুঃখের নিলয় এই গর্ভে বাস করিয়াও ইহার বহির্ভাগে যাইতে ইচ্ছা করি না; যেহেতু অন্ধকূপপ্রায় এই সংসারে গমন করিবামাত্র তোমার মায়া তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলে; অনন্তর দেহে অহংবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া পুত্রকলত্রাদির সহিত সম্বন্ধহেতু সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে। অতএব আমি এই স্থানেই থাকিয়া অব্যাকুলচিত্তে সারথিরূপা বুদ্ধিদ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিব; যাহাতে আমার নানাগর্ভবাস-রূপ দুঃখ পুনর্ব্বার সংঘটিত না হয়, এই নিমিত্ত আমি শ্রীহরির পদদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—দশমাসবয়স্ক জীব গর্ভে এইরূপে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া স্তব করিতে থাকে, এমন সময় প্রসববায়ু প্রসবের নিমিত্ত তাহাকে অধোমুখ করিয়া নিক্ষেপ করে। এইরূপে সহসা বায়ুকর্ত্তৃক অধঃক্ষিপ্ত হইয়া অধোমুখ, কাতর, নষ্টস্মৃতি, ও রুদ্ধশ্বাস শিশু অতিকষ্টে বিনির্গত হয়। শোণিত সহ ভূতলে পতিত হইয়া কৃমির ন্যায় অঙ্গসঞ্চালন করিতে থাকে, পূর্ব্বজ্ঞান তিরোহিত হয় ও অজ্ঞান আসিয়া আক্রমণ করে; তখন যে মাতা তাহার পালনে যত্নবতী হন, তিনি তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া স্তন্যপানের নিমিত্ত রোদন করিলে উদরব্যথা হইয়াছে মনে করিয়া নিম্বরস পান করান এবং উদরব্যথায় রোদন করিলে ক্ষুধা হইয়াছে মনে

করিয়া স্তন্যপান করাইতে থাকেন। এইরূপে অনভিপ্রেত দ্রব্য প্রদান করিলেও প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা থাকে না। কীটাদিদূষিত অশুচি শয্যায় শায়িত হইয়া অঙ্গকণ্ডুয়নে অথবা শয্যা হইতে উত্থান-চেষ্টায় অসমর্থ হইয়া কেবল পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে থাকে। যেমন বৃহৎ কৃমিসকল ক্ষুদ্র কৃমিদিগকে দংশন করে, সেইরূপ দংশ, মশক ও মৎকুণাদি হতজ্ঞান রোরুদ্যমান সেই শিশুর কোমল চর্ম্ম দংশন করিতে থাকে। এইরূপে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত শৈশব অতিবাহিত করিয়া অধ্যয়নাদি দুঃখে পৌগণ্ড অতিবাহিত করে। অনন্তর যৌবনে পদার্পণ করিয়া অজ্ঞানহেতু অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত না হইলে প্রদীপ্ত ক্রোধে দগ্ধ হইতে থাকে। দেহের সহিত অভিমান ও ক্রোধ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ঐ কামী ব্যক্তি আপনার সর্ব্বনাশের নিমিত্তই সমানধর্ম্মা অপরের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়। ঐ অবোধ ব্যক্তি পঞ্চভূতে রচিত দেহে পুনঃ পুনঃ আমি ও আমার এই অসদ্‌বুদ্ধি করিয়া নানাবিধ দুষ্ট কল্পনা করিতে থাকে। দেহের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে করিতে তদ্দ্বারা বদ্ধ হইয়া সংসার দশা প্রাপ্ত হয়; অবিদ্যা ও কর্ম্মনিবন্ধন দেহও ক্লেশ দিতে দিতে তাহার অনুবর্ত্তন করে। যদি সৎপথে বিচরণ করিতে করিতে শিশ্নোদরপরায়ণ অসৎ লোকের সঙ্গ ঘটে, তবে পূর্ব্বোক্তপ্রকার নরক প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহাদিগের সঙ্গ করিলে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য সম্যক্ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই অশান্ত, মূঢ়, দেহাত্মবুদ্ধি, নারীর ক্রীড়ামৃগস্বরূপ শোচনীয় অসাধুগণের সঙ্গ করিবে না। নারীসঙ্গ ও নারীসঙ্গীর সঙ্গ হইতে যাদৃশ মোহবন্ধন হয়, এরূপ আর কোন সঙ্গ হইতে হয় না।

প্রজাপতি স্বীয় দুহিতার রূপদর্শনে মোহিত হইয়া কন্যা মৃগীরূপ ধারণ করিলে তিনিও মৃগরূপী হইয়া নির্লজ্জ ভাবে তাহার অনুধাবন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা মরীচিপ্রভৃতিকে, মরীচি কশ্যপাদিকে ও কশ্যপাদি দেবমনুষ্যাদিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে ভগবান্ নারায়ণ ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এই নারায়ণ ঋষি ব্যতীত এই সৃষ্টিমধ্যে আর কে এমন পুরুষ আছেন, এইলোকে যাঁহার মন নারীর মায়ায় আকৃষ্ট না হয়; আমার নারীরূপা মায়ার বল দর্শন কর, এই মায়া কেবল ভ্রূকুটিদ্বারা দিগ্‌বিজয়ী বীরদিগকেও পদানত করিয়া ফেলে। যিনি সাধু-সেবাদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও এক্ষণে যোগের পরপারে গমন করিতে অভিলাষী, ঈদৃশ মুমুক্ষু ব্যক্তি কদাপি প্রমদাসঙ্গ করিবেন না; যোগিগণ প্রমদাকে নরকদ্বার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবানের মায়ারূপিণী নারী যদি শুশ্রূষাদি করিবার ছলে সমাগত হয়, তাহাকে তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় মৃত্যুরূপা বলিয়া মনে করিবে। পক্ষান্তরে, পুরুষও আমার মায়া; নারী মোহবশতঃ তাহাকে পতি বলিয়া মনে করে। পুরুষ পূর্ব্বজন্মে মৃত্যুকালে স্ত্রীধ্যান করিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়; এই স্ত্রীজন্মে ধন, অপত্য ও গৃহ লাভ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ব্যাধের সঙ্গীত যেরূপ মৃগের মৃত্যুস্বরূপ, সেইরূপ পতি, অপত্য ও গৃহরূপা মায়াকে মুক্তির অভিলাষিণী নারী ঈশ্বরকর্ত্তৃক আনীত মৃত্যু বলিয়া মনে করিবেন।

এইরূপে পুরুষ উপাধিরূপে সঞ্জাত লিঙ্গদেহে লোক হইতে লোকান্তরে গমন ও ভোগ করিতে করিতে অবিরত কর্ম্ম করিতে থাকে, সুতরাং তাহার সমাপ্তি হয় না। লিঙ্গদেহও তদনুবর্ত্তী ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনোময় স্থূলদেহ, এবং উভয় দেহ কার্য্যে অযোগ্য হইলে তাহাই জীবের মৃত্যু এবং উহাদিগের আবির্ভাব হইলে তাহাই জন্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দ্রব্যসকলকে উপলব্ধি করিবার স্থান এই স্থূল শরীর; যখন এই শরীর ঐ উপলব্ধি করিতে

অসমর্থ হয়, তখনই মৃত্যু হইয়া থাকে এবং যখন এই স্থূলশরীরকে আমি বলিয়া অভিমান জন্মে, তখনই ইহার জন্ম হয়। যখন চক্ষুর গোলকদ্বয় রূপদর্শনের অযোগ্য হয়, তখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ও অযোগ্য হইয়া পড়ে; এইরূপে গোলক ও ইন্দ্রিয় এই উভয় অযোগ্য হইলে, দ্রষ্টা জীবেরও দর্শনে অযোগ্যতা জন্মে। অতএব যখন জীবের জন্মমরণাদি সত্য নহে, তখন মরণে ভয়, জীবদ্দশায় ভোগে কৃপণতা ও জীবনের কার্য্যকলাপে ব্যগ্রতা প্রকাশ করা বিধেয় নহে। ধীর ব্যক্তি জীবের গতি অবগত হইয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক এই সংসারে বিচরণ করিবে, অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা সম্যক্ বিচার করিয়া বুদ্ধিকে যোগ ও বৈরাগ্যযুক্ত করিবে এবং মায়াবিরচিত এই জগতে শরীরকে ন্যস্ত করিয়া অর্থাৎ শরীরে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিচরণ করিবে।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—মাতঃ! যে ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়া অর্থজনিত সৌভাগ্য ও কাম্যবস্তুলাভের নিমিত্ত স্বীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ফললাভ হইলে পুনর্ব্বার ফললোভে ঐ ধর্ম্মের আচরণ করে, সেই কামমূঢ় ব্যক্তি ভগবদারাধনারূপ ধর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞদ্বারা দেব ও পিতৃ-গণের যজনা করিয়া থাকে। সেই পুরুষ দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ব্রতাচরণ করে; তাহার মন তাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হওয়ায় তাহার চন্দ্রালোকে গতি হয় এবং তথায় সোমপানানন্তর মর্ত্তলোকে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। যখন অনন্তাসন শ্রীনারায়ণ অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন, তখন সকাম গৃহস্থগণের এই সকল কাম্য লোক লয়প্রাপ্ত হয়। যে ধীর ব্যক্তিগণ অর্থ ও কামের নিমিত্ত স্বীয় ধর্ম্মকে দোহন করেন না, যাঁহারা অনাসক্ত, প্রশান্ত, শুদ্ধচেতা ও ঈশ্বরে কর্ম্মসকল অর্পণ করিয়াছেন এবং নিবৃত্তিধর্ম্মে নিরত নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চিত্ত স্বীয়ধর্ম্মের নিষ্কাম অনুষ্ঠান-হেতু উৎপন্ন সত্ত্বগুণে পরিশুদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা সূর্য্যমার্গে গমন করিয়া বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ পরিপূর্ণ পুরুষকে প্রাপ্ত হন; এই পুরুষ সর্ব্বনিয়ন্তা এবং এই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। যাঁহারা পরমেশ্বরদৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহারা যে পর্য্যন্ত না দ্বিপরার্দ্ধকালের অবসানে ব্রহ্মার লয়, তাবৎকালপর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করেন। যখন ত্রিগুণাত্মা ব্রহ্মা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, ইন্দ্রিয়, শব্দাদিবিষয় ও অহঙ্কারাদিযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডকে প্রতিসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বিপরার্দ্ধকালের অবসানে অব্যাকৃতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে প্রবেশ করেন, তখন যে সকল যোগী প্রাণ ও মনকে জয় করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছেন এবং বহুলোক অতিক্রম করিয়া ভগবান্ হিরণ্যগর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত অনাদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমানন্দরূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন না, কারণ, তখন 'আমরা হিরণ্যগর্ভের উপাসক' তাঁহাদের এই অভিমান থাকে। অতএব জননি! যে সর্ব্বভূতের হৃৎপদ্মবিহারী ভগবানের প্রভাব শ্রবণ করিলে, প্রেমের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হও।

যিনি স্থাবরজঙ্গম-বিশ্বের আদিভূত বেদগর্ভ ব্রহ্মা,

তিনি নিষ্কাম ধর্ম্ম করিয়াও যদি তাঁহার ভেদদৃষ্টি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে, তাহা হইলে তিনিও সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রথমপুরুষাবতার শ্রীনারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার সৃষ্টির আরম্ভকালে ঈশ্বরমূর্ত্তি কাল-কর্ত্তৃক প্রকৃতির গুণসকল ক্ষুভিত হইলে পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং মরীচ্যাদি ঋষিগণ, যোগপ্রবর্ত্তক সনৎকুমারাদি যোগেশ্বরগণ ও অন্যান্য সিদ্ধগণও পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা প্রথমতঃ স্ব স্ব কর্ম্মহেতু ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য-ভোগ করিয়া কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত লয় প্রাপ্ত হন এবং পুনর্ব্বার গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ জন্মপরিগ্রহ করেন। এই সংসারে যে সকল কর্ম্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে যাবতীয় কাম্য ও নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, যাহা-দিগের মন রজোগুণে বিক্ষিপ্ত, যাহারা কামাত্মা ও অজিতেন্দ্রিয় এবং গৃহে অনুরক্ত থাকিয়া প্রতিদিন তর্পণাদিদ্বারা পিতৃপুরুষগণের যজনা করে, সেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গাভিলাষী পুরুষেরা সংসারহারী উরুবিক্রম শ্রীমধুসূদনের কথায় বিমুখ হয়। হায়! যাহারা অচ্যুতের কথাসুধা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠাভোজী শূকরের পুরীষ-অন্বেষণের ন্যায় অসদালাপ শ্রবণ করে, তাহাদিগের অদৃষ্ট অতীব মন্দ; তাহারা ধূমযান-মার্গ অবলম্বন করিয়া পিতৃলোকে গমন করে এবং তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুত্রাদির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশানকৃত্য-প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া করিয়া থাকে। তাহাদিগের পুনর্ব্বার আসিবার কারণ এই যে, পিতৃলোকে তাহাদিগের সুকৃত ভোগদ্বারা ক্ষীণ হইলে দেবতারা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ পাতিত করেন, তখন বিবশ হইয়া মর্ত্তলোক-অভিমুখে পতিত হয়। অতএব যাঁহার পদাম্বুজ ভজনীয়, তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তিভাবে সেই শ্রীহরির ভজনা কর; তাঁহার গুণাবলী শ্রবণ করিলে ভক্তি স্বতঃই উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে, তাহা আশু বৈরাগ্য ও যাহাকে ব্রহ্মদর্শন বলে সেই জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে। তখন ভক্তের চিত্ত রূপরসাদি বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা ইহা প্রিয়, উহা অপ্রিয়, ইত্যাদি বৈষম্য বোধ করে না: তখনই তিনি আত্মার দ্বারা স্বপ্রকাশ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করেন। আমি পরমানন্দস্বরূপ এইরূপ নিশ্চয় প্রাপ্ত হওয়ায় আত্মার কোন বস্তু গ্রহণযোগ্য বা কোন বস্তু পরিত্যাগযোগ্য, এরূপ বোধ হয় না; এই নিমিত্ত তিনি নিঃসঙ্গ বলিয়া প্রতীত হইতে থাকেন; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ সমদর্শন বলিয়া অনুভব হয়। যিনি পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর বা পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি জ্ঞানস্বরূপ; এক ভগবান্ কখনও দৃশ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ-রূপে, কখনও দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞাতৃরূপে এবং কখনও বা করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপে প্রতীত হইলেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে পৃথক্ নহেন, প্রত্যুত একমাত্র চৈতন্য-স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই প্রপঞ্চ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্পর্কত্যাগ করাই যোগিগণের সমগ্র যোগফল; অর্থাৎ যোগদ্বারা এই অভীষ্ট ফল-লাভ হইয়া থাকে। এক জ্ঞানস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মই বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকট ভ্রমবশতঃ শব্দাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট আকাশাদি পদার্থরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন মহত্তত্ত্ব ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারতত্ত্বরূপে ও ঐ অহঙ্কারতত্ত্ব পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, স্বরূপ অর্থাৎ জীবরূপ, জীবের দেহও জগদ্রূপে প্রকাশিত হইতেছে, সেইরূপ ব্রহ্মও নিখিল প্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিত্য যোগাভ্যাসদ্বারা যাঁহার আত্মা সমাহিত হইয়াছে; যিনি নিঃসঙ্গ ও বৈরাগ্যযুক্ত, তিনিই এই ব্রহ্মকে দর্শন করেন।

মাতঃ! যে জ্ঞান ব্রহ্মদর্শন নামে অভিহিত

হইয়া থাকে; যাহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। নির্গুণ জ্ঞানযোগ ও মন্নিষ্ঠ ভক্তিযোগ, এই উভয়ের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু শ্রীভগবান্ অর্থাৎ এই দুইটীর যে কোন একটীর দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন রূপরসাদি বহুগুণের আশ্রয় ক্ষীরাদি এক হইয়াও চক্ষুর দ্বারা শুক্ল, রসনাদ্বারা মধুর, স্পর্শদ্বারা শীতল, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানও ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রবিহিত সাধনভেদে নানারূপ প্রতীত হইয়া থাকেন। পূর্ত্তক্রিয়া; যজ্ঞ, দান, তপস্যা, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ, মীমাংসা, নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জন, কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ, সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্ম্ম, আত্মতত্ত্ববোধ ও দৃঢ় বৈরাগ্য, এই সকল মার্গদ্বারা স্বপ্রকাশ সগুণ ও নির্গুণ ভগবানকে লাভ করা যায়। জননি! আমি তোমাকে সাত্ত্বিক, রাজস, তামস ও নির্গুণ, এই চতুর্ব্বিধ ভক্তির বিষয় বিস্তারিতরূপে বলিলাম; যে কালের গতি অব্যক্ত, যাহা জন্তুগণের মধ্যে ধাবিত হইতেছে, অর্থাৎ জন্তুগণের উৎপত্তি ও বিনাশাদি করিতেছে, সেই কালের স্বরূপ, অবিদ্যাজনিত কর্ম্ম-নিবন্ধন জীবের নানাবিধ সংসার গতি; যে গতি প্রাপ্ত হইয়া জীব আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। এই সমস্ত বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ইহা খল, অবিনীত, স্তব্ধ অর্থাৎ জড়ীভূত, দুরাচার, ধর্ম্মধ্বজ অর্থাৎ দাম্ভিক, লোভী, গৃহাসক্তচিত্ত, অভক্ত ও যাহারা আমার ভক্তগণের দ্বেষ করে, তাহাদিগকে উপদেশ করিবে না। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত, বিনীত, অসূয়াহীন, ভূতগণের বন্ধু, সেবানিরত, বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত, শান্তচিত্ত, মাৎসর্য্যশূন্য, যাঁহাদিগের আমিই প্রিয়তম, তাঁহারাই ইহার অধিকারী জানিবে। মাতঃ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে ইহা শ্রবণ করিবেন এবং যিনি মদ্গতচিত্তে ইহা কীর্ত্তন করিবেন, তিনিও আমার পদবী অর্থাৎ ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হইবেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—কপিলদেবের পূর্ব্বোক্ত বাক্য-শ্রবণে জননী কর্দ্দমপ্রিয়া সেই দেবহূতির মোহাবরণ দূরীভূত হইল; তিনি তত্ত্বসমূহসমন্বিত সাংখ্যজ্ঞানের প্রবর্ত্তক সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মাও স্বয়ং যাঁহার নাভি-কমল হইতে সঞ্জাত হইয়া, যাহা নিখিল কার্য্য ও কারণের কারণ, যাহাতে সত্ত্বাদি গুণসমূহের প্রবাহ বর্ত্তমান রহিয়াছে,—অতএব যাহা ভূত, ইন্দ্রিয় শব্দাদি-বিষয় ও মন, এই সমস্তদ্বারা পরিব্যাপ্ত ও যাহা কারণবারিমধ্যে শয়ান, সুতরাং ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত ঈদৃশ যাঁহার দেহকে দেখিতে পান নাই, কেবল ধ্যান করিয়াছিলেন মাত্র, সেই তুমিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিয়া থাক। তুমি নিষ্ক্রিয় ও সত্যসংকল্প; এই নিমিত্ত সাক্ষাদ্‌ভাবে সৃষ্ট্যাদি না করিয়া স্বীয় শক্তিকে গুণপ্রবাহরূপে বিভক্ত করিয়া জীবগণের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাক। তুমি এক হইয়া এই অসংখ্য বিচিত্র ভোগ বিধান করিয়া থাক; তোমার অনন্ত অচিন্ত্যশক্তির কে ইয়ত্তা

করিবে ? হে নাথ ! প্রলয়কালে এই বিশ্ব যাঁহার উদরে ছিল, তাঁহাকে আমি কিরূপে জঠরে ধারণ করিলাম ? অথবা যেমন কল্পান্তে তুমি মায়া করিয়া শিশুরূপ ধারণপূর্ব্বক একটীমাত্র বটপত্রে শয়ন করিয়া স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ পান করিয়াছিলে, ইহাও তোমার তাদৃশী মায়া বলিয়া বোধ হইতেছে। অথবা তুমি দুষ্টগণের প্রশমন, ভক্তগণের সমৃদ্ধি ও জ্ঞানমার্গ প্রদর্শনের নিমিত্ত তোমার বরাহাদি অবতারের ন্যায় মূর্ত্তি স্বীকার করিয়া আবির্ভূত হইয়াছ। হে ভগবন্! কদাচিৎ যাহার নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন, যাঁহার বন্দনা ও স্মরণ করিলে চণ্ডালও সদ্যঃ সোমযাজী ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হইয়া থাকে, তাঁহার দর্শন করিলে যে জীব কৃতার্থ হয়, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? কি আশ্চর্য্য! যদি চণ্ডালেরও জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেও এই হেতু গরীয়ান্ হয়; যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারা তপস্যা, হোম, তীর্থস্নান ও বেদপাঠের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; তাঁহারাই সদাচারপূত, সন্দেহ নাই। তুমি ব্রহ্ম, পরমপুরুষ; মন বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইলে তোমাকে চিন্তা করিবার যোগ্য হয়; তুমি স্বীয় তেজে গুণপ্রবাহকে নিরস্ত করিয়াছে, নিখিল বেদ তোমার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রভো! তুমিই কপিলরূপী বিষ্ণু, আমি তোমাকে প্রণিপাত করি।

মৈত্রেয় কহিলেন,—মাতৃবৎসল পরমপুরুষ কপিলনামধারী ভগবান্ মাতা গম্ভীর বাক্যে স্তব করিলে, তাঁহাকে কহিলেন,—মাতঃ! আমি যে সাধনমার্গ বলিলাম, উহা সুগম; ঐ মার্গ অবলম্বন করিলে অচিরে জীবন্মুক্তি লাভ করিবে। আমার এই উপদেশে শ্রদ্ধা স্থাপন কর; ব্রহ্মবাদিগণ ইহার অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা অবলম্বন করিলে অভয়স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবে; যাহারা ইহা অবগত নহে, তাহারা মৃত্যুর কবলে পতিত হয়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ কপিলদেব মাতাকে এইরূপ কমনীয় আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া ব্রহ্মবাদিনী জননীর অনুমতি লইয়া গমন করিলেন। দেবহূতিও সরস্বতীর নদীর পুষ্পমুকুটতুল্য সেই আশ্রমে পুত্রোপদিষ্ট যোগে সমাহিতা হইলেন। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা স্নানহেতু তাঁহার স্বভাবতঃ কুটিল অলকাবলী কপিলবর্ণ ও জটাযুক্ত এবং উগ্র তপস্যায় ছিন্নবস্ত্রে আবৃত দেহ কৃশ হইল। প্রজাপতি কর্দ্দমের তপস্যা ও যোগপ্রভাবে দেবহূতির গার্হস্থ্য ঈদৃশ অতুলনীয় ছিল যে, দেবগণও তাহা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। তাহাতে দুগ্ধফেননিভ শয্যা, সুবর্ণপরিচ্ছদসমন্বিত হস্তিদন্তনির্ম্মিত মঞ্চ, সুখস্পর্শ আস্তরণযুক্ত কনকপীঠাদি শোভা পাইত; গৃহভিত্তি স্বচ্ছস্ফটিক ও মকরতমণিময় ছিল, রত্নপ্রদীপ ও রত্নালঙ্কারভূষিত ললনাগণ, তদুপরি প্রতিবিম্বিত হইয়া শোভা বিস্তার করিত। গৃহোদ্যান বহুবিধ কুসুমিত সুরতরুদ্বারা রমণীয় ছিল; তাহাতে বিহঙ্গমিথুনসকল কূজন করিত এবং মধুকরগণ মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিত; সেই উদ্যানস্থ বাপী উৎপলগন্ধে আমোদিত থাকিত; মহর্ষি কর্দ্দমকর্ত্তৃক সযত্নে লালিতদেহা দেবহূতি যখন সেই বাপীসলিলে অবগাহন করিতেন; তখন দেবানুচর কিন্নরগণ তাঁহার যশোগান করিত। সুরললনাগণও দেবহূতির ঈদৃশ গার্হস্থ্যসুখ একান্ত কামনা করিতেন; এক্ষণে তিনি এই সুখ সমৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুত্ররূপী ঈশ্বরবিরহে তাঁহার বদন অনির্ব্বচনীয় শোকে আকুল হইল। পতি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তদুপরি এক্ষণে অপত্যবিরহ উপস্থিত হইল; যদিও তিনি তত্ত্বসমূহ অবগত হইয়াছিলেন, তথাপি বৎসের অদর্শনে বৎসলা ধেনু যেরূপ আকুল হয়, তাঁহারও তাদৃশী অবস্থা হইল।

বৎস বিদুর! দেবহূতি পুত্ররূপী শ্রীহরি কপিলদেবকে ধ্যান করিতে করিতে অচিরে তাদৃশ্য গৃহসুখে

নিস্পৃহা হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ ভক্তিপ্রবাহ-রূপ যোগ, সুদৃঢ় বৈরাগ্য ও যে জ্ঞান নিয়মিত আহার বিহার, কর্ম্মানুষ্ঠান, নিদ্রা ও জাগরণ হইতে সঞ্জাত হয় ও যাহা হইতে ব্রহ্মত্বলাভ হয়, সেই জ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধ হইল; পুত্র যে প্রসন্নবদন ধ্যানগোচর ভগবানের রূপ ধ্যান করিতে বলিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে ঐ বিশুদ্ধ-হৃদয়ে সেই রূপ বিগ্রহ ও অবয়ব, এই উভয় রূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান করিতে করিতে স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ায় মায়াগুণনিবন্ধন পরিচ্ছেদ অর্থাৎ দ্বৈতভাব তিরোভূত হইল, তখন সর্ব্বগত আত্মা তাঁহার ধ্যানগোচর হইলেন; এইরূপে তাঁহার মতি নিখিলজীবের আশ্রয় ব্রহ্মস্বরূপ ভগবানে স্থিতিলাভ করিল। এক্ষণে তাঁহার জীবভাব নিবৃত্ত হওয়ায় ক্লেশনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি হইল এবং নিত্য সমধিস্থ থাকায় গুণনিবন্ধন ভ্রম প্রশমিত হইল। সুতরাং জাগরিত ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় তাঁহার দেহস্মৃতিও বিলুপ্ত হইলে এক্ষণে কর্দ্দমসৃষ্ট বিদ্যাধরীগণ তাঁহার দেহের পোষণ করিতে লাগিল, তথাপি অন্তঃকরণে কোন ক্লেশ না থাকায় দেহ কৃশ হইল না; উহা মলাবৃত হইয়াও ধূমাচ্ছন্ন পাবকের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল! তাঁহার দেহ এক্ষণে প্রারব্ধ কর্ম্মবশে রক্ষিত হইতে লাগিল; বুদ্ধি শ্রীবাসুদেবে প্রবেশ লাভ করায়, তাঁহার তপোযোগময় দেহে যে কেশকলাপ উন্মুক্ত ও বসন বিগত হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এইরূপে তিনি কপিলোক্ত মার্গ অবলম্বন করিয়া অচিরকালমধ্যে, যিনি পরমাত্মা ও ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই নিত্যমুক্ত শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলেন। বৎস বিদুর! যে স্থানে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যতম ক্ষেত্র ত্রৈলোক্যে 'সিদ্ধপদ' নামে খ্যাতি-লাভ করিয়াছে। তাঁহার যে দেহে ধাতুমল যোগ-দ্বারা বিধৃত হইয়াছিল, সেই দেহ সিদ্ধগণসেবিত সিদ্ধিদ শ্রেষ্ঠ নদীরূপে পরিণত হইয়াছে।

এদিকে মহাযোগী ভগবান্ কপিলও মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পিতার আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ উত্তর দিকে গমন করিলেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, মুনি ও অপ্সরোগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল এবং সমুদ্র তাঁহাকে অর্ঘ্য ও নিকেতন দান করিল অর্থাৎ তিনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে অবস্থান করিলেন। এক্ষণে তিনি সাংখ্যাচার্য্য-গণকর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া ত্রিভুবনের উপশান্তির নিমিত্ত তথায় যোগ অবলম্বন করিয়া সমাহিত আছেন। বৎস বিদুর! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, কপিল ও দেবহূতির সেই পবিত্র সংবাদ তোমাকে বলিলাম। যিনি কপিলমুনির আত্মযোগরূপ রহস্যপূর্ণ এই মত শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তিনি ভগবান্ গরুড়ধ্বজে ভক্তি লাভ করিয়া তাঁহার পদারবিন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত।

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি, এই তিনটী প্রসিদ্ধা কন্যা ও দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ মনু শতরূপার অনুমতিক্রমে পুত্র বর্ত্তমান থাকিলেও পুত্রিকাধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আকুতি কন্যা রুচিকে সম্প্রদান করেন। পুত্রিকাধর্ম্ম কি, তাহা বলিতেছি;—যদি পিতা কন্যাসম্প্রদানকালে এইরূপ বলেন যে, আমার এই কন্যার ভ্রাতা নাই; ইহাকে অলঙ্কৃতা করিয়া তোমাকে সম্প্রদান করিতেছি; ইহার গর্ভে যে পুত্র সঞ্জাত হইবে, তাহা আমার পুত্র হইবে; এই সম্প্রদানকে পুত্রিকাধর্ম্ম কহে। মনুর পুত্র বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি বহুপুত্রের কামনা করিয়া এইরূপ করিয়াছিলেন, ইহাই অভিপ্রায় জানিবে। ব্রহ্মতেজাঃ প্রজাপতি ভগবান্ রুচি ঈশ্বর-ধ্যান অবলম্বনপূর্ব্বক পরিপূত হইয়া আকুতির গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করেন; তন্মধ্যে পুত্রটীর নাম যজ্ঞ,—ইনি যজ্ঞরূপী সাক্ষাৎ বিষ্ণু, কন্যাটীর নাম দক্ষিণা,—ইনি লক্ষ্মীদেবীর অক্ষয় অংশ-রূপিণী। বিপুল তেজস্বী স্বায়ম্ভুব মনু ঐ দৌহিত্রটীকে হৃষ্ট-চিত্তে স্বীয় আলয়ে আনয়ন করিলেন; দক্ষিণা তাঁহার পিতৃগৃহেই রহিলেন। ভগবান্ যজ্ঞপতি বিষ্ণু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রুচির পুত্র যজ্ঞ, অনুরাগবতী দক্ষিণাকে বিবাহ করে এবং তাঁহার অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার গর্ভে দ্বাদশ পুত্র উৎপাদন করেন; এই দ্বাদশ পুত্রের নাম—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়াপতি, ইধ্ম, কবি বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটী 'তুষিত' নামে দেবতা হইয়াছিলেন; এই মন্ব-ন্তরে মরীচি প্রভৃতি ঋষি, রুচিপুত্র যজ্ঞ শ্রীহরির অংশাবতার ও ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই দুই মহাতেজাঃ মনুপুত্র নরপতি হইয়াছিলেন; ইহাদিগের উভয়ের পুত্রপৌত্র-প্রভৃতির বংশকর্ত্তৃক এই মন্বন্তর পালিত হইয়াছিল। বৎস বিদুর! মনু স্বীয় কন্যা দেবহূতিকে যে কর্দ্দম ঋষিকে দান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত কথাই আমার নিকট শুনিয়াছ। ভগবান্ মনু স্বীয় কন্যা প্রসূতিকে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষকে প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের বংশ এই ত্রিভুবন অতীব বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি কর্দ্দমের যে নয়টী কন্যা নয়জন ব্রহ্মর্ষির পত্নী হইয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করিয়াছি; এক্ষণে তাঁহাদিগের পুত্রপৌত্রাদিবিস্তার বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। কর্দ্দমকন্যা কলাদেবীর গর্ভে মরীচির ঔরসে কশ্যপ ও পূর্ণিমা, এই দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহাদিগের বংশ বিস্তৃত হইয়া জগৎকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। পূর্ণিমার বিরজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র ও দেবকুল্যা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন; এই কন্যাই শ্রীহরির পাদপ্রক্ষালন-জনিত পুণ্যপ্রভাবে জন্মান্তরে সুরসরিৎ গঙ্গা হইয়া-ছিলেন। অত্রিপত্নী অনসূয়া দত্ত, দুর্ব্বাসা ও সোম, এই তিনটী যশস্বী পুত্র প্রসব করেন; তন্মধ্যে দত্ত বিষ্ণুর, দুর্ব্বাসা রুদ্রের ও সোম ব্রহ্মার অংশসম্ভূত। শ্রীবিদুর কহিলেন, হে গুরো! সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী

তিনটী দেবশ্রেষ্ঠ কি কার্য্য সম্পন্ন করিবার মানসে অত্রির গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা করিলে ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ অত্রি পত্নীর সহিত ঋক্ষ-নামক কুলপর্ব্বতে গমন করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই পর্ব্বতে কুসুমস্তবকযুক্ত পলাশ ও অশোকের কানন আছে এবং চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর বারিপাতে ঐ স্থান নিনাদিত। মুনিবর অত্রি প্রাণায়ামদ্বারা মন সংযত করিয়া একপাদে বর্ষশত দণ্ডায়মান ছিলেন, কেবল বায়ু ভক্ষণ করিতেন এবং তৎকালে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব তাঁহার অনুভূত হইত না। তিনি মানসে এইরূপ চিন্তা করিতেন,—যিনি জগদীশ্বর, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম; তিনি আপনার অনুরূপ সন্ততি আমাকে প্রদান করুন। অনন্তর প্রাণায়ামের উদ্দীপনায় তাঁহার মস্তক হইতে বিনির্গত অগ্নিদ্বারা ত্রিভুবনকে সন্তপ্ত দেখিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, এই তিন প্রভু সেই আশ্রমপদে আগমন করিলেন। সেই কালে অপ্সরা, মুনি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও উরগগণ তাঁহাদিগের যশোগান করিতে লাগিল। তাঁহারা সমীপে আবির্ভূত হইলে মহর্ষির মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তিনি পূর্ব্ব হইতে একপদে দণ্ডায়মান থাকিলেও এক্ষণে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার নিমিত্ত বিশেষরূপে দণ্ডায়মান হইলেন ও ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারা বৃষ, হংস ও গরুড়োপরি সমাসীন ছিলেন; ত্রিশূল, কমণ্ডলু ও চক্রাদি স্ব স্ব চিহ্নদ্বারা পরিশোভিত ছিলেন; তাঁহাদিগের বদন সহাস্য ও অবলোকন করুণাব্যঞ্জক ছিল। তাঁহাদিগের দীপ্তিচ্ছটায় নয়ন প্রতিহত হইলে মুনিবর নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া এবং পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগের অভিমুখ চিত্তকে তাঁহাদিগের রূপে সংলগ্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর ও গভীরার্থ-যুক্ত বাক্যে সেই সর্ব্বলোকনমস্কৃত দেবত্রয়ের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

অত্রি কহিলেন,—এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত কল্পে কল্পে মায়াগুণকে বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও গিরিশরূপে আপনারা দেহ ধারণপূর্ব্বক প্রকাশিত হইয়া থাকেন; আপনাদিগকে বন্দনা করি। আমি একজনমাত্র দেবতাকে আহ্বান করিয়াছিলাম; তিনি আপনাদের মধ্যে কে, তাহা আপনারাই নির্দ্দেশ করিয়া দিন। প্রজাসৃষ্টির অভিপ্রায়ে আমি দেবশ্রেষ্ঠ একমাত্র ভগবান্‌কে চিত্তে ধারণা করিতেছিলাম; আপনারা দেহিগণের মনের অগোচর হইয়াও কিরূপে এস্থানে আগমন করিলেন, কৃপা করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়; আমার অতীব বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—বৎস বিদুর! সেই শ্রেষ্ঠ দেবত্রয় তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে ঋষিবরকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্‌! তুমি সত্যসঙ্কল্প, এই নিমিত্ত তুমি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা অন্যথা হইবার নহে; তুমি যে একমাত্র ঈশ্বরতত্ত্ব ধ্যান করিয়া থাক, আমরা তিন হইয়াও সেই একই তত্ত্ব জানিবে; বস্তুতঃ আমাদিগের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। হে মুনিবর! তোমার মঙ্গল হউক, আমাদিগের অংশে তোমার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে; তাহারা লোকবিখ্যাত হইয়া তোমার যশ বিস্তার করিবে; এইরূপে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া সুরেশ্বরগণ সেই দম্পতীর সম্যক্ পূজা গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সমক্ষেই তথা হইতে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে যোগবিৎ দত্ত শঙ্করের অংশে দুর্ব্বাসা জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এক্ষণে অঙ্গিরার বংশবিস্তার বর্ণন করি, শ্রবণ কর। অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা চারিটী কন্যা প্রসব

করেন; তাঁহাদিগের নাম সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি। এতদ্ভিন্ন তাঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'স্বরোচিষ মন্বন্তরে' উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন; উতথ্য সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার ও বৃহস্পতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। পুলস্ত্য স্বীয় পত্নী হবির্ভূ'র গর্ভে অগস্ত্য ও বিশ্রবাঃ,এই দুই পুত্র উৎপাদন করেন; অগস্ত্য জন্মান্তরে জঠরাগ্নি ও বিশ্রবাঃ মহাতপা হইয়াছিলেন। বিশ্রবার পত্নী ইলবিলার গর্ভে যক্ষপতি দেব কুবের ও দ্বিতীয়া পত্নী কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুলহের ভার্য্যা সতী গতিদেবী তিন পুত্র প্রসব করেন; তাঁহাদিগের নাম কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু। ক্রতুর ভার্য্যা ক্রিয়াদেবীর গর্ভে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান ষষ্টিসহস্র বালিখিল্য ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। হে বিদুর! বশিষ্ঠের ঔরসে ও ঊর্জ্জাদেবীর গর্ভে চিত্রকেতুপ্রভৃতি সাতটী অকলঙ্ক পুত্র জন্মিয়াছিলেন; তাঁহারা সপ্তর্ষি হইয়াছেন। এই সপ্তর্ষির নাম যথাক্রমে চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্‌যান্ ও দ্যুমান্। শক্তৃ প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ অন্য পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অথর্ব্বার পত্নী চিত্তি; তিনি তপোনিষ্ঠ দধীচি বা অশ্বশিরা নামে একটী পুত্র লাভ করেন। এক্ষণে ভৃগুর বংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাভাগ ভৃগু স্বীয় পত্নী খ্যাতিদেবীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করেন; পুত্রদ্বয়ের নাম ধাতা ও বিধাতা এবং কন্যাটীর নাম শ্রী; ইনি ভগবৎপরায়ণা ছিলেন, ধাতা ও বিধাতা মেরুকন্যা আয়তি ও নিয়তির পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের মৃকণ্ড ও প্রাণ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; মার্কণ্ডেয় এই মৃকণ্ডের পুত্র ও বেদশিরা মুনি প্রাণের পুত্র।

ভৃগুর কবি নামে অন্য এক পুত্র ছিলেন; উশনা অর্থাৎ শুক্রাচার্য্য তাঁহারই পুত্র। এই সকল মুনি সৃষ্টিদ্বারা লোকবিস্তার করিয়াছেন। বৎস বিদুর! তোমার নিকট কর্দ্দমের দৌহিত্র বংশ বর্ণন করিলাম। ইহা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিলে সদ্যই পাপ হরণ করে।

ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ মনুকন্যা প্রসূতির পাণিগ্রহণ করেন; তিনি কমনীয়া ষোড়শ কন্যা প্রসব করেন; তন্মধ্যে ত্রয়োদশ কন্যা ধর্ম্মকে, এক অগ্নিকে, এক মিলিত পিতৃগণকে ও অন্য একটী কন্যা ভবহারী ভবকে প্রদত্ত হইয়াছিল। শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী ও মূর্ত্তি, ইঁহারা ধর্ম্মের পত্নী হইয়া যথাক্রমে ঋত্ প্রসাদ, অভয়, সুখ, মুদ, স্ময়, অর্থাৎ ধর্ম্মোৎসাহ, যোগ, দর্প অর্থাৎ যোগাদিতে সামর্থ্য-প্রকাশ, অর্থ, স্মৃতি, ক্ষেম, প্রশ্রয় ও নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে প্রসব করেন। মূর্ত্তি, সর্ব্বগুণের উৎপাদিকা, তিনিই নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের জননী। ইঁহাদিগের জন্মকালে এই বিশ্ব পরমানন্দে অভিনন্দন করিয়াছিল; প্রাণিগণের চিত্ত, দিক্, বায়ু, সরিৎ ও পর্ব্বত সকল প্রসন্ন হইয়াছিল, স্বর্গে তূর্য্যধ্বনি ও তথা হইতে কুসুমবৃষ্টি হইয়াছিল। মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে স্তুতি, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ গুণগান এবং সুরাঙ্গনাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন; সর্ব্বত্র পরম মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ স্তুতিগানদ্বারা তাঁহাদিগের ভজনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্তুতি করিয়াছিলেন, যিনি আকাশে অলীক গন্ধর্ব্বগণের ন্যায় স্বীয় মায়াদ্বারা এই বিশ্বকে স্বকীয় আত্মাতে রচনা করিয়াছেন, তিনিই অদ্য সেই আত্মাকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের গৃহে এই ঋষিমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন; আমরা এই পরমপুরুষকে নমস্কার করি। যাঁহার প্রচুর করুণা-যুক্ত নয়ন লক্ষ্মীর নিকেতন অমল অরবিন্দকে তিরস্কার করে, সেই প্রভু আমাদিগের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহার তত্ত্ব আমরা অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাদ্‌ভাবে অবগত নাই, কেবল শাস্ত্রবিদ্যা-দ্বারা অনুমান করি মাত্র; এই

প্রভুই এই বিশ্বের বিশৃঙ্খলা উপশমের নিমিত্ত সত্বগুণ-দ্বারা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বৎস বিদুর! এইরূপে সুরগণ তাঁহাদিগের স্তব ও অর্চ্চনা করিলে ঋষিদ্বয় তাঁহাদিগকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া গন্ধমাদনে প্রস্থান করিলেন। সেই দুই নর ও নারায়ণ শ্রীহরির অংশ, ভূভার হরণের নিমিত্ত এক্ষণে এস্থানে আগমন করিয়া দুই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এক জন যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অপর কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন।

যিনি অগ্নির অধিষ্ঠাতা, তাঁহার পত্নী স্বাহাদেবী; তিনি অগ্নির ঔরসে তিন পুত্র প্রসব করেন, তাঁহাদিগের নাম পাবক, পবমান ও শুচি; ইঁহারা প্রত্যেকেই হুতভোজী অর্থাৎ যজ্ঞীয় হবিঃ ভোজন করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের পঞ্চচত্বারিংশৎ, পুত্র জন্মে; ঐ সকল পুত্র তাঁহাদিগের পিতা পাবকাদি তিন ও পিতামহ অগ্নির সহিত সমষ্টিতে একোনপঞ্চাশৎসংখ্যক হইয়াছেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বৈদিক কর্ম্মে যে সকল অগ্নির নাম করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ করিয়া থাকেন, ইঁহারা সেই সকল অগ্নি। 'অগ্নিষ্বাত্তাঃ', 'বর্হিষদঃ,' 'সৌম্যাঃ'ও'আজ্যপাঃ', ইঁহারা পিতৃগণ; ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের উদ্দেশে অগ্নিতে হোম করা হয়, তাঁহারা সাগ্নিক ও যাঁহাদিগের উদ্দেশে তাহা করা হয় না, তাঁহারা অনগ্নি; দক্ষ-কন্যা স্বধা ইঁহাদিগের পত্নী। তিনি পূর্ব্বোক্ত পিতৃগণের ঔরসে বয়ুনা ও ধারিণী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন; উঁহারা উভয়েই জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শিনী ব্রহ্মবাদিনী। মহাদেবের পত্নী সতীদেবী স্বীয় পতির একান্ত অনুব্রতা ছিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি স্বীয় গুণ ও শীলের অনুরূপ পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পিতা দক্ষ নিরপরাধ ভবের প্রতিকূলাচরণ করিলে সতী যৌবনেই রোষবশতঃ যোগ অবলম্বন করিয়া স্বয়ং দেহত্যাগ করেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন,—ভব সাধুচরিত্র ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ এবং দক্ষও দুহিতৃবৎসল; তবে কি হেতু দক্ষ স্বীয় কন্যা সতীদেবীকে অনাদর করিয়া স্বীয় জামাতার প্রতি বিদ্বেষ করিয়াছিলেন? মহাদেব চরাচরগুরু, কাহারও সহিত তাঁহার বৈরভাব নাই, শান্তিই তাঁহার বিগ্রহ, তিনি আত্মারাম ও জগতের পরম দেবতা; তবে প্রজাপতি দক্ষ কিহেতু ও কিরূপে তাঁহার প্রতি দ্বেষ প্রদর্শন করিলেন? হে ব্রহ্মন্! যে কারণে শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় যাহা হইতে সতী ত্যাগের অযোগ্য হইলেও স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—পুরাকালে প্রজাপতিগণের যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ, অমরগণ, অনুচরগণের সহিত মুনিগণ ও অগ্নিসমূহ সমবেত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ সভামধ্যে প্রবেশ করিলে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান তাঁহার অঙ্গচ্ছটায় সেই মহতী সভা উদ্‌ভাসিত হইল এবং তাঁহার তেজে সদস্যগণের তেজঃ তিরস্কৃত হইল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া অগ্নিগণের সহিত মহর্ষিগণ স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; কেবল ব্রহ্মা ও শিব উত্থিত হইলেন না। এইরূপে ভগবান্ দক্ষ সভ্যগণকর্ত্তৃক যথাবিধি সম্মানিত হইয়া লোকগুরু ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিলেন। দক্ষ আপনি উপবেশন করিবার পূর্ব্বেই শিবকে উপবিষ্ট দেখিয়া

সেই অনাদর সহ্য করিতে পারিলেন না; যেন ভস্ম করিয়া ফেলিবেন, এইরূপ বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন—হে অগ্নি ও দেবগণের সহিত ব্রহ্মর্ষিগণ! আমি সাধুগণের চরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ করুন; আমি অজ্ঞানতঃ বা বিদ্বেষবশতঃ বলিতেছি না। এই শিব লোকপালগণের যশ নষ্ট করিল; সাধুগণ যে পথ অনুসরণ করিয়াছেন, সমুচিত ক্রিয়াকলাপে অনভিজ্ঞ নির্লজ্জ তাহা দূষিত করিল। আমার কন্যা সাক্ষাৎ সবিত্রীতুল্যা; এ ব্যক্তি বিপ্র ও অগ্নি-সমক্ষে সাধুর ন্যায় তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া আমার শিষ্যস্থানীয় হইয়াছে। প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করিয়া আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উহার উচিত কার্য্য; আমার কন্যা সতীর নয়নদ্বয় হরিণশাবকের ন্যায়,—কিন্তু উহার চক্ষু মর্কটতুল্য; এ আমার তাদৃশী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া একটা বাক্য-দ্বারাও আমার সংবর্দ্ধনা করিল না! ইহার বেদবিহিতা ক্রিয়া লুপ্ত হইয়াছে; এই গর্ব্বিত ব্যক্তি অশুচি ও বেদ-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী; আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও শূদ্রকে বেদবিদ্যাদানের ন্যায় ইহাকে কন্যা দান করিয়াছি। যে প্রেত-ভূমি শ্মশানাদিতে ঘোর ভূতপ্রেতগণে পরিবৃত ও বিকীর্ণকেশ হইয়া দিগম্বরদেহে হাস্য ও রোদন করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, চিতাভস্মে যাহার স্নান, প্রেতমাল্য ও প্রেতের অস্থি যাহার ভূষণ, যে স্বয়ং উন্মত্ত, সুতরাং উন্মত্তগণের প্রিয়, যে নামে শিব, কিন্তু আচরণে অশিবস্বরূপ, কেবল তমঃস্বভাব প্রমথনাথগণের ও উন্মাদনামক ভূতগণের পতি, হায়! আমি ব্রহ্মার বাক্যে সেই অশুচি ও দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির হস্তে আমার সাধ্বী কন্যাকে সমর্পণ করিয়াছি।

মৈত্রেয় কহিলেন,—দক্ষ এইরূপ নিন্দা করিলেও মহাদেব কিছুমাত্র প্রতিকূলতা করিলেন না, পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন; তখন দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া আচমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইল। দক্ষ অভিশাপ দিয়া কহিল, এই দেবাধম শিব যজ্ঞকালে ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদি দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগ পাইবে না। বৎস বিদুর! দক্ষ এইরূপে গিরিশকে অভিশাপ প্রদান করিয়া অতীব ক্রোধভরে সেই সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিল; প্রধান সদস্যগণ নিবারণ করিলেও কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। এদিকে গিরিশের অনুচরমুখ্য নন্দীশ্বর দক্ষের শাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আরক্তনেত্র হইলেন এবং দক্ষকে ও যে সকল দ্বিজ দক্ষের নিন্দাবাক্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দারুণ অভিশাপ প্রদান করিয়া কহিলেন,—ভগবান্ শিব কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করেন না। যে ভেদদর্শী অজ্ঞ এই অনিত্য দেহের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ঈদৃশ প্রভুর প্রতি দ্রোহাচরণ করিল, সে পরমার্থ তত্ত্ব হইতে বিমুখ হউক এবং নানাবিধ গ্রাম্যসুখের লালসায় কূটধর্ম্মের নিলয় গৃহে আসক্ত ও বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত নানাবিধ প্ররোচনা-বাক্যে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া কেবল কর্ম্মকাণ্ডের বিস্তার করিতে থাকুক। এই দক্ষ পশুতুল্য, কারণ, উহার বুদ্ধি এই দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া প্রকৃত আত্মস্বরূপ হইতে স্খলিত হইয়াছে; এই পশু অতীব স্ত্রীকামী হউক এবং অচিরকালমধ্যে উহার মুণ্ড ছাগ-মুণ্ডে পরিণত হউক; কারণ উহার বুদ্ধি কর্ম্মবহুল অবিদ্যাকেই তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছে, সুতরাং এই দক্ষ ছাগতুল্য। অপর যাহারা এই শিবনিন্দকের অনুসরণ করিল, তাহারা সংসারে জন্মমরণাদি অনুভব করুক। কর্ম্মকাণ্ড অর্থবাদবহুল, উহার বাক্যগুলি কুসুমসমূহের ন্যায় মনকে ক্ষুভিত করে; যাহারা শিবদ্বেষী, তাহারা এই বেদের প্ররোচনারূপ প্রচুর মধুগন্ধে বিক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত হইয়া পড়ুক। ঐ বিপ্রগণ সর্ব্বভক্ষ্য হইয়া দেহাদি-পোষণের নিমিত্ত বিদ্যাভ্যাস, তপস্যা ও ব্রতাচরণ করিয়া এবং

বিত্ত, দেহ ও ইন্দ্রিয়সুখে রত হইয়া যাচকরূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকুক। ভৃগু দ্বিজকুলের প্রতি তভিশাপ শ্রবণ করিয়া দারুণ প্রতিশাপরূপ ব্রহ্মদণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। তিনি কহিলেন,—যাহারা শিবব্রতধারী ও যাহারা তাহাদিগের অনুব্রত, তাহারা বেদাদি সাধুশাস্ত্রের প্রতিকূল হইয়া পাষণ্ডিরূপে পরিণত হউক। সেই মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জটা, ভস্ম ও অস্থি ধারণপূর্ব্বক শিবদীক্ষায় প্রবেশ করিয়া সুরা ও তালাদি হইতে উৎপন্ন মদ্যকে দেবতার ন্যায় সমাদর করিতে থাকুক। যে হেতু তোমরা ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমরূপ আচারবান্ জনগণের উপজীব্য ও সেতুস্বরূপ বেদের নিন্দা করিলে, অতএব তোমরা বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ডমত আশ্রয় করিয়াছ। এই বেদমার্গ পরমমঙ্গলস্বরূপ ও সনাতন, পূর্ব্বতন ঋষিগণ ইহা আশ্রয় করিয়াছিলেন; ভগবান্ জনার্দ্দন স্বয়ং ইহার মূল। তোমরা এই পরমশুদ্ধ সনাতন সাধুগণসেবিত বেদমার্গের নিন্দা করিয়া ইহার ফলস্বরূপ, যথায় তাম্রস ভূতগণের পতি দেবতারূপে পূজিত, সেই পাষণ্ডপথে নিপতিত হও।

মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ ভব ভৃগুর এইরূপ শাপবাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর অভিশাপে উভয়পক্ষ বিনষ্টপ্রায় হইল দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিমনাঃ হইয়া অনুচরগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। বৎস বিদুর-অনন্তর প্রজাপতি ঋষিগণ, যাহাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীহরি আরাধনীয়, সেই যজ্ঞ সহস্র বৎসরে সমাপন করিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে অবভৃথস্নান সমাপনানন্তর নির্ম্মলচিত্তে স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—এইরূপে সর্ব্বদা বিদ্বেষ করিতে করিতে শ্বশুর ও জামাতার সুমহান্ কাল অতীত হইল। ব্রহ্মা যখন দক্ষকে প্রজাপতিগণের আধিপত্যে অভিসিক্ত করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে তাহার অন্তঃকরণে গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি শিব ও ব্রহ্মিষ্ঠ ঋষিগণকে উপেক্ষা করিয়া বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বৃহস্পতিসব নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ ও দেবগণ সপত্নীক উপস্থিত হইয়া পূজাপ্রাপ্ত হইলেন। সতী আকাশচারী পরস্পর কথোপকথনশীল গন্ধর্ব্বগণের মুখে পিতার যজ্ঞ-মহোৎসবের কথা শ্রবণ করিলেন; তিনি দেখিলেন, কমনীয়া গন্ধর্ব্বললনাগণ চতুর্দ্দিক হইতে বিমানারোহণে স্ব স্ব পতির সহিত গমন করিতেছেন; তাঁহাদিগের কণ্ঠে নিষ্ক অর্থাৎ পদক, পরিধানে উত্তম বসন ও কর্ণে সমুজ্জ্বল কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। সতী তাঁহাদিগকে স্বীয় ভবনের সমীপে যাইতে দেখিয়া ঔৎসুক্য-সহকারে স্বীয় পাত ভূতপতিকে কহিলেন,—নাথ! আপনার শ্বশুর সম্প্রতি যজ্ঞ ও মহোৎসব আরম্ভ করিয়াছেন্; ঐ দেখুন, দেবতাগণ তথায় গমন করিতেছেন; অতএব যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমরাও তথায় গমন করি। এই যজ্ঞে আমার ভগিনীগণ আত্মীয়স্বজনকে দর্শন করিবার মানসে স্ব স্ব ভর্ত্তার সহিত অবশ্য আগমন করিবেন, পিতাও তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা সমাদর করিবেন; অতএব আমিও আপনার সহিত তথায়

পিতার সমাদর প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি। আমি বহুদিন উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালযাপন করিতেছি, তথায় অনুরূপ ভর্ত্তার সহিত মিলিত ভগিনীগণকে, মাতৃস্বসা-দিগকে ও স্নেহার্দ্রচিত্ত জননীকে দর্শন করিয়া চিত্তকে শান্ত করিব এবং মহর্ষিগণ কিরূপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাও দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার সমধিক উৎকণ্ঠা হইয়াছে। হে প্রভো! এই সকল আপনার পক্ষে অণুমাত্র আশ্চর্য্যজনক নহে; কারণ, এই ত্রিগুণাত্মক বিচিত্র বিশ্ব আপনার মায়ার বিরচিত হইয়া অবস্থান করিতেছে; কিন্তু, হে নাথ! আমি সামান্যা নারী, আপনার তত্ত্ব অবগত নহি; এই নিমিত্ত আমার জন্ম-ভূমিদর্শনের অভিলাষ হইতেছে। দেখুন, যাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই, ঈদৃশ কামিনী-গণও বসনভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব ভর্ত্তার সহিত দলে দলে গমন করিতেছেন। হে নীলকণ্ঠ! দেখুন, তাঁহাদিগের কলহংসের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ বিমানসমূহে নভোমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। পিতৃগৃহে উৎসব হইতেছে, ইহা শ্রবণ করিয়া কোন্ কন্যার দেহ চঞ্চল না হয়? নারী নিমন্ত্রণ ব্যতিরেকেও বন্ধুগৃহে, শ্বশুরগৃহে ও পিতৃগৃহে গমন করিয়া থাকেন। হে প্রভো! আপনি পরমকরুণ, আমার এই অভিলাষ আপনাকে পূর্ণ করিতেই হইবে; আপনি পরম জ্ঞানী হইয়াও যখন আমাকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তখন কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

ঋষি কহিলেন,—সহৃদয় প্রিয় গিরিশ প্রিয়ার পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। দক্ষ প্রজাপতিগণের সমক্ষে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় যে সকল মর্ম্মভেদী কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, সেই সকল তখন তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি কহিলেন,—প্রিয়ে! তুমি যে বলিলে লোকে নিমন্ত্রিত না হইয়াও বন্ধুবান্ধবাদির গৃহে গমন করিয়া থাকে, তাহা যথার্থই বলিয়াছ; কিন্তু যদি বন্ধুবান্ধব দেহাদিতে অহঙ্কারহেতু প্রবল গর্ব্ব ও ক্রোধের বশীভূত না হইয়া স্বীয় বন্ধুর প্রতি দোষদৃষ্টি না করে, তবেই উহা সম্ভবপর হইতে পারে। বিদ্যা, তপস্যা, চিত্ত, বপুঃ, যৌবন ও কুল, এই ছয়টী সাধুগণের গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও ঐ সকল যদি অসাধুগণের অধিগত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল গুণই দোষে পরিণত হইয়া থাকে। কারণ, 'আমি বিদ্বান্', 'আমি তপস্বী ইত্যাদি দুষ্ট অভিমানে তাহাদিগের বিবেকবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়; এই নিমিত্ত ঐ দাম্ভিকগণ মহাজন গণের প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারে না। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের চিত্তের স্থিরতা নাই; তাহারা কুটিল বুদ্ধিতে অভ্যাগতের প্রতি ভ্রূকুটি করিয়া রোষ-কষায়িতনেত্রে দৃষ্টিপাত করে! বন্ধুদর্শনের অনুরোধে ঈদৃশ ব্যক্তিগণের গৃহ অবলোকন করাও বিধেয় নহে। কুটবুদ্ধি বন্ধুর দুরুক্তিবাণে মর্ম্ম তাড়িত হইলে অহোরাত্র যেরূপ পরিতাপ প্রাপ্ত হইতে হয়, শত্রুর বাণে বিদ্ধ হইয়া হৃদয় কম্পিত ও অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইলেও তাদৃশী বেদনা অনুভূত হয় না; কারণ, এইরূপ বাণবিদ্ধ ব্যক্তিকেও রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে দেখা যায়। প্রিয়ে! দক্ষ প্রজাপতি, এই নিমিত্ত তিনি উৎকৃষ্ট মর্য্যাদার অধিকারী। তুমি কন্যাগণের মধ্যে তাঁহার অতীব স্নেহভাজন, ইহাও আমি জানি; কিন্তু তথাপি আমার সম্বন্ধহেতু তুমি পিতার আদর প্রাপ্ত হইবে না, যেহেতু তিনি আমার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেছেন। যাঁহারা জীবের বুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন অর্থাৎ নিরহঙ্কার, তাঁহাদিগের সমৃদ্ধি অর্থাৎ পুণ্যকীর্ত্ত্যাদি দর্শন করিলে প্রজাপতি দক্ষের হৃদয় অতীব দগ্ধ ও ইন্দ্রিয় সকল কাতর হইয়া থাকে; তিনি এই সকল আত্মদর্শিগণের স্থান ও ঐশ্বর্য্য অনায়াসে লাভ করিতে

না পারিয়া, যেমন অসুরগণ শ্রীহরির প্রতি কেবল বিদ্বেষ প্রদর্শন করে, তিনিও তাঁহাদিগের প্রতি কেবল বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! লোকে যে পরস্পর প্রত্যুদ্গমন, বিনয়প্রদর্শন ও অভিবাদন করিয়া থাকে, তাহা জ্ঞানিগণ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা অন্তর্যামী পরমপুরুষের প্রতি ঐ সকল সম্মাননা মনে মনে প্রদর্শন করিয়া থাকেন; দেহাভিমানীর প্রতি উহা প্রদর্শন করেন না। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ অথবা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বাসুদেব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, যেহেতু এইরূপ আধারে মায়াবরণরহিত পরমেশ্বর প্রতীত হইয়া থাকেন; আমি এই শুদ্ধসত্ত্বে অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বাসুদেবকে নিরন্তর নমস্কারদ্বারা সেবা করিয়া থাকি। অতএব যিনি প্রজাপতিগণের যজ্ঞে, আমি নিরাপরাধ হইলেও আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন, তিনি আমার শত্রু; তিনি জন্মদাতা হইলেও তোমার তাঁহাকে অথবা তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকে অবলোকন করা বিধেয় নহে। যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া দক্ষালয় গমন কর, তোমার মঙ্গল হইবে না; যাঁহাদিগের স্বজনের নিকট প্রতিষ্ঠা আছে, যদি তাঁহারা স্বজনের নিকট অবমাননা প্রাপ্ত হন, তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে সদ্যঃ মরণতুল্য হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—শঙ্কর এইরূপ বলিয়া অনুজ্ঞা বা নিবারণ, উভয় পক্ষেই পত্নীর মরণসম্ভাবনা চিন্তা করিয়া বিরত হইলেন। সতীও পিত্রাদি সুহৃদ্গণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় একবার গৃহ হইতে বহির্গত, পরক্ষণে মহাদেবের নিষেধবাক্যে শঙ্কিত হইয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন; এইরূপে তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। সুহৃদগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যাইবেন, এই অভিলাষ প্রতিহত হওয়ায় তাঁহার মন অতীব দুঃখিত হইল, অশ্রুবিন্দু নয়নকে আকুল করিল এবং তিনি জননীপ্রভৃতি আত্মীয়গণের প্রতি স্নেহহেতু বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভবানী উপমারহিত ভগবান্ ভবকে যেন ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন, এইরূপ ক্রোধে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তাঁহার কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। স্ত্রীস্বভাবহেতু সতীর বিবেক বিমূঢ় হইল; যিনি প্রেমে তাঁহাকে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী করিয়াছেন, তিনি শোক ও রোষে আকুলচিত্তা হইয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই মহাদেবকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে গমন করিলেন। সতী দ্রুতপদে একাকিনী গমন করিলে যক্ষ ও পার্ষদগণের সহিত মণিমান ও মদপ্রভৃতি সহস্র সহস্র রুদ্রানুচরগণ বৃষেন্দ্রকে পুরোভাগে নির্ভয়ে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। তাহারা তাঁহাকে বৃষেন্দ্রে আরোহণ করাইয়া সারিকা, কন্দুক, দর্পণ ও লীলাকমলরূপ ক্রীড়ার উপকরণ, শ্বেত আতপত্র, ব্যজন ও মাল্য প্রভৃতি মহারাজবিভূতি এবং দুন্দুভি, শঙ্খ ও বেণু প্রভৃতি নানাবিধ সঙ্গীতের উপকরণে শোভিত হইয়া গমন করিতে লাগিল। অনন্তর দেবী যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যজ্ঞীয় পশুবধের সঙ্গে সঙ্গে বেদধ্বনিতে যজ্ঞভূমি মুখরিত হইতেছে, বিপ্রর্ষি ও দেবগণ যজ্ঞস্থলকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, লৌহ, কাঞ্চন, দর্ভ ও চর্ম্ম-দ্বারা নির্ম্মিত নানাবিধ যজ্ঞীয়পাত্র

শোভা পাইতেছে। সতী তথায় উপস্থিত হইলে, দক্ষ তাঁহার আদর করিলেন না; সুতরাং তাঁহার ভয়ে অন্য কেহ তাঁহার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিতে সাহস পাইলেন না; কেবল তাঁহার জননী ও ভগিনীগণ সাদরে ও প্রেমাশ্রুকণ্ঠে স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দেবী পিতার নিকট অনাদৃতা হইয়া মাতা, মাতৃস্বসা ও ভগিনীগণের কুশল-প্রশ্নাদির সহিত সাদর সম্ভাষণের উত্তর প্রদান করিলেন না এবং তাঁহারা তাঁহাকে আদর করিয়া বসিবার নিমিত্ত উত্তম আসন ও অন্যান্য স্নেহ প্রদর্শনের উপকরণ প্রদান করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি দেখিলেন, যজ্ঞে রুদ্রের ভাগ কল্পিত হয় নাই এবং নিমন্ত্রণ না করিয়া পিতা তাঁহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সম্প্রতি তাঁহাকেও অনাদর করিলেন; তখন ঈশ্বরীর মহাক্রোধের আবির্ভাব হইল বোধ হইল, যেন ক্রোধে লোক সকলকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন। অনন্তর উপদ্রব করিবার নিমিত্ত সমুত্থিত ভূতগণকে স্বীয় আজ্ঞায় নিবারণ করিয়া দেবী তত্রত্য জনগণের সমক্ষে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানহেতু গর্ব্বিত শিবদ্বেষী দক্ষকে নিন্দা করিতে লাগিলেন; ক্রোধভরে তাঁহার বাক্য অস্পষ্ট ভাব ধারণ করিল।

শ্রীদেবী কহিলেন,—এই লোকে যাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেহই নাই, যাঁহার প্রিয় অথবা অপ্রিয় কেহই নাই, যিনি দেহিগণের প্রিয় আত্মা, যিনি সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ, যিনি কাহারও প্রতি বৈরভাব পোষণ করেন না, আপনি ব্যতীত আর কে ঈদৃশ মহেশ্বরের প্রতিকূলাচরণ করিবে? হে দ্বিজ! আপনার ন্যায় যাহারা অসূয়াপরবশ, তাহারা অপরের গুণ থাকিলেও তাহাতে দোষ দর্শন করিয়া থাকে। কেহ কেহ গুণ ও দোষ যথাযথ বিচার করিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে মধ্যস্থ বলা যায়; যে সকল সাধু ব্যক্তি কেবল গুণ গ্রহন করেন, কদাপি দোষ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা মহত্তর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং অন্য কতকগুলি মহাত্মা আছেন, তাঁহারা অপরের দোষ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, যৎকিঞ্চিৎ গুণকেও প্রচুর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; ইঁহারা মহত্তম। আপনি ঈদৃশ মহাজনের প্রতি বৃথা দোষ কল্পনা করিয়াছেন। যাহারা এই জড়দেহকেই আত্মা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে, তাহারা যে সর্ব্বদা মহাজনের নিন্দাবাদ করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। এইরূপ করা অসাধুগণের মঙ্গলজনক, সন্দেহ নাই; কারণ, যদিও মহাপুরুষগণ স্বকীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদিগের পদরেণু সকল তাহা ক্ষমা করে না; তাঁহাদিগের পদরেণুর প্রভাবে অসাধুগণের তেজ নিরস্ত হইয়া যায়, অতএব তাহারা সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে! যাঁহার 'শিব' এই দ্ব্যক্ষর মাত্র নাম প্রসঙ্গক্রমে ঔদাসীন্যের সহিত বাক্যদ্বারা একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে মানবগণের পাপ সদ্যঃ হরণ করিয়া থাকে, কি আশ্চর্য্য! আপনি অমঙ্গলস্বরূপ হইয়া সেই পবিত্রকীর্ত্তি অলঙ্ঘ্য-শাসন মঙ্গলালয় শিবের প্রতি দ্বেষ করিতেছেন! ব্রহ্মানন্দমধুপানে লোলুপ মহাজনগণের মনোভৃঙ্গ যাঁহার পাদপদ্মের সেবা করিয়া থাকেন এবং যিনি সকাম ব্যক্তিগণের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকেন, আপনি সেই বিশ্ববন্ধু মহাদেবের দ্রোহাচরণ করিতেছেন! আপনি যাঁহাকে নামে শিব, বস্তুতঃ অশিব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, যিনি শ্মশানে জটাকলাপ বিকীর্ণ করিয়া এবং শ্মশানের মাল্য, ভস্ম ও নরকপাল-রূপ ভূষণে ভূষিত হইয়া পিশাচগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন, এক তুমি ভিন্ন ব্রহ্মাদিও তাঁহাকে অশিব জ্ঞান করেন না; যেহেতু তাঁহারা মহেশ্বরের চরণগলিত নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণ ধর্ম্মরক্ষক স্বামী মহেশ্বরের নিন্দাবাদ করিলে যদি স্বয়ং মরিতে অথবা নিন্দাকারীকে

বিনাশ করিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করা বিধেয়; যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসাধু ব্যক্তির অকল্যাণবাদিনী ঐ জিহ্বা বলপূর্ব্বক কাটিয়া ফেলিবে; অনন্তর স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, ইহাই ধর্ম্ম। আপনি শিবনিন্দক, আমার এই দেহ আপনার ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আমি এই দেহ ধারণ করিব না; ভ্রমবশতঃ অপবিত্র অন্ন ভোজন করিলে উহার বমনই একমাত্র শুদ্ধির হেতু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সংসারে সম্যক্ বিরক্ত ও যাঁহারা আত্মাতে নিরন্তর রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতি বেদের বিধি ও নিষেধের অনুবর্ত্তন করে না; অধিকারি-ভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। দেবগণের আকাশ ও মনুষ্যগণের পৃথিবী বিচরণ-স্থান; অতএব প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি যে কোন ধর্ম্মই হউক, স্বীয় ধর্ম্মে অবস্থান্ করিয়া অন্য ধর্ম্মের বা মনুষ্যের নিন্দা করিবে না। বেদে অগ্নিহোত্রাদি প্রবৃত্ত কর্ম্ম ও শমদমাদি নিবৃত্ত কর্ম্ম, অধিকারিভেদে উভয়ই বিহিত আছে; অতএব ব্যবস্থানুসারে উভয়ই সত্য; একই পুরুষের যুগপৎ উভয়বিধ কর্ম্ম করা অসম্ভব, কারণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। যেমন পূর্ব্বোক্ত অধিকারিদ্বয়ের মধ্যে একজন অপরের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে দোষ হয় না, সেইরূপ সদাশিব কোন কর্ম্ম না করিলেও দোষ হয় না; কারণ তিনি ব্রহ্মস্বরূপ, কর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। হে পিতঃ। আমাদের যে অণিমাদি সিদ্ধি আছে, তাহা আপনাদের কখন লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই; আপনাদের ঐশ্বর্য্য যজ্ঞশালাতেই আবদ্ধ! যাহারা যজ্ঞীয় অন্নে উদর পোষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, সকল কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত ব্যক্তিগণ ঐ সকল ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকে; আমাদের ঐশ্বর্য্য ঈদৃশ নহে, উহার হেতু নির্দ্দেশ করা যায় না, ইচ্ছামাত্রেই উহার প্রভাব অনুভূত হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মবিদ্গণ উহা ভোগ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি সমৃদ্ধ ও রুদ্র দরিদ্র, এইরূপ মনে করিয়া গর্ব্বিত হইবেন না। আপনি হরের নিন্দা করিয়া অপরাধী হইয়াছেন আমার দেহ আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব এরূপ কুজন্মা দেহে আমার অনুমাত্র প্রয়োজন নাই। "আপনার ন্যায় কুজনের সহিত আমার সম্পর্ক আছে, ইহা মনে করিলেও আমার লজ্জা বোধ হয়। যে ব্যক্তি মহাজনগণের অপ্রিয় অনুষ্ঠান করে, যদি তাহা হইতে জন্মলাভ হয়, তবে সে জন্মকেও ধিক্! যদি কখন পরিহাসাদিকালে বৃষধ্বজ আমাকে 'দাক্ষায়ণি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া আপনার নাম উচ্চারণ করেন, তখন আমার পরিহাস-হাস্য বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং অন্তঃকরণ দুঃখভারে আক্রান্ত হয়; অতএব আমি আপনার দেহ হইতে উদ্ভূত, আমার এই জীবন্মৃত দেহকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করিব।

মৈত্রেয় কহিলেন,—বৎস বিদুর! সতী এইরূপে দক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ভৎর্সনাবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া উত্তরাভিমুখে ক্ষিতিতলে উপবিষ্টা হইলেন এবং আচমনান্তর পীতবসনে অঙ্গ সংবৃত ও লোচনযুগল নিমীলিত করিয়া যোগপথে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর আসন জয় করিয়া নাভিচক্রে ঊর্দ্ধগামী প্রাণবায়ু ও অধোগামী অপানবায়ু, এই উভয়ের সমতা স্থাপনপূর্ব্বক তথা হইতে উদানবায়ুকে উত্থাপিত করিয়া বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন; অনন্তর কণ্ঠমার্গদ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে আনয়ন করিলেন। এইরূপে দেবী দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় দেহপরিত্যাগে কৃতসংকল্পা হইলেন; মহাজন-গণের পূজ্যতম মহাদেব যে দেহকে মুহুর্মুহুঃ সমাদরে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিতেন, তিনি সেই দেহের প্রত্যেক অবয়বে অনিল ও অগ্নি ধারণা অর্থাৎ চিন্তা

করিলেন। অনন্তর তিনি জগদ্গুরু স্বীয় ভর্ত্তার চরণাম্বুজের মাধুর্য্য চিন্তা করিতে করিতে অপর যাবতীয় বিষয় বিস্মৃত হইলেন। তখন তিনি যে দক্ষকন্যা, এই অভিমান বিদূরিত হওয়ায় কলুষশূন্য অর্থাৎ বিশুদ্ধ তাঁহার দেহ সমাধিযোগে উৎপন্ন অগ্নিদ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া ভূলোক ও অন্তরীক্ষ-বাসিগণ হাহাকার ধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল,—হায়! দক্ষকর্ত্তৃক প্রকোপিত হইয়া দেবদেব শঙ্করের পত্নী সতীদেবী প্রাণত্যাগ করিলেন। অহো! এই দক্ষের দুষ্ট ব্যবহার দেখ—ইনি প্রজাপতি, চরাচর ইঁহার প্রজা; যিনি ইঁহার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ও সতত সমাদর পাইবার যোগ্যা, সেই মনস্বিনী সতীদেবী ইঁহার নিকট অবমানিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। এই দক্ষের হৃদয়ে মহাদেবের উৎকর্ষ সহ্য হয় নাই; ইনি ব্রহ্মদ্রোহী শিবদ্বেষী। অবজ্ঞাহেতু স্বীয় কন্যা দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা হইলেও ইনি নিবারণ করেন নাই; এই নিমিত্ত ইঁহার ইহলোকে অখ্যাতি ও নরকে গতি হইবে। সতীর এই অদ্ভুত প্রাণত্যাগ দেখিয়া যখন জনগণ এইরূপ হাহাকার ধ্বনি করিতেছে, তখন যে সকল রুদ্রানুচর সতীর সহিত দক্ষালয়ে আসিয়াছিল, তাহারা অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক দক্ষকে বধ করিবার নিমিত্ত সমুত্থিত হইল। ভগবান্ ভৃগু তাহাদিগকে বেগে আসিতে দেখিয়া যজ্ঞবিঘ্ননাশক যজুর্মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিলেন। ভৃগু যজুর্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ অর্থাৎ হোমকর্ত্তা ছিলেন; তিনি আহুতি প্রদান করিলে যাঁহারা পূর্ব্বে তপস্যাদ্বারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল ঋভুনামক দেবগণ সহস্র সহস্র মহাবেগে উত্থিত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান ঋভুগণ জাজ্বল্যমান কাষ্ঠদ্বারা আঘাত করিতে আরম্ভ করিলে গুহ্যকগণের সহিত রুদ্রানুচরগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন—ভব দক্ষকর্ত্তৃক অবমানিতা ভবানীর নিধনবার্ত্তা ও যজ্ঞস্থলে উৎপন্ন ঋভুগণ-কর্ত্তৃক স্বীয় পার্ষদ ও অনুচরগণের পরাভব-বার্ত্তা নারদের মুখে অবগত হইয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ধূর্জ্জটি ঘোর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ক্রোধে অধরোষ্ঠ দংশন করিলেন এবং তড়িৎ ও বহ্নিজ্বালার ন্যায় উদ্দীপ্ত জটা উৎপাটনপূর্ব্বক অট্টহাস্য করিতে করিতে সহসা উত্থিত হইয়া গম্ভীরনাদে উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত জটা হইতে বীরভদ্র আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আকাশস্পর্শী দেহে সহস্র বাহু বিদ্যমান, তিনটী চক্ষুঃ যেন তিনটী সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও অঙ্গকান্তি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; তাঁহার দংষ্ট্রা করাল, কেশরাশি অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান ও গলদেশ নরকপালমালা-সমন্বিত এবং বাহুসকল বিবিধ আয়ুধে শোভিত; বীরভদ্র 'কি আজ্ঞা হয়' বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে ভগবান্ ভূতনাথ কহিলেন—হে রণকুশল! তুমি আমার অংশে উৎপন্ন; অতএব আমার অনুচরগণের অগ্রণী হইয়া যজ্ঞবিনাশপূর্ব্বক দক্ষকে বধ কর। বৎস বিদুর! কুপিত রুদ্র এইরূপ আদেশ করিলে তিনি দেবদেব প্রভুকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার ঈদৃশ অপ্রতিহত বেগ জন্মিল যে, তৎকালে তিনি আপনাকে অতিবলশালিগণেরও

বল সহ্য করিতে সমর্থ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বীরভদ্র ভৈরব গর্জ্জন করিয়া যমেরও যমস্বরূপ শূল উত্তোলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেন; তাঁহার পদদ্বয়ে নূপুরাদি ভূষণ শব্দায়মান হইতে লাগিল এবং রুদ্রপার্ষদগণ তাঁহার অনুগমন করিল। এদিকে যজ্ঞস্থলে যাজ্ঞিকগণ, যজমান, সদস্যগণ এবং অপরাপর দ্বিজ ও দ্বিজপত্নীগণ উত্তরদিকে ধূলিরাশি দেখিয়া প্রথমতঃ অন্ধকার বলিয়া মনে করিলেন পরে ধূলিরাশি বলিয়া জানিতে পারিয়া ঐ ধূলিরাশি কোথা হইতে উত্থিত হইল, চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, বায়ু প্রবলবেগে বহিতেছে না; দুষ্টের দমনকারী মহারাজ প্রাচীনবর্হিঃ অদ্যাপি জীবিত আছেন, সুতরাং দস্যুগণের সম্ভাবনা নাই; গোসকলও শীঘ্র নীত হইতেছে না, তবে এই ধূলিরাশির কারণ কি? এক্ষণে কি জগতের প্রলয় উপস্থিত? প্রসূতিপ্রভৃতি নারীগণ উদ্বিগ্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন, প্রজাপতি দক্ষ দুহিতৃগণের সমক্ষে যে, নিরপরাধা সতীর অবমাননা করিলেন, ইহা সেই মহাপাপেরই পরিণাম। যিনি প্রলয়কালে জটাকলাপ বিকীর্ণ ও স্বীয় শূলাগ্রভাগদ্বারা দিগ্‌গজেন্দ্রগণকে বিদ্ধ করিয়া উন্নমিত অস্ত্রসমূহে শোভিত ধ্বজাকার বাহুসমূহ বিস্তৃত করিয়া এবং অট্টহাস্যরূপ মেঘগর্জ্জনদ্বারা দশদিক্ বিদীর্ণ করিয়া নৃত্য করিয়া থাকেন, যিনি ভ্রূকুটী হেতু দুর্নিরীক্ষ্য ও যাঁহার করালদংষ্ট্রাদ্বারা নক্ষত্রগণ উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেই ক্রোধব্যাপ্ত অসহ্যতেজাঃ রুদ্রকে ক্রোধিত করিলে স্বয়ং বিধাতারও নিস্তার নাই; দক্ষের যে অমঙ্গল হইবে, তাহাতে সংশয় কি? এইরূপে তত্রত্য জনগণ চকিতনেত্রে বহুবিধ জল্পনা করিতেছে, এমন সময় ভূলোকে ও অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই সহস্র সহস্র উৎপাত ঘটিতে লাগিল; তাহাতে নির্ভীকচিত্ত হইলেও দক্ষের ভয় উৎপন্ন হইল। বৎস বিদুর! দেখিতে দেখিতে সহসা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী রুদ্রানুচরগণ দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ খর্ব্বাকৃতি, কেহ কপিলবর্ণ, কেহ পীতবর্ণ, কাহার মুখ ও উদর মকরের ন্যায়; তাহারা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে হইতে বিশাল যজ্ঞশালা অবরোধ করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ প্রাগ্‌বংশ অর্থাৎ যজ্ঞশালার পূর্ব্ব ও পশ্চিম স্তম্ভে অর্পিত পূর্ব্বপশ্চিমায়ত কাষ্ঠ ভগ্ন করিল; কেহ কেহ পত্নীশালা অর্থাৎ যজমানাদির পত্নীগণের উপবেশন স্থান, সভামণ্ডপ আগ্নীধ্রশালা, যজমানের গৃহ ও মহানস অর্থাৎ পাকভোজনশালা ভগ্ন করিয়া ফেলিল; অপর কতকগুলি প্রথম যজ্ঞপাত্রসকল চূর্ণবিচূর্ণ, কেহ বা যজ্ঞীয় অগ্নি নির্ব্বাপিত, কেহ কেহ অগ্নিকুণ্ডে মূত্রত্যাগ, কেহ বা যজ্ঞবেদির মেখলা অর্থাৎ সীমাসূত্র ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল; কতকগুলি শিবানুচর মুনিগণকে আক্রমণ করিল, কেহ বা রমণীগণকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা সমক্ষে পলায়িত দেবগণকে আক্রমণ করিল। মণিমান্ ভৃগুকে, বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে, চণ্ডেশ পূষাকে ও নন্দীশ্বর ভগকে বন্ধন করিল। অন্যান্য ঋত্বিক্, সদস্য ও দেবগণ ভৃগুপ্রভৃতির দুর্গতি দেখিয়া ও স্বয়ং পাষাণাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ভৃগুর হস্তে স্রুব নামক হেমপাত্র ছিল, কারণ, তিনি হোতা ছিলেন; ভগবান্ বীরভদ্র তাঁহার শ্মশ্রু উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, যেহেতু তিনি সভামধ্যে শ্মশ্রু দেখাইয়া হাস্য করিয়াছিলেন; তিনি ক্রোধে ভগকে ভূমিতলে পাতিত করিয়া তাঁহার নেত্রদ্বয় উৎপাটন করিলেন; কারণ, দক্ষ যখন শিবনিন্দা করিয়াছিলেন, তখন তিনি সভামধ্যে নেত্রদ্বারা সঙ্কেত করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধবিবাহকালে বলভদ্র যেরূপ কলিঙ্গরাজের দন্ত উৎপাটিত করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ পূষার দন্ত উৎপাটিত করিলেন; কারণ, দক্ষ পরমগুরু রুদ্রের নিন্দাবাদ

করিলে তিনি দন্ত প্রদর্শন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। অনন্তর ত্রিলোচন বীরভদ্র দক্ষের বক্ষঃস্থলে আরোহণ করিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্র-দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশে আঘাত করিয়াও শিরশ্ছেদ করিতে পারিলেন না; শর-ত্রিশূলাদি অস্ত্র ও খড়্গাদি অস্ত্র-দ্বারা দক্ষের ত্বক্ ছিন্ন হইল না দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন; পরে যজ্ঞস্থলে সংজ্ঞপনযোগ অর্থাৎ কণ্ঠপীড়নরূপ মারণযন্ত্র দেখিতে পাইয়া তদ্দ্বারা সেই যজমানপশুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। তখন ভূত-প্রেত-পিশাচাদি এই বধকার্য্য দর্শন করিয়া সাধু সাধু করিয়া উঠিল; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ এই কার্য্যে ভূয়সী নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রুদ্রমূর্ত্তি বীরভদ্র দক্ষের মস্তক দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিয়া ও যজ্ঞস্থল ভস্মীভূত করিয়া কৈলাসে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন—অনন্তর রুদ্রসেনার শূল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, পরিঘ ও মুদ্গরাঘাতে দেবতাদিগের অঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ায়, তাঁহারা পরাজিত হইয়া ঋত্বিক্ ও সভ্যগণের সহিত ভয়াকুলচিত্তে ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। এইরূপ ঘটিবে, ইহা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা ও বিশ্বাত্মা নারায়ণ দক্ষযজ্ঞে গমন করেন নাই। ব্রহ্মা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি তেজস্বী ব্যক্তি অপরাধীও হয়, তথাপি তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করা ভাল নয়; তাহা কদাপি কল্যাণকর হয় না। যদি স্ব স্ব মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে চিন্তা করিয়া দেখ, তোমরাই অপরাধী; কারণ, মহাদেব যজ্ঞভাগের অধিকারী, তোমরা তাঁহাকে দূর হইতেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। অতএব শুদ্ধচিত্তে তাঁহার চরণধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন কর; তিনি আশুতোষ, শীঘ্রই প্রসন্ন হইবেন। যিনি কুপিত হইলে লোকপালগণের সহিত এই লোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তোমরা যজ্ঞের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিয়া শীঘ্র তাঁহাকে প্রসন্ন কর; তিনি দুর্ব্বাক্যদ্বারা মর্ম্মাহত ও প্রিয়াবিরহে কাতর হইয়াছেন। তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত এ বিষয়ে অন্য প্রতিবিধান কে করিতে পারে? তিনি স্বতন্ত্র প্রভু; আমি, ইন্দ্র, তোমরা, মুনিগণ ও অন্যান্য দেহধারিগণ, কেহই তাঁহার তত্ত্ব অবগত নহে এবং কেহই তাঁহার বলবীর্য্যের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহে। ব্রহ্মা এইরূপে সুরগণকে উপদেশ দিয়া প্রজাপতিগণ, পিতৃগণ ও দেবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বস্থান হইতে ত্রিপুরারির প্রিয়নিলয় গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করিলেন।

এই কৈলাসধাম জন্মসিদ্ধ, ওষধিসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ ও যোগসিদ্ধ দেবগণের আবাসস্থান এবং অপ্সরা, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণে সর্ব্বদা পরিব্যাপ্ত; উহার শৃঙ্গ সকল নানামণিময় ও বিবিধ ধাতুরাগে চিত্রিত; তথায় বহুবিধ দ্রুম, লতা, গুল্ম, বহুবিধ মৃগ, বহুসংখ্যক নির্ম্মল জল-প্রস্রবণ, কন্দর ও সানুদেশ শোভা পাইতেছে; সিদ্ধকামিনীগণ স্ব স্ব পতির সহিত তথায় বিহার করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন; উহা ময়ূরগণের কেকারবে, মদান্ধ অলিগণের মূর্চ্ছনারাগতুল্য ঝঙ্কারে, কলকণ্ঠ কোকিলকুলের দীর্ঘ পঞ্চম স্বরে ও অন্যান্য বিহঙ্গ-

কুলের কূজনধ্বনিতে নিনাদিত। তথায় কামদুঘ অর্থাৎ যাহারা মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকে, ঈদৃশ উন্নত তরুরাজি বিরাজ করিয়া থাকে;—বোধ হইতে থাকে, যেন গিরিবর উর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণগণের ন্যায় পক্ষিগণকে আহ্বান করিতেছে; মাতঙ্গ গমন করিলে বোধ হয়, যেন পর্ব্বত গমন করিতেছে এবং নির্ঝরধ্বনি শ্রবণ করিলে প্রতীতি হয়, যেন উহা আলাপ করিতেছে। এই কৈলাস গিরি মন্দার, পারিজাত, দেবদারু, তমাল, শাল, তাল, কোবিদার, অসন, অর্জ্জুন, চূত, কদম্ব, নীপ, নাগ, পুন্নাগ চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ, কুরুবক, স্বর্ণবর্ণ শতপত্র, বার, এলা, মালতী, কুব্জক, মল্লিকা, মাধবী, পনস, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, হিঙ্গু, নানাবিধ ওষধি, গুবাক, রাজপূগ, জম্বু, খর্জ্জুর, আম্রাতক, আম্র, পিয়াল, মধুক, ইঙ্গুদ, বেণু, কীচক ও অন্যান্য তরুলতাদিদ্বারা পরিশোভিত। তথায় কুমুদ, উৎপল, কহ্লার ও শতপত্রপ্রভৃতি পুষ্পসম্ভারে রমণীয় সরোবরসমূহে বিহঙ্গকুলের মধুর কূজনে গিরিরাজের অপূর্ব্ব সুষমা হইয়া থাকে। তথায় মৃগ, শাখামৃগ অর্থাৎ বানর ক্রোড় অর্থাৎ শূকর, সিংহ, ভল্লুক, শল্যক, গবয়, শরভ, ব্যাঘ্র, রুরু, মহিষ, কর্ণোর্ণ, একপাদ ও আশ্বাস্য নামক মনুষ্যাকার মৃগবিশেষ এবং বৃক ও কস্তূরী মৃগসকল বিচরণ করিয়া থাকে; কদলীসমূহে সমাবৃত সরোবরের পুলিনভূমি সম্যক্ শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। দেবগণ সতীর স্নানহেতু পুণ্যতরসলিলা নন্দানাম্নী তটিনী-পরিবেষ্টিত কৈলাসগিরি দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা তথায় রমণীয়া অলকাপুরী ও সৌগন্ধিকনামক পঙ্কজ-শোভিত সৌগন্ধিক কানন দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। ঐ পুরীর বহির্ভাগে নন্দা ও অলকনন্দা নাম্নী দুই নদী প্রবাহিতা; ঐ নদীদ্বয় তীর্থপাদ ভগবানের পদাম্বুজপরাগস্পর্শে অতীব পাবন। বৎস বিদুর! রতিশ্রান্তা সুরাঙ্গনাগণ স্ব স্ব ধাম হইতে অবতরণ করিয়া এই নদীদ্বয়ের সলিলে অবগাহন করিয়া স্ব স্ব পতির অঙ্গে জলসেচনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের স্নানকালে বিভ্রষ্ট নবকুঙ্কুমে নদীর জল পীতবর্ণ হওয়ায় করিগণ পিপাসিত না হইলেও সেই জল স্বয়ং পান করে ও করিণীগণকে পান করাইয়া থাকে। তড়িৎসমন্বিত মেঘখণ্ডসমূহ উদিত হইলে, আকাশের যাদৃশী শোভা হয়, যক্ষললনাগণের স্বর্ণ, রৌপ্য ও মহারত্নময় শত শত বিমানদ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়ায় ঐ পুরীরও তাদৃশী শোভা হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত সৌগন্ধিক বন বিচিত্র মাল্য, ফল ও পত্রশোভিত কামদুঘ তরুনিচয়ে মনোহর, যুগপৎ কলকণ্ঠ বিহঙ্গকূজন ও ভ্রমরঝঙ্কারে মুখরিত এবং কলহংসকুলের অতিপ্রিয় পদ্মসমন্বিত জলাশয়-সমূহে পরিশোভিত। তথায় বনকুঞ্জরগণ হরিচন্দনবৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করিয়া থাকে এবং সমীরণ সেই পরিমল বহন করিয়া যক্ষকামিনীগণের চিত্তকে সমধিক কামমোহিত করিয়া থাকে। ঐ কাননের স্থানে স্থানে উৎপলমালায় শোভিত বাপীসকল শোভা বিস্তার করিয়া থাকে,—উহাদিগের সোপানশ্রেণী বৈদূর্য্যমণিদ্বারা বিরচিত; এই কানন কিংপুরুষগণের বিহারস্থান। দেবগণ কুবেরপুরী ও সৌগন্ধিক বন অতিক্রম করিয়া অদূরে এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ঐ বৃক্ষ একশতযোজন উন্নত ও পঞ্চসপ্ততিযোজন শাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান আছে; উহার চতুর্দ্দিকে নিরন্তর ছায়া বিদ্যমান থাকে; এই হেতু উহা তাপবর্জ্জিত ও পক্ষিকুলের কুলায় না থাকায় সর্ব্বদাই উপদ্রবরহিত।

সুরগণ দেখিলেন, মুমুক্ষুগণের আশ্রয়স্থল মহাযোগময় সেই তরুমূলে সদাশিব সমাশিন রহিয়াছেন; তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন অন্তক ক্রোধ

পরিত্যাগ করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তৎকালে তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছিল; সনন্দন প্রভৃতি শান্ত মহাসিদ্ধ কুমারগণ এবং যক্ষ ও রক্ষোগণের পতি কুবের, তাঁহার উপাসনা করিতেছিলেন। তিনি উপাসনা, চিত্তৈকাগ্র্য ও সমাধিপথের অধীশ্বর হইয়াও লোকপ্রবর্ত্তনের নিমিত্ত উক্ত পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন; তিনি বিশ্ববন্ধু, এই নিমিত্ত বাৎসল্যহেতু ভুবনমঙ্গল তপশ্চরণে নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অঙ্গ সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ; তাহাতে ভস্ম, দণ্ড, জটা ও অজিন, এই চিহ্নগুলি এবং ললাটে চন্দ্রলেখা শোভা পাইতেছিল; উহা তাপসগণের অভীষ্ট মূর্ত্তি। তিনি কুশাসনে সমুপবিষ্ট হইয়া সনন্দনাদি শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে জিজ্ঞাসু নারদকে সনাতন বেদতত্ত্ব উপদেশ করিতেছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ উরুদেশে বাম পাদপদ্ম, বাম জানুদেশে বাম বাহু ও দক্ষিণ বাহুর মনিবন্ধস্থানে অক্ষমালা অর্পিত ছিল এবং তিনি দক্ষিণ করের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বয় সংযোজিত করিয়া অপর অঙ্গুলীত্রয়ের প্রসারণরূপ তর্কমুদ্রা ধারণ করিয়াছিলেন; বাম জানু দৃঢ় করিবার নিমিত্ত তিনি যোগপট্টের অর্থাৎ যোগিজনপরিধেয় বস্ত্রবিশেষের আশ্রয় লইয়াছিলেন। লোকপালগণের সহিত মুনিগণ ব্রহ্মানন্দে সমাহিত, মননশীলগণের মুখ্য সেই গিরিশকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন। সুরেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রগণ যাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া থাকেন, সেই মহাদেব আত্মযোনি অর্থাৎ স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকে সমাগত দেখিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং স্বয়ং পূজ্যতম হইলেও যেমন বামনরূপী বিষ্ণু পিতা কশ্যপের বন্দনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও অবনতমস্তকে ব্রহ্মার বন্দনা করিলেন। অনন্তর যে সকল সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ নীললোহিতের চতুর্দ্দিকে সমাসীন ছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিলে তিনি সহাস্য-বদনে শশাঙ্কশেখরকে কহিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন—তুমি যদিও আমাকে প্রণাম করিলে, তথাপি আমি তোমাকে এই বিশ্বের ঈশ্বর বলিয়া জানি; যে হেতু এই জগতের যোনিরূপা প্রকৃতির ও বীজস্বরূপ পুরুষের তুমিই কারণ; এইরূপ হইয়াও তুমি নির্ব্বিকার ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতেছ। হে ভগবন্! তুমি স্বীয় অংশভূত এই প্রকৃতি ও পুরুষ-দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে ঊর্ণনাভির ন্যায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাক। ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ ধেনুস্বরূপা, ধর্ম্ম ও অর্থ দুগ্ধরূপে তাহা হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে; তুমি সেই সেই বেদের রক্ষণের নিমিত্ত দক্ষকে নিমিত্ত করিয়া অধ্বর অর্থাৎ যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলে এবং ধৃতব্রত ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধাসহকারে যে বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা পালন করিয়া থাকেন, তুমিই তাহা ইহলোকে বিধিবদ্ধ করিয়াছ। হে মঙ্গলময়! যাহারা শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে স্বর্গ অথবা মোক্ষ প্রদান করিয়া থাক এবং যাহারা পাপাচরণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগের নরক বিধান করিয়া থাক; তবে কিহেতু কখন কখন ইহার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইয়া থাকে? যাঁহারা তোমার চরণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে তোমাকে এবং আত্মস্বরূপ তোমাতে সর্ব্বভূতকে অপৃথগ্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, ক্রোধ দক্ষকে যেরূপ অভিভূত করিয়াছিল, সেরূপ তাঁহাদিগকে প্রায় অভিভূত করিতে পারে না। যাহারা ভেদদর্শী ও দুষ্টাশয়, যাহাদিগের দৃষ্টি কেবল কর্ম্মমার্গেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, অপরের সমৃদ্ধি দেখিলে যাহাদিগের হৃদয় পীড়া অনুভূত হয় এবং যাহারা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া অপরের মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করে, ইহারা তোমার ন্যায় নিরুপম সাধু পুরুষের বধ্য নহে; কারণ, স্ব স্ব দুরদৃষ্টই তাহাদিগকে বধ করিয়া রাখিয়াছে। পদ্মনাভ ভগবানের দুরত্যয়া মায়ায় মোহিতচিত্ত হইয়া যাহারা কোথাও কখন ভেদদৃষ্টিবশতঃ অপরাধ করিয়া

ফেলে, সাধুগণের চিত্ত স্বভাবতঃ পরদুঃখে কাতর হওয়ায় তাঁহারা তাহাদিগকে পরাক্রম প্রদর্শন না করিয়া কৃপা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, ইহাদিগের অপরাধ কি? আমার প্রারব্ধবশেই এইরূপ ঘটিয়াছে। হে প্রভো! তোমার বুদ্ধি পরম-পুরুষের দুরন্ত মায়ায় সমাচ্ছন্ন নহে; এই হেতু তুমি সর্ব্বজ্ঞ; যাহাদিগের চিত্ত মায়াভিভূত ও কর্ম্মে আসক্ত, তাহারা অপরাধী হইলেও তোমার কৃপার যোগ্য। হে রুদ্র! তুমি প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করায় উহা অসমাপ্ত রহিয়াছে; তুমিই যজ্ঞফল বিধান করিয়া থাক, অথচ অসূয়াপরবশ যাজ্ঞিকগণ তোমার প্রাপ্য ভাগ তোমাকে অর্পণ করে নাই। যাহা হউক, ঐ যজ্ঞের পুনরুদ্ধার কর; যজমান দক্ষ পুনর্জীবিত হউক, ভগ লোচনদ্বয় ও পূষা পূর্ব্ববৎ দন্তাবলী প্রাপ্ত হউক এবং ভৃগুর শ্মশ্রু পুনর্ব্বার সঞ্জাত হউক। অস্ত্র ও পাষাণাঘাতে দেবতা ও যাজ্ঞিকগণের গাত্র ভগ্ন হইয়াছে; তোমার প্রসাদে তাঁহারা আশু আরোগ্য লাভ করুন। হে রুদ্র! যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা তোমার ভাগ বলিয়া নিরূপিত হইল। হে যজ্ঞনাশন! এক্ষণে যজ্ঞভাগ লইয়া বিনষ্ট যজ্ঞ সম্পন্ন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন—ব্রহ্মার অনুনয়ে পরিতুষ্ট হইয়া ভব সহাস্যবদনে 'শ্রবণ করুন' বলিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন—হে প্রজানাথ! যাহারা দেবমায়ায় অভি-ভূত, সেই সকল মূঢ়দিগের অপরাধ আমি গণ্য করি না এবং তাহা চিন্তাও করি না; তাহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কেবল দণ্ডবিধান করিয়াছি মাত্র। প্রজাপতি দক্ষের মস্তক হোমকুণ্ডে দগ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার ছাগমুণ্ড হইবে; ভগ মিত্রনামক দেবতার নেত্রদ্বারা স্বীয় যজ্ঞভাগ দর্শন করিবেন; পূষা যখন একাকী যজ্ঞভাগ ভোজন করিবেন, তখন পিষ্ট পদার্থ ভোজন করিবেন, কিন্তু যখন অন্য দেবতার সহিত ভোজন করিবেন, তখন যজমানের দন্তদ্বারা ভোজন করিবেন; যে সকল দেবতা যজ্ঞাবশিষ্ট পদার্থ আমার ভাগ বলিয়া নিরূপণ করিলেন, তাঁহাদিগের ভগ্নগাত্র পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ সুস্থতা লাভ করুক; যে সকল অধ্বর্য্যু ও অন্যান্য ঋত্বিগ্‌গণের বাহু ও হস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যথাক্রমে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহু দ্বারা বাহুমান্ ও পূষার হস্তদ্বারা হস্তবান্ হইবেন এবং ভৃগুর ছাগের ন্যায় শ্মশ্রু হইবে।

মৈত্রেয় কহিলেন—বৎস বিদুর! তৎকালে কামপ্রদগণের শ্রেষ্ঠ ত্রিলোচনের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বভূতের আত্মা পরিতুষ্ট হইল; তাঁহারা সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ মহাদেবকে সানুনয় প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সহিত ব্রহ্মাকে ও ঋষিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুনর্ব্বার দক্ষের যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন এবং ভগবান্ ভব যেরূপ আদেশ করিলেন, তদনুসারে দক্ষের নিখিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল নির্ম্মাণ করিয়া অবশেষে তাঁহার দেহে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া দিলেন। মস্তক যোজিত হইলে ভগবান্ রুদ্রের কৃপাদৃষ্টিপাতে তিনি যেন সদ্যঃ নিদ্রা হইতে সমুত্থিত হইয়া সমক্ষে মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে

শিবদ্বেষহেতু প্রজাপতি দক্ষের চিত্ত মলিন ছিল; এক্ষণে মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়া শরৎকালীন হ্রদের ন্যায় তাহা নির্ম্মল হইল। তিনি ত্রিলোচনের স্তব করিতে মানস করিলেও সমর্থ হইলেন না; কারণ মৃতা তনয়া স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় অনুরাগ ও উৎকণ্ঠা-ভরে তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পস্তম্ভিত হইল। শুদ্ধচিত্ত প্রেম-বিহ্বল প্রজাপতি অতিকষ্টে মন সংযত করিয়া অকপটভাবে মহাদেবের স্তুতি করিয়া বলিতে লাগিলেন।

দক্ষ কহিলেন—হে ভগবান্! দেবসভায় আমি নিন্দাবাদ-দ্বারা আপনার অবমাননা করিয়াছিলাম; কিন্তু তথাপি আপনি দণ্ডবিধানদ্বারা আমার প্রতি প্রচুর করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহারা কেবল নামে ব্রাহ্মণ, আপনি ও বিষ্ণু তাহাদিগকেও উপেক্ষা করেন না; আমার ন্যায় যাহারা যজ্ঞে দীক্ষিত, তাহাদিগকে যে অবজ্ঞা করিবেন না, তাহাতে বক্তব্য কি? হে প্রভো! বেদ ও আত্মতত্ত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনি প্রথমে মুখ হইতে বিদ্বান্, তপস্বী ও ব্রতধারী বিপ্রগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অতএব হে পরমেশ! যেমন পশুপালক গর্ত্তাদি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পশুদিগকে তাড়না করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনিও ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্ববিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। আমার তত্ত্বজ্ঞানের অভাবহেতু আমি সভামধ্যে আপনাকে দুর্ব্বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়াছিলাম এবং সেই মহাজননিন্দারূপ অপরাধে অধঃপতিত হইতেছিলাম; আপনি সে সকল অপরাধে বিস্মৃত হইয়া দয়ার্দ্র দৃষ্টি পাতে আমাকে রক্ষা করিলেন। আপনার এই দয়ার অনুরূপ প্রত্যুপকার করি, এরূপ যোগ্যতা আমার নাই; অতএব আপনি স্বকৃত পরোপকার-দ্বারাই সন্তোষলাভ করুন।

মৈত্রেয় কহিলেন—দক্ষ এইরূপে মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া ব্রহ্মার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক উপাধ্যায় ও ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা পুনর্ব্বার যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিলেন। দ্বিজোত্তমগণ যজ্ঞের পুনঃপ্রবর্ত্তন ও প্রমথগণের সংস্পর্শদোষ নিবারণের নিমিত্ত বিষ্ণুর উদ্দেশে ত্রিকপালপুরোডাশ-নামক হবিঃ অগ্নিতে হোম করিলেন। বৎস বিদুর! অধ্বর্য্যুনামক যাজ্ঞিক হস্তে হবিঃ গ্রহণ করিলেন এবং যজমান দক্ষ তাঁহার সহিত শুদ্ধচিত্তে এরূপভাবে ধ্যান করিতে লাগিলেন, যাহাতে শ্রীহরি প্রাদুর্ভূত হইলেন। তৎকালে স্বীয় প্রভায় দশদিক্ উদ্‌ভাসিত ও ব্রহ্মাদির তেজহরণ করিয়া শ্রীহরি তথায় আগমন করিলেন; বৃহদ্রথ-স্তরনাম্নী দুইটী বেদশাখা যাঁহার দুইটী পক্ষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই পক্ষীরাজ গরুড় তাঁহাকে বহন করিয়া তথায় আনয়ন করিলেন। তাঁহার কটিতটে সুবর্ণের ন্যায় চন্দ্রহার এবং তিনি শ্যামকান্তি ও পীতাম্বর; তাঁহার শিরোদেশ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কিরীটভূষণে ও বদনমণ্ডল কুন্তলে পরিশোভিত এবং নীল অলকাবলী ভ্রমরপুঞ্জের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে; যেমন প্রস্ফুটীত পদ্মরাজ অষ্টদল বিস্তার করিয়া শোভা পাইতে থাকে, সেইরূপ ভৃত্যরক্ষার নিমিত্ত ব্যগ্র তাঁহার অষ্ট সুবর্ণালঙ্কৃত ভুজ শঙ্খ, পদ্ম, চক্র, শর চাপ, গদা অসি ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। তাঁহার বক্ষঃস্থলে রেখাদ্বারা লক্ষ্মী, গলদেশে বনমালা, উভয় পার্শ্বে দুইটী রাজহংসের ন্যায় ব্যজন ও চামর এবং মস্তকোপরি শশধরের ন্যায় অতিশোভন শ্বেতচ্ছত্র; তিনি উদার হাস্য ও অবলোকন-দ্বারা বিশ্বকে মোহিত করিতেছেন। শ্রীভগবান্‌কে সমুপস্থিত দেখিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রপুরঃসর দেবগণ সহসা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভগবানের অঙ্গপ্রভায় তাঁহাদিগের প্রভা মলিন হইল; তাঁহারা সসম্ভ্রমে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া গদ্‌গদ্‌বাক্যে অধোক্ষজের

স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণের চিত্তবৃত্তি ভগবানের মহিমা অবধারণে একান্ত অসমর্থ হইলেও যখন তিনি কৃপা করিবার নিমিত্ত স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত করিলেন, তখন তাঁহারা স্ব স্ব মতি-অনুসারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দক্ষ প্রযত ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আনন্দে স্তব করিতে করিতে উত্তম পাত্রে পূজোপকরণ গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণেরও পরমগুরু, সুনন্দ-নন্দপ্রভৃতি অনুচরবেষ্টিত যজ্ঞেশ্বর ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন।

দক্ষ কহিলেন—ভগবন্! আপনি চৈতন্যঘন-রূপে স্ব স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। যত প্রকার বুদ্ধির বৃত্তি অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত অবস্থা আছে, তৎসমুদয় আপনাতে কখনও অবস্থান করে না; এই নিমিত্ত আপনি শুদ্ধ ও এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় সুতরাং আপনি অভয়স্বরূপ। আপনি মায়াকে অভিভূত করিয়া স্বতন্ত্র থাকিয়া মায়াদ্বারা মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন, তখন আপনাকে যেন রাগাদিযুক্ত অপরিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

ঋত্বিগ্‌গণ স্তুতি করিয়া কহিলেন—হে নিরঞ্জন! আমরা আপনার তত্ত্ব অবগত নহি; নন্দীশ্বরের অভি-শাপে আমাদিগের বুদ্ধি কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। হে ভগবান্! যে যজ্ঞের সিদ্ধির নিমিত্ত আপনি ইন্দ্রাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের রূপ বিশেষরূপে ধারণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মপ্রতিপাদক বেদের প্রতিপাদ্য যজ্ঞস্বরূপ আপনার রূপ আমরা অবগত আছি।

সদস্যগণ বলিলেন—হে আশ্রয়প্রদ! এই জ্ঞানহীন মূঢ়গণ সংসারপথে ভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে বিশ্রাম করিবার স্থান নাই। এই পথে দারুণ ক্লেশরূপ দুর্গম স্থান সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে ও কালরূপ তীক্ষ্ণবিষ সর্প ইহাকে লক্ষ্য করিয়া আছে; এই পথ সুখদুঃখাদি গর্ত্তবহুল; ইহাতে খলরূপ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুগণ সর্ব্বদা ভয় প্রদর্শন করিতেছে এবং শোকরূপ দাবাগ্নি ধূ ধূ জ্বলিতেছে; বিষয়-মরীচিকায় বিভ্রান্ত, দেহ ও গেহরূপ গুরুভারে আক্রান্ত এবং নানাবিধ কামনায় প্রপীড়িত এই মূঢ়গণ কবে আপনার শ্রীচরণে বিশ্রাম লাভ করিবে?

রুদ্র কহিলেন—হে বরদ! আপনার শ্রীপাদ-পদ্মে অখিলার্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; তাহা হইলেও নিষ্কাম মুনিগণ পরমাদরে সেই পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন। আপনার সেই শ্রীচরণে আমার চিত্ত নিবেশিত রহিয়াছে; অজ্ঞ ব্যক্তি যদি আমাকে আচার-ভ্রষ্ট বলিয়া নিন্দা করে, আপনার প্রসাদে তাহা আমি গণনা করি না।

ভৃগু কহিলেন—যাঁহার গহন মায়ায় আত্মজ্ঞান আবৃত্ত হওয়ায় ব্রহ্মাদি দেহিগণও মোহনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া স্ব স্ব আত্মায় বিরাজমান আপনার তত্ত্ব অদ্যাপি অবগত নহেন, প্রণতজনের আত্মা ও বন্ধু সেই আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন!

ব্রহ্মা স্তুতি করিয়া বলিলেন—ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা পদার্থ সকলের পার্থক্য জ্ঞান হইয়া থাকে; পুরুষ এই সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা যে যে বস্তু অনুভব করে, তন্মধ্যে কোনটাই আপনার স্বরূপ নহে; আপনি দেবতা, ইন্দ্রিয় ও ভূতগণের আশ্রয় হইয়াও নিখিল মায়াময় বস্তু হইতে ভিন্ন।

ইন্দ্র কহিলেন—হে অচ্যুত! অসুরবিনাশন আয়ুধগণে শোভিত অষ্টভুজদণ্ড-সমন্বিত, মন ও নয়নের আনন্দকর, বিশ্বের উৎপত্তিহেতু আপনার এই যে শ্রীবিগ্রহ, ইহা অনির্ব্বচনীয় প্রপঞ্চের ন্যায় মিথ্যা নহে, পরন্তু সত্য।

ঋত্বিক্‌পত্নীগণ স্তব করিলেন—হে যজ্ঞাত্মন্! আপনার আরাধনা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা পূর্ব্বে এই যজ্ঞের সৃষ্ট করিয়াছিলেন। অদ্য দক্ষের প্রতি কোপ করিয়া পশুপতি এই যজ্ঞ বিধ্বস্ত করায় ইহা

নিরুৎসব শ্মশানতুল্য হইয়াছে; আপনি আপনার নলিনকান্তি নেত্র-দ্বারা ইহাকে পবিত্র করুন।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনার কর্ম্ম সকল ফলের সহিত অন্বিত নহে; যেহেতু আপনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না। অপরে সম্পদ্ লাভ করিবার নিমিত্ত যে লক্ষ্মীদেবীর ভজনা করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং আপনার সেবা করিলেও আপনি তাঁহাকে সমাদর করেন না।

সিদ্ধগণ বলিলেন,—আমাদিগের মনোগজ ক্লেশ-দাবাগ্নিদগ্ধ ও তৃষ্ণার্ত্ত; সে এক্ষণে আপনার কথা-রূপা শুদ্ধ অমৃতনদীতে অবগাহন করিয়া সংসারতাপ বিস্মৃত হইয়াছে এবং ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্ত জ্ঞানীর ন্যায় তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে না।

দক্ষপত্নী প্রসূতি স্তুতি করিয়া কহিলেন,—হে ঈশ! আপনার শুভাগমন হউক। আপনি প্রসন্ন হউন; আপনাকে প্রণিপাত করি। হে অধীশ! যেমন মস্তকহীন দেহ সুন্দর করচরণাদি অবয়বযুক্ত হইলেও শোভা পায় না, সেইরূপ আপনার অধিষ্ঠান-রহিত যজ্ঞ কেবল প্রযাজাদি অঙ্গসমূহ-যুক্ত হইলেও তাহার শোভা হয় না। হে শ্রীনিবাস! স্বীয় কান্তা লক্ষ্মীদেবীর সহিত আমাদিগকে রক্ষা করুন।

লোকপালগণ কহিলেন,—আপনি অন্তর্যামিরূপে এই বিশ্বকে দর্শন করিতেছেন। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকল অসদ্বস্তুসমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকে; এই সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা কি আপনাকে যথার্থ দর্শন করিতেছি, তাহা বোধ হয় না। হে ভূমন্! আপনি যে পঞ্চভূতের অতীত হইয়াও পঞ্চভূতোপলক্ষিত জীবের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছেন, ইহা আপনার মায়া, সন্দেহ নাই। আপনি আমাদিগের বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতেছেন না; আমাদিগের জীবনে ধিক্।

যোগেশ্বরগণ কহিলেন,—হে বিশ্বাত্মন্ প্রভো! আপনি পরব্রহ্ম। যিনি আপনার স্বরূপ হইতে স্বীয় আত্মাকে পৃথক্ অনুভব করেন না, তাঁহার অপেক্ষা আপনার প্রিয়তম অন্য কেহই নাই। তথাপি, হে ভক্তবৎসল; যাঁহারা অব্যভিচারিণী ভক্তি-সহকারে আপনার ভজনা করেন, আপনি আমাদিগকে তাঁহাদিগের তাদৃশী ভক্তি প্রদানপূর্ব্বক অনুগৃহীত করুন। আপনার মায়া জীবের অদৃষ্টবশতঃ গুণত্রয়ে বিভক্ত হইলে তাহা হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। এইরূপে আপনি আপনার মধ্যে ব্রহ্মাদি নানা ভেদজ্ঞান রচনা করিয়া থাকেন এবং আপনিই স্বীয় স্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক দ্বৈতভ্রম ও তাহার কারণস্বরূপ গুণসকলকে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন; আপনাকে প্রণিপাত করি।

শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ স্তুতি করিয়া কহিলেন,—আপনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাদি ফল প্রসব করিয়া থাকেন। আপনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ; আমি অথবা অন্য কেহই আপনার তত্ত্ব অবগত নহে।

অগ্নি কহিলেন,—যাঁহার তেজে আমি প্রদীপ্ত হইয়া প্রশস্ত যজ্ঞে ঘৃতসিক্ত হবিঃ দেবতাদিগের উদ্দেশে বহন করিয়া থাকি, যিনি অগ্নিহোত্র দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও পশুসোম, এই পঞ্চবিধ যজ্ঞস্বরূপ এবং পাঁচটী যজুর্মন্ত্র-দ্বারা যিনি উত্তমরূপে পূজিত হইয়া থাকেন, সেই যজ্ঞপালক যজ্ঞমূর্ত্তির বন্দনা করি।

দেবতাগণ স্তব করিলেন,—পূর্ব্বে প্রলয়কালে যিনি স্বরচিত ত্রিলোকীকে স্বীয় উদরে উপসংহার করিয়া সেই প্রলয়সলিলে শেষশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, আপনিই সেই আদিপুরুষ; সেই প্রলয়-কালে জনলোকাদিনিবাসী সিদ্ধগণ আপনার জ্ঞান-মার্গ ধ্যান করিয়া থাকেন। সেই আপনিই অদ্য চক্ষুর্গোচর হইতেছেন এবং এই ভৃত্যগণকে রক্ষা করিতেছেন।

গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কহিলেন,—হে মহত্তম! যাঁহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা আদিপুরুষ ও রুদ্র মুখ্য, সেই ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণ আপনার অংশ। হে নাথ! এই বিশ্ব আপনার ক্রীড়ার উপকরণ; আপনাকে সতত বন্দনা করি।

বিদ্যাধরগণ বলিলেন,—মনুষ্য, পুরুষার্থ-সাধন এই কলেবর প্রাপ্ত হইয়া আপনার মাথায় তাহাতে 'আমি ও আমার' এই অভিমান করিয়া থাকে; পুত্রাদিকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও সেই দুর্ম্মতি অসৎ বিষয়ে লালসা করিয়া থাকে। কেবল আপনার কথামৃত-সেবনদ্বারা এই আত্মমোহকে দূরে পরিত্যাগ করা যায়; অতএব মনুষ্যের তাহাই বিধেয়।

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—যজ্ঞ, হবিঃ, অগ্নি, মন্ত্র, সমিৎ, দর্ভ, যজ্ঞপাত্র, সদস্য, ঋত্বিক্, যজমানদম্পতি, দেবতা, অগ্নিহোত্র, স্বধা, সোম, ঘৃত ও পশু, এ সমস্তই আপনার রূপ। হে বেদমূর্ত্তে! যজ্ঞ ও ক্রতুনামক যজ্ঞ আপনারই রূপ। যেমন গজরাজ পদ্মিনীকে অনায়াসে দন্তদ্বারা উত্তোলন করে, সেইরূপ আপনি পুরাকালে মহাবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তৎকালে যোগিগণ আপনার স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন। হে যজ্ঞেশ্বর! আমরা সৎকর্ম্মসমূহ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়াছি; আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বিনষ্ট যজ্ঞের পুনরুদ্ধার করুন। মনুষ্যগণ যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে যজ্ঞবিঘ্নসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আমরা তাঁহাকে প্রণিপাত করি।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর! ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপে ভগবান্ হৃষীকেশের গুণকীর্ত্তন করিলে দক্ষ বীরভদ্রকর্ত্তৃক দূষিত যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিলেন। ভগবান্ সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী; এই নিমিত্ত সকল দেবগণের যজ্ঞভাগ তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপে নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইলেও তিনি যেন স্বীয় যজ্ঞভাগে পরিতৃপ্ত হইয়া দক্ষকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি জগতের পরম কারণ, আত্মা, ঈশ্বর ও সাক্ষী; আমি স্বপ্রকাশ ও নিরুপাধি; আমাকেই ব্রহ্মা ও শিব বলিয়া জানিবে। হে দ্বিজ! আমিই আমার গুণময়ী মায়া অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকি এবং তত্তৎ-কর্ম্মোচিত নাম ধারণ করিয়া থাকি। আমিই পরমাত্মা ও ভেদরহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম; যাহারা মূর্খ, তাহারাই ব্রহ্মা, রুদ্র, ও অপর ভূত সকলকে আমা হইতে পৃথক্ মনে করিয়া থাকে। যেমন প্রাণিগণ স্ব স্ব মস্তক ও হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আপনা হইতে ভিন্ন মনে করে না, সেইরূপ আমার ভক্ত ভূতসকলকে আমা হইতে ভিন্ন মনে করেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র সর্ব্বভূতের আত্মা; এই তিনের স্বরূপ এক; যিনি ইহাদিগের মধ্যে ভেদ দর্শন করেন না, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—প্রজাপতিশ্রেষ্ঠ দক্ষ এইরূপে ভগবানের আদেশে ত্রিকপাল-যজ্ঞদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া অনন্তর প্রধান ও অপ্রদান অঙ্গযজ্ঞসমূহ-দ্বারা অপরাপর দেবতাদিগের আরাধনা করিলেন। পরে সমাহিত হইয়া যজ্ঞবিশিষ্ট ভাগ-দ্বারা রুদ্রের যজনা করিয়া সমাপনকর্ম্মদ্বারা অন্যান্য সোমপায়ী দেব-সমূহের অর্চ্চনা করিলেন; অনন্তর যজ্ঞ সমাপন করিয়া ঋত্বিগ্‌গণের সহিত অবভৃথস্নান অর্থাৎ যজ্ঞান্ত-স্নান করিলেন। এইরূপে দক্ষ ভগবদারাধনের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিলেও দেবগণ 'তাঁহাকে ধর্ম্মে মতি হউক' বলিয়া বর প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। এইরূপে দক্ষকন্যা সতী পূর্ব্বকলেবর ত্যাগ করিয়া

হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়াছি। যেমন প্রলয়কালে সুপ্তা শক্তি পুনর্ব্বার ঈশ্বরকে আশ্রয় করে, সেইরূপ অম্বিকা একান্ত ভক্তগণের একমাত্র গতি সেই প্রিয়তম মহাদেবকে পুনর্ব্বার পতিরূপে ভজনা করিয়াছিলেন। দক্ষযজ্ঞবিনাশন ভগবান্ শম্ভুর পূর্ব্ববর্ণিত চরিত্র আমি বৃহস্পতির শিষ্য ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। মহেশ্বরের এই পবিত্র চরিত্র যশঃপ্রদ, আয়ুর্ব্বর্দ্ধন ও পাপনাশন। হে কৌরব! যে ব্যক্তি ইহা ভক্তিভাবে নিত্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবেন, তিনি আপনার ও অপরের সংসার-বিপদ্ দূর করিতে সমর্থ হইবেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর! সনকাদি কুমার-চতুষ্টয়, নারদ, ঋভু, হংস, অরুণি ও যতি ব্রহ্মার পুত্র; ইঁহারা উর্দ্ধরেতাঃ ছিলেন, এই নিমিত্ত দার-পরিগ্রহ করেন নাই। অধর্ম্মও ব্রহ্মার পুত্র, তাঁহার ভার্য্যা মৃষা; তিনি দম্ভনামক পুত্র ও মায়ানাম্নী কন্যাকে যুগপৎ প্রসব করেন; অপুত্রক নিঋ´তি এই উভয়কে পুত্রকন্যারূপে গ্রহণ করেন। দম্ভ ও মায়া যমজ হইলেও অধর্ম্মের অংশ বলিয়া পতিপত্নী-ভাবে সম্বন্ধ হইলে মায়ার গর্ভে লোভ ও নিকৃতি অর্থাৎ শঠতা উৎপন্ন হইল; ঐ লোভ ও নিকৃতির সংযোগে ক্রোধ ও হিংসা এবং ক্রোধের ঔরসে ও হিংসার গর্ভে কলি অর্থাৎ কলহ ও তাহার ভগিনী দুরুক্তি জন্মগ্রহণ করিল। কলি দুরুক্তির গর্ভে ভী ও মৃত্যুকে এবং মৃত্যু ভীর গর্ভে নিরয় যাতনাকে উৎপাদন করিল। হে বিদুর! আমি অধর্ম্মের বংশ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। ইহা তিনবার শ্রবণ করিলে মনুষ্য স্বকীয় মলিনতা বিদূরিত করিতে পারে; ইহা পবিত্রও বটে, কারণ এই অধর্ম্ম-বংশকে পরিবর্জ্জন করিলে পুণ্য উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! অতঃপর আমি ব্রহ্মার পুত্র পুণ্যকীর্ত্তি স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রবংশ বর্ণন করিতেছি।

স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারা বাসুদেবের অংশে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন। সুনীতি ও সুরুচি নামে উত্তান-পাদের দুই পত্নী ছিলেন; তন্মধ্যে সুরুচি মহারাজের প্রেয়সী ছিলেন, সুনীতি তাদৃশী ছিলেন না। সুনীতির ধ্রুব নামে পুত্র ছিল। একদা রাজা সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছিলেন, এমন সময় ধ্রুব পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি তাহাকে আদর করিলেন না। অতিগর্ব্বিতা সুরুচি সপত্নীতনয় ধ্রুবকে এইরূপ করিতে দেখিয়া রাজার সমক্ষেই ঈর্ষাভরে কহিলেন, বৎস! যেহেতু তুমি রাজপুত্র হইয়াও আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই, অতএব তুমি রাজার আসনে আরোহণ করিবার যোগ্য নহ। তুমি বালক, তুমি যে অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা বোধ হয় জান না; এই নিমিত্ত এইরূপ দুর্লভ বিষয়ে মনোরথ করিতেছ। যদি তুমি রাজাসন লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তপস্যাদ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে আমার গর্ভে জন্ম লাভ কর।

মৈত্রেয় কহিলেন,—যেমন সর্প দণ্ডদ্বারা তাড়িত হইলে ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে থাকে, সেইরূপ ধ্রুবও মাতার সপত্নীর কটূক্তিবাণে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, পিতা বিমাতার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াও মৌনাবলম্বন করিলেন; তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মাতার সমীপে গমন করিলেন। সুনীতি দেখিলেন, পুত্র ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছে ও তাহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছে; তখন তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং অন্তঃপুর-জনের মুখে সপত্নীর বাক্যই যে পুত্রের রোদনের হেতু, তাহা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি দাবাগ্নিগতা বনলতার ন্যায় শোকানলমধ্যে পতিতা হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন; সপত্নীর বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহার নলিন-নেত্রদ্বয়কে বাষ্পাকুল করিয়া তুলিল সুনীতি দুঃখের পার না পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিলেন,—বৎস! অপরকে অপরাধী মনে করিও না; কারণ যে ব্যক্তি অপরকে দুঃখ দেয়, সে স্বদত্ত দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। সুরুচি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। তুমি এই দুর্ভগার গর্ভে জন্মিয়াছ এবং তাঁহারই স্তন্যে বর্দ্ধিত হইয়াছ: আমি এমনই দুর্ভাগা যে, রাজা আমাকে ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করেন। যদি তুমি উত্তমের ন্যায় রাজাসন অভিলাষ কর, তাহা হইলে শ্রীহরির পাদপদ্ম আরাধনা কর; তোমার বিমাতার এই কথা যথার্থ। অতএব, বৎস! তুমি পরশ্রী-কাতরতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপদেশ পালন কর। যিনি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা হন, যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া ব্রহ্মা পরমেষ্ঠি-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ যাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া থাকেন, তোমার পিতামহ ভগবান্ মনু যাঁহাকে সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামি জানিয়া প্রচুর-দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞ দ্বারা যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া অন্যদুর্লভ পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখ ও মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন, মুমুক্ষ ব্যক্তিগণ যাঁহার পাদপদ্মে উপনীত হইবার পন্থা অন্বেষণ করিয়া থাকেন, হে বৎস! তুমি সেই ভৃত্যবৎসলের শরণাপন্ন হও; অন্যবস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক ভক্তিভাব-দ্বারা পবিত্র অন্তঃকরণে ভগবান্‌কে সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার ভজনা কর। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার অন্বেষণ করেন, সেই লক্ষ্মীদেবী প্রদীপের ন্যায় কমল হস্তে ধারণ করিয়া যাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া থাকেন, সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কেহ তোমার দুঃখ হরণ করিতে পারে, এরূপ দেখিতে পাইতেছি না।

ধ্রুব জননীর এইরূপ বিলাপ ও উদ্দেশ্যসাধক বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেকবলে চিত্তকে সংযত করিয়া পিতার প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। নারদ তাহা শ্রবণ করিয়া ও ধ্রুবের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পাপহারী হস্তদ্বারা তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া সবিস্ময়ে মনে মনে চিন্তা করিলেন,—ক্ষত্রিয়দিগের আশ্চর্য প্রভাব দেখ। ইঁহারা অবমাননা সহ্য করিতে পারেন না। ধ্রুব বালক হইয়াও বিমাতার কটূক্তিজ্বালা হৃদয়ে অনুভব করিতেছে। অনন্তর নারদ কহিলেন,—বৎস! তুমি ক্রীড়াসক্ত কুমার, তোমার এখনও মান-অপমানের কারণ দেখিতেছি না। মান ও অপমানের প্রভেদ বিদ্যমান থাকিলেও জীবের অসন্তোষের কারণ মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে; তবে যে জগতে সুখ-দুঃখ অনুভব হইয়া থাকে, জীবের স্ব স্ব কর্ম্মই উহার কারণ। অতএব, হে পুত্র! ঈশ্বরের আনু-কূল্য-ব্যতিরেকে কোন উদ্যমই ফল প্রসব করিতে সমর্থ নহে, ইহা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ব্বকর্ম্মবশে

যে পরিমাণ সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকেন। তুমি মাতার উপদেশে যোগ অবলম্বন করিয়া যাঁহার কৃপালাভ করিতে ইচ্ছা লাভ করিতেছ, তিনি জীবের দুরারাধ্য বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে; নিঃসঙ্গ মুনিগণ তাঁর যোগ যুক্ত সমাধি-দ্বারা বহু জন্ম অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না। অতএব তুমি এই নিষ্ফল আগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হও; বৃদ্ধত্ব উপস্থিত হইলে তখন যত্নবান্ হইবে। যাঁহার যে সুখ বা দুঃখ কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। সুখ উপস্থিত হইলে মনে করিবেন, আমার পুণ্য ক্ষয় হইতেছে এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে মনে করিবেন, আমার পাপ-ক্ষয় হইতেছে; এইরূপে দেহী সংসারপার অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিবেন। আপনা হইতে গুণাধিক্ লোককে দর্শন করিলে প্রীতি, গুণে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন করিলে দয়া এবং নিজের সমান ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকার হইলে বন্ধুত্ব করিবার অভিলাষ করা বিধেয়; এইরূপ করিলে অপমানাদি তাপ অভিভূত করিতে পারে না।

ধ্রুব কহিলেন—যাহা আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তি লাভ করিতে অক্ষম, আপনি দয়া করিয়া সুখদুঃখে হতবুদ্ধি পুরুষদিগের অবলম্বনীয় সেই সন্তোষরূপ শমগুণ প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু আমার ক্ষত্রিয়স্বভাব অসহনশীল ও অবিনীত হওয়ায় সুরুচির দুর্ব্বাক্যবাণে বিদ্ধ আমার হৃদয়ে তাহা স্থান পাইতেছে না। যাহা আমার পিতৃপুরুষগণও প্রাপ্ত হন নাই এবং যাহা ত্রিভুবনে উৎকৃষ্ট পদ, আমি তাহাই জয় করিতে ইচ্ছা করি; অতএব, হে ব্রহ্মন্! আমাকে সাধু পথ উপদেশ করুন। আপনি ভগবান্ পরমেষ্ঠীর অঙ্গ হইতে উৎপন্ন; জগতের হিতের নিমিত্ত বীণা বাদন করিতে করিতে সূর্য্যের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ নারদ পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং সদয় হইয়া বালককে সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—তোমার জননী যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সত্য; ভগবান্ বাসুদেব তোমার নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ অভিপ্রেতসিদ্ধির পন্থা; তুমি একাগ্রচিত্তে তাঁহার ভজনা কর। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ বাঞ্ছা করেন, শ্রীহরির পাদসেবনই তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয়। অতএব, বৎস! তুমি পবিত্র যমুনাতটে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক; ঐ স্থান পবিত্র মধুবন নামে প্রসিদ্ধ,—শ্রীহরি সর্ব্বদা ঐস্থানে বাস করিয়া থাকেন। তুমি তথায় আসন রচনাপূর্ব্বক কালিন্দীর পবিত্র সলিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া দেবতানমস্কারাদি করিবে এবং রেচক, পূরক ও কুম্ভকরূপ ত্রিবিধ প্রাণায়াম করিয়া প্রাণ, ইন্দ্রিয় মনের মল অর্থাৎ চাঞ্চল্য বিদূরিত করিয়া ধীরচিত্তে শ্রীহরির ধ্যান করিবে। তিনি সর্ব্বদা ভক্তকে বর প্রদান করিবার নিমিত্ত অভিমুখ; তাঁহার বদন ও নেত্র সর্ব্বদা প্রসন্ন, নাসিকা, ভ্রূ ও কপোল কমনীয়, তিনি দেবগণের মধ্যে পরমসুন্দর ও তরুণবয়স্ক, তাঁহার অঙ্গ রমণীয় এবং ওষ্ঠ ও নেত্র অরুণবর্ণ, তিনি প্রণতজনের আশ্রয় ও সর্ব্বপুরুষার্থ-নিধি, তিনি করুণাসাগর ও শরণাগতের শরণস্থল; তিনি ঘনশ্যাম পুরুষ, তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলদেশে বনমালা ও ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কেয়ূর ও বলয়, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল বিরাজিত; গ্রীবাদেশ কৌস্তুভমণির শোভা সম্পাদন করিতেছে; তাঁহার পরিধানে পীত পট্টবস্ত্র, কটিদেশ কাঞ্চীকলাপে পরিবেষ্টিত এবং চরণযুগল কাঞ্চননূপুরে বিলসিত। তিনি পরমসুন্দর শান্ত এবং মন ও নয়নের প্রীতিবর্দ্ধন; যাঁহারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তিনি তাঁহাদিগের দেহস্থ হৃৎপদ্ম কর্ণিকার ধিষ্ণ্য অর্থাৎ মধ্যস্থানকে নখমণি-

শ্রেণীদ্বারা উদ্‌ভাসিত পদদ্বয়ে অধিকার করিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রীমুখে ঈষৎ হাস্ত ও অবলোকন অনুরাগব্যঞ্জক, তিনি ব্রহ্মাদি বরদাতাদিগের শ্রেষ্ঠ; ঈদৃশ ভগবান্‌কে সংযত ও একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবে। শ্রীভগবানের এই পরমমঙ্গল রূপ ধ্যান করিতে করিতে মন শীঘ্র পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হয় না। হে রাজপুত্র! এক্ষণে গুহ্য মহামন্ত্র প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর; যিনি ইহা সপ্তরাত্র পাঠ করেন, তিনি পার্ষদগণকে দর্শন করিয়া থাকেন। মন্ত্রার্থ এই—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার। যাঁহার বিশিষ্ট দেশ ও বিশিষ্টকালের জ্ঞান আছে, ঈদৃশ পণ্ডিত ব্যক্তি এই মন্ত্রে বিবিধ উপচারদ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। পবিত্র বারি, মাল্য, বন্য ফলমূলাদি, দূর্ব্বাঙ্কুর, ভূর্জ্জত্বক্ ও প্রিয়া তুলসী-দ্বারা প্রভুর অর্চ্চনা করা বিধেয়; যদি শিলাদিনির্ম্মিতা প্রতিমা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতেই পূজা করিবে; ক্ষিতি ও জলাদিতেও পূজা করিবার বিধি আছে। পরিমিত বন্য ফলমূলাদি ভোজন করিয়া সংযতচিত্ত, মৌনী ও শান্ত হইবে। উত্তমশ্লোক শ্রীহরি স্বীয় অচিন্ত্য মায়াবলে স্বেচ্ছায় অবতার হইয়া যে সকল হৃদয়গ্রাহিণী লীলা করিবেন, তাহা ধ্যান করিবে। ভগবানের যে সকল পরিচর্য্যা পূর্ব্বে বিহিত হইয়াছে, মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের উদ্দেশে মন্ত্রদ্বারাই সেই সকল প্রয়োগ করিবে। ভগবান্ অকপট সম্যগ্‌ভজনশীল ব্যক্তিগণের ভাববর্দ্ধন। এইরূপে কায়মনোবাক্যে উত্তমরূপে ভক্তিসহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিলে তিনি মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের মধ্যে যাহা অভিমত শ্রেয়ঃ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়ভোগে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া প্রগাঢ় ভক্তিযোগ ও নিরন্তর ভাব-সহকারে তাঁহার ভজনা করেন, তিনি শীঘ্রই বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। নারদ এইরূপ বলিলে রাজপুত্র তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া শ্রীহরির চরণচর্চ্চিত পুণ্য মধুবনে গমন করিলেন। ধ্রুব তপোবনে গমন করিলে মুনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজপ্রদত্ত পাদ্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক সুখাসীন হইয়া কহিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! ম্লানমুখে দীর্ঘকাল কি ধ্যান করিতেছেন? ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের মধ্যে কোনটীর হানি হয় নাই ত?

রাজা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি স্ত্রৈণ ও নিষ্ঠুরচেতা। আমার পুত্র ধ্রুব সুবোধ পঞ্চমবর্ষীয় বালক; আমি তাহাকে ও তাহার মাতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। শিশু একাকী বনে ভ্রমণ করিয়া মুখাম্বুজ ম্লান ও শরীর শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হইলে যখন শয়ন করিবে, তখন ব্যাঘ্র সকল পাছে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। হায়! স্ত্রীবশীভূত আমার দৌরাত্ম্য দেখুন; আমি এমনই মূঢ়বুদ্ধি যে, পুত্র প্রেমহেতু ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে আমি তাহাকে সমাদর করিলাম না।

নারদ কহিলেন,—হে মহারাজ! আপনি স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত শোক করিবেন না। ঐ শিশু দেবরক্ষিত, আপনি উহার প্রভাব জানেন না; ঐ শিশুর বশে ভুবন ব্যাপ্ত হইবে। যাহা লোকপালগণেরও সুদুষ্কর, ঈদৃশ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ও আপনার যশ বিস্তার করিয়া ধ্রুব অচিরে আগমন করিবে।

মৈত্রেয় কহিলেন,—রাজা দেবর্ষির পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজলক্ষ্মীকে অনাদর করিলেন এবং পুত্রেরই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এদিকে ধ্রুব মধুবনে স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া পূত ও সমাহিত হইয়া উপবাসে বিভাবরী যাপন করিলেন এবং দেবর্ষির আদেশানুসারে ভগবানের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। প্রতি ত্রিরাত্রের অবসানে দেহধারণের উপযোগী কপিত্থ ও বদরীফল ভক্ষণ করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনায় একমাস যাপন করিলেন। দ্বিতীয় মাসে

প্রতি ষষ্ঠদিবসে শীর্ণ তৃণপর্ণাদি আহার এবং তৃতীয় মাসে প্রতি নবমদিবসে বারি ভক্ষণ করিয়া সমাধি-যোগে উত্তমশ্লোকের আরাধনা করিতে লাগিলেন। চতুর্থমাস সমাগত হইলে প্রতি দ্বাদশদিবসে বায়ু ভক্ষণ করিয়া দেহ ধারণ করিতে লাগিলেন; এইরূপে শ্বাস জয় করিয়া ভগবানের ধ্যানে নিরত হইলেন। পঞ্চমমাসে শ্বাসজয়ী নৃপকুমার ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়ত হইয়া একপদে স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎকালে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় মনকে হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া ভগবানের রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন; অন্য কোন পদার্থ তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল না। ধ্রুব মহদাদির আধার এবং প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হইলে তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ত্রিভুবন কম্পিত হইল। যখন রাজপুত্র একপদে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন যেমন গজেন্দ্র আরোহণ করিলে তরী পদে পদে বামে ও দক্ষিণে নত হইতে থাকে, সেইরূপ তাঁহার অঙ্গুষ্ঠভরে আক্রান্ত হইয়া পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ পদে পদে বামে ও দক্ষিণে নত হইতে লাগিল। এইরূপে ধ্রুব প্রাণ ও তদ্দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া আপনার সহিত বিশ্বাত্মক বিষ্ণুর অভেদ-জ্ঞানে ধ্যাননিরত হইলে লোকপালগণের সহিত লোকসকল শ্বাসরোধ-ক্লেশ অনুভব করিল এবং শ্রীহরির শরণাপন্ন হইল।

দেবগণ কহিলেন,—ভগবন্! চরাচর নিখিল প্রাণিশরীরের ঈদৃশ প্রাণনিরোধ আমরা কখনও অনুভব করি নাই; অতএব আমাদিগকে এই ক্লেশ হইতে বিমুক্ত করুন। আপনি আশ্রয়, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—তোমরা ভীত হইও না; স্ব স্ব ধামে গমন কর। রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব বিশ্বরূপ আমাতে একীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে। যাহা হইতে তোমাদিগের প্রাণনিরোধ হইয়াছে; আমি তাহাকে সেই তীব্র তপস্যা হইতে নিবর্ত্তিত করিব।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবানের পূর্ব্বোক্তবাক্যে দেবগণের ভয় বিদূরিত হইল; তাঁহারা উরুক্রম ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর সহস্রশীর্ষ ভগবান্‌ও গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বীয় ভৃত্যদর্শনের নিমিত্ত মধুবনে গমন করিলেন। ধ্রুব, দৃঢ়যোগদ্বারা অন্তঃকরণ নিশ্চল হওয়ায় হৃৎপদ্ম-কোষে স্ফুরিত তড়িৎপ্রভ ভগবদ্রূপ দর্শন করিতে-ছিলেন; ভগবান্ সমক্ষে উপস্থিত হইলেও অন্তর্দৃষ্টি-হেতু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন ভগবান্ তাঁহার হৃদয় হইতে স্বীয় রূপ সহসা অন্তর্হিত করিলেই ধ্রুব নয়ন উন্মীলিত করিয়া সমক্ষে সেই রূপই দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধ্রুব সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ভগবানকে নয়নযুগল-দ্বারা যেন পান করিতে করিতে, বদনদ্বারা যেন চুম্বন করিতে করিতে এবং ভুজযুগলদ্বারা যেন আলিঙ্গন করিতে করিতে তাঁহার বন্দনা করিলেন। বালক কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানের গুণবর্ণন করিতে অভিলাষী হইলেও তাহা পারিলেন না; কারণ তিনি ভগবানের গুণাবলী অবগত ছিলেন না। ধ্রুবের ও সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী শ্রীহরি তাহা অবগত হইয়া

সদয় হইলেন এবং বেদময় শঙ্খ-দ্বারা বালকের কপোলদেশ স্পর্শ করিলেন। যিনি ধ্রুবনামক অক্ষয় লোকের অধিকারী হইলেন, সেই ধ্রুব ঈশ্বর ও জীবের তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন; তিনি এক্ষণে ভগবৎপ্রদত্ত স্তুতিশক্তি লাভ করিয়া যাঁহার বিপুল কীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিখ্যাত, সেই ভগবানের প্রতি ভক্তিহেতু প্রেম উদিত হওয়ায় ধৈর্য্যসহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

ধ্রুব কহিলেন,—অখিলশক্তিধর যিনি আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা মদীয় প্রসুপ্ত বাক্য এবং হস্ত, চরণ, শ্রবণ ও ত্বগাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, সেই ভগবান্ অন্তর্যামী আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! ত্রিগুণবিশিষ্টা এই মায়া আপনার শক্তি; আপনি এই মায়াদ্বারা মহদাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যেমন অগ্নি এক হইয়াও নানাকাষ্ঠে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্তর্যামিরূপে আপনি এক হইয়াও ইন্দ্রিয়াদিতে অবস্থানপূর্ব্বক সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দেবতারূপে নানা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। হে নাথ! যেমন সুপ্ত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া পূর্ব্বানুভূত জগৎকে দর্শন করে, সেইরূপ ব্রহ্মা আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপনার প্রদত্ত জ্ঞানবলে এই বিশ্বকে দর্শন করিয়াছিলেন। আপনি মুক্তগণেরও আশ্রয়স্থল। হে আর্ত্তবন্ধো! আপনি সকল ইন্দ্রিয়কে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা যিনি অবগত আছেন, ঈদৃশ ব্যক্তি কিরূপে আপনার পাদমূল বিস্মৃত হইবেন? আপনি জন্ম-মরণ হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন এবং আপনি কল্পতরু। যাহারা কাম্যবস্তু লাভের নিমিত্ত আপনার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাহাদিগের চিত্ত আপনার মায়ায় বিমোহিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কারণ তাহারা এই শবতুল্য দেহের উপভোগ্য যে সুখ বাঞ্ছা করিয়া থাকে, তাহা নরক অর্থাৎ শূকরাদি যোনিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে নাথ! আপনার পাদপদ্মধ্যানে অথবা আপনার ভক্তজনের সহিত ভবদীয় কথাশ্রবণে যাদৃশ আনন্দ হয়, আপনার নিজানন্দরূপ ব্রহ্মেও যখন তাদৃশ আনন্দ হয় না, তখন শমনের অসি অর্থাৎ কালদ্বারা খণ্ডিত স্বর্গীয় বিমান হইতে যাহাদিগের পতন হয়, তাহাদিগের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? হে অনন্ত! যাঁহারা সতত আপনার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল অমলচিত্ত মহাজনগণের সহিত যেন আমার সঙ্গ ঘটিয়া থাকে; তাহা হইলে আপনার গুণকথামৃতপানে মত্ত হইয়া অনায়াসে এই বহু-বিপৎসঙ্কুল ভীষণ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইব। হে প্রভো! হে পদ্মনাভ। আপনার পদারবিন্দসৌগন্ধে যাহাদিগের হৃদয় প্রলুব্ধ, তাঁহাদিগের সহিত যাঁহাদিগের সঙ্গ ঘটিয়া থাকে, অতিপ্রিয় এই দেহ ও দেহসম্বন্ধ পুত্র, সুহৃদ্, গৃহ, বিত্ত ও কলত্র তাঁহাদিগের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। হে পরম! হে অজ! যাহাতে তির্য্যক, বৃক্ষ, পক্ষী, সরীসৃপ, দেব, দৈত্য ও মনুষ্যাদি এবং সৎ ও অসৎ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম নিখিলবস্তু অবস্থান করিতেছে এবং যাহা মহত্তত্ত্বাদি বহুসংখ্যক উপাদানে বিরচিত, আমি আপনার এই স্থূলতন বিরাট্ রূপমাত্র অবগত আছি; কিন্তু ইহার অতীত আপনার ঈশ্বরস্বরূপ ও ও যাহা শব্দের অগোচর, সেই ব্রহ্মস্বরূপ অবগত নাই। যে পুরুষ কল্পের অবসানে এই ত্রৈলোক্যকে স্বীয় জঠরে ধারণ করিয়া অন্তর্দৃষ্টি হইয়া অনন্তের ক্রোড়ে শয়ন করেন, যাঁহার নাভিসমুদ্রে সঞ্জাত কাঞ্চনময় লোকাত্মক পদ্মের কর্ণিকামধ্যে অতিতেজস্বী ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া থাকেন, সেই ভগবান্‌কে প্রণিপাত করি। আপনার সহিত জীবের বৈলক্ষণ্য আছে; যেহেতু আপনি নিত্যমুক্ত, জীব আপনার প্রসাদে মুক্ত হইয়া থাকে; আপনি পরিশুদ্ধ, জীব

মলিন; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, জীব অজ্ঞ, আপনি আত্মা জীব জড়; আপনি কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার, জীব বিকারী; আপনি আদিপুরুষ, জীব আদিমান্; আপনি ভগবান্, জীব ভাগ্যহীন অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যহীন; আপনি ত্রিগুণের অধীশ্বর, জীব গুণপরতন্ত্র; আপনি অখণ্ডিত-স্বদৃষ্টি অর্থাৎ চিচ্ছক্তিদ্বারা সাক্ষিরূপে বুদ্ধির স্বপ্নাদি অবস্থা দর্শন করিতেছেন, জীবের দৃষ্টি বুদ্ধির অবস্থা-সমূহদ্বারা খণ্ডিত; আপনি সর্ব্বজগৎ পালন করিয়া থাকেন, জীব আপনাকে পালন করিতেও অসমর্থ এবং আপনি যজ্ঞাদিকর্ম্মের অধিষ্ঠাতা, জীব যজ্ঞাদিকর্ম্মের অধীন। যাহাদিগের গতি বিরুদ্ধ পথে, বিদ্যা প্রভৃতি সেই সকল বিবিধ শক্তি নিরন্তর যাঁহাতে অকস্মাৎ উদ্ভূত হইতেছে, যাঁহা হইতে বিশ্বের উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই অখণ্ড অনাদি অনন্ত নির্ব্বিকার আনন্দমাত্র ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলাম। হে ভগবন্! পরমানন্দ আপনার মূর্ত্তি; আপনাকেই পুরুষার্থ জানিয়া যিনি নিষ্কামভাবে ভজনা করেন, আপনার পাদপদ্ম রাজ্যাদি হইতে পরমার্থ ফল বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতীত হইয়া থাকে। তথাপি, হে স্বামিন্! যেমন ধেনু স্নেহপরবশ হইয়া বৎসকে ক্ষীর পান করায় এবং ব্যাঘ্রাদি হইতে রক্ষা করে, সেইরূপ আপনিও অনুগ্রহকাতর হইয়া আমাদিগের ন্যায় সকাম দীন-দিগকে সংসারভয়-হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—অনন্তর সাধুসঙ্কল্প ধীমান্ ধ্রুব এইরূপে স্তুতি করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে রাজপুত্র! তোমার কল্যাণ হউক; আমি তোমার হৃদয়ের সঙ্কল্পিত বস্তু অবগত আছি। হে সুব্রত! উহা দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। হে বৎস! তোমাকে ঈদৃশ উৎকৃষ্ট লোক প্রদান করিব, যাহা অন্য কেহ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, যাহা নিত্যধাম; যেমন মেধী অর্থাৎ ধান্যাক্রমণের নিমিত্ত ভ্রমণকারী পশুদিগের বন্ধনস্তম্ভে বলীবর্দ্দসমূহ সম্বদ্ধ থাকে, সেইরূপ যাহাতে গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা-সমন্বিত জ্যোতিশ্চক্র স্থাপিত রহিয়াছে, ত্রৈলোক্য বিনষ্ট হইলেও যাহার বিনাশ হয় না, নক্ষত্ররূপী ধর্ম্ম, অগ্নি, কশ্যপ ইন্দ্র ও সপ্তর্ষিমণ্ডল যাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তারকাগণের সহিত ভ্রমণ করিতেছেন, আমি তোমাকে সেই উৎকৃষ্ট লোক প্রদান করিব। তোমার পিতা তোমাকে পৃথিবীর ভার অর্পণ করিয়া বনে প্রস্থান করিলে তুমি রাজধর্ম্মানুসারে ষট্‌ত্রিংশৎসহস্র বৎসর পৃথিবী পালন করিবে; তোমার ইন্দ্রিয়শক্তি ব্যাহত হইবে না। তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করিতে গিয়া বিনষ্ট হইলে তাহার মাতা সুরুচি তন্মনাঃ হইয়া পুত্রের অন্বেষণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। বৎস! আমি যজ্ঞহৃদয়, যজ্ঞ আমার, প্রিয়মূর্ত্তি; তুমি যজ্ঞদ্বারা আমার যজনা করিয়া প্রচুর দক্ষিণা দান করিবে। এইরূপে ঐহিক উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিয়া অন্তে আমাকে স্মরণ করিবে। অনন্তর আমার ধামে গমন করিবে; ঐ লোক সর্ব্বলোকের বন্দনীয় এবং ঋষিগণের বাসভূমির উপরিভাগে বর্ত্তমান। যতিগণ ঐ স্থানে গমন করিলে পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে সংসারে আগমন করিতে হয় না।

মৈত্রেয় কহিলেন,—গরুড়ধ্বজ ভগবান্ এইরূপে অর্চ্চিত হইয়া স্বীয় ধাম প্রদানপূর্ব্বক বালকের সমক্ষেই স্বীয় ধামে গমন করিলেন। ধ্রুবও, যাহাতে সকল সংকল্পের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ভগবানের পাদসেবার ফলস্বরূপ মনোরথ প্রাপ্ত হইয়া অনতিপ্রীত অন্তঃকরণে স্বীয় পুরে গমন করিলেন।

বিদুর কহিলেন,—ধ্রুব পুরুষার্থ কি, তাহা জানিতেন। শ্রীহরির পদ অর্থাৎ ধাম সকাম ব্যক্তিগণের সুদুর্লভ; তিনি শ্রীহরির চরণ অর্চ্চনা করিয়া ঐ দুর্লভপদ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি

পুরুষার্থবিৎ হইয়াও এবং একজন্মে সেই পদ লাভ করিয়াও কি হেতু আপনাকে অপ্রাপ্তমনোরথ মনে করিতে লাগিলেন ?

মৈত্রেয় কহিলেন,—ধ্রুবের হৃদয় বিমাতার বাক্য বাণে বিদ্ধ হইয়াছিল; সেই সকল বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক থাকায় তিনি মুক্তিপতি ভগবানের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করেন নাই। এক্ষণে পশ্চাত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—উর্দ্ধরেতাঃ সনন্দাদি কুমারগণ বহুজন্মে অভ্যস্ত সমাধি-দ্বারা যাঁহার পদ অবগত হইয়াছেন, আমি ছয়মাসের মধ্যে তাঁহার পদ-যুগলের ছায়া প্রাপ্ত হইয়াও ভেদদৃষ্টিবশতঃ অধঃপতিত হইলাম! হায়! আমি কি মন্দভাগ্য! আমার মূর্খতা দেখ; যাহা হইতে ভববন্ধন ছিন্ন হয়, আমি সেই পাদমূল প্রাপ্ত হইয়াও নশ্বর বস্তু যাচ্ঞা করিলাম! আমার স্থান দেবতাগণেরও উপরিভাগে নির্দিষ্ট হওয়ায় তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়া আমার মতিভ্রম্ ঘটাইয়াছেন। এইরূপে আমার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হওয়ায় 'বালকের মান-অপমান কি' ইত্যাদি নারদের বাক্য সত্য হইলেও আমি গ্রহণ করি নাই। যেমন প্রসুপ্ত ব্যক্তি ভেদ-বুদ্ধিনিবন্ধন ব্যাঘ্রাদি দ্বিতীয় কেহ না থাকিলেও অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া ক্লেশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দৈবী মায়ায় মোহিত হইয়া আমি ভ্রাতাকে শত্রু কল্পনা করিয়া মানসিক তাপ অনুভব করিতেছি। যাহার পরমায়ুর অবসান হইয়াছে, চিকিৎসা যেমন তাহার পক্ষে নিষ্ফল, সেইরূপ আমার প্রার্থিত বস্তুও ব্যর্থ হইয়াছে। তপস্যাদ্বারা বহুকষ্টে যাঁহার প্রসন্নতা লাভ করা যায়, আমি সেই ভববন্ধনহারী জগদাত্মাকে প্রসন্ন করিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ সংসার যাচ্ঞা করিলাম! নির্ধন ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যশালীর নিকট সতুষ তণ্ডুলকণ যাচ্ঞা করিলে যেমন তাহার মূঢ়তা প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ তাঁহার নিজানন্দ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেও ক্ষীণপুণ্যহেতু আমি তাঁহার নিকট অভিমানের নিদান রাজ্যাদি প্রার্থনা করিলাম! হায়! আমার কি মূঢ়তা!

মৈত্রেয় কহিলেন,—বৎস বিদুর! তোমার ন্যায় যে সকল ভক্ত মুকুন্দের চরণারবিন্দের সেবায় অনুরক্ত, তাঁহারা শ্রীহরির দাস্যব্যতীত অন্য কোন বস্তু বাঞ্ছা করেন না; অথচ তাঁহাদিগের অণিমাদি মানসী সিদ্ধি যদৃচ্ছাক্রমে অধিগত হইয়া থাকে। বৎস বিদুর! অনন্তর রাজা উত্তানপাদ পুত্র আগমন করিতেছে শ্রবণ করিয়াও যেমন মৃত ব্যক্তির আগমনে কেহ বিশ্বাস করে না, সেইরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না; 'আমি অতি ভাগ্যহীন, আমার ঈদৃশ শুভোদয়ের সম্ভাবনা কি' এইরূপ মনে করিলেন। অনন্তর দেবর্ষির বাক্যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়ায় তিনি হর্ষবেগে অভিভূত হইয়া সানন্দে সংবাদদাতা পুরুষকে মহামূল্য হার পারিতোষিক প্রদান করিলেন। তখন তিনি স্বর্ণভূষিত সদশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া এবং ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধ অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া পুত্রদর্শনোৎসুক্যে পুর হইতে শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শঙ্খ, দুন্দুভি ও বেণু বাদিত হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহিষীদ্বয় সুনীতি ও সুরুচি সুবর্ণভূষিত হইয়া উত্তমকে মধ্যভাগে লইয়া শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। রাজা ধ্রুবকে উপবনের সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া বেগে তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং বিষ্বক্‌সেনের অঙ্ঘ্রি-সংস্পর্শে যাঁহার অশেষ পাপবন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ঈদৃশ তনয়কে প্রেমবিহ্বল হইয়া ভুজযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন; দীর্ঘকাল উৎকণ্ঠাহেতু তৎকালে তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছিল। অনন্তর তিনি পুনঃ পুনঃ পুত্রের মস্তক অঘ্রাণ করিয়া যাঁহার অত্যুচ্চ মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, ঈদৃশ তনয়কে আনন্দাশ্রুধারায় স্নান করাইলেন। ধ্রুব পিতার চরণবন্দনা করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া



ধ্রুবের বরলাভ। শ্রীমদ্ভাগবত—(২১৮ পৃষ্ঠা)

সাদর সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর সজ্জনগণের অগ্রগণ্য কুমার মস্তক অবনত করিয়া জননীদ্বয়কে প্রণাম করিলেন। সুরুচি চরণাবনত বালককে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বাষ্পগদ্গদ্-বাক্যে কহিলেন, বৎস! তুমি চিরঞ্জীবী হও। যাঁহার মৈত্রাদিগুণে ভগবান্ প্রসন্ন হন, যেমন জল নিম্নদেশের অনুসরণ করে, ভূতসকল তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে; অতএব সুরুচির ঈদৃশ ব্যবহার বিচিত্র নহে। উত্তম ও ধ্রুব পরস্পর অঙ্গস্পর্শে প্রেমবিহ্বল ও রোমাঞ্চিত হইয়া পুনঃ পুনঃ অশ্রুপ্রবাহ মোচন করিতে লাগিলেন। জননী সুনীতি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তদীয় অঙ্গস্পর্শে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং মানসক্লেশ হইতে নির্মুক্ত হইলেন। হে বিদুর! তাঁহার পবিত্র নয়নবারি বিগলিত হইয়া স্তনদ্বয়কে পুনঃ পুনঃ অভিষিক্ত করিল এবং ঐ স্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। সকলে সুনীতির প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিল,—আপনি ভাগ্যবতী; আপনার পুত্র বহুদিন অদর্শন হইয়াও পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। ইনি ভূমণ্ডলের রক্ষা বিধান করিবেন ও জনগণের ক্লেশ হরণ করিবেন। ধীর ব্যক্তিগণ যাঁহার ধ্যানপর হইয়া সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, আপনি প্রণতজনের ক্লেশহারী সেই ভগবানের সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ধ্রুব এইরূপে প্রজাবৃন্দের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইলে নৃপতি উত্তমের সহিত ধ্রুবকে করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবেশ করিলেন; সকলে তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। নগরে কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছিল! স্থানে স্থানে বিরচিত তোরণ ও তদুপরি কৃত্রিম মকর শোভা পাইতেছিল; প্রতিদ্বারে ফলমঞ্জরীযুক্ত কদলীস্তম্ভ ও নবীন গুবাকবৃক্ষ এবং বিলম্বিত আম্রপল্লব, বস্ত্র, মাল্য ও মুক্তাদামপরিশোভিত ও প্রদীপসমন্বিত পূর্ণকুম্ভ দ্বারদেশের শোভা সম্পাদন করিতেছিল; প্রাচীর, পুরদ্বার ও গৃহসকল স্বর্ণময় উপকরণে ভূষিত ও কমনীয় বিমানসমূহের ন্যায় শিখরাবলীদ্বারা দেদীপ্যমান হইয়া সর্ব্বত্র নগরকে অলঙ্কৃত করিতেছিল এবং নগরে সম্মার্জ্জিত অঙ্গন, রাজমার্গ, ক্ষুদ্রপথ ও উচ্চহর্ম্ম্যের উপরিভাগে নির্ম্মিত গৃহ শোভমান ও চন্দনবারিদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া লাজ, যব, পুষ্প, ফল তণ্ডুল ও নানাবিধ পূজোপহারে কমনীয় বেশ ধারণ করিয়াছিল।

বৎস বিদুর! ধ্রুব রাজমার্গে উপস্থিত হইলে তত্রত্য সাধ্বী পুরনারীগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া বাৎসল্যবশতঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং সিদ্ধার্থ অর্থাৎ শ্বেতসর্ষপ, অক্ষত অর্থাৎ যব, দধি, জল, দূর্ব্বা, পুষ্প ও ফল বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। ধ্রুব তাঁহাদিগের শ্রুতিমধুর বাণী শ্রবণ করিতে করিতে পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি মহামণিসমূহে খচিত সেই উৎকৃষ্ট ভবনে পিতার স্নেহে লালিত হইয়া স্বর্গস্থ দেবতার ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। তথায় দুগ্ধফেননিভা গজদন্তনির্ম্মিতা সুবর্ণখচিতা শয্যা, মহামূল্য আসন, কাঞ্চনময় গৃহোপকরণ এবং স্ফটিকময় ও মহামরকতময় ভিত্তিদেশে ললনাগণের রত্নসংযুক্ত মণিপ্রদীপসমূহ দীপ্তি পাইতেছিল। উদ্যানসকল বিচিত্র সুরতরুসমূহে রমণীয় ছিল; তাহাতে বিহঙ্গ-মিথুনসকল কূজন ও মত্ত মধুকরকুল ঝঙ্কার করিতে-ছিল। বাপীসমূহের সোপানাবলী বৈদূর্য্যমণিরচিত; ঐ সকল সরোবর বিকসিত পদ্ম, উৎপল ও কুমুদকুলে এবং হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক ও সারসকুলে পরি-শোভিত ছিল। রাজর্ষি উত্তানপাদ্ তনয়ের ভগবদারাধনাদি অত্যদ্ভুত প্রভাব শ্রবণ ও দর্শন করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর রাজা ধ্রুবকে যৌবনে পদার্পণ করিতে দেখিয়া ও প্রজাদিগকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া প্রজাগণের সম্মতিক্রমে

তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং আপনাকে বার্দ্ধক্যে উপনীত দেখিয়া বিষয়ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক কিরূপে আত্মার সাধু গতি হইবে, ইহা চিন্তা করিতে করিতে কাননে প্রস্থান করিলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—অনন্তর ধ্রুব প্রজাপতি শিশুমারের ভ্রমিনাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; তিনি বায়ুপুত্রী ইলানাম্নী পত্নীর গর্ভে উৎকলনামে এক মহাবল পুত্র ও এক কন্যারত্ন উৎপাদন করেন। উত্তম বিবাহ করিলেন না। একদা তিনি হিমালয়প্রদেশে মৃগয়া করিতে গিয়া বলবান্ যক্ষ-কর্তৃক নিহত হইলেন এবং তাঁহার মাতাও পুত্রের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া দাবানলে প্রবিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ধ্রুব ভ্রাতৃবধকথা শুনিয়া প্রচণ্ড ক্রোধে ও শোকে অভিভূত হইয়া জয়শীল রথে আরোহণপূর্ব্বক যক্ষালয় অলকাপুরীর উদ্দেশে গমন করিলেন। মহারাজ ধ্রুব উত্তরদিকে গমন করিয়া হিমালয়ের উপত্যকায় রুদ্রানুচর ভূতাদির ক্রীড়াস্থান যক্ষসঙ্কুল পুরী দর্শন করিলেন। হে বিদুর! মহাবীর ধ্রুব আকাশ ও দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন; যক্ষস্ত্রীগণ সেইশব্দ শুনিয়া ভয়চকিত হইল। অনন্তর কুবেরের মহাবল সৈনিকগণ সেই শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল এবং ধ্রুবকে আক্রমণ করিল। উগ্রধন্বা মহারথ ধ্রুব তাহাদিগকে স্বীয় অভিমুখে আসিতে দেখিয়া প্রত্যেককে যুগপৎ তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। বানসকল তাহাদিগের প্রত্যেকের ললাটদেশে লগ্ন হইয়া গেল; ইহাতে তাহারা আপনাদিগকে অবমানিত মনে করিল বটে, কিন্তু এই বীরত্বের নিমিত্ত মনে মনে ধ্রুবের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারাও ধ্রুবের এই কার্য্য ক্ষমা করিল না; যেমন সর্প পাদস্পর্শে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ তাহারাও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতীকার করিবার মানসে প্রত্যেকে যুগপৎ ছয়টী ছয়টী শরে ধ্রুবকে বিদ্ধ করিল। অনন্তর ত্রয়োদশ-অযুতসংখ্যক যক্ষসৈন্য প্রতিহিংসামানসে প্রকুপিত হইয়া রথারূঢ় ধ্রুব ও সারথিকে লক্ষ্য করিয়া পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, প্রাস, শূল, পরশু, শক্তি, ঋষ্টি, ভুশুণ্ডী এবং বিচিত্রপক্ষবিশিষ্ট শরজাল বর্ষণ করিল। যেমন পর্ব্বত ধারাসম্পাতে সমাচ্ছন্ন হইলে অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ ধ্রুব তৎকালে ভূরি শস্ত্রবর্ষে সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টির অগোচর হইলেন। আকাশপথে সিদ্ধগণ তাহা দর্শন করিয়া, 'হায়! সূর্য্যতুল্য মনুপৌত্র যক্ষসাগরে মগ্ন হইয়া বিনষ্ট হইল', এই বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। যুদ্ধস্থলে রাক্ষসগণ 'আমাদের জয়' এইরূপ চীৎকার করিতেছে, এমন সময় যেমন সূর্য্য নীহাররাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, সেইরূপ মহারাজ ধ্রুবের রথ সমুত্থিত হইল; তাঁহার উৎকট ধনুষ্টঙ্কারে শত্রুগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। যেমন অনিল মেঘাবলীকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলে, সেইরূপ তিনি স্বীয় অস্ত্রদ্বারা শত্রুদিগের বাণরাশিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। যেমন বজ্রাঘাতে গিরিসকল বিদীর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ ধ্রুবের চাপনির্মুক্ত সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে রাক্ষসদিগের বর্ম্ম ছিন্ন ও দেহ ছিন্নভিন্ন হইল। তাঁহার ভল্লাঘাতে সংছিন্ন চারুকুণ্ডল-ভূষিত

মস্তক, সুবর্ণতালসদৃশ উরু, বলয়শোভিত হস্ত এবং মহামূল্য হার কেয়ূর, মুকুট ও উষ্ণীষ সকল বিকীর্ণ হইয়া রণ-ভূমিকে বীরগণের মনোজ্ঞ করিয়া তুলিল। হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ ক্ষত্রিয় বীরবরের শরাঘাতে প্রায়ই ভগ্নাবয়ব হইয়া সিংহতাড়িত গজসমূহের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। মনুবংশতিলক ধ্রুব সহসা রণাঙ্গণে শস্ত্রপাণি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; শত্রুগণের পুরী দর্শন করিবার অভিলাষ থাকিলেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। 'মায়াবিগণের অভিপ্রায় সাধারণের বোধগম্য নহে,' এই কথা স্বীয় সারথিকে বলিয়া তিনি শত্রুগণের পুনরাক্রমণ আশঙ্কা করিয়া অবহিতচিত্তে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় সমুদ্র-গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ শ্রুতিগোচর হইল এবং চতুর্দ্দিকে বায়ুবিতাড়িত ধূলিরাশি দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিতে দেখিতে মেঘসমূহ সর্ব্বত্র আকাশমণ্ডলকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হইতে লাগিল এবং বজ্র গর্জ্জন করিয়া সকলের ভীতি উৎপাদন করিল। বৎস বিদুর! সেইকালে রুধির, শ্লেষ্মাদি, পূয ও মেদঃ নিপতিত হইল এবং গগন হইতে কবন্ধ অর্থাৎ মস্তকহীন দেহসকল ধ্রুবের পুরোভাগে পতিত হইল। অনন্তর আকাশে পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইল এবং চতুর্দ্দিকে গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, মুষল ও পাষাণবর্ষণ হইতে লাগিল। সর্পসকল বজ্র-জ্বালার ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ ও ক্রোধে নয়ন হইতে অগ্নিবমন করিতে করিতে এবং মত্তগজ, সিংহ ও ব্যাঘ্র সকল দলে দলে ধ্রুবের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল; ভীষণ সমুদ্র সর্ব্বত্র ভূমি প্লাবিত করিয়া প্রলয়কালের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল। ক্রূরপ্রবৃত্তি যক্ষগণ আসুরী মায়া বিস্তার করিয়া একম্বিধ বহুপ্রকার মূঢ়জনের ভীতিপ্রদ বস্তু সৃষ্টি করিল। অসুরগণ ধ্রুবের উদ্দেশে অতি দুস্তর মায়া প্রয়োগ করিলে মুনিগণ তাহা দর্শন করিয়া তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা করিতে করিতে তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা কহিলেন,—হে উত্তানপাদতনয়! যাঁহার নাম উচ্চারণ বা শ্রবণ করিয়া লোকে সাক্ষাৎ দুস্তর মৃত্যু সুখে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, সেই প্রণতজনের বিপদভঞ্জন ভগবান্ শার্ঙ্গধন্বা তোমার বিপক্ষদিগকে বিনাশ করুন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর! ধ্রুব ঋষিগণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আচমনানন্তর শরাসনে নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করিলেন। যেমন জ্ঞানোদয়ে রাগাদি ক্লেশসকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করিবামাত্র গুহ্যকদিগের মায়া তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল। যেমন ময়ূরসকল বনমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ শরাসনে সংহিত নারায়ণাস্ত্র হইতে সুবর্ণপুঙ্খ অর্থাৎ যাহাদিগের মূলপ্রান্ত সুবর্ণময় এবং কলহংসের পক্ষসমন্বিত শরসমূহ বিনিঃসৃত হইয়া ভীমরবে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই মহা-যুদ্ধে ধ্রুবের তীক্ষ্ণধার শিলীমুখপ্রহারে নিপীড়িত হইয়া যক্ষগণ মহাকোপে অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল; তাহারা গরুড়ের অভিমুখে ধাবিত ঊর্দ্ধফণ অহিকুলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধ্রুব বাণদ্বারা রণাঙ্গনে ধাবমান যক্ষদিগের বাহু, উরু, গলদেশ ও উদর ছেদন করিয়া সন্ন্যাসিগণ

অর্কমণ্ডল ভেদ করিয়া যে লোকে গমন করেন, সেই লোকে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে মহাবল ধ্রুবকে নিরপরাধ গুহ্যকদিগের বধসাধন করিতে দেখিয়া পিতামহ মনু সদয় হইয়া ঋষিগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—বৎস! যে অতিরোষের বশীভূত হইয়া তুমি নিরাপরাধ এই যক্ষদিগকে বধ করিলে, উহা নরকের দ্বারস্বরূপ; অতএব উহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা বিধেয়। তুমি যে নিরাপরাধ যক্ষগণের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই সজ্জন-নিন্দিত কর্ম্ম আমাদিগের কুলোচিত নহে। আরও দেখ, ভ্রাতার প্রতি বাৎসল্যহেতু তুমি ভ্রাতৃবধশোকে অভিতপ্ত হইয়া ভ্রাতৃহন্তা একজন যক্ষের অপরাধে তৎসম্পর্কীয় বহুসংখ্যক যক্ষকে নিধন করিলে। যেমন পশুসকল বাহ্য দেহকে আত্মা মনে করিয়া পরস্পরের বধসাধনে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ এই যে, প্রাণিহিংসা, ইহা হৃষীকেশের অনুবর্ত্তী সাধুগণের অনুমোদিত পন্থা নহে। তুমি সর্ব্বভূতে আত্মভাবনা-দ্বারা ভূতগণের নিবাসভূমি শ্রীহরির আরাধনা করিয়া দুরারাধ্য পরম বিষ্ণুপদ লাভ করিয়াছ। শ্রীহরি বাৎ-সল্যহেতু তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার ভক্ত নারদাদিও তোমার চরিত্র অনুমোদন করিয়া থাকেন। তুমি সাধুগণের আচরণ শিক্ষা করিয়াও কিরূপে ঈদৃশ নিন্দিত কর্ম্ম করিলে? উচ্চ ব্যক্তির প্রতি তিতিক্ষা অর্থাৎ তিনি কুব্যবহার করিলেও তৎ-সহন, হীন ব্যক্তির প্রতি করুণা, সমান ব্যক্তির প্রতি মৈত্রী ও অখিল জন্তুর প্রতি সমভাব প্রদর্শন করিলে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলে পুরুষ প্রাকৃত গুণসকল হইতে বিমুক্ত ও জীব অর্থাৎ লিঙ্গশরীর হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সুখাত্মক ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। যাহারা নারী ও পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাদিগের সঙ্গম হইতে নারী ও পুরুষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে ভূত হইতে যেমন সৃষ্টি হয়, সেইরূপ পিতৃমাত্রাদি আকারে পরিণত ভূত হইতে স্থিতি অর্থাৎ পালন এবং দস্যু, ব্যাঘ্র ও সর্পাদি আকারে পরিণত ভূত হইতে সংযম অর্থাৎ সংহার হইয়া থাকে; তাহাও তাহাদিগের ইচ্ছানুসারে হয় না। কিন্তু পরমাত্মার মায়ার প্রভাবে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের বৈষম্য হইলেই ঘটিয়া থাকে। এই সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে নিগুর্ণ ঈশ্বর নিমিত্তমাত্র অর্থাৎ জড়ের অধিষ্ঠাতা হইলে সৃষ্ট্যাদি হইয়া থাকে। যেমন অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্যে লৌহ নিশ্চেষ্ট হইয়াও সচেষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বর অধিষ্ঠান করিলে এই কার্য্যকারণাত্মক জড় বিশ্ব চেতন হইয়া দেবমনুষ্যাদিরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ভগবান্ কাল-শক্তিদ্বারা ক্রমশঃ গুণের প্রবাহ অর্থাৎ বৈষম্য করিয়া থাকেন, এইরূপে গুণদ্বারা তাঁহার সৃষ্ট্যাদিবিষয়িণী শক্তি বিভক্ত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় যুগপৎ সংঘটিত হয় না। এইরূপে তিনি অকর্ত্তা হইয়াও সৃষ্টি করেন এবং অহন্তা হইয়াও সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহার কালশক্তি কি হেতু যে গুণ সকলকে যুগপৎ ক্ষোভিত করে না, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না; বিভু ভগবানের এই কালশক্তি অচিন্ত্য। এই কালরূপী ভগবান্ পিত্রাদিদ্বারা প্রাণীকে সৃষ্টি করেন এবং অপরকে নিমিত্ত করিয়া প্রাণিহন্তা চৌরাদিকে বিনাশ করেন; এই নিমিত্ত ইনি আদিকৃৎ অনাদি, অনন্ত ও অব্যয় অর্থাৎ অক্ষীণশক্তি; ইনি মৃত্যু-রূপে সমভাবে সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট আছেন; ইহার স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কেহই নাই; যেমন ধূলিসকল বায়ুর অনুগমন করে, কিন্তু উহার জল, অগ্নি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হইলেও বায়ুর বৈষম্য হয় না, সেইরূপ ভূতসকল কালরূপী ঈশ্বরের অনুগমন করিয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্মাধীন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বরের বৈষম্য হয় না

বিভু ভগবানের পরমায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি নাই; তিনি স্বয়ং স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া কর্ম্মাধীন জীবগণের উপচয় ও অপচয় অর্থাৎ পরমায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি বিধান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইঁহাকে কর্ম্ম, কেহ কাল, কেহ দৈব কেহ বা পুরুষের কাম অর্থাৎ সঙ্কল্প বলিয়া থাকেন।

হে বৎস! শ্রীভগবান্ অব্যক্ত অর্থাৎ বলবুদ্ধি-দ্বারা তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না; কারণ, তিনি অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচর নহেন; ইহা হইতে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি নানাশক্তির উদয় হইয়া থাকে। কেহই ইঁহার চিকীর্ষিত অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির লেশমাত্রও অবগত নহেন, এই ইচ্ছাশক্তির আধার যিনি, তাঁহাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে জানিতে পারে কাহার সাধ্য? হে বৎস! কুবেরের এই সকল অনুচর তোমার ভ্রাতৃহন্তা নহে; দৈব অর্থাৎ ঈশ্বরই পুরুষের জন্ম বা মৃত্যুর অথবা সৃষ্টি বা সংহারের কারণ। তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি করেন এবং তিনিই উহার সংহার করিয়া থাকেন; তথাপি অহঙ্কারবিযুক্ত হওয়ায় তিনি গুণ বা কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হন না, প্রত্যুত নির্লেপ-ভাবেই অবস্থান করিয়া থাকেন। ভগবান্ ভূতগণের কারণ ও নিয়ামক; তিনিই ভূতগণকে তাহাদিগের স্ব স্ব রূপ প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি স্বীয় শক্তি মায়া অবলম্বন করিয়া ভূতসকলের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে তাঁহার অহঙ্কার হইবার সম্ভাবনা নাই। হে বৎস! তিনি অভক্তগণের মৃত্যু-স্বরূপ ও ভক্তগণের অমৃতস্বরূপ; তিনি এই জগতের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ গোসকলের ন্যায় ব্রহ্মাদিও যাঁহার পূজোপহার বহন করিয়া থাকেন, তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই শ্রীহরিরই শরণাপন্ন হও। পঞ্চমবর্ষবয়স্ক তুমি বিমাতার বাক্যে হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে এবং ইন্দ্রিয়সকলকে অন্তর্মুখ করিয়া তপস্যাদ্বারা যাঁহার আরাধনা করিয়া ত্রিলোকীর ঊর্দ্ধদেশে স্থান লাভ করিয়াছ, এক্ষণে মনকে বিরোধশূন্য করিয়া ও আত্মদৃষ্টি হইয়া সেই পরমাত্মা ভগবান্‌কে অবলোকন কর! তিনি এক, নির্গুণ, অক্ষর, বিমুক্ত ও শুদ্ধ অন্তঃকরণে অবস্থিত; তাঁহাতে এই বহুভেদবিশিষ্ট অসৎ বিশ্ব প্রতীত হই-তেছে। এইরূপে তুমি সমস্ত শক্তির আধার-আনন্দ-মাত্র প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবের স্বরূপচৈতন্য, অনন্ত ভগবানে পরমা ভক্তি অর্পণ করিয়া ক্রমশঃ 'আমি, আমার' এই বদ্ধমূল সুদৃঢ় অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিবে। যেমন লোকে ঔষধদ্বারা রোগের দমন করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমি আমার এই বহু উপদেশবাক্য শ্রবণদ্বারা কল্যাণের একান্ত প্রতিকূল এই ক্রোধকে সংযত কর, তোমার মঙ্গল হউক। যে ক্রোধকর্ত্তৃক আক্রান্ত পুরুষ হইতে লোক অত্যন্ত উদ্বেগপ্রাপ্ত হয়, নিজের অভয়াকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী ব্যক্তি সেই ক্রোধের বশীভূত হইবেন না; বৎস ধ্রুব! গিরিশ কুবেরকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; যক্ষগণ তোমার ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়াছে, এই মনে করিয়া তুমি তাহাদিগের বধসাধন করিয়া কুবেরের অবমাননা করিয়াছ। অতএব যাহাতে মহাজনের তেজ আমাদিগের বংশকে ধ্বংস করিয়া না ফেলে, তুমি শীঘ্র প্রণতি ও প্রণয়বচন-দ্বারা সেই যক্ষরাজের প্রসন্নতা সম্পাদন কর। স্বায়ম্ভুব মনু এইরূপে পৌত্র ধ্রুবকে উপদেশ প্রদান করিয়া তৎকৃত অভ্যর্থনা গ্রহণপূর্ব্বক ঋষিগণের সহিত স্বীয় পুরে গমন করিলেন।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ ধনেশ্বর ধ্রুবকে যক্ষ হিংসা হইতে নিবৃত্ত ও শান্তক্রোধ জানিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন; তাঁহার আগমনকালে চারণ, যক্ষ ও কিন্নরগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছিল; তিনি কৃতাঞ্জলি ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে সহৃদয় রাজপুত্র! তুমি যে পিতামহের আদেশে দুস্ত্যজ বৈরভাব পরিত্যাগ করিলে, সেই নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি যক্ষগণকে বিনাশ কর নাই, যক্ষগণও তোমার ভ্রাতাকে বিনাশ করে নাই; যেহেতু কালই ভূতগণের জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ামক। পুরুষের অজ্ঞানহেতু স্বপ্নকালীন বুদ্ধির ন্যায় 'আমি, তুমি' এই মিথ্যা বুদ্ধি হইয়া থাকে; এই মিথ্যাবুদ্ধি নিবন্ধন দেহে আত্মবুদ্ধি হওয়ায় সংসার ও দুঃখাদি হইয়া থাকে। অতএব, হে ধ্রুব! তুমি গৃহে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক; সর্ব্বভূত যাঁহার বিগ্রহ, সংসার নিবৃত্তির নিমিত্ত যাঁহার পাদপদ্ম ভজনীয়, যিনি গুণময়ী স্বীয় মায়াশক্তিযুক্ত হইয়া সগুণ ও তদ্‌বিরহিত হইয়া নির্গুণ, এই উভয়-ভাবে বিরাজিত আছেন, তুমি সর্ব্বভূতে আত্মভাবনা-দ্বারা সেই ভববন্ধনখণ্ডনকারী ভগবান্ অধোক্ষজের ভজনা কর। হে মহারাজ! তুমি বরলাভের উপযুক্ত পাত্র, তোমার যাহা অভিলষিত বর, তাহা অসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে আমার নিকট যাচ্ঞা কর; আমি শুনিয়াছি তুমি পদ্মনাভের শ্রীচরণদ্বয়ের সান্নিধ্য-লাভ করিয়াছ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—রাজরাজ অর্থাৎ কুবের বর প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, মহাভাগবত মহামতি ধ্রুব যদ্‌দ্বারা দুস্তর অজ্ঞানান্ধকার উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেই অবিচলিত হরিস্মৃতি যাচ্ঞা করিলেন। অনন্তর কুবের প্রীতমনে তাঁহাকে সেই বর প্রদান করিয়া তাহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন, ধ্রুবও স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর গৃহে আগমনপূর্ব্বক তিনি যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠানদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করিয়া ভূরি দক্ষিণা প্রদান করিলেন; কতিপয় দ্রব্য-দ্বারা দেবতাদিগের উদ্দেশে যে ক্রিয়া অর্থাৎ অনুষ্ঠান করা যায় তাহাই যজ্ঞরূপ কর্ম্ম; শ্রীহরি এই যজ্ঞরূপ কর্ম্ম করাইয়া স্বয়ং কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। ধ্রুব সর্ব্বভূতের আত্মা অথচ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত অচ্যুতে অবিচ্ছিন্না ভক্তি স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় আত্মায় ও সর্ব্বভূতে অবস্থিত সেই বিভুকে দর্শন করিলেন। প্রজাগণ শীলসম্পন্ন, ব্রহ্মণ্য, দীনবৎসল ও ধর্ম্মমর্য্যাদার রক্ষক সেই ধ্রুবকে পিতার ন্যায় মনে করিতে লাগিল। এইরূপে ধ্রুব ভোগদ্বারা পুণ্যক্ষয় ও অভোগ অর্থাৎ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানদ্বারা অশুভক্ষয় করিতে করিতে ছত্রিশ-সহস্র বৎসর ভূমণ্ডল শাসন করিলেন। এইরূপে মহাত্মা ধ্রুব সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম এই ত্রিবর্গের সাধনস্বরূপ বহুবৎসর-কাল যাপন করিয়া পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। যেমন অবিদ্যা রচিত স্বপ্ন ও গন্ধর্ব্বনগর দর্শন হইয়া থাকে, তিনি এই বিশ্বকে সেইরূপ ভগবানের মায়ায় আত্মায় বিরচিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি দেহ, স্ত্রী, অপত্য সুহৃদ্, সেনাবল, সমৃদ্ধ রাজকোষ, অন্তঃপুর, রম্য বিহারভূমি ও জলধিমেখলা পৃথিবী, এই সমস্ত পদার্থই অনিত্য বিবেচনা করিয়া বিশালা অর্থাৎ বিদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় পবিত্রজলে স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন; অনন্তর প্রাণজয় ও মনোদ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে প্রত্যাহার করিয়া ভগবানের প্রতি

মূর্ত্তিস্বরূপ স্থূল বিরাট্-রূপে মনোধারণা করিলেন্। অনন্তর ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ধ্যাতা ও ধ্যেয় এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইল; এইরূপে সমাধিতে অবস্থিত হইয়া তিনি সেই স্থূলরূপ বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে শ্রীহরির প্রতি সহস্র ভক্তি প্রবাহিত হওয়ায় তিনি আনন্দবাষ্পকলায় অভিভূত হইতে লাগিলেন,—তাঁহার হৃদয় বিগলিত ও অঙ্গ পুলকব্যাপ্ত হইল; এইরূপে তিনি শরীরাভিমান ত্যাগ করিয়া আপনাকেও বিস্মৃত হইলেন্। অনন্তর ধ্রুব দর্শন করিলেন—সমুদিত শশধরের ন্যায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া একটী শ্রেষ্ঠ বিমান নভোমণ্ডল হইতে অবতরণ করিতেছে এবং তন্মধ্যে দুইটী দেবশ্রেষ্ঠ গদাহস্তে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহারা চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ, কিশোরবয়স্ক ও অম্বুজেক্ষণ; তাঁহাদিগের পরিধানে সুচারু বসন এবং কিরীট, হার, অঙ্গদ ও চারু কুণ্ডলদ্বয় তাঁহাদিগের শ্রী-অঙ্গের শোভা বিস্তার করিতেছে। তাঁহাদিগকে উত্তমশ্লোকের কিঙ্কর জানিয়া ধ্রুব অভ্যুত্থিত হইলেন এবং তাঁহারা মধুসূদনের প্রধান পার্ষদদ্বয়, এই নিমিত্ত অতি সম্ভ্রমবশতঃ তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিতে বিস্মৃত হইলেন; কেবল ভগবানের নামসকল উচ্চারণ করিতে করিতে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন।

পদ্মনাভের প্রিয় পার্ষদদ্বয় সুনন্দ ও নন্দ তাঁহাকে কৃতাঞ্জলি, বিনয়নম্র ও কৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট চিত্ত দেখিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া সহাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! তোমার পরমমঙ্গল সমুপস্থিত; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি পঞ্চমবর্ষবয়ঃক্রমকালে তপস্যাদ্বারা যাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলে, আমরা সেই অখিলজগতের বিধাতা দেবদেব শার্ঙ্গধন্বার পার্ষদ, তোমাকে সশরীরে ভগবদ্ধামে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আগমন করিলাম। যে সুদুর্জ্জয় বিষ্ণুপদ লাভ করিতে না পারিয়া সপ্তর্ষিগণও কেবল ঊর্দ্ধমুখে দর্শন করিয়া থাকেন; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাসকল যাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তুমি সেই পদ জয় করিয়াছ। যাহা তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ অথবা অন্য কেহ কখন লাভ করেন নাই, তুমি জগতের বন্দনীয় বিষ্ণুর সেই পরমপদে অবস্থান কর। হে আয়ুষ্মন্! পুণ্যশ্লোকগণের চূড়ামণি ভগবান্ এই শ্রেষ্ঠ বিমান প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইহাতে আরোহণ কর।

মৈত্রেয় কহিলেন,—লীলাবিহারী ভগবানের প্রিয় ধ্রুব প্রধান পার্ষদদ্বয়ের অমৃতস্রাবিণী বাণী শ্রবণ করিয়া স্নান, নিত্যকর্ম্ম ও মাঙ্গলিক ভূষণধারণাদি সমাপনানন্তর মুনিগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বিমানরাজের অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া এবং পার্ষদদ্বয়ের বন্দনা করিয়া যেমন হিরণ্ময় রূপ ধারণপূর্ব্বক বিমানে অধিষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইলেন, অমনি দুন্দুভি, মৃদঙ্গ ও পণবাদি নিনাদিত হইল, মুখ্য গন্ধর্ব্বগণ গীতধ্বনি করিলেন এবং কুসুমবর্ষণ হইতে লাগিল। স্বর্লোকে গমনকালে ধ্রুবের স্মৃতিপথে উদিত হইল, আমি দীনা জননী সুনীতিকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম বিষ্ণুপদে আরোহণ করিতেছি; পার্ষদদ্বয় তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে, দেবী সুনীতি বিমানে আরোহণ করিয়া অগ্রে গমন করিতেছেন, ইহা দর্শন করাইলেন। আকাশপথে গমনকালে বিমানচারী সুরগণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া কুসুমবর্ষণে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল; ক্রমশঃ গ্রহসকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, তিনি বিমানযোগে ত্রিলোকী ও সপ্তর্ষিমণ্ডলকেও অতিক্রম করিয়া তদূর্দ্ধে বিষ্ণু-ধামে গমন করিলেন, এইরূপে ধ্রুবের ধ্রুবগতি অর্থাৎ অক্ষয় গতি হইল। এই ধ্রুবলোক স্বীয় কান্তিদ্বারা চতুর্দ্দিকে উদ্ভাসিত, ত্রিভুবন ইহার দীপ্তিতেই দীপ্তিমান্ হইয়া অবস্থান করিতেছে; যাঁহারা প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ

প্রদর্শন করেন না, তাঁহাদিগের এই লোকে গতি হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যাঁহারা সতত শুভ আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের এই লোকে গতি হইয়া থাকে। যাঁহারা শান্ত, সমদর্শন, শুদ্ধ ও সর্ব্বভূতের অনুরঞ্জনকারী এবং অচ্যুতের প্রিয়পাত্রগণ যাঁহাদিগের বান্ধব, তাঁহারা অনায়াসে অচ্যুতপদ লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে উত্তানপাদের পুত্র কৃষ্ণপরায়ণ ধ্রুব ত্রিভুবনের নির্ম্মল চূড়ামণির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে বিদুর! যেমন গোসকল মেধিকাষ্ঠে আবদ্ধ থাকিয়া গম্ভীরবেগে ভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্যোতিশ্চক্র এই ধ্রুবলোকে আবদ্ধ থাকিয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। ভগবান্ নারদ ঋষি ধ্রুবের মহিমা অবলোকন করিয়া বীণাবাদনপূর্ব্বক প্রচেতা-দিগের যজ্ঞে ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে ধ্রুবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া এই তিনটী শ্লোক গান করিয়াছিলেন,—যথা—পতিদেবতা সুনীতির পুত্র ধ্রুব তপঃপ্রভাবে যে গতি লাভ করিয়াছেন, বেদবাদী ব্রহ্মর্ষিগণ ভগবদ্ধর্ম্মাদি উপায় অবগত হইয়াও তাহা লাভ করিতে সমর্থ হন না,—নৃপতিগণ যে অসমর্থ হইবেন, তাহাতে বক্তব্য কি? পঞ্চমবর্ষবয়স্ক ধ্রুব বিমা-তার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া আকুলহৃদয়ে বনে গমন করিয়া আমার আদেশে প্রতিপালনপূর্ব্বক প্রভু অজিত হইলেও তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছেন; কারণ, শ্রীহরি ভক্তগণের গুণে চিরদিনই পরাজিত হইয়া থাকেন। ধ্রুব পঞ্চম বা ষষ্ঠ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কতিপয় দিবসের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথকে প্রসন্ন করিয়া যে পদ লাভ করিয়াছেন, পৃথিবীতে কোনও ক্ষত্রিয় বহুবৎসরেও সেই পদে আরোহণ করিবার সঙ্কল্পও করিতে পারেন না; আরোহণ যে সুদূরপরাহত, তাহাতে সন্দেহ কি?

মৈত্রেয় কহিলেন,—বৎস বিদুর! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বিশালকীর্ত্তি ধ্রুবের সেই সজ্জনসম্মত চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এই মহৎ চরিত্র ধন, যশ, আয়ুঃ, পুণ্য, স্বর্গ, ও ধ্রুব-লোক প্রদান করিয়া থাকে; ইহা কল্যাণপ্রদ কীর্ত্তনার্হ ও পাপনাশন; দেবতারাও ইহা শ্রবণ কীর্ত্তন করিবার যোগ্যপাত্র। যিনি অচ্যুতের প্রিয়ভক্ত ধ্রুবের এই চরিত্র শ্রদ্ধার সহিত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবেন, তাঁহার ভগবানে ভক্তি উপজাত হইবে এবং সেই ভক্তিপ্রভাবে নিখিল ক্লেশের সংক্ষয় হইবে। এই ধ্রুবচরিত্র শ্রবণ করিলে যিনি মহত্ত্ব কামনা করেন, ইহা তাঁহার মহত্ত্ব প্রাপ্তির স্থানস্বরূপ হয়। যিনি তেজঃ অভিলাষ করেন, তাঁহার তেজঃ ও যে মনস্বী ব্যক্তি সম্মান আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার সম্মান লাভ হইয়া থাকে,—আরও শ্রুতশীলাদি গুণসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া থাকেন। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে প্রযত হইয়া দ্বিজগণের সভায় পুণ্যশ্লোক ধ্রুবের এই মহৎ চরিত্র কীর্ত্তন করিবে; পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা, দ্বাদশী, শ্রবণা, তিথিক্ষয়, ব্যতীপাত ও রবিবারেও এই চরিত্র কীর্ত্ত-নীয়। নিষ্কাম ও ভগবানের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগকে ইহা শ্রবণ করাইলে আত্মাই আত্মার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত সিদ্ধি-লাভ ঘটিয়া থাকে। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় নাই, ঈদৃশ ব্যক্তিকে যিনি ভগবন্মার্গে অমৃতরূপ জ্ঞান দান করিয়া থাকেন, এবংবিধ কৃপালু ও দীনজনের আশ্রয়-স্বরূপ পুরুষের প্রতি দেবগণও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। হে কুরুকুলতিলক বিদুর! যিনি শিশুর ক্রীড়নক ও মাতার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট সেই বিখ্যাত ও বিশুদ্ধকর্ম্মা ধ্রুবের চরিত্র বর্ণন করিলাম।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সূত কহিলেন—কুশারুপুত্র মৈত্রেয় ধ্রুবের বৈকুণ্ঠপদে অধিরোহণ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন; বিদুরের ভগবান্ অধোক্ষজে ভক্তিভাব অঙ্কুরিত হইল; তিনি পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন,—হে মুনিবর! যে প্রচেতা-দিগের নাম উল্লেখ করিলেন, তাঁহারা কে ও কাহার অপত্য? তাঁহারা কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোন্ স্থানেই বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? দেবর্ষি নারদ মহাভাগবত, ইহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি; তিনি শ্রীহরির পরিচর্য্যা-প্রকার ক্রিয়াযোগে পঞ্চরাত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বধর্ম্মশীল প্রচেতারা যখন ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের যজনা করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ নারদ শ্রীহরির স্তব করিয়াছিলেন। সেই কালে তথায় দেবর্ষি যে যে ভগবৎকথা বর্ণন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই বলিতে আজ্ঞা হয়; তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।

মৈত্রেয় কহিলেন,—পিতা ধ্রুব বনে প্রস্থান করিলে তাঁহার পুত্র উৎকল সাম্রাজ্যলক্ষ্মী ও রাজ-সিংহাসন অভিলাষ করিলেন না। তিনি জন্মকাল হইতে শান্তাত্মা, নিঃসঙ্গ ও সমদর্শন ছিলেন; তিনি আত্মায় নিখিল লোক ও নিখিল লোকে আত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন; অবিছিন্ন, যোগাগ্নিদ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণের কর্ম্মফল দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল; যাঁহাতে সমস্ত ভেদ অস্তমিত হইয়াছে, যিনি শান্ত, জ্ঞানৈক-রস ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, তিনি সেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছিলেন; সুতরাং কোন বস্তুকেই আত্মা হইতে পৃথক্ দর্শন করিতেন না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও পথে বালকেরা তাঁহাকে জড়, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত ও মূকের ন্যায় বোধ করিত; বস্তুতঃ তিনি জ্বালাবিহীন অনলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। কুলবৃদ্ধগণ তাঁহাকে জড় ও উন্মত্ত মনে করিয়া মন্ত্রি-গণের পরামর্শানুসারে ধ্রুবের অন্য পত্নী ভ্রমির গর্ভ-সম্ভূত উৎকলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৎসরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বৎসরের প্রিয়া ভার্য্যা সুবীথী পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, উর্জ্জ বসু ও জয়, এই ছয় পুত্র প্রসব করেন। পুষ্পার্ণের প্রভা ও দোষানাম্নী দুই ভার্য্যা ছিলেন; প্রাতঃ, মধ্যন্দিন ও সায়ম্, এই তিনটী প্রভাসুত এবং দোষা, প্রদোষ, নিশীথ ও ব্যুষ্ট নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। ব্যুষ্টপত্নী পুষ্করিণীর গর্ভে সর্ব্বতেজা নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; সর্ব্বতেজার জন্য নাম চক্ষুঃ; ইঁহার ঔরসে আকৃতির গর্ভে চাক্ষুষ মনু জন্ম পরিগ্রহ করেন। মনুপত্নী নড্বলা পুরু, কুৎস্ন, ঋত, দ্যুম্ন, সত্যবান্, ধৃত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতীরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি ও উল্মুক নামে শুদ্ধচরিত্র দ্বাদশ পুত্র প্রসব করেন। উল্মুক পুষ্করিণীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনাঃ, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয়, এই উত্তম ছয়টী পুত্র উৎপাদন করেন। অঙ্গপত্নী সুনীথার গর্ভে উগ্রস্বভাব বেণের জন্ম হয়; রাজর্ষি অঙ্গ পুত্রের দুঃশীলতাহেতু বৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্ব্বক পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বৎসর বিদুর! বাগ্‌বজ্র মুনিগণ কুপিত হইয়া বেণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন; পরে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার তাঁহার দক্ষিণ কর মন্থন করিয়াছিলেন। অরাজক রাজ্যে প্রজাগণ দস্যুগণকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইলে পৃথু নারায়ণের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন; পুর-গ্রামাদি রচনা করেন বলিয়া ইনি আদ্য মহীপতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিদুর কহিলেন,—মহারাজ অঙ্গ সাধুচরিত্র, সদা-

চারনিষ্ঠ, ব্রাহ্মণভক্ত ও মহাত্মা ছিলেন; কি নিমিত্ত তাঁহার পুত্র এইরূপ দুষ্টস্বভাব হইল যে, তাঁহাকে বিমনাঃ হইয়া পুর হইতে গমন করিতে হইয়াছিল এবং ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ শাসনদণ্ডরূপ-ব্রতধারী নৃপতি বেণের কি অপরাধ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতি ব্রহ্মশাপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন? প্রজাপালক রাজা অপরাধী হইলেও প্রজাগণের অবজ্ঞার পাত্র নহেন; যেহেতু তিনি স্বীয় তেজোদ্বারা ইন্দ্রাদি লোকপালগণের প্রভাব ধারণ করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্রহ্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ এবং আমিও আপনার ভক্ত; আমি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিব, আপনি সুনীথাপুত্র বেণের চরিত্র বর্ণন করুন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—রাজর্ষি অঙ্গ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞিকগণ আহ্বান করিলেও সেই যজ্ঞে দেবতাগণ আগমন করিলেন না। ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হইয়া যজমান অঙ্গকে বলিলেন, আমরা আপার হবিঃ আহুতি দিতেছি, কিন্তু দেবতাগণ তাহা গ্রহণ করিতেছেন না। হে মহারাজ! হবনীয় দ্রব্যের কোন দোষ নাই, আপনিও শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সকল দ্রব্যের আহরণ করিয়াছেন, মন্ত্রসকলও বীর্য্যহীন নহে, ব্রতশীল ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন; তথাপি কর্ম্মসাক্ষী দেবগণ যে কেন স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন না, তদ্বিষয়ে আমরা দেবতাদিগের প্রতি আপনার অণুমাত্র অবহেলাও দেখিতে পাইতেছি না। যজমান অঙ্গ দ্বিজগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন এবং মৌনী হইলেও সদস্যগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —হে সদস্যগণ! আহ্বান করিলেও দেবতাগণ আগমন করিয়া এই যজ্ঞে সোমপাত্র গ্রহণ করিতেছেন না, ইহার কারণ কি? আমি কি অপরাধ করিয়াছি, বলিতে আজ্ঞা হয়। সদস্যগণ কহিলেন,—হে নরদেব! এই জন্মে আপনার অণুমাত্রও পাপ নাই, যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, তাহা প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ক্ষালিত হইয়াছে; কিন্তু আপনার একটী জন্মান্তরীয় অপরাধ আছে, এই নিমিত্ত আপনি ঈদৃশ বহুগুণে ভূষিত হইলেও পুত্রহীন হইয়াছেন; অতএব আপনি পুত্রবান্ হইতে চেষ্টা করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞভুক্ শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে তিনি আপনাকে পুত্র দান করিবেন। অপত্যলাভের নিমিত্ত সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরি আরাধিত হইলে, দেবতাগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবেন। মনুষ্য যাহা যাহা কামনা করিয়া থাকে, শ্রীহরি সেই সেই বস্তু দান করিয়া থাকেন; তাঁহাকে যেরূপে আরাধনা করা যায়, পুরুষের তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিপ্রগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাজার পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত শিপিবিষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞরূপে পশুগণের মধ্যে প্রবিষ্ট বিষ্ণুর উদ্দেশে পুরোডাশনামক হবিঃ আহুতি প্রদান করিলেন। সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে এক পুরুষ হিরণ্ময় পাত্রে সিদ্ধ পায়স গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন; তাঁহার গলদেশে হেমমাল্য ও পরিধানে অমল বসন শোভা পাইতেছিল। মহানুভব রাজা বিপ্রগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া অঞ্জলিদ্বারা সেই পায়স গ্রহণ করিলেন এবং তাহা আঘ্রাণ করিয়া সহর্ষে পত্নীকে প্রদান করিলেন। অনপত্যা রাজ্ঞী সেই পুংসবন অর্থাৎ পুত্রোৎপত্তির নিমিত্তভূত পায়স ভক্ষণ করিয়া পতির ঔরসে গর্ভ ধারণ করিলেন এবং যথাকালে একটী কুমার প্রসব করিলেন। দেবী সুনীথার পিতা মৃত্যু অধর্ম্মের অংশসম্ভূত; এই নিমিত্ত বালক শিশুকালেই মাতামহের অনুসরণ করিয়া অধার্ম্মিক হইল। সে ব্যাধবেশে বনে গমন করিয়া শরাসন ধারণপূর্ব্বক দীন মৃগসকলকে নিষ্ঠুরভাবে বধ করিতে লাগিল; তাহাকে দেখিলেই লোকে 'ঐ বেণ আমাদিগকে বধ করিতে আসিতেছে' বলিয়া

চীৎকার করিয়া উঠিত। সেই অতি দারুণ বালক ক্রীড়াস্থানে ক্রীড়া করিতে করিতে বয়স্য বালকদিগকে বলে আক্রমণ করিয়া পশুর ন্যায় নিষ্ঠুরভাবে বধ করিত। রাজা পুত্রকে প্রাণিহিংসানিরত দেখিয়া বহুপ্রকারে শাসন করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই দমন করিতে না পারিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন। তিনি খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হায়! পুত্রহীন গৃহস্থেরা না জানি ভগবানের কতই অর্চ্চনা করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহাদিগকে কুৎসিত অপত্যনিবন্ধন অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। কুপুত্র হইতে মনুষ্যের অকীর্ত্তি, মহান্ অধর্ম্ম, সকল প্রাণীর সহিত বিরোধ ও অশেষ মনঃপীড়া হইয়া থাকে। যাহার নিমিত্ত গৃহ ক্লেশপ্রদ হয়, যাহা নামে পুত্র, বস্তুতঃ আত্মার মোহবন্ধন-স্বরূপ, কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি সেই কুপুত্রকে আদরণীয় বলিয়া মনে করিবেন? অথবা কুসন্তানই সুসন্তান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ, কুপুত্রই গৃহে ক্লেশসমূহ আনয়ন করে এবং তজ্জন্যই মনুষ্য বহুবিধ শোকের নিলয় স্বীয় গৃহের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। নৃপতি এইরূপে নির্ব্বিণ্নমনে শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না; তিনি নিশীথকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং মহতী সম্পত্তির নিলয় গৃহ ও প্রসুপ্তা বেণমাতা সুনীথাকে পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষিতভাবে গমন করিলেন। প্রজাগণ, ভূপতি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া গমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া মহারাজের পুরোহিত অমাত্য ও সুহৃদ্‌গণের সহিত শোকাকুল চিত্তে ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু যেমন কুযোগিগণ স্ব স্ব দেহেই নিগূঢ়রূপে অবস্থিত পরমপুরুষকে দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ তাহারাও পুরীমধ্যেই নিগূঢ়বেশে অবস্থিত রাজার দর্শনলাভে সমর্থ হইল না। হে বিদুর! পুরোহিতাদি প্রজাগণ রাজার গমনমার্গ লক্ষ্য করিতে না পারিয়া হতোদ্যম হইল এবং পুরীমধ্যে প্রত্যাগত হইয়া সমবেত ঋষিগণের সমক্ষে প্রণত হইয়া মহারাজের অদর্শনসংবাদ অশ্রুপূর্ণলোচনে জ্ঞাপন করিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

নরপতি অঙ্গ প্রব্রজ্যায় গমন করিলে প্রজাগণের শুভানুধ্যায়ী ভৃগুপ্রভৃতি ব্রহ্মবাদী মুনিগণ অরাজক রাজ্যে প্রজাদিগেকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুসমাকুল অরণ্যে মেষাদি পশুর ন্যায় অসহায় দেখিয়া বীরমাতা সুনী-থাকে আহ্বানপূর্ব্বক অমাত্যদিগের সম্মতি না থাকি-লেও বেণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রচণ্ড-শাসন বেণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন শুনিয়া দস্যুগণ সর্পত্রস্ত মূষিকের ন্যায় বিলীন হইল। গর্ব্বিত বেণ 'আমি শূর, আমি পণ্ডিত' এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেন; এক্ষণে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অষ্টলোকপালের বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য অধিকার করিয়া অধিকতর স্ফীত হইয়া উঠিলেন এবং মহাজন গণের অবমাননা করিতে লাগিলেন। তিনি নিরঙ্কুশ অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল হস্তীর ন্যায় মদান্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া রথারোহণে পর্য্যটন করিতে করিতে যেন পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে কম্পিত করিয়া তুলিলেন এবং "হে দ্বিজগণ। তোমরা কেহই কদাপি যজ্ঞ, দান বা হোমাদি ধর্ম্ম-আচরণ করিতে পারিবে না" এইরূপ

নিষেধাজ্ঞা ভেরীঘোষদ্বারা সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন। মুনিগণ দুরাচার বেণের অসদাচরণ দেখিয়া এবং প্রজাগণের বিপৎপাতের বিষয় আলোচনা করিয়া কৃপার্দ্র হইলেন এবং একত্র মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—কি, দুঃখের বিষয়! উভয়দিক্ হইতেই প্রজাগণের ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইল; যেমন কাষ্ঠখণ্ডের মূল ও অগ্রভাগ যুগপৎ প্রজ্বলিত হইলে মধ্যবর্ত্তী পিপীলিকাদির মহান্ ক্লেশ উপস্থিত হয়, সেইরূপ তস্কর ও প্রজাপালক এই উভয় হইতেই প্রজাগণের দারুণ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। বেণ রাজা হইবার অযোগ্য হইলেও আমরা অরাজকভয়ে ইহাকে রাজা করিলাম; কিন্তু এক্ষণে ইহা হইতেই ভয় উপস্থিত হইল। কিরূপে প্রাণিগণের কল্যাণ হইবে! যেমন সর্পকে দুগ্ধ দ্বারা পোষণ করিলে উহা পোষকেরই অনিষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ বেণ আমাদিগেরও অনিষ্ট করিল! সুনীথাপুত্র স্বভাবতঃই খল, ইহাকে আমরাই প্রজাপালকরূপে নিযুক্ত করিলাম; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তি প্রজাগণের হিংসা করিতে আরম্ভ করিল! বেণকে অসচ্চরিত্র জানিয়াও আমরা তাহাকে রাজা করিয়াছি, এই নিমিত্ত তাহার পাতক আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে; সুতরাং যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া দেখা যাউক; যদি সে আমাদের সান্ত্বনাবাক্যে কর্ণপাত না করে, তাহা হইলে আমরা লোকের ধিক্কারে সন্দগ্ধ সেই অধর্ম্মাচারীকে স্বীয় তেজে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।

এইরূপে মুনিগণ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব কোপ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বেণের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাহাকে প্রিয়বচনদ্বারা সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে নৃপবর! আমরা তোমাকে যাহা নিবেদন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর; হে তাত! এতদ্দ্বারা তোমার আয়ুঃ, শ্রী, বল ও কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে। পরিশুদ্ধ কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম আচরণ করিলে লোক তদ্দ্বারা শোকরহিত ও নিষ্কাম ব্যক্তিগণ মোক্ষও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে বীরবর! প্রজাগণের কল্যাণবিধানই তোমার ধর্ম্ম, দেখ যেন তাহা বিনষ্ট না হয়; এই ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে নৃপতিকে ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। হে রাজন্! যে নৃপতি অসাধু অমাত্যগণ ও চৌরাদি হইতে প্রজাদিগের রক্ষা বিধান করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে কালযাপন করেন; হে মহারাজ! যাঁহার রাষ্ট্রে ও পুরে বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যত্নশীল জনগণ স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের যজনা করিয়া থাকেন, বিশ্বাত্মা ভূত-ভাবন ভগবান্ রাজধর্ম্মে অবস্থিত ঈদৃশ নৃপতির প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যিনি ব্রহ্মাণ্ডসকলের ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, লোকপালগণের সহিত লোকসকল আদরসহকারে যাঁহাকে পূজোপহার অর্পণ করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলে কি বস্তু অপ্রাপ্য থাকিবে? যিনি নিখিল লোক, লোকপাল ও যজ্ঞ সকলের নিয়ন্তা; বেদ, যজ্ঞীয় দ্রব্য ও তপস্যা যাঁহার মূর্ত্তি, প্রজাগণ তোমারই মঙ্গলের নিমিত্ত বিবিধ যজ্ঞদ্বারা সেই ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধাপ্রধান না করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা বিধেয়। দ্বিজাতিগণ তোমার কল্যাণ উদ্দেশ্য করিয়া যজ্ঞদ্বারা শ্রীহরির কলাস্বরূপ সুরগণের অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা সম্যক্ তুষ্ট হইয়া বাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব হে বীর! সুরগণের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা অনুচিত।

বেণ কহিলেন,—অহো! তোমাদিগের কি মূর্খতা! তোমরা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছ। আমি তোমাদিগের বৃত্তি দান করিয়া থাকি; কিন্তু তোমরা, যেমন কুলটা নারী স্বীয় পতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতির সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের উপাসনা

করিতেছ। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি নৃপরূপধারী ঈশ্বরের অবমাননা করে, তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না। যেমন কুলটা স্ত্রী ভর্ত্তৃস্নেহ দূরে ফেলিয়া জারের প্রতি ভক্তিমতী হয়, সেইরূপ তোমরা যাহার প্রতি ঈদৃশী ভক্তি প্রদর্শন করিতেছ, সেই যজ্ঞপুরুষ কে ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গিরিশ, ইন্দ্র; বায়ু, যম, রবি, পর্জ্জন্য, কুবের সোম, ক্ষিতি, অগ্নি, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাগণ বর অথবা অভিশাপ-প্রদানে সমর্থ; কিন্তু ইহারা সকলেই নৃপতির দেহে অংশরূপে বিরাজ করিতেছে, যেহেতু নৃপতি সর্ব্বদেবময়। অতএব বিপ্রগণ! তোমরা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা আমার যজনা কর এবং আমাকেই পূজোপহার অর্পণ কর; আমি ভিন্ন আর কে আরাধ্য দেবতা আছে ?

এইরূপে বিপরীতবুদ্ধি উন্মার্গগামী কল্যাণভ্রষ্ট পাপিষ্ঠ বেণ ঋষিগণ অনুনয় করিলেও তাঁহাদিগের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। হে বিদুর! পণ্ডিতমানী বেণ এইরূপে ঋষিগণের অবমাননা ও তাঁহাদিগের শিষ্ট প্রার্থনা ভঙ্গ করিলে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—এই নিষ্ঠুরপ্রকৃতি পাপিষ্ঠকে বধ কর, বধ কর; এই দুষ্ট জীবিত থাকিলে নিশ্চয় জগৎকে শীঘ্র ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে। এই দুশ্চরিত্র রাজসিংহাসনে উপযুক্ত নয়; যেহেতু এই নির্লজ্জ যজ্ঞপতি বিষ্ণুর নিন্দা করিতেছে। এ ব্যক্তি যাহার অনুগ্রহে ঈদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকেই নিন্দা করিতেছে; এই অমঙ্গলমূর্ত্তি বেণব্যতীত আর কে এরূপ কৃতঘ্ন হইতে পারে ? এইরূপে পূর্ব্ব হইতে প্রচ্ছন্নকোপ ঋষিগণ বেণকে বিনাশ করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন; বেণ অচ্যুতের নিন্দাপরাধে হতপ্রায় হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা হুঙ্কারদ্বারা তাঁহকে বধ করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ স্ব স্ব আশ্রমপদে গমন করিলে সুনীথা পুত্রের নিমিত্ত শোকাকুল হইলেন; অনন্তর মন্ত্রাদিসহিত তৈলাদিপ্রক্ষেপদ্বারা পুত্রের কলেবর রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা সেই মুনিগণ সরস্বতীসলিলে স্নান করিয়া অগ্নিতে হোম সমাপনপূর্ব্বক নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎ-কথায় কালযাপন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহারা লোকভয়ঙ্কর উৎপাসমূহ সমুত্থিত দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, একি দস্যুগণ হইতে অনাথা পৃথিবীর অমঙ্গল উপস্থিত হইল ? ঋষিগণ এইরূপ বিচার করিতেছেন, এমন সময় ধনাপহারী চৌরগণের চতুর্দ্দিকে ধাবনহেতু ধূলিরাশি সমুত্থিত হইল। রাজার মৃত্যু হওয়ায় তস্করেরা লোকের ধন অপহরণ করিয়া ও অন্যান্য লোক পরস্পরের হিংসা করিয়া দেশে উপদ্রব করিতেছিল এবং যে সকল ক্ষত্রিয় সমর্থ ও ঐরূপ উপদ্রব নিবারণ না করিলে দোষ হয়, ইহা অবগত ছিলেন, তাঁহারা জনপদকে চৌরপ্রায় হীনবীর্য্য ও অরাজক দেখিয়াও উহার উপদ্রব নিবারণে উদাসীন ছিলেন। ঈদৃশ উদাসীন ক্ষত্রিয়গণের ঐরূপ আচরণে যে দোষ হয়, তাহা আর কি বলিব; এমন কি সমদর্শন ও শান্ত ব্রাহ্মণও যদি দীনজনের দুঃখে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে যেমন ভগ্ন ভাণ্ড হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, সেইরূপ তাঁহার ব্রহ্ম অর্থাৎ তপোবল ক্ষরিত হইয়া যায়; 'রাজর্ষি অঙ্গের এই বংশ বিনষ্ট হওয়া উচিত নয়, যেহেতু এই বংশে মহাবীর্য্য ভগবদ্‌ভক্ত বহু নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন', ঋষিগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া মৃত মহীপতির উরুদেশ বেগে মন্থন করিলেন এবং তাহা হইতে এক খর্ব্বাকৃতি নর উদ্ভূত হইল। তাহার বর্ণ কাককৃষ্ণ; অঙ্গ, বাহু ও পদ অতিহ্রস্ব, হনু অর্থাৎ কপোলপ্রাপ্ত দীর্ঘ, নাসাগ্রভাগ নিম্ন, লোচন রক্ত ও কেশরাশি তাম্রবর্ণ। ঐ কার্য্য অবনত-মস্তকে দীনভাবে বলিল, আমাকে কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। বৎস বিদুর!

ঋষিগণ তাহাকে রাজা হইবার অযোগ্য দেখিয়া কহিলেন,—'তুমি নিষীদ অর্থাৎ উপবেশন কর।' এই হেতু সে নিষাদ হইল; যেহেতু ঐ পুরুষ জন্মকালে বেণের উৎকট পাপ স্বীয় শরীরে গ্রহণ করিয়াছিল। এই নিমিত্ত তাহার বংশধরগণ নিষাদজাতি হইয়া গিরি ও কানন আশ্রয় করিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—অনন্তর বিপ্রগণ পুনর্ব্বার অপুত্রক মহীপতির বাহুদ্বয় মন্থন করিলে তাহা হইতে এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হইল হইল। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাহাদিগকে দেখিয়া ও ভগবানের কলা বলিয়া অবগত হইয়া পরম-সন্তোষে কহিতে লাগিলেন,—এই পুত্রটী ভগবান্ বিষ্ণুর ভুবনপাবন অংশ এবং এই কন্যাটীও বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীদেবীর অনপায়িনী অর্থাৎ অক্ষয়া কলা। এই যে প্রথমোৎপন্ন পুত্রটী, ইনি রাজগণের যশঃ প্রথিত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ করিবেন, এই হেতু ইঁহার নাম পৃথু হইল; ইনি ভূরিযশাঃ রাজ-চক্রবর্ত্তী হইবেন এবং এই যে শোভনদন্তবিশিষ্টা গুণ ও ভূষণের ভূষণস্বরূপা কন্যা, ইঁহার নাম অর্চ্চি, এই সুন্দরী পৃথুকেই পতিরূপে ভজনা করিবেন; কারণ, এই পুরুষ লোকরক্ষার নিমিত্ত সাক্ষাৎ শ্রীহরির অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই নারীও তাঁহার অনুরাগিণী অনপায়িনী অর্থাৎ সনাতনী কমলার অংশে জন্মিয়াছেন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—অন্যান্য বিপ্রগণ তাঁহার প্রশংসা, গন্ধর্ব্বপ্রবরগণ তাঁহার গুণগান, সিদ্ধগণ কুসুমরাশি বর্ষণ ও সুরাঙ্গনাগণ নৃত্য করিতে লাগিল; অন্তরীক্ষে শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভিপ্রভৃতি বাদিত হইল এবং দেবর্ষিগণ ও পিতৃগণ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। জগদ্গুরু ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত তথায় সমাগত হইয়া বেণপুত্রের দক্ষিণ হস্তে গদাধরের রেখাত্মক চক্রচিহ্ন ও চরণদ্বয়ে অরবিন্দচিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহাকে শ্রীহরির অংশ বলিয়া অবধারণ করিলেন। যাঁহার পাণিতলে চক্রচিহ্ন রেখান্তরদ্বারা খণ্ডিত নহে, তিনি পরমেশ্বরের অংশ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অভিষেক আরম্ভ করিলে চতুর্দ্দিক্ হইতে জনগণ তাঁহার অভিষেকদ্রব্য আনিয়া সপর্পণ করিল। সরিৎ, সমুদ্র, গিরি, নাগ, গো, খগ, মৃগ, দ্যৌ, ক্ষিতি এবং সর্ব্বভূত তাঁহাকে উপায়ন অর্থাৎ উপহার প্রদান করিল। মনোহর বসন ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া বিবিধভূষণে ভূষিতা মহিষী অর্চ্চির সহিত অভিষিক্ত হইয়া মহারাজ পৃথু দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। কুবের তাঁহাকে উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় সিংহাসন, বরুণ সলিলস্রাবী শশিপ্রভ আতপত্র, বায়ু চামরদ্বয়, ধর্ম্ম কীর্ত্তিময়ী অর্থাৎ অম্লান পুষ্পমালা, ইন্দ্র উৎকৃষ্ট কিরীট ও যম সংযমন-দণ্ড উপহার প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে বেদময় কবচ, ভারতী উত্তম হার, শ্রীহরির সুদর্শন চক্র ও তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবী অক্ষয় সম্পদ্ দান করিলেন। রুদ্র দশচন্দ্রাঙ্কিত কোশযুক্ত অসি অম্বিকা শতচন্দ্রাঙ্কিত চর্ম্ম, সোম অমৃতময় অর্থাৎ ক্লান্তিরহিত অশ্বসমূহ ও বিশ্বকর্ম্মা অতি সুন্দর রথ উপহার দিলেন। অগ্নি তাঁহাকে অজ ও গোশৃঙ্গে নির্ম্মিত ধনুঃ, সূর্য্য রশ্মিময় বাণ ও ভূ যোগময় পাদুকা-দ্বয় অর্পণ করিলেন; ঐ পাদুকাদ্বয়ের এমনই অদ্ভুত

প্রভাব যে, উহা পাদস্পৃষ্ট হইবামাত্র অভীষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে পারে। এইরূপে দ্যৌ প্রত্যহ কুসুমবর্ষণ, খেচর নাট্য, সুগীত, বাদিত্র ও অন্তর্ধান-কৌশল, ঋষিগণ সত্য আশীর্ব্বাদ, সমুদ্র স্বীয় গর্ভে সঞ্জাত শঙ্খ এবং সিন্ধু, পর্ব্বত ও নদীসকল মহাত্মা পৃথুকে রথমার্গ প্রদান করিল। অনন্তর সূত, মাগধ ও বন্দি প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ তাঁহার স্তব করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। বেণতনয় পরাক্রান্ত পৃথু স্তাবকদিগকে স্তুতিপাঠ করিতে উদ্যত দেখিয়া সহাস্য-মুখে মেঘগম্ভীর বাক্যে কহিতে লাগিলেন ;

পৃথু কহিলেন,—হে সূত ! হে মাধব ! হে সৌম্য স্তুতিপাঠকগণ ! অদ্যাপি আমার কোন গুণ লোক-সমাজে প্রকাশিত হয় নাই ; তবে কি অবলম্বন করিয়া আমার স্তব করিবে ? আমার প্রতি প্রযুক্ত স্তুতিবাক্য যেন মিথ্যা না হয়। হে মধুরভাষী বন্দিগণ ! কিছুকাল অতীত হইলে যখন আমার গুণসকল জগতে প্রচারিত হইবে, তখন তোমরা ইচ্ছামত আমার কীর্ত্তিগাথা গান করিবে। যদি বল, ঋষিপ্রভৃতি সভ্যগণ আমাদিগকে এই কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুবাদ থাকিতে সভ্যগণ মাদৃশ অর্ব্বাচীন ব্যক্তির স্তবে কখনও নিযুক্ত করিবেন না। 'আমি ভবিষ্যতে মহাজনগণের গুণাবলী অর্জ্জন করিতে পারিব' এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া গুণের অসত্ত্বেও কে স্তাবকদ্বারা আপনার স্তব করাইয়া থাকে ? 'যদি ইনি শাস্ত্রাভ্যাসাদি করিতেন, তাহা হইলে ইঁহার বিদ্যাদি গুণ হইত' এইরূপ স্তুতি-বাক্যে যে প্রতারিত হয়, সেই মূঢ় ব্যক্তি ঈদৃশ বাক্যকে লোকের উপহাসবাক্য বলিয়া বুঝিতে পারে না। যাঁহা-দিগের গুণ আছে এবং যাঁহারা বিখ্যাত ও পরম উদার-চিত্ত, তাঁহারা স্বকীয় স্তুতিবাদ শ্রবণ করিলে লজ্জিত হন ; কেহ ব্রাহ্মণবধাদি গর্হিত কর্ম্মকে পৌরুষের কার্য্য মনে করিয়া স্তুতি করিলে তাহা যেমন নিন্দনীয় হয়, সেইরূপ সাধুগণ যথার্থ স্তুতিবাদকেও নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকেন। অতএব সূতগণ ! আমি কোন শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম-দ্বারা অদ্যাপি খ্যাতি লাভ করি নাই ; তবে কিরূপে অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় স্বীয় গুণগান করাইব ?

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—নৃপতি এইরূপ বলিলে গায়কগণ তাঁহার বাক্যামৃতপানে আপ্যায়িত হইল ; তাহারা মুনিগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার স্তুতি করিয়া কহিল,—আপনি দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, মায়া অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন ; কি আশ্চর্য্য ! আপনি বেণভূপতির অঙ্গ হইতে জন্মিয়া-ছেন ! ব্রহ্মাদিরও বুদ্ধি আপনার পৌরুষবর্ণনে ভ্রান্ত হইয়া যায় ; আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ আপনার মহিমার কি অনুবর্ণন করিব ?

তথাপি হরির অংশাবতার উদারকীর্ত্তি পৃথুর কথা-মৃতে আমাদিগের আগ্রহ জন্মিয়াছে। মুনিগণ আমা-দিগকে মহারাজের স্তব করিতে আদেশ করিয়াছেন ; তাঁহারা যোগবলে আমাদিগের হৃদয়ে যাহা যাহা প্রকাশ করিবেন, আমরা সেই সকল প্রশংসনীয় কার্য্য-কলাপের কীর্ত্তন করিব। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পৃথু লোক-দিগকে ধর্ম্মে অনুবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মমর্য্যাদার রক্ষক ও সময়ে সময়ে ধর্ম্মবিরোধিগণের শাসনকর্ত্তা হইবেন।

ইনি স্বীয় অনুরূপ একাধারে লোকপালগণের

মূর্ত্তিসকল ধারণ করিয়া প্রজাগণের পোষণ, অনুরঞ্জন ও তদ্দ্বারা পৃথিবীতে যজ্ঞাদি-প্রবর্ত্তনদ্বারা স্বর্গলোকের এবং স্বর্গ হইতে বৃষ্ট্যাদি-প্রবর্ত্তনদ্বারা ভূর্লোকের, এই উভয়লোকের হিতসাধন করিয়া থাকেন। যেমন সূর্য্য সর্ব্বত্র সমভাবে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন এবং আট মাস সাগরাদি জলাশয় হইতে জলকণা গ্রহণ করিয়া বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহারাজ পৃথু সর্ব্বভূতে অপক্ষপাতদৃষ্টি হইবেন এবং করগ্রহণকালে প্রজাদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া দুর্ভিক্ষাদিকালে অজস্র দান করিবেন। ইঁহার পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বসহন-বৃত্তি হইবে; প্রাণিগণ পীড়ায় কাতর হইয়া যদি ইঁহার মস্তকে পদাঘাত করেন, তথাপি করুণস্বভাবহেতু ইনি তাহা সহ্য করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ না করিলেও ইনি ক্লেশপ্রাপ্ত প্রজাদিগকে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের ন্যায় স্বয়ং বর্ষণ করিয়া রক্ষা করিবেন; কারণ, ইন্দ্র এই নরদেবদেহে বিরাজ করিতেছেন। মহারাজ পৃথুর বদনে অমৃতমূর্ত্তি চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, উহা অনুরাগব্যঞ্জক অবলোকনে ও বিশদ ঈষৎ হাস্যে মনোহর; ইনি ঈদৃশ শ্রীমুখদ্বারা লোকসকলকে আপ্যায়িত করিবেন। এই বেণনন্দন সমুদ্রাধিষ্ঠাতা বরুণসদৃশ; যেমন বরুণের অন্তঃপুরে প্রবেশ ও নির্গমের মার্গ অব্যক্ত এবং মৌক্তিকাদি-নির্ম্মাণকার্য্য নিষ্পন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহা অবিজ্ঞাত থাকে, সেইরূপ ইঁহারও অন্তঃপুরে প্রবেশ ও নির্গমের পথ ও ফলনিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ইঁহার কার্য্য অবিজ্ঞাত থাকিবে; যেমন বরুণদেব সমুদ্রগর্ভে কি উদ্দেশ্যে কি কার্য্য করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না এবং যেমন তাঁহার বিত্ত অর্থাৎ রত্নরাজি সমুদ্রমধ্যে সুরক্ষিত থাকে, সেইরূপ মহারাজ পৃথুও কি উদ্দেশ্যে কি কার্য্য করিবেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিবে না এবং ইঁহারও ধনরাশি সুরক্ষিত থাকিবে; যেমন অনন্তমাহাত্ম্য ও গুণসকলের আধার নারায়ণ বরুণাধিষ্ঠিত নারা অর্থাৎ জলে বাস করেন এবং যেমন বরুণদেবের মূর্ত্তি জলান্তরালে সংবৃত থাকে, সেইরূপ তাদৃশ বিষ্ণু ইঁহার দেহে বিরাজিত এবং ইঁহার মূর্ত্তিও সংবৃত অর্থাৎ সংযত থাকিবে।

শত্রুগণ ইহাকে মনে মনে আক্রমণ করিতে অথবা ইঁহার তেজ সহ্য করিতে অসক্ত; ইনি সমীপে বর্ত্তমান থাকিলেও দূরবর্ত্তী, কারণ তাঁহারা স্বীয় পৌরুষ-দ্বারা ইঁহাকে অভিভূত করিতে অক্ষম। ইনি বেণরূপ অরণিকাষ্ঠের মন্থন হইতে উত্থিত অনল। যেমন বায়ু অর্থাৎ সূত্রাত্মা সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়াও কেবল অধ্যক্ষ অর্থাৎ উদাসীন থাকেন, ভূতগণের দোষগুণে লিপ্ত হন না, সেইরূপ ইনিও গুপ্তচরদ্বারা প্রজাগণের অন্তর ও বাহিরের ক্রিয়াকলাপ অবগত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হইবেন না, অর্থাৎ স্বীয় নিন্দা ও স্তুতিবিষয়ে উদাসীন থাকিবেন। ইনি ধর্ম্মরাজ যমের ন্যায় ন্যায়পথে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় শত্রুর পুত্র দণ্ডের অযোগ্য হইলে কদাপি তাহার দণ্ডবিধান করিবেন না; কিন্তু স্বীয় পুত্র দণ্ডার্হ হইলে তাহাকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় রশ্মিজাল দ্বারা মানসোত্তর গিরি হইতে আরম্ভ করিয়া যে যে প্রদেশে উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, সেই সমস্ত প্রদেশেই মহারাজ পৃথুর আজ্ঞা অপ্রতিহত হইবে। যেহেতু ইনি মনোহর কার্য্য-দ্বারা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিবেন, এই নিমিত্ত ইনি রাজা বলিয়া অভিহিত হইবেন। এই মহারাজ পৃথু দৃঢ়ব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ব্রাহ্মণভক্ত, বৃদ্ধসেবক, সর্ব্বভূতের আশ্রয় ও সম্মানদাতা এবং দীনবৎসল হইবেন, ইনি পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় ভক্তি, স্বীয় পত্নীকে অর্দ্ধাঙ্গের ন্যায় প্রীতি ও প্রজাদিগকে পিতার ন্যায় স্নেহ করিবেন এবং ব্রহ্মবাদিগণের কিঙ্কর হইবেন। ইনি আত্মার ন্যায় দেহিগণের প্রিয়তম ও সুহৃজ্জনের

আনন্দবর্দ্ধন হইবেন; ইনি সর্ব্বদা মুক্তসঙ্গ সাধুগণের সঙ্গ করিবেন এবং অসাধুগণের দণ্ডবিধানে কদাপি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না। যে ভগবান্ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধীশ্বর, অন্তর্যামী ও নির্ব্বিকার, যাঁহাতে অবিদ্যারচিত এই বিশ্ব নানারূপে প্রতীয়মান হইয়াও জ্ঞানিগণের নিকট অর্থশূন্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, এই মহারাজ পৃথু সেই সাক্ষাৎ ভগবানের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই নরদেব-শ্রেষ্ঠ মহাবীর একাকী উদয়গিরিপর্য্যন্ত ভূমণ্ডল রক্ষা করিবেন এবং জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ-ধারণপূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় ধরণী প্রদক্ষিণ করিবেন। প্রদক্ষিণকালে লোকপালগণের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজগণ ইঁহাকে উপহার প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদিগের স্ত্রীগণ ইঁহাকে চক্রপাণি আদিরাজ জানিয়া ইঁহার যশঃকীর্ত্তন করিবেন,—এই রাজ-চক্রবর্ত্তী প্রজাপতি প্রজাগণের বৃত্তিবিধানার্থে গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছেন এবং যেমন ইন্দ্র বজ্র-দ্বারা পর্ব্বত সকলকে ভেদ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইনিও স্বীয় শরাসনের অগ্রভাগদ্বারা অবলীলাক্রমে পর্ব্বত সকলকে ভগ্ন করিয়া পৃথিবীকে সমতল করিয়াছেন। যেমন মৃগেন্দ্র লাঙ্গূল উন্নমিত করিয়া বিচরণ করে, সেইরূপ ইনিও যখন যুদ্ধে অবিষহ্য অজ ও গোশৃঙ্গদ্বারা নির্ম্মিত ধনুঃ টঙ্কারযুক্ত করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন, তখন হইতে দস্যু প্রভৃতি দুষ্টগণ নিলীন হইয়াছে। যথায় সরস্বতী নদী প্রাদুর্ভূর্তা হইয়াছিলেন, তথায় ইনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান-করিয়াছিলেন; চরম অর্থাৎ শততম যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে শতক্রতু ইন্দ্র ইঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় গৃহো-পবনে অদ্বিতীয় জ্ঞানী সনৎকুমারের সঙ্গ লাভ করিয়া ও ভক্তিসহকারে তাঁহার আরাধনা করিয়া যাহা হইতে পরব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়, সেই অমল জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

যাঁহার বিক্রম বিশাল ও দিগ্‌দিগন্তে বিখ্যাত, ঈদৃশ এই নৃপতি পৃথু নারীগণের পূর্ব্বোক্ত স্তুতিবাক্য ও স্বরচিত প্রবন্ধসকল দেশে দেশে শ্রবণ করিবেন। সুরেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রগণ এই ভূপতির মহান্ প্রভাব গান করিবেন; ইনি স্বীয় তেজে পৃথিবীর শল্যস্বরূপ দুষ্টদিগকে উন্মূলিত করিয়া দিগ্‌বিজয় করিবেন; ইঁহার চক্র কুত্রাপি প্রতিরুদ্ধ হইবে না।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—চারণগণ এইরূপে ভগবান্ বেণপুত্রের গুণ ও কর্ম্মের স্তুতিবাদ করিলেন তিনি তাহা-দিগকে সম্মান ও অভিনন্দন করিয়া সমুচিত অভিলষিত বস্তু প্রদানপূর্ব্বক সন্তোষ বিধান করিলেন। অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, ভৃত্য, অমাত্য পুরোহিত, পৌরবর্গ, জ্ঞানপদবর্গ, তৈলিক ও তাম্বুলিকাদি এবং স্বীয় কর্ম্মচারিগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

বিদুর কহিলেন,—মহারাজ পৃথু যাঁহাকে দোহন করিয়াছিলেন, বহুরূপিণী সেই ধরিত্রী কি হেতু গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন? বৎস ও দোহন-পাত্রই বা কে হইয়াছিল? ধরিত্রী দেবী স্বভাবতঃ নিম্নোন্নতা; পৃথু তাঁহাকে কিরূপে সমতলা করিলেন এবং দেবরাজ কি হেতু তাঁহার যজ্ঞার্হ অশ্ব অশ্ব অপহরণ করিলেন? হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ সনৎকুমার ব্রহ্ম-

বিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ; রাজর্ষি পৃথু তাঁহার নিকট পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা ও বিপুলকীর্ত্তি প্রভু কৃষ্ণ পূর্ব্বে পৃথুরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীদোহন-রূপ যে সকল পুণ্য কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বলিতে আজ্ঞা হউক; আমি আপনার ও অধোক্ষজ কৃষ্ণের অনুরক্ত ভক্ত।

সূত কহিলেন,—বিদুর বাসুদেবকথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অনুনয় জানাইলে মৈত্রেয় তাঁহার প্রশংসা করিয়া প্রীতমনে তদুত্তরে বলিলেন,—বৎস বিদুর! বিপ্রগণ পৃথুকে অভিষিক্ত করিয়া 'আপনি প্রজাগণের পালক', এই বলিয়া রাজ্যাধিকার প্রদান করিলেন। তৎকালে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় ক্ষুধায় ক্ষীণদেহ প্রজাগণ ভূপতির সমীপে আসিয়া বলিতে লাগিল, হে রাজন্! যেমন বৃক্ষ কোটরস্থ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ আমারও জঠরাগ্নি-দ্বারা দগ্ধ হইতেছি; আপনি আমাদিগের জীবিকাপ্রদ পতি নিরূপিত হইয়াছেন জানিয়া অদ্য আমরা আশ্রয়স্থল আপনার শরণাপন্ন হইলাম। হে নরদেব-দেব! আপনি লোকপাল ও জীবিকার বিধানকর্ত্তা; আমরা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ না করি এই নিমিত্ত আপনি ক্ষুধাকাতর আমাদিগকে অন্নপ্রদান করিতে যত্নবান্ হউন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে কুরুবর! পৃথু প্রজাগণের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দীর্ঘকাল চিন্তামগ্ন হইলেন; পরে দুর্ভিক্ষের কারণ অবগত হইলেন। পৃথিবী ওষধিবীজসকল গ্রাস করিয়াছেন, এই নিশ্চয় করিয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ত্রিপুরারির ন্যায় ধরিত্রীর উদ্দেশে বাণ সন্ধান করিলেন। ধরণী তাঁহাকে আয়ুধধারী জানিয়া ব্যাধকর্ত্তৃক অনুসৃতা মৃগীর ন্যায় ভয়ে কম্পিতকলেবরা হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক পলায়নপরা হইলেন। তিনি যে যে স্থানে পলায়ন করিতে লাগিলেন, অরুণনেত্র পৃথু শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। দেবী পৃথিবীর দিক্, বিদিক্, ভূলোক, স্বর্গলোক ও অন্তরীক্ষ, যেখানে ধাবিত হইলেন, সেই খানেই পশ্চাদ্‌ভাগে ধৃতশরাসন রাজাকে দেখিতে পাইলেন। যেমন প্রাণিগণ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পায় না, সেইরূপ ত্রস্তা পৃথিবীও কোন লোকেই তাঁহা হইতে পরিত্রাণ না পাইয়া কাতরহৃদয়ে পলায়ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং মহানুভব নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ শরণাগতবৎসল! আপনি ভূতগণের পালনকার্য্যে অবস্থিত আছেন; অতএব আমাকেও রক্ষা করুন। আমি দীনা ও নিরপরাধা, তবে কি নিমিত্ত আমার হিংসায় প্রবৃত্ত হইতেছেন? আপনি ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত, তবে কি, হেতু নারীবধে অভিলাষী হইতেছেন? রাজন্! জন্তুগণ অপরাধিনী স্ত্রীগণকেও প্রহার করে না; আপনার ন্যায় করুণ দীনবৎসল জনগণ যে, স্ত্রীজাতির প্রতি হিংসা করিবেন না, তাহাতে আর বক্তব্য কি; আমি দৃঢ়া নৌরূপা, বিশ্ব আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে; আমার দেহ বিদীর্ণ করিয়া কি হেতু আপনাকে ও এই প্রজাবৃন্দকে সলিলে নিক্ষিপ্ত করিবেন?

পৃথু কহিলেন,—বসুধে! তুমি আমার আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখী, তুমি দেবতারূপে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছ; কিন্তু আমার রাজ্যে ধান্যাদি ধন বিস্তার করিতেছ না, অতএব আমি তোমাকে বধ করিব। যে ধেনু প্রত্যহ তৃণাদি ভোজন করে, কিন্তু আপীন হইতে দুগ্ধ প্রদান করে না, সেই দুষ্টা ধেনুর প্রতি দণ্ডবিধান যে প্রশংসনীয় নহে, এমত নয়। পূর্ব্বে ব্রহ্মা ওষধির বীজসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন; দুষ্টবুদ্ধি তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সেই সকল বীজ আপনার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, পরিত্যাগ করিতেছ না।

আমি বাণদ্বারা তোমার দেহ বিদীর্ণ করিয়া তোমার মাংসদ্বারা এই সকল ক্ষুধাকাতর প্রজাগণের বিলাপ প্রশমিত করিব। পুরুষ, স্ত্রী অথবা ক্লীব যে কেন মিথ্যা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ভূতগণের প্রতি নির্দ্দয় হয়, নৃপতিগণ ঈদৃশ অধমদিগকে বধ করিলেও বধ বলিয়া গণ্য হয় না। তুমি উদ্ধতস্বভাবা ও অহঙ্কারমত্তা, তুমি মায়া করিয়া গোরূপ ধারণ করিয়াছ, তোমাকে শরসমূহদ্বারা তিলপরিমাণ খণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব এবং স্বীয় যোগবলদ্বারা এই প্রজাদিগকে ধারণ করিব। পৃথিবী পৃথুকে এইরূপ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখিয়া কম্পিত-কলেবরে প্রণতা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—আপনি মায়াদ্বারা শান্তঘোর প্রভৃতি নানাবিধ তনু রচনা করিয়াছেন, আপনি গুণময় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ স্বরূপানুভূতি-দ্বারা ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতাদিগের প্রতি অহংবুদ্ধি ও তন্নিমিত্তক রাগ ও দ্বেষাদিকে নিরস্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন; হে পরমপুরুষ! আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যে বিধাতা আমাকে জীবগণের আয়তন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জরায়ুজপ্রভৃতি চতুর্বিবধ ভূত সকল আমাতেই অবস্থান করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, যখন সেই স্বতন্ত্র প্রভু স্বয়ং আয়ুধ ধারণ করিয়া আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইতেছেন, তখন অন্য কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? যে ভগবান্ অচিন্ত্য জীববিষয়িণী স্বীয় মায়া-দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সেই মায়াদ্বারাই বিশ্বের পালনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া ও রাজধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কি হেতু আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? যিনি স্বরূপতঃ এক হইয়া মায়াদ্বারা অনেক হইয়াছেন; যে স্বতন্ত্র প্রভু ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা চরাচর জগতের সৃষ্টি করাইয়াছেন, তাঁহার দুর্জ্জয় মায়ায় বিক্ষিপ্তচিত্ত প্রাণিগণ, তাঁহার ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য যে লক্ষ্য করিতে পারে না, তাহাতে সংশয় নাই। যিনি মহাভূত ইন্দ্রিয়, দেবতা, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই সকল শক্তিদ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, নানা প্রবল বিরুদ্ধশক্তির আধার বিশ্ববিধাতা সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করি। হে বিভো! হে অজ! যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই আপনি স্বরচিত ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তকরণাত্মক জগৎকে সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত আদিবরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাকে রসাতলে সলিলরাশি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আমি এই সলিলোপরি নৌকার ন্যায় আধারভূতা, প্রজাগণ আমার উপরিভাগে অবস্থান করিতেছে। সেই আদিবরাহ আপনি এক্ষণে প্রজাগণের রক্ষার নিমিত্ত রাজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুগ্ধের জন্য আমাকে উগ্র শর-দ্বারা বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়! যাহা হইতে দেব, মনুষ্য ও তির্য্যগ্‌যোনিতে সৃষ্টি হইয়া থাকে, ঈশ্বরের সেই মায়ার প্রভাবে আমাদিগের ন্যায় প্রাণীর চিত্তবৃত্তি মোহিত হইয়াছে; আমরা হরিভক্তগণেরই কার্য্যকলাপ বুঝিতে সমর্থ নহি, ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ কি বুঝিব? অতএব যাঁহারা বীরগণের অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়গণের যশ বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই ভক্তগণকে নমস্কার করি।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—ভীতা অবনি এইরূপে ক্রোধে কম্পিতাধর পৃথুর স্তুতি করিয়া বুদ্ধিদ্বারা মনের ধৈর্য্যসম্পাদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে প্রভো! ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আমার নিবেদন শ্রবণ করুন; বুধগণ মধুকরের ন্যায় সর্ব্বস্থান হইতে সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ মনুষ্যের ইহলোকে পুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত কৃষিপ্রভৃতি ও পরলোকে অভিলষিতসিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নিহোত্রাদি উপায় উদ্‌ভাবন করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী যে কেহ পূর্ব্বতন ঋষিগণের প্রদর্শিত উপায় শ্রদ্ধাসহকারে সম্যক্ অবলম্বন করেন, তিনিও অনায়াসে অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি কোন অবিদ্বান্ বা বিদ্বান্ ব্যক্তিও পূর্ব্বপ্রদর্শিত উপায় সকলকে অনাদর করিয়া স্বয়ং কোন কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহা পুনঃ পুনঃ আরব্ধ হইলেও ফল প্রসব করে না। হে রাজন্! সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যে সকল ধান্যাদি ওষধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে অসাধু ও দুরাচার ব্যক্তিগণ ভোগ করিতে লাগিল। রাজগণও চৌরাদি নিবারণ করিয়া আমাকে পালন করিলেন না এবং যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তন না করিয়া আমাকে অনাদর করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজ্য চৌরপ্রায় হইয়া উঠিল; আমি এই সকল দেখিয়া যদি কোন রাজা ভবিষ্যতে যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করেন, এই আশায় ওষধিসকলকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছি। অবশ্য সেই সকল ওষধি বহুকাল আমার অভ্যন্তরে থাকায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; অতএব আপনি বক্ষ্যমাণ উপায় অবলম্বন করিয়া, সেই সকল ওষধির পুনরুদ্ধার করুন! হে মহাবীর! আপনি ভূতগণের পালক, যদি ভগবান্ ভূতগণের অভীপ্সিত বলপ্রদ অন্ন উদ্ধার করিতে বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার বৎস, দোহনপাত্র ও দোগ্ধা নির্ণয় করুন; তাহা হইলে আমি অভিলষিত বস্তু সকল দুগ্ধরূপে প্রদান করিব। হে রাজন্! আমার নিম্নোন্নত প্রদেশসকলকে সমতল করুন, যাহাতে বর্ষা অপগত হইলেও বৃষ্টিজল সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে; এইরূপ করিলে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ভূপতি পৃথিবীর উক্ত প্রিয় ও হিত-বাক্য অঙ্গীকার করিয়া মনুকে বৎস করিলেন এবং পাণিকে দোহনপাত্র করিয়া দুগ্ধরূপ সকল ওষধি দোহন করিলেন। যেমন পৃথু পৃথিবীর বাক্যের সার গ্রহণ করিয়া স্বীয় কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ অন্যান্য জ্ঞানিগণও সর্ব্বত্র সকলের সকল বাক্যের সার গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অনন্তর ঋষিপ্রভৃতি অপরে পৃথুকর্ত্তৃক বশীকৃত ধরণীকে যথেচ্ছ দোহন করিলেন। পৃথুর দোহনানন্তর শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ ধরিত্রীদেবীকে দোহন করিলেন; বৃহস্পতি ব্রহ্মিষ্ঠগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনিই প্রথমাধিকারী, এই নিমিত্ত তিনি বৎস হইলেন এবং পবিত্র দুগ্ধের প্রাপ্তিমাত্রেই বেদসকলের আবির্ভাব হইল, এই নিমিত্ত উহা বেদময় এবং বাগিন্দ্রিয়, মানসেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়গোলকে ঐ দুগ্ধ সিক্ত হওয়ায় বেদের আবির্ভাব হইল, এই হেতু উক্ত ইন্দ্রিয় সকল দোহপাত্র হইল। অনন্তর সুরগণ দোহন করিলেন; ইন্দ্র প্রথমাধিকারী, এই নিমিত্ত তিনি বৎস হইলেন, সোম অর্থাৎ অমৃত, বীর্য্য অর্থাৎ মনঃশক্তি, ওজঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তি এবং বল অর্থাৎ দেহশক্তি দুগ্ধাকারে নিঃসৃত হইল; দোহ্য বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া হিরণ্ময় পাত্রে দোহনক্রিয়া সম্পাদিত

হইল। দৈত্য ও দানবগণ অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে বৎস করিয়া দোহন করিলেন। যদিও শ্রীপ্রহ্লাদ অদ্যাপি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তথাপি পৃথিবীর উপদেশে তাঁহারা তাঁহাকে মনে মনে কল্পনা করিলেন; সুরা ও তালাদি মদ্য দুগ্ধরূপে নিঃসৃত হইল এবং দোহ্য পদার্থ নিকৃষ্ট বলিয়া লৌহপাত্রে দোহনক্রিয়া সম্পাদিত হইল। অনন্তর অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ বিশ্বাবসুকে বৎস করিয়া পদ্মময় পাত্রে দোহন করিলেন; সৌভগ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের সহিত মধু অর্থাৎ বাঙ্মাধুর্য্য দুগ্ধরূপে নিঃসৃত হইল। পরে মহাভাগ শ্রাদ্ধদেবতা অর্থাৎ পিতৃগণ তাঁহাদিগের মুখ্য অর্য্যমাকে বৎস করিয়া আমপাত্রে অর্থাৎ অপক্ক মৃন্ময়পাত্রে অতি শ্রদ্ধার সহিত কাব্য অর্থাৎ পিতৃগণের অন্ন দুগ্ধরূপে দোহন করিলেন। অনন্তর সিদ্ধগণ কপিলকে বৎস করিয়া নভঃপাত্রে অণিমাদি সিদ্ধি দোহন করিলেন এবং বিদ্যাধরাদিও তাঁহাকেই বৎস কল্পনা করিয়া আকাশপাত্রেই খেচরত্বাদিরূপা বিদ্যা দোহন করিলেন। অন্যান্য কিম্পুরুষাদি মায়াবিগণও ময়কে বৎস করিয়া আকাশপাত্রে দোহন করিলেন; যাঁহারা সঙ্কল্পমাত্রেই অন্তর্ধান করিতে পারেন, সেই অদ্ভুতস্বভাব মায়াবিগণের মায়া দুগ্ধরূপে ক্ষরিত হইল। যক্ষ, রক্ষ, ভূত ও মাংসভোজী পিশাচগণ রুদ্রকে বৎস করিয়া নরকপালপাত্রে রুধিররূপ মদ্য দোহন করিলেন। এই রূপে নিষ্ফণ ও সফন সর্প, বৃশ্চিক ও নাগগণ তক্ষককে বৎস কল্পনা করিয়া মুখরূপপাত্রে বিষরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। অনন্তর পশুগণ রুদ্রবাহ বৃষভকে বৎস করিয়া অরণ্যপাত্রে যবস অর্থাৎ তৃণরূপ ক্ষীর দোহন করিলেন এবং অপরাপর মাংসভোজী দংষ্ট্রাযুক্ত প্রাণিগণ মৃগেন্দ্রকে বৎস ও স্ব স্ব কলেবরকে পাত্র কল্পনা করিয়া ক্রব্য অর্থাৎ মাংসরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। বিহঙ্গগণ গরুড়কে বৎস করিলেন; চর অর্থাৎ কীটাদি ও অচর অর্থাৎ ফলাদি দুগ্ধরূপে নির্গত হইল। এই রূপে তরুগণ ও গিরিগণ যথাক্রমে বট ও হিমবান্‌কে বৎস করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রস ও নানাবিধ ধাতু যথাক্রমে দোহন করিলেন; স্ব স্ব কলেবর তরুগণের ও স্ব স্ব সানুদেশ পর্ব্বত সকলের দোহনপাত্র হইল। এই রূপে সকলেই স্বীয় স্বীয় জাতির মধ্যে যিনি মুখ্য, তাঁহাকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথুকর্ত্তৃক বশীকৃতা সর্ব্বকামদুঘা পৃথ্বী হইতে স্ব স্ব পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ দুগ্ধ দোহন করিলেন। হে কুরুবর বিদুর! পৃথুপ্রভৃতি অন্নভোজিগণ ভিন্ন ভিন্ন বৎস দোহনপাত্র কল্পনা করিয়া স্ব স্ব অন্নকে দুগ্ধরূপে প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দুহিতৃবৎসল মহীপতি প্রীত হইয়া সর্ব্বকামদুঘা পৃথিবীকে স্নেহহেতু দুহিতৃরূপে অঙ্গীকার করিলেন। পরে রাজেন্দ্র পৃথু ধনুর অগ্রভাগদ্বারা গিরিশৃঙ্গসকলকে চূর্ণ করিয়া এই ভূমণ্ডলকে প্রায় সমতল করিয়া দিলেন এবং প্রজাগণের বৃত্তিপ্রদ পিতা ভগবান্ তাঁহাদিগের যথাযোগ্য বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। তিনি গ্রাম, পুর, নগর নানাবিধ দুর্গ, আভীরপল্লী, গোষ্ঠ, শিবির, আকর, কৃষকপল্লী ও পর্ব্বতপ্রান্তস্থিত গ্রাম সকল রচনা করিলেন। মহারাজ পৃথুর পূর্ব্বে এইরূপ গ্রামাদির রচনা ছিল না; এক্ষণে প্রজাগণ নির্বিঘ্নে তৎ তৎ স্থান প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—রাজর্ষি পৃথু যে ব্রহ্মাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগগে সরস্বতা নদী প্রবাহিতা সেই মনুর ক্ষেত্রে এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। ভগবান্ শতক্রতু পৃথুর কার্য্য তাঁহার কার্য্যকে অতিক্রম করিবে জ্ঞাত হওয়ায়, তাঁহার যজ্ঞমহোৎসব দেবরাজের অসহ্য হইল। সেই যজ্ঞে যজ্ঞপতি সর্ব্বলোকগুরু সর্ব্বাত্মা প্রভু ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পুর্ণ ঈশ্বর সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন; ব্রহ্মা, শিব ও অনুচরগণের সহিত লোকপালগণ ভগবানের সহিত আগমন করিয়াছিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ, মুনিগণ ও অপ্সরাগণ তাঁহার গুণগান করিতেছিলেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব, গুহ্যকাদি, সুনন্দ ও নন্দ প্রভৃতি শ্রীহরির শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণ, কপিল, নারদ, দত্ত ও সনকাদি যোগেশ্বরগণ যাঁহারা ভগবানের ভজনে অনুরাগী ভক্ত, সকলেই তাঁহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। হে বিদুর! সেই যজ্ঞে সর্ব্বকামদুঘা পৃথিবী ধেনুরূপা হইয়া হবিঃপদার্থ ও যজমানের অন্যান্য অভিলষিত অর্থ দুগ্ধরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। নদী সকল ইক্ষুদ্রাক্ষাদি নিখিলরস, ক্ষীর, দধি, অন্ন, দুগ্ধ, ঘৃত ও তক্র বহন করিয়া প্রবাহিত হইল এবং বিশালদেহ তরুগণ মধুবর্ষী হইয়া বিবিধ ফল ধারণ করিল। সিন্ধুসকল রত্ননিকর, গিরিসমূহ চতুর্ব্বিধ অন্ন এবং লোকপালগণের সহিত সর্ব্বলোক উপহার প্রদান করিল। অধোক্ষজ বিষ্ণু যাঁহার নাথ, সেই পৃথুর অতি সমৃদ্ধ যজ্ঞমহোৎসব দেখিয়া ইন্দ্র অসহিষ্ণু হইলেন এবং যজ্ঞবিঘ্ন উৎপাদন করিলেন। পৃথু চরম অশ্বমেধ দ্বারা যজ্ঞপতি ভগবানের আরাধনা করিলেন ইন্দ্র স্পর্দ্ধা করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করিলেন। যে পাষণ্ডবেশ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দেয়, সেই বেশকে কবচের ন্যায় ধারণ করিয়া ইন্দ্র যখন আকাশপথে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন ভগবান্ অত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন; অনন্তর তাঁহার প্রেরণায় মহারথ পৃথুপুত্র ইন্দ্রকে বধ করিবার নিমিত্ত অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং দাঁড়াও, দাঁড়াও বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে জটাজুটধারী ভস্মাচ্ছন্ন তাদৃশাকার দেখিয়া মনে করিলেন, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন না। তাঁহাকে ইন্দ্রবধ হইতে নিবৃত্ত দেখিয়া অত্রি পুনর্ব্বার ইন্দ্রবধের উদ্দেশে বলিলেন, বৎস! যজ্ঞহন্তা দেবাধম এই মহেন্দ্রকে বধ কর; পৃথুপুত্র এইরূপে আদিষ্ট হইয়া অতি ক্রোধভরে রাবণের পশ্চাৎ জটায়ুর ন্যায় আকাশ পথে পলায়নপর ইন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ইন্দ্র সেই পাষণ্ডবেশ ও পৃথুপুত্রের উদ্দেশে অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, তখন বীর স্বীয় অশ্ব গ্রহণ করিয়া পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ তাঁহার এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে বিজিতাশ্ব এই নামে অভিহিত করিলেন। অনন্তর মায়াবী ইন্দ্র গাঢ় অন্ধকার সৃষ্টি ও তদ্দ্বারা স্বীয় শরীর আচ্ছন্ন করিয়া পুনর্ব্বার অশ্ব হরণ করিলেন; অশ্ব যূপের অর্থাৎ যজ্ঞীয় পশুবন্ধনস্তম্ভের চষালে অর্থাৎ অগ্রভাগে স্থিত বলয়াকার কাষ্ঠখণ্ডে স্বর্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল; দেবরাজ দৃঢ় সুবর্ণস্খল ছেদন করিতে না পারিয়া শৃঙ্খলের সহিত ঘোটককে যূপাগ্র হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি যখন আকাশপথে ত্বরিতগমনে যাইতেছেন, তখন অত্রি দেখাইয়া দিলেন; ইন্দ্র নরকপাল ও খট্বাঙ্গ অর্থাৎ

শিবের অস্ত্রবিশেষ ধারণ করিয়াছিলেন। বীর তাঁহার অনুধাবন করিলেন না, অত্রির আদেশে ক্রোধে তাঁহার উদ্দেশে অস্ত্র সন্ধান করিলেন। ইন্দ্র তাহা দেখিয়া সেই রূপ ও ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন; বীর অশ্ব উদ্ধার করিয়া পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। যাহারা মন্দবুদ্ধি, তাহারা ইন্দ্রের সেই নিন্দনীয় বেশ গ্রহণ করিল। ইন্দ্র অশ্ব হরণ করিবার অভিপ্রায়ে যে যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেশ পাপের ষণ্ড অর্থাৎ পাষণ্ড বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে ষণ্ড শব্দের অর্থ চিহ্ন বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ইন্দ্র এইরূপে পৃথুযজ্ঞ নষ্ট করিবার উদ্দেশে যে যে বেশ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সেই পাষণ্ডবেশে মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি তদবধি ধাবিত হইল। নগ্ন অর্থাৎ জৈন, রক্তপদ অর্থাৎ বৌদ্ধ এবং কাপালিক প্রভৃতি আপাতরম্য বাক্যচতুরদিগের উপধর্ম্মকে ভ্রান্তিবশতঃ ধর্ম্ম মনে করিয়া অনেকের মতি তাহাতেই আসক্ত হইতে দেখা যায়।

মহাপরাক্রম ভগবান্ পৃথু ইন্দ্রের অশ্বহরণব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি কুপিত হইলেন এবং শরাসনে বাণ সন্ধান করিলেন। ঋত্বিগ্‌গণ অসহ্য-পরাক্রম দুর্দ্ধর্ষ পৃথুকে ইন্দ্রবধে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া নিবারণ করিয়া কহিলেন, হে বিজ্ঞবর! যজ্ঞে শাস্ত্রবিহিত পশুবধ ব্যতীত অন্য কাহাকেও বধ করিতে নাই। হে রাজন্! আপনার যজ্ঞবিঘ্নকারী ইন্দ্র জগতে আপনার কীর্ত্তি বিস্তৃত হওয়ায় হতপ্রভ হইয়াছেন। আমরাই সেই অনিষ্টকারীকে উগ্রবীর্য্য আহ্বান মন্ত্রদ্বারা এখানে আহ্বান করিয়া বলপ্রয়োগ-পূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিয়া ফেলিব। হে বিদুর! ঋত্বিগ্‌গণ এইরূপে যজ্ঞপতি ভগবান্‌কে প্রবোধ দিয়া ক্রোধে স্রুক্ হস্তে লইয়া যেমন হোম করিবেন, অমনি ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া নিবারণ করিয়া বলিলেন, —আপনারা যজ্ঞদ্বারা যাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন এবং এই যজ্ঞে পূজিত দেবগণ যাঁহার দেহ যজ্ঞনামক এই ইন্দ্র ভগবানের অবতার; অতএব ইনি আপনাদিগের বধযোগ্য নহেন। হে দ্বিজগণ! ইন্দ্র মহারাজের যজ্ঞবিঘ্ন উৎপন্ন করিতে গিয়া কিরূপ ধর্ম্মনাশক পাষণ্ডপথ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, দেখুন; অতএব বিপুলকীর্ত্তি পৃথু একোনশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া বিরত হউন; অনন্তর তিনি ভগবান্ পৃথুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি মোক্ষ-ধর্ম্ম অবগত আছেন, আপনার এই সকল যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? মহেন্দ্র আপনারই আত্মা এবং আপনারা উভয়েই ভগবান্ উত্তমশ্লোকের বিগ্রহ; অতএব মহেন্দ্রের প্রতি ক্রোধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। হে মহারাজ! যজ্ঞ সমাপ্ত হইল না বলিয়া চিন্তা করিবেন না, অবহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন; যে কার্য্য দৈবকর্ত্তৃক বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়, তাহার পুনরুত্থান-চিন্তায় মন অতি রুষ্ট হইয়া প্রগাঢ় মোহ-প্রাপ্ত হয়, কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। এই ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হউন, ইন্দ্রকে নিবারণ করিবার উপায় নাই, কারণ দেবতাদিগের মধ্যে তাঁহার এ বিষয়ে অত্যন্ত দুষ্ট আগ্রহ হইয়াছে; তিনি এই যজ্ঞবিঘ্ন উৎপন্ন করিতে গিয়া যে সকল পাষণ্ডপথ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, উহা ধর্ম্মনাশক। যে ইন্দ্র আপনার যজ্ঞদ্রোহ করিয়া থাকেন এবং অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত চিত্তাকর্ষক পাষণ্ডপথে জনগণ কিরূপ আকৃষ্ট হইয়াছে, দেখুন। আপনার পিতা বেণরাজার অত্যাচারে মনুষ্যের সাংখ্যযোগাদি নানাসিদ্ধান্তের অনুরূপ ধর্ম্ম বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। আপনি ঐ ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিষ্ণুর অংশে বেণদেহ হইতে সম্প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছেন; হে প্রজাপতে! এই বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা করিয়া যে মহর্ষিগণ বেণদেহ মন্থন করিয়া

আপনাকে উৎপাদন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন; এই যে প্রচণ্ড পাষণ্ডপথ, যাহা ইন্দ্রের মাথায় উৎপন্ন হইয়া বহু উপধর্ম্ম উৎপাদন করিতেছে, হে প্রভো! উহাকে বিনাশ করুন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—মহারাজ পৃথু লোকগুরু ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্বীকার করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে আগ্রহ পরিত্যাগ করিলেন এবং বাৎসল্যসহকারে ইন্দ্রের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। অনন্তর বহু সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠাতা পৃথু অবভৃথস্নান অর্থাৎ পবিত্র যজ্ঞান্তস্নান সমাপন করিলে যে সকল বরদাতা দেবগণ তাঁহার যজ্ঞে আগমন করিয়া যজ্ঞভাগদ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। হে বিদুর! পৃথু শ্রদ্ধাসহকারে বিপ্রগণকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ চিরদিন সত্য হইয়া থাকে; তাঁহারা আদিরাজ পৃথুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! পিতৃ, দেব, ঋষি ও মানব যাঁহারা আপনার আহ্বানে এখানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আপনার দান-মানে পূজিত হইয়াছেন।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ যিনি বহুযজ্ঞে সম্যক্ আরাধিত হইয়াছেন, সেই যজ্ঞপতি প্রভু, ইন্দ্রের সহিত আবির্ভূত হইয়া মহারাজ পৃথুকে কহিলেন,—ইনি আপনার শতাশ্বমেধ ভঙ্গ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, ইঁহাকে ক্ষমা করুন। হে নরদেব! এই জগতে যাঁহারা-সুবুদ্ধি, সাধু ও নরোত্তম, তাঁহারা ভূতগণের প্রতি দ্রোহাচরণ করেন না; কারণ, তাঁহারা আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক জানিয়া দেহে অভিমান স্থাপন করেন না। তাদৃশ পুরুষগণ যদি দেবমায়ায় মোহিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা যে দীর্ঘকাল জ্ঞানিগণের সেবা করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই পণ্ডশ্রম হইয়াছে। যিনি বিদ্বান্ তিনি জানেন অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপবিষয়ে অজ্ঞান তাহা হইতে কামনা ও তাহা হইতে কর্ম্ম, এই সমুদয় দেহকে উৎপন্ন করিয়াছে, অতএব এইরূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কখনও দেহে আসক্ত হন না। এই শরীর হইতেই গৃহ, অপত্য ও দ্রবিণ অর্থাৎ ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব শরীরে অনাসক্ত কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ সকল পদার্থে মমত্ব স্থাপন করিবেন? এই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, কারণ, আত্মা এক, দেহ বালকযুবাদিভেদে নানাবিধ; আত্মা শুদ্ধ, দেহ মলিন; আত্মা স্বপ্রকাশ, দেহ জড়; আত্মা নির্গুণ, দেহ সগুণ; আত্মা গুণাশ্রয়, দেহ যে সকল গুণে রচিত—সেই সকল গুণের আশ্রিত; আত্মা সর্ব্বব্যাপী, দেহ পরিচ্ছিন্ন; আত্মা অনাবৃত, দেহ গৃহাদি-দ্বারা আবৃত; আত্মা সাক্ষী, দেহ দৃশ্য; আত্মা আত্মারহিত অর্থাৎ তাঁহার অপর আত্মা নাই, দেহ আত্মযুক্ত অর্থাৎ দেহের অন্য আত্মা বর্ত্তমান আছে। যে পুরুষ দেহের মধ্যে ঈদৃশ আত্মা বর্ত্তমান আছেন, ইহা অবগত আছেন, তিনি আমাতে অবস্থিত থাকেন। এই নিমিত্ত দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া ও দেহের বিকারে

লিপ্ত হন না। হে রাজন্! যিনি কামনারহিত হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া নিত্য আমার ভজনা করেন, তাঁহার মন শনৈঃ শনৈঃ প্রসন্নতা লাভ করে। এইরূপে মন প্রসন্ন হইলে গুণের প্রতি আসক্তি পরিত্যক্ত হয় এবং সম্যগ্‌দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তখন তিনি শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। আমি যে সম্যক্ উদাসীনভাবে অবস্থান করিতেছি, উহাই আমার ব্রহ্মভাব এবং উহাই কৈবল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে; তিনি এই কৈবল্যের অধিকারী হইয়া থাকেন। এই আত্মা দেহ, জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের সাক্ষিরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও উদাসীন; যিনি এই সম্যগ্‌দর্শন লাভ করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্ষিতি প্রভৃতি মহাভূত, ইন্দ্রিয়, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও চিদাভাস এই সকল উপাদানে লিঙ্গদেহ নির্ম্মিত; ঐ দেহ আত্মা হইতে ভিন্ন। যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা অবগত আছেন, তাঁহারা আমাতে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া থাকেন; সম্পদ্ বা বিপদ উপস্থিত হইলে হর্ষ বা শোকে বিকার প্রাপ্ত হন না। হে বীর! উত্তম, মধ্যম ও অধমের প্রতি আপনার সমান বুদ্ধি; আপনি সুখ ও দুঃখে সমদৃষ্টি; ইন্দ্রিয় ও ধন আপনার বশীভূত; আপনি এই অখিল লোকের রক্ষাবিধান করুন; আমি একাকী কিরূপে রক্ষা করিব, এরূপ মনে করিবেন না, আমি অমাত্যাদি অখিল লোকের সৃষ্টি করিয়াছি, তাঁহাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া রক্ষাবিধান কার্য্যে ব্রতী হউন। রাজা প্রজাপালন করিয়াই শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন, যে হেতু তিনি পরলোকে প্রজাদিগের পুণ্যের ষষ্ঠাংশভাগী হইয়া থাকেন; অন্যথা যদি রাজা প্রজাদিগের কর গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের রক্ষা না করেন, তাহা হইলে প্রজাগণ তাঁহার পুণ্যভাগী হয় এবং তিনি প্রজাগণের পাপফল ভোগ করিয়া থাকেন। আপনি এইরূপ মুখ্য-দ্বিজগণের অনুমোদিতচরিত্র ও তাঁহাদিগের মতানুসারী হইয়া এবং অর্থ ও কামকে প্রাণাধিক ও ধর্ম্মকে প্রধাণ করিয়া অথচ তাহাতে অনাসক্ত হইয়া প্রজা-রঞ্জনপূর্ব্বক এই পৃথিবীর পালন করুন; দেখিবেন অল্পকালের মধ্যে সনকাদি সিদ্ধগণ আপনার গৃহে আগমন করিবেন। হে নরেন্দ্র! আমি আপনার শমপ্রভৃতি গুণে ও মাৎসর্য্যরহিত শীলে অর্থাৎ চরিত্রে বশীভূত হইয়াছি। আমার নিকট কোন বর প্রার্থনা করুন। যাঁহাদিগের ঐরূপ গুণ ও শীল নাই তাঁহারা তপস্যা বা যোগদ্বারা আমাকে সহজে লাভ করিতে পারেন না, যেহেতু সমচিত্ত ব্যক্তি-গণের হৃদয়ে আমি প্রকাশিত হইয়া থাকি।

মৈত্রেয় কহিলেন,—রাজরাজেশ্বর পৃথু লোকগুরু বিশ্বক্‌সেন ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরির অনুশাসন শিরোধার্য্য করিলেন। শতক্রতু স্বীয় অশ্বাপহরণ কার্য্যের নিমিত্ত লজ্জিত হইয়া মহারাজের চরণ স্পর্শ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তিনি প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিলেন। পৃথু বিশ্বাত্মা ভগবান্‌কে পূজোপহার অর্পণ করিয়া উচ্ছলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণাম্বুজ ধারণ করিলেন; ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রস্থানে উদ্যত হইলেও রাজার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রস্থানে বিলম্ব করিলেন এবং পদ্মপলাশলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আদি-রাজ পৃথু কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীহরির রূপদর্শনে অভিলাষী হইলেন; কিন্তু অশ্রুধারায় তাঁহার লোচন প্লাবিত হওয়ায় দর্শন করিতে পারিলেন না এবং কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল ভগবান্‌কে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি অশ্রুকলা মার্জ্জনা করিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিতে লাগিলেন,

কিন্তু দর্শন করিলেও তাঁহার নয়ন অতৃপ্ত রহিল। দেবতারা কখনও পদদ্বারা ভূমিস্পর্শ করেন না, কিন্তু ভগবান্ তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভূমিতলে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং পাছে চরণ স্খলিত হয়, এই নিমিত্ত গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে হস্তাগ্র বিন্যস্ত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

অনন্তর পৃথু কহিলেন,—হে বিভো! হে কৈবল্যপতে! আপনি ব্রহ্মাদি বরদাতৃগণেরও বরপ্রদ; কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি আপনার সমীপে দেহাভিমানিগণের ভোগ্য বস্তু প্রার্থনা করিবে? ঐরূপ বস্তু শূকরাদি নারকযোনিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব হে প্রভো! উহা আমি প্রার্থনা করি না। হে নাথ! মহাজনগণের হৃদয় হইতে মুখ-দ্বারা আপনার যে যশঃশ্রবণাদিসুখকথা উচ্চারিত হয়, তাহা যদি কৈবল্যে প্রাপ্ত না হওয়া যায়, তাহা হইলে আমি সে কৈবল্য প্রার্থনা করি না; আপনার যশঃ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন, আমি এই বরই প্রার্থনা করিতেছি। হে উত্তমশ্লোক! সাধুগণের মুখনিঃসৃত আপনার পাদপদ্মমকরন্দের বিন্দুসকলকে যে অনিল বহন করিয়া থাকে, সেই অনিল অর্থাৎ দূর হইতে আপনার যশঃশ্রবণ যে সকল কুযোগী তত্ত্বমার্গ বিস্মৃত হইয়াছে, তাহাদিগেরও আত্মজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে; অতএব কৈবল্যের অভাবে ভক্তগণের রাগদ্বেষাদি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং আমার অন্য বরের প্রয়োজন নাই। হে মঙ্গলকীর্ত্তে! যিনি সাধুসঙ্গে আপনার মঙ্গলময় যশ সদৃচ্ছাক্রমে একবারও শ্রবণ করেন, তিনি গুণজ্ঞ হইলে কিরূপে উহা হইতে বিরত হইতে পারেন? যে ব্যক্তি উহা হইতে বিরত হইতে পারে, সে পশু; লক্ষ্মীদেবী স্বীয় চরিত্রে নিখিলপুরুষার্থ সংগ্রহ করিবার আশায়, আপনার যশঃ শ্রবণাদি ভজন বররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় ঔৎসুক্যসহকারে অখিলপুরুষোত্তম গুণালয় আপনার ভজনা করিব; লক্ষ্মীদেবীর সহিত আমার প্রতিদ্বন্দ্বিভাব ঘটিতেছে, কারণ, আপনি আমাদিগের উভয়ের পতি; আরও, আমাদের উভয়েরই মন আপনার শ্রীচরণে একতান হইয়াছে, অতএব যজ্ঞ করিতে গিয়া যেমন দেবরাজের সহিত কলহ ঘটিল, সেইরূপ আপনার ভজন করিতে গিয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত কলহ ঘটিবে না ত? অথবা জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিরোধ ঘটিবেই, কারণ, তিনি যে সেবাকর্ম্ম করিয়া থাকেন, আমিও তাহাই করিতে অভিলাষ করিতেছি; তথাপি আমি ভজন করিব; এ বিষয়ে আমার আশা আছে যে, যেমন আপনি ইন্দ্রের সহিত বিরোধে আমার পক্ষপাতী হইলেন, সেইরূপ এ বিষয়েও পক্ষপাতী হইবেন; আপনি দীনবৎসল, এই নিমিত্ত অতি তুচ্ছ সেবাকেও বহু করিয়া মনে করিয়া থাকেন; লক্ষ্মীদেবী আপনার কি প্রয়োজন সিদ্ধ করিবেন? আপনি আপনার স্বরূপে রমণ করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! যেহেতু আপনি দীনবৎল, এই নিমিত্ত নিষ্কাম সাধুগণ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াও আপনার ভজনা করিয়া থাকেন; মায়াগুণসকল ক্রীড়া করিয়া যে ভ্রমাদি কার্য্য উৎপন্ন করিয়া থাকেন, আপনাতে সে সমুদায় নিরস্ত হইয়াছে; ভক্তগণ যে ঈদৃশ আপনার ভজনা করিয়া থাকেন, আপনার শ্রীচরণ স্মরণ ব্যতীত তাহার অন্য কোন ফল আছে বলিয়া বোধ হয় না। আপনি যে "বর গ্রহণ কর" বলিয়া ভক্তকে বলিয়া থাকেন, আপনার ঐ বাক্য জগতের মোহ উৎপন্ন করে বলিয়া বোধ হয়; যদি জনগণ আপনার বেদবাণীরূপা তন্ত্রীদ্বারা আবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে ফলের আশায় বিমোহিত হইয়া কেন পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিত? হে ঈশ! অজ্ঞলোকসকল আপনার

মায়ায় আপনার সত্যস্বরূপ হইতে পৃথককৃত হইয়াছে, যেহেতু পুত্রবিত্তাদি অন্য পদার্থ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। যেমন শিশু নিবেদন না করিলেও পিতা স্বয়ং তাহার হিতচেষ্টা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনারও আমাদিগের হিতচেষ্টা করা বিধেয়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—এইরূপে আদিরাজ পৃথু স্তুতি করিলে, বিশ্বদৃক্ ভগবান কহিলেন,—রাজন্! আমাতে আপনার ভক্তি হউক; যে ভক্তিযুক্তা বুদ্ধির বলে লোকে আমার সুদুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, আপনি যে আমার প্রতি সেই বুদ্ধি স্থাপন করিয়াছেন, ইহা অতীব সৌভাগ্যের বিষয়। হে প্রজাপতে! আমি যাহা আদেশ করিলাম, তাহা আপনি অপ্রমত্ত হইয়া পালন করুন; যিনি আমার আদেশ পালন করেন, তিনি সর্ব্বত্র কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অচ্যুত ভগবান্ রাজর্ষি পৃথুর পূর্ব্বোক্ত সদর্থযুক্ত বাক্য প্রশংসা করিয়া তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত হইলেন; অনন্তর রাজা দেব, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, কিন্নর, অপ্সরা ও খগপ্রভৃতি মর্ত্ত্য নানাবিধ ভূতগণ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর বিভূতি এইরূপ মনে করিয়া তথায় সমাগত সকলকে স্তুতি, বসন ভূষণাদি ও অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক ভক্তিপ্রদর্শনদ্বারা পূজা করিলেন; এইরূপে পূজিত হইয়া পার্ষদাদি সকলে প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ অচ্যুতও ঋত্বিগ্-গণের সহিত রাজর্ষির মন হরণ করিয়া স্বধামে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর দেবদেব বাসুদেব স্বীয় রূপ দর্শন করাইয়া দৃষ্টির অগোচর হইলে, নৃপতি তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার করিয়া স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—যখন মহারাজ পুরে প্রবেশ করিলেন, তখন পুরের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল, তিনি যে যে স্থান দিয়া গমন করিলেন, সেই সেই স্থান মুক্তমালা, কুসুমমালা, দুকুল ও স্বর্ণতোরণদ্বারা শোভিত এবং মহাসুরভি ধুপে সুবাসিত হইয়াছিল। রাজমার্গ, চত্বর ও সাধারণ পথ অগুরুচন্দনরসে অভিষিক্ত এবং পুষ্প, অক্ষত, ফল, হরিতযব, লাজ ও দীপমালায় অলঙ্কৃত হইয়াছিল। সর্ব্বত্র সবৃন্ত কদলীস্তম্ভ, নবীন গুবাকবৃক্ষ ও তরুপল্লবমালা শোভা বিস্তার করিতেছিল। প্রজাবর্গ ও কুণ্ডলাদিদ্বারা উজ্জ্বলবেশধারিণী কুমারীগণ দধি প্রভৃতি অশেষ মঙ্গলদ্রব্য ও দীপাবলী হস্তে ধারণ করিয়া মহারাজের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। যখন তিনি স্বভবনে প্রবেশ করিলেন সেইকালে শঙ্খদুন্দুভিনিনাদে ও ঋত্বিগ্-গণের বেদপাঠে দিঙ্-মণ্ডল মুখরিত হইতেছিল; তিনি স্বীয় ঈদৃশ অসাধারণ ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিলেও গর্ব্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। পৌর ও জানপদবর্গ স্বর্ণমুদ্রা, অর্ঘ্য ও নববস্ত্রাদি উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা করিলে, মহাযশাঃ পৃথুও মনোমত বর প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় উষ্ণীষাদি প্রতিদানদ্বারা তাঁহাদিগের সংবর্দ্ধনা করিলেন। অনিন্দ্যচরিত্র গুণভূয়িষ্ঠ পূজ্যতম পৃথু, এইরূপে বহুবিধ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক অবনিমণ্ডল শাসন করিলেন, অবশেষে পৃথিবীতে বিপুল যশঃ বিস্তার করিয়া পরম পদে আরোহণ করিলেন।

সূত কহিলে,—হে মুনিবর শৌনক! কুশারু-

তনয় মৈত্রেয় বিপুলকীর্ত্তি অশেষগুণালঙ্কৃত গুণিজন-পূজিত আদিরাজ পৃথুর চরিত্র বর্ণন করিলে, মহাভাগবত বিদুর অতিসম্মানসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—যিনি বিপ্রগণকর্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত ও অশেষ সুরগণের পুজোপহার প্রাপ্ত হইয়া বাহুদ্বয়ে বৈষ্ণবতেজ ধারণাপূর্ব্বক গোরূপধারিণী পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন, যাঁহার গোদোহনে উচ্ছিষ্টস্বরূপ ভোগ্য বস্তুসকল নিখিল নৃপতিগণ ও লোকপালগণের সহিত লোকসকল অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার কীর্ত্তিশ্রবণে বিমুখ হইবেন? অতএব তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—রাজা পৃথু, গঙ্গা ও যমুনা এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রে বাস করিয়া পুণ্য ক্ষয় করিবার বাসনায় প্রাচীনকর্ম্মাধীন সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকুল ও বৈষ্ণবগণব্যতিরেকে অন্যত্র তাহার আদেশ অপ্রতিহত ছিল; তিনি সপ্তদ্বীপা বসুমতীর একমাত্র দণ্ডধারী হইলেন। হে বিদুর! একদা তিনি এক মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হন, ঐ যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের সমাগম হইয়াছিল। তথায় সভ্যগণের যথাবিধি অর্চ্চনা করা হইলে পর, রাজা সভামধ্যে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন তাঁহাকে তারামণ্ডল-মধ্যস্থিত শশধরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দেহ উন্নত, ভুজযুগল পীন, ও আয়ত, বর্ণ গৌর, নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় অরুণবর্ণ, নাসিকা সুগঠিত, বদন কমনীয়, দর্শন চিত্তাকর্ষক, স্কন্ধ বিশাল, দন্ত ও স্মিত সুচারু, বক্ষস্থল বিস্তীর্ণ, নিতম্ব বিশাল, উদর নিম্নাগ্র অশ্বত্থপত্রের ন্যায় উপরিভাগে বিস্তৃত ও নিম্নভাগে সঙ্কুচিত এবং ত্রিবলীচিহ্নে মনোহর, নাভি আবর্ত্তের ন্যায় গভীর, কান্তি তেজোব্যঞ্জক, উরুদ্বয় কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল, পদদ্বয় উন্নতাগ্র, কেশ-রাজি সূক্ষ্ম, বক্র, কৃষ্ণ ও স্নিগ্ধ, গ্রীবাদেশ শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়ে অঙ্কিত এবং পরিধেয় ও উত্তরীয় শ্রেষ্ঠ দুকূলদ্বয় মহামূল্য। তিনি যজমানের কর্ত্তব্য বলিয়া ভূষণসকল পরিহার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার সর্ব্বগাত্রে স্বাভাবিকী শোভার আবির্ভাব হইয়াছিল; তিনি কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম ধারণ ও হস্তে কুশ ধারণপূর্ব্বক সময়োচিত ক্রিয়াসকল সম্পাদন করিয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার চক্ষুর স্নিগ্ধ তারাদ্বয়ে জনগণের সন্তাপ হরণ করিতেছিল। ভূপতি শ্রুতিমধুর চিত্রপদযুক্ত প্রশস্ত পবিত্র গম্ভীরার্থ ও প্রাঞ্জল বাক্যদ্বারা সভ্যগণকে সম্যক্ আনন্দিত করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজা বলিলেন,—হে সমাগত সাধু সভ্যগণ! আপনারা শ্রবণ করুন; আপনাদের মঙ্গল হইবে; যাঁহারা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, তাঁহারা স্বীয় বিচারদ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদিগের সাধুগণের নিকট ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। বিধাতা আমাকে প্রজাগণের দণ্ডধারিরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে রক্ষা করা, তাঁহাদিগের জীবিকা নির্দ্দেশ করা ও স্ব স্ব বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মানুসারে জীবন যাপনে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা আমার কর্ত্তব্য। সর্ব্বধর্ম্মসাক্ষী ভগবান যে রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হন, ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহার প্রাপ্য যে সকল লোক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি যথাযথ রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই সকল লোক আমার ভোগ্য হইবে এবং তথায় আমার অভিলষিত-সমূহের পূরণ হইবে। যে নরপতি প্রজাগণকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত না করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাগণের পাপফল ভোগ করিয়া থাকেন এবং স্বীয় ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। অতএব, হে প্রজাগণ! পুত্র যেমন পিণ্ডদানদ্বারা পিতার পরলোকের হিতসাধন করিয়া থাকে, তোমরাও সেইরূপ আমার প্রতি অসূয়া পরি-

ত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা আমার পরলোকের হিতসাধন কর, যাহা কিছু কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমুদয় অধোক্ষজ অর্থাৎ ভগবান্‌ বাসুদেবে অর্পণ করিবে; এইরূপ করিলে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে। হে শুদ্ধান্তঃকরণ পিতৃগণ ও দেবর্ষিগণ! আমি যাহা বলিলাম, যদি তাহা সমীচীন হইয়া থাকে, তবে আপনারা অনুমোদন করুন; কারণ, কর্ত্তা, শিক্ষাদাতা ও অনুমোদিতা এই তিন জনেরই পরলোকে সমান ফল ভোগ করিতে হয়। হে মাননীয় সভ্যগণ! কোন কোন জ্ঞানিগণের মতে যজ্ঞপতি নামে পরমেশ্বর বর্ত্তমান আছেন, কারণ তাহা না হইলে জগতের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় না; অথচ ইহলোকে ও পরলোকে কান্তিমতী ভোগভূমি ও বিচিত্র প্রাণিদেহসকল লক্ষিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর দৌহিত্র ধর্ম্মবিষয়ে বিমোহিত শোচনীয় বেণ প্রভৃতি ভূপতিগণব্যতীত অন্যান্য সকলেই কর্ম্মফল দাতা ভগবান্‌ অবশ্য আছেন এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন; মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, মহীপতি প্রিয়ব্রত, আমার পিতামহ রাজর্ষি অঙ্গ, ঈদৃশ অন্যান্য নরপতি এবং ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ ও বলি ইঁহারা সকলেই পূর্ব্বোক্ত মত পোষণ করিয়া থাকেন। কর্ম্মই ফলদান করিবে অথবা দেবতারা ফল দান করিবেন, ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, এরূপ বলিতে পারা যায় না; কারণ, কর্ম্ম জড়, তাহা ফলদান করিতে সমর্থ নহে; দেবতারাও স্বতন্ত্র নহেন, তাঁহাদিগেরও অন্তর্যামী আছেন, ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়; আরও ধর্ম্ম অর্থ, কাম, স্বর্গ ও মোক্ষ এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ফল দৃষ্ট হইতেছে; একই কর্ম্ম যদি ফলদান করিত, তাহা হইতে ফলের তারতম্য ও কখন কখন অসিদ্ধি সম্ভবপর হইত না; অতএব স্বীকার করিতে হয়, একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন, যিনি ফল করিতে, ফলের অন্যথা করিতে অথবা ফলের অসিদ্ধি বিধান করিতে সমর্থ। যাঁহারা পদসেবায় অভিরুচি তদীয় পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে বিনিঃসৃতা গঙ্গাদেবীর ন্যায় অনুদিন বর্দ্ধিত হইয়া সংসারতাপতপ্ত জনগণের বহুজন্মার্জ্জিত মনোবল সদ্যঃ সত্ত্বগুণে ক্ষালন করিয়া থাকে; এইরূপে অশেষ মনোবল বিধৌত হইলে, বৈরাগ্যহেতু তত্ত্ববস্তুর সহিত বিশেষ সাক্ষাৎকাররূপ বীর্য্যে বীর্য্যবান্‌ হইয়া পুরুষ যাঁহার পাদমূল আশ্রয়পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ক্লেশাবহ সংসার প্রাপ্ত হয় না; আপনারা অকপটচিত্তে অধ্যাপনাদি স্ব স্ব বৃত্তিদ্বারা, যজ্ঞাদি স্ব স্ব কর্ম্মদ্বারা মন, বাক্য ও শরীরের গুণসমূহ অর্থাৎ ধ্যান, স্তুতি ও পরিচর্য্যাদ্বারা সেই বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরিরই পদপঙ্কজ ভজনা করুন; যিনি ব্রহ্মাদির সেব্য, আমরা তাঁহার কি সেবা করিব এরূপ মনে করিবেন না, কারণ, স্ব স্ব অধিকারানুসারে কার্য্য করিলেই প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভগবান্‌ স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিশুদ্ধ ঘনীভূত চৈতন্য ও অগুণ অর্থাৎ গুণরহিত হইয়াও এই কর্ম্মমার্গে অনেক গুণযুক্ত যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছেন; ব্রীহিপ্রভৃতি যে যজ্ঞের নানাবিধ দ্রব্য, শুক্লাদিগুণ, ধান্যের অবঘাতাদি যে ক্রিয়া, মন্ত্রসমূহ, যজ্ঞের অঙ্গদ্বারা সাধিত উপকার, সঙ্কল্প, পদার্থসকলের শক্তি ও জ্যোতিস্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের নাম এই সকলের সমষ্টি যজ্ঞ, ভগবান্‌ই যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছেন; এই মনে করিয়া যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যাগের ফলও ভগবদ্রূপ, উহাও ভিন্ন বস্তু নহে; প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি, কাল অর্থাৎ গুণ সকলের ক্ষোভক যাহা ভগবানের ইচ্ছাশক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, আশয় অর্থাৎ অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বাসনা ও ধর্ম্ম অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মদ্বারা নির্মিত অদৃষ্ট, এই সকলের সমবায়ে

শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে। এই শরীরে বিষয়াকারা বুদ্ধি উৎপন্ন হইতেছে অর্থাৎ জীবের বুদ্ধিতে প্রতি-ক্ষণেই ঘট পট প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইতেছে; জীব ঐ রূপ বুদ্ধির ভিতর দিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে; ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ও ক্রিয়ার সম্পর্কহেতু আনন্দও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে; যেমন অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠের সম্পর্কে হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি নানারূপ প্রতীয়-মান হইয়া থাকে, আনন্দস্বরূপ ভগবান্‌ও পূর্ব্বোক্ত শরীরে বিষয়বুদ্ধি অঙ্গীকার করিয়া আনন্দরূপ ধারণ পূর্ব্বক ক্রিয়ার ফলরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন; অতএব যজ্ঞ ও যজ্ঞফল উভয়ই ভগবানের রূপ, এই মনে করিয়া যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এই পৃথিতলে আমার প্রজাগণের মধ্যে যাঁহারা দৃঢ়-ব্রত হইয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়াফল ভগবানে সমর্পণপূর্ব্বক যজ্ঞভাগভুক ইন্দ্রাদির অধীশ্বর সর্ব্বলোকগুরু শ্রীহরির নিরন্তর যজনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাকে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন।

এক্ষণে প্রার্থনা করি, যেন রাজবংশের ক্ষত্রিয়-তেজ, সমৃদ্ধি, তিতিক্ষা, তপস্যা ও বিদ্যাদ্বারা স্বয়ং দেদীপ্যমান ব্রাহ্মণকুলেও অজিত ভগবান্ যাঁহাদিগের দেবতা সেই বৈষ্ণবকুলে কখনও প্রভাব বিস্তার না করে। যিনি ব্রহ্মণ্যদেব অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, সেই পুরাতন পুরুষ শ্রীহরি নিত্য যাঁহাদিগের চরণবন্দনা করিয়া অক্ষয়া লক্ষ্মী ও জগৎ পবিত্র যশ লাভ করিয়াছেন এবং মহত্তম ব্রহ্মাদিরও পূজ্য হইয়াছেন, যাঁহাদিগের সেবা করিলে সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্য্যামী স্বপ্রকাশ বিপ্রপ্রিয় ঈশ্বর অতীব সন্তোষ লাভ করেন, আপনারা ভগবানের সেই লোকসংগ্রহ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া বিনীতভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ব্রাহ্মণগণের সেবা করুন। যে ব্রাহ্মণকুলের নিত্যসেবা করিলে জ্ঞানাভ্যাসাদিব্যতিরেকেও পুরুষের চিত্ত স্বভাবতঃ অতি শীঘ্র পরিশুদ্ধ হইয়া তাহাকে মুক্তির অধিকারী করে, সেই ব্রাহ্মণকুল ব্যতীত হবির্ভুক দেবগণের আর কি উৎকৃষ্ট মুখ আছে? সুতরাং ব্রাহ্মণসেবাদ্বারাই যজ্ঞাদিসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা তত্ত্বকোবিদ্ অর্থাৎ যাঁহারা অনন্ত ভগবান্ সর্ব্বদেবময় চৈতন্যমূর্ত্তি এই তত্ত্ব অবগত আছেন, যদি তাঁহারা ইন্দ্রাদির নামে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের মুখে হোম করেন, তাহা হইলে জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বান্তর্যামী অনন্ত যেরূপ সন্তোষসহকারে ভোজন করেন, চেতনারহিত হুতাশনে হোম করিলে সেরূপ সন্তোষের সহিত গ্রহণ করেন না। যে বেদ নিত্য ও বিশুদ্ধ, যাহাতে বিশ্ব দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ যে বেদে এই বিশ্বের সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে, যাঁহারা বস্তু মাত্রের জ্ঞানের নিমিত্ত শ্রদ্ধা, তপস্যা, মঙ্গল অর্থাৎ প্রশস্ত আচরণ ও অপ্রশস্ত বর্জ্জন মৌন অর্থাৎ অধ্যয়নের বিরুদ্ধ আলোচনা পরিত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম ও সমাধি অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যদ্বারা সেই বেদকে নিরন্তর ধারণ করিয়া থাকেন, হে আর্য্যগণ! আমি সেই ব্রাহ্মণগণের পাদপদ্মরেণু মুকুটোপরি যাবজ্জীবন বহন করিব, এই অভিলাষ করিতেছি; যিনি ইহা সর্ব্বদা বহন করেন, তাঁহার পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয় এবং সকল গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্তর সেই গুণাধার চরিত্রবান্, কৃতজ্ঞ ও বৃদ্ধগণের আশ্রয়স্বরূপ পুরুষকে সম্পদ স্বয়ং বরণ করিয়া থাকে; অতএব ব্রাহ্মণগণ, গোসকল ও সপার্ষদ জনার্দ্দন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—নৃপতি এইরূপ বলিলেন, সাধুস্বভাব পিতৃগণ, দেবগণ ও দ্বিজাতিগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া সাধুবাদদ্বারা তাঁহার স্তব করিয়া বলিলেন,— লোকে যে বলিয়া থাকে, মনুষ্য সুপুত্রদ্বারা উত্তম লোক সকল জয় করিয়া থাকে, ইহা সত্য; যে

হেতু পাপিষ্ঠ বেণ ব্রহ্মশাপে হত হইয়াও নরক অতিক্রম করিয়াছে। হিরণ্যকশিপুও ভগবানের নিন্দা করিয়া নরকে পতিত হইতে হইতে পুত্র প্রহ্লাদের প্রভাবে নরক হইতে নিস্তার পাইয়াছে। হে পৃথিবীর পিতৃস্বরূপ বীরগণ! সর্ব্বলোকের একমাত্র ভর্ত্তা অচ্যুতে আপনার ঈদৃশী ভক্তি! আপনি চিরজীবী হউন। হে পবিত্রকীর্ত্তে! আমাদিগের কি সৌভাগ্য! অদ্য আমরা আপনাকে নাথ পাইয়া মুকুন্দকেই নাথরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি; যে হেতু আপনি উত্তমশ্লোকগণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণুর কথা ব্যক্ত করিলেন। হে নাথ! আপনি যে সেবকগণের সম্যক্ অনুশাসন করিলেন, ইহা বিচিত্র নহে; কারণ, প্রজাগণের প্রতি অনুরাগ করুণাত্মা মহাজনগণের স্বভাবসিদ্ধ। হে প্রভো! দৈব-নামক কর্ম্ম-দ্বারা নষ্টদৃষ্টি হইয়া আমরা অজ্ঞানান্ধকারে ভ্রমণ করিতেছিলাম, আপনি অদ্য আমাদিগকে সেই অন্ধকারের পরপারে আনয়ন করিলেন। যিনি ব্রাহ্মণজাতিকে অধিষ্ঠান করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে ও ক্ষত্রিয়জাতিকে অধিষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয়জাতিকে অবলম্বন করিয়া স্বীয় তেজে এই বিশ্বকে পালন করিতেছেন, সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব মহীয়ান্ পুরুষকে নমস্কার করি।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—এইরূপে জনগণ মহাপরাক্রম পৃথুর স্তুতি করিতেছেন, এমন সময় সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মুনিচতুষ্টয় তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা যে সনৎকুমারাদি কুমারচতুষ্টয়, তাহা তাঁহাদিগের তেজোদর্শনে লক্ষিত হইতেছিল; রাজা অনুচরগণের সহিত দর্শন করিলেন, সেই সিদ্ধেশ্বরগণ লোক সকলকে নিষ্পাপ করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র রাজার প্রাণ যেন উদ্গত হইল এবং তাহা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবার জন্যই যেন তিনি সদস্য ও অনুচরগণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন; যেমন জীব ঔৎসুক্যসহকারে গন্ধাদি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহারও দশা তাদৃশী হইল। তাঁহাদিগের প্রতি গৌরব-বুদ্ধিনিবন্ধন তাঁহার কায় ও বাক্য তৎক্ষণাৎ সম্ভ্রমে সংকোচপ্রাপ্ত হইল; তাঁহারা অর্ঘ্য ও আসন গ্রহণ করিলে তিনি অবনত-মস্তকে যথাবিধি তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই সলিলদ্বারা স্বীয় কেশরাশি মার্জ্জনা করিলেন; এতদ্দ্বারা সুশীল ব্যক্তিগণ নমস্য ব্যক্তির সমীপে কিরূপ আচরণ করিবেন, তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রকটিত করিলেন। স্বয়ং ভব অগ্রজ বলিয়া যাঁহাদিগকে মান্য করিয়া থাকেন, সেই মুনিগণ বেদীস্থ পাবকের ন্যায় সুবর্ণাসনে সমাসীন হইলে, রাজা শ্রদ্ধাসহকারে সংযতভাবে প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন।

পৃথু কহিলেন,—হে মঙ্গলময় ঋষিগণ! আমার কি সৌভাগ্য! আমি কি শুভ আচরণ করিয়াছি যে, যোগিগণেরও দুর্লভদর্শন আপনাদিগের দর্শনলাভ ঘটিল। পার্ষদগণের সহিত বিষ্ণু, শিব ও বিপ্রগণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার ইহলোকে ও পর-লোকে কোন্ বস্তু অতিশয় দুর্লভ হইয়া থাকে? যাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, মহত্তত্ত্বাদি

সেই দৃশ্য পদার্থসকল যেমন সর্ব্বদর্শী আত্মাকে লক্ষ্য-করিতে পারে না, সেইরূপ এই লোক, আপনারা লোকসকল পর্য্যটন করিতেছেন, তথাপি আপনাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারে না। যে সকল সাধু গৃহস্থগণের গৃহে পূজ্যব্যক্তিগণ জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদিকে স্বীকার করেন অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্যের অভাবে পানের নিমিত্ত জল, জলের অভাবে শয্যার নিমিত্ত তৃণ, তৃণাভাবে আসনের নিমিত্ত পরিস্কৃতা ভূমি, তদভাবে গৃহস্বামীর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতিবাক্য এবং তাহারও অভাবে ভৃত্যাদির সাশ্রু প্রণিপাত অঙ্গীকার করেন, সেই সকল গৃহস্থ নির্ধন হইলেও ধন্য। যাহাদিগের গৃহ বৈষ্ণবগণের পাদ-প্রক্ষালন-জলে পবিত্র হয় নাই, তাহা অখিল সম্পদের আধার হইলেও সর্পাদির বাসবৃক্ষতুল্য। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের শুভাগমনে আমার মহা-সৌভাগ্যের উদয় হইল; যেহেতু মুমুক্ষুগণ ধীরচিত্তে শ্রদ্ধার সহিত যে সকল বৃহৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, আপনারা বাল্যকাল হইতে সেই সকল ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। হে প্রভুগণ! আমরা ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মবশে বিপদরূপ বীজের বপনক্ষেত্র এই সংসারে পতিত হইয়াছি; কিরূপে আমাদিগের কুশল হইবে, নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হয়। আপনারা আত্মারাম, আপনাদিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত নহে, কারণ, কুশল বা অকুশল এই উভয় বুদ্ধিবৃত্তিই আপনাদিগের মধ্যে নাই; অতএব সংসার সন্তপ্ত জনগণের সুহৃদ্ আপনাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই সংসারে কিরূপে অনায়াসে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই উপদেশ করুন। আপনারা অন্য যোগিগণের তুল্য নহেন, আপনারা সাক্ষাৎ ভগবান্; বীরগণের আত্মরূপে প্রকাশমান ও আত্মপ্রকাশক অজ ভগবান ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে সিদ্ধরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিত।

মৈত্রেয় কহিলেন,—পৃথুর সেই ন্যায্য গম্ভীরার্থ অল্পাক্ষর ও শ্রুতিমধুর শোভন বাক্য শ্রবণ করিয়া সনৎকুমারের প্রসন্ন মুখ যেন মৃদুহাস্যযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইল; তিনি প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—মহা-রাজ! আপনি জ্ঞানবান্, আপনার আত্মা সর্ব্বভূতের হিতে নিয়োজিত রহিয়াছে, ফলতঃ সাধুগণের মতি এইরূপই হইয়া থাকে; আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। কেবল যে আমাদিগের সঙ্গ আপনার অভিলষিত, তাহা নহে, আপনার সঙ্গও আমাদিগের অভিলষিত, ফলতঃ সাধুচরিত্র বক্তা ও শ্রোতাদিগের মিলন পরস্পরের অভিলষিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; তাঁহাদিগের সম্ভাষণকালে যে প্রশ্ন সমুচ্চিত হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ বিস্তার করিয়া থাকে। হে রাজন্। যাহা অন্তঃকরণের কষায় অর্থাৎ ধাতু রাগের ন্যায় অনিবর্ত্তনীয় কামাত্মক মল বিদূরিত করে, মধুসূদনের পাদারবিন্দের গুণানুবাদশ্রবণে সেই নিষ্ঠাযুক্তা রতি আপনার মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজ-মানই রহিয়াছে। শাস্ত্রের সম্যক্ বিচার করিলে আত্মভিন্ন পদার্থে অসঙ্গ অর্থাৎ বৈরাগ্য ও নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার দৃঢ়া রতি, এই উভয়কেই মানবের মুক্তির হেতু বলিয়া সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই রতি ও অসঙ্গ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বলিতেছি শ্রবণ করুন। শ্রদ্ধা, ভগবদ্ধর্ম্মাচরণ, সেই ধর্ম্মের বিশেষ অঙ্গ পরিজ্ঞাত হইবার ইচ্ছা, আত্মার সহিত যোগসূত্র হইবার নিমিত্ত নিষ্ঠা, যোগে-শ্বরগণের উপাসনা, নিত্যই পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীহরির পবিত্র কথা শ্রবণ, অর্থসংগ্রহপর তামস ও ইন্দ্রিয়ভোগাসক্ত রাজস ব্যক্তিগণের সঙ্গলাভে বিতৃষ্ণা, তাহাদিগের অভিলষিত অর্থ ও ভোগ্যবস্তুর অপরিগ্রহ, যদি শ্রীহরির গুণপীযুষপান করিবার সুযোগ না ঘটে,

তাহা হইলে নির্জ্জনে রুচি ও আত্মায় পরিতোষ; অহিংসা, পারমহংস্যচর্য্যা অর্থাৎ নিস্পৃহভাবে অবস্থান আত্মহিতের অনুসন্ধান, মুকুন্দের চরিত্ররূপ শ্রেষ্ঠ অমৃত অর্থাৎ মুকুন্দের চরিতস্মরণজনিত সুখ, যশ, নিয়ম, কামনাত্যাগ, অন্য ধর্ম্মপথের অনিন্দা, অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর পরিরক্ষণে যত্নাভাব, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা এবং হরিভক্তগণের কর্ণালঙ্কারস্বরূপ হরিগুণাবলীর নিয়ত কীর্ত্তনে সঞ্জাত ভক্তি-দ্বারা কার্য্যকারণরূপ সংসারপ্রপঞ্চে অসঙ্গ ও নির্গুণব্রহ্মে রতি অনায়াসে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মে দৃঢ়া রতি উৎপন্ন হইলে মনুষ্য গুরু লাভ করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তেজে পঞ্চভূতপ্রধান জীবকোষ অর্থাৎ জীবের আবরক অহঙ্কারকে এরূপ দগ্ধ করিয়া ফেলে যে, তাহা হইতে আর বাসনা উত্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না; যেমন অগ্নি যে অরণিকাষ্ঠ হইতে উত্থিত হয়, তাহাকেই দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ এই রতি পঞ্চভূতপ্রধান অহঙ্কারাত্মক যে লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়া সমুত্থিত হয়, তাহাকেই দগ্ধ করিয়া ফেলে; এইরূপে লিঙ্গদেহ দগ্ধ হইলে পুরুষ তদীয় কর্ত্তৃত্বাদি গুণসমূহ হইতে বিমুক্ত হয়; তখন বাহিরের ঘটাদি ও অন্তরের সুখ-দুঃখাদি অনুভূত হয় না, কারণ, দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই ভেদজ্ঞানের হেতু অন্তঃকরণ, যাহা পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে তাহার বিনাশ হইয়াছে; যেমন স্বপ্নকালে 'আমি রাজা' 'এই আমার সৈন্য' ইত্যাদি ভেদজ্ঞান স্বপ্নাবস্থার নাশে থাকে না, ইহাও সেইরূপ জানিবেন। যতদিন অন্তঃকরণরূপ উপাধি বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পুরুষ দ্রষ্টা, দৃশ্য ও যাহা হইতে এই উভয়ের সম্বন্ধ ঘটে, সেই অহঙ্কারকে দর্শন করে, অন্তঃকরণের বিলয় হইলে এইরূপ ভেদজ্ঞান হয় না; এই নিমিত্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে এই ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে, সুষুপ্তিকালে হয় না। যেমন জল বা দর্পণাদি বিদ্যমান থাকিলে পুরুষ প্রতিবিম্বকেই আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, কিন্তু জল বা দর্পণাদির অভাবে তাদৃশ ভেদ দর্শন করে না, সেইরূপ অন্তঃকরণ থাকিলেই দ্রষ্টা ও দৃশ্য প্রভৃতির ভেদ দর্শন করে, তাহার অভাবে করে না।

হে রাজন্! অসঙ্গ ও আত্মরতি হইতে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, ইহা আপনাকে বলিলাম; এক্ষণে অনাত্মপদার্থে রতি উৎপন্ন হইলে কিরূপে পুরুষের সংসার বন্ধন ঘটে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বিষয়ের নানাবিধ গুণ স্মরণ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদৃশ ইন্দ্রিয় মনকে বিষয়াসক্ত করিয়া ফেলে; যেমন তীরে উৎপন্ন কুশাদিস্তম্ভ অজ্ঞাতসারে মূলদ্বারা হ্রদের জল অপহরণ করে, সেইরূপ তাদৃশ বিষয়াসক্ত মন বুদ্ধির চেতনাকে অর্থাৎ বিচারসার্থ্যকে অপহরণ করে; কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না। চেতনা অপহৃত হইলে স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ-জ্ঞান নষ্ট হয় এবং তাহা হইতে স্বরূপজ্ঞানের তিরোধান হয়। এই স্বরূপজ্ঞানের হানিকেই জ্ঞানিগণ আত্মা হইতেই আত্মার নাশ বলিয়া থাকেন। যে আত্মা প্রিয়তম বলিয়া তাহার সহিত সম্পর্কহেতু অন্যান্য বিষয়ও প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়, যদি নিজের দোষেই সেই আত্মার স্বরূপ আবৃত হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা পুরুষের ইহলোকে আর অধিক স্বার্থহানি হইতে পারে না। অর্থ ও কামের ধ্যান করিতে করিতে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে; সে ক্রমে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। যে সকল বিষয় মোক্ষ ও মোক্ষানুকূল ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই চতুর্ব্বর্গের ব্যাঘাত করিয়া থাকে, তীব্র সংসার-পারেচ্ছু ব্যক্তি কখনও সেই সকল বিষয়ের সঙ্গ করিবেন না। এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে মোক্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে;

যেহেতু ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গে নিয়তই কালভয় বিদ্যমান আছে। পর অর্থাৎ ব্রহ্মাদি এবং অবর অর্থাৎ আমাদিগের ন্যায় প্রাণিগণ যাহাদিগের গুণক্ষোভ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদিগের ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ কালকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে তাহাদিগের কল্যাণ কোথায়? হে নরেন্দ্র! যে-হেতু অনাত্মপদার্থে রতি অশেষ অনর্থের মূল, এই নিমিত্ত আপনি ভগবান্‌কে জানিতে সচেষ্ট হউন; 'তিনিই আমি' এইরূপে তাঁহাকে অবগত হইতে হইবে; দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারে আবৃত যে সকল স্থাবর ও জঙ্গম, ভগবান্ তাহাদিগের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন; জীব এই সকলের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন, এরূপ বলা যায় না; কারণ, তিনি জীবেরও অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কর্ম্ম জীবকে নিয়মিত করে, ইহা সত্য নহে; কারণ যিনি নিয়ামক, তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইতেছে। বুদ্ধি প্রত্যক্ষ হয়, অতএব বুদ্ধিই নিয়মিত করিতেছে ইহাও বলা যায় না; যেহেতু বুদ্ধি বাহ্য বিষয়াকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু ভগবান্ প্রত্যেক্ অর্থাৎ প্রতি-লোমে প্রকাশ পাইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার নির্বিষয় প্রকাশস্বরূপ। অহঙ্কারকেও পূর্ব্বোক্ত নিয়ামক বলা যায় না, যেহেতু অহঙ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক; অতএব আপনি তাঁহাকেই অবগত হউন। এই যে বিশ্ব কার্য্যকারণরূপে প্রকাশ পাইতেছে, উহা মায়াভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ, যেমন মালায় সর্পভ্রম মালার জ্ঞান হইলেই বিদূরিত হয়, সেইরূপ বিবেক উৎপন্ন হইলেই এই মায়াময় বিশ্ব তিরোহিত হয়; এই বিশ্ব যাঁহাতে প্রকাশ পাইতেছে, তিনি সত্যস্বরূপ, এই নিমিত্ত পরিশুদ্ধ এবং পরিশুদ্ধ বলিয়াই নিত্যমুক্ত। ভগবান্ সত্য-স্বরূপ বলিয়াই কর্ম্ম-দ্বারা মলিন প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়াও তাহার সম্পর্কে মলিন হন না, তিনি এই প্রকৃতিকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন; আমি এই ভগবানের শরণাপন্ন হই। হে রাজন্! যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইল, উহা বহুক্লেশে উপার্জ্জিত হয়; এই নিমিত্ত ভক্তিপথ আশ্রয় করুন। ভক্তগণ বাসুদেবের শ্রীচরণাঙ্গুলির কান্তি স্মরণ করিয়া কর্ম্মদ্বারা গ্রথিত হৃদয়গ্রন্থিকে যেরূপ অনায়াসে ছিন্ন করিয়া ফেলেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া বুদ্ধিকে নির্বিষয় করেন, সেই যতিগণ সেরূপ সহজে হৃদয়গ্রন্থির ছেদনে সমর্থ হন না; অতএব সেই বাসুদেবের শরণাপন্না হইয়া ভজনা করুন। এই সংসারসমুদ্রে কামক্রোধাদি ছয় রিপু কুম্ভীররূপে বিচরণ করিতেছে; যাঁহারা শ্রীহরিকে প্লবরূপে অবলম্বন না করিয়া যোগাদিদ্বারা এই ভবার্ণবকে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে মহান্ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়; অতএব আপনি ভজনীয় ভগবানের শ্রীচরণকে প্লব অর্থাৎ ভেলা করিয়া দুস্তর ভবার্ণবরূপ বিপদ্ উত্তীর্ণ হউন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—ব্রহ্মার পুত্র ব্রহ্মবিৎ সনৎ-কুমার এইরূপে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলে নৃপতি তাঁহার সম্যক্ প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আর্ত্তজনের অনুকম্পাকারী শ্রীহরি পূর্ব্বেই আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন; হে ভগবন্! আপনারা সেই অনুগ্রহকে কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন। আপনারা দয়ালু, উপদেশ প্রদান করিয়া আপনাদের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পা-দন করিলেন, কিন্তু আপনারাই আমাকে আমার দেহ ও রাজ্যাদি প্রদান করিয়াছেন, অতএব আপনাদিগকে কি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব? হে ব্রহ্মন্! যেমন ভৃত্য সেবাধর্ম্মানুসারে রাজার তাম্বুলাদি রাজাকেই সমর্পণ করে, সেইরূপ আমিও প্রাণ, দার, সুত, গৃহ, পরিচ্ছদ, রাজ্য, মহী, বল ও কোষ এই সমস্তই আপ-নাদিগকে নিবেদন করিলাম। বেদশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ

সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব ও সর্ব্বলোকের আধিপত্য এই সমস্ত পদার্থের যথার্থ সত্বাধিকারী। ব্রাহ্মণই স্বকীয় অন্ন ভোজন করেন, স্বকীয় বস্ত্র পরিধান করেন ও স্বকীয় অর্থ দান করেন; ক্ষত্রিয়াদি তাঁহারই অনুগ্রহে অন্নমাত্র কেবল ভোজন করেন, দানে তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র অধিকার নাই; অধিকার থাকিলেও সর্ব্বস্ব দিয়াও গুরুর প্রত্যুপকার করিতে কেহই সমর্থ নহে। বেদবিৎ আপনারা আধ্যাত্ম বিচার করিয়া ভগবানের ঈদৃশ তত্ত্ব যে নিশ্চয়সহকারে প্রতিপাদন করিলেন, সেই উপকারের নিমিত্ত কি দিয়া আপনাদের সন্তোষ সম্পাদন করিব? আপনাদের গভীর দয়াগুণে আপনারা সন্তোষ লাভ করুন; অঞ্জলিবন্ধন-ব্যতিরেকে আমাদিগের ন্যায় কাহারও ক্ষমতা নাই, যে আপনাদিগের উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারে।

এইরূপে সেই যোগেশ্বরগণ আদিরাজ পৃথুকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তদীয় চরিত্রের প্রশংসা করিতে করিতে সকলের সমক্ষেই আকাশপথে গমন করিলেন। অনন্তর সাধুশ্রেষ্ঠ বেণতনয় আত্মযোগশিক্ষাদ্বারা একাগ্রতা লাভ করিয়া আত্মায় অবস্থিতিপূর্ব্বক আপনাকে পূর্ণমনোরথ মনে করিলেন। তিনি বিত্ত, দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে যথোচিত কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ম্মফল ব্রহ্ম সংন্যস্ত করিয়া কর্ম্মে অনাসক্ত ও সমাহিত হইয়া আত্মাকে কর্ম্মসাক্ষী ও প্রকৃতির পর বলিয়া উপলব্ধি করিলেন এবং যেমন সূর্য্য কিরণযোগে বহুবিধ পদার্থের সহিত সম্পৃক্ত হইয়াও সেই সকল পদার্থের গুণদোষে লিপ্ত হন না, সেইরূপ তিনিও গৃহে বর্ত্তমান ও সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর সহিত অন্বিত থাকিয়াও নিরভিমান হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে লিপ্ত হইলেন না। এইরূপে মহারাজ পৃথু আত্মযোগে অবস্থিত হইয়া সতত কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বীয় ভার্য্যা অর্চ্চির গর্ভে বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক এই পঞ্চ আত্মানুরূপ পুত্র উৎপাদন করিলেন। তিনি অচ্যুতে আত্মসমাধানপূর্ব্বক সময়োচিত একাধারে সকল লোকপালগণের পৃথক্ পৃথক্ গুণ ধারণ করিয়া জগতের রক্ষা বিধান করিতে লাগিলেন। যেমন চন্দ্র রাজা এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ তিনিও প্রসন্ন মন, সৌম্য মূর্ত্তি, মধুর বাক্য ও মনোহর গুণাবলীদ্বারা প্রজারঞ্জন করিয়া রাজা এই উপাধি ধারণ করিলেন। যেমন সূর্য্য উত্তাপপ্রদানপূর্ব্বক গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর রস গ্রহণ ও বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনিও প্রজাগণকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া করগ্রহণকালে প্রজাদিগের নিকট অর্থগ্রহণ ও দুর্ভিক্ষাদিকালে তাহাদিগকে ধন দান করিয়া সূর্য্যের গুণ ধারণ করিলেন। তিনি দুর্দ্ধর্ষতেজে অগ্নির ন্যায়, দুর্জ্জয় বীরত্বে ইন্দ্রের ন্যায়, সহিষ্ণুতায় ধরিত্রীর ন্যায় ও লোকসকলকে অভীষ্ট-প্রদানে স্বর্গের ন্যায় হইলেন এবং মেঘের ন্যায় অভিলষিত বর্ষণপূর্ব্বক জনগণের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। যেমন সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য পরিমাণ করা যায় না, সেইরূপ তাঁহার অভিপ্রায়ও বোধগম্য হইত না; তিনি সারবত্তায়-সুমেরুর ন্যায়, ন্যায়বিচারে যমরাজের ন্যায় ও চমৎকারিত্বে হিমাচলের ন্যায় ছিলেন। তিনি কুবেরের ন্যায় ধনাঢ্য, বরুণের ন্যায় ধনাদির সুরক্ষক, দেহের, মনের ও ইন্দ্রিয়ের বলে পবনের ন্যায় সর্ব্বত্র সঞ্চারক্ষম, ভগবান্ রুদ্রদেবের ন্যায় অবিষহ্য, কন্দর্পের ন্যায় কমনীয় এবং সিংহের ন্যায় ধৈর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বাৎসল্যে মনুর ন্যায়, প্রজাগণের উপর প্রভুত্বস্থাপনে ব্রহ্মার ন্যায়, বেদবিদ্যায় বৃহস্পতির ন্যায় এবং জিতেন্দ্রিয়ত্বে স্বয়ং হরির ন্যায় ছিলেন। গো, ব্রাহ্মণ, গুরু ও ভগবানের ভক্তগণের প্রতি ভক্তি এবং লজ্জা, বিনয়, সাধুচরিত্র ও পরার্থপরতায়

তাঁহার তুলনা ছিল না; যেমন সীতাপতি ত্রৈলোক্যে সর্ব্বত্র সৎপুরুষগণকর্ত্তৃক সংকীর্ত্তিত হইয়া সাধুগণের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ মহারাজ পৃথুও ত্রৈলোক্যে সর্ব্বত্র নারীগণের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার যশ এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, অন্তঃপুরস্থিতা কুলকামিনীগণও তাঁহার কীর্ত্তিগাথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে আত্মনিষ্ঠ প্রজাপতি পৃথু আপনাকে বার্দ্ধক্যে উপনীত দেখিয়া আত্মজার ন্যায় পৃথিবীকে আত্মজগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়া মহিষীর সহিত একাকী তপোবনে গমন করিলেন; পৃথিবী যেন তাঁহার বিরহে রোদন করিতে লাগিল এবং প্রজাগণের মন একান্ত ব্যাকুল হইল। তিনি প্রচুর অন্নাদির সৃষ্টি ও বহুসংখ্যক পুরগ্রামাদিরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন; স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণের বৃত্তিবিধান, সাধুগণের ধর্ম্মরক্ষা ও যে নিমিত্ত তাঁহার জন্মগ্রহণ, সেই প্রজাপালনাদি ঈশ্বরাদেশ পালন করিয়া তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। তিনি পূর্ব্বে যেরূপ মহাযত্নে দিগ্‌বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেইরূপ অদম্য নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক বানপ্রস্থগণের অবলম্বনীয় উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন কন্দ মূলফলাহার, কখন শুষ্কপত্রভোজন, কতিপয় পক্ষ জলপান ও তদনন্তর বায়ুভক্ষণ করিয়া কালযাপন করিলেন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা হইয়া অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে অগ্নিচতুষ্টয় ও মস্তকোপরি সূর্য্যদেব এই পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়া ধৈর্য্যের সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন, বর্ষাকালে মৌনী হইয়া বৃষ্টিধারা সহ্য করিলেন এবং শীতকালে জলে আকণ্ঠমগ্ন ও সময়ান্তরে ভূমিতলে শয়ন করিয়া কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ পৃথু সহিষ্ণু, যতবাক্, জিতেন্দ্রিয়, জিতপ্রাণ ও ঊর্দ্ধরেতা হইয়া কৃষ্ণের আরাধনা করিবার মানসে সুদুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে তপস্যা পরিপক্ক হইলে, তাঁহার কর্ম্মসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইল এবং প্রাণায়ামদ্বারা কামাদি ষড়্‌বর্গ নিরুদ্ধ হওয়ায় বন্ধন অর্থাৎ বাসনা ছিন্ন হইল। ভগবান্ সনৎকুমার যে উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক যোগের উপদেশ করিয়াছিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথু সেই যোগদ্বারাই পরম পুরুষের ভজনা করিতে লাগিলেন। হে বিদুর! ভগবদ্ধর্ম্মে তৎপর পৃথু শ্রদ্ধাসহকারে ভজনে দৃঢ় প্রযত্ন করিতে করিতে ব্রহ্মস্বরূপ ভগবানে তাঁহার অনন্যবিষয়া ভক্তি উদিত হইল। ভগবানের পরিচর্য্যাদ্বারা তাঁহার মন শুদ্ধসত্ত্বময় হইল এবং অনুক্ষণ ভগবৎস্মরণহেতু ভক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইল; এই ভক্তিদ্বারস্থ সুতীক্ষ্ণ ও বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান আবির্ভূত হইলে তিনি সেই নিশিত জ্ঞানদ্বারা নানাবিধ সংশয়ের আশ্রয় জীবকোষ অর্থাৎ হৃদয়গ্রন্থিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিলে তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি তিরোহিত হইল ও নানাবিধ যোগসিদ্ধি আবির্ভূত হইল; কিন্তু তিনি অণিমাদি সেই সকল যোগসিদ্ধির প্রতি নিস্পৃহ রহিলেন এবং যে জ্ঞানদ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া

ছিলেন, অবশেষে সেই জ্ঞানবিষয়ক প্রযত্ন হইতেও বিরত হইলেন। তিনি যে সিদ্ধিসমূহে আসক্ত হইলেন না, তাহার কারণ এই যে, যতদিন শ্রীকৃষ্ণ-কথায় রতি না জন্মে, ততদিনই যোগীর সিদ্ধিসকলের প্রতি লোভ জন্মিয়া থাকে। এইরূপে সেই বীর-প্রবর পৃথু মনকে আত্মায় দৃঢ়রূপে সংযোজিত করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক যথাকালে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ দুই গুল্ফদ্বারা পায়ুদেশ সংপীড়িত করিয়া মূলাধার চক্র হইতে প্রাণবায়ুকে শনৈঃ শনৈঃ ঊর্দ্ধে অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানচক্রে উন্নয়নপূর্ব্বক নাভিস্থিতি মণিপুরচক্রে স্থাপন করিলেন; অনন্তর সেই বায়ুকে হৃদয়স্থ অনাহত চক্রে, কণ্ঠের অধোদেশস্থ বিশুদ্ধ চক্রে, ঐ চক্রের অগ্রদেশ কণ্ঠে, ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে যথাক্রমে উন্নীত করিয়া নিস্পৃহ হইলেন। পরে তিনি যথাযথ বিভাগ করিয়া দেহস্থ বায়ুকে মহাবায়ুতে, দেহগত কঠিনাংশকে ক্ষিতিতে, তেজকে তেজে, ইন্দ্রিয়-চ্ছিদ্রকে আকাশে ও দ্রবাংশকে তোয়ে লয় করিলেন। অনন্তর অদ্বিতীয় কেবল আত্মার উপলব্ধির জন্য মহা-ভূতসকলকে লয় করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষিতিকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে ও বায়ুকে আকাশে লীন করিলেন। আকাশের গুণ শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া আকাশকে ও ইন্দ্রিয়াধীন মনকে ইন্দ্রিয়ে লয় করিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে শব্দাদিতন্মাত্রে লীন করিলেন। অনন্তর তন্মাত্রসকলকে অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কার-তত্ত্বকে সর্ব্বগুণের বিশ্রামস্থান মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্বকে মায়াময় জীবে বিলীন করিলেন; যিনি পূর্ব্বে লিঙ্গশরীরাভিমানী পৃথু জীবরূপে বিরাজ করিতে-ছিলেন, তিনি এক্ষণে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রভাবে সেই মায়াময় লিঙ্গকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন।

যিনি কখনও চরণদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিলে বেদনা বোধ করিতেন, মহারাজের মহিষী সুকুমারী অর্চ্চি তাঁহার সহিত বনে অনুগমন করিলেন। পতি ব্রতানুরোধে ভূমিতলে শয়ন করিতেন, এই নিমিত্ত তিনিও উক্তধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী ছিলেন; পতি ঋষিগণের ন্যায় কন্দমূলাদি আহার করিতেন, এই নিমিত্ত তিনিও তাদৃশ আহার করিয়া পতিশুশ্রূষায় একান্ত নিরতা থাকিতেন। এই সকল ক্লেশ স্বীকার করিয়া তিনি কৃশা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রিয়-তমের করস্পর্শ ও সমাদরে তিনি এরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতেন যে পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ তাঁহার অনুভূত হইত না। তিনি স্বীয় প্রিয়তম পৃথিবীপতির দেহকে সর্ব্বতোভাবে চেতনাহীন দেখিয়া কিয়ৎকাল বিলাপ করিলেন, অনন্তর সতী পর্ব্বতের সানুদেশে প্রজ্বলিত চিতা রচনা করিয়া তদুপরি সেই দেহ স্থাপন করিলেন। এইরূপে দেবী উদারকর্ম্মা পতির তৎকালোচিত কৃত্য সমাপন করিয়া নদীজলে স্নান-ক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক পতির উদ্দেশে তর্পণাঞ্জলি দান করিলেন; অনন্তর অন্তরীক্ষস্থ দেবগণকে প্রণাম ও বহ্নিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিপদ ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। সাধ্বী স্বীয় পতি বীরবর পৃথুর অনুগমন করিলেন দেখিয়া সহস্র সহস্র বরদা দেবপত্নীগণ দেবগণের সহিত তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। সেইকালে অমর-তূর্য্য নিনাদিত হইল এবং দেবপত্নীগণ সেই মন্দর-সানুদেশে কুসুম বৃষ্টি করিতে করিতে পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—অহো! এই বধূ ধন্যা! যেমন লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীয় পতি যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর ভজনা করেন, সেইরূপ ইনিও রাজগণের পালক স্বীয় পতির একান্তভাবে ভজনা করিয়াছেন। দেখ, এই পতিব্রতা অর্চ্চি অচিন্ত্য কর্ম্মের প্রভাবে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে স্বীয় পতির পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। পৃথিবীতে চঞ্চল আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াও

মর্ত্ত্য যাহারা যদ্দ্বারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে, এই দেবাদিপদ তাহাদিগের পক্ষে কিঞ্চিন্মাত্রও দুর্ল্ভ নহে। হায়! যে ব্যক্তি জন্মান্তরে বহুক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে এই পৃথিবীতে মোক্ষসাধন মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াও বিষয়ে আসক্ত হয়, সেই আত্মদ্রোহী বঞ্চিত হয়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—যখন এইরূপে অমরাঙ্গনাগণ স্তব করিতেছেন, তখন আত্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ অচ্যুতভক্ত পৃথু বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন এবং মহিষীও সেই পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন। হে বিদুর! সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ পৃথুর ঈদৃশ অনুভব, তাঁহার এই উদার চরিত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যিনি পৃথুর এই পবিত্র সুমহৎ চরিত্র অবহিতচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করেন, অথবা অপরকে শ্রবণ করান, তিনি পৃথুর পদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ, ক্ষত্রিয় রাজত্ব, বৈশ্য স্বজাতি-মধ্যে মুখ্যত্ব ও শূদ্র সাধুতা প্রাপ্ত হইবেন। যদি নর অথবা নারী শ্রদ্ধাসহকারে ইহা তিনবার শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্তান হইলে সুসন্তান লাভ করেন, নির্ধ্ন হইলে শ্রেষ্ঠ ধনবান্ হন, অল্প-কীর্ত্তি হইলে বিপুল যশস্বী হন ও মূর্খ হইলে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। মনুষ্যের ইহা কল্যাণকর, ইহা হইতে নিখিল অমঙ্গল নিরস্ত হইয়া থাকে; মনুষ্য ইহা দ্বারা ধন, যশ, আয়ু ও স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে; ইহা কলিকল্মষনাশে সমর্থ; যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ-বিষয়ে সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ইহা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে অনায়াসে এই চতুর্ববর্গ লাভ করিতে সমর্থ হন। দিগ্বিজয়ে উৎসুক নৃপতি এই চরিত্র শ্রবণ করিয়া অভিযান করিলে, রাজগণ যেরূপ পূর্ব্বে মহারাজ পৃথুকে কর প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেইরূপ তাঁহাকেও কর প্রদান করিয়া অধীনতা স্বীকার করিবেন। যদিও বহুবিধ ফল উক্ত হইল, তথাপি অন্য আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানে অমলা ভক্তি অর্পণ করিয়া এই পবিত্র পৃথুচরিত্র শ্রবণ কীর্ত্তন করা বিধেয়। হে বিদুর! ভগবানের মহাত্ম্যসূচক এই চরিত্র বলিলাম; মনুষ্য ইহাতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিলে, পৃথুর ন্যায় গতি প্রাপ্ত হইবে। সে মনুষ্য বিমুক্তসঙ্গ হইয়া প্রতিদিন আদরের সহিত পৃথুর চরিত্র শ্রবণ করেন এবং অপরকে শ্রবণ করাইয়া ইহা বিস্তার করেন, তিনি যাঁহার শ্রীচরণ ভবসিন্ধুপারের পোতস্বরূপ, সেই ভগবানে নিপুণা রতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—অনন্তর বিপুলকীর্ত্তি পৃথুপুত্র বিজিতাশ্ব অধিশ্বর হইলেন; তিনি অতীব ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন, এই নিমিত্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে এক এক দিকের আধিপত্য দান করিলেন। তিনি হর্ষ্যক্ষকে প্রাচী, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ, বৃককে পশ্চিম এবং দ্রবিণকে উত্তর দিক্ দান করিলেন। বিজিতাশ্ব ইন্দ্র হইতে অন্তর্ধান বিদ্যা লাভ করিয়া অন্তর্ধান নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী শিখ-ণ্ডিনীর গর্ভে স্বীয় অনুরূপ তিনটী পুত্র জন্মে,—ইঁহা-দিগের নাম পাবক, পবমান ও শুচি; পূর্ব্বকালে

বশিষ্ঠ ইঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইঁহারা মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারা পুনর্ব্বার অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হন। যিনি ইন্দ্রকে অশ্বহর্ত্তা জানিয়াও নিহত করেন নাই, এবং তজ্জন্য ইন্দ্রের নিকট অন্তর্ধানবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, সেই বিজিতাশ্ব তাঁহার অন্য পত্নী নভস্বতীর গর্ভে হবির্ধান নামে পুত্র লাভ করিলেন। অন্তর্ধান করগ্রহণ, দণ্ডপ্রদান ও শুল্কগ্রহণাদিহেতু রাজকার্য্যকে নিষ্ঠুর কার্য্য মনে করিয়া দীর্ঘকাল যজ্ঞ করিবার ব্যপদেশে উহা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সেই যজ্ঞে ভক্তদুঃখহারী পূর্ণ পরমাত্মার যজনা করিয়া আত্মদর্শী হইলেন এবং পুণ্যরূপ সমাধিদ্বারা তাঁহার লোক প্রাপ্ত হইলেন। বৎস বিদুর! হবির্ধানী হবির্ধানের ঔরসে বর্হিষৎ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত, এই ছয় পুত্র প্রসব করিলেন। প্রজাপতি বর্হিষৎ মহাভাগ্যবান, ক্রিয়াকাণ্ডে ও প্রাণায়ামাদি-যোগে নিপুণ ছিলেন। তিনি যেস্থানে একবার যজ্ঞ করিতেন, পুনর্ব্বার তথায় না করিয়া তৎসমীপ-বর্ত্তী স্থানে অনুষ্ঠান করিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার সময়ে বেদিস্থিত প্রাচীনাগ্র অর্থাৎ পূর্ব্বাগ্রে কুশদ্বারা বসুধাতল সমাচ্ছাদিত হইয়াছিল। তাঁহার বর্হিঃ অর্থাৎ যজ্ঞীয় কুশ প্রাচীন অর্থাৎ পূর্ব্বাগ্রা হইয়া যজ্ঞে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হইত, এই নিমিত্ত তিনি প্রাচীনবর্হিঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতির পাণিগ্রহণ করেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কিশোরী শতদ্রুতি নানাবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া বিবাহকালে যখন অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, তখন অগ্নি তাঁহাকে দেখিয়া কাম-সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। একদা অগ্নি সপ্তর্ষিগণের যজ্ঞে সপ্তর্ষিভার্য্যা শুকীকে দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে শতদ্রুতিকে দেখিয়াও তাঁহার তাদৃশী অবস্থা হইল। সেই নবোঢ়া বধূর নূপুরধ্বনি চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিয়া দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, মুনি, সিদ্ধ, নর ও উরগগণকে অভিভূত করিল। শতদ্রুতির গর্ভে প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র জন্মে, তাঁহারা সকলেই প্রচেতা নামে অভিহিত হইলেন; তাঁহাদিগের আচার তুল্যরূপ ছিল এবং তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মপারগ ছিলেন। পিতা তাঁহাদিগকে প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত আদেশ করিলে তাঁহারা তপস্যা করিবার নিমিত্ত সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন; পথিমধ্যে গিরিশের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হইল; তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে যাহা উপদেশ করিলেন, তাঁহারা সংযতচিত্তে তাহাই ধ্যান, জপ ও পূজা করিয়া দশ-সহস্র বৎসর তপস্যাদ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলেন।

বিদুর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! প্রচেতাদিগের সহিত গিরিশের যেরূপে পথিমধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল এবং হর প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে যে সকল সদর্থযুক্ত উপদেশবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক। হে মুনিবর! মুনিগণ সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যে অভীষ্ট শিবমূর্ত্তির কেবল ধ্যান করেন, প্রাপ্ত হন না, সেই শিবের সহিত মনুষ্যগণের সাক্ষাৎকার দুর্লভ, সন্দেহ নাই। সেই ভগবান্ ভব আত্মারাম হইয়াও স্বীয় লোকপালনের নিমিত্ত ঘোরা শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—সাধু প্রচেতাসকল পিতার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তপস্যার নিমিত্ত আদৃতচিত্ত হইয়া পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সমুদ্র অপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন এক বিস্তীর্ণ সুমহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন; ঐ সরোবরের জল, সাধুগণের মনের ন্যায় নির্ম্মল এবং মৎস্যসকল প্রসন্ন-চিত্তে তাহাতে বিচরণ করিতেছিল। তাহাতে রাত্রি-বিকাশী নীলোৎপল, রক্তোৎপল, দিনবিকাশী পদ্ম ও সন্ধ্যাবিকাশী কহ্লার প্রচুরপরিমাণে শোভা

পাইতেছিল এবং ঐ সরোবর হংস, সারস, চক্রবাক ও কারণ্ডবের কলকণ্ঠে নিনাদিত হইতেছিল তীরবর্ত্তী লতা ও পাদপগণ মত্ত ভ্রমরের মধুরগুঞ্জনে রোমাঞ্চিত হইতেছিল এবং পবন পদ্মকোশের রজঃকণ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া উৎসব করিতেছিল। তথায় গন্ধর্ব্বগণ মৃদঙ্গ ও পণবাদি বাদনপূর্ব্বক স্বর্গীয় মনোহর সঙ্গীত করিতেছিলেন, রাজপুত্রগণ তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। এমন সময় সেই সরোবর হইতে অনুচরগণের সহিত ত্রিলোচন নিষ্ক্রান্ত হইলেন; দিব্য অনুচরগণ দেবাদিদেবের স্তুতি করিতেছিল; তাঁহার কান্তি তপ্তহেমরাশিসদৃশ, কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ ও বদনমণ্ডল প্রসাদকমনীয়; তাঁহার এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাজকুমারগণ বিস্ময়সহকারে প্রণাম করিলেন; ভক্তদুঃখহারী ধর্ম্মবৎসল ভগবান্ ভব ধর্ম্মজ্ঞ, সাধুশীল ও প্রীতিযুক্ত সেই রাজকুমারদিগকে প্রীত হইয়া কহিলেন।

রুদ্র কহিলেন,—তোমরা বর্হিষদের পুত্র, তোমাদিগের ভগবদারাধনারূপ অভিপ্রায় আমার বিদিত হইয়াছে, তোমাদের কল্যাণ হইবে, এই উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে দর্শন দিলাম। ভগবান্ বাসুদেব সূক্ষ্ম ত্রিগুণের অর্থাৎ প্রকৃতির এবং জীবসংজ্ঞ পুরুষেরও অতীত, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েরই নিয়ন্তা; যে ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন হয়, সে আমার প্রেমাস্পদ হয়। স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্মানিষ্ঠ মনুষ্য বহুজন্মে বিরিঞ্চত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মার ভাব প্রাপ্ত হয়, অনন্তর যদি পুণ্যাতিশয় থাকে, তাহা হইলে আমাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যিনি ভগবদ্‌ভক্ত, তিনি দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি, রুদ্র এবং অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই স্ব স্ব অধিকারে বর্ত্তমান আছি, আমাদিগের অধিকারকাল সমাপ্ত হইলে লিঙ্গভঙ্গ ঘটিলে আমরা সেই বৈষ্ণবপদ লাভ করিয়া থাকি, ভক্তগণেরও তাদৃশী গতি হইয়া থাকে। তোমরা ভাগবত অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্ত, এই নিমিত্ত তোমরা ভগবানের ন্যায় আমার প্রিয়, ভাগবতগণও আমি ভিন্ন অন্যকে প্রিয় মনে করেন না। আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তাহা অতি পবিত্র, মঙ্গলকর ও মোক্ষপ্রদ; ইহা সুস্পষ্ট উচ্চারণসহকারে জপ করিতে হইবে, এক্ষণে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

মৈত্রেয় কহিলেন,—অনন্তর দয়ার্দ্রহৃদয় ভগবান্ রুদ্র কৃতাঞ্জলি সেই রাজপুত্রদিগকে নারায়ণের আরাধনাপর স্তববাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্! শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞগণ তোমা হইতে স্বানন্দ লাভ করিয়া থাকেন, এতদ্দ্বারা তোমার মহান্ উৎকর্ষ প্রকটিত হইয়াছে, অতএব আমারও স্বানন্দসত্তা বর্ত্তমান থাকুক। তোমার উৎকর্ষ তোমার নিজের উপকারের নিমিত্ত নহে, কারণ, তুমি নিত্যই নিরতিশয় পরমানন্দরূপে অবস্থান করিতেছ; তুমি সর্ব্বরূপ আত্মা, তোমাকে নমস্কার, লোকাত্মক পঙ্কজ তোমার নাভি হইতে আবির্ভূত হয়, এই নিমিত্ত তুমি পঙ্কজনাভ, তুমি স্থূলভূত, সূক্ষ্মতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, তোমাকে নমস্কার করি; তুমি শান্ত কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার স্বপ্রকাশ চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব; তুমি অব্যক্ত অনন্ত অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ, তুমি অন্তক, মুখাগ্নিদ্বারা বিশ্বকে দগ্ধ করিয়া থাক; তুমি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন, তোমা হইতে বিশ্ব প্রকৃষ্টরূপে বোধগম্য হইতেছে; তুমি ইন্দ্রিয়াধীশ মনের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি পরমহংস, সূর্য্যস্বরূপ; তুমি পূর্ণ, স্বীয় তেজে বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ; তোমার ক্ষয় ও বৃদ্ধি নাই, তুমি স্বর্গ ও অপবর্গের দ্বারস্বরূপ; তুমি শুচি অন্তঃকরণে নিত্য বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি অগ্নিরূপ,

হিরণ্য তোমার বীর্য্য বা সার, এই হেতু তুমি হিরণ্যবীর্য্য; তুমি চাতুর্হোত্র কর্ম্ম বিস্তার করিয়া থাক, এই নিমিত্ত তাহার সাধন; তুমি সোম, পিতৃ ও দেবগণের অন্ন, যজ্ঞরেতা নামে অভিহিত হইয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। তুমি জলরূপ, জীবগণের তৃপ্তিপ্রদ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি পৃথিবীরূপ, তুমি প্রাণিগণের দেহ ও বিরাড়্দেহরূপে বিরাজ করিতেছ, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বায়ুরূপ, প্রাণরূপে ত্রৈলোক্য পালন করিতেছ এবং সহঃ, ওজঃ ও বলরূপে অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় ও দেহের বলরূপে প্রকাশ পাইতেছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি আকাশরূপ, শব্দ তোমার গুণ, সেই শব্দদ্বারা পদার্থসকলকে প্রকাশ করিতেছ এবং তোমার নিমিত্তই বস্তুর অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ এই বিভাগদ্বয় নিষ্পন্ন হইতেছে, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি পবিত্র জ্যোতিষ্মান্ স্বর্গলোক এবং যে প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মের বলে পিতৃলোকপ্রাপ্তি, নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মের বলে দেবলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেই উভয়বিধ কর্ম্মও তুমি, তোমাকে নমস্কার করি। হে ঈশ! তুমি অধর্ম্মের ফলরূপ দুঃখপ্রদ মৃত্যু এবং তুমি সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা সর্ব্বজ্ঞপুরুষ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি পরমধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণ, তোমার বুদ্ধি কখনও কুণ্ঠিত হয় না; তুমিই কপিল ও দত্তাত্রেয়াদিরূপে সাংখ্য ও যোগপ্রবর্ত্তক পুরাণ পুরুষ, তোমাকে নমস্কার। তুমি অহঙ্কারাত্মা রুদ্র; কর্তৃশক্তি, করণশক্তি ও কর্ম্মশক্তি এই ত্রিবিধ শক্তি তোমাতে বিদ্যমান আছে; তুমি জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপ ব্রহ্মা, বিবিধ বেদবাণী তোমা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তোমাকে নমস্কার।

হে ভগবন্! ভাগবতগণ তোমার যে দর্শনের বহু সমাদর করিয়া থাকেন, আমাদিগকে সেই দর্শন দান কর, আমরা সেই দর্শনের নিমিত্ত অভিলাষী হইয়াছি। তোমার ভক্তগণের প্রিয়তম রূপ প্রদর্শন কর। তোমার সেইরূপ জ্ঞাতা হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে গ্রহণ করিয়া থাকে; তাহা প্রাবৃট্কালে স্নিগ্ধ মনের ন্যায় শ্যামকান্তি, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধার; তাহাতে চারু আয়ত চতুর্ব্বাহু, সর্ব্বাবয়বরুচির বদনমণ্ডল, পদ্মকোশস্থ পত্রের ন্যায় লোচন, সুন্দর ভ্রূ, শোভন নাসিকা, কমনীয় দন্ত, মনোহর কপোলসমন্বিতবদন ও ভূষণস্বরূপ পরস্পর সমান কর্ণদ্বয় শোভা বিস্তার করিতেছে। সেই মূর্ত্তির কপোলদেশ অলকাবলীদ্বারা উপশোভিত; তাহাতে অপাঙ্গদ্বয় যেন প্রেমভরে হাস্য করিতেছে, দুকুলদ্বয় পঙ্কজকিঞ্জল্কের ন্যায় বিলসিত হইতেছে, শ্রবণদ্বয় উজ্জ্বলকুণ্ডলে দীপ্তি পাইতেছে, শিরোদেশ কিরীটে, মণিবন্ধ বলয়ে, উরোদেশ হারে, চরণদ্বয় নূপুরে, কটিদেশ মেখলাতে, করচতুষ্টয় শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মে, গলদেশ বর্ণমালায় ও আভরণসকল মণিসমূহে উৎকর্ষ লাভ করিয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাহাতে সিংহের ন্যায় স্কন্ধদ্বয় কুণ্ডলহারাদির দীপ্তি ধারণ করিয়াছে, কৌস্তুভ মণি গ্রীবাদেশের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, শ্যামবক্ষে চিরস্থিতা রেখা-কারা লক্ষ্মীদেবী স্বর্ণরেখাঙ্কিত নিকষপাষাণকে তিরস্কার করিয়া দেদীপ্যমানা রহিয়াছে; শ্বাস ও উচ্ছ্বাসে চঞ্চল বলিরেখাদ্বারা মনোহর উদর অশ্বত্থপত্রের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে; আবর্ত্তের ন্যায় গম্ভীর নাভি যেন বিশ্বকে স্বীয় অভ্যন্তরে প্রতিসংহার করিতেছে; স্বর্ণময়ী মেখলা শ্যাম-নিতম্বে অধিক শোভমান পীত দুকূলে নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং সমপ্রমাণ সুচারু অঙ্ঘ্রিদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় ও অনুন্নত জানুদ্বয় দর্শনকে শোভমান করিতেছে। হে গুরো! তুমি অজ্ঞগণের মার্গপ্রদর্শক; তুমি যে শ্রীচরণদ্বারা প্রহ্লাদাদি ভক্তের ভয় হরণ করিয়াছিলে, যাহার কান্তি শরৎকালীন পদ্মপলাশের তুল্য, সেই শ্রীচরণের

নখদ্যুতিদ্বারা আমাদিগের অন্তঃকরণের অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া আমাদিগের আশ্রয়স্থল স্বীয় রূপ প্রদর্শন হয়।

যিনি আত্মশুদ্ধি বাঞ্ছা করেন, তাঁহার এইরূপ ধ্যান করা কর্ত্তব্য, কারণ, যাঁহারা স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই ভক্তিযোগ অভয়প্রদ। যিনি স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছেন, তুমি তাঁহারও স্পৃহণীয় এবং যিনি একান্ত আত্মবিৎ, তুমি তাঁহারও গন্তব্যস্থান; অতএব তুমি সর্ব্বদেহীর দুর্লভ, কেবল ভক্ত তোমাকে অনায়াসে লাভ করিতে পারে। এই নিমিত্ত সাধুগণও যাহা দুঃখে লাভ করিতে সমর্থ হন, একান্ত ভক্তিদ্বারা সেই দুরারাধ্য তোমার আরাধনা করিয়া তোমার পাদমূলব্যতিরেকে কে স্বর্গাদিসুখ অভিলাষ করিবে? যে কৃতান্ত শৌর্য্যবীর্য্যে ক্ষুভিত ভ্রূভঙ্গিদ্বারা বিশ্বের বিধ্বংস করিয়া থাকেন, তিনিও ভগবৎপাদমূলে শরণাপন্ন ভক্তকে 'ইনি আমার বশ্য' এইরূপ মনে করিতে পারেন না। হে ভগবন্! যদি ক্ষণার্দ্ধকালও তোমার ভক্তের সঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে তাহার সহিত কি স্বর্গ, কি মোক্ষ কাহারও তুলনা হয় না, মরণশীলগণের স্বর্গাদি যে অতি তুচ্ছ; তাহাতে আর বক্তব্য কি? তোমার শ্রীচরণ সর্ব্বপাপ হরণ করিয়া থাকে। যাঁহারা তোমার ঈদৃশ কীর্ত্তি-শ্রবণদ্বারা মনোমল ও তোমার পাদনিঃসৃত গঙ্গায় অবগাহনদ্বারা বহির্ম্মল বিধৌত করিয়াছেন, যাঁহাদিগের সর্ব্বভূতে দয়া, রাগাদিরহিত চিত্ত ও সরলতাদি বিদ্যমান আছে, যদি আমাদিগের তাঁহাদিগের সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাই তোমার প্রচুর অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিব। হে প্রভো! তোমার ভক্তসঙ্গ হইলে তত্ত্বজ্ঞানলাভও হইয়া থাকে; যাঁহার চিত্ত ভক্তগণের ভক্তিযোগে অনুগৃহীত ও বিশুদ্ধ হইয়া বহির্বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও তমোরূপা গুহায় অর্থাৎ সুষুপ্তিগহ্বরে লয় প্রাপ্ত হয় না, সেই মননশীল ভক্ত তৎকালে তোমার তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন। যাহাতে এই বিশ্ব ব্যক্ত হইতেছে এবং যাহা এই নিখিল বিশ্বে অবভাত হইতেছে, সেই আকাশের ন্যায় বিস্তৃত জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম তুমি; তুমিই এইরূপে জগতের উপাদান হইয়া বিরাজ করিতেছে। হে ভগবন্! যিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার থাকিয়া বহুরূপধারিণী মায়াদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, মায়া অপরের ভেদবুদ্ধি জন্মাইতে সমর্থ্য হইলেও যাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না এবং যাঁহার মায়ায় এই অসৎ বিশ্ব পরমার্থ পদার্থের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, সেই স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি; তুমিই এইরূপে বিশ্বের নিমিত্তকারণরূপে বিরাজ করিতেছ; হে প্রভো! যাহাতে আমরা তোমাকে অদ্বৈতরূপে অবগত হইতে পারি, তাদৃশ কৃপা বিতরণ কর। যদিও তুমি ভেদরহিত ব্রহ্ম, তথাপি যে সকল কর্ম্ম-যোগী সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ক্রিয়া-কলাপদ্বারা ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নিয়ামক তোমার প্রাগুক্ত সাকার রূপের সম্যক্ যজনা করেন, তাঁহারাই বেদ ও তন্ত্র-বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ! তুমি আদিতে একমাত্র ছিলে, তখন এই মায়াশক্তি তোমাতে প্রসুপ্তা ছিল; পরে সেই মায়শক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে বিভক্ত করে; সেই তিন গুণ হইতে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ক্ষিতি, দেব, ঋষি ও ভূতাত্মক বিশ্ব আবির্ভূত হইয়াছে। যিনি স্বীয় শক্তিদ্বারা চতুর্ব্বিধ পুর অর্থাৎ শরীর নির্ম্মাণ করিয়া জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জরূপ নিজ অংশদ্বারা তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং অবিদ্যাবৃত হইয়া মধুমক্ষিকাসৃষ্ট মধুর ন্যায় তুচ্ছ বিষয়সুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ করিয়া থাকেন, জ্ঞানিগণ পুরের অর্থাৎ শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত সেই অংশ অর্থাৎ চিদাভাসকে

পুরুষ বা জীব কহিয়া থাকেন। যদিও তোমার অংশ জীব, অবিদ্যাবৃত হইয়া সংসারী হয়, তথাপি সর্ব্বনিয়ন্তা তোমার সংসার হয় না; যেমন প্রবল বায়ু ঘনাবলীকে সঞ্চালিত করে, সেইরূপ তুমি স্বীয় শক্তিদ্বারা রচিত এই বিশ্বের ভূতসকলকে ভূতগণের-দ্বারা প্রচণ্ডবেগে সঞ্চালিত করিয়া সংহার করিয়া থাক, তোমার স্বরূপ কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না। জীব সকল বিষয়ে অতি কামুক, এই হেতু ইহা এইরূপ করিতে হইবে, উহা এইরূপ করিতে হইবে,' ইত্যাদি চিন্তায় অতিপ্রমত্ত; বিষয় প্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগের লোভ নিরস্ত হয় না, প্রত্যুত প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে; ইত্যবসরে তুমি তাহাদিগের অন্তকরূপে নিয়ত জাগরূক থাক; যেমন সর্প ক্ষুধায় জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করিতে করিতে মুষিককে আক্রমণ করে, সেইরূপ তুমিও তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিয়া থাক। অতএব যে ব্যক্তি তোমাকে অনাদর করিয়া শরীরকে বিনষ্টপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছে এবং যাহার বিনাশের আশঙ্কা আছে; ঈদৃশ কোন্ ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ হইলে তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে পারে? আমাদিগের গুরু ব্রহ্মা, এই পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং চতুর্দ্দশ মনুও স্বাভাবিক দৃঢ়বিশ্বাসে ঐ পাদপদ্মের ভজনা করিয়া থাকেন। অতএব, হে ব্রহ্মন্, হে পরমাত্মন্! যাঁহারা তোমার শ্রীচরণ কালভয়নিবর্ত্তক, ইহা অবগত আছেন, তুমি, তাঁহাদিগের গতি বা আশ্রয়স্থল, তোমার শরণাপন্ন হইলে কাহাকেও ভয় করিতে হয় না; নতুবা এই বিশ্ব রুদ্রের ভয়ে মৃতকল্প হইয়া আছে।

হে রাজকুমারগণ! ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বিশুদ্ধভাবে পূর্ব্বোক্ত স্তোত্র জপ কর, তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মা, নিরন্তর ধ্যান ও কীর্ত্তনদ্বারা সেই শ্রীহরির পূজা কর। তোমরা সকলে মুনিব্রত ও সমাহিতবুদ্ধি হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই যোগাদেশনামক স্তোত্র পাঠদ্বারা ধারণা করিয়া অভ্যাস কর। পুরাকালে ভগবান্ ব্রহ্মা, সৃষ্টিবিস্তার-বাসনায় স্বীয় পুত্র প্রজাপতি ভৃগুপ্রভৃতির ও আমাদিগের নিকট ইহা কহিয়াছিলেন। প্রজাপতি আমরা সকলে এইরূপে প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত প্রণোদিত হইয়া এই স্তোত্রদ্বারা অজ্ঞান নিরস্ত করিয়া বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি এক্ষণেও যদি কোন ব্যক্তি বাসুদেবপরায়ণ হইয়া অবহিতচিত্তে যত্নসহকারে ইহা নিত্য জপ করেন, তাহা হইলে তিনি অচিরে শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সংসারে যত প্রকার শ্রেয়স্কর বস্তু আছে, তন্মধ্যে ভগবদ্ জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেয়স্কর বস্তু; যিনি এই জ্ঞানরূপা নৌকায় আরোহণ করিতে পারেন, তিনি এই দুষ্পার দুঃখসাগর সংসার অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। আমি যে ভগবৎস্তব কীর্ত্তন করিলাম, যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে ইহা অধ্যয়ন করেন, তিনি দুরারাধ্য হরির আরাধনা করিয়া থাকেন; শ্রীহরি মৎকীর্ত্তিত স্তবে সুপ্রীত হইয়া থাকেন, তিনি একমাত্র প্রিয় আশ্রয়; যিনি এই স্তব পাঠ করেন, তিনি সেই শ্রীহরির নিকট যাহা যাহা শ্রেয়ঃ অভিলাষ করেন, তাহা তাহা অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। যে মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন অথবা অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে রাজকুমারগণ! পরম পুরুষ পরমাত্মার যে স্তব তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম, তাহা একাগ্রচিত্তে জপ করিতে করিতে মহতী তপস্যা আচরণ কর, অন্তে শ্রীহরির নিকট হইতে অভিলষিত প্রাপ্ত হইবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ হর এইরূপে উপদেশ প্রদান করিয়া প্রচেতাদিগের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক সেই রাজপুত্রগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা রুদ্রগীত ভগবৎস্তোত্র জপ করিতে করিতে জলমধ্যে অযুত বর্ষ তপস্যা করিলেন। হে বিদুর! আত্মতত্ত্বজ্ঞ নারদ ইত্যবসরে প্রাচীনবর্হিকে কর্ম্মে আসক্তমনা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং তাঁহার বোধ উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্! কাম্যকর্ম্মদ্বারা আত্মার কিরূপ শ্রেয়ঃ অভিলাষ করেন? বিচারজ্ঞ পণ্ডিতগণ দুঃখহানি অথবা সুখপ্রাপ্তিকে শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করেন না।

রাজা কহিলেন,—হে মহাভাগ! আমার বুদ্ধি নানাবিধ কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত, অতএব মোক্ষ কি তাহা আমি অবগত নহি; যে বিমল জ্ঞানদ্বারা আমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হই, তাহা উপদেশ করিতে আজ্ঞা হয়। গৃহস্থ কূট-ধর্ম্মের অর্থাৎ নানাবিধ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং তাহার বুদ্ধি পুত্র, কলত্র ও ধনত্র পুরুষার্থ মনে করিয়া বিমোহিত হয়; এইরূপে মূঢ় সংসারপথে ভ্রমণ করিতে করিতে মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

নারদ কহিলেন,—হে প্রজাপতে! হে রাজন্! আপনি যজ্ঞে যে সকল সহস্র সহস্র জীবকে নির্দ্দয়রূপে বধ করিয়াছেন, সেই সকল পশুকে দর্শন করুন; আপনি তাহাদিগকে যে পীড়া দিয়াছেন, তাহারা তাহা স্মরণ করিয়া ক্রোধে আপনার মৃত্যুপ্রতীক্ষা করিতেছে; আপনার মৃত্যু ঘটিলেই তাহারা লৌহময় শৃঙ্গদ্বারা আপনাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে। আমি আপনাকে পুরঞ্জনের চরিত্রবিষয়ক পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ করুন; ইহা শ্রবণ করিলে এই সঙ্কট হইতে নিস্তার পাইবেন।

হে রাজন্! পুরঞ্জন নামে এক বিপুলকীর্ত্তি রাজা ছিলেন, তাঁহার অবিজ্ঞাত নামে এক সখা ছিলেন, সেই সখার কার্য্যকলাপ এরূপ গূঢ় ছিল যে, কেহই তাহা বোধগম্য করিতে পারিত না। তিনি বাসস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে পৃথিবী ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু যখন অভিলাষানুরূপ স্থান প্রাপ্ত হইলেন না, তখন যেন দুঃখিতচিত্ত হইলেন। বিষয়সুখভোগ একান্ত আসক্ত রাজা পুরঞ্জন ভূতলে কোন স্থানকেই অভিলষিত সুখভোগের অনুকূল মনে করিলেন না। একদা তিনি হিমালয়ের দক্ষিণ সানুদেশে নবদ্বারবিশিষ্ট সর্ব্বলক্ষণযুক্ত একটী পুর দেখিতে পাইলেন। প্রাচীন, উপবন, অট্টালিকা, পরিখা, গবাক্ষ, তোরণ ও সর্ব্বত্র স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহনির্ম্মিত শিখরে শোভমান গৃহসকল ঐ পুরীর শোভা বিস্তার করিতেছিল। ইন্দ্রনীল স্ফটিক, বৈদূর্য্য, মুক্তা, মরকত ও মাণিক্যদ্বারা বিরচিতা হর্ম্ম্যস্থলী ঐ পুরীকে সৌন্দর্য্যদীপ্তা ভোগবতী অর্থাৎ নাগপুরীর ন্যায় শোভান্বিত করিয়াছিল এবং ঐ পুরী সভা, চত্বর, রাজমার্গ, দ্যূতাদিক্রীড়াস্থান, আপণ অর্থাৎ হট্ট, চৈত্য বা জনগণের বিশ্রামস্থান, ধ্বজপতাকা ও প্রবালবেদিকাদ্বারা অলঙ্কৃতা ছিল। ঐ পুরীর বহির্ভাগে নানা তরুলতাকুলে শোভিত এক উপবন ছিল; তথায় জলাশয় বিহঙ্গকূজনে ও ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত থাকিত; সমীরণ কুসুমসম্পর্কে সুরভি ও হিমনির্ঝরসকলের জলবিন্দুস্পর্শে শীতল হইয়া সরসীসমূহের তটদেশস্থ বিটপিগণের শাখা ও কিশলয়কে আন্দোলিত করিত। সেই উপবনে নানাবিধ বন্য হিংস্র জন্তুসকল হিংসা পরিত্যাগ করিয়া সুখে বাস



রাজা পুরঞ্জন ও মহিলাগণ।

করিত, উপবনের কোন পীড়া উৎপন্ন করিত না; তথায় কোকিলকূজন শ্রবণ করিয়া পান্থগণ মনে করিত, উপবন যেন তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে। একদা রাজা পুরঞ্জন সেই উপবনে একটী পরম রমণীয়া নারীকে যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিতে দেখিলেন; দশজন ভৃত্য তাঁহার অনুগমন করিতেছিল, ঐ ভৃত্যগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই শত শত রমণী ছিল। এক পঞ্চশিরা সর্প দ্বারপালরূপে ঐ কামরূপিণী যুবতীকে রক্ষা করিতেছিল; ঐ রমণী পতিকামনায় বিরচণ করিতেছিলেন। ঐ বালার নাসিকা, দন্ত, কপোল ও বদন রমণীয়; তাঁহার সমায়তন কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডলযুগল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। তিনি পীতবসনা, সুশ্রোণী ও শ্যামবর্ণা; তাঁহার মেখলা কনকনির্ম্মিতা; তিনি যখন গমন করিতেছিলেন, তখন বোধ হইতেছিল, যে কোন দেবী নূপুরধ্বনি করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার সমবর্তুলাকৃতি মূলদেশে ব্যবধানশূন্য স্তনদ্বয় বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদিত ছিল; সেই লজ্জাবতী গজগামিনী যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, এইরূপ বোধ হইতেছিল। তিনি প্রেমভরে ভঙ্গীযুক্ত ভ্রূধনু হইতে নেত্রপ্রান্তরূপ মূলদেশসমন্বিত কটাক্ষশর নিক্ষেপ করিলেন, সেই কটাক্ষশরে লজ্জা ও স্মিত অর্থাৎ ঈষৎ হাস্য বিরাজ করিতেছিল; রাজা সেই স্নিগ্ধশরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে পদ্মপলাশাক্ষি! তুমি কে? হে সতি! তুমি কাহার পুত্রী এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছ? হে ভীরু। এই পুরীর সমীপদেশে কি উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতেছ, বল। এই যে মহাবল একাদশ অনুচর, ইহারা কে এবং এই ললনাগণই বা কে? হে সুন্দরী! এই যে সর্প তোমার পুরোভাগে গমন করিতেছে, ইহারও পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। তুমি মুনির ন্যায় সংযতা হইয়া নির্জ্জন বনে কি অন্বেষণ করিতেছ? তুমি কি হ্রী, স্বীয় পতি ধর্ম্মের অন্বেষণ করিতেছ অথবা ভবানী, স্বীয় পতি শিবের অনুসন্ধান করিতেছ, অথবা সরস্বতী, ব্রহ্মার অন্বেষণে নিযুক্তা হইয়াছ; যদি তুমি স্বীয় পতি বিষ্ণুর অন্বেষণপরা লক্ষ্মী হও, তাহা হইলে তোমার করাগ্রস্থিত লীলাকমল কোথায় পতিত হইয়াছে? যিনিই তোমার পতি হউন, তিনি তোমার পাদপদ্ম কামনা করিয়া নিখিল অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে সুন্দরি! বোধ হইতেছে, তুমি কোন দেবী নহ, কারণ, তুমি ভূমিস্পর্শ করিয়া বিরাজ করিতেছ, দেবতারা কখনও ভূমিস্পর্শ করেন না; অতএব যেমন লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর সহিত বৈকুণ্ঠলোককে অলঙ্কৃত করেন, সেইরূপ তুমিও আমার সহিত এই পুরী অলঙ্কৃত কর, আমি বীরত্বে ও নানাবিধ মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যশস্বী হইয়াছি। হে ললনে! তোমার প্রেমস্মিতদ্বারা চঞ্চলিত ভ্রূ হইতে যে কন্দর্পকে প্রেরণ করিয়াছ, তিনি আমাকে নিরতিশয় পীড়া প্রদান করিতেছেন: তোমার কটাক্ষশর আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে ইতিপূর্ব্বে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে; অতএব হে শোভনে! আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর। হে শুচিস্মিতে! তোমার বদনমণ্ডল কি মনোহর! উহাতে কমনীয় ভ্রূলতা, সুতরাং লোচনযুগল শোভা পাইতেছে; উহা বিলম্বিত নীলালকবৃন্দে সংবৃত, উহা হইতে মধুর বাক্য নির্গত হইয়া থাকে; আহা! ঐ বদনমণ্ডল লজ্জাবশতঃ আমার অভিমুখ হইতেছে না, একবার উহা উন্নীত করিয়া আমাকে দর্শন করাও।

হে রাজন্! সেই কামিনী রাজা পুরঞ্জনকে এইরূপ অধীরভাবে যাচ্ঞা করিতে দেখিয়া এবং মোহিত হইয়া হাস্যসহকারে তাঁহার অভিনন্দন করিয়া কহিলেন,—হে নরবর! যিনি আপনাকে অথবা আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন এবং যিনি গোত্র

ও নাম প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার বিষয় আমরা কেহই সম্যক্ অবগত নহি। হে বীর! যিনি আমার আশ্রয়স্বরূপা এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি কে আমি অবগত নহি এবং যিনি এই পুরীমধ্যে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকেও অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। হে রাজন্! এই যে পুরুষ ও নারীগণ আমার অনুসরণ করিতেছেন, ইঁহারা আমার সখা ও সখী; আমি প্রসুপ্তা হইলে, এই নাগ জাগরিত থাকিয়া আমার এই পুরী রক্ষা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আপনি যে আমার সৌভাগ্য-ক্রমে আগমন করিয়াছেন, তাহা অতীব সুখের বিষয়; আপনি যে সকল ইন্দ্রিয়ভোগ কামনা করিতেছেন, আমি আমার সখা ও সখাগণের সহিত তাহা সম্পাদন করিব। আমি আপনাকে নানাবিধ ভোগ্য বস্তু প্রদান করিতেছি, আপনি এই নবদ্বারবিশিষ্টা পুরী-মধ্যে বাস করিয়া শত বৎসর ইহা উপভোগ করুন। আপনি ভিন্ন আর কাহার সহিত বিহার করিব? যাহারা রতিরসে অনভিজ্ঞ, শাস্ত্রবিহিত সুখভোগেও নিরস্ত এবং ইহ ও পরলোক চিন্তাশূন্য, ঈদৃশ পশু-তুল্য ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিতে আমার অভিলাষ হয় না। এই গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, পুত্রসুখ, মোক্ষ, কীর্ত্তি ও শোকরহিত শুদ্ধ স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়; যতিগণ এই সকল অবগত নহেন। এই মনুষ্যজন্মে গৃহাশ্রম পিতৃ, দেব, ঋষি, অপরাপর মনুষ্য, ভূতগণ ও আত্মার কল্যাণকর আশ্রয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; হে বীর! আপনি যশস্বী, বদান্য ও প্রিয়দর্শন এবং আপনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন; আমার ন্যায় কোন্ রমণী আপনার ন্যায় পুরুষকে পতিত্বে বরণ না করিবে? আপনার ভুজদ্বয় সর্পদেহের ন্যায় বিশাল; আপনি হাস্যযুক্ত অতি দয়ার্দ্র দৃষ্টিপাতদ্বারা অনাথগণের মনোবেদনা দূর করিবার নিমিত্ত বিচরণ করিতেছেন; এমন কোন্ কামিনী আছে, যাহার মনঃ আপনার ভুজদ্বয়ে সংলগ্ন না হইবে?

নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! সেই দম্পতি এইরূপে পরস্পরের মনোগতভাব ব্যক্ত করিয়া, সেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শত বৎসর আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। রাজা পুরঞ্জন পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলে, তথায় গায়কগণ তাঁহার মনোহর স্তুতি গান করিতে লাগিল, তিনি স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে নিদাঘকালে নদী-সলিলে প্রবেশ করিলেন। যিনি ঐ পুরীর অধীশ্বর, তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গমনের নিমিত্ত ঐ পুরীর ঊর্দ্ধ-ভাগে সপ্ত দ্বার ও অধোভাগে দুইটী দ্বার নির্ম্মিত ছিল। ঐ সপ্তদ্বারের মধ্যে পঞ্চদ্বার পূর্ব্বদিকে, একটী দ্বার দক্ষিণদিকে ও অপরটী উত্তরদিকে নির্ম্মিত ছিল; অধঃস্থিত দুইটী দ্বার পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী ছিল; হে রাজন্! আপনার নিকট এই সকল দ্বারের নাম বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বদিকে যে দুইটী দ্বার একত্র নির্ম্মিত আছে, তাহা খদ্যোতা ও আবি-র্মুখী নামে অভিহিত; পুরঞ্জন দ্যুমৎ নামে সখার সহিত এই দুই দ্বার দিয়া বিভ্রাজিত নামক জনপদে গমন করিয়া থাকেন। ঐ পূর্ব্বদিকেই অন্য দুইটী দ্বার একত্র নির্ম্মিত আছে, উহা নলিনী ও নালিনী নামে প্রসিদ্ধ; পুরঞ্জন অবধূত নামক সখার সহিত ঐ দুই দ্বার দিয়া সৌরভ নামক জনপদে গমন করেন। ঐদিকেই আর একটী প্রধান দ্বার আছে, তাহার নাম মুখ্যা; পুরাধিপতি পুরঞ্জন রসজ্ঞ ও বিপণনামক দুই অনুচরের সহিত ঐ দ্বার দিয়া আপণ ও বহূদনামক জনপদে গমন করিয়া থাকেন। হে রাজন্! পুরীর দক্ষিণদিকে পিতৃহূ ও উত্তরদিকে দেবহূ নামে দুইটী দ্বার আছে। রাজা পুরঞ্জন শ্রুতধরনামক সখার সহিত ঐ দুই দ্বার দিয়া যথাক্রমে দক্ষিণপঞ্চাল ও উত্তরপঞ্চাল রাজ্যে গমন

করিয়া থাকেন। ঐ পুরীর পশ্চিমদিকে আসুরী নামে এক দ্বার আছে, রাজা দুর্ম্মদনামক সহচরের সহিত ঐ দ্বার দিয়া গ্রামকনামক প্রদেশে গমন করেন এবং ঐদিকেই আর একটা দ্বার আছে, তাহার নাম নির্ঋতি; পুরঞ্জন লুব্ধকনামক অনুচর সমভিব্যাহারে ঐ দ্বার দিয়া বৈশসনামক জনপদে গমন করিয়া থাকেন। পুরীদ্বারসকলের মধ্যে দুইটা অন্ধ দ্বার আছে, তাহা দ্বারা বহির্গত হইবার পথ নাই; তাহা নির্বাক্ ও পেশস্কৃৎ নামে প্রসিদ্ধ; দ্বারাধিপতি পুরঞ্জন ঐ দুই দ্বারের সাহায্যে গমন ও ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যখন তিনি বিষূচীননামক সখার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন পুত্রকলত্র-সঙ্গহেতু, মোহ, প্রসাদ ও হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে কামাত্মা মূঢ় পুরঞ্জন নানাবিধ কর্ম্মে আসক্ত ও বঞ্চিত হইলেন; মহিষী যাহা যাহা অভিলাষ করিলেন, তিনি তৎসমুদায়ের সংগ্রহ-পর হইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ নারী কখন মদিরা পান করিলে তিনিও মদিরাপান করিয়া মদবিহ্বল হন, আহার করিলে আহার করেন, মোদকাদি ভক্ষণ করিলে তাহা ভক্ষণ করেন, গান করিলে গান করেন ও রোদন করিলে রোদন করেন। মহিষী কখন হাস্য করিলে তিনিও হাস্য করেন, জল্পনা করিলে জল্পনা করেন, ধাবিতা হইলে ধাবিত হন ও অবস্থান করিলে অবস্থান করেন। মহিষী যখন শয়ন করেন রাজা পুরঞ্জনও তখন শয়ন করেন, তিনি উপবেশন করিলে উপবেশন করেন, শ্রবণ করিলে শ্রবণ করেন, দর্শন কহিলে দর্শন করেন ও স্পর্শ করিলে স্পর্শ করেন। রাজ্ঞী শোক করিলে রাজাও দীনের ন্যায় শোক অনুভব করেন, রাজ্ঞীর সুখ বা আনন্দ হইলে তাঁহারও সুখ বা আনন্দের উদয় হয়। অজ্ঞ পুরঞ্জন স্ত্রৈণহেতু এইরূপে মহিষী-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া স্বীয় নির্ম্মল স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইলেন এবং ক্রীড়ামৃগের ন্যায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—একদা মহাধনুর্দ্ধর রাজা পুরঞ্জন রথে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ এক কাননে গমন করিলেন; ঐ রথ অতি দ্রুতগামী ও উহাতে পঞ্চ অশ্ব যোজিত ছিল; ঐ রথের দুইটি ঈশা অর্থাৎ দণ্ড, দুইটা চক্র, এক অক্ষ, তিনটা ধ্বজ, পাঁচটা বন্ধন, এক রশ্মি অর্থাৎ প্রগ্রহ, একজন সারথি, একটা রথীর উপবেশন-স্থান, দুইটা যুগকাষ্ঠের বন্ধনস্থান, পঞ্চ প্রহরণ ও সপ্ত আবরণ ছিল; উহার পাঁচ প্রকার বিক্রম অর্থাৎ গতি ছিল এবং উহা সুবর্ণময় আভরণে ভূষিত ছিল; রাজাও সুবর্ণময় কবচে আবৃত হইয়া অক্ষয় তূণীর গ্রহণপূর্ব্বক একজন সেনাপতিসমভিব্যাহারে গমন করিলেন। তিনি যে বনে গমন করিলেন, ঐ বন পঞ্চ প্রস্থ অর্থাৎ সানুদেশে বিভক্ত ছিল। তিনি তথায় ধনুঃশর গ্রহণপূর্ব্বক মৃগয়াসক্ত-চিত্ত হইয়া দৃপ্তভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই অত্যাসক্তিনিবন্ধন তিনি তাঁহার জায়াকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করেই নাই; কিন্তু প্রিয়ার প্রতি ঈদৃশ ব্যবহার তাঁহার উচিত হয় নাই। রাজা আসুরী বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিশিতবাণদ্বারা নিষ্ঠুরভাবে বিবিধ বন্য জন্তুসকলকে

বধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মৃগয়ার্থ পশু বধেরও নিয়ম আছে; রাজাও লোভপরবশ যথেচ্ছ-চারী হইয়া পশুবধ করিতে পারেন না; বেদে যে সকল শ্রাদ্ধ প্রসিদ্ধরূপে বিহিত আছে, তদর্থে মাংস-সংগ্রহের নিমিত্ত রাজা শ্রাদ্ধোপযোগী বন্য পশু হনন করিতে পারেন, তাহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংগ্রহ করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। হে নৃপবর! যে মানব এইরূপে শাস্ত্রোক্ত নিয়মিত কর্ম্ম অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে জ্ঞান লাভ করেন এবং সেই জ্ঞানহেতু কর্ম্মে লিপ্ত হন না; কিন্তু যিনি নিয়ম-লঙ্ঘনপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধির অভাবে 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান জন্মে; এই হেতু তিনি কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হন এবং গুণপ্রবাহ-রূপ সংসারে পতিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, পুরঞ্জন সেই অরণ্য-প্রদেশে বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট শরসমূহদ্বারা বহুসংখ্যক পশুর গাত্র ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন, পশুগণের ক্লেশের অবধি রহিল না; এই পশু হনন করুণাত্মা সাধুগণের দুঃসহ। তিনি এইরূপে শশ, বরাহ, মহিষ, গবয়, রুরু, শল্যক ও অন্যান্য বিবিধ মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র পশু হনন করিয়া পরিশ্রান্ত হইলেন। অনন্তর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া রাজা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং স্নান ও সমুচিত আহার করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া ক্লান্তি দূর করিলেন। পরে তিনি ধূপ, চন্দন ও মাল্যাদিদ্বারা দেহ সুশোভিত করিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার সুচারুরূপে পরিধানপূর্ব্বক তৃপ্তি, দর্প ও হর্ষ অনুভব করিলেন। এক্ষণে তাঁহার মন কন্দর্পকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি মহিষীর অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু চারুশীলা সুন্দরী গৃহি-ণীকে দেখিতে না পাইয়া বিমনা হইয়া তাঁহার অন্তঃ-পুরস্থা সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ললনাগণ! তোমাদিগের ও তোমাদিগের স্বামিনীর কুশল ত? এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় এই সকল গৃহসম্পদ্ আমার তৃপ্তি উৎপাদন করিতেছে না। যদি গৃহে মাতা অথবা পতিব্রতা পত্নী বর্ত্তমান না থাকেন, তাহা হইলে কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি চক্রাদিহীন রথের ন্যায় সেই গৃহে নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতে পারেন? যিনি এই বিপৎ-সাগরে নিমগ্ন আমার বুদ্ধিকে পদে পদে দীপিত করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, সে ললনা এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন?

সখীগণ কহিলেন,—হে নরনাথ! আপনার প্রিয়ার কি অভিপ্রায়, তাহা আমরা অবগত নহি; হে বীর! তিনি আবরণরহিত ভূতলে শয়ানা আছেন, দর্শন করুন! পুরঞ্জন দেখিলেন, মহিষী দেহের প্রতি যত্ন পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতলে শয়ানা আছেন; তাঁহার সেই দশা দেখিয়া রাজা দীনজনের ন্যায় তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার চিত্তে ব্যাকুলতার উদয় হইল। তিনি কম্প-মান হৃদয়ে ও মধুর-বাক্যে প্রেয়সীর সান্ত্বনা বিধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রণয়কোপের কোন লক্ষণই অনুভব করিতে পারিলেন না। অনন্তর অনুনয়চতুর নৃপতি ধীরে ধীরে প্রিয়তমার অনুনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে পরমাদরে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া পাদযুগল ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগি-লেন,—হে সুন্দরি! যে সকল ভৃত্য অপরাধ করিলে প্রভু তাহাদিগকে অধীন ব্যক্তি মনে করিয়া শিক্ষার নিমিত্ত দণ্ড বিধান করেন না, সেই সকল ভৃত্য মন্দ-ভাগ্য সন্দেহ নাই। প্রভু ভৃত্যের প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন, তাহা পরম অনুগ্রহ মনে করিতে হইবে; যে ভৃত্য তাঁহাতে ক্রুদ্ধ হয়, সেই মূঢ় ব্যক্তি প্রভু যে বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারে না। হে ললনে! তুমি আমার প্রভু; হে সুভ্রু! হে মনস্বিনি! আমি তোমার, অধীন,

আমাকে তোমার বদন প্রদর্শন কর; উহাতে হাস্য-যুক্ত দৃষ্টি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে, কারণ, অনুরাগভরে লজ্জা সঞ্জাত হইয়া ঐ দৃষ্টিকে মন্থর করিয়া দেয়, আরও অলকাবলী ভ্রমরপুঞ্জের ন্যায় ঐ বদনের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে, উহা উন্নত-নাসিকা ও মধুর-বাক্যে অতি কমনীয়। হে বীরপত্নী! কে তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছে বল, যদি সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ অথবা মুরারির ভক্ত না হয়, তাহা হইলে আমি তাহার দণ্ড বিধান করিব; ত্রিভুবনের বাহিরেও ঈদৃশ কাহাকেও দেখিতে পাই না, যে অপরাধী হইয়া আমাকে ভয় না করিয়া হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিতে পারে। তোমার মুখমণ্ডল তিলক-শূন্য, মলিন ও হর্ষবিহীন হইয়াছে; উজ্জ্বলকান্তি ও স্নেহ তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে না, পরন্তু তাহা ক্রোধভরে ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে; শোভন স্তনদ্বয় শোকাশ্রুকলুষিত ও বিম্বাধর হইতে কুঙ্কুম-পঙ্কের তুল্য তাম্বূলরাগ তিরোহিত হইয়াছে; তোমার ঈদৃশভাব ত ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই; কারণ কি, প্রকাশ করিয়া বল। আমি মৃগয়ায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই মৃগয়ার্থ গমন করিয়া তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি, অতএব সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি, এই সুহৃদের প্রতি প্রসন্না হও; কন্দর্পবেগে আমার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম; কোন্ কামিনী পতি শরণাগত হইলে তাঁহার যথোচিত ভজনা না করিয়া থাকিতে পারে?

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—মহারাজ! পুরঞ্জনী স্বীয় বিলাসদ্বারা পুরঞ্জনকে এইরূপে সম্যক্ আপনার বশে আনিয়া পতির সহিত বিহার করিয়া তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন। সুমুখী মহিষী স্নান করিয়া অলঙ্কারাদি পরিধানপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকট উপাগত হইলে, তিনি তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। অতঃপর পুরঞ্জন প্রমদার স্কন্ধদেশ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া এবং একান্তে তাঁহার নানাবিধ অনুকূল গুহ্য কথোপকথনে আকৃষ্ট হইয়া বিবেক হারাইলেন; প্রমদাই তাঁহার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হইল, কিরূপে দিন ও রাত্রির আবর্ত্তন হইতেছে, তাহা তাঁহার বোধ রহিল না, দুর্লঙ্ঘ্য কাল কিরূপে পরমায়ুঃ হরণ করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মহামনা রাজা মদবিহ্বলচিত্তে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া মহিষীর ভুজকেই উপাধান করিলেন এবং প্রমদাসঙ্গজনিত অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া নিজ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া মহিষীকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! এইরূপে বনিতার সহিত রমণ করিতে করিতে পুরঞ্জনের চিত্তে ঈদৃশ মোহ উপজাত হইল যে, তাঁহার যৌবনকাল তাঁহার অজ্ঞাতসারে ক্ষণার্দ্ধকালের ন্যায় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সম্রাট্ পুরঞ্জন পুরঞ্জনীর গর্ভে একাদশ শত পুত্র উৎপাদন করিলেন; হে প্রজাপতে! পিতা ও মাতার যশস্করী একশত দশটী কন্যাও তাঁহার উৎপন্ন হইল; কন্যাগুলি সকলেই সাধুচরিত্র ও উদারতাদি গুণে অলঙ্কৃতা ছিল, তাহারা পুরঞ্জনের কন্যা বলিয়া পৌরঞ্জনী নামে অভিহিত

হইল। পঞ্চালপতি পুরঞ্জন পিতার বংশবর্দ্ধক পুত্রদিগের পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদান করিলেন এবং দুহিতাদিগকেও অনুরূপ বরে সম্প্রদান করিলেন। পুত্রগণের মধ্যে প্রত্যেকের একশত করিয়া পুত্র জন্মিল; এইরূপে পঞ্চালে পুরঞ্জনের বংশ অতীব বিস্তৃতি লাভ করিল। তিনি পুত্র, পৌত্র, গৃহ, ঐশ্বর্য্য ও ভৃত্যগণের প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব স্থাপন করিয়া বিষয়ে আবদ্ধ হইলেন। হে রাজন্! পুরঞ্জন আপনার ন্যায় নানা কামনা করিয়া ঘোর পশুমারক যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূপতিগণের আরাধনা করিতেন। আত্মার যাহাতে হিত হয় ঈদৃশ কার্য্যে অবহিত না হইয়া তিনি কেবল স্বজনাসক্ত হইলেন; এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে যাহা কামিনীজনের অপ্রিয়, সেই জরা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল।

হে নৃপ! চণ্ডবেগ নামে বিখ্যাত এক গন্ধর্ব্বাধিপতি আছেন; তাঁহার তিনশত ষষ্টি-সংখ্যক মহাবল গন্ধর্ব্ব আছে; প্রত্যেক গন্ধর্ব্বের একটী গন্ধর্ব্বী আছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শুক্লাবর্ণা ও কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণা; তাহারা পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বভোগ্য বস্তুর সহিত নির্ম্মিত পুরীর বিলোপ সাধন করিয়া থাকে। যখন চণ্ডবেগের অনুচরগণ পুরঞ্জনের পুরী বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল, তখন দ্বারপাল সর্প বাধা প্রদান করিল। পুরাধ্যক্ষ বলশালী পুরঞ্জন একাকী সাতশত বিংশতি সংখ্যক গন্ধর্ব্বের সহিত শত বৎসর যুদ্ধ করিলেন। একাকী দ্বারপাল বহু শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষীণ হইলে পুরঞ্জন রাষ্ট্র, পুর ও বন্ধুবর্গের সহিত অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হইলেন; তিনি স্বীয় পুরীমধ্যে ক্ষুদ্র সুখ ভোগ করিয়া এবং স্বীয় পার্ষদগণকর্ত্তৃক পাঞ্চালদেশে সংগৃহীত ও স্বীয় সকাশে আনীত উপহার গ্রহণ করিতেন, ভাবী ভয়ের আলোচনা করিতেন না, কারণ তিনি স্ত্রীর একান্ত বশীভূত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে যে কালের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার একটী কন্যা আছে; ঐ কন্যা স্বীয় পতি অন্বেষণ করিয়া ত্রিভুবন পর্য্যটন করিলেও কেহই তাহাকে পত্নীরূপে অঙ্গীকার করিল না, কারণ, স্বীয় দুর্ভাগ্যহেতু ঐ কন্যা সর্ব্বত্র দুর্ভাগা বলিয়া অপকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। রাজর্ষি পুরু উহাকে অঙ্গীকার করিলে ঐ কালকন্যা তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে রাজ্যরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। একদা আমি ব্রহ্মলোক হইতে মহীতলে আগমন করিয়াছিলাম; তৎকালে ঐ কন্যাও পরিভ্রমণ করিতে করিতে আমার সমীপে আসিয়া আমাকে পতিরূপে বরণ করিবার অভিলাষ করিল; সে জানিত আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তথাপি কামমোহিতা হইয়া ঈদৃশ প্রার্থনা করিল। আমি প্রত্যাখ্যান করিলে সে অতীব রুষ্টা হইয়া আমাকে সুদুঃসহ ঘোর অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিল, হে মুনিবর। যে হেতু তুমি আমার প্রার্থনাপূরণে বিমুখ হইলে, এই নিমিত্ত তুমি কোথাও একস্থানে বাস করিতে পারিবে না।

অনন্তর সেই কালকন্যাকে আমি বলিলাম, তুমি ভয়-নামে যবনেশ্বরের পত্নী হও! সে আমার নিকট বিফলমনোরথ হইয়া আমার উপদেশানুসারে যবনেশ্বরের সমীপে গিয়া বলিল,—হে বীর! আপনি যবনগণের অধিপতি, আপনি আমার ঈপ্সিত পতি, আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিলাম; এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, আপনার নিকট কেহ কোন সঙ্কল্প জানাইলে তাহা বিফল হয় না। বেদ ও লোকধর্ম্মানুসারে যে বস্তু দান বা গ্রহণ করিতে পারা যায়, যে ব্যক্তি যাচককে তাহা দান করেন না অথবা তাহা গ্রহণ করিতে প্রার্থিত হইয়াও যে ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করেন না, সাধুগণ কহিয়া থাকেন ঐ উভয় ব্যক্তিরই অবস্থা শোচনীয়; তাহারা অজ্ঞ ও

হঠকারী, সন্দেহ নাই। অতএব মহাশয়! দয়ার্দ্র হইয়া আপনার ভজনাভিলাষিণীকে পত্নীরূপে অঙ্গীকার করুন; যাহারা কাতর, তাহাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করাই পুরুষের কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম। যবনেশ্বর কালকন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণিগণের নিধনরূপ দেবতাদিগের অতি গোপন অভিসন্ধি সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন,—তুমি অমঙ্গলরূপা, তোমার আচরণ কাহারও সম্মত নহে, এই নিমিত্ত পৃথিবীর লোক প্রার্থিত হইলেও তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না; আমি জ্ঞানদৃষ্টি সাহায্যে তোমার নিমিত্ত পতি নিরূপণ করিয়াছি; কর্ম্মের ফলে প্রাণিগণ দেহলাভ করিয়াছে; তুমি অলক্ষিতগমনে যাইয়া সকল প্রাণিদেহকেই ভোগ কর, তাহা হইলে সকলেই তোমার পতি হইল; কেহ তোমাকে বধ করিয়া ফেলিবে এরূপ মনে করিও না, আমার যখন সেনা আছে, তুমি তাহাদিগের সাহায্যে প্রজানাশ করিতে সমর্থ হইবে। প্রজার নামে আমার এক ভ্রাতা আছে, তুমি আমার ভগিনী হও; আমি আমার ভীষণ সেনা ও তোমাদের উভয়কে সমভি-ব্যাহারে লইয়া অলক্ষিতভাবে এই ভূলোকে বিচরণ করিব।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টবিংশ অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিঃ! ভয়নামক যবনেশ্বরের যে সকল সৈনিকপুরুষ, তাহারা প্রাণিগণের দুরদৃষ্টরূপ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহা-দিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে; এক্ষণে তাহারা প্রজার ও কালকন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই অবনী বিচরণ করিতে লাগিল। একদা তাহারা পুরঞ্জনপুরীর সমীপে আসিয়া দেখিল, ঐ পুরী পার্থিব ভোগবস্তুদ্বারা পরিপূর্ণ, একটা ক্ষীণবল সর্প পুরী রক্ষা করিতেছে; ইহা দেখিয়া তাহারা মহাবেগে ঐ পুরী অবরোধ করিল। যে কালকন্যাকর্ত্তৃক অভিভূত হইলে পুরুষ সদ্যঃই অন্তঃসারবিহীন হইয়া পড়ে, সেই কালকন্যাও বলে পুরঞ্জনপুর ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে যবনসেনাগণ চতুর্দ্দিকে দ্বার দিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ডবলে পুরী-বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল। পুরঞ্জন স্বীয় পুরীর প্রতি অতীব আসক্ত ছিলেন; পুরীমধ্যে এইরূপ উৎপীড়ন আরম্ভ হইলে পুত্রপৌত্রাদির প্রতি মমতা-নিবন্ধন তিনি বিবিধ তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। বিষয়াসক্ত রাজা কালকন্যার আক্রমণে নষ্টশ্রী, নষ্টপ্রজ্ঞ ও দীনদশাপন্ন হইলেন; গন্ধর্ব্বগণ ও যবন সেনা বলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিয়া লইল। তিনি দেখিলেন, স্বীয় পুরী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে; পুত্র, পৌত্র, অনুচর ও অমাত্যবর্গ প্রতিকূল আচরণ করিতেছে, জায়াও স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। এই রূপে আপনাকে কন্যাকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পঞ্চালদেশ শত্রুপ্রপীড়িত দেখিয়া তিনি দুরন্ত চিন্তায় আকুল হইলেন; কিন্তু কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। যে সকল ভোগ্য বস্তু ছিল, কালকন্যা তাহা নিঃসার করিয়া ফেলিল, কিন্তু তথাপি ঐ সকল বস্তু তাঁহার স্পৃহা উৎপাদন করিতে লাগিল, পরলোকে কি গতি হইবে, এ চিন্তা করিবার সামর্থ রহিল না এবং পুত্রাদির প্রতি স্নেহও মন্দীভূত হইল, কিন্তু

তথাপি তাঁহার ঈদৃশী শোচনীয়া দশা হইল যে, তিনি পুত্র-কলত্রের লালনপালন হইতে বিরত হইতে পারিলেন না; এদিকে স্বীয় পুরী গন্ধর্ব্ব ও যবন-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও কালকন্যাকর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া অনিচ্ছাসত্বেও উহা পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন। তখন যবনেশ্বর ভয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রজ্বার সমুপস্থিত হইয়া ভ্রাতার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবার মানসে সেই সমগ্রা পুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পুরী দগ্ধ হইতে থাকিলে, যিনি কুটুম্বের সহিত সুখে বাস করিতেছিলেন, সেই পুরঞ্জন পৌর, ভৃত্যবর্গ, পত্নী ও পুত্রাদির সহিত নিরতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। কালকন্যা পুরী ও যবনগণ স্বীয় বাসস্থান অধিকার করিলে এবং প্রজ্বার উহা দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে পুররক্ষক সর্পও অনুক্ষণ সন্তাপ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সে তথায় বর্ত্তমান থাকিলেও অতঃপর পুরীরক্ষায় অসমর্থ হইল, মহাক্লেশবশতঃ তাহার গাত্র অতিশয় কম্পিত হইতে লাগিল; অগ্নি প্রদান করিলে যেমন সর্প বৃক্ষকোটর হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ সেই সর্পও তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

এদিকে গন্ধর্ব্বগণ পুরঞ্জনের সামর্থ হরণ করিলে তাঁহার করচরণাদি অবয়বসকল শিথিল হইয়া আসিল; শত্রু যবনগণ কণ্ঠদেশ নিপীড়িত করিলে তিনি অব্যক্ত রোদনধ্বনি করিতে লাগিলেন। দুহিতা, পুত্র, পৌত্র, স্নুষা, জামাতা, পার্ষদ এবং গৃহ, কোষ ও পরিচ্ছদ যাহা কিছু নামমাত্র অবশিষ্ট ছিল, যাহাদিগের প্রতি মমতা স্থাপন করিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি গৃহী পুরঞ্জন গৃহে আসক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ভার্য্যার সহিত বিচ্ছেদকাল উপস্থিত হইলে তিনি আকুল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হায়! আমি লোকান্তরে গমন করিলে এই অনাথা পত্নী বালকগণের পোষণচিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কিরূপে কালযাপন করিবেন? যিনি আমি ভোজন না করিলে ভোজন করেন না, স্নান না করিলে স্নান করেন না, আমি রুষ্টা হইলে সন্ত্রস্তা হন, আমি ভর্ৎসনা করিলে ভয়ে মৌন অবলম্বন করেন, আমি বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে যিনি আমাকে প্রবোধিত করিতে চেষ্টা করেন এবং আমি দেশান্তর গমন করিলে চিন্তায় কৃশ হইয়া যান, ঈদৃশী পতিব্রতা ভার্য্যা পুত্রীবতী হইলেও আমার বিরহে প্রাণত্যাগ করিবেন, কদাচ জীবিত থাকিয়া গৃহধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সম্মত হইবেন না। সমুদ্রে তরণী ভগ্ন হইলে আরোহিগণ যেরূপ নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, সেইরূপ আমার অভাবে নিরাশ্রয় পুত্রকন্যাগণও দীনভাবাপন্ন হইয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবে?

এইরূপ শোক করা অনুচিত হইলেও রাজা বুদ্ধিভ্রংশহেতু শোক করিতেছেন, এমন সময় ভয়নামা যবনেশ্বর তাঁহাকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত সম্মুখীন হইল; যবনসৈনিকেরা তাঁহাকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া স্বস্থানে লইয়া যাইতে থাকিলে রাজার অনুচরগণ নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। যবননিপীড়িত সর্প পুরী পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলে, সেই পুরী বিশীর্ণ হইয়া অনতিবিলম্বে মহাভূতে লীন হইয়া গেল। মহাবল যখন পুরঞ্জনকে বেগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল, তিনি অন্ধকারে আবৃত হইলেন যে ঈশ্বর পূর্ব্বে তাঁহার সুহৃৎ ছিলেন, এক্ষণে তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যজ্ঞে যে সকল পশুকে নিষ্ঠুরভাবে বধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা তাঁহার সেই নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং কুঠারদ্বারা তাঁহাকে ছেদন করিতে লাগিল। এইরূপে তিনি অপার অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি হারাইয়া দীর্ঘকাল যাতনা ভোগ করিলেন; অনন্তর বিদর্ভাধিপতি রাজসিংহের বাটীতে তাঁহার কন্যা

হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন; তিনি প্রমদাসঙ্গে কলুষিত ছিলেন এবং অন্তকালে ভার্য্যাকে স্মরণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইল। অনন্তর পাণ্ডদেশাধিপতি দিগ্‌বিজয়ী মলয়ধ্বজ রাজন্যগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন; মলয়ধ্বজের বাহুবলই তাঁহার বিবাহের যৌতুকস্বরূপ হইল। অনন্তর বৈদর্ভীর গর্ভে মলয়ধ্বজের প্রথমতঃ একটী কন্যা ও পরে সাতটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল; কন্যাটী অসিতেক্ষণা অর্থাৎ কৃষ্ণলোচনা; সাতটী পুত্র সপ্ত দ্রাবিড়দেশের অধীশ্বর হইল। হে রাজন্! সেই পুত্রগণের মধ্যে প্রত্যেকের অর্ব্বুদ পুত্র হইল; তাহাদিগের বংশধরেরাই সমগ্র মন্বন্তর ও তৎপরবর্ত্তী কাল পৃথিবী ভোগ করিবে; অনন্তর অগস্ত্য মলয়ধ্বজের ধৃতব্রতা প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করিলেন, তাঁহার গর্ভে দৃঢ়চ্যুত মুনি জন্মগ্রহণ করেন; দৃঢ়চ্যুতের এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম ইধ্মবাহ। পরে রাজর্ষি মলয়ধ্বজ পুত্রদিগকে রাজ্য বিভক্ত করিয়া দিয়া কৃষ্ণের আরাধনা করিবার মানসে কুলাচলে গমন করিলেন। বৈদর্ভী তরুণী হইলেও, যেমন জ্যোৎস্না রজনীকরের অনুগমন করে, সেইরূপ তিনিও গৃহ, সুত ও ভোগবস্তু পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ড্যেশের অনুগমন করিলেন। তথায় চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী ও বটোদকা নদীর পুণ্যসলিলে নিত্য স্নানদ্বারা আভ্যন্তর ও বাহ্য মল ক্ষালনপূর্ব্বক কন্দ, অস্থি, মূল, ফল, পুষ্প, পর্ণ, তৃণ ও উদক দ্বারা প্রাণধারণ করিয়া; যাহাতে শরীর শীর্ণ হয়, ঈদৃশ তপস্যায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এইরূপে তিনি সমদর্শন হইয়া শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষণ, ক্ষুধা, পিপাসা, প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ এই দ্বন্দ্বসকলকে জয় করিলেন। তিনি তপস্যা, উপাসনা যম ও নিয়মদ্বারা কামাদি বাসনাকে দগ্ধ করিয়া এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্তকে বশীভূত করিয়া আপনার ব্রহ্মত্ব ভাবনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্থাণুর ন্যায় একত্র স্থিরভাবে থাকিয়া তাঁহার দিব্য বর্ষশত অতিবাহিত হইল; তখন ভগবান্ বাসুদেবে রতিস্থাপন করিয়া তিনি দেহাদি অন্য পদার্থ বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে অবস্থান করিয়া তিনি স্বীয় আত্মাতে আত্মাকে অবগত লইলেন; তিনি উপলব্ধি করিলেন, আত্মাই দেহাদির প্রকাশক ও সর্ব্বব্যাপক; যেমন স্বপ্নে 'আমার মস্তক ছিন্ন হইয়াছে'. ইত্যাদি প্রতীতিকালে আত্মা পৃথক্ বলিয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণের ঐ অবস্থার সাক্ষী বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকেন, সেইরূপ আত্মাকে নিখিল পদার্থ হইতে পৃথক্ জানিয়া সংসার হইতে বিরত হইলেন। হে রাজন্! সাক্ষাৎ শ্রীহরি গুরু হইয়া তাঁহাকে ঈদৃশ বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদান করিলেন, যাহা দেশকালে অবচ্ছিন্ন হয় না; তিনি সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানদীপের আলোকে পরব্রহ্মে আত্মাকে ও আত্মাতে পরব্রহ্মকে দর্শন করিলেন, অর্থাৎ 'ব্রহ্মই আমি, সংসারী নহি' এই ব্রহ্মে আত্মদর্শন হওয়ায় তাঁহার শোকাদি নিবৃত্তি হইল এবং 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হওয়ায় 'ব্রহ্ম আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু' এইরূপ ধারণার নিবৃত্তি হইল। অনন্তর যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া আপনি শান্ত হইয়া যায়, সেইরূপ এই দর্শনক্রিয়াও আপনা আপনি শান্ত হইয়া গেল; সুতরাং আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না।

পতিদেবতা বৈদর্ভী ভোগ্যবস্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রেমভরে পরমধর্ম্মজ্ঞ পতি মলয়ধ্বজের সেবা করিতেছিলেন; তিনি জীর্ণবস্ত্র পরিধান ও শিরে বেণীবন্ধন করিয়া ব্রতক্ষীণ-কলেবরে পতির সমীপবর্ত্তিনী ছিলেন; অঙ্গারাবস্থাপ্রাপ্ত অনলের শুদ্ধ জ্বালার ন্যায় তিনি শান্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। পতি পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং প্রিয়তম কখন দেহত্যাগ করিয়া পলায়ন

করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারেন নাই ; এই নিমিত্ত তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্বামীসেবায় নিরতা ছিলেন। পতির চরণ অর্চ্চনা করিতে গিয়া দেখিলেন, তাহাতে উত্তাপ অনুভব হইতেছে না ; তখন যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় তাঁহার হৃদয় উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল। তিনি অরণ্যে আপনাকে আশ্রয়হীনা ও দীনভাবাপন্না দেখিয়া কাতরাশ্রুদ্বারা স্বীয় বক্ষঃস্থল সিক্ত করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—হে রাজর্ষে! শীঘ্র উত্থিত হউন, এই সসাগরা পৃথিবী দস্যু ও অধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ হইতে ভীত হইতেছে, তাহাকে রক্ষা করুন। পতিব্রতা বালা বৈদর্ভী বিপিনে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে পতির চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সতী দারুময়ী চিতা রচনাপূর্ব্বক তদুপরি পতির কলেবর স্থাপন করিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলেন এবং বিলাপ করিতে করিতে সহমৃতা হইবার সঙ্কল্প করিলেন। হে রাজন্! এমন সময় তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত সখা কোন আত্মবিৎ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—তুমি কে ও কাহার কন্যা এবং যাঁহার জন্য শোক করিতেছ, এই শয়ান পুরুষটীই বা কে? আমার সহিত পূর্ব্বে বিচরণ করিয়াছ, এক্ষণে কি আমাকে সখা বলিয়া চিনিতে পারিতেছ? হে সখে! অবিজ্ঞাত নামে পূর্ব্বে তোমার একজন সখা ছিল, তাহা কি স্মরণ আছে? তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখময় স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে পৃথিবীর ভোগে আসক্ত হইয়াছিলে। হে আর্য্য! তুমি এবং আমি দুইটী হংস হইয়া মানসসরোবরে ছিলাম, গৃহব্যতিরেকেই সহস্র বৎসর একত্র বাস করিয়াছিলাম। হে বন্ধো! একদা তুমি গ্রাম্যসুখে আসক্ত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বিচরণ করিতে করিতে কোন নারীচরিত পুর দেখিতে পাইলে ; উহাতে পঞ্চ উপবন, নব দ্বার, এক দ্বারপাল, তিন প্রাচীর, পঞ্চ হট্ট অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয়স্থান ও ছয়জন বণিক ছিল ; ঐ পুর পঞ্চপ্রকার উপাদানে নির্ম্মিত ও এক নারী উহার স্বামিনী ছিলেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, তাহাই পঞ্চ উপবন, নব ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র নব দ্বার ; অন্ন, জল ও তেজঃ তিন প্রাচীর এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয় জন বণিক। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল এই পুরের হট্ট, মহাভূতগণ অক্ষয় উপাদান ও বুদ্ধিনাম্নী নারী ইহার অধীশ্বরী ; এই বুদ্ধির বশীভূত হইয়া পুরুষ এই পুরে প্রবেশ করিয়া আপনাকে জানিতে পারে না। হে সখে! তুমি সেই পুরমধ্যে নারীকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া বিহার করিতে করিতে নিজের ব্রহ্মত্ব বিস্মৃত হইয়াছ এবং তাহার সঙ্গহেতু ঈদৃশী শোচনীয়া দশা প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি বিদর্ভদুহিতা নহ, এই রাজা মলয়ধ্বজও তোমার পতি নহেন এবং যাহার মায়ায় বশীভূত হইয়া তুমি এই নবদ্বার পুরে রুদ্ধ হইয়াছ, তুমি সেই পুরঞ্জনীরও পতি নহে। তুমি যে পূর্ব্বজন্মে আমাকে পুরুষ মনে করিয়াছিলে এবং এই জন্মে সতী স্ত্রী মনে করিতেছ, ইহা আমারই স্রষ্টা মায়া, এই উভয় পদার্থেরই বস্তুতঃ অস্তিত্ব নাই ; যেহেতু আমরা উভয়েই হংস অর্থাৎ শুদ্ধ, আমাদের স্বরূপ বলিতেছি, অবধান কর। আমিই তুমি, তুমি অন্য নহ এবং তুমিই আমি, ইহা অবধারণ কর ; জ্ঞানিগণ কখনও আমাদিগের মধ্যে অণুমাত্রও প্রভেদ দর্শন করেন না। যদি কোন ব্যক্তি দর্পণে স্বীয় দেহ দর্শন করে, তাহা হইলে উহা নির্ম্মল, বৃহৎ ও স্থির দেখায়, কিন্তু অপরের চক্ষুতে দর্শন করিলে উহা মলিন, ক্ষুদ্র ও চঞ্চল দেখায় ; আমাদিগের উভয়ের প্রভেদও সেইরূপ জানিবে। আমি বিদ্যা উপাধি গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর হইয়াছি এবং তুমি অবিদ্যা উপাধি গ্রহণ করিয়া জীব হইয়াছ ; এই উপাধির ভেদনিবন্ধন আমাদিগের

মধ্যে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে। এইরূপে সেই জীবহংস ঈশ্বরহংস-কর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া স্মৃতিলাভ করিলেন; ঈশ্বরবিয়োগহেতু তিনি যে স্মৃতি হারাইয়াছিলেন, তাহা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্ প্রাচীনবর্হিঃ! এই অধ্যাত্মতত্ত্ব পুরঞ্জন রাজার উপাখ্যানচ্ছলে পরোক্ষভাবে আপনার নিকট বর্ণন করিলাম; কারণ, বিশ্বভাবন দেব ভগবান্ পরোক্ষবাদকেই প্রিয় মনে করিয়া থাকেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

প্রাচীনবর্হিঃ কহিলেন,—হে ভগবন্! আমার বাক্য আমি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না; জ্ঞানিগণ ইহা সম্যক্ অবগত আছেন, কিন্তু আমাদিগের ন্যায় যাহারা কর্ম্মে মোহিত, তাহারা ইহা বুঝিতে সমর্থ নহে।

নারদ কহিলেন,—জীবকেই পুরঞ্জন বলিয়া জানিবেন; যেহেতু এই জীবই স্বীয় কর্ম্মদ্বারা একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ ও পদহীন পুর অর্থাৎ দেহ প্রকটিত করে। যিনি জীবের সখা, যিনি অবিজ্ঞাত নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনি ঈশ্বর; জীব নাম, ক্রিয়া বা গুণ-দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারে না, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অবিজ্ঞাত। যখন পুরুষ প্রকৃতির গুণসকলকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পুরসমূহের মধ্যে নবদ্বার, দ্বিহস্ত ও পদদ্বয় বিশিষ্ট পুরকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনোনিত করেন। বুদ্ধিকেই প্রমদা বলিয়া জানিবেন, যাহা হইতে 'আমি ও আমার' এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; পুরুষ দেহে এই বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণই সখা; ঐ সকল ইন্দ্রিয় হইতে জ্ঞান ও কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে; ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকেই সখী বলা হইয়াছে এবং প্রাণ ও অপানাদি পঞ্চবৃত্তিসমন্বিত প্রাণকেই পঞ্চশিরাঃ সর্প বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নায়ক মনকেই সেনাপতি বলা হইয়াছে; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি পঞ্চাল নামে অভিহিত হইয়াছে; এই নবদ্বার পুর পূর্ব্বোক্ত বিষয়পঞ্চকের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, শিশ্ন ও পায়ু এই নব ইন্দ্রিয়দ্বার; আত্মা ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া এই সকল দ্বার দিয়া বহির্দেশে অর্থাৎ বিষয়ের অভিমুখে গমন করিয়া থাকেন। দুই চক্ষুঃ দুই নাসিকা ও মুখ এই পঞ্চদ্বার পূর্ব্বভাগে নির্ম্মিত; দক্ষিণ কর্ণ দক্ষিণভাগে, বাম কর্ণ বাম ভাগে এবং পায়ু ও শিশ্ন এই দুই অধোদ্বার পশ্চিম ভাগে রচিত; খদ্যোতা ও আবির্মুখী নামে যে দুই দ্বার একত্র নির্ম্মিত আছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা এই দেহে নেত্রদ্বয়; রূপই বিভ্রাজিত নামক জনপদ, পুরঞ্জননামক জীব নেত্রদ্বারা ঐ রূপ দর্শন করিয়া থাকে। যাহা নলিনী ও নালিনী নামে উক্ত হইয়াছে, তাহা নাসিকাদ্বয়; গন্ধ সৌরভদেশ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবধূত সখা, মুখ্যদ্বার মুখ, বিপণ বাগিন্দ্রিয় ও রসবহ রসনেন্দ্রিয়। এই দেহে বাক্প্রয়োগ আপণ, বিচিত্র অন্ন বহূদন, দক্ষিণ কর্ণ পিতৃহূ ও বামকর্ণ দেবহূ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রবৃত্তশাস্ত্র অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড দক্ষিণপঞ্চাল; নিবৃত্তশাস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড উত্তরপঞ্চাল এবং শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রুতিধর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; জীব শ্রোত্রদ্বারা কর্ম্মকাণ্ড

শ্রবণ ও অনুষ্ঠান করিয়া পিতৃযান এবং জ্ঞানকাণ্ড শ্রবণ ও অনুষ্ঠান করিয়া দেবযানমার্গে গমন করিয়া থাকে। পশ্চিম ভাগে যে দ্বার আসুরী নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা মেঢ্র অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ের দ্বার; গ্রাম্য রতি নারীসঙ্গ ও দুর্ম্মদ উপস্থেন্দ্রিয়; নির্ঋতি নামে যে পশ্চাদ্‌ভাগে আর একটী দ্বার উক্ত হইয়াছে, তাহা মলদ্বার; বৈশস ও লুব্ধক এই দুইটী যথাক্রমে মলত্যাগ ও পায়ু ইন্দ্রিয় বলিয়া জানিবেন। যে দুইটী অন্ধদ্বার বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা হস্ত ও পদ, পুরুষ তদ্দ্বারা ক্রিয়ানুষ্ঠান ও গমন করিয়া থাকে। যাহা অন্তঃপুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হৃদয় এবং মনকেই বিষূচীন বলিয়া জানিবেন; পুরুষ মনের গুণদ্বারা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা যথাক্রমে প্রসন্নতা, হর্ষ ও মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি যে যে প্রকারে বিকার প্রাপ্ত হয় এবং জাগ্রদবস্থায় যে যে প্রকারে ইন্দ্রিয়সকলকে পরিণাম প্রাপ্ত করায়, বুদ্ধির গুণসকলে লিপ্ত জীবাত্মা বুদ্ধির দর্শন-স্পর্শনাদি বৃত্তির কেবল সাক্ষী হইয়াও 'আমি দ্রষ্টা, আমি স্পর্শকর্ত্তা' ইত্যাদিরূপে অভিমানী হইয়া বুদ্ধির অনুকরণ করিয়া থাকে; আত্মা বুদ্ধির গুণে লিপ্ত হন বলিয়াই বুদ্ধি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে অনুকরণ করাইয়া থাকে। পুরঞ্জনের মৃগয়াপ্রসঙ্গে যে রথারোহণ উক্ত হইয়াছে, সেই রথ জীবের স্বপ্নদেহ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার অশ্ব, বস্তুতঃ অগতি হইলেও সম্বৎসরের ন্যায় তাহার বেগ অপ্রতিহত বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে; পাপ ও পুণ্য সেই রথের চক্র, তিন গুণ তাহার ধ্বজ, পঞ্চ প্রাণ বন্ধন, বাসনাময় মন রশ্মি, বুদ্ধি সারথি, হৃদয় রথীর উপবেশনস্থান, শোক ও মোহ যুগকাষ্ঠের বন্ধনস্থান; রূপদর্শন, শব্দশ্রবণ প্রভৃতি যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার, তাহাই পঞ্চ প্রহরণ, চর্ম্মাদি সপ্তধাতু ঐ রথের আবরণ; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রকার গতি; ঐ রথ মৃগতৃষ্ণার অভিমুখে প্রধাবিত হয় অর্থাৎ স্বপ্নদেহ মিথ্যাভূত বিষয়সমূহের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। একাদশ ইন্দ্রিয়ই সেনা এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারা যে বিষয়সেবা তাহাই মৃগয়া। যে চণ্ডবেগ কালের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্বৎসর, দিবস সকল তাহার গন্ধর্ব্ব ও রাত্রিসকল গন্ধর্ব্বী; এক সম্বৎসরে তিনশত ষষ্টিসংখ্যক দিবস ও রাত্রি পরিভ্রমণ করিয়া পুরুষের পরমায়ুঃ হরণ করিতেছে। যে কালকন্যার উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা জরা, লোক তাহাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে গ্রহণ করিতে আনন্দ প্রকাশ করে না; যবনেশ্বর মৃত্যু লোকক্ষয়ের নিমিত্ত তাহাকে ভগিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আধি ও ব্যাধিসকল অর্থাৎ মানসিক ও দৈহিক পীড়াসকল সেই যবনেশ্বরের আজ্ঞাকারী যবনসেনা; জ্বর শীত ও উষ্ণভেদে দ্বিবিধ, উহার বেগ পীড়িত ভূতগণের শীঘ্র মৃত্যুহেতু বলিয়া উহার নাম প্রজ্বার।

এইরূপে দেহী আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক প্রভৃতি বহুবিধ দুঃখে পীড্যমান হইয়া দেহে 'আমি ও আমার' এইরূপ অভিমান স্থাপনপূর্ব্বক অজ্ঞানাবৃত হইয়া শত বর্ষকাল বাস করে। আত্মা নির্গুণ। ক্ষুৎপিপাসাদি প্রাণের ধর্ম্ম, অন্ধত্বাদি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম এবং কামাদি মনের ধর্ম্ম; দেহী ভ্রমবশতঃ এই সকল ধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম মনে করিয়া ক্ষুদ্র বিষয়সুখ-সকলের ধ্যান করিতে থাকে এবং এই নিমিত্ত নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। জীব স্বদৃক্ অর্থাৎ অপ্রকাশস্বভাব হইয়াও যখন পরমগুরু ভগবান্ আত্মাকে না জানিয়া প্রকৃতির গুণে আসক্ত হয়, তখন গুণসকলের প্রতি অভিমাননিবন্ধন অবশ হইয়া শুক্ল অর্থাৎ সাত্ত্বিক, লোহিত অর্থাৎ রাজস ও কৃষ্ণ অর্থাৎ তামস কর্ম্ম সকল করিতে থাকে এবং কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। জীব কখন সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া প্রকাশবহুল লোক

সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কখন বা রাজস কর্ম্মদ্বারা ঈদৃশ লোক প্রাপ্ত হয় যে, যথায় ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত বহুবিধ আয়াস স্বীকার করিতে হয় ও ক্রিয়ার ফলস্বরূপ উত্তরকালে দুঃখভোগ করিতে হয় এবং কখন বা তামস কর্ম্মদ্বারা অজ্ঞানাবৃত লোকে গমন করিয়া উৎকট শোকে মুগ্ধ হইতে থাকে। এইরূপে জীব হতবুদ্ধি হইয়া কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী অথবা কখন নপুংসক; আবার গুণ ও কর্ম্মানুসারে দেব, মনুষ্য বা তির্য্যগ্‌ যোনিমধ্যে তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যেমন দীন সারমেয় ক্ষুধায় কাতর হইয়া গৃহে গৃহে বিচরণ করিয়া অদৃষ্টানুসারে কখন দণ্ডতাড়ন, কখন বা আহার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কামাশয় অর্থাৎ কামাসক্তচিত্ত জীব উচ্চ বা নীচ পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কখন উপরিলোক অর্থাৎ দেবলোক, কখন মধ্যলোক অর্থাৎ মনুষ্যলোক এবং কখন বা অধোলোক অর্থাৎ তির্য্যক্‌লোক প্রাপ্ত হইয়া অদৃষ্টবশে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে এক প্রকার দুঃখের সহিত জীবের কখনও বিচ্ছেদ ঘটে না, দুঃখের প্রতীকার করিলেও দুঃখ হইতে নিস্তার পায় না; কারণ, যাহা প্রতীকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহারও স্বরূপ-দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন পুরুষ মস্তকে গুরুভার বহন করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া ঐ ভার স্কন্ধদেশে স্থাপন করে, সকল প্রতীকারকে তাদৃশ জানিবেন। জ্ঞানরহিত কর্ম্ম কর্ম্মের একান্ত নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, উভয় কর্ম্মই অবিদ্যাকর্তৃক আক্রান্ত। হে রাজন্‌! যেমন স্বপ্নকালের মধ্যে অন্য স্বপ্ন দেখিলে ঐ স্বপ্ন পূর্ব্ব স্বপ্নের প্রতীকার করিতে পারে না, অর্থাৎ জাগরণব্যতিরেকে কোন প্রকারেই স্বপ্নাবস্থার ভঙ্গ হয় না, সেইরূপ সংসারনিবৃত্তি না হইলে সাংসারিক দুঃখের নিবৃত্তি হয় না; জীব স্বপ্নকালে মনোরূপ লিঙ্গশরীরে বিচরণ করিতে থাকে, তখন অসত্য সর্পাদি তাহাকে দুঃখ প্রদান করে; যতক্ষণ জাগরিত না হয়, ঐ মিথ্যা দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি হয় না; সেইরূপ জাগরণ-কালে যে সুখদুঃখের প্রতীতি হয়, ঐ সুখদুঃখ বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও উহা জ্ঞানদ্বারা নিবর্ত্তিত না হইলে সংসারনিবৃত্তি হয় না। অতএব পরমার্থস্বরূপ জীবাত্মার যে অজ্ঞান হইতে অনর্থপরম্পরারূপ সংসার হইয়া থাকে, সেই অজ্ঞান পরমগুরু বাসুদেবে ভক্তিদ্বারা নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ভগবান্‌ বাসুদেব ভক্তিযোগ স্থাপিত হইলে উহা সম্যক্‌ প্রকারে বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন করে। এই ভক্তিযোগ অচ্যুতের কথা আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে; হে রাজর্ষে! যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সর্ব্বদা ভগবানের কথা শ্রবণ ও অধ্যয়ন করেন, তিনি অচিরে এই ভক্তিযোগের অধিকারী হইয়া থাকেন। হে রাজন্‌! ভগবদ্ভক্তগণের চিত্ত নির্ম্মল, তাঁহাদিগের চিত্ত ভগবানের গুণানুকথন ও গুণশ্রবণে ব্যগ্র; তাঁহারা যে স্থানে অবস্থান করেন, তথায় সেই মহাজনগণের মুখে কীর্ত্তিত মধুসূদনের চরিত্রগাথা পরিশুদ্ধ অমৃত-প্রবাহিণীরূপে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে; যাঁহারা অবধানপূর্ব্বক শ্রবণদ্বারা সেই অমৃতনদীর জল পান করিয়া উত্তরোত্তর তৃষ্ণা অনুভব করেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না! জীবলোক এই সকল স্বাভাবিক ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিদ্বারা প্রপীড়িত হইয়াই যে শ্রীহরির কথামৃতসমুদ্রে রতি স্থাপন করে না, ইহা নিশ্চয়। প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা, সাক্ষাৎ ভগবান্‌ গিরিশ, মনু, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, সনকাদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, আমি নারদ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিগণ ইঁহারা সকলেই বাচস্পতি অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেষ্টা; কিন্তু ইঁহারা তপস্যা, উপসনা ও সমাধি অর্থাৎ চিত্তের

একাগ্রতারূপ উপায়সকলদ্বারা পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করিয়াও সেই সর্ব্বসাক্ষী প্রভুর দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা কর্মী, তাঁহারাও ভগবানকে জানিতে পারেন না; কারণ; শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ দুষ্পার; তাহাতে অসংখ্য অর্থের অবতারণা আছে; ঐ বেদ আয়তনেও অতীব বিশাল; বেদমন্ত্রসকল বজ্রহস্ত ইন্দ্রাদি বিবিধ দেবতাগণের আরাধনায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যাঁহারা ঐ সকল পরিচ্ছিন্ন দেবতা-দিগের আরাধনারূপ কর্ম্মকাণ্ডে অতীব আগ্রাহান্বিত হইয়া থাকেন, তাঁহারাও পরমেশ্বরকে জানিতে সমর্থ হন না; কিন্তু যাঁহারা ভগবানকে মনোমধ্যে ভাবনা করেন, ঈদৃশ ভক্তগণের মধ্যে যখন যাঁহার প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তাঁহার সাংসারিক বিষয়ে ও বেদের কর্ম্মকাণ্ডে অতীব আসক্তা থাকিলেও তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

অতএব, হে রাজন্! কর্ম্মসকলকে আপনি পরমার্থ মনে করিবেন না; কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গাদির কথা আছে বলিয়া উহা শ্রুতিমধুর এবং কর্ম্মিদিগের অজ্ঞানতাহেতু উহা যথার্থ বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা সত্য নহে। যে সকল মলিনবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদ কেবল কর্ম্মের উপদেশ করিয়া থাকে, এইরূপ বলিয়া থাকে, তাহারা বেদার্থ অবগত নহে; যেহেতু, যে আত্মতত্ত্বে দেব জনার্দ্দন বিরাজিত আছেন, সেই আত্মতত্ত্ব যে বেদের তাৎপর্য্য, তাহা তাহারা অবগত নহে। হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বাগ্র কুশলসমূহদ্বারা ক্ষিতিমণ্ডলকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিয়া বহুপশুবধহেতু 'আমি মহাযাজ্ঞিক' এইরূপ অহঙ্কারী ও অবিনীত হইয়াছেন; সুতরাং কর্ম্ম ও বিদ্যার স্বরূপ জানিতে পারেন নাই। যদ্দ্বারা শ্রীহরির সন্তোষসম্পাদন হয়, তাহাকেই কর্ম্ম ও যদ্দ্বারা শ্রীহরির প্রতি মতি জন্মে, তাহাকেই বিদ্যা বলিয়া জানিবেন। শ্রীহরি দেহিগণের আত্মা ও ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, কারণ, তিনিই দেহিগণের স্বতন্ত্র কারণ, তাঁহার অন্য কারণ বিদ্যমান নাই; এই নিমিত্ত তাঁহার পাদমূল একমাত্র আশ্রয়, এই সংসারে তাহাতেই মানবের কল্যাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। হরিই আত্মা ও প্রিয়তম, তাঁহা হইতে অণুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই, ইহা যিনি অবগত আছেন, তিনিই বিদ্বান্, তিনিই গুরু, তিনিই হরি। হে নৃপবর! আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর প্রদান করিলাম; এক্ষণে এ বিষয়ে অতিগুহ্য সুনিশ্চিত বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

একটী মৃগ পুষ্পবাটিকায় ক্ষুদ্র দূর্ব্বাদি ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছে। উহা মৃগীর সঙ্গত্যাগ করে না, কারণ, তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত; উহার কর্ণ ভ্রমরগণের গীতে প্রলুব্ধ। যাহারা অপরের প্রাণ হরণ করিয়া স্বীয় প্রাণের তৃপ্তিসাধন করে, তাদৃশ ব্যাঘ্রসকল ঐ মৃগের অগ্রভাগে লুক্কায়িত আছে এবং পশ্চাদ্‌ভাগে ব্যাধ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শরঃ-সন্ধান করিয়া আছে; উহাকে বিদ্ধ করিবার আর বিলম্ব নাই। মৃগটী এই সকল বিপদের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহে; সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে। হে রাজন্! এই মৃগটীকে অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র পুষ্পবাটিকা হইতে অন্যত্র লইয়া যান, নতুবা ব্যাঘ্র ও ব্যাধ উহাকে বধ করিয়া ফেলিবে।

এই কথার তাৎপর্য্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পুষ্প ও স্ত্রীলোকের সমান ধর্ম্ম, উভয়েই পরিণামে বিরস; আপনার আত্মাই এই মৃগ; উহা জিহ্বা ও উপস্থদ্বারা ক্ষুদ্রতম কামসুখলেশ অন্বেষণ করি-তেছে; ঐ সুখলেশ পুষ্পমধুগন্ধ সদৃশ কাম্যকর্ম্মের ফল হইতে উৎপন্ন; আপনার মন নারীসঙ্গে অভি-নিবিষ্ট ও কর্ণ ভ্রমরগীতের ন্যায় অতিমনোহর বনিতাদির আলাপে অতীব প্রলোভিত; ব্যাঘ্রযূথ-সদৃশ অহোরাত্রাদিকাল আপনার আয়ুঃ হরণ

করিতেছে, আপনি তাহা গণনা না করিয়া গৃহে বিহার করিতেছেন এবং ব্যাধরূপী কৃতান্ত অলক্ষিত থাকিয়া গূঢ় শরদ্বারা আপনাকে দূর হইতে বিদ্ধ করিতেছে, অর্থাৎ আপনার অজ্ঞাতসারে মরণ আপনার নিকটবর্ত্তী হইতেছে; অতএব মহারাজ! কামিনীগণের আশ্রমে বিচরণশীল আপনার অবস্থা পুষ্পবাটিকায় ভ্রমণশীল ব্যাধহত মৃগের ন্যায় কিনা, বিবেচনা করিয়া দেখুন। এইরূপে আপনি মৃগের ন্যায় স্বীয় অবস্থা বিচার করিয়া চিত্তকে হৃদয়ে সংযত করুন এবং যে সকল চিত্তবৃত্তি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগকে চিত্তে লীন করুন; এই গৃহাশ্রম অতি কামুকগণের কোলাহলে মুখরিত; আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সন্তোষসম্পাদনে তৎপর হউন। তিনিই জীবগণের আশ্রয়; এইরূপ করিয়া ক্রমশঃ বিষয় হইতে বিরত হউন।

রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যে আত্মতত্ত্ব কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিলাম এবং বিচার করিয়াও দেখিলাম। আমার কর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্যগণ ইহা অবগত নহেন; যদি তাঁহারা ইহা জানিতেন, তবে আমাকে উপদেশ করেন নাই কেন? তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া আত্মতত্ত্ব বলিয়া কোন বস্তু সম্ভবপর নহে, আমার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল; কারণ, আত্মতত্ত্ব স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অদ্য আপনি আমায় সেই মহান্ সংশয় সংছিন্ন করিলেন; কিন্তু কর্ম্মমার্গসম্বন্ধে আমার একটী সংশয় আছে, তাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া ঋষিগণও তদ্বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমার সংশয় এই যে, জীব এই জগতে যে দেহদ্বারা কর্ম্ম করে, সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমনপূর্ব্বক স্বীয় কর্ম্মফলে প্রাপ্ত অন্য দেহদ্বারা পুনঃ পুনঃ ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ কথা বেদবাদিগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি; যেহেতু কর্ত্তা ও ভোক্তার দেহ বিভিন্ন, এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ভোগ সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয় সংশয় এই যে, লোকে বেদোক্ত কর্ম্ম করিবার পরক্ষণেই উক্ত কর্ম্ম অদৃশ্য হইয়া যায়, উহার প্রকাশ থাকে না; সুতরাং কর্ম্ম নষ্ট হইলে উহার ভোগ সংঘটিত হইতে পারে না।

নারদ কহিলেন,—লিঙ্গদেহে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, তন্মধ্যে মন প্রধান; স্থূলদেহ নষ্ট হইলেও লিঙ্গদেহ বর্ত্তমান থাকে। পুরুষ যে স্থূলদেহদ্বারা কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে লিঙ্গ-দেহদ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; সুতরাং পরলোকে সেই দেহদ্বারাই স্বয়ং তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে; অতএব কর্ত্তার দেহ হইতে ভোক্তার দেহ বিভিন্ন নহে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যখন এই স্থূলদেহ শয্যায় শয়ান থাকে, তখন মনুষ্য এই জীবিত দেহের প্রতি অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক উহা ত্যাগ করিয়া স্বপ্নজগতে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। মনে যে সকল সংস্কার সঞ্চিত থাকে, উহারাই ঐ সকল কর্ম্ম উপস্থাপিত করে। লিঙ্গদেহবিশিষ্ট পুরুষের যেমন এইরূপ ভোগ সম্ভবপর হয়, সেইরূপ বর্ত্তমান স্থূলদেহের বিনাশ হইলেও তৎসদৃশ দেহ অথবা পশ্বাদিদেহ ধারণ করিয়া লোকান্তরে জীব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। জীবদ্দশায় যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, পরলোকে তদনুসারে দেহপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, লিঙ্গদেহবিশিষ্ট জীবের পরলোকে ভোক্তৃত্ব হইতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই। এইরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, তাদৃশ জীবের কর্তৃত্বও সম্ভবপর হইতে পারে। মনুষ্য স্থূলদেহ ও পুত্রা-

দিতে 'আমি ও আমার' এইরূপ অভিমান করিয়া দেহ ও পুত্রাদিদ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া লয়; অতএব মনোবিশিষ্ট যে জীব অভিমান করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে কর্ত্তা, দেহাদি যথার্থ কর্ত্তা নহে; 'আমার এই সকল পুত্রাদি, আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিয়া জীব যে যে দেহ গ্রহণ করে, সেই সেই দেহদ্বারা যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, মৃত্যুকালে সেই সকল কর্ম্মের সংস্কার মনোমধ্যে গ্রহণ করিয়া স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া থাকে; লিঙ্গ-দেহে 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমাননিবন্ধন জীবের পুনর্জ্জন্ম ঘটিয়া থাকে, নতুবা পুনর্জ্জন্ম সম্ভবপর হইত না। দ্বিতীয় সংশয়-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কর্ম্ম যদিও নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি তাহার সংস্কার বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্বদা বিষয় সকলের সম্পর্ক থাকিলেও যুগপৎ সকল বিষয়ের জ্ঞান হয় না। এতদ্দ্বারা জ্ঞানের নিয়ামক মন বলিয়া একটী ইন্দ্রিয় আছে, এইরূপ অনুমিত হইয়া থাকে। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনোমধ্যে শুভা ও অশুভা নানাবিধ বৃত্তি নিরন্তর বিদ্যমান আছে, কিন্তু যুগপৎ ঐ সকল বৃত্তির উদ্ভব হয় না; এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, পূর্ব্বজন্মের যে যে কর্ম্মসংস্কারের সহিত যে যে বৃত্তির যোগ হয়, সেই সকল বৃত্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম যে বর্ত্তমান থাকে, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান দেহে যেরূপ বস্তু কোথাও কদাপি অনুভূত, দৃষ্ট ও শ্রুত হয় নাই, ঈদৃশ বস্তু কখনও স্বপ্ন ও মনোরথাদি-রূপে মনোমধ্যে উপলব্ধ হইয়া থাকে! হে রাজন্! এই সকল উপলব্ধ বস্তু বাসনাশ্রয় জীবের পূর্ব্ব-দেহসম্ভূত বলিয়া জানিবেন, ইহাতে সংশয় নাই; যেহেতু যে বস্তু পূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই, তাহা মনকে স্পর্শ করিতে পারে না, অর্থাৎ মনোমধ্যে স্ফুরিত হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থূলদেহগত কর্ম্ম-সংস্কার বর্ত্তমান দেহস্থ মনে স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে এই মন পূর্ব্ব-পূর্ব্বদেহস্থ মন হইতে পৃথক্ নহে। মহারাজ! অবধান করুন, মনই মনুষ্যের পূর্ব্বাপর শুভাশুভ শরীর সূচনা করিয়া থাকে অর্থাৎ যদি ঔদার্য্যপ্রভৃতি মনোবৃত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই ব্যক্তির পূর্ব্বাবস্থা এইরূপ ছিল এবং পরেও এইরূপ হইবে; কিন্তু যদি কার্পণ্যাদি মনোবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, এই ব্যক্তি পূর্ব্বে এইরূপ নীচ ছিল এবং ভবিষ্যতেও এইরূপই হইবে। কখন কখন বিরুদ্ধ দেশ, বিরুদ্ধ কাল ও বিরুদ্ধ ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া দর্শন-শ্রবণের অযোগ্য বস্তু মনোমধ্যে স্বপ্নে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কখন পর্ব্বতাগ্রে সমুদ্র, দিবাভাগে নক্ষত্র, অথবা অভ্যঙ্গাদি-দ্বারা যাহার পরিচর্য্যা করা হয়, সেই স্বীয় মস্তকের ছেদন স্বপ্নে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা ধাতুবৈষম্য-প্রযুক্ত স্বপ্নগত ভ্রান্তিনিবন্ধন ঘটিয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। কখন দরিদ্র ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে মহারাজ এবং রাজা আপনাকে দরিদ্র বলিয়া প্রত্যক্ষ করে। ইহার কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়গোচর সকল বস্তুই ভোগ্যরূপে ক্রমে ক্রমে মনে উদিত হয় এবং ভোগা-নন্তর অবগত হইয়া থাকে, যেহেতু সকলেরই মন আছে। যদি কাহারও মন না থাকিত, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে এরূপ ঘটিত না। সুতরাং সকলেরই মন আছে বলিয়া এবং সর্ব্ব পদার্থই ক্রমে ক্রমে মনোমধ্যে প্রবেশ করে বলিয়া কাহারও কোন পদার্থ একান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব থাকে না। এইরূপে যেমন সকলেরই সকল পদার্থ ক্রমে ক্রমে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কখন কখন সকল পদার্থ যুগপৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মন সত্ত্বগুণে একান্তনিষ্ঠ ও ভগবদ্-ধ্যানতৎপর হইলে সমগ্র বিশ্ব যেন তাহার সহিত সংযোগপ্রাপ্ত

হইয়া প্রকাশিত হয়; যেমন তমঃ অর্থাৎ রাহু সর্ব্বদা দৃষ্ট না হইলেও চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, শুদ্ধ মনে সর্ব্বদা বিষয়ের যুগপৎ স্ফুরণও তদ্রূপ জানিবেন। স্থূলদেহের সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন জীবের 'আমি ও আমার' এইরূপ ভাব হইয়া থাকে; মরণ ঘটিলে যদিও স্থূলদেহের নাশ হয়, তথাপি 'আমি ও আমার' এই ভাব যায় না। যতদিন লিঙ্গদেহ বর্ত্তমান থাকে, ততদিন এই অহ-ঙ্কারভাব বর্ত্তমান থাকে; তিন গুণ হইতে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে; ঐ বুদ্ধিপ্রভৃতির মিলনে লিঙ্গদেহ রচিত। কিন্তু ঐ লিঙ্গদেহ অনাদি, উহার আদিকাল কেহই অবগত নহে। সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, প্রিয়জনবিয়োগে দুঃখ, মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় এই সকল অবস্থায় 'আমি' এই জ্ঞান থাকে না; কারণ, ঐ সকল অবস্থায় ইন্দ্রিয় সকলের সামর্থ্য থাকে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি' এই ভাবের স্ফুরণ হয়; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সামর্থ না থাকিলে অহঙ্কার স্ফুরিত হয় না বটে, কিন্তু উহার একান্ত অভাব হয় না।

গর্ভে ও বাল্যে ইন্দ্রিয়সমূহ অসম্পূর্ণ থাকে, এই নিমিত্ত যৌবনে একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা স্ফুট যে লিঙ্গ-দেহ দৃষ্ট হয়, তাহা তৎকালে দৃষ্ট হয় না; যেমন চন্দ্র বর্ত্তমান থাকিলেও অমাবস্যা তিথিতে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ গর্ভে ও বাল্যে লিঙ্গদেহের অভিব্যক্তি হয় না। যে ব্যক্তি বিষয়সমূহের চিন্তা করিয়া থাকে, স্বপ্নকালে সেই সকল বিষয় বিদ্যমান না থাকিলেও ঐ পুরুষের পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহের মিথ্যা জ্ঞান হইয়া থাকে; সুতরাং বহির্বিষয় হইতে তাহার নিষ্কৃতি হয় না। সেইরূপ পরলোকে স্থূল শরীর না থাকিলেও তাহার সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, কারণ লিঙ্গ-শরীরে 'আমি ও আমার' এই অহঙ্কারের অভাব হয় না; সুতরাং স্থূলশরীরে যেরূপ সংসারভোগ হয়, লিঙ্গ-শরীরেও অহঙ্কারনিবন্ধন সেইরূপ মিথ্যা-সংসার হইয়া থাকে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি হয় না। তিনগুণ, পঞ্চতন্মাত্র ও ষোড়শ বিকার অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ইহা-দ্বারা লিঙ্গদেহ রচিত; চেতনাযুক্ত এই লিঙ্গদেহ জীবনামে অভিহিত হইয়া থাকে। জীব এই লিঙ্গদেহদ্বারাই স্থূলদেহসকল গ্রহণ করে ও পরিত্যাগ করে এবং হর্ষ, শোক, ভয়, দুঃখ ও সুখ অনুভব করিয়া থাকে। যেমন তৃণ-জলৌকা তৃণান্তর ধারণ না করিয়া পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ জীব স্থূলশরীর নষ্ট হইলেও অন্য স্থূলশরীর ধারণ-পর্য্যন্ত পূর্ব্ব শরীরের অভিমান অর্থাৎ সংস্কার পরিত্যাগ করে না; যতদিন পূর্ব্বদেহে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সমাপ্তি না হয়, ততদিন পরলোকে লিঙ্গশরীরে সেই সকল কর্ম্ম ভোগ করিতে থাকে। অতএব, মহারাজ! মনকেই ভূতগণের সংসার-ভোগের কারণ বলিয়া জানিবেন। যতদিন কর্ম্মের সংস্কার মনোমধ্যে বর্ত্তমান থাকে, ততদিন ইন্দ্রিয়দ্বারা উপভুক্ত পদার্থসকল চিন্তা করিয়া জীব পুনঃ পুনঃ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; আত্মা যদিও অসঙ্গ, তথাপি অবিদ্যাহেতু তাঁহার কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি হয় না এবং এই কর্ম্মনিবন্ধন দেহের বন্ধন ঘটিয়া থাকে। অতএব, মহারাজ! যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরি এই বিশ্বের আত্মা, এইরূপ ধারণা করিয়া তাঁহার ভজনা করুন; এতদ্দ্বারা অবিদ্যার অপবাদ অর্থাৎ নিবৃত্তি হইবে।

মৈত্রেয় কহিলেন,—ভাগবতশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারদ রাজাকে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধলোকে গমন করিলেন। রাজর্ষি প্রাচীনবর্হিঃ পুত্রগণের প্রতি প্রজাবর্গের রক্ষাবিষয়ক আদেশ মন্ত্রিগণের নিকট প্রদান করিয়া তপস্যার নিমিত্ত কপিলাশ্রমে গমন

করিলেন। তিনি তথায় বিমুক্তসঙ্গ হইয়া ধৈর্য্য, একাগ্রতা ও ভক্তির সহিত গোবিন্দচরণাম্বুজ ভজনা করিতে করিতে তৎসাম্যরূপা মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। হে বিদুর! দেবর্ষি নারদ পুরঞ্জনরাজার ইতিবৃত্তস্থলে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছিলেন, ইহা যিনি শ্রবণ করেন ও অপরকে শ্রবণ করান, তিনি লিঙ্গদেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। এই ইতিবৃত্ত দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদের মুখনিঃসৃত; ইহাতে যে মুকুন্দের যশ নিবদ্ধ আছে, তাহা ভুবনপাবন; ইহা মনকে শোধন করিতে ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতে সমর্থ; এই ইতিবৃত্ত কীর্ত্তিত হইবার কালে যদি কেহ ইহা ধারণা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন; তাঁহাকে আর সংসারে বিচরণ করিতে হয় না। আমি এই অদ্ভুত পরোক্ষ অধ্যাত্ম-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এতদ্‌দ্বারা যুক্তিযুক্ত আত্মার অহঙ্কার ছিন্ন হয় এবং কিরূপে পরলোকে কর্ম্মফলের ভোগ হইয়া থাকে, এই সংশয়ও ছিন্ন হইয়া যায়।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়

বিদুর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রাচীনবর্হির যে পুত্রগণের কথা বলিলেন, তাঁহারা রুদ্রগীত-দ্বারা শ্রীহরির সন্তোষ সম্পাদন করিয়া কোন্ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন? হে বৃহস্পতিশিশ্য! প্রচেতা-সকল যদৃচ্ছাক্রমে দেব গিরিশকে প্রাপ্ত হইয়া এবং কৈবল্যনাথ শ্রীহরির প্রিয় গিরিশের অনুগ্রহ লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ইহ বা পরলোকে তাঁহারা কি গতি লাভ করিয়াছিলেন?

মৈত্রেয় কহিলেন,—প্রচেতা-গণ পিতার আদেশ পালনের নিমিত্ত সমুদ্রমধ্যে রুদ্রগীত-জপরূপ যজ্ঞ-দ্বারা ও তপস্যাদ্বারা শ্রীহরির প্রীতি সম্পাদন করিলেন। এইরূপে দশসহস্র বৎসর অতীত হইলে সনাতন পুরুষ স্বীয় কান্তিদ্বারা তাঁহাদিগের তপঃক্লেশ প্রশমিত করিয়া সত্ত্বমূর্ত্তিতে তাঁহাদিগের নিকট আবির্ভূত হইলেন। তিনি গরুড়ের স্কন্ধে আরূঢ়, দেখিলে বোধ হয়, যেন জলধর মেরুশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছে; পরিধান পীতবসন, গ্রীবাদেশে মণি বিরাজিত ও কান্তিচ্ছটায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্‌ভাসিত; দীপ্যমান সুবর্ণময় ও নানাবর্ণাবিশিষ্ট কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে তাঁহার কপোলদেশ ও বদনমণ্ডল শোভান্বিত; মস্তকে কিরীট বিলসিত, অষ্ট ভুজ অষ্ট আয়ুধ-সমন্বিত; তিনি পার্ষদগণ, মুনিগণ ও সুরেন্দ্র-গণকর্ত্তৃক আসেবিত হইতেছেন এবং গরুড় পক্ষদ্বারা কিন্নরের ন্যায় তাঁহার কীর্ত্তি গান করিতেছেন; ভগবানের পীন ও আয়ত অষ্ট ভুজমণ্ডল-মধ্যে লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা; তাঁহার গলদেশে যে বনমালা বিলম্বিত ছিল, লক্ষ্মীদেবী সেই বনমালার শোভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলেন; ঈদৃশ আদি পুরুষ শ্রীহরি সকরুণ দৃষ্টিপাত ও মেঘগম্ভীর বচন দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া শরণাগত প্রাচীনবর্হির তনয়গণকে বলিতে লাগিলেন।

ভগবান্ কহিলেন,—হে রাজকুমারগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া একই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছ; তোমাদিগের এই পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ দেখিয়া আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমাদের মঙ্গল হউক,

আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। যে মানব অনুদিন সন্ধ্যাকালে তোমাদিগকে স্মরণ করিবে, তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে আত্মসাম্য ও ভূতগণের প্রতি সৌহার্দ্দ থাকিবে। যাঁহারা প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সমাহিত হইয়া রুদ্রগীতদ্বারা আমার স্তব করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে অভিলষিত বর ও শোভনা প্রজ্ঞা প্রদান করিব। যেহেতু তোমরা হৃষ্টচিত্তে পিতার আদেশ গ্রহণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাদিগের কমনীয়া কীর্ত্তি লোকসকলে পরিব্যাপ্ত হইবে। গুণে ব্রহ্মার তুল্য ভুবনবিখ্যাত তোমাদিগের এক পুত্র হইবেন; তিনি স্বীয় সন্তানগণদ্বারা ত্রিভুবন পরিপূর্ণ করিবেন। একদা কণ্ডু ঋষির তপোনাশের নিমিত্ত ইন্দ্র প্রম্লোচা-নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; ঋষি বহুকাল তাঁহার সহিত বিহার করিলে অপ্সরা একটী কমল-লোচনা কন্যা প্রসব করেন। অনন্তর তিনি স্বর্গগমন-কালে সেই কন্যাটীকে বৃক্ষে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করেন। বনস্পতিগণের রাজা সোম দেখিলেন, কন্যাটী ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছে; তখন তিনি সদয় হইয়া স্বীয় অমৃতস্রাবিণী তর্জ্জনী তাহার মুখে প্রদান করিলেন। হে রাজকুমারগণ! তোমা-দিগের পিতা আমার পরম ভক্ত, তোমরা প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব অবিলম্বে সেই বরারোহা কন্যাটীর পাণিগ্রহণ কর। তোমাদিগের ধর্ম্ম ও চরিত্রে প্রভেদ নাই, সকলেই সমানধর্ম্মা ও সমচরিত্র; সেই সুন্দরী কন্যাটীও তোমা-দিগের সকলের প্রতি চিত্ত অর্পণ করিয়া অপৃথগ্-ধর্ম্মা ও অপৃথক্চরিত্রা হইয়া তোমাদিগের সহধর্ম্মিণী হইবে। তোমার আমার অনুগ্রহে সহস্র সহস্র দিব্য-বর্ষ অপ্রতিহত-বলে পার্থিব ও দিব্য ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করিবে।

অনন্তর আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি-হেতু তোমাদের অন্তঃকরণে কামাদি মল দগ্ধীভূত হইবে, এই নিমিত্ত ঐহিক ও দিব্য ভোগসকল উপভোগ করিয়া তোমাদের ঐ সকল নরকবৎ বলিয়া বোধ হইবে; তখন নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আমার ধামে গমন করিবে। গৃহে প্রবিষ্ট হইলেই তোমাদিগের বন্ধন হইবে, এরূপ মনে করিও না; গৃহে প্রবেশ করিয়াও যাঁহারা কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ও আমার কথা আলোচনা করিয়া কালযাপন করেন, গৃহ তাঁহাদিগকে বন্ধন করিতে পারে না। যাঁহারা ব্রহ্মবাদী বক্তাদিগের মুখে আমার কথা শ্রবণ করেন, সর্ব্বজ্ঞ আমি সেই সকল শ্রোতাদিগের হৃদয়ে প্রতিক্ষণে নূতনবৎ আবির্ভূত হইয়া থাকি; তাঁহাদিগের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, যেহেতু আমিই ব্রহ্ম, কারণ আমাকে প্রাপ্ত হইলে মোহ, শোক ও হর্ষ তিরোহিত হয়; অতএব এই সকল ব্যক্তি গৃহে বাস করিলেও তাঁহাদিগের বন্ধন হইবার সম্ভাবনা নাই।

মৈত্রেয় কহিলেন,—যাঁহা হইতে পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে, সেই জনার্দ্দনের দর্শন লাভ করিয়া প্রচেতো-গণের তমঃ ও রজোমালিন্য বিনষ্ট হইল। ভগবান্ পূর্ব্বোক্তপ্রকার বলিলে তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্‌গদবাক্যে পরমসুহৃৎ ভগবানের স্তুতি করিয়া কহিলেন,—হে ভগবন্! তুমি সকল ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাক; তোমার উদার গুণাবলী ও নামসমূহ সকল শ্রেয়ঃ প্রদান করিয়া থাকে, ইহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে; তুমি বাক্য ও মনের অগোচর, ইন্দ্রিয়গণ তোমার মার্গ অবধারণ করিতে সমর্থ নহে; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি স্বরূপতঃ শুদ্ধ, এই হেতু শান্ত; মনোমধ্যে যে দ্বৈতপ্রতীতি হইয়া থাকে, তাহা তোমার নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা তোমাকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না; তুমি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্তা, তুমি মায়াগুণদ্বারা ব্রহ্মাদি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি

স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ সত্ব, তুমি হরিমেধাঃ অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা জীবের সংহার হরণ করিয়া থাক; তুমি হরি, তুমি বাসুদেব, তুমি নিখিল ভক্তের প্রভু; তোমাকে নমস্কার। তুমি পদ্মনাভ, কমলমালা তোমার শোভা বিস্তার করিতেছে, তুমি কমলচরণ ও কমলাক্ষ; তোমাকে নমস্কার করি। তোমার বসন কমলকেশরের ন্যায় পীতবর্ণ ও নির্ম্মল, তুমি সর্ব্বভূতের নিবাসস্থান ও সর্ব্বসাক্ষী; আমরা তোমারই বন্দনা করিয়াছিলাম। হে ভগবন্! আমরা ক্লেশ পাইতেছিলাম, তুমি আমাদিগের নিকট যে রূপ প্রকটিত করিলে, ইহা সমস্ত ক্লেশের সংক্ষয় করিয়া থাকে; ইহা অপেক্ষা আর কি অনুকম্পা হইতে পারে? হে অমঙ্গলনাশন! যাহারা দীনবৎসল প্রভু, তাঁহারা যদি সমুচিত সময়ে 'ইহারা আমার দাস' এইরূপ স্মরণ করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করা হয়; তুমি ত' স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলে, তোমার দয়ার কথা আর কি বলিব? তুমি যাহাদিগকে স্মরণ কর, তাঁহাদিগের শান্তি হইয়া থাকে; তুমি অতি ক্ষুদ্র ভূতগণেরও হৃদয়মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজ করিতেছ, অতএব আমাদিগের হৃদয়ের প্রার্থনা কি জানিতেছ না? তথাপি যদি কোন বর প্রার্থনা করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ কর, তাহা হইলে, হে জগৎপতে! তুমি যে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলে, ইহাই আমাদিগের অভিলষিত বর। হে ভগবন্! তুমি আমাদিগের মোক্ষমার্গ-প্রদর্শক গুরু এবং তুমিই আমাদিগের পুরুষার্থ। হে নাথ! তুমি পরাৎপর, কারণের কারণ, তোমার বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই; এই নিমিত্ত তুমি অনন্ত বলিয়া গীত হইয়া থাক। যদি পারিজাত পুষ্প সুলভ হয়, তাহা হইলে অন্য বৃক্ষ সুলভ হইলেও ভ্রমর কি তথায় গমন করে? যখন সাক্ষাৎ তোমার পাদপদ্ম লাভ করিলাম, তখন অন্য আর কি বস্তু প্রার্থনা করিব? যদি একান্ত প্রার্থনা করিতে হয়, তবে ইহাই প্রার্থনা করি যে, যতদিন তোমার মায়ায় আক্রান্ত হইয়া এই সংসারে কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিব, ততদিন যেন তোমার একান্ত ভক্তগণের সঙ্গলাভে বঞ্চিত না হই। ভক্তসঙ্গের এক কণিকার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনা হয় না, অনিত্য রাজ্যাদি যে অকিঞ্চিৎকর, তাহাতে আর বক্তব্য কি? যাঁহাদিগের মুখে অতি পবিত্র কথার আলাপন হয়, যাহা হইতে তৃষ্ণার প্রশম ও ভূতগণের প্রতি বৈরাভাব ঘটে; যাঁহাদিগের হইতে কাহারও উদ্বেগ সঞ্জাত হয় না, যে মুক্তসঙ্গ যতিগণ সৎকথাপ্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ সাক্ষ ভগবান্ নারায়ণের লীলা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বীয় পদধূলিদ্বারা তীর্থ সকলের পবিত্রতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিচরণ করিয়া থাকেন; যদি তোমার ঈদৃশ ভক্তগণের সমাগম ঘটে, তাহা হইলে সংসারভয়ে ভীত কোন্ ব্যক্তির তাহা রুচিকর না হয়?

হে ভগবন্! গিরিশ তোমার প্রিয় সখা; আমরা ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া জন্ম ও মৃত্যুরূপ অতীব দুশ্চিকিৎস্য ভবরোগের শ্রেষ্ঠ বৈদ্য সাক্ষাৎ তোমাকে অদ্য আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইলাম। আমরা যে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, সর্ব্বদা সেবাদ্বারা গুরুজন, বিপ্রগণ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও ভক্ত্যধিক জনগণের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়াছি ও তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়াছি, ভ্রাতা ও সুহৃদ্‌গণের সন্তোষ সাধন করিয়াছি এবং অনসূয়াদ্বারা সর্ব্বভূতকে প্রসন্ন করিয়াছি, আমরা যে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল জলমধ্যে কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছি, হে ঈশ! সেই সকল কার্য্যই ভূমা পুরুষ তোমার পরিতোষ সম্পাদন করুক, এই বর যাচ্ঞা করি। মনু, স্বয়ংভু, ব্রহ্মা, ভগবান্ ভব এবং অপর যাঁহারা তপস্যা ও জ্ঞান-দ্বারা বিশুদ্ধসত্ব, তাঁহারা কেহই তোমার মহিমার পার পান নাই, এই হেতু তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব শক্তির অনুরূপ তোমার স্তব করিয়াছেন; অতএব আমরাও

সেইরূপ তোমার স্তব করি,—তুমি সম, শুদ্ধ, পরম-পুরুষ সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেব; তোমাকে নমস্কার করি।

মৈত্রেয় কহিলেন,—শরণাগতবৎসল অকুণ্ঠিত-প্রভাব শ্রীহরি প্রচেতাদিগের স্তবে প্রীত হইয়া 'তথাস্তু' বলিলেন এবং তাঁহাদিগের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীয় ধামে গমন করিলেন; তাঁহাকে দর্শন করিয়াও তাঁহা-দিগের চক্ষুঃ অতৃপ্ত রহিয়া গেল। অনন্তর তাঁহারা সিন্ধুসলিল হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলেন, বৃক্ষসকল যেন স্বর্গ রোধ করিবার নিমিত্ত উন্নত হইয়া পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে; তাহাতে তাঁহারা বৃক্ষ সকলের উপর কুপিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রলয়কালীন কালাগ্নিরুদ্রের ন্যায় পৃথিবীর লতাপর্য্যন্ত নষ্ট করিবার নিমিত্ত ক্রোধে মুখ হইতে অগ্নি ও মারুত নির্গত করিলেন। ব্রহ্মা সেই বৃক্ষসকলকে ভস্মসাৎ হইতে দেখিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক যুক্তি-প্রয়োগদ্বারা প্রাচীনবর্হির পুত্রদিগের ক্রোধ প্রশমিত করিলেন; যে সকল বৃক্ষ তখনও দগ্ধ হইতে অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ভীত হইলেন এবং ব্রহ্মার আদেশে কণ্ডুদুহিতাকে প্রচেতাদিগের নিকট সমর্পণ করিলেন। তাঁহারাও ব্রহ্মার আদেশে মারিষা অর্থাৎ বার্ক্ষীর পাণিগ্রহণ করিলেন; ইঁহারই গর্ভে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন; দক্ষ যদিও ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন, তথাপি মহাদেবের অবমাননা করিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রিয়জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পঞ্চম মন্বন্তরের অবসানে কালের প্রভাবে প্রাচীন সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে এই দক্ষ ঈশ্বরাদেশে পুনর্ব্বার যথাভিলষিত প্রজাদিগকে সৃষ্টি করেন। এই দক্ষ জন্মকালে স্বীয় প্রভাদ্বারা সকল তেজস্বী পদার্থের তেজকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন; কর্ম্মানুষ্ঠানে দক্ষতাহেতু তিনি দক্ষ নামে অভিহিত হইলেন। ব্রহ্মা দক্ষকে অভিষিক্ত করিয়া প্রজারক্ষায় নিযুক্ত করিলে তিনিও মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য প্রজাপতিদিগকে স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—অনন্তর সহস্র দিব্য বর্ষসহস্র রাজ্যভোগ করিবার পর প্রচেতাদিগের বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহারা ভগবানের উক্তি স্মরণ করিয়া পুত্রের হস্তে ভার্য্যার ভার সমর্পণপূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন। তাঁহারা পশ্চিম দিকে সমুদ্রতটে গমন করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া আত্মবিচারে দীক্ষিত অর্থাৎ কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এই আত্মবিচার হইতে সর্ব্বভূতে আত্মা অবস্থিত, এই জ্ঞান জন্মে। তাঁহারা যে স্থানে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হই-লেন, জাজলি ঋষি তথায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রাণ, মন, বাক্য, দৃষ্টি ও আসন জয় করিয়া শান্ত হইলেন, তাঁহাদিগের দেহ মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া ঋজুভাবে উপস্থিত হইল; এই-রূপে তাঁহারা আত্মাকে অমল ব্রহ্মে যোজিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় সুরাসুরপূজ্য নারদ তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার চরণপ্রান্তে অভিবাদন ও যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন; তিনি সুখাসীন হইলে তাঁহারা বলিলেন,—হে দেবর্ষে! আপনার সুখে আগমন হইল ত? আমাদিগের কি

সৌভাগ্য আপনার দর্শন লাভ করিলাম! হে ব্রহ্মন্! যেমন দিবাকরের দর্শনে চৌরাদি-ভয় অপগত হয়, সেইরূপ আপনার দর্শনে সংসারভীতি পলায়ন করে। হে প্রভো! ভগবান্ ত্রিলোচন ও অধোক্ষজ শ্রীহরি আমাদিগকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, গৃহে প্রসক্ত হইয়া আমরা তাহা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি; অতএব যাহাতে তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকার হয়, সেই অধ্যাত্মজ্ঞান আমাদিগের মধ্যে উদ্দীপিত করুন যদ্দ্বারা আমরা দুস্তর ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারি।

মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ নারদ ঋষি প্রচেতাদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ উত্তমশ্লোকে আত্মা আবেশিত করিয়া নৃপতিদিগকে কহিতে লাগিলেন,—মনুষ্য যদি জন্ম, কর্ম্ম, আয়ুঃ, মন ও বাক্য-দ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত সার্থক হয়, নতুবা ব্যর্থ হইয়া যায়। মাতা-পিতা হইতে জন্ম, উপনয়নসংস্কারদ্বারা জন্ম এবং যজ্ঞ-দীক্ষাদ্বারা জন্ম, এই ত্রিবিধ জন্মের ফল কি? বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানেরই বা প্রয়োজন কি? দেবতাদিগের ন্যায় দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়াই বা ফল কি? বিদ্যা, তপস্যা, বাক্পটুতা, নানাবিষয় ধারণা করিবার সামর্থ্য, নিপুণা বুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয়-পটুতা, প্রণায়ামাদি যোগ, আত্মজ্ঞান, সন্ন্যাস, বেদাধ্যয়ন অথবা অন্যান্য ব্রত ও বৈরাগ্যাদি শ্রেয়ঃ-সাধন বস্তুরই বা সার্থকতা কি? যিনি অবিদ্যা বিনাশ করিয়া স্বরূপ অভিব্যক্ত করেন, পূর্ব্বোক্ত পদার্থসকলদ্বারা যদি সেই শ্রীহরি আরাধিত না হন, তাহা হইলে ঐ সমস্তই বৃথা হইয়া যায়। যত প্রকার ফল কামনা করা যায়, আত্মাই সেই সকলের মধ্যে পরা-কাষ্ঠা বা চরম ফল, যে হেতু আত্মার নিমিত্তই অন্য সকল বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে, অতএব আত্মাই পরমার্থ ফল; শ্রীহরিই সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনি ঈশ্বররূপে বলিপ্রভৃতির ন্যায় ভক্তগণকে আত্মদান করিয়া থাকেন, তিনি পরমানন্দরূপ বলিয়া প্রিয় হইয়া থাকেন। যেমন তরুর মূলদেশ সেচন করিলে স্কন্ধ, শাখা ও প্রশাখাসকল পরিতৃপ্ত হয়, যেমন প্রাণে উপহার প্রদান করিলে অর্থাৎ ভোজন করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তিলাভ করে, সেইরূপ অচ্যুতের আরাধনা করিলে সর্ব্ব দেবতার আরাধনা হইয়া থাকে; পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার প্রয়োজন হয় না। যেমন বর্ষাকালে সূর্য্য হইতে বারিবর্ষণ হয়—গ্রীষ্মকালে পুনর্ব্বার তাহাতেই প্রবেশ করে, যেমন স্থাবর জঙ্গম ভূত-সকল ভূমি হইতে উদ্ভূত হইয়া ভূমিতেই লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চেতন ও অচেতন প্রপঞ্চ শ্রীহরি হইতে উদ্ভূত হইয়া তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। এই বিশ্ব বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ সর্ব্বোপাধিরহিত সত্ত্বা, ইহা তাঁহা হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে; তবে যে আত্মা ও বিশ্বে আধারাধেয়-ভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে, উহা কদাচিৎ স্ফুরিত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মিথ্যা; যেমন সূর্য্যের প্রভা সূর্য্য হইতে উদ্ভুত অথচ ভিন্ন নহে, সেইরূপ বিশ্ব আত্মা হইতে উদ্ভুত অথচ ভিন্ন নহে; যেমন সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয় সকল সুষুপ্ত হয়, তাহাদিগের শক্তি লীন হইয়া যায় এবং দ্রব্য ও ক্রিয়াসম্বন্ধে ভ্রান্ত ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব আত্মায় লীন হইয়া যায়। হে নৃপতিগণ! যেমন আকাশে মেঘ, অন্ধকার ও প্রকাশ দৃষ্ট হয় এবং ক্রমে তাহাদিগের বিলয়ও দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ রজঃ, তমঃ, ও সত্ত্ব এই শক্তিত্রয়ের প্রবাহরূপ এই বিশ্ব পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভুত হইয়া তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব পরমেশ সর্ব্বকারণের কারণ; তিনি কাল অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ, প্রধান অর্থাৎ

উপাদান কারণ এবং পুরুষ অর্থাৎ কর্ত্তা; তিনি অখিল দেহীর একমাত্র আত্মা, গুণপ্রবাহ তাঁহার তেজে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, কদাপি তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; এই প্রভুকে আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবিয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে ভজনা কর, তাহা হইলেই দেবতা ও পিতৃ প্রভৃতি সকলেই ভজনা সিদ্ধ হইবে। সর্ব্বভূতে দয়া যদৃচ্ছালাভে সন্তোষ এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উপশান্তি হইলে জনার্দ্দন শীঘ্র প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যাঁহারা সকল কামনা হইতে নির্মুক্ত, নির্ম্মল চিত্তে নিরন্তর বর্দ্ধনশীল ভাবনা-দ্বারা অক্ষর ভগবানের সন্নিধান অনুভব করেন, যেমন হৃদয়াকাশ কখনও হৃদয় হইতে অপগত হয় না, সেইরূপ নিজজনের নিষ্ঠা রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভক্তাধীন্ ভগবান্ তাদৃশ সাধুগণের চিত্ত হইতে অপগত হন না। যাঁহারা দরিদ্র, কিন্তু ভগবান্‌কেই ধন বলিয়া মনে করেন, ঈদৃশ সাধুগণ ভগবানের প্রিয়; তিনি রসজ্ঞ অর্থাৎ ভক্তের ভক্তিসুখ অবগত আছেন; যাহারা বিদ্যা, ধন, কুল ও যাগাদি কর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণের তিরস্কার বা নিন্দা করিয়া থাকে, শ্রীহরি ঈদৃশ কুৎসিতমতি জনগণের পূজা, গ্রহণ করেন না। সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী এবং সকাম নরেন্দ্রগণ ও দেবগণ ভগবানের অনুবর্ত্তন করিলেও তিনি তাঁহারদিগের অনুবর্ত্তন করেন না, যেহেতু তাঁহার কাহারও অপেক্ষা নাই, কারণ তিনি স্বরূপতঃ পূর্ণ; অতএব তিনি যে স্বীয় ভৃত্যবর্গের অনুবর্ত্তন করেন, তাহাদিগের প্রতি তাঁহার অনুরাগই একমাত্র কারণ; কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ঈদৃশ প্রভুকে কিরূপে কিঞ্চিন্মাত্রও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে?

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর! ব্রহ্মপুত্র নারদ প্রচেতাদিগকে পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য ধ্রুব-চরিতাদি ভগবৎকথা শ্রবণ করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; তাঁহারাও তন্মুখনিঃসৃত শ্রীহরির লোককল্মষহারী যশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পদবী প্রাপ্ত হইলেন। হে বিদুর! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই এই হরিকীর্ত্তনবহুল প্রচেতাদিগের সহিত নারদের সংবাদরূপ আখ্যান তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে মহারাজ! মনুপুত্র উত্তানপাদের যে বংশ তাহা বর্ণন করিলাম; এক্ষণে প্রিয়ব্রতের বংশ শ্রবণ করুন। ইনি নারদের নিকট আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন; অনন্তর রাজ্য বিভাগ করিয়া পুত্রদিগকে প্রদানপূর্ব্বক ভগবৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদুর কুশারুতনয় মৈত্রেয়কর্ত্তৃক উপবর্ণিত ভগবৎ মহাত্ম্যপূর্ণ মধুর কথা শ্রবণ করিয়া প্রবৃদ্ধ ভাবভরে অশ্রুকলায় আকুল হইয়া স্বীয় মস্তকে মুনিবরের ও হৃদয়ে শ্রীহরির চরণ ধারণ করিলেন। অনন্তর বিদুর মহাযোগী মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, —হে তাত! করুণাত্মা আপনি অদ্য আমাকে সেই সংসারসমুদ্রের পার প্রদর্শন করিলেন, যথায় শ্রীহরি অকিঞ্চনদিগকে কৃপা করিয়া থাকেন। অনন্তর বিদুর ঋষিবরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিদায়-গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞাতিগণকে দর্শন করিবার অভিলাষে সানন্দহৃদয়ে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যাঁহারা শ্রীহরির চরণে স্ব স্ব আত্মাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই সকল রাজগণের এই চরিত্র যিনি শ্রবণ করিলেন, তিনি আয়ুং, ধন, যশঃ কল্যাণ, ঐশ্বর্য্য ও সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইবেন।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১ ॥

চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত।

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে মুনিবর! প্রিয়ব্রত ভাগবত ও আত্মারাম ছিলেন; তিনি কিরূপে গৃহে আসক্ত হইলেন? কর্ম্মদ্বারা যে জীবের বন্ধ ও পরাভব অর্থাৎ স্বরূপের আচ্ছাদন ঘটে, গৃহই তাহার মূল। যাঁহারা তাদৃশ মুক্তসঙ্গ পুরুষ, তাঁহাদিগের গৃহে অভিনিবেশ অর্থাৎ আসক্তি হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়। স্বজনের প্রতি স্পৃহা হইতে গৃহাসক্তি জন্মে, কিন্তু যে সকল মহাজনগণের চিত্ত উত্তমশ্লোকে শ্রীচরণযুগলের ছায়ায় থাকিয়া কামাদি সন্তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাঁহাদিগের কুটুম্বাদি স্বজনের প্রতি কিরূপে স্পৃহাযুক্তা মতি জন্মিতে পারে? হে ব্রহ্মন! পুত্র, কলত্র ও গৃহে আসক্ত হইয়াও তাঁহার কিরূপে মোক্ষলাভ ও শ্রীকৃষ্ণে অবিচলিতা মতি হইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার মহান সংশয় হইতেছে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—আপনি যে বলিলেন, তাদৃশ ব্যক্তির গৃহে অভিনিবেশ হইতে পারে না, তাহা সত্য; যাঁহাদিগের চিত্ত ভগবান্ উত্তমশ্লোকের শ্রীচরণারবিন্দের মকরন্দরসে আবেশিত তাঁহারা ভক্ত পরমহংসদিগের প্রিয় শ্রীবাসুদেবের কথাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্যাণকর মার্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন; উহা কদাচিৎ বিঘ্নদ্বারা বিহত হইলেও তাঁহারা উহা প্রায়ই পরিত্যাগ করেন না। হে রাজন্! রাজপুত্র প্রিয়ব্রত পরম ভাগবত ছিলেন; তিনি নারদের চরণসেবা করিয়া অনায়াসে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন; তিনি আত্মধ্যানকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া নিয়ম গ্রহণ করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় করিলে তাঁহার পিতা পুত্রকে শাস্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠ রাজগুণসমূহের একান্ত আধায় দেখিয়া তাঁহাকে পৃথিবীপালনের নিমিত্ত আদেশ করিলেন। প্রিয়ব্রত পূর্ব্বেই নিরন্তর চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ শ্রীবাসুদেবে অর্পণ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত যদিও পিতার বাক্য প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, তথাপি রাজ্যাধিকার সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও উহা আত্মস্বরূপকে আচ্ছাদন করে, ইহা চিন্তা করিয়া রাজ্যগ্রহণে অসম্মত হইলেন। এদিকে ভগবান্ আদিদেব ব্রহ্মা কিরূপে তাঁহার গুণময় সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বর্দ্ধিত হয়, তাহার অনুধ্যানে নিমগ্ন থাকায় জগতে কাহার কিরূপ অভিপ্রায়, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত ছিলেন; তিনি প্রিয়ব্রতকে রাজ্যপালনে অসম্মত জানিয়া মূর্ত্তিমান্ নিখিল বেদ ও মরীচি প্রভৃতি নিজজনে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় ভবন সত্যলোক হইতে অবতীর্ণ হইলেন। যখন যিনি অবতরণ করিতেছিলেন, গগনপথে বিমানচারী ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছিলেন, তাহাতে নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার শোভা হইল; পথিমধ্যে দলে দলে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, সাধ্য, চারণ ও মুনিগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন; এইরূপে ব্রহ্মা গন্ধমাদনগুহা উদ্‌ভাসিত করিয়া ভূতলে আগমন করিলেন। দেবর্ষি নারদ তৎকালে প্রিয়ব্রতকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিতেছিলেন; তিনি হংস বাহন দেখিয়া পিতা ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ আসিতেছেন জানিতে পারিয়া সহসা অভ্যুত্থান

করিলেন এবং মনু ও প্রিয়ব্রতের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিলেন। হে ভারত! নারদ আদিপুরুষ ভগবান্ ব্রহ্মার পূজা ও যথোচিত বাক্যদ্বারা তাঁহার গুণসমূহ, অবতার ও সর্ব্বোৎকর্ষ সবিস্তর বর্ণন করিলে তিনি সদয়হাস্যের সহিত অবলোকন করিয়া প্রিয়ব্রতকে কহিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বৎস! তোমাকে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যস্বরূপ অনন্ত ভগবানের প্রতি অসূয়া করিও না; আমি, রুদ্র, তোমার পিতা ও তোমার গুরু এই মহর্ষি আমরা সকলেই বিবশ হইয়া যাঁহার আজ্ঞা বহন করিয়া থাকি, এমন কোন জীব নাই, যিনি তপস্যা, বিদ্যা, যোগবল, বুদ্ধিবল, অর্থ, যজ্ঞাদি ধর্ম্ম-দ্বারা স্বতঃ অথবা পরতঃ অর্থাৎ কোন বলবান্ ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার কার্য্যকে অন্যথা করিতে সমর্থ হইবেন। হে প্রিয়ব্রত! জন্ম, মৃত্যু, কর্ম্মানুষ্ঠান, শোক, মোহ, ভয়, দুঃখ ও দুঃখের নিমিত্ত জীব যে সর্ব্বদা দেহসম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তাহাও ঈশ্বর দান করিয়া থাকেন, জীব তাহা অন্যথা করিতে পারে না! হে বৎস! বেদ ঈশ্বরবাক্য, উহা তন্ত্রী অর্থাৎ রজ্জুস্বরূপ; আমরা সত্ত্বাদি স্ব স্ব গুণানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকি এবং ঐ কর্ম্ম-নিবন্ধন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি নাম প্রাপ্ত হই; অতএব গুণ, কর্ম্ম ও নামরূপ সুদৃঢ়বন্ধনে বেদরজ্জুতে নিবদ্ধ থাকিয়া আমরা সকলেই ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকি, এ বিষয়ে আমাদিগের স্বাতন্ত্র্য নাই; যেমন বলীবর্দ্দ নাসিকাতে নিবদ্ধ থাকিয়া মনুষ্যের আজ্ঞা প্রতিপালন করে, আমাদিগের অবস্থাও তাদৃশী জানিবে। আমাদিগের নাথ আমাদিগের গুণ ও কর্ম্মানুসারে আমাদিগকে দেবতির্য্যগাদি যে যে দেহ প্রদান করেন, আমরা সেই সেই দেহ স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। ইহাতে ঈশ্বরের বৈষম্য হয় না; কারণ, আমাদিগের গুণ ও কর্ম্মই আমাদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেহ-প্রাপ্তির হেতু। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি শীতলপথে কণ্টকাদি দেখিয়া যদি অন্ধকে আতপতপ্ত পথে লইয়া যান, তাহাতে তাঁহার দয়াই প্রকাশ হইয়া থাকে; সুতরাং এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের দয়ারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত ভোগ যে সকল আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, তাহা নহে; উহা আত্মজ্ঞানীরও হইয়া থাকে। যতদিন প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকে, ততদিন মুক্ত ব্যক্তিও অভিমানশূন্য হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতে করিতে স্বীয় দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। যেমন নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি স্বপ্নে অনুভূত বিষয় অভিমানশূন্য হইয়া অনুস্মরণ করিয়া থাকে, মুক্ত ব্যক্তিও সেইরূপ অভিমানশূন্য প্রারব্ধ ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু যে সকল কর্ম্ম ও বাসনা থাকিলে পুনর্জ্জন্ম হয়, তিনি সেই সকল পোষণ করেন না; এই নিমিত্ত তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। গৃহে থাকিলে বন্ধন এবং বনে বাস করিলেই মুক্তি হয়, এরূপ মনে করিও না; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অন্যসঙ্গ-ভয়ে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিলেও তাহার সংসারভয় বিদ্যমান থাকে, কারণ, ছয়টী শত্রু তাহার সঙ্গেই গমন করে; কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয়, আত্মারাম ও বুধ অর্থাৎ গৃহ ও বন সমান বোধ করেন, গৃহাশ্রম কি তাঁহার রাগাদি দোষ উৎপন্ন করিতে পারে? যিনি ছয়টী শত্রুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্বে গৃহে থাকিয়া তাহাদিগকে একান্ত নিরোধ না করিয়া জয় করিতে যত্নশীল হইবেন; অনন্তর শত্রু ক্ষীণবল হইলে, সেই জ্ঞানী ব্যক্তি গৃহে বা অন্যত্র বিচরণ করিতে পারেন; এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে দুর্গ আশ্রয় করিয়া প্রবল শত্রুকে পরাজিত করে, পরে দুর্গে বা অন্যত্র বাস করে, তাহাতে দোষ হয় না। তোমাকে প্রাকৃত লোকের ন্যায় গৃহদুর্গ আশ্রয় করিতে হইবে না; যেহেতু তুমি

পদ্মনাভের পাদপদ্মকোষকেই দুর্গরূপে আশ্রয় করিয়া ষড়রিপুকে নিঃশেষরূপে জয় করিয়াছ। তথাপি ঈশ্বর প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু উপভোগ কর; পরে বিমুক্তসঙ্গ হইয়া আত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিবে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহাভাগবত প্রিয়ব্রত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া এবং পিতামহের নিকট আপনার লঘুতা স্বীকারপূর্ব্বক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া অবনতমস্তকে বহুমানপুরঃসর ত্রিভুবনগুরু ভগবান্ ব্রহ্মার অনুশাসন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মনু যথাবিধি ভগবান্ ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিলেন। প্রিয়ব্রতের যোগভ্রংশ ও নারদের শিষ্যনাশ হইল বলিয়া তাঁহারা উভয়ে যে বিষণ্ণ হইয়া কুটিল দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহা নহে; প্রত্যুত উভয়েরই দৃষ্টিপাতে সরলতা প্রকাশিত হইতেছিল; কিন্তু ব্রহ্মা নিবৃত্তি-মার্গের পান্থ প্রিয়ব্রতকে প্রবৃত্তিমার্গে প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বীয় ব্যবহারে বিষণ্ণ হইলেন, এই নিমিত্ত ব্যবহারাতীত স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে বাক্য মনের অগোচর আত্মার সম্যক্ অবস্থিতির নিবাসভূমি সত্য-লোকে গমন করিবার মানসে তথায় অন্তর্হিত হইলেন। মনু স্বীয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিবেন, এই মনোরথ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে ব্রহ্মা স্বয়ং পূর্ণ করিলেন; এক্ষণে তিনি দেবর্ষিবর নারদের অনুমতি লইয়া অখিল ধরামণ্ডলের শান্তি-রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় তনয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বিষম-বিষয়-বিষজলাশয়-রূপ গৃহের ভোগেচ্ছা হইতে উপরত হইলেন। এইরূপে ভূপতি প্রিয়ব্রত ঈশ্বরেচ্ছায় রাজ্যাধিকারে নিয়োজিত হইয়া মহীতল শাসন করিতে লাগিলেন। যাঁহার প্রভাবে অখিল জগতের বন্ধন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, মহারাজ প্রিয়-ব্রত সেই আদিপুরুষ ভগবানের শ্রীচরণযুগল নিরন্তর ধ্যান করিয়া তৎপ্রভাবে অন্তঃকরণের কষায় অর্থাৎ রাগাদিমল দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; এইরূপে পরিশুদ্ধ হইয়াও তিনি ব্রহ্মার মান-বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা বর্হিষ্মতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রতের দশটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন; কন্যাটী সর্ব্বকনিষ্ঠা হইলেন। কুমারগণ রূপ, গুণ, স্বভাব, কর্ম্ম ও বীর্য্যে পিতার ন্যায় মহান্ হইলেন; তাঁহাদের নাম যথাক্রমে আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর হিরণ্যরেতাঃ, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র ও কবি হইল; এই দশটী অগ্নির নাম, তাঁহারা সকলেই অগ্নির নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তাঁহা-দিগের কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম ঊর্জ্জস্বতী হইল; ভ্রাতৃগণের মধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন এই তিনজন ঊর্দ্ধরেতাঃ ছিলেন। তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই আত্মবিদ্যায় পরিচিত ছিলেন, এই নিমিত্ত পরমহংস্য আশ্রম অবলম্বন করিলেন। সেই চতুর্থাশ্রমে জিতেন্দ্রিয় সেই পরম ঋষিগণ সর্ব্বভূতের নিবাস-ভূমি, ভীতগণের আশ্রয় ভগবান্ বাসুদেব শ্রীচরণ অবিরত স্মরণ করিয়া অখণ্ডিত ভক্তিযোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক তৎপ্রভাবে পরিশুদ্ধ হৃদয়মধ্যে সর্ব্বভূতের আত্মা ভগবান্ পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদ উপলব্ধি করিলেন; তাঁহারা দেহাদি উপাধি তিরোহিত করিয়া জীবের স্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ এক অভিন্ন বলিয়া প্রতীতি করিলেন।

মহারাজ প্রিয়ব্রতের অন্য পত্নীর গর্ভে তিনটী পুত্র জন্মে, তাঁহাদিগের নাম উত্তম, তামত ও রৈবত; ইঁহারা যথাক্রমে মন্বন্তরাধিপতি হইয়াছিলেন; এইরূপে স্বীয় তনয়গণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে মহামনা ভূপতি একাদশ অর্ব্বুদ বৎসর পৃথিবীর ভোগ করিলেন। তাঁহার যে বল ছিল, তাহাতে তাঁহার পুরুষকার কখনও ব্যর্থ হইত না; সেই বলসমন্বিত বিশাল বাহুযুগলে ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া যখন তিনি

টঙ্কারধ্বনি করিতেন, তখন ধর্ম্মপালনের প্রতিকূল শত্রুসকল বিনাযুদ্ধে নিরস্ত হইত। তাঁহার ভার্য্যা বর্হিষ্মতী তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আগমন করিতে দেখিলে হৃষ্ট হইয়া বিলাসের সহিত অভ্যুত্থানাদি করিতেন, পরে হাব-ভাব প্রকাশপূর্ব্বক সহাস্য অবলোকন করিতেন, অনন্তর লজ্জাভরে তাঁহার সহাস্য অবলোকন সঙ্কুচিত হইত; কখনও মধুর পরিহাসবাক্য প্রয়োগ করিতেন; এইরূপে যোষিৎসঙ্গে তাঁহার বিবেক যেন পরিভূত হইল এবং বিষয়াসক্তিনিবন্ধন যেন আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া আসিল।

তিনি দেখিলেন, ভগবান্ আদিত্য মেরু প্রদক্ষিণ করিয়া লোকালোকপর্ব্বত পর্য্যন্ত বসুধাতল আলোকিত করেন, কিন্তু এই বৃত্তাকার পথের অর্দ্ধভাগের অতিক্রমকালে দিবস ও অপরার্দ্ধের অতিক্রমকালে অন্ধকারহেতু রাত্রি হইয়া থাকে, ইহা তাঁহার প্রীতিকর হইল না; তিনি রজনীকেও দিবস করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার শক্তির অভাব ছিল না, তিনি ভগবদুপাসনা-দ্বারা অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন; তিনি যোগবলে সূর্য্যের ন্যায় বেগগামী জ্যোতির্ম্ময় রথ রচনা করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে সপ্তবার মেরু প্রদক্ষিণ করিলেন। প্রিয়ব্রতকে এইরূপ করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা তথায় আগমন করিয়া 'ইহা তোমার অধিকার নহে' এই বলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তাঁহার রথচক্রের পরিধির আঘাতে যে সাতটী গর্ত্ত হইয়াছিল, তাহা সপ্ত সমুদ্ররূপে পরিণত হইল। এই সপ্ত সমুদ্র যথাক্রমে ভূমির সপ্ত দ্বীপ উৎপন্ন করিয়াছে; এই সকল দ্বীপ জম্বু প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের পরিমাণ যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে উত্তরোত্তর দ্বিগুণ; এক একটী দ্বীপ এক একটী সমুদ্রের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। সপ্ত সমুদ্র ক্ষারোদ, ইক্ষুরসোদ, সুরোদ, ঘৃতোদ, ক্ষীরোদ, দধিমণ্ডোদ ও শুদ্ধোদ নামে প্রসিদ্ধ; এক একটী সমুদ্র এক একটী দ্বীপের পরিখা-সদৃশ; যে সমুদ্র যে দ্বীপটিকে বেষ্টন করিয়া আছে, উহা বিস্তারে ঐ দ্বীপের সমান; এইরূপে প্রথম একটী বৃত্তাকার দ্বীপ, তাহার চতুর্দ্দিকে একটী সমুদ্র, ঐ সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে আর একটী বৃত্তাকার দ্বীপ, এইরূপে সমুদ্রসকল পরে পরে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করিতেছে। মহারাজ প্রিয়ব্রত জম্বূপ্রভৃতি সপ্তদ্বীপে যথাক্রমে আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতাঃ ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ও বীতিহোত্র এই সপ্ত আজ্ঞাকারী পুত্রকে অধিপতি করিলেন; কন্যা ঊর্জ্জস্বতীকে শুক্রাচার্য্যের করে সম্প্রদান করিলেন, তাঁহার গর্ভে দেবযানী নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন।

যাঁহারা ভগবানের চরণধূলিদ্বারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত অলৌকিক পুরুষকার অসম্ভাবিক নহে; অন্ত্যজ ব্যক্তিও যে উরুক্রমের নাম একবারমাত্র উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে, তাঁহার পদরজের মহিমায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। এইরূপে অমিতপরাক্রম প্রিয়ব্রত চিন্তা করিলেন, আমি প্রথমতঃ দেবর্ষির চরণাশ্রম করিয়াছিলাম, পরে এই রাজ্যাদিপ্রপঞ্চে পতিত হইয়াছি; এইরূপে মনোমধ্যে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি আপনাকে নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি অসাধু কার্য্য করিয়াছি! ইন্দ্রিয়সকল আমাকে অবিদ্যারচিত এই বিষম বিষয়রূপ অন্ধকূপে পতিত করিয়াছে; অতএব আর আমার বিষয়ে প্রয়োজন নাই। আমি এই বনিতার ক্রীড়ামর্কট হইয়াছি, আমাকে ধিক্ ধিক্! এইরূপে তিনি শ্রীহরির প্রসাদে বিবেক প্রাপ্ত হইয়া অনুগত স্বীয় পুত্রগণকে যথাযোগ্য পৃথিবী বিভাগ করিয়া দিলেন।

অনন্তর হৃদয়ে নির্ব্বেদ ও মনোমধ্যে শ্রীহরির লীলা-স্মরণহেতু ত্যাগসামর্থ্য সঞ্জাত হওয়ায় উপভুক্তা মহিষী ও সাম্রাজ্যসম্পদ্‌কে মৃতশরীরের ন্যায় স্বয়ং পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্‌ নারদের উপদিষ্ট মার্গ পুনর্ব্বার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার মহিমাজ্ঞাপক যে সকল পূর্ব্বসিদ্ধ শ্লোক আছে, তাহা বলিতেছি।

যিনি ভূমণ্ডলে রজনীর অন্ধকার বিনাশ করিবার কালে রথনেমি-খাতদ্বারা সপ্ত বারিধি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দ্বীপসমূহদ্বারা ভূমিভাগ ও প্রতি-দ্বীপে ভূতগণের অবিবাদের নিমিত্ত নদী, গিরি ও বনাদি-দ্বারা সীমা বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালের বৈভবকে নরকের ন্যায় মনে করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুভক্তগণ যাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, সেই প্রিয়ব্রতের ন্যায় কর্ম্ম ঈশ্বর-ব্যতিরেকে অন্য কে সম্পাদন করিতে পারে ?

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—এইরূপে প্রিয়ব্রত শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে পুত্র আগ্নীধ্র পিতার আদেশ পালনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে জম্বুদ্বীপবাসী প্রজাদিগকে সন্তানবৎ পালন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পুত্রকামনা করিয়া সুরাঙ্গনাগণের ক্রীড়াভূমি মন্দরপর্ব্বতের গুহাপ্রদেশে পুষ্পাদি নানা পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া তপস্যা ও চিত্তের একাগ্রতাসহকারে প্রজাপতিগণের পতি ভগবান্‌ ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন; আদিপুরুষ ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিয়া সভামধ্যে সঙ্গীতকারিণী পূর্ব্বচিত্তি-নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার সম্ভোগের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্বচিত্তি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, আশ্রমের উপবন অতি রমণীয়; নিবিড় বিবিধ বিটপি-সমূহের স্কন্ধদেশে স্বর্ণলতাবলী আলিঙ্গিতা হইয়া রহিয়াছে; তথায় উপবিষ্ট ময়ূরাদি স্থলবিহঙ্গগণের ষড়্‌জপ্রভৃতি স্বরে প্রতিবোধিত হইয়া জলকুক্কুটাদি পক্ষিগণ বিচিত্রকূজনের অমল জলাশয়সকলকে মুখরিত করিতেছে এবং ঐ সকল সরোবরে অসংখ্য কমলকুল শোভা বিস্তার করিতেছে। অপ্সরা সেই রমণীয় উপবনে ভ্রমণ করিতে লাগিল; তাহার সুললিত গমনকালে পদবিন্যাসদ্বারা গতিবিলাস প্রকাশিত হইতেছিল এবং রুচির চরণাভরণ খনখনায়মান হইতেছিল। রাজকুমার সমাধিযোগে দুইটী নয়নপদ্মকে মুকুলযুগলের ন্যায় মুদ্রিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভূষণধ্বনি শুনিয়া নয়ন-যুগল ঈষৎ উন্মীলনপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, কামিনী অদূরে মধুকরীর ন্যায় পুষ্প আঘ্রাণ করিতেছে; তাঁহার গতি, বিহার, লজ্জা ও বিনয়যুক্ত অবলোকন, সুস্বর বচন ও নেত্রাদি অবয়ব দেব ও মানবগণের মন ও নয়নের আহ্লাদকর এবং মানবগণের মনে কুসুমায়ুধের প্রবেশদ্বার-নির্ম্মাণে সুদক্ষ; ললনার সহাস্য বচনে অমৃতের ন্যায় মধুরতা ও আসবতুল্য মাদকতা বর্ত্তমান ছিল; যুবতী যখন কথা কহিতেছিল, তখন তাহা নিশ্বাসগন্ধে মদান্ধ মধুকরনিকর তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল; বালা সভয়ে পলায়নপরা হইলে তাহার দ্রুতপদবিন্যাসে স্তনকলসদ্বয়, কবরীভার ও রশনা মনোহর স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজকুমার ঈদৃশী দেবীকে অবলোকন করিয়া ভগবান্‌ মকরধ্বজের বশীভূত ও জড়ীভূত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে মুনি-

বর। আপনি কে এবং এই পর্ব্বতে কি করিতে অভিলাষ করিতেছেন? আপনি পরমদেব ভগবানের মায়া, সন্দেহ নাই। হে সখে! আপনি যে গুণ-রহিত দুইটী ধনুঃ ধারণ করিতেছেন, ইহা কি স্বীয় কোন প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত অথবা বিপিনে অজিতেন্দ্রিয় মৃগতুল্য আমাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত? আপনার বাণযুগলে কমলপিচ্ছ শোভা পাইতেছে, উহা শান্ত অর্থাৎ বিলাসমন্থর এবং পুঙ্খ অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগ না থাকিলেও কমনীয়, কিন্তু উহার অগ্রভাগ অতীব তীক্ষ্ণ; কাননে বিচরণ করিতে করিতে এই বাণযুগল কাহার প্রতি নিক্ষেপ করিবে, বুঝিতে পারিতেছি না; যাহা হউক, এই প্রার্থনা করি, যেন তোমার এই বিক্রম আমার ন্যায় জড়মতি-দিগের কল্যাণকর হয়। আপনার এই শিষ্যগণ প্রভুর চতুর্দ্দিকে পাঠ করিতেছে, অজস্র সামমন্ত্র গান করিতেছে, যেমন ঋষিগণ বেদশাখার ভজনা করেন, সেইরূপ ইঁহারাও সকলে আপনার শিষ্য হইতে বিগলিত কুসুমনিচয়ের সেবা করিতেছে। হে ব্রহ্মন্! আপনার চরণদ্বয়ে সংলগ্ন নূপুরদ্বয়ের অন্তর্গত রত্ন-সমূহের কেবল শব্দমাত্র শুনিতে পাইতেছি, শব্দ অতি প্রকট হইলেও কে উহা প্রকাশ করিতেছে, দেখিতে পাইতেছি না, আপনার মনোহর নিতম্ব-মণ্ডলে কদম্বকুসুমের দীপ্তি দেখিতেছি, তদুপরি একটী জ্বলদঙ্গারমণ্ডল শোভা পাইতেছে; আপনার বল্কল কোথায়? হে দ্বিজ! আপনার সুন্দর শৃঙ্গদ্বয়ে কি পূর্ণ রহিয়াছে? কোন মধুর বস্তু বর্ত্তমান আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, আপনার মধ্যভাগ কৃশ হইলেও উহা বহন করিতেছেন এবং আমার দৃষ্টিও উহাতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। হে সুভগ! আপনার শৃঙ্গদ্বয়ে যে ঈদৃশ সুরভি অরুণ পঙ্ক শোভা পাইতেছে, যাহার সৌরভে আমার আশ্রমপদ আমোদিত হইতেছে; উহা কোথায় পাইলেন? হে সুহৃত্তম! যেস্থানে জনগণ বক্ষঃস্থলে ঈদৃশ অপূর্ব্ব অবয়বদ্বয় ধারণ করে, যদ্দ্বারা আমাদিগের মনে ক্ষোভ উৎপন্ন হয় এবং যথায় জনগণ বদনে মধুরালাপ ও বিলাসের সহিত সুধাদি অদ্ভুত বস্তু ধারণ করে, আপনার সেই স্থান আমাকে প্রদর্শন করুন। হে সখে! আপনি কি আহার করেন? আপনার চর্ব্বণ হইতে হবির গন্ধ বহির্গত হইতেছে; আপনি বিষ্ণুর কলা, যেহেতু আপনার কর্ণদ্বয় বিষ্ণুর শ্রবণযুগলের ন্যায় দেখিতেছি তাহাতে দুইটী মকরকুণ্ডল বিরাজ করিতেছে, ঐ মকরদ্বয়ের লোচন-যুগল রত্নময়, এই নিমিত্ত উহাতে নিমিষপাত হইতেছে না; আপনার বদন সরোবরের শ্রী ধারণ করিয়াছে, কারণ, তাহাতে চঞ্চল মীন-যুগলের ন্যায় নেত্রদ্বয়, দ্বিজ অর্থাৎ হংসের ন্যায় দ্বিজ অর্থাৎ দন্তপংক্তি ও আসন্ন ভৃঙ্গনিকরের ন্যায় কেশরাজি শোভা বিস্তার করিতেছে। আপনি যে করসরোজের আঘাতে কন্দুক ভ্রমণ করাইতেছেন, তাহাতে চঞ্চলচিত্ত আমার দৃষ্টও তাহার সহিত ভ্রমণ করিতেছে; এই কন্দুকক্রীড়ার আবেশে আপনার বক্র জটাকলাপ শিথিলিত হইয়াছে এবং ধূর্ত্ত লম্পট সমীরণ আপনার নীবী হরণ করিতেছে, আপনি কি ইহা লক্ষ্য করিতেছেন না? হে তপোধন! তপস্বিগণের তপোবিঘ্নকারী এই রূপ আপনি কি তপস্যার বলে লাভ করিয়াছেন? হে মিত্র! আমাকে তোমার তপস্যার সঙ্গী করিয়া লও, অথবা বোধ হয় সৃষ্টিবিস্তারকারী ব্রহ্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ব্রহ্মার প্রদত্ত প্রিয়তম আপনাকে পরিত্যাগ করিব না; আপনার যে অঙ্গে আমার দৃষ্টি ও মন সংলগ্ন হইতেছে, তথা হইতে অপগত হইতেছে না।

অনন্তর আগ্নীধ্র অতিকামবিবশ হইয়া অপ্সরাকে রমণী বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে পীনপয়োধরে! আমি তোমার অনুগত; তোমার চিত্ত যেস্থানে যাইতে চাহে, আমাকেও তথায় লইয়া

চল, তোমার সখীগণও অনুকূলা হইয়া আমার অনুবর্ত্তন করুক। এইরূপে ললনাবশীকরণে অতি বিশারদ দেবমতি আগ্নীধ্র গ্রাম্যরসিকতা-ব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগদ্বারা সুরাঙ্গনাকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অপ্সরা বীরযূথপতি, জম্বূদ্বীপপতি আগ্নীধ্রের বুদ্ধি, শীল, রূপ, বিদ্যা, যৌবনশ্রী ও ঔদার্য্যে আকৃষ্টচিত্তা হইয়া তাঁহার সহিত অযুত অযুত বৎসরকাল দিব্য ও পার্থিব ভোগ উপভোগ করিল। নরেন্দ্র আগ্নীধ্র তাঁহার গর্ভে নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামে নয়টী পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই পূর্ব্বচিত্তি অনন্তর নয় বৎসরে নয়টী পুত্র প্রসব করিয়া তাহাদিগকে রাজ-ভবনেই পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মার সেবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করিল।

আগ্নীধ্রপুত্রগণ মাতার অনুগ্রহে অর্থাৎ সুরাঙ্গনার স্তন্যপানহেতু স্বভাবতঃ দৃঢ়-অঙ্গ ও বলসমন্বিত হইলেন। পিতা জম্বূদ্বীপের বর্ষসকল বিভাগ করিয়া দিলে তাঁহার স্ব স্ব বিভক্তাংশ পালন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের নামানুসারে ঐ সকল ভূবিভাগ নাভি, কিংপুরুষ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইল। রাজা আগ্নীধ্র কামভোগে অতৃপ্ত হইয়া অনুদিন অপ্সরাকেই সমধিক চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং বেদোক্ত কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়া অপ্সরা যে লোকে বাস করেন, সেইলোক প্রাপ্ত হইলেন; এই লোকে পিতৃগণ আনন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন। পিতা পরলোকে গমন করিলে নব ভ্রাতা যথাক্রমে মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রা, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা ও দেবদীধিতি এই নয়টী মেরুদুহিতার পাণিগ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—নাভি অপত্যকামনায় অনপত্যা মেরুদেবীর সহিত অবহিত-চিত্তে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের যজনা করিলেন। যখন তিনি বিশুদ্ধভাবে শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন প্রবর্গ্য-নামক যজ্ঞাঙ্গসকলের অনুষ্ঠানকালে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইলেন। উত্তম যজ্ঞীয় দ্রব্য, স্থান, কাল, মন্ত্র- ঋত্বিক্, দক্ষিণা ও অনুষ্ঠান এই সপ্ত উপায়-দ্বারা দুর্লভ হইয়াও শ্রীভগবান্ ভক্তবাৎসল্যহেতু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন; তিনি স্বতন্ত্র, তথাপি ভক্তবাঞ্ছাপূরণের ইচ্ছা তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিল; তিনি মন ও নয়নের আনন্দপ্রদ অভিরাম অবয়বসমূহ ধারণ করিয়া সুখকর মূর্ত্তি প্রকটিত করিলেন। সেই পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ চতুর্ভূজ ও হিরণ্ময় অর্থাৎ তেজোময়; তাঁহার পরিধান্ পীত কৌশেয় বসন এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন বিরাজিত; তিনি শঙ্খ, পদ্ম, বনমালা, চক্র, কৌস্তুভ ও গদা প্রভৃতি দ্বারা উপলক্ষিত এবং উজ্জ্বলকিরণ উৎকৃষ্ট মণি-ময় মুকুট, কুণ্ডল, বলয়, কটিসূত্র, হার, কেয়ূর ও নূপুরাদি ভূষণে বিভূষিত। যেমন দরিদ্র ব্যক্তি নিধি প্রাপ্ত হইলে তাহাকে পরমাদরে গ্রহণ করে, সেইরূপ ঋত্বিক্, সদস্য ও যজমান তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বহুমানপুরঃসর অবনত-মস্তকে অর্ঘ্যদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।

ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ স্তব করিয়া কহিলেন,—হে পূজ্যতম! আমরা তোমার ভৃত্য; তুমি পরিপূর্ণ হইয়াও দয়া করিয়া আমাদিগের পূজা গ্রহণ কর।

আমরা তোমার স্তব কবিতে সমর্থ নহি; তোমার রূপ দুর্জ্ঞেয় বলিয়া সাধুগণ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। তুমি প্রকৃতিপুরুষের অতীত ঈশ্বর, কিন্তু মনুষ্যের চিত্ত প্রকৃতির গুণপ্রপঞ্চেই নিমগ্ন, অতএব অসমর্থ; ঈদৃশ কোন্ ব্যক্তি প্রপঞ্চের অন্তর্গত নাম, রূপ ও আকৃতি-দ্বারা তোমার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে? মনুষ্য কেবল সর্ব্বজনের নিবাসভূমি তোমার পাপহারী মঙ্গলময় অসংখ্য গুণাবলীর কিঞ্চিন্মাত্র কীর্ত্তন করিতে পারে, ইহার অধিক কিছুই করিতে পারে না। হে পরম! তুমি বাক্য এবং মনের অগোচর হইয়াও ভক্তগণের সুখারাধ্য; তাঁহারা অনুরাগভরে গদ্‌গদবাক্যে স্তুতি, সলিল, শুষ্ক পল্লব, তুলসী ও দুর্ব্বাঙ্কুর-দ্বারা তোমার যে পূজা সম্পাদন করিয়া থাকেন, তুমি তাহাতেই পরিতুষ্ট হইয়া থাক। বহু অঙ্গে সমৃদ্ধ হইলেও এই যজ্ঞ যে তোমার কোনরূপ অপেক্ষিত প্রয়োজন সম্পাদন করে, তাহা দেখিতেছি না; কারণ, তুমি পরমানন্দ, সকল পুরুষার্থই স্বভাবতঃ প্রতিক্ষণ সাক্ষাদ্‌ভাবে, অবিচ্ছেদে ও প্রচুর-পরিমাণে তোমার স্বরূপে বিরাজ করিতেছে। আমরা নানাবিধ কামনায় আবদ্ধ, এই নিমিত্ত আমরা যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিয়া থাকি; আমাদিগেরই ইহা উপযোগী, ইহাতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই। কখন কখন বিজ্ঞ ব্যক্তি অনাহূত ও অপূজিত হইয়াও কৃপাপরবশ হইয়া অজ্ঞানী-দিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের সমীপে উপস্থিত হন, সেইরূপ তুমি ব্রহ্মাদিরও প্রভু হইয়াও প্রকৃষ্ট করুণার বশীভূত হইয়া আমাদিগের নয়ন-গোচর হইলে। আমরা অজ্ঞ, আমাদিগের পরম শ্রেয়ঃ কি, তাহা আমরা জানি না এবং কিরূপে তোমার পূজা করিতে হয়, তাহাও অবগত নহি। প্রভো! তুমি অনপেক্ষ, আর অপেক্ষা কর না, কিন্তু তথাপি আমাদিগের মনোরথ পূরণ ও মোক্ষ-নামক তোমার স্বীয় মহিমা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সাপেক্ষ ব্যক্তির ন্যায় অর্থাৎ যেন তুমি পূজার অপেক্ষা রাখ, এই ভাবে আমাদিগের স্বয়ং দর্শন দান করিলে। হে পূজ্যতম! হে বরদশ্রেষ্ঠ! তুমি যে এই রাজর্ষির যজ্ঞে এই ভৃত্যগণের নয়নবিষয় হইলে, ইহাই আমাদিগের বর বলিয়া জানিবে। যাঁহারা বৈরাগ্যদ্বারা তীক্ষ্ণ জ্ঞানরূপ অনলে অশেষ মনোমল দগ্ধ করিয়া তোমার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আত্মারাম হইয়াছেন, সেই মুনিগণও অনায়াসে তোমার দর্শন লাভ করিতে পারেন না; তাঁহারা তোমার গুণাবলী-কীর্ত্তনকেই পরম শ্রেয়স্কর মনে করিয়া অনবরত তোমার গুণাবলী গণনা করিয়া থাকেন। যদিও আমরা তোমার দর্শনে কৃতার্থ হইলাম, তথাপি আমাদিগের এই প্রার্থনা যে, স্খলন, ক্ষুধা, পতন, জৃম্ভণ বা অন্য কোন দুরবস্থা অথবা জ্বর ও মরণ-কালে যদি বিবর্ণ হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতে অসমর্থ হই, তাহা হইলে তখন যেন তোমায় সকল পাপহারী গুণ, লীলা ও নাম উচ্চারণ করিতে পারি। আরও, তুমি ঐহিক সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষ-প্রদানে সমর্থ; কিন্তু এই রাজর্ষি পুত্রকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া তোমার সদৃশ একটী পুত্রমাত্র কামনা করিতেছেন। হে ভগবন্! যেমন দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর নিকট তুষকণাদি তুচ্ছ বস্তু প্রার্থনা করে, সেইরূপ ইনিও পুত্রের নিমিত্ত তোমার আরাধনা করিতেছেন। তোমার মায়ার গতি কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না; যিনি কোন মহাজনের চরণ উপাসনা করেন নাই, এই সংসারে ঈদৃশ ব্যক্তি তোমার অপরাজিতা মায়ায় পরাজিত হন নাই বা তাঁহার মতি তোমার মায়ায় আবৃত হয় নাই অথবা তাঁহার প্রকৃতি বিষয়বিষের বেগে আচ্ছন্ন হয় নাই, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। হে দেবদেব!

তুমি অতি মহৎ কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ অথচ আমরা অতি তুচ্ছ কার্য্যের নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করিয়া তোমার অবজ্ঞা করিলাম; আমরা অতি মূঢ়মতি কারণ, পুত্রকে পুরুষার্থ মনে করিতেছি; তোমার সকলের প্রতি সমভাব, অতএব এই মূঢ়দিগের অপরাধ ক্ষমা কর।

ভারতবর্ষপতি নাভি যাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এইরূপে গদ্যাত্মক স্তোত্রদ্বারা ভগবানের স্তুতি করিলে, দেবদেব সদয়বচনে কহিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনাদিগের বাক্য অমোঘ; এই মহারাজের আমার ন্যায় একটী পুত্র হউক' আপনারা যে আমার নিকট এইরূপ বর যাচ্ঞা করিলেন, ইহা সুলভ নহে; কারণ, আমিই আমার সদৃশ, যেহেতু আমার ন্যায় আর দ্বিতীয় কেহই নাই। তথাপি ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না; কারণ, ব্রাহ্মণ দ্বিজাতিগণের মধ্যে দেবতাস্বরূপ এবং তাঁহারা আমারই মুখ, সন্দেহ নাই। অতএব আমি আগ্নীধ্রপুত্র নাভির পুত্ররূপে অংশকলায় অবতীর্ণ হইব; যেহেতু আমার সদৃশ আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিতেছি না। ভগবান্ নাভিকে এইরূপ বলিলে মেরুদেবী তাহা শ্রবণ করিলেন, অনন্তর শ্রীহরি তাঁহাদিগের সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। হে বিষ্ণুদত্ত! ভগবান্ এই যজ্ঞে মহর্ষিগণকর্ত্তৃক এইরূপে প্রসাদিত হইয়া নাভির কল্যাণসম্পাদনের নিমিত্ত এবং দিগ্‌বাসাঃ তপস্বী জ্ঞানী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের ধর্ম্ম প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তিতে নাভির অন্তঃপুরে মেরুদেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর শিশু জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাঁহার পাদতলাদিতে বজ্রাঙ্কুশপ্রভৃতি ভগবল্লক্ষণসমূহ অভিব্যক্ত হইল এবং সাম্য, শান্তি, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি মহাবিভূতি অর্থাৎ সর্ব্বসম্পত্তির সহিত তাঁহার প্রভাব অনুদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অমাত্যাদি প্রজাগণ, ব্রাহ্মণগণ ও দেবতাগণ তিনি অবনিতল পালন করেন, ইহাই অতিমাত্র আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। পুত্রকে শ্রেষ্ঠ ও কবিগণের বর্ণনীয় দেহ এবং তেজ, বল, সৌন্দর্য্য, যশ, প্রভাব ও উৎসাহ এই সকল গুণে অতি শ্রেষ্ঠ দেখিয়া পিতা তাঁহার নাম ঋষভ রাখিলেন। একদা ইন্দ্র স্পর্দ্ধা করিয়া তদীয় বর্ষে বর্ষণ করিলেন না; যোগেশ্বর ভগবান্ ঋষভদেব তাহা অবধারণ করিয়া হাস্য করিলেন এবং স্বীয় যোগমায়াদ্বারা স্বীয় অজনাভবর্ষে বর্ষণ করিলেন। মহারাজ নাভি যথাভিলষিত সুপুত্র লাভ করিয়া অতিপ্রমোদভরে বিহ্বল হইলেন এবং যিনি স্বেচ্ছায় মনুষ্যাকার গ্রহণ করিয়াছেন, রাজা সেই পুরাণ পুরুষ ভগবান্‌কে মায়ায় পুত্রবুদ্ধি করিয়া বৎস, তাত প্রভৃতি সম্বোধনপূর্ব্বক অনুরাগের সহিত তাঁহার লালন-পালন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। যখন রাজা নাভি দেখিলেন—পৌর ও প্রজাবর্গ সকলেই ঋষভদেবের প্রতি অনুরক্ত, তখন তিনি তাঁহাদিগকেই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত আত্মজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে ব্রাহ্মণগণের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বিশালা অর্থাৎ বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বসুখ অথচ তীব্র

তপশ্চরণ করিয়া সমাধিযোগে নরনারায়ণ ভগবান্ বাসুদেবের সেবায় নিরত হইলেন এবং কালে তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। হে পাণ্ডুবংশধর! মহারাজ নাভির গুণখ্যাপক এই দুইটী শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, যথা,—যাঁহার বিশুদ্ধ কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীহরি পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই রাজর্ষি নাভির পরবর্ত্তী এমন কে আছেন, যিনি তাদৃশ প্রসিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন এবং যাঁহারা প্রদত্ত দক্ষিণা-দ্বারা পূজিত হইয়া বিপ্রগণ মন্ত্রবলে যজ্ঞেশ্বরকে যজ্ঞে আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ নাভির ব্রাহ্মণ-গণের ন্যায় ব্রাহ্মণও কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে?

অনন্তর ভগবান্ ঋষভদেব স্বীয় বর্ষকে কর্ম্মক্ষেত্র অবধারণ করিয়া অপরের শিক্ষার নিমিত্ত গুরুকুলে বাস করিলেন। অনন্তর তিনি গুরুদক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে গৃহস্থধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তীর পাণিগ্রহণ করিয়া বেদোক্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত এই উভয়বিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন। জয়ন্তীর গর্ভে তাঁহার স্বসদৃশ শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন; এই পুত্রগণের মধ্যে মহাযোগী ভরত জ্যেষ্ঠ ও গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এই বর্ষ তাঁহার নামেই ভারতবর্ষ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। ভরতের কনিষ্ঠ কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ ও কীকট এই নয়টী অবশিষ্ট নবতি পুত্রের শ্রেষ্ঠ। অনন্তর আর নয়টী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহাদিগের নাম কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন; ইঁহারা সকলেই মহা-ভাগবত ও ভাগবত কর্ম্মের প্রদর্শক ছিলেন, ইঁহা-দিগের সুচরিত্র ভগবানের মহিমায় সমৃদ্ধ হইয়াছে, ইঁহাদিগের চরিত্র একাদশস্কন্ধে বসুদেবনারদ-সংবাদে বর্ণন করিব। অবশিষ্ট কনিষ্ঠ একাশীতি জয়ন্তী-পুত্র পিতার আজ্ঞাকারী অতিবিনীত বেদনিপুণ যজ্ঞশীল কর্ম্মবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইলেন, ভগবান্ ঋষভদেব স্বয়ং শুদ্ধ চিদানন্দ স্বতন্ত্র ঈশ্বর, অনর্থপরম্পরা নিত্য-কাল তাঁহা হইতে নিবৃত্তি রহিয়াছে, তথাপি তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া অজ্ঞ জনগণকে কালক্রমে উৎপন্ন ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জীবের ন্যায় কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিলেন; সমদর্শী শান্ত মৈত্র কারুণিক ভগবান্ ধর্ম্ম, অর্থ, যশ ও অপত্যসুখ ভোগ এবং অমৃত অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি প্রদর্শন করিয়া প্রজাদিগকে গৃহস্থাশ্রমে নিয়মিত করিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোক তাহারই অনু-বর্ত্তন করিয়া থাকে। যদিও তিনি সকল ধর্ম্মের আধার যে বেদরহস্য, তাহা অবগত ছিলেন, তথাপি ব্রাহ্মণগণের উপদিষ্ট মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক সামাদি উপায় প্রয়োগ করিয়া প্রজাশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি যৌবনকালে সমুচিত স্থানে যথোচিত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা বিবিধ দেবতার উদ্দেশে সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ যথাবিধি এক-শত বার সম্পাদন করিলেন। ভগবান্ ঋষভদেবের পরিচালিত এই অজনাভবর্ষে এমন কোন্ ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি অপরের নিকট কখন কোন প্রকারে কোন বস্তু প্রার্থনা করিতেন, সকল বস্তুই তাঁহাদিগের নিকট আকাশকুসুমের ন্যায় তুচ্ছ বোধ হইত; স্বীয় ভর্ত্তা ঋষভদেবের প্রতি অনুক্ষণ স্নেহাতিশয় উদ্রিক্ত হউক, তাঁহারা কেবল এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা করিতেন। একদা ভগবান্ ঋষভদেব ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মাবর্ত্তে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণের সভায় উপস্থিত হইলেন; তাঁহার পুত্রগণ সংযতচিত্ত এবং বিনয় ও প্রেমভরে বশীভূত থাকিলেও তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত প্রজাগণের সমক্ষে এইরূপ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীঋষভদেব কহিলেন,—হে পুত্রগণ! বিষয় সকল দুঃখপ্রদ, বিষ্ঠাভোজী শূকরাদিও বিষয় ভোগ করিয়া থাকে, এই নরলোকে মনুষ্যদেহ বিষয়-ভোগের যোগ্য নহে, ইহা উৎকৃষ্ট তপস্যার যোগ্য, এই তপস্যা হইতে চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইতে অনন্ত ব্রহ্মসুখ লাভ হইয়া থাকে। সাধু-সেবা বিমুক্তির দ্বার ও নারীসঙ্গীর সঙ্গ তমোদ্বার অর্থাৎ সংসারের নিদান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; যাহারা সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধরহিত, সকলের সুহৃৎ ও সদাচারসম্পন্ন তাঁহারা সাধুপদবাচ্য; অথবা যাঁহারা ঈশ্বর—আমার প্রতি সৌহার্দ্দকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া থাকেন, জীবিকাদি বিষয়বার্ত্তায় নিমগ্ন ব্যক্তির প্রতি ও পুত্র, কলত্র ও ধনসমন্বিত গৃহের প্রতি প্রীতি করেন না এবং যাহাতে দেহনির্ব্বাহ হয়, তদধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাও সাধুপদবাচ্য। যখন মনুষ্য ইন্দ্রিয়-সকলের তৃপ্তিসাধনে ব্যাপৃত হয়, তখনই প্রমত্ত হইয়া পাপাচরণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই; যদিও আত্মার সম্বন্ধে দেহের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, তথাপি যে প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মের ফলে এই দুঃখপ্রদ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দুষ্কর্ম্মের পুনর্ব্বার আচরণ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না। যতদিন মনুষ্য আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত যত্নশীল না হয়, ততদিন অজ্ঞানহেতু দেহাদিদ্বারা তাহার স্বরূপ অভিভূত থাকে; ইহার কারণ এই যে, যতদিন কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে থাকে, ততদিন মন কর্ম্মস্বভাব প্রাপ্ত হয়; এই কর্ম্মাত্মক মন হইতে শরীর লাভ হইয়া সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে; অবিদ্যা আত্মার উপাধি হইলে অর্থাৎ অবিদ্যানিবন্ধন দেহাত্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম মনকে পুনর্ব্বার কর্ম্মনিষ্ঠ করে; যতদিন না আমি—বাসুদেবে প্রীতি সঞ্জাত হয়, ততদিন দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না। যখন মনুষ্য বিবেকী হইয়া 'ইন্দ্রিয়-সকলের চেষ্টা মিথ্যা, উহা আমার নহে' এইরূপ অনুভব না করে, সেইক্ষণেই সহসা তাহার স্বরূপস্মৃতি বিলুপ্ত হয়; সে এইরূপে মূঢ় হইয়া মৈথুনসুখপ্রধান গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক তাপ সকল ভোগ করিতে থাকে। মনুষ্যের দেহে যে 'আমি ও আমার' জ্ঞান হয় উহা তাহার হৃদয়গ্রন্থি; এইরূপে পুরুষ ও স্ত্রী প্রত্যেকের স্ব স্ব হৃদয়গ্রন্থি বর্ত্তমান আছে, তদুপরি পুরুষ ও স্ত্রীর এই যে মিথুনীভাব, ইহা হইতে পরস্পরের মধ্যে হৃদয়গ্রন্থির সৃষ্টি হয়; স্ব স্ব হৃদয়গ্রন্থি হইতে কেবল দেহ ও ইন্দ্রিয়ে 'আমি ও আমার' এইরূপ মোহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই অভিনব হৃদয়গ্রন্থি হইতে গৃহ, ক্ষেত্র, সুত, আত্মীয় ও বিত্ত এই সকলদ্বারা মহামোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে; যখন মনুষ্যের কর্ম্মে অনুবদ্ধ মনোরূপ দৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়, তখনই সে এই মিথুনীভাব হইতে নিবৃত্ত হয়, অনন্তর সকল অনর্থের হেতু অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়া পরম-পদ প্রাপ্ত হয়।

হে পুত্রগণ! আমি পরমহংস-স্বরূপ গুরু, আমার সেবা ও অনুবৃত্তি অর্থাৎ মৎপরতা, বিতৃষ্ণা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন, ইহলোক ও পরলোকে জন্তু-সকল দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ইত্যাকার জ্ঞান, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, তপস্যা, কাম্যকর্ম্মত্যাগ, আমাকে উদ্দেশ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান, মৎকথা, নিত্য মদীয় ভক্ত-সঙ্গ, মদীয় গুণ-কীর্ত্তন, বৈরত্যাগ, সমদৃষ্টি, চিত্তশান্তি, দেহে অহংবুদ্ধি ও গৃহে মমত্ববুদ্ধি-পরিত্যাগে প্রযত্ন, অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের অভ্যাস, নির্জ্জনে অবস্থিতি, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের সম্যক্ জয়, সাধুগণের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য,

নিয়ত কর্ত্তব্যের অপরিত্যাগ, বাক্যসংযম, সর্ব্বত্র মদ্-ভাবনায় নিপুণ অনুভাবাত্মক জ্ঞান ও সমাধি এই সকল উপায়দ্বারা নিপুণ ব্যক্তি ধৈর্য্য, প্রযত্ন ও বিবেক যুক্ত হইয়া অহঙ্কার-নামক লিঙ্গ অর্থাৎ উপাধিকে পরিত্যাগ করিবে। এই যে হৃদয়গ্রন্থির বন্ধন, ইহাকে অবিদ্যা আনয়ন করিয়াছে, ইহাই কর্ম্মসকলের আধার; সাবধান হইয়া উপদেশানুসারে এই যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক উপাধি পরিত্যাগ করিবে, অনন্তর যোগ হইতেও বিরত হইবে। পিতা পুত্রকে, গুরু শিষ্যকে এবং নৃপতি প্রজাগণকে ইহা উপদেশ করিবেন। যিনি আমার লোকে গমন করিতে অথবা আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন তিনি তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞদিগকে এই শিক্ষা দান করিবেন। যদি তাহারা উপদেশানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, তথাপি তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে না; যাহারা কর্ম্মকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া মূঢ় হইয়াছে, তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না। যে ব্যক্তি অত্যন্ত কামনার বশীভূত হইয়া কাম্য বস্তুসকল অভিলাষ করে, সে স্বীয় কল্যাণবিষয়ে অন্ধ; ঐ মূঢ় ব্যক্তি জানে না যে, সুখের কণিকা লাভ করিবার নিমিত্ত পরস্পর বৈর ঘটিবে ও অনন্ত দুঃখ তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। যিনি স্বয়ং অভিজ্ঞ ও বিদ্বান্, এমন কোন্ দয়ালু ব্যক্তি তাহাকে কুবুদ্ধি ও অবিদ্যামধ্যে পতিত দেখিয়াও পুনর্ব্বার কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবে? অন্ধ উৎপথে গমন করিলে কে তাহাকে সেই পথেই যাইবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া থাকে? যদি গুরু শিষ্যকে, বন্ধু বন্ধুকে, পিতা-মাতা সন্তানকে, দেবতা উপাসককে ও পতি ভার্য্যাকে ভক্তিমার্গ উপদেশ করিয়া সংসাররূপ মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তাহারা যেন তৎ তৎ সম্বন্ধ ধারণ না করে।

হে পুত্রগণ! আমার এই শরীর তর্কের অতীত, ইহা আমার ইচ্ছায় প্রকাশিত হইয়াছে, আমি প্রকৃত মনুষ্য নহি; আমার এই হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব, ইহা ধর্ম্মের বসতিস্থান, যেহেতু দূর হইতেই আমি অধর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ থাকি, এই নিমিত্ত সাধুগণ আমাকে ঋষভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কহিয়া থাকেন। তোমরা আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাদেরও হৃদয় শুদ্ধ-সত্ত্বময়; এই হেতু তোমরা সকলে হিংসা পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের এই মহীয়ান্ অগ্রজ ভরতের ভজনা কর; এরূপ মনে করিও না যে, আমরা আপনার পুত্র, অতএব আপনাকে ভজনা করিব এবং আমরা রাজপুত্র, অতএব প্রজাপালন করিব; যদি তোমরা ভরতের অনুবর্ত্তন কর, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই আমার ভজনা ও প্রজাদিগের পালন করা হইবে। চেতন ও অচেতন ভূতগণের মধ্যে স্থাবর অপেক্ষা জঙ্গম কীটাদি শ্রেষ্ঠ, কীটাদি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বোধ-বিশিষ্ট পশ্বাদি শ্রেষ্ঠ, মনুষ্য পশুগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তদন-ন্তর ভূতপ্রেতাদি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অসুর, দেব, ইন্দ্র, ব্রহ্মার পুত্র দক্ষাদি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ; ভব দক্ষাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রহ্মা হইতে তাঁহার উৎপত্তি, এই হেতু ব্রহ্মা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই ব্রহ্মা আমার আরাধনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ-গণকে পূজ্য মনে করিয়া থাকি। হে বিপ্রগণ! আমি অন্য কোনও ভূতকে ব্রাহ্মণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণনা করা ত' দূরের কথা, কাহাকেও তাঁহা-দিগের তুল্য বলিয়া গণনা করি না; মনুষ্য শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক প্রচুর অন্নাদি ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলে তাহা আমি যেরূপ প্রীতির সহিত ভোজন করি, অগ্নিহোত্রে প্রদত্ত হোমীয় দ্রব্যজাত তাদৃশ প্রীতির সহিত ভোজন করি না। ব্রাহ্মণগণ ইহলোকে আমার কমনীয়া বেদরূপা তনু ধারণ করিয়া আছেন; পরমপবিত্র সত্ত্বগুণ, শম, দম, সত্য, দয়া, তপস্যা, সহিষ্ণুতা ও জ্ঞান এই অষ্টগুণ ব্রাহ্মণে বিরাজ

করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ আমার প্রতি ভক্তিমান্ ও অকিঞ্চন; আমি অনন্ত, পরাৎপর, স্বর্গ ও মোক্ষের অধিপতি; তথাপি তাঁহারা আমার নিকটেও কিছুই প্রার্থনা করেন না, রাজ্যাদিতে তাঁহাদিগের কি প্রয়োজন? অতএব ঈদৃশ ব্রাহ্মণগণের সেবা করা বিধেয়। হে পুত্রগণ! স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূত আমার অধিষ্ঠান, এই মনে করিয়া তোমরা হিংসাদিরহিত পবিত্রদৃষ্টিতে প্রতিক্ষণে তাহাদিগের সম্মান করিবে, ঐরূপ করিলেই আমার পূজা করা হইবে। মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়-দ্বারা যাহা কিছু করিবে, তৎসমুদয় আমাকে অর্পণ করিবে, ইহাই আমার সাক্ষাৎ আরাধনা; এতদ্ব্যতীত মনুষ্য মোহামোহরূপ কৃতান্ত পাশ হইতে বিমুক্ত হইতে সমর্থ নহে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—এইরূপে ঋষভ-নামধারী মহানুভাব পরমসুহৃৎ ভগবান্, পুত্রগণ স্বভাবতঃ সুশিক্ষিত হইলেও লোকশিক্ষার্থে তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া ত্যাগশীল সন্ন্যাসী মহামুনিগণের ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাত্মক পারমহংস্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বীয় শত তনয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরমভাগবত ভক্তপরায়ণ ভরতকে ধরণীপালনের নিমিত্ত অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর স্বীয় ভবন হইতে কেবল শরীর-মাত্র গ্রহণ করিয়া এবং আহবনীয় অগ্নিকে আত্মায় ধারণ করিয়া অর্থাৎ আত্মাকে সেই অগ্নিস্বরূপ চিন্তা করিয়া দিগম্বরবেশে, বিক্ষিপ্ত-কেশে উন্মত্তের ন্যায় ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে প্রব্রজ্যা করিয়া গমন করিলেন। তিনি জড়, অন্ধ, মূক, বধির, পিশাচ ও উন্মাদের ন্যায় অবধূতবেশে মৌনাবলম্বন করিলেন; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দান করিলেন না। যখন তিনি পুর, গ্রাম, আকর, কৃষকপল্লী, পুষ্পবাটিকা, শিবির, গোষ্ঠ, গোপপল্লী, যাত্রিকগণের নিবাস, গিরি, বন ও ঋষিগণের আশ্রম অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, পথিমধ্যে দুষ্টগণ কেহ তর্জ্জন, কেহ প্রহার করিতে লাগিল; কেহ তাঁহার গাত্রে মূত্রত্যাগ, কেহ বা নিষ্ঠীবন করিল, কোন কোন দুষ্টলোক তাঁহার গাত্রে শিলা, পুরীষ ও ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা তাঁহার সমক্ষে পূতিবায়ু পরিত্যাগ করিল, কেহ বা দুরুক্তি করিতে লাগিল; যেমন বনগজ মক্ষিকার দুর্ব্ব্যবহার গণ্য করে না, সেইরূপ ভগবান্‌ও তাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্ব্যবহারে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না; কারণ, এই যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সন্নিবেশ—যাহা দেহ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহার অভিমান ছিল না বলিয়া তিনি এই নামমাত্র সত্য দেহকে মিথ্যা বলিয়াই প্রতীতি করিতেন। তিনি সৎ ও অসতের অনুভবরূপ স্বীয় মহিমায় অবস্থান করিতেছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার 'আমি ও আমার' অভিমান তিরোহিত হওয়ায় তিনি অচঞ্চল-চিত্তে একাকী পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর, চরণ ও বক্ষঃস্থল অতিসুকুমার এবং বাহু ও স্কন্ধযুগল বিপুল ছিল; তাঁহার বদন ও উক্ত অবয়ব সকল সুচারুরূপে বিন্যস্ত হওয়ায় পরম রমণীয় হইয়াছিল; তিনি স্বভাবসুন্দর ছিলেন, তাঁহার বদন স্বাভাবিক হাস্যে সুশোভন ছিল; তাঁহার নয়ন-যুগল নবনলিনদল সদৃশ, তাহাতে দুইটী কণীনিকা জনগণের তাপ হরণ করিতেছিল; তিনি তাদৃশ অরুণ আয়ত-নেত্রে অতীব দর্শনীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার কপোল, কর্ণ, কণ্ঠ ও নাসা সুগঠিত ও সুভগ ছিল; তিনি গূঢ়মন্দ-হাস্যযুক্ত বদনের বিভ্রমদ্বারা পুরাঙ্গনাগণের মনে কাম উদ্দীপিত করিতেছিলেন। ঈদৃশ মনোহর হইয়াও তাঁহাকে গ্রহবিষ্টের ন্যায় বোধ হইতেছিল; কারণ তাঁহার কুটিল জটিল কপিশ কেশভার পুরোভাগে লম্বমান এবং শরীর সংস্কারা ভাবে মলিন হইয়াছিল। এইরূপে যখন ভগবান্ দেখিলেন, লোক সকল যোগের প্রতিকুল এবং তাহার প্রতীকার করাও নিন্দিত কর্ম্ম, যখন তিনি আজগর

ব্রত অবলম্বন করিয়া শয়ন করিয়াই ভোজন, পান, মূত্রোৎসর্গ ও পুরীষত্যাগ করিতে লাগিলেন; কখন উৎসৃষ্ট পুরীষে দেহ বিলুণ্ঠিত হওয়ায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পুরীষলিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহা বলিয়া উহা বীভৎস নহে; কারণ, বায়ু তাঁহার পুরীষসৌরভে সুরভি হইয়া চতুর্দ্দিকে দশযোজন-পরিমিত প্রদেশকে সুরভি করিয়াছিল। এইরূপে তিনি গো, মৃগ ও কাকের ন্যায় গমন, অবস্থান, উপবেশন ও শয়ন করিয়া এবং তাহাদিগের অন্যান্য চরিত্রের অনুকরণ করিয়া পান, ভোজন ও মূত্রত্যাগ প্রভৃতি ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান্ কৈবল্যপতি ঋষভদেব নানা যোগচর্য্যার আচরণ করিয়া প্রদর্শন করিলেন যে, লোকযাত্রা-পরিহারের নিমিত্ত যোগিগণের এইরূপ আচরণ করা বিধেয়; বস্তুতঃ ভগবান্ অবিরত পরমমহান্ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। সর্ব্বভূতের আত্মা সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ বাসুদেব ও তাঁহার মধ্যে দেহোপাধির ব্যবধান ছিল না, অর্থাৎ উপাধি তাঁহা হইতে নিত্যকাল নিবৃত্ত হইয়াছিল। আকাশগমন মনের ন্যায় বেগে দেহের গমন, অন্তর্দ্ধান, পরকায়প্রবেশ ও দূরদর্শন প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্য সকল যদৃচ্ছাক্রমে সাক্ষাৎ উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাদিগকে হৃদয়ে স্থান দিলেন না; কারণ, তিনি স্বতঃসিদ্ধ সমস্ত অর্থে অর্থাৎ ফলে পরিপূর্ণ ছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্! যাঁহারা আত্মারাম, যাঁহাদিগের কর্ম্মবীজ যোগদ্বারা উদ্দীপিত জ্ঞানে দগ্ধীভূত হইয়াছে, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত সিদ্ধিসকল তাঁহাদিগের ক্লেশপ্রদ হইতে পারে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কি হেতু ভগবান্ যোগসিদ্ধি সকলের অভিনন্দন করিলেন না?

ঋষি কহিলেন,—মহারাজ যাহা কহিলেন, তাহা সত্য বটে; কিন্তু কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি চঞ্চল মনকে বিশ্বাস করেন না। যেমন শঠ কিরাত, মৃগ ধৃত হইলেও তাহাকে বিশ্বাস করে না, ইহাও সেইরূপ জানিবেন। কথিত আছে যে, অব্যবস্থিত মনকে কখনও বিশ্বাস করিবে না; এই মনকে বিশ্বাস করিয়া সৌভরি প্রভৃতি মহাযোগি-গণের চিরসঞ্চিত তপস্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যেমন কুলটা পত্নী উপপতিকে সুযোগ দান করিয়া স্বীয় পতির প্রাণবধ করে, সেইরূপ যে সকল যোগী মনকে ও তদধীন রিপুসকলকে ছিদ্র দান করে, সেই মন কামাদিদ্বারা সেই বিশ্বস্ত যোগীদিগকে যোগ হইতে ভ্রংশিত করিয়া থাকে। যে মন হইতে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, শোক, মোহ ও ভয়াদি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যাহা কর্ম্মবন্ধনের মূল, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই মনকে স্বীয় অধীন বলিয়া মনে করিবে?

অনন্তর অখিল লোকপালগণের ললামভূত ভগবান্ জড়ের ন্যায় অলৌকিক অবধূতবেশ ভাষা ও চরিত্র-দ্বারা স্বীয় প্রভাব অপরের অলক্ষিত করিয়া যোগীদিগকে দেহত্যাগপ্রকার শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়া আত্মায় আত্মাকে মনোব্যবধান-রহিত আপনা হইতে অভিন্ন অনুভব করিলেন এবং সমস্ত অনুবৃত্তি অর্থাৎ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্গদেহেও অভিমান পরিত্যাগ

করিলেন। ভগবান্ ঋষভদেব এইরূপে মনে মনে মুক্তলিঙ্গ হইলেও যোগমায়া-বাসনাহেতু তাঁহার দেহ অভিমানাভাসের অর্থাৎ ঘট নিষ্পন্ন হইলেও পূর্ব্ববেগে ঘূর্ণিত কুলালচক্রের ন্যায় যোগমায়া-সংস্কারে পৃথিবী-তলে চংক্রমণ করিতে করিতে কোঙ্ক, বেঙ্কট কুটক, দক্ষিণ কর্ণাটক প্রদেশসকল যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার মুক্তকেশ নগ্নদেহ কুটকাচলের উপবনে মুখমধ্যে একটী পাষাণকবল লইয়া উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর সমীরবেগে কম্পিত বেণুসমূহের সংঘর্ষে সঞ্জাত উগ্র দাবানল চতুর্দ্দিক গ্রাস করিয়া তাহার সহিত বনকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

হে মহারাজ! কোঙ্ক, বেঙ্কট, কুটকদেশে অর্হন্ নামে একজন রাজা হইবেন; তিনি সেই দেশবাসী জনগণের মুখে ঋষভদেবের সকল আশ্রমের অতীত চরিত্র শ্রবণ করিয়া তাহা স্বয়ং শিক্ষা করিবেন কলিকালে অধর্ম্মের উৎকর্ষ ঘটিলে প্রাণিগণের পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের ফলে মন্দবুদ্ধি বিমোহিত হইয়া অকুতোভয় স্বীয় ধর্ম্মপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকপোল-কল্পিত কুৎসিত অসঙ্গত পাষণ্ডপথ প্রবর্ত্তিত করিবেন। এই নিমিত্ত কলিকালে নিকৃষ্ট মনুষ্যগণ দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত বিশুদ্ধচরিত্র হইতে স্খলিত হইবে এবং নিজ নিজ ইচ্ছায় কুব্রত অবলম্বন করিয়া দেবতাগণের অবজ্ঞা এবং স্নান, আচমন ও শৌচবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক মস্তকমুণ্ডন করিবে; এইরূপে ধর্ম্মবহুল কলির প্রভাবে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া তাহারা প্রায়ই বেদ, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞপুরুষ ও লোকদিগের নিন্দা করিবে। তাহারা আবেদমূলক স্বেচ্ছাকৃত প্রবৃত্তিকে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া অন্ধ-পরম্পরাক্রমে স্বয়ং অন্ধতমসে নিপতিত হইবে। হে রাজন্! রজোব্যাপ্ত লোকদিগকে মোক্ষমার্গ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ঋষভদেব অবতার হইয়াছিলেন; তাঁহার উপদেশের অনুরূপ এই শ্লোকগুলি গীত হইয়া থাকে,—অহো! এই সপ্তসমুদ্রবতী পৃথিবীর দ্বীপসমূহে যে সকল বর্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে এই ভারতবর্ষ সর্ব্বাধিক পুণ্যভূমি; কারণ, তত্রত্য জনগণ মুরারির মঙ্গলময় অবতার-কার্য্যসকল কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অহো! এই প্রিয়ব্রতের বংশও সৎকীর্ত্তিতে পরিশুদ্ধ এই বংশে আদ্য পুরাণ পুরুষ ভগবান্ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মোক্ষধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন। এমন কোন্ যোগী আছেন, যিনি জন্মরহিত ভগবান্ যে যোগপথে গমন করিয়া-ছিলেন, মনে মনেও সে দিকের অনুসরণ করিতে পারেন? যে যোগসিদ্ধির প্রতি স্পৃহাযুক্ত হইয়া যোগী প্রযত্ন করিয়া থাকেন, তিনি তাহা অসৎ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সকল বেদ, লোক, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গো-সকলের পরমগুরু ভগবান্ ঋষভদেবের যে বিশুদ্ধ চরিত্রকথন মনুষ্যগণের সমস্ত দুশ্চরিত হরণপূর্ব্বক পরম মঙ্গল দান করিয়া থাকেন, যিনি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, সেই বক্তা ও শ্রোতা ভগবান্ বাসুদেবের একান্ত ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

হে রাজন্! বিবেকিগণ বিবিধ দুঃখপূর্ণ এই সংসারের তাপে অবিরত তপ্যমান হৃদয়কে এই ভক্তিতেই প্রতিক্ষণ স্নাত করাইয়া থাকেন এবং এই পরমানন্দে নিমগ্ন থাকেন বলিয়া ভগবান্ স্বয়ং পরমপুরুষার্থ আত্যন্তিক মোক্ষ প্রদান করিলেও তাহার সমাদর করেন না; ইহার অন্য একটী হেতু এই যে, ভগবান্ যে তাঁহাদিগকে স্বীয় জন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের সকল পুরুষার্থের সম্যক্ পরিসমাপ্তি হইয়াছে। হে মহারাজ! ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদিগের ও যাদব-দিগের পালক, উপদেষ্টা, উপাস্য, সুহৃৎ ও কুলের নিয়ন্তা; অধিক কি বলিব, তিনি কখন কখন দৌত্য

কর্ম্ম করিয়া পাণ্ডবদিগের কিঙ্করও হইয়াছেন; কিন্তু তিনি ঈদৃশ হইলেও অন্য যাঁহারা তাঁহার ভজনা করেন, তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন, কিন্তু কদাপি প্রেমভক্তি দান করেন না। যাঁহার নিত্য স্বকীয় স্বরূপানুভব-দ্বারা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়াছিল; দেহাদির নিমিত্ত কামনাহেতু যাহাদিগের বুদ্ধি শ্রেয়োবিষয়ে চিরদিন নিদ্রিতা, যিনি করুণা করিয়া তাহাদিগকে অভয় আত্মস্বরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ ঋষভদেবকে নমস্কার করি।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—যখন ভগবান্ ঋষভদেব মহাভাগবত ভরতকে অবনি-পরিপালনের নিমিত্ত মনোনীত করিয়া রাজ্য অভিষিক্ত করিলেন, তখন তিনি ভগবানের শাসন শিরোধার্য্য করিয়া বিশ্বরূপের দুহিতা পঞ্চজনীর পাণি গ্রহণ করিলেন। যেমন অহঙ্কারতত্ত্ব পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উৎপন্ন করে, সেইরূপ তিনিও সর্ব্বতোভাবে আপনার অনুরূপ পঞ্চ পুত্র উৎপাদন করিলেন; তাঁহাদিগের নাম সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু হইল। এই অজনাভ-বর্ষ মহারাজ ভরতের রাজ্য কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষ নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। সেই সর্ব্বজ্ঞ মহীপতি, পিতৃপিতামহের ন্যায় গভীর বাৎসল্য-সহকারে ও স্বীয় রাজধর্ম্মানুসারে স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত প্রজাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! যাহাতে যূপকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয় না, তাহাকে যজ্ঞ ও যাহাতে তাহা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে ক্রতু বলে; ভগবান্ ঐ উভয়বিধ-যজ্ঞস্বরূপ, তিনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ যজ্ঞকর্ম্মদ্বারা ভগবানের যজনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অধিকারানুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণ মাস, চাতুর্ম্মাস্য ও পশুসোম, এই সকল যজ্ঞ সকলাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ উভয় রূপেই চাতুর্হোত্র-বিধানানুসারে অনুক্ষণ অনুষ্ঠান করিতেন। যখন অঙ্গক্রিয়াসমূহের সহিত নানাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিত, তখন তিনি ক্রিয়াফল, যাহাকে কর্ম্মিগণ অপূর্ব্ব কহিয়া থাকেন এবং যাহা ধর্ম্ম নামেও অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা ভগবান্ বাসুদেবের ভাবনা করিতেন অর্থাৎ শ্রীবাসুদেবেই সর্ব্ব কর্ম্মফলের আশ্রয় এইরূপ চিন্তা করিতেন; কারণ, যদি ক্রিয়াফল কর্ত্তায় অবস্থান করে, এইরূপ অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বাসুদেব কর্ত্তার অন্তর্যামী ও প্রবর্ত্তক বলিয়া তিনিই সাক্ষাৎ কর্ত্তা, অতএব ক্রিয়াফল তাঁহাকেই আশ্রয় করে; আর যদি এইরূপ অভিপ্রায় হয় যে, ক্রিয়াফল দেবতাকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে মন্ত্রসকলদ্বারা যে সকল ইন্দ্রাদি দেবতা প্রকাশিত হইয়া থাকেন, শ্রীবাসুদেব তাঁহাদিগের নিয়ামক বলিয়া কর্ম্মফল তাঁহাকেই আশ্রয় করে। তিনি যে কর্ম্মফলসকল পরব্রহ্ম যজ্ঞপুরুষ বাসুদেবে ভাবনা করিতেন, ইহাই তাঁহার পরম কৌশল ছিল; এতদ্দ্বারা তিনি সমস্ত কষায় অর্থাৎ রাগাদিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যখন অধ্বর্য্যু-নামক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হবিঃ গ্রহণ করিতেন, তখন যজমান ভরত যজ্ঞভাগভাক্ সূর্য্যাদি দেবতাগণকে শ্রীবাসুদেবের অবয়ব নেত্রাদি-রূপে ধ্যান করিতেন। এইরূপে বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে

তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইল, তখন হৃদয়াকাশমধ্যে ব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেব মহাপুরুষাকারে অভিব্যক্ত হইলেন; তিনি শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, চক্র, শঙ্খ ও গদাদি-দ্বারা উপলক্ষিত। ভগবান্ যে পুরুষরূপে স্বীয় ভক্ত নারদাদির হৃদয়ে চিত্রিতের ন্যায় বিরাজিত আছেন, সেইরূপে মহারাজ ভরতের হৃদয়ে দেদীপ্যমান হইলে ভক্তি তাঁহার চিত্তে সঞ্জাত হইয়া প্রকৃষ্টবেগে অনুদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে অযুতসহস্র বৎসর ভোগহেতু রাজ্যভোগের অদৃষ্ট সমাপ্ত হইলে তিনি উপযুক্ত রাজ্য ও পিতৃপৈতামহ ধন পুত্রদিগের মধ্যে যথাযথ বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং সকল সম্পদের নিকেতন স্বীয় গৃহ হইতে পুলহাশ্রমে প্রব্রজ্যা করিলেন। সেই ক্ষেত্রে ভগবান্ হরি অদ্যাপি তত্রত্য ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্যহেতু তাঁহারা যে মূর্ত্তি আকাঙ্খা করেন, সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া থাকেন। হরিক্ষেত্রের সেই আশ্রমপদকে সরিৎপ্রবরা চক্রনদী অর্থাৎ গণ্ডকী উপরি ও অধোভাগে নাভিচক্রবিশিষ্ট শালগ্রামশিলা-সমূহদ্বারা পবিত্র করিয়া থাকেন। সেই পুলহাশ্রমের উপবনে নৃপতি ভরত একাকী বিবিধ কুসুম, কিশলয়, তুলসী ও সলিলদ্বারা এবং কন্দ, মূল ও ফলপ্রভৃতি উপহারে ভগবানের আরাধনা করিতে করিতে বিশুদ্ধি লাভ করিলেন, বিষয়াভিলাষ তাঁহা হইতে উপরত এবং শান্তি সবৃদ্ধ হইল; তিনি পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে অবিরত ভগবানের সেবা করিতে করিতে অনুরাগ প্রবৃদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়কে দ্রবীভূত ও শিথিল করিয়া ফেলিল, প্রহর্ষবেগে তাঁহার দেহে পুলকাবলী উদ্ভিন্ন হইল এবং উৎকণ্ঠাজনিত প্রেমাশ্রুদ্বারা দৃষ্টি নিরুদ্ধ হইল। এইরূপে স্বীয় প্রেমদাতার অরুণ চরণারবিন্দ অনুধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ভক্তিযোগ এরূপ প্রবৃদ্ধ হইল যে, তদ্দ্বারা তাঁহার গম্ভীর হৃদয়হ্রদ পরমাহ্লাদে পরিপ্লুত হইল; তৎকালে তাঁহার বুদ্ধি সেই পরমানন্দে নিমগ্ন হইলে তিনি যে ভগবানের আরাধনা করিতেছিলেন, তাহাও বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে ভগবদ্‌ব্রত ধারণ করিয়া রাজা ভরত হরিণচর্ম্ম পরিধান ও তিনবার স্নান করিতেন; তিনি স্নানার্দ্র কপিশ কুটিল জটাকলাপে দেদীপ্যমান হইয়া আকাশগত সূর্য্যমণ্ডলে সূর্য্যপ্রকাশক ঋগ্-মন্ত্র দ্বারা ভগবান হিরন্ময় পুরুষের উপাসনা করিতে করিতে বলিতেন,—সূর্য্যদেবের যে ভর্গ অর্থাৎ স্বরূপভূত তেজঃ প্রকৃতির অতীত, শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ও কর্ম্মফলপ্রদ, যাহা মনোদ্বারা এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া ও অন্তর্যামিরূপে তাহাতে প্রবেশ করিয়া আকাঙ্ক্ষা জীবকে স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা পালন করিতেছে ও তাহার বুদ্ধিকে প্রেরণ করিতেছে, সেই ভর্গের শরণাপন্ন হইলাম।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন—একদা মহারাজ ভরত মহানদী গণ্ডকীতে শৌচ, স্নান ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া ব্রহ্মাক্ষর অর্থাৎ প্রণব জপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তত্রয় নদীতীরে উপবিষ্ট ছিলেন। হে রাজন্! সেই সময়ে একাকিনী এক হরিণী পিপাসায় কাতর হইয়া নদীসমীপে উপস্থিত হইল। সে অতীব আসক্তি-সহকারে জলপান করিতেছে, এমন সময় অদূরে লোকভয়ঙ্কর সিংহগর্জ্জন উত্থিত হইল।

স্বভাব-ব্যাকুলা মৃগবধূ সেই নাদ শ্রবণ করিয়া চকিত-নেত্রে নিরাক্ষণ করিতে লাগিল। সিংহের আক্রমণভয়ে তাহার হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল; তখন সে পিপাসা-শান্তি না করিয়াই ভয়াকুলনেত্রে সহসা নদী উল্লঙ্ঘন করিল। ঐ হরিণী গর্ভিণী ছিল; উৎপতনকালে মহাভয়ে তাহার গর্ভ স্থানচ্যুত ও যোনি হইতে নির্গত হইয়া নদীপ্রবাহে নিপতিত হইল। গর্ভপাত, উলজ্ঘন ও ভয়হেতু ক্লেশে কাতরা ও যূথভ্রষ্টা হইয়া সেই কৃষ্ণসারমৃগী কোনও গিরিগুহায় পতিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল। রাজর্ষি ভরত দেখিলেন, পরিত্যক্ত শোচনীয় হরিণশিশুটী স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; তাহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বন্ধুর ন্যায় দয়ার্দ্র হইল; তিনি সেই মৃতা হরিণীর শিশুটিকে উত্তোলন করিয়া আশ্রমে আনয়ন করিলেন। 'এই হরিণশিশুটী আমার' এইরূপ অভিমান উৎপন্ন হওয়ায় তিনি তাহাকে অহরহঃ তৃণাদিদ্বারা পোষণ, ব্যাঘ্রাদি হইতে রক্ষণ, কণ্ডুয়নাদিদ্বারা প্রীণন ও চুম্বনাদিদ্বারা লালন-পালন করিতে লাগিলেন। এই আসক্তিনিবন্ধন তাঁহার স্নানাদি নিয়ম, অহিংসাদি যম ও ঈশ্বরপরি-চর্য্যা কতিপয় দিবসের মধ্যেই অনভ্যস্ত হইয়া সমস্তই একে একে উৎপন্ন হইল।

তিনি মনে করিতেন,—হায়! এই হরিণশিশুটীর অবস্থা অতি শোচনীয়, ইহা কালচক্রের ভ্রমণবেগে স্বীয় গণ হইতে ভ্রংশিত হইয়া আমারই শরণাপন্ন হইয়াছে। ইহা আমাকেই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও স্বীয় গণ বলিয়া মনে করিতেছে; ইহা অন্য কাহাকেও জানে না, কেবল আমাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। এই শিশু আমাকেই পরম আশ্রয় বলিয়া মনে করিতেছে, অতএব ইহার পোষণ, পালন, প্রীণন ও লালন করা আমার কর্ত্তব্য; ইহাকে পালন করিতে গিয়া আমার স্বার্থহানি ঘটিবে, এরূপ মনে করা অনুচিত; কারণ, আমি অবগত আছি যে, শরণা-গতকে উপেক্ষা করিলে অপরাধ হইয়া থাকে। যাঁহারা সাধু, উপশমশীল ও দীনজনের বন্ধু, তাঁহারা ঈদৃশ স্থলে গুরুতর স্বার্থকেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ আসক্তিনিবন্ধন রাজার হৃদয় উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান ও ভোজ-নাদি-ব্যাপারে মৃগশিশুর স্নেহে অনুবদ্ধ হইল। যখন তাঁহার মনে ব্যাঘ্র ও কুকুর হইতে হরিণশিশুর অনিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা উদিত হইত, তখন তিনি কুশ, কুসুম, যজ্ঞকাষ্ঠ, পত্র, ফল, মূল ও জল আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সহিত বনে প্রবেশ করিতেন। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে কখন কখন মৃগশিশুর মুগ্ধ স্বভাব দেখিয়া তাঁহার মন তাহার প্রতি আসক্তি ও প্রণয়ভরে বিগলিত হইত; তখন তিনি তাহার অবস্থায় কাতরতা বোধ করিয়া তাহাকে স্কন্ধে বহন করিতেন, কখন বা ক্রোড়ে ও বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া লালন করিতে করিতে অতিশয় প্রীতি লাভ করিতেন। কখন কখন ভগবৎ-পরিচর্য্যা সমাপ্ত না হইতেই মধ্যে মধ্যে উত্থিত হইয়া যখন হরিণবালককে দেখিতে পাইতেন, তখন তাঁহার মন প্রকৃতিস্থ হইত; তিনি তাহাকে 'বৎস! তোমার সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। একদা তিনি নষ্টধন কৃপণের ন্যায় অতীব উদ্বিগ্নমনা হইয়া নিরতিশয় উৎকণ্ঠাহেতু হরিণশিশুর বিরহে বিহ্বল ও সন্তপ্তহৃদয়ে সকরুণভাবে তাহার জন্য শোক করিতে লাগিলেন; এইরূপে তিনি অত্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আহা, কি দুঃখের বিষয়! আমি অনার্য্য ও মন্দভাগ্য, আমার মন শঠ ও কিরাতের ন্যায় ক্রুর; মৃতা হরিণীর সেই দীনদশাপন্ন শিশুটী আমার মন্দ ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে যেমন সুজন ব্যক্তি নিজের চিত্ত বিশুদ্ধ বলিয়া বন্ধুর অপরাধ গণনা করে না, সেইরূপ মৃগশিশুটীও কি

স্বীয় হৃদয়ের সরলতা-নিবন্ধন আমার অপরাধ বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার আমাতে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া ফিরিয়া আসিবে? আর কি আমি, এই আশ্রমের উপবনে সে দেবকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে তৃণাদি ভক্ষণ করিতেছে, দেখিতে পাইব? ব্যাঘ্র, কুক্কুর যূথচারী শূকরাদি অথবা অন্য কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে নাই ত? যাঁহার উদয়ে জগতে মঙ্গলের উদয় হইয়া থাকে, দেবস্বরূপ সেই ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলে গমন করিতেছেন, কিন্তু তথাপি আমার সেই মৃগবধূর ন্যস্ত বস্তুটী আসিতেছে না। আমার সেই রাজকুমার হরিণবালক আর কি ভাগ্যহীন আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বিবিধ রুচির দর্শনীয় মৃগশিশুযোগ্য ক্রীড়া দ্বারা আমার খেদ অপনোদন করিয়া আমাকে সুখী করিবে? কখন কখন আমি ছল করিয়া যেন সমাধিস্থ হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিতাম, তখন সে প্রণয়কোপে চকিতভাবে আমার সমীপে আসিয়া জলবিন্দুর ন্যায় কোমল শৃঙ্গাগ্রদ্বারা আমার গাত্র ঘর্ষণ করিত; কখন কখন সে হবির্যুক্ত কুশ দন্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া দূষিত করিলে আমি তিরস্কার করিতাম, তাহাতে সে ভয়ে তৎক্ষণাৎ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া ঋষিকুমারের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকিত।

নৃপতি এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া আশ্রমের বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! এই সেই কৃষ্ণসার মৃগশিশুটির ক্ষুদ্রতর সুন্দর কল্যাণকর কোমল পদচিহ্ন সকল পৃথিবীর গাত্রে শোভা পাইতেছে। পৃথিবী কি তপস্যা করিয়া এই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে? হরিণশিশুটী আমার সর্ব্বস্ব, আমি তাহার বিরহে বিধুর হইয়া শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই যে হরিণশিশুর পদপংক্তি দৃষ্ট হইতেছে, বোধ হয়, পৃথিবী এতদ্দ্বারা আমাকে মৃগশিশুর অন্বেষণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আহা! পৃথিবী এই পদচিহ্নসমূহে সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃতা হইয়া আপনাকে স্বর্গ ও মোক্ষকামী দ্বিজগণের যজ্ঞভূমি-রূপে পরিণত করিতেছে; কারণ, শাস্ত্রে উক্ত আছে, যে দেশে কৃষ্ণসারমৃগ বিচরণ করিয়া থাকে, তাহা ধর্ম্মকার্য্যের প্রকৃষ্ট স্থান। এই যে উদিত ভগবান্ চন্দ্রের ক্রোড়ে একটী মৃগ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কি সেই মাতৃহীন মৃগবালক? দীনজন-বৎসল ভগবান্ শশধর কি হরিণশিশুটীকে স্বীয় আশ্রম হইতে পরিভ্রষ্ট দেখিয়া দয়া করিয়া ইঁহাকে সিংহভয় হইতে রক্ষা করিতেছেন? এক্ষণে পুত্রবিরহ-জ্বর দাবাগ্নি হইয়া শিখাসমূহদ্বারা আহার হৃদয়রূপ স্থলপদ্মকে সন্তপ্ত করিতেছে; আমার চিত্ত মৃগতনয়ের অনুগত হইয়াছে। আমার এই দশা দেখিয়া, বোধ হয়, সুধাকর তাঁহার শীতল শান্ত অনুরাগভরে পুনঃ পুনঃ বিগলিত স্বকীয় বদনসলিলরূপ সুধাময় কিরণসমূহ-দ্বারা আমার শান্তিবিধান করিতেছেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—এইরূপে সেই যোগী তাপস রাজর্ষি ভরতের হৃদয় অসম্ভব মনোরথে আকুল হইল, তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মই যেন মৃগশিশুর আকার ধারণ করিয়া তাঁহাকে যোগারম্ভ ও ভগবদারাধনা-রূপ কার্য্য হইতে ভ্রংশিত করিল; অন্যথা, যিনি মুক্তির সাক্ষাৎ প্রতিকূল বলিয়া দুস্ত্যজ হইলেও স্বীয় ঔরস-পুত্রদিগকে পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কি হেতু ভিন্নজাতীয় একটী হরিণবালকে আসক্ত হইবেন? এইরূপে রাজর্ষি ভরতের যোগারম্ভ বিঘ্নদ্বারা নিহত হইল; তিনি মৃগশিশুর পোষণ, পালন, প্রীণন ও পালনক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া আত্মচিন্তা বিস্মৃত হইলেন। এমন সময় একদা দুরতিক্রম তীব্রবেগে কাল অর্থাৎ মৃত্যুসময়, যেমন সর্প মূষিকবিলে উপস্থিত হয়, সেইরূপ তাঁহার সম্মুখীন হইল। তখনও তিনি মনে করিতে লাগিলেন, তাঁহার পুত্র মৃগশিশু তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার জন্য শোক

করিতেছে; এইরূপে তাঁহার মন কেবল মৃগে অভিনিবেশিত হওয়ায় তিনি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া ইতর কর্ম্মীদিগের ন্যায় মৃগশরীর প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনুষ্যদেহ নষ্ট হইলেও পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। তিনি পূর্ব্বে ভগবদারাধনা করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তাহার প্রভাবে মৃগ হইবার কারণ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্তহৃদয়ে মনে মনে বলিলেন, হায়! হায়! আমি আত্মবান্ ব্যক্তিগণের মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। আমি সমস্ত সঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্জ্জন পুণ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ধীরতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; আমার সমস্ত সময় সর্ব্বভূতের আত্মা ভগবান্ বাসুদেবের শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন, আরাধন ও স্মরণাভিনিবেশে ব্যয়িত হইত; এইরূপে আমি যে মনকে বাসুদেবে সমাবেশিত ও সর্ব্বতোভাবে সমাহিত করিয়াছিলাম, আমার নির্বুদ্ধিতাহেতু তাহা মৃগশাবকে আসক্ত হইয়া দূরে পলায়ন করিল। এইরূপে মনের নির্ব্বেদ মনেই গোপন করিয়া স্বীয় জননী মৃগীকে পরিত্যাগ করিয়া কালঞ্জরপর্ব্বত হইতে পুনর্ব্বার উপশমশীল মুনিগণের প্রিয় শালবৃক্ষ-পরিশোভিত ভগবৎক্ষেত্রে পুলস্ত্য-পুলহের আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় বিমুক্তিকালের প্রতীক্ষা করিয়া অন্য মৃগসঙ্গ সভয়ে পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকী শুষ্কপত্র, তৃণ ও লতা-ভক্ষণদ্বারা প্রাণধারণ করিয়া, স্বীয় মৃগত্বের হেতুভূত অপরাধের কবে অবসান হইবে, এইরূপে দিন গণনা করিতে লাগিলেন; অনন্তর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অঙ্গের অর্দ্ধভাগ তীর্থ-সলিলে মগ্ন রাখিয়া মৃগশরীর ত্যাগ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! আঙ্গিরসগোত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি শম, দম, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, কর্ম্মবিদ্যা, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান ও ধর্ম্মাচরণজনিত আনন্দ, এই সকল গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার নয়টী পুত্র জন্মে, তাঁহারা বিদ্যা, শীল, আচার, রূপ, ও ঔদার্য্যগুণে পিতার সদৃশ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পত্নীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে; ঐ পুত্রটীই পরমভাগবত রাজর্ষিপ্রবর ভরত; তিনি মৃগশরীর পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে বিপ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই; এই নিমিত্ত স্বজনসঙ্গ হইতে পাছে পুনর্ব্বার যোগভ্রংশ ঘটে, এই আশঙ্কাহেতু তিনি লোকের নিকট আপনাকে উন্মত্ত, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় দেখাইতেন এবং যাহার শ্রবণ, স্মরণ ও গুণ-কথনদ্বারা কর্ম্মবন্ধের বিনাশ হয়, ভগবানের সেই চরণারবিন্দ-যুগল হৃদয়ে বিশেষরূপে ধারণ করিয়া থাকিতেন। জড় ব্যক্তির গৃহস্থধর্ম্মে অধিকার নাই, এই নিমিত্ত বিপ্র পুত্রস্নেহের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কার যথাবিধি সম্পাদন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে পুত্রকে উপনীত করিয়া পুত্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে শৌচ ও আচমনাদি কর্ম্মনিয়ম সকল শিক্ষা দিলেন; কারণ, তিনি মনে করিতেন, পুত্রের পিতার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভরত পিতাকে শিক্ষাদানে আগ্রহাতিশয়

হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সমক্ষেই সমস্ত নিয়মের যেন ব্যতিক্রম করিতেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের উপনয়ন-সংস্কারের পর আগামী শ্রাবণ মাস হইতে বেদ অধ্যয়ন করাইবেন, এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া প্রথমতঃ ব্যাহৃতি ও প্রণবপূর্ব্বিকা ত্রিপদা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু চৈত্রাদি চারি মাস অধ্যয়ন করাইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে ধারণ করাইতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে বিপ্র নিজপ্রাণ-স্বরূপ পুত্রের প্রতি অনুরাগ আসক্তচিত্ত হইয়া তাহার অনিচ্ছাসত্বেও পুত্রের শিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য, এই দুরাগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া শৌচ, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, গুরুশুশ্রূষা ও হোম প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর নিখিল কর্ত্তব্য উপদেশ দিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না; তিনি যখন এইরূপে গৃহে আসক্ত আছেন, তখন কাল নির্দ্দিষ্টগতিতে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে কবলিত করিল। অনন্তর তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী স্বীয় গর্ভজাত পুত্র ও কন্যাকে সপত্নীহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক সহমৃতা হইয়া পতিলোকে গমন করিলেন।

পিতা পরলোকে গমন করিলে ভরতের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে জড়বুদ্ধি মনে করিয়া শিক্ষাদানের আগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হইলেন; কারণ, তাঁহারা কেবল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে তৎপর ছিলেন, কিন্তু আত্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহারা তাঁহার প্রভাব অবগত ছিলেন না। পশুপ্রায় ইতর লোক সকল তাঁহাকে উন্মত্ত জড় বধির অথবা মূক বলিলে তিনি তদনুরূপ শব্দ করিতেন এবং তাহারা তাঁহাকে যে কার্য্য করিতে বলিত, তিনি তাহাই করিতেন। তাহারা তাঁহাকে এইরূপে কার্য্য করাইয়া কখন কখন কিছু আহার করিতে দিত, কখনও বা তিনি কর্ম্ম করিয়া কিছু বেতনস্বরূপ পাইতেন, কখন বা যাচ্ঞা করিতেন এবং কখন বা ভক্ষ্যদ্রব্য যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইত। এইরূপে তিনি যাহা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অন্ন পাইতেন, তাহা প্রাণধারণের উপযোগী অল্পপরিমাণে ভোজন করিতেন মাত্র,—ইন্দ্রিয়প্রীতির দিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না; কারণ, যিনি নিত্যই কারণ-রহিত, স্বয়ংসিদ্ধ, কেবল চিদানন্দরূপ আত্মা, তাঁহাকে তিনি স্বীয় স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সম্মান ও অবমানাদি হইতে যে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিত না; যেহেতু তিনি দেহাভিমানে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার অঙ্গ পুষ্ট ও অবয়ব সকল কঠিন ছিল, এই নিমিত্ত তিনি শীত, উষ্ণ, বায়ু বা বৃষ্টিতে বৃষের ন্যায় অনাবৃত দেহে বিচরণ করিতেন। তিনি ভূমিতে শয়ন করিতেন, স্নান বা গাত্রমার্জ্জন করিতেন না; এই নিমিত্ত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিব্যাপ্ত হওয়ায় মহামণির ন্যায় তাঁহার ব্রহ্মতেজঃ অভিব্যক্ত হইত না। অতি-মলিন কুৎসিত বস্ত্রখণ্ডে তাঁহার কটিদেশ আবৃত থাকিত; অজ্ঞ লোকসকল তাঁহার মহিমা না জানিয়া তাঁহাকে সামান্য ব্রাহ্মণ বা পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া অবমাননা করিত, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। যখন ভ্রাতারা দেখিল, জড়ভরত আহারলাভের নিমিত্ত অপরের কর্ম্ম করিয়া দেয়, তখন তাহারা তাঁহাকে আহারের প্রলোভন দেখাইয়া ধান্যক্ষেত্রের কর্দ্দমাদি-বিলোড়ন-কার্য্যে নিযুক্ত করিল, তিনি আপত্তি না করিয়া তাহাও করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ক্ষেত্রের কোন্ স্থানে কর্দ্দম নিক্ষেপ করিলে উহা সমতল হইবে এবং কোন্ স্থান হইতে কর্দ্দম উত্তোলন করিলে ক্ষেত্র বিষম হইবে, এই সকল ন্যূনাধিক-বিষয়ে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে তণ্ডুলকণ, তিলকিট্ট, তুষ, কীটদষ্ট মাষ অথবা স্থালীলগ্ন দগ্ধান্ন যাহা কিছু দিত, তিনি তাহাই অমৃতজ্ঞানে আহার করিতেন।

অনন্তর একদা এক শূদ্রদলপতি চৌররাজ অপত্য কামনা করিয়া ভদ্রকালীর নিকট একটী নরবলি দিতে

প্রবৃত্ত হইয়াছিল; চৌরাজ যে মনুষ্যটীকে বলি দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল, সে দৈবাৎ বন্ধন মুক্ত হইয়া পলায়ন করায় তাহার অনুচরগণ তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। রজনী তমসাবৃতা, তাহারা নিশীথ-সময়ে বহু অন্বেষণ করিয়াও পলায়িত মনুষ্যটীকে ধরিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, এমন সময় দৈবযোগে আঙ্গিরসবিপ্রের পুত্র জড়ভরত ধান্যক্ষেত্রকে মৃগ ও বরাহাদি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন; তাহারা অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইল। অনন্তর তাহারা তাঁহাকে সুলক্ষণ দেখিয়া প্রভুর বলিদানের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিল এবং হর্ষোৎফুল্ল-মুখে চণ্ডিকাগৃহে আনয়ন করিল। অনন্তর চৌরগণ তাঁহাকে তাহাদিগের নিয়মানুসারে স্নান করাইয়া ও নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া ভূষণ, চন্দন, মালা ও তিলকাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিল। অনন্তর তাঁহাকে ভোজন করাইয়া তাহাদিগের বলিদানের প্রথানুসারে দেবীর সমীপে ধূপ, দীপ, মাল্য, লাজ, কিশলয়, অঙ্কুর ও ফল উপহার প্রদান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গীত, স্তুতি এবং মৃদঙ্গ ও পণব বাদ্য করিতে লাগিল; অবশেষে নরপশুকে অধোমুখ করিয়া ভদ্রকালীর সম্মুখে উপ-বেশন করাইল। অনন্তর বৃষলরাজের চৌর-পুরোহিত নরপশুর শোণিতাসবে দেবী ভদ্রকালীর অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত ভদ্রকালীমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত অতি করাল নিশিত অসি গ্রহণ করিল। দেবী দেখিলেন, ঐ সকল শূদ্রের চিত্ত রজঃ ও তমোভাবে আচ্ছন্ন এবং ধনমদ-চাঞ্চল্যে উচ্ছৃঙ্খল; তাহারা ভগবানের অংশস্বরূপ ধীর ব্রাহ্মণকুলকে তুচ্ছ করিয়া এবং হিংসাচার অবলম্বনপূর্ব্বক যথেচ্ছ কুপথে বিচরণ করিয়া থাকে; এক্ষণে তাহারা, যিনি সাক্ষাৎ, ব্রহ্মতুল্য ব্রহ্মর্ষিসুত নির্ব্বৈর ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, তাঁহার বলিপ্রদানরূপ দারুণ কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইল। এই কার্য্য আপৎকালেও বিধেয় নহে। দেবীর প্রতিমা অতি দুর্ব্বিসহ ব্রহ্মতেজে অতিশয় দগ্ধ হইতে লাগিল; দেবী ভদ্রকালী সহসা প্রতিমা পরি-ত্যাগ করিয়া বহির্গতা হইলেন। তিনি এই অপরাধ সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার গাত্রদাহহেতু ক্রোধের আবির্ভাব হইল; সেই ক্রোধাবেগে তাঁহার ভ্রূকুটিশাখা, কুটিল দংষ্ট্রা ও অরুণলোচণ প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগের প্রতাপে বদনকে অতি ভয়ানক করিয়া তুলিল; তিনি যেন এই জগৎকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে অতি ক্রোধে ভীষণ অট্ট-হাস্য করিতে লাগিলেন; অনন্তর সেই স্থান হইতে উৎপতিতা হইয়া সেই অসি দ্বারা পাপিষ্ঠ দুষ্ট বৃষলদিগের শিরচ্ছেদনপূর্ব্বক স্বীয় গণের সহিত ছিন্ন গলদেশ হইতে নির্গত অত্যুষ্ণ রুধিরাসব পান করিয়া অতিপানে মত্ত ও বিহ্বল হইলেন; অনন্তর ছিন্ন মুণ্ডসকল লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিতে করিতে স্বীয় পার্ষদগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গান ও নর্ত্তন করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। যাহারা মাহাত্মা সাধুদিগকে বধ করিবার উপক্রম করিয়া অপরাধে পতিত হয়, তাহারা স্বয়ং এইরূপে পূর্ণমাত্রায় অপরাধের ফল ভোগ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজন্! মহাত্মা ভরতের স্বীয় শিরশ্ছেদকালেও যে ব্যাকুলতা এবং হিংসাকারীদিগের প্রতি ক্রোধ হইল না, ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে; কারণ যাঁহারা দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়াছেন, যাঁহাদিগের আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মা ও সুহৃৎ, যাঁহারা কাহারও প্রতি বৈরভাব পোষণ করেন না, স্বয়ং ভগবান্ অবহিত হইয়া কালচক্ররূপ উৎকৃষ্ট আয়ুধদ্বারা এবং অন্তর্যামি-ত্বহেতু স্বয়ং প্রবর্ত্তক হইয়া ভদ্রকালী প্রভৃতি রূপদ্বারা যাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহারা ভগবানের অকুতোভয় পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সকল ভগবদুপাসক পরমহংসগণের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর একদা সিন্ধু-সৌবীরপতি রহূগণ ইক্ষুমতী নদী-তীর দিয়া শিবিকা-রোহণে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় শিবিকা-বাহকগণের দলপতি একজন শিবিকাবাহক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অনুসন্ধান করিতে করিতে দৈব-যোগে দ্বিজবরকে প্রাপ্ত হইল। 'এই ব্যক্তি স্থূলকায় ও বলিষ্ঠ; গো অথবা গর্দ্দভের ন্যায় উত্তম ভার বহন করিতে পারিবে, এই মনে করিয়া সে তাঁহাকে লইয়া পূর্ব্বে বলপূর্ব্বক সংগৃহীত বাহকদিগের শিবিকাবাহনে নিযুক্ত করিয়া দিলে মহানুভব ভরত অতিনীচ কার্য্য হইলেও শিবিকাবহনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পাছে প্রাণিহিংসা ঘটে, এই নিমিত্ত প্রথমতঃ শরপরিমিত স্থান অবলোকন করিয়া পশ্চাৎ পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; এই নিমিত্ত অন্য বাহকদিগের সহিত তাঁহার গতি একরূপ হইল না। শিবিকার গতি বিষম হইল দেখিয়া রাজা রহূগণ বাহকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—রে বাহক-গণ! পরস্পর সমান হইয়া বহন কর, এইরূপ অসমান-ভাবে বহন করিতেছিস্ কেন? অনন্তর তাহারা প্রভুর তিরস্কারবাক্য শুনিয়া দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল,—হে নরদেব! আমরা অসাবধান নহি, আমরা মহারাজের আজ্ঞানু-বর্ত্তী হইয়া উত্তমরূপেই বহন করিতেছি; কিন্তু এই লোকটী সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছে; শীঘ্র চলিতে পারিতেছে না; আমরা ইহার সহিত বহন করিতে পারিব না। রাজা রহূগণ তাহাদিগের বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন, একের সংসর্গদোষে অপরেও দোষী হইতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে; এইরূপ মনে করিয়া রাজা ঈষৎ কুপিত হইলেন, তিনি গুরুজনসেবী হইলেও সাভাবিক রজোগুণ তাঁহার চিত্তকে আবৃত করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ভরতের ব্রহ্ম-তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল, তিনি তাহা অনুভব করিতে অসমর্থ হইলেন। তিনি ভরতকে কহিলেন,—ভাই, আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে; তুমি অনেকক্ষণ একাকী দীর্ঘপথ শিবিকা বহিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ। তোমার শরীরও অতি স্থূল নয়, অবয়ব সকলও কঠিন নয়, তাহাতে আবার তোমাকে জরা আক্রমণ করিয়াছে; আরও ইঁহারা কেহই তোমার সহিত বহন করিতেছে না। এইরূপে তিনি বহু প্রকারে উপসহিত হইয়াও কিছু না বলিয়া পূর্ব্ববৎ শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন; কারণ, যে কারণদেহ অবিদ্যাকর্ত্তৃক ভূত, ইন্দ্রিয়, পাপ-পুণ্য ও অন্তঃকরণ দ্বারা রচিত হইয়াছে, সেই অবস্তু আকারবিশেষে তাঁহার 'আমি ও আমার', এই মিথ্যাভিমান ছিল না এবং তিনি ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার স্বীয় শিবিকার বিষম গতি দেখিয়া রহূগণ প্রকুপিত হইয়া বলিলেন,—আরে! তুই কি জীবন্মৃত? তুই প্রভুর অবমাননা করিয়া আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছিস্? যেমন যম জন সমূহের শাস্তি বিধান করে, সেইরূপ আমিও তোর অসাবধানতার চিকিৎসা করিতেছি; তাহা হইলে তুই পুনর্ব্বার সাবধান হইবি। এইরূপে রাজা বহু অসংবদ্ধ প্রলাপ করিলেন; তিনি ভূপতি ও পণ্ডিত, তাঁহার এইরূপ অভিমান ছিল। কিন্তু ভগবান্ ব্রাহ্মণ ভরত ব্রহ্মভূত, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ও আত্মা, ভগবানের সম্পূর্ণ প্রিয় নিকেতন ও গর্ব্বরহিত। যোগেশ্বরগণ যে জড়াদির ন্যায় আচরণ করেন, রাজা

তদ্‌বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; তিনি রজঃ ও তমো-গুণে বর্দ্ধিত অহঙ্কারে ঈদৃশ ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিলে ব্রাহ্মণ যেন হাস্য করিয়াই কহিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন্! আপনি যে বক্রোক্তিদ্বারা বলিলেন, আমার পরিশ্রম হয় নাই এবং আমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করি নাই তাহা যথার্থ, তিরস্কার নহে। শিবিকাবাহকের যে ভার তাহা যদি আমার হইত, যদি গমনকর্ত্তার কোন্ গন্তব্যস্থান থাকিত, অথবা পথ বলিয়া কোন বস্তু যথার্থ থাকিত, তাহা হইলে আপনার বাক্য তিরস্কার-বাক্য হইত; আর আপনি যে আমার শরীরকে স্থূল বলিলেন, তাহাও যথার্থ; কারণ, জ্ঞানিগণ এই ভূতরাশি দেহকেই স্থূল বলিয়া থাকেন, কিন্তু চৈতন্যে স্থূল কথা ব্যবহৃত হয় না। দেহাভিমানী হইয়া যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারই স্থূলতা, কৃশতা, দৈহিক ব্যাধি, মনোব্যথা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, ইচ্ছা, জরা, নিদ্রা, রতি, ক্রোধ, অহঙ্কারনিবন্ধন মত্ততা ও শোক হইয়া থাকে, ঐ সকল আমার নাই। হে রাজন্! যদি আমাকে দেহাভিমানী বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলেও কেবল আমি জীবন্মৃত নহি; কারণ সমস্ত বিকৃত অর্থাৎ পরিণামী বস্তুমাত্রেই উৎপত্তি ও বিনাশ-শীল দৃষ্ট হইতেছে। হে দেব! যদি ভৃত্যভাব ও স্বামিভাব স্থির বা নিরূপিত থাকিত, তাহা হইলে কেহ নিয়োগকর্ত্তা হইয়া অপরকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিত; যদি আপনি রাজ্যভ্রষ্ট হন ও আমি রাজা হই, তাহা হইলে আপনার ও আমার বর্ত্তমান সম্বন্ধ বিপরীত হইয়া যাইবে। রাজা ও ভৃত্যাদির মধ্যে যে ভেদ, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে অণুমাত্রও লক্ষিত হয় না, উহা কেবল লোকব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে; যদি তাহাই হয়, তবে কে প্রভু এবং কাহার উপরেরই বা প্রভুত্ব? হে রাজন্! যদি তথাপি আপনার প্রভু বলিয়া অভিমান থাকে, তাহা হইলে আপনার কি করিতে হইবে, বলুন। আমি উন্মত্ত ও জড়ের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ আমি ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছি; অতএব, মহারাজ! আমায় চিকিৎসা করিয়া অথবা আমাকে শিক্ষা দিয়া কি ফল হইবে? যদি আমাকে প্রমত্ত বা জড়স্বভাব বলিয়াই মনে করেন, তাহা হইলেও শিক্ষা দিয়া কোন লাভ নাই, উহা পিষ্টপেষণ হইবে।

শুকদেব কহিলেন,—উপশমশীল সেই মুনিবর রাজার বাক্য উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন; অনন্তর স্বীয় প্রারব্ধ কর্ম্ম উপভোগ-দ্বারা ক্ষয় করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ রাজার শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। কারণ, যে অবিদ্যা হইতে দেহকে আত্মা বলিয়া বোধ হয়, তাহা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল। হে পাণ্ডুবংশধর! সিন্ধুসৌবীর-পতি রহূগণের সম্যক্ শ্রদ্ধা ছিল, এই নিমিত্ত তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসায় অধিকারী ছিলেন; যাহাতে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায় এবং যাহা বহু যোগগ্রন্থে উপদিষ্ট আছে, তিনি ব্রাহ্মণের ঈদৃশবাক্য শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং ব্রাহ্মণের পাদমূলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্বীয় অপরাধ ক্ষমা করাইবার নিমিত্ত রাজাহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—কে আপনি নিগূঢ়বেশে বিচরণ করিতেছেন; আপনি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেছেন দত্তাত্রেয়াদির মধ্যে কোন্ অবধূত, আপনি কাহার পুত্র এবং কোথা হইতে এখানে আগমন করিলেন? যদি আপনি আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? তবে কি আপনি কপিলমুনি নহেন? আমি দেবরাজের বজ্র, ত্রিলোচনের শূল, যমের দণ্ড, অথবা অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও কুবেরের অস্ত্র হইতে তাদৃশ ভীত নহি, ব্রাহ্মণকুলের অবমাননা অপরাধ আমাকে যাদৃশ ভীত করিয়া থাকে। হে সাধো! অতএব বলুন আপনি কে; আপনি অসঙ্গ, জড়ের

ন্যায় আচরণ করিয়া স্বীয় বিজ্ঞানপ্রভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বিচরণ করিতেছেন ; আপনার মহিমা অপার ; আপনি যে সমস্ত যোগশাস্ত্রসম্মত বাক্য বলিলেন, আমার মন তাহার মর্ম্মভেদ করিতে অসমর্থ। যিনি যোগেশ্বর, আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণের প্রবর, যিনি জ্ঞান-শক্তিতে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ হরি, সেই শ্রীকপিলদেব আমার গুরু ; এই সংসারে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, ইহা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট গমন করিতেছি। আপনি কি তাই লোকদিগের অবস্থা নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত নিগূঢ় বেশে বিচরণ করিতেছেন ? আমি গৃহে আবদ্ধ, অন্ধবুদ্ধি, যোগেশ্বরদিগের তত্ত্ব কিরূপে বুঝিতে পারিব ? আপনি বলিলেন, আপনার শ্রম নাই, কিন্তু আমি যুদ্ধাদি কর্ম্ম হইতে শ্রব অনুভব করি ; এতদ্দ্বারা আমি অনুমান করি যে, ভারবহনাদিদ্বারা গমনকর্ত্তা আপনারও শ্রম অনুভূত হইবে। এই ব্যবহারমার্গ অর্থাৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহা আপনার মত ; আমি ইহা সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি ; কারণ সত্য ঘটেই জল আনয়ন করা যাইতে পারে, মিথ্যা ঘটে জলানয়নক্রিয়া অসম্ভব। দেখিতে পাওয়া যায়, রন্ধনস্থালীতে তাপ লাগিলে স্থালীর অন্তর্গত জল উত্তপ্ত হয়, সেই তাপ প্রথমতঃ তণ্ডুলের বহির্ভাগকে উত্তপ্ত করে, পরে তণ্ডুলের অন্তর্ভাগের পাক হইয়া থাকে ; ইহার মধ্যে কিছুই মিথ্যা দেখিতেছি না ; সেইরূপ গ্রীষ্মকালে দেহে তাপ লাগিলে ইন্দ্রিয়সকল উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে প্রাণ ও তৎপরে মন তাপ প্রাপ্ত হইয়া থকে, অনন্তর আত্মা সন্তাপ প্রাপ্ত হয়। এইরূপেই দেহাদির সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন আত্মার সংসার হইয়া থাকে। অতএব আপনি যে বলিলেন, স্থূলতাদি দেহের ধর্ম্ম, উহা বাস্তবিক আপনাতে নাই, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? স্বামি ভৃত্যভাব যদিও পরিবর্ত্তনশীল, তথাপি যিনি যখন রাজা, তখন তিনি প্রজাগণের শাসনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা ; যদিও শিক্ষাদ্বারা জড়স্বভাব ব্যক্তির স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না, তথাপি রাজা তাহাকে শিক্ষাদান করিলে তাহা নিষ্ফল হয় না, কারণ রাজা ঈশ্বরের কিঙ্কর, ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই তাহার ক্রিয়ার সাফল্য হইয়া থাকে। তিনি যে স্বীয় ধর্ম্ম অর্থাৎ রাজধর্ম্ম পালন করেন, তদ্দ্বারাই অচ্যুতের আরাধনা করা হইয়া থাকে ; এইরূপে তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, যেহেতু আপনার সিদ্ধান্ত আমার নিকট বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব 'আমি নরদেব' এইরূপ অভিমাননিবন্ধন মত্ততা আমাকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে ; এই নিমিত্তই আমি আপনার ন্যায় মহাজনের অবজ্ঞা করিয়াছি। আপনি দীনজনের সুহৃৎ, আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করুন, যাহাতে আমি সাধুর অবমাননা-রূপ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। সত্য বটে, এই অবজ্ঞা হইতে আপনার কোন বিকার জন্মে নাই, কারণ আপনি বিশ্ব-সুহৃৎ, সকলের প্রতি স্নেহ করিয়া থাকেন এবং স্বীয় দেহে অভিমান নাই বলিয়া আপনার সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ; তথাপি মহাজনের অবমাননা হইতে শূলপাণিও সদ্যঃ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমার ন্যায় ব্যক্তির যে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী তাহাতে সন্দেহ কি ?

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন্! আপনি অবিদ্বান্ হইয়াও বিদ্বজ্জনের ন্যায় বাক্য কহিতেছেন, অতএব আপনাকে জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতে পারা যায় না; কারণ, আপনি যে স্বামি ভৃত্যাদি লৌকিক ব্যবহারকে সত্য বলিতেছেন, জ্ঞানিগণের তত্ত্ববিচারে উহা তাদৃশ প্রতিপন্ন হয় না। সেইরূপ কর্ম্মকাণ্ড বেদে যে সকল ব্যাপার উপদিষ্ট আছে, তাহা গৃহস্থের যজ্ঞানুষ্ঠানের বিস্তার-ভিন্ন কিছুই নহে; ঐ সকল কাম্য কর্ম্ম হইতে যে স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন হয়, তাহাও মিথ্যা; তবে নিষ্কাম কর্ম্মের ফল সত্য হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব কর্ম্মকাণ্ড বেদ যে বিষয় অবলম্বন করিয়া সমধিক বর্ণনা করিয়াছে, তাহাতে হিংসা ও রাগাদিশূন্য তত্ত্বকথা প্রায়ই প্রকাশিত হয় নাই। যে ব্যক্তি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাকেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়; অতএব কর্ম্ম মিথ্যা নহে, এরূপ বলিতে পারা যায় না। কর্ম্মিগণের যে সুখ উহা বৈষয়িক ও নশ্বর; স্বপ্নকালে যে ভোগ হইয়া থাকে, উহা অল্পকালস্থায়ী; স্বপ্নও স্বভাবতঃ বিনাশী ও মিথ্যা। যিনি বৈষয়িক সুখকে স্বপ্নের ন্যায় মনে করিয়া উহা পরিত্যাজ্য বলিয়া বিবেচনা না করেন, বেদান্তবাক্য সকল যথাযথ তত্ত্বপ্রকাশে অতি সমর্থ হইলেও তাঁহার নিকট তত্ত্বপ্রকাশে একান্ত অসমর্থ হয়। মন যতদিন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত থাকে, ততদিন উহা স্বচ্ছন্দে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা মনুষ্যকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আচরণ করায়। ঐ মনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বাসনা নিহিত আছে, উহা আত্মার উপাধি ও বিষয়গ্রস্ত; গুণসকল ঐ মনকে ইতস্ততঃ চালিত করিয়া থাকে এবং কামাদি পরিণামও উহাতেই প্রকাশ হইয়া থাকে। ষোড়শ বিকার অর্থাৎ পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন, ইহাদিগের মধ্যে মনই প্রধান; উহাই দেবতির্য্যগাদি পৃথক্ পৃথক্ নাম ও তৎ তৎ রূপ ধারণ-পূর্ব্বক ঐ সকল দেহদ্বারা উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। সুখ, দুঃখ ও দুর্নিবার মোহরূপ ফল যাহা কালক্রমে উপস্থিত হয়, তাহাকে ঐ মনই সর্ব্বতোভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকে। মায়া ঐ মনকে আত্মার উপাধি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, এই নিমিত্ত উহা আত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে অর্থাৎ উহা জড় হইয়াও আপনাকে চেতন বলিয়া মনে করিতেছে; সুতরাং মন জড় হইয়াও যে সংসার-চক্রে নানাবিধ ছল প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সুখ-দুঃখাদি ফল উৎপাদন করে, তাহা অসম্ভব নহে। মনোনিবন্ধন এই সংসার প্রকাশমান হইয়া সর্ব্বদা ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবের সমীপে জাগ্রৎ ও স্বপ্নস্বরূপে দৃশ্য হইয়া থাকে; অতএব জ্ঞানিগণ মনকেই নিকৃষ্ট সংসার ও উৎকৃষ্ট মোক্ষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; যেহেতু গুণের প্রতি অভিমানী হইলে জীব সংসারী ও অভিমানরহিত হইলে মুক্ত হইয়া থাকে। যখন মন গুণের প্রতি অনুরক্ত হয়, তখন উহা মনুষ্যের সংসার-দুঃখের কারণ হয় এবং যখন গুণের প্রতি আসক্তিরহিত হয়, তখন মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। যেমন প্রদীপ যখন ঘৃতযুক্ত বর্ত্তিকে দগ্ধ করিতে থাকে, তখন ধূমযুক্ত শিখা উৎপাদন করে, কিন্তু ঘৃত নিঃশেষ হইলে স্বীয় মহাভূতরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ মন গুণ ও কর্ম্মে অনুবদ্ধ হইলে নানাবিধ সংসারবৃত্তি ধারণ করে, কিন্তু গুণ ও কর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিলে তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে।

হে রাজন্! মনের একাদশ বৃত্তি,—পঞ্চ ক্রিয়াকারা, পঞ্চ জ্ঞানাকারা ও এক অভিমানাকারা, গন্ধাদি পঞ্চ, মলোৎসর্গাদি পঞ্চ ও দেহ, এই একাদশটী ইহাদিগের বিষয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। গন্ধ-রূপ, স্পর্শ, রস ও শব্দ ইহারা নাসিকাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়; মলোৎসর্গ, সম্ভোগ, গমন, কথন ও গ্রহণাদি ইহারা পায়ু প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং দেহ অভিমানের বিষয়। গন্ধাদি যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়ে জ্ঞেয় বলিয়া বিষয়, অথবা মলোৎসর্গাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া বিষয়, দেহ অভিমানের সেরূপ বিষয় নহে; কিন্তু 'এই দেহ আমার ভোগ করিবার আয়তন' এই রূপে স্বীকৃত হয় বলিয়া উহা অভিমানের বিষয়। এই অভিমান দ্বিবিধ, 'আমার ও আমি'; যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা দেহকে 'আমার' বলিয়া থাকেন, কিন্তু মূঢ়গণ দেহকে 'আমি' বলিয়া থাকে; এই নিমিত্ত দেহকে পূর্ব্বোক্ত দশটী বিষয়ের সহিত গণনা করিলে উহা একাদশ বা দ্বাদশ বিষয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এই যে দ্বাদশ বিষয় দেহ, ইহা শয্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; ইহাকেই 'আমি' বলিয়া এই পুরে শয়ন করেন, বলিয়া জীব পুরুষসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মনের পূর্ব্বোক্ত একাদশ বিকার প্রথমতঃ শত, পরে সহস্র ও তৎপরে কোটি হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপ হইবার কতিপয়, কারণ আছে; যথা, দ্রব্য অর্থাৎ গন্ধাদি বিষয়, স্বভাব অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত হইবার যোগ্যতা, আশয় অর্থাৎ সংস্কার, কর্ম্ম অর্থাৎ শুভাশুভ অদৃষ্ট এবং কাল অর্থাৎ গুণসকলের ক্ষোভক; ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ পরমেশ্বর অনন্তশক্তি বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি অনন্তপ্রকার হইতে পারে, সুতরাং তন্নিবন্ধন মনের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিগুলিও অনন্তপ্রকার হইতে পারে; মনের পূর্ব্বোক্ত একাদশ বৃত্তি যে অসংখ-প্রকার হয়, তাহা তাহাদিগের পরস্পরের সাহায্যে নহে অথবা স্বভাবতঃও নহে, কেবল ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি হইতে প্রকাশিত হয়; তাঁহার সত্তা হইতেই তাহারা সত্তালাভ করে, অতএব তাহারা মিথ্যা। মন জীবের উপাধি, উহা অশুদ্ধ ও কর্ত্তৃত্বাভিমানী; মায়া উহাকে রচনা করিয়াছে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে উহার বৃত্তিসকল প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রকাশ পাইতে থাকে এবং সুষুপ্তিকালে তিরোহিত হইয়া যায়; যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপে পূর্ব্বোক্ত তিন অবস্থা দর্শন করিয়া থাকেন, অতএব এই মিথ্যা প্রপঞ্চের মধ্যে তিনিই তত্ত্ব অর্থাৎ সত্য বস্তু।

হে রাজন্! ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ, জীব ও ঈশ্বর; যাঁহাকে 'ত্বং' পদের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়, তিনি জীব এবং যাঁহাকে তৎ পদের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়, তিনি ঈশ্বর। জীব কি, তাহা পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে; এক্ষণে জীবের প্রাপ্য ঈশ্বর কি, তাহা বলিতেছি। ঈশ্বর আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, এই জগতের কারণ, পূর্ণ, অপরোক্ষ ও স্বয়ংজ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ; তিনি জ্ঞানের গম্য নহেন এবং গুণ যেরূপ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, জ্ঞান সেরূপ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে না; তিনি জন্মাদিশূন্য ও ব্রহ্মাদিরও প্রভু; তিনি নারায়ণ অর্থাৎ জীবসকলের নিয়ন্তা, ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বভূত তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, এই নিমিত্ত তিনি বাসুদেব; তিনি নিজের অধীন মায়াকে অবলম্বন করিয়া আপনিই আপনাকে জীবের মধ্যে অবস্থাপিত করিয়াছেন অর্থাৎ তাহার নিয়ন্তা হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন বায়ু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ সকলের মধ্যে প্রাণরূপে নিবিষ্ট থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছে, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেব আত্মস্বরূপে এই বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে নিয়মিত করিতেছেন। হে নরেন্দ্র! দেহধারী জীব যে পর্য্যন্ত না অসঙ্গ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা এই মায়াকে

বিধূত করিয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হয় ততদিন এই সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে। আত্মার উপাধিস্বরূপ মন সংসারতাপের ক্ষেত্র, যেহেতু এই মনই শোক, মোহ, ব্যাধি, রাগ, লোভ ও বৈর এই সকলের সহিত সম্পর্ক এবং মমতা ধারণ করিয়া থাকে; জীব যতদিন না বিষয়ানুরক্ত মন সকল অনর্থের হেতু ইহা বুঝিতে পারে, ততদিন সে সংসারপথে ভ্রমণ করিতে থাকে। হে রাজন্! আপনি এই মনোরূপ শত্রুকে উপেক্ষা করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ইহা বর্দ্ধিত হইয়া অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছে; ইহা স্বয়ং মিথ্যা হইলেও আত্ম-স্বরূপকে অপহরণ করিয়াছে, অতএব আপনি সাবধান হইয়া ইহার বধসাধন করুন। মহারাজ! শ্রীগুরু-দেবই শ্রীহরি, তাঁহার চরণোপাসনাকেই অস্ত্র করিয়া এই শত্রুকে বিনাশ করুন।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

রহূগণ কহিলেন,—হে অবধূত! আপনি ঈশ্বরের ন্যায় লোকরক্ষণের নিমিত্ত দেহ ধারণ করিয়াছেন, পরমানন্দের প্রকাশহেতু দেহ আপনার নিকট তুচ্ছ হইয়াছে, আপনি পতিত ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া স্বীয় নিত্যানুভবকে নিগূঢ় করিয়াছেন; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে ব্রহ্মন্! যেমন জ্বররোগকাতর ব্যক্তির পক্ষে সুস্বাদু ঔষধ, যেমন গ্রীষ্মদগ্ধ ব্যক্তির পক্ষে শীতল সলিল, সেইরূপ যাহার বিবেকদৃষ্টিকে এই কুৎসিৎ দেহের প্রতি অভিমানরূপ সর্প দংশন করিয়াছে, ঈদৃশ আমার পক্ষে আপনার এই বচনামৃত ঔষধস্বরূপ হইয়াছে। অতএব আপনাকে আমার সন্দেহবিষয় পশ্চাৎ জিজ্ঞাসা করিব; এক্ষণে আপনি যাহা বলিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হয়, কারণ, আপনার বাক্য অধ্যাত্মযোগে গ্রথিত, সুতরাং অনায়াসে বোধগম্য হয় না, অথচ আমার চিত্ত উহা শ্রবণ রতে কৌতূহলী হইয়াছে। হে যোগেশ্বর! এই ভারবাহনাদি ক্রিয়া ও তাহার ফল শ্রমাদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে দৃষ্ট হইতেছে ও স্বপ্নভঙ্গের ন্যায় কখনও তাহাদিগের বাধ হইতেছে না; তথাপি উহারা কেবল ব্যবহারিক মাত্র, ঐ সকল ব্যবহারিক সত্য দৃষ্টান্তাদিদ্বারা পরমার্থতত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ নহে, আপনি এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন; আমার মন আপনার এই বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন্! যাহা মৃত্তিকার বিকার, এরূপ একটা পদার্থ কোন কারণে পৃথিবীর উপরিভাগে বিচরণ করিতেছে এবং তাহাই ভারবাহক প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হইতেছে; পাষাণাদিও মৃত্তিকার বিকার, কিন্তু তাহা বিচরণ করে না, এইমাত্র প্রভেদ। পাষাণাদি জড় বলিয়া তাহাতে ভার ও শ্রম নাই, কিন্তু যাহা বিচরণ করিতেছে তাহার ভার ও শ্রম আছে, এরূপ বলিবার উপায় নাই; কারণ, যাহার শ্রম হইবে, এরূপ একটি আশ্রয় নিরূপিত হইতেছে না। পূর্ব্বে যে বিচরণশীল মৃত্তিকার বিকার ও ভারবাহকাদি নামে প্রসিদ্ধ পদার্থের কথা বলা হইল, তাহাতেও শ্রমের আশ্রয়কে পাওয়া যাইতেছে না। কারণ পৃথিবীর উপর পদদ্বয়, তদুপরি গুল্ফ, তাহার উপরিভাগে জঙ্ঘা, তদুপরি জানু, উরু, মধ্যভাগ, বক্ষস্থল, গ্রীবা, মস্তক ও স্কন্ধ

যথাক্রমে সজ্জিত রহিয়াছে; এইগুলি কতিপয় অবয়বমাত্র, কিন্তু যাহার ভার ও শ্রম হইবে, এরূপ অবয়বী কোথায়? শিবিকাতেও অবয়বী নাই, উহা কতিপয় কাষ্ঠবিকারে নির্ম্মিত, পূর্ব্বোক্ত স্কন্ধের উপরিভাগে উহা রহিয়াছে মাত্র। এই শিবিকার উপর মৃত্তিকার বিকার যে পদার্থটী রহিয়াছে, তাহা নামমাত্র সৌবীরদেশের রাজা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; আপনি এই মৃত্তিকার বিকাররূপ দেহকে 'আমি' বলিয়া মনে করিতেছেন এবং আমি সিন্ধু-দেশের রাজা এইরূপ দুষ্ট অহঙ্কারে অন্ধ হইয়াছেন 'আমি অজ্ঞ হইলেও প্রজাশাসন করা আমার রাজধর্ম্ম' আপনি যে এইরূপ বলিলেন, তাহাও আপনার আচরণের বিরুদ্ধ হইতেছে। এই যে সমধিক ক্লেশে দীনদশাপন্ন শোচনীয় লোকগুলিকে আপনি বলপূর্ব্বক ভারবহনে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইতেছে; তথাপি যে আপনি 'আমি প্রজাগণের পালক' এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছেন, এই ধৃষ্টতাহেতু জ্ঞানিগণের সভায় আপনার সমাদর হইবে না।

হে রাজন্! যদি বলেন উত্তরোত্তর অবয়বের ভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবয়বের উপর পড়িবে, তাহাও বলিতে পারেন না; কারণ, ঐ সকল অবয়বের স্বরূপও নিরূপিত হইতেছে না। যে সকল অবয়ব উক্ত হইয়াছে, উহাদিগের পৃথিবী হইতে উৎপত্তি ও পৃথিবীতে লয় হইয়া থাকে, ইহা আমরা চিরদিন দেখিতেছি; চরাচর পদার্থের এই গতি, উহারা এক একটী নামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র; আমাদিগকে যাহা কিছু ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহার মূল ঐ মিথ্যা নাম ভিন্ন আর কিছুই নহে; যদি যথার্থ কোন ক্রিয়াদ্বারা অন্য মূল অনুমান করিতে পারেন, প্রদর্শন করুন। ক্ষিতি হইতে বিকারসমূহ উৎপন্ন হয় বলিয়া যে ক্ষিতি সত্য, তাহা নহে; কারণ, ক্ষিতি—ইহা একটি শব্দ মাত্র, উহার বাচ্য পদার্থকে পাওয়া যাইতেছে না। ঐ ক্ষিতি সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহে লীন হইয়া থাকে; অতএব পরমাণু-ভিন্ন ক্ষিতি বলিয়া অন্য কোন পদার্থ নাই। এই পরমাণু মিথ্যা পরমাণু না থাকিলে ক্ষিতি উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা মনে করিয়া বাদিগণ পরমাণু কল্পনা করিয়া তাহাদিগের সমষ্টিতে পৃথিবী, এইরূপ উপপাদন করিয়াছেন। যদি বলেন, অবয়বী না থাকিলেও পরমাণুর সমষ্টিকেই সত্য বলিব, তাহাও বলিতে পারেন না; কারণ এই প্রপঞ্চ ভগবানের মায়ায় প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব ইহা অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পিত। এইরূপে হ্রস্ব দীর্ঘ, অণু বৃহৎ, কারণ-কার্য্য, চেতন-অচেতন, দ্রব্য, স্বভাব, সংস্কার, কাল ও অদৃষ্ট যাহা কিছু দ্বৈতরূপে বুদ্ধিদ্বারা প্রতীত হইতেছে, তৎসমুদায়ই মিথ্যা নাম-দ্বারা উপলক্ষিত মায়াই রচনা করিয়াছে জানিবেন। এক্ষণে সত্য কি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জ্ঞানই সত্য; ইহা ব্যবহারিক সত্য নহে, পরমার্থ সত্য; বৃত্তিজ্ঞান অবিদ্যা-রচিত, নানারূপ, বাহ্যা-ভ্যন্তরযুক্ত, পরিচ্ছিন্ন, বিষয়াকার ও সবিকার; কিন্তু এই জ্ঞান বিশুদ্ধ, এক, বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য, ব্রহ্ম অর্থাৎ পরিপূর্ণ, প্রত্যক্ অর্থাৎ নির্ব্বিষয় ও নির্ব্বিকার; এই জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণবান্ বলিয়া ভগবান্ এই নামে অভিহিত, জ্ঞানিগণ এই জ্ঞানকেই বাসুদেব কহিয়া থাকেন! হে মহারাজ রহূগণ! তপস্যা, বৈদিক কর্ম্ম, অন্নাদিবিতরণ, পরোপকার, বেদাভ্যাস এবং বরুণ, অগ্নি ও সূর্য্যাদির উপাসনাদ্বারা এই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না; মহাজনের পদরজে আপনাকে অভিষিক্ত করা ব্যতীত অর্থাৎ মহৎসেবা-ব্যতিরেকে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার অন্য উপায় নাই। যে সাধু মহাজনগণ উত্তমশোকের গুণানুবাদ করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের

নিকট গ্রাম্য কথা উত্থিত হইতে পারে না, মমুক্ষু ব্যক্তি তাঁহাদিগের নিকট ভগবানের গুণানুবাদ অনুদিন শ্রবণ করিতে করিতে বাসুদেবে শুদ্ধা মতি লাভ করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! আমি পূর্ব্বে ভরতনামে রাজা ছিলাম; যাহা কিছু ঐহিক ও পারলৌকিক সঙ্গ, তৎসমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি ভগবানের আরাধনা করিতে করিতে একটী মৃগের সহিত আসক্তিবশতঃ স্বীয় লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মৃগ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। হে বীর! আমি কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছিলাম, তাহার প্রভাবে মৃগদেহেও আমার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই; এক্ষণে জনসঙ্গ হইতে পাছে পুনর্ব্বার অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় আমি অসঙ্গ ও অপ্রকট হইয়া বিচরণ করিতেছি; অতএব মনুষ্য, এই পৃথিবীতে অসঙ্গ মহাজনের সঙ্গ হইতে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানরূপ অসি-দ্বারা মোহকে ছিন্ন করিয়া ও শ্রীহরির লীলাকথন ও তৎশ্রবণদ্বারা স্মৃতি লাভ করিয়া সংসারমার্গের পারে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইবেন।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—অবিদ্যা জীবসমূহকে এই দুস্তর পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে; সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস কর্ম্মকে তাহার স্ব স্ব কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছে; যেমন বণিক্‌সমূহ অর্থ উপার্জ্জন করিবার অভিলাষে গমন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ জীবসমূহও সুখের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে ভবারণ্যমধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু সুখ প্রাপ্ত হয় না। হে নরদেব! এই ভবাটবীর অভ্যন্তরে ছয়জন দস্যু বাস করে, তাহারা কুনায়ককর্ত্তৃক চালিত বণিক্‌গণের ধন বলপূর্ব্বক অপহরণ করে; যেমন ব্যাঘ্র মেষকে হরণ করে, সেইরূপ এই বনে শৃগালসকল অসাবধান পথিককে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। এই বনে প্রভূত লতা, তৃণ ও গুল্ম আছে, এই নিমিত্ত উহাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য; যে ব্যক্তি এই অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করে, সে তীব্র দংশ ও মশক-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয়; কখন কখন গন্ধর্ব্বপুর দর্শন করে, কখন বা বেগবান উল্মুকাকার পিশাচ তাহার দৃষ্টি-গোচর হয়। হে রাজন্! ঐ ব্যক্তি বাসস্থান, জল, ও ধনের সংগ্রহে বুদ্ধি নিবেশিত করিয়া বনমধ্যে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে; কখন কখন বাত্যাকর্ত্তৃক উত্থাপিত ধূলারাশিতে দিক্‌সকল সমাচ্ছন্ন হইলে অন্ধদৃষ্টি হইয়া সে কিছুই দেখিতে পায় না। কখন কখন অদৃশ্যঝিল্লীরব কর্ণে শূলের ন্যায় বোধ হইতে থাকে, কখন বা উলূকের চীৎকারে অন্তরাত্মা ব্যথিত হয়; কখন কখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া যে সকল বৃক্ষের ছায়াস্পর্শেও পাপের সঞ্চার হয়, তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে, কখন বা মরীচিকায় জলভ্রম করিয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে; কখন কখন জলশূন্য নদীগর্ভে পতিত হইয়া তাহার গাত্র ভগ্ন হয়, অথচ জলপ্রাপ্ত হয় না; কখন বা অন্নাভাবে পরস্পরের নিকট অন্ন সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে। এইরূপে কখন কখন দাবাগ্নিতাপে সন্তপ্ত হইয়া বিষাদ প্রাপ্ত হয় এবং কখন বা যক্ষগণকর্ত্তৃক ধন অপহৃত হইলে অতীব নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়।

হে রাজন্! কখন কখন বলবান্ শত্রু ঐ ব্যক্তির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়, তখন তাহার চিত্ত বিষন্ন হয়, —সে শোক করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; কখন বা গন্ধর্ব্বপুরে প্রবিষ্ট হইয়া সুখী ব্যক্তির ন্যায় মুহূর্ত্তকাল আনন্দে অতিবাহিত করে। কখন কখন পর্ব্বতে আরোহণেচ্ছু ঐ পথিকের চরণ গমনকালে কণ্টক ও কঙ্করে বিদ্ধ হয়, তখন সে বিমনা হইয়া অবস্থান করিতে থাকে; কখন বা পরিজনাদি অরণ্যের অভ্যন্তরস্থ বহ্নিতে পদে পদে প্রপীড়িত হইয়া ঐ ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন কখন লোক ঐ বিপিনমধ্যে পরিত্যক্ত শবের ন্যায় পড়িয়া থাকে, অজগর সর্প যে তাহাকে গিলিয়া ফেলিয়াছে, সে তাহা অণুমাত্র জানিতে পারে না; কখন বা হিংস্র প্রাণীর দংশনে জ্ঞান হারাইয়া অন্ধকার ময় অন্ধকূপে পতিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে। যদি কখন সে ক্ষুদ্ররসের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তত্রত্য মক্ষিকাসকলের তাড়নে ব্যথিত হয়; যদি বা অতি ক্লেশে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র রস লাভ করে তাহা হইলেও উহা অপর ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অপহরণ করে এবং তাহার নিকট হইতে অন্য কোন ব্যক্তি হরণ করিয়া লয়। কখন কখন ঐ ব্যক্তি শীত, গ্রীষ্ম বায়ু ও বর্ষার প্রতিকার করিতে অসমর্থ হয়, কখন বা পরস্পরের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহার করিয়া ধনবঞ্চনাহেতু বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। কখন কখন ঐ ব্যক্তির ধনক্ষয় হইলে সে শয্যা, আসন, গৃহ ও যানাদি-বিরহিত হইয়া পড়ে; যখন যাচ্ঞা করিয়াও অপরের নিকট অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত না হয়, তখন পরকীয় বস্তুতে অভিলাষহেতু সে অবমানিত হইয়া থাকে। এই অরণ্যে যাহারা বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে একজন অপরের ধনে আসক্তিহেতু পরস্পরের শত্রুতাচরণ করে, কিন্তু তথাপি বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করে; এইরূপে এই বনপথে ভ্রমণ করিতে করিতে বহু শ্রম, ধনক্ষয় ও অন্যান্য উপসর্গহেতু মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। হে বীর! যাহারা এই ভবারণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা মৃতদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন লোকের সহিত মিলিত হইয়া গমন করিতেছে; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অতি-সমর্থ ব্যক্তিও যে স্থান হইতে গমন করিয়াছিল, সে স্থানে অদ্যাপি পুনরাবর্ত্তন করিতে পারে নাই এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে এই পথের পরপার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে উপায়ও অবলম্বন করে নাই। যাঁহারা বীর, দিগ্‌গজেন্দ্রদিগকেও নিঃশেষরূপে জয় করিয়া-ছেন, তাঁহারাও এই ভূমি আমার বলিয়া ভূমির নিমিত্ত শত্রুতাচরণ করিয়া সমরশায়ী হইয়া থাকেন; কিন্তু নির্বৈর সন্ন্যাসী যে পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা তথায় গমন করিতে পারেন না।

হে রাজন্! এই ভবারণ্যে কোথাও কোন ব্যক্তি লতার শাখা অবলম্বন করিয়া তাহাতেই আসক্ত হয় এবং তদাশ্রিত কলভাষী বিহঙ্গগণে মমতা স্থাপন করে; কখন কখন কালচক্র হইতে ভয়ে ভীত হইয়া বক, কঙ্ক ও গৃধ্রগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। ঐ পক্ষিগণের নিকট প্রতারিত হইয়া ঐ ব্যক্তি হংসকুলে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহাদিগের আচরণ মনোনীত না হওয়ায় বানরগণের আশ্রয় গ্রহণ করে; তথায় তাহাদিগের আচরণে তাহার ইন্দ্রিয়সকল পরিতৃপ্ত হয়, এইরূপে পরস্পরের মুখ অবলোকন করিয়া মরণকাল বিস্মৃত হইয়া যায়। অনন্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বিহার করিতে করিতে পুত্র ও কলত্রের প্রতি বাৎসল্য পোষণ করে; রমণেচ্ছা তাহাকে এরূপ অভিভূত করে যে, সে দীনদশায় পতিত হয়; এইরূপে বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া উহা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না। কখন বা অসাবধানহেতু গিরিকন্দরে পতিত হইয়া তত্রত্য গজের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া লতা অবলম্বন করিয়া

অবস্থান করিতে থাকে; অনন্তর কোন প্রকারে ঐ আপদ্ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্বীয় দলে প্রবিষ্ট হয়। হে রাজন্! অবিদ্যাকর্ত্তৃক এই পথে নিয়োজিত হইয়া কোন ব্যক্তি ভ্রমণ হইতে বিরত হইয়া অদ্যাপি উহার পার কোথায়, নির্ণয় করিতে পারিতেছে না। হে মহারাজ রহূগণ! আপনিও এই মার্গে নিয়োজিত হইয়াছেন; অতএব আপনি বিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস করুন ও সর্ব্বভূতে মিত্রতা স্থাপন করুন; এইরূপে হরিসেবাদ্বারা নিশিত জ্ঞানরূপ অসি ধারণপূর্ব্বক এই পথের পরপার গমন করুন।

রাজা কহিলেন,—আহা! এই মর্ত্তলোকে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করা অতীব সৌভাগ্যের বিষয়। ইহা অখিল জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; স্বর্গে দেবাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া লাভ কি? তথায় মর্ত্তলোকের ন্যায় সাধুসমাগম ঘটে না; যাহাদিগের আত্মা হৃষিকেশের যশোদ্বারা শোধিত হইয়াছে, ঈদৃশ মহাজনগণের সমাগম মর্ত্তলোকে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু স্বর্গাদি-লোকে বিরল। ঈদৃশ সাধুগণের চরণারবিন্দের রেণু-দ্বারা পাপরাশি বিনষ্ট হয়, তখন অধোক্ষজে নির্ম্মলা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, ইহা বিচিত্র নহে; যেহেতু এই মুহূর্ত্তকাল সাধুসঙ্গ হইতে দুস্তর্কদ্বারা বদ্ধমূল আমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইল; ব্রহ্মবিদ্গণ কীদৃশ বেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করেন, তাহা বোধ-গম্য হয় না, এই নিমিত্ত আমি ক্ষুদ্র শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া বালকযুবক প্রভৃতি নিখিল মহাত্মাগণকে নমস্কার করি; যে ব্রাহ্মণগণ অবধূতবেশে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে যেন রাজগণ আশীর্ব্বাদ লাভ করেন, এই প্রার্থনা।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে উত্তরানন্দন! এই-রূপে সিন্ধুপতি রহূগণ অবমাননা করিলেও সেই মহাপ্রভাব ব্রহ্মর্ষিসুত পরম করুণাকর বলিয়া তাহা গণনা করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। নৃপতি রহূগণ অতিদৈন্যের সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে তিনি ধরণীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন; ইন্দ্রিয়ের তরঙ্গসকল তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রশান্ত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তিনি নিস্তরঙ্গ পূর্ণার্ণবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। সৌবীরপতিও মহাত্মা ব্রাহ্মণ হইতে পরমতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই দেহাত্মজ্ঞান পরিত্যাগ করিলেন; অনাদিকাল হইতে অবিদ্যা দেহে যে আত্মজ্ঞান আরোপিত করিয়া দিয়াছিল, তাহা তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হইল! হে রাজন্! যিনি শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই ভক্তের সেবকের প্রভাব দর্শন করুন।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে মহাভাগবত! আপনি সর্ব্বজ্ঞ; আপনি যে বণিক্‌দলের রূপকে জীবলোকের অতি অদ্ভুত সংসারমার্গ বর্ণনা করিলেন, তাহার বিষয়গুলি বিবেকীগণ বুদ্ধিবলে কল্পনা করিয়া ধারণা করিতে পারেন, কিন্তু উহা অজ্ঞ সাধারণ লোকের অনায়াসে বোধগম্য নহে; অতএব এই দুরধিগম বিষয় তদনুরূপ অর্থব্যাখ্যাদ্বারা নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে মহারাজ! মায়া সর্ব্ব-নিয়ন্তা ভগবান বিষ্ণুর বশবর্ত্তিনী; এই মায়া জীবলোককে অতিদুর্গম পথের ন্যায় দুর্গম সংসারপথে পাতিত করিয়াছে। ষড়িন্দ্রিয়বর্গ এই কার্য্যের সহায় হইয়াছে, যেহেতু তাহারাই দেহধারণ ও দেহত্যাগ-রূপ অনাদি সংসার অনুভব করিবার দ্বার-স্বরূপ। বিবিধাকার দেহ শুভ, অশুভ ও মিশ্র কর্ম্ম হইতে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ ঐ কর্ম্ম সকলকে পূর্ব্বোক্ত আকারে বিভক্ত করিয়া দেয়; দেহাত্মমানী জীবগণ এইরূপে সংসারমার্গে পতিত হয়। যেমন বণিক্‌দল অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই জীবলোক শ্মশানের ন্যায় অমঙ্গলনিলয় এই ভবাটবীতে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব দেহ-দ্বারা কৃত কর্ম্মের ফল অনুভব করিতে থাকে; কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে কখন তাহা বিফল হয়, কখন বা বহুবিধ বিঘ্নে প্রতিহত হইতে থাকে। হে রাজন! শ্রীহরিই গুরু, ভক্তগণ তাঁহার চরণারবিন্দের মধুকর, তাঁহারা যে মার্গে বিচরণ করেন, তাহা ভক্তিমার্গ; এই ভক্তিমার্গই সংসারতাপের উপশম করিতে সমর্থ, কিন্তু জীবগণ অদ্যাপি এই ভক্তিমার্গ প্রাপ্ত হইতেছে না। এই যে ছয় ইন্দ্রিয়, ইহারা এই সংসারকাননে দস্যুবৎ আচরণ করিতেছে; সাক্ষাৎ পরমপুরুষের আরাধনা-রূপ যে ধর্ম্ম, তাহাই পরলোকে কল্যাণপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; যেমন দস্যুগণ পুরুষের বহুকষ্টে উপার্জ্জিত এবং ধর্ম্মসাধনের উপযোগী ধন অপহরণ করে, সেইরূপ উক্ত ইন্দ্রিয়গণ পূর্ব্বোক্ত ভগবৎসেবার উপযোগী বৈরাগ্যাদি যাহা কিছু ধন সঞ্চিত থাকে, তৎসমুদায় অপহরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন্দবুদ্ধিকর্ত্তৃক চালিত হয় ও যাহার মন বশীভূত হয় নাই, জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন ও আঘ্রাণ এবং অন্তঃকরণ সকল ও নিশ্চয়-দ্বারা গৃহে গ্রাম্য উপভোগে আসক্ত করিয়া ঐ ব্যক্তির সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ করে। আত্মীয়-স্বজন বশীভূত না থাকিলে এবং চালক দুষ্ট হইলে যেমন বণিক্-দলের ধন চৌরসকল অপহরণ করে, ঐ ব্যক্তির দশাও তাদৃশী হইয়া থাকে। হে মহারাজ! এই ভবারণ্যে যে ব্যাঘ্র ও শৃগালের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পুত্রকলত্রাদি ঐ ব্যাঘ্র ও শৃগাল; তাহাদিগের আচরণ ব্যাঘ্র ও শৃগালের আচরণ হইতে ভিন্ন নহে। গৃহস্থ ব্যক্তি অতিলুব্ধ ও ব্যয়কুণ্ঠ হইলেও উহারা 'তুমি আমার পিতা, তুমি আমার স্বামী, আমরা অবশ্য তোমার প্রতিপাল্য, ইত্যাদি বলিয়া মেষের ন্যায় অতি সুরক্ষিত ধনও তাহার নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়া লয়; সে তাহা বুঝিতে পারিয়াও কোন প্রতীকার করিতে পারে না। এই গৃহাশ্রম শস্যক্ষেত্রের ন্যায়; যেমন প্রতিবৎসর কর্ষণ করিলেও শস্যক্ষেত্রে যে সকল বীজ দগ্ধ হয় নাই, তাহারা পুনর্ব্বার বীজ-বপনানন্তর শস্যোৎপত্তিকালে গুল্ম, তৃণ ও লতারূপে উৎপন্ন হইয়া শস্যক্ষেত্রকে সমাচ্ছন্ন করে, সেইরূপ এই গৃহাশ্রমে কখনও কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না, কারণ, ইহা নানাবিধ মনোরথের পাত্রস্বরূপ; যেমন কর্পূর ব্যয়িত হইলেও পাত্রে তাহার পরিমল নষ্ট হয় না, সেইরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পর নষ্ট হইলেও তাহার বাসনার ক্ষয় হয় না! মনুষ্য এই গৃহে রত হইয়া দংশ-মশকাদির ন্যায় নীচ মনুষ্যগণ-কর্ত্তৃক এবং শলভ, পক্ষী, তস্কর ও মুষিকাদি-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া বিত্তহীন হইয়া পড়ে, কিন্তু তথাপি এই প্রবৃত্তিমার্গে ভ্রমণ

করিতে করিতে তাহার মন অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মে অনুরক্ত হয়; তখন তাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া যায়; যে নরলোক গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মিথ্যা, সে তাহাকে সত্য বলিয়া মনে করিতে থাকে; কখন বা পান, ভোজন, মৈথুনাদি অমঙ্গল বিষয়ে লব্ধ হইয়া মৃগতৃষ্ণা-জলতুল্য বিষয় সকলের প্রতি ধাবিত হয়।

হে রাজন্! এই সুবর্ণ অশেষ দোষের নিদান, ইহা অগ্নির বিষ্ঠাতুল্য; সুবর্ণের ন্যায় রজোগুণের বর্ণও লোহিত; জীবে মতি কখন কখন রজোগুণ-বিষয়িণী হওয়ায় সে ঐ সুবর্ণকে লাভ করিবার জন্য অভিলাষী হয়; এই সুবর্ণই উল্মুক-পিশাচ বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অরণ্যে কখন কখন উল্মুক-পিশাচ ধাবিত হইলে তাহাকে জাজ্বল্যমান অগ্নির ন্যায় দেখায়; অজ্ঞ অরণ্যচারী মনুষ্য তাহাকে অগ্নি মনে করিয়া অগ্নিলাভের আশায় তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়, কিন্তু তাহাকে প্রাপ্ত হয় না। যদি কখন প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পিশাচের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারায়; ঐ সুবর্ণকামী ব্যক্তিরও তাদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। অনন্তর সে কখন কখন গৃহ, পানীয় ও ধনাদি নানা উপজীব্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া এই সংসাররূপ কাননে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। কখন বা বাত্যার সদৃশী প্রমদার অঙ্কে আরোপিত হইয়া মোহহেতু তৎকালে অন্ধকারচ্ছন্ন হয়, ধূলিদ্বারা অন্ধ পুরুষের ন্যায় রজোগুণে তাহার মতি অন্ধীভূত হয়, দিগ্‌দেবতাগণ যে তাহার দুষ্কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, সে তাহা জানিতে পারে না। এই বিষয় সকল মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা ও বিফল, ইহা একবার অবগত হইয়াও দেহে অভিনিবেশ-হেতু তাহার সে স্মৃতি অপগত হয়; তখন সে পুনর্ব্বার সেই সকল বিষয়েরই প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। যেমন উলূক ও ঝিল্লীর রবে কর্ণমূল ও হৃদয় ব্যথিত হয়, সেইরূপ কখন কখন রিপুগণের ও রাজার অতি কঠোর ও ভীষণ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভৎর্সনাবাক্যে সংসারী জীবের কর্ণ ও হৃদয় অতীব ব্যথিত হইয়া থাকে। যখন তাহার পূর্ব্বসুকৃতের ফলে যাহা কিছু সুখভোগ করা অদৃষ্টে ছিল, তাহার ক্ষয় হইয়া যায়, তখন মনুষ্য বিষতিন্দুকাদি পাপজনক বৃক্ষ, তাদৃশী লতা ও বিষকূপের ন্যায় যাহাদিগের জীবন নিরর্থক অর্থাৎ যাহাদিগের ধনদ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না, তাদৃশ লোকসকলের নিকট ধন যাচ্ঞা করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের শরণাপন্ন হয়; ঐরূপ যাচকের জীবন-ধারণ মৃত্যুতুল্য, সন্দেহ নাই। কখন কখন সংসারী মানব অসৎসঙ্গে পতিত হইয়া প্রতারিত হয়; যেমন কেহ জলশূন্য নদীগর্ভে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক স্ফুটিত হয় ও তৎপরেও বেদনা অনুভূত হয়, সেইরূপ সে পাষণ্ড পথে পড়িয়া ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ অনুভব করে। কখন কখন এরূপ ঘটে যে, মনুষ্য স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিতে গিয়া অপরকে পীড়া প্রদান করে, কিন্তু তথাপি অন্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না; তখন ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হইয়া স্বীয় পিতা বা পুত্রের একটী কুশাদি তৃণও যদি অপরের অধিকারে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহাকে উৎপীড়ন করে, এমন কি পিতা বা পুত্রকেও বাধাপ্রদান করিতে বিমুখ হয় না! কখন কখন গৃহ তাহার পক্ষে দাবাগ্নিতুল্য হয়, তথায় প্রিয়বস্তুর বিরহনিবন্ধন শোকাগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে; এইরূপে দহ্যমান হইয়াও ভবিষ্যতেও গৃহে দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত নির্ব্বেদ অর্থাৎ বিষাদ প্রাপ্ত হয়। কোন সময়ে অসন্তোষের কার্য্য করিলে রাজা প্রতিকূল হইয়া রাক্ষসের ন্যায় মনুষ্যের প্রাণের তুল্য প্রিয়তম ধন অপহরণ করিলে সে জীবন্মৃত হইয়া যায়, তাহার হর্ষপ্রভৃতি জীবনের লক্ষণ তিরোহিত হয়। কখন কখন মনুষ্য মনোরথ অর্থাৎ চিন্তাহেতু

মৃত পিতা ও পিতামহাদিকে স্বপ্নে দর্শন করে এবং তাঁহারা জীবিত আছেন মনে করিয়া ক্ষণকাল সুখ অনুভব করে। কখন কখন গৃহী ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে অশ্বমেধযজ্ঞাদি কোন বৃহৎ কর্ম্মরূপ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া নানাবিধ লৌকিক বিঘ্নে প্রতিহত হইয়া বিষণ্ণ-চিত্ত হয়, তখন কণ্টক ও কঙ্কর-ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে প্রয়াসী ব্যক্তির ন্যায় সে অবসন্ন হইয়া পরে। কখন বা দুঃসহ জঠরাগ্নির জ্বালায় তাহার ধৈর্য্যলোপ ঘটে; তখন সে স্বীয় পরিজন বর্গের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে তাহাকে নিদ্রারূপ অজগর গ্রাস করে, তখন সে শূন্য অরণ্যে পরিত্যক্ত শবের ন্যায় ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া কিছুই জানিতে পারে না। কখন কখন হিংস্রস্বভাব দুর্জ্জন ব্যক্তি সকল তাহার গর্ব্বরূপ দন্ত ভগ্ন করিয়া দেয়, তখন সে নিদ্রা যাইবার অবকাশও প্রাপ্ত হয় না; হৃদয় ব্যথিত হয় এবং ক্রমশঃ জ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে; এইরূপে সে অন্ধব্যক্তির অন্ধকূপে পতনের ন্যায় মহামোহে পতিত হয়। কোন কোন সময়ে মনুষ্য তুচ্ছ কামসুখ অন্বেষণ করিতে করিতে পরদার অথবা পরদ্রব্য আত্মসাৎ করিতে গিয়া গৃহস্বামী অথবা নৃপতি-কর্ত্তৃক নিহত হয়, তখন তাহার অপার নরকে পতন হয়।

এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন, যে, এই প্রবৃত্তিমার্গে কি ঐহিক কি পারত্রিক, উভয়বিধ কর্ম্মই সংসারের জন্মক্ষেত্র; উহা অনুষ্ঠিত হইবামাত্রই সংসার উৎপন্ন করে। যদি পূর্ব্বোক্ত পরদারাপহারী অথবা পরদ্রব্যাপহারী ব্যক্তি অর্থাদি ব্যয় করিয়া গৃহস্বামী বা রাজার বন্ধন ও প্রহারাদি হইতে মুক্ত হইয়া সেই ভ্রষ্টা পরস্ত্রীকে ভোগ করিতে অভিলাষ করে, অমনি দেবদত্ত তাহাকে অপহরণ করিয়া ভোগ করিতে সচেষ্ট হয়, কিন্তু বিষ্ণুমিত্র আবার তাহার নিকট হইতে লইয়া পলায়ন করে; এইরূপে কেহই ইচ্ছানুরূপ ভোগ করিতে পায় না। কখন বা সংসারী মনুষ্য শীত ও বায়ু প্রভৃতি অনেক আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখাবস্থায় পতিত হইয়া তাহার প্রতীকারে অসামর্থ্যহেতু দুরন্ত চিন্তায় বিষণ্ণ-চিত্তে কালযাপন করে। মনুষ্য কখন কখন পরস্পর বাণিজ্য করিতে গিয়া যদি একজন অপরের এক কাকিণিকা অর্থাৎ বিংশতি কপর্দ্দক মাত্র অথবা তদপেক্ষাও অল্পধন অপহরণ করে, তাহা হইলে এই ধনবঞ্চনা-হেতু বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। এই প্রবৃত্তিমার্গে পূর্ব্বোক্ত ধনকষ্টাদি উপসর্গব্যতীত সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ অর্থাৎ অসাবধানতা, উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য্য, ঈর্য্যা, অবমান, ক্ষুধা, পিপাসা, মানসিক পীড়া, শারীরিক ব্যাধি, জন্ম, জরা ও মরণাদি বিদ্যমান আছে। কখন কখন দেবমায়ারূপিণী ললনার ভুজলতায় আলিঙ্গিত হইয়া মনুষ্যের বিবেকজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ঐ কামিনীর বিহারগৃহ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত তার হৃদয় আকুল হয় এবং বনিতার ও তাহার অঙ্কস্থিত সুত ও দুহিতার বাক্য অবলোকন ও অঙ্গভঙ্গী তাহার চিত্তকে অপহরণ করিয়া লয়; এইরূপে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আপনাকে অপার অন্ধতমসে নিক্ষেপ করে। কখন বা তাহার চিত্ত সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ বিষ্ণুর কালচক্রদর্শনে ভীত হয়; এই চক্র পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিপরার্দ্ধপর্য্যন্ত বিস্তৃত; ইহা বেগে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুদ্র তৃণস্তম্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাদি ভূতগণের বাল্যাদিক্রমে আয়ুঃ হরণ করিয়া থাকে; তাহারা ইহার কোন প্রতীকার করিতে সমর্থ হয় না। ইহা অবাধে গমন করিতে থাকে; ইহার ভয়ে ভীত হইয়া মনুষ্য কখন কখন কঙ্ক, গৃধ্র, বক ও কাকের ন্যায় বঞ্চক, কুবুদ্ধি ও ক্রুর পাষণ্ড দেবতাসকলকে উপাস্য বলিয়া স্বীকার করে কিন্তু এই কালচক্র, যাঁহার স্বকীয় অস্ত্র, সেই নিয়ন্তা সাক্ষাৎ

ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকেই অনাদর করে। ঐ সকল দেবতা শিষ্টাচাররহিত; তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন মূলপ্রমাণ নাই, কেবল কল্পিত পাষণ্ডশাস্ত্র তাহাদিগকে সমর্থন করে।

ঐ পাষণ্ডিগণ আত্মবঞ্চিত, কারণ, তাহারা স্বকল্পিত কুপথে গমন করিয়াছে; যে ব্যক্তি উহাদিগের অনুসরণ করে, সে অত্যধিক প্রতারিত হয়। তখন সে ব্রাহ্মণকুল আশ্রয় করে; ব্রাহ্মণ উপনয়নাদি বেদোক্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির এই সকল ব্রাহ্মণাচারে রুচি হয় না, তখন সে শূদ্রকুলের অনুসরণ করে; চিত্তশুদ্ধির অভাবে শূদ্রগণ বেদোক্ত আচারে অধিকারী হয় না, বানর-জাতির ন্যায় নারীসঙ্গ ও স্বজনবর্গের ভরণ তাহাদিগের একমাত্র কার্য্য। এইরূপ শূদ্রসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া অবাধে স্বেচ্ছাচার করিতে করিতে ঐ ব্যক্তির বুদ্ধি শোচনীয় হইয়া যায়; সে পত্নীর মুখ ও পত্নী তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ হয়। এইরূপে সে গ্রাম্যকর্ম্মে এরূপ নিমগ্ন হয় যে, মরণকালের কথা সর্ব্বতোভাবে বিস্মৃত হইয়া যায়। যেমন বানর বৃক্ষসকলে বিহার করিয়া সুত ও স্ত্রীর প্রতি প্রেম-স্থাপনপূর্ব্বক স্ত্রীকে মহান্ আনন্দ অনুভব করে; সেইরূপ ঐ ব্যক্তিও ঐহিক কামনার বস্তু গৃহাশ্রমে বিহার করিয়া পুত্রকলত্রের প্রেমে আবদ্ধ হয় এবং স্ত্রীসঙ্গে গাঢ় আনন্দ অনুভব করে। এইরূপে প্রবৃত্তিমার্গে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে করিতে কখন গিরিকন্দরের ন্যায় অন্ধকারে অর্থাৎ রোগাদি বিপদে পতিত হইয়া মৃত্যুরূপ গজভয়ে ভীত হইয়া থাকে। কখন কখন শীতবাতপ্রভৃতি নানাবিধ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়; সে সেই সকল দুঃখের প্রতীকারে অসমর্থ হইয়া দুরন্ত বিষয়চিন্তায় বিষণ্ণ হইয়া কাল অতিবাহিত করে। যদি কখন অন্যের সহিত ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহারে লিপ্ত হয়, তাহাতেও অপরকে বঞ্চনা করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ করিতে গিয়া পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদন করে। কখন কখন এরূপ নির্ধন হয় যে, শয্যাসনাদি ভোগ্য বস্তুর অভাব হয়; তখন ধর্ম্মতঃ ঐ সকল বস্তু লাভ করিতে না পারিয়া অপরের নিকট হইতে অপহরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। এইরূপে যাহার বস্তু অপহরণ করে, তাহার হস্তে অবমাননাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মনুষ্য বাণিজ্য করিতে গিয়া পরস্পরের ধন অপ-হরণ করিবার চেষ্টা করে; তাহাতে উত্তরোত্তর শত্রুতা বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু তথাপি পূর্ব্বকর্ম্মবশে পরস্পরের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করে, পরে তাহা পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই সংসারপথে নানা ক্লেশ ও বিদ্বেষাদি উপসর্গ আছে, তাহারা মনুষ্যকে বাধা প্রদান করে; যখন কোথাও কোন মনুষ্য আপদ্‌গ্রস্ত বা বিনষ্ট হয়, তখন অপরে তাহাকে তথায় পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা অভিনব, তাহাদিগকে গ্রহণ করে এবং তাহাদিগের জন্য কখন শোক, কখন মোহ, কখন ভয় কখন ক্রন্দন করে; কখন কখন তাহাদিগের বিবাহে অতিহৃষ্ট হইয়া সঙ্গীতাদির আয়োজন করে; এইরূপে সে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই সংসারী জীবসকল সাধুসঙ্গের অভাবে অদ্যাপি সংসারপথ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না; যে পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া জীবসমূহ সংসারপথে পতিত হইয়াছে, জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই পরমেশ্বর হইতেই এই পথের পার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রে যে যোগবিধি উপদিষ্ট আছে, সংসারী জীব তাহা অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না; যে সকল মুনি প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ও সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই সংসারপথের পার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল রাজর্ষি

দিগ্‌গজদিগকেও জয় করিয়াছেন ও নিয়ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ইহার পার প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা কেবল রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন; যে পৃথিবীকে আমার বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, সেই পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং মৃত্যুর কবলে উপসংহৃত হইয়াছেন। এই সংসারে নানাবিধ আপদ্ ও নরক আছে; যদি মনুষ্য তাহা হইতে কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করে, তখন প্রাচীন কর্ম্মরূপী লতাকে অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার এই সংসারপথে পতিত হয় ও জীবসমূহের অনুগামী হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিয়াছে, তাহাকেও কর্ম্মবশে মনুষ্যলোকের অনুবর্ত্তী হইতে হয়।

হে মহারাজ! মহাত্মা ভরতের চরিত্র এই কয়েকটী শ্লোকে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; যথা, যেমন মক্ষিকা গরুড়ের মার্গ অনুসরণ করিতে পারে না, সেইরূপ অন্য কোন নৃপতি মনে মনেও ঋষভপুত্র রাজর্ষি মহাত্মা ভারতের চরিত্র অনুবর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে। মহাত্মা ভরত উত্তমশ্লোক ভগবানে প্রেমভাব স্থাপন করিয়া যৌবনেই মনোজ্ঞ, সুতরাং দুস্ত্যজ পুত্র, কলত্র, সুহৃৎ ও রাজ্যকে বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। মহারাজ ভরত যে দুস্ত্যজ ক্ষিতি, সুত, স্বজন, অর্থ ও কলত্রকে বাঞ্ছা করেন নাই এবং যে রাজ্যশ্রী সুরেন্দ্রগণেরও বাঞ্ছিত, সেই রাজ্যশ্রীও তাঁহার সদয় দৃষ্টিপাত ভিক্ষা করিলেও তিনি যে তাহাতে আসক্তি বন্ধন করেন নাই, তাহা তাঁহার মহৎ চরিত্রের অনুরূপ কার্য্য, সন্দেহ নাই; যাঁহাদিগের চিত্ত মধুসূদনের সেবায় অনুরক্ত, তাদৃশ মহাজনগণের নিকট মোক্ষও অতি তুচ্ছ হইয়া যায়। 'যিনি যজ্ঞরূপ, যজ্ঞাদিফলদাতা, ধর্ম্মানুষ্ঠাতা, অষ্টাঙ্গযোগস্বরূপ; জ্ঞান যাঁহার প্রধান ফলস্বরূপ, যিনি মায়ায় ও সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা, সেই শ্রীহরিকে নমস্কার করি,' যে মহারাজ ভরত মৃগদেহ-পরিত্যাগকালেও এই স্তোত্র উচ্চৈঃস্বরে সম্যক্ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার চরিত্রের অনুবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে? ভগবদ্‌ভক্তগণ যাঁহার বিশুদ্ধ গুণ ও কর্ম্মের স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন, সেই রাজর্ষি ভরতের মঙ্গলকর, আয়ুষ্কর, ধনপ্রদ, যশস্কর এবং স্বর্গ, ও মোক্ষ-প্রদ চরিত্র যিনি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অভিনন্দন করেন, তিনি নিখিল কল্যাণ স্বতঃই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—অন্য কাহাকেও যাচ্ঞা করিতে হয় না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভরতের সুমতি নামে এক পুত্র জন্মে; তিনি ঋষভদেবের চরিত্র অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কলিকালে অনার্য্য পাষণ্ডিগণ তাঁহার সেই জীবন্মুক্তমার্গের বিষয় শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব পাপীয়সী কল্পনার বলে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া কল্পনা করিবে, কিন্তু বেদশাস্ত্রে কুত্রাপি ঐ দেবতার সম্বন্ধে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না সুমতির ঔরসে বৃদ্ধসেনার গর্ভে দেবতাজিৎ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর আসুরীর গর্ভে দেবদ্যুম্ন নামে দেবতাজিতের এক পুত্র জন্মে; ধেনুমতীর গর্ভে দেবদ্যুম্নের ঔরসে পরমেষ্ঠীর জন্ম হয় এবং পরমেষ্ঠী হইতে সুবর্চ্চলার গর্ভে প্রতীহ জন্মগ্রহণ করেন।

প্রতীহ বহুলোকের নিকট আত্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; ব্যাখ্যা করিতে করিতেই সম্যক্ শুদ্ধি লাভ করিয়া মহাপুরুষ ভগবান্‌কে অনুভব করিয়াছিলেন। প্রতীহের পত্নীও সুবর্চ্চলা নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন; তাঁহার গর্ভে প্রতিহর্ত্তা, প্রস্তোতা ও উদ্গাতা নামে যজ্ঞনিপুণ তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিহর্ত্তার ঔরসে ও স্তুতির গর্ভে অজ ও ভূমা নামে দুই পুত্র জন্মে; ভূমার পত্নী ঋষিকুল্যা উদ্গীথ নামে এক পুত্র প্রসব করেন; অনন্তর উদ্গীথের ঔরসে ও দেবকুল্যার গর্ভে প্রস্তাবের জন্ম হয়। প্রস্তাবের পত্নী বিরুৎসা, তিনি বিভুকে প্রসব করেন, রতির গর্ভে বিভুর এক পুত্র হয়, তাহার নাম পৃথুসেন; আকৃতির গর্ভে পৃথুসেনের নক্ত নামে এক পুত্র হয়; নক্তের মহিষী রতি, তাঁহার গর্ভে উদারকীর্ত্তি রাজর্ষিপ্রবর গয় জন্মগ্রহণ করেন। যিনি জগতের রক্ষার নিমিত্ত সত্ত্বমূর্ত্তি সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহাতে আত্মজ্ঞের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল, —তিনি মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি গয় প্রজাপালন, পোষণ, প্রীণন, উপলালন ও অনুশাসনরূপ স্বীয় রাজধর্ম্ম পালন করিতেন এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিতেন; তিনি এই উভয়বিধ ধর্ম্মকেই পরাবর অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মের কারণ, ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্যাপক মহাপুরুষ ভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে অর্পণ করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ ধর্ম্মই পরমার্থধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। তিনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের চরণসেবা-দ্বারা ভগবানে ভক্তিযোগ লাভ করিয়াছিলেন; পুনঃ পুনঃ এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা তাঁহার মতি সংস্কৃত হইয়া বিশুদ্ধা হইয়াছিল, দেহাদিতে অহংভাব চিত্ত হইতে বিদূরিত হইয়াছিল এবং তাদৃশ চিত্তে স্বয়ং প্রকাশমান ব্রহ্মে আত্মাকে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ আত্মজ্ঞ হইয়াও অভিমান পরিত্যাগপর্ব্বক অবনি পালন করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডুবংশধর! পুরাবিদ্‌গণ তাঁহার সম্বন্ধে এই সকল গাথা গান করিয়া থাকেন।

ভগবানের অংশব্যতীত আর কোন্ নৃপতি কর্ম্মদ্বারা গয়ের অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবেন? অন্য নৃপতি যাজ্ঞিক, সর্ব্বত্র মানাস্পদ, বহুবিৎ, ধর্ম্মরক্ষক, লক্ষ্মীপ্রাপ্ত, সজ্জনগণের সভাপতি ও সাধুসেবক হউন না কেন, তথাপি তিনি গয়ের অনুকরণে একান্ত অসমর্থ। যাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হয় না—শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি সেই সতী দক্ষকন্যাগণ নদীসলিল দ্বারা সানন্দে যাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন, যিনি নিষ্কাম হইলেও পৃথিবী যাঁহার প্রজাগণের অভিলষিত বস্তু দান করিয়াছিলেন, যাঁহার গুণগণ বৎসস্বরূপ হইয়া গোরূপা পৃথিবীর স্তন হইতে প্রজাগণের কাম্য বস্তু দোহন করিয়াছিলেন, কে তাঁহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবে? নিষ্কাম হইলেও বেদসকল যাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তু দান করিতেন, যুদ্ধে যাঁহার বাণে সম্মানিত হইয়া রাজন্যবর্গ কর উপহার দিতেন এবং ন্যায়ানুগত পালন ও দক্ষিণাদিদ্বারা সৎকৃত হইয়া বিপ্রগণ যাঁহার পরলোকে হিতের নিমিত্ত স্ব স্ব পুণ্যের ষষ্ঠভাগ দান করিতেন, কে তাঁহার সমকক্ষ হইতে সমর্থ হইবে? যাঁহার যজ্ঞে প্রচুর সোমপান করিয়া ইন্দ্র আনন্দে মত্ত হইতেন; যিনি শ্রদ্ধাদ্বারা বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ-সহকারে যজ্ঞফল ভগবানে অর্পণ করিলে যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ তাহা পূজোপহারের ন্যায় প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিতেন; যিনি যজ্ঞে প্রীত হইলে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া দেব, তির্য্যক্; মনুষ্য, লতা ও তৃণপর্য্যন্ত সদ্যঃ প্রীতি লাভ করে সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্, যে গয়ের যজ্ঞে তৃপ্ত হইলাম বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কোন্ নৃপতি তাঁহার অনুকরণে সমর্থ হইবে?

গয়ের ঔরসে গায়ন্তীর গর্ভে চিত্ররথ, সুগতি ও

অবিরোধন নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ; ঊর্ণার গর্ভে চিত্ররথের এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম সম্রাট্ ; সম্রাটের ঔরসে উৎকার গর্ভে মরীচি, মরীচির ঔরসে বিন্দুমতীর গর্ভে বিন্দুমান্ ও বিন্দুমানের ঔরসে সরঘার গর্ভে মধু জন্ম গ্রহণ করেন। মধুর ঔরসে সুমনার গর্ভে বীরব্রত, বীরব্রতের ঔরসে ভোজার গর্ভে মন্থু ও প্রমন্থু জন্মগ্রহণ করেন। মন্থুর পত্নী সত্যা ভৌবনকে, ভৌবনের পত্নী ভূষণা ত্বষ্টাকে ও ত্বষ্টার পত্নী বিরোচনা বিরজকে প্রসব করেন। বিরজের পত্নী বিষূচী, তাঁহার গর্ভে একশত পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ; পুত্রগণের মধ্যে শতজিত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এ বিষয়ে একটী গাথা আছে, যথা, প্রিয়ব্রতের বংশে শেষ রাজা বিরজ ; যেমন বিষ্ণু দেবগণের কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনিও কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া এই বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

রাজা কহিলেন,—আদিত্যের আলোকে যতদূর আলোকিত হয় এবং শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্রমা যে যে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তৎসমুদয়কে ভূমণ্ডলের বিস্তার বলিয়া আপনি বর্ণনা করিয়াছেন ; তন্মধ্যে প্রিয়ব্রতের রথচক্রের আঘাতে যে সাতটী গর্ত্ত উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা সাতটী সমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন। হে ভগবন্! ঐ সকল সমুদ্র হইতে এই ভূমণ্ডলের সপ্তদ্বীপ-বিভাগ যেরূপ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছেন ; এই সমুদায়ের পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিমাণ ও সাধারণ লক্ষণ এক্ষণে অবগত হইতে ইচ্ছা করি। এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কারণ এই যে, ভগবানের গুণময় স্থূলরূপে আবেশিত হইলে মন তাঁহার সূক্ষমত স্বরূপকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। ঐ স্বরূপ স্বপ্রকাশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ব্যাপক ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ; ঐ স্বরূপ বাসুদেব নামে আখ্যাত হইয়া থাকে ; অতএব, হে গুরো! সেই স্থূল রূপ বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়।

ঋষি কহিলেন,—হে মহারাজ! ভগবানের মায়া গুণবিভূতির মধ্যে যে সকল বিশেষ বিশেষ স্থান আছে, তৎসমুদায়ের নাম, রূপ, অন্ত, সন্নিবেশ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করে কাহার সাধ্য ? মনুষ্য যদি দেবতাগণের আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহা বাক্য ও মনের দ্বারা ধারণা করিতে সমর্থ নহে ; অতএব প্রধানতঃ ভূগোলবিশেষের নাম, রূপ, পরিমাণ ও লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেছি। এই ভূমণ্ডল একটী কমলের ন্যায়, সপ্ত দ্বীপ তাহার সপ্ত কোশ। তন্মধ্যে অভ্যন্তর কোশ এই জম্বুদ্বীপ ; ইহার বিস্তার লক্ষ যোজন, ইহার আকার পদ্মপত্রের ন্যায় সমবর্ত্তুল। এই দ্বীপে নয়টী বর্ষ আছে, উহাদিগের প্রত্যেকের বিস্তার নয় সহস্র যোজন ; আটটি সীমান্ত পর্ব্বত ঐ সকল বর্ষকে সুবিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল বর্ষের মধ্যে ইলাবৃত নামে যে বর্ষ, উহা অভ্যন্তরবর্ত্তী ; এই বর্ষের মধ্যভাগে কুলপর্ব্বতরাজ মেরু অবস্থিত, ইহা সর্ব্বোতোভাবে সুবর্ণময়, ইহার পরিমাণও জম্বুদ্বীপের পরিমাণের ন্যায় লক্ষযোজন। ইহা ভূমণ্ডলকমলের কর্ণিকাসদৃশ, ঊর্দ্ধে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন উন্নত, মূলদেশে ষোড়শ সহস্র

যোজন আয়ত ও ভূমির মধ্যে ষোড়শসহস্র যোজন অন্তঃপ্রবিষ্ট। ইলাবৃতের উত্তরে রম্যকবর্ষ, নীলপর্ব্বত তাহার সীমান্তে অবস্থিত; তদুত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ, শ্বেতপর্ব্বত ইহার সীমান্তে অবস্থিত; ইহার উত্তরে কুরুবর্ষ, শৃঙ্গবান্ ইহার সীমান্ত-পর্ব্বত; এই পর্ব্বতগুলি পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া উভয়দিকেই লবণসমুদ্রে সংলগ্ন হইয়াছে; ইহাদিগের প্রত্যেকের বিস্তার দুই সহস্র যোজন। নীলপর্ব্বতের যাহা দৈর্ঘ্য, শ্বেতপর্ব্বতের দৈর্ঘ্য তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক দশাংশে হ্রস্ব এবং শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতও শ্বেতপর্ব্বত অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক দশাংশপরিমাণে দৈর্ঘ্যে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহাদিগের উচ্চতা ও বিস্তারের কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিংপুরুষ ও ভারত এই তিনটী বর্ষ বিদ্যমান আছে; নিষধ, হেমকূট, ও হিমালয় এই তিনটী পর্ব্বত যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত তিনটী বর্ষের সীমান্তে অবস্থিত। এই তিনটী পর্ব্বতও নীলাদি পর্ব্বতের ন্যায় পূর্ব্বপশ্চিমে আয়ত, ইহারা ঊর্দ্ধে দশসহস্র যোজন উন্নত। ইলাবৃত বর্ষের পশ্চিমে কেতুমাল ও পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ; পশ্চিমে ইলাবৃত ও কেতুমালের মধ্যে মাল্যবান্ এবং পূর্ব্বে ইলাবৃত ও ভদ্রাশ্বের মধ্যে গন্ধমাদন পর্ব্বত সীমান্ত-পর্ব্বতরূপে অবস্থিত। মাল্যবান ও গন্ধমাদন প্রত্যেকে দ্বিসহস্র যোজন বিস্তৃত; এই দুই পর্ব্বত উত্তরে নীলপর্ব্বত ও দক্ষিণে নিষধ পর্য্যন্ত দীর্ঘ। মেরুর চারিদিকে চারিটী অবষ্টম্ভপর্ব্বত বা আশ্রয়-পর্ব্বত আছে; ইহাদিগের নাম মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ; ইহারা দৈর্ঘ্যে ও ঔন্নত্যে অযুত যোজন। যে দুইটী পর্ব্বত মেরুর পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অবস্থিত, তাহারা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এবং যে দুইটী পর্ব্বত উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত, তাহারা পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ। পর্ব্বোক্ত চারিটী পর্ব্বতে যথাক্রমে আম্র, জম্বু, কদম্ব ও ন্যগ্রোধ এই চারিটী মহাবৃক্ষ উক্ত সকলের ধ্বজের ন্যায় শোভা পাইতেছে; ঐ সকল বৃক্ষ একাদশশত যোজন দীর্ঘ এবং উহাদিগের শাখা-সকলও তাদৃশ উচ্চ; উহাদিগের বিস্তার শত যোজন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বোক্ত চারিটী পর্ব্বতে চারিটী হ্রদ আছে; ঐ সকল হ্রদ যথাক্রমে দুগ্ধ, মধু, ইক্ষু-রস ও শুদ্ধজলে পরিপূর্ণ; উপদেবতাগণ উহা পান করিয়া স্বভাবতঃই অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য সকল ধারণ করিয়া থাকেন। উক্ত চারিটী পর্ব্বতে চারিটী দেবোদ্যান আছে; তাহাদিগের নাম নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক ও সর্ব্বতোভদ্র। যাঁহারা সুরললনা-গণের ভূষণস্বরূপা, ঈদৃশী সুরাঙ্গনাগণের পতি যে সকল দেবশ্রেষ্ঠ, তাহারা একত্র মিলিত হইয়া এই সকল উদ্যানে বিহার করিয়া থাকেন; তৎকালে উপ-দেবতাগণ তাঁহাদিগের মহিমা গান করিতে থাকে। মন্দরপর্ব্বতের ক্রোড়ে যে একাদশ শত যোজন উন্নত দেবচুত অর্থাৎ দেবভোগ্য আম্রবৃক্ষ বিদ্যমান আছে, তাহার মস্তক হইতে পর্ব্বতশিখরের ন্যায় স্থূল অমৃতকল্প ফল সকল নিপতিত হয়; উচ্চ স্থান হইতে পতনহেতু ঐ সকল ফল ভগ্ন হইয়া যায়, তখন তাহা হইতে অতিমধুর প্রচুর অরুণবর্ণ রস নির্গত হয়; ঐ রস স্বভাবতঃ সুরভি ও অন্যবস্তুর গন্ধেও সুবাসিত; ঐ রস হইতে অরুণোদানাম্নী নদী মন্দর-গিরির শিখর হইতে নিপতিত হইয়া পূর্ব্বভাগে ইলা-বৃতবর্ষকে প্লাবিত করিতেছে। ভবানীর অনুচরী যক্ষবধূগণ এই রস পান করেন বলিয়া তাঁহাদিগের অঙ্গস্পর্শে বায়ু সুগন্ধি হইয়া চতুর্দ্দিকে দশ যোজন পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়া থাকে। এই রূপে জম্বু-ফল সকলও অত্যুচ্চ স্থান হইতে পতিত হওয়ায় ভগ্ন হইয়া যায়; ঐ সকল ফলের বীজ অতিসূক্ষ্ম, কিন্তু ফলসকলের পরিমাণ হস্তিদেহ-সদৃশ; ঐ সকল ফলের রস হইতে জম্বুনদী উৎপন্ন হইয়া মেরুমন্দর-

পর্ব্বতের শিখর হইতে অযুত যোজন নিম্নে অবনি-তলে পতিত হইয়া দক্ষিণদিকে সমগ্র ইলাবৃতকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদীর উভয়-তীরের মৃত্তিকা জম্বুরসে আর্দ্র হইয়া বায়ু ও সূর্য্যা-তাপের সম্পর্কে একপ্রকার পাক প্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণে পরিণত হইয়াছে, উহার নাম জম্বুনদ, উহা সর্ব্বদা অমরলোকের আভরণস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; দেবগণ ললনাগণের সহিত ঐ সুবর্ণনির্ম্মিত মুকুট, বলয় ও কটিসূত্রাদি আভরণ পরিধান করিয়া থাকেন। সুপার্শ্বপর্ব্বতে সঞ্জাত যে মহাকদম্ববৃক্ষের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহার কোটরসকল হইতে পঞ্চব্যামপরি-মাণ স্থূল পঞ্চ মধুধারা বিনিঃসৃত হইয়া সুপার্শ্বশিখর হইতে নিম্নে নিপতিত হইয়া পশ্চিমদিকে ইলাবৃতকে আনন্দিত করিতেছে। যাঁহারা ঐ মধুধারা পান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মুখসৌরভে চতুর্দ্দিকে শতযোজন আমোদিত হইয়া থাকে। এইরূপ কুমুদপর্ব্বতে যে বটবৃক্ষ আছে, তাহার নাম শতবল্‌শ অর্থাৎ শতস্কন্ধ; উহার স্কন্ধদেশ হইতে দুগ্ধ, দধি, মধু, ঘৃত, গুড়, অন্নাদি, বসন, শয্যা, আসন ও আভরণাদি-ময় প্রবাহে প্রবাহিত কামঘ নদসকল নিঃসৃত হইয়া কুমুদ পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে নিম্নে পতিত হইয়া উত্তরদিকে ইলাবৃতকে প্লাবিত করিতেছে। যাঁহারা ঐ সকল নদের জল পান করেন, তাঁহাদিগকে কদাপি বলী, পলিত, ক্লান্তি, স্বেদ, দৌর্গন্ধ্য, জরা, ব্যাধি, অপ-মৃত্যু, শীতোষ্ণবোধ, বৈবর্ণ ও রাগদ্বেষাদি তাপসমূহ অনুভব করিতে হয় না। তাঁহারা যাবজ্জীবন নির-তিশয় সুখে অতিবাহিত করেন। পদ্মের কর্ণিকা-তুল্য মেরুর কেশর সকলের ন্যায় কতিপয় গিরি মূলদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহাদিগের নাম কুরঙ্গ, কুরব, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিতিবাস, কপিল শঙ্খ, বৈদূর্য্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর ও নীরদ। সুমেরুর মূলদেশ হইতে চতুর্দ্দিকে এক সহস্র যোজন অন্তরে কতিপয় পর্ব্বত আছে, তাহাদিগের পরিমাণাদি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সুমেরুর পূর্ব্বদিকে জঠর ও দেবকূট নামে দুইটী এবং পশ্চিমদিকে পবন ও পারিজাত্র নামে দুইটী পর্ব্বত আছে; এই সকল পর্ব্বত উত্তর দক্ষিণে অষ্টাদশসহস্রযোজন দীর্ঘ, ইহাদিগের বিস্তার ও উচ্চতা দুইসহস্রযোজন; এইরূপ দক্ষিণে কৈলাস ও করবীর এবং উত্তরে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর নামে চারিটী পর্ব্বত বিদ্যমান আছে; ইহাদিগেরও দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে অষ্টাদশ সহস্রযোজন এবং বিস্তার ও উচ্চতা দুই সহস্রযোজন। কাঞ্চনগিরি সুমেরু এই অষ্ট পর্ব্বতে পরিবৃত হইয়া পরিধিপরিবৃত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছে। জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন, এই সুমেরুর শিরোদেশে মধ্যস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মার মনো-বতী নামে একটী সুবর্ণময়ীপুরী নির্ম্মিতা রহিয়াছে, উহার বিস্তার অযুতযোজন ও উহা সমচতুষ্কোণ-বিশিষ্টা। ঐ ব্রহ্মপুরীর চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টদিক্‌পালের অষ্টপুরী বিরাজ করি-তেছে। ঐ পুরীসকলের প্রত্যেকের পরিমাণ ব্রহ্ম-পুরীর এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ আড়াই হাজার যোজন এবং যে দিক্‌পালের যেরূপ বর্ণ, তাঁহার পুরীও সেই বর্ণবিশিষ্টা। এইরূপে পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের অমরা-বতী, অগ্নিকোণে অগ্নির তেজোবতী, দক্ষিণদিকে যমের সংযমনী, নৈঋতে নিঋ‍ তির কৃষ্ণাঙ্গনা, পশ্চিমদিকে বরুণের শ্রদ্ধাবতী, বায়ুকোণে বায়ুর গন্ধবতী, উত্তরদিকে কুবেরের মহোদয়া এবং ঈশান-কোণে ঈশানের যশোবতী নামে পুরী বিরাজ করিতেছে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—যখন ভগবান্ দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞে ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দক্ষিণ-পদদ্বারা পৃথিবী অধিকারপূর্ব্বক বামপদ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করেন, তখন তাঁহার বামপদের অঙ্গুষ্ঠনখে ব্রহ্মাণ্ডকটাহের উপরিভাগ নির্ভিন্ন হইয়াছিল; ব্রহ্মাণ্ডকটাহের বহিঃস্থিত কারণার্ণবের জলধারা সেই রন্ধ্রপথে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সহস্রযুগপরিমাণ দীর্ঘকালে ধ্রুবলোকে অবতীর্ণ হন; ভগবানের পাদপদ্মের কুঙ্কুম চরণতলের অরুণবর্ণে অরুণিত হইয়া কিঞ্জল্কের ন্যায় শোভা পাইতেছিল; ঐ জলধারা ভগবানের শ্রীচরণ প্রক্ষালন করায় ঐ কিঞ্জল্কে রঞ্জিত হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত উঁহাকে স্পর্শ করিলে অখিল জগতের পাপ ও দৈহিক মল বিদূরিত হয়, অথচ ঐ জলধারাকে মলিনতা স্পর্শ করিতে পারে না। তৎকালে উঁহার জাহ্নবী ভাগীরথী প্রভৃতি নাম হয় নাই, উনি সাক্ষাৎ ভগবৎপদী বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। যে ধ্রুবমণ্ডল পূর্ব্বে উক্ত হইল, জ্ঞানিগণ উহাকে বিষ্ণুপদ কহিয়া থাকেন; এই ধ্রুবলোকে দৃঢ়সঙ্কল্প পরমভাগবত ধ্রুব অদ্যাপিও ঐ জলধারাকে পরম আদরে স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন; কারণ, তিনি মনে করেন. ইনি আমার কুলদেবতা শ্রীহরির চরণারবিন্দের প্রক্ষালনবারি; তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণ প্রতিক্ষণ বর্দ্ধিত ভক্তিযোগে অত্যন্ত আর্দ্র হইয়া যায়, এই নিমিত্ত উৎকণ্ঠাহেতু তাঁহার নয়নযুগল বিবশ ও ঈষৎ মুদ্রিত হইয়া কুট্মলের আকার ধারণ করে এবং তাহা হইতে অমল বাষ্পকলা বিগলিত ও অঙ্গে পুলকাবলি উদ্ভিন্ন হইয়া থাকে। অনন্তর গঙ্গাদেবী সপ্তর্ষিমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে সপ্তর্ষিগণ তাঁহাকে অদ্যাপি জটাজুটে বহন করিতেছেন; যেমন মুক্তি মুমুক্ষু ব্যক্তির সন্নিহিতা হইলে তিনি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, সেইরূপ তাঁহারও গঙ্গাদেবীকে সাদরে বহন করিতেছেন; তাঁহারা গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত আছেন; ইনিই তপস্যার চরমা সিদ্ধি, এতদপেক্ষা অন্য কোন উৎকৃষ্ট সিদ্ধি নাই, তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন; কারণ, সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে অবিচ্ছিন্ন ভক্তিযোগলাভহেতু অন্যান্য পুরুষার্থ ও আত্মজ্ঞান তাঁহাদিগের নিকট তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের নিম্নদেশে আকাশপথে অনেক সহস্র কোটি দেববিমান বিরাজিত আছে কারণ, কর্ম্মিগণ প্রায়ই এই নিম্নদেশে গতিলাভ করিয়া থাকেন; অনন্তর গঙ্গাদেবী এই আকাশপথে অবতরণ করিতে করিতে ইন্দুমণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া সুমেরুর শিরোদেশস্থ ব্রহ্মপুরীতে নিপতিত হন। সেই স্থানে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিটী নাম ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অগ্রসর হইতে হইতে নদ-নদীপতি সমুদ্রেই প্রবেশ করেন; তিনি সীতা, অলকনন্দা, চক্ষুঃ ও ভদ্রা এই চারিটি নাম ধারণ করেন।

সীতা ব্রহ্মপুরী হইতে প্রথমতঃ কেশরপর্ব্বত সকলের মুখ্য শিখরসমূহে নিপতিত হয়, কারণ, তাহারাও মেরুর ন্যায় উচ্চ; অনন্তর ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে প্রস্রুত হইতে হইতে গন্ধমাদনের শিরোদেশে পতিত হইয়া ইলাবৃতবর্ষকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভদ্রাশ্ববর্ষে পতিত হন এবং তথা হইতে পূর্ব্বদিকে লবণসমুদ্রে প্রবেশ করেন। এইরূপে চক্ষুর্নাম্নী গঙ্গাদেবী মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখর হইতে নিম্নে পতিত হইয়াছেন, তদনন্তর মন্দবেগে কেতুমালবর্ষের মধ্য দিয়া পশ্চিম সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন। ভদ্রা

মেরুর শিরোদেশ হইতে উত্তরদিকে নিপতিত হইয়া পর্ব্বতশিখর সকল ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে নিম্নে পতিত হইয়াছেন এবং তথা হইতে উত্তর কুরুদেশে প্রবাহিত হইয়া উত্তরে লবণসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন। এইরূপে অলকনন্দা ব্রহ্মপুরী হইতে দক্ষিণদিকে বহু গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া অস্খলিত তীব্রতর-বেগে হেমকূটের হিমাচ্ছন্ন শৃঙ্গে পতিত হইয়া তথা হইতে ভারতবর্ষে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণদিকে লবণসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন। যাঁহারা এই অলকনন্দায় স্নানের নিমিত্ত আগমন করেন, তাঁহাদিগের পদে পদে অশ্বমেধ ও রাজসূয়াদি যজ্ঞের ফল দুর্লভ নহে। সুমেরুপর্ব্বতের দুহিতা অর্থাৎ তথা হইতে উৎপন্ন শত শত নদ ও নদী বর্ষে বর্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে; তথাপি জ্ঞানিগণ ভারতবর্ষকেই কর্ম্মক্ষেত্র কহিয়া থাকেন। যাঁহারা পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন, তাহাদিগের স্বর্গভোগের অবসানে অবশিষ্ট পুণ্যভোগ করিবার নিমিত্ত অন্যান্য অষ্টবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; এই সকল বর্ষ ধরাধামে স্বর্গ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল বর্ষে মনুষ্যগণের পরমায়ু অযুৎবর্ষ; তাঁহারা দেবতাসদৃশ, তাঁহাদিগের বল অযুত হস্তীর তুল্য ও দেহ বজ্রের ন্যায় দৃঢ়; দৈহিক বল, যৌবন ও আমোদে আমোদিত হইয়া তথায় স্ত্রী-পুরুষগণ মহাসম্ভোগে নিয়ত ব্যাপৃত থাকে; যখন পরমায়ুর আর এক বর্ষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহাদিগের সম্ভোগের অবসান হয় এবং স্ত্রীগণ গর্ভধারণ করেন; এইরূপে ত্রেতাযুগের ন্যায় তাঁহাদিগের কাল উৎকৃষ্ট সুখে অতিবাহিত হইয়া থাকে। ঐ সকল বর্ষে স্ব স্ব মুখ্য সেবকগণ মহৎ-উপচারদ্বারা দেবপতিগণের সেবা করিয়া থাকেন; তথায় দেবেন্দ্রগণের মন ও দৃষ্টি সুর-সুন্দরীগণের কামক্ষুভিত বিলাসহাস ও লীলাবলোকন-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে; তাঁহারা ঐ সুরললনাগণের সহিত আশ্রমগৃহে বর্ষপর্ব্বত-সকলের কন্দরে ও অমল জলাশয়ে জলক্রীড়াদি বিচিত্র-বিনোদে স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া থাকেন। ঐ সকল আশ্রম কাননশোভিত; কাননসমূহ বৃক্ষশ্রেণীর সমাবেশে অতীব মনোহর; বৃক্ষসকলের শাখা ও তদবলম্বিনী লতা-সমূহ কুসুম-স্তবক, ফল ও কিশলয়ে সমৃদ্ধ হইয়া ভারাবনত হইয়া থাকে; তথায় ষড়্ঋতুসুলভ কুসুমরাজি, ফল ও কিশলয় সকল নিয়ত বিরাজমান রহিয়াছে; জলাশয়-সমূহে রাজহংস, কলহংস, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, সারস ও চক্রবাকাদি বিহঙ্গগণ ও বিবিধ মধুকরগণ বিবিধ নব নব প্রফুল্ল কমলের আমোদে প্রমুদিত হইয়া কূজন ও গুঞ্জন করিতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত নব বর্ষেই মহাপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ তত্রত্য জনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত স্বীয় ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু ইলাবৃত বর্ষে একমাত্র ভগবান্ ভবই পুরুষ; ভবানীর অভি-শাপ-হেতু তথায় অপর কোন পুরুষ প্রবেশ করে না; তথায় পুরুষ প্রবেশ করিলেই স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হয়; এই বিবরণ পরে বলিব।

সেই ইলাবৃত বর্ষে যে সকল নারী বাস করেন, ভবানী তাঁহাদিগের স্বামিনী; সেই সকল অর্ব্বুদ-নারী ভগবান্ ভবের সেবা করিয়া থাকেন। ঈদৃশ ভগবান্ ভব মহাপুরুষ ভগবানের যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে চারিটী মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন; সংহার তমোগুণের কার্য্য, এই মূর্ত্তি সংহারকার্য্যের প্রবর্ত্তয়িত্রী বলিয়া ইহাকে তামসী বলা হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ এই মূর্ত্তি তুরীয়া অর্থাৎ তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের অতীতা শুদ্ধচিন্ময়ী। এই মূর্ত্তি ভগবান্ ভবের প্রকৃতি, অর্থাৎ এই মূর্ত্তি হইতে তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার ধ্যেয় মূর্ত্তি; তিনি এই

মূর্ত্তিকে স্বীয় সমীপে আবির্ভাবিত করিয়া মন্ত্রাদি জপ-দ্বারা সঙ্কর্ষণের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ ভব এইরূপে স্তব করেন,—যাঁহা হইতে সর্ব্বগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে, অথচ যিনি অনন্ত ও অব্যক্ত, সেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা মহাপুরুষ ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে ভজনীয় দেব! আমি তোমার ভজনা করি; তুমি ঈশ্বর, তোমার পাদপঙ্কজ অবলম্বনীয়; তুমি নিখিল ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণের একান্ত আশ্রয়; তুমি ভক্তগণের নিকট তোমার ভূতভাবন স্বরূপ সর্ব্বতোভাবে প্রকটিত করিয়া তাঁহাদিগের সংসারক্লেশ হরণ করিয়া থাক এবং অভক্তগণের ভোগের নিমিত্ত তাহাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়া থাক। তুমি ঈশ্বর, এই হেতু মায়াকে নিরীক্ষণ করিয়া থাক, কিন্তু তথাপি তোমার দৃষ্টি মায়ার গুণে ও অন্তকরণ বৃত্তিসমূহে অণুমাত্র লিপ্ত হয় না। কিন্তু আমরা ক্রোধের বেগ জয় করিতে অসমর্থ; অতএব যিনি ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করিতে অভিলাষ করেন, এমন কোন্ ব্যক্তি তোমার আরাধনা হইতে বিমুখ হইবেন? যাহাদিগের দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন, তুমি স্বীয় মায়ায় তাহাদিগের নিকট মধু ও আসবপানে তাম্র-লোচন উন্মত্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ তুমি তাদৃশ নহ, তুমি নিত্যানন্দময় ও সদ্বিবেকযুক্ত। নাগবধূগণ যখন তোমার অর্চ্চনা করেন, তখন তোমার চরণস্পর্শে তাঁহাদিগের মন মোহিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত লজ্জাহেতু তাঁহারা তোমার ভুজাদি অবয়বের সেবা করিতে আর সমর্থ হন না; ঈদৃশ তোমাকে কে না অর্চ্চনা করিবে? বেদমন্ত্রসকল তোমাকে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ কহিয়া থাকে; তুমি সৃষ্টিস্থিতি-সংহারবিহীন ও অনন্ত; তোমার সমস্ত মস্তকের একস্থানে কোথায় ভূমণ্ডল একটী সর্ষপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে, তাহা তুমি জানিতেও পারিতেছ না। যাহা মহত্তত্ত্ব নামে কথিত হইয়া থাকে, তাহা তোমার আদ্যগুণময় বিগ্রহ, সত্ত্বগুণ উঁহার আশ্রয়, উনি ভগবান্ ব্রহ্মা; আমি রুদ্র ঐ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি; আমি ত্রিগুণাত্মক স্বীয় বিভূতি দ্বারা অর্থাৎ অহঙ্কারদ্বারা সাত্ত্বিক দেবতাবর্গ, তামস ভূত্যবর্গ ও ইন্দ্রিয়বর্গকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। যেমন পক্ষী সকল সূত্রে নিবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মহান্, অহঙ্কার দেবতাগণ, ভূতগণ, ও ইন্দ্রিয়গণ আমরা সকলেই মহাত্মা তোমার সূত্র অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকিয়া তোমার অনুগ্রহে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকি। এই মায়া তোমারই রচিত; কর্ম্মসকল ইহার গ্রন্থি; গুণসৃষ্ট বস্তুসকলে মোহিত হইয়া লোকসকল কদাপি তোমার এই মায়াকে অনায়াসে জানিতে পারে না; সুতরাং ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় যে তাঁহারা অবগত নহে, তাহাতে বক্তব্য কি? এই মায়া তোমা হইতে উদিত ও তোমাতেই বিলীন হইয়া থাকে; প্রকৃতির আশ্রয়-স্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভদ্রাশ্ববর্ষে ভদ্রশ্রবা নামে ধর্ম্মপুত্র বর্ষপতি; তিনি ও তাঁহার মুখ্য সেবকগণ সাক্ষাৎ ভগবান্ বাসুদেবের হয়শীর্ষনাম্নী প্রিয়া ধর্ম্মময়ী মূর্ত্তিকে পরম সমাধি-দ্বারা আবির্ভাবিত করিয়া বক্ষ্যমান মন্ত্রদ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। ভদ্রশ্রবা ও তাঁহার সেবকগণ এইরূপ স্তুতি করিয়া থাকেন,—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা জীবগণের অবিদ্যাদি মলিনতা-বিনাশকারী ভগবান্ ধর্ম্মমূর্ত্তিকে নমস্কার করি। আহা! ভগবানের লীলা কী বিচিত্র! মৃত্যু মনুষ্যদিগকে বিনাশ করিতেছে, কিন্তু তথাপি তাহারা দেখিয়াও তাহা দেখিতে পাইতেছে না, পুত্রের বা পিতার মৃত্যু হইলে তাহারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া তাহাদিগের ধন আত্মসাৎ করিয়া জীবিত থাকিতে অভিলাষ করিতেছে এবং তুচ্ছ বিষয়সুখ ভোগ করিবার নিমিত্ত পাপকার্য্যের ধ্যান করিতেছে। হে অজ! আত্মজ্ঞ জ্ঞানিগণ বলেন, এই বিশ্ব নশ্বর এবং সমাধিযোগে তাঁহারা ইহা অনুভবও করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি তোমার মায়ায় লোহিত হইয়া থাকেন, ইহা তোমার আশ্চর্য্যজনক কার্য্য; অতএব শাস্ত্রাদিশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! বেদ বলিয়া থাকেন, তুমি অকর্ত্তা ও মায়াবরণ-রহিত হইয়াও এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়রূপ কর্ম্ম করিয়া থাক, ইহা তোমার আর একটী বিচিত্র লীলা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা তোমাতে কিছুই বিচিত্র নহে; কারণ, তুমি মায়া অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাক, অতএব বিশ্বের কারণ, কিন্তু সকলের অতীত নিরুপাধি স্বরূপে বিরাজমান আছ বলিয়া অকর্ত্তা ও মায়াবরণ রহিত; অতএব তোমাতে এই বিরুদ্ধভাব সম্ভবপর হইয়াছে। যুগান্তকালে বেদসকল দৈত্যকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে ব্রহ্মার প্রার্থনায় যিনি হয়শীর্ষমূর্ত্তি হইয়া রসাতল হইতে বেদ উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, সেই সত্যসঙ্কল্প ভগবান্‌কে নমস্কার করি।

হরিবর্ষে ভগবান্ নৃসিংহরূপে বিরাজমান আছেন; পরে প্রহ্লাদচরিত্রে এই মূর্ত্তিগ্রহণের কারণ বর্ণন করিব। মহাপুরুষগণ যে সকল গুণ ধারণ করিয়া থাকেন, প্রহ্লাদ সেই সকল গুণের আশ্রয় ও মহাভাগবত; তাঁহার চরিত্র ও আচরণ দৈত্যদানব কুলকে পবিত্র করিয়াছে; তাঁহার ভক্তি ফলসঙ্কল্পরহিতা ও অব্যভিচারিণী; হরিবর্ষনিবাসী জনগণের সহিত তিনি এই ভক্তিযোগ-সহকারে সেই প্রিয়তম নৃসিংহরূপের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন,—হে ভগবন্ নৃসিংহদেব! তুমি নিখিল তেজের তেজ, আমাদিগের সমক্ষে প্রকটিত হও, প্রকটিত হও; হে বজ্রনখ! হে বজ্রদংষ্ট্র! আমাদিগের কর্ম্মবাসনাসকল নিঃশেষরূপে দগ্ধ কর, দগ্ধ কর; আমাদিগের তমঃ নাশ কর, যাহাতে মন অভয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে মনে বিরাজ কর। তিনি এইরূপে প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—বিশ্বের মঙ্গল হউক, খল ব্যক্তিগণ ক্রূরতা পরিত্যাগ করুক, ভূতগণ পরস্পরের মঙ্গলচিন্তায় নিমগ্ন হউক, মন শান্তি লাভ করুক এবং আমাদিগের ও ভূতগণের মতি নিষ্কাম হইয়া ভগবান অধোক্ষজে আবিষ্ট হউক। হে ভগবন্! যেন আমাদিগের কুত্রাপি আসক্তি না জন্মে; যদি কথঞ্চিৎ সঙ্গ ঘটে, তবে যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ও বন্ধুগণের প্রতি আসক্ত না হইয়া ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ লাভ করি; যিনি প্রাণধারণোপযোগী আহার করিয়া পরিতুষ্ট থাকেন ও ইন্দ্রিয়-

সকলকে বশীভূত করেন, তিনি যত শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করেন, গৃহাদিতে আসক্ত ব্যক্তি সেরূপ পারেন না। ভগবানের প্রিয়ভক্তগণের সহিত সঙ্গ ঘটিলে মুকুন্দের লীলা শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, তাহা হইতে ভগবানের অসাধারণ মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়; যাঁহারা ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, ভগবান্ শ্রবণদ্বারে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া মানস-মল হরণ করিয়া থাকেন; যদি মুহুর্মুহুঃ তীর্থের সেবা করা যায়, তাহা হইলেও কেবল শরীরের মল বিদূরিত হয়, মনের মল অপহৃত হয় না; অতএব কোন্ ব্যক্তি ঈদৃশ মুকুন্দমাহাত্ম্য-শ্রবণ হইতে বিমুখ হইবে? যাঁহার চিত্তে ভগবানের প্রতি নিষ্কাম ভক্তির উদয় হয়, সুরগণ ধর্ম্মজ্ঞানাদি সর্ব্বগুণের সহিত সেই শুদ্ধ চিত্তে বাস করিয়া থাকেন; কিন্তু যাহার শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি নাই ও যাহার চিত্ত কামনার বশীভূত হইয়া বিষয়-সুখের নিমিত্ত বহির্মুখ হইয়া ধাবিত হইতে থাকে, সেই সকল অভক্তের চিত্তে মহাজনগণের জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি গুণ কিরূপে উদয় হইতে পারে? যেমন মৎস্যসকল জল অভিলাষ করে,—জলই তাহাদিগের জীবন, সেইরূপ শ্রীহরিই প্রাণিগণের সাক্ষাৎ আত্মা অর্থাৎ জীবন; যদি কোন অতিপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিও শ্রীভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ আসক্ত হন, তাহা হইলে তিনি শূদ্রাদির ন্যায় কেবল বয়সেই মহান্ হন, জ্ঞানাদিবারা মহান্ হইতে পারেন না; যেমন সাধারণতঃ স্ত্রীলোক হইতে পুরুষকে মহত্তর কহে, অথবা অল্পবয়স্ক দম্পতি অপেক্ষা বৃদ্ধ দম্পতিকে মহত্তর কহিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ মহান্ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। অতএব, হে অসুরগণ! যাহা তৃষ্ণা, অভিনিবেশ, বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয় ও দীনতার মূল কারণ এবং যাহা হইতে এই জন্মমরণাদি সংসার অবিচ্ছেদে চলিতেছে, সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অভয়নিলয় নৃসিংহপাদপদ্ম ভজনা কর।

কেতুমালবর্ষে ভগবান্ কামদেবস্বরূপে বাস করিতেছেন; তথায় লক্ষ্মীদেবীও বিরাজ করিতেছেন; সম্বৎসর নামে প্রজাপতির পুত্রগণ ও কন্যাগণ ঐ বর্ষের অধিপতি। দিবসাভিমানী দেবগণ পুত্র ও রাত্র্যভিমানিনী দেবতাগণ কন্যা; পুরুষের পরমায়ু শত বৎসর, এই নিমিত্ত ঐ পুত্র-কন্যাগণের সংখ্যা ছত্রিশ হাজার; ভগবান্ লক্ষ্মীদেবীর ও ঐ বর্ষপতি পুত্র-কন্যাগণের প্রিয়সাধনের নিমিত্ত এই বর্ষে বাস করিতেছেন। মহাপুরুষ ভগবানের যে কালচক্র, তাহার তেজে ঐ কন্যাগণের মন উদ্বিগ্ন হয়, এই নিমিত্ত ক্ষণলবপ্রভৃতি যে তাহাদিগের গর্ভ, উহা সম্বৎসর-শেষে বিধ্বস্ত ও মৃত হইয়া নিপতিত হয়। এই বর্ষে ভগবান্ কামদেব রমাদেবীকে রমণ করাইয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন; বিহারকালে তাঁহার অতীব সুললিত যে গতিবিলাস তাহার সহিত মন্দহাস্য বিলসিত হইতে থাকে, তাঁহার অবলোকন ঐ মন্দহাস্যে শোভা পাইতে থাকে; এই লীলাহেতু কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে কুটিল যে সুন্দর ভ্রূমণ্ডল, তদ্দ্বারা বদনারবিন্দ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া থাকে। রমাদেবী পরমসমাধিযোগে ভগবানের এই মায়াময় রূপের উপাসনা করিয়া থাকেন; তিনি রাত্রিকালে সম্বৎসরের কন্যাগণ অর্থাৎ রাত্র্যভিমানিনী দেবতাগণের সহিত এবং দিবসে সম্বৎসরের পুত্রগণ অর্থাৎ দিবসাভিমানী দেবগণের সহিত ভগবানের আরাধনা করেন এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন।

হে ভগবন্ হৃষীকেশ! তোমাকে নমস্কার করি; যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু তদ্দ্বারা তোমারই আত্মা লক্ষিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠতা বা সৌন্দর্য্য আছে, তুমিই তাহার আধার; তুমি জ্ঞান, ক্রিয়া, সঙ্কল্পাদি ও সেই সকলের বিষয়ের অধিপতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয় তোমারই অংশ;

বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি অন্নময় অর্থাৎ প্রাণিগণের অন্নস্বরূপ এবং অমৃতময় অর্থাৎ পরমানন্দের আবির্ভাব করিয়া থাক; তুমি সর্ব্ব বিষয়কে অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছ, এই নিমিত্ত সর্ব্বময়; তুমি মনোবল, ইন্দ্রিয়বল ও দেহবলস্বরূপ; তুমি আমার পতি কাম, তোমাকে নমস্কার করি তুমি ইহলোক ও পরলোকে আমার নমস্কার গ্রহণ কর। তুমি স্বতঃই হৃষীকেশ্বর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের ঈশ্বর; যে সকল নারী ব্রত আচরণ-পূর্ব্বক তোমার আরাধনা করিয়া অন্য কাহাকেও পতিরূপে কামনা করিয়া থাকে, তাহাদিগের মনো-রথ পূর্ণ হয় না। কারণ, তাহাদিগের পতিগণ স্বতন্ত্র নহে, তাহারা ঐ নারীগণের প্রিয় অপত্য, ধন ও আয়ু রক্ষা করিতে পারে না। যিনি অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু হইতে ভীত না হইয়া ভয়াতুর লোককে সর্ব্বত্র রক্ষা করেন, তিনিই যথার্থ পতি; তাদৃশ পতি একমাত্র তুমিই; তুমি আত্মলাভ অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপে বিরাজ করিতেছ বলিয়া অপর কাহাকেও তোমা অপেক্ষা অধিক মনে কর না; যাহারা স্বতন্ত্র নয়, তাহাদিগের পরস্পর হইতে ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে নারী নিষ্কামভাবে তোমার পাদপদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, সে সর্ব্ব কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যে কোন ফল কামনা করিয়া তোমার পূজা করে, তুমি তাহাকে সেই ফল-মাত্র প্রদান করিয়া থাক; হে ভগবন্! যখন ভোগানন্তর সেই ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন সে অতীব সন্তপ্ত হইয়া থাকে। হে অজিত! আমার কৃপাদৃষ্টি লাভের নিমিত্ত ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ উগ্র তপস্যা করিয়া থাকেন; ইঁহাদিগের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়সুখে নিহিত আছে বলিয়া ইঁহারা আমার কটাক্ষে আবির্ভূতা বিভূতি প্রাপ্ত হন না; যেহেতু আমার হৃদয় তোমাতেই নিবেশিত আছে, অতএব আমি স্বতন্ত্রা নহি। হে ভগবন্! যাঁহারা তোমার পাদপদ্মকে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলিয়া আশ্রয় না করে, তাহারা আমার কৃপাদৃষ্টিলাভে অসমর্থ হইয়া থাকে। হে অচ্যুত! তোমার যে করাম্বুজকে ভক্তগণ কামবর্ষী বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকেন এবং যাহা তুমি তাঁহা-দিগের মস্তকে ধারণ করিয়া থাক, সেই করাম্বুজ আমার মস্তকেও অর্পণ কর; তুমি যে আমাকে আদর কর না, তাহা নহে, যেহেতু আমাকেই স্বর্ণরেখাকারে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছ। কি আশ্চর্য্য, তুমি আমাকে কেবলমাত্র আদর করিয়া থাক, কিন্তু ভক্তগণের প্রতিও পরমা কৃপা-প্রদর্শন করিয়া থাক। হে বরণ্যে! তোমার মায়াময়ী লীলা কে অবধারণ করিতে সমর্থ?

হে রাজন! রম্যকবর্ষে বর্ষপুরুষ বৈবস্বত মনু; চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানকালে ভগবান্ তাঁহাকে স্বীয় প্রিয়তম ও মৎস্যাবতাররূপ দর্শন করাইয়াছিলেন; তিনি অদ্যাপিও মহাভক্তিযোগে সেই মূর্ত্তির আরাধনা করিতেছেন এবং এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন; যথা,—যিনি সত্ত্বপ্রধান, মুখ্যতম ও প্রাণ অর্থাৎ সূত্রাত্মা এবং যিনি মনের, ইন্দ্রিয়ের ও দেহের বল-স্বরূপ, সেই ভগবান্ মহামৎস্যকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! তুমি সকলের অন্তর্ভাগে ও বহির্ভাগে বিচরণ করিতেছ, তথাপি ব্রহ্মাদি লোকপালগণ তোমার রূপ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; তাহা বলিয়া তোমার যে অস্তিত্ব নাই তাহা নহে, কারণ বেদই তোমার মহান্ স্বন অর্থাৎ নাদ, অর্থাৎ বেদ প্রতিপদে তোমার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে; যেমন মনুষ্য দারুময়ী পুত্তলিকাকে স্বীয় বশীভূত করিয়া রাখে, সেইরূপ তুমি ব্রাহ্মণাদি নাম ধারণপূর্ব্বক বিধিনিষেধদ্বারা এই বিশ্বকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছ, অতএব তুমিই এই বিশ্বের ঈশ্বর, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা-

পরবশ বলিয়া কি পৃথকভাবে, কি মিলিত ভাবে, কোন প্রকারেই চেষ্টা করিয়া এই স্থাবর ও জঙ্গম বিশ্বে যাহা কিছু দ্বিপদ ও চতুষ্পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কাহাকেও রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই; অতএব তুমিই এই বিশ্বের ঈশ্বর। হে অজ! তুমি তরঙ্গ-মালায় সংক্ষুব্ধ প্রলয়সমুদ্রে এই ওষধি ও লতা সকলের আশ্রয়ভূতা এই পৃথিবী ও তত্রত্য আমাকে ধারণ করিয়া মহাবেগে বিচরণ করিয়াছিলে; তুমি এই জগতের প্রাণ-সমূহের নিয়ন্তা, তোমাকে নমস্কার করি।

হিরন্ময়বর্ষেও ভগবান্ কূর্ম্মতনু ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন; পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা বর্ষপুরুষগণের সহিত সেই প্রিয়তমা মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া থাকেন এবং এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন; যথা,—হে কূর্ম্মরূপ ভগবন্! সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণদ্বারা তুমি বিশেষিত হইয়া থাক, তোমাকে নমস্কার করি; তুমি বারিচর বলিয়া তোমার অবস্থিতিস্থান লক্ষ্য হয় না, তুমি কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহ, তোমাকে নমস্কার; তুমি সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বাধার, তোমাকে নমস্কার করি। এই যে পৃথিবী প্রভৃতির রূপ, ইহা তোমারই রূপ, তোমা হইতে পৃথক হইয়া ইহার অস্তিত্ব সম্ভবে না; তুমি নিজ মায়ায় এইরূপ প্রকাশ করিয়াছ, এইরূপ মনুষ্য, গো ও পক্ষী প্রভৃতি নানারূপে বিভক্ত; ইহা মায়াময় বলিয়া ইহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না। যেমন মরীচিকাজালের এত পরিমাণ, এইরূপ নির্দ্দেশ করা হাস্যাস্পদ, সেইরূপ এই রূপেরও সংখ্যা করিতে যাইয়া উপহাসাস্পদ হইতে হয়; তোমার এই প্রপঞ্চ-রূপ তর্কের অগোচর, তোমাকে নমস্কার করি। জরায়ুজ মনুষ্যাদি, স্বেদজ মশকাদি, অণ্ডজ বিহঙ্গাদি, উদ্ভিদ্ বৃক্ষাদি, স্থাবর, জঙ্গম, দেব, ঋষি পিতৃগণ, ভূতগণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ক্ষিতি, শৈল, সরিৎ, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ ও নক্ষত্র এই সকল নাম-দ্বারা একমাত্র তুমিই অভিহিত হইয়া থাক; তুমি ব্যতিরেকে আর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। এই যে তোমার অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ, কপিল প্রভৃতি ঋষি তাহাতে চতুর্ব্বিংশতি প্রভৃতি সংখ্যা কল্পনা করিয়াছেন; যে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সেই সংখ্যা অপনীত হইয়া যায়, সেই পরমার্থস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি।

উত্তরকুরুবর্ষে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ বরাহরূপে অবস্থান করিতেছেন; এই ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই বর্ষের অধিবাসীগণের সহিত অবিচলিত ভক্তি-যোগ-সহকারে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন এবং এই পরম উপনিষদ্রূপ মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন; যথা,—হে ভগবন্! মন্ত্রদ্বারা তুমি প্রকাশিত হইয়া থাক; তুমি অযুপ-যজ্ঞস্বরূপ ও সযুপ ক্রতুস্বরূপ, মহা-যজ্ঞ সকল তোমার অবয়ব, যিনি যজ্ঞকর্ম্মদ্বারা শুদ্ধ হন অর্থাৎ যিনি যজ্ঞানুষ্ঠাতা, তিনিও তোমারই রূপ; সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান নাই বলিয়া তুমি ত্রিযুগনামে অভিহিত হইয়া থাক; হে মহাপুরুষ! তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! যেমন কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি গূঢ়ভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিমধ্যে তুমি গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-সকল তোমাকে অপ্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে। নিপুণ জ্ঞানিগণ তোমাকে দর্শন করিবার অভিলাষে যদ্দারা বিবেক উৎপন্ন হয়, সেই মন্থনদণ্ডরূপ মনোদ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে তোমাকে মন্থন অর্থাৎ অন্বেষণ করেন; এইরূপ অন্বেষণে তোমার স্বরূপ প্রকটিত হয়, তোমাকে নমস্কার করি। রূপরসাদি বিষয়, দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ব্যাপার, দেবতা দেহ, কাল ও অহঙ্কার, এইগুলি মায়ার কার্য্য, এই সকল অবস্তুর মধ্যে তুমিই আত্মা, তুমি বস্তু বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাক; যাঁহাদিগের বিচার শক্তি, যমনিয়মাদি সাধন ও নিশ্চয়-বতী বুদ্ধি আছে তাঁহারা তোমার এই মায়িক অকৃতি নিরস্ত করিয়া স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন; ঈদৃশ

তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি সৃষ্টির প্রাক্কালে মায়াকে ঈক্ষণ করিয়া থাকে; যেমন লৌহ অয়স্কান্তমণির সন্নিধানে থাকিলে সেই মণির অভিমুখে তাহার গতি হয়, সেইরূপ মায়া তোমার সন্নিধিহেতু জড়া হইয়াও গতিশীলা হইয়া থাকে; ঐ মায়া স্বীয় তিন গুণদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় করিয়া থাকে। তুমি এই বিশ্বের সৃষ্টিপ্রভৃতি কার্য্য জীবের নিমিত্ত মায়াদ্বারা করাইয়া থাকে; তাহাতে তোমার কোন স্বার্থ নাই, তুমি গুণ ও কর্ম্মের সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। যিনি জগতের আদি, যিনি শূকর হইয়া আমাকে দংষ্ট্রাগ্রে ধারণ করিয়া প্রথমতঃ রসাতল হইতে, অনন্তর প্রলয়সমুদ্র হইতে ক্রীড়াশীল গজের ন্যায় নির্গত হইয়াছিলেন এবং যিনি যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী গজতুল্য দৈত্যকে বধ করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই বিভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন—কিম্পুরুষবর্ষে পরমভাগবত রামচরণসেবক হনূমান কিম্পুরুষগণের সহিত অবিরত ভক্তিসহকারে লক্ষ্মণাগ্রজ সীতাভিরাম আদিপুরুষ ভগবান্ রামচন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। যখন গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার প্রভু ভগবানের পরমকল্যাণী কথা গান করেন, তখন তিনি আর্ষ্টিষেণের সহিত তাহা শ্রবণ করেন, এবং স্বয়ং এই মন্ত্র জপ করেন, যথা—ভগবান্ উত্তমশ্লোককে নমস্কার করি। যাঁহার চরণতলে ধ্বজবজ্রাদিচিহ্ন, সাধু চরিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠতা সকলেই শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন, যিনি সংযতচিত্ত ও লোকরঞ্জনকারী, যিনি সাধুতার চরমসীমা, সেই মহাপুরুষ মহারাজ ব্রহ্মণ্যদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যিনি নিখিল বেদান্তে প্রসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রণিপাত করি। গুণ সকল জাগ্রদাদি বিবিধ অবস্থার অধীন, তিনি স্বরূপ-প্রকাশদ্বারা এই সকল অবস্থাকে তিরোহিত করিয়াছেন; এই নিমিত্ত তিনি প্রশান্ত এবং প্রশান্ত বলিয়াই বিশুদ্ধ। তিনি নাম ও রূপ নহেন, সুতরাং দৃশ্য পদার্থ হইতে ভিন্ন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে প্রত্যক্ বলে; অতএব তিনি কেবল অনুভবস্বরূপ। জীব বস্তুতঃ এইরূপ শুদ্ধচিন্মাত্র হইলেও অহঙ্কার-নিবন্ধন তাহাতে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এই পরমাত্মা নিরহঙ্কার; শুদ্ধচিত্ত সাধকগণ ইঁহাকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, আমি ইঁহারই শরণাপন্ন হইলাম! বিভু পরমাত্মার যে পৃথিবীতলে মনুষ্যরূপে অবতার, তাহা রাক্ষসবধের নিমিত্ত; কেবল তাহাই নহে, মনুষ্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে পড়িয়া যে ক্লেশ পাইয়া থাকে, তাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য, মনুষ্যগণকে এই শিক্ষা দিবার নিমিত্তও তাঁহার অবতার হইয়াছিল; যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে স্বীয় স্বরূপে রমণশীল জগদাত্মা পরমেশ্বরের সীতাবিরহনিবন্ধন বিপৎসমূহ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই ভগবান্ বাসুদেব ত্রিভুবনে কোন পদার্থে আসক্ত নহেন, তিনি ধীরগণের আত্মা ও সুহৃত্তম; সুতরাং তাঁহার স্ত্রীর জন্য মোহ কখন হইতে পারে না। একদা দেবদূত তাঁহার সহিত মন্ত্রণাকালে তাঁহাকে নিবেদন করেন যে, তৎকালে যে কেহ তথায় আসিবে, তাহাকে বধ করিতে হইবে

অনন্তর ঋষি দুর্ব্বাসা উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে আগমনসংবাদ দিবার নিমিত্ত অগত্যা শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হন; পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে তিনি লক্ষ্মণকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বশিষ্ঠদেব নিবারণ করেন, তাহাতে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করেন; সুতরাং এই লীলাও সঙ্গত হইতে পারে না; অতএব লোকশিক্ষার নিমিত্ত যে ভগবানের অবতার, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংকুলে জন্ম সৌন্দর্য্য, মধুর কণ্ঠস্বর, উৎকৃষ্ট জাতি ও প্রখরা বুদ্ধি, এই সকল গুণ মহাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রে সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না; যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের সহিত ভ্রমণ করিতেন না; তিনি বহু সদ্‌গুণসম্পন্ন লক্ষ্মণের অগ্রজ, আমরা বনচর, আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত সংকুলে জন্মাদি কোন সদ্‌গুণই নাই; তথাপি তিনি আমাদিগের সহিত সখার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা অতীব বিচিত্র। অতএব সুর অথবা অসুর, নর অথবা পশুপক্ষ্যাদি, সকলেরই সর্ব্বান্তঃকরণে নরাকৃতি হরি শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করা কর্ত্তব্য; রাম কৃপাসিন্ধু, তাঁহার অল্প ভজন করিলেও তাহা তিনি অধিক বলিয়া স্বীকার করেন; তাঁহার দয়ার কথা কি বলিব? তিনি অযোধ্যাবাসী জনগণকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষেও ভগবান্ নর-নারায়ণরূপে কল্পান্তকালপর্য্যন্ত তপশ্চরণ করিতেছেন; যে তপস্যাদ্বারা সম্যক্ বর্দ্ধিত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম ও নিরহঙ্কারতার সহিত আত্মাকে লাভ করা যায়, তিনি তাদৃশী তপস্যা করিতেছেন; ইহাতে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই, তিনি দয়া করিয়া আত্মাবান্ অর্থাৎ জ্ঞানিগণের তপশ্চরণ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ঐরূপ করিয়া থাকেন; তিনি ঋষিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, এই হেতু তাঁহার গতি অব্যক্তা, অর্থাৎ ভগবান্ বলিয়া তাঁহাকে অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যায় না। ভগবান্ নারদ বর্ণাশ্রমযুক্ত ভারতীয় প্রজাগণের সহিত পরম ভক্তিভাবসহকারে তাঁহার ভজনা করিয়া থাকেন; তিনি সাবর্ণি মনুকে উপদেশ করিবেন বলিয়া ভগবৎপ্রোক্ত সাংখ্য ও যোগের সহিত ভগবানের অনুভাব বর্ণনা করিয়া পঞ্চরাত্র নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি এই মন্ত্র জপও করিয়া থাকেন; যথা, ভগবান্ নরনারায়ণকে নমস্কার করি; তিনি উপশমশীল, নিরহঙ্কার, অকিঞ্চন ভক্তের ধনস্বরূপ, ঋষিগণের শ্রেষ্ঠ, পরমহংসগণের পরমগুরু আত্মারামগণের অধিপতি, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। নারদ এই মন্ত্র গান করেন এবং স্তব করেন; যথা,—যে ভগবান্ অসক্ত, বিবিক্ত ও সাক্ষী, তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি অসক্ত, যেহেতু তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা হইয়াও 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমানে বদ্ধ হন না; তিনি বিবিক্ত, কারণ, দেহের মধ্যে অবস্থান করিয়াও দৈহিক ক্ষুৎপিপাসাদি কর্ত্তৃক অভিভূত হন না এবং তিনি সাক্ষী, কারণ, তিনি দ্রষ্টা হইলেও তাঁহার দৃষ্টি দৃশ্যপদার্থকর্ত্তৃক বিকৃত হয় না। হে যোগেশ্বর! হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা যে যোগ নৈপুণ্যের কথা কহিয়াছেন, তাহা ইহাই,—মনুষ্য জন্ম হইতে তোমার ভজনা করিবে এবং অন্তকালে যখন দুষ্টকলেবর পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইবে, তখন যেন নির্গুণ তোমাতে মনোধারণা করিতে সমর্থ হয়; ইহাই যোগের কৌশল, সন্দেহ নাই। যে মূর্খ ব্যক্তি ঐহিক ও পারলৌকিক কাম্য পদার্থে আসক্ত, সে পুত্র, কলত্র ও ধন-বিষয়ে চিন্তাগ্রস্থ হয়; সে মনে করে, আমার মৃত্যুর পর ইহাদিগের কি দশা হইবে? ইহা ভাবিয়া সে মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া থাকে; যদি যোগাভ্যাসী বিদ্বান ব্যক্তিও এই কুৎসিত কলেবর পরিত্যাগ করিতে ভীত হয়, তাহা হইলে তাহার শাস্ত্রাভ্যাসাদি শ্রম বৃথা হইয়াছে বলিতে হইবে।

অতএব, হে অধোক্ষজ! যাহাতে আমাদিগের তোমার প্রতি সহজ বাসনারূপ যোগ লাভ হয়, তাহার বিধান কর; তোমার মায়ায় আমরা এই কুৎসিত দেহে 'আমি ও আমার' এইরূপ অভিমান স্থাপন করিয়াছি; হে প্রভো! আমরা ঐ যোগ প্রাপ্ত হইলে তদ্দ্বারা এই দুর্ভেদ্য মমতাকে শীঘ্র ছেদন করিতে সমর্থ হইব।

ইলাবৃতবর্ষের ন্যায় এই ভারতবর্ষের বহু নদী ও পর্ব্বত আছে। মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্ল, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমুক, শ্রীশৈল, বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষগিরি, পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল গোকামুখ, ইন্দ্রকালী ও কামগিরি প্রভৃতি অন্য শত সহস্র পর্ব্বত বিদ্যমান আছে এবং ঐ সকল পর্ব্বতের নিতম্বদেশ হইতে অসংখ্য নদ ও নদী সম্ভূত হইয়াছে। এই সকল নদীর নাম উচ্চারণ করিলে মনুষ্য পবিত্র হয়, ভারতীয় প্রজাগণ দেহদ্বারা ঐ পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া থাকে। এই সকল মহানদী, যথা, চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা বৈহায়সী, কাবেরী, বেণ্বা, পয়স্বিনী, শর্করাবার্ত্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণ-বেণ্বা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্ম্মদা, চর্ম্মণ্বতী, মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গোমতী, সরযু, রোধবতী, ষষ্ঠবতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মধুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্লী, ও বিশ্বা; এতদ্ব্যতীত অন্ধ ও শোণ নামে দুইটী নদ বর্ত্তমান আছে। এই ভারতবর্ষেই যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস প্রারব্ধ কর্ম্মদ্বারা যথাক্রমে স্ব স্ব দিব, মানুষ ও নারক, বহু গতি সাধন করিয়া থাকেন; কারণ, সকলেরই কর্ম্মানুসারে সকল গতিই লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যে বর্ণের সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থাদি যেরূপ মোক্ষপ্রকার বিহিত আছে, তদনুসারে আচরণ করিলে মনুষ্যগণের মোক্ষও হইয়া থাকে। এই ভারতবর্ষেই স্বধর্ম্মাচরণ ও অন্যান্য বহুপ্রকার সাধন বিদ্যমান আছে, যদ্দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যত্র যে মোক্ষ হয় না তাহা নহে; দেবগণেরও মোক্ষ হইয়া থাকে। অপবর্গ বা মোক্ষের স্বরূপ কি, বলিতেছি; সর্ব্বভূতের আত্মা, রাগাদি-রোহিত, বাক্যের অগোচর, অনাধার, পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে যে অহেতুক ভক্তিযোগ, ইহাই মোক্ষ; দেবমনুষ্যাদি নানাবিধ গতির হেতুভূত যে অবিদ্যাগ্রন্থি তাহাকে এই ভক্তিযোগ ছেদন করিয়া দেয়। যখন বিষ্ণুভক্তগণের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হয়; তখনই এই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম সর্ব্বপুরুষার্থের সাধন, দেবগণও ইহার এই এইরূপ প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন; যথা—অহো! যাঁহারা ভারতাঙ্গনে মুকুন্দসেবার উপযোগী মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা না জানি কি পুণ্যই করিয়াছেন! অথবা সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই শ্রীহরি ইঁহা-দিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; আমার ঈদৃশ জন্ম লাভ করিবার নিমিত্ত স্পৃহা করিয়া থাকি। আমরা দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দানাদি দ্বারা যে তুচ্ছ স্বর্গ লাভ করিয়াছি, তাতে ফল কি? এই স্বর্গলোকের ইন্দ্রিয়ভোগের আতিশয্যহেতু নারায়ণের পাদপঙ্কজস্মৃতি বর্ত্তমান থাকে না; প্রত্যুত বিলুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মলোকে দ্বিপরার্দ্ধকাল বাস অপেক্ষা ভারতবর্ষে ক্ষণকাল বাস উৎকৃষ্ট; কারণ, ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবাসী ভগবদ্ভক্ত মরণশীল দেহ পাইয়াও ক্ষণকালের মধ্যে শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির অভয়পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে স্থানে ভগবানের কথারূপা অমৃতনদী প্রবাহিত হয় না, যে স্থানে ভগবদাশ্রিত সাধু ভক্তগণ বাস করেন না এবং যে স্থানে নৃত্যাদি

মহোৎসবের সহিত যজ্ঞেশ্বরের পূজা অনুষ্ঠিত হয় না; সে স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও তাহা বাসযোগ্য নহে। এই ভারতবর্ষে যে ব্যক্তি জ্ঞান, জ্ঞানানুকূল ক্রিয়া ও ক্রিয়ানুকূল দ্রব্য এই সকলে পরিপূর্ণ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন না করে, সে বনচর পক্ষীর ন্যায় পুনর্ব্বার বন্ধন প্রাপ্ত হয়; ব্যাধের অসাবধানতা-নিবন্ধন-জালমুক্ত পক্ষী যদি পূর্ব্ববৃক্ষেই অসাবধান হইয়া বিচরণ করিতে থাকে, সে যেমন পুনর্ব্বার বন্ধন প্রাপ্ত হয়, ঐ মনুষ্যের দশাও তাদৃশী হইয়া থাকে। ভারতবাসীর ভাগ্যের সীমা নাই; কারণ, তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞে অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন বিধি, মন্ত্র ও পুরোডাশাদি হবিঃ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; কিন্তু একমাত্র ফলদাতা হরি স্বয়ং পূর্ণ হইয়াও যদিও ইন্দ্রাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে আহূত হইয়া থাকেন, তথাপি ঐ সকল দ্রব্য সানন্দে গ্রহণ করিয়া থাকেন। মনুষ্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি অভি-লষিত বস্তু প্রদান করেন সত্য তথাপি পরমার্থ প্রদান করেন না; কারণ যাহা দান করেন, তাহার ভোগ হইলে মনুষ্য পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কামভাবে তাঁহার ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বীয় পাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন; তাহা হইতে সকল ইচ্ছার তিরোধান ও সর্ব্বকামের পরিপূরণ হইয়া থাকে। আমরা যে যজ্ঞের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, যে শোভন বাক্য প্রয়োগ করিতাম এবং অন্যান্য যে সকল সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তৎসমুদায়ের ফলে সর্ব্বসুখ ভোগ করিয়াছি। এক্ষণে যদি পুণ্যের কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহার ফলে যেন আমাদিগের এই ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ হয় এবং একমাত্র শ্রীহরিই সেব্য, এইরূপ স্মৃতি যেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না; যেহেতু শ্রীহরির ভজনা করিলে তিনি ভক্তকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! কেহ কেহ কহিয়া থাকেন এই জম্বুদ্বীপের আটটী উপদ্বীপ আছে; সগররাজের পুত্রগণ অশ্বান্বেষণকালে এই পৃথিবীকে চতুর্দ্দিকে খনন করিয়া ঐ সকল দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; উহাদিগের নাম, যথা,—স্বর্ণ-প্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল ও লঙ্কা। যে জম্বুদ্বীপের ভারতবর্ষ সর্ব্বোত্তম, সেই জম্বুদ্বীপের বর্ষবিভাগ-সম্বন্ধে যাহা উপদেশ পাইয়াছিলাম, তাহা আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

শ্রীঋষি কহিলেন,—অতঃপর প্লক্ষ প্রভৃতি ছয়টী দ্বীপের পরিমাণ, লক্ষণ ও সংস্থান এবং তাহাদিগের বর্ষবিভাগ বর্ণন করিতেছি। যেমন জম্বুদ্বীপ সুমেরুকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ লবণসমুদ্র জম্বুদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এই লবণসমুদ্রের পরিমাণ জম্বুদ্বীপের পরিমাণের তুল্য। যেমন পরিখা বাহ্যোপবনে বেষ্টিত থাকে, সেইরূপ লবণসমুদ্রকেও প্লক্ষ দ্বীপ বেষ্টন করিয়া আছে, উহার বিশালতা লবণসমুদ্রের দ্বিগুণ। এই প্লক্ষদ্বীপে একটী প্লক্ষ বৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষের নামানুসারে দ্বীপের নাম প্লক্ষ হইয়াছে; ঐ বৃক্ষের পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত জম্বুবৃক্ষের তুল্য; ঐ বৃক্ষ হিরণ্ময়, উহাতে সপ্তজিহ্ব

অগ্নি বাস করিতেছেন। প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব এই দ্বীপের অধিপতি; তিনি এই দ্বীপকে সপ্তবর্ষে বিভক্ত করিয়া স্বীয় সপ্ত পুত্রকে সমর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং আত্মযোগ অবলম্বন করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছিলেন। বর্ষসকলের নামানুসারে তাঁহার পুত্রগণও অভিহিত হন। ঐ সকল বর্ষ শিব, বয়স, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত ও অভয় নামে বিখ্যাত। এই সকল বর্ষে যদিও পর্ব্বত ও নদী সহস্র সহস্র আছে, তথাপি সাতটী পর্ব্বত ও সাতটী নদীই প্রসিদ্ধ। মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল, এই সাতটী বর্ষপর্ব্বত; অরুণা, নৃমণা, আঙ্গীরসী, সাবিত্রী, সুপ্রাভাতা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা এই সাতটী মহানদী। এই দ্বীপে ব্রাহ্মণাদির ন্যায় চারি বর্ণ আছে, যথা—হংস, পতঙ্গ, ঊর্দ্ধায়ন ও সত্যাঙ্গ; তাঁহাদিগের পরমায়ুঃ সহস্র বৎসর এবং তাঁহাদিগের রূপ ও সন্তানোৎপাদন দেবতাদিগের ন্যায়; তাঁহারা 'বেদবিদ্যাদ্বারা স্বর্গের দ্বারস্বরূপ ত্রয়ীময়, আত্মস্বরূপ ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত নদীসকলের জলে অবগাহনাদি করেন বলিয়া তাহাদিগের রজঃ ও তমঃ বিধূত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের উপাসনার মন্ত্র; যথা—যিনি পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর রূপ, যিনি সত্যের অর্থাৎ অনুষ্ঠীয়মান ধর্ম্মের, ঋতের অর্থাৎ প্রতীয়মান ধর্ম্মের, যাহা হইতে ধর্ম্মের বোধ জন্মে সেই বেদের, শুভফলের ও অশুভফলের অধিষ্ঠাতা, সেই সূর্য্যের শরণাপন্ন হই। প্লক্ষাদি পাঁচটী দ্বীপে সকল পুরুষগণেরই আয়ু, ইন্দ্রিয়, মনোবল, ইন্দ্রিয়বল, দেববল, বুদ্ধি ও বিক্রম, এই সকল স্বাভাবিকী সিদ্ধি সমানভাবে বর্ত্তমান আছে।

যেমন প্লক্ষদ্বীপ সমপরিমাণ ইক্ষুরস-সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত, সেইরূপ এই সমুদ্রের দ্বিগুণবিশাল শাল্মলদ্বীপ সমপরিমাণ সুরাসমুদ্রে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই দ্বীপে একটী শাল্মলী-বৃক্ষ আছে, তাহার পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত প্লক্ষবৃক্ষের ন্যায়; সেই বৃক্ষের নাম হইতে এই দ্বীপের নাম শাল্মলী হইয়াছে। যিনি স্বীয় অবয়বস্বরূপ বেদমন্ত্রদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর স্তুতি করিয়া থাকেন, সেই পক্ষিরাজ গরুড় এই দ্বীপে বাস করেন, ইহা জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন। প্রিয়ব্রতপুত্র যজ্ঞবাহু এই দ্বীপের অধিপতি; তিনি এই দ্বীপকে সপ্ত বর্ষে বিভক্ত করিয়া স্বীয় সপ্ত পুত্রকে প্রদান করেন; ঐ পুত্রগণের নাম হইতে এই সপ্তবর্ষের নাম হইয়াছে; নাম, যথা,—সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্হ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন ও অভিজ্ঞাত। এই বর্ষসকলে সপ্ত বর্ষপর্ব্বত ও সপ্ত নদী বিখ্যাত; সপ্তপর্ব্বত যথা,—সুরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষ ও সহস্রশ্রুতি। অনুমতী, সিনিবালী, সরস্বতী, কুহূ, রজনী, নন্দা ও রাকা, এই সাতটী নদী বিদ্যমান আছে। শ্রুতিধর, বীর্য্যধর বসুন্ধর ও ইষুন্ধর নামে বর্ষপুরুষগণ বেদময় আত্মা ভগবান্ সোমকে বেদদ্বারা যজনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই মন্ত্র জপ করেন, যথা,—যিনি কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণকে এবং শুক্লপক্ষে দেবগণকে স্বীয় কিরণ-দ্বারা অন্ন বিভাগ করিয়া দেন, সেই সোম কৃপা করিয়া প্রজাগণ যে আমরা, আমাদিগের রাজা হউন।

এইরূপে সুরাশ্রম দেব বহির্ভাগে কুশদ্বীপ, উহার পরিমাণ সুরাসমুদ্রের দ্বিগুণ; পূর্ব্বের বর্ধ্যায় এই কুশদ্বীপ সপরিমাণ ঘৃতসমুদ্রে পরিবেষ্টিত; এই দ্বীপে দেবনির্ম্মিত একটী কুশস্তম্ভ আছে, এই হেতু ঐ দ্বীপ কুশদ্বীপ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান ঐ কুশস্তম্ভ শোভন শিখাসকলের কান্তিদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। হে রাজন্! প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্যরেতা এই দ্বীপের অধিপতি; তিনি স্বীয় দ্বীপকে সপ্ত পুত্রের মধ্যে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া

দিয়া স্বয়ং তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। এ সপ্ত পুত্রের নাম, যথা—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্রনাম ও দেবনাম। ইঁহাদিগের বর্ষে সাতটী সীমা-গিরি ও সাতটী নদী প্রসিদ্ধ। সাতটী পর্ব্বত, যথা—বভ্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, ঊর্দ্ধরোমা ও দ্রবিণ; সাতটী নদী যথা—রসকুল্যা, মিত্রাবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা ও মন্ত্রমালা। কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলক নামে প্রসিদ্ধ কুশদ্বীপের অধিবাসিগণ সম্যক্ যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা অগ্নিরূপী ভগবানকে যজনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মন্ত্র, যথা,—হে জাতবেদঃ! তুমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের হব্যবাহী; অতএব দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞদ্বারা হরিরই যজনা কর; দেবতাগণের উদ্দেশে যাহা প্রদত্ত হইতেছে, তাহা হরিকে সমর্পণ কর।

যেমন কুশদ্বীপ ঘৃতসমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত, সেইরূপ ঘৃতসমুদ্রের বহির্ভাগে দ্বিগুণ-পরিমাণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ রহিয়াছে, ইহা সমপরিমাণ ক্ষীরসমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে পর্ব্বতরাজ অবস্থিত, এই হেতু এই দ্বীপের নাম ক্রৌঞ্চ হইয়াছে। কার্ত্তিকেয়ের প্রহরণে অর্থাৎ অস্ত্রাঘাতে এই পর্ব্বতের নিতম্বদেশ ও কুঞ্জসকল উন্মথিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষীরোদের জলে অভিষিক্ত ও ভগবান্ বরুণকর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়ায় নির্ভয় হইয়াছে। প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ এই দ্বীপের অধিপতি; স্বীয় দ্বীপকে সপ্ত পুত্রের নামানুসারে সপ্তবর্ষে বিভক্ত করিয়া ও উক্ত বর্ষসকলে তাঁহাদিগকে বর্ষাধিপতি নিযুক্ত করিয়া জ্ঞানী ঘৃতপৃষ্ঠ, যাঁহার যশ পরমকল্যাণকর ও যিনি আত্মভূত, সেই শ্রীহরির চরণারবিন্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ আম্র, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ ও বনস্পতি নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের বর্ষসকলে প্রসিদ্ধ সাতটী সীমা-পর্ব্বত ও সাতটী নদী আছে। সাতটী পর্ব্বত, যথা—শুক্ল, বর্দ্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন ও সর্ব্বতোভদ্র; সাতটী নদী, যথা—অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্য্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী ও শুক্লা। পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ ও দেবকনামক বর্ষপুরুষগণ ঐ নদীসকলের অতি নির্ম্মল জল পান করেন এবং সলিলপূর্ণ অঞ্জলিদ্বারা জলময় দেবের আরাধনা করেন। তাঁহাদিগের মন্ত্র এই, হে জলদেব! তুমি ঈশ্বর হইতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছে, এই নিমিত্ত ত্রৈলোক্যকে পবিত্র করিয়া থাক; তোমার স্বরূপ স্বভাবতঃ পাপহারী, আমরা তোমাকে স্পর্শ করিতেছি; অতএব আমাদিগের শরীরকে পবিত্র কর।

এইরূপে ক্ষীরোদসমুদ্রের পরে শাকদ্বীপ অবস্থিত, উহার বিস্তার বত্রিশ লক্ষ যোজন, উহার চতুর্দ্দিকে সমপরিমাণ দধিমণ্ডসমুদ্র উহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই দ্বীপে শাক নামে মহীরুহ বর্ত্তমান আছে, এই নিমিত্ত উহার নাম শাকদ্বীপ হইয়াছে। এই বৃক্ষের মহাসুরভি, গন্ধ দ্বীপকে আমোদিত করিয়া থাকে; এই দ্বীপেরও অধিপতি প্রিয়ব্রতের এক পুত্র, তাঁহার নাম মেধাতিথি। তাঁহার সাত পুত্র, পুরোজব, মনোজব, বেপমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেক, বহুরূপ ও বিশ্বাধার; এই দ্বীপে পূর্ব্বোক্ত নামে সাতটী বর্ষও আছে; মেধাতিথি সপ্ত পুত্রকে সপ্তবর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সেই সেই বর্ষের আধিপত্যে স্থাপন করিয়া স্বয়ং ভগবান্ অনন্তে মতি সমর্পণপূর্ব্বক তপোবনে প্রবেশ করেন। এই সকল বর্ষেরও মর্য্যাদাগিরি ও নদী সপ্ত সপ্ত, ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেশর, সহস্রস্রোতা, দেবপাল ও মহানস, এই সাতটী পর্ব্বত এবং অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রশ্রুতি ও নিজধৃতি, এই সাতটী নদী। ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত ও সুব্রত নামে বর্ষপুরুষগণ এই দ্বীপে বাস করেন; প্রাণায়াম

দ্বারা তাঁহাদিগের রজঃ ও তমঃ বিধূত হইয়াছে, তাঁহারা পরম সমাধিদ্বারা বায়ুস্বরূপ ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই মন্ত্রে আরাধনা করেন, যথা,—যিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাণাদি বৃত্তিদ্বারা ভূতগণকে পালন করিতেছেন এবং এই জগৎ যাঁহার বশে রহিয়াছে, সেই অন্তর্যামী সাক্ষাৎ ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।

এই প্রকার দধিমণ্ডসমুদ্রের পরবর্ত্তী পুষ্কর দ্বীপ, ইহার বিস্তার দধিসমুদ্রের দ্বিগুণ; এই দ্বীপ সমপরিমাণ শুদ্ধোদক সমুদ্রদ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপে একটী বৃহৎ পুকুর অর্থাৎ কমল বিদ্যমান আছে, উহার অযুত অযুত অমলকনক পত্র, ঐ পত্রগুলি অনলশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকে; ঐ পদ্ম ভগবান্ কমলাসনের আসনরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এই দ্বীপমধ্যে মানসোত্তর নামে একটী মাত্র সীমা-পর্ব্বত আছে, উহা পূর্ব্ববর্ত্তী ও পশ্চিমবর্ত্তী দুইটী বর্ষকে বিভাগ করিতেছে; এই পর্ব্বতের উচ্চতা ও বিস্তার অযুতযোজন; ইহার চতুর্দ্দিকে লোকপালগণের চারিটী পুর শোভা পাইতেছে। মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া যখন সম্বৎসরাত্মক সূর্য্যরথচক্র গমন করে, তখন উহা এই পুর সকলের উপরিভাগ দিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে; তদ্দ্বারা দেবগণের অহোরাত্র ও মনুষ্যগণের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হইয়া থাকে। প্রিয়ব্রতপুত্র বীতিহোত্র এই দ্বীপের অধিপতি; তিনি স্বীয় দুই পুত্র রমণক ও ধাতককে পূর্ব্বোক্ত দুই বর্ষের বর্ষপতি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণের ন্যায় ভগবানের আরাধনাপর হয়েন। এই দ্বীপের বর্ষপতিগণ যদ্দ্বারা ব্রহ্মার লোকে অবস্থান হয়, তাদৃশ সাধনদ্বারা ব্রহ্মরূপী অর্থাৎ কমলাসনমূর্ত্তি ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের আরাধনার মন্ত্র, যথা—যিনি কর্ম্মফলস্বরূপ অর্থাৎ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ শতজন্মে যে ব্রহ্মার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মের মূর্ত্তি এবং যাঁহার একমাত্র পরমেশ্বরে নিষ্ঠা আছে অতএব যিনি বস্তুতঃ অদ্বৈত, ঈদৃশ যে ব্রহ্মাকে উপাস্যরূপে জনগণ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি।

পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধজল সমুদ্রের পরে লোকালোক নামে অচল রহিয়াছে, যতদূর পর্য্যন্ত দেশ সূর্য্যাদির আলোকদ্বারা আলোকিত হয়, তাহার নাম লোক এবং তৎপরবর্ত্তী যে দেশ সূর্য্যাদির আলোকরহিত, তাহার নাম আলোক; এই লোকালোক পর্ব্বত লোক ও আলোকের অন্তরালে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। সুমেরু হইতে মানসোত্তর পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান, তাহার পরিমাণ এককোটি সাতান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যোজন; এতৎ পরিমিত ভূমি শুদ্ধজল পর্ব্বতের পরে রহিয়াছে, এই স্থলে প্রাণিগণ বাস করিয়া থাকে, ইহার পরে যে ভূমি, তাহা কাঞ্চনময়ী, তাহা দেখিতে দর্পণতলের ন্যায়; ইহার পরিমাণ আটকোটি উনচল্লিশ লক্ষ যোজন। এই স্থলে পদার্থ রাখিলে পুনর্ব্বার তাহার উপলব্ধি হয় না; এই নিমিত্ত সকল প্রাণী এই ভূমিকে বর্জ্জন করিয়াছে; কেবল দেবগণ এই স্থানে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যেহেতু লোকালোক পর্ব্বত লোক ও অলোক দেশের মধ্যস্থলে থাকিয়া উহাদিগকে বিভক্ত করিতেছে, এই নিমিত্ত, উহা লোকালোক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর এই লোকালোক পর্ব্বতকে লোকত্রয়ের প্রান্তরদেশে চতুর্দ্দিকে সীমা পর্ব্বতরূপে স্থাপন করিয়াছেন। এই লোকালোক পর্ব্বতের উচ্চতা ও বিস্তার এরূপ যে, সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রুবলোকপর্য্যন্ত যত জ্যোতির্মণ্ডল আছে, তাহাদিগের কিরণসমূহ নিম্নদিকে তিন লোককে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু লোকালোক পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া কখনও যাইতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানিগণ

এইরূপ লোকবিন্যাসের পরিমাণ, লক্ষণ ও রচনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভূগোলকের পরিমাণ পঞ্চাশৎ-কোটি যোজন; লোকালোকপর্ব্বত ইহার চতুর্থাংশ। অখিলজগদ্‌গুরু আত্মযোনি ব্রহ্মা, এই লোকালোক পর্ব্বতের বহির্ভাগে চারিদিকে চারটী গজরাজকে স্থাপন করিয়াছেন; তাহাদিগের নাম ঋষভ, পুষ্করচূড়, বামন ও অপরাজিত; এই চারটী গজ সকল লোকের স্থিতির হেতু। এই দিগ্‌গজগণের ও স্বীয় অংশভূত মহেন্দ্রাদি লোকপালগণের বিবিধ বীর্য্যবর্দ্ধনের নিমিত্ত এবং সকললোকের মঙ্গলের নিমিত্ত পরমমহাপুরুষ মহাবিভূতি অন্তর্যামী ভগবান্ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যাদি অষ্ট মহাসিদ্ধি সমন্বিত স্বীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া এবং বিষক্‌যোনপ্রভৃতি স্বীয় শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ শ্রেষ্ঠ আয়ুধে পরিশোভিত বাহুদণ্ড ধারণপূর্ব্বক ঐ লোকালোক পর্ব্বতে চতুর্দ্দিকে বাস করিতেছেন। তিনি মহাবিভূতি ও পরম ঐশ্বর্য্যের পতি বলিয়া একই মূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছেন; ইহা অসম্ভব নহে। ভগবান অন্তর্য্যামী থাকিয়া সকল কার্য্যই করিতে পারেন, তথাপি যে বহির্ভাগে মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া অবস্থান করিতেছেন তাহার হেতু এই যে, তাঁহার স্বীয় যোগমায়া যে সকল বিবিধ লোকযাত্রা রচনা করিয়াছে, তাহার রক্ষণের নিমিত্ত ঈদৃশ বেশ ধারণপূর্ব্বক লীলা করিয়া বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন।

মেরু হইতে আরম্ভ করিয়া লোকালোকপর্য্যন্ত যত বিস্তার উক্ত হইয়াছে, উহার বহির্দেশে অলোক-দেশের বিস্তারও তাদৃশ। তাহার পরবর্ত্তী স্থানে যোগেশ্বরগণের বিশুদ্ধা গতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাঁহারা অষ্ট আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগেরই গতি হইয়া থাকে, ইহা জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডগোলকের মধ্যস্থানে সূর্য্য অবস্থিত, সূর্য্য হইতে ব্রহ্মাণ্ডলোকপর্য্যন্ত সকলদিকেই পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন। যখন এই অণ্ড মৃত অর্থাৎ অচেতন ছিল, তখন সূর্য্যদেব বৈরাজ পুরুষরূপে তন্মধ্যে প্রবেশ করেন, এই নিমিত্ত উঁহার মার্ত্তণ্ড নাম হইয়াছে। সমষ্টি জীবের সূক্ষ্ম দেহকে হিরণ্যগর্ভ কহে, এই হিরণ্যগর্ভ হইতে সূর্য্যের হিরণ্যাস্ত অর্থাৎ স্থূলদেহের উৎপত্তি হইয়াছে, এই নিমিত্ত উনি হিরণ্যগর্ভ নামেও অভিহিত হইয়া থাকনে। পূর্ব্বাদি দিক্, অন্তরীক্ষ, গ্রহ-নক্ষত্রাদি ও পৃথিবীর বিভাগ, স্বর্গ অর্থাৎ ভোগ-স্থান, অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষস্থান, নরক অর্থাৎ দুঃখস্থান এবং অতলাদি রসাতল এই সমুদায়কে সূর্য্যই বিভাগ করিতেছেন। দেব, তির্যক্, মনুষ্য, সরীসৃপ, পক্ষী, লতাদি উদ্ভিদ্, এই সমুদয় জীবদেহের সূর্য্যই আত্মা এবং তিনিই নেত্রাধিষ্ঠাতা।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! পরিমাণ ও লক্ষণদ্বারা আপনাকে ভূবলয়ের এই সন্নিবেশ কহিলাম; ইহা বিস্তারে পঞ্চাশৎকোটি যোজন এবং উচ্চতায় পঞ্চবিংশতিকোটি যোজন। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এতদ্দ্বারা স্বর্গমণ্ডলের পরিমাণ উপদেশ করিয়া থাকেন। যেমন চণকাদি দ্বিদল পদার্থের এক দলের পরিমাণদ্বারা অপরদলের পরিমাণ নির্ণীত হয়। সেইরূপ ভূমণ্ডলের পরিমাণদ্বারা স্বর্গ মণ্ডলের পরিমাণ

নির্ণীত হইয়া থাকে। এই উভয়দল সংলগ্ন হইয়া যে অণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে, তাহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে অন্তরীক্ষ কহে। চন্দ্রাদির পতি ভগবান্ তপনদেব, এই অন্তরীক্ষের কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া আতপদ্বারা ত্রিলোকীকে উত্তপ্ত করিতেছেন এবং আত্মজ্যোতিদ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। এই সূর্য্যদেব উত্তরায়ণনাম্নী মন্দগতিদ্বারা যথাসময়ে আরোহণস্থান অর্থাৎ মকরাদি রাশিতে গমনপূর্ব্বক ক্রমে দিবাভাগকে দীর্ঘ ও রাত্রিভাগকে হ্রস্ব করিয়া থাকেন; দক্ষিণায়ননাম্নী ক্ষিপ্রগতিদ্বারা অবরোহণস্থানে গমনপূর্ব্বক দিবাভাগকে হ্রস্ব ও রাত্রিভাগকে দীর্ঘ করিয়া থাকেন এবং বৈষুবতনাম্নী সমানগতিদ্বারা সম রাশিতে গমনপূর্ব্বক দিবামান ও রাত্রিমানকে সমান করিয়া থাকেন। যখন সূর্য্যদেব মেষ ও তুলারাশিতে অবস্থান করেন, তখন দিবামান ও রাত্রিমান সমান হইয়া থাকে; যখন বৃষাদি পঞ্চরাশিতে গমন করিতে থাকেন তখন দিবামান বর্দ্ধিত হয় এবং রাত্রিমানে প্রতিমাসে এক ঘটিকা করিয়া হ্রস্ব হইতে থাকে এবং যখন সূর্য্যদেব বৃশ্চিকাদি পঞ্চরাশিতে বর্ত্তমান থাকেন, তখন উহার বৈপরীত্য হয়। দক্ষিণায়নকালে দিবস ও উত্তরায়ণকালে রাত্রি বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে মানসোত্তরগিরির মণ্ডলপরিমাণ নয়কোটি একান্ন লক্ষ্য যোজন। জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন, এই মানসোত্তর পর্ব্বতে মেরুর পূর্ব্বদিকে দেবধানীনাম্নী ইন্দ্রপুরী দক্ষিণে সংযমনীনাম্নী যমপুরী, পশ্চিমে নিম্লোবতীনাম্নী বরুণপুরী এবং উত্তরে বিভাবরীনাম্নী চন্দ্রপুরী বিরাজ করিতেছে। মেরুর চতুর্দ্দিকে সময় বিশেষে ঐ সকল পুরীতে উদয় মধ্যাহ্ন অস্তময় ও নিশীথ হইয়া থাকে তাহা হইতে ভূতগণের কার্য্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। ইহার তৎপর্য্য এই যে, যাহারা মেরুর দক্ষিণদেশে অবস্থিত, তাহাদের ইন্দ্রপুরী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাদিদিক্; যাহারা পশ্চিমে তাসাদিগের যমপুরী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাদিদিক্; যাহারা উত্তরে, তাহাদিগের বরুণপুরী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাদিদিক্ এবং যাহারা পূর্ব্বদিকে, তাহাদিগের চন্দ্রপুরী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাদি দিক্ হইয়া থাকে। যাহারা মেরুস্থানে অবস্থিত, তাহাদের নিকট মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য সর্ব্বদা তাপ বিতরণ করিয়া থাকেন। সূর্য্যদেব যখন নক্ষত্রাভিমুখে গমন করেন, তখন মেরুকে বামে রাখিয়া ভ্রমণ করেন, কিন্তু জ্যোতিশ্চক্র প্রদক্ষিণাবর্ত্তের প্রবর্ত্তক প্রবহনামক বায়ুদ্বারা ঘূর্ণিত হওয়ায় প্রত্যহ মেরুকে একবার দক্ষিণদিকে রাখিয়া যাইতে হয়; অতএব চক্রগতিহেতু দূর হইতে সূর্য্যকে যে ভূমিলগ্ন বলিয়া দেখা যায়, উহাই সূর্য্যের উদয়, আকাশাবরূঢ়ের ন্যায় যে দর্শন, উহাই মধ্যাহ্ন, ভূমিপ্রবিষ্টের ন্যায় যে দর্শন, উহাই অস্তগমন এবং অতীব দূর গমন করিলে নিশীথ হইয়া থাকে। সূর্য্য যে স্থানে উদিত হন, তাহার সমসূত্রপাতে অস্তগমন করেন; যে স্থানে মনুষ্যাদির ঘর্ম্ম উৎপন্ন করিয়া উত্তাপ দান করেন, তাহার সমসূত্রপাতে নিশীথ উৎপন্ন করিয়া মনুষ্যাদিকে নিদ্রিত করিয়া থাকেন। যাহারা তাঁহার অস্তগমন দর্শন করে, সূর্য্য ঐ স্থানে গমন করিলে, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যখন সূর্য্য পঞ্চদশ ঘটিকায় ইন্দ্রপুরী হইতে চন্দ্রপুরীতে গমন করেন, তখন তাঁহাকে দুইকোটি সাইত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার যোজন অতিক্রম করিতে হয়। এইরূপে তথা হইতে যথাক্রমে বরুণপুরী ও চন্দ্রপুরী অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রপুরীতে প্রত্যাগমন করেন। সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রাদি গ্রহও নক্ষত্রগণের সহিত জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন এবং তাহাদিগের সহিত অস্তগমন করেন। এইরূপে সূর্য্যের বেদময় রথ পূর্ব্বোক্ত পুরীচতুষ্টয়ে পরিভ্রমণকালে মুহূর্ত্তে চৌত্রিশ লক্ষ আটশত যোজন অতিক্রম করিয়া

থাকে। তাঁহার একচক্রে দ্বাদশ মাস দ্বাদশ অর, ছয় ঋতু ছয় নেমি, তিন চতুর্মাস্য তিন নাভি; ইহাকেই জ্ঞানিগণ সম্বৎসরচক্র কহিয়া থাকেন। ঐ চক্রের অক্ষরে একভাগ মেরুর শিখরদেশে এবং অপর ভাগ মানসোত্তর পর্ব্বত হইতে অর্দ্ধ লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বায়ু-বদ্ধ ভূমিতে স্থাপিত আছে; রবিরথচক্র ঐ অক্ষে নিবদ্ধ থাকিয়া তৈলযন্ত্রচক্রের ন্যায় মানসোত্তর পর্ব্বতে পরি-ভ্রমণ করিতেছে। রবিরথের অপর একটী অক্ষ আছে; উহার পূর্ব্বভাগ প্রথম অক্ষে চক্রপ্রান্তে নিবদ্ধ আছে এবং অপর ভাগ ধ্রুবে বায়ুপাশে বদ্ধ থাকিয়া তৈল-যন্ত্রের অক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে; দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ প্রথম অক্ষের এক চতুর্থাংশ। রথের উপবেশনস্থান ছত্রিশ লক্ষ যোজন উন্নত ও নব লক্ষ যোজন আয়ত; রবিরথের যুগেরও পরিমাণ তাদৃশ। সপ্ত ছন্দঃ সপ্ত অশ্ব; তাহারা অরুণকর্ত্তৃক যোজিত হইয়া আদিত্যদেবকে বহন করিতেছে। অরুণ সবিতার সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিয়া সারথ্য করিতেছেন, তিনি পশ্চিমমুখে উপবিষ্ট আছেন, কারণ, যাহা সূর্য্যের সম্মুখভাগ, উহাই পশ্চিম দিক্। অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বমাত্র যষ্ঠিসহস্র বালিখিল্য ঋষিগণ সূর্য্যের পুরো-ভাগে স্তুতি পাঠের নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়া স্তুতি গান করিতেছেন। অন্যান্য ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, গ্রামণী, যাতুধান ও দেবতা, ইঁহাদিগের চতু-র্দ্দশগণ থাকিলেও দুই দুই করিয়া সপ্তগণে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম-দ্বারা প্রতিমাসে নানা নামধারী আত্মস্বরূপ ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপে সূর্য্যদেব প্রতিক্ষণে আট হাজার দুই ক্রোশ অতিক্রমপূর্ব্বক ভবলয়ের নয়কোটী ষাট লক্ষ যোজন পরিমণ্ডল ভোগ করিয়া থাকেন।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়

রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যে বর্ণন করিলেন—ভগবান্ আদিত্য, মেরু ও ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করেন, অথচ রাশিদিগের অভিমুখে গমনকালে অপ্রদক্ষিণ করিয়া গমন করেন, ইহা বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে, কিরূপে ইহা অনুমান করিব?

শ্রীশুকদেব স্পষ্ট করিয়া কহিলেন—মহারাজ! যখন কুলালচক্র ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন তদাশ্রিত পিপীলিকাদের তদনুরূপ গতি হইয়া থাকে, কিন্তু পিপী-লিকাদির স্বীয় গতি ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়, কারণ তাহারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, সেই রূপ নক্ষত্ররাশিদ্বারা উপলক্ষিত কালচক্র ধ্রুব ও মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিধাবিত হইতেছে; সুতরাং তদাশ্রিত সূর্য্যাদিগ্রহের তদনুসারে গতি হইতেছে, কিন্তু সূর্য্যাদিগ্রহ যখন এক নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে ও এক রাশি হইতে রাশ্যন্তরে গমন করেন প্রতীতি হইতেছে, তখন, তাঁহাদিগের স্বীয় ভিন্ন ভিন্ন গতি বিপ-রীত দিকে থাকিতে পারে, তাহা অসম্ভব কি? এই ভগবান্ আদিত্যদেব আদিপুরুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ; লোকের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত ও কর্ম্মসকলের বিশু-দ্ধির নিমিত্ত স্বীয় বেদময় আত্মাকে দ্বাদশভাগে ও বসন্তাদি ছয় ঋতুতে বিভক্ত করিয়া কর্ম্মভোগের উপযোগী শীতোষ্ণাদি ঋতুগণ বিধান করিয়া থাকেন;

জ্ঞানিগণও বেদদ্বারা ইঁহার স্বরূপসম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্কাদি করিয়া থাকেন। যাহারা বর্ণাশ্রমের অনুমোদিত আচারের অনুবর্ত্তী থাকিয়া, বেদোক্ত নানাবিধ কর্ম্মদ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইঁহার যজনা করেন, তাঁহারা ইঁহাকে ইন্দ্রাদিরূপে অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধ্যানাদিদ্বারা ইঁহার আরাধনা করেন, তাঁহারা ইঁহাকে অনায়াসে অন্তর্যামিরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই আদিত্যদেব লোকসকলের আত্মা, ইনি পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে যে অন্তরীক্ষ আছে, তদন্তর্গত কালচক্র আশ্রয় করিয়া দ্বাদশমাস ভোগ করিয়া থাকেন; মেষাদি দ্বাদশ রাশি হইতে দ্বাদশ মাসের নাম হইয়াছে, উহারা সম্বৎসরের অবয়ব। চান্দ্রমানানুসারে দুই পক্ষে এক মাস; সৌরমানে সপাদ নক্ষত্রদ্বয়ে একমাস এবং পিতৃলোকের গণনানুসারে এক অহোরাত্র এক মাস। যে কালের মধ্যে সূর্য্যদেব দুই রাশি ভোগ করেন, তাহা ঋতু নামে অভিহিত হইয়া থাকে, উহা সম্বৎসরের অয়বব। আদিত্যদেব যে অর্দ্ধকালদ্বারা আকাশপথে বিচরণ করেন, তাহাকে অয়ন কহে, উহাই বৎসরার্দ্ধ অর্থাৎ ছয় মাস।

সূর্য্যদেব যে কালের মধ্যে পৃথিবীমণ্ডল ও দ্যুমণ্ডলের সহিত নভোমণ্ডল সর্ব্বতোভাবে ভোগ করেন, সেই কাল সম্বৎসর; ভানুর মন্দগতি, শীঘ্রগতি ও সমগতিদ্বারা উহা, সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও উদাবৎসরের নাম ধারণ করিয়া থাকে, ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন। এইরূপে চন্দ্রমা অর্কমণ্ডলের উপরিভাগে লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন; সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করিতে সম্বৎসর অতীত হয়, কিন্তু চন্দ্র উহা দুই পক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এইরূপে চন্দ্র রবির মাসভোগ সওয়া দুই দিনে ভোগ করিয়া থাকেন। চন্দ্র কখন কখন এইরূপ দ্রুতগামী হন যে, রবির এক পক্ষের ভোগ একদিনে, ভোগ করিয়া থাকেন। যখন চন্দ্রের কলা বৃদ্ধি হয়, তখন শুক্লপক্ষ ও যখন কলা হ্রাস হয়, তখন কৃষ্ণপক্ষ হইয়া থাকে; শুক্লপক্ষ দেবপূজার ও কৃষ্ণপক্ষ পিতৃপূজার প্রশস্ত কাল; এইরূপে চন্দ্রমা পূর্ব্বপক্ষ ও অপরপক্ষদ্বারা দেবপূজা ও পিতৃপূজায় কালবিধানপূর্ব্বক ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক এক নক্ষত্র ভোগ করিয়া থাকেন। চন্দ্র ওষধি সকলের ঈশ্বর, অতএব অন্নময় এবং অন্নময় বলিয়া জীবগণের প্রাণ; তিনি জীবনহেতু ও অমৃতময় বলিয়া জীব নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ষোড়শকাল ভগবান্ চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাতা, এই হেতু মনোময়; অতএব তিনি মনোময়, অন্নময় ও অমৃতময় বলিয়া দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ও লতাদি উদ্ভিদের প্রাণের তৃপ্তি সাধন করেন; এই হেতু জ্ঞানিগণ তাঁহাকে সর্ব্বময় বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

তাহার উপরিভাগে দ্বিলক্ষ যোজন দূরে নক্ষত্র সকল মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়াই ঈশ্বরের নিয়মানুসারে কালচক্রে ভ্রমণ করিতেছে, তাঁহাদিগের আর পৃথক্ গতি নাই। তাহাদিগের সংখ্যা সপ্তবিংশতি, কিন্তু উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণার সন্ধিস্থল অভিজিৎ নক্ষত্র নামে অভিহিত হয়, তাহা হইতে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিত্ত পৃথক্ কল্পিত হইয়াছে। এই অভিজিৎ নক্ষত্রকে গণনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রগণের সংখ্যা অষ্টাবিংশতি। তদুপরি দুই লক্ষ যোজন দূরে শুক্রগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকেন, সূর্য্যের ন্যায় ইহারও শীঘ্রগতি মন্দগতি ও সমগতি আছে, এই নিমিত্ত কখন সূর্য্যের অগ্রে, কখন পশ্চাৎ ও কখন তাঁহার সহিত বিচরণ করিয়া থাকেন। ইনি সর্ব্বদা লোকসকলের অনুকূল; ইহার সঞ্চারকালে প্রায়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে, অতএব যে সকল গ্রহ বৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা করেন, ইনি তাঁহাদিগের উপশম করিয়া

থাকেন, এইরূপ অনুমতি হইয়া থাকে। শুক্রের ন্যায় বুধও কখন সূর্য্যের অগ্রে, কখন পশ্চাৎ ও কখন সহিত থাকিয়া বিচরণ করেন। এই সোমপুত্র বুধ শুক্রের উপরিভাগে দুই লক্ষ যোজন দূরে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, ইনি প্রায়ই শুভকারী গ্রহ; যখন সূর্য্য হইতে নিযুক্ত হন, তখন বাত্যা, মেঘ ও অনাবৃষ্ট্যাদি ভয় সূচনা করিয়া থাকেন। ইহার দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে মঙ্গলগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকেন, ইনি তিন তিন পক্ষে এক এক রাশি অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি বক্রগতি হয়, তখন উক্ত সময়ের ব্যতিক্রম ঘটে; ইনি প্রায়ই অশুভ-গ্রহ, দুঃখ সূচনা করিয়া থাকেন।

মঙ্গল হইতে দুই লক্ষ্য যোজন উর্দ্ধে ভগবান্ বৃহস্পতি অবস্থিত; ইনি যে কালে এক একটী রাশি অতিক্রম করেন, তাহার নাম পরিবৎসর; ইঁহার বক্রগতি হইলে উক্ত কালের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে; ইতি প্রায়ই ব্রাহ্মণকুলের অনুকূল, বৃহস্পতি হইতে দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনৈশ্চর প্রতীয়মান হইয়া থাকেন; ইনি প্রত্যেক রাশিতে ত্রিশ মাস অবস্থান করেন, ইহাকে এক অনুবৎসর কহে; ইনি এইরূপে ত্রিশ বৎসরে দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকেন; ইনি প্রায়ই সকলের অশান্তিকর গ্রহ। এই শনিগ্রহ হইতে একাদশ লক্ষ যোজন উত্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকেন; এই সপ্তর্ষি লোকসকলের মঙ্গল-বিধানপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ যোজন অন্তরে যে ধ্রুবলোক, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। উত্তানপাদের পুত্র মহাভাগবত ধ্রব এই লোকে অবস্থান করিতেছেন; নক্ষত্ররূপী অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি কশ্যপ ও ধর্ম্ম বহুমানপুরঃসর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন; ইনি অদ্যাপিও কল্পজীবিগণের অবলম্বনীয়; ইঁহার মহান্ অনুভাব পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রহ নক্ষাত্রাদি যত জ্যোতির্গণ আছে তৎসমুদায়ই অনিমেষ অব্যক্তবেগ ভগবান্ কাল অর্থাৎ কালচক্র-দ্বারা ভ্রম্যমাণ হইতেছে, কেবল এই ধ্রুবলোক স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে; ঈশ্বর এই ধ্রুবলোককে জ্যোতির্গণের অবলম্বন স্থান করিয়া স্থাণুর ন্যায় স্থাপন করিয়াছেন, ইহা সেইরূপই নিত্যকাল দীপ্যমান রহিয়াছে। যেমন ধানমর্দ্দনে নিযুক্ত পশুসকল কৃষীবল কর্ত্তৃক মেধীস্তম্ভে নিবদ্ধ থাকিয়া মেধীস্তম্ভের নিকটে, মধ্যস্থানে বা দূরে অবস্থানানুসারে কেহ মন্দ, কেহ মধ্য ও কেহ দ্রুতগতিতে স্ব স্ব মণ্ডলে ভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ ঈশ্বর কর্ত্তৃক ধ্রুবে নিবদ্ধ থাকিয়া কেহ নিকটে, কেহ মধ্যস্থানে, কেহ বা দূরে কালচক্রে নিয়োজিত থাকিয়া এবং বায়ু কর্ত্তৃক ভ্রম্যমান হইয়া কল্পনাকাল পর্য্যন্ত কেহ মন্দ, কেহ মধ্য ও কেহ দ্রুতগতিতে স্ব স্ব কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে। যেমন আকাশে মেঘসকল ও শ্যেনাদি পক্ষী বায়ুসাহায্যে ও পক্ষ-সঞ্চালনাদি কর্ম্মের সাহায্যে ভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ গ্রহ-নক্ষত্রাদি ঈশ্বর-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত মায়াবশে ও তাঁহার শক্তিতে সর্ব্বপ্রথমে গতিশীল হইয়া

আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, পৃথিবীতে পতিত হয় না।

কেহ কেহ কহেন, এই জ্যোতিশ্চক্র শিশুমারের দেহ-সন্নিবেশের ন্যায় ভগবান্ বাসুদেবের যোগ-ধারণায় অবস্থিত আছে, অতএব পতনের আশঙ্কা নাই। এই শিশুমার দেহকে কুণ্ডলীভূত করিয়া ও অধোমুখ হইয়া অবস্থান করিতেছে। ধ্রুব ইহার পুচ্ছাগ্র; পুচ্ছাগ্রের অধোভাগ অর্থাৎ লাঙ্গুল প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম; ধাতা ও বিধাতা পুচ্ছমূল এবং কটিদেশ সপ্তর্ষি। ঐ শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলীভূত হইয়া রহিয়াছে; উহার দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরায়ণ নক্ষত্র অর্থাৎ অভিজিৎ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বসু পর্য্যন্ত এই চতুর্দ্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে দক্ষিণায়ন নক্ষত্র অর্থাৎ পুষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র; এইরূপে কুণ্ডলিত শিশুমারের দেহের যে বিস্তার, তাহার উভয় পার্শ্বে অবয়বসংখ্যা সমান; ইহার পৃষ্ঠদেশে অজবীথী অর্থাৎ মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরা-ষাঢ়া এবং উদরে আকাশগঙ্গা। হে মহারাজ! কোন্ নক্ষত্রকে কোন্ অবয়ব কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে ভাগ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ শিশুমারের দক্ষিণ শ্রোণি পুনর্ব্বসু, বাম শ্রোণি পুষ্যা, দক্ষিণপাদ আর্দ্রা, বামপাদ অশ্লেষা, দক্ষিণ নাসিকা অভিজিৎ, বাম নাসিকা উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ লোচন শ্রবণা, বাম লোচন পূর্ব্বাষাঢ়া, দক্ষিণ কর্ণ ধনিষ্ঠা ও বাম কর্ণ মূলা। মঘা হইতে অনুরাধা পর্য্যন্ত যে আটটী দক্ষিণায়ন নক্ষত্র, তাহা ঐ শিশু-মারের বামপার্শ্বের অস্থিতে সংযুক্ত এবং মৃগশিরা হইতে পূর্ব্বভাদ্রপদ পর্য্যন্ত যে আটটী উত্তরায়ণ নক্ষত্র, তাহা বিপরীত ক্রমে দক্ষিণপার্শ্বের অস্থিতে সংযুক্ত। উক্ত শিশুমারের দক্ষিণ স্কন্ধ শতভিষা, বাম স্কন্ধ জ্যেষ্ঠা, উত্তর হনু নক্ষত্ররূপী অগস্ত্য, অধর হনু ক্ষেত্ররূপী যম, মুখ মঙ্গল গ্রহ, উপস্থ শনিগ্রহ, কুকুৎ অর্থাৎ গল-পৃষ্ঠশৃঙ্গ বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থল আদিত্য, হৃদয় নারায়ণ, মন চন্দ্র, নাভি শুক্র, স্তনদ্বয় অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপ্রান বুধ, গলদেশ রাহু, সর্ব্বাঙ্গ কেতু এবং রোমরাজি তারাগণ।

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর এই সর্ব্বদেবতাময় রূপ অহরহ সন্ধ্যাকালে প্রযত ও বাগ্‌যত হইয়া নিরীক্ষণপূর্ব্বক উপাসনা করিবে। মন্ত্র, যথা—জ্যোতির্গণের আশ্রয় কালচক্র-রূপ, দেবগণের পতি, মহাপুরুষকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ও ধ্যান করি। ত্রিসন্ধ্যা এই মন্ত্র জপকারী জনগণের পাপহারী পরমেশ্বরের এই গ্রহ নক্ষত্র তারাময় রূপ যিনি ত্রিসন্ধ্যায় নমস্কার ও স্মরণ করেন, তাঁহার তৎকালীন পাপ আশু বিনিষ্ট হয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—কেহ বলেন সূর্য্য হইতে অযুত যোজন নিম্নে রাহু নক্ষত্রের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। সিংহিকাপুত্র রাহু স্বয়ং অসুরাধম; অতএব অযোগ্য হইয়াও কিরূপে ভগবৎ কৃপায় অমরত্ব লাভ করিয়াছিল, হে তাত! তাহার জন্ম ও কর্ম্মের বিবরণ পরে বর্ণনা করিব। যে সূর্য্যমণ্ডল অর্থাৎ রথনীড়স্থ তেজশ্চক্র অধোদিকে রাহুকে তাপিত করে, তাহার বিস্তর অযুত যোজন এবং চন্দ্রমণ্ডলের

বিস্তার দ্বাদশ যোজন; রাহুর বিস্তার ত্রয়োদশ যোজন। এই রাহু পূর্ব্বে অমৃতপানসময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সূর্য্য ও চন্দ্রাকর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়ায় সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতি উহার শত্রুতা ঘটে; তন্নিবন্ধন অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ঐ রাহু সূর্য্য ও চন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে। ভগবান্ তাহা অবগত হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্রের রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শননামক প্রিয় অস্ত্র প্রয়োগ করেন; ঐ ভাগবত অস্ত্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, উহার তেজ দুর্ব্বিষহ; এই নিমিত্ত রাহু মুহূর্ত্তকালমাত্র সূর্য্য ও চন্দ্রের অভিমুখ থাকিয়া উদ্বিগ্ন ও চকিতহৃদয়ে দূরে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই যে রাহুর অন্তরালে অবস্থিতি, ইহাকেই লোকে উপরাগ অর্থাৎ গ্রহণ কহিয়া থাকে; রাহুর ঋজুস্থিতি হইলে সর্ব্বগ্রাস ও বক্রস্থিতি হইলে অর্দ্ধগ্রাস হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা গ্রাস নহে, যেহেতু রাহু বহুদূরে অবস্থিত আছে। তাহার অধোদেশে যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, প্রেত ও ভূতগণের বিহারাঙ্গন; উহাই অন্তরীক্ষ, তথায় গ্রহাদি নাই; যে স্থানে বায়ু প্রবাহিত হয়, যথায় মেঘসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহাই উহার সীমা। ইহার নিম্নদেশে শত যোজন দূরে এই পৃথিবী, পার্থিব বিকার হংস, ভাস, শ্যেন ও সুপর্ণাদি শ্রেষ্ঠ পক্ষিসকল যতদূর উড়িতে পারে, উহাই ভূলোকের সীমা; উহার সন্নিবেশস্থান পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই অবনির নিম্নে নিম্নে সাতটী ভূবিবর আছে, প্রত্যেক অযুত যোজন অন্তরে অন্তরে অবস্থিত; উহাদিগের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান। এই সপ্তলোকের নাম, যথা,—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল রসাতল ও পাতাল।

এই সকল বিলস্বর্গে ভবন, উদ্যান, রহস্যক্রীড়াস্থান ও বিহারস্থানসকল বিদ্যমান আছে; ঐ সকল ভবনাদি স্বর্গাপেক্ষাও অধিক কামভোগ, ঐশ্বর্য্যানন্দ, সন্ততি ও সম্পত্তিতে সুসমৃদ্ধ; এই সকল স্থানে দৈত্য, দানব ও নাগগণ গৃহপতি; তাহারা নিত্য প্রমোদযুক্ত ও অনুরক্ত কলত্র, অপত্য, বন্ধু, সুহৃৎ ও অনুচরগণের সহিত বাস করিয়া থাকে; ইন্দ্রাদি অপেক্ষাও তাহারা অপ্রতিহতকাম অর্থাৎ তাহারা যাহা অভিলাষ করে, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহারা মায়া অবলম্বন করিয়া নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। হে মহারাজ। ঐ সকল ভূবিবরে পুরসকল দীপ্তি পাইতেছে; মায়াবী ময়দানব ঐ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তথায় বিচিত্র ভবন, প্রাচীর, পুরদ্বার, সভা, দেবালয়, চত্বর ও বিশ্রামস্থানসমূহ নানাবিধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মণিদ্বারা বিরচিত। ঐ সকল পুরে বিরেশ্বরগণের উত্তম গৃহসকল নাগ, অসুর, মিথুনভূত পরাবত, শুক ও শারিকাকীর্ণ কৃত্রিম-ভূমিসমন্বিত; এই সকল বিচিত্র ভবনাদি-সমলঙ্কৃত হইয়া পুরসকল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। তথায় উদ্যানরাজি অমরলোকের শোভাকে পরাজয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে; ঐ সকল উদ্যানে সুন্দর বৃক্ষশাখাসকল কুসুমস্তবক, ফলস্তবক ও সুভগ কিশলয়ভরে অবনত; লতা সকল তরুসমূহকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, তথায় অনলজলপূর্ণ জলাশয়সমূহে চক্রবাকাদি মিথুনযুক্ত বিবিধ বিহঙ্গমগণ মৎস্যকুলের উল্লঙ্ঘনহেতু ক্ষুভিত সলিলে বিরাজমান নীরজ, কুমুদ, কুবলয়, কহ্লার, নীলোৎপল; লোহিত ও শতপত্রাদি বনে বাস করিয়া থাকে; তাহাদিগের অবিচ্ছিন্ন বিহারকালে মন ও ইন্দ্রিয়গণের আনন্দপ্রদ মধুর বিবিধ ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের উৎসব সম্পাদন করিয়া থাকে। এইরূপে উদ্যান সকল তরুরাজি ও জলাশয় সকলের শোভা এবং ইন্দ্রিয়গণের আনন্দোৎসবদ্বারা অমরলোকের

শোভাকে অতিক্রম করিয়া দীপ্যমান রহিয়াছে। এই সকল স্থানে সূর্য্যাদির অভাবহেতু অহোরাত্রাদি কালবিভাগ নাই; সুতরাং কাল হইতে ভয় লক্ষিত হয় না; তথায় নাগশ্রেষ্ঠগণের মস্তকস্থ মণিসকল সর্ব্বত্র অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকে। এই সকল স্থানের অধিবাসিগণ দিব্য ওষধিরস ও জরাদিনাশক রসায়ন ভোজন ও পান এবং স্নানাদি করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মনঃপীড়া, ব্যাধি, বলি, পলিত ও জরাদি এবং দেহবৈবর্ণ্য, দৌর্গন্ধ্য, স্বেদ, ক্লান্তি ও অনুৎসাহপ্রভৃতি জরাবস্থা আক্রমণ করে না। ভগবানের চক্রনামধারী তেজোব্যতীত কল্যাণভাজন এই সকল অধিবাসীর মৃত্যু হইতেও কোন প্রকারে অভিভব ঘটে না। ভগবানের এই তেজ তথায় প্রবিষ্ট হইলে অসুরবধূগণের ভয়ে প্রায়ই গর্ভপাত হইয়া থাকে।

অতলে ময়পুত্র বলনামক অসুর বাস করিয়া থাকে; এই অসুর ছিয়ানব্বই প্রকার মায়ার স্থষ্টিকর্ত্তা; অদ্যাপি মায়াবিগণ এই সকল মায়ার কোন কোন ধারণ করিয়া থাকে। এ অসুর জৃম্ভন করিলে ইহার মুখ হইতে স্বৈরিণী অর্থাৎ সবর্ণে রতা, কামিনী অর্থাৎ অসবর্ণেও রতা এবং পুংশ্চলী অর্থাৎ তাহাতেও চঞ্চলা এই ত্রিবিধা স্ত্রীজাতি উৎপন্ন হয়। যদি কোন পুরুষ ঐ বিলগৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে হাটকরস পান করাইয়া সম্ভোগসমর্থ করে এবং অসাধারণ বিলাসপূর্ব্বক অবলোকন, অনুরাগযুক্ত স্মিত-সহকারেসম্ভাষণ ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা ইচ্ছানুরূপ রমণ করাইয়া থাকে। ঐ রস পান করিলে পুরুষ আপনাকে 'আমি ঈশ্বর, আমি সিদ্ধ' এইরূপ মনে করিয়া মদান্ধের ন্যায় আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে; তখন তাহার শরীরে অযুত মহাগজের বল আসিয়া উপস্থিত হয়।

অনন্তর বিতলে ভগবান্ হর হাটকেশ্বর নাম ধারণপূর্ব্বক স্বীয় পার্ষদ ভূতগণে আবৃত্ত হইয়া প্রজাপতির স্থষ্টিবর্দ্ধনের নিমিত্ত ভবানীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া বাস করিতেছেন। ভব ও ভবানীর বীর্য্যে হাটকী নামে উৎকৃষ্টা নদী এই বিতল হইতে উৎপন্না হইয়াছে। অগ্নি পবনের সাহায্যে প্রদীপ্ত হইয়া এই হাটকরস পান করে অর্থাৎ স্বীয় তেজে শোষণ করিয়া কঠিন করিয়া ফুৎকার-সহকারে পরিত্যাগ করে; সেই পরিত্যক্ত পদার্থই হাটকনামক সুবর্ণ; অসুরেন্দ্রগণের অন্তঃপুরে পুরুষসকল নারীগণের সহিত এই সুবর্ণকে অহঙ্কাররূপে ধারণ করিয়া থাকে।

এই বিতলের অধোভাগ সুতল; এইস্থানে উদারকীর্ত্তি পুণ্যশ্লোক বিরোচনাত্মজ বলি অদ্যাপি বাস করিতেছেন। ভগবান মহেন্দ্রের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আদিতির গর্ভে বটুবামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথমতঃ তিন লোক অপহরণ করিয়া পরে দয়াপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলিকে এই সুতলে স্থান দান করেন; তাঁহাকে ঈদৃশ শোভাসমৃদ্ধির অধিকারী করিয়াছেন যে, ইন্দ্রাদিলোকেও তাদৃশী সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না; মহারাজ বলি নির্ভয়ে অদ্যাপি স্বধর্ম্মানুসারে ভজনীয় সেই ভগবানেরই আরাধনা করিতেছেন। তাঁহার যে সুতলে এই পরম ঐশ্বর্য্য, ইহা ভূমিদানের সাক্ষাৎ ফল নহে; ভগবান্ অশেষ জীবসমূহের জীবনস্বরূপ আত্মা, তিনিই পরমাত্মা বাসুদেব, তিনি পবিত্রতম পাত্র; পরমা শ্রদ্ধা, পরম আদর ও সমাহিতচিত্ত-সহকারে তাঁহাকে দান করিলে ঐ দান সাক্ষাৎ অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির হেতু হইয়া থাকে, অতএব অকিঞ্চিৎকর ঐশ্বর্য্য ঐ দানের সাক্ষাৎ ফল নহে। মনুষ্য ক্ষুধা, পতন ও পদস্খলনাদিকালে বিবশ হইয়াও যদি একবার মাত্র তাঁহার নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে অনায়াসে কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু মুমুক্ষুগণ এই কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবার নিমিত্ত যোগ ও

সাংখ্যাদি ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন। এই ভগবান্ নারদাদি ভক্তগণকে আত্মদান করিয়াছেন এবং সনকাদি-জ্ঞানিগণের আত্মতম অর্থাৎ পরমাত্মরূপে প্রতীত হইয়াছেন; অতএব তাঁহাকে ভূমি দান করিলে ঐশ্বর্য্য তাহার ফল হইতে পারে না। এই যে ইন্দ্রত্বাদি, ইহাও ভগবানের অনুকম্পা নহে; এই ভোগৈশ্বর্য মায়াময়, কারণ, ইহা হইতে ঈশ্বরস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং ইহা ভক্তের অন্তরায়মাত্র। যখন ভগবান্ অন্য উপায় না পাইয়া যাচ্ঞাচ্ছলে বলির শরীরমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া তিন লোক অপহরণ করিলেন এবং তাঁহাকে বরুণপাশে বন্ধনপূর্ব্বক গিরি-গুহায় নিক্ষেপ করিলেন, তখন মহারাজ বলি কহিয়াছিলেন,—কি দুঃখের বিষয়! ইন্দ্রদেব পুরুষার্থ-বিষয়ে নিশ্চিতই নিপুণ নহেন, বৃহস্পতি ইঁহার মন্ত্রী কিন্তু তিনিও হিতাহিত বিষয়ে একান্ত নিপুণ নহেন; কারণ, ইন্দ্র স্বয়ং ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারা আমাকে লোকত্রয়ের ঐশ্বর্য্য যাচ্ঞা করিলেন, কিন্তু ভগবানের দাস্য যাচ্ঞা করিয়া লইলেন না। অনন্তবেগ কালের মন্বন্তরে এত লোকত্রয় বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, অতএব এই ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যের মূল্য কি? আমার পিতামহ প্রহ্লাদকেই কেবল শ্রেয়োবিষয়ে নিপুণ দেখিতেছি; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ভগবান্ তাঁহাকে অকুতোভয় পৈতৃক পদ প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া ভগবানের দাস্য যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। আমার ন্যায় যাহার রাগাদিক্ষীণ হয় নাই, ঈদৃশ কোন পুরুষ সেই মহানুভাবের মার্গের অনুগমন করিতে অভিলাষী হইবে?

মহারাজ বলির চরিত্র পরে বর্ণিত হইবে। দশানন দিগ্বিজয়ক্রমে বলির দ্বারে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, যিনি স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহাকে অযুত অযুত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই অখিল জগদ্গুরু ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং ভক্তের প্রতি করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া করে গদা ধারণপূর্বক মহারাজ বলির দ্বারে অবস্থান করিতেছেন।

সুতলের নিম্নদেশে তলাতল; ভগবান্ ত্রিপুরারি ত্রৈলোক্যের মঙ্গল-সাধনমানসে ত্রিপুরাধিপতি ময়নামক দানবেন্দ্রের পুরত্রয় নির্দ্দগ্ধ করিয়া অনুগ্রহপ্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে এই তলাতলে স্থান দান করিয়াছেন; এই ময়দানব মায়াবিগণের আচার্য্য; ইনি মহাদেব-কর্ত্তৃক সুদর্শনভয় হইতে পরিরক্ষিত হইয়া এই তলাতলে সসম্মানে বাস করিতেছেন।

ইহার নিম্নভাগে মহাতল; এই স্থানে অনেক-ফণাবিশিষ্ট কদ্রুপুত্র সর্পসকলের ক্রোধবশনামক গণ আছে। তথায় যে সকল মহাকায় সর্প বাস করে, তন্মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালিয় ও সুষেনাদি প্রধান; তাহারা নারায়ণের বাহন পক্ষিরাজগণের অধিপতি গরুড়ের ভয়ে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন হইয়াও স্ব স্ব কলত্র, অপত্য, সুহৃৎ ও কুটুম্বসঙ্গে কখন কখন প্রমত্ত হইয়া, বিহার করিয়া থাকে।

মহাতলের অধোভাগে রসাতল; তথায় দৈত্য দানব, পণি, নিবাতকবচ, কালকেয় হিরণ্যপুরবাসী দেবশত্রু অসুরগণ বাস করিয়া থাকে; তাহারা জন্ম হইতেই মহাতেজা ও মহাসাহসী, কিন্তু যাঁর প্রভাব নিখিললোকে বিস্তৃত, সেই শ্রীহরির তেজে তাহাদিগের বলগর্ব্ব প্রতিহত হইয়াছে; তাহারা এক্ষণে বিবরস্থ সর্পের ন্যায় বাস করিতেছে। একদা অসুরগণ দেব-গণের ধেনু অপহরণ করিয়া লুকাইয়া রাখে; তখন ইন্দ্র ঐ ধেনুর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দেবশুনী সরমাকে প্রেরণ করেন। অসুরগণ সন্ধি করিতে অভিলাষী হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, সরমে! তুমি কি অভিলাষ করিয়া আগমন করিয়াছ? সরমার সন্ধি করিবার ইচ্ছা ছিল না, সে ইন্দ্রের স্তুতিবাদ করিয়া তাহাদিগকে কর্কশ বাক্যে বলে, ইন্দ্র অসুরসকলকে

বধ করিয়াছেন, তোমারা পলায়ন কর। তাহারা ইন্দ্র-দূতী সরমার এই মন্ত্রস্বরূপ বাক্যে ইন্দ্র হইতে ভীত হইয়া থাকে।

মহাতলের নিম্ন পাতাল; এই স্থানে বাসকি-প্রমুখ শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল অশ্বতর ও দেবদত্তাদি মহাফণ মহা-ক্রোধ নাগলোকপতিগণ বাস করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কাহার পঞ্চ, কাহার সপ্ত, কাহার দশ এবং কাহার বা সহস্র মস্তক। তাহাদিগের ফণায় বিরচিত দেদীপ্যমানে মহামণিসকল স্বীয় কান্তিচ্ছটায় পাতালবিবরের তিমিরনিকর বিনাশ করিয়া থাকে।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—পাতালের মূলদেশে ত্রিংশ সহস্র যোজন অন্তরে ভগবানের তামসী কলা বাস করিতেছেন; ইনি অনন্তনামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সাত্বততন্ত্রের বিধানানুসারে চতুর্ব্যূহের উপাসনা করেন, তাঁহারা ইঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন; কারণ, ইনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যকে সম্যক্ কর্ষণ অর্থাৎ একীভূত করেন; এইরূপ করিবার হেতু এই যে, মনুষ্যের যে, 'আমি ও আমার' এইরূপ অভিমান অর্থাৎ অহঙ্কার আছে, ইনি সেই অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা। সহস্রশীর্ষা অনন্তমূর্ত্তি এই ভগবানের একটী মাত্র মস্তকে বিধৃত এই ক্ষিতিমণ্ডল যেন সর্ষপের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। যখন প্রলয়-কালে ইনি এই বিশ্বকে উপসংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তখন অমর্ষভরে কুটিলীকৃত সুন্দর ভ্রমনশীল ভ্রূযুগলের মধ্য হইতে একাদশব্যূহ ত্রিনেত্র সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্র ত্রিশিখ শূল উত্তোলিত করিয়া সমুত্থিত হইয়া থাকেন। প্রভু অনন্তদেবের পাদপদ্মযুগলে অরুণ অথচ বিশদ নখমণিসমূহ বিরাজ করিতেছে, নখমণিসমূহের মণ্ডল দর্পণস্বরূপ; ভক্তশ্রেষ্ঠগণের সহিত নাগপতিগণ একান্ত ভক্তিযোগ-সহকারে তথায় অবনত হইয়া থাকেন; তখন সমুজ্জ্বল কুণ্ডলসকলের প্রভাবমণ্ডলীদ্বারা মণ্ডিত গণ্ডস্থলসমন্বিত অতি মনোহর তাঁহাদিগের বদন ঐ মণিদর্পণে প্রতিফলিত হইলে তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে উহা অবলোকন করিয়া থাকেন। নাগরাজকুমারীগণ ভোগ্য বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিয়া অনন্তদেবের ভুজসমূহে অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুমপঙ্ক অনুলেপন করিয়া থাকেন; তাঁহার চারু অঙ্গমণ্ডলে বিলসিত বিশদ বিপুল ধবল শুভগ রুচির ভুজসমূহ রজতস্তম্ভের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। সেবা করিবার সময়ে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ হওয়ায় নাগকুমারী-গণের হৃদয়ে মন্মথের আবেগ হওয়ায় তাঁহাদিগের বদনে রুচির ও ললিত হাস্যের বিকাশ হইয়া থাকে; তখন তাঁহারা অনুরাগ ও মদভরে মুদিত, মদবিঘূর্ণিত অরুণ ও করুণদৃষ্টিযুক্ত নয়নযুগলে শোভমান ভগ-বানের বদনারবিন্দ সলজ্জভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। সেই এই অনন্ত গুণসমুদ্র আদিদেব ভগবান্ অনন্ত অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধের বেগ উপসংহার করিয়া লোকসকলের মঙ্গলের নিমিত্ত বিরাজ করিতেছেন। সুর, অসুর, উরগ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও মুনিগন ইঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন; ভগবানের লোচনযুগল অনবরত মদভরে মুদিত, বিকৃত ও বিহ্বল। তিনি সুললিত বচনামৃতদ্বারা

স্বীয় পার্ষদ দেবযুথপতিদিগকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন; তিনি নীলবাসা ও এককুণ্ডলধারী, হলপৃষ্ঠে তাঁহার একটি সুভগ ও সুন্দর ভুজ ন্যস্ত রহিয়াছে; উদার লীলাময় ভগবান্ স্বীয় বৈজয়ন্তী বনমালা ধারণ করিয়া আছেন; মধুকরগণ অম্লানকান্তি নব নব তুলসীর সুরভিমধুর রসে উন্মত্ত হইয়া মধুর গীতি আলাপপূর্ব্বক বনমালার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। বনমালাধারী ভগবান্‌কে দর্শন করিলে প্রতীতি হয়, যেন ইন্দ্রের বারণেন্দ্র ঐরাবত কাঞ্চনময়ী রজ্জু ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। মুমুক্ষুগণ ভগবানের এইরূপ শ্রবণ ও ধ্যান করিলে ভগবান্ তাঁহাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনাদি কাল, কর্ম্ম ও বাসনাগ্রথিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় অবিদ্যাময় হৃদয়গ্রন্থি আশু ছিন্ন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ নারদ তুম্বুরুর সহিত ব্রহ্মার সভায় এই অনন্তদেবের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছিলেন, যথা,—এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিদান সত্ত্বাদি প্রকৃতিগুণসকল যাঁহার দৃষ্টিহেতু স্ব স্ব কার্য্যে সমর্থ হইয়াছিল, যাঁহার স্বরূপ অনাদি ও অনন্ত, যিনি পূর্ব্বে এক থাকিয়া আপনার মধ্যে নানা কার্য্যপ্রপঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মরূপের তত্ত্ব মনুষ্য কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? যাহাতে এই স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, তিনি আমাদিগের ন্যায় ভক্তের প্রতি বহু কৃপা করিয়া সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; তিনি উদারবীর্য্য ও ব্রহ্মাদি বরদাতৃগণের পতি, স্বীয় ভক্তগণের চিত্তকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত রমণীয় লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহার নাম অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়া অথবা অকস্মাৎ অথবা পীড়ায় কাতর হইয়া বা উপহাসচ্ছলে যদিমহাপাতকীও অনুকীর্ত্তন করে, তাহা হইলে সেও সম্যক্ শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে বক্তব্য কি? যেহেতু এই ভগবান্‌ই মনুষ্যগণের অশেষ পাতক সদ্যঃ বিনাশ করিয়া থাকেন; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি ভগবান্ শেষকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকে আশ্রয় করিবে? সহস্রশীর্ষ ভগবানের একটি মাত্র মস্তকে স্থাপিত গিরি, সরিৎ, সমুদ্র ও প্রাণিবিশিষ্ট ভূমণ্ডল অণুবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, অতএব সহস্র রসনা প্রাপ্ত হইলেও কোন্ ব্যক্তি অমিতবিক্রম ভূমা পুরুষের অনন্ত গুণ গণনা করিতে সমর্থ হইবে? ভগবান্ অনন্তের ঈদৃশ প্রভাব তাঁহার বীর্য্য অনন্ত এবং তাঁহার গুণ শক্তির সংখ্যা করা যায় না; এই ভগবান্ পৃথিবীর স্থিতির নিমিত্ত, ইহার মূলদেশে থাকিয়া অবলীলাক্রমে ইহা ধারণ করিয়া আছেন; এই ভগবান্ আত্মতন্ত্র, অর্থাৎ নিজেই নিজের আধার, ইঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত অন্য কাহারও প্রয়োজন হয় না। হে রাজন্! যে সকল মনুষ্য কাম্য পদার্থ কামনা করিয়া থাকে, তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে যে সকল লোকে গতি হইয়া থাকে, সেই সকল লোকবিভাগবিষয়ে যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তদনুরূপ আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম। যে সকল পুরুষ প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করে, তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্মের ফলস্বরূপ বিসদৃশ উচ্চ ও নীচ গতিসকল আপনার প্রশ্নের উত্তররূপে এই আমি বর্ণন করিলাম; এক্ষণে অন্য কি প্রসঙ্গের উত্থাপন করিব, বলুন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশ অধ্যায়

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহর্ষে! এই সকল ভোগবৈচিত্র্যের কারণ কি, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।

ঋষি কহিলেন,—যদিও সকল মনুষ্যই কর্ম্ম করিতেছে, তথাপি কর্ম্ম একরূপ নহে; কারণ যিনি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ত্তা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে ত্রিবিধ, সুতরাং তাঁহার শ্রদ্ধাও ত্রিবিধ। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফল সুখ ও রাজসী শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফল সুখ দুঃখ এবং তামসী শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফল দুঃখ ও মোহ; আরও একই ব্যক্তির সকল সময়ে একই প্রকার শ্রদ্ধা থাকে না; অতএব শ্রদ্ধার তারতম্যহেতু সকল মনুষ্যেরই সর্ব্ববিধ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য নিষিদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠান করিলে অকর্ম্ম হইয়া থাকে; এস্থলেও পূর্ব্ববৎ কর্ত্তার শ্রদ্ধার তারতম্য হেতু দুঃখরূপ কর্ম্মফলের তারতম্য হইয়া থাকে। জীবের অনাদি অবিদ্যানিবন্ধন নানাবিধ কুবাসনার উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই সকল কুবাসনার পরিণামস্বরূপ সহস্র সহস্র নরকগতি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, এক্ষণে এ সকল নরকগতি সবিস্তার বর্ণন করিব।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! যাহা নরক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, উহা কি পৃথিবীস্থ কোন দেশবিশেষ, অথবা ত্রিলোকীর বহির্ভাগে অবস্থিত, অথবা ত্রিলোকীর মধ্যেই ভূমিব্যতীত অন্য কোন স্থান?

ঋষি বলিলেন,—মহারাজ! এই নরকসকল ত্রিলোকীর মধ্যেই রহিয়াছে; দক্ষিণদিকে সপ্ত-পাতালবর্তী ভূমির অধোভাগে ও গর্ভোদকের উপরি-ভাগে এই সকল স্থান অবস্থিত; যথায় অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ বাস করিয়া পরম সমাধিযোগে স্ব স্ব গোত্রোদ্ভব মনুষ্যগণের মঙ্গল কামনা করিতেছেন; তাঁহাদিগের সম্পর্কে মনুষ্যগণের কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ হইয়া থাকে, অতএব তাঁহাদিগের কামনা সত্য ফল প্রসব করিয়া থাকে। এই স্থানে ভগবান্ পিতৃরাজ যম বাস করেন; যাহারা কর্ম্মদোষহেতু তাঁহার রাজ্য আনিত হয়, তিনি ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তাহাদিগের অপরাধানুসারে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন; কিঙ্করাদি তাঁহার গণ এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকে। কেহ কেহ নরকসংখ্যা এক-বিংশতি গণনা করিয়া থাকেন। হে রাজন্! নাম, রূপ ও লক্ষণানুসারে সেই সকল নরক যথাক্রমে উল্লেখ করিতেছি। তাহাদিগের নাম যথা,—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ অন্ধকূপ, কৃমিভোজ, সন্দংশ, তপ্তশূর্ম্মি, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বশসন, লালা-ভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি ও অয়ঃপান; এতদ্ভিন্ন ক্ষারকর্দ্দম, রক্ষোগণভোজন শূলপ্রোত দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন সূচীমুখ নামে সাতটী নরক আছে। বিবিধ যাতনার ভূমি এই অষ্টাবিংশতি নরক।

যে ব্যক্তি অপরের বিত্ত, অপত্য ও কলত্র অপহরণ করে, ভয়ানক যমপুরুষগণ তাহাকে কালপাশে বন্ধন করিয়া বলপূর্ব্বক তামিস্রনরকে পাতিত করে। এই অন্ধকারবহুল স্থানে জন্তু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দণ্ডতাড়ন, সংতর্জ্জনাদি যাতনায় নিপীড়িত হইয়া বহু দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সে ব্যক্তি স্বামীকে বঞ্চনা করিয়া তাহার

ভার্য্যাদিগকে উপভোগ করে, সে ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় অন্ধতামিস্রে নিপতিত হয়; এই যাতনাস্থানে নিপতিত হইলে প্রাণী বেদনায় দৃষ্টি ও বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে; এই নিমিত্ত এই নরকের নাম অন্ধতামিস্র। যে ব্যক্তি "এই শরীর আমি ও এই ধনাদি আমার" এইরূপ মনে করিয়া অন্যান্য প্রাণিগণের দ্রোহ করিয়া আপনাকে ও কুটুম্বাদিকে অনুদিন পোষণ করিয়া থাকে, সে মৃত্যুকালে কুটুম্বাদিকে পৃথিবীতে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভূতদ্রোহরূপ অপরাধহেতু স্বয়ং রৌরবে নিপতিত হয়। সে এই পৃথিবীতে যে সকল জন্তুর প্রতি যে প্রকার হিংসা করিয়াছিল, তাহার যমযাতনা-প্রাপ্তিকালে তাহার সেই কর্ম্মসকলই রুরুরূপে পরিণত হইয়া তাহার প্রতি সেই প্রকার হিংসাচরণই করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত এই নরক রৌরব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সর্প অপেক্ষাও অতিক্রূর ভারশৃঙ্গ নামে একপ্রকার প্রাণী আছে, তাহাকে রুরু কহে। যে ব্যক্তি পরদ্রোহ করিয়া কেবল আপনার দেহ পোষণ করিয়া থাকে, সে মহারৌরবে পতিত হয়, ক্রব্যাদনামক রুরুগণ মাংসের নিমিত্ত তাহাকে যাতনা দিতে থাকে। যে ক্রূরস্বভাব ব্যক্তি স্বীয় প্রাণপুষ্টির নিমিত্ত সজীব পশু-পক্ষীকে রন্ধন করে, রাক্ষসেরাও ঐ নিষ্ঠুর ব্যক্তির নিন্দা করিয়া থাকে; যমলোকে যমানুচরগণ তাহাকে কুম্ভীপাকে তপ্ত তৈলে পাক করিয়া থাকে। যে পুরুষ ব্রাহ্মণের দ্রোহাচরণ করে, সে কালসূত্র নামক নরকে পতিত হয়; এই নরকের পরিধি অযুতযোজন, ইহা একটি তপ্তা তাম্রময়ী সমতলভূমি; পাপী এই নরকে স্থাপিত হইলে তাহার দেহের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ উর্দ্ধে সূর্য্যের ও নিম্নে অগ্নির তাপে দহ্যমান হইয়া থাকে; সে কখন উপবেশন, কখন শয়ন, কখন অঙ্গসঞ্চালন, কখন অবস্থান, কখন বা ইতস্ততঃ ধাবন করিয়া থাকে; পশুর গাত্রে যত রোম থাকে, তাহাকে তত সহস্র বৎসর এইরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন আপদ্ উপস্থিত না হইলেও নিজ বেদপথ পরিত্যাগ করিয়া পাষণ্ড আচার আশ্রয় করে, যমদূতগণ তাহাকে অসিপত্রবন নরকে প্রবেশ করাইয়া কশাদ্বারা প্রহার করিতে থাকে; সে ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে উভয় পার্শ্বেই ধারাল তালবনাসিপত্রদ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়; তখন সে 'হা হতোঽস্মি!' বলিয়া পরম বেদনায় পদে পদে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হয়। এইরূপে স্বধর্ম্মত্যাগী পাষণ্ড পথের অনুগমনজন্য ফল ভোগ করিয়া থাকে। এই পৃথিবীতে যে রাজা অথবা রাজপুরুষ অদণ্ড্য ব্যক্তির উপর দণ্ডবিধান করে, অথবা ব্রাহ্মণের শরীরদণ্ড বিধান করিয়া থাকে, সেই পাপিষ্ঠ যমলোকে শূকরমুখ নরকে নিপতিত হয়। সে স্থানে মহাবল যমকিঙ্করগণ ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় তাহার অবয়বসকলকে নিষ্পেষিত করে; যেমন নির্দ্দোষ ব্যক্তি তাহার দণ্ডে যাতনা ভোগ করিয়াছিল, সেইরূপ সেও আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে কখন কখন মূর্চ্ছিত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হয়।

মৎকুণাদি প্রাণী মনুষ্যের রক্ত পান করিয়া থাকে, ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদিগের তাদৃশ বৃত্তি বিধান করিয়া দিয়াছেন; তাহারা অবিবেকী, অপরের দুঃখ অবগত নহে; কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা তাদৃশী নহে, তাহার কর্ম্মসম্বন্ধে বিধিনিষেধ শাস্ত্রে নির্ণীত আছে এবং সে বিবেকী বলিয়া অপরের দুঃখ অনুভব করিতে পারে; অতএব যে মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত মৎকুণাদি প্রাণীর হিংসাচরণ করে, সে সেই হিংসাহেতু পরলোকে অন্ধকূপে নিপতিত হয়। পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ, মশক, যূক, মৎকুণ ও মক্ষিকাদি যে সকল প্রাণীর প্রতি হিংসা করিয়াছিল, তাহারা তথায় তাহাকে চতুর্দ্দিকে হিংসা করিতে থাকে; সে মহান্ অন্ধকারে পতিত হইয়া নিদ্রাসুখ লাভ করিতে না পারিয়া স্থির থাকিতে

পারে না; যেমন জীব তীর্য্যগাদি শরীরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সেও অন্ধকারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে থাকে। যে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য প্রাপ্ত হইলেও তাহার অংশ অপরকে বিভক্ত করিয়া না দিয়া, সুতরাং পঞ্চ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করিয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, অতিথি, দেবতা, পিতৃগণ ও নিকৃষ্ট প্রাণী-দিগকে না দিয়া ভোজন করে, সে ব্যক্তি বায়সাদির তুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; সে পরলোকে কৃমি-ভোজননামক অধম নরকে নিপতিত হয়। তথায় সে শত সহস্র যোজন কৃমিকুণ্ডে স্বয়ং কৃমি হইয়া কৃমি-দিগকে ভোজন করে এবং কৃমিসকলও তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে; সে যে প্রাণিগণকে ও দেবতাদিগকে না দিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল এবং প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, এই পাপ যতদিন না ভোগ করিয়া ক্ষয় করিতে পারে, ততদিন সে এইরূপে আপনাকে যাতনা দিতে থাকে। হে রাজন্! যে ব্যক্তি চৌর্য্য অথবা বলদ্বারা ব্রাহ্মণের স্বর্ণ ও রত্নাদি অপহরণ করে এবং বিশেষ আপদ উপস্থিত না হইলেও ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য জাতির স্বর্ণরত্নাদি পূর্ব্ববৎ অপহরণ করে, পরলোকে যমপুরুষগণ লৌহময় অগ্নিপিণ্ড ও সন্দংশদ্বারা তাহার গাত্রকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে।

এই পৃথিবীতে যে পুরুষ অগম্যা নারীর অথবা যে নারী অগম্য পুরুষের সহবাস করে, তাহাকে পরলোকে যমদূতগণ কশাদ্বারা প্রহার করিতে থাকে এবং পুরুষকে তপ্ত লৌহময়ী নারীপ্রতিমার সহিত ও নারীকে তপ্ত লৌহময়ী পুরুষপ্রতিমার সহিত আলিঙ্গন করাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পশুপ্রভৃতিরও সহিত সঙ্গম করিয়া থাকে, পরলোকে যমকিঙ্করগণ তাহাকে বজ্রকণ্টক-শাল্মলী বৃক্ষে আরোপিত করিয়া ঘর্ষণ করিতে থাকে। ইহলোকে যে সকল রাজা অথবা রাজপুরুষ অপাষণ্ড অর্থাৎ সাধু ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহারা মৃত্যুর পর বৈতরণী নদীতে নিপতিত হয়; এই নদী নরকের পরিখাস্বরূপা, জলজন্তুগণ ঐ মর্য্যাদালঙ্ঘন-কারী ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিতে থাকে, ইহাতেও তাহার প্রাণবিয়োগ হয় না, প্রত্যুত সে চেতন থাকিয়া স্বীয় পাপের ফল স্মরণ করিতে থাকে এবং বিষ্ঠা, মূত্র, পূয, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস ও বসাবাহিনী নদীতে পতিত হইয়া বিষম ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। যাহারা শূদ্রজাতীয়া নারীর সঙ্গ করিয়া স্বীয় বর্ণা-শ্রমোচিত বিশুদ্ধ আচার, নিয়ম ও লজ্জা পরিহার-পূর্ব্বক পশুচর্য্যা অর্থাৎ স্বেচ্ছাচার করিয়া থাকে, তাহারা পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা ও লালাপূর্ণ সমুদ্রে পতিত হইয়া ঐ সকল বীভৎস দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে। ইহলোকে যে সকল ব্রাহ্মণ পালিত কুক্কুর ও গর্দ্দভ লইয়া মৃগয়াবিহার করে এবং যে স্থলে শাস্ত্রে মৃগবধ বিহিত হয় নাই, তাদৃশ স্থলে মৃগসকলকে বধ করে, পরলোকে যমদূতগণ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া থাকে। যে সকল দাম্ভিক ব্যক্তি দম্ভহেতু যজ্ঞ করিয়া পশুদিগকে হনন করে, তাহাদিগকে পরলোকে যমদূতগণ বৈশসনামক নরকে পাতিত করিয়া যাতনা প্রদানপূর্ব্বক তাড়না করিতে থাকে। যদি কোন দ্বিজ কামমোহিত হইয়া সবর্ণা ভার্য্যাকে রেতঃ পান করায়, যমপুরুষগণ ঐ পাপীকে পরলোকে রেতঃকুল্যা অর্থাৎ রেতঃপূর্ণা নদীতে পতিত করিয়া রেতঃ পান করাইয়া থাকে। যে সকল দস্যুপ্রায় রাজা ও রাজপুরুষগণ অগ্নি বা বিষ প্রদান করিয়া গ্রাম ও পথিকের সর্ব্বনাশ করে, পরলোকে সপ্তশত-বিংশতিসংখ্যক যমদূতগণ বজ্রদংষ্ট্র কুক্কুররূপে মহান্ উৎসাহে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে থাকে। যে কেহ ইহলোকে সাক্ষ্যে, ক্রয়বিক্রয়স্থলে বা দানকালে কোন প্রকার মিথ্যা কহে, পরলোকে সে নিরবলম্ব অবিচিনামক নরকে শতযোজন উন্নত গিরিশিখর হইতে অধোমুখে পাতিত হইয়া থাকে। এই নরককে অবীচি বলিবার হেতু এই যে, উহা পাষাণবদ্ধ

স্থল হইয়াও নিস্তরঙ্গ জলের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে; উহার উপর পতিত হইয়া পাপীর দেহ বিশীর্ণ হইয়া তিল তিল হইয়া যায়, কিন্তু তাহাতেও তাহার মৃত্যু হয় না, সে পুনর্ব্বার পর্ব্বত শিখরে আরোপিত হইয়া পূর্ব্ববৎ নিপাতিত হইয়া থাকে।

যদি কোন বিপ্র বা তৎপত্নী সুরাপান করে, অথবা কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রতাচরণ করিয়াও প্রমত্ত হইয়া সোমপান করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে নরকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের বক্ষঃস্থলে পদ-বিন্যাসপূর্ব্বক মুখে অগ্নিদ্বারা দ্রবীভূত লৌহরস ঢালিয়া দেয়। যে ব্যক্তি স্বয়ং অধম হইয়াও মিথ্যা অহঙ্কারে জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ ও আশ্রমে উৎকৃষ্ট পূজনীয় ব্যক্তির সম্মান না করে, সেই জীবন্মৃত ব্যক্তি দেহান্তে ক্ষারকর্দ্দম নরকে অধোমুখে পতিত হইয়া দুরন্ত যাতনা ভোগ করিতে থাকে। ইহলোকে যে সকল পুরুষ নরবলি দিয়া ভৈরবাদির যজনা করে এবং যে সকল স্ত্রী নরমাংস ভক্ষণ করে, যমালয়ে সেই হিংসিত পশুসকল রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া সেই পুরুষ ও নারীদিগকে যাতনা দিয়া থাকে; তাহারা পশুমারক ব্যাধের ন্যায় স্বধিতি অর্থাৎ কুঠারদ্বারা তাহাদিগের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া শোণিত পান করে এবং ঐ নিষ্ঠুর ব্যক্তিসকল যেমন নরবলি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত, তাহারাও এক্ষণে সেইরূপ আনন্দে নৃত্যগীত করিতে থাকে। এই পৃথিবীতে যাহারা নিরপরাধ আরণ্য বা গ্রাম্য পশুপক্ষীর নানা উপায়ে বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া অকালে তাহাদিগকে শূল বা সূত্রাদিদ্বারা বিদ্ধ করিয়া যাতনাপ্রদানপূর্ব্বক বধ করে, যমলোকে তাহাদিগকেও শূলাদিবিদ্ধ হইয়া যম-যাতনা ভোগ করিতে হয়; ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ দেয় এবং তীব্রতুণ্ড কঙ্ক-বটাদি পক্ষিগণ তাহাদিগকে আঘাত করিতে থাকে; তখন তাহাদিগের পূর্ব্বকৃত পাপ স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে। ইহলোকে যে সকল উগ্রস্বভাব মনুষ্য সর্পাদির ন্যায় ভূতগণের উদ্‌বেগ উৎপাদন করে, তাহারা মৃত্যুর পর দন্দশূকনামক নরকে নিপতিত হয়; যেমন সর্প মূষিককে গ্রাস করে, সেইরূপ তথায় পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ সর্পসকল তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া গ্রাস করিতে থাকে। এই সংসারে যাহারা প্রাণীদিগকে অন্ধবাটে অর্থাৎ বায়ুবিহীন গর্ত্তে অথবা কুশূলে অর্থাৎ ধান্যগর্ত্তে নিরুদ্ধ করে, পরলোকে দূতগণ তাহাদিগকে সেই সকল গর্ত্তেই প্রবেশ করাইয়া বিষযুক্ত বহ্নি ও ধূমদ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া যাতনা দেয়। হে রাজন্! যে গৃহস্বামী অজ্ঞাতপূর্ব্ব অতিথি বা জ্ঞাতপূর্ব্ব অভ্যাগতদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ কুটিল দৃষ্টিপাত করে, নরকে, বজ্রতুণ্ড গৃধ্র, কঙ্ক, কাক ও বটাদি পক্ষিগণ সেই পাপদৃষ্টি ব্যক্তির নয়নযুগল মহাবলে উৎপাটন করিয়া ফেলে। যে ব্যক্তি ধনগর্ব্বিত, যে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, যাহার দৃষ্টি কুটিল, গুরুজনও আমার ধন অপহরণ করিয়া লইবে, এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক, তাহার হৃদয় ও বদন ধনব্যয় ও ধনবিনাশচিন্তায় পরিশুষ্ক হইয়া যায়, সে কিছুতেই শান্তি-সুখ লাভ করিতে পারে না, কেবল যক্ষের ন্যায় ধনের রক্ষা করিতে থাকে; ঈদৃশ ব্যক্তি কেবল অর্থের উপার্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণ জন্য পাপভাগী হওয়ায় সূচীমুখনামক নরকে নিপতিত হয়। তথায় ধর্ম্মরাজের কিঙ্করগণ বস্ত্রাদিবয়নকারী তন্তুবায়াদির ন্যায় ঐ বিত্তগ্রাহী পাপিষ্ঠের সর্ব্বাঙ্গকে সূত্র-পোত করে। হে মহারাজ! যমালয়ে ঈদৃশ নরক শত সহস্র বর্ত্তমান রহিয়াছে; যে সকল অধর্ম্মচারীর নাম উল্লিখিত হইল এবং যাহা-দিগের নাম অনুক্ত রহিল, তাহারা সকলেই পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল নরকে প্রবেশ করিয়া থাকে। সেইরূপ ধর্ম্মানুবর্ত্তী মনুষ্যগণ স্বর্গালোকে সুখভোগ

করিয়া থাকেন। মনুষ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছে, পরলোকে তাঁহার কিয়দংশ ভোগ হইয়া থাকে ; অনন্তর অবশিষ্ট ধর্ম্মা-ধর্ম্মভোগের নিমিত্ত পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ একান্ত আবশ্যক হওয়ায় তাহাকে এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতে হয় ; নিবৃত্তিমার্গ পূর্ব্বেই দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। যাহা পুরাণসমূহে চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডকোষ ; ইহা মহাপুরুষ ভগবান্ নারায়ণের স্বীয় মায়াগুণময় সাক্ষাৎ স্থূলতম রূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; যিনি সমাদরপূর্ব্বক ইহা পাঠ ও শ্রবণ করেন এবং অপরকে শ্রবণ করান, তাঁহার বুদ্ধি শ্রদ্ধা ও ভক্তিহেতু বিশুদ্ধি লাভ করে ; যে পরমাত্মা ভগবানের সূক্ষ্ম স্বরূপ উপনিষদে বর্ণিত আছে, তাহা ধারণার অতীত হইলেও তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যতি ব্যক্তি ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ যথাযথ শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ স্থূলরূপে মনকে জয় করিয়া অনন্তর ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মরূপে মনঃসমাধান করিবেন। হে নৃপ! ভূ, দ্বীপ, বর্ষ, সরিৎ অদ্রি, নভঃ, সমুদ্র, পাতাল, দিক্, নরক ও নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণপ্রভৃতি লোকবিন্যাস যাহা নিখিল জীবের ধাম, ইহাই ঈশ্বরের অদ্ভুত স্থূল দেহ ; ইহা আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

পঞ্চম স্কন্ধ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ-স্কন্ধ

—০ঃ*ঃ০—

প্রথম অধ্যায়

পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি দ্বিতীয় স্কন্ধে নিবৃত্তিমার্গ যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন; সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া মনুষ্য ক্রমশঃ অর্চ্চিরাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ব্রহ্মার লোকে গমন করে এবং ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ লাভ করে, ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন। হে মুনিবর! প্রবৃত্তিমার্গদ্বারা যে স্বর্গাদিসুখ লাভ হয় এবং যতকাল না প্রকৃতি লীন হয়, ততকাল পর্য্যন্ত যে মনুষ্য ভোগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ দেহধারণ করিয়া সংসারমার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে; ইঁহাও বর্ণিত হইয়াছে। অধর্ম্মদ্বারা যে সকল নরকভোগ হয় তাহাও ইতঃপূর্ব্বে বর্ণন করিলেন। চতুর্থ স্কন্ধের আদিতে মন্বন্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্বায়ম্ভুব যে আদ্য মনু, ইহাও তথায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের বংশ, তাঁহাদিগের চরিত্র, দ্বীপ, বর্ষ, সমুদ্র, অদ্রি, নদী, উদ্যান, বনস্পতি, ভাগ, লক্ষণ ও পরিমাণসহকারে ধরামণ্ডলের সংস্থান, জ্যোতির্গণ ও বিষয়সকল, এই সমুদয় প্রভু যে প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হে মহাভাগ! যে উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্যকে নানা উগ্র যাতনার স্থান নরকসকলে গমন করিতে হইবে না, এক্ষণে দয়া করিয়া তাহাই উপদেশ করুন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মনুষ্য কায়মনোবাক্যে ইহলোকে যে সকল পাপ কার্য্য করে, যদি ইহলোকেই কায়, মন ও বাক্যদ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে যে সকল দারুণ যাতনাপূর্ণ নরকের কথা আমি বলিলাম, সে মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই সেই সকল নরকে গমন করে। অতএব রোগের নিদানবিৎ চিকিৎসক যেমন রোগের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ চিকিৎসা করিয়া থাকে, সেইরূপ পাপী ব্যক্তিও দেহ ক্ষীণ হইবার পূর্ব্বে এবং দেহান্ত না হইতে পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া শীঘ্র প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে যত্নপর হইবে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—পাপ করিলে রাজদণ্ড হইয়া থাকে, ইহা দৃষ্ট হইতেছে এবং পরলোকে নরকে পতন হয়, ইহাও শ্রুত হওয়া যায়; এইরূপে পাপ অনিষ্টকারী জানিয়াও মনুষ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও পুনর্ব্বার বিবশ হইয়া পাপাচরণ করে; অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ব্রতকে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইল, যেহেতু পুনর্ব্বার পাপের অঙ্কুর দৃষ্ট হইতেছে? মনুষ্য কখন কখন যৌবনে পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু বার্দ্ধক্যে পুনর্ব্বার সেই পাপ আচরণ করে; অতএব প্রায়শ্চিত্ত নিরর্থক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে; যেমন হস্তী স্নান করিয়া পুনর্ব্বার দেহকে ধূলিদ্বারা মলিন করে, প্রায়শ্চিত্তও তাদৃশ ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতেছে।

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—কৃচ্ছ্রাদি প্রায়শ্চিত্ত-কর্ম্মদ্বারা পাপকর্ম্মের সমূলনাশ হয় না; যাহার অবিদ্যা আছে, ঈদৃশ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী, এই নিমিত্ত তাৎকালিক পাপ নষ্ট হইলেও, সংস্কার-দ্বারা পুনর্ব্বার অন্য পাপের অঙ্কুর হয়; অতএব জ্ঞানই অবিদ্যানিবর্ত্তক বলিয়া তাহাকেই মুখ্য প্রায়-

শ্চিত্ত বলিয়া জানিবেন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি হিতকর অন্ন ভোজন করেন, ব্যাধি যেমন তাঁহাকে ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না, সেইরূপ যিনি নিয়মাদি পালন করেন, তিনি ক্রমে ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন। তপস্যা অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ একান্ত নারীসম্পর্কবর্জ্জিত হইয়া বীর্য্যধারণ, শম অর্থাৎ অহিংসা ও নিয়ম বহিরিন্দ্রিয়সংযম, দান, যম অর্থাৎ অহিংসা ও নিয়ম অর্থাৎ জপাদিদ্বারা ধীর শ্রদ্ধান্বিত ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ কায়, মন ও বাক্য হইতে উৎপন্ন পাপ মহৎ হইলেও, তাহা নাশ করিতে সমর্থ হন; যেমন অনল বেণুগুল্মকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ তাঁহারাও পাপকে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। হে মহারাজ! এই যে জ্ঞানরূপ প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল, ইহা অতীব দুষ্কর; অতএব অন্য একপ্রকার মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন, কিন্তু এই পথের পথিক অতীব বিরল। কেহ কেহ এই পথ অবলম্বন করিয়া বাসুদেবপরায়ণ হয়েন; তাঁহারা তপস্যাদির অপেক্ষা না করিয়া কেবল ভক্তি আশ্রয় করেন; যেমন ভাস্কর নীহাররাশিকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করেন, সেইরূপ তাঁহারাও একমাত্র ভক্তিদ্বারা পাপসমূহকে সমূলে বিনাশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! এই ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, পাপী তপস্যাদিদ্বারা তাদৃশ শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না, কৃষ্ণে প্রাণসমর্পণ ও তাঁহার ভক্তগণের সেবা করিয়া যাদৃশ শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ইহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহলোকে এই ভক্তিমার্গ অতীব সমীচীন, কারণ, ইহা মঙ্গলকর, যেহেতু এই পথে বিঘ্নাদি হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই; জ্ঞানমার্গে অসহায়তানিমিত্ত ভয় হয় এবং কর্ম্মমার্গেও বিদ্বেষাদিযুক্ত দুষ্টলোক হইতে ভয়ের সম্ভাবনা আছে। এই ভক্তিমার্গে নারায়ণপরায়ণ সুশীল সাধুগণ বিরাজ করিতেছেন। হে রাজেন্দ্র! যেমন নদী সকল সুরাকুম্ভকে নিঃশেষভাবে পবিত্র করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানময় বা কর্ম্মময় প্রায়শ্চিত্ত-সকল ভক্তি ব্যতিরেকে নারায়ণপরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে পারে না, কিন্তু ভক্তি অন্যনিরপেক্ষা হইয়া পবিত্র করিতে একান্ত সমর্থা। যদি মন কৃষ্ণের গুণসমূহের জ্ঞানলাভে অসমর্থ হইয়াও কেবলমাত্র অনুরাগযুক্ত হয়, যাঁহারা ঈদৃশ মনকে একবারমাত্র কৃষ্ণের পদারবিন্দুযুগলে নিবেশিত করেন, তাঁহারা তদ্দ্বারাই ঈদৃশ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদিগকে স্বপ্নেও যমকে অথবা তাঁহার পাশধারী কিঙ্করদিগকে দর্শন করিতে হয় না। এই বিষয়ে বিষ্ণুদূত ও যমদূতের সংবাদবিষয়ক একটী পুরাতন ইতিহাস উদাহৃত হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কান্যকুব্জে অজামিল নামে একজন দাসীপতি ব্রাহ্মণ বাস করিত; দাসীসংসর্গে দূষিত হওয়ায় তাহার সদাচার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ঐ অশুচি ব্যক্তি পণপূর্ব্বক অক্ষক্রীড়া, বঞ্চনা ও চৌর্য্যাদি নিন্দিত জীবিকা অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণীদিগকে যাতনা দিয়া কুটুম্বভরণ করিত। হে রাজন্! এইরূপে পুত্রদিগের লালনপালনপূর্ব্বক কালক্ষেপ করিতে করিতে তাহার দীর্ঘ পরমায়ুঃ অষ্টাশীতি বৎসর অতীত হইল। সেই বৃদ্ধের দশটী পুত্র ছিল; তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বালকের নাম নারায়ণ, সে পিতামাতার অতীব প্রিয় ছিল। ঐ মধুরভাষী বালকের প্রতি বৃদ্ধের হৃদয় অতীব আসক্ত হইয়াছিল, সে তাহার বালসুলভ ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিত; যখন সে ভোজন, পান ও চর্ব্বনাদি করিত, তখন স্নেহপরবশ হইয়া পুত্রটীকেও ভোজনাদি করাইত। এইরূপে মূঢ় জানিতে পারিল না যে, যম আগতপ্রায়। ঐ অজ্ঞ ব্যক্তি ঈদৃশ অবস্থায় কাল অতিবাহিত

করিতেছে, এমন সময় একদা তাহার মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেনা রায়ণনামক শিশুপুত্রে চিত্ত নিবেশিত করিল। অজামিল দেখিল, তিন জন অতিভীষণকায় পুরুষ তাহাকে লইতে আসিয়াছে, তাহাদিগের মুখ বক্র, রোম ঊর্দ্ধ ও তাহারা পাশহস্ত। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া তাহার মন ও ইন্দ্রিয়সকল আকুল হইল; তাহার নারায়ণনামক পুত্র দূরে নিবিষ্টচিত্তে ক্রীড়া করিতেছিল, সে উচ্চৈঃস্বরে নারায়ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই ম্রিয়মান ব্যক্তির মুখে স্বীয় প্রভু শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পার্ষদগণ সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; বিষ্ণুদূতগণ দেখিলেন, যমকিঙ্কর-গণ দাসীপতি অজামিলকে হৃদয়াভ্যন্তর হইতে আকর্ষণ করিতেছে, তখন তাহারা স্বীয় বল প্রয়োগ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে দেখিয়া যমদূতগণ জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে, ধর্ম্মরাজের শাসনে বাধাপ্রদান করিতেছ? তোমরা কাহার ভৃত্য, কোথা হইতে আগমন করিলে এবং কি নিমিত্তই বা ইহাকে লইয়া যাইতে নিষেধ করিতেছ? তোমরা কি দেব, অথবা উপদেব অথবা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণ? তোমরা সকলেই পদ্মপলাশলোচন, তোমাদের পরিধান পীত কৌশেয় বস্ত্র, তোমাদিগের মস্তকে কিরীট, শ্রবণে কুণ্ডল ও গলদেশে পুষ্করমালা বিলসিত হইতেছে; তোমাদের সকলেরই নবীন যৌবন ও চারু চতুর্ভুজ; ধনুঃ, তূণীর, অসি, গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্মে তোমাদের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। তোমাদিগের অঙ্গকান্তিদ্বারা দিক্‌সমূহের তিমির দূরীকৃত হইয়াছে এবং অন্য আলোক অভিভূত হইয়াছে। তোমাদিগকে দেখিয়া শিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে; আমরা ধর্ম্মপালের কিঙ্কর, তবে কি নিমিত্ত আমাদিগের নিষেধ করিতেছ?

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—যমদূতগণ এইরূপ বলিলে বাসুদেবপার্ষদগণ উচ্চহাস্য করিয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীরস্বরে তাহাদিগকে বলিলেন,—যদি তোমরা ধর্ম্মরাজের আজ্ঞাবহ, তাহা হইলে আমাদিগের নিকট ধর্ম্মের তত্ত্ব ও প্রমাণ ব্যক্ত কর। কি প্রকারে দণ্ড বিধেয়, কাহার দণ্ড হইয়া থাকে; যে যে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই কি দণ্ডার্হ অথবা মনুষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ দণ্ডপ্রাপ্ত হইবার যোগ্য?

যমদূতগণ কহিল, যাহা বেদে বিহিত আছে, তাহাই ধর্ম্ম; অতএব বেদ যাহার প্রমাণ তাহাই ধর্ম্মের স্বরূপ; অতএব ধর্ম্মের প্রমাণও বেদকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা বেদনিষিদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম; অতএব বেদের নিষেধবাক্যই অধর্ম্মের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রমাণ। বেদ যে প্রমাণ, তাহার হেতু এই যে, বেদ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অতএব বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ; বেদ নারায়ণের নিশ্বাসমাত্রে স্বয়ম্ উদ্ভূত হইয়াছে এই নিমিত্ত স্বয়ম্ভূ, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। যিনি স্বীয় স্বরূপে এই সকল সত্ত্বময়, রজোময় ও তমোময় প্রাণীসকলকে শান্তত্ব-প্রভৃতি গুণ, ব্রাহ্মণাদি নাম, অধ্যায়নাদি ক্রিয়া ও বর্ণাশ্রমাদি রূপদ্বারা যথাযথ বিভক্ত করিয়াছেন, তিনিই নারায়ণ। সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, মরুৎ, অন্তর্যামী, চন্দ্র, সন্ধ্যা, অহোরাত্র, দিক্‌সকল, জল, পৃথিবী ও স্বয়ং ধর্ম্ম, ইঁহারা জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষি-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। ইহাঁদিগের সাক্ষিত্বে অধর্ম্ম নির্ণীত হইলে, অধার্ম্মিক ব্যক্তি দণ্ডার্হ হইয়া থাকে; সকল অধর্ম্মাচারীই যথাক্রমে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহোদয়গণ! যেহেতু সকলেরই গুণের সহিত সম্পর্ক আছে, অতএব সকলেই কর্ম্মী, কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং সকলেরই পুণ্য ও পাপ করিবার সম্ভাবনা আছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি যেমন ধর্ম্মানুসারে সুখভোগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি যেমন

অধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকে, সে পরলোকে সেই প্রকারে শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! ইহলোকে প্রাণিগণ ত্রিবিধ দৃষ্ট হইতেছে; কেহ শান্ত, কেহ চঞ্চল ও কেহ মূঢ়; অথবা কেহ সুখী কেহ দুঃখী ও কেহ মিশ্র; অথবা কেহ পুণ্যকারী, কেহ পাপকারী ও কেহ মিশ্রকর্ম্মকারী; সেইরূপ সত্ত্বাদি গুণের বৈচিত্রহেতু প্রাণিগণ জন্মান্তরেও ত্রিবিধ হইয়া থাকে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। যেমন বর্ত্তমান বসন্তকাল দেখিলে ভূত ও ভবিষ্য বসন্তকালে পুষ্পফলাদি গুণ অনুমিত হয়, সেইরূপ বর্ত্তমান জন্মদ্বারা ভূত ও ভাবী জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। সাধারণ প্রাণীর ইহাই ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিবার উপায়, কিন্তু ধর্ম্মরাজ সংযমনীপুরেই অবস্থান করিয়া মনোদ্বারাই প্রণিগণের পূর্ব্বজন্মস্বরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিশেষরূপে দর্শন করিয়া থাকেন; অনন্তর যাহার যাহা অনুরূপ ফল, তাহা বিচার করেন, কারণ, ইনি ভগবান্ অজ অর্থাৎ ব্রহ্মার তুল্য। জীব অবিদ্যার আবরণহেতু পূর্ব্বকর্ম্মদ্বারা অভিব্যক্ত বর্ত্তমান দেহকেই আমি বলিয়া মনে করে, কিন্তু অতীত বা অনাগত দেহ জানিতে পারে না, কারণ, জন্মসকলের স্মৃতি তাহার নষ্ট হইয়া যায়; যেমন জীব নিদ্রাযুক্ত হইয়া স্বপ্নে অভিব্যক্ত দেহকেই দর্শন করে, কিন্তু জাগ্রৎ দেহাদি অথবা পূর্ব্বস্বপ্নাদিগত দেহাদি দর্শন করে না, তাহার অবস্থাও তাদৃশী হইয়া থাকে। জীব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা স্বার্থ অর্থাৎ গ্রহণাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি বিষয়সমূহ অনুভব করে; মন ষোড়শ উপাধি বা আবরণ; জীব স্বয়ং সপ্তদশস্থানীয়; জীব এক হইয়াও জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের বিষয়সকল ভোগ করিয়া থাকে। এই ষোড়শকাল লিঙ্গ অর্থাৎ শরীর তিন গুণের কার্য্য, ইহা অনাদি; ইহাই জীবের হর্ষ শোক, ভয় ও পীড়াপ্রদ সংসার বিধান করিয়া থাকে। এই শরীরই অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় দেহীকে তাহার অনিচ্ছা-সত্ত্বে কর্ম্ম করাইয়া থাকে; যেমন কোশকার কীট স্বয়ং কোশ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হয়, নির্গমের উপায় প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ জীবও এইরূপে কর্ম্মদ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া অবশেষে মুক্তির দ্বারা অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হয় না। কেহই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও স্থির থাকিতে পারে না; পূর্ব্বকর্ম্মের সংস্কার হইতে তিন গুণের কার্য্য রাগাদি উৎপন্ন হয়; এ রাগাদিই জীবকে বলপূর্ব্বক অবশ করিয়া কর্ম্ম করাইয়া থাকে, অদৃষ্টানুসারে জীবে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ উৎপন্ন হয়; মাতার ভাবনা বলীয়সী হইলে, দেহ মাতার সদৃশ এবং পিতার ভাবনা বলয়সী হইলে দেহ পিতৃসদৃশ হইয়া থাকে। প্রকৃতির সঙ্গহেতু জীবের এই বন্ধন ঘটিয়া থাকে; পরমেশ্বরের ভজন করিলে, জীব অচিরে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

এই অজামিল বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুস্বভাব, সদাচার ও ক্ষমাদি গুণের আলয় ছিলেন; এই ব্যক্তি ব্রতাচারী, মৃদ্বাস্বভাব, সংযতেন্দ্রিয়, সত্যবাক্, মন্ত্রবিৎ ও পবিত্র ছিলেন; ইনি গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধগণের শুশ্রুষা করিতেন; ইনি অনহঙ্কারী, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, সাধু, মিতভাষী ও অসূয়াশূন্য ছিলেন। একদা এই ব্রাহ্মণ পিতার আদেশপালনের নিমিত্ত বনে গিয়াছিলেন এবং ফল, পুষ্প, সমিধ্ ও কুশ সংগ্রহ করিয়া তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিলেন। এমন সময় ইনি দেখিতে পাইলেন, এক কামুক শূদ্র এক দাসীর সহিত বিহার করিতেছে; মৈরেয় মধু অর্থাৎ ধান্যজ মদ্য পান করিয়া মত্তা ঐ কামিনীর নেত্রদ্বয় মদঘূর্ণিত ও নীবীবন্ধ বিশেষরূপে শিথিল হইয়া গিয়াছিল; স্বীয় আচার হইতে ভ্রষ্ট ঐ শূদ্র অজামিলের সমীপেই নির্লজ্জভাবে ঐ দাসীর সহিত ক্রীড়া, গান ও হাস্য করিতে লাগিল। তাহার

বাহু কামিনীর অঙ্গরাগ হরিদ্রারসে লিপ্ত হইয়া কামোদ্দীপক হইয়াছিল এবং উহা দ্বারা সে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। অজামিল ঈদৃশ দৃশ্য দেখিয়া সহসা বিমোহিত হইয়া কামবশ হইলেন; ইনি ধৈর্য্য ও জ্ঞানানুসারে আপনাকে যথাশক্তি সুস্থির করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মদনে চঞ্চল মনকে কোন প্রকারে বশীভূত করিতে পারিলেন না। এই দর্শন-হেতু কাম যেন গ্রহ হইয়া ইঁহাকে গ্রাস করিল; ইঁহার স্মৃতি অপগত হইল এবং মনে মনে সেই নারীকেই মনে চিন্তা করিয়া ইনি স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। পিতার যাহা কিছু অর্থ ছিল, তৎসমুদায় দিয়া তাহার সন্তোষ-সম্পাদনের চেষ্টা করিলেন এবং যাহাতে সে প্রসন্ন হয়, তদনুরূপ বিবিধ গ্রাম্য মনোরম কাম্য বস্তুসকল সংগ্রহ করিতেন। ইঁহার সৎকুলে জাতা পরিণীতা যুবতী ব্রাহ্মণী ভার্য্যা ছিল, এখন পাপাচারী ব্রাহ্মণ ঐ ব্যাভিচারিণী রমণীর কটাক্ষে বিদ্ধ হইয়া অচিরে সেই ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তি ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক ঐ দাসীর কুটুম্বাদির ভরণ-পোষণ করিতেন। যেহেতু এই স্বেচ্ছাচারী পাপজীবী বেশ্যার উচ্ছিষ্টভোজী অশুচি নিন্দিতব্যক্তি শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছে, অথচ কোন প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, এই নিমত্ত আমরা এই পাপিষ্ঠকে দণ্ডপাণির সকাশে লইয়া যাইব; তথায় দণ্ড প্রাপ্ত হইলে এই ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণি বলিলেন,—হে রাজন্! ন্যায়নিপুণ ভগবানের দূতগণ যমদূতগণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিবার নিমিত্ত কহিলেন, —অহো! কি দুঃখের বিষয়! যাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিবেন, সেই ধর্ম্মদ্রষ্টাদিগের সভাকেও অধর্ম্ম স্পর্শ করিল; কারণ, যাহারা নিরপরাধ, অতএব দণ্ডের অযোগ্য, তাঁহারা তাহাদিগের প্রতিও বৃথা দণ্ড বিধান করিতেছেন। যাঁহারা পিতার ন্যায় জনগণের রক্ষক ও শাসনকর্ত্তা, সাধুস্বভাব ও সমদর্শন, যদি তাঁহাদিগের মধ্যেও অদণ্ড্য ব্যক্তির দণ্ডবিধানরূপ বৈষম্য সংঘটিত হয়, তাহা হইলে জনগণ কাহার শরণাপন্ন হইবে? শ্রেষ্ঠ লোকসকল যে যে আচার অবলম্বন করেন, ইতর জনগণও সেই সেই আচারের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে; তাঁহারা যাহা শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন, ইতর লোকেও তাহাকেই প্রমাণস্বরূপে অঙ্গীকার করিয়া থাকে। যেমন পশু নিশ্চিন্ত থাকে, প্রভু পালন করিবে, অথবা বধ করিবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র অনুসন্ধান রাখে না, সেইরূপ লোক-সকল, ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মধর্ম্মের ন্যায্য বিচার করিবেন, এই মনে করিয়া যাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রা যাইতেছে এবং বিশ্বাস করিয়া আপনা-দিগের ভার অর্পণ করিয়াছে, যদি তিনি বিশ্বাসযোগ্য ও দয়ার্দ্র ব্যক্তি হন, তাহা হইলে কিরূপে তিনি ঈদৃশ বিশ্বাসকারী অজ্ঞলোকদিগের প্রতি দ্রোহাচরণ করিতে পারেন? শ্রীহরির নাম কেবল প্রায়শ্চিত্ত নহে, পরন্তু স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ মোক্ষসাধন; যখন এই ব্যক্তি বিবশ হইয়াও শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়াছে, তখন ইহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অজামিল 'নারায়ণ! আইস' বলিয়া পুত্রকে আহ্বান করিয়াছে; যে নামের আ' এই আভাসমাত্রই পাপহরণে পর্য্যাপ্ত, এই ব্যক্তি চতুরক্ষর সেই নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, অতএব এ পাপী হইলেও এতদ্দ্বারাই ইহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। চৌর, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নীহরণকারী, স্ত্রীহন্তা, রাজহন্তা, পিতৃহন্তা, গোহন্তা ও অন্যান্য যতপ্রকার পাতকী আছে, একমাত্র বিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত; কারণ নামগ্রহণমাত্রেই ভক্তের প্রতি বিষ্ণুর কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়; তিনি মনে করেন, এই ব্যক্তি আমার ভক্ত ও একান্ত রক্ষণীয়। ব্রহ্মবাদিগণ পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে নানাবিধ ব্রতানুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীহরির নামপদ উচ্চারিত হইলে, তাহা যেরূপ পাপীকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, ব্রতাদি সেরূপ করিতে সমর্থ নহে; কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত পাপক্ষয় করিয়াই স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শ্রীহরির নামপদোচ্চারণ তাদৃশ নহে, ইহা উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণসকলকে অবগত করাইয়া দেয়। যে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলেও মন পুনর্ব্বার পাপপথে ধাবিত হয়, ঈদৃশ প্রায়শ্চিত্ত পাপের বীজকে বিনাশ করিয়া মনকে চিরদিনের জন্য বিশুদ্ধ করে না; অতএব যাঁহারা কর্ম্মের আত্যন্তিক বিনাশ ইচ্ছা করেন, শ্রীহরির গুণানুবাদই তাঁহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত; কারণ, এতদ্দ্বারা চিত্ত চিরদিনের জন্য বিশুদ্ধ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই অজামিল মৃত্যুকালে সম্পুর্ণরূপে নাম উচ্চারণ করিয়াছে; এই নিমিত্ত এই ব্যক্তি অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে অতএব ইহাকে অপমার্গে লইয়া যাইও না। এই ব্যক্তি পুত্রকে আহ্বান করিয়াছিল, ভগবানের নাম গ্রহণ করে নাই, এরূপ আশঙ্কা করিও না; কারণ, যদি ভগবানের নাম পুত্রাদিতে প্রযুক্ত হয়, পরিহাসচ্ছলে ব্যবহৃত হয়, গীতাদির পূরণ করিবার নিমিত্ত অথবা 'বিষ্ণুতে কি প্রয়োজন' এইরূপ অবজ্ঞার সহিত উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেও অশেষ পাপহরণ করিয়া থাকে, ইহা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবগত আছেন। যদি কোন ব্যক্তি প্রাসাদাদি হইতে পতিত, পথিমধ্যে স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদিদষ্ট, জ্বরাদিতাপগ্রস্ত অথবা দণ্ডাদিদ্বারা আহত হইয়া অবশ হইয়াও 'হরি' এই নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে যাতনা প্রাপ্ত হয় না; ইহাতে বর্ণ ও আশ্রমাদির নিয়ম নাই। মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া গুরুপাপে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত ও লঘুপাপে লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন; অতএব কেবল অল্প নামগ্রহণ কিরূপে গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করিও না; যেমন সুরার এক বিন্দু পান করিলেও মহাপাতক হওয়া সম্ভব হয়, সেইরূপ অল্পমাত্র নামেরও মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া সম্ভব হইতে পারে। তপস্যা, দান ও ব্রতাদি যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তপস্যাদিদ্বারা সেই সকল পাপ নষ্ট হইয়া থাকে, ঐ সকল পাপের সূক্ষ্ম সংস্কার নষ্ট হয় না; কিন্তু নামকীর্ত্তনাদিদ্বারা উহাও নষ্ট হইয়া যায়। যেমন দ্বীপ প্রজ্বলিত করিলে গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেই রূপ একবার মাত্র নামোচ্চারণ করিলে মহাপাতকও বিনষ্ট হইয়া যায়। যেমন দীপ ধারণ করিয়া রহিলে আর অন্ধকার আসিতে পারে না, সেইরূপ নামের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলে অন্য পাপ উৎপন্ন হইতে পারে না; এইরূপে বাসনার ক্ষয় হইলে হৃদয়ের বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন অজ্ঞ বালককর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উত্তমশ্লোকের নাম উচ্চারিত হইলে উহা পুরুষের পাপকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। যদি কেহ

না জানিয়াও অত্যন্ত উগ্রবীর্য্য ঔষধ যদৃচ্ছাক্রমে সেবন করে, সে ঔষধ যেমন আত্মগুণ প্রকাশ করিয়া তাহার আরোগ্য সম্পাদন করে, সেইরূপ না জানিয়া নামাত্মক মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও উহা স্বীয় কার্য্য করিয়া থাকে ; অতএব নাম অনুপদিষ্ট ও অশ্রদ্ধায় উচ্চারিত হইলেও উহার শক্তির ব্যত্যয় হয় না, কারণ, বস্তুশক্তি শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্! বিষ্ণুদূতগণ এইরূপে ভাগবত ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ যুক্তির সহিত প্রদর্শনপূর্ব্বক বিপ্র অজামিলকে যমদূতগণের পাশ হইতে নির্মুক্ত করিয়া মৃত্যু হইতেই মোচন করিলেন হে মহারাজ! যমদূতগণ এইরূপে নিরাকৃত হইয়া যমরাজের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবৃত্ত সমুদয় জ্ঞাপন করিল। এ দিকে দ্বিজ অজামিল পাশমুক্ত হওয়ায় আর তাঁহার ভয় রহিল না, তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন ; বিষ্ণুদূতগণকে দর্শন করিয়া তাঁহার মহান্ আনন্দ হইয়াছিল ; তিনি মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন ; হে রাজন্! তাঁহাকে কিছু বলিতে উদ্যত দেখিয়া ভগবানের কিঙ্করগণ তাঁহার সমক্ষেই তথায় অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে অজামিল যমদূতগণের বেদত্রয়ের প্রতিপাদ্য সগুণ ধর্ম্ম ও কৃষ্ণদূতগণের ভগবৎপ্রণীত শুদ্ধ নির্গুণ ধর্ম্ম এবং শ্রীহরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আশু ভগবানে ভক্তিমান্ হইলেন ; তখন স্বীয় পূর্ব্বকৃত পাপাহরণ স্মরণ করিয়া তাঁহার চিত্তে মহান্ অনুতাপ উদিত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হায়! আমি অজিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম কষ্টভাগী হইলাম ; আমি বৃষলীর গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি! আমার স্বভাব সাধুনিন্দিত, আমি মহাপাপী ও কুলকলঙ্ক, আমাকে ধিক্! আমি সতী তরুণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া মদ্যপায়িনী অসতীর সহিত সঙ্গত হইয়াছিলাম। আমার বৃদ্ধ জনক-জননী আছেন, তাঁহারা সহায়হীন, তাঁহাদের অন্য পুত্রাদি নাই ; আমি কি অকৃতজ্ঞ! নীচের ন্যায় তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি ; হায়! তাঁহারা কত সন্তপ্ত হইয়াছেন। অতএব যেখানে ধর্ম্মদ্রোহী কামী ব্যক্তিগণ নানা যমযাতনা ভোগ করিয়া থাকে, আমাকে সেই অতীব দারুণ নরকে পতিত হইতে হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম, অথবা জাগ্রত থাকিয়াই এই অদ্ভুত দর্শন করিলাম? যাহাদিগের হস্তে পাশ ছিল, যাহারা অদ্য আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহারা কোথায় গেল? আমাকে পাশবদ্ধ করিয়া নরকে লইয়া যাইতেছিল, যে চারি জন চারুদর্শন সিদ্ধপুরুষ আমাকে পাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন, তাঁহারাই বা কোথায় গেলেন? যদিও আমি এই জন্মে অতীব পাপী, তথাপি জন্মান্তরে আমার পুণ্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ, আমি দেবোত্তমগণের দর্শন লাভ করিলাম এবং সেই দর্শন-হেতু আমার আত্মা প্রসন্ন হইয়াছে। আমি অপবিত্র ও বৃষলীপতি, আমার মরণকাল উপস্থিত হইয়াছিল ; যদি আমার পূর্ব্বপুণ্য না থাকিত, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় আমার জিহ্বা বৈকুণ্ঠপ্রাপক নাম গ্রহণ করিতে পারিত না। শঠ, পাপী, বিপ্রত্বনাশক ও নির্লজ আমিই বা কোথায় এবং ভগবানের 'নারায়ণ' এই মঙ্গল নামই বা কোথায়? এই উভয়ের মহান প্রভেদ, সন্দেহ নাই।

অতএব আমি মহাপাপী হইলেও চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সংযত করিয়া সেইরূপ যত্ন করিব, যাহাতে পুনর্ব্বার অন্ধতমসে নিমগ্ন না হইতে হয়। দেহে আত্মবুদ্ধিরূপা অবিদ্যা, বিষয় ভোগের অভিলাষরূপ কাম ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ কারণ হইতে এই বন্ধন উৎপন্ন হইয়াছে ; আমি এই বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, শান্ত, ভূতগণের হিতকারী, দয়ালু ও আত্মবিৎ হইব ; এইরূপে ভগবানের নারীরূপিণী

মায়াদ্বারা গ্রস্ত আত্মাকে মোচন করিব। হায়! ঐ নারী আমাকে অধম মৃগের ন্যায় নৃত্য করাইয়াছে। অতঃপর আমি দেহাদিতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য পদার্থে মনোনিবেশ করিব এবং এইরূপে নামকীর্ত্তনাদিদ্বারা পরিশুদ্ধ মনকে ভগবানে ধারণ করিব। এইরূপে ক্ষণকাল সাধুসঙ্গের প্রভাবে অজামিলের তীব্র নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; তিনি পুত্রাদিস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন এবং সেই দেবভূমিতে আসীন হইয়া যোগ অবলম্বন করিলেন। তিনি এইরূপে ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রত্যাহৃত করিয়া মনকে আত্মায় সংযুক্ত করিলেন; অনন্তর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি গুণ হইতে আত্মাকে অর্থাৎ মনকে বিশোধিত করিয়া আত্মসমাধি অর্থাৎ চিত্তৈকাগ্র্যদ্বারা মনকে জ্ঞানময় ব্রহ্মরূপ ভগবৎ-স্বরূপে সংলগ্ন করিলেন। এইরূপে যখন তাঁহার চিত্ত ভগবৎস্বরূপে নিশ্চল হইল, তখন তিনি সম্মুখে পার্ষদগণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছেন বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সদ্যঃ ভগবৎপার্ষদগণের স্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন এবং মহাপুরুষ কিঙ্করগণের সহিত আকাশমার্গে হৈম বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীপতির ধামে গমন করিলেন।

সেই দাসীপতি দ্বিজ অজামিল সকল ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানহেতু পতিত হইয়াছিলেন এবং পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যাদি গৃহস্থব্রত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নিরয়ে নিপতিত হইতেছিলেন, কিন্তু ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া সদ্যঃ বিমুক্তি লাভ করিলেন। অন্য প্রায়শ্চিত্তদ্বারা মনের রজঃ ও তমোগুণ-হেতু পূর্ব্ববৎ মলিন ভাবই রহিয়া যায়, কিন্তু তীর্থপদ ভগবানের নামাদিকীর্ত্তনদ্বারা মন নির্ম্মল হইয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মসকলে অসাক্ত হয় না; অতএব ভগবানের নামাদিকীর্ত্তন মুমুক্ষুগণের কর্ম্মনিবন্ধ অর্থাৎ পাপমূলকে যেরূপ ছেদন করিতে সমর্থ, অন্য কেহই তাদৃশ সমর্থ নহে। যিনি এই পরম গুহ্য পাপহারী ইতিহাস শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিবেন ও যিনি ভক্তি-সহকারে অনুকীর্ত্তন করিবেন, তাঁহার নরকে গমন বা যমকিঙ্করগণের দর্শন ঘটিবে না; সে ব্যক্তি যদ্যপি পাপিষ্ঠ হন, তথাপি তিনি বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। অজামিল মরণকালে অবশ ও শ্রদ্ধাবিহীন ছিলেন, তিনি পুত্রকে আহ্বান করিতে গিয়া শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন; তথাপি যখন তিনি ভগবদ্ধামে গমন করিলেন, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের নাম গ্রহণ করিলে যে জীব তাঁহার ধামে গমন করে, তাহাতে সংশয় কি ?

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ঋষিবর! জনগণ যাঁহার অধীন, সেই দেব ধর্ম্মরাজের দূতগণ বিষ্ণুদূত-গণ কর্ত্তৃক বিহত হওয়ায়, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল না দেখিয়া, তাহারা ধর্ম্মরাজের নিকট সমগ্র ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছিল, ইহা আপনি বলিলেন; অনন্তর যমরাজ তাহাদিগের কথা শুনিয়া কি প্রত্যুত্তর করিলেন ? যমদেবের দণ্ড কোথাও ব্যাহত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে কখন শ্রবণ করি নাই। আমার সুনিশ্চিত

ধারণা, আপনি ভিন্ন এই লোকসংশয় ছেদন করিতে অন্য কেহ সমর্থ নহে; অতএব কৃপা করিয়া ইহার তথ্য বলিতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ভগবৎ পুরুষগণ যমকিঙ্করগণের উদ্যম প্রতিহত করিলে তাহারা স্বীয় প্রভু সংযমনীপতি যমের নিকট সমুদায় নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হে প্রভো! এই জীবলোকের শাসনকর্ত্তা কয় জন? মনুষ্য পুণ্য, পাপ ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফলদাতা কয় জন? যদি জগতে বহু দণ্ডধারী শাসনকর্ত্তা থাকেন, তাহা হইলে দণ্ডবিধানের বিপর্য্যয় ঘটিবে; কারণ যদি তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ ঘটে, তাহা হইলে কেহ বলিবেন, এই ব্যক্তি পুণ্যের ফল সুখ ভোগ করুক ও অপরে বলিবেন, পাপের ফল দুঃখ ভোগ করুক; এইরূপে তাহাদিগের পরস্পর বিরোধহেতু সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করা ঘটিবে না সুতরাং মনুষ্য কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া নিষ্কৃতি পাইবে। আর যদি তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ না ঘটে, কেহ বলেন, এই ব্যক্তি দুঃখভোগের যোগ্য, এবং অপরে বলেন, এই ব্যক্তি সুখভোগের যোগ্য, তখন সকলকেই সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হইবে। যদি কর্ম্মী বহু বলিয়া শাসনকর্ত্তা বহু হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের নামমাত্র শাসনকর্ত্তৃত্ব হয়, কারণ তাঁহারা সকলেই যাঁহার অধীন, মুখ্য শাসনকর্ত্তৃত্ব তাঁরারই উপর বর্ত্তিবে, সন্দেহ নাই। অতএব আপনি ভূতগণের ও তদধিপতিগণের একমাত্র প্রভু: আপনি মনুষ্যগণের দণ্ডধর শাসনকর্ত্তা, আপনিই তাহাদিগের শুভাশুভ বিচার করিয়া থাকেন; ইহাই আমাদিগের ধারণা ছিল, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, জগতে আপনার আজ্ঞা পালিত হইতেছে না; চারিজন অদ্ভুত সিদ্ধ-পুরুষ আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে। আমরা আপনার আজ্ঞায় এক পাতকীকে যাতনাগৃহে আনয়ন করিতেছিলাম, তাহারা বলপূর্ব্বক আপনার পাশ ছেদন করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছে। তাহারা কে, আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি; যদি আমাদিগের হিত হইবে মনে করেন, তবে কৃপা করিয়া বলুন; 'নারায়ণ' এই নাম উচ্চারিত হইবা-মাত্র "ভয় নাই" বলিয়া তাহারা শীঘ্র উপস্থিত হইল।

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—প্রজাসংযমন যমদেব এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীহরির পাদাম্বুজ স্মরণ-পূর্ব্বক প্রীতচিত্তে স্বীয় দূতগণকে কহিতে লাগিলেন,—হে পুত্রগণ! আমি ভিন্ন অন্য একজন এই স্থাবরজঙ্গম জগতের সর্ব্বাধীশ্বর আছেন; যেমন ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ তন্তুসমূহে বস্ত্র রচিত হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব তাঁহাতেই ওতপ্রোতভাবে রচিত রহিয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তাঁহার অংশ, তাঁহারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। যেমন বলীবর্দ্দ নাসিকাতে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ এই লোক তাঁহার বশীভূত রহিয়াছে। বেদ তাহারই বাক্য; যেমন মনুষ্য রজ্জুদ্বারা বলীবর্দ্দসকলকে বন্ধন করে; সেইরূপ তিনি ব্রাহ্মণাদি নামদ্বারা জনগণকে স্বীয় বেদরূপা তন্ত্রীতে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন; নাম ও কর্ম্মের নিগড়ে বদ্ধ জীবগণ ভীত হইয়া তাঁহার পূজোপহার বহন করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাঁহার অধীন থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। আমি, মহেন্দ্র, নির্ঋতি, প্রচেতাঃ সোম, অগ্নি, ঈশ, পবন, বিরিঞ্চি, আদিত্য বিশ্বদেবগণ সাধ্যগণ, মরুদগণ, রুদ্রগণ, সিদ্ধগণ, ও অন্যান্য মরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণ, বৃহস্পতিপ্রভৃতি অমরেশগণ এবং ভৃগুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ, আমরা সকলেই সত্ত্বপ্রধান; রজোগুণ ও তমোগুণ আমা-দিগের মধ্যে অভিভূত রহিয়াছে; তথাপি আমরা সত্ত্বময়ী মায়ার অধীন বলিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বা কার্য্য পরিজ্ঞাত নহি, অতএব অন্য কেহ যে অবগত নহে তাহাতে বক্তব্য কি? এই পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের

মধ্যে দ্রষ্টা হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন; তথাপি প্রাণিগণ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, বাক্য, সবিকল্প মন ও নির্ব্বিকল্প চিত্তদ্বারা ইঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; চক্ষুঃ রূপসকলের প্রকাশক বলিয়া যেমন রূপসকল চক্ষুকে জানিতে পারে না, সেইরূপ পরমেশ্বর জীবসকলের দ্রষ্টা বলিয়া জীবসকলও তাঁহাকে জানিতে পারে না।

সর্ব্বেশ্বর পরাৎপর মায়াধিপতি মহাত্মা স্বতন্ত্র শ্রীহরির মনোহর দূতাগণের রূপ, প্রভাবাদি ও ভক্ত বাৎসল্যাদি স্বভাব শ্রীহরির সদৃশ; তাঁহারা প্রায়ই জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর এই মহাদ্ভুত কিঙ্করগণ সুরপূজিত, অল্প ভাগ্যে তাঁহাদিগকে দর্শন-গোচর করিতে পারা যায় না; তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত জীবগণকে শত্রু হইতে, আমা হইতে ও অন্যাদি উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ ভগ-বৎপ্রণীত ধর্ম্ম ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণ, দেবগণ প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ বা মনুষ্যগণ অবগত নহেন, বিদ্যাধর ও চারণগণ কিরূপে তাহা অবগত সমর্থ হইবে? হে দূতগণ! স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনাৎকুমার, কপিল, মনু প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি শুকদেব ও আমি এই দ্বাদশ জন ভাগবৎ ধর্ম্ম অবগত আছি। এই ধর্ম্ম গুহ্য, বিশুদ্ধ ও দুর্ব্বোধ; যিনি ইহা জ্ঞাত হন, তিনি অমৃতের অধিকারী হইয়া থাকেন। শ্রীভগ-বানের, নামগ্রহণাদিদ্বারা যে তাঁহাতে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতের জীবগণের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে পুত্রগণ! হরিনামোচ্চারণের মাহাত্ম্য দেখ, অজামিলও কেবল হরিনামের মাহাত্ম্যে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কেবল পাপক্ষয় করিবার নিমিত্ত ভগবানে গুণ, কর্ম্ম ও নাম-সকলের সম্যক্ করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু অজামিল মহাপাতকী ছিল, সে নারায়ণ নাম সম্যক্ কীর্ত্তন করে নাই, পুত্রকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিয়াছিল মাত্র; তাহার চিত্তও অশুচি ও অসুস্থ ছিল, কিন্তু তথাপি কেবল পাপ হইতে নিষ্কৃতি নহে মুক্তিপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইল; অতএব নামাভাসেও পাপক্ষয় হইয়া থাকে, ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব, পাপবাসনার ক্ষয় করিতে হইলে শ্রদ্ধা বা ভক্তির সহিত নামাদি-কীর্ত্তনের অথবা পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের উপযোগীতা আছে। মুনি প্রভৃতি মহাজনগণ প্রায়ই ভাগবত ধর্ম্ম অবগত নহেন, কেবল স্বয়ম্ভুপ্রভৃতি দ্বাদশ জন অবগত আছেন; এই নিমিত্ত উক্ত মুনিগণ পাপনাশের জন্য দ্বাদশাব্দাদি ব্রতের বিধান করিয়াছেন। যেমন বৈদ্যগণ মৃতসঞ্জীবন ঔষধের সন্ধান না জানিয়া ত্রিকটুক্ নিম্বাদির ব্যবস্থা করেন, ইহাও তাদৃশ জানিবে। আরও মায়াদেবী উক্ত মহাজনগণের মতিকে সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছেন; যেমন লতা পুষ্পিতা হইলে মনোহর দেখায়, সেইরূপ কর্ম্মকাণ্ড বেদ নানাবিধ অর্থাবাদে অর্থাৎ যজ্ঞাদি করিলে স্বর্গাদি সুখলোকপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি প্রলোভন বাক্যে জনগণের চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করে; অতএব উক্ত মুনিগণের মতি অগ্নিষ্টোমাদি আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপে শ্রদ্ধার সহিত নিযুক্ত থাকায় নাম-গ্রহণকে অল্প মনে করিয়া তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। যাঁহারা সুখী অর্থাৎ যাঁহাদিগের বুদ্ধি মায়ায় বিমোহিত হয় নাই, যাঁহারা শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অনন্ত ভগবানে ভক্তিযোগ অর্পণ করেন, তাঁহারা আমার দণ্ড পাইবার যোগ্য নহেন; যদিও অনবধানতা-বশতঃ তাঁহারা কোন পাপাচরণ করেন, উরুগায় ভগবানের নামগুণকীর্ত্তন সেই পাপকেও ধ্বংস করিয়া থাকে। যাঁহারা ভগ-বানের শরণাপন্ন, তাঁহারাই সাধু তাঁহারাই সমদর্শী; দেবগণ ও সিদ্ধগণ তাঁহাদের পবিত্র গান করিয়া থাকেন; শ্রীহরির গদা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকে, আমি অথবা কাল কেহই তাঁহা-

দিগের দণ্ডবিধানে সমর্থ নহে ; তোমরা তাঁহাদিগের সমীপেও গমন করিও না। অসঙ্গ নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণ যাহা অজস্র পান করেন মুকুন্দপাদারবিন্দযুগলের সেই মকরন্দরস হইতে যাহারা বিমুখ, যাহারা নরকের মার্গস্বরূপ স্বধর্ম্মশূন্য গৃহে তৃষ্ণাবদ্ধ, সেই দুষ্টদিগকে আনয়ন করিবে। যাহাদিগের জিহ্বা কখনও ভগবানের গুণ ও নাম কীর্ত্তন করে নাই, যাহাদিগের চিত্ত কখনও তাঁহার চরণারবিন্দ স্মরণ করে নাই, যাহাদিগের মস্তক কখনও কৃষ্ণকে বন্দনা করে নাই, যাহারা কখনও ভগবদ্‌ব্রত আচরণ করে নাই, সেই দুষ্টদিগকে আনয়ন করিবে। আমি স্বীয় দূতগণদ্বারা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা পুরাণ পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ ক্ষমা করুন; তিনি গরীয়ান্ যদি তাঁহার দাসগণ অজ্ঞতাবশতঃ কোন অপরাধ করিয়া অঞ্জলিবন্ধন করে, তাহাদিগের প্রতি তাঁহার ক্ষমা স্বাভাবিকী ; অতএব সেই ভূমা পুরুষকে প্রণিপাত করি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে কুরুবংশধর! অতএব বিষ্ণুর জগন্মঙ্গল সংকীর্ত্তন মহাপাতকেরও ঐকান্তিক প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া জানিবেন। যাঁহারা শ্রীহরির উদ্দাম পরাক্রমগাথা মুহুর্মুহুঃ শ্রবণকীর্ত্তন করেন, ভক্তি প্রসূকাশিত হইয়া তাঁহাদিগের আত্মাকে যেরূপ পরিশুদ্ধ করে, ব্রতাদি সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি কৃষ্ণপাদপদ্মের মধু আস্বাদন করেন, তিনি তুচ্ছ বলিয়া যে পাপজনক বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহাতে রত হন না; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা আস্বাদন করে নাই, তাহার চিত্ত কামাভিহত; সে পাপধূলি মার্জ্জনা করিবার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; কিন্তু তাহার অবস্থা কুঞ্জরশৌচের ন্যায় হয়, কর্ম্ম হইতেই পুনর্ব্বার পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে রাজন্! সেই যমকিঙ্করগণ এইরূপে স্বীয় প্রভুকর্ত্তৃক বর্ণিত ভগবদ্‌মহিমা স্মরণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল না, প্রত্যুত প্রভু সত্যই বলিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিল। তদ্‌বধি তাহারা অচ্যুতের আশ্রিত লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও শঙ্কিত হয় ; তাহারা মনে করে, ইঁহারা আমাদিগকেই বধ করিয়া ফেলিবেন। একদা ভববান্ অগস্ত্য মলয় পর্ব্বতে সুখাসীন হইয়া এই গুহ্য ইতিহাস বর্ণন করিয়াছিলেন ; বিশ্বাস উৎপাদন করিবার নিমিত্ত তিনি পুনঃ পুনঃ হরির পদদ্বয় স্পর্শ করিতে করিতে ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজা কহিলেন,—ভগবন্! আপনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেব, অসুর, মনুষ্য, নাগ, মৃগ ও পক্ষিগণের সৃষ্টি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারই বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করি ; ভগবান্ ব্রহ্মা যে শক্তিদ্বারা যে প্রকারে অনুসর্গ অর্থাৎ অবান্তরসৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।

সূত কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মহাযোগী বাদরায়ণি রাজর্ষির পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আনন্দপ্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—যখন প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র প্রচেতোগণ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলেন—পৃথিবী বৃক্ষাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন তপস্যাহেতু তাঁহাদিগের ক্রোধ উদ্দীপিত হওয়ায় তাঁহারা বৃক্ষসকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। হে কুরু-

কুলতিলক! সেই বায়ু ও অগ্নিদ্বারা বৃক্ষসকলকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া বনস্পতিগণের রাজা সোম তাঁহাদিগের কোপ প্রশমিত করিবার মানসে কহিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা প্রজাদিগকে বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিতে অভিলাষী হইয়া প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; অতএব এই দীন তরুদিগকে দগ্ধ করা আপনাদের উচিত নহে। অহো! প্রজাপতিগণের পতি বিভু অব্যয় ভগবান্ হরি বনস্পতিদিগকে ও তজ্জাত ফলাদি ভক্ষ্য এবং ওষধিসকলকে ও তজ্জাত গোধূমাদি অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি অচর পুষ্পলতাদিগকে চর অর্থাৎ পক্ষদ্বারা বিচরণশীল ভ্রমরাদির অন্ন, অপদ ঘাসাদিকে পদচারী গোমহিষাদির অন্ন, তন্মধ্যে অহস্ত গবাদিকে হস্তযুক্ত ব্যাঘ্রাদির অন্ন এবং চতুষ্পদ হরিণাদি ও অচর ধান্য গোধূমাদিকে দ্বিপদ মনুষ্যদিগের অন্নরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। হে সাধুগণ! আপনারাও জনককর্ত্তৃক ও দেবদেবকর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছেন, তবে কিরূপে বৃক্ষসকলকে দগ্ধ করা সঙ্গত বোধ করিতেছেন? আপনাদিগের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ যে শান্তিপথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, আপনারা সেই পথ অবলম্বন করিয়া উদ্দীপিত কোপ সংযত করুন। যেমন পিতা ও মাতা বালকদিগের বন্ধু, পক্ষ্ম চক্ষুর হিতকারী, পতি স্ত্রীর বন্ধু, গৃহ ভিক্ষুকগণের বন্ধু ও জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞদিগের বন্ধু, সেইরূপ প্রজাপতি প্রজাদিগের বন্ধু; ঈশ্বর শ্রীহরি ভূতগণের দেহমধ্যে আত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, সর্ব্বভূতকে তাঁহার নিলয় বলিয়া জানিবেন, তদ্দ্বারা শ্রীহরি আপনাদিগের প্রতি প্রীত হইবেন। যিনি অকস্মাৎ দেহে উৎপন্ন তীব্র ক্রোধকে আত্মবিচার-দ্বারা সংযত করেন, তিনি গুণসকলকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। এই দীন তরুদিগকে দগ্ধ করিয়া লাভ নাই; অবশিষ্ট তরুগণকে রক্ষা করুন, আপনাদিগের মঙ্গল হইবে। এই বরণীয়া কন্যা বৃক্ষপালিতা, আপনারা ইহাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।

হে রাজন্! রাজা সোম এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া প্রম্লোচানাম্নী অপ্সরার সেই উত্তমা কন্যাকে তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন এবং তাঁহারা ধর্ম্মতঃ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের ঔরসে ও উক্ত কন্যার গর্ভে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি প্রাচেতস বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইঁহার সৃষ্ট প্রজাবর্গে ত্রিভুবন আপূরিত হইয়াছে। দুহিতৃবৎসল দক্ষ বীর্য্যদ্বারা ও মনোবলে যে প্রকারে ভূতসকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। প্রজাপতি দক্ষ প্রথমতঃ জল, স্থল অন্তরীক্ষবাসী দেব, অসুর ও মনুষ্যাদি এই সকল প্রজাদিগকে মনোদ্বারা সৃষ্টি করেন; অনন্তর প্রজাপতি যখন দেখিলেন তাঁহার সৃষ্ট প্রজাসকল সম্যক্ বর্দ্ধিত হইতেছে না, তখন তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের সন্নিহিত পর্ব্বতসমূহে গিয়া দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তথায় অঘমর্ষণ নামে পাপহর পরম তীর্থে প্রত্যহ তিনবার স্নান করিয়া তপস্যাদ্বারা শ্রীহরিকে প্রীত করিতে যত্নপর হইলেন; দক্ষ হংসগুহ্যনামক স্তোত্রদ্বারা অধোক্ষজ ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন, এই স্তবে শ্রীহরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন; আমি আপনাকে সেই স্তোত্র বলিব।

প্রজাপতি স্তব করিলেন,—যাঁহার চিচ্ছক্তি অব্যর্থা বলিয়া যিনি সর্ব্বোত্তম, এই হেতু যিনি জীব ও মায়ার নিয়ন্তা, তথাপি যিনি পরিমাণ ও সীমার অতীত বলিয়া, যাহারা গুণ সকলকে তত্ত্ব বলিয়া মনে করে, সেই জীব সকল যাঁহার স্বরূপদর্শনে সমর্থ হয় নাই এবং যিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে নমস্কার করি। জীব এই দেহে বাস করে এবং পরমেশ্বরও তাঁহার সখা হইয়া এই দেহেই বাস করিতেছেন ও ইন্দ্রিয়সকলকে প্রবৃত্তি দিতেছেন, কিন্তু জীব তাঁহার এই সখ্য জানিতে

পারে না ; কারণ, সে প্রপঞ্চ দর্শন করিতে থাকে। ইন্দ্রিয়াদি বিষয়সকলকে প্রকাশ করে; কিন্তু যেমন বিষয় সকল সেই ইন্দ্রিয়াদিকে জানিতে পারে না, সেইরূপ জীব সর্ব্বদ্রষ্টা যাঁহাকে জানিতে পারে না, সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, ভূত ও তন্মাত্রসকল স্ব স্ব দৃশ্যস্বরূপকে, ইন্দ্রিয়শক্তিবর্গকে ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না, জীব এই ত্রিবিধ পদার্থ ও তাহাদিগের মূলীভূত গুণসকলকেও জানিতে পারে ; কিন্তু ঈদৃশ হইয়াও যে সর্ব্বজ্ঞ অনন্তকে জানিতে পারে না, সেই প্রভুর স্তুতিবাদ করি। জগতের নাম ও রূপসকল মনোদ্বারা কল্পিত; জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে এই মনের বিক্ষেপ ও সুষুপ্তিকালে লয় হইয়া থাকে; কিন্তু যখন দর্শন ও স্মৃতিনাশহেতু মনের উপরাম অর্থাৎ সমাধি হয়, তখন উক্ত দোষদ্বয় তিরোহিত হয় ; সেই শুদ্ধ চিত্ত যাঁহার প্রতীতিস্থান, তাদৃশ চিত্তে যিনি কেবল স্বরূপজ্ঞানদ্বারা প্রতীত হইয়া থাকেন, সেই হংসকে প্রণিপাত করি। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, তিন গুণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন, এই সপ্তবিংশতি স্বীয় শক্তি বা উপাধির মধ্যে যিনি গূঢ়রূপে বিরাজ করিতেছেন ; যেমন ঋত্বিগ্‌গণ পঞ্চদশ সামিধেনী মন্ত্রসমূহদ্বারা দারুমধ্য হইতে অলৌকিক অগ্নিকে আকর্ষণ করিয়া প্রকাশ করেন, সেইরূপ বিবেকিগণ হৃদয়মধ্যে নিশ্চলীকৃত অহঙ্কারাস্পদ বা 'আমি' জ্ঞানের অবলম্বন আত্মা হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মাকে বিবেকদ্বারা পৃথক্ করিয়া ধ্যান করেন, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মায়ার অসংখ্য বিশেষ বিশেষ রূপ আছে; পরমাত্মা সেই মায়াকে পরিহার করিয়া নির্ব্বাণসুখ অনুভব করিতেছেন ; বিশ্বে যাবতীয় নাম ও যাবতীয় রূপ তাঁহারই নাম ও রূপ, তথাপি তিনি ঐ সকলকে পরিহার করিতে পারেন, কারণ, তাঁহাতে যে মায়া আছে, উহার স্বরূপ স্থির করিয়া বলা যায় না; উহা পরমাত্মার শক্তি, এই নিমিত্ত ঐ মায়া যে সকল নামরূপ রচনা করিয়াছে, তৎসমুদয় পরমাত্মারই নামরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ; কিন্তু ঐ মায়া তত্ত্বজ্ঞান হইলে তিরোহিত হয় ; সুতরাং উহা মিথ্যা, এই হেতু পরমাত্মা উহাকে পরিহার করিতে পারেন, ইহা অসম্ভব নহে। এই সর্ব্বনামধারী ও বিশ্বরূপ প্রভু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

যে যে পদার্থ বাক্যদ্বারা অভিহিত, বুদ্ধিদ্বারা নিরূপিত, ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত অথবা মনোদ্বারা সঙ্কলিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই গুণদ্বারা বর্দ্ধিত; সুতরাং যিনি গুণসকলের লয় হইবার পরে ও তাহাদিগের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে স্বপ্রকাশ রূপে অবস্থান করেন, ঐ সকল পদার্থ যদিও বস্তুতঃ তাঁহার স্বরূপ হইতে পারে না, তথাপি মায়াদ্বারা তাঁহার বিশ্বরূপত্ব সংঘটিত হইয়া থাকে। এই হেতু যিনি তাহাতে, যাহা হইতে, যদ্দ্বারা, যাহার, যাহার প্রতি বা যাহা কিছু স্বতন্ত্রভাবে করেন, বা অন্যকে দিয়া করান অথবা যাহা কিছু ভাব ও কর্ম্মাদি, তৎসমুদায় ব্রহ্মই, কারণ, তিনি তাহাদিগের কারণ, যেহেতু তিনি নিখিল পদার্থের পূর্ব্বে স্বতঃ সিদ্ধরূপে বিরাজ করেন। শ্রুত হওয়া যায়, ব্রহ্মাদি ঐ সকলের হেতু এবং পরবর্ত্তী জীবগণকেও ঐ সকলের হেতু বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মই তাহাদিগের পরম কারণ; তাঁহার কেহ সহকারী নাই, তিনি নিরপেক্ষ কারণ, যে হেতু তিনি অনন্য বা বিজাতীয়শূন্য এবং এক বা স্বজাতীয়শূন্য। মীমাংসকগণ বলেন, জগৎ যেরূপ দেখিতেছি, ইহা এইরূপই, স্বভাববাদিগণ এই মত অনুমোদন করেন ; এইরূপে কেহ কেহ তত্ত্ববিদ্‌গণের মতের প্রতিবাদ করেন এবং কেহ কেহ প্রতিবাদীর মত অনুমোদন করেন ; যাঁহার মায়া ও অবিদ্যাদি শক্তিসকল বাদিগণের এইরূপ বিবাদ ও সংবাদের স্থল হইয়া রহিয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগের আত্মবিষয়ে মোহ উৎপাদন

করিতেছে, সেই অনন্তগুণ ভূমাকে নমস্কার। যোগ অর্থাৎ উপাসনাশাস্ত্র ব্রহ্মের বিরাট্ রূপে উপাসনার বিধান করিতে গিয়া পাতাল তাঁহার পদ ইত্যাদি বলিয়াছেন, কিন্তু সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র ব্রহ্ম অপাণিপাদ, অচক্ষুঃ ও অশ্রোত্র বলিয়া পদাদির অস্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন; অতএব এই দুই শাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধবাদী, উহাদিগের একের বিষয় বিধি ও অপরের বিষয় নিষেধ, কিন্তু তাহা বলিয়া উহাদিগের একান্ত বিরোধ নাই, যেহেতু উহারা একবস্তুনিষ্ঠ, অর্থাৎ একশাস্ত্র যাঁহার পদাদির বিধি দিতেছে, অন্য শাস্ত্র তাঁহারই পদাদির নিষেধ করিতেছে, অতএব বিরুদ্ধ এই উভয়শাস্ত্রের মধ্যে যে বিষয়ে ঐকমত্য আছে, তিনিই বৃহৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম। ঈদৃশ ব্রহ্মবস্তু যে বিদ্যমান আছেন, তদ্‌বিষয়ে প্রমাণ এই যে, একটী অধিষ্ঠান না থাকিলে কাহার পদাদি কল্পনা হইবে এবং একটি বস্তু অবশিষ্ট থাকে, এইরূপ স্বীকার না করিলে, কিরূপেই বা পদাদির নিষেধ করা সম্ভবপর হইবে? অতএব যিনি বিধি-নিষেধের অতীত এবং যিনি আছেন বলিয়া বিধি ও নিষেধ উৎপন্ন হয়, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি দেশ ও কালদ্বারা পরিচ্ছেদ শূন্য এবং প্রাকৃত নাম ও রূপবর্জ্জিত হইয়াও স্বীয় পাদমূলভজনাকারী ভক্তগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে নানা অবতার হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল রূপ ও নানা কর্ম্ম করিয়া বহু নাম প্রকটিত করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যেমন বায়ু পঙ্কজাদি নানা পদার্থের গন্ধে নানা-গন্ধবান্ বলিয়া ও ধূসর রেণু প্রভৃতির সম্পর্কে নানা-রূপবান্ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ অন্তর্য্যামী যিনি নানা অভিনব উপাসনামার্গে উপাসকের চিত্তের বাসনানুসারে বিবিধ দেবতারূপে প্রকাশিত হন, সেই ঈশ্বর আমার মনোরথ পূর্ণ করুন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই অঘমর্ষণ তীর্থে দক্ষ এইরূপ স্তব করিতেছেন, এমন সময় ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। গরুড়ের স্কন্ধদেশে তাহার চরণযুগল স্থাপিত, তাঁহার আজানুলম্বিত অষ্ট মহাভুজে চক্র, শঙ্খ, অসি, চর্ম্ম, বাণ, ধনুঃ, পাশ ও গদা শোভা পাইতেছে; তিনি পীতাম্বর, ঘনশ্যাম, তাঁহার বদন ও লোচনযুগল প্রসন্ন; কণ্ঠ হইতে শ্রীচরণ পর্য্যন্ত তদীয় অঙ্গ বনমালাব্যাপ্ত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ বিলসিত; তিনি মহাকিরীট, পাদবলয়, উজ্জ্বল মকরকুণ্ডল, কাঞ্চী, অঙ্গুলীয়, বলয়, নূপুর ও অঙ্গদ-ভূষিত; ত্রিভুবনেশ্বর হরি এই পুরুষোত্তম মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন; তিনি নারদনন্দাদি পার্ষদকর্ত্তৃক পরিবৃত ছিলেন, লোকপালগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ তাঁহার গুণগান করিতেছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ অতীব আশ্চর্য্য সেই রূপ দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে ও প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। যেমন নদীসকল নির্ঝরসমূহদ্বারা পূরিত হয়, সেইরূপ বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল মহানন্দে পূরিত হওয়ায় তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না। স্বীয় ভক্ত প্রজাকাম প্রজাপতিকে তাদৃশ অবনত দেখিয়া সর্ব্বভূতের চিত্তজ্ঞ জনার্দ্দন বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মহাভাগ প্রচেতো নন্দন! তুমি তপস্যায় সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, যেহেতু মন্নিষ্ঠা শ্রদ্ধাদ্বারা আমাতে পরমা ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ। হে প্রজানাথ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, যেহেতু তোমার এই তপস্যা বিশ্বের বৃদ্ধিকারক; ভূতগণ সমৃদ্ধি লাভ করুক, ইহাই আমার ইচ্ছা। ব্রহ্মা, ভব, তোমারা প্রজাপতিগণ, মনুগণ ও সুরেশ্বরগণ এই সকল আমারই বিভূতি;

এই সকল হইতে ভূতগণের উদ্‌ভব হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! তপঃ অর্থাৎ যমনিয়মাদির সহিত ধ্যান আমার হৃদয়, বিদ্যা অর্থাৎ সাঙ্গমন্ত্রজপ আমার তনু, কারণ, উহা ধ্যানকে বর্দ্ধিত করে; ক্রিয়া অর্থাৎ ধ্যানাদির বিষয় যে ভাবনা, উহাই আমার আকৃতি, কাণ, উহা দ্বারা ধ্যানাদি আকারবিশিষ্ট হয়; সুনিষ্পন্ন যজ্ঞসকল আমার প্রত্যঙ্গসমূহ; ধর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞাদি হইতে যে অদৃষ্ট নির্ম্মিত হয়, উহাই আমার মন, যেহেতু উহা মনকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে এবং যজ্ঞভুক্ দেবতাসকল আমার প্রাণ, কারণ, তাঁহাদিগের তৃপ্তির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই একমাত্র বিদ্যমান ছিলাম, তখন অন্য কোন ক্রিয়া ছিল না; গ্রাহক ও গ্রাহ্য কোন পদার্থই ছিল না; আমি কেবল চৈতন্যরূপে বিদ্যমান ছিলাম, উহা অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা অভিব্যক্ত ছিল না, অতএব যেন সর্ব্বত্র সুষুপ্তি বিরাজ করিতেছিল। আমি স্বয়ং অনন্ত ও আমার গুণসকলও অনন্ত; যখন আমার মায়া হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়, তৎকালেই তোমাদিগের আদ্য আযোনিজ স্বয়ম্ভু উৎপন্ন হন; তিনি আমার বীর্য্যে বর্দ্ধিত হইয়াও সৃষ্টিকার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া যখন আপনাকে যেন অসমর্থ বলিয়া বোধ করিলেন, তখন আমি তাঁহাকে তপস্যা করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। অতঃপর ব্রহ্মা দারুণ তপস্যা করিয়া সেই তপস্যাবলে তোমাদিগের নয়জন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হে প্রজাপতে! তুমি পঞ্চজন নামে প্রজাপতির অসিক্লীনাম্নী কন্যাকে পত্নীত্বে অঙ্গীকার কর। তুমি স্ত্রী ও পুরুষের রতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রতিধর্ম্মিণী ভার্য্যায় বহু প্রজা উৎপাদন করিবে। তোমার পরে সকল পুরুষই আমার মায়ায় মোহিত হইয়া স্ত্রীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন হইবে এবং আমার পূজোপহার আহরণ করিবে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বিশ্বভাবন ভগবান্ শ্রীহরি এইরূপ বলিয়া দক্ষের সমক্ষে সেই স্থলেই স্বপ্নলব্ধ বস্তুর ন্যায় অন্তর্ধান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুমায়াবলে বলীয়ান্ হইয়া পাঞ্চজনীর গর্ভে হর্য্যশ্ব নামে অযুত পুত্র উৎপাদন করিলেন। হে নৃপ! সেই দক্ষপুত্রগণের সকলেরই আচার ও স্বভাব একরূপ ছিল; তাঁহারা প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত জনককর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পশ্চিম দিকে সিন্ধুনদী ও সামুদ্রের সঙ্গমস্থলে মুনি ও সিদ্ধগণ-সেবিত অতিবিস্তীর্ণ নারায়ণসরোনামক তীর্থে গমন করিলেন। সেই তীর্থে স্নানাদি করিবামাত্র তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ রাগাদি মলবর্জ্জিত হইল, পারমহংস্য ধর্ম্মে তাঁহাদিগের প্রকৃষ্টা মতি উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাঁহারা পিতার আদেশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে প্রজাবৃদ্ধিবিষয়ে উদযুক্ত দেখিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে হর্য্যশ্বগণ। কি দুঃখের বিষয়! তোমরা পালক হইয়াও ভূমির অন্ত এবং যথায় একমাত্র পুরুষ বাস করেন, সেই রাজ্য না দেখিয়া মূর্খের ন্যায় কি প্রকারে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? যাহার নির্গমপথ দৃষ্ট হয় না, সেই বিল, যাহার রূপ বহুবিধ সেই নারী, পুংশ্চলীপতি পুরুষ, যাহা উভয় দিকে প্রবাহবতী, সেই নদী, পঞ্চ-

বিংশতি উপাদানে রচিত অদ্ভুত গৃহ, বিচিত্রবাক্ হংস এবং ক্ষুর ও বজ্রদ্বারা নির্ম্মিত স্বয়ং ভ্রমণশীল বস্তু বিশেষকে অবগত না হইয়া কিরূপে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইবে? তোমাদের পিতা সর্ব্বজ্ঞ; তিনি যে তোমাদের অনুরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহা না জানিয়াই বা কিরূপে সৃষ্টি করিবে? দেবর্ষির এই কূট বাক্যগুলি যেন সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিতেছে, এইরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল; হর্য্যশ্বগণ তাহা শুনিয়া তাঁহাদিগের বুদ্ধির স্বাভাবিকী বিচারশক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি বিচার করিয়া বলিলেন,— ভূশব্দের অর্থ ক্ষেত্র অর্থাৎ লিঙ্গশরীর; উহা অনাদি ও আত্মার বন্ধনের কারণ; জ্ঞানদ্বারা উহার নির্ব্বাণ অর্থাৎ নাশ হয়, উহা না জানিয়া অসৎঅর্থাৎ মোক্ষের অনুপযোগী কর্ম্মদ্বারা কি ফল হইবে? যিনি সর্ব্ব-সাক্ষী, যিনি আপনিই আপনার আধার, সেই নিত্য মুক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌কে না দেখিয়া অসৎ কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হয় নাই, সেই সকল কর্ম্মদ্বারা পুরুষের কি ফল হইবে? যে ব্যক্তি পাতালে গমন করে, সে যেমন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না, সেইরূপ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পুরুষকে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, সেই জ্যোতীরূপ ব্রহ্মকে না জানিয়া অসৎ অর্থাৎ যাহা দ্বারা নশ্বর স্বর্গাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল কর্ম্ম করিয়া কি ফল লাভ হইবে? আত্মার অর্থাৎ জীবের বুদ্ধি নানারূপা; উহা বেশ্যার ন্যায় বিমোহিত করে এবং উহা রজ-আদি গুণসমন্বিতা; বিবেক উপস্থিত হইলে উহার অবসান হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ বিবেক প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার অসৎকর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মে চিত্ত শান্ত না হইয়া চঞ্চল হয়, সেই সকল কর্ম্মদ্বারা কি ফল হইবে? যাহার ভার্য্যা দুশ্চরিত্রা, সে ব্যক্তির যেমন স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না, সেইরূপ ঐ বুদ্ধির সহিত সঙ্গহেতু জীব স্বাতন্ত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে; ঐ বুদ্ধি হইতে জীবের সুখ ও দুঃখ এই দ্বিবিধা গতি হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি ইহা অবগত নহে, তাহার অসৎকর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ অবিবেকযুক্ত বুদ্ধিপ্রেরণায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা কি ফল হইবে? মায়া সৃষ্টি ও প্রলয় করিয়া থাকে, অতএব উভয়দিকেই প্রবাহবতী; যাহারা এই মায়ানদীর প্রবাহে পতিত হইয়াছে, তপস্যা ও বিদ্যাদি তাহাদিগের বেলাকূল অর্থাৎ নির্গম স্থান, কিন্তু নির্গমের প্রতিবন্ধকতা করিবার নিমিত্ত এই নির্গমস্থানের সমীপেই ক্রোধ ও অহঙ্কারাদি এই নদীকে অতি বেগবতী করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রোধাদির বেগে বিবশ এবং মায়ার ঈদৃশ স্বরূপবিচারে অসমর্থ, তাহার অসৎ অর্থাৎ মায়িক কর্ম্মদ্বারা কি ফল হইবে? যিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পুরুষ অর্থাৎ অন্তর্যামী ও আশ্চর্য্যভূত আশ্রয়, দেহের সেই অধিষ্ঠাতাকে যে ব্যক্তি অবগত নহে, তাহার অসৎ কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ "আমি স্বতন্ত্র" এই মিথ্যা অভিমানে অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা কি ফলোদয় হইবে? যে শাস্ত্র ঈশ্বরপ্রতিপাদক, যাহাতে চিদ্‌বস্তু ও জড় বস্তুর পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যাহাতে বন্ধ ও মোক্ষবিষয়ক বিচিত্র কথা নিবদ্ধ আছে, তাহা অবগত না হইয়া অসৎ অর্থাৎ বহির্মুখ কর্ম্মদ্বারা কি ফল হইবে? কালচক্র ভ্রমণাত্মক ও তীক্ষ্ণ, উহা সমগ্র জগৎকে ধ্বংস করিতেছে, অতএব স্বতন্ত্র; ঐ চক্রকে অবগত না হইয়া অনিত্য কাম্য কর্ম্মকে নিত্য বলিয়া মনে করিয়া অনুষ্ঠান করিলে সেই অসৎ অর্থাৎ বিঘ্ন-বহুল কর্ম্মসমূহদ্বারা কি ফলোদয় হইবে? শাস্ত্রও পিতা, যেহেতু উপনয়নাদি-বিধানদ্বারা উহা দ্বিতীয় জন্মের হেতু; ঐ শাস্ত্রের আদেশ নিবর্ত্তক অর্থাৎ জীবকে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া থাকে; যে ব্যক্তি শাস্ত্রের ঈদৃশ আদেশ অবগত নহে, সে গুণময় প্রবৃত্তিমার্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে; সে কিরূপে শাস্ত্রের আদেশপালনে প্রবৃত্ত হইবে?

অতএব নিবৃত্তিধর্ম্মে শাস্ত্রের যে আজ্ঞা উহাই যথার্থ, এই নিমিত্ত আমাদিগের উহাই অবলম্বন করা বিধেয়।

হে রাজন্! হর্য্যশ্বগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সকলেই একমত হইলেন; অনন্তর তাঁহারা নারদকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন। নারদ স্বরব্রহ্মে যাঁহার সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সেই হৃষীকেশের পদাম্বুজে অনন্যচিত্ত আবেশিত করিয়া লোকসকলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দক্ষ, নারদের উপদেশে সচ্চরিত্র পুত্রগণ স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে শ্রবণ করিয়া অনুতাপ করিয়া বলিলেন, হায়! সুপুত্রগণ শোকের হেতু; যাঁহাদিগের সৎপুত্র জন্ম-গ্রহণ করে, তাঁহাদিগের শোক ভোগ করিতে হয়। অনন্তর ব্রহ্মা আসিয়া দক্ষকে সান্ত্বনা দান করিলেন; তখন তিনি পুনর্ব্বার পাঞ্চজনীর গর্ভে সবলাশ্ব নামে সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহারাও জনক-কর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত সমাদিষ্ট হইয়া ব্রতধারণ-পূর্ব্বক নারায়ণসরোনামক তীর্থে গমন করিলেন, এই স্থানেই তাঁহাদিগের অগ্রজগণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সেই তীর্থের জল স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহাদিগের চিত্ত হইতে বাসনাদি মল বিনির্ধূত হইল; তাঁহারা প্রণব জপ করিতে করিতে তথায় মহতী তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কতিপয় মাস জলপানে ও কতিপয় মাস বায়ুভোজনে অতিবাহিত হইল। "সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা মহাপুরুষ, বিশুদ্ধ সত্ত্বের আশ্রয়, পরমহংস নারায়ণকে নমস্কার করি" এই মাত্র জপ করিতে করিতে তাঁহারা মন্ত্রপতি বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকেও প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে অভিলাষী দেখিয়া তাঁহাদিগের নিকটে আগমনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ কূটবাক্য কহিলেন। তিনি বলিলেন, হে ভ্রাতৃবৎসল দক্ষ-পুত্রগণ! আমার উপদেশ শ্রবণ কর, তোমাদিগের ভ্রাতাদিগের পদবী অনুসরণ কর; যে ধর্ম্মবিৎ ভ্রাতা ভ্রাতৃগণের উৎকৃষ্ট মার্গের অনুসরণ করেন, সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি ভ্রাতৃবৎসল দেবগণের সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! যাঁহার দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, সেই নারদ এইরূপ বলিয়া গমন করিলে তাঁহারাও ভ্রাতৃগণের মার্গ অনুসরণ করিলেন। যেমন বিগতা যামিনী পুনর্ব্বার আবর্ত্তন করে না, সেইরূপ সমীচীন অন্তর্মুখ আত্মার লভ্য সেই ভগবন্মার্গে গমন করিয়া তাঁহারা অদ্যাপি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। ইত্যবসরে প্রজাপতি দক্ষ নানাবিধ অমঙ্গল দর্শন করিলেন; পরে তিনি শুনিতে পাইলেন, নারদের উপদেশে এই পুত্রগণও পূর্ব্বের ন্যায় নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন। পুত্রগণেও পারমহংস্যনিষ্ঠা শ্রবণ করিয়া দক্ষও বৈরাগ্যযুক্ত হইবেন, এই মনে করিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত দেবর্ষি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলে পুত্রশোকে বিমূর্চ্ছিত ও রোষে কম্পিতাধর দক্ষ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—হে অসাধো! তুমি সাধুদিগের বেশ ধারণ করিয়া আমার পুত্রগণের অনিষ্টাচরণ করিয়াছ; আমার পুত্রগণ স্বধর্ম্মানিরত, তুমি তাহাদিগকে ভিক্ষুমার্গ প্রদর্শন করিয়াছ। ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র তিন ঋণে ঋণী হইয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা ঋষি-ঋণ, যজ্ঞদ্বারা দেব-ঋণ ও পুত্রোৎপাদনদ্বারা পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। আমার পুত্রগণ অদ্যাপি কর্ম্মসকলের বিচার করে নাই, অতএব তাহারা ঋষি-ঋণ হইতে মুক্ত হয় নাই; সুতরাং পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের অভাবে তাহারা যে পিতৃঋণ ও দেব-ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করে নাই, তাহাতে বক্তব্য কি? অতএব হে পাপাত্মন্! তুমি তাহাদিগকে বিষয় ত্যাগ করাইয়া ইহলোকে শ্রেয়োবিষয়ে ব্যাঘাত করিয়াছ এবং মোক্ষ-মার্গের অনধিকারীকে মোক্ষোপদেশ করিয়া তাহা-দিগের পরলোকেও শ্রেয়োবিষয়ে ব্যাঘাত করিয়াছ; তুমি পুত্রোৎপাদনবিষয়ে বালকদিগের মতিকে

বৈরাগ্যযুক্ত করিয়া থাক, তুমি নির্দ্দয়; এইরূপে শ্রীহরির যশোহানি করিয়া তুমি কিরূপে নির্লজ্জ-ভাবে তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাক? তুমি সুহৃদের অনিষ্টকারী এবং যে তোমার বৈরাচরণ করে নাই, তুমি তাহার প্রতিও বৈরাচরণ করিয়া থাক; অতএব তুমি ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত ভক্তগণ নিত্যই সর্ব্বভূতের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত, কিন্তু তুমি ভূতগণের বিপ্রিয় আচরণ করিয়াও লজ্জা বোধ করিতেছ না কেন? যদ্যপি মনে কর, বৈরাগ্য হইতে উপশম ও উপশম হইতে স্নেহপাশের ছেদন হইয়া থাকে, অতএব বৈরাগ্য উপদেশ করিয়া আমি তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহই করিয়াছি, আরও বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয় পরিশোধের আবশ্যকতা নাই, তথাপি তুমি অনিষ্টই করিয়াছ, কারণ, তোমার জ্ঞান নাই, তুমি কেবল সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছ মাত্র; তোমার ন্যায় সাধু বৈরাগ্যের উপদেশ করিলেও তাহাতে লোকের বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং উপশম ও স্নেহপাশের ছেদন কিরূপে হইতে পারে? পুরুষ বিষয়ভোগ না করিলে তাহার তীক্ষ্ণতা অর্থাৎ দুঃখপ্রদত্ব জানিতে পারে না; যে সেই তীব্রতা অনুভব করে, তাহার যেরূপ স্বয়ং নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, অপরের উপদেশে বুদ্ধি চালিত হইলেও সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা সাধুস্বভাব গৃহস্থ, কিরূপে অপরের বিপ্রিয় করিতে হয় জানি না, এই নিমিত্ত তুমি যে দুঃসহ অনিষ্ট করিলে, তাহা সহ্য করিতে হইবে। হে বংশচ্ছেদক! তুমি যে আমার পুত্ত্রগণের স্থানভ্রংশ ঘটাইলে, এই হেতু মূঢ়! লোক সকলের মধ্যে তোমাকে কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইবে, কোথাও তোমার স্থান হইবে না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—সাধুগণের প্রশংসিতচরিত্র নারদ 'তথাস্তু' বলিয়া অভিশাপ গ্রহণ করিলেন; স্বয়ং প্রতিশাপ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও সাধুগণ যে অপরের অভিশাপ সহ্য করেন, ইহাই তাঁহাদিগের সাধুতা।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর দক্ষ ব্রহ্মার আদেশে অসিক্নীনাম্নী পত্নীর গর্ভে ষষ্টিসংখ্যক পিতৃবৎসল কন্যা উৎপাদন করিলেন। তিনি ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি, ভৃগু, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্ব ইঁহাদিগের প্রত্যেককে দুইটী দুইটী এবং তার্ক্ষ্যনামপ্রাপ্ত কশ্যপকেই অবশিষ্ট চারিটী কন্যা প্রদান করিলেন। এই সকল কন্যাগণের ও তাঁহাদিগের অপত্যগণের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন; ইঁহাদিগের পুত্ত্রপৌত্ত্রাদির দ্বারা তিন লোক আপূরিত হইয়াছে। ভানু, লম্বা, ককুদ্, যামি, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা ও সংকল্পা, ইঁহারা ধর্ম্মের পত্নী। ইঁহাদিগের পুত্ত্রগণের নাম শ্রবণ করুন। হে রাজন্! ভানুর পুত্ত্র দেব-ঋষভ ও তাঁহার পুত্ত্র ইন্দ্রসেন; লম্বার পুত্ত্র বিদ্যোত ও তাঁহার পুত্ত্র স্তনয়িত্নুগণ; ককুদের পুত্ত্র সঙ্কট ও তাঁহার পুত্ত্র কীকট, এই কীকট হইতে ধরাতলে দুর্গসকল অর্থাৎ দুর্গাভিমানী দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন; যামির পুত্ত্র স্বর্গ ও তাঁহা হইতে নন্দি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন;

বিশ্বেদেবগণ বিশ্বার তনয়; তাঁহাদিগের পুত্র নাই ইহা উক্ত হইয়া থাকে; সাধ্যার পুত্র সাধ্যগণ ও তাঁহাদিগের হইতে অর্থসিদ্ধিনামক পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে; মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বান্ ও জয়ন্ত নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহাদিগের মধ্যে জয়ন্ত বাসুদেবের অংশ, ইনি উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত আছেন। মুহূর্ত্তার গর্ভে মৌহূর্ত্তিকনামক দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, ইঁহারা ভূতগণকে স্ব স্ব কালজাত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সংকল্পার গর্ভে সংকল্প ও তাঁহা হইতে কামের জন্ম হয়; বসুর পুত্র অষ্ট বসু; তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন; তাঁহারা দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অগ্নি, দোষ, বাস্তু ও বিভাবসু নামে প্রসিদ্ধ। দ্রোণের পত্নী অভিমতি, তাঁহার গর্ভে হর্ষ, শোক ও ভয়াদি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; প্রাণের ঔরসে ও তদীয় ভার্য্যা ঊর্জস্বতীর গর্ভে সহঃ, আয়ুঃ ও পুরোজব নামে তিন পুত্র জন্মপরিগ্রহ করেন; ধ্রুবের ভার্য্যা ধরণি, তিনি বিবিধ পুত্রকে প্রসব করেন; বাসনা অর্কের ভার্য্যা, তর্ষাদি তাঁহার পুত্র বলিয়া কথিত আছে। অগ্নিনামক বসুর পত্নী ধারা, তিনি দ্রবিণকাদি পুত্রগণকে প্রসব করেন, তাঁহার অপর পত্নী কৃত্তিকার গর্ভে স্কন্দের জন্ম হয়, স্কন্দের বিশাখাদি পুত্র জন্মে। দোষের ঔরসে শর্ব্বরীর গর্ভে শ্রীহরির কলা শিশুমার নামে পুত্র জন্মে; আঙ্গিরসী বাস্তুর ভার্য্যা তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে, ইনিই শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা; বিশ্বকর্ম্মার পুত্র চাক্ষুষ মনু, বিশ্বেদেবগণ ও সাধ্যগণ এই মনু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। বিভাবসুর ভার্য্যা ঊষা ব্যুষ্ট, রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্র প্রসব করেন; আতপের পুত্র পঞ্চযাম অর্থাৎ দিবস, এই নিমিত্ত রাত্রিকে ত্রিযামা কহে; ভূতগণ দিবসে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

প্রজাপতি ভূতের দুই ভার্য্যা, তন্মধ্যে সরূপ কোটি কোটি রুদ্রকে প্রসব করেন, তন্মধ্যে একাদশ রুদ্র প্রধান, তাঁহাদিগের নাম রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বহুরূপ মহান্; এই একাদশ রুদ্রের ঘোর প্রেতবিনায়কাদি যে সকল পার্ষদ, তাহারা ভূতের অন্য পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। প্রজাপতি অঙ্গিরার দুই পত্নী, স্বধা ও সতী; স্বধা পিতৃগণকে ও সতী অথর্ব্বাঙ্গিরস নামক বেদকে প্রসব করেন। কৃশাশ্ব অর্চ্চির গর্ভে ধূমকেতুকে এবং ধিষণার গর্ভে বেদশির দেবল, বয়ুন ও মনুকে উৎপাদন করেন। তার্ক্ষ্য নামক কশ্যপের বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামিনী নামে চারি পত্নী; তন্মধ্যে পতঙ্গী পতগদিগকে ও যামিনী শলভদিগকে প্রসব করেন; বিনতার গর্ভে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর বাহন গরুড় ও সূর্য্যসারথি অরুণ জন্ম গ্রহণ করেন; কদ্রু অসংখ্য নাগের জননী। হে ভারত! নক্ষত্র-কৃত্তিকাদি চন্দ্রের পত্নী তিনি রোহিণীর প্রতি অধিক প্রেমাসক্ত হওয়ায় দক্ষশাপে ক্ষয়রোগপীড়িত হইয়াছিলেন, সুতরাং কৃত্তিকাদির অপত্য জন্মে নাই, চন্দ্র দক্ষকে পুনর্ব্বার প্রসাদিত করিয়া যদিও পুত্র লাভ করিলেন না, তথাপি কৃষ্ণ পক্ষে খণ্ডিত কলা-সকল শুক্লপক্ষে পুনর্ব্বার লাভ করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! কশ্যপের যে সকল পত্নী হইতে এই জগৎ প্রসূত হইয়াছে, তাঁহারাই বস্তুতঃ লোকজননী; তাঁহাদিগের মঙ্গলকর নাম শ্রবণ করুন। তাঁহারা অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি নামে প্রসিদ্ধা। জলজন্তুগণ তিমির পুত্র; সরমা, হইতে শ্বাপদগণ উৎপন্ন হইয়াছে; মহিষ, গো ও অন্যান্য যে সকল দ্বিখুরবিশিষ্ট জন্তু, সে সকল সুরভির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; শ্যেনগৃধ্রাদি তাম্রার পুত্র, অপ্সরোগণ মুনির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; হে রাজন্! দন্দশূকাদি সর্পগণ ক্রোধবশার আত্মজ; বৃক্ষাদি ইলার পুত্র এবং সুরসা যাতুধানদিগকে প্রসব

করিয়াছেন। আরিষ্টার গর্ভে গন্ধর্ব্বগণের ও কাষ্ঠার গর্ভে দ্বিখুরভিন্ন অন্য পশুগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

হে নৃপ! দনুর একষষ্টি পুত্র, তন্মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি; শ্রবণ করুন,—তাঁহারা দ্বিমূর্দ্ধা, শম্বর, রিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরাঃ স্বর্ভানু, কপিল, অরুণ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, একচক্র, অনুতাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ও দুর্জ্জয় নামে প্রসিদ্ধ। নমুচি স্বর্ভানুর কন্যা সুপ্রভাকে ও নহুষপুত্র পরাক্রান্ত যযাতি বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন; দনু-পুত্র বৈশ্বানরের চারিটী চারুদর্শনা কন্যা জন্মে, তাঁহাদিগের নাম উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা ও কালকা। হে নৃপ! হিরণ্যাক্ষ উপদানবীকে ও ক্রতু হয়শিরাকে বিবাহ করেন; বৈশ্বানরের দুই কন্যা পুলোমা ও কালকা দানবী হইলেও প্রজাপতি ভগবান কশ্যপ ব্রহ্মার আদেশে তাঁহাদিগের পাণি-গ্রহণ করেন, ঐ কন্যাদ্বয়ের গর্ভে ষষ্ঠি সহস্র যুদ্ধশালী নিবাতকবচ নামে দানব জন্মগ্রহণ করে; তাহারা যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করায় আপনার পিতামহ অর্জ্জুন ইন্দ্রের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার মানসে স্বর্গে গমন করিয়া একাকী তাহাদিগকে নিধন করেন। বিপ্রচিত্তি সিংহিকার গর্ভে একশত এক পুত্র উৎপাদন করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাহু ও অপর এক শত কেতু; তাঁহারা গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন!

হে রাজন্! অতঃপর অদিতির বংশ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করুন, এই বংশে বিভু দেব নারায়ণ স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন! বিবস্বান্, অর্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম ইঁহারা আদিতির দ্বাদশ পুত্র, আদিত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বিবস্বতের পত্নী সংজ্ঞা শ্রাদ্ধদেবনামক মনুকে প্রসব করেন এবং সেই ভাগ্য-বতীর গর্ভে যমদেব ও যমী এই যমজ অপত্য জন্ম-গ্রহণ করেন। এই যমীই ভূতলে বড়বা হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন; বিবস্বতের অন্য পত্নী ছায়ার গর্ভে শনৈশ্চর ও সাবর্ণি মনু জন্মগ্রহণ করেন; ছায়া একটী কন্যা প্রসব করেন তাঁহার নাম তপতি, তিনি সম্বরণকে পতিত্বে বরণ করিয়া-ছিলেন। অর্য্যমার পত্নী মাতৃকা, তাঁহাদিগের হিতাহিত-জ্ঞানবান্ পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করেন, ব্রহ্মা ইহাদিগের মধ্য হইতে মানুষজাতি কল্পনা করিয়াছেন। পূষার অপত্য হয় নাই, তিনি পূর্ব্বে ভগ্নদন্ত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত পিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করেন; হর দক্ষের প্রতি কুপিত হইলে, ইনিই দন্ত প্রকটিত করিয়া তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন। রচনানাম্নী দৈত্যকন্যা ত্বষ্টার ভার্য্যা; তাঁহাদিগের সন্নিবেশ ও পরাক্রান্ত বিশ্বরূপ নামে দুই পুত্র জন্মে। যখন বৃহস্পতি অবজ্ঞাত হইয়া সুরগণকে পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহারা বিশ্বরূপ শক্র দৈত্যগণের ভাগিনেয় হইলেও তাঁহাকেই পৌরহিত্যে বরণ করিয়া-ছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! কি কারণে আচার্য্য বৃহস্পতি স্বীয় শিষ্য সুরগণকে পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন এবং গুরুর প্রতি শিষ্যগণের কি অপরাধ হইয়াছিল, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—হে ভারত! একদা ইন্দ্র সভামধ্যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; মরুদ্‌গণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, ঋভুগণ, বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছিলেন এবং সিদ্ধগণ, চারণগণ গন্ধর্ব্বগণ ব্রহ্মবাদী মুনিগণ, বিদ্যাধরগণ, অপ্সরোগণ, কিন্নরগণ, পতগগণ, ও উরগগণ তাঁহার সেবা, স্তুতি ও ললিতস্বরে গুণগান করিতেছিলেন; ইন্দ্র ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া সাধুপথ উল্লঙ্ঘন করিলেন। যখন তিনি চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় চারু শ্বেতবর্ণ আতপত্রে ও চামর ব্যজনাদি অন্যান্য রাজচিহ্নে অলঙ্কৃত হইয়া অর্দ্ধাসনস্থিতা শচীদেবীর সহিত অতীব শোভা পাইতেছিলেন, তখন সুরাসুর-নমস্কৃত মুনিবর বৃহস্পতি তথায় আগমন করিলেন। তিনি দেবগণের ও ইন্দ্রেরও পরম আচার্য্য; তথাপি তিনি প্রত্যুত্থান ও আসনাদিদ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করিলেন না এবং তাঁহাকে সভাগত দেখিয়াও আসন পরিত্যাগ করিলেন না। ভবিষ্যজ্ঞ প্রভু বৃহস্পতি ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যমদে বিকার হইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া সহসা সভা হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রের তৎক্ষণাৎ প্রতিবোধ হইল যে, তিনি স্বীয় গুরুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন; তখন সভামধ্যে আপনিই আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিলেন,—হায়! আমি কি অল্পবুদ্ধি, আমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সভামধ্যে গুরুর অবমাননা করিয়া কি অসাধু কার্য্যই করিলাম। কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি ত্রিভুবনপতির ঐশ্বর্য্যেও অভিলাষ স্থাপন করেন? অথচ এই ঐশ্বর্য্যই, আমি সাত্ত্বিক দেবগণের অধীশ্বর হইলেও আমাকে অসুরভাবে নিপতিত করিল। রাজসিংহাসনে আসীন রাজা কাহাকেও দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিবেন না, এই নীতি যাঁহারা উপদেশ করেন, তাঁহারা পরম ধর্ম্ম অবগত নহেন; এইরূপ কুপথের প্রবর্ত্তকগণ অন্ধকারে অধঃপতিত হন। যাহারা পাষাণময় ভেলক অবলম্বন করে, ভেলক নিমগ্ন হইবামাত্র তাহারাও যেমন নিমগ্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহারা ঐ সকল উপদেশকগণের বাক্যে আস্থা স্থাপন করেন, তাঁহারাও ঐ উপদেশকগণের সহিত অধঃপতিত হইয়া থাকেন। অতএব আমি অগাধজ্ঞান অমরাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণের চরণ অকপটচিত্তে মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিব।

ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, অবগত হইয়া ভগবান্ বৃহস্পতি সমধিক মায়াশক্তির প্রভাবে গৃহ হইতে অন্তর্ধান করিলেন। তখন ভগবান্ ইন্দ্র অন্বেষণ করিয়াও গুরু কোথায় আছেন, জানিতে না পারিয়া চিন্তাগ্রস্ত হইলেন; সুরগণের সহিত পরামর্শ করিয়াও চিত্তে শান্তি পাইলেন না। এদিকে দুর্ম্মদ অসুরগণ ইন্দ্রের তাদৃশী অবস্থা শ্রবণ করিয়া শুক্রাচার্য্যের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম করিল। অসুরগণের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণবাণ-দ্বারা দেবতাগণের মস্তক, উরু ও বাহু ছিন্নভিন্ন হইল; তখন ইন্দ্রের সহিত দেবগণ লজ্জায় অবনত-মস্তকে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সেইরূপ কাতর

দেখিয়া পরম করুণাবিষ্ট হইলেন এবং সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! অতীব দুঃখের বিষয়, তোমরা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণের যে অভিনন্দন কর নাই, তাহাতে তোমরা অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। হে সুরগণ! তোমরা সমৃদ্ধিসম্পন্ন; অসুরগণ পরস্পর কলহ করিয়া ক্ষীণ হইতেছিল, তথাপি, যে তাদৃশ শত্রুর হস্তে তোমাদিগের পরাভব হইল, ইহা তোমাদিগের এই অন্যায়াচরণের ফল। হে মঘবন্! দেখ তোমার শত্রু এই অসুরগণ পূর্ব্বে গুরুর অবহেলা করিয়া অতীব ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে ভক্তিসহকারে শুক্রাচার্য্যের আরাধনা করিয়া পুনর্ব্বার বলসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। গুরুভক্ত এই অসুরগণ আমারও আলয় অধিকার করিয়া ফেলিবে, এইরূপ বোধ হইতেছে। শুক্রাচার্য্যের শিষ্যগণ অভেদ্যমন্ত্র অর্থাৎ তাহাদিগের মন্ত্রণা কোন বহিরঙ্গ ব্যক্তি জানিতে সমর্থ হয় না, তাহারা স্বর্গকেও কি গণনা করে? বিপ্র, গোবিন্দ ও গো যাঁহাদিগের সহায়, ঈদৃশ নৃপতিগণের অমঙ্গল সংঘটিত হয় না; অতএব তোমরা শীঘ্র ত্বষ্টার পুত্র বিপ্র বিশ্বরূপের ভজনা কর। তিনি তপস্বী ও আত্মবান্; তোমরা তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্মান প্রদান করিলে ও তাঁহার অসুরগণের প্রতি পক্ষপাত সহ্য করিলে তিনি তোমাদিগের মনোরথসিদ্ধির উপায় বিধান করিবেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে দেবগণের সন্তাপ দূর হইল; তাঁহারা ঋষি বিশ্বরূপের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—হে তাত! আমরা তোমার পিতৃগণ, এক্ষণে অতিথিরূপে তোমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি; আমাদিগের সময়োচিত মনোরথ সম্পাদন কর, তোমার মঙ্গল হউক। হে ব্রহ্মন্! পিতৃশুশ্রূষা করাই সৎপুত্রের পরম ধর্ম্ম; যখন পুত্রবান্ ব্যক্তিগণের ইহাই ধর্ম্ম, তখন তোমার ন্যায় ব্রহ্মচারীর যে ইহাই ধর্ম্ম, তাহাতে ব্যক্তব্য কি? যিনি উপনীত করিয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, সেই আচার্য্য ব্রহ্মের অর্থাৎ বেদের মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি ভ্রাতা মরুৎপতি অর্থাৎ ইন্দ্রের মূর্ত্তি, মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতির তনু, ভগিনী দয়ার মূর্ত্তি, অতিথিসাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি, অভ্যাগত অগ্নির মূর্ত্তি এবং সর্ব্বভূত শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তি। আমরা তোমার পিতৃগণ, আমরা শত্রুর হস্তে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া কাতর হইয়াছি; হে তাত! তপস্যা-দ্বারা আমাদিগের সেই পীড়ার অপনোদন করিয়া আমাদিগের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করা তোমার উচিত হইতেছে। তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সুতরাং গুরু; আমরা তোমাকে উপাধ্যায়পদে বরণ করিতেছি; ইহাতে তোমার তেজে শত্রুদিগকে অনায়াসে জয় করিতে পারিব। তুমি কনিষ্ঠ; তুমি আমাদিগের গুরু হইলে আমরা তোমার পদ বন্দনা করিব। তাহা অতি নিন্দনীয়, এরূপ মনে করিও না; কারণ, অন্যস্থলে বয়ঃক্রমদ্বারা জ্যেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয় বটে, কিন্তু মন্ত্রবিষয়ে তাদৃশ নিয়ম নহে; অতএব তুমি আমাদিগের মন্ত্রদাতা হইলে জ্যেষ্ঠ হইবে।

ঋষি শুকদেব কহিলেন,—মহাতপাঃ বিশ্বরূপ পৌরোহিত্য করিবার নিমিত্ত সুরগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে ও মধুরবচনে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—এই পৌরোহিত্যকার্য্য ব্রহ্মতেজের ক্ষয় করে, এই নিমিত্ত ধর্ম্মশীল মুনিগণ এই কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন; কিন্তু হে লোকপালগণ! আপনারা যখন প্রার্থনা করিতেছেন, তখন আপনাদের শিষ্যস্থানীয় আমার ন্যায় ব্যক্তি তাহা কিরূপে প্রত্যাখ্যান করিবে? অতএব প্রত্যাখ্যান না করাকেই আমার পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেছি। পৌরোহিত্যে ধনাগম হয়, তাহা হইতে ধর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে; নির্ধনের কিরূপে ধর্ম্মাচরণ

হইবে, ঈদৃশ বিচার সমীচীন নহে; কারণ যদিও আমরা নির্ধন, তথাপি আমরা গৃহাশ্রমে সাধুসৎকার করিয়া থাকি; ক্ষেত্রে যে সকল ধান্য কৃষকের উপেক্ষায় পতিত হইয়া থাকে এবং হট্টাদিতে ব্রীহিপ্রভৃতি যাহা পতিত থাকে, আমরা তাহাই সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারাই সাধুসেবা করিয়া থাকি। হে অধীশ্বর-গণ! এই পৌরোহিত্য অতি নিন্দিত, দুর্ম্মতি ব্যক্তিগণ ইহাতে হর্ষপ্রকাশ করিয়া থাকে; অহো! এই পৌরোহিত্য কিরূপে করিবে? তথাপি আমি প্রত্যাখ্যান করিব না; আপনারা আমার গুরুজন, আপনারা যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা আমি সামান্য বলিয়া মনে করিতেছি; আপনারা ইহা অপেক্ষা অধিক প্রার্থনা করিলেও আমি প্রাণ ও অর্থ-দ্বারা তাহা সম্পাদন করিব।

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—মহাতপাঃ বিশ্বরূপ দেবগণের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া পৌরোহিত্য-পদে বৃত হইয়া পরম উদ্যমসহকারে তাহা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অসুরগণের রাজ্যশ্রী শুক্রাচার্য্যের বিদ্যাদ্বারা সুরক্ষিতা থাকিলেও তেজস্বী বিশ্বরূপ শ্রীনারায়ণ-কবচরূপা বিদ্যা-দ্বারা তাহা বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মহেন্দ্রকে প্রদান করিলেন। যে বিদ্যাদ্বারা রক্ষিত হওয়ায় সহস্রাক্ষ বলীয়ান্ হইয়া দৈত্যসেনা জয় করিলেন, উদারচেতাঃ বিশ্বরূপ মহেন্দ্রকে সেই বিদ্যা উপদেশ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ যে নারায়ণ-কবচরূপা বিদ্যা-দ্বারা রক্ষিত হইয়া সহস্রাক্ষ সবাহন রিপুসৈনিকদিগকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিয়া ত্রৈলোক্যের রাজ্যশ্রী ভোগ করিয়াছিলেন এবং যে কবচে আবৃত হইয়া তিনি যে প্রকারে যুদ্ধে আততায়ী শত্রুদিগকে জয় করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমাকে শ্রবণ করাইতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ পুরোহিতপদে বৃত হইয়া প্রশ্নকারী ইন্দ্রকে যে নারায়ণ নামক কবচ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। বিশ্বরূপ বলিলেন,—কোন ভয় উপস্থিত হইলে হস্ত ও পাদ ধৌত করিয়া উত্তরমুখে উপবেশনপূর্ব্বক কুশপবিত্র হস্তে ধারণ করিয়া আচমন করিবে; অনন্তর বাগ্‌যত ও শুচি হইয়া অষ্টাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর এই দুইটী মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করণানন্তর নারায়ণপর কবচ বন্ধন করিবে। অঙ্গন্যাস বলিতেছি, শ্রবণ করুন, অষ্টাক্ষর মন্ত্রের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক অক্ষর প্রণবযুক্ত করিয়া যথাক্রমে পাদদ্বয়, জানুদ্বয়, উরুদ্বয়, উদর, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, মুখ ও মস্তক এই অষ্টস্থানে ন্যাস করিবে অথবা মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া বিপরীতক্রমে ন্যাস করিবে। প্রথমোক্ত ন্যাসকে উৎপত্তিন্যাস ও শেষোক্ত ন্যাসকে সংহারন্যাস কহে। অনন্তর দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রে করন্যাস করিবে; তাহার প্রক্রিয়া এইরূপ,—মন্ত্রের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটী অক্ষর প্রণবযুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী হইতে বাম হস্তের তর্জ্জনীপর্য্যন্ত ন্যাস করিবে এবং অবশিষ্ট চারিটী অক্ষর দক্ষিণ ও বাম অঙ্গুষ্ঠের আদ্য ও অন্ত্য পর্ব্বদ্বয়ে ন্যাস করিবে। "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্রদ্বারাও অঙ্গন্যাস হইয়া থাকে; প্রক্রিয়া

এইরূপ,—হৃদয়ে প্রণব, মস্তকে বি-কার ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে ষ-কার, শিখায় ণ-কার নেত্রদ্বয়ে বে-কার ও সর্ব্বসন্ধিস্থানে ন-কার ন্যাস করিয়া ম-কারকে অস্ত্র-রূপে ধ্যান করিবে; অনন্তর সাধক মন্ত্রমূর্ত্তি হইয়া "মঃ অস্ত্রায় ফট্" উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বদিগ্‌বন্ধন করিবে। অনন্তর ধ্যেয় ঐশ্বর্য্যাদি ষট্‌শক্তিযুক্ত ঈশ্বর-রূপ আত্মার ধ্যান করিবে এবং বিদ্যা, তেজঃ ও তপো-মূর্ত্তি এই নারায়ণকবচমন্ত্র পাঠ করিবে; যথা, গরুড়ের পৃষ্ঠে যাঁহার পাদপদ্ম ন্যস্ত রহিয়াছে; যাঁহার অষ্টবাহু শঙ্খ, চক্র, চর্ম্ম, অসি, গদা, বাণ, ধনুঃ ও পাশে শোভমান, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য-যুক্ত সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা সেই হরি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে আমার রক্ষা বিধান করুন। মৎস্যমূর্ত্তি জলে জলজন্তু-রূপ বরুণপাশ হইতে, মায়ায় বটুবামনরূপ স্থলে ও ত্রিবিক্রম বিশ্বরূপ অন্তরীক্ষে আমাকে রক্ষা করুন। অসুরদলপতি হিরণ্যকশিপুদৈত্যারি প্রভু নৃসিংহ অটবী ও সংগ্রামস্থলাদি সঙ্কটস্থানে আমাকে রক্ষা করুন; ইঁহার মহান্ অট্টহাস্যে দিক্‌সকল নিনাদিত ও গর্ভিণীগণের গর্ভপাত হইয়াছিল। যিনি স্বীয় দংষ্ট্রাদ্বারা ধরার উদ্ধার করিয়াছিলেন, যজ্ঞমূর্ত্তি সেই বরাহদেব আমাকে পথিমধ্যে, জামদগ্ন্য, রাম পর্ব্বতশিখরে ও লক্ষ্মণের সহিত ভরতাগ্রজ রাম প্রবাসে রক্ষা করুন। নারায়ণ মারণাদি উগ্র প্রবৃত্তি ও অখিল প্রমত্ততা হইতে, নর গর্ব্ব হইতে, যোগনাথ দত্তাত্রেয় যোগভ্রংশ হইতে, গুণধীশ কপিল কর্ম্মবন্ধ হইতে, সনৎকুমার কন্দর্পবেগ হইতে ও হয়শীর্ষা, পথিমধ্যে যদি দেবমূর্ত্তিকে নমস্কার না করিয়া গমন করি, সেই অপরাধ হইতে আমার রক্ষা বিধান করুন। দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ আমাকে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধরূপ দেবপূজাচ্ছিদ্র হইতে, কূর্ম্ম অশেষ নিরয় হইতে ভগবান্ ধন্বন্তরি কুপথ্যভোজন হইতে, নির্জ্জিতাত্মা ঋষভদেব শীতোষ্ণাদিজনিত ভয় হইতে যজ্ঞাবতার লোকপবাদ হইতে, বলভদ্র লোকের উপঘাত হইতে এবং সর্পপতি শেষ ক্রোধবশ সর্পগণ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান্ দ্বৈপায়ন আমাকে অজ্ঞান হইতে, বুদ্ধ পাষণ্ডসঙ্গহেতু প্রমাদ হইতে এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে মহান্ কল্কি অবতীর্ণ হন, তিনি কালের মলস্বরূপ কলি হইতে রক্ষা করুন।

প্রাতঃকালে কেশব গদাদ্বারা আমাকে রক্ষা করুন, সঙ্গবে অর্থাৎ ষষ্ঠ ঘটিকা হইতে দশম ঘটিকা-পর্য্যন্ত বেণুধর গোবিন্দ আমার রক্ষা বিধান করুন, প্রাহ্নে অর্থাৎ একাদশ ঘটিকা হইতে পঞ্চদশ ঘটিকা-পর্য্যন্ত গৃহীতশক্তি নারায়ণ ও মধ্যন্দিনে অর্থাৎ ষোড়শ ঘটিকা হইতে বিংশ ঘটিকাপর্য্যন্ত চক্রপাণি বিষ্ণু আমাকে রক্ষা করুন। অপরাহ্নে অর্থাৎ এক বিংশ ঘটিকা হইতে পঞ্চবিংশ ঘটিকাপর্য্যন্ত উগ্রধন্বা দেব মধুসূদন, সায়ংকালে অর্থাৎ ষড়্‌বিংশ ঘটিকা হইতে ত্রিংশ ঘটিকাপর্য্যন্ত ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্ত্তি মাধব, প্রদোষে অর্থাৎ রাত্রির প্রথম ঘটিকা হইতে চতুর্থ ঘটিকাপর্য্যন্ত হৃষীকেশ, অর্দ্ধরাত্রে অর্থাৎ পঞ্চম ঘটিকা হইতে চতুর্দ্দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ও নিশীথে অর্থাৎ পঞ্চদশ ও ষোড়শ ঘটিকায় একমাত্র পদ্মনাভ, অপররাত্রে অর্থাৎ অরুণোদয়ের পূর্ব্বপর্য্যন্ত শ্রীবৎসাঙ্কিত ঈশ, প্রত্যুষে অর্থাৎ রাত্রির শেষ চারি ঘটিকায় ঈশ অসিধর জনার্দ্দন, দিন-রাত্রির উভয় সন্ধ্যায় ভগবান্ কালমূর্ত্তি বিশ্বেশ্বর ও প্রভাতে দামোদর আমার রক্ষা বিধান করুন। হে চক্র! তোমার পরিধি কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং তুমি ভ্রমণশীল; যেমন হুতাশন বায়ুর সাহায্যে শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করে, সেইরূপ তুমিও ভগবৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে আমাদিগের শত্রুসৈন্যকে শীঘ্র নিঃশেষরূপে দগ্ধ কর, দগ্ধ কর। হে গদে! তোমার বিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শ বজ্রস্পর্শের সদৃশ; তুমি অজিতের প্রিয়া এবং আমিও তাঁহার দাস; তুমি কুষ্মাণ্ড বৈনায়ক যক্ষ, রক্ষঃ, ভূত ও গ্রহগণকে শীঘ্র পেষণ কর, পেষণ

কর এবং শত্রুদিগকে শীঘ্র চূর্ণ কর, চূর্ণ কর। হে পাঞ্চজন্য! তোমার স্বর অতি ভয়ঙ্কর, তুমি কৃষ্ণকর্ত্তৃক বাদিত হইয়া অরিহৃদয় কম্পিত করিয়া যাতুধান, প্রমথ ও প্রেত, মাতৃগণ, পিশাচ, ব্রহ্মরাক্ষস ও অন্যান্য ঘোর-দৃষ্টিদিগকে বিদ্রাবিত কর। হে তীক্ষ্ণধার অসিবর! তুমি ঈশকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া আমার অরিসৈন্যকে ছিন্ন কর, ছিন্ন কর এবং হে চর্ম্মন্! তোমাতে এক শত চন্দ্রাকার মণ্ডল আছে, তুমি পাপী শত্রুদিগের চক্ষুঃ আচ্ছাদিত কর ও উগ্রদৃষ্টিদিগের চক্ষুঃ হরণ কর। গ্রহ, কেতু, নর, সরীসৃপ, দংষ্ট্রী, ভূত ও পাপসকল হইতে আমাদিগের যে সকল ভয় হইয়া থাকে, তৎ-সমুদয় ভগবানের নামরূপানুকীর্ত্তন হইতে সদ্যঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হউক এবং অন্যান্য যাহারা আমাদিগের ইষ্ট-বিষয়ে ব্যাঘাত করে, তাহারাও সম্যক্ বিনাশ প্রাপ্ত হউক! যিনি বেদমূর্ত্তি, বৃহদ্রথান্তরনামক সামদ্বারা যাঁহার স্তুতি করা হইয়া থাকে, সেই বিষ্বক্সেন ভগবান্ প্রভু গরুড়, স্বীয় নামসকলদ্বারা অশেষ ক্লেশ হইতে রক্ষা করুন। হরির নাম, রূপ, যান, আয়ুধ ও পার্ষদশ্রেষ্ঠগণ আমাদিগের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণকে রক্ষা করুন। যখন ভগবান্ই বস্তুতঃ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত নিখিল জগৎ, তখন এই সত্যদ্বারা সর্ব্ব উপদ্রব ক্ষয় প্রাপ্ত হউক। যাঁহারা নিখিল জগতে একমাত্র আত্মবস্তুর ধ্যান করেন, তাঁহাদিগের নিকট স্বয়ং ভেদ-রহিত হইয়াও যিনি মায়াদ্বারা ভূষণ, আয়ুধ, লিঙ্গ ও নাম এই বিবিধ শক্তি ধারণ করেন, এই সত্যপ্রমাণ দ্বারাই সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগ ভগবান্ হরি সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আমাদিগকে রক্ষা করুন। যিনি স্বীয় প্রভাবে দিগ্‌গজ, বিষ, শস্ত্র, জল, বায়ু ও অগ্ন্যাদির প্রভাবকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহনামগর্জ্জনদ্বারা লোকত্রয় অপনোদন করিয়া দিক্, বিদিক্, ঊর্দ্ধ, অধঃ, অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ সর্ব্বত্র আমাদিগকে রক্ষা করুন।

হে ইন্দ্র! এই আপনাকে নারায়ণাত্মক কবচ বলিলাম; এই কবচাবৃত হইয়া অসুরযূথপতিদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিবেন। যিনি এই কবচ ধারণ করেন, তিনি যাহার যাহার প্রতি নেত্রপাত করেন, অথবা যাহাকে যাহাকে পদদ্বারা স্পর্শ করেন, সেই সেই ব্যক্তি সদ্যঃ ভয় হইতে বিমুক্ত হয় এবং যিনি এই বিদ্যা ধারণ করেন, তাঁহার রাজা, দস্যু, গ্রহাদি ও ব্যাধি-প্রভৃতি হইতে কুত্রাপি কদাপি ভয়ের সঞ্চার হয় না। পূর্ব্বকালে কৌশিক-নামক কোন ব্রাহ্মণ এই বিদ্যা ধারণ করিয়া এক মরুভূমিমধ্যে যোগধারণা অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন; একদা গন্ধর্ব্বপতি চিত্ররথ স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া বিমানযোগে ঐ ব্রাহ্মণের দেহত্যাগস্থানের উপরিভাগ দিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিমান সহিত অধোমুখে গগন হইয়া নিপতিত হইলেন। অনন্তর তিনি বালিখিল্য মুনিগণের উপদেশে ঐ ব্রাহ্মণের অস্থিসকল সবিস্ময়ে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতী-নীরে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্নানানন্তর স্বীয় ধামে গমন করিয়াছিলেন। যিনি যথাকালে ইহা শ্রবণ করেন ও যিনি শ্রদ্ধাসহকারে ইহা ধারণ করেন ভূতসকল তাঁহাকে নমস্কার করে এবং তিনি সর্ব্বত্র ভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ইন্দ্র বিশ্বরূপ হইতে এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে অসুরগণকে পরাজয় করিয়া ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী ভোগ করিয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে ভারত! শ্রুত হওয়া যায়, বিশ্বরূপের তিনটী মস্তক ছিল; তিনি একটী দ্বারা সোমপান, অপরটী দ্বারা সুরাপান ও অন্যটী দ্বারা ভক্ষণ করিতেন। হে নৃপ! তিনি যখন যজ্ঞ করিতেন, তখন স্পষ্ট করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সবিনয়ে 'ইহা ইন্দ্রের ভাগ, ইহা অগ্নির ভাগ', এইরূপ বলিতেন; কারণ, দেবগণ তাঁহার পিতৃপুরুষ, কিন্তু তিনিই দেব-গণের উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গোপনে অসুরগণকে যজ্ঞভাগ দান করিতেন এবং যাহাতে তাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাহার উপায় করিতেন; কারণ, অসুরগণ তাঁহার মাতামহ এবং তিনি মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার দেবগণের প্রতি অবহেলা ও ধর্ম্মের কপটতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পাছে অসুরগণের বলবৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কা করিয়া শীঘ্র তাঁহার মস্তকসকল ছেদন করিলেন তাঁহার যে মস্তক সোমপান করিত, তাহা কপিঞ্জল, যে মস্তক সুরাপান করিত, তাহা কলবিঙ্ক ও যে মস্তক অন্ন ভক্ষণ করিত, তাহা তিত্তিরি পক্ষী হইল। ইন্দ্র যদিও ব্রহ্মহত্যাপাপ নিবারণ করিতে সমর্থ ছিলেন, তথাপি তিনি অঞ্জলিদ্বারা তাহা গ্রহণ করিলেন। সংবৎসরকাল সেইরূপে অতিবাহিত করিয়া বৎসরান্তে লোকাপবাদ পরিহার করিবার নিমিত্ত তিনি সেই পাপ ভূতগণের মধ্যে ভূমি, জল, বৃক্ষ ও নারীগণকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। স্বভাবতঃই গর্ত্তপূরণ হইবে, এই বর প্রাপ্ত হইয়া ভূমি এক চতুর্থাংশ পাপ গ্রহণ করিলেন; এই নিমিত্ত সেই ব্রহ্মহত্যার চিহ্নস্বরূপ উষরক্ষেত্র ভূমিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, উষরক্ষেত্রে অধ্যয়নাদি নিষিদ্ধ। শাখাদি ছেদন করিলেও পুনর্ব্বার উহা সঞ্জাত হইবে, এই বর প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষসকল ঐ পাপের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল; এই নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যার চিহ্ন-স্বরূপ নির্য্যাস বৃক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব নির্য্যাস অভক্ষ্য। প্রসবকালপর্য্যন্ত সম্ভোগে গর্ভপাত হইবে না, এই কামবর প্রাপ্ত হইয়া নারীগণ পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল; এই পাপের চিহ্নস্বরূপ তাহাদিগের মাসে মাসে রজোদর্শন হইয়া থাকে, অতএব রজোদর্শনে তাহাদিগের সঙ্গ নিষিদ্ধ। দুগ্ধাদি দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলে উহা বর্দ্ধিত হইবে, এই বর প্রাপ্ত হইয়া জল পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল; ঐ পাপের চিহ্নস্বরূপ বুদ্‌বুদ্‌ ও ফেন জলে দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বুদ্‌বুদ্‌ ও ফেন দূরে নিক্ষেপ করিয়া লোকে জল আহরণ করিয়া থাকে।

অনন্তর ত্বষ্টা, পুত্র হত হইয়াছে শুনিয়া ইন্দ্রকে বধ করিবার নিমিত্ত, তাঁহার শত্রু উৎপন্ন হউক, এই অভিপ্রায়ে অগ্নিতে হোম করিয়া প্রার্থনা করিলেন,—হে ইন্দ্রশত্রো! বিবর্দ্ধিত হও, শীঘ্র শত্রুকে বিনাশ কর; ইন্দ্রশত্রু এই পদটীর আদ্য স্বর যদি উদাত্ত অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হয় তাহা হইলে ইন্দ্র শত্রু যাঁহার' এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে এবং যদি আদ্য স্বর ঐরূপে উচ্চারিত না হয়, তাহা হইলে 'ইন্দ্রের শত্রু' এইরূপ অর্থের প্রতীতি হয়; ত্বষ্টা দৈবাৎ আদ্য স্বর উদাত্ত করিয়া উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন; সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ ফলিল। অনন্তর তাঁহার তিনটী অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দক্ষিণাগ্নির কুণ্ড হইতে যুগান্তসময়ে লোকসকলের কৃতান্তের ন্যায় এক ঘোরদর্শন অসুর উত্থিত হইল। একটী বাণ যতদূর নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ঐ অসুর প্রতিদিন সেই পরিমাণে চতুর্দ্দিকে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; উহা

দেখিতে দগ্ধ শৈলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও উহার দীপ্তি সন্ধ্যাকালীন মেঘসমূহের ন্যায় হইল। অসুরের শিখা ও শ্মশ্রু তপ্ততাম্রের ন্যায় এবং লোচন মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় উগ্র হইল; দীপ্যমান ত্রিশিখ শূলে যেন পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে আরোপিত করিয়া ঐ অসুর নৃত্য ও মহাগর্জ্জন করিতে লাগিল; তাহার পদভরে মহী কম্পিত হইল। অসুরের মুখ গিরিগুহার ন্যায় গভীর ও বিস্তীর্ণ, তাহাতে দংষ্ট্রাসকল তাহাকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে, সে মুহুর্মুহুঃ জৃম্ভণ করিয়া যেন নভস্থলকে পান, জিহ্বাদ্বারা নক্ষত্রদিগকে লেহন ও ত্রিভুবনকে গ্রাস করিয়া ফেলিল; লোকসকল তাহাকে দেখিয়া ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ত্বষ্টার এই তমোময়ী মূর্ত্তি লোকসলককে আবৃত করিয়া ফেলিল, এই নিমিত্ত এই পাপিষ্ঠ পরম দারুণ অসুর বৃত্র নামে অভিহিত হইল। দেবশ্রেষ্ঠগণ স্বস্বগণের সহিত তাহাকে আক্রমণ করিয়া স্ব স্ব দিব্য অস্ত্রসমূহদ্বারা প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু অসুর সমুদয় অস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিল; তখন দেবগণ সকলে বিস্মিত, বিষণ্ণ ও হতপ্রভ হইলেন; অনন্তর তাঁহারা সমাহিত হইয়া অন্তর্যামী আদিপুরুষের স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবগণ স্তব করিয়া কহিলেন,—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত ত্রিভুবন, তাহার অধিপতিগণ এবং তৎপরবর্ত্তী আমরা সকলে ভীত হইয়া যে কালের পূজোপহার বহন করি, সেই কালও যাঁহার ভয়ে ভীত হয়, সেই পরমেশ্বর হইতেই আমাদিগের রক্ষা হউক। যিনি সম অর্থাৎ উপাধিদ্বারা পরিচ্ছেদশূন্য, সুতরাং স্বীয় লাভে পরিপূর্ণকাম, এই নিমিত্ত প্রশান্ত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য, সুতরাং নিরহঙ্কার, ঈদৃশ পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যের শরণাগত হয়, সে অতি মূর্খ, সন্দেহ নাই; হে কুকুরের লাঙ্গল অবলম্বন করিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করে। সত্যব্রত মনু যাঁহার মহাশৃঙ্গে পৃথ্বীরূপা স্বীয় নৌকা বন্ধন করিয়া সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই মৎস্যমূর্ত্তি নারায়ণ আশ্রিত আমাদিগকেও দুরন্ত বৃত্রভয় হইতে নিঃসন্দেহে রক্ষা করিবেন। পুরাকালে ব্রহ্মা উদ্গত বায়ুতাড়নে উত্থিত তরঙ্গমালার রবে ভীষণ প্রলয়-সমুদ্রে নাভিকমল হইতে পতিতপ্রায় হইয়া সহায়হীন অবস্থায় যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সেই ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই আমাদিগের পরিত্রাণকর্ত্তা হউন। যিনি নিজ মায়ায় আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার অনুগ্রহে আমরা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকি, আমাদিগের সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে অন্তর্যামিরূপে ক্রিয়া করিয়াছেন অথচ আমরাই পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর এই অভিমান-হেতু আমরা যাঁহার রূপ দর্শন করিতে সমর্থ হই না, শত্রুকর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইলে যিনি স্বীয় মায়াপ্রভাবে উপেন্দ্রাদিরূপে দেবগণের মধ্যে পরশুরামাদিরূপে ঋষিগণের মধ্যে, মৎস্যাদিরূপে তির্য্যগ্‌যোনির মধ্যে এবং কামাদিরূপে নরগণের মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া যুগে যুগে যথাকালে আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই আত্মস্বরূপ দেবতা বিশ্বাত্মক হইয়াও বিকাররহিত পুরুষ, প্রকৃতি ও তদতীত পরম-কারণস্বরূপ; আমরা সকলে সেই আশ্রয়রূপ দেবের শরণাপন্ন হই, সেই মহাত্মা আমাদিগকে তাঁহার ভক্ত জানিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে মহারাজ! সুরগণ এই রূপে স্তুতি করিলে শঙ্খচক্রগদাধর শ্রীহরি প্রথমতঃ তাঁহাদিগের হৃদয়াকাশে পশ্চিম দিকে আবির্ভূত হইলেন; ষোড়শ জন পার্ষদ তাঁহার চতুর্দ্দিকে সেবা করিতেছিলেন; পার্ষদগণ দেখিতে তাঁহারই সদৃশ, কেবল তাঁহাদিগের শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ নাই, এই প্রভেদমাত্র; ভগবানের নয়নদ্বয় বিকসিত শারদ-

পর্ব্বসদৃশ ; এক্ষণে তাঁহাকে ভূতলে দেখিয়া সকলেই দর্শনজনিত আনন্দে বিহ্বল হইলেন, অনন্তর দণ্ডবৎ পতিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ উত্থানপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবগণ স্তুতি করিয়া কহিলেন,—হে প্রভো! তোমার প্রভাবেই যজ্ঞ হইতে স্বর্গাদি ফল সমুৎপন্ন হয়; তুমি কালাত্মা; দৈত্যগণ যজ্ঞফলের বিঘ্ন উৎপাদন করিলে তুমি চক্রনিক্ষেপ করিয়া থাক; এই সকল প্রভাবহেতু তুমি বহু শোভন নাম ধারণ করিয়াছ, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। হে বিধাতঃ! তুমি তিন গুণের নিয়ন্তা; আমরা সৃষ্টির মধ্যে ইদানীন্তন, তোমার ত্রিগুণাতীত নির্গুণ স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ নহি; অতএব কেবল তোমাকে নমস্কার করি।

হে ভগবন্ নারায়ণ বাসুদেব আদিপুরুষ মহানুভাব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক অদ্বিতীয় জগদাধার লোকৈকনাথ সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ! পরমহংস পরিব্রাজকগণ অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা পরম সমাধিযোগে অনুশীলন করিয়া যে ভজনরূপ পারমহংস্য ধর্ম্ম পরিস্ফুট করেন, তদ্দ্বারা চিত্তের তমোরূপ কবাট উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়; তখন প্রকট অত্মস্বরূপে নিজ আনন্দ স্বয়ং অভিব্যক্ত হয়, তুমি সেই আনন্দের অনুভবরূপে প্রকাশ পাইতে থাক; তোমাকে নমস্কার করি। তোমার এই ক্রীড়া বোধগম্য হয় না; তুমি নিরাশ্রয়, অশরীর ও অগুণ হইয়াও আমাদের সকলের সাহায্যব্যতিরেকে স্বয়ং অবিক্রিয় থাকিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাক। যেমন দেবদত্তাদি ব্যক্তি গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্বকৃত শুভাশুভ ফল গ্রহণ করে, তুমিও কি সেইরূপ ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়াও জীবরূপে সংসারে পতিত হইয়া শুভাশুভ ভোগ করিয়া থাক, অথবা আত্মারাম উপশমশীল থাকিয়া ও স্বীয় চিচ্ছক্তিকে অবিকৃত রাখিয়া সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান থাক, তাহা আমরা অবগত নহি। এই উভয় প্রকার হইলেও তোমাতে কিছুই বিরুদ্ধ নহে; তুমি ভগবান্, তোমার গুণগণ অপরিমিত, তুমি স্বতন্ত্র, তোমার মাহাত্ম্য তর্কাতীত; যাহারা দুরাগ্রহসহকারে তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া বিবাদ করে, তাহাদিগের সেই দুষ্ট আগ্রহ যে অন্তঃকরণে বাস করে, তাহা সন্দেহ, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস ও কুতর্কপূর্ণ শাস্ত্রদ্বারা আকুল; সুতরাং তাহাদিগের ঐ সন্দেহাদি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না; অতএব তুমি ঐ বাদিগণের বিবাদের অগোচর। সমস্ত মায়াময় সংসার তোমার মধ্যে বিলীন থাকে, তুমি অদ্বিতীয়; কিন্তু তথাপি যখন আত্মমায়াকে মধ্যে স্থাপিত কর, তখন কর্ত্তৃত্বাদি কোন্ বস্তু তোমাতে অসম্ভব থাকে? যদি তোমাতে কর্ত্তৃত্বাদি যথার্থই থাকিত, তাহা হইলে তাহা বিরুদ্ধ হইত; যখন তোমার স্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয়, তখন আর বিরোধের সম্ভাবনা কোথায়? যাহার যাদৃশী মতি, তাহার নিকট তুমি সেইরূপে প্রকাশ হইয়া থাক; যাঁহার যথার্থ বুদ্ধি, তিনি তোমার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং যাঁহার বুদ্ধি ভ্রান্ত, তিনি তোমাকে নানারূপে দর্শন করিয়া থাকেন; যাহার রজ্জুখণ্ডে সর্পবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সে যেমন রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ অবগত হয় না, সেইরূপ ভ্রান্তবুদ্ধি জনগণ তোমার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পারে না। যিনি নানা-রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, তিনি সৎস্বরূপ, সর্ব্বেশ্বর ও সকল জগৎকারণের কারণ, তিনি সকল বিষয়ের প্রকাশদ্বারা উপলক্ষিত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যাহা বিষয় সকলের প্রকাশ, বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা বস্তুতঃ তাঁহারই প্রকাশ, যেহেতু তিনি সর্ব্বান্ত-র্যামী; বেদ 'ইহা নহে, ইহা নহে,' বলিয়া শেষে তাঁহাকেই একমাত্র সৎস্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। যেহেতু তুমি ঈদৃশ পরমেশ্বর, অতএব,—হে মধুমথন! এই পরমভাগবতগণ তোমার পাদপদ্মের সেবা কিরূপে

পরিত্যাগ করিবেন ? তাঁহারা স্বীয় পুরুষার্থে নিপুন, এই নিমিত্ত তুমিই তাঁহাদিগের প্রিয় ও সুহৃৎ; তাঁহারা রাগাদিশূন্য; কারণ, তোমার মহিমাই অমৃতরসের সমুদ্র, তাহার এক বিন্দু একবার মাত্র আস্বাদন করিয়া তাঁহাদিগের মনে যে নিরন্তর সুখ অত্যন্ত ক্ষরিত হয়, তাহা দর্শন ও শ্রবণের বিষয়-সমূহের অকিঞ্চিৎকর সুখলেশকে বিস্মরণ করাইয়া দেয়; হে ভগবন্! এই নিমিত্ত সর্ব্বভূতের প্রিয় সুহৃৎ সর্ব্বাত্মা তোমাতে তাহাদিগের মন রত ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়; আরও তোমার ভজনে সংসারে পুনর্ব্বার পতিত হইতে হয় না। সুতরাং ঈদৃশ ভজন তাঁহারা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন ? তুমি ত্রিভুবনের আত্মা ও আশ্রয়; তুমি ত্রিবিক্রম, তুমি তিন লোককে গ্রহণ করিয়াছিলে, তোমার অনুভাব ত্রিলোকমনোহর; এই দৈত্য ও দনুজাদি তোমারই বিভূতি; তাহাদিগের উপদ্রপ করিবার সময় ইহা নহে, এই মনে করিয়া তুমি স্বীয় মায়া অবম্বলনপূর্ব্বক সুর, নরসিংহ ও জলচর-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের যথাযথ দণ্ড বিধান করিয়াছিলে; হে দণ্ডধর ভগবন্! এক্ষণেও যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ত্বষ্টার পুত্র এই বৃত্রাসুরকে নিধন কর। হে হরে! আমরা তোমার ভক্ত, তোমার চরণপদ্মযুগলের ধ্যানদ্বারাই আমাদিগের হৃদয় নিগড়বদ্ধ রহিয়াছে; তুমি নিজ-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছ; হে প্রভো! অনুকম্পাদ্বারা অনুরঞ্জিত বিশদ রুচির ও শীতল স্মিতযুক্ত অবলোকন ও করুণাভরে বিগলিত প্রিয়বাক্যরূপ অমৃতকলাদ্বারা আমাদিগের অন্তরের তাপ প্রশমিত করিতে আজ্ঞা হয়। হে ভগবন্! যে দিব্য মায়া অখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের হেতু, সেই মায়ার সহিত তুমি ক্রীড়া করিয়া থাক; তুমি সকল জীবদেহের হৃদয়মধ্যে ব্রহ্মরূপে ও প্রত্যগাত্মরূপে অর্থাৎ অন্তর্য্যামি-রূপে এবং বহির্ভাগে প্রধানরূপে অর্থাৎ প্রকৃতিরূপে বিরাজ করিতেছ; সুতরাং উপাদানের প্রকাশক হইয়া দেশ, কাল ও যে দেহের যাদৃশী রচনা তৎসমুদায় তাদৃশরূপেই অনুভব করিতেছ; অতএব তুমি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, যেহেতু তোমার স্বরূপ আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, কারণ, পরব্রহ্ম অর্থাৎ নিরুপাধি এবং পরমাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি; যেমন অগ্নির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিস্ফুলিঙ্গসকল অগ্নিকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ আমরা তোমার সমীপে কি মনোরথ প্রকাশ করিব, তুমি আমাদিগের অভিপ্রায় পূর্ব্বেই অবগত আছ। অতএব, হে ভগবন্! তোমার যে চরণকমলের ছায়া বিবিধ দুঃখপূর্ণ সংসারপরিশ্রমের উপশম করিয়া থাকে, আমরা পরমগুরু তোমার সেই চরণচ্ছায়া যে কামনা করিয়া আশ্রয় করিয়াছি, তুমি স্বয়ং তাহা পূর্ণ কর। হে ঈশ! বৃত্রাসুর ত্রিভুবন গ্রাস করিতেছে, হে কৃষ্ণ! সে আমাদিগের তেজ ও অস্ত্রশস্ত্র গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে অবিলম্বে বিনাশ কর। তুমি হংস অর্থাৎ শুদ্ধ, কারণ, হৃদয়াকাশ তোমার নিকেতন, তুমি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী ও কৃষ্ণ অর্থাৎ সদানন্দরূপ; তোমার যশ রুচিকর, তুমি আনাদি, সাধুগণ তোমাকে লাভ করিয়া থাকেন, ভবপথের পান্থ যখন সংসারের পারে স্বীয় আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, তখন তুমিই তাহার সর্ব্বত্র পূজিত উত্তম গতিস্বরূপ হইয়া থাক; অতএব হে দুঃখহর শ্রীহরে! তোমাকে নমস্কার করি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! শ্রীহরি দেবগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে সাদরে স্তুত ও স্বীয় স্তুতিবাদশ্রবণে সন্তোষিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা যে আমার স্তুতিগান ও জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিলে, তাহাতে আমি তোমাদিগের প্রতি প্রীতি হইয়াছি; এই স্তোত্রবিদ্যা হইতে আত্মা যে অসংসারী, জনগণের এই স্মৃতি ও

আমার প্রতি ভক্তি উদিত হইয়া থাকে। হে বিবুধশ্রেষ্ঠগণ! আমি প্রীত হইলে কোন্ বস্তু দুর্লভ থাকে? যিনি তত্ত্ববিৎ, যাঁহার মতি একান্তভাবে আমাতে নিহত রহিয়াছে, তিনি আমার নিকট অন্য কোন বস্তু বাঞ্ছা করেন্ না। যে ব্যক্তি বিষয়সমূহকে তত্ত্ববস্তু বলিয়া মনে করে, তাহার অবস্থা শোচনীয়, সে আপনার শ্রেয়ঃ কি তাহা জানে না এবং যিনি তাহাকে সেই কাম্য বিষয়সমূহ প্রদান করেন, তিনিও তাদৃশ অজ্ঞ। যিনি পরম কল্যাণ কি তাহা স্বয়ং অবগত আছেন, তিনি অজ্ঞকে প্রবৃত্তিমার্গ উপদেশ করেন না; রোগী বাঞ্ছা করিলেও সদ্‌বৈদ্য তাহাকে কুপথ্য প্রদান করেন না। হে মঘবন্! তথাপি যদি একান্ত বিষয় কামনা কর, তাহা হইলে ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির সমীপে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। ঐ ঋষির দেহ বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যাদ্বারা অতীব দৃঢ়, তুমি তাঁহার দেহ প্রার্থনা কর, বিলম্ব করিও না। ঐ দধীচি মুনি শুদ্ধ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়াছেন; তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে নিষ্কল ব্রহ্ম উপদেশ করিয়াছিলেন; তিনি অশ্বশিরোদ্বারা উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্ম অশ্বশিরঃ নামে প্রসিদ্ধ; তিনি এই বিদ্যা দান করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে জীবন্মুক্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধা কথা আছে, তাহা এই—একদা অশ্বিনীকুমারদ্বয় শুনিতে পাইলেন, দধীচি ঋষি ব্রহ্মবিদ্যায় ও প্রবর্গ্য অর্থাৎ এক প্রকার হোমাগ্নিবিদ্যায় পারদর্শী; তখন তাঁহারা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—ভগবন্! আমাদিগকে বিদ্যা উপদেশ করুন; তিনি কহিলেন, এক্ষণে আমি কার্য্যে ব্যস্ত আছি, এক্ষণে যাও, পশ্চাৎ বলিব। তাঁহারা গমন করিলে ইন্দ্র মুনির নিকটে আসিয়া কহিলেন,—হে মুনিবর! অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৈদ্য, তাহাদিগকে বিদ্যা উপদেশ করিবেন না। যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া উপদেশ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আপনার শিরশ্ছেদ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া ইন্দ্র গমন করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথায় আগমন ও ঋষির মুখে ইন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, আমরা পূর্ব্বেই আপনার মস্তক ছেদন করিয়া অশ্বের মুণ্ড যোজনা করি, আপনি সেই মুখে আমাদিগকে বিদ্যা উপদেশ করুন; ইন্দ্র সেই মস্তক ছিন্ন করিলে আমরা পুনর্ব্বার আপার স্বকীয় মস্তক যোজনা করিয়া দিব, পরে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক গমন করিব। পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ও পূজিত হইয়া এবং প্রতিশ্রুত আছেন,—এক্ষণে বিদ্যা উপদেশ না করিলে সত্যভঙ্গ হইবে, এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে প্রবর্গ্য ও ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—অথর্ব্ববেদজ্ঞ দধীচি অভেদ্য নারায়ণ-কবচ লাভ করিয়াছিলেন; তিনি তাহা ত্বষ্টাকে ও ত্বষ্টা বিশ্বরূপকে দান করেন, তুমি বিশ্বরূপ হইতে তাহা ধারণ করিয়াছ। তোমরা তাঁহাকে অস্থিসকল যাচ্ঞা করিলে তিনি প্রদান করিবেন, যেহেতু তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, বিশেষতঃ অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার শিষ্য, তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতিনিবন্ধনও তিনি দান করিবেন। সেই অস্থিসকলদ্বারা বিশ্বকর্ম্মা আয়ুধশ্রেষ্ঠ বজ্র নির্ম্মান করিবেন; আমার তেজে সমৃদ্ধ হইয়া তুমি সেই বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিবে। সেই অসুর নিহত হইলে তোমরা পুনর্ব্বার তেজ, অস্ত্র, আয়ুধ ও সম্পদ্ প্রাপ্ত হইবে; কেহ আমার ভক্তগণকে হিংসা করিতে পারে না অতএব তোমাদিগের মঙ্গলই হইবে।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—ভগবন্ বিশ্বভাবন হরি ইন্দ্রকে এইরূপ আদেশ করিয়া দেবতাদিগের সমক্ষেই তথায় অন্তর্হিত হইলেন। হে ভারত! অনন্তর বিষ্ণুর উপদেশানুসারে দেবগণ প্রার্থনা করিলে অথর্ব্ববেদজ্ঞ মহাত্মা ঋষি আনন্দিত হইয়া যেন হাস্য করিয়া কহিলেন,—হে দেবগণ! দেহিগণের মৃত্যুতে যে চেতনহারী দুঃসহ ক্লেশ হয়, তাহা আপনারা অবগত নহেন; জীবসকল জীবিত থাকিতে অভিলাষী, ইহলোকে তাহারা দেহকে প্রিয়তম মনে করিয়া থাকে; যদি বিষ্ণুও সেই দেহ ভিক্ষা করেন, কে তাহা দান করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে?

দেবগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায় ভূতানুকম্পী যে মহাত্মা ব্যক্তিগণের কার্য্য পুণ্যশ্লোকগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কোন্ বস্তু দুস্ত্যজ আছে? যে ব্যক্তি স্বার্থপর, সে অপরের সঙ্কট বুঝিতে পারে না, ইহাতে সংশয় নাই; যদি বুঝিতে পারিত, যাচ্ঞা করিত না এবং যিনি দানসমর্থ, তিনি যদি যাচকের সঙ্কট বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনিও 'না' বলিতেন না।

ঋষি কহিলেন,—আপনাদের মুখে ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার অভিলাষে আপনাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম; আমার এই প্রিয় দেহ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেই, অতএব আপনাদিগের প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত আমিই ইহাকে পরিত্যাগ করিব। হে দিক্‌পালগণ! যে ব্যক্তি ধ্রুব দেহদ্বার ভূতগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ধর্ম্ম ও যশঃ সঞ্চয় করিতে অভিলাষ না করে, স্থাবরগণও তাহার দশা দেখিয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। যে আত্মা ভূতগণের শোকে স্বয়ং শোকাতুর ও হর্ষে হর্ষান্বিত হয়, তাহার যে ধর্ম্ম, তাহাই অক্ষয়; পুণ্যশ্লোক সেই ধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকেন। ধন, পুত্রাদি জ্ঞাতি ও দেহ এই সমুদয় ক্ষণভঙ্গুর দেহ কুকুর ও শৃগালাদির ভক্ষ্য; যে মরণশীল ব্যক্তি এই সকল দিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার না করে, অহো তাহার অবস্থা কি কষ্টকর!—কি শোচনীয়!

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—অথর্ব্ববেদজ্ঞ দধীচি এইরূপে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে ভগবান্ পরব্রহ্মে একীভূত করিয়া তনু ত্যাগ করিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি সংযত করিয়া তত্ত্বদর্শী হইয়া পরমযোগে আস্থিত হইলেন, তাঁহার বন্ধন সকল বিধ্বস্ত হইল এবং দেহ যে বিচ্যুত হইল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা মুনির অস্থিসমূহদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন ইন্দ্র ভগবানের তেজে তেজস্বী ও সর্ব্বদেবগণে পরিবৃত হইয়া হস্তে বজ্র উত্তোলনপূর্ব্বক গজেন্দ্রোপরি শোভা পাইতে লাগিলেন; মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, ত্রৈলোক্য যেন হর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। হে রাজন্! যমকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর রুদ্রের ন্যায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া অসুরসেনাপতিগণে পরিবৃত বৃত্রকে বধ করিবার নিমিত্ত বেগে তাহাকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর সত্যযুগে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে নর্ম্মদাতীরে অসুরগণের সহিত সুরগণের পরমদারুণ সংগ্রাম হইল। হে রাজন্! রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ, বহ্নিগণ, দেবগণ, ঋভুগণ, সাধ্যগণ ও বিশ্বেদেবগণে বেষ্টিত বজ্রধর দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় ঐশ্বর্য্যে দেদীপ্যমান হইলেন; তাহা দেখিয়া রণাঙ্গনে বৃত্রপ্রমুখ অসুরগণের সহ্য হইল না। স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত নমুচি, শম্বর, অনর্ব্বা, দ্বিমূর্দ্ধা, ঋষভ, হয়গ্রীব,

শঙ্কুশিরাঃ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, প্রহেতি, হেতি, সুমালী ও মালিপ্রমুখ দুর্ম্মদ ও নির্ভীক সহস্র সহস্র দৈত্য, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসগণ সিংহনাদ করিয়া কৃতান্তেরও দুর্ধর্ষ ইন্দ্রসেনার গতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। অসুরগণ গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুগদর, তোমর, শূল, পরশু, খড়্গ, শতঘ্নী ও ভুশুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা চতুর্দ্দিকে দেবগণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল; তাহারা এরূপ ক্ষিপ্রহস্তে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে, একটী বাণের মূলদেশ অপর একটীর মূলদেশ সংলগ্ন হইয়া ধারাবাহিক রূপে পতিত হইতে লাগিল; সুতরাং নভস্থলে মেঘসমূহদ্বারা যেমন নক্ষত্রাদি আচ্ছন্ন হয় দেবগণ সেইরূপ চতুর্দ্দিকে শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইলেন; কিন্তু অসুরগণ-কর্ত্তৃক বৃষ্টিধারার, ন্যায় নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রসকল সুরসৈনিকগণের গাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না, দেবগণ ক্ষিপ্রহস্তে আকাশ-পথেই তাহাদিগকে সহস্র সহস্র খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে অস্ত্রশস্ত্রসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অসুরগণ গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ ও পাষাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু দেবসৈনিকগণ তাহাও পূর্ব্ববৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অস্ত্রশস্ত্রসমূহ ও দ্রুম, পাষাণ ও বিবিধ গিরিশৃঙ্গদ্বারাও ইন্দ্রসৈনিকগণের দেহ কিছুমাত্র ক্ষত হইল না, প্রত্যুত তাঁহারা সুস্থদেহে রহিলেন দেখিয়া বৃত্রাসুরের অধীন অসুরসেনা ভীত হইল। কৃষ্ণ যাঁহাদিগের অনুকূল, সেই মহাজনগণের প্রতি ক্ষুদ্র-ব্যক্তিগণ অকল্যাণকর কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেও যেমন তাঁহাদিগের ক্ষোভ উৎপন্ন হয় না, প্রত্যুত উহা বিফল হয়, সেইরূপ দৈত্যগণ দেবগণকে বিনাশ করি-বার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রয়াস করিলেও তাহাদিগের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। অসুরগণ অতি প্রসিদ্ধ বীর হইলেও যুদ্ধে তাহাদিগের দর্প চূর্ণ ও ধৈর্য্য দেবগণকর্ত্তৃক অপহৃত হইল; যেহেতু তাহারা হরির প্রতি ভক্তিমান্ নহে; তাহারা স্ব স্ব প্রয়াস ব্যর্থ হইল দেখিয়া যুদ্ধারম্ভে স্বীয় প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে অভিলাষী হইল। বীর মনস্বী বৃত্রাসুর যুদ্ধারম্ভেই স্বীয় সৈন্যকে তীব্রভয়ে পলায়িত ও ভগ্ন দেখিয়া এবং অনুচরদিগকে পলায়নপর দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল। বৃত্র যাহা বলিল, তাহা সময়োচিত ও ধীর ব্যক্তিগণের হৃদয়গ্রাহী; মহাবীর কহিল,—হে বিপ্রচিত্তে, নমুচে, পুলোমন, অনর্ব্বন্, ও শম্বর! আমার বাক্য শ্রবণ কর। যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের মৃত্যু সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত; বিধাতা এই মৃত্যুর কোন প্রতিকার সৃষ্টি করেন নাই; যদি এই মৃত্যু হইতে ইহ লোকে যশ ও অনন্তর স্বর্গ লাভ করা যায়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি এই সমিচীন মৃত্যুকে বরণ না করিবে? এই সংসারে দুই প্রকার মৃত্যু শাস্ত্রসম্মত ও দুর্লভ; প্রাণ জয় করিয়া ব্রহ্ম-ধারণাদ্বারা যোগরত হইয়া দেহত্যাগ করিবে, এই এক প্রকার এবং রণস্থলে অপরাঙ্মুখ হইয়া সেনাপতিরূপে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, এই অপর প্রকার।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! বৃত্র পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মানুগত বাক্য বলিলেও মূঢ় সন্ত্রস্ত ও পলায়নপর অসুরগণ প্রভুর বাক্য গ্রহণ করিল না। এক্ষণে সময় দেবগণের অনুকূল ছিল; অসুররাজ বৃত্র দেখিল, তাহার অসুরসৈন্য দেবগণকর্ত্তৃক ছিন্নভিন্ন ও অনাথের ন্যায় বিদ্রাবিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহার অনুতাপ ও ক্রোধ হইল। হে রাজন্! অসুররাজ আর সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় তেজে দেবগণকে বাধা প্রদানপূর্ব্বক ভৎর্সনা করিয়া বলিল,—যাহারা মাতার পুরীষের ন্যায় ও ভয়ে পলায়ন করিতেছে, পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে প্রহার করিয়া ফল কি? যাঁহারা আপনাদিগকে বীর বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা যদি প্রাণভয়ে ভীত যোদ্ধার প্রাণ সংহার করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র যশ অথবা ধর্ম্ম হয় না। হে ক্ষুদ্রসকল! যদি তোমাদিগের যুদ্ধে শ্রদ্ধা ও হৃদয়ের ধৈর্য্য থাকে এবং গ্রাম্যসুখে স্পৃহা না থাকে, তাহা হইলে ক্ষণকালমাত্র আমার সম্মুখে অবস্থান কর। এইরূপে মহাবীর স্বীয় দেহদ্বারা শত্রু দেবগণকে ভীত করিয়া ক্রোধভরে সিংহনাদ করিল, যেন তদ্দ্বারা লোকসকল অচেতন হইল। বৃত্রাসুরের সেই গর্জ্জন শুনিয়া দেবগণ সকলে বজ্রাহতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। যেমন মদমত্ত গজরাজ নলবনকে বিমর্দ্দিত করে, সেইরূপ রণরঙ্গে দুর্ম্মদ অসুর শূল উদ্যত করিয়া ও যেন পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া আতুর ও মুদ্রিতনেত্র সুরসৈন্যকে পদদ্বয়ে মর্দ্দন করিতে লাগিল। বৃত্র বজ্রধর ইন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইলে তিনি স্বীয় শত্রু আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিয়া অসহিষ্ণু হইলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাগদা নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু অসুররাজ অবলীলাক্রমে সেই দুঃসহা নিক্ষিপ্তা গদা বাম করে গ্রহণ করিল। হে রাজন্! উরুবিক্রম বৃত্র তাহাতে অতীব রোষান্বিত হইয়া সিংহনাদপূর্ব্বক সেই গদাদ্বারা মহেন্দ্রের বাহন ঐরাবতের কুম্ভস্থলে আঘাত করিল; সকলেই তাহার সেই বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল। ঐরাবত বৃত্রনিক্ষিপ্ত গদাদ্বারা আহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইল, তাহার মুখ বিদীর্ণ হইল ও তাহা হইতে রক্তনির্গম হইতে লাগিল; গজরাজ ইন্দ্রকে লইয়া সপ্তধনুঃপরিমিত অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি-হস্তপরিমিত দূরে অপসৃত হইল। মহাত্মা বৃত্রাসুর ইন্দ্রের বাহনকে অবসন্ন ও ইন্দ্রকে বিষণ্ণ-চিত্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার গদা নিক্ষেপ করিল না; ইন্দ্র স্বীয় অমৃতস্রাবী করস্পর্শে ক্ষত বেদনা অপনোদিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ভ্রাতৃহন্তা বজ্রধর রিপু ক্রুর ইন্দ্রকে যুদ্ধাভিলাষী দেখিয়া বৃত্রের ইন্দ্রকৃত দুষ্কর্ম্মের কথা স্মরণ হইল; তখন অসুরপতি শোকে ও মোহে আক্রান্ত হইয়া হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল।

বৃত্রাসুর কহিল,—যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী ও গুরুহন্তা ও আমার ভ্রাতৃহন্তা, আমার সৌভাগ্যফলে সেই তুমি শত্রুরূপে আমার সমক্ষে অবস্থিত; হে অসত্তম! ইহাও আমার সৌভাগ্যের বিষয়ে যে অদ্য আমি শূলদ্বারা তোমার পাষাণতুল্য হৃদয় ছিন্ন করিয়া অচিরে ভ্রাতার ঋণ পরিশোধ করিব। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ আত্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, তোমার গুরু ও নিষ্পাপ ছিলেন; যেমন স্বর্গকাম যাজ্ঞিক নিষ্ঠুরভাবে যজ্ঞীয় পশুর মস্তক ছেদন করে, তুমি যে সেইরূপ যজ্ঞে দীক্ষিত আমার ভ্রাতাকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া অবশেষে

খড়্গদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছ, এই হেতু তোমাকে শ্রী, হ্রী, দয়া ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে; সেই তোমার দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত রাক্ষসগণও তোমার নিন্দাবাদ করিতেছে; অদ্য তোমাকে আমার শূলে ছিন্ন-ভিন্ন দেহ ক্লেশে পরিত্যাগ করিতে হইবে, উহার অগ্নি-সৎকার হইবে না, গৃধ্রগণ উহা ভক্ষণ করিবে। অন্যান্য যে সকল মূঢ়গণ আমার প্রভাব না জানিয়া ক্রুর তোমার অনুবর্ত্তন করিতেছে, যদি তাহারা উদ্যতাস্ত্র হইয়া আমাকে প্রহার করে, তাহা হইলে তীক্ষ্ণ ত্রিশূল-দ্বারা তাহাদিগের গলদেশ ছেদন করিয়া ভূতাদিগের সহিত ভৈরবাদিকে উপহার প্রদান করিব। হে বীর দেবরাজ! যদি এই সংগ্রামে মদীয় সেনা বিলোড়িত করিয়া তুমিই বজ্রাস্ত্রদ্বারা আমার শিরশ্ছেদন কর, তাহা হইলেও আমি আমার দেহ ভূতগণের বলিরূপে পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া মনস্বি-গণের পদরজঃ অর্থাৎ পদ প্রাপ্ত হইব। হে সুরেশ্বর! আমি তোমার শত্রুরূপে তোমার সমক্ষে বর্ত্তমান আছি, কি হেতু এই অব্যর্থ বজ্র আমার প্রতি নিক্ষেপ করিতেছ না? যেমন কৃপণ ব্যক্তির নিকট যাচ্ঞা নিষ্ফল হয়, সেইরূপ পূর্ব্বনিক্ষিপ্ত গদার ন্যায় বজ্রও নিষ্ফল হইবে, এরূপ সন্দেহ করিও না! হে ইন্দ্র! তোমার এই বজ্র হরির তেজে ও দধীচির তপস্যাদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত, বিষ্ণুপ্রেরিত তুমি এই অস্ত্র দ্বারা শত্রুকে নিধন কর; হরি যে পক্ষে থাকেন, বিজয়, লক্ষ্মী ও গুণসমূহ, সেই পক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে। আমার প্রভু সঙ্কর্ষণের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি তাঁহার চরণারবিন্দে মনঃসমাধান করিব; সুতরাং তোমার বজ্রের বেগে আমার বিষয় ভোগরূপ গ্রাম্যপাশ ছিন্ন হইবে, আমি দেহ ত্যাগ করিয়া যোগি-জনের গতি প্রাপ্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের একান্ত ভক্ত, সেই স্বীয় ভৃত্যদিগকে ভগবান্ যাহা কিছু সম্পদ্ স্বর্গে, ধরাতলে ও রসাতলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎ-সমুদয় প্রদান করেন না, কারণ এই সম্পদ্ হইতে দ্বেষ, উদ্বেগ, মনঃপীড়া, মদ, কলহ, বিপদ ও নানাবিধ সংসারশ্রম উপস্থিত হয়; অতএব তিনি আমাকে স্বর্গাদির সম্পদ দান করিবেন, এরূপ আশঙ্কা করিও না। হে ইন্দ্র! আমার প্রভু ভগবান্ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-বিষয়ক আয়াস বিনাশ করেন। যাঁহার এই আয়াসের উপশম হইয়াছে, তাঁহার প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ অনুমান করিতে হইবে; যাঁহারা অকিঞ্চন ভক্ত, তাঁহারাই এই প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন, ইহা অনেক দুর্লভ; তোমার প্রতি ভগবানের অনুগ্রহের অভাবহেতু তোমার ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

অনন্তর বৃত্র ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, —হে হরে! যাহারা তোমার পদযুগলকে একমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন, সেই দাসগণের আমি পুনর্ব্বার যেন দাস হই; মন প্রাণনাথের গুণাবলী স্মরণ করুক রসনা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করুক এবং কায় তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করুক। হে নিখিলসৌভাগ্যনিধে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুবপদ, ব্রহ্মপদ, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি ও মুক্তি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না। হে অরবিন্দাক্ষ! যেমন অজাতপক্ষ পক্ষিশিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া মাতার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করে, যেমন রজ্জুবদ্ধ গোবৎস ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্তন্য অভিলাষ করে এবং যেমন কামবিষণ্ণা প্রিয়া দূর-দেশগত প্রিয়তমের আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ আমার ত্রিতাপপীড়িত, কর্ম্মবদ্ধ ও কামাদিবিষণ্ণ মন তোমাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছে। হে নাথ! স্বীয় কর্ম্মবশে সংসার চক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে যেন আমার উত্তমশ্লোক তোমার ভক্তগণের সঙ্গলাভ হয়; যাহারা তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া দেহ, অপত্য, কলত্র ও গৃহাসক্ত চিত্ত; যেন তাহাদিগের সহিত সখ্য সংঘটিত না হয়।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

ঋষি কহিলেন,—হে রাজন্! যেমন প্রলয়োদকে কৈটভ দৈত্য বিষ্ণুকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেইরূপ বৃত্র এইরূপে বিজয় অপেক্ষা মৃত্যুকে অধিক শ্রেয়স্কর মনে করিয়া যুদ্ধে দেহত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া শূলগ্রহণপূর্ব্বক সুরেন্দ্রকে আক্রমণ করিল। অনন্তর বীর অসুরেন্দ্র, যাহার জিহ্বা ও শিখা যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় কঠোর, তাদৃশ শূল ভ্রমণ করাইয়া বেগে ইন্দ্রের অভিমুখে নিক্ষেপ করিল এবং "পাপিষ্ঠ! বিনষ্ট হইলি" এই কথা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল। ভ্রমণকারী গ্রহ ও উল্কার ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ সেই শূলকে আকাশপথে আসিতে দেখিয়া ইন্দ্র নির্ভীকচিত্তে শতপর্ব্ববিশিষ্ট বজ্রদ্বারা তাহা ছেদন করিয়া অনন্তর অসুরের বাসুকিদেহসদৃশ ভুজ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এক বাহু ছিন্ন হইলে বৃত্র কুপিত হইয়া বজ্রধারী ইন্দ্রের সমীপে গিয়া পরিঘদ্বারা তাঁহার কপোল প্রান্তে আঘাত করিয়া অনন্তর ঐরাবতকেও আঘাত করিল; তাহাতে ইন্দ্রের হস্ত হইতে বজ্র স্খলিত হইয়া পড়িল। সুর, অসুর, চারণ ও সিদ্ধগণ বৃত্রের এই অতি অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিল এবং ইন্দ্রের তাদৃশ সঙ্কট দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল। শত্রুর নিকটে বজ্র স্বীয় হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল দেখিয়া ইন্দ্র লজ্জায় তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন না; তাহা দেখিয়া বৃত্র কহিল,—হে ইন্দ্র! বজ্র গ্রহণ করিয়া স্বীয় শত্রুকে বিনাশ কর, ইহা বিষাদের কাল নহে। যে সকল দেহাভিমানী ব্যক্তি শস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তাহাদিগের কখন জয় ও কখন পরাজয় হয়, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র জয় হয় না; যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ আদ্য সনাতন পুরুষ, কেবল তাঁহারই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র জয় হইয়া থাকে। লোকপালগণের সহিত এই লোকসকল যাঁহার বশে থাকিয়া জালবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বিবশ হইয়া কার্য্য করিতেছে, সেই কালস্বরূপ ভগবান্ই এই জয় ও পরাজয়ের কারণ। এই কাল ইন্দ্রিয়শক্তি, মানসশক্তি ও শারীরশক্তিস্বরূপ, ইনিই প্রাণ, অমৃত ও মৃত্যুস্বরূপ; জনগণ ইঁহাকে কারণ মনে না করিয়া জড় দেহকে কারণ মনে করিয়া থাকে। হে মঘবন্! যেমন কাষ্ঠময়ী নারী ও পত্ররচিত মৃগ পরাধীন, সেইরূপ সকল বস্তুই ভগবান্ কালের অধীন জানিবে। পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ইহারা যাঁহার অনুগ্রহব্যতিরেকে সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না, সেই ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র না জানিয়া মনুষ্য পরাধীন জীবকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে; যদিও পিত্রাদিকে সৃষ্টি করিতে ও ব্যাঘ্রাদিকে হনন করিতে দেখা যায়,—তথাপি তাহারা প্রকৃত স্রষ্টা ও হন্তা নহে, কারণ, ঈশ্বর স্বয়ং ভূতসকলদ্বারা ভূতসকলকে সৃষ্টি করেন ও ভূতসকলদ্বারা ভূতসকলকে সংহার করেন। আয়ুঃ, শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য ও কল্যাণ যাহা কিছু তৎসমুদয়ই মনুষ্যের কাল অনুকূল হইলে হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কাল প্রতিকূল হইলে ইচ্ছা না করিলেও অকীর্ত্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে। অতএব যেহেতু নিখিল জগৎ ঈশ্বরাধীন, এই নিমিত্ত কীর্ত্তি, অকীর্ত্তি, জয়, পরাজয়, সুখ, দুঃখ এবং মৃত্যু ও জীবন ইহাতে সমজ্ঞান করিবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে; এই দেহের মধ্যে আত্মাকে যিনি সাক্ষী বলিয়া অবগত আছেন, তিনি হর্ষবিষাদাদিদ্বারা বদ্ধ হন না। হে ইন্দ্র! দেখ, আমার অস্ত্র ও বাহু ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আমি

পরাজিত, কিন্তু তথাপি যুদ্ধে তোমার প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি; অতএব হর্ষ ও বিষাদ হইতে কিরূপে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহা আমার এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা কর। এই যুদ্ধ দ্যূতক্রীড়ার ন্যায়, ইহাতে প্রাণই গ্লহ অর্থাৎ পণ, অস্ত্রসকল অক্ষ এবং ইতস্ততঃ চালিত হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ফলক; ইহাতেও অমুকের জয়, অমুকের পরাজয়, ইহা পূর্ব্বে জানা যায় না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ইন্দ্র বৃত্রের নিষ্কপট বাক্য শুনিয়া প্রশংসা করিলেন; তাঁহার বিস্ময় অপগত হইল, তিনি বজ্র গ্রহণ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন,—হে, দানব। তুমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, যেহেতু তোমার ঈদৃশী মতি হইয়াছে; তুমি জগতের আত্মা, সুহৃৎ ও প্রভু পরমেশ্বরের সেবা সর্ব্বান্তঃকরণে করিয়াছ। তুমি জনমোহিনী বৈষ্ণবী মায়া অতিক্রম করিয়াছ, যেহেতু অসুরভাব পরিত্যাগ করিয়া মহাপুরুষতা প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি রজঃপ্রকৃতি হইলেও তোমার যে সত্ত্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে দৃঢ়া মতি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অতীব বিস্ময়কর। মুক্তিদাতা ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি যাঁহার ভক্তি, তিনি অমৃতসমুদ্রে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাঁহার ক্ষুদ্র গর্ত্তজলসদৃশ স্বর্গাদির প্রয়োজন কি?

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ধর্ম্মবিষয়ে পরস্পর এইরূপ সম্ভাষণানন্তর সংগ্রামপতি মহাবীর্য্য ইন্দ্র ও বৃত্রের পুনর্ব্বার সমর আরদ্ধ হইল। হে রাজন্! অরিন্দম বৃত্র বামহস্তে লৌহনির্ম্মিত ভীষণ পরিঘ ভ্রমণ করাইয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল, কিন্তু দেব ইন্দ্র শতপর্ব্ব বজ্রদ্বারা বৃত্রের পরিঘ ও পরিঘসদৃশ হস্ত-যুগল ছেদন করিলেন। দুই হস্তের মূলদেশ বিচ্ছিন্ন হইলে তথা হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। অসুর ইন্দ্রকর্ত্তৃক আহত আকাশভ্রষ্ট ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই অতিমাত্র মহাকায় দৈত্য গণ্ডের নিম্নভাগ ভূমিতে ও উপরিভাগ আকাশে স্থাপিত করিয়া নভোমণ্ডলের ন্যায় গম্ভীর মুখ, সর্পের ন্যায় ভীষণ জিহ্বা ও মৃত্যুতুল্য দংষ্ট্রা-সমূহদ্বারা যেন ত্রিভুবনকে গ্রাস করিতে করিতে, বেগে গিরিসকলকে চালিত করিতে করিতে ও পাদ-চারী গিরিরাজের ন্যায় পদদ্বয়ে ধরণীকে চূর্ণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া বাহনের সহিত ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। যেমন মহাপ্রাণ মহাবল মহাসর্প হস্তীকে গ্রাস করিয়া ফেলে, সেইরূপ বৃত্র ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল দেখিয়া প্রজাপতিগণ ও মহর্ষি গণের সহিত দেবগণ দুঃখিতচিত্তে 'হা কষ্ট!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ইন্দ্র অসুরকর্ত্তৃক নিগীর্ণ ও তাহার উদরগত হইয়াও শ্রীনারায়ণকবচ এবং স্বীয় যোগবল ও মায়াবলে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন না; মহাবল ইন্দ্র বজ্রদ্বারা তাহার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং মহাবেগে শত্রুর গিরিশৃঙ্গসদৃশ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার কন্ধরা এরূপ বিশাল ছিল যে, বজ্র অতিবেগবান্ হইলেও তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া উহা ছেদন করিতে দীর্ঘকাল লাগিল; সূর্য্যাদির দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণে যত দিবস, তত দিবসে অর্থাৎ তিন শত ষষ্টি দিবসে বৃত্রের মস্তক নিপাতিত করিয়া তাহাকে বধ করিল। তৎক্ষণাৎ স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদিত হইল এবং মহর্ষি-গণের সহিত গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ বৃত্রহন্তার বীর্য্য-প্রকাশ স্তব-দ্বারা তাঁহার গুণগান করিতে করিতে আনন্দে তাঁহার মস্তকে কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! বৃত্রের দেহ হইতে আত্মজ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া দেবগণের সমীপেই লোকাতীত ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! বৃত্র হত হইলে ইন্দ্রব্যতীত লোকপালগণের সহিত তিন লোক সদ্যঃ সন্তাপরহিত ও সানন্দচিত্ত হইল। অনন্তর দেবর্ষি, পিতৃগণ, ভূত দৈত্য ও গন্ধর্ব্বাদি দেবানুচরগণ এবং ব্রহ্মা, ঈশ ও ইন্দ্রাদি সেই স্থান হইতে গমন করিলেন; কিন্তু সকলেই বিষণ্ণচিত্ত ইন্দ্রকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই স্ব স্ব ধামে প্রতিগমন করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর! যাহাতে দেবগণ সুখী হইলেন, সে কার্য্যে ইন্দ্রের দুঃখ হইল কেন? তাঁহার অনির্বৃতির কারণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ঋষিগণের সহিত সকল দেবগণ বৃত্রের বিক্রমে উদ্‌বিগ্ন হইয়া তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাভয়ে তাহা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি তাহা শুনিয়া বলেন, স্ত্রী, ভূমি, বৃক্ষ ও জল অনুগ্রহ করিয়া আমার বিশ্বরূপবধজনিত পাপ বিভাগ করিয়া লইয়াছে; এক্ষণে বৃত্রকে বধ করিলে সেই পাপ হইতে আপনাকে কিরূপে শোধিত করিব? ঋষিগণ তাহা শুনিয়া মহেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, তোমার মঙ্গল হইবে; আমরা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। অশ্বমেধযজ্ঞদ্বারা পূর্ণ পরমাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা দেব নারায়ণের অর্চ্চনা করিলে জগদ্‌বধের পাপ হইতেও মুক্ত হইবে। ব্রহ্মহত্যাকারী, পিতৃহন্তা, গোহত্যাকারী, মাতৃহন্তা, আচার্য্যহন্তা, শ্বাদ ও পুক্কশাদি পাতকিগণ যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে পবিত্র হয়, আমরা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব; ব্রাহ্মণাদি চরাচর জগতের বিনাশ করিলেও এই যজ্ঞের বলে পাপে লিপ্ত হইবে না, খল অসুরের নিগ্রহ করিলে যে পাপে লিপ্ত হইবে না। তাহাতে বক্তব্য কি?

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বিপ্রগণকর্ত্তৃক এইরূপে প্রণোদিত হইয়া ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিলেন, এক্ষণে ব্রহ্মহত্যা পাপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করিল। দেবতাগণ ব্রহ্মহত্যা করাইলেন, কিন্তু ইন্দ্রকেই তাহার তাপ সহ্য করিতে হইল, তিনি সুখ পাইলেন না; কারণ, যে ব্যক্তি লজ্জাযুক্ত ও দুষ্কর্ম্ম করিয়া নিন্দিত, ধৈর্য্যাদি সদ্‌গুণসকল ও তাহাকে সুখ দিতে পারে না। অনন্তর ইন্দ্র দেখিলেন, ব্রহ্মহত্যা মূর্ত্তিমতী চাণ্ডালী হইয়া তাঁহার অনুধাবন করিতেছে; তাহার অঙ্গ জরাহেতু কম্পমান ও বস্ত্র শোণিতব্যাপ্ত সেই চাণ্ডালী ক্ষয়-রোগাক্রান্তা, তাহার গাত্রে মীনের ন্যায় গন্ধ, সে যে পথ দিয়া যাইতেছে, সেই পথকে দুর্গন্ধদূষিত করিতেছে; চাণ্ডালী পলিত কেশ বিকীর্ণ করিয়া 'দাঁড়াও' দাঁড়াও' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। হে রাজন্! ইন্দ্র তাহাকে দর্শন করিবামাত্র প্রথমতঃ আকাশে উত্থিত হইলেন। অনন্তর সর্ব্ব দিগ্‌বিভাগে গমন করিলেন, কিন্তু কোথাও নিস্তার নাই দেখিয়া ঈশান-কোণে গমনপূর্ব্বক শীঘ্র মানসসরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তথায় 'কিরূপে ব্রহ্মবধ হইতে নিষ্কৃতি হইবে মনোমধ্যে এই পর্য্যালোচনা করিয়া পদ্মনালের তন্তু অবলম্বনপূর্ব্বক সহস্র বৎসর অলক্ষিতভাবে বাস করিলেন। তিনি সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ করিলেন; কারণ, তিনি জলে বাস করিতেছিলেন বলিয়া অগ্নি তথায় যজ্ঞভাগ বহন করিতে পারিলেন না। মহারাজ নহুষ বিদ্যা, তপস্যা যোগ ও শারীরবলের প্রভাবে স্বর্গ শাসন করিতে সমর্থ ছিলেন; ইন্দ্রের অনুপস্থিতিকালে তিনিই স্বর্গ শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে তাঁহার বুদ্ধি অন্ধ হইল; একদা তিনি শচীকে বলিলেন, আমিই ইন্দ্র,

তুমি আমাকে ভজনা কর। শচীদেবী এই কথা বৃহস্পতিকে জানাইলেন ; বৃহস্পতি শচীকে কহিলেন, তুমি গিয়া নহুষকে বল যে, যদি তুমি ব্রাহ্মণবাহ্য শিবিকায় আরোহণ করিয়া আসিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে ভজনা করিব। শচীদেবী পূর্ব্বোক্তরূপ নিবেদন করিলে নহুষ অগস্ত্যাদিকে বাহক করিয়া শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক আসিতে লাগিলেন ; পথিমধ্যে 'শীঘ্র চল' শীঘ্র চল', বলিয়া অগস্ত্যকে পদাঘাত করিলেন, অগস্ত্য কুপিত হইয়া 'তুমি সর্প হও' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। তাহাতে মহারাজ নহুষ মহান্ অজগর সর্প হইলেন ; এইরূপে ইন্দ্রপত্নীর কৌশলে তিনি তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইলেন। এ দিকে ইন্দ্র ঋতম্ভর অর্থাৎ সত্যপালক হরির ধ্যান করায় তাঁহার পাপ নিবারিত হইল ; তিনি যতদিন সেই স্থানে ছিলেন, ঐশানীদিগের অধিপতি রুদ্র ও কমলবনের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদিগের প্রভাবে হতবল ব্রহ্মহত্যাপাপ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ আহ্বান করিলে তিনি স্বর্গে গমন করিলেন। হে ভারত! অনন্তর ব্রহ্মর্ষিগণ সমাগত হইয়া, বিষ্ণু যাহাতে আরাধ্য, সেই অশ্বমেধযজ্ঞে তাঁহাকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধযজ্ঞে মহেন্দ্র, যাঁহার মূর্ত্তি সর্ব্বদেবময়, সেই পুরুষের আরাধনা করিলে, যেমন ভানু নীহাররাশি বিনাশ করে, সেইরূপ তিনিও ইন্দ্রের বৃত্রবধ জনিত পাপরাশি মহান্ হইলেও বিনাশ করিলেন। এইরূপে ইন্দ্র মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত অশ্বমেধযজ্ঞে যজ্ঞাধিষ্ঠাতা পুরাণপুরুষকে আরাধনা করিয়া নিষ্পাপ হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্র পূজা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই উপাখ্যান অতীব মহৎ, এতদ্বারা অশেষ পাপের প্রক্ষালন হয়, ইহাতে তীর্থপদ ভগবানের অনুকীর্ত্তন, ভক্তির উৎকর্ষ,ইন্দ্র ও বৃত্রপ্রভৃতি ভক্তজনের অনুবর্ণন, মহেন্দ্রের ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তি ও জয়লাভ বর্ণিত হইয়াছে। বুধগণ সর্ব্বদা এই আখ্যান পাঠ ও পূর্ণিমাদি প্রতিপর্ব্বে ইহা শ্রবণ করিয়া থাকেন ; কারণ, ইহার শ্রবণ-কীর্ত্তনে ইন্দ্রিয়পটুতা, ধন, যশ,নিখিল পাপমোচন, রিপুজয়, কল্যাণ-প্রাপ্তি ও আয়ুবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ব্রহ্মণ্! বৃত্রাসুর রজস্তমঃস্বভাব ও পাপাচারী ছিল, তাহার ভগবান্ নারায়ণে কিরূপে দৃঢ়মতি উৎপন্ন হইল? শুদ্ধসত্ত্ব অমলাত্মা দেবগণেরও ঋষিগণের প্রায়ই মুকুন্দচরণে ভক্তি উপজাত হয় না। যেমন পার্থিব ধূলিকণা অনন্ত, সেইরূপ এই জগতে জন্তুগণের সংখ্যাও অনন্ত ; তন্মধ্যে মনুষ্যাদি কতিপয় জন্তু ধর্ম্ম আচরণ করে ; হে দ্বিজোত্তম! তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মুক্তি বাঞ্ছা করে। তাদৃশ সহস্র সহস্র মুমুক্ষুর মধ্যে দুই একজন গৃহাদি সঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। হে মহামুনে! ঈদৃশ কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যে প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-পরায়ণ সুদুর্লভ, কিন্তু পাপিষ্ঠ ও সর্ব্বলোকের উৎপীড়ক হইয়াও ভীষণ সংগ্রাম-স্থলে কিরূপে বৃত্রের কৃষ্ণে এইরূপ দৃঢ়া মতি হইল? বৃত্র ইন্দ্রভয়ে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয় নাই, কারণ, সে যুদ্ধে পৌরুষদ্বারা

সহস্রাক্ষের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিল; অতএব এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় ও ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কৌতূহল হইয়াছে।

সূত কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ বাদরায়ণি শ্রদ্ধাবান্ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! এই ইতিহাস অবহিত হইয়া যথাবৎ শ্রবণ করুন; আমি ইহা দ্বৈপায়ন, নারদ ও দেবলের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। হে নৃপ! শূরসেনদেশে চিত্রকেতু নামে এক সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন; পৃথিবী তাঁহার অভিলষিত যাবতীয় বস্তু প্রসব করিত। তাঁহার এক কোটি ভার্য্যা ছিল; তিনি পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হইলেও দৈবযোগে সকল ভার্য্যাই বন্ধ্যা বলিয়া কাহারও সন্তান হইল না। নৃপতি রূপ, ঔদার্য্য, যৌবন, সৎকুলে জন্ম, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও শ্রী প্রভৃতি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হইয়াও বন্ধ্যাপতি বলিয়া চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। সর্ব্বসম্পদ্, সুন্দরী মহিষী সকল ও এই সসাগরা পৃথিবী সেই সার্ব্বভৌম ভূপতির প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিল না। একদা ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি লোকসকল ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন; রাজা প্রাতুরুত্থান ও পূজাপকরণাদিদ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া অতিথিসৎকার করিলেন; অনন্তর ঋষি সুখাসীন হইলে রাজা সংযত হইয়া তাঁর সমীপে উপবেশন্ করিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে স্বীয় সমীপে ক্ষিতিতলে আসীন ও বিনয়াবনত দেখিয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক 'হে মহারাজ!' বলিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আপনার ও প্রজাগণের আরোগ্য ও মঙ্গল ত? যেমন জীবন প্রকৃতি ও অহঙ্কারাদি সপ্ত পদার্থদ্বারা গুপ্ত থাকেন, সেইরূপ রাজা ও গুরু, কর্ম্মসহায় অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, দণ্ড ও মন্ত্রসহায় মিত্র এই সপ্তদ্বারা সুরক্ষিত থাকেন; রাজা আপনাকে সাক্ষাৎ প্রজাপুঞ্জের অনুবর্ত্তী করিয়া রাজ্যসুখ লাভ করিবেন, প্রজাগণও রাজার উপরে সমস্ত ভার দিয়া তৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া ধনসমৃদ্ধ হইবে; আপনার দার, প্রজা অমাত্য, ভৃত্য, শ্রেণী অর্থাৎ বণিভসম্প্রদায়, মন্ত্রিগণ, পুরবাসিগণ, জনপদবাসিগণ, অধীন সমস্ত নৃপতিগণ ও পুত্রগণ সকলে বশবর্ত্তী আছে ত? আপনার মন স্বীয় বশে আছে ত? যাঁহার মন বশীভূত থাকে সকলেই তাঁহার বশীভূত হয়; লোকপালগণের সহিত লোকসকল অনলস হইয়া তাঁহাকে পূজোপহার প্রদান করিয়া থাকে। আপনি আপনার প্রতি প্রীত নহেন বোধ হইতেছে; তাহা কি স্বতঃ হইয়াছে, অথবা পরকর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে? আপনার মুখ চিন্তায় বিবর্ণ দেখিতেছি; বোধ হইতেছে, আপনি কোন অভিলষিত বস্তুলাভে বঞ্চিত আছেন। হে রাজন্! সর্ব্বজ্ঞ মুনিবর এইরূপে বিবিধ প্রশ্ন করিলে অপত্যকাম নৃপতি বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন।

চিত্রকেতু কহিলেন,—হে ভগবান্! আপনারা যোগী তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধিদ্বারা আপনাদিগের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে; আমাদিগের ন্যায় শরীরিগণের ভিতরে ও বাহিরে যাহা যাহা আছে, তন্মধ্যে কি আপনাদিগের অবিদিত আছে? হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আপনার অজ্ঞাতক্রমেই আমার আন্তরিক অভিলষিত আপনাকে জানাইতেছি। যে ব্যক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া অন্ন ও পানীয় অভিলাষ করে, তাহাকে যেমন মাল্য ও চন্দনাদি সুখ প্রদান করে না, সেইরূপ সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ্ লোকপালগণেরও প্রার্থনীয়, কিন্তু অপুত্রক আমাকে সুখ প্রদান করিতে পারিতেছে না। হে মহাভাগ! আমি পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত নরক প্রাপ্ত হইয়াছি; যাহাতে অপত্য-

দ্বারা এই দুষ্পার নরক উত্তীর্ণ হই, তাহার উপায় বিধান করুন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে ভারত! কৃপালু ব্রহ্মার পুত্র ক্রিয়াসমর্থ ভগবান্ আঙ্গিরা এইরূপে প্রার্থিত হইয়া চরুপাক করিয়া ত্বষ্টার উদ্দেশে হোম করিলেন। রাজার কৃতদ্যুতি নামে মহিষী ছিলেন, তিনি মহিষীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা; ঋষি যজ্ঞশেষ চরু তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি নৃপতিকে কহিলেন, হে রাজন্! আপনার একটি পুত্র হইবে, সেই পুত্রটী আপনাকে হর্ষ ও শোক প্রদান করিবে; ব্রহ্মার পুত্র এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। যেমন কৃত্তিকা দেবী অগ্নির ঔরসে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেবী কৃতদ্যুতিও চরু-ভক্ষণানন্তরই চিত্রকেতুর ঔরসে গর্ভধারণ করিলেন। হে নৃপ! দেবী শূরসেনপতির বীর্য্যে যে গর্ভ ধারণ করিলেন, তাহা শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় প্রতিদিন শনৈঃ শনৈঃ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল অনন্তর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে একটী কুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন; শূরসেনবাসী প্রজাগণ তাহা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইল। রাজা স্নান করিয়া শুচি ও অলঙ্কৃত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বিপ্রগণদ্বারা পুত্রের স্বস্তিবাচন করাইয়া জাতকর্ম্ম সম্পাদন করাইলেন। অনন্তর মহীপতি তাঁহাদিগকে হিরণ্য, রজত, বস্ত্র, আভরণ, গ্রাম, হয় ও গজসকল এবং ছয় অর্ব্বুদ ধেনু দান করিলেন। যেমন পর্জ্জন্য বারিবর্ষণ করেন, সেইরূপ মহামনাঃ নৃপতি কুমারের ধন যশ ও আয়ুঃ কামনা করিয়া অপরাপর লোকদিগেরও প্রচুর-পরিমাণে মনোরথ পূর্ণ করিলেন। যেমন নিঃস্ব ব্যক্তির ক্লেশলব্ধ ধনে প্রতিদিন আসক্তি বৰ্দ্ধিত হয়, সেইরূপ রাজর্ষিরও বহুক্লেশে লব্ধ সেই পুত্রের প্রতি প্রতিদিন পিতৃস্নেহ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। মাতা কৃতদ্যুতিরও সেই পুত্রের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ সঞ্জাত হইল; এই স্নেহ হইতেই মোহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্যান্য সপত্নীগণের সন্তান হইল না বলিয়া তাহারা পরিতাপ করিতে লাগিলেন। চিত্রকেতু অনুদিন পুত্রটীর লালন করিতে লাগিলেন; পুত্রবতী মহিষীর প্রতি তাঁহার যেরূপ প্রীতি হইল, অন্যান্য মহিষীগণের প্রতি সেরূপ হইল না। তাঁহার অনপত্যতা-দুঃখ ও রাজার অনাদর-হেতু অসূয়াপ্রণোদিত হইয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া পরিতাপ করিতে করিতে কহিলেন,—যে সকল পাপিষ্ঠা নারীর সন্তান হয় না, তাহাদিগকে ধিক্; তাহারা পতিগৃহে সমাদর প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত যে সকল সপত্নী সুসন্তান প্রসব করিয়াছে, সেই সকল সপত্নীর নিকট দাসীর ন্যায় তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল দাসী প্রভুর পরিচর্য্যা করিয়া থাকে, তাহাদিগের সন্তাপ কি? তাহারা প্রতিক্ষণ প্রভুর নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আমরা দাসীর ও দাসীর ন্যায় দুর্ভাগা! সপত্নীর পুত্র হইয়াছে ও তাঁহারা রাজার অনাদরের পাত্র হইয়াছেন, এই নিমিত্ত সপত্নীগণ নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের প্রগাঢ় বিদ্বেষ উৎপন্ন হইল। সেই মহিষীগণ নৃপতির ব্যবহার সহ্য করিতে পারিলেন না; বিদ্বেষহেতু তাঁহাদিগের বুদ্ধি নষ্ট ও চিত্ত দারুণ হইল, তাঁহারা কুমারকে বিষ প্রদান করিলেন। কৃতদ্যুতি সপত্নীগণের এই মহান্ অপরাধ জানিতে পারিলেন না; পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সে নিদ্রিত রহিয়াছে, এই মনে করিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা রহিলেন। দেবী কৃত দ্যুতি দীর্ঘকাল বালককে নিদ্রিত দেখিয়া ধাত্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! পুত্রকে আমার আনয়ন কর। সে শয়ান পুত্রের নিকট গিয়া দেখিল, তাহার নয়নতারা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে এবং প্রাণ, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও আত্মা দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; ধাত্রী ইহা দেখিয়া 'সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া চীৎকার

করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ধাত্রী বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিল; তাহার সেই অতীব করুণ উচ্চ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী দ্রুতপদে পুত্রের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অকস্মাৎ শিশু পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি গভীর শোকে ভূপতিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন; তাঁহার কেশপাশ বিকীর্ণ ও বসন বিগলিত হইল। অনন্তর রাজান্তঃপুরের নরনারীগণ সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন করিয়া রোদন করিতে লাগিল; সেই অপরাধিনী সপত্নীগণও যেন সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এইরূপ দেখাইয়া গভীর দুঃখের ভান করিয়া কপট রোদন করিতে আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ পুত্রের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজা দশ দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; পুত্রের নিকট আসিতে আসিতে পথিমধ্যে পদস্খলন হইয়া পতিত ও গভীর স্নেহহেতু বর্দ্ধিত শোকে বিমূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন; অমাত্য সুহৃদ্ ও বিপ্রগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। তিনি মৃত বালকের নিকট আসিয়া তাহার পদমূলে পতিত হইলেন; তাঁহার কেশ ও বসন বিশ্রস্ত হইল, দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল এবং বাষ্পকলায় সংবৃত হইয়া কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইল, তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। পতিকে তীব্র শোকে আক্রান্ত ও একমাত্র শিশু পুত্রকে মৃত দেখিয়া রাজ্ঞী অন্তঃপুরে জনগণের ও অমাত্যাদির হৃদয়ে শোকের সঞ্চার করিয়া নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞী কৃতদ্যুতি কুররীর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে বিচিত্র বিলাপ করিতে লাগিলেন; অঞ্জনমিশ্রিত বাষ্পবিন্দু-সকলদ্বারা তাঁহার কুঙ্কুম-পঙ্কমণ্ডিত স্তনদ্বয় নিষিক্ত, কেশপাশ বিকীর্ণ ও মাল্য বিগলিত হইল। তিনি বিলাপ করিয়া কহিলেন,—হে বিধাতঃ! তুমি অতীব মূর্খ, কারণ, তুমি স্বীয় সৃষ্টির প্রতিকূল আচরণ করিতেছ; যদি বৃদ্ধ জীবিত থাকে ও বালকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তোমার সৃষ্টি থাকিবে না, কারণ, বৃদ্ধের সৃষ্টি করিবার সামর্থ নাই; যদি তুমি স্বীয় সৃষ্টির বিরুদ্ধাচারী হও, তাহা হইলে তুমি প্রাণিগণের নিত্য শত্রু। জীবগণ কর্ম্মানুসারে জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে; পুত্র জীবিত থাকিতে পিতার মৃত্যু হইবে, অথবা পিতা জীবিত থাকিতে পুত্রের জন্ম হইবে এমন কোন নিয়ম নাই; যদি ইহাই হয়, তাহা হইলেও তুমি স্বীয় সৃষ্টি বর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে যে স্নেহপাশের সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা স্বয়ং ছেদন করিতেছ, কারণ, ঈদৃশ দুঃখ দেখিয়া আর কেহ পুত্রাদি প্রতি স্নেহ করিবে না। দেবী মৃতপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! আমি অনাথা, আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমাকে ছাড়িয়া যাইও না; তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। যাহারা নিঃসন্তান, তাহাদিগকে নরক-দুঃখ ভোগ করিতে হয়, আমরা তোমার সাহায্যে দুস্তর নরক অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব; তুমি আমাদিগকে দূরে ফেলিয়া নির্দ্দয় যমের সহিত যাইও না। হে পুত্র! গাত্রোত্থান কর, তোমার এই বয়স্যগণ 'রাজ-কুমার আইস' বলিয়া ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করিতেছে; তুমি অনেকক্ষণ নিদ্রিত ছিলে, ক্ষুধায় কাতর হইয়াছ, কিছু খাও, স্তনপান কর; আমরা তোমার আত্মীয়, আমাদিগের শোক দূর কর। হে পুত্র। আমি কি হতভাগা! আমি প্রথমে তোমার পার্শ্বে আসিয়া তোমার মনোহর মৃদুহাস্যযুক্ত মুখ দেখিতে পাই নাই, এক্ষণেও মধুর বচন শুনিতে পাইতেছি না; তোমার চক্ষু মুদ্রিত রহিয়াছে; তবে কি নির্দ্দয় যম তোমাকে অন্য লোকে লইয়া গিয়াছে? তুমি কি চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছ, আর ফিরিয়া আসিবে না?

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজ্ঞী মৃত পুত্রের উদ্দেশ্যে এইরূপে বহু বিলাপ করিতেছিলেন; চিত্রকেতুও

অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই দম্পতির বিলাপে অনুগত নর-নারীগণ সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন; সকল নগর শোকে অচেতন হইল; সমগ্র নগর বিপন্ন ও সংজ্ঞাহীন এবং চিত্রকেতু শোকে মৃতপ্রায়; সুতরাং সমস্ত রাজ্য অরাজক দেখিয়া অঙ্গিরা ঋষি নারদের সহিত আগমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ঋষিদ্বয় নৃপতিকে শোকাভিভূত ও শবপার্শ্বে মৃতপ্রায় পতিত দেখিয়া তাঁহার বোধ উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত সদুক্তি প্রয়োগ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আপনি যাঁহার জন্য শোক করিতেছেন ইনি আপনার কে এবং এই জন্মে আপনিই বা ইঁহার কে? ইনি পূর্ব্বজন্মে আপনার কে ছিলেন এবং পরজন্মেই বা কে হইবেন? যেমন বালুকাসকল প্রবাহের বেগে সংযোজিত ও বিয়োজিত হয়, সেইরূপ জীব সকল কালবেগে সংযোজিত ও বিয়োজিত হইয়া থাকে। যেমন যবাদি বীজ হইতে কখন কখন অন্য যবাদির উৎপত্তি হয়, কখন বা উৎপত্তি হয় না এবং কখন বা উৎপত্তি হইয়া বিনাশ হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের মায়াদ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূতসকল কখন কখন পুত্রাদিরূপে পিত্রাদি হইতে উৎপন্ন হয়, কখন বা উৎপন্ন হয় না এবং কখন বা উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়; অতএব শোক করা বিধেয় নহে। হে রাজন্! আমরা, আপনি ও এই সকল চরাচর ভূতগণ, যাহারা বর্ত্তমান কালে রহিয়াছে, ইহারা জন্মের প্রাক্‌কালে ও মৃত্যুর পরবর্ত্তী কালে এইরূপ আকার থাকে না; সুতরাং বর্ত্তমান কালেও ইহাদিগের প্রকৃত সত্তা স্বীকার করা যায় না; ইহা স্বপ্নের ন্যায় আদ্যন্তে অস্তিত্ববিহীন। অনাদি ঈশ্বর ভূতগণদ্বারা ভূতগণের সৃষ্টি, পালন ও লয় করিয়া থাকেন, যে ভূতগণদ্বারা তিনি সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন, ঐ ভূতগণও তাঁহারই সৃষ্টি ও বশীভূত। তাঁহার সৃষ্টিপ্রভৃতি করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি অনপেক্ষভাবে বালকের ন্যায় লীলা করিয়া থাকেন। এই যে 'ইহা দেহ ও ইহা দেহী' এইরূপ বিভাগ, ইহা অজ্ঞান-নিবন্ধন পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে; ইহা অনাদি; যখন ইহা গোত্ব অর্থাৎ গো সকলের সামান্য বা অসাধারণ ধর্ম্ম এবং ইহা গো অর্থাৎ কোন গো-বিশেষ, এইরূপ বিভাগ নিত্য এক সদ্‌বস্তুর উপর কল্পিত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত দেহদেহি-বিভাগও তাদৃশ অজ্ঞান-কল্পিত জানিবেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজা চিত্রকেতু এইরূপে দ্বিজদ্বয়ের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া স্বীয় মানসব্যথায় ম্লান মুখ পাণিদ্বারা মার্জ্জনা করিয়া কহিতে লাগিলেন,—আপনারা জ্ঞানসম্পন্ন, মহীয়ান্‌দিগেরও মহীয়ান্, অবধূতবেশে আত্মগোপন করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন; আপনারা কে? আমাদিগের ন্যায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের বোধ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবৎপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ উন্মত্তবেশে পৃথিবীতে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া থাকেন। কুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, সর্ব্বজ্ঞ, বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয়, গৌতম, বশিষ্ঠ, ভগবান্, পরশুরাম, কপিল, বাদরায়ণি,

দুর্ব্বসা, যাজ্ঞবল্ক্য, জাতুবর্ণ, অরুণি, রোমশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, আসুরি, পতঞ্জলি, বেদশিরা ঋষি, ধৌম্য, পঞ্চশিখ মুনি, হিরণাভ, কৌশল্যা শ্রুতদেব ও ঋতধ্বজ, এই সকল জ্ঞানোপদেষ্টা কুমারাদি এবং অন্যান্য সিদ্ধেশ্বরগণ মহীতলে বিচরণ করিয়া থাকেন। আমি গ্রাম্যপশু মূঢ়ধী, আমি অন্ধতমসে মগ্ন হইয়াছি; আপনারা আমার প্রভু, আমার নিকট জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করুন।

অঙ্গিরা কহিলেন,—হে রাজন্! আমি অঙ্গিরা আপনি পুত্র কামনা করিলে আমিই আপনাকে পুত্র বর দিয়াছিলাম; ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মপুত্র ভগবান্ নারদ ঋষি। আপনি হরিভক্ত, দুঃখ পাইবার অযোগ্য; আপনাকে পুত্রশোকে এইরূপ দুস্তর অন্ধকারে নিমগ্ন দেখিয়া আপনাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি। হে মহারাজ! আপনি ব্রহ্মণ্য ও ভগবদ্‌ভক্ত, আপনার শোকে অবসন্ন হওয়া উচিত নহে। আমি যখন পূর্ব্বে আপনার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখনই আপনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করিতাম; কিন্তু আপনাকে পুত্রের নিমিত্ত একান্ত আগ্রহান্বিত দেখিয়া পুত্রই প্রদান করিয়াছিলাম। পুত্রবান্ ব্যক্তিগণের পুত্রবিচ্ছেদতাপ কিরূপ, তাহা আপনি অনুভব করিতেছেন; পত্নী, গৃহ, ধন, বিবিধ ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ্ এবং শব্দাদি বিষয় ও রাজ্যবিভূতি, এই সমস্ত বস্তুই এইরূপ অনিত্য। হে শূরসেন! মহী রাজ্য, বল, কোষ, ভৃত্য, অমাত্য, সুহৃদ্‌গণ এই সকল পদার্থই শোক, মোহ ভয়, ও বিনাশ আছে, এই নিমিত্ত ইহারা গন্ধর্ব্বনগরের তুল্য; প্রসিদ্ধি আছে, গন্ধর্ব্বনগরও হঠাৎ কোথাও আবির্ভূত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়; যেমন স্বপ্ন, মায়া অথবা মনোরথ মিথ্যা, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকলও মিথ্যা; ইহারা কেবল মনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহাদিগের তাত্ত্বিকস্বরূপ নাই; যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে কিছুকালথাকিয়া অদৃশ্য হইত না; অতএব ইহারা স্বপ্নাদিবৎ মিথ্যা। কর্ম্মের বাসনাসকল মনোমধ্যে নিহিত আছে, মনুষ্য সেই বাসনাসহকারে বিষয় সকলের চিন্তা করিতে থাকে; তখন মন হইতেই কর্ম্মসকলের উদয় হয় এবং কর্ম্মসমূহদ্বারা বিষয়সকল সাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকেও মন হইতে উৎপন্ন বলিতে হয়। জীবের এই দেহ পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা রচিত; যে জীব এই দেহকে 'আমি' বলিয়া মনে করে, এই দেহ তাহাকে বিবিধ ক্লেশ ও সন্তাপ দান করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। অতএব অব্যগ্র-চিত্তে আত্মার তত্ত্ব চিন্তা করিয়া দ্বৈত বস্তুতে যে ইহা নিত্য বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাহা পরিত্যাগ করুন এবং উপরতি আশ্রয় করুন।

নারদ কহিলেন,—আমি আপনাকে এই মন্ত্র দিতেছি, অবহিত হইয়া গ্রহণ করুন; এই মন্ত্রে পরম শ্রেয়ঃ উপনিষন্ন আছে অর্থাৎ বাস করে। এই নিমিত্ত ইহা উপনিষৎ; আপনি এই মন্ত্র ধারণ করিলে সপ্তরাত্রমধ্যে বিভু সঙ্কর্ষণকে দর্শন করিবেন। হে নরেন্দ্র! পূর্ব্বে মহাদেবাদি যাঁহার পাদমূল আশ্রয় করিয়া এই দ্বৈতভ্রম পরিহারপূর্ব্বক, যে পরম মহিমার তুল্য বা অধিক নাই, তদীয় সেই মহিমা সদ্যঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপনিও অচিরে তাহা লাভ করিবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর দেবর্ষি নারদ সেই মৃত রাজকুমারকে যোগবলে শোককারী জ্ঞাতিগণকে দর্শন করাইয়া কহিতে লাগিলেন,—হে জীবাত্মন্! তোমার পিতা, মাতা, সুহৃৎ সমস্ত বান্ধবগণ তোমার শোকে অত্যন্ত তপ্ত হইয়াছেন, ইঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তোমার মঙ্গল হউক। তোমার কলেবর আশ্রয় করিয়া তুমি সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া তোমার অবশিষ্ট আয়ুঃ, পিতৃপ্রদত্ত রাজসিংহাসন ও নানাবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ কর।

জীব কহিল,—আমি কর্ম্মবশে দেব, মনুষ্য ও তির্য্যগ্ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছি; ইহারা কোন্ জন্মে আমার পিতা-মাতা হইয়াছেন? বন্ধু, জ্ঞাতি, শত্রু, মধ্যস্থ, মিত্র, উদাসীন, বিদ্বেষ্টা, এই যে জীবের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, ইহা সকলেরই ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ঘটিয়া থাকে। বিবাহাদি হইতে যাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ ঘটে, তাঁহারা বন্ধু সপিণ্ডগণ জ্ঞাতি, ঘাতক-সকল শত্রু, রক্ষকগণ মিত্র; এই উভয় ব্যতিরিক্ত যাঁহারা তাঁহারা মধ্যস্থ। কোন দ্রব্যাদির নিমিত্ত যাঁহারা দ্বেষ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিদ্বেষ্টা ও তদ্ ব্যতিরিক্ত যাঁহারা, তাঁহারা উদাসীন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপে যিনি একজন্মে শত্রু ছিলেন তিনি জন্মান্তরে মিত্র হইতে পারেন, সুতরাং এই সকল সম্বন্ধ নিত্য নহে। যেমন সুবর্ণাদি পণ্যদ্রব্য-সকল ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যক্তিগণের হস্তে ক্রমে ক্রমে ভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ জীবগণও ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে পিতা-মাতা স্বীকার করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জন্মের কথা দূরে থাকুক, এক জন্মেই সম্বন্ধ যে অনিত্য তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। লোকে যে গবাদি পশু পালন করিয়া থাকে, ঐ পশুর জীবদ্দশাতেই বিক্রয়াদিদ্বারা তাহার সহিত সম্বন্ধ লোপ পাইয়া থাকে; সেইরূপ জীব বস্তুতঃ নিত্য অর্থাৎ জন্মাদিরহিত ও নিরহঙ্কৃত অর্থাৎ 'আমি ইঁহার পুত্র', এই অভিমানশূন্য হইয়াও কর্ম্মবশে যতদিন যাঁহাকে পিতা বা মাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া অবস্থান করে, ততদিন তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে। এই জীব নিত্য, যেহেতু ইনি ক্ষয় শূন্য; ইঁহার বস্তুতঃ জন্মাদি হয় না বলিয়া ক্ষয় হয় না; দেহাদি জন্মগ্রহণ করে, ইনি দেহাদির আশ্রয় বলিয়া ইঁহার জন্ম হয় না; ইনি দেহাদিরূপ নহেন, ইনি স্বদৃক্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। ইনি যে সর্ব্বাশ্রয়, তাহার কারণ এই যে, ইনিই স্বীয় মায়াগুণদ্বারা আপনাকে বিশ্বরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ইনি জগতের উপাদান কারণ বলিয়া সর্ব্বাশ্রয়। জীব বস্তুতঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর হইয়া সৃষ্টি করেন; অতএব জীব সৃষ্টি করেন, ইহা অযৌক্তিক নহে। ইঁহার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, আত্মীয় বা শত্রু নাই; কারণ, ইনি এক অর্থাৎ সুহৃদাদির সঙ্গরহিত ইঁহার এইরূপ হইবার হেতু এই যে, যাঁহার হিত অথবা অহিতাচরণ করেন, তাঁহাদের যে বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন ভাব হয়, ইনি সেই সকলের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষি-স্বরূপ। আত্মা সুখ, দুঃখ অথবা ক্রিয়াফল রাজ্যাদি ভোগ করেন না, ইনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করেন যেহেতু ইনি কারণ ও কার্য্যের সাক্ষী, ইহার কারণ এই যে ইনি দেহাদির অধীন নহেন। যখন আমার স্বরূপ ঈদৃশ, তখন আমার সহিত আপনাদের কি সম্বন্ধ আছে? অতএব শোক-মোহ করা বিধেয় নহে।

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—জীব এইরূপ বলিয়া গমন করিলেন; তখন তাঁহার সেই সকল জ্ঞাতি বিস্মিত হইলেন এবং স্ব স্ব স্নেহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর চিত্রকেতু প্রভৃতি সপিণ্ডগণ মৃত বালকের দেহ দগ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধতর্পণাদি সমুচিত ক্রিয়া সমাপনানন্তর শোক, মোহ, ভয় ও পীড়ার হেতুভূত দুস্ত্যজ স্নেহ পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহারা বালককে বধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা লজ্জিত হইলেন, বালকহত্যার নিমিত্ত তাঁহাদিগের কান্তি মলিন হইল। হে মহারাজ! পুত্রাদি দুঃখের হেতু, এই অঙ্গিরার বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহারা পুত্রকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করিলেন; অনন্তর ব্রাহ্মণগণ বালহত্যার প্রায়শ্চিত্তরূপ যে ব্রত নিরূপণ করিলেন, তাহা যমুনাতীরে গিয়া আচরণ করিতে লাগিলেন। চিত্রকেতু এইরূপে ব্রাহ্মণের বাক্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, যেরূপ হস্তী সরোবরের পঙ্ক হইতে উত্থিত হয়, সেইরূপ গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি কালিন্দীর জলে স্নান করিয়া বিধিবৎ পিতৃতর্পণাদি করিয়া মৌনী ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মপুত্র অঙ্গিরা ও নারদকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ নারদ শরণাপন্ন প্রযতাত্মা সেই ভক্তের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বিদ্যা উপদেশ করিলেন,—হে ভগবন্ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা; তোমাকে মানসে নমস্কার করি। যিনি চিন্মাত্র, পরমানন্দমূর্ত্তি, আত্মারাম ও শান্ত এবং যাঁহা হইতে দ্বৈত দৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহাকে নমস্কার। রাগদ্বেষাদি মায়া হইতে উৎপন্ন হয়; আত্মানন্দের অনুভব-হেতু সেই রাগদ্বেষাদি যাঁহা হইতে নিবৃত্তি হইয়াছে, যিনি ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা বলিয়া হৃষীকেশ, সেই মহান্ অনন্তমূর্ত্তি তোমাকে নমস্কার। মন ইন্দ্রিয়সকলের সহিত যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া উপরত হইলে যিনি একমাত্র প্রকাশিত থাকেন, যিনি নামরূপবিবর্জ্জিত চিন্মাত্র ও কার্য্যকারণের কারণ, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। এই কার্য্যকারণাত্মক বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থান করে, লীন হয় ও যাঁহা হইতে জন্ম গ্রহণ করে, যেমন ঘটাদি মৃতপাত্রসমূহে একমাত্র মৃত্তিকা অনুস্যূত থাকে, সেইরূপ যিনি সর্ব্বপদার্থে অনুস্যূত আছেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। যিনি আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিলেও প্রাণ ক্রিয়াশক্তিদ্বারা এবং মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল জ্ঞানশক্তিদ্বারা যাঁহাকে স্পর্শ ও অনুভব করিতে পারে না, তাঁহাকে নমস্কার করি। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি ইহারা যাঁহার চৈতন্যাংশে আবিষ্ট হইয়া জাগ্রত ও স্বপ্নকালে স্ব স্ব বিষয়ে বিচরণ করিয়া থাকে, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাকালে বিচরণ করিতে পারে না, তাঁহাকে নমস্কার। যেমন অপ্রতপ্ত লৌহ দগ্ধ করে না, কিন্তু প্রতপ্ত হইলে অগ্নিশক্তিদ্বারা দাহক হইয়া দগ্ধ করে, কিন্তু অগ্নিকে দগ্ধ করে না, সেইরূপ দেহাদি ব্রহ্মগত জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিদ্বারা প্রবর্ত্তমান হইলেও তাঁহাকে স্পর্শ বা অনুভব করিতে পারে না। জাগ্রদাদিকালে তিনিই 'দ্রষ্টা' এই সংজ্ঞা ধারণ করেন, সুতরাং তাঁহাকে আর কে অনুভব করিবে? নিখিল ভক্তশ্রেষ্ঠগণ মুকুলিত করকমলদ্বারা যাঁহার চরণারবিন্দযুগলে উপলালন করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ মহাপুরুষ মহানুভাব মহাবিভূপতি তোমাকে নমস্কার।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! নারদ শরণাগত ভক্তকে এই বিদ্যা উপদেশ করিয়া অঙ্গিরার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। চিত্রকেতু সপ্তাহ-কাল জলমাত্র ভক্ষণ করিয়া সুসমাহিত হইয়া নারদকর্ত্তৃক উপদিষ্ট সেই বিদ্যা ধারণ করিলেন। অনন্তর সপ্তরাত্রের অবসানে তিনি যে বিদ্যা ধারণ করিতেছিলেন, সেই বিদ্যার প্রভাবে অপ্রতিহত বিদ্যাধরাধি-

পত্যরূপ আনুষঙ্গিক ফল লাভ করিলেন। অতঃপর কতিপয় দিবসের মধ্যে বিদ্যাদ্বারা প্রদীপ্ত মনোগতি লাভ করিয়া চিত্রকেতু দেবদেব সঙ্কর্ষণের চরণান্তিকে গমন করিলেন। তিনি, মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ, নীলাম্বর, দীপ্যমান কিরীট, কেয়ূর, কটিসূত্র ও কঙ্কণ-শোভিত, প্রসন্নবদন, অরুণলোচন এবং সিদ্ধেশ্বরগণে পরিবৃত প্রভুকে দর্শন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া চিত্রকেতুর সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হইল, অন্তঃকরণ শান্ত ও নির্ম্মল, তিনি সেই আদিপুরুষের শরণাপন্ন হইলেন, প্রবৃদ্ধ ভক্তিহেতু তাঁহার লোচনে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল এবং দেহ রোমাঞ্চিত হইল; তিনি তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। উত্তমঃ-শ্লোকের পাদপদ্ম-যুগল যে সিংহাসনে ন্যস্ত ছিল, তিনি প্রেমাশ্রুবিন্দুদ্বারা মুহুর্মুহুঃ তাহা অভিষিক্ত করিলেন; প্রেমে কণ্ঠ উপরুদ্ধ হওয়ায় বর্ণোচ্চারণের সামর্থ্য রহিল না, তিনি বহুক্ষণ স্তব করিতে একান্ত অসমর্থ হইলেন। অনন্তর বুদ্ধিদ্বারা মনঃ সমাধান করায় তাঁহার বাক্য উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য হইল; তখন তিনি ইন্দ্রিয়সকলের বাহ্যবৃত্তি নিবৃত্ত করিয়া ভক্তিশাস্ত্রে যাদৃশ বিগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে, তাদৃশ বিগ্রহযুক্ত জগদ্গুরুকে স্তুতি করিয়া কহিতে লাগিলেন।

চিত্রকেতু কহিলেন,—হে অজিত! তোমাকে অপর কেহ জয় করিতে অসমর্থ হইলেও যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ও সমদর্শী ভক্ত তাঁহারা তোমাকে জয় করিয়াছেন; আবার তাঁহারা নিষ্কাম হইলেও তুমি তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়াছ, যেহেতু তুমি পরম-করুণ; যাঁহারা কোন বস্তু কামনা করেন না, তুমি সেই ভক্তদিগকে আপনাকে দান করিয়া থাক। হে ভগবন্! জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি তোমারই লীলা সন্দেহ নাই; তোমার অংশ যে পুরুষ, বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি তাঁহার অংশ; এইরূপ হইয়াও তাঁহারা 'আমরাই' পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর' এইরূপ অভিমান করিয়া বৃথা স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। যাহা পরমাণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম মূল কারণ এবং যাহা পরমমহৎ অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা বৃহৎ, তুমি এই উভয়ের আদিতে, অন্তে ও মধ্যে অবস্থান করিয়া থাক, এই নিমিত্ত তুমি আদি, অন্ত ও মধ্য-শূন্য; তুমি ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য; কারণ যাহারা বর্ত্তমান আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সেই সকল সৃষ্ট বস্তুর আদিতে, অন্তে ও মধ্যে তুমিই বর্ত্তমান আছ; যেমন সুবর্ণ-নির্ম্মিত অলঙ্কারের নির্ম্মানের পূর্ব্বে, নির্ম্মিত অবস্থায় ও ভঙ্গের পর সুবর্ণই বর্ত্তমান থাকে বলিয়া সুবর্ণ অলঙ্কারের সম্বন্ধে ধ্রুব পদার্থ, তুমিও জগৎ-সম্বন্ধে তাদৃশ ধ্রুব পদার্থ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক ক্ষিতি-প্রভৃতি সপ্ত আবরণে আবৃত এই ব্রহ্মাণ্ডকোষ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সহিত পরমাণুর ন্যায় তোমার মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, অতএব তুমি অনন্ত। যে সকল নরপশু বিষয়কামনার বশীভূত হইয়া তোমার বিভূতি-রূপ ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করে, কিন্তু পরম পুরুষ তোমার উপাসনা করে না, হে ঈশ! তাহাদের ভোগ সকল চিরস্থায়ী হয় না; যেমন রাজকুল বিনষ্ট হইলে তাহার সহিত রাজসেবকগণের ভোগাদি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সেই সকল উপাস্য দেবতার নাশ হইলে তাহাদের উপাসকগণের ভোগাদিও বিনষ্ট হইয়া যায়। হে পরম! যদি কেহ বিষয়কামনা করিয়াও তোমার ভজনা করে, তাহা হইলে যেমন ভর্জ্জিত বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ সেই কামনা তাহার দেহান্ত-প্রাপ্তির কারণ হয় না; জীবের গুণসকল হইতে সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসকল হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত কামনার সহিতও নির্গুণ জ্ঞানময় তোমার ভজনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাহার নৈর্গুণ্য হইয়া যায়। হে অজিত! যখন তুমি অনিন্দ্য ভগবত ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছ, তখনই সকলকেই জয় করিয়াছ; সনৎকুমারাদি যে সকল মুনিগণ নিষ্কিঞ্চন

ও আত্মারাম, তাহারাও তদবধি অপবর্গের নিমিত্ত তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। এই ভাগবত মনুষ্যের 'তুমি, আমি, তোমার, আমার' এইরূপ বিষম বুদ্ধি কাম্য ধর্ম্মে বিদ্যমান আছে; কাম্য ধর্ম্ম বেদোক্ত হইলেও নিন্দিত, কারণ, উহা শত্রুমারণাদি কামনায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এই হেতু বিশুদ্ধ নহে, ইহার ফল নশ্বর বলিয়া ক্ষয়শীল এবং হিংসাদির বাহুল্য থাকায় উহা অধর্ম্মবহুল। এই কাম্য ধর্ম্মে নিজের অথবা পুত্রাদির কি মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে? ইহাতে স্বীয় দেহকে ব্রতাদির নিমিত্ত অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করায় এবং অপরকে পীড়া দান করায় তোমাকেই পীড়া প্রদান করা হয়; তাহা হইতে অধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া থাকে। তুমি রাগান্ধ ব্যক্তিদিগকে কোন প্রকারে দেবমার্গে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত কাম্যধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছ, তত্ত্বদৃষ্টিতে নহে; তোমার দৃষ্টি পরমার্থ পরিত্যাগ করেন নাই; তুমি তত্ত্বদৃষ্টিদ্বারা ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছ; স্থাবরজঙ্গম প্রাণিসমূহের মধ্যে যাঁহারা সমবুদ্ধি ভক্ত, তাঁহারা তোমার ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! একবার মাত্র তোমার নাম শ্রবণ করিলে পুক্কশও সংসার হইতে বিমুক্ত হয়, তোমার দর্শনে যে মনুষ্যগণের অখিল পাপক্ষয় হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। হে ভগবন্! এক্ষনে তোমাকে অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণের মলিনতা নিরস্ত হইয়াছে; তোমার ভক্ত দেবর্ষি নারদ যাহা বলিয়াছিলেন, কিরূপে তাহার অন্যথা হইবে? তাঁহার উপদেশেই আমি তোমার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। হে অনন্ত! তুমি সর্ব্বান্তর্যামী, তোমার জগতে জনগণ যাহা আচরণ করে, তৎসমুদয়ই তোমার বিদিত আছে; তুমি পরমগুরু, খদ্যোত যেমন সূর্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেই আমি কি বিশেষ বিজ্ঞাপন করিয়া তোমার নিকট প্রকাশ করিব? তুমি ভগবান্, সকল জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা; ভেদ-দৃষ্টি সৃষ্টিবশতঃ যাহারা কুযোগী, তাহারা তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে না; তুমি পরমহংস, তোমাকে নমস্কার করি। যিনি ক্রিয়া করিলে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল ক্রিয়া করে, যিনি প্রকাশ করিলে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল স্বরূপ দর্শন করে, যাঁহার মস্তকে ভূমণ্ডল সর্ষপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে, সহস্রমূর্দ্ধা সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ভগবান্ অনন্ত এই রূপে সংস্তুত হইয়া প্রীতিসহকারে বিদ্যাধর-পতি চিত্রকেতুকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! নারদ ও অঙ্গিরা তোমাকে মদ্‌বিষয়ক যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তুমি সেই বিদ্যাদ্বারা আমার দর্শন-লাভহেতু সংসিদ্ধ হইলে। আমিই সর্ব্বভূত, ভোক্তাও আমিই; আমিই ভূতসকলের প্রকাশক ও কারণ; শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম যাহা প্রকাশক ও কারণ তাহাও আমারই দুই শাশ্বতী অর্থাৎ নিত্যতনু। এই যে ভোগ্য জগৎপ্রপঞ্চ, ইহার মধ্যে ভোক্তৃরূপে আমিই অবস্থান করিতেছি এবং যে জীবাত্মার মধ্যে ভোগ্যরূপে এই প্রপঞ্চ রহিয়াছে, তাহাও আমিই; আমিই কারণরূপে এই উভয়কে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি; আমাতেই এই উভয় কল্পিত রহিয়াছে; যেমন পুরুষ স্বপ্নকালে গিরি, বন, প্রভৃতি দেশান্তরস্থ বস্তুসকল আত্মাতেই দর্শন করিয়া থাকে এবং স্বপ্ন হইতে উত্থিত হইলে আপনাকে শয্যায় অবস্থিত জানিয়া জাগ্রদবস্থা অনুভব করে, সেইরূপ প্রসিদ্ধ জাগরণাদি বুদ্ধিরই অবস্থা, ঐ সকল অবস্থা আত্মার মায়ামাত্র; ঐ সকল অবস্থায় দ্রষ্টা যিনি, তিনি ঐ সকল অবস্থা-রহিত আত্মা; তাঁহাকেই স্মরণ করিবে। সুষুপ্তি-কালে দৃশ্য বস্তুর অভাবে দ্রষ্টাও থাকে না, এরূপ মনে করিও না; সুষুপ্ত জীব যেরূপে স্বীয় সুষুপ্তি ও অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করে, আমাকেই

সেই আত্মা বা ব্রহ্মরূপ বলিয়া জানিবে; যদি জীবের সুষুপ্তি ও তৎকালীন সুখের জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে জাগরণের পর 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছু জানি নাই', এইরূপ স্মরণ হইত না। সুষুপ্তির সাক্ষী যাহা দর্শন করিয়াছেন, জাগ্রদবস্থ জীব তাহা কিরূপে দর্শন করিবে, এরূপ আপত্তি করিবার অবকাশ নাই; কারণ যিনি সুষুপ্তি ও জাগরণ স্মরণ করেন, তাঁহার মধ্যে যে চৈতন্য ঐ উভয় অবস্থার প্রকাশক, অথচ ঐ অবস্থাদ্বয়ের যে কোন অবস্থার অভাব হইলেও যে চৈতন্যের অভাব হয় না, সেই চৈতন্যই পরব্রহ্ম, তাহা হইতে ভিন্ন নহে; অতএব যদি কোন ব্যক্তি বাল্যকালে কোন বস্তু দর্শন করিয়া থাকে, তাহা যেমন যৌবনে স্মরণ করিতে পারে, সেইরূপ সুষুপ্তির ও আনন্দের স্মরণ জাগ্রৎকালে হইবার বাধা নাই; অতএব ঈদৃশ আত্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যদি পুরুষের আত্মা হইতে এই ব্রহ্মা-স্বরূপ বিস্মৃতি-নিবন্ধন ভিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে পুরুষের সংসার হইয়া জন্মের পর জন্ম ও মৃত্যুর পর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই মনুষ্য দেহে শাস্ত্রোক্তজ্ঞান ও অপরোক্ষ বিজ্ঞান এই উভয়ই লাভ করা যায়; যে ব্যক্তি এই মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া আত্মাকে জানিল না, সে কখনও মঙ্গলপ্রাপ্ত হইবে না। বিবেকী ব্যক্তি প্রবৃত্তিমার্গে ক্লেশ ও ফলবিপর্য্যয় এবং নিবৃত্তিমার্গে মোক্ষ হয়, স্মরণ করিয়া ফলসঙ্কল্প হইতে বিরত হইবে। দম্পতি সুখ ও দুঃখ-মোক্ষের নিমিত্ত নানাবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি ঘটে না। যাহারা মনে করে, আমরা উদ্যমে প্রবীণ, সেই সকল ব্যক্তি কার্য্য করিলে ফলবিপর্য্যয় ঘটে, ইহা লক্ষ করিয়া আত্মার তত্ত্ব তুরীয় অর্থাৎ জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অতীত অতি সূক্ষ্ম, ইহা জানিয়া ইহলোকে ও পরলোকে যে সকল ভোগ্য বিষয় আছে, স্বীয় বিবেকবলে সেই সকল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া এবং শাস্ত্রপাঠলব্ধ জ্ঞান ও অপরোক্ষ বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত থাকিয়া মনুষ্য আমার ভজনপর হইবে। যাঁহাদিগের বুদ্ধি যোগনিপুণা, তাঁহারা ব্রহ্ম ও জীবত্বের ঐক্য-দর্শনকেই সর্ব্বান্তঃকরণে একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া জানিবেন। হে রাজন্! শ্রদ্ধা-সহকারে ও অবহিত হইয়া আমার এই বাক্য ধারণা কর, শীঘ্র জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সিদ্ধিলাভ করিবে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—জগদ্গুরু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি এইরূপে চিত্রকেতুকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তদেব যে দিকে অন্তর্ধান করিলেন, বিদ্যাধর চিত্রকেতু সেই দিক্‌কে নমস্কার করিয়া গগনচারী হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। মুনি, সিদ্ধ ও চারণগণ মহাযোগী চিত্র-কেতুকে দর্শন করিলে তাঁহার স্তব করিতেন; যথায় সঙ্কল্প-দ্বারাই নানাবিধ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, কুলা-চলশ্রেষ্ঠ সুমেরুর সেই গুহ-সমূহে বিদ্যাধরস্ত্রীগণকে ঈশ্বর শ্রীহরির গুণাবলী কীর্ত্তন করাইয়া তিনি আনন্দ লাভ করিতেন; এইরূপে তাঁহার লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হইল, এই দীর্ঘ কালেও তাঁহার শরীরবল ও

ইন্দ্রিয়পটুতা অব্যাহত রহিল। একদা তিনি বিষ্ণুদত্ত সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সিদ্ধচারণগণে পরিবেষ্টিত গিরিশকে দেখিতে পাইলেন। মহাদেব মুনিগণের সভায় দেবীকে স্বীয় অঙ্কে একীকৃত করিয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন; চিত্রকেতু তাঁহার সমীপেই উচ্চ হাস্য করিলেন এবং দেবীকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন।

চিত্রকেতু কহিলেন,—যিনি সাক্ষাৎ লোকগুরু, শরীরিগণের মধ্যে মুখ্য এবং যিনি ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া থাকেন, তিনি সভামধ্যে ভার্য্যার সহিত মিথুনীভূত অবস্থান করিতেছেন। ইনি জটাধার তীব্রতপাঃ ব্রহ্মবাদী ও সভাপতি হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় নির্লজ্জ হইয়া স্ত্রীকে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থিত আছেন; ইতর লোকেও প্রায়ই নির্জ্জনে স্ত্রীকে লইয়া উপবেশন করে, কিন্তু ইনি মহাব্রতধর হইয়াও সভামধ্যে স্ত্রীকে ধারণ করিয়া আছেন। হে রাজন্! অগাধজ্ঞান ভগবান্ মহাদেবও তাহা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া মৌনী হইলেন এবং তাঁহার অনুব্রত সভ্যগণও সভামধ্যে মৌন অবলম্বন করিলেন। এইরূপে মহাদেবের প্রভাব না জানিয়া বহু কর্কশ বাক্য বলিলে দেবী কুপিতা হইলেন; তিনি দেখিলেন—চিত্রকেতুর 'আমি জিতেন্দ্রিয়' বলিয়া অভিমান হইয়াছে, তখন ধৃষ্টকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—এক্ষণে জগতে এই ব্যক্তি কি আমাদিগের ন্যায় দুষ্ট ও নির্লজ্জগণের বিরুদ্ধকারী শাস্তা দণ্ডধর প্রভু? স্বীকার করিতে হইতেছে, পদ্মযোনি ব্রহ্মপুত্র ভৃগুনারদাদি, শনৎকুমার, কপিল ও মনু ইঁহারা কেহই ধর্ম্ম অবগত নহেন, যেহেতু ইঁহারা কেহই, হর শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া আচরণ করিলেও তাঁহাকে নিষেধ করেন না। ব্রহ্মাদি যাঁহার পাদপদ্মযুগল অনুধ্যান করেন, যিনি স্বয়ং পরমধর্ম্মমূর্ত্তি, এই ধৃষ্ট ক্ষত্রিয়াধম জ্ঞানিগণকে অজ্ঞ প্রতিপন্ন করিয়া সেই জগদ্গুরুকে শাসিত করিতেছে; অতএব এই ব্যক্তি দণ্ডার্হ। ইহার 'আমি শ্রেষ্ঠ' এইরূপ মতি জন্মিয়াছে এবং এই নিমিত্ত অনম্র হইয়াছে, সুতরাং এই ব্যক্তি সাধুগণের পর্য্যুসিত ভাগবানের পাদমূলে গমন করিবার উপযুক্ত নহে; অতএব, হে দুষ্টপুত্র! তুই পাপীয়সী আসুরী যোনিতে গমন কর, যাহাতে মহাজনগণের নিকট পুনর্ব্বার অপরাধ করিবি না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে ভারত! চিত্রকেতু এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া বিমান হইতে অবরোহণ করিলেন এবং অবনত-মস্তকে সতীর চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন,—হে অম্বিকে! আপনার প্রদত্ত অভিশাপ আমি স্বীয় অঞ্জলিদ্বারা গ্রহণ করিলাম; দেবতাগণ মর্ত্ত্যদিগকে সুখ-দুঃখের যাহা কিছু বলেন, তৎসমুদয় প্রাচীন কর্ম্মের ফলস্বরূপ মনে করিতে হইবে। অজ্ঞানমোহিত জন্তু এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আত্মা অথবা পর সুখদুঃখের কর্ত্তা নহে, অজ্ঞ জন্তু আত্মা ও পরকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। মায়াময় বস্তুসকলের প্রবাহস্বরূপ এই সংসারে শাপ বা অনুগ্রহ কি? স্বর্গ বা নরক কি? সুখ বা দুঃখ কি? বস্তুতঃ ইহাদিগের অস্তিত্ব নাই। ভগবান্ স্বয়ং বন্ধাদিশূন্য হইয়া আত্মমায়াদ্বারা প্রাণিসকলের সৃষ্টি করেন এবং তাহাদিগের বন্ধ, মোক্ষ, সুখ ও সুখ সৃষ্টি করেন। তাঁহার কেহ প্রিয়, কেহ অপ্রিয়, কেহ জ্ঞাতি, কেহ বন্ধু, কেহ পর, কেহ আত্মীয় নাই; তিনি সর্ব্বত্র সম, কারণ তিনি নিরঞ্জন অর্থাৎ নিঃসঙ্গ, অতএব সঙ্গজনিত সুখে আসক্তি নাই; সুতরাং রোষ কিরূপে হইবে? তথাপি তাঁহার মায়ানিবন্ধন পুণ্য ও পাপাদি কর্ম্ম শরীরিগণের সুখ, দুঃখ, হিত, অহিত, বন্ধ, মোক্ষ এবং

জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার উৎপন্ন করিতে সমর্থ। অতএব হে ভামিনি! কেবল তোমাকে প্রসন্ন করিতে ইচ্ছা করি, শাপ হইতে মুক্তি প্রার্থনা করি না। হে সতি! আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা সাধু হইলেও তুমি যে অসাধু মনে করিলে এই হেতু তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করি। হে মহারাজ! চিত্রকেতু এইরূপে ভবানী ও শঙ্করের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষেই স্বীয় বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন; তাঁহারা উভয়েই তাঁহার ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ রুদ্র দেবর্ষি, দৈত্য, সিদ্ধ ও পার্ষদগণের সমক্ষেই রুদ্রাণীকে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীরুদ্র কহিলেন,—হে সুন্দর! অদ্ভুতকর্ম্মা হরির ভৃত্যের ভৃত্যগণের মাহাত্ম্য দেখিলে? তাঁহারা নিস্পৃহ ও মহাত্মা। যাঁহারা নারায়ণ-পরায়ণ, তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে সমান প্রয়োজন দর্শন করেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা কোন বস্তু হইতে ভীত হন না। ঈশ্বরের মায়ায় দেহীর দেহের সহিত সংযোগ সংঘটিত হওয়ায় সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু এবং অনুগ্রহ ও অভিশাপ এই দ্বন্দ্বসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নে অবিবেকহেতু আত্মার ক্ষীরভোজন ও পুত্র-মরণাদি নানাবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ জাগরণ-কালেও ইহা সুখ, ইহা দুঃখ, এই ভেদজ্ঞানহেতু ইহা ইষ্ট, ইহা অনিষ্ট, এইরূপ পার্থক্য বোধ হইয়া থাকে; যেমন মালায় কখন 'ইহা রজ্জু' ও কখন 'ইহা সর্প' এইরূপ ভেদপ্রতীতি হয়, ইহাও তাদৃশ ভ্রম-মাত্র। অতএব যে সকল মনুষ্যের ভক্তি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি সঞ্জাত হয়, তাঁহারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যবলে বলীয়ান, তাঁহাদিগের অন্য. কাহাকেও আশ্রয় করি-বার প্রয়োজন হয় না। আমি, বিরিঞ্চি, সনৎকুমার, নারদ, ব্রহ্মপুত্র মুনিগণ ও সুরেশ্বরগণ আমরা সকলে তাঁহার অংশের অংশ; আমরা পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর এইরূপ অভিমান করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত তাঁহার অভিপ্রায় বা লীলা অবগত নহি, তাঁহার স্বরূপ কিরূপে অবগত হইব? ইঁহার কেহই প্রিয়, অপ্রিয়, আত্মীয় বা পর নাই; শ্রীহরি সর্ব্বভূতের আত্মা বলিয়া সর্ব্বভূতের প্রিয়। এই মহাভাগ চিত্রকেতু সেই শ্রীহরির প্রিয় অনুচর; ইনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও শান্ত; আমিও অচ্যুতের প্রিয়, এই নিমিত্ত আমার ইঁহার প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হয় নাই। অতএব যাহারা মহাত্মা মহাপুরুষের ভক্ত, শান্ত ও সমর্থ, সেই সকল পুরুষের কার্য্যে বিস্ময় প্রকাশ করিবার কিছুই নাই।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! উমাদেবী ভগবান্ শিবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তবুদ্ধি ও বিস্ময়বর্জ্জিত হইলেন। ভাগবত চিত্রকেতু দেবীকে প্রতিশাপ প্রদান করিতে অতীব সমর্থ হইলেও দেবীর অভিশাপ শিরোধার্য্য করিলেন, ইহাই সাধুর লক্ষণ। অনন্তর জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুত চিত্রকেতু ত্বষ্টার দক্ষিণাগ্নিতে দানবী যোনি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলেন এবং বৃত্র নামে অভিহিত হইতে বিখ্যাত হইলেন। বৃত্র কি নিমিত্ত অসুর জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কিরূপেই বা তাঁহার ভগবানে মতি হইল, যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আপনাকে বলিলাম। মহাত্মা চিত্রকেতুর এই পবিত্র ইতিহাস হইতে কৃষ্ণভক্তগণের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়; যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তিনি বন্ধনমুক্ত হওয়া থাকেন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শ্রীহরির স্মরণ করিয়া যিনি বাগ্‌যত হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে এই ইতিহাস পাঠ করিবেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হইবেন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! সবিতার পত্নী পৃশ্নি সাবিত্রী, ব্যাহৃতি, ত্রয়ী, অগ্নিহোত্র, পশুযাগ, সোমযাগ চাতুর্ম্মাস্য ও পঞ্চ মহাযজ্ঞকে প্রসব করিলেন। ভগনামক আদিত্যের ভার্য্যা সিদ্ধি, তিনি মহিমা, বিভু ও প্রভু নামে তিন পুত্র এবং আশীঃ নামে একটী সুন্দরী কন্যা প্রসব করেন। ধাতার চারি পত্নী, তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে কুহূ, শিনীবালী, রাকা ও অনুমতি; তাঁহারা যথাক্রমে সায়ং, দর্শ, প্রাতঃ ও পূর্ণমাস নামে পুত্র প্রসব করেন। বিধাতা ক্রিয়ার গর্ভে পুরীষ্যনামক পঞ্চ অগ্নিকে উৎপাদন করেন; বরুণের পত্নী চর্ষণী, ব্রহ্মপুত্র ভৃগু পুনর্ব্বার তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বল্মীক হইতে মহাযোগী বাল্মীকি, তিনি বরুণেরই পুত্র। ভৃগু ও বাল্মীকি এই দুইটী বরুণের অসাধারণ পুত্র। অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ এই ঋষিদ্বয় মিত্র ও বরুণ এই উভয়ের সাধারণ পুত্র, যেহেতু উর্ব্বশীর সমীপে তাহাদিগের রেতঃ-স্খলন হওয়ায় তাঁহারা ঐ রেতঃ কুম্ভে সেচন করিয়াছিলেন। মিত্র রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিপ্পলকে উৎপাদন করেন। প্রভু ইন্দ্রের ঔরসে পৌলোমীর গর্ভে তিনটী পুত্র হইয়াছিল; শ্রুত হওয়া যায়, তাঁহাদিগের নাম জয়ন্ত, ঋষভ ও মীঢ়ুষ। মায়াবামনরূপী দেব উরুক্রমের পত্নী কীর্ত্তির গর্ভে বৃহচ্ছোক উৎপন্ন হয়েন, সৌভগপ্রভৃতি এই বৃহচ্ছোকের পুত্র। কশ্যপপুত্র মহাত্মা বামনদেব যেরূপে অদিতির গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা এবং তাঁহার কর্ম্ম, গুণ ও বীর্য্য পশ্চাৎ বর্ণন করিব। এক্ষণে কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের বিষয় বলিব। ভাগবত শ্রীমান্ প্রহ্লাদ ও বলি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দৈত্য ও দানবগণ যাঁহাদিগের বন্দনা করে, দিতির সেই পুত্রদ্বয় হিরণ্যকশিপুর ও হিরণ্যাক্ষের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। দানবী কয়াধু, হিরণ্যকশিপুর ভার্য্যা, তিনি জম্ভকন্যা; তিনি চারিটী পুত্র প্রসব করেন, তাঁহাদিগের নাম সংহ্রাদ, অনুহ্রাদ, হ্রাদ ও প্রহ্রাদ। ইঁহাদিগের ভগিনী সিংহিকা, তাঁহার ভর্ত্তা বিপ্রচিৎ দানব, ইঁহাদিগের পুত্র রাহু; ইনি দেবগণের সহিত অমৃত পান করিতে-ছিলেন, হরি চক্রদ্বারা ইঁহার শিরশ্ছেদন করেন। সংহ্রাদের ভার্য্যা মতি, তিনি পঞ্চজন-নামক পুত্র প্রসব করেন। বাতাপি ও ইল্বল হ্রাদের ঔরসে ও ধমনির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; এই ইল্বল অতিথি অগস্ত্যের ভোজনের নিমিত্ত মেষরূপী বাতাপিকে রন্ধন করিয়াছিল। অনুহ্রাদের ঔরসে সূর্য্যার গর্ভে বাস্কল ও মহিল নামে দুই পুত্র জন্মে; প্রহ্রাদের পত্নী দ্রবী; তিনি বিরোচনকে প্রসব করেন, তাঁহা হইতে বলির জন্ম হয়। বলির পত্নী অশসনার গর্ভে একশত পুত্র জন্মে, বাণ তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ। বলির গুণ-কীর্ত্তিযোগ্য প্রভাব পশ্চাৎ বর্ণনা করিব। বাণ গিরিশের আরাধনা করিয়া তদীয় গণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন; ভগবান্ শিব পুরপালক হইয়া অদ্যাপি তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। উন-পঞ্চাশৎ মরুৎও দিতির পুত্র, তাঁহাদিগের কাহারও পুত্র হয় নাই; ইন্দ্র তাঁহাদিগকে দেবস্বভাব করিয়া আত্মীয় করিয়া লইয়াছেন।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে গুরো! ইন্দ্র মরুদ্গণকে স্বাভাবিক অসুর ভাব পরিত্যাগ করাইয়া কিরূপে স্বীয় দেবভাব প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন? তাঁহারা তাঁহার কি উপকার করিয়াছিলেন? হে

ভগবন্! আমার সহিত এই ঋষিগণ ঐ ইতিবৃত্ত জানিবার নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন; অতএব, হে ব্রহ্মন্! উহা বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হয়।

সূত কহিলেন,—হে শৌনক! সর্ব্বজ্ঞ বাদরায়ণি পরীক্ষিতের সেই শ্রদ্ধাযুক্ত মিতাক্ষর, অথচ অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রশংসা করিলেন এবং একাগ্রচিত্তে কহিতে লাগিলেন,—ইন্দ্রের পৃষ্ঠ-পোষক বিষ্ণুর সাহায্যে পুত্রগণ হত হইল দেখিয়া দিতি শোকদীপ্ত ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কবে ভ্রাতৃহন্তা ইন্দ্রিয়াশক্ত ক্রুর কঠিনচিত্ত পাপিষ্ঠ ইন্দ্রের নিধন সাধন করাইয়া সুখে নিদ্রা যাইব? যাঁহারা রাজা বলিয়া অভিহিত তাঁহাদিগেরও পূর্ব্বপুরুষগণের দেহ মরণান্তর দুই তিন দিনের মধ্যে, কৃমি-কুক্কুরাদি ভক্ষণ করিলে বিষ্ঠা এবং দগ্ধ হইলে ভস্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই দেহের নিমিত্ত যে ব্যক্তি ভূতগণের দ্রোহাচরণ করে, সে কি কিসে তাহার উপকার হইবে, তাহা অবগত আছে? যেহেতু ভূতদ্রোহ হইতে নরকে গতি হয়, অতএব সে স্বার্থবিষয়ে অনভিজ্ঞ। ইন্দ্র দেহাদিকে নিত্য বলিয়া মনে করে, এই নিমিত্ত তাহার চিত্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে; যে তাহার অহঙ্কারকে শোষণ করিতে পারিবে, ঈদৃশ একটী পুত্র যাহাতে হয়, আমি তাহার উপায় করিব। ভর্ত্তার প্রিয়াচরণ করিতে পারিলেই ঈদৃশ পুত্রলাভ হইবে, এই ভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি নিরন্তর ভর্ত্তার প্রিয় আচরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ভাবজ্ঞা দিতি শুশ্রূষা, অনুরাগ, বিনয়, সংযম, পরমা ভক্তি, মনোহরণ মধুর বচন ও সহাস্য কটাক্ষ পাতদ্বারা স্বামীর মনহরণ করিলেন। এইরূপে কশ্যপ বিদ্বান্ হইলেও মনোজ্ঞা নারী-কর্ত্তৃক জড়ীভূত ও স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়া 'তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব' বলিলেন; স্ত্রীর মায়ায় মোহিত হইয়া যে এইরূপ বলিলেন, ইহা বিচিত্র নহে; কারণ, প্রজাপতি সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাণিগণকে নিঃসঙ্গ দেখিয়া স্বীয় দেহের অর্দ্ধভাগকে নারী করিলেন, এই নারী পুরুষের মনোহরণে সামর্থা হইল। এই নিমিত্ত সংসারপ্রবাহের বিচ্ছেদ হয় নাই। হে তাত! ভগবান্ কশ্যপ এইরূপে শুশ্রূষায় পরম প্রীত হইয়া অভিনন্দনপূর্ব্বক দিতিকে বলিতে লাগিলেন।

কশ্যপ কহিলেন,—হে অনিন্দিতে সুন্দরী! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর; ভর্ত্তা সুপ্রীত হইলে স্ত্রীর ইহলোকে ও পরলোকে কোন্ কাম্য বস্তু দুর্লভ থাকে? পতিই নারীর পরম দৈবত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শ্রীপতি বাসুদেব সর্ব্বভূতের মনে বিরাজ করিতেছেন; তিনিই যেরূপ নানা দেবতার আকারে বিকল্পিত হইয়া পূজিত হইতেছেন, সেইরূপ পতিরূপ ধারণ করিয়া স্ত্রীগণের সেবা গ্রহণ করিতেছেন। হে সুন্দরী! এই নিমিত্ত পতিব্রতা নারীগণ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির আশায় অনন্যভাবে পতিরূপধারী অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে। হে ভদ্রে! তুমি ঈদৃশ ভক্তি ও প্রেম-দ্বারা আমার সেবা করিয়াছ; আমি তোমাকে যাহা অসতী-গণের একান্ত দুর্লভ, ঈদৃশ কাম্য বস্তু প্রদান করিব।

দিতি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যদি আমাকে বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এমন একটী অমর পুত্র দান করুন, যে ইন্দ্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবে; আমি মৃতপুত্রা, এই ইন্দ্রই আমার পুত্রদ্বয়ের নিধন সাধন করিয়াছে। বিপ্র তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিমনাঃ হইয়া পরিতাপ করিয়া কহিলেন, হায়! অদ্য আমার মহান্ অধর্ম্ম ঘটিল; কি দুঃখের বিষয়! ইন্দ্রিয়াসক্ত আমি নারীরূপিণী মায়ায় মোহিতচিত্ত হইয়া শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইলাম; আমি নরকে পতিত হইব, সন্দেহ নাই। ইহলোকে নারী স্বীয় স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার

অপরাধ কি? আমিই স্বার্থবিষয়ে অনভিজ্ঞ, যেহেতু অজিতেন্দ্রিয়; অতএব আমাকেই ধিক্। নারীর বদন শারদ পদ্মের ন্যায় বিকসিত, বচন কর্ণের অমৃত তুল্য, কিন্তু হৃদয় ক্ষুরধার-তুল্য; কে নারী-চরিত্র বুঝিতে সমর্থ হইবে? স্ত্রীগণের চিত্ত স্বার্থকামনায় একান্ত সংলগ্ন, কেহই তাহাদিগের প্রিয় নহে; প্রয়োজন হইলে তাহারা অনায়াসে পতি, পুত্র বা ভ্রাতাকে বধ করিতে বা অপরকে দিয়া বধ করাইতে পারে। এক্ষণে যাহাতে, বর দিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তাহা মিথ্যা না হয়, অথচ ইন্দ্রও নিধন প্রাপ্ত না হয়, এইরূপ করিতে হইবে। হে কুরুনন্দন! ভগবান্ কশ্যপ এইরূপ চিন্তা করিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া কিঞ্চিৎ ক্রোধভরে কহিলেন, হে ভদ্রে! যদি এই ব্রত সম্বৎসরকাল যথাবিধি পালন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ইন্দ্রহা পুত্র হইবে, অন্যথা দেববান্ধব হইবে। দিতি কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমি ব্রত ধারণ করিব; যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, যাহা অনাবশ্যক অথচ নিষিদ্ধ নহে এবং যাহা নিষিদ্ধ, তৎসমুদয় উপদেশ করুন।

কশ্যপ কহিলেন,—ভূতসমূহের হিংসা করিবে না; শাপ প্রদান করিবে না; মিথ্যা বাক্য কহিবে না; নখ বা রোম ছিন্ন করিবে না, অস্থিপ্রভৃতি অমঙ্গল বস্তু স্পর্শ করিবে না; জলে প্রবেশ করিয়া স্নান করিবে না, ক্রোধ করিবে না, দুর্জ্জনের সহিত আলাপ করিবে না; অধৌত বসন পরিধান করিবে না; যাহা একবার ধারণ করা হইয়াছে, এরূপ মাল্য পুনর্ব্বার ধারণ করিবে না; উচ্ছিষ্ট; ভদ্রকালীনিবেদিত সামিষ, বৃষলস্পৃষ্ট অথবা রজস্বলাকর্ত্তৃক দৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না এবং অঞ্জলিদ্বারা জলপান করিবে না। উচ্ছিষ্টমুখে, আচমন না করিয়া, উভয় সন্ধ্যায় মুক্ত-কেশী হইয়া, ভূষণ পরিধান না করিয়া, বাক্‌সংযম না করিয়া অথবা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত না করিয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইবে না। পদদ্বয় ধৌত না করিয়া, অপবিত্রা হইয়া, আর্দ্রপথে, উত্তর বা পশ্চিম দিকে মস্তক করিয়া, অন্যের সহিত, বিবস্ত্রা হইয়া অথবা উভয় সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবে না। প্রথম ভোজনের পূর্ব্বে নিত্য ধৌতবসনা, শুচি, সর্ব্ব উপকরণ-যুতা হইয়া গো, বিপ্র, লক্ষ্মী ও অচ্যুতের পূজা করিবে। মাল্য, গন্ধ, উপহার ও ভূষণদ্বারা সধবা স্ত্রীগণের অর্চ্চনা করিবে এবং পতির অর্চ্চনা করিয়া তিনি প্রকোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত আছেন এইরূপ ধ্যান করিবে। যদি এই পুংসবনব্রত সম্বৎসরকাল নির্বিঘ্নে পালন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ইন্দ্রহন্তা পুত্র হইবে। হে রাজন্! মনস্বিনী দিতি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ব্রতস্বীকার করিয়া কশ্যপ হইতে গর্ভ ধারণ করিলেন এবং উপদিষ্ট ব্রত যথাবিধি পালন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! স্বার্থদর্শী ইন্দ্র মাতৃস্বসা দিতির অভিপ্রায় জানিয়া আশ্রমস্থা দিতির আজ্ঞাবহ হইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তিনি বন হইতে পুষ্প, ফল, মূল, সমিৎ, কুশ, পত্র, অঙ্কুর, মৃত্তিকা ও জল যথাকালে আহরণ করিয়া দিতে লাগিলেন। হে নৃপ! যেমন কুটিল লুব্ধক মৃগবেশ ধারণ করিয়া মৃগকে বঞ্চনা করে, সেইরূপ কুটিল ইন্দ্র ব্রতচারিণী দিতির ব্রতচ্ছিদ্র প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ইন্দ্র অনুসন্ধানপর হইয়াও ব্রতচ্ছিদ্র প্রাপ্ত হইলেন না। তখন কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে, এই তীব্র চিন্তা প্রাপ্ত হইলেন। একদা ব্রতকর্শিতা উচ্ছিষ্টা দিতি আচমন ও পদদ্বয় ধৌত না করিয়া দৈবমোহিত হইয়া সন্ধ্যাকালে নিদ্রিতা হইলেন; অণিমাদি-সিদ্ধিমান্ ইন্দ্র সেই ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া পরকায়প্রবেশরূপ মায়া অবলম্বপূর্ব্বক নিদ্রাভিভূতা দিতির উদর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কনকপ্রভ গর্ভকে বজ্রদ্বারা সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করিলেন এবং তাহা রোদন করায় 'রোদন করিও না' এইরূপ সান্ত্বনা দিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে পুনর্ব্বার সপ্ত-

ভাগে বিভক্ত করিলেন। হে রাজন্! তাহারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াও সকলে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিল,—হে ইন্দ্র! আমরা মরুৎ, তোমার ভ্রাতৃগণ, কি নিমিত্ত আমাদিগকে বধ করিতেছ? ইন্দ্র অনন্য-চিত্ত স্বীয় পার্ষদ মরুদ্গণকে কহিলেন,—তোমরা আমার ভ্রাতা, ভয় করিও না। হে মহারাজ! যেমন আপনি অশ্বত্থামার অস্ত্রে আহত হইয়াও বিনাশ প্রাপ্ত হন নাই, সেইরূপ দিতির গর্ভ বহুধা বজ্রচ্ছিন্ন হইয়াও শ্রীনিবাসের কৃপায় বিনষ্ট হইল না; কারণ, মনুষ্য যে আদিপুরুষকে একবার মাত্র আরাধনা করিয়া তাঁহার সমান আকার প্রাপ্ত হয়, দিতি কিঞ্চিদূন সম্বৎসরকাল তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। সেই মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহিত পঞ্চাশৎ দেবতা হইলেন; হরি তাঁহাদিগের মাতৃদোষ অর্থাৎ দৈত্যত্ব দূর করিয়া তাঁহা-দিগকে সোমপানের অধিকারী করিলেন। দিতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অগ্নির ন্যায় তেজস্বী কুমার দিগকে ইন্দ্রের সহিত মিলিত দেখিলেন; শুদ্ধচিত্তা দেবী তাহা দেখিয়া পরিতুষ্টা হইলেন। অনন্তর তিনি ইন্দ্রকে কহিলেন,—বৎস! আমি আদিত্যগণের ভয়াবহ একটি পুত্র লাভ করিবার অভিলাষে এই সুদুষ্কর ব্রত আচরণ করিয়াছি; আমি একটী পুত্র কামনা করিয়াছিলাম, ঊনপঞ্চাশৎ পুত্র কিরূপে হইল? হে পুত্র! যদি জান, সত্য বল, মিথ্যা বলিও না।

ইন্দ্র কহিলেন,—হে মাতঃ! আমি আপনার সঙ্কল্প অবগত হইয়া আপনার সমীপে আসিয়াছিলাম। অনন্তর আপনার ব্রতচ্ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া গর্ভচ্ছেদন করিয়াছি; ইহা আমি স্বার্থবুদ্ধিতে করিয়াছি, ধর্ম্ম-বুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া করি নাই। আমি প্রথমতঃ গর্ভকে সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করায় সপ্ত কুমার উৎপন্ন হয়; তাহাদিগের প্রত্যেককে পুনর্ব্বার সপ্ত খণ্ডে ছেদন করিলাম, কিন্তু তাহাতেও তাহারা বিনষ্ট হইল না। এই পরম আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখিয়া ইহা মহাপুরুষ-পূজার কোন আনুষঙ্গিক-সিদ্ধি বলিয়া স্থির করিয়াছি। যাঁহারা নিষ্কামভাবে ভগবানের আরাধনা করেন—মোক্ষও অভিলাষ করেন না, তাঁহারা স্বার্থকুশল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যে দেব আপনাকে ভক্তের অধীন করেন, যিনি ভক্তের আত্মা, কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি সেই জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট, যে বিষয়-ভোগ নরকেও ঘটিয়া থাকে, সেই বিষয়-ভোগ যাচ্ঞা করিবে? অতএব, হে মাতঃ! হে মহত্তমে! মন্দবুদ্ধি আমার এই গর্হিত কার্য্য ক্ষমা করুন; যাহা হউক, ইহাতে অনিষ্ট হয় নাই, সৌভাগ্যবশতঃ গর্ভ বিনষ্ট হইয়া উজ্জীবিত হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ইন্দ্রের শুদ্ধভাবে পরিতুষ্ট হইয়া দিতি অনুমতি প্রদান করিলে ইন্দ্র মরুদ্গণের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। হে রাজন্! মরুদ্গণের পরমঙ্গল জন্ম যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আপনার নিকট বর্ণন করিলাম; এক্ষণে পুনর্ব্বার কি বিষয় বলিব?

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যে পুংসবন ব্রত উল্লেখ করিলেন, যদ্দ্বারা বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া থাকেন, সেই ব্রতের বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—পত্নী ভর্ত্তার অনুমতি গ্রহণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল প্রতিপদ হইতে এই সর্ব্বকামপ্রদ ব্রত আরম্ভ করিবে। মরুদ্গণের জন্মকথা শ্রবণ করিয়া ও ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দন্তধাবন স্নান ও শুক্ল বসনদ্বয় পরিধান করিবে; অনন্তর অলঙ্কৃতা হইয়া প্রথমভোজনের পূর্ব্বে লক্ষ্মীর সহিত ভগবানের এইরূপে পূজা করিবে,—হে পূর্ণকাম! তুমি নিরপেক্ষ, সকল পদার্থ তোমার পর্য্যাপ্ত-রূপে রহিয়াছে; অতএব অন্যের তোমার সম্বন্ধে করিবার কিছুই নাই। তুমি লক্ষ্মীপতি, অণিমাদি সকল সিদ্ধি তোমাতে বিরাজ করিতেছে; অতএব তোমাকে কেবল প্রণাম করি। হে ঈশ! যেহেতু তুমি কৃপা, মহালক্ষ্মী, তেজ, বিভূতি, বল ও সত্য-সঙ্কল্পত্বপ্রভৃতি সমস্ত ঈশ্বরগুণে যথাযথ অলঙ্কৃত আছ, অতএব তুমি ভগবান্ প্রভু বলিয়া স্তুত হইয়া থাক। হে মহামায়ে বিষ্ণুপত্নী! পরমেশ্বরের ন্যায় নিরপেক্ষত্ব-প্রভৃতি নিখিল গুণ তোমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে মহাভাগে লোকমাতঃ। তুমি প্রসন্না হও, তোমাকে নমস্কার করি। মহাপুরুষ মহানুভাব মহাবিভূতি পতি ভগবান্‌কে নমস্কার; মহাবিভূতিসমন্বিত তোমাকে উপহার অর্পণ করিতেছি এই মন্ত্রদ্বারা অহরহঃ সুসমাহিত হইয়া বিষ্ণুর আবাহন, অর্ঘ্য, পাদ্য আচমন, স্নানীয় জল, বসন, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ-প্রভৃতি উপচার সমর্পণ করিবে। হবিঃশেষ অর্থাৎ উপহারাবশিষ্ট বস্তু ভগবান্ মহাপুরুষ মহাবিভূতি-পতিকে নমস্কার করিয়া তাঁহার উদ্দেশে হোম করিলাম, এই মন্ত্রদ্বারা দ্বাদশবার হোম প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি সম্পদ্ অভিলাষ করে, সে সর্ব্ববরপ্রদ, অভিলষিত বস্তুর আকর লক্ষ্মী ও বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে; ভক্তিনম্রচিত্তে ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। অনন্তর দশবার মন্ত্র জপ করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে, যথা, তোমরা উভয়ে বিভু, তোমরা নিখিল জগতের পরম কারণ; ইনি তোমার সূক্ষ্মা প্রকৃতি, দুরত্যয়া মায়াশক্তি; তুমি তাঁহার অধীশ্বর, সাক্ষাৎ পরম পুরুষ। তুমি সর্ব্বযজ্ঞ, ইনি ইজ্যা অর্থাৎ যদ্দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, সেই শক্তি, যাহা ভাবনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে; ইনি লৌকিকী ক্রিয়া। তুমি ফলভোক্তা, ইনি সত্ত্বাদি গুণসকলের প্রকাশ স্থান, তুমি প্রকাশক ও গুণ-ভোক্তা; তুমি সর্ব্বশরীরের আত্মা, এই লক্ষ্মী দেবী শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ; এই ভগবতী নাম ও রূপ, তুমি তাহাদিগের প্রকাশক ও আধার। যেহেতু তোমরা উভয়েই ত্রিভুবনের পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরী এবং বরদ, অতএব, হে উত্তমঃশ্লোক! আমার গুরুতর মনোরথসকল সত্যে পরিণত কর। বদরাতা শ্রীনিবাস ও লক্ষ্মীদেবীর এইরূপ স্তব করিয়া নৈবেদ্যাদি উপহার অপসারণপূর্ব্বক আচমনীয় প্রদান করিয়া অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর ভক্তিনম্রচিত্তে স্তোত্রদ্বারা স্তব করিবে এবং যজ্ঞোচ্ছিষ্ট আঘ্রাণ করিয়া পুনর্ব্বার হরির অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে পতিকে পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে পরম-ভক্তিসহকারে ভজনা করিবে, পতিও স্বয়ং প্রেমশীল হইয়া পত্নীর প্রিয় কার্য্যসকল সম্পাদন করিবে এবং তাঁর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ব্বকর্ম্মে অনুকূল হইবে। সম্পতির মধ্যে একজন কর্ম্ম করিলে উভয়েরই ফললাভ হয়, অতএব পত্নী অযোগ্যা হইলেও

পতি সমাহিত হইয়া ইহা আচরণ করিবে। নারী বিষ্ণুর এই ব্রত ধারণ করিয়া কোন প্রকারে বিচ্ছিন্ন করিবে না; বিপ্রদিগকে ও সধবা নারীদিগকে অহরহঃ ভক্তিসহকারে মাল্য, গন্ধ, উপহার ও ভূষণ-দ্বারা অর্চ্চনা করিবে এবং নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে; বিষ্ণুমূর্ত্তিকে স্বীয় মন্দিরে কপাটাদি অবরুদ্ধ করিয়া প্রথমতঃ তন্নিবেদিত প্রসাদ আত্মার বিশুদ্ধি ও সর্ব্বকাম্যবস্তুর বৃদ্ধির নিমিত্ত ভোজন করিবে। সাধ্বী-এই পূজাবিধি-দ্বারা দ্বাদশ-মাসাত্মক বৎসর যাপন করিয়া কার্ত্তিকেয় পৌণমাসী তিথিতে উপবাস করিবে। অনন্তর প্রভাতে পতি স্নান করিয়া পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া ঘৃত প্রদান-পূর্ব্বক দুগ্ধে চরু পাক করিয়া পার্ব্বণস্থালী পাক-বিধান দ্বারা দ্বাদশ আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর প্রীত দ্বিজগণের আশীর্ব্বচন শিরোধার্য্য করিয়া ভক্তি-সহকারে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিবে। অনন্তর বাগ্‌যত হইয়া বন্ধুগণের সহিত আচার্য্যকে অগ্রে লইয়া পত্নীকে চরুর শেষ দান করিবে, ইহা হইতে সাধু পুত্র ও সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। পুরুষ এই বিষ্ণুর ব্রত যথাবিধি আচরণ করিয়া এই জন্মে অভীপ্সিত অর্থ লাভ করে এবং স্ত্রী ইহা আচরণ করিলে সৌভাগ্য শ্রী, পুত্র, যশঃ ও গৃহ লাভ করিয়া চিরদিন সধবা থাকিবে। কন্যা ইহা পালন করিলে সমগ্র সুলক্ষণ-যুক্ত পতি লাভ করে, বিধবা পাপরহিতা গতি, মৃত-বৎসা জীবিত পুত্র, দুর্ভাগা ধনেশ্বরী সৌভাগ্য, বিরূপা উৎকৃষ্ট রূপ, রোগী রোগবিমুক্তি ও ইন্দ্রিয়ের সহিত দেহ লাভ করিবে। যিনি কর্ম্মের অভ্যুদয়ে ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহার পিতৃ ও দেবগণের অনন্ত তৃপ্তি হইবে; হোমাবসনে অগ্নি, লক্ষ্মী, ও শ্রীহরি তুষ্ট হইয়া সমস্ত মনোরথ প্রদান করিয়া থাকেন। হে রাজন্! মরুদ্‌গণের পবিত্র জন্ম ও দিতির মহৎ ব্রত আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ষষ্ঠ-স্কন্ধ সমাপ্ত।

সপ্তম স্কন্ধ

—*:*:*—

প্রথম অধ্যায়

রাজ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ স্বয়ং ভূতগণের প্রিয় ও সুহৃৎ, তিনি সম, তবে কেন বিষমের ন্যায় ইন্দ্রের নিমিত্ত দৈত্যদিগকে বধ করিয়াছিলেন? তিনি সাক্ষাৎ পরমানন্দস্বরূপ, অতএব তাঁহার সুরগণে প্রয়োজন কি? তিনি অগুণ, সুতরাং তাঁহার অসুরগণ হইতে ভয় নাই, অতএব তাঁহাতে বিদ্বেষ সম্ভবে না। হে মহাভাগ! নারায়ণের অনুগ্রহ ও নিগ্রহাদি গুণসকল সম্বন্ধে আমার সুমহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, উহা ছেদন করিতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীঋষি কহিলেন,—হে মহারাজ! শ্রীহরির অদ্ভুত চরিত্রসম্বন্ধে উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন; এই চরিত্রে ভক্তের মহাত্ম্য আছে, উহার শ্রবণে ভগবদ্‌ভক্তি বর্দ্ধিত হয়; নারদাদি ঋষিগণ এই পরম পুণ্য চরিত্র গান করিয়া থাকেন। অতঃপর মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করিয়া হরিকথা বলিতেছি। ভগবান্ প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত এই নিমিত্ত নির্গুণ; তিনি নির্গুণ বলিয়া জন্মরহিত; সুতরাং অব্যক্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদির কারণ যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি তাহা তাঁহার নাই, তিনি ঈদৃশ হইয়াও স্বীয় মায়ায় গুণ সত্ত্বাদিকে অধিষ্ঠান করিয়া বাধ্যবাধকতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদি গুণসকল তাঁহার স্বরূপের মধ্যে থাকিত, তাহা হইলে তিনি প্রাকৃত লোকের ন্যায় বৈষম্যযুক্ত হইতেন। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির গুণ, আত্মার গুণ নহে; তিনি যদিও স্বেচ্ছায় গুণ সকলকে অধিষ্ঠান করিয়া পক্ষপাতীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাতে বৈষম্য নাই, উহা কাল হইতে হইয়া থাকে। হে রাজন্! সত্ত্বাদি গুণসকলে যুগপৎ হ্রাস ও বৃদ্ধি হয় না; যখন কাল সত্ত্বকে বর্দ্ধিত করে, তখন তিনি দেব ও ঋষিগণের দেহে প্রবিষ্ট হন, যখন রজোগুণকে বর্দ্ধিত করে, তখন অসুরগণের দেহে প্রবিষ্ট হন এবং যখন তমোগুণকে বর্দ্ধিত করে, তখন যক্ষ ও রক্ষোগণের দেহে প্রবিষ্ট হন; এইরূপে তিনি কালকে আনুকূল্য করেন মাত্র। যেমন অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয়, যেমন জল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকর ধারণ করে এবং আকাশ ঘটাদি ভিন্ন ভিন্ন আধারে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্‌ও দেব ও অসুরাদি দেহে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। যেমন অগ্নি কাষ্ঠাদি হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতিভাত হয়, ভগবান্ দেবাদি দেহে সেরূপ পৃথক্ প্রতিভাত হন না। তথাপি পরমাত্মা যে আত্মার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাহা নিপুণ জ্ঞাতিগণ বিচারদ্বারা অবগত হইয়া থাকেন, যেমন দাহকার্য্য দেখিলে সূর্য্যকান্তাদিতে জ্যোতির অস্তিত্বের অনুমান হয়, অথবা গন্ধদ্বারা বায়ুর অনুমান হয়, সেইরূপ জ্ঞানাদি কার্য্য দেখিয়া আত্মা অনুমতি হইয়া থাকেন; কেহ কেহ স্বভাবকে বা কর্ম্মকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানিগণ বিচারদ্বারা ঐ সকল বাদ খণ্ডন করিয়া আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন; অতএব মায়াগুণবশতঃ আত্মার বৈষম্য হয়, উহা স্বাভাবিক নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইল। তিনি গুণেরও অধীন নহেন,

তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর হইতেন না; যখন পরমেশ্বর জীবের ভোগের নিমিত্ত শরীরসকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সাম্যাবস্থায় অবস্থিত রজোগুণকে স্বীয় মায়াদ্বারা পৃথক্ সৃষ্টি করেন, যখন সেই সকল বিচিত্র দেহে ক্রিয়া করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সত্ত্বগুণকে পৃথক্ সৃষ্টি করেন এবং যখন সংহার করিতে ইচ্ছা করেন তখন তমোগুণকে পৃথক্ প্রেরণ করেন। তাঁহার ইচ্ছাই কাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে, অতএব তিনি কালের অধীন নহেন। হে নরদেব! ভগবান্ প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষকে নিমিত্ত করিয়া অমোঘ জগৎকর্ত্তা হইয়া থাকেন; ঐ উভয়ের সহকারিরূপে ও আশ্রয়রূপে কালকে স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হে রাজন্! এই কাল সত্ত্বগুণকে বর্দ্ধিত করিলে উরুকীর্ত্তি ঈশ্বরও সুরপ্রিয় হইয়া সত্ত্বপ্রধান দেবসমূহকে বর্দ্ধিত করেন এবং তৎপ্রতিপক্ষ রজঃ ও তমঃপ্রধান অসুরদিগকে হিংসা করেন। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, কালশক্তিদ্বারা গুণ ক্ষুভিত হইলে গুণগত বৈষম্য ঘটিয়া থাকে, পরমাত্মা গুণের অধিষ্ঠাতা মাত্র থাকেন, তাঁহার সন্নিধিহেতু গুণের বৈষম্য যেন তাঁহারই বৈষম্য, এইরূপ প্রতীত হইয়া থাকে। হে রাজন্! ভগবান্ দ্বেষাদিরহিত হইয়াও কেন দৈত্য বধ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে একটী ইতিহাস আছে; রাজসূয় মহাযজ্ঞকালে যুধিষ্ঠির নারদকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, দেবর্ষি তাঁহাকে প্রীতিসহকারে ইহা কহিয়াছিলেন! রাজসূয় মহাযজ্ঞে চেদরাজ শিশুপালের ভগবান্ বাসুদেবে অদ্ভুত সাযুজ্য দেখিয়া পাণ্ডুসুত রাজা যুধিষ্ঠির বিস্মিতচিত্তে মুনিগণের সমক্ষে যজ্ঞস্থলে আসীন দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিয়াছিলেন,—ইহা অতি অদ্ভুত! পরতত্ত্ব বাসুদেবে সাযুজ্য একান্ত ভক্তগণেরও দুর্লভ, কিন্তু বিদ্বেষকারী শিশুপাল তাহা প্রাপ্ত হইল। হে মুনিবর! আমরা সকলেই ইহা জানিতে ইচ্ছা করি, কেন ভগবানের নিন্দা করায় দ্বিজগণ তাঁহাকে নরকে পাতিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই পাপিষ্ঠ দমঘোষসুত বাল্যে যখন প্রথম মধুর কথা কহিতে আরম্ভ করে, সেই কাল হইতে অদ্যাপি গোবিন্দের প্রতি অমর্ষযুক্ত, দুর্ম্মতি দন্তবক্রও তাদৃশ। যিনি অব্যয় পরমব্রহ্ম বিষ্ণু, ইহারা উভয়েই বার বার তাঁহাকে কটূক্তি করিয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের জিহ্বায় কুষ্ঠ হয় নাই, অথবা ইহারা নরকে প্রবেশ করে নাই। যাঁহার স্বরূপ দুষ্প্রাপ্য, সেই ভগবানে কিরূপে ইহারা সর্ব্বলোকের সমক্ষে অনায়াসে লয়প্রাপ্ত হইল? যেমন দীপশিখা বায়ুদ্বারা চালিত হয়, সেইরূপ আমার বুদ্ধিও চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; যেহেতু ইহা অতি অদ্ভুত বোধ হইতেছে; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—ভগবান নারদ ঋষি রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সেই কথা কহিতে লাগিলেন, সভাস্থ সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! এই কলেবর অজ্ঞানহেতু প্রধান ও পুরুষের অধ্যাসে কল্পিত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা নিন্দা, স্তব, সৎকার বা তিরস্কার অনুভূত হইয়া থাকে। এই দেহে অভিমানহেতু ভূতগণের 'আমি, আমার' এই বৈষম্য হইয়া থাকে এবং তাড়ন বা নিন্দা হইতে পীড়া হইয়া থাকে; যে দেহে অভিমান নিবদ্ধ থাকে, সেই দেহের বধ হইলে প্রাণীর বধ হইয়া থাকে; পরমেশ্বরের ঈদৃশ অভিমান নাই, কারণ তিনি কেবল অর্থাৎ অদ্বিতীয়, সুতরাং দ্বিতীয় বস্তুর অভাবহেতু কাহার প্রতি অভিমান করিবেন? তাঁহাতে বৈষম্যও নাই, যেহেতু তিনি সর্ব্বাত্মা; তিনি কেবল হিতার্থে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। ঈদৃশ পরমেশ্বরকে নিন্দাদিদ্বারা পীড়াদান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

অতএব নিরন্তর শত্রুতা, ভক্তিযোগ, ভয়, স্নেহ অথবা কাম যে কোন ভাবদ্বারা তাঁহাতে চিত্ত নিয়োজিত করিলে মনুষ্য তাঁহাকে আর পৃথক্ দর্শন করে না। মনুষ্যাদি তাঁহার প্রতি নিরন্তর শত্রুভাব পোষণ করিলে যেরূপ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, ভক্তিযোগে সেরূপ হয় না, ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে। ভ্রমর কীটকে ভিত্তিচ্ছেদ রুদ্ধ করিয়া রাখিলে সে বিদ্বেষ ও ভয়ে ভ্রমরকে নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যাঁহারা মায়ামনুষ্য ঈশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণকে শত্রুভাবে অনুক্ষণ চিন্তা করিয়া পাপ হইতে পবিত্র হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বহু লোকে কাম, দ্বেষ, ভয় স্নেহ ও ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরে মন আবেশিত করিয়া কামাদিজনিত পাপ পরিহার-পূর্ব্বক তাঁহার গতি লাভ করিয়াছেন। হে মহারাজ! গোপীগণ কামদ্বারা, কংস ভয়দ্বারা, শিশুপালাদি রাজগণ বিদ্বেষদ্বারা, বৃষ্ণিগণ জ্ঞাতিসম্বন্ধদ্বারা, আপনারা স্নেহদ্বারা এবং আমরা ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে লাভ করিয়াছি। পুরুষের প্রতি পুরুষের কামভাব হওয়া সম্ভবপর নহে; সুতরাং অবশিষ্ট ভয়াদি পঞ্চ ভাবের মধ্যে বেণ কোন ভাব পোষণ করেন নাই, এই হেতু তিনি অধঃপতিত হইয়াছিলেন। অতএব কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশিত করিবে। হে পাণ্ডব! শিশুপাল ও দন্তবক্র আপনাদের মাতৃষ্বসেয়, তাঁহারা বিষ্ণুর পার্ষদপ্রবর, বিপ্রশাপে বৈকুণ্ঠচ্যুত হইয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—যাহাতে হরিদাসদ্বয়কে অভিভূত করিয়াছিল, সে শাপ কীদৃশ ও কাহার? শ্রীহরির একান্ত ভক্তের জন্মগ্রহণ করিতে হইল, ইহা অশ্রদ্ধেয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। যাহারা বৈকুণ্ঠপুরবাসী, তাঁহাদিগের প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ নাই, প্রত্যুত তাঁহাদিগের দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়, তাঁহাদিগের প্রকৃত দেহের সহিত কিরূপে সম্বন্ধ ঘটিল, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।

নারদ কহিলেন,—একদা সনন্দাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ যদৃচ্ছাক্রমে ত্রিভুবনে বিচরণ করিতে করিতে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেলেন। তাঁহারা মরীচি প্রভৃতিরও অগ্রজ, তথাপি দেখিতে পঞ্চ বা ষড়্বর্ষ বালকের ন্যায়; তাঁহারা দিগম্বর; তাঁহাদিগকে শিশু মনে করিয়া দ্বারপালদ্বয় নিষেধ করিলেন। তাঁহাতে তাঁহারা কুপিত হইয়া শাপ দিয়া কহিলেন,—মধুসূদনের পাদমূল রজস্তমোরহিত, তোমাদিগের সেই পাদমূল সেবা করা দূরে থাকুক, তোমরা এই স্থানে বাস করিবারও উপযুক্ত নহ; অতএব, হে অজ্ঞদ্বয়! তোমরা শীঘ্র পাপিষ্ঠা আসুরী যোনিতে গমন কর। এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া তাঁহারা যখন স্বীয় ভবন হইতে পতিত হইতেছিলেন, তখন কৃপালু মুনিগণ কহিলেন, তোমরা তিন জন্মের পর পুনর্ব্বার স্বীয় লোকে আগমন করিবে। তাঁহারা উভয়ে দৈত্যদানববন্দিত দিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীহরি সিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন এবং ধরার উদ্ধার কালে বরাহবপুঃ ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষের বধ সাধন করেন। হিরণ্যকশিপু কেশবপ্রিয় পুত্র প্রহ্লাদকে বধ করিবার নিমিত্ত নানা যাতনা প্রদান করিয়াছিল, তাহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইল। প্রহ্লাদ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিতেন, এই হেতু তিনি সর্ব্বভূতের আত্মভূত হইয়াছিলেন, তিনি দ্বেষাদিরহিত ও ভগবৎতেজে পরিব্যাপ্ত ছিলেন, এই নিমিত্ত হিরণ্যকশিপু শস্ত্রপ্রহরণাদিদ্বারা তাঁহাকে বধ করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর তাঁহারা কেশিনীর গর্ভে বিশ্রবার ঔরসে রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; তাহাদিগের নাম রাবণ ও কুম্ভকর্ণ ছিল, তাঁহারা সর্ব্বলোকের পীড়াদায়ক হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শাপমুক্ত করিবার নিমিত্ত ভগবান্ রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে নিধন সাধন

করিয়াছিলেন ; হে রাজন্! আপনি মার্কণ্ডেয়-মুখে রামচন্দ্রের প্রভাবের কথা শ্রবণ করিবেন, এই জন্মে তাঁহারাই আপনার মাতৃষ্বসার পুত্র হইয়া ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণচক্রে তাঁহাদিগের পাপ বিনাশিত হইল, তাঁহারা শাপনির্মুক্ত হইলেন। এইরূপে নিরন্তর বৈরহেতু তীব্র ধ্যানযোগে অচ্যুতে লয় প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপার্ষদদ্বয় শ্রীহরির পার্শে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—ভগবন্! মহাত্মা প্রিয়-পুত্রে হিরণ্যকশিপুর কি হেতু বিদ্বেষ জন্মিল এবং কি কারণেই বা প্রহ্লাদের অচ্যুতে একান্ত মতি জন্মিল, ইহা বলিতে আজ্ঞা হয়।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারদ কহিলেন, রাজন্! দেবগণের পক্ষপাতী হইয়া বরাহমূর্ত্তি হরি হিরণ্যাক্ষকে বধ করিলে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে ও শোকে পরিতপ্ত হইল, তাহার দেহ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল, সে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া ও কোপে প্রজ্বলিত চক্ষুর্দ্বয়ে কোপাগ্নির ধূমে ধূম্রবর্ণ আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া এবং শূল উত্তোলিত করিয়া করাল দংষ্ট্রা ও উগ্র দৃষ্টি দ্বারা দুষ্প্রেক্ষ্য ভ্রুকুটীযুক্ত মুখে সভামধ্যে দানবদিগকে কহিতে লাগিল,—ভো ভোঃ দ্বিমূর্দ্ধন্, ত্র্যক্ষ, শম্বর শতবাহো, হয়গ্রীব, নমুচে, পাক, ইল্বল, বিপ্রচিত্তে, পুলোমন্ ও শকুনাদি দৈত্যদানবগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর এবং যাহা বলি শীঘ্র কার্য্যে পরিণত কর। হরি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলেও ভজনের বশীভূত হইয়া দেবগণের সহায় হওয়ায় ক্ষুদ্র শত্রুগণ হরিদ্বারা প্রিয় ও সুহৃৎ ভ্রাতাকে বধ করাইয়াছে। সেই হরি তাহার সমত্বস্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছে, শুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়াও বরাহরূপ ধারণ করিয়াছে, যে তাহার ভজনা করে, সে তাহারই অনুসরণ করে, অতএব বালকের ন্যায় অস্থিরচিত্ত; যে পর্য্যন্ত না আমি এই শূলদ্বারা তাহার গ্রীবা বিদ্ধ করিয়া প্রচুর রুধির-দ্বারা আমার রুধিরপ্রিয় ভ্রাতার তর্পণ করিয়া মনোব্যথার উপশম করি, তৎকালপর্য্যন্ত তোমরা ধরাতলে গমন কর। সেই কপট প্রতিপক্ষ নষ্ট হইলে, যেমন বনস্পতির মূল ছিন্ন হইলে শাখাসকল শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ দেবগণও শুষ্ক হইবে, কারণ, বিষ্ণু তাহাদিগের প্রাণ, অতএব তোমরা পৃথিবীতে যাও ; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছে! তথায় যাইয়া যাহারা তপস্যা, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ব্রত ও দান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বধ কর। বিষ্ণু ধর্ম্মময় পুরুষ ও যজ্ঞস্বরূপ অতএব দ্বিজগণের ক্রিয়ানুষ্ঠান তাহার মূল, সেই বিষ্ণু দেব, ঋষি, পিতৃ ও ভূতগণের এবং ধর্ম্মের পরমাশ্রয়। যে যে স্থানে দ্বিজ, গো, বেদ ও বর্ণাশ্রম-ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে, তোমরা সেই সেই জনপদে গিয়া তৎসমুদয় দগ্ধ ও ছেদন কর।

হিংসাপ্রিয় দৈত্যগণ প্রভুর এই আদেশ পরমাদরে শিরোধার্য্য করিয়া প্রজাগণের হিংসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা পুর, গ্রাম, গোষ্ঠ উদ্যান, ধান্যাদিক্ষেত্র, অকৃত্রিম বনভূমি, ঋষিগণের আশ্রম, রত্নাদির আকর, কৃষকপল্লী, পর্ব্বতসন্নিহিত গ্রাম, আভীরপল্লী ও রাজধানী দগ্ধ করিতে লাগিল ; কেহ খনিত্রদ্বারা সেতু, প্রাকার ও গোপুর ভগ্ন করিয়া ফেলিল, কেহ হস্তে পরশু লইয়া জীবীকার উপায়স্বরূপ

বৃক্ষসকল ছেদন করিয়া ফেলিয়া, কেহ বা প্রজ্বলিত উল্মুকদ্বারা প্রজাগণের গৃহ দগ্ধ করিয়া ফেলিল। এইরূপে দৈত্যরাজ্যের অনুচরগণ পৃথিবীতে উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষিতভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে মৃত ভ্রাতার নিমিত্ত দুঃখিত দেশকালজ্ঞ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাহার উদ্দেশে তর্পণ ও প্রেতশ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও কচ-নামক ভ্রাতৃপুত্রদিগকে তাহাদিগের মাতা রুষাভানুকে ও স্বীয় জননী দিতিকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন,—হে মাতঃ! হে বধূ! হে পুত্রগণ! তোমরা বীর হিরণ্যাক্ষের নিমিত্ত শোক করিও না; কারণ, শত্রুর সহিত সম্মুখ সমরে বীরগণের বধ অভিলষিত, যেহেতু তাহা প্রশংসনীয়! হে সুব্রতে! যেমন ভূতগণ পানীয়শালায় একত্র মিলিত হয়, সেইরূপ জীবগণ প্রাচীন কর্ম্মানুসারে একত্র সংযোজিত ও বিয়োজিত হইয়া থাকে। আত্মা নিত্য অর্থাৎ মৃত্যুশূন্য, অব্যয় অর্থাৎ অপক্ষয়শূন্য, শুদ্ধ, সর্ব্বগত ও সর্ব্বজ্ঞ, কারণ, আত্মা পর অর্থাৎ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত; অতএব আত্মা মৃত, কৃশ, মলিন, বিযুক্ত অথবা অজ্ঞ মনে করিয়া শোক করা বিধেয় নহে। আত্মা স্বীয় অবিদ্যাদ্বারা সুখদুঃখাদিকে বিশেষরূপে স্বীকার করিয়া দেহ ধারণ করিয়া থাকে। হে ভদ্রে! যেমন জল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত তরু-সকল চঞ্চল হয়, যেমন চক্ষুঃ উদ্‌ভ্রান্ত হইলে পৃথিবী যেন ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ মন গুণসমূহ-দ্বারা চঞ্চল হইলে পরিপূর্ণ আত্মা মনের ন্যায় চঞ্চল ও দেহশূন্য হইয়াও দেহবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আত্মা দেহশূন্য হইয়াও যে তাহার দেহে 'আমি, আমার' অভিমান, ইহাই আত্মার বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে; ইহা হইতেই প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদ, অপ্রিয়ের সহিত যোগ, কর্ম্ম, নানাগর্ভে প্রবেশরূপ সংসার, জন্ম, মৃত্যু, বিবিধ শোক, অবিবেক, চিন্তা ও বিবেকবিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে, ইহা জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন। এই বিষয়ে একজন মৃত ব্যক্তির বন্ধুগণের সহিত যমরাজের যে কথোপকথন হইয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাস—যাহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

উশীনরদেশে সুযজ্ঞ নামে এক নরপতি ছিলেন; তিনি যুদ্ধে শত্রুগণকর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার জ্ঞাতিগণ শবকে বেষ্টন করিয়া বসিল। মহারাজ সুযজ্ঞের রত্নকবচ বিশীর্ণ, আভরণ ও মাল্য বিভ্রষ্ট এবং হৃদয় শরনির্ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল; তিনি রক্তাক্তকলেবরে শয়ান ছিলেন, তাঁহার কেশ প্রকীর্ণ, লোচনদ্বয় বিধ্বস্ত, ক্রোধে অধর দষ্ট, মুখপদ্ম ধূলিদ্বারা আবৃত এবং যুদ্ধে অস্ত্র ও ভুজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। বিধিবশে পতি উশীনর-রাজার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া মহিষীগণ দুঃখে 'হায় নাথ! আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া করদ্বারা বক্ষঃস্থলে মুহুর্মুহুঃ দারুণ আঘাত করিতে করিতে তাঁহার চরণসমীপে চতুর্দ্দিকে পতিত হইলেন। তাঁহাদিগের কেশ ও আভরণ বিস্রস্ত হইল, অশ্রু বক্ষঃস্থলে পতিত হওয়ায় কুচকুঙ্কুমে অরুণবর্ণ ধারণ করিল, তাঁহারা রোদন করিতে করিতে তাদৃশ অশ্রুদ্বারা প্রিয়তমের পাদপঙ্কজ সেচন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে করুণ স্বর মনুষ্যগণের মনে শোক উদ্দীপন করিতে লাগিল। তাঁহারা বিলাপ করিয়া বলিলেন, হায়! যে বিধাতা পূর্ব্বে তোমাকে উশীনরবাসিগণের বৃত্তিদাতা করিয়াছিল, হে প্রভো! সেই অকরুণ বিধাতাই তোমাকে দৃষ্টির অগোচর করিয়া এক্ষণে তাহাদিগের শোক-বর্দ্ধনের হেতু করিল। হে মহারাজ! তুমি কৃতজ্ঞ সুহৃত্তম ছিলে, আমরা তোমার বিরহে কিরূপে জীবন

ধারণ করিব? হে বীর! আমরা তোমার চরণের দাসী; তুমি যথায় গমন করিবে, আমাদিগকে তথায় যাইতে অনুমতি প্রদান কর। তাঁহারা পতিকে বেষ্টন করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, মৃতদেহের দাহ বিষয়ে কেহই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না, এদিকে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। যমরাজ স্বীয় আলয়ে থাকিয়াই মৃত ভূপতিত বন্ধুগণের রোদন শুনিয়া বালকরূপে স্বয়ং তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন।

যম কহিলেন,—অহো! যাঁহারা বিলাপ করিতেছেন, তাঁহাদিগের বয়ঃক্রম আমার অপেক্ষা অধিক; তাঁহারা লোকের জন্ম ও মৃত্যু-প্রকার বহুবার দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগেরও বিমোহ হইল! তাঁহারা স্বয়ং মরণশীল; মনুষ্য যে অব্যক্ত হইতে আগমন করে, তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়; তবে ইঁহারা ঈদৃশ মনুষ্যের জন্য কিহেতু অনর্থক শোক করিতেছেন? অহো! আমি বালক হইয়াও ধন্যতম! পিতা ও মাতা আমাকে ত্যাগ করিয়া পরলোকে গিয়াছেন, তথাপি আমি চিন্তিত নহি; আমি দুর্ব্বল হইলেও বৃকাদি আমাকে ভক্ষণ করে নাই, কারণ, যিনি গর্ভে রক্ষা করেন, সেই বিশ্বরক্ষক, আমায় রক্ষা করিতেছেন। যে অব্যয় ঈশ্বর ইচ্ছায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, হে অবলাগণ! এই চরাচর তাঁহার ক্রীড়াসামগ্রী; অতএব তিনিই সংহার ও পালন-বিষয়ে প্রভু! ঈশ্বর রক্ষা করিলে পথিমধ্যে বিচ্যুত বস্তুও রক্ষিত হইয়া থাকে, তিনি বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলে গৃহস্থিত বস্তুও বিনাশপ্রাপ্ত হয়; তিনি রক্ষা করিলে অসহায় ব্যক্তিও বনে রক্ষিত হইয়া থাকে, তিনি বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলে গৃহে সুরক্ষিত হইলেও প্রাণী জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। দেহসকলের কারণ লিঙ্গদেহ, কর্ম্মসকল ঐ লিঙ্গদেহের কারণ, অতএব দেহসকল কর্ম্মবশে জন্ম গ্রহণ করে ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, দেবাদি-দেহও এই নিয়মের বহির্ভূত নহে; কিন্তু আত্মা দেহে অবস্থান করিলেও দেহধর্ম্ম জন্মাদিদ্বারা বদ্ধ হন না, কারণ, দেহ ও আত্মার বৈলক্ষণ্য অত্যন্ত অধিক। অবিবেকবশতঃ এই দেহ আত্মা বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মা বস্তুতঃ দেহ হইতে পৃথক্; অত্যন্ত অবিবেকী ব্যক্তি গৃহে আত্মত্ববুদ্ধি স্থাপন করে অর্থাৎ যাহার গৃহ নষ্ট হইলে 'আমি নষ্ট হইলাম' এইরূপ বুদ্ধি হয়, সেই ব্যক্তিই বস্তুতঃ গৃহ হইতে পৃথক্, সেইরূপ আত্মাও বস্তুতঃ দেহ হইতে পৃথক্; যেমন জলীয় পরমাণু হইতে বুদ্ধুদাদি, পার্থিক পরমাণু হইতে ঘটাদি ও তৈজস পরমাণু হইতে কুণ্ডলাদি উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ত্রিবিধ পরমাণু হইতে সঞ্জাত দেহ কালে বিকৃত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মা জন্মমৃত্যুরহিত। যেমন অনল কাষ্ঠে অবস্থিত হইয়াও দাহক ও প্রকাশক বলিয়া ভিন্ন প্রতীত হয়, যেমন বায়ু দেহগত হইয়াও নাসিকাদিতে পৃথক্ অবস্থিত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, যেমন আকাশ সর্ব্বগত হইয়াও কোন বস্তুর ধর্ম্মে সংযুক্ত হয় না, সেইরূপ আত্মাও দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত গুণে অবস্থান করিয়াও ঐ সকল হইতে পৃথক ও নির্লিপ্ত। হে মূঢ়াগণ! যাঁহার নিমিত্ত তোমরা শোক করিতেছ, সেই এই সুযজ্ঞ শয়ন করিয়া আছেন, তবে কিহেতু শোক করিতেছ? যিনি শ্রবণ করিতেন ও উত্তর প্রদান করিতেন, তিনি কখনও দৃষ্টিগোচর হন না; প্রাণ সকল ইন্দ্রিয়চেষ্টার হেতু, অতএব মুখ্য; কিন্তু ঐ প্রাণও শ্রোতা বা বক্তা নহে, কারণ, উহা অচেতন; যিনি ইন্দ্রিয় সকলদ্বারা বিষয়সকল দর্শনাদি করেন, সেই আত্মা চেতন, তিনি অচেতন প্রাণ ও দেহ হইতে ভিন্ন। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনোদ্বারা দেহ রচিত; আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াও উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট দেহ ভজনা করেন অর্থাৎ 'এই দেহ আমি' এইরূপ মনে করেন,

তাহাতেই আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি কাণা, আমি বধির ইত্যাদি দেহধর্ম্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। তিনি স্বীয় বিবেকবলে ঐ দেহাভিমান পরিত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যতদিন আত্মা লিঙ্গশরীর-বিশিষ্ট হইয়া তাহাতে অভিমানযুক্ত থাকেন, ততদিন তাহার কার্য্য বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে; তাহা হইতে আত্মা দেহধর্ম্মভাক্ ও সেই হেতু ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু লিঙ্গশরীরে অভিমান নিবৃত্ত হইলে এরূপ হয় না, কারণ, ঐ বিপর্য্যয় মায়াযোগহেতু হইয়া থাকে, পরমার্থতঃ উহার অস্তিত্ব নাই। গুণসকলে ও তাহাদিগের কার্য্য সুখদুঃখাদিতে যে পরমার্থ বলিয়া বুদ্ধি ও কথন, উহা মিথ্যা অভিনিবেশ বা অভিমান, কারণ, উহা জাগ্রদবস্থায় ধনপুত্রাদিলাভে আনন্দ ও স্বপ্নে নানাবিধ সুখভোগের ন্যায় মিথ্যা, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিখিল বস্তুই মিথ্যা বলিয়া জানিবে। অতএব যাঁহারা আত্মাকে নিত্য ও দেহাদিকে অনিত্য বলিয়া অবগত আছেন, তাঁহারা শোক করেন না; তবে যে কখন কখন উপদেশকর্ত্তা জ্ঞানিগণকেও শোক করিতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদিগের জ্ঞানের দৃঢ়তার অভাবহেতু স্বভাব নিবৃত্ত হয় না। এই বিষয়ে একটী প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিধিবশে এক ব্যক্তি পক্ষিগণের অন্তকস্বরূপ ব্যাধ হইয়া বনে যেখানে যেখানে পক্ষী দেখিত, সেই সেই স্থানে জাল বিস্তীর্ণ করিয়া ও তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া জালবদ্ধ করিত। হে মহিষীগণ! একদা সে কুলিঙ্গদম্পতি বিচরণ করিতেছে দেখিতে পাইল; সেই পক্ষিমিথুনের মধ্যে কুলিঙ্গী লুব্ধকের প্রলোভনে পড়িয়া সহসা কালপ্রেরিতা হইয়া জালসূত্রে আবদ্ধ হইল। কুলিঙ্গ পত্নীকে সেইরূপ বিপন্না দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইল এবং স্বয়ং তাহাকে মুক্ত করিতে অসমর্থ ভাবিয়া উভয়ের দশাই শোচনীয় বোধ করিতে লাগিল ও স্নেহহেতু ক্রন্দন করিয়া কহিল, হায়! বিধাতা কি নিষ্ঠুর। আমার পত্নী আমার প্রতি প্রেমবতী; সে শোচনীয় আমার জন্য দীনভাবে শোক করিতেছে, তাহাকে লইয়া কি করিবে? বিধি আমাকেও গ্রহণ করুক, এই ভার্য্যাশূন্য শোচনীয় জীবনে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, অতএব এইরূপ অর্দ্ধভাগ জীবিত থাকিয়া ফল কি? নীড়ে হতভাগ্য শাবকসকল রহিয়াছে, এখনও তাহাদিকের পক্ষ সঞ্জাত হয় নাই; সেই সকল মাতৃহীন শিশুকে আমি কিরূপে পোষণ করিব? হায়! তাহারা মাতার প্রতীক্ষা করিতেছে। কুলিঙ্গ এইরূপে প্রিয়াবিয়োগে ব্যাকুল হইয়া অশ্রুমোচন করিতেছে, এমন সময় সেই ব্যাধ অদূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কালপ্রেরিত হইয়া তাহাকে শরদ্বারা বিদ্ধ করিল। তোমরাও সেই কুলিঙ্গের ন্যায় অল্পবুদ্ধি; তোমরা এইরূপে যদি শত শত বর্ষ পতির নিমিত্ত শোক কর, তথাপি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে না।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন,—বালক এইরূপ বলিলে রাজা সুযজ্ঞের জ্ঞাতিগণ সকলে বিস্মিতচিত্ত হইলেন এবং সরল বস্তুই অনিত্য ও মিথ্যা আবির্ভূত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। যম এইরূপ উপাখ্যান বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, সুযজ্ঞের জ্ঞাতিগণও, তাঁহার পরলোককৃত্য সম্পাদন করিল। অতএব, তোমরা আত্মা বা পরের জন্য শোক করিও না; এই জগতে আত্মা কে, পর কে? আত্মীয় কে, পরকীয়ই বা কে? এই আত্মা, এই পর, দেহীর এইরূপ অভিমানই অজ্ঞান; এই অজ্ঞান না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত আত্মপরপ্রভেদ থাকে না।

নারদ কহিলেন,—দিতি বধূর সহিত দৈত্যপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রশোক পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বে চিত্ত নিবেশিত করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! হিরণ্যকশিপু আপনাকে অজেয়, অজর, অমর, প্রতিপক্ষহীন ও একচ্ছত্র অধিপতি করিতে অভিলাষ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মন্দর পর্ব্বতের উপত্যকায় পরমদারুণ তপস্যা আরম্ভ করিলেন; তিনি উর্দ্ধবাহু ও নভোদৃষ্টি হইয়া পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা অবনি স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; যেমন প্রলয়কালীন অর্ক রশ্মিজালে শোভমান হয়, সেইরূপ তিনিও জটা-কলাপের কান্তিচ্ছটায় শোভমান হইলেন। পূর্ব্বে যে সকল দেবতারা অলক্ষিতভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন, তিনি তপস্যানিরত হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার স্বস্বস্থানে আগমন করিলেন। তাঁহার তপোময় সধূম অগ্নি মস্তক হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া উর্দ্ধলোক ও অধোলোক-সকলকে সন্তপ্ত করিল; নদী ও সমুদ্রসকল ক্ষুব্ধ, দ্বীপ ও পর্ব্বতের সহিত পৃথিবী কম্পিত, গ্রহগণের সহিত তারাগণ নিপতিত এবং দশদিক্ প্রজ্বলিত হইল। সেই তপোময় অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া সুরগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং ধাতাকে নিবেদন করিলেন, হে দেবদেব জগৎপতে! দৈত্যরাজের তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া আমরা স্বর্গলোকে বাস করিতে পারিতেছি না। হে ভূমন্ সর্ব্বাধিপতে! যাঁহারা উপহার প্রদানপূর্ব্বক আপনার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বিনাশ হইবার পূর্ব্বে, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, এই বিপদের উপশম করুন। আপনার কি অবিদিত আছে? তথাপি আমাদিগের নিবেদন শ্রবণ করুন। তাহার সঙ্কল্প এই,—যেমন ব্রহ্মা তপোনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠা-দ্বারা চরাচর এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বলোক হইতে শ্রেষ্ঠ সত্যলোকে অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেইরূপ আমিও ক্রমশঃ তপস্যা ও যোগনিষ্ঠা-দ্বারা সেই স্থান অধিকার করিব; যদিও আয়ুঃ অল্প, তথাপি কাল ও আত্মা যখন নিত্য, তখন বহুজন্ম তপস্যা করিয়া তাহা নিশ্চয় লাভ করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া সে দুস্তর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে বলে, আমি স্বীয় তেজে এই ব্রহ্মাণ্ড অন্যবিধ ব্যবস্থা স্থাপন করিব, অতঃপর পূর্ব্বের নিয়ম চলিবে না; যাহারা ইহলোকে ব্রহ্মচর্য্য তপস্যাদি করিয়া ক্লেশ ভোগ করে, তাহারা পরলোকেও নরকভাগী হইয়া ক্লেশ পাইবে এবং যাহারা ইহলোকে কেবল বৈষয়িক সুখভোগে নিরত থাকে, তাহারা পরলোকেও স্বর্গাদি সুখ ভোগ করিবে; ধ্রুবাদি লোকে প্রয়োজন কি? ঐ সকল লোক কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; অতএব ব্রহ্মলোক অধিকার করিব। সে যে দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার এই নিগূঢ় অভিপ্রায় আছে, আমরা শুনিয়াছি। আপনি ত্রিভুবনেশ্বর, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য, স্বয়ং তাহার বিধান করুন। হে জগৎপতে! আপনার এই পারমেষ্ঠ্যপদ উৎকৃষ্ট গোব্রাহ্মণসৃষ্টির নিমিত্ত, কিন্তু সে ইহা অধিকার করিলে বিরুদ্ধ সৃষ্টি করিবে; আপনার এই লোক হইতে সৃষ্ট লোকদিগের ধর্ম্মাদি সম্পত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু সে অধিকার করিলে অধর্ম্মবাহুল্যে বিপত্তি ঘটিবে; আপনার এই লোক কল্যাণ ও উৎকর্ষের নিদান, সে অধিকার করিলে গোব্রাহ্মণগণের অকল্যাণ ও পরাভব হইবে। হে নৃপ! ভগবান্ আত্মভূ এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া ভৃগু ও দক্ষাদিপরিবৃত হইয়া দৈত্যেশ্বরের আশ্রমে গমন করিলেন, কিন্তু প্রথমে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, কারণ, তাঁহার দেহ বল্মীক, তৃণ ও কীচকদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং চতুর্দ্দিকে পিপীলিকাগণ তাঁহার মেদঃ, ত্বক, মাংস ও শোণিত ভক্ষণ করিয়াছিল। পরে হংসবাহন বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইলেন, দৈত্যরাজ তপস্যাদ্বারা লোকসকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন; তাঁহাকে মেঘাচ্ছন্ন রবির

ন্যায় দেখিয়া ব্রহ্মা সবিস্ময়ে হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে কশ্যপনন্দন! উঠ উঠ, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছ, বরদাতা আমি তোমার সমক্ষে আসিয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার এই মহৎ ও অদ্ভুত ধৈর্য্য দর্শন করিয়াছি; দংশসকল তোমার দেহ ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে, প্রাণ অস্থিসমূহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। প্রাচীন ঋষিগণ ঈদৃশী তপস্যা করেন নাই, অপর কেহও এরূপ করিতে পারিবেন না; কে নিরম্বু হইয়া দেবপরিমাণে শত বৎসর প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে? মনস্বিগণের দুষ্কর তোমার এই তপশ্চর্য্যায় আমি পরাজিত হইয়াছি; হে দিতিনন্দন! সুতরাং তপোনিষ্ঠ তুমি যে আমাকে পরাজিত করিয়াছ, তাহাতে আর বক্তব্য কি? হে অসুরশ্রেষ্ঠ! অতঃপর আমি তোমাকে নিখিল অভিলষিত বস্তু দান করিব; আমি অমর, তুমি মর্ত্ত্য হইয়া যে আমার দর্শন লাভ করিলেন, ইহা নিষ্ফল হইবে না।

নারদ কহিলেন,—আদিদেব ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া যাহা হইতে অব্যর্থ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, সেই দিব্য কমণ্ডলুজলদ্বারা পিপীলিকাদিকর্ত্তৃক ভক্ষিত-দেহকে প্রেক্ষিত করিলেন। অনন্তর দৈত্যেশ্বর কীচকবল্মীক হইতে সমুত্থিত হইলেন; তিনি মনঃশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি ও দেহশক্তিসমন্বিত ও সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন; তিনি যুবা, বজ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গের দৃঢ়তা ও তপ্ত হেমের ন্যায় তাঁহার কান্তি; তিনি যখন উত্থিত হইলেন, বোধ হইল যেন বিভাবসু কাষ্ঠ হইতে প্রকাশিত হইলেন। দৈত্যরাজ দেব হংসবাহকে আকাশে অবস্থিত নিরীক্ষণ করিয়া শিরোদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া দৈত্যপতি মহোৎসবতুল্য আনন্দ অনুভব করিলেন। অনন্তর উত্থিত হইয়া নেত্রদ্বারা বিভুকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইলেন, মস্তক অবনত ও হর্ষনিবন্ধন নয়নে অশ্রু বিগলিত হইল এবং দেহে পুলকাবলী উদ্ভিন্ন হইল; তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন,—কল্পান্তকালে এই জগৎ প্রকৃতির গুণরূপ নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ছিল, স্বপ্রকাশ যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা ইহাকে অভিব্যক্ত করেন এবং যিনি তিনগুণ স্বীকার করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয় পরিচ্ছেদশূন্য পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। যিনি আদ্য, অতএব কারণ; যিনি জ্ঞান অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, বিজ্ঞান অর্থাৎ জগৎপ্রকাশক, যিনি প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি এই সকল বিকার-দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ অন্যান্য বস্তুর আকার ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। তুমিই স্থাবর ও জঙ্গমের নিয়ন্তা, কারণ, তুমি মুখ্য প্রাণ অর্থাৎ সূত্রাত্মা, অতএব তুমি প্রজাগণের এবং তাহা-দিগের চিত্ত চেতনা, মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণের পতি; এই নিমিত্ত তুমিই মহান্ এবং আকাশাদি ভূতগণের, তাহাদিগের গুণস্বরূপ শব্দাদি বিষয়সমূহের ও বিষয়-বাসনাসকলের ঈশ্বর। ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রয় তোমার তনু; হোতা উদ্‌গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা নামে চারি-জন যাজ্ঞিক উক্ত বেদোক্ত চতুর্হোত্রক কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন; তুমি উক্ত বিদ্যা-দ্বারা অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসকলের বিস্তার করিয়া থাক; তুমি প্রাণিগণের আত্মা ও অন্তর্যামী, কারণ, তুমি সর্ব্বজ্ঞ; দেশ ও কালদ্বারা তোমার পরিচ্ছেদ হয় না, এই নিমিত্ত তুমি অখণ্ড। তুমিই নিমিষশূন্য কাল, লবাদি অবয়বদ্বারা জনগণের আয়ুঃ ক্ষয় করিয়া থাক; তুমি সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা হইয়াও কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার; কারণ, তুমি জ্ঞানরূপ আত্মা, পরমেশ্বর,

জন্মরহিত ও অপরিচ্ছিন্ন। জীবলোক জন্মাদিদ্বারা বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তুমি জীবলোকের জীবনহেতু, যেহেতু তুমিই তাহার নিয়ন্তা যদি তুমি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু থাকিত, তাহা হইলে তাহা হইতে তোমার জন্মাদি বিকার সম্ভব হইত; কিন্তু কারণ ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক কার্য্য কোন বস্তুই তোমা হইতে অতিরিক্ত নহে; বেদ, উপবেদ ও তাহার অঙ্গ ব্যাকরণাদি তোমারই তনু, যেহেতু তুমিই বৃহৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম; হিরণ্যরূপ ব্রহ্মাণ্ড তোমার গর্ভে বাস করিয়া থাকে, তুমি ত্রিগুণাত্মক প্রধানের পরপারে অবস্থান করিতেছ। হে বিভো! এই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার স্থূল শরীর, তুমি এতদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের গুণসমূহ অর্থাৎ বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া থাক, কিন্তু পারমেষ্ঠ্য ধামে অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া ভোগ করিয়া থাক, তাহাতে তোমার স্বরূপের তিরোধান হয় না, অতএব তুমি নিরুপাধি ব্রহ্ম ও পুরাণ পুরুষ। হে অনন্ত! তুমি মনঃ ও বাক্যের অগোচররূপে এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তোমার ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্য, যেহেতু তুমি চিচ্ছক্তি অর্থাৎ বিদ্যা এবং অচিচ্ছক্তি অর্থাৎ মায়া এই শক্তিদ্বয়সমন্বিত তোমাকে নমস্কার করি। হে বরদোত্তম! হে প্রভো! যদি আমার অভিলষিত বর প্রদান করিবে, তাহা হইলে এই বর দাও, যেন তোমার সৃষ্ট কোন ভূত হইতে আমার মৃত্যু সংঘটিত না হয়। গৃহাদির অভ্যন্তরে, গৃহাদির বাহিরে, দিবাভাগে, রাত্রিতে, ভূমিতলে ও আকাশে যেন আমার মৃত্যু না হয়; নর অথবা পশু যেন আমাকে বধ করিতে না পারে। তুমি যাহাদিগকে সৃষ্টি কর নাই, ঈদৃশ কেহ যেন কোন অস্ত্রদ্বারা আমার বিনাশসাধনে সমর্থ না হয়। আরও, যাহারা প্রাণী অথবা যাহারা প্রাণহীন এবং সুর, অসুর ও মহাসর্প-সকল, ইহারাও যেন আমাকে বধ করিতে না পারে। যুদ্ধে যেন কেহ আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ না হয়; দেহিগণের ও লোকপালগণের উপর আমাকে একমাত্র অধীশ্বর করিয়া দাও এবং তপস্যা ও যোগের প্রভাবে যাহারা তোমার ন্যায় মহিমা অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে, যে সকল ঐশ্বর্য্য কদাপি বিনষ্ট হয় না, তোমার কৃপায় আমার সেই সকল ঐশ্বর্য্য অধিগত হউক।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—হিরণ্যকশিপু এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন, ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সুদুর্লভ বরসকল প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন—হে তাত! তুমি যে সকল বর প্রার্থনা করিলে, তাহা পুরুষের দুর্লভ; হে বৎস! দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে ঐ সকল বর প্রদান করিলাম। অনন্তর যাহার অনুগ্রহ কখনও ব্যর্থ হয় না, সেই ভগবান্ ব্রহ্মা অসুররাজকর্তৃক পূজিত হইয়া গমন করিলেন, প্রজাপতিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দৈত্য এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া হেমময় বপুঃ ধারণপূর্ব্বক ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের বধ স্মরণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে দ্বেষ করিতে লাগিল। প্রবল প্রতাপ অসুর, দেব, অসুর মনুষ্যেন্দ্রগণ গন্ধর্ব্ব, পক্ষী, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষি, পিতৃপতি, মনু, যক্ষ, রক্ষঃ ও পিশাচাধিপতি, প্রেত ও ভূতপতিদিগকে জয় করিল, যে যে প্রাণিজাতির মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ,

বিশ্বজয়ী অসুর তাহাদিগকে জয় করিল; এইরূপে সে দশ দিক্ ও তিন লোক জয় করিয়া লোকপালগণের তেজ ও স্থান হরণ করিল। যাহা দেবোদ্যান দ্বারা পরিশোভিত, সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর আশ্রয় অখিলভোগ্যোপকরণসমন্বিত স্বর্গ অধিকার করিয়া মহেন্দ্র-ভবনে বাস করিতে লাগিল। যথায় সোপানাবলী বিদ্রুমনির্ম্মিতা ভূমি মরকতমণিময়ী, গৃহভিত্তি সকল স্ফটিকনির্ম্মিত ও স্তম্ভশ্রেণীসমূহ বৈদূর্য্যমণিময়; যথায় বিচিত্র চন্দ্রাতপ পদ্মরাগমণিময় আসন, দুগ্ধফেননিভা মুক্তাদামাদি পরিচ্ছদযুক্তা শয্যা শোভা পাইতেছে, যথায় সুর-সুন্দরীগণ কূজনশীল নূপুরের ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে ও রত্নভূমিতে স্ব স্ব সুন্দর মুখের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, সেই মহেন্দ্রভবনে মহাবল মহামনা লোকজয়ী একচ্ছত্র অসুর বিহার করিতে লাগিল; সন্তাপিত দেবপ্রভৃতি সকলেই তাহার পদদ্বয় বন্দনা করিতে লাগিল; এইরূপে তাহার শাসন সমধিক প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। হে রাজন্! তীব্রগন্ধ সুরাপানে অসুর মত্ত হইলে তাহার তাম্র লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত হইত; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব-ব্যতীত সর্ব্ব লোকপালগণ তপস্যা, যোগবল ও তেজের আশ্রয় সে অসুরকে উপহার হস্তে লইয়া আরাধনা করিতে লাগিল। হে যুধিষ্ঠির! বিশ্বাবসুপ্রভৃতি গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ, তুম্বুরু ও আমি, আমরা সকলেই স্বীয় তেজে ইন্দ্রের সিংহাসনে অধিরূঢ় সেই অসুরের গুণগান করিতাম এবং ঋষিগণ, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরোগণ মুহুর্মুহুঃ তাঁহার স্তুতি করিতেন। বর্ণাশ্রমিগণ যাহাতে প্রচুর দক্ষিণা দান করিতে হয়, ঈদৃশ যজ্ঞসমূহদ্বারা দৈত্যরাজের আরাধনা করিত, সে স্বীয় প্রভাবে হবির্ভাগ গ্রহণ করিত। তাহার শাসনাধীনা সপ্তদ্বীপবতী মহী কর্ষণ ব্যতিরেকে পক্ক শস্যাদি প্রদান করিত, স্বর্গ অভিলষিত বস্তু দান করিত এবং নভোমণ্ডল নানাবিধ আশ্চর্য্য বস্তুর আধার হইয়াছিল। লবণ, মধু, ঘৃত, ইক্ষুরস, দধি, দুগ্ধ ও অমৃতসমুদ্রসকল তরঙ্গসমূহদ্বারা রত্নরাশি উপহাররূপে প্রদান করিত। শৈলসমূহ উপত্যকাভূমিতে তাহার ক্রীড়াস্থান রচনা করিয়া দিয়াছিল। বৃক্ষসকল ষড়্ ঋতুসুলভ পুষ্প-ফলাদি যুগপৎ প্রসব করিত এবং দৈত্যপতি স্বয়ং বর্ষণ, দহন ও শোষণাদি লোকপালগণের পৃথক্ পৃথক্ গুণ একাধারে ধারণ করিত। দৈত্যরাজ অজিতেন্দ্রিয় ছিল, এই নিমিত্ত দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট্ হইয়াও এবং প্রিয় বিষয়সকল যথেচ্ছ উপভোগ করিয়াও তাহার তৃপ্তি হইল না। এইরূপে ঐশ্বর্য্যমত্ত দৃপ্ত উন্মার্গগামী ব্রহ্মশাপগ্রস্ত অসুরের সুদীর্ঘকাল অতীত হইল। লোকপালগণের সহিত লোক সকল তাহার উগ্রদণ্ডে নিপীড়িত হইয়া ও অন্যত্র রক্ষক না দেখিয়া অচ্যুতের শরণাপন্ন হইল। যে দিকে ঈশ্বর শ্রীহরি বিরাজ করেন, অমল শান্ত সন্ন্যাসিগণ যে দিকে গমন করিয়া নিবৃত্ত হন না, সেই দিক্‌কে নমস্কার। এইরূপে বহিরিন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও দেহকে সংযত করিয়া বায়ু-ভুক্ ও অমল হইয়া তাহারা হৃষীকেশের স্তব করিয়া কহিল,—তুমি মহাত্মা পুরুষ ও ভগবান, ঘনীভূত বিশুদ্ধ চিদানন্দরূপ, তোমা হইতেই অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তোমাকে নমস্কার করি। তখন মেঘনিস্বনা সাধুগণের অভয়প্রদা অশরীরিণী বাণী দিক্‌সকল মুখরিত করিয়া তাহাদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিল,—হে দেবশ্রেষ্ঠগণ। তোমাদিগের ভয় নাই তোমাদিগের মঙ্গল হউক, ভূতগণ আমার দর্শন লাভ করিলে সর্ব্বশ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই দৈত্যাধমের যে সকল দৌরাত্ম্য, তাহা আমি অবগত আছি, আমি তাহার শান্তি বিধান করিব, কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা কর। যদি কেহ দেব, বেদ, গো, বিপ্র, সাধু, ধর্ম্ম ও আমার প্রতি বিদ্বেষ আচরণ করে, তাহা হইলে সে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। যখন নির্ব্বৈর প্রশান্ত স্বীয়

সুত মহাত্মা প্রহ্লাদের প্রতি দ্রোহাচরণ করিবে; তখন ব্রহ্মবরে তেজস্বী হইলেও আমি উহাকে বধ করিব।

নারদ কহিলেন,—লোকগুরু ভগবান্ এইরূপ কহিলে, দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিরুদ্বেগচিত্তে প্রতিগমন করিলেন এবং অসুর হত হইয়াছে মনে করিলেন। সেই দৈত্যপতির পরমাদ্ভুত চারি পুত্রের মধ্যে প্রহ্লাদ বহুগুণে গরিষ্ঠ ও মহাজনগণের ভক্ত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মণ্য শীলসম্পন্ন সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। যেমন আত্মা সর্ব্বভূতের একমাত্র প্রিয় ও সুহৃত্তম, তিনিও তাদৃশ ছিলেন। তিনি দাসের ন্যায় পূজনীয়গণের চরণে প্রণত হইতেন, দীনজনের প্রতি পিতার ন্যায় বাৎসল্য ও তুল্য ব্যক্তির প্রতি ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিতেন; তিনি গুরুদেবকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবনা করিতেন; তাহার বিদ্যা, অর্থ, রূপ ও আভিজাত্য ছিল, কিন্তু তথাপি অভিমানশূন্য ছিলেন; তাঁহার চিত্ত বিপদে বা দুঃখে উদ্বিগ্ন হইত না; তিনি স্বর্গাদিকে অথবা ঐহিক ভোগ্যবস্তুসকলকে অনিত্য মনে করিতেন, অতএব ঐ সকল পদার্থে নিস্পৃহ-ছিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়, প্রাণ, শরীর ও বুদ্ধি সংযত ছিল ও মনঃ সর্ব্বদা কামনারহিত, সুতরাং প্রশান্ত থাকিত। এইরূপে তিনি অসুর হইয়াও মাৎসর্য্যাদি অসুরভাববর্জ্জিত ছিলেন। হে রাজন্! মহাজনগণ যে সকল গুণে অলঙ্কৃত থাকেন, সেই সকল গুণ প্রহ্লাদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল; বিবেকী ব্যক্তিগণ মুহুর্মুহুঃ ঐ সকল গুণ স্ব স্ব চরিত্রগত করিয়া থাকেন; যেমন ভগবানের গুণ কখনও তিরোহিত হয় না, সেইরূপ তাঁহার সেই সকল গুণ অদ্যাপি তিরোহিত হয় নাই। হে মহারাজ! যে সভায় সাধু কথার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তথায় দেবগণ শত্রু হইলেও তাঁহার চরিত্রকে আদর্শ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আপনাদিগের ন্যায় ব্যক্তি যে তাদৃশ মনে করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? যাঁহার ভগবান বাসুদেবে স্বাভাবিকী রতি বর্ত্তমান ছিল অসংখ্য গুণগ্রামদ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্য কেবল সূচিত হইতেছে মাত্র। প্রহ্লাদ যখন বালক ছিলেন, তখন ক্রীড়নক পরিত্যাগ করিয়া জড়বৎ থাকিতেন; কৃষ্ণগ্রহ তাঁহার আত্মাকে অধিকার করায়, তাঁহার চিত্ত একমাত্র কৃষ্ণেই নিবেশিত থাকিত; এই জগৎ সাধারণের নিকট যাদৃশ প্রতিভাত হয়, তাঁহার নিকট তাদৃশ প্রতিভাত হইত না। তাঁহার আত্মা গোবিন্দের সহিত একীকৃত হওয়ায় উপবেশন, পর্য্যটন, ভোজন, শয়ন, পান, ও বাক্যকথনবিষয়ে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। কখন বৈকুণ্ঠনাথের চিন্তায় চেতনা বিহ্বল হওয়ায় রোদন করিতেন, কখন হাস্য করিতেন, কখন বা ভগবচ্চিন্তায় এত আহ্লাদ হইত যে, উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন; কোন কোন সময়ে মুক্তকণ্ঠে চীৎকার, কখন বা বিলজ্জভাবে নৃত্য এবং কখন বা ভগবদ্ভাবনাযুক্ত; সুতরাং তন্ময় হইয়া ভগবানের লীলা অনুসরণ করিতেন। কোন কোন সময়ে, প্রহ্লাদ কৃষ্ণভাবাপন্ন হইয়া পুলকিতাঙ্গ হইতেন, তখন তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেন; অচঞ্চল প্রেমজনিত আনন্দে অশ্রু বিগলিত হইয়া তাঁহার লোচনদ্বয়কে আমীলিত করিত। যাঁহারা অকিঞ্চন ভক্ত, তাঁহাদিগের সঙ্গ হইতে উত্তমঃশ্লোকের পদারবিন্দে সেবাধিকার লাভ করা যায়; তিনি সেই সেবাদ্বারা পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন ও তাহা বিস্তার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃসঙ্গে পড়িয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগেরও চিত্তের শান্তিবিধান করিয়াছিলেন। হে রাজন্! হিরণ্য-কশিপু মহাভক্ত মহাভাগ মহাত্মা ঈদৃশ পুত্রের প্রতি দ্রোহাচরণ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে দেবর্ষে! হে তপোধন!

পিতা হইয়া পবিত্রচেতাঃ সাধুশীল আত্মজের প্রতি অসুররাজ যে প্রতিকুল আচরণ করিয়াছিলেন, তদ্‌-বিষয়ে আপনার নিকট তথা অবগত হইতে অভিলাষ করি। পুত্র প্রতিকূল হইলে পুত্রবৎসল পিতা তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তিরস্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু শত্রুর ন্যায় কদাপি দ্রোহাচরণ করেন না; পুত্র অনুকূল ও প্রগাঢ় জ্ঞান-সম্পন্ন হইলে এবং পিতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিলে তাদৃশ পুত্র যে পিতার দ্রোহাচরণের পাত্র নহে, তাহাতে বক্তব্য কি? হে ব্রহ্মন্! পিতা হইয়া বিদ্বেষবশতঃ যে পুত্রের মরণের আয়োজন করে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই বিষয়ে আমার মহৎ কৌতূহল হইয়াছে; হে প্রভো! তাহা নিবারণ করিতে আজ্ঞা হয়।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—অসুরগণ ভগবান্ শুক্রাচার্য্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন; অতএব শণ্ড ও অমর্ক নামে তাঁহার পুত্রদ্বয় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদসমীপে বাস করিতেন। রাজা নীতিনিপুণ বালক প্রহ্লাদকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন; তাঁহারা প্রহ্লাদকে ও অন্যান্য অসুর-বালকদিগকে দণ্ডনীতিপ্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। গুরু যাহা বলিতেন, প্রহ্লাদ তাহা শ্রবণ করিতেন; কিন্তু নীতিশাস্ত্রকে তিনি সাধু বলিয়া বিবেচনা করিতেন না; কারণ, ইনি আত্মীয়, ইনি পর এইরূপ মিথ্যা অভিমানকে আশ্রয় করিয়া দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র অবস্থান করিতেছে। হে পাণ্ডব! একদা অসুরপতি পুত্রকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি যাহা উত্তম বলিয়া মনে কর, তাহাই বল। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে অসুররাজ! 'আমি আমার' এই মিথ্যা অভিনিবেশ হইতে দেহিগণের বুদ্ধি সম্যক্ উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে; তাহাদিগের গৃহ অন্ধকূপের ন্যায় মোহজনক, এই নিমিত্ত গৃহিগণকে অধঃপাতিত করে; ঈদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক গৃহিগণের হরির আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়; আমি ইহাই উত্তম বলিয়া মনে করি।

নারদ কহিলেন,—দৈত্য, পুত্রের মুখে শত্রু বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরের কুমন্ত্রণায় বালকের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে মনে করিয়া হাস্য করিলেন এবং আদেশ করিলেন, বিষ্ণুভক্ত দ্বিজাতিগণ ভিন্ন বেশ ধারণপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া যাহাতে বালকের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাইতে না পারে, তাহাকে সেইরূপে গুরুগৃহে রক্ষা কর। দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে আনয়ন করিলে দৈত্য-পুরোহিতগণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক মধুরবাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস প্রহ্লাদ! তোমার কোন ভয় নাই, সত্য বল, মিথ্যা বলিও না; তোমার এই যে বুদ্ধি-বিপর্য্যায়, ইহা বালকদিগের দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহা তোমার কোথা হইতে হইল? তোমার এই যে বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে, ইহা কি তোমার স্বাভাবিক, অথবা অপর কেহ জন্মাইয়া দিয়াছে? হে কুলতিলক! আমরা তোমার গুরু, আমরা শুনিতে ইচ্ছুক; আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বল।

প্রহ্লাদ কহিলেন, যাঁহার মায়ায় বুদ্ধি বিমোহিত হওয়ায় লোককে 'ইনি পর' ইনি আত্মীয়' এইরূপ মিথ্যা অভিমান করিতে দেখা যায়, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি! সেই ভগবান যখন অনুকূল হন, তখন লোকের 'ইনি অন্য, আমি অন্য' এই প্রভেদ-রূপা মিথ্যাবিষয় পশুবুদ্ধি দূরীকৃত হইয়া 'আত্মা-অভিন্ন' এই বুদ্ধি উদিত হইয়া থাকে। যাহারা অবি-বেকী তাহারা এই পরমাত্মাকেই আত্মীয় ও পর বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকে, কারণ, ইহার চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, এমন কি বেদবাদী ব্রহ্মাদিও ইঁহার স্বরূপ-বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকেন; ইনিই আমার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! যেমন লৌহ অয়স্কান্ত মণির সমীপে স্বয়ং ভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ আমার চিত্ত চক্রপাণির সমীপে ভ্রমণ করিতেছে; কি তপোদানাদির ফলে আমার চিত্ত চক্রপাণির সন্নিধি লাভ করিয়াছে, তাহা জানি না।

নারদ কহিলেন,—মহামতি প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণকে এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন; তখন অতীব নীচমনা রাজসেবক সেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—অরে, বেত্র আনয়ন কর, এই বালক হইতে আমাদিগের যশঃ বিলুপ্ত হইবে; এই কুলাঙ্গার দুর্ব্বুদ্ধির পক্ষে সামাদি চারিটী উপায়ের মধ্যে চতুর্থ উপায় অর্থাৎ দণ্ডবিধানই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই দৈত্যকুল চন্দনবন, এই বালক ইহাতে কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ জন্মিয়াছে; লোকে লৌহনির্ম্মিত কুঠারে কণ্টকবৃক্ষ-নির্ম্মিত দণ্ড যোজনা করিয়া বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া থাকে। এ স্থলে বিষ্ণুই পরশু হইয়া দৈত্যচন্দন-বনের মূল উন্মূলন করিতে উদ্যত, এই বালক সেই পরশুর কণ্টকবৃক্ষনির্ম্মিত দণ্ডস্বরূপ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এইরূপে তর্জ্জনাদি বিবিধ উপায়-দ্বারা প্রহ্লাদকে ভয় দেখাইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের উপ-পাদক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর যখন গুরু দেখিলেন, প্রহ্লাদ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটি নীতিবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে মাতার নিকট আনয়ন করিলেন; মাতা তাঁহাকে স্নান করাইয়া অলঙ্কৃত করিয়া দিলে গুরু তাঁহাকে দৈত্যপতির সমীপে আনয়ন করিলেন। বালক পিতার চরণে পতিত হইলে দৈত্যরাজ আশীর্ব্বাদদ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করিয়া বাহুদ্বারা বহুক্ষণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন! হে যুধিষ্ঠির! অসুররাজ প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে স্থাপন ও মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত-দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস প্রহ্লাদ। তুমি অদ্যাবধি গুরুসমীপে যাহা কিছু উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছ ও যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া তোমার বোধ হইয়াছে, হে আয়ুষ্মান্! তাহা আমার নিকট বল।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন অর্থাৎ পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য অর্থাৎ কর্ম্মার্পণ, সখ্য অর্থাৎ বিষ্ণুকে মিত্র মনে করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাসস্থাপন এবং আত্মনিবেদন অর্থাৎ যেমন গবাদি বিক্রয় করিয়া দিলে তাহাদিগের ভরণ-পোষণ চিন্তা করিতে হয় না, সেইরূপ ভগবান্‌কে দেহ সমর্পণ করিয়া ভরণ-পোষণের চিন্তাবর্জ্জন, এই নবলক্ষণা ভক্তি; অধ্যয়ন করিলে যদি জীব সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি এই ভক্তি অর্পণ করিয়া আচরণ করিতে পারে, তবে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি। হিরণ্যকশিপু পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি গুরুপুত্রকে কহিলেন, ব্রাহ্মণাধম! তুমি আমার বিপক্ষ বিষ্ণুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছ; দুষ্ট, দুর্ম্মতে! আমার প্রতি অবহেলা করিয়া বালককে এ কি অসার শিক্ষা দিয়াছ? জগতে অনেক অসাধু

ছদ্মবেশী কপট বন্ধু দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন ব্রহ্মহত্যাকারি প্রভৃতি পাতকীর ক্ষয়রোগাদি কালে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেইরূপ ঐ সকল কপট বন্ধুরও বিদ্বেষাদি কালে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

গুরুপুত্র কহিলেন,—হে ইন্দ্রশত্রো! আপনার পুত্র যাহা বলিতেছে, তাহা আমি অথবা অন্য কেহ অধ্যয়ন করান নাই। হে রাজন্! এই বালকের এই বুদ্ধি স্বাভাবিকী; অতএব ক্রোধ সংবরণ করুন, আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। গুরু এইরূপ উত্তর প্রদান করিলে অসুররাজ পুনর্ব্বার পুত্রকে কহিলেন, রে দুষ্ট! যদি তুমি গুরুমুখে এই সকল শিক্ষা কর নাই, তবে কোথা হইতে তোমার এই সকল দুষ্টা বুদ্ধি জন্মিল?

প্রহ্লাদ কহিলেন,—যাহারা নিরন্তর গৃহচিন্তায় আসক্ত, ইন্দ্রিয় সংযত না হওয়ায় যাহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত চর্ব্বন করিয়া থাকে, তাহাদিগের গুরু হইতে বা স্বভাবতঃ অথবা পরস্পর হইতে কোন প্রকারেই কৃষ্ণে মতি উৎপন্ন হয় না। যাহারা দুরাশয় অর্থাৎ যাহাদিগের অন্তঃকরণ বিষয়-বাসিত, তাহারা বিষ্ণুকে জানিতে পারে না, কারণ, যাঁহারা বিষ্ণুকেই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, তিনি তাঁহাদিগের গম্য; যাহারা বহির্বিষয়কে পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে যাহারা গুরু বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের দশা অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় হইয়া থাকে; যেমন তাদৃশ অন্ধ প্রকৃত পথ জানিতে না পারিয়া গর্ত্তমধ্যে পতিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণও বন্ধনদশায় পতিত হয়; বেদ পরমেশ্বরের দীর্ঘরজ্জু, ব্রহ্মণাদি নাম তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রর্জ্জুরূপে সংলগ্ন রহিয়াছে; ঐ সকল ব্যক্তি কাম্য-কর্ম্মহেতু ঐ সকল রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া থাকে। যাঁহারা বিষয়ে অভিমানশূন্য মহত্তম, যতদিন না ঐ সকল ব্যক্তি তাহাদিগের পদরজে অভিষিক্ত হয় ততদিন তাহাদিগের মতি উরুক্রমের শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; ঈদৃশী মতি হইতে সংসাররূপে অনর্থের অপগম হইয়া থাকে। পুত্র এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে বিবেকশূন্য-হৃদয় হইয়া তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড় হইতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন; তাঁহার আর সহ্য হইল না, ক্রোধাবেশে লোচনদ্বয় ঈষৎ তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি আদেশ করিলেন, রাক্ষসগণ! এই বালক বধযোগ্য, ইহাকে বহির্ভাগে লইয়া গিয়া শীঘ্র বধ কর। যে বিষ্ণু ইহার পিতৃব্যকে বধ করিয়াছে, এই অধম বালক স্বীয় সুহৃদ্গণকে পরিত্যাগ করিয়া দাসের ন্যায় সেই বিষ্ণুর পাদদ্বয় অর্চ্চনা করিতেছে; অতএব এই বালকই আমার ভ্রাতৃহন্তা। যে কৃতঘ্ন বালক পঞ্চ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই পিতা-মাতার দুস্ত্যজ সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিল, সে বিষ্ণুরই বা কি উপকার করিবে? যদি শত্রুও ঔষধের ন্যায় হিতকারী হয়, তবে তাহাকে পুত্রই জ্ঞান করিতে হইবে, কিন্তু পুত্র স্বীয় দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া যদি অহিতকারী হয়, তবে রোগের ন্যায় বধ করিতে হইবে; করচরণাদি অঙ্গ যদি নিজের অহিতকর হয়, তবে তাহাকেও ছেদন করিয়া ফেলিবে, কারণ, তাদৃশ অঙ্গকে বর্জ্জন করিলে অবশিষ্ট অঙ্গ সুখে জীবিত থাকিতে পারে। যেমন দুষ্ট ইন্দ্রিয় মুনিজনের শত্রু, সেইরূপ পুত্রবেশধারী এই শিশু আমার শত্রু, ইহাকে ভোজনকালে বিষাদিপ্রহার-দ্বারা এবং শয়ন ও উপবেশন কালে শস্ত্রাদিপ্রয়োগ-দ্বারা বধ করা কর্ত্তব্য; ফলতঃ ইহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। প্রভুর আদেশ পাইয়া তীক্ষ্ণদংষ্ট্র করালবদন তাম্রশ্মশ্রু ও তাম্রকেশ রাক্ষসগণ শূলহস্তে 'মার্ মার্ কাট্ কাট্' বলিয়া ভৈরব গর্জ্জন করিতে করিতে উপবিষ্ট প্রহ্লাদের সকল মর্ম্মস্থানে শূল প্রহার করিতে লাগিল। প্রহ্লাদের চিত্ত পরমেশ্বরে সমাহিত ছিল,

যেমন মন্দভাগ্য ব্যক্তির উদ্যম বিফল হয়, সেইরূপ রাক্ষসগণের প্রহারও নিষ্ফল হইয়া গেল; কারণ যে পরমেশ্বরে তাঁহার চিত্ত সমাহিত ছিল, তিন নির্ব্বিকার, অবিষয়, নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও শস্ত্রাদিরও নিয়ন্তা। হে যুধিষ্ঠির! রাক্ষসগণের প্রয়াস এইরূপে বিফল হইলে দৈত্যপতি শঙ্কিত হইয়া নিরতিশয় আগ্রহসহকারে পুত্রের বধোপায়সকল অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রহ্লাদকে দিগ্‌গজসমূহের পদতলে নিক্ষেপ করিলেন, মহাসর্পদ্বারা দংশন করাইলেন, আভিচারিক মন্ত্রদ্বারা অপদেবতা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন, গিরিশৃঙ্গ হইতে অধঃপাতিত করিলেন, মায়ার প্রভাবে সিংহব্যাঘ্রাদি সৃষ্টি করিয়া আমন্ত্রণ করাইলেন, অরণ্যাদির মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন, ভক্ষ্যদ্রব্যে বিষ প্রদান করিলেন, উপবাসে রাখিলেন, হিম, বায়ু, অগ্নি ও জলমধ্যে পাতিত করিলেন, এবং তদুপরি পর্ব্বত ক্ষেপণ করিলেন; এই সকল উপায় বহুবার অবলম্বন করিয়াও যখন অসুররাজ নিষ্পাপ পুত্রের বধসাধনে সমর্থ হইলেন না, তখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং অন্য কোন বধোপায় উদ্‌ভাবন করিতেও সমর্থ হইলেন না। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি এই বালককে বহু কর্কশ বাক্য বলিয়াছি, ইহাকে বধ করিবার নিমিত্ত বহু উপায়ও অবলম্বন করিলাম, কিন্তু এই শিশু সেই সকল দ্রোহাচরণ হইতে এবং অভিচারাদি হইতে স্বীয় প্রভাবে মুক্ত হইল। এই শিশু আমার সমীপে বর্ত্তমান থাকিয়াও নির্ভরচিত্ত; যেমন অজীগর্ত্তের মধ্যমপুত্র শুনঃশেফ জনক-জননী-কর্ত্তৃক নরবলিরূপে হরিশ্চন্দ্রের নিকট বিক্রীত হইয়া স্বীয় পিতা-মাতা, রাজা ও দেবতাগণ কাহাকেও স্বীয় পরিত্রাতা দেখিতে না পাইয়া অবশেষে বিশ্বামিত্রের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া পিতা-মাতার অনিষ্টাচরণ স্মরণ করিয়া পিতৃকুল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের গোত্র স্বীকার করিয়াছিল, সেইরূপ এই মহাপ্রভাব শিশুও আমার অন্যায্য ব্যবহার বিস্মৃত হইবে না। এই শিশুর অপরিমেয় প্রভাব; কাহাকেও ভয় করে না, ইহার মৃত্যুও নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যদি আমার মৃত্যু ঘটে, ইহার সহিত বিরোধ হইতেই ঘটিবে, অন্য কোন প্রকারে ঘটিবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অসুররাজের শ্রী কিঞ্চিৎ ম্লান হইল, তিনি অধোমুখ হইলেন, এমন সময় শুক্রাচার্য্যের তনয়দ্বয় নীতিজ্ঞ শণ্ডামার্ক তাঁহাকে একান্তে কহিতে লাগিলেন,—হে মহারাজ! আপনার ভ্রূভঙ্গীতে ত্রিভুবনের সমস্ত লোকপালগণ সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে, আপনি একাকী ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন, অতএব আপনার কোন দুশ্চিন্তার বিষয় দেখিতেছি না। শিশুগণের চরিত্র দোষ-গুণবিচারের বিষয় নহে; তথাপি যতদিন পিতা শুক্রাচার্য্য আগমন না করেন, ততদিন ইহাকে বরুণপাশে বন্ধন করিয়া রাখুন, যাহাতে ভীত হইয়া পলায়ন না করে; লোকের বুদ্ধি বয়ঃক্রম ও সাধুসেবাদ্বারা সমীচীন হইয়া থাকে। হিরণ্যকশিপু গুরুপুত্রদ্বয়ের বাক্য অনুমোদন করিয়া কহিলেন, গৃহস্থ রাজগণের যাহা ধর্ম্ম, তদ্‌বিষয়ে এই প্রহ্লাদকে শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর তাঁহারা বিনয়াবনত প্রহ্লাদকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গবিষয়ে যথাক্রমে উপদেশ প্রদান করিলেন। গুরু যথাযথ শিক্ষা প্রদান করিলেও তিনি ত্রিবর্গকে উত্তম বলিয়া মনে করিলেন না এবং যাঁহারা রাগ-দ্বেষসহকারে বিষয়সকল ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বর্ণিত শিক্ষাও তাঁহার সাধু বলিয়া বোধ হইল না। যখন আচার্য্য গৃহকর্ম্মনিবন্ধন স্থানান্তরে গমন করিলেন, তখন প্রহ্লাদের বয়স্যগণ ক্রীড়ার নিমিত্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিল। অনন্তর অতীব জ্ঞানী প্রহ্লাদ মধুরবাক্যে তাহাদিগকে সমীপে আহ্বান করিলেন। তিনি

শরীরের জন্ম ও মরণাদি অবস্থা সম্যক্ অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত সদয় হইয়া হাস্য করিতে করিতে তদ্‌বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহারা বালক, বিষয়িগণের বাক্য ও কার্য্য এখনও তাহাদিগের বুদ্ধিকে দূষিত করে নাই; সুতরাং তাহারা প্রহ্লাদের প্রতি সম্মানবুদ্ধিহেতু ক্রীড়াপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই হৃদয় ও দৃষ্টি অর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল; মহাভাগবত অসুরবালক প্রহ্লাদ সখ্য ও করুণা-সহকারে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রহ্লাদ কহিলেন,—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই মানুষ জন্মেই ধর্ম্মাচরণ করিবে, যেহেতু এই জন্মে প্রয়োজন সিদ্ধি হইয়া থাকে; কৌমারকালেই ধর্ম্মাচরণ করা বিধেয়, কারণ, এই মনুষ্যজীবনের স্থিরতা নাই। 'জন্মান্তরে ধর্ম্মাচরণ করিব' এরূপ মনে করা উচিত নহে, কারণ, এই মনুষ্যজন্ম দুর্লভ; অতএব সুখের নিমিত্ত প্রয়াস ও কাম্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। বিষ্ণুর শ্রীচরণ আশ্রয় করা জীবের একান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু তিনি সর্ব্বভূতের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ। হে দৈত্যশিশুগণ! দেহিগণ যেমন প্রযত্নব্যতিরেকেও পূর্ব্বকর্ম্মবশে দেহদ্বারা দুঃখভোগ করিয়া থাকে, সেইরূপ পশ্বাদি যোনিতেও ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করিয়া থাকে। অতএব সুখের জন্য প্রয়াস করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাহাতে কেবল আয়ু-ক্ষয় হয় মাত্র; মুকুন্দচরণাম্বুজ ভজনা করিলে যেরূপ কল্যাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে সেরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব মনুষ্যের শরীর যতদিন সুস্থ আছে, বিপন্ন বা বিনষ্ট হয় নাই, ততদিন সংসারপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান্ মনুষ্য স্বীয় কল্যাণের নিমিত্ত যত্ন করিবে। মনুষ্যের আয়ুর পরিমাণ শত বর্ষ; যাহার ইন্দ্রিয়ক্ষয় হয় নাই ঈদৃশ ব্যক্তির অর্দ্ধ পরমায়ুঃ নিষ্ফলভাবে অতিবাহিত হয়, যেহেতু সে রাত্রিকালে নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া শয়ন করিয়া থাকে। বাল্যকালে অজ্ঞানাবস্থায় ও কৈশোরে ক্রীড়ায় বিংশতি বর্ষ অতিবাহিত হয় এবং দেহ জরাগ্রস্থ হইলে অসমর্থ অবস্থায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইয়া যায়। যৌবনে কোনপ্রকারে কামের পূরণ হয় না, ঈদৃশ কাম ও প্রবল মোহে আক্রান্ত হইয়া, মনুষ্য হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয় এইরূপে সেই গৃহাসক্ত ব্যক্তির অবশিষ্ট আয়ুঃ ব্যয়িত হইয়া যায়। যৌবনে গৃহাসক্ত ব্যক্তির পশ্চাৎ বৈরাগ্য করিয়া কল্যাণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ, 'কোন্ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দৃঢ় স্নেহপাশে বদ্ধ আত্মাকে বিমুক্ত করিতে অভিলাষ করিবে? তস্কর, সেবক ও বণিক্ যে অর্থকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর মনে করে, যাহা প্রিয়তম ঈদৃশ প্রাণের হানি অঙ্গীকার করিয়াও যাহার লাভে যত্নবান্ হয়, কে সেই অর্থলালসা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? অনুকূল প্রিয়ার সহিত নির্জ্জনে সঙ্গ ও মধুর হিতশিক্ষালাপ, সুহৃৎসঙ্গ ও তাহাদিগের স্নেহবন্ধন, কলভাষী শিশুগণের প্রতি চিত্তের অনুরাগ, পুত্র, শ্বশুরগৃহে স্থিতা স্নেহভাজন কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, দীন পিতা-মাতা, মনোজ্ঞ বহুপরিচ্ছদযুক্ত গৃহ, কুলপরম্পরাগতা জীবিকা, পশুবর্গ ও ভৃত্যবর্গকে স্মরণ করিয়া কে ঐ

সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারিবে ? যেমন কোশকারী কীট গৃহ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া আপনার নির্গমের দ্বারও অবশিষ্ট রাখে না, সেইরূপ মনুষ্য লোভহেতু কর্ম্ম করিতে গিয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধন করিয়া ফেলে, তাহার কামনার পরিতৃপ্তি হয় না, সে উপস্থ ও জিহ্বার সুখকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করিয়া দুরন্ত মোহে পতিত হয়; সুতরাং ঈদৃশ ব্যক্তির বৈরাগ্য সুদূরপরাহত। কুটুম্বপোষণের নিমিত্ত তাহার পরমায়ুঃ ও পুরুষার্থ উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়, সে প্রমত্ত হইয়া তাহা অনুভব করিতে পারে না; সর্ব্বত্র অন্তঃকরণ ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু তথাপি স্বীয় পোষ্যবর্গের প্রতি আসক্তিহেতু বৈরাগ্য উপস্থিত হয় না। তাহার চিত্ত নিরন্তর ধনাদিতে নিবিষ্ট থাকায় কামনার শান্তি হয় না; পরধন হরণ করিলে ইহলোকে রাজদণ্ড ও পরলোকে নরকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহা জানিয়াও কুটুম্বভরণে নিরত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরধন হরণ করিয়া থাকে। হে দৈত্যবালকগণ! বিদ্বান্ ব্যক্তিও এইরূপে কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত থাকিয়া আত্মস্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হয়; না, প্রত্যুত মূঢ়ের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত হন, কারণ, 'ইহা স্বকীয়, ইহা পরকীয়' এইরূপ ভেদ-বুদ্ধিই তাহার অনর্থের মূল হইয়া থাকে। মনুষ্য বিষয়ে অতি লম্পট, সে কামিনীগণের বিহারের নিমিত্ত ক্রীড়ামৃগস্বরূপ, তাহাতে পুত্রাদি নিগড়তুল্য; যেহেতু ঈদৃশ মনুষ্য কোথাও কখনও স্বীয় আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে না; অতএব, হে দৈত্যবালকগণ! তোমরা দৈত্যগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিহার করিয়া আদিদেব নারায়ণের শরণাপন্ন হও; যেহেতু দৈত্যগণ বিষয়াসক্ত, কিন্তু নারায়ণ মোক্ষস্বরূপ, ইহা মুক্তসঙ্গ সাধুগণ কহিয়া থাকেন। হে অসুরবালকগণ! অচ্যুতের প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত বহু আয়াস স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না, কারণ, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা ও সর্ব্বত্র নিত্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। স্থাবর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা অবধি উচ্চ ও নীচ জীব সমূহে, ঘট প্রভৃতি ভৌতিক বিকারপদার্থে, আকাশাদি মহাভূতে, সত্ত্বপ্রভৃতি গুণসমূহে, প্রকৃতিতে ও মহত্তত্ত্বাদিতে একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা ভগবান্ অব্যয় ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন। তিনিই স্বয়ং সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপে ও দৃশ্য দেহাদিরূপে ব্যাপক ও ব্যাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশযোগ্য, কিন্তু বস্তুতঃ নির্দ্দেশের অতীত ও বিকল্পরহিত অর্থাৎ ভেদশূন্য। তিনি কেবল চিদানন্দরূপ ও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইয়াও মায়াদ্বারা স্বীয় ঐশ্বর্য্যকে অন্তর্হিত করিয়া অসর্ব্বজ্ঞের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। অতএব অসুরভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতে দয়া ও সৌহার্দ্দ স্থাপন কর; ভগবান্ দয়াদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। সেই আদ্য অনন্ত পরিতুষ্ট হইলে আর কি অলভ্য থাকে? যত্ন না করিলেও গুণপরিণাম হইতে ধর্ম্মাদির প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; আমরা ভগবানের চরণদ্বয়ের গুণবর্ণন ও চরণসুধাপান করিতে থাকিব, ধর্ম্মাদি ও লোকবাঞ্ছিত মোক্ষে আমাদিগের প্রয়োজনের কি? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ এবং ঈক্ষা অর্থাৎ আত্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ড-নীতি ও নানাবিদ্যা জীবিকা, এই সমস্ত বেদার্থ যদি অন্তর্যামী পরমপুরুষের প্রাপ্তির সাধন হয়, তাহা হইলে ঐ সকল সত্য, অন্যথা অসত্য মনে করি; নর-সখা নারায়ণ নারদকে এই অমল দুর্ল্লভ জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। কেবল যে উত্তম মনুষ্যদিগে-রই ইহাতে অধিকার, এরূপ নহে, যাঁহাদিগের দেহ ভগবানের একান্ত অকিঞ্চন ভক্তগণের পদারবিন্দ রজোদ্বারা আপ্লুত, তাঁহারাও এই জ্ঞানলাভের অধিকারী। আমি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদের নিকট এই বিজ্ঞানসংযুত অর্থাৎ অনুভবপর্য্যন্ত জ্ঞান ও শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি।

দৈত্যবালকগণ কহিল,—হে প্রহ্লাদ! এই গুরু-

পুত্রদ্বয় ব্যতিরেকে তুমি ও আমরা অন্য গুরু জানি না, ইঁহারা আমাদিগের শিশুকাল হইতেই নিয়ন্তা; শিশু অন্তঃপুরে অবস্থান করে, এই নিমিত্ত তাহার মহাজনের সঙ্গলাভ দুর্ঘট; অতএব তুমি কিরূপে নারদের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলে, এই বিষয়ে আমাদিগের মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। হে সৌম্য! যদি ইহাতে আমাদিগের বিশ্বাস উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে এই সংশয় ছেদন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—মহাভাগবত অসুরবালক দৈত্যসূতগণ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মদীয় বাক্য স্মরণপূর্ব্বক স্মিতমুখে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন,—পিতা তপস্যার নিমিত্ত মন্দরাচলে প্রস্থান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ বলিতে লাগিলেন, এই অসুর লোকসকলকে তাপ দিতেছিল, যেমন পিপীলিকাগণ সর্পকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ এতদিনে সৌভাগ্যক্রমে তাহার স্বকৃত পাপ পাপিষ্ঠকে ভক্ষণ করিয়াছে; তাঁহারা এই বলিয়া দানবগণের বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধোদ্যম করিলেন। অসুরযুথপতিগণ তাঁহাদিগের প্রবল যুদ্ধযাত্রার কথা শ্রবণ করিলেন, পরে সুরগণের প্রহারে প্রাণসংশয় উপস্থিত দেখিয়া ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সকলেই পুত্র, কলত্র ও ধন-সমন্বিত গৃহ, পশু ও পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন! অনন্তর বিজয়ী অমরগণ সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া রাজশিবির ধ্বংস করিলেন। ইন্দ্র রাজমহিষী আমার জননীকে লইয়া চলিলেন, তিনি ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে দেবর্ষি যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন। তিনি ইন্দ্রকে কহিলেন, হে সুরপতে! ইনি নিরপরাধা, ইঁহাকে লইয়া যাওয়া সমীচীন নহে; হে মহাভাগ! এই সাধ্বী পরস্ত্রীকে পরিত্যাগ করুন, পরিত্যাগ করুন।

ইন্দ্র কহিলেন,—ইঁহার জঠরে অসুররাজের দুঃসহ তেজ রহিয়াছে, প্রসবকালপর্য্যন্ত ইনি আমার আশ্রয়ে অবস্থান করুন; পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে বধ করিয়া ইঁহাকে মুক্তি প্রদান করিব।

নারদ কহিলেন,—এই গর্ভস্থ শিশু মহাভাগবত, ইনি নিষ্পাপ ও স্বীয় গুণেই মহান্; এই মহাপ্রভাব শিশু অনন্তের সেবক, তোমা হইতে ইঁহার মৃত্যু ঘটিবে না! দেবর্ষি এইরূপ বলিলে, ইন্দ্র দেবর্ষির বাক্যে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক জননীকে পরিত্যাগ করিলেন; অনন্তর অনন্তের প্রিয় আমি গর্ভে রহিয়াছি স্মরণ করিয়া জননীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর ঋষি মাতাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্ব করিলেন, বৎসে! তোমার ভর্ত্তা যতদিন না প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তত দিন এই স্থানে অবস্থান কর। মাতা তাঁহার বাক্যে সম্মতা হইয়া দৈত্যরাজ পিতার ঘোর তপশ্চরণ হইতে প্রত্যাগমনকালপর্য্যন্ত অকুতোভয়ে দেবর্ষিসমীপে বাস করিতে লাগিলেন। অন্তঃসত্ত্বা সতী যাহাতে দৈত্য-রাজের আগমনান্তর পুত্র প্রসূত হয় ও যাহাতে তদবধি গর্ভের কোন বিঘ্ন না ঘটে, এই উদ্দেশ্যে তথায় পরমভক্তিসহকারে ঋষির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভাব কারুণিক ঋষি মাতার শোকশান্তির

নিমিত্ত এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়াও তাঁহার নিকট ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্মতত্ত্ব এবং আত্মা ও অনাত্মার প্রভেদরূপ নির্ম্মল জ্ঞান এই উভয় উপদেশ করিলেন। দীর্ঘকাল অতীত হওয়ায় ও নারী বলিয়া মাতা উহা বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু ঋষির অনুগ্রহে ঐ স্মৃতি অদ্যাপি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। যদি তোমরা আমার বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন কর, তাহা হইলে তোমাদিগের ঐ ধর্ম্মতত্ত্ব ও জ্ঞান, এই উভয় লাভ ঘটিবে; যে বুদ্ধি দেহাভিমানচ্ছেদনে নিপুণা, শ্রদ্ধা হইতে তাদৃশী বুদ্ধির উদয় হয়; আমার ন্যায় বালকগণ ও স্ত্রীগণও উহার লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন।

যে সকল বিকার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কালই তাহার হেতু; যেমন বৃক্ষ বর্ত্তমান থাকিলে ফলের জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ এই ছয় বিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মা নির্ব্বিকার অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকেন, কিন্তু দেহের এই ছয় বিকার লক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মা নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী, অব্যয় অর্থাৎ অপক্ষয়শূন্য, শুদ্ধ অর্থাৎ অপাপসিদ্ধ, এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ বিজ্ঞাতা, আশ্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের আধার, অবিক্রিয় অর্থাৎ বিকাররহিত, স্বদৃক্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, হেতু অর্থাৎ জগৎস্রষ্টা, ব্যাপক অর্থাৎ অনন্ত, অসঙ্গী অর্থাৎ নির্লিপ্ত এবং অনাবৃত অর্থাৎ পূর্ণ। বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মার এই শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ লক্ষণদ্বারা দেহাদিতে যে 'আমি ও আমার' এই মিথ্যাবুদ্ধি মোহনিবন্ধন উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিবেন। ঐরূপ জ্ঞানীর কিরূপে ব্রহ্মতাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, বলিতেছি, স্বর্ণাকরক্ষেত্রে যে সকল পাষাণ থাকে, তাহাতে স্বর্ণের কণিকাসকল দীপ্তি পাইতে থাকে। অভিজ্ঞ স্বর্ণকার যেমন অগ্নিসংযোগাদি উপায়দ্বারা পাষাণ হইতে স্বর্ণ লাভ করে, সেইরূপ যিনি অধ্যাত্মবিৎ অর্থাৎ, স্থূল-সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত এই দেহকে অধিকার করিয়া আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা যিনি অবগত আছেন, তিনি আত্মযোগদ্বারা অর্থাৎ আত্মপ্রাপ্তির উপায়সমূহদ্বারা দেহরূপ ক্ষেত্রে ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রকৃতি অষ্টপ্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা, মূল প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চ তন্মাত্র; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতিরই গুণ, তাহা হইতে ভিন্ন নহে; বিকার ষোড়শপ্রকার, যথা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূত; আত্মা এক, কারণ, তিনি এই সকল বিকারেই সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছেন; কপিলাদি আচার্য্যগণ এই সকল বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিভাগসমূহের সমষ্টিই দেহ; ইহা দ্বিবিধ, স্থাবর ও জঙ্গম; এই দেহমধ্যেই আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে; 'নেতি নেতি' অর্থাৎ ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে, এইরূপ অন্বেষণ করিতে থাকিলে অনাত্মপদার্থ হইতে আত্মার পৃথক্ উপলব্ধি হইবে। যেমন সূত্র মণিময় হারের সকল মণিতেই অনুস্যূত থাকে, সেইরূপ আত্মা দেহের প্রত্যেক উপাদানে অন্বিত আছেন, ইঁহাকে অন্বয় কহে; যেমন পূর্ব্বোক্ত সূত্র প্রত্যেক মণি হইতে পৃথক্; সেইরূপ আত্মা প্রত্যেক দেহাবয়ব হইতে পৃথক; ইহাকে ব্যতিরেক কহে। নির্ম্মলচিত্ত মনুষ্য এই অন্বয়-ব্যতিরেকরূপ প্রভেদজ্ঞানের উপায়দ্বারা ও আত্মা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হইয়া থাকে, এই বেদবাক্যের আলোচনাদ্বারা অব্যগ্রচিত্তে ধীরে ধীরে অন্বেষণ করিবে। বুদ্ধির তিনটি বৃত্তি আছে, যথা, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি; যিনি এই সকল বৃত্তি অনুভব করেন, তিনিই সাক্ষী পরমপুরুষ। বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মিকা ও কর্ম্মকর্ত্রী, এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত তিনটী বৃত্তিও বুদ্ধির ধর্ম্ম, কারণ, উহারাও ত্রিগুণাত্মক ও কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন; এইরূপ বিচারদ্বারা স্থির করিবে

যে, উহারা আত্মার ধর্ম্মে নহে; তাহা হইলে যেমন গন্ধ পুষ্পের ধর্ম্ম, এইরূপ বিচারদ্বারা তদীয় আশ্রয় বায়ুর জ্ঞান হয়, সেইরূপ ঐ সকল বুদ্ধির ধর্ম্ম, এইরূপ বিচারদ্বারা আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইবে। আত্মার যে সংসার, উহা সত্য নহে, উহা বুদ্ধিদ্বারা ঘটিয়া থাকে, বুদ্ধির গুণ ও কর্ম্মাদি ঐ সংসারের মূল, উহা অজ্ঞাননিবন্ধন স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হয়; অতএব উহা মিথ্যাভূত। অতএব অজ্ঞানই ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মসকলের বীজ, যোগদ্বারা তোমরা সেই বীজকে দগ্ধ করিয়া ফেল; যদ্দ্বারা বুদ্ধির জাগরণাদি তিনটী অবস্থার উপরম হয়, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। যে ধর্ম্ম যে প্রকারে অনুষ্ঠান করিলে ভগবানে শুদ্ধা রতি উৎপন্ন হয়, তাহাই সহস্র সহস্র উপায়ের শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভগবান্ স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর; গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি সকল লব্ধ বস্তুর অর্পণ, সাধুভক্তগণের সঙ্গ, ঈশ্বরের আরাধনা, তদীয় কথায় শ্রদ্ধা, তাঁহার গুণ ও ধর্ম্ম-সকলের কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্মের ধ্যান, তদীয় মূর্ত্তির দর্শন, পূজা ও বন্দনাদি এবং ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া অভিলষিত বস্তু-প্রদানদ্বারা সর্ব্বভূতের সম্মান, এই সকল অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম। এইরূপে যাহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় রিপু জয় করিয়া পরমেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিমান্ হন, তাঁহারা সেই ভক্তিদ্বারা রতি লাভ করিয়া থাকেন। যখন মনুষ্য ভগবানের কর্ম্ম, অতুল্য ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ ও লীলাতনু ধারণপূর্ব্বক ভগবান্ যে বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়, যখন সেই অতি-হর্ষভরে দেহে পুলক উদ্ভিন্ন ও নয়নে অশ্রু বিগলিত হওয়ায় কখন গদ্‌গদস্বরে মুক্তকণ্ঠে গান, কখন হুঙ্কার, কখন বা নৃত্য করিতে থাকে; যখন গ্রহগ্রস্তের ন্যায় কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন ধ্যান, কখন বা জনগণকে বন্দনা করিতে থাকে; যখন ভগবানে চিত্ত নিবেশিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ শ্বাসত্যাগ ও নির্লজ্জ হইয়া 'হরে, জগৎপতে, নারায়ণ!' বলিয়া সম্বোধন করিতে থাকে, তখন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে; ভগবানের কার্য্যাদি ভাবনা করিতে করিতে মন ও দেহ তদনুরূপ হইয়া যায় এবং অজ্ঞান ও বাসনা নিঃশেষরূপে দগ্ধ হওয়ায় ঐ ব্যক্তি মহান্ ভক্তিযোগ-দ্বারা অধোক্ষজকে সম্যক্ রূপে লাভ করিতে সমর্থ হয়। যাহার চিত্ত রাগাদিযুক্ত, সেই ব্যক্তিও যদি মনোদ্বারা ভগবান্‌কে স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেই স্পর্শও সংসারচক্রের নিবর্ত্তক হয় এবং ইহাই মোক্ষসুখ—ইহা জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন; অতএব হৃদয়ে অন্তর্যামীর ভজনা কর। হে অসুর-বালকগণ! শ্রীহরির উপাসনার নিমিত্ত অধিক প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় না; তিনি আকাশের ন্যায় হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, তিনি স্বীয় আত্মার সখা। ভোগ্য বস্তু উপার্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি? সকল প্রাণীই, এমন কি শূকরাদিও ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া থাকে। ধন, ভার্য্যা, পশু, পুত্রাদি, গৃহ, রাজ্য, হস্তী, কোষ ও ঐশ্বর্য্য এই সকল অর্থ ও কাম ক্ষণ-ভঙ্গুর ও চঞ্চল, ইহারা মরণশীল মানবের কি প্রিয় করিতে পারে? এইরূপে স্বর্গাদি লোকও ক্ষয়শীল, কারণ, উহা যজ্ঞাদিদ্বারা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে; পুণ্যের তারতম্যহেতু স্বর্গাদি লোকেও সুখের তারতম্য আছে এবং তথায় অধিবাসিগণকে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতে দেখা যায়, অতএব স্বর্গাদিভোগও নির্ম্মল নহে; সুতরাং যাহার দোষ কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণ করে নাই, আত্মাকে লাভ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগদ্বারা সেই পরমেশের ভজনা কর। মনুষ্য আপনাকে বিদ্বান্ মনে করে এবং যাহা সঙ্কল্প করিয়া পুনঃ পুনঃ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে,

তাহার বিপরীত ফল অবশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহলোকে কর্ম্মী ব্যক্তি সুখ ও দুঃখমুক্তির নিমিত্ত সঙ্কল্প করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিপরীত ফল হয়; সে কামনা করিবার পূর্ব্বে সুখে ছিল, কিন্তু কামনা-হেতু এক্ষণে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য যাহার নিমিত্ত কর্ম্মদ্বারা ভোগ্য বস্তু কামনা করে, সেই দেহই শৃগাল ও কুকুরাদির ভোগ্য; আত্মীয় নহে; উহার পুনঃ পুনঃ নাশ ও জন্ম হইয়া থাকে, অতএব অপত্য, ভার্য্যা, গৃহ, ধনাদি, রাজ্য, কোষ, গজ, অমাত্য, ভৃত্য ও আপ্তবর্গ যাহারা দেহের সহিত সম্বন্ধহেতু মমতার আস্পদ, তাহারা যে আত্মীয় নহে, তাহাতে বক্তব্য কি? আত্মা স্বয়ং নিত্যানন্দরসের সমুদ্র; দেহ ও এই সকল পদার্থ তুচ্ছ ও নশ্বর, ইহারা বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, সুতরাং তাদৃশ আত্মার এই সকল পদার্থে প্রয়োজন কি? হে অসুরবালকগণ। দেহিগণ মাতৃগর্ভে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অবস্থাতেই ক্লেশ পাইয়া থাকে, ভোগ করিবার অবসর পায় না; অতএব এই সংসার কাম্যকর্ম্ম-দ্বারা তাহাদিগের কি স্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে, বিবেচনা করিয়া দেখ। দেহী আত্মার অনুবৰ্ত্তি দেহদ্বারা কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, ঐ কর্ম্ম তাহার পুনর্ব্বার দেহপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে; এই কর্ম্ম ও দেহ সত্য নহে, সে অজ্ঞানবশতঃ এই উভয়কেই উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম যাহার অধীন, সেই পূর্ণকাম আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীহরিকে নিষ্কামভাবে ভজনা কর। শ্রীহরি স্বরচিত মহাভূতসমূহদ্বারা সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের অন্তর্যামিরূপে বিরাজ করিতেছেন; তিনি প্রাণিগণের আত্মা, ঈশ্বর ও প্রিয়; দেব, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ বা গন্ধর্ব্ব মুকুন্দের চরণ ভজনা করিলে আমার ন্যায় কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে। হে দৈত্যবালগণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সাধু চরিত্র, বহুজ্ঞাতা, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত, এই সকল মুকুন্দের প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে; শ্রীহরি নিষ্কাম ভক্তিতে প্রীত হইয়া থাকেন, অন্য সকল বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব সর্ব্বত্র আত্মতুলনা-দ্বারা সর্ব্বভূতের আত্মা ঈশ্বর ভগবান্ হরিকে ভক্তি করা। দৈত্য যক্ষ, স্ত্রী, বৃক্ষ, খগ, মৃগ প্রভৃতি পাপ-জীবগণও অমৃতত্ব লাভ করিয়াছে। সর্ব্বজীবে গোবিন্দের অধিষ্ঠান মনে করিয়া সর্ব্বত্র সম্মানদানই গোবিন্দে একান্ত ভক্তি; ইহাই এ জগতে পরম পুরুষার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—অনন্তর দৈত্যসুতগণ সকলেই প্রহ্লাদের উপদেশ নির্দ্দোষ জানিয়া তাহাই গ্রহণ করিল, গুরুর শিক্ষা গ্রহণ করিল না। অনন্তর আচার্য্যপুত্র তাহাদিগের বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠা হইয়াছে দেখিয়া ভীত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে অসুররাজের নিকট যথাবৎ জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার গাত্র ক্রোধাবেশে কম্পিত হইল, তিনি পুত্রকে বধ করিবার নিমিত্ত একান্ত উদযুক্ত হইলেন। দারুণপ্রকৃতি দৈত্যরাজ পদাহত সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে তিরস্কারের অযোগ্য প্রহ্লাদকে কর্কশবাক্যে তিরস্কার করিলেন; জিতেন্দ্রিয় বিনয়াবনত প্রহ্লাদ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত ছিলেন।

দৈত্যপতি তাঁহার প্রতি সরোষ চক্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন,—হে দুর্ব্বিনীত মন্দাত্মন্! তুই কুলক্ষয়কারী অধম, তুই গর্ব্বিত হইয়া আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিস্; অদ্য তোকে যমালয়ে-প্রেরণ করিব। যে আমি ক্রুদ্ধ হইলে লোকপাল-গণের সহিত তিন লোক কম্পিত হইতে থাকে, রে মূঢ়! সেই আমার শাসন তুই কিসের বলে নির্ভয়ে লঙ্ঘন করিলি?

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে রাজন্! ব্রহ্মাদি উচ্চ নীচ স্থাবর জঙ্গম যাঁহার বশীভূত, তিনি কেবল আমার বা আপনার বল নহেন, তিনি অপরাপর বীরগণেরও বল। তিনি ঈশ্বর কাল মহাপরাক্রম; তিনি ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি, ধৈর্য্য, দেহশক্তি ও ইন্দ্রিয়-স্বরূপ; গুণত্রয়ের অধীশ্বর সেই পরমেশ স্বীয় শক্তি-সমূহদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। আপনি আপনার এই আসুর ভাব পরিত্যাগ করুন; অবশীভূত কুমার্গগামী মনই শত্রু, এতদ্ব্যতীত অন্য শত্রু নাই; আপনি সর্ব্বত্র সমদর্শনে মনকে নিয়োজিত করুন, ইহাই অনন্তের মহতী আরাধনা। ষড়্রিপু দেহীর সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া থাকে, আপনার ন্যায় কেহ কেহ তাহাদিগকে জয় না করিয়াই দশ দিক জয় করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু যিনি সাধু, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বত্র সমদর্শী ও জ্ঞানী, তাঁহার শত্রু কোথায়? লোকে অজ্ঞানহেতু শত্রু, কল্পনা করিয়া থাকে, বস্তুত জ্ঞানীর নিকট শত্রু বলিয়া কেহ থাকিতে পারে না।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন,—রে ক্ষুদ্রবুদ্ধে! আমি নিশ্চয় দেখিতেছি, তোর মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে; এই হেতু তুই অতিমাত্র আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্ লোকে মরণকালে অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে। রে হতভাগ্য! তুই যে বলিলি, আমি ব্যতীত অন্য জগদীশ্বর আছে, সে কোথায়? যদি সে সর্ব্বত্র আছে, স্তম্ভে দেখিতেছি না কেন? প্রহ্লাদ কহিলেন, তিনি স্তম্ভে দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। দৈত্যরাজ বলিলেন, 'তুই বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্, আমি এই ক্ষণেই তোর শিরচ্ছেদ করিব, তুই যাহাকে আশ্রয় বলিয়া মনে করিস্, তোর সেই হরি অদ্য তোকে রক্ষা করুক।' এইরূপে অসুরপতি ক্রোধে মহাভক্ত পুত্রকে দুর্ব্বাক্যদ্বারা মুহুর্মুহুঃ ভর্ৎসনা করিয়া খড়গ-গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসন হইতে সহসা উত্থিত হইয়া মহাবলে স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। স্তম্ভ আহত হইবামাত্র তথা হইতে ভীষণ নিনাদ উত্থিত হইল, বোধ হইল, যেন ব্রহ্মাণ্ডকটাহ স্ফুটিত হইল; ব্রহ্মাদি দেবগণের স্ব স্ব ধাম সেই মহাশব্দে নিনাদিত হইল; তাঁহারা তাহা শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব ধামের বিনাশ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। অসুরযূথপতিগণ সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া ত্রস্ত হইল; পুত্রবধে অভিলাষী হিরণ্যকশিপু বিক্রম প্রকাশ করিতে গিয়া সেই অপূর্ব্ব অদ্ভুত গর্জ্জন শ্রবণ করিলেন, কিন্তু সভামধ্যে কোথা হইতে সেই নিনাদ উত্থিত হইতেছে, তাহা অবধারণ করিতে পারিলেন না। প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, হরি দৃষ্টিগোচর হইতেছেন; নিজভৃত্যের বাক্য সত্য করিবার জন্য ভগবান্ দৃষ্টিগোচর হইলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন আকাশাদি মহাভূতে ও ভৌতিকপদার্থ-সমূহে ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার সেই বাক্য সত্য করিবার জন্য স্তম্ভে আবির্ভূত হইলেন। সনকাদি কুমারগণ শাপপ্রদানানন্তর অনুতপ্ত হইয়া তিন জন্মে মুক্তি হইবে বলিয়াছিলেন; স্বীয় ভৃত্যগণের সেই বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভগবান্ দৈত্যঘাতক অতিঘোর রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট বর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, 'হে প্রভো! যেন আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে আমার মৃত্যু না হয়, যেন অভ্যন্তরে বা বহির্ভাগে

আমার মৃত্যু না ঘটে, যেন নর অথবা পশু আমাকে বধ করিতে সমর্থ না হয় এবং ব্রহ্মাও 'তথাস্তু' বলিয়াছিলেন; এই উভয়ভৃত্যের বাক্য সত্য করিবার জন্য ব্রহ্মার সৃষ্টিমধ্যে অদৃষ্ট ও অশ্রুত রূপ ধারণ করিয়া সভার অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের মধ্যস্থলে দর্শন দান করিলেন। হিরণ্যকশিপু আরও বলিয়াছিলেন, 'এই বালকের সহিত বিরোধের আমার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে' এবং নারদ ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 'এই মহাপ্রভাব শিশু তোমা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না,' ভৃত্যদ্বয়েব এই বাক্য ও স্বীয় ভক্ত-পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করিবার নিমিত্ত শ্রীহরি নয়নগোচর হইলেন। তাঁহার আবির্ভূত হইবার আরও গূঢ় কারণ এই যে, 'হে কৌন্তেয়! নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না, মৃত্যুসংসারসাগর হইতে আমি আমার ভক্তদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি' এই স্বীয় বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভগবান সর্ব্বনয়নগোচর হইলেন। দৈত্তরাজ সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গর্জ্জনকারী প্রাণীকে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, একটী মূর্ত্তি স্তম্ভ হইতে বহির্গত হইতেছে; উহা নরমূর্ত্তি বা পশুমূর্ত্তি নহে। নর ও সিংহের মিশ্রমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া 'অহো! এই বিচিত্র মূর্ত্তি কি?' এই বলিয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপু এইরূপ মনে মনে বিচার করিতেছেন, এমন সময় সেই অতিভয়ানক নৃসিংহরূপ তাহার পুরোভাগে সমুত্থিত হইলেন। নৃসিংহদেবের লোচনদ্বয় প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ও প্রচণ্ড, দীপ্যমান জটা ও কেশরভারে মুখমণ্ডল সদর্প, দংষ্ট্রা করাল, জিহ্বা করবালের ন্যায় চঞ্চলা ও ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ মুখ-ভ্রূকুটীযুক্ত হওয়ায় রূপ অতীব ভীষণ। তাঁহার কর্ণদ্বয় সঙ্কুর ন্যায় উন্নত, মুখ ও নাসিকাদ্বয় গিরিকন্দরের ন্যায় অদ্ভুত ও বিস্তারিত, কপোলপ্রান্তদ্বয় বিদীর্ণ হওয়ায় ভয়ঙ্কর, দেহ আকাশস্পর্শী, গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল, বক্ষঃস্থল বিশাল ও উদর ক্ষীণ। তাঁহার দেহ চন্দ্রকিরণের ন্যায় গৌরবর্ণ লোমরাজিদ্বারা পরিব্যাপ্ত শত শত ভুজ দশ দিকে প্রসারিত, নখসমূহ আয়ুধস্বরূপ ও বিক্রম দুর্দ্ধর্ষ।

তাঁহার স্বীয় অস্ত্র চক্রাদি ও অন্যান্য বজ্রাদি শ্রেষ্ঠ অস্ত্র সমূহের প্রভাবে দৈত্য-দানবগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। দৈত্যরাজ চিন্তা করিলেন, এই হরি প্রায়ই মায়া অবলম্বন করিয়া থাকে, এই মহামায়াবী আমাকে এইরূপে বধ করিবে স্থির করিয়াছে, তথাপি ইহার উদ্যমে কোন ফল হইবে না; দৈত্যকুঞ্জর হিরণ্যকশিপু এই বলিয়া গদাহস্তে গর্জ্জন করিতে করিতে নৃসিংহদেবের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যেমন পতঙ্গ অগ্নিমুখে পতিত হইয়া অদৃশ্য হয়, সেইরূপ অসুর নৃসিংহদেবের তেজঃপুঞ্জে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইলেন। যে সত্ত্বপ্রকাশ শ্রীহরি সৃষ্টির আদিতে প্রলয়কালীন তমঃ পান করিয়াছিলেন, তমোময় অসুর তাঁহার তেজঃপুঞ্জে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। অনন্তর মহাসুর নৃসিংহদেবের সম্মুখীন হইয়া ক্রোধে মহাবেগে গদা বিঘূর্ণিত করিয়া তাহাকে প্রহার করিলেন; যেমন কদ্রুপসুত গরুড় মহাসর্পকে আক্রমণ করে, সেইরূপ গদাধর ইতস্ততঃ প্রহারোদ্যত গদাধারী অসুররাজকে আক্রমণ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! যেমন গরুড় সর্পকে আক্রমণ করিয়াই বধ করেন না, ক্রীড়াচ্ছলে দুই একবার পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ ভগবান্‌ও হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে ত্যাগ করিলেন, সুতরাং দৈত্যপতি তাঁহার হস্ত হইতে নিঃসৃত হইলেন; এ দিকে সর্ব্বলোকপালগণ, যাঁহারা অসুর কর্ত্তৃক স্ব স্ব ধাম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অসুর মুক্ত হইল দেখিয়া ভয়ে মেঘান্তরালে থাকিয়া সর্ব্বনাশ ঘটিল মনে করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া মনে করিলেন, হরি তাঁহার বীর্য্য দেখিয়া

ভীত হইয়াছেন; এই নিমিত্ত যুদ্ধশ্রম কিঞ্চিৎ অপনোদিত হইলে তিনি খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে পুনর্ব্বার তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। দৈত্যরাজ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় মহাবেগে অধঃ ও উপরি-ভাগে পরিভ্রমন করিতে লাগিলেন; তিনি এরূপ নৈপুণ্যের সহিত খড়্গ-চর্ম্ম ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন যে, শত্রু তাঁহাকে যে প্রহার করিবার ছিদ্র পাইবে, তাহার সম্ভাবনা রহিল না। অনন্তর শ্রীহরি মহা-নিনাদভীষণ এরূপ তীব্র অট্টহাস্য করিলেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া অসুরের চক্ষুঃ নিমীলিত হইল; এই অবসরে ভগবান্ মহাবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যেমন সর্প মূষিককে গ্রহণ করে, সেইরূপ শ্রীহরি চতুর্দ্দিকে বিচরণশীল অসুরকে গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে বজ্রপ্রহারে তাঁহার গাত্রচর্ম্ম ক্ষত হয় নাই, এক্ষণে নৃসিংহদেব দ্বারদেশে তাঁহাকে স্বীয় উরুতে স্থাপনপূর্ব্বক, যেমন গরুড় মহাবিষ সর্পের দেহ বিদারণ করেন, সেইরূপ নখসমূহদ্বারা অবলীলাক্রমে তাঁহার দেহ বিদারণ করিলেন।

ক্রোধহেতু নৃসিংহদেবের লোচনদ্বয় দুর্দ্দর্শ ও করাল হইল; তিনি স্বীয় জিহ্বাদ্বারা বিস্তারিত মুখের প্রান্তভাগ লেহন করিতে লাগিলেন; তাঁহার কেশর ও বদন রক্তবিন্দুরাগে অরুণবর্ণ ও গলদেশ অন্ত্রমালায় শোভিত হইল; এইরূপে গজবধানন্তর সিংহের যেরূপ শোভা হয়, নৃসিংহেরও সেইরূপ শোভা হইল। তিনি নখাঙ্কুরদ্বারা দৈত্যরাজের হৃৎপদ্ম উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন; এক্ষণে হিরণ্য-কশিপুর অনুচরগণ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, ভগবান্ ভুজযূথের নখসমূহকে অস্ত্র-স্বরূপ করিয়া সহস্র সহস্র অসুর বধ করিলেন! জলদসকল তাঁহার সটাঘাতে প্রকম্পিত হইয়া বিশীর্ণ হইল, তাঁহার দৃষ্টিপাতে গ্রহগণের প্রভা ম্লান হইল, সমুদ্রসকল তাঁহার নিশ্বাসে আহত হইয়া বিক্ষুব্ধ হইল এবং তাঁহার ভীষণ নিনাদে ভীত হইয়া দিগ্‌গজগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাঁহার সটাঘাতে বিমানসমূহ উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইলে ও পৃথিবী পদাঘাতে প্রপীড়িতা হইলে উভয়ই কিঞ্চিৎ স্বস্থানচ্যুত বলিয়া বোধ হইল; তাঁহার বেগে শৈল-সকল উৎপতিত ও তদীয় তেজে অন্তরীক্ষ ও দিঙ্-মণ্ডল শ্রীভ্রষ্ট হইল। অনন্তর বিভু সভামধ্যে উত্তম সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার আর কেহ প্রতি-দ্বন্দ্বী রহিল না; পূর্ণপ্রকাশ প্রভুর প্রচণ্ড বদন ও অতিক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কেহ তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত ভয়ে অগ্রসর হইল না। লোকত্রয়ের শিরো-ব্যথার ন্যায় দুঃসহ আদিদৈত্য যুদ্ধে শ্রীহরিকর্ত্তৃক হত হইয়াছে দেখিয়া সুরললনাগণের বদন আনন্দবেগে বিকসিত হইল, তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দেব-গণের বিমানসমূহে নভস্তল সঙ্কুল হইল, দেবগণ আনক ও দুন্দুভি বাদন করিলেন, গন্ধর্ব্বমুখ্যগণ নৃত্য ও অপ্সরোগণ গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, গিরিশ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ, মনুগণ, প্রজাপতিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও চারণগণ, যক্ষ, কিংপুরুষ, বেতাল ও কিন্নরগণ এবং সুনন্দ ও কুমুদাদি সর্ব্ব বিষ্ণুপার্ষদগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক অনতিদূরে অবস্থান করিয়া সিংহাসনে আসীন মহাতেজাঃ পুরুষোত্তমের পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যাঁহার শক্তি অসীম, এই নিমিত্ত যিনি অনন্ত, যাঁহার প্রভাব বিচিত্র বলিয়া যাঁহার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না, যিনি জীবগণকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যিনি লীলা করিয়া গুণদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্যগ্‌রূপে করিয়া থাকেন, অথচ যাঁহার

স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না, আমি সেই অনন্তকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত প্রণিপাত করি।

রুদ্র কহিলেন,—যখন সহস্রযুগের অবসান হয়, তাহাই আপনার কোপকাল; এই অসুর আপনার কোপযোগ্য নহে, এই ক্ষুদ্র বিনষ্ট হইয়াছে; হে ভক্তবৎসল! এক্ষণে তদীয় পুত্র আপনার শরণাগত ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করুন।

ইন্দ্র কহিলেন,—হে পরমেশ্বর! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আপনার স্বীয় যজ্ঞভাগই দৈত্যগণ হইতে পুনরুদ্ধার করিলেন, যে হেতু আপনিই নিখিল যজ্ঞের ভোক্তা। আমাদিগের এই হৃদয়কমল আপনার বাসস্থান; ইহা এতদিন দৈত্যকর্তৃক আক্রান্ত ছিল, আপনি ভয় দূর করিয়া ইহাকে বিকাশিত করিলেন। হে নাথ! এই ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য কালগ্রস্ত; যাঁহারা আপনার সেবা করেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহা তুচ্ছ; হে নরসিংহ; আপনার ভক্তগণ মুক্তিকেও বহুমূল্য বলিয়া বিবেচনা করেন না, ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যে তাঁহাদিগের প্রয়োজন কি?

ঋষিগণ কহিলেন,—ধ্যানই পরম তপস্যা, কারণ, ইহা আপনার প্রভাব; আপনি আমাদিগকে ইহাই উপদেশ করিয়াছিলেন; হে আদিপুরুষ! আপনি এই তপস্যাদ্বারা আত্মমধ্যে লীন এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এই দৈত্য আমাদিগের সেই তপস্যা বিলুপ্ত করিয়াছিল; হে শরণাগতপালক! সেই তপস্যা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত অদ্য আপনি এই দেহ ধারণ করিয়া আমাদিগকে তপস্যা করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার অনুমতি প্রদান করিলেন; আপনাকে প্রণিপাত কর!

পিতৃগণ কহিলেন,—আমাদিগের পুত্রগণ শ্রদ্ধাসহকারে যে সকল পিণ্ডাদি অর্পণ করিয়াছে, এই অসুর বলপূর্ব্বক তাহা অধিকার করিয়া স্বয়ং ভোজন করিয়াছে এবং স্নানকালে তাহারা যে তিলোদক প্রদান করিয়াছে, এই অসুর তাহাও পান করিয়াছে; যিনি নখদ্বারা ইহার উদরের মেদঃ বিদীর্ণ করিয়া সেই পিণ্ডাদির পুনরুদ্ধার করিলেন, অখিল ধর্ম্মের রক্ষক সেই নৃহরির চরণে প্রণিপাত করি।

সিদ্ধগণ কহিলেন,—হে নৃসিংহ! যে পাপিষ্ঠ অসুর যোগতপোবলে আমাদিগের অণিমাদি যোগসিদ্ধি হরণ করিয়া লইয়াছিল, আপনি নানাগর্ব্বে গর্ব্বিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নখদ্বারা তাহাকে বিদীর্ণ করিয়াছেন; আপনাকে প্রণাম করি।

বিদ্যাধরগণ কহিলেন,—আমরা পৃথক্ পৃথক্ মনোধারণাদ্বারা যে অন্তর্ধানাদি বিদ্যা লাভ করিয়াছিলাম, বলবীর্য-গর্ব্বিত মূর্খ এই অসুর তাহা প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিল; যিনি যুদ্ধে তাহাকে পশুর ন্যায় হনন করিলেন, আমরা নিত্য সেই মায়ানৃসিংহের চরণে প্রণত হই।

নাগগণ কহিলেন,—এই পাপিষ্ঠ আমাদিগের ফণাস্থিত রত্ন ও উত্তম স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছিল; আপনি ইহার বক্ষঃ বিদারিত করিয়া স্ত্রীগণকে আনন্দ বিধান করিলেন, আপনাকে নমস্কার।

মনুগণ কহিলেন, হে প্রভো! আমরা ধর্ম্মপালক মনু, আপনার আজ্ঞাকারী; এই দৈত্য আমাদিগের বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিল আপনি এই খলের উপসংহার করিলেন; এক্ষণে এই কিঙ্করদিগের কি কর্ত্তব্য, আদেশ প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

প্রজাপতিগণ কহিলেন,—হে পরমেশ! আমরা প্রজাপতি, আপনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু এই অসুর বাধা প্রদান করায় আমরা সৃষ্টিকার্য্য করিতে পারি নাই; এক্ষণে আপনার নখে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় এই অসুর নিশ্চয়ই মৃত অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া আছে; হে সত্ত্বমূর্ত্তে! আপনার এই অবতার জগতের মঙ্গলকর।

গন্ধর্ব্বগণ কহিলেন,—হে বিভো! আমরা

আপনার নর্ত্তক ও নৃত্য গায়ক; বীর্য্য, বল ও প্রভা-সম্পন্ন এই অসুর আমাদিগকে বশীভূত করিয়াছিল, আপনি ইহাকে এই মরণাবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন; যে কুমার্গে গমন করে, সে কি কুশল প্রাপ্ত হইতে পারে?

চারণগণ কহিলেন,—হে হরে! যে অসুর সাধুগণের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিল, আপনি তাহাকে সংহার করিলেন দেখিয়া আমরা আপনার সংসার-নিবর্ত্তক চরণপঙ্কজ আশ্রয় করিয়াছি।

যক্ষগণ কহিলেন,—হে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের নিয়ামক! আমরা আপনার অনুচরগণের মুখ্য, আমরা মনোজ্ঞ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া থাকি, কিন্তু এই দৈত্য আমাদিগকে শিবিকাবাহক করিয়াছিল; হে নরহরে! এই দৈত্য জনগণের পরিতাপ উৎপাদন করিতেছে জানিয়া আপনি ইহার বধসাধন করিলেন।

কিংপুরুষগণ কহিলেন,—আমরা তুচ্ছ প্রাণী, আপনি অদ্ভুতপ্রভাব পুরুষ; এই কুপুরুষ দৈত্য সমস্ত সাধুগণের তিরস্কৃত, এই দৈত্য যে হত হইল, ইহা আপনার পক্ষে অতি ক্ষুদ্র কার্য্য।

বৈতালিকগণ কহিলেন,—আমরা সভা ও যজ্ঞস্থলে আপনার অমল যশঃ গান করিয়া মহতী পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকি, এই অসুর আমাদিগের প্রাপ্য সেই পূজা আত্মসাৎ করিয়াছিল; অতীব সৌভাগ্যের বিষয়, আপনি এই দুর্জ্জনকে রোগের ন্যায় বিনাশ করিলেন।

কিন্নরগণ কহিলেন,—হে ঈশ! আমরা কিন্নরগণ আপনার অনুচর; এই দৈত্য মূল্য না দিয়াই আমাদিগকে নিরন্তর কর্ম্ম করাইত; হে হরে! আপনি এই পাপিষ্ঠের অবসান করিলেন। হে নাথ নরসিংহ! অতঃপর আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান করুন।

বিষ্ণুপার্ষদগণ কহিলেন,—হে আমাদিগের আশ্রয়প্রদ! সর্ব্বলোকের মঙ্গলকর অদ্ভুত আপনার এই নরহরিরূপ আমরা অদ্যই দর্শন করিলাম! হে ঈশ! এই অসুরও আপনার কিঙ্কর, বিপ্রের শাপগ্রস্ত হইয়াছিল; তাহার এই যে নিধন, তাহা আপনার করুণা বলিয়া আমরা মনে করিতেছি।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—ব্রহ্মা ও রুদ্রপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণ দূর হইতে এইরূপ স্তব করিলেও ক্রোধাবিষ্ট অতীব দুরাসদ প্রভুর সমীপবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। দেবগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তিনি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব অতীত অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া শঙ্কিতা হইলেন, অগ্রসর হইতে পারিলেন না। প্রহ্লাদ সমীপে অবস্থিত ছিলেন; ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! প্রভুর সমীপে গমন কর, স্বীয় পিতার প্রতি কুপিত প্রভুকে প্রশমিত কর; এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! মহাভাগবত শিশু যে আজ্ঞা বলিয়া শনৈঃ শনৈঃ সমীপবর্ত্তী হইয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। নৃসিংহদেব সেই বালককে স্বীয় পাদমূলে পতিত দেখিয়া করুণায় আপ্লুত হইয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন, এবং যদ্দ্বারা কালরূপ সর্পভীত জীবগণকে অভয় দান করিয়া থাকেন, সেই করাম্বুজ তাঁহার মস্তকে ধারণ করিলেন। তদীয় করস্পর্শে প্রহ্লাদের অখিল অশুভ নিরস্ত হইল, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মজ্ঞান

অপরোক্ষ হইল; তিনি নির্বৃত হইয়া পরমপুরুষার্থ-বোধে ভগবানের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিলেন; তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় প্রেমার্দ্র হইল এবং নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইল। তিনি একাগ্রমনে সুসমাহিত হইয়া হৃদয় ও নয়ন ভগবানে ন্যস্ত করিয়া প্রেমগদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—ব্রহ্মাদি সুরগণ, মুনিগণ ও যাঁহাদিগের মতি একমাত্র সত্ত্বগুণে বিস্তার লাভ করিয়াছে, ঈদৃশ জ্ঞানিগণও বহু গুণ ও বহু বাক্য-প্রবাহদ্বারা অদ্যাপি যাঁহার আরাধনা করিতে সমর্থ হন নাই, আমি ঘোর আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাঁহার সন্তোষসম্পাদনে অধিকারী হইব? ধন, সৎকুলে জন্ম, রূপ, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্যঃ, কান্তি, প্রতাপ, শরীর বল, উদ্যম, বুদ্ধি ও অষ্টাঙ্গযোগ, এই দ্বাদশ গুণও পরমপুরুষের সন্তোষ-সম্পাদনে সমর্থ নহে মনে করি; ভগবান্ কেবল ভক্তির নিমিত্তই গজেন্দ্রের প্রতি প্রীত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপস্যা, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য ও পাণ্ডিত্য এই দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি পদ্মনাভের পদারবিন্দ হইতে বিমুখ হন, তবে যিনি ভগবানে মন, বাক্য, কর্ম্ম, অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, এমন চণ্ডালও তাদৃশ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বরিষ্ঠ বলিয়া মনে করি; কারণ ঈদৃশ চণ্ডাল সর্ব্ব কুলকে পবিত্র করেন, বহুগর্ব্বান্বিত তাদৃশ ব্রাহ্মণ আপনাকেই পবিত্র করিতে অক্ষম, কুলকে পবিত্র করা ত' দূরের কথা; ফলতঃ ভক্তিহীন লোকের গুণসকল গর্ব্ব উৎপন্ন করে, চিত্তকে শুদ্ধ করে না, এই নিমিত্ত ভক্ত অপেক্ষা হীন। প্রভু পরমেশ্বর আপনার নিমিত্ত ক্ষুদ্র জীব হইতে পূজা ইচ্ছা করেন না, কারণ তিনি পরিপূর্ণ, কোন পদার্থই তাঁহার অভিলষণীয় নহে; তথাপি কৃপালু বলিয়া তিনি পূজা ইচ্ছা করেন, যেহেতু মনুষ্য যে ধনাদিদ্বারা ভগবানের পূজা অনুষ্ঠান করে, তদ্দ্বারা তাহার নিজের সম্মান বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; যেমন মুখে তিলকাদি রচনা করিলে তাহারই শোভা প্রতিবিম্বে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সাক্ষাদ্ভাবে প্রতিবিম্বে তিলক রচনা করা যায় না, সেইরূপ ভগবান্‌কে সম্মানদান করিলে, ভক্ত তদ্দ্বারা আপনারই সম্মান বিধান করিয়া থাকে, অন্য প্রকারে করিতে পারে না। যেহেতু ভগবান্ ভক্তিদ্বারাই পরিতোষ লাভ করেন, অতএব আমি নীচ হইয়াও নির্ভয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে স্বীয় জ্ঞানানুসারে ভগবানের সেই সমস্ত মহিমা বর্ণন করিব, যাহা শ্রবণ করিলে অবিদ্যাহেতু সংসারে প্রবিষ্ট জীব পরিশুদ্ধি লাভ করিবে। হে ঈশ! ভয়োদ্‌বিগ্ন এই ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই সত্ত্বমূর্ত্তি আপনার ভক্ত, ইঁহারা মাদৃশ অসুরগণের ন্যায় বৈরভাবে ভক্ত নহেন; মনোহর অবতারমূর্ত্তিতে আপনি যে বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এবং স্বীয় সুখানুভব হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা ভয় উৎপাদন করা উদ্দেশ্য নহে। অতএব ক্রোধ সংবরণ করুন, সাধুগণের সন্তোষের নিমিত্ত আপনি অদ্য এই অসুরকে বধ করিলেন; কারণ, যদি কেহ পরের উপদ্রবকারী বৃশ্চিক ও সর্পকে বধ করে, তাহাতে সাধুগণের আনন্দ হয়, তাঁহারা মনে করেন, তদ্দ্বারা ঐ হিংস্র প্রাণিগণেরই মঙ্গল হইল; এক্ষণে লোকসকল নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং আপনি ক্রোধ সংবরণ করেন, ইহাই প্রার্থনা করিতেছে; লোকের ভয়নিবারণের নিমিত্ত অতঃপর কোপধারণের প্রয়োজন নাই; হে নৃসিংহ! লোকে আপনার এই মূর্ত্তি স্মরণ করিলে, ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। হে অজিত! আপনার মুখ, জিহ্বা, সূর্য্যসদৃশ নেত্রসমূহ, ভ্রূকুটীগর্ব্ব, উগ্রদংষ্ট্রা, অন্ত্রময়ী মালা, রুধিরাক্ত কেশর, শঙ্কুর ন্যায় উন্নত কর্ণ, দিগ্‌গজগণের ভীতপ্রদ গভীর গর্জ্জন, শত্রুভেদক নখসমূহ অতি ভয়ানক; কিন্তু আপনার

ঈদৃশ রূপদর্শনেও আমি ভীত নহি। হে কৃপণবৎসল! আমি স্বীয় কর্ম্মবশে হিংস্রস্বভাব অসুরগণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া সংসারচক্রের দুঃসহ উগ্র দুঃখ হইতে ভীত হইতেছি; হে ভুবনসুন্দর! আপনি কবে প্রীত হইয়া মোক্ষরূপ আশ্রয় আপনার পাদমূলের অভিমুখে আমাকে আহ্বান করিবেন? আমি নানা-যোনিতে প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগনিবন্ধন শোকাগ্নিতে দহ্যমান হইয়া যাহা দুঃখের প্রতীকার বলিয়া অবলম্বন করিতেছি, তাহা দুঃখ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু তথাপি দেহাদিতে অভিমানবশতঃ মুগ্ধ হইতেছি; অতএব, হে বিভো! আমাকে আপনার দাস্যরূপ নিস্তারোপায় উপদেশ করুন। হে নৃসিংহ! আপনি প্রিয়, সুহৃৎ ও পরমদেবতা; ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার লীলাকথা গান করিয়াছেন; আপনার চরণযুগল যে সকল ভক্তের আলয়, তাঁহারাই জ্ঞানী; আমি আপনার দাস হইয়া সেই সকল সাধু-গণের সঙ্গলাভ করিয়া রাগাদি হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইব এবং আপনার গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে অনায়াসে মহাদুঃখ উত্তীর্ণ হইব, সেই দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণনা করিব না। হে নৃসিংহ! আপনি যাহাদিগকে উপেক্ষা করেন, সেই সকল দুঃখতপ্ত ব্যক্তি যাহাকে ইহলোকে দুঃখের সাক্ষাৎ প্রতিকার বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা ক্ষণিক প্রতিকার হয়, আত্যন্তিক প্রতিকার হইতে পারে না। ইহলোকে পিতা-মাতা বালকের রক্ষক নহেন, কারণ, তাঁহাদিগের পালনসত্ত্বেও বালকের দুঃখ হইতে দেখা যায়; ঔষধও রোগীর রক্ষক নহে, যেহেতু ঔষধ সেবন করিলেও কদাচিৎ রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; যে ব্যক্তি সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছে, নৌকা তাহার রক্ষক হইতে পারে না, কারণ, কখন কখন ঈদৃশ ব্যক্তিকে নৌকার সহিত জলমগ্ন হইতে দেখা যায়; সুতরাং আপনিই একমাত্র রক্ষক। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টশক্তি পিত্রাদি অথবা উৎকৃষ্টশক্তি ব্রহ্মাদি যে অধিকরণে, যে নিমিত্ত হইতে, যে কালে, যদ্দ্বারা বা অন্য যৎকর্তৃক প্রণোদিত হইয়া যৎসম্বন্ধীয় যে কর্ম্ম যে আপাদান হইতে যাহাকে অভিপ্রায় করিয়া কর্ত্তৃত্বস্বীকারপূর্ব্বক সত্ত্বাদি প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া যে প্রকারে উৎপাদন করেন অথবা রূপান্তরিত করেন, তৎসমুদয়ই আপনার স্বরূপ; আপনিই তৎ তৎ রূপে রক্ষক হইয়া থাকেন। আপনার অংশভূত পুরুষ ঈক্ষণরূপ অনুগ্রহ করিলে অর্থাৎ দৃষ্টিপাত করিলে, কাল মায়ার গুণসকলকে ক্ষোভিত করে, তখন সেই মায়া মন অর্থাৎ প্রধান লিঙ্গশরীরকে সৃষ্টি করে; ঐ মনঃ কর্ম্মময়, দুর্জ্জয় ও বেদোক্তকর্ম্মপ্রধান; উহাই সংসারচক্র, জীবের অবিদ্যা তাহার ভোগের নিমিত্ত উহাতে ষোড়শ অর অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত, এই ষোড়শ বিকার অর্পণ করিয়াছে। হে অজ! যে ব্যক্তি আপনার ভজনা না করিয়া আপনা হইতে বিমুখ হইয়া অবস্থান করে, এমন কোন্ ব্যক্তি এই সংসারচক্রাত্মক মনকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে? জীবের বুদ্ধির যে সকল গুণ আছে, তাহা আপনি স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা নিত্যই জয় করিয়া রাখিয়াছেন, যেহেতু আপনি কাল অর্থাৎ মায়াপ্রেরক, অতএব সমস্ত কার্য্য ও সাধন আপনার বশীকৃত। হে ঈশ্বর! অবিদ্যা আমাকে এই ষোড়শ অরযুক্ত চক্রে পাতিত করিয়া ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় নিপীড়িত করিতেছে; হে বিভো! আমি শরণাগত আমাকে স্বীয় সমীপে আকর্ষণ করুন। হে বিভো! লোকে যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, স্বর্গে লোকপালগণের সম্পদ, উন্নতি ও আয়ুঃ প্রভৃতি তৎসমুদয় আমি দেখিয়াছি; আমার পিতার কুপিত হাস্য ও বিকৃত ভ্রূভঙ্গমাত্রে তৎসমুদয় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে; আপনি তাঁহাকেও পরাভূত করিলেন! হে প্রভো! দেহিগণের ভোগের যাহা পরিণাম, তাহা আমি অবগত আছি; আমি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত কোন স্থানেই আয়ুঃ, শ্রী, বিভব

ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তুই আকাঙ্ক্ষা করি না; অণিমাদি সিদ্ধিও মহাবিক্রম কাল-কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া যায়, অতএব আমি ঐ সকল সিদ্ধিও কামনা করি না, আমাকে আপনার ভৃত্যগণের পার্শ্বে লইয়া যান। ভোগৈশ্বর্য্য শুনিতে মধুর, কিন্তু মৃগতৃষ্ণার ন্যায় মিথ্যা; অশেষ রোগের আকর এই কলেবরও মিথ্যা; ইহা জানিয়াও লোকে বৈরাগ্য আশ্রয় করে না, কারণ, সে কামানলকে দুর্লভ মধুতুল্য সুখ লেশদ্বারা প্রশমিত করিতে ব্যগ্র হয়; এইরূপে ব্যগ্র হওয়ায় তাহার বৈরাগ্যবিষয়েও অবকাশ ঘটিয়া উঠে না। হে ঈশ! এই অসুরকুল তমঃপ্রধান, আমি ইহাতে রজোগুণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি: ঈদৃশ আমিই বা কোথায় এবং আপনার করুণাই বা কোথায়? এতদুভয়ের মহান্ প্রভেদ; আপনি যাহা ব্রহ্মা, ভব ও রমাদেবীর মস্তকে অর্পণ করেন নাই, সেই সকল-সন্তাপহর পুরুষার্থরূপ কর আমার মস্তকে অর্পণ করিলেন। যেমন প্রাকৃত লোকের এই সকল ব্রহ্মাদি দেবগণ উত্তম, এই অসুর নীচ' এইরূপ বিষম বুদ্ধি হইয়া থাকে, আপনার তাদৃশী বুদ্ধি হয় না, কারণ, আপনি জগতের আত্মা ও সুহৃৎ; তাহা হইলেও যে ব্যক্তি আপনার সেবা করে, তাহার প্রতি আপনার প্রসন্নতা হয় ও তাহার ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মাদিলাভ হইয়া থাকে; যেমন সুরতরু সেবকেরই সঙ্কল্পানুসারে ফল দান করে, অথচ তাহাতে বৈষম্য হয় না, আপনিও তাদৃশ; এ স্থলে উচ্চত্ব বা নীচত্ব দয়া-তারতম্যের কারণ নহে। এই সংসার কালসর্পযুক্ত কূপ, জীবগণ চতুর্দ্দিকে ভোগ্য বস্তু কামনা করিতে করিতে এই কূপমধ্যে পতিত হইয়াছে, আমিও তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া এই কূপমধ্যে নিপতিত হইয়াছি; আপনি যেরূপ এক্ষণে কৃপা করিলেন, দেবর্ষি আমাকে আত্মসাৎ করিয়া সেইরূপ পূর্ব্বে কৃপা করিয়াছেন; হে ভগবন্! আমি কিরূপে আপনার ভৃত্যের সেবা পরিত্যাগ করিব? হে অনন্ত! আমার পিতা অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে খড়গ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি তোর মস্তকচ্ছেদন করিব, যদি আমি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর থাকে, সে তোকে রক্ষা করুক।' আপনি স্বীয় ভৃত্য ঋষির বাক্য সত্য করিবার জন্য আমার প্রাণরক্ষা ও পিতার বধসাধন করিয়াছেন, ইহাই আমার প্রতীতি হইতেছে। এই জগৎ একমাত্র; আপনিই কারণ, ইহার আদিতে নিত্য কারণরূপে ও অন্তে নিত্য অবধিরূপে আপনি বর্ত্তমান থাকেন, সুতরাং মধ্যভাগেও একমাত্র আপনি বিরাজিত। এই জগৎ গুণের পরিণামমাত্র, আপনি মায়াদ্বারা ইহা সৃষ্টি করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই সকল গুণনিবন্ধন রক্ষক ও হন্তা ইত্যাদি নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। হে ঈশ! আপনিই এই কার্য্যকারণাত্মক জগৎ অর্থাৎ এই জগৎ আপনা হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু আপনি এই জগৎ হইতে অন্য কারণ, আপনি এই জগতের আদি ও অন্তে পৃথক-ভাবে অবস্থান করেন। এই নিমিত্ত 'ইহা আত্মীয়, ইহা পর,' এইরূপ যে বুদ্ধি, উহা মিথ্যা মায়ামাত্র; যাহা হইতে যাহার জন্ম, প্রকাশ, যাহাতে নিধন ও স্থিতি হয়, তাহা তাহাই; বীজ কারণ ও বৃক্ষ কার্য্য, বৃক্ষ পৃথ্বীময় বীজ ভিন্ন আর কিছুই নহে, বীজও পৃথ্বীর সূক্ষ্মাংশ ভিন্ন অন্য বস্তু নহে; সুতরাং কারণ ও কার্য্য বস্তুতঃ অভিন্ন; এইরূপে কার্য্যকারণাত্মক নিখিল জগৎপরম কারণ হইতে ভিন্ন নহে।

আপনি এই জগৎকে স্বয়ংই আত্মার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রলয়বারিধিমধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন; সেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আপনার কেবল স্বীয় সুখের অনুভব হইতে থাকে, তমোগুণের বৃত্তিরূপা যে নিদ্রা জীবকে অভিভূত করে, উহা তাহা নহে; বাহ্যবৃত্তি থাকে না বলিয়া উহাকেও নিদ্রা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উহা তাহা নহে, উহা যোগ; ঐ যোগদ্বারা

আপনার নয়নদ্বয় মীলিত হয়, বস্তুতঃ স্বরূপ-প্রকাশদ্বারা আপনি নিদ্রাকে পান করিয়া ফেলেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া আপনি তুরীয় অবস্থায় স্বরূপে অবস্থিতি করিতে থাকেন, সুতরাং সুষুপ্ত জীবের ন্যায় আপনার তমোদর্শন হয় না এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় বিষয়সমূহকেও দর্শন করেন না। এই জগৎ আপনারই বপুঃ অর্থাৎ স্বরূপ, অন্য কাহার নহে, কারণ, আপনি মধ্যভাগেও অর্থাৎ সৃষ্টিকালেও বিরাজ করিয়া থাকেন; প্রকৃতির ধর্ম্ম সত্ত্বাদি গুণ আপনার স্বীয় কালশক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়া থাকে; অনন্তশয়ন হইতে সমাধিভঙ্গ হইলে আপনার নাভি হইতে কারণার্ণবের জলে এক মহাপদ্ম অর্থাৎ লোকাত্মক পদ্ম উদ্ভূত হইয়াছিল; উহা আপনার মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছিল; যেমন সূক্ষ্ম বটবীজ হইতে মহান্ বটবৃক্ষ আবির্ভূত হয়, উহাও সেইরূপ আবির্ভূত হইয়াছিল। ব্রহ্মা সেই পদ্মে উৎপন্ন হইয়া সেই পদ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; আপনি তাঁহার আত্মাকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিলেও পদ্মের উপাদানস্বরূপ বীজ বাহিরেই আছে, এই মনে করিয়া তিনি জলেনিমগ্ন হইলেন, কিন্তু শত বৎসর অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না; ইহা সঙ্গতই বটে, কারণ, অঙ্কুর সঞ্জাত হইলে তাহাতে কারণরূপে অনুস্যূত বীজকে লোকে কিরূপে পৃথক্-ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে? হে ঈশ! আত্মযোনি ব্রহ্মা অতিবিস্মিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সেই পদ্মকে আশ্রয় করিলেন; কালে তীব্র ধ্যানদ্বারা অন্তঃ-করণ বিশুদ্ধ হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন, যেমন অতি সূক্ষ্ম গন্ধ পৃথিবীতে অবস্থান করে, সেইরূপ আপনি তাঁহার ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণযুক্ত দেহ ব্যাপিয়া নিত্য উপাদানরূপে অর্থাৎ সত্তামাত্ররূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি আপনাকে ঈশ্বররূপে দর্শন করিয়াও কৃতার্থ হইয়াছিলেন; তিনি দেখিলেন, মহাপুরুষের অসংখ্য বদন, চরণ, মস্তক, কর, উরু, নাসিকা, মুখমণ্ডল, কর্ণ, নয়ন ও বিবিধ আভরণ; তিনি মায়াপ্রধান, পাতালাদি প্রপঞ্চদ্বারা তাঁহার পাদাদিরচনা হইয়াছে; ব্রহ্মা ইহা দর্শন করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। আপনি তৎকালে হয়গ্রীব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেদদ্রোহী রজস্তমোরূপ মহাবল মধু ও কৈটভনামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়া সেই ব্রহ্মাকে বেদসকল অর্পণ করিয়াছিলেন; কারণ, সত্ত্ব আপনার প্রিয়তমা তনু, ইহা জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন। আপনি এইরূপে মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, দেবতা ও মৎস্যপ্রভৃতি নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া লোকসকলকে পালন ও জগতের বিপক্ষদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। হে মহাপুরুষ! আপনি যুগে যুগে যুগানুরূপ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন; আপনি কেবল তিন যুগেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু কলিযুগে প্রচ্ছন্ন থাকেন; এই নিমিত্ত আপনি ত্রিযুগ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। হে বৈকুণ্ঠনাথ! আমার এই মন পাপিষ্ঠ, বহির্মুখ, দুর্দমনীয়, কামাতুর; হর্ষ, শোক, ভয় ও ধনাদি-বাসনাহেতু কাতর, কিন্তু তথাপি আপনার কথায় প্রীতিলাভ করে না! যখন মনের ঈদৃশী অবস্থা, তখন দীন আমি কিরূপে আপনার তত্ত্ব বিচার করিব? হে অচ্যুত! জিহ্বা তৃপ্ত না হইয়া একদিকে অর্থাৎ যে দিকে মধুরাদি রস আছে, সেই দিকে ও উপস্থ অন্যদিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে; উদর ক্ষুধাসন্তপ্ত হইয়া সত্তঃই যৎকিঞ্চিৎ আহারের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে; এইরূপে ত্বক্ ও শ্রবণ এক দিকে, ঘ্রাণ অন্য দিকে এবং চঞ্চল চক্ষুঃ ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল অপর দিকে আকর্ষণ করিতেছে; যেমন বহু সপত্নী গৃহস্বামীকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, উহারাও আমাকে সেইরূপ ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে। কেবল একমাত্র আমিই যে এই দুর্দ্দশায়

পতিত হইয়াছি, তাহা নহে, মহাজনও এইরূপে ক্লেশ পাইতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়; এই সংসার যমদ্বারস্থিতা বৈতরণী নদী; জনগণ স্বীয় কর্ম্মহেতু বিষ্ঠামূত্রশোণিতাদিপূর্ণা। দেহরূপা এই বৈতরণীতে পতিত হইয়াছে; কেহ অপরকে উৎপাদন, নিধন বা ভক্ষণ করিতেছে; সুতরাং প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভয়ে ভীত রহিয়াছে; বিবাদ উপস্থিত হইলে আত্মীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া জীব শত্রুর প্রতি বৈর ও আত্মীয়ের প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন করিতেছে; হে সংসারাতীত নিত্যমুক্ত! আপনি এই মূঢ় জনগণের অবস্থা দর্শন করিয়া 'আহা! ইহাদিগের কি কষ্ট!' এই বলিয়া করুণা প্রদর্শনপূর্ব্বক অদ্য ইহাদিগকে বৈতরণী পার করিয়া প্রতিপালন করুন। হে অখিলগুরো! আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের হেতু, অতএব সকল লোককে উদ্ধার করিতে আপনার কি ক্লেশ হইবে? হে আর্ত্তবন্ধো! মূঢ় জনগণের প্রতি আপনার মহান অনুগ্রহ করা সমুচিত কার্য্য সন্দেহ নাই; যাহারা আপনার প্রিয় ভক্তগণের সেবা করিয়া থাকে, ঈদৃশ আমাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনাকে প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। হে পরমপুরুষ! আমার চিত্ত আপনার মাহাত্ম্যগানরূপ মহামৃতে নিমগ্ন রহিয়াছে, এই হেতু আমি দুস্তর ভববৈতরণীপারের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন নহি; যাহাদিগের চিত্ত সেই মহামৃত হইতে বিমুখ, যাহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে উদ্ভূত মায়াময় সুখের নিমিত্ত কুটুম্বাদির পোষণভার বহন করিতেছে, সেই বিমূঢ় জনগণের নিমিত্ত দুঃখিত হইতেছি। দেবগণ ও মুনিগণ প্রায়ই স্ব স্ব বিমুক্তি কামনা করিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক নির্জ্জনে পরমার্থনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করেন; অতএব আমি পূর্ব্বোক্ত শোচনীয় মূঢ় জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বিমুক্তি অভিলাষ করি না; এ বিষয় অন্য কাহাকেই বা প্রার্থনা করিব? সংসারে ভ্রমণশীল এই জীবগণের আশ্রয় আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

করদ্বয় কণ্ডূয়ন করিলে যেমন উত্তরোত্তর দুঃখ উদ্ভূত হয়, সেইরূপ গৃহিগণের যে মৈথুনাদি তুচ্ছ সুখ, তাহাও উত্তরোত্তর দুঃখ আনয়ন করে; কিন্তু কামুক ব্যক্তিগণ বহু দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও গার্হস্থ্যসুখকে পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করে না; কারণ, কাম কণ্ডূতির ন্যায় দুঃসহ; কেবল আপনার প্রাসাদে কোন কোন ধীর ব্যক্তি কণ্ডূতির ন্যায় কালকে সহ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। হে অন্তর্যামিন! মৌনাবলম্বন, ব্রতপালন, শাস্ত্রশ্রবণ, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্মপালন, ধর্ম্মগ্রন্থব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, মন্ত্রজপ ও সমাধি, এই দশবিধ মুক্তির সাধন প্রসিদ্ধ আছে বটে, কিন্তু ঐ সকল সাধন প্রায়ই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের জীবিকা হইয়া থাকে, দাম্ভিক ব্যক্তিগণেরও কখন কখন জীবিকাসংগ্রহের উপায়স্বরূপ হয়। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজ এইরূপ প্রবাহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ কারণ হইতে কার্য্য ও কার্য্য হইতে কারণ, এই প্রবাহ দৃষ্ট হইতেছে; এই প্রবাহাপন্ন কার্য্যকারণই আপনার রূপ বলিয়া বেদ প্রকাশ করিয়াছেন; যেমন দেবদত্তাদির গৌরত্বাদি রূপ, আপনার তাদৃশ রূপাদি নাই, কারণ, আপনি প্রাকৃতরূপাদিশূন্য; এই নিমিত্ত সংযত ব্যক্তিগণই ভক্তিযোগদ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবে আপনাকে কার্য্য ও কারণ উভয়ের মধ্যেই অনুস্যূত দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন ঘর্ষণদ্বারা দারুমধ্যে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ ভক্তিযোগদ্বারা কার্য্য ও কারণের মধ্যে আপনাকে লাভ করা যায়; আপনার জ্ঞান অন্য কোন উপায়ে লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। আপনি বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, শব্দাদি বিষয়, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত ও অহঙ্কার; যাহা কিছু ও সূক্ষ্ম আছে, তৎসমুদয় আপনি; হে ভূমন্! মন ও

বাক্য যাহা যাহা প্রকাশ করিতে পারে, তৎসমুদয় আপনা হইতে পৃথক নহে। এই সকল গুণের এবং মহত্তত্ত্বপ্রভৃতি ও মনঃ প্রভৃতি যে সকল গুণী অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট পদার্থ, সেই সকলের অধিষ্ঠাতা দেবগণ ও মর্ত্ত্যগণ সকলেই জড়োপাধি; সুতরাং তাহারা অনাদি ও অনন্ত আপনাকে জানিতে পারে না, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এইরূপ বিচার করিয়া অধ্যয়নাদি ব্যাপার পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাধিদ্বারা আপনারই উপাসনা করিয়া থাকেন। হে পূজ্যতম! প্রণিপাত, স্তুতি, সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, চরণদ্বয়ের পরিচর্য্যা, স্মৃতি ও কথাশ্রবণ এই ষড়ঙ্গা সম্যক্ সেবা-ব্যতিরেকে জনগণ পরমহংসগণের গতি অর্থাৎ প্রাপ্য আপনাতে কিরূপে ভক্তি লাভ করিবে? যেহেতু ভক্তিব্যতীত মোক্ষ হয় না এবং সেবা ব্যতীত ভক্তি হয় না, অতএব আমাকে প্রার্থিত দাস্যযোগ দান করুন।

নারদ কহিলেন,—ভক্ত ভক্তিসহকারে এইরূপ গুণ বর্ণনা করিলে, নির্গুণ ভগবান্ প্রীত হইয়া কোপ সংবরণপূর্ব্বক প্রণত প্রহ্লাদকে কহিলেন,—হে বৎস অসুরোত্তম প্রহ্লাদ। তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি জনগণের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি। হে আয়ুষ্মন্! যে আমাকে প্রীত করিতে না পারে, তাহার পক্ষে আমার দর্শন দুর্লভ; জীবগণ আমাকে দর্শন করিলে 'কামনা পূর্ণ হইল না' এই বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে দুঃখ করিতে হয় না। হে মহাভাগ! ধীর সাধুগণ শ্রেয়স্কাম হইয়া সর্ব্বভাবে আমার সন্তোষ সাধন করিয়া থাকেন, আমিই সকল মনোরথ প্রদান করিয়া থাকি।

নারদ কহিলেন,—ভগবান্ এইরূপে লোক-প্রলোভন বরসমূহ প্রদান করিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখাইলেও অসুরোত্তম তাহা যাচ্ঞা করিলেন না, কারণ, তিনি ভগবানের নিষ্কাম ভক্ত ছিলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—বালক সেই সমস্ত বর ভক্তিযোগের অন্তরায় ভাবিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া হৃষীকেশকে কহিলেন,—আমি স্বভাবতঃ কামে আসক্ত এই সকল বরদ্বারা আমাকে প্রলোভিত করিবেন না; আমি কামসঙ্গ হইতে ভীত, নির্ব্বেদপ্রাপ্ত ও মুমুক্ষু হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে প্রভো! আপনি ভৃত্যের লক্ষণ জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত যাহা সংসারের বীজ ও হৃদয়ের গ্রন্থি, সেই কামবিষয়ে ভক্তকে প্রণোদিত করিয়াছিলেন, নতুবা, হে অখিলগুরো! আপনি করুণাত্মা হইয়া অনর্থসাধনে প্রবর্ত্তিত করিবেন, ইহা কিরূপে হইতে পারে? যে আপনার নিকট কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে, সে ভৃত্য নহে, সে বণিক্, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট নিজের জন্য কিছু কামনা করিয়া তাঁহার ভৃত্য হয়, তাহাকে সোপাধিক অর্থাৎ সকাম ভৃত্য কহে সে তাত্ত্বিক অর্থাৎ নিষ্কাম ভৃত্য নহে এবং যিনি ভৃত্যের উপর আধিপত্য ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বেতনাদি দান করেন, তিনিও প্রকৃত প্রভু নহেন; কিন্তু আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত এবং আপনিও আমার অভি-সন্ধিরহিত স্বামী; রাজা ও ভৃত্যের ন্যায় আমাদিগের উভয়ের মধ্যে কোন অভিসন্ধির প্রয়োজন নাই। হে বরদশ্রেষ্ঠ! তথাপি আপনি পরমোদার বলিয়া

যদি কিছু কাম্য বর প্রদান করিতে চাহেন, তবে এই বর প্রার্থনা করি, যেন আমার হৃদয়ে কামনার অঙ্কুর সঞ্জাত না হয়। যে কামের জন্ম হইলে ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ, দেহ, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, তেজঃ, স্মৃতি ও সত্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যখন মানব মনোমধ্যে স্থিত সেই কামকে বিশেষরূপে পরিত্যাগ করে, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তখনই সেই ব্যক্তি ভগবত্ত্ব অর্থাৎ আপনার সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। আপনি ভগবান্, পরমপুরুষ, মহত্মা, হরি, অদ্ভুতসিংহ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা; আপনাকে নমস্কার করি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যাঁহারা তোমার ন্যায় আমার একান্ত ভক্ত, তাহারা কখনও কি ইহলোকে, কি পরলোকে, কোথাও ভোগ্য বস্তু কামনা করেন না; তথাপি তুমি এই মন্বন্তরকালমাত্র এখানে থাকিয়া দৈত্যেশ্বরগণের রাজভোগ উপভোগ কর। মদীয় মনোরম কথা শ্রবণ করিবে; এক আমি সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছি, আমিই যজ্ঞাধিষ্ঠাতা ঈশ্বর, আমাকে চিত্তে আবেশিত করিয়া যজনা করিবে, কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিবে; তাহা হইলে কর্ম্মনিবন্ধন বন্ধনের আশঙ্কা থাকিবে না।

তুমি ভোগ অর্থাৎ সুখানুভবদ্বারা প্রারব্ধ পুণ্য ক্ষয় করিয়া মুক্তবন্ধ হইয়া লোকানুগ্রহার্থে সুরলোকগীতা বিশুদ্ধা কীর্ত্তি বিস্তারপূর্ব্বক কালপ্রভাবে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে; তোমার প্রাচীন বা প্রারব্ধ পাপ নাই, তুমি পুণ্যাচরণ করিবে, তাহা হইলে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না। তুমি বদ্ধ হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিও না; যে মনুষ্য তোমাকে, আমাকে ও আমার চরিত্রকে স্মরণ করিয়া তোমার কীর্ত্তিত এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিবেন, তিনিও কালে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে মহেশ্বর! আপনি বরদগণের ঈশ্বর, আপনার নিকট অপর এক বর প্রার্থনা করি; আমার পিতা আপনার ঐশ্বর তেজ জানিতেন না; আপনি সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকের গুরু ও প্রভু, আপনি তাঁহার ভ্রাতৃহন্তা, এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কোপবিদ্ধ হৃদয়ে যে আপনার নিন্দাবাদ করিয়াছেন ও ভবদীয় ভক্ত আমার প্রতি যে দ্রোহাচারণ করিয়াছেন, হে কৃপণবৎসল! তিনি তদানীং আপনার অপাঙ্গদৃষ্টিপাতে পরিপূত হইলেও যেন দুরন্ত দুস্তর পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অনঘ! তোমার পিতা একবিংশতি পিতৃপুরুষের সহিত পবিত্র হইয়াছেন, যেহেতু যে সাধো! ইঁহার কুলে কুলপাবন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। প্রশান্ত সমদর্শী সাধু সদাচার মদীয় ভক্তগণ যে যে দেশে বাস করেন, সেই সেই দেশ কীকটের ন্যায় নিকৃষ্ট হইলেও পবিত্র হয়; শুদ্ধ তাহাই নহে, কীকটের ন্যায় নিকৃষ্ট বংশে উৎপন্ন মনুষ্যও পবিত্রতা লাভ করে। হে দৈত্যেন্দ্র! যাঁহারা ইহলোকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিবিধ ভূতগ্রামের প্রতি কোন প্রকার হিংসাচরণ করেন না, আমার প্রতি ভক্তিহেতু যাঁহাদিগের বিষয়স্পৃহা দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা তোমার চরিত্র অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার ভক্ত; তুমি আমার নিখিল ভক্তগণের উপমাস্থানীয় শ্রেষ্ঠ ভক্ত, সন্দেহ নাই। হে বৎস! আমার অঙ্গস্পর্শে তোমার পিতা সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হইয়াছেন; তুমি কেবল পুত্রের কর্ত্তব্য প্রেতকার্য্যসমূহ সম্পাদন কর, তুমি তাঁহার সুপুত্র, তিনি উত্তম লোকে গমন করিবেন। হে তাত! পিতার রাজ্য পালন কর, বেদবাদিগণের উপদেশানুসারে আমাতে মন আবেশিত করিয়া মৎপর হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! প্রহ্লাদও ভগ-

বানের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ব্রহ্মা নৃসিংহদেবকে প্রসন্নবদন দেখিয়া দেবাদিপরিবৃত হইয়া পবিত্র বচনাবলীদ্বারা তাঁহার স্তুতি করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবদেব! হে অখিলাধ্যক্ষ। যাঁহারা আমার ন্যায় ভূতস্রষ্টা, তাঁহার আপনা হইতেই প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই পাপিষ্ঠ লোকসন্তাপক অসুর আমার নিকট বর লাভ করিয়াছিল যে, আমার সৃষ্ট কোন পদার্থ হইতে তাহার বিনাশ ঘটিবে না; সে এইরূপে তপস্যা ও যোগবলে দৃপ্ত হইয়া সমস্ত ধর্ম্মকে বিলুপ্ত করিয়াছে, অতি সৌভাগ্যের বিষয়, আপনি তাহাকে বধ করিলেন। আরও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই অসুরের তনয় মহাভাগবত সাধু বালক প্রহ্লাদকে আপনি মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন ও তিনি এক্ষণে আপনাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইলেন। যে ভগবন্! আপনি পরমাত্মা; যিনি আপনার এই নৃসিংহরূপ ধ্যান করিবেন, আপনার এই রূপ তাঁহাকে সর্ব্ববিধ ভয় হইতে, এমন কি সংহার করিতে উদ্যত মৃত্যু হইতেও রক্ষা করিবেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পদ্মসম্ভব! হে বিভো! অসুরসকল সর্পের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রূর-স্বভাব; সর্পকে ক্ষীর প্রদান করিলে তাহার বিষ বৰ্দ্ধিত হয়, সেইরূপ অসুরদিগকে বর প্রদান করিলে, তাহারাও গর্ব্বিত হইয়া থাকে: অতএব আপনি অসুরদিগকে আর ঈদৃশ বর প্রদান করিবেন না।

নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! নরহরি ভগবান্ এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তথায় সর্ব্ব-ভূতের অদৃশ্য হইয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর প্রহ্লাদ্ ব্রহ্মা, ভব, প্রজাপতিগণ ও দেবগণ, এই সকল ভগবৎকলার সম্যক্ পূজা করিয়া অবনতমস্তকে তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি মুনিগণের সহিত কমলাসন প্রহ্লাদকে দৈত্যদানবগণের অধিপতি করিলেন। হে রাজন্! পরে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার অভিনন্দন করিয়া ও তাঁহাকে পরম আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া তদীয় পূজা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব ধামে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে বিষ্ণুর পার্ষদদ্বয় বিপ্রশাপে দিতির পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৈরভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে শ্রীহরিকর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই পুনর্ব্বার রাবণ ও কুম্ভকর্ণ হইয়া রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং রামের বিক্রমে নিহত হন। তাঁহারা রামবাণে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া যুদ্ধস্থলে শয়ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্বজন্মের ন্যায় দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই জন্মে তাঁহারাই পুনর্ব্বার শিশুপাল ও দন্তবক্র হইয়াছিলেন এবং শ্রীহরির প্রতি বৈরানুবন্ধ করিয়া তাঁহাতে সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন, ইহা আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কৃষ্ণবৈরী রাজগণ পূর্ব্বে যে সকল কৃষ্ণনিন্দাদি পাপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে তদাত্মা হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন; যেমন কীট পেশস্কৃৎ অর্থাৎ ভ্রমর বিশেষের ধ্যান করিতে করিতে তদাত্মা হইয়া যায়, ইঁহাদিগের অবস্থাও তাদৃশ হইয়াছে। যেমন ভেদদর্শনশূন্যা ভক্তিদ্বারা জ্ঞানী ভক্তগণ ভগবৎসারূপ্য লাভ করেন, সেইরূপ শিশুপালাদি ভূপতিগণ বৈর-ভাবে শ্রীহরির চিন্তা করিয়া তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়াছেন। হে রাজন্! আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, দমঘোষের পুত্রাদি শত্রু হইয়াও কিরূপে শ্রীহরির সারূপ্য লাভ করিল; এই আমি আপনার নিকট তৎসমুদয় বর্ণন করিলাম। ব্রহ্মণ্যদেব মহাত্মা কৃষ্ণের যে নৃসিংহরূপে অবতার, তাঁহার এই পুণ্যকথা বর্ণন করিলাম। ইহাতে আদিদৈত্যদ্বয়ের বধ বর্ণিত

হইয়াছে। মহাভাগবত প্রহ্লাদের চরিত্র এবং তিনি ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা শ্রীহরির তত্ত্ব যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন ও শ্রীহরির গুণ ও কর্ম্মের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তৎসমুদয় এই আখ্যানে যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে; দেবদৈত্যগণের স্থানসমূহের কালক্রমে যেরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহাও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে এবং যদ্দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, সেই ভাগবত ধর্ম্ম ও আত্মানাত্মবিবেকাদি অশেষরূপে আখ্যাত হইয়াছে! যিনি বিষ্ণুর পরাক্রমলীলাদ্বারা সমৃদ্ধ এই পুণ্য আখ্যান শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করিয়া অপরের নিকট কীর্ত্তন করেন, তিনি কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। যিনি আদিপুরুষের মৃগেন্দ্রের ন্যায় লীলা, দৈতেন্দ্র হিরণ্য-কশিপুর ও দৈত্যযূথপতিগণের বধ এবং সাধুপ্রবর দৈত্যাত্মজ প্রহ্লাদের পুণ্যপ্রভাব শ্রবণ করিয়া শুচি হইয়া পাঠ করেন, তিনি অকুতোভয় লোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন। আহা! মনুষ্যলোকে আপনারা অতীব সৌভাগ্যবান্; লোকপাবন মুনিগণ চতুর্দ্দিক হইতে আপনাদিগের গৃহে আগমন করেন, যেহেতু নারাকার পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গূঢ়ভাবে আপনা-দিগের গৃহে সাক্ষাৎ বাস করিতেছেন। এই শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম; মহাজনগণ যে কৈবল্যনির্ব্বাণসুখ অর্থাৎ নিরুপাধি আনন্দ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, ইনি সেই আনন্দানুভূতিস্বরূপ, ইনিই আপনাদিগের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুলেয়, আত্মা, পূজনীয়, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও গুরু হইয়াছেন। ভব, পদ্মযোনি প্রভৃতি যাঁহার তত্ত্ব স্ব স্ব বুদ্ধিদ্বারা 'ইহা এইরূপ' বলিয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে বর্ণন করিতে পারেন নাই, তিনি স্বয়ংই আপনাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, কিন্তু আমরা মৌন, ভক্তি ও উপশম, এই সকল সাধনদ্বারা তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া থাকি; এই ভক্তগণের প্রভু পূজাগ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে রাজন্! পূর্ব্বকালে অনন্ত মায়াবী ময় দেব রুদ্রের যশঃ বিহত করিয়াছিল, এই ভগবান্‌ই তাঁহার যশঃ বিস্তার করেন।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন,—ময় কি কর্ম্ম করিয়া জগতের ঈশ্বর দেব রুদ্রের কীর্ত্তি নাশ করিয়াছিল এবং কিরূপেই বা এই কৃষ্ণ তদীয়া কীর্ত্তি বর্দ্ধিত করিলেন তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।

নারদ কহিলেন,—দেবগণ এই কৃষ্ণের বলে বলীয়ান্ হইয়া যুদ্ধে অসুরদিগকে পরাজয় করিলে তাহারা মায়াবিগণের পরমাচার্য্য ময়ের শরণাপন্ন হইল। পরাক্রান্ত ময়দানব সুবর্ণময়ী, রৌপ্যময়ী ও লৌহময়ী এই তিনটী পুর নির্ম্মাণ করিয়া অসুরদিগকে প্রদান করিলেন; এই পুরত্রয় আকাশে কখন্ কোন্ দিকে গমনাগমন করিত, তাহা দেবগণের লক্ষ্য হইত না এবং এই তিনটী পুরের মধ্যে নানাবিধ অলৌকিক পরিচ্ছদ ছিল। হে রাজন্! সেই অসুরসেনাপতি-গণ পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া অলক্ষিত থাকিয়া লোক-পালগণের সহিত তিন লোকের উৎপীড়ন করিতে লাগিল। অনন্তর লোকপালগণের সহিত লোকসকল রুদ্রের সমীপে গমন করিয়া প্রণতিপুরঃসর কহিলেন, হে দেব! আমরা আপনার অনুগত, ত্রিপুর আশ্রয় করিয়া অসুরগণ আমাদিগকে বিনষ্ট করিতেছে, পরিত্রাণ করুন। অনন্তর মহাপ্রভাব ভগবান্ রুদ্র 'ভয় নাই' বলিয়া সুরগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক অনুগ্রহ করিয়া শরাসনে অভিমন্ত্রিত শর সন্ধানপূর্ব্বক পুরত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। যেমন সূর্য্যমণ্ডল হইতে কিরণজাল উৎপতিত হয়, সেইরূপ সেই শর হইতে অগ্নিবর্ণ বাণসকল উৎপতিত হইল, তদ্দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় পুরত্রয় আর দৃষ্টিগোচর হইল না। পুরত্রয়ে অবস্থিত অসুরগণ সকলে সেই সকল শরস্পর্শে প্রাণহীন হইয়া নিপতিত হইল; মহাযোগী ময় তাহাদিগকে আনিয়া স্বনির্ম্মিত কূপামৃতে ক্ষেপণ

করিল; তাহারা সিদ্ধামৃতরসের সংস্পর্শে বজ্রসার ও মহাতেজাঃ হইয়া মেঘভেদী বৈদ্যুত অগ্নির ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। সঙ্কল্প ব্যর্থ হওয়ায় বৃষধ্বজকে বিমনস্ক দেখিয়া এই ভগবান্ বিষ্ণু তৎকালে তথায় এক উপায় উদ্‌ভাবন করিলেন। তখন ব্রহ্মা বৎস ও এই বিষ্ণু স্বয়ং ধেনু হইলেন, তাঁহারা মধ্যাহ্নকালে ত্রিপুরে প্রবেশ করিয়া রসকূপের অমৃত পান করিয়া ফেলিলেন। তত্রত্য অসুরগণ এরূপ বিমোহিত হইল যে, তাহারা তাহা দেখিয়াও নিষেধ করিল না। মহাযোগী ময় তাহা জানিতে পারিয়াও উহা দৈবাধীন ঘটিয়াছে স্মরণ করিয়া স্বয়ং শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকার্ত্ত কূপরক্ষক অসুরদিগকে হাস্য করিয়া কহিল,—নিজের, অপরের অথবা উভয়ের প্রতি দৈব যাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেব, অসুর, নর বা অন্য কেহ অন্যথা করিতে সমর্থ নহে। অনন্তর এই শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঋদ্ধি, তপস্যা, বিদ্যা ও ক্রিয়াদি স্বকীয় শক্তি-সমূহদ্বারা শম্ভুর রথ, সারথি, ধ্বজ, বাহ, ধনুঃ, বর্ম্ম ও শরাদি যুদ্ধোপকরণ বিধান করিলেন; রুদ্র এইরূপে বদ্ধপরিকর হইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক ধনুঃ ও শর গ্রহণ করিলেন। হে নৃপ! অনন্তর ঈশ্বর হর মধ্যাহ্নকালে শরাসনে শরসন্ধান করিয়া তদ্‌দ্বারা দুর্ভেদ্য তিনটী পুর দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অন্তরীক্ষে শত শত বিমানে দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি করিলেন, দেবর্ষি, পিতৃ ও সিদ্ধেশ্বরগণ জয় জয় শব্দে কুসুম বর্ষণ করিয়া শম্ভুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং অপ্সরোগণ হৃষ্ট হইয়া নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ভগবান্ ত্রিপুরহা এইরূপে ত্রিপুর দগ্ধ করিয়া ব্রহ্মাদির স্তব শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় ধামে প্রতিগমন করিলেন। পরমাত্মা জগদ্‌গুরু এই শ্রীহরি স্বীয় মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক নরাকার অনুকরণ করিয়া থাকেন; ঋষিগণ তাঁহার এবংবিধ লোকপাবন বীর্য্যগাথা গান করিয়াছেন, এক্ষণে অপর কোন্ বিষয়ের অবতারণা করিব?

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহত্তমগণের অগ্রগণ্য উরুক্রমে একান্তনিষ্ঠ দৈত্যপতি প্রহ্লাদের চরিত্র যাহা সাধুগণের সভামধ্যে সমাদৃত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির হৃষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার ব্রহ্মপুত্র নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! মনুষ্য-গণের বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ, এই ধর্ম্ম হইতে মনুষ্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকে। আপনি সাক্ষাৎ প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর আত্মজ এবং তপস্যা, যোগ ও সমাধিহেতু পুত্রগণের মধ্যে পিতার অতীব প্রিয়। আপনার ন্যায় দয়ালু সাধু শান্ত নারায়ণপর বিপ্রগণ যেরূপ উৎকৃষ্ট গুহ্য ধর্ম্ম অবগত আছেন, অপরে সেরূপ নহেন।

নারদ কহিলেন,—লোকসকলের ধর্ম্মসেতু ভগবান্ নারায়ণকে বন্দনা করিয়া তদীয় মুখ হইতে শ্রুত সনাতন ধর্ম্ম বলিব। ভগবান্ নারায়ণ স্বীয় অংশে ধর্ম্মের ঔরসে দক্ষকন্যার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া লোক-সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে তপশ্চরণ করিতেছেন। হে রাজন্! সর্ব্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরি ও বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি এবং যদ্‌দ্বারা মনের

প্রসন্নতা অর্থাৎ সন্তোষ হয়, এই সমুদয় ধর্ম্মের মূল অর্থাৎ প্রমান। সত্য, দয়া, তপঃ অর্থাৎ একাদশীতে উপবাসাদি; শৌচ, সহিষ্ণুতা, ঈক্ষা অর্থাৎ কি যুক্ত ও কি অযুক্ত এতদ্বিষয়ে বিবেচনা, শম অর্থাৎ মনঃ-সংযম, দম অর্থাৎ বাহ্য ইন্দ্রিয়সকলের সংযম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ অর্থাৎ দান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ যথোচিত জপ, সরলতা, সন্তোষ অর্থাৎ দৈবলব্ধ পদার্থে পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি, মহৎসেবা, যে সকল কর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপন্ন করে, তাহা হইতে শনৈঃ শনৈঃ নিবৃত্তি, নিষ্ফল ক্রিয়াসকলের পর্য্যালোচনা, মৌন অর্থাৎ বৃথালাপনিবৃত্তি, আত্ম-বিসর্জ্জন অর্থাৎ দেহাদি হইতে পৃথক্ আত্মার অনু-সন্ধান, অন্ন ও মোদকাদি ভোগ্যবস্তুসকলের ভূতগণের মধ্যে যথাযথ বিভাগানন্তর গ্রহণ, সর্ব্ব মনুষ্যে আত্মবুদ্ধি ও দেববুদ্ধি, মহাজনগণের গতি শ্রীকৃষ্ণের নামাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা অর্চ্চনা, প্রণতি, দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ, এই সমুদয় মনুষ্যসাধারণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে রাজন্! এই ত্রিংশল্লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মদ্বারা সর্ব্বাত্মা পরিতুষ্ট হয়। এক্ষণে দ্বিজলক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যাঁহার মন্ত্রযুক্ত গর্ভাধানাদি সংস্কার অবিচ্ছিন্ন থাকে, তিনি দ্বিজ। যদি কোন শূদ্র অবিচ্ছিন্ন সংস্কারবান্ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিও দ্বিজ হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করিবেন না, কারণ, অজ অর্থাৎ ব্রহ্মা যাঁহাকে এবম্ভূত সংস্কারযুক্ত বলিয়াছেন, তিনিই দ্বিজ। শূদ্রকে মন্ত্রযুক্ত সংস্কারবান্ ও উপনয়নবান্ বলিয়া বলেন নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, শূদ্র একমাত্র বিবাহসংস্কার লাভ করিবে, ব্রহ্মা তাহাকে কোন ছন্দের সহিত যোগ করিয়া দেন নাই; শ্রুতিতেও উক্ত আছে যে, ব্রাহ্মণকে গায়ত্রী ছন্দের সহিত, রাজন্যকে ত্রিষ্টুভ্ ছন্দের সহিত এবং বৈশ্যকে জগতী ছন্দের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু শূদ্রকে কোন ছন্দের সহিত যোগ করেন নাই, এই নিমিত্ত শূদ্রের বিবাহ ভিন্ন অন্য সংস্কারের আবশ্যকতা নাই বলিয়া এবং উপনয়ন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ বলিয়া শূদ্র দ্বিজ নহে। পবিত্র কুল ও আচারনিবন্ধন বিশুদ্ধ দ্বিজাতি-গণের পক্ষে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এবং স্ব স্ব আশ্রমোচিত ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। বিপ্র-গণের যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, যাজন, অধ্যাপন ও বিশুদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দান গ্রহণ এই ছয় কর্ম্মের মধ্যে শেষোক্ত তিনটী জীবিকা। ক্ষত্রিয় প্রতিগ্রহ করিবেন না, যাজন ও অধ্যাপনা করিতে পারেন, যিনি প্রজাপালনে অধিকৃত ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজা, তিনি যাজন, অধ্যাপনা ও বিপ্র ভিন্ন অপরের নিকট কর ও দণ্ডশুল্কাদিকে জীবিকারূপে গ্রহণ করিতে পারেন। বৈশ্য ব্রাহ্মণকুলের অনুবর্ত্তী থাকিয়া কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। দ্বিজশুশ্রূষা শূদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত হইয়াছে এবং শূদ্র স্বীয় প্রভু দ্বিজের শুশ্রূষাদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, বিপ্র আরও চারিপ্রকার জীবিকা অবলম্বন করিতে পারেন; যথা,—কৃষিপ্রভৃতি, অযাচিতপ্রাপ্তি, যাযাবরতা অর্থাৎ প্রত্যহ ধান্যযাচ্ঞা ও শিল বা উঞ্ছন অর্থাৎ ধান্য-ক্ষেত্রে স্বামিত্যক্ত কণিশগ্রহণ বা আপনাদিপতিত কণিকার গ্রহণ, এই চারি প্রকার জীবিকার মধ্যে উত্তরোত্তর জীবিকা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তম। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিসমূহসম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে, অপেক্ষাকৃত নীচ জাতি উচ্চজাতির বৃত্তি অবলম্বন করিবে না; এই বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম এই যে, ক্ষত্রিয় কেবল প্রতিগ্রহ করিবে না, ব্রাহ্মণের অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা অনাপৎকালে বুঝিতে হইবে, আপৎকালে সকলেই সকল জীবিকা অবলম্বন করিতে পারে। ঋত বা অমৃত, মৃত বা প্রমৃত অথবা সত্য বা অনৃত, এই সকল দ্বারা জীবন ধারণ করিবে, কিন্তু কখনও শ্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না। পূর্ব্বোক্ত

উঞ্ছশিল ঋত, অযাচিত অমৃত, নিত্য যাচ্ঞা মৃত, কর্ষণ প্রমৃত, বাণিজ্য সত্যানৃত ও নীচসেবন শ্ববৃত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিপ্র ও ক্ষত্রিয় সর্ব্বদা নিন্দিতা পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন, কারণ, বিপ্র সর্ব্ববেদময় ও নৃপতি সর্ব্বদেবময়। শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, ঋজুতা, জ্ঞান, দয়া, শ্রীবিষ্ণুপরতা ও সত্য, এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যুদ্ধে উৎসাহ, প্রবাহ, ধৈর্য্য, প্রগল্‌ভতা, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসন্নতা ও সত্যকথন, এইগুলি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেবতা, গুরু ও অচ্যুতে ভক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের পরিপোষণ, আস্তিক্য অর্থাৎ বিশ্বাস, নিত্য উদ্যম ও তাহাতে নিপুণতা, এই সকল বৈশ্যের লক্ষণ। নম্রতা, শৌচ, অকপট ভাবে প্রভুর সেবা, অমন্ত্রযজ্ঞ অর্থাৎ কেবল নমস্কার দ্বারা পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অচৌর্য্য, সত্য এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষণ, এইগুলি শূদ্রের লক্ষণ। পতিব্রতা স্ত্রী পতির সেবা ও সাহায্য করিবেন, পতি যে ব্রত অর্থাৎ নিয়ম পালন করেন, তিনিও তাহাই প্রত্যহ ধারণ করিবেন এবং পতির বন্ধুজনের অর্থাৎ পিতামাতাদির অনুবৃত্তি অর্থাৎ সেবা করিবেন। তিনি সম্মার্জ্জন ও উপলেপদ্বারা গৃহের শোভা বর্দ্ধন ও উদ্বর্ত্তনাদিদ্বারা অর্থাৎ ঘর্ষণাদিদ্বারা গৃহের উপকরণ গুলি প্রত্যহ পরিষ্কৃত করিবেন; সাধ্বী স্ত্রী এই সকল সেবাদ্বারা এবং স্বয়ং অলঙ্কারাদিসুসজ্জিতা থাকিয়া স্বামীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ব্ব প্রকার প্রয়োজন সাধনপূর্ব্বক বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম সত্য ও প্রিয় বাক্যদ্বারা এবং সমুচিতকালে প্রেমপূর্ণ ব্যবহারদ্বারা পতির ভজনা করিবেন। পতিব্রতা যথালাভে সন্তুষ্টা থাকিবেন, অল্পমাত্র ভোগেও লোলুপা হইবেন না; তিনি আলস্যশূন্যা, ধর্ম্মজ্ঞা, সাবধানা ও শুচি হইয়া সত্য ও প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবেন এবং প্রেমের সহিত পতি ভজনা করিবেন; কিন্তু যদি পতি মহাপাতকী হইয়া পতিত হন, তাহা হইলে তাঁহার শুদ্ধিপর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবেন। যেমন লক্ষ্মীদেবী হরির ভজনা করেন, সেইরূপ যে সাধ্বী নারী পতিপরায়না হইয়া পতিকে হরি মনে করিয়া ভজনা করেন, তিনি হরিস্বরূপ স্বামীর সহিত হরিলোকে লক্ষ্মীর ন্যায় আনন্দে কাল যাপন করেন।

প্রতিলোমজ ও অনুলোমজ সঙ্করজাতির কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত জীবিকাই অবলম্বন করা বিধেয়; তন্মধ্যে রজকাদি অন্ত্যজ ও চণ্ডালাদি অন্তেবসায়ীদিগের চৌর্য্য ও হিংসাদি পাপ যদি কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহা অবলম্বনীয় নহে; রজকাদির বস্ত্রনির্ণেজনাদি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা বিধেয়। হে রাজন্! বেদবিদ্‌গণ যুগে যুগে প্রায়ই মনুষ্যের স্বভাবানুসারে ধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, অর্থাৎ মনুষ্যের সত্ত্বাদিপ্রকৃতি-অনুসারে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ঐ ধর্ম্মই ইহলোকে ও পরলোকে সুখহেতু বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্য স্বাভাবিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্গুণত্ব অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাজন্! কোন ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ বীজ বপন করিলে ঐ ক্ষেত্র সবীর্য্য হইলেও ক্রমশঃ নিবীর্য্য হইয়া যায়, উহা আর শস্য প্রসব করিতে সমর্থ হয় না এবং উক্ত বীজও বিনাশ প্রাপ্ত হয়; এইরূপ যে চিত্তে কামনাসকল বাসনারূপে অবস্থান করিতেছে, সে চিত্তও কালের অতিসেবাদ্বারা ক্রমশঃ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি ঘৃতবিন্দুদ্বারা নির্ব্বাপিত হয় না, কিন্তু বহুপরিমাণ ঘৃত যুগপৎ নিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নির নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ বেদোক্ত নিয়মদ্বারা বহুবিধ কাম্য বস্তু পুনঃ পুনঃ উপভোগ করিলে ক্রমশঃ চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়, অল্প ভোগে তাদৃশ হয় না। মনুষ্যের ব্রাহ্মণাদি বর্ণের

অভিব্যঞ্জক যে শমদমাদি লক্ষণ কথিত হইল, সেই লক্ষণ যদি অন্য বর্ণের মধ্যে লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণকেও ব্রাহ্মণাদি নামে নির্দ্দেশ করিবে।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাসকালে ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক বিনীত দাসের ন্যায় গুরুর হিতাচরণ করিয়া তাঁহার সেবা করিবেন ও তাঁহার প্রতি সুদৃঢ় প্রীতি পোষণ করিবেন; প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গুরু, অগ্নি, সূর্য্য ও বিষ্ণুর উপাসনাপূর্ব্বক গায়ত্রীজপসহকারে সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা করিবেন এবং প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে মৌন অবলম্বন করিবেন। গুরু আহ্বান করিলে সুসংযত হইয়া বেদ অধ্যয়ন করিবেন এবং অধ্যয়নের প্রারম্ভে ও অবসানে অবনতমস্তকে তদীয় চরণদ্বয় বন্দনা করিবেন। ব্রহ্মচারী কুশহস্ত হইয়া যথাবিধি অর্থাৎ স্ব স্ব বর্ণানুসারে মেখলা, মৃগচর্ম্ম, বস্ত্র, দণ্ড, কমণ্ডলু ও উপবীত ধারণ করিবেন এবং কেশ প্রসাধন করিবেন না। তিনি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভিক্ষাচরণ করিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু গুরুকে প্রদান করিবেন এবং তাঁহার আজ্ঞা হইলে ভোজন করিবেন, নতুবা কদাচিৎ উপবাস করিয়া থাকিবেন। তিনি সুশীল, মিতভোজী, অনশন, শ্রদ্ধাবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গুরুসেবার নিমিত্ত প্রয়োজনানুসারে স্ত্রীগণের ও স্ত্রীবশীভূত গৃহস্থগণের সমীপে ভিক্ষাদি করিবার জন্য আগমন করিবেন, অন্য কোন প্রকার সংস্রব রাখিবেন না। যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, ঈদৃশ কোন ব্রহ্মচারী নারীবিষয়িণী আলোচনা করিবেন না; কারণ, বলবান্ ইন্দ্রিয়সকল সংযত ব্যক্তিরও মন হরণ করিয়া থাকে। যদি যুবতী গুরুপত্নীগণ শিষ্যের প্রতি বাৎসল্যহেতু যুবা ব্রহ্মচারীর কেশপ্রসাধন, গাত্রমর্দ্দন, স্নপন ও চন্দনাদি বিলেপন করিতে অভিলাষ করেন, তথাপি তিনি তাঁহাদিগকে উহা করিতে দিবেন না, যেহেতু, নারী অগ্নিতুল্যা ও পুরুষ ঘৃতকুম্ভসদৃশ, এই নিমিত্ত মনুষ্য নির্জ্জনে স্বীয় কন্যার সহিতও অবস্থান করিবেন না এবং সর্ব্বসমক্ষেও প্রয়োজনের অতিরিক্তকাল তাঁহার নিকট অবস্থান বিধেয় নহে। যতদিন না এই জীব স্বরূপসাক্ষাৎকারহেতু এই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি মিথ্যা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্বতন্ত্র না হয়, ততদিন আমি পুরুষ, ইনি স্ত্রী এইরূপ প্রভেদ যাইবে না; এই দ্বৈতবুদ্ধি হইতে জীবের বিপর্য্যয় অর্থাৎ 'ইনি ভোগ্য' এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। সুশীলত্বপ্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত গুণসকল কি গৃহস্থ, কি যতি সকলেরই অর্জ্জন করা বিধেয়, কেবল গৃহস্থ ঋতুকালগামী হইবেন ও গুরুর প্রতি ব্রহ্মচারীর যে সকল কর্ত্তব্য পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পালন করিতে পারেন, অথবা পরিত্যাগও করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার কোন অপরাধ হয় না। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী, তাঁহারা শরীরে ও মস্তকে তৈলাদিম্রক্ষণ, গাত্রমর্দ্দন, নারী, নারীচিত্রনিরীক্ষণ, আমিষ, মদ্য, মাল্য, গন্ধ, লেপন ও অলঙ্কার ত্যাগ করিবেন। দ্বিজ এইরূপে গুরুকুলে বাস করিয়া শিক্ষাদি অঙ্গ ও উপনিষৎসকলের সহিত বেদত্রয় অধ্যয়নপূর্ব্বক বিচারদ্বারা বেদার্থ অবগত হইবেন; অনন্তর যদি সমর্থ

হন, গুরুর অভিমত দক্ষিণা প্রদান করিয়া তদীয় অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় অধিকারানুসারে গৃহস্থাশ্রমে বানপ্রস্থাশ্রমে বা সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবেন, অথবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীই থাকিবেন। অধোক্ষজ অগ্নি, গুরু, দেহ ও সর্ব্বভূতে অপ্রবিষ্ট হইয়াও স্বীয় আশ্রয় জীবগণের নিয়ন্তৃরূপে ঐ সকল পদার্থে প্রবিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, ইহা তিনি দর্শন করিবেন। ঈদৃশ ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ বা যতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার আচরণ করিতে করিতে বিজ্ঞেয়কে বিদিত হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

এক্ষণে বানপ্রস্থের যে সকল নিয়ম মুনিগণ অনুমোদন করিয়া থাকেন, তৎসমুদয় বলিতেছি,—ঐ সকল নিয়ম অবলম্বন করিলে বানপ্রস্থ মুনি অনায়াসে ঋষিলোকে অর্থাৎ মহর্লোকে গমন করিতে পারিবেন। কৃষ্টপচ্য অর্থাৎ কর্ষণদ্বারা নিষ্পন্ন ধান্যাদিজাত অন্ন বানপ্রস্থ ভোজন করিবেন না; অকৃষ্টপচ্য ফলাদি যদি অকালে পক্ক হয়, তাহাও ভোজন করিবেন না; অগ্নিপক্ক দ্রব্য অথবা অপক্কফলাদিভোজনও তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ; তিনি কেবল যথাকালে সূর্য্যপক্ক ফলাদি ভোজন করিবেন। চরু ও পুরোডাশদ্বারা হোম তাঁহার নিত্যকর্ম্ম, তিনি নীবারাদিদ্বারা উহা সম্পন্ন করিবেন এবং নব নব অন্নাদি প্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্বসঞ্চিত অন্নাদি পরিত্যাগ করিবেন। বানপ্রস্থ স্বয়ং হিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা ও সূর্য্যাতপ সহ্য করিবেন। কেবল অগ্নিরক্ষণের নিমিত্ত কুটীর বা পর্ব্বতকন্দর আশ্রয় করিবেন। তিনি কেশ, রোম, নখ, শ্মশ্রু, গাত্রাদিমল, কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড ও বল্কল ধারণ করিবেন এবং অগ্নি ও স্রুক্ প্রভৃতি উপকরণ রক্ষা করিবেন; এইরূপে বানপ্রস্থ মুনি বার, আট, চারি, দুই বা এক বৎসর কাল বনে বিচরণ করিবেন; যাহাতে তপঃক্লেশহেতু বুদ্ধি বিনষ্ট না হয়, তদনুসারে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট যত বৎসর পারেন, ঐ ব্রত পালন করিবেন। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কাল ব্রতাচরণ করিয়াও যদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে সামর্থ্য থাকে, তবে বনেই বাস করিবেন, যদি জ্ঞানাভ্যাসের যোগ্য হন, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন; কিন্তু যদি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেই ব্যাধি বা জরাহেতু স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে অসমর্থ হন, অথচ জ্ঞানাভ্যাসের যোগ্যও না হন, তাহা হইলে অনশনাদি করিবেন। অনশনাদি করিবার পূর্ব্বে তিনি অগ্নিকে আত্মায় সমারোপ করিয়া অর্থাৎ আত্মাই অগ্নিস্বরূপ এইরূপ চিন্তা করিয়া অগ্নি পরিত্যাগ করিবেন এবং দেহে যে 'অহং, মম' জ্ঞান আছে, তাহাও আত্মাতে লয় করিবেন। অনন্তর তিনি দেহের উপাদানসমূহকে যথাযোগ্য স্ব স্ব কারণে সম্যক্ লয় করিবেন। ধীমান্ বানপ্রস্থ দেহগত ছিদ্রসমূহকে আকাশে, নিশ্বাস অর্থাৎ প্রাণকে বায়ুতে, উত্তাপকে তেজে, রক্ত, শ্লেষ্মা ও শুক্রকে জলে এবং অবশিষ্ট অস্থিমাংসাদি যাহা কিছু কঠিনাংশ পৃথিবীতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন, তাহাদিগকে পৃথিবীতত্ত্বে লয় করিবেন। এইরূপে স্থূল শরীরকে লয় করিয়া লিঙ্গশরীরকে এইরূপে লয় করিবেন; যে দেবতা যে ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক, বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়কে সেই দেবতায় লয় করিবেন; এইরূপে বাক্যের সহিত বাগিন্দ্রিয়কে অগ্নিতে, গ্রহণাদির সহিত করদ্বয়কে ইন্দ্রে, গতির সহিত পদদ্বয়কে বিষ্ণুতে, রতির সহিত উপস্থকে প্রজাপতিতে, মলত্যাগের সহিত পায়ুকে মৃত্যুতে শব্দের সহিত শ্রোত্রকে দিগ্‌দেবতাতে, স্পর্শের সহিত ত্বক্‌কে বায়ুতে ও রূপের সহিত চক্ষুকে আদিত্যে লয় করিবেন। রস ও গন্ধ ইন্দ্রিয়াদিকে আকর্ষণ করে বলিয়া উহারা প্রধান, এই নিমিত্ত এস্থলে দেবতার সহিত ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে লয় করা বিধেয়; সুতরাং ঐ মুনি প্রচেতার সহিত জিহ্বাকে জলে ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে গন্ধোপলক্ষিত ক্ষিতিতত্ত্বে লয় করিবেন।

অনন্তর তিনি মনোরথের সহিত মনকে চন্দ্রে, বোধ্য বস্তুর সহিত বুদ্ধিকে ব্রহ্মাকে এবং যাহা হইতে অহংমমতাপূর্ব্বক ক্রিয়া হয়, কর্ম্মের সহিত অহঙ্কারকে সেই রুদ্রে, চেতনার সহিত চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞে এবং গুণকার্য্য অবশিষ্ট দেবতাগণের সহিত ভোক্তৃত্বপ্রভৃতি নানাবিধ বিকারযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞকে নির্ব্বিকার ব্রহ্মে লয় করিবেন। হে রাজন্! বিকারযুক্ত বস্তু কিরূপে নির্ব্বিকারে লয় প্রাপ্ত হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবেন না, কারণ, বিকারের হেতুভূত উপাধিসকলের লয় হইলে বিকারযুক্ত পদার্থের লয় হইবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত বানপ্রস্থ মুনি ক্ষিতিকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কারতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে অব্যক্তে ও অব্যক্তকে অক্ষয় পরমাত্মায় লয় করিবেন; এইরূপে সর্ব্ব উপাধির লয়হেতু ক্ষেত্রজ্ঞকে অবশিষ্ট চিন্মাত্র ও অক্ষয় জানিয়া অব্যয় হইয়া দগ্ধকাষ্ঠ অনলের ন্যায় অবস্থান করিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—স্বীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে অসমর্থ বানপ্রস্থ এইরূপ ধ্যানানন্তর অনশনাদি করিবেন, কিন্তু যদি তিনি পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশাদি ব্রতাচরণের পর জ্ঞানাভ্যাসের যোগ্য হন, তাহা হইলে এইরূপ ধ্যান করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন; তিনি দেহ ভিন্ন সমস্ত বস্তুই পরিত্যাগ করিবেন এবং এক গ্রামে এক দিনের অধিক অবস্থান করিবেন না। যে পরিমিত বস্ত্রে কেবল কৌপীনমাত্র আচ্ছাদিত হইতে পারে, সন্ন্যাসী তৎপরিমিত বস্ত্র ধারণ করিবেন, আশ্রমচিহ্ন দণ্ডাদিও ধারণ করিতে পারেন, অন্য যাহা কিছু পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বিপদ্ উপস্থিত না হইলে কদাপি গ্রহণ করিবেন না। ভিক্ষু আত্মারাম, অনাশ্রয়, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, শান্ত ও নারায়ণপরায়ণ হইয়া একাকী ভ্রমণ করিবেন। তিনি কার্য্যকারণের অতীত অব্যয় আত্মায় এই বিশ্বকে ও কার্য্যকারণময় এই বিশ্বের সর্ব্বত্র আত্মাকে পরব্রহ্মরূপে দর্শন করিবেন। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা বদ্ধ, ব্রহ্ম মুক্ত, যদি আত্মা ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে বদ্ধ ও মুক্ত এক হইয়া যায়, এরূপ আশঙ্কা করিবার অবকাশ নাই; কারণ, সুষুপ্তিকালে আত্মতত্ত্ব তমসাবৃত থাকে এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-কালে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়; জাগরণ ও নিদ্রার সন্ধিস্থলে তমঃ বা বিক্ষেপ থাকে না; অতএব সন্ন্যাসী সেইকালে আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থান-পূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব দর্শন করিলে বন্ধ ও মোক্ষ সত্য নহে, কিন্তু মায়ামাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিবেন; এইরূপে সর্ব্বত্র আত্মাকে পরব্রহ্মরূপে দর্শন করিবেন। সন্ন্যাসী এই দেহের ধ্রুব মৃত্যু অথবা অনিশ্চিত জীবন, ইহার কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিবেন না, যাহা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় হইয়া থাকে কেবল সেই কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন। তিনি অসৎ শাস্ত্রে অর্থাৎ অনাত্ম-বিষয়ক শাস্ত্রে আসক্ত হইবেন না, নক্ষত্রবিদ্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিবেন না, জল্পবিতণ্ডাদি তর্ক পরিত্যাগ করিবেন এবং নির্ব্বন্ধসহকারে কোন পক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকিবেন না। ভিক্ষু প্রলোভনাদিদ্বারা প্রলোভিত করিয়া শিষ্য করিবেন না, বহু গ্রন্থ অভ্যাস

করিবেন না, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিবেন না এবং মঠনির্ম্মাণাদি ব্যাপার আরম্ভ করিবেন না। যিনি শান্ত, সমচিত্ত, মহাত্মা, ঈদৃশ পরমহংস যতির আশ্রম প্রায়ই ধর্ম্মের নিমিত্ত অবলম্বিত হয় না, অর্থাৎ যত দিন জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততদিন তিনি বহূদকাদি সন্ন্যাসীর চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যমনিয়মাদির আচরণ করিয়া জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহার আর নিয়মাদির অপেক্ষা থাকে না; অতএব এক্ষণে তাঁহার চিহ্নাদিধারণের প্রয়োজন থাকে না, তবে যদি লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, ধারণ করিতে পারেন, অথবা ইচ্ছা করিলে পরিত্যাগও করিতে পারেন। জ্ঞান পরিপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত যোগভ্রংশের সম্ভাবনা আছে, এই নিমিত্ত যতি বহির্ভাগে চিহ্নাদি ধারণ না করিয়া, যে আত্মানুসন্ধান তাঁহার পুরুষার্থ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই তৎপর থাকিবেন; এই নিমিত্ত মনীষী হইয়াও আপনাকে উন্মত্ত ও বালকবৎ এবং কবি হইয়াও মূকবৎ প্রকাশ করিবেন, অর্থাৎ যাহাতে লোকে তাঁহাকে উন্মত্তাদি বলিয়া মনে করে, সেইরূপ আচরণ করিবেন।

পরমহংসধর্ম্মবিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস উদাহৃত হইয়া থাকে, ইহাতে প্রহ্লাদ ও অজগরবৃত্তি মুনির সংবাদ বর্ণিত আছে। একদা ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ লোকতত্ত্ব অবগত হইবার অভিপ্রায়ে কতিপয় অমাত্য-পরিবৃত হইয়া লোকসকল বিচরণ করিতে করিতে কাবেরীতীরে সহ্যপর্ব্বতের তটদেশে দেখিলেন, এক মুনি ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসর, তাহাতে নির্ম্মল তেজ আবৃত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কার্য্য, আচরণ, বাক্য ও বর্ণাশ্রমাদিচিহ্নদ্বারা তিনি মুনি কি অন্য কেহ, লোকে জানিতে পারে না। মহাভাগবত অসুর জিজ্ঞাসু হইয়া বিধিবৎ তাঁহার বন্দনা, অর্চ্চনা ও শিরোদ্বারা তদীয় চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উদ্যমশীল লোক ভোগদ্বারা যেরূপ স্থূল শরীর ধারণ করে, আপনারও শরীর সেইরূপ স্থূল দেখিতেছি। এই সংসারে যাহারা উদ্যমশীল, তাহারাই ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হয়, ধনী ব্যক্তিগণই ভোগী হইয়া থাকে এবং যাহারা ভোগী, তাহাদিগেরই দেহ স্থূল হইয়া থাকে, অন্যপ্রকারে হয় না, ইহাতে সংশয় নাই। হে ব্রহ্মন্! আপনি নিরুদ্যম, শয়ন করিয়া থাকেন, আপনার অর্থ নাই, ইহা সকলেই অবগত আছে, অথচ অর্থ হইতেই ভোগ্যবস্তু লাভ হইয়া থাকে; হে বিপ্র! আপনি ভোগ করেন না, তথাপি আপনার দেহ যে কারণে স্থূল হইয়াছে, যদি আমাকে যোগ্য মনে করেন, তবে সেই কারণ বলিতে আজ্ঞা হয়। আপনি বিদ্বান্, দক্ষ, চতুর, চিত্রপ্রিয়ভাষী ও সমদর্শী; অপরে কর্ম্ম করিতেছে, অথচ আপনি সমর্থ হইয়াও শয়ন করিয়া আছেন দেখিয়াও দেখিতেছেন না, অথবা কৌতুক করিয়া দেখিতেছেন মাত্র।

নারদ কহিলেন,—দৈত্যপতি এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহামুনি ব্রাহ্মণ তদীয় বাক্যামৃতে বশীভূত হইয়া মৃদু হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আপনি জ্ঞানিগণের সম্মানিত, মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ফল কি, তাহা আপনি অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা অবগত আছেন। আপনার কেবলা ভক্তিহেতু দেব নারায়ণ আপনার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন সূর্য্য অন্ধকার বিনাশ করেন, সেইরূপ সর্ব্বদা অজ্ঞান বিনাশ করিতেছেন। হে রাজন্! যদ্যপি আপনি সমস্ত অবগত আছেন, তথাপি আমি যেরূপ জ্ঞানিগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তদনুসারে আপনার প্রশ্নসকলের উত্তর দিতেছি; কারণ, যিনি আত্মার শুদ্ধি কামনা করেন, তাঁহার আপনার সহিত সম্ভাষণ করা বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়তৃষ্ণা সংসারপ্রবাহ উৎপাদন করিয়া থাকে;

যথোচিত বিষয়সকল উপভোগ করিলেও ইহার পূরণ হয় না; আমি এই তৃষ্ণাকর্ত্তৃক নানাবিধ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্বে নানা যোনিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম; আমি কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছিলাম, এই তৃষ্ণাই যদৃচ্ছাক্রমে আমাকে এই মনুষ্যদেহ লাভ করাইয়াছে। ধর্ম্মাচরণ করিলে এই মনুষ্যদেহদ্বারা স্বর্গালাভ ও অধর্ম্মাচরণদ্বারা কুকুরশূকরাদি যোনিপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়বিধ কর্ম্ম করিলে পুনর্ব্বার মনুষ্যজন্ম লাভ হয় এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলে, এই মনুষ্যদেহ অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে। এই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া স্ত্রীপুরুষসকল সুখের ও দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত নানাবিধ কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু ফল দুঃখই হইতেছে; আমি এই বিপরীত ফল দেখিয়া কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। এই জীবের স্বরূপ সুখময়; সর্ব্বক্রিয়ার নিবৃত্তি হহলে সেই সুখস্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হয়; ভোগসকল কেবল মনোরথ হইতে উৎপন্ন হয়, উহাদিগকে অনিত্য দেখিয়া আমি নিরুদ্যম হইয়া কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ করিতেছি। মনুষ্য নিজের মধ্যে এই পুরুষার্থ সুখাত্মক আত্মস্বরূপ বর্ত্তমান থাকিলেও উহা বিস্মৃত হইয়া, দ্বৈত মিথ্যা হইলেও তাহাতেই ঘোরা বিচিত্রা সংসারগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কখন কখন তৃণশৈবালাদি জল হইতে উৎপন্ন হইয়া জলকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে; অজ্ঞ ব্যক্তি সেই শৈবালাচ্ছন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া জলপ্রাপ্তির আশায় মৃগতৃষ্ণার অনুসরণ করিলে তাহার যাদৃশী দশা হয়, যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পুরুষার্থ অন্বেষণ করে, তাহারও তাদৃশী দশা ঘটিয়া থাকে। দেহাদি দৈবের অর্থাৎ কর্ম্মের অধীন; যে ব্যক্তি সেই দেহাদিদ্বারা সুখের ও দুঃখনাশের আকাঙ্ক্ষা করে, যদি তাহার দৈব অর্থাৎ পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুকূল না থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সকল কর্ম্মই বিফল হইয়া যায়। আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ মনুষ্যকে কখনও ত্যাগ করে না; মরণও কখন ঘটিবে, তাহার স্থিরতা নাই, অতএব যদি দুঃখে অর্থ ও ভোগ্যবস্তু কখনও উপার্জ্জিত হয়, তাহাতে কি সুখ হইবে?

যদিও ক্লেশব্যতিরেকে কখন অর্থলাভ হয়, তাহাতেও দুঃখের হ্রাস হয় না; আমি ধনীদিগেরও ক্লেশ দেখিতেছি; তাহারা লুব্ধ ও অজিতেন্দ্রিয়; তাহারা সর্ব্বত্র ধনহানির আশঙ্কা করিতে থাকে, এমন কি ভয়ে তাহাদিগের নিদ্রা হয় না। মনুষ্যের প্রাণ ও অর্থনিবন্ধন সর্ব্বদা ভয় হইয়া থাকে; রাজা, চৌর, শত্রু, স্বজন, পশু, পক্ষী, যাচক, ও কাল ইহাদিগের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক; এমন কি পাছে স্বয়ং দান, ভোগ বা বিস্মরণহেতু নষ্ট করিয়া ফেলে, এই নিমিত্ত আপনার ভয়ে আপনি ভীত থাকে। প্রাণ ও অর্থ হইতে মনুষ্যের শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, আসক্তি দৌর্ব্বল্য ও শ্রমাদি হইয়া থাকে, অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির ঐ উভয়ের প্রতি স্পৃহা ত্যাগ করা বিধেয়। এই সংসারে মধুমক্ষিকা ও অজগর সর্পকে আমি শ্রেষ্ঠ গুরু বলিয়া মনে করি, ইহাদিগের বৃত্তি পর্য্যালোচনাদ্বারা আমি বৈরাগ্য ও সন্তোষ লাভ করিয়াছি। মধুকর বহুক্লেশে মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু অপরে তাহাকে বধ করিয়া তাহার মধুরূপ অর্থ অপহরণ করে; মধুকরের এই দশা দেখিয়া আমি নিখিল কামনা হইতে বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছি। আমি উদ্যমশূন্য, যাহা যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হয়, তাহাতেই আমার চিত্ত সন্তুষ্ট থাকে; যদি কদাচিৎ খাদ্যাদি উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে অজগরের ন্যায় ধৈর্য্যশীল হইয়া বহুদিন নিশ্চেষ্ট শয়ন করিয়া থাকি। আমি কখন অল্প, কখন ভূরি, কখন উত্তম, কখন কুৎসিত, কখন বহুগুণযুক্ত, কখন বা গুণহীন অন্ন ভোজন করিয়া থাকি; কখন কেহ

শ্রদ্ধার সহিত অন্ন প্রদান করে, কখন বা কেহ অবজ্ঞার সহিত অন্ন প্রদান করে, কখন বা দিবসে কখন বা রাত্রিতে অন্ন উপস্থিত হয়; আমি যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত ঐ অন্ন ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করি। ক্ষৌম দুকূল, মৃগচর্ম্ম বা বল্কল অথবা অন্য কিছু যাহা প্রাপ্ত হই, তাহাই পবিধান করি; এইরূপে সন্তুষ্টচিত্তে আমি প্রারব্ধ ভোগ করিয়া থাকি! আমি কখন ধরাতলে তৃণ, পর্ণ, প্রস্তর বা ভস্মে শয়ন করিয়া থাকি, কখন বা অপরের ইচ্ছায় প্রাসাদে পর্য্যঙ্কে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকি। হে রাজন্! আমি কখন স্নান, অঙ্গে অনুলেপন, সুন্দর বসন পরিধান ও মাল্যাভরণ ধারণ করিয়া রথ, হস্তী ও অশ্বে বিচরণ করি, কখন বা গ্রহগণের ন্যায় দিগম্বর হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। কেহ আমাকে সম্মান, কেহ বা অবমাননা করে; আমি স্বভাবতঃ এই বিষম লোকদিগকে প্রশংসা বা নিন্দা করি না, কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি যাহাতে বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করে, সেই পরম শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করি। আমার ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে মনুষ্য বিকল্প অর্থাৎ ভেদবুদ্ধিকে ভেদগ্রাহক মনোবৃত্তিকে লয় করিয়া সেই বৃত্তিকে মনে লয় করিবে; এই মনই অনর্থকে অর্থ বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়, অতএব এই মনকে অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কারতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে ও মহত্ত্বকে মায়ায় অর্থাৎ প্রকৃতিতে হোম করা অর্থাৎ লয় করা বিধেয়। অনন্তর মায়াকে আত্মস্বরূপে লয় করিয়া মুনি সত্যদ্রষ্টা ও ক্রিয়াশূন্য হইয়া স্বানুভবরূপ আত্মায় অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য হইতে বিরত হইবেন। হে রাজন্! এই আমি আপনার নিকট স্বীয় আত্মবৃত্ত সুগুপ্ত হইলেও বর্ণনা করিলাম; মন্দদৃষ্টি লোক ইহাকে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু আপনি ভগবদ্ভক্ত, আপনার তত্ত্বদৃষ্টিতে ইহা তাদৃশ বলিয়া বোধ হইবে না।

নারদ কহিলেন,—অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ মুনির নিকট পরমহংস্য ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রীতিসহকারে তাঁহার অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে দেবর্ষে! গৃহে আসক্ত চিত্ত মাদৃশ গৃহস্থ যে প্রকারে অনায়াসে এই মোক্ষপদবী লাভ করিতে পারিবে, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।

নারদ কহিলেন,—হে মহাভাগ! লোকদিগকে সম্যক্ অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন; যাহাতে কর্ম্মসকল মোক্ষের কারণ হয়, তাহা তত্ত্বতঃ বলিতেছি। হে রাজন! গৃহস্থ সাক্ষাৎ বাসুদেবে অর্পণ করিয়া যথোচিত ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক মহামুনিগণের অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের সেবা করিবেন। তিনি যথাকালে শান্ত জনগণে বেষ্টিত হইয়া ভগবানের অবতারকথামৃত শ্রদ্ধার সহিত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবেন। সাধুসঙ্গহেতু ক্রমশঃ দেহ, জায়া ও পুত্রাদি স্বয়ং বিযুক্ত হইয়া পরে; যেমন জাগরিত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করে, সেইরূপ উক্ত গৃহস্থও তাহাদিগের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবেন। জ্ঞানী গৃহস্থ প্রয়োজনানুসারে ভোগ্য বস্তু ভোগ করিবেন; তিনি

অন্তঃকরণে দেহ ও গেহের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াও বাহিরে আসক্তের ন্যায় লোকদিগের নিকট পুরুষকার প্রকাশ করিবেন। জ্ঞাতিগণ, পিতা-মাতা, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ ও অপর সুহৃদ্‌গণ যাহা বলেন ও করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি স্বয়ং অনাসক্ত থাকিয়া তাহা অনুমোদন করিবেন। দিব্য বিত্ত অর্থাৎ বৃষ্ট্যাদি-দ্বারা জাত ধান্যাদি, ভৌম বিত্ত অর্থাৎ বিবরাদি হইতে প্রাপ্ত রত্নাদি এবং অন্তরীক্ষবিত্ত অর্থাৎ অকস্মাৎ প্রাপ্ত ধনাদি, এইরূপে স্বভাবতঃ অচ্যুতনির্ম্মিত অর্থাৎ দৈবলব্ধ যাহা, তৎসমুদায় ব্যবহার করিয়া জ্ঞানী গৃহস্থ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করিবেন। যে পরিমাণ খাদ্যদ্বারা জঠর পূর্ণ হয়, দেহিগণের তাহাতেই অধিকার; যে ব্যক্তি তদধিক বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়, সে তস্কর, সে দণ্ড পাইবার যোগ্য। গৃহস্থ, মৃগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, বানর, মুষিক, সর্প, পক্ষী ও মক্ষিকাদিকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় মনে করিবে পুত্রগণের সহিত ইহাদিগের পার্থক্য কি? মনুষ্য গৃহস্থ হইলেও ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অতিক্লেশে উপার্জ্জন করিয়া ভোগ করিবেন না, কিন্তু দেশ ও কালানুসারে যাহা দৈবলব্ধ, তাহাই ভোগ করিবে। কুক্কুর, পতিত ব্যক্তি ও চণ্ডালদিগকেও গৃহস্থ স্বীয় ভোগ্য বস্তু বিভাগ করিয়া দিবেন; যে ভার্য্যাতে মনুষ্যের 'আমরই' বলিয়া অত্যন্ত আসক্তি থাকে, একমাত্র সেই ভার্য্যাকেও অতিথিশুশ্রূষায় নিযুক্ত করিবেন। যাহার নিমিত্ত মনুষ্য স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করে, পিতা ও গুরুজনকে বধ করিয়া ফেলে, যিনি তাদৃশী ভার্য্যার অভিমান অর্থাৎ আগ্রহ পরিত্যাগ করেন, ঈশ্বর অন্যকর্ত্তৃক অজিত হইলেও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া থাকেন। যাহার কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে অন্তে পরিনতি হয় সেই তুচ্ছ কলেবরই বা কোথায়? সেই দেহের জন্য যাহার প্রতি এত আসক্তি, সেই ভার্য্যাই বা কোথায়? এবং যে আত্মা স্বীয় মহিমায় আকাশকেও আচ্ছাদন করিয়া আছেন, সেই আত্মাই বা কোথায়? যদি তুচ্ছ দেহ বা ভার্য্যার প্রতি অভিমান ত্যাগ করিলে ঈদৃশ আত্মাকে লাভ করা যায়, তবে উহা ত্যাগ করা একান্ত সমাচীন, সন্দেহ নাই। গৃহস্থ দৈবহেতু যাহা প্রাপ্ত হইবেন, তদ্দারা পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন; অনন্তর অবশিষ্ট অন্নাদিদ্বারা স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবেন, এইরূপে তিনি নিবৃত্তিপর মহাজন-গণের পদবী প্রাপ্ত হইবেন। গৃহী ব্যক্তি স্বীয় বৃত্তি অর্থাৎ যাজনাদিদ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিবেন, তদ্‌দ্বারা প্রত্যহ দেব, ঋষি, মনুষ্য ভূত ও পিতৃগণের যজনা করিবেন; ইঁহারাই পঞ্চ যজ্ঞের দেবতা, ইঁহা-দিগের পৃথক পৃথক অর্চ্চনাদ্বারা অন্তর্যামী পুরুষ আত্মাই অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। যখন যজ্ঞসম্পাদনে স্বীয় অধিকার থাকিবে এবং যজ্ঞের উপকরণসমূহ সংগৃহীত হইবে, তখনই বেদোক্ত বিধানানুসারে অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞদ্বারা অর্চ্চনা করা বিধেয়, নতুবা যজ্ঞের নিমিত্ত অতিনির্ব্বন্ধ করা উচিত নহে।

হে রাজন্! বিপ্রমুখে অন্নাদি হোম করিলে তদ্‌দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞভুক্ ভগবানের যেরূপ যজনা করা হয়, অগ্নিমুখে হবিঃ প্রদান করিলে তদ্‌দ্বারা সেরূপ হয় না। অতএব ব্রাহ্মণ, দেবতা, অন্যান্য নর ও পশু-প্রভৃতিকে যথাযোগ্য কাম্যবস্তুদ্বারা যজনা কর; ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মার মুখস্বরূপ; পূর্ব্বোক্ত যজনাদ্বারা অন্তর্য্যামী আত্মারও অর্চ্চনা করা হইবে। দ্বিজ ভাদ্রমাসে স্বীয় বিত্তানুসারে পিতা-মাতার উদ্দেশে অপরপক্ষীয় শ্রাদ্ধ অর্থাৎ মহালয়াশ্রাদ্ধ করিবেন এবং ধনবান্ হইলে মাতার বন্ধুগণের উদ্দেশেও শ্রাদ্ধ করিবেন। অয়ন অর্থাৎ কর্কট-সংক্রান্তি ও মকরসংক্রান্তি, বিষুব অর্থাৎ মেষসংক্রান্তি ও তুলাসংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ, ত্র্যহস্পর্শ, চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণ, দ্বাদশী, শ্রবণা, অক্ষয়তৃতীয়া, কার্ত্তিকের শুক্লা

নবমী, অগ্রহায়ণাদি চারি মাসে যে চারিটি অষ্টকা অর্থাৎ সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও ত্রয়োদশী, মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী, রাকা অর্থাৎ সম্পূর্ণচন্দ্রা পৌর্ণমাসীর সহিত মঘার সমাগম, রাকা ও অনুমতি অর্থাৎ ন্যূনচন্দ্রা পৌর্ণমাসীর সহিত বৈশাখাদিমাসে বিশাখাদি নক্ষত্রের যোগ, দ্বাদশীতে অনুরাধা, শ্রবণা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া বা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র, একাদশীতে উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া বা উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রের যোগ, জন্মনক্ষত্র-যুক্ত দিবস ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দিবস, এই সকল দিনে শ্রাদ্ধ বিধেয়। এই সকল দিবস যে কেবল শ্রাদ্ধেরই কাল তাহা নহে, প্রত্যুত সকল ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের কাল; এই সকল শুভ সময় মনুষ্যের কল্যাণবর্দ্ধন করে; এই সকল কালে সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পরমায়ুর সাফল্য হইবে। এই সকল শুভ দিবসে স্নান, যপ, হোম, ব্রত, দেবদ্বিজের অর্চ্চনা এবং পিতৃ, দেব, মনুষ্য ও অপরাপর প্রাণীগণকে যাহা প্রদত্ত হয়, তৎসমুদয় অবিনশ্বর হয়, সন্দেহ নাই। পত্নীর পুংসবনাদি সংস্কার, অপত্যের জাতকর্ম্মাদি, স্বীয় যজ্ঞদীক্ষাদি, প্রেতের দাহনাদি, মৃতের সংবৎসরিক শ্রাদ্ধ, এই সকল কালে ও অন্যান্য মাঙ্গলিক কর্ম্মকালে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মাদি মঙ্গলজনক দেশসমূহ উল্লেখ করিব। যাঁহাতে এই চরাচর বাস করিতেছে, সেই ভগবানের মূর্ত্তিস্বরূপ সৎপাত্র যথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পুণ্যতম দেশ। যে যে স্থানে তপস্যা, বিদ্যা ও দয়া-সমন্বিত ব্রাহ্মণকুল বাস করেন, যে যে স্থানে শ্রীহরির অর্চ্চনা হয়, সেই সেই দেশ মঙ্গলের নিলয়। যে স্থানে পুরাণবিখ্যাত গঙ্গাদি নদী, পুষ্করাদি সরোবর ও সাধুগণের আশ্রিত ক্ষেত্র, সেই সকল স্থান এবং কুরুক্ষেত্র, গয়শিরঃ, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষ, ফাল্গুন, সেতু, প্রভাস, কুশস্থলী, বারাণসী, মধুপুরী, পম্পা, বিন্দুসরঃ, নারায়ণাশ্রম, নন্দা, সীতা ও রামের আশ্রমাদি, মহেন্দ্র ও মলয়াদি কুলাচলসমূহ এবং যে যে স্থানে শ্রীহরির স্থিরপ্রতিমা বিরাজিত, এই সমস্ত দেশ পুণ্যতম। শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ এই সকল দেশে বাস করিবেন; মনুষ্য এই সকল স্থানে ধর্ম্মাচরণ করিলে সহস্রগুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাজন্! যাঁহারা দানাদির পাত্রকে ইহা অতি উত্তমরূপে অবগত আছেন, তাঁহারা, যিনি চরাচর বিশ্বময়, সেই হরিকেই একমাত্র পাত্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন; কারণ, আপনার রাজসূয়যজ্ঞে দেব, ঋষি, অর্হৎ, অর্থাৎ তপোযোগাদিসিদ্ধ ও ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি বর্ত্তমান থাকিতে অচ্যুতই সর্ব্বাগ্রে পূজার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডকোষ মহাবৃক্ষস্বরূপ, ইহা জীবরাশিদ্বারা পরিব্যাপ্ত; অচ্যুত এই মহাবৃক্ষের মূল, অতএব অচ্যুতের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বজীবের ও আত্মার তৃপ্তি হইয়া থাকে। ইনিই পুর অর্থাৎ নর ও তির্য্যক্, ঋষি ও দেবতাশরীর সৃষ্টি করিয়া সেই পুরসকলের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে ও সাক্ষিচেতরূপে শয়ন অর্থাৎ বাস করিতেছেন, এই নিমিত্ত ইনি পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে রাজন্! ভগবান দেব, মনুষ্য ও তির্য্যগাদির মধ্যে বাস করিয়াও পুরুষে তির্য্যগাদি অপেক্ষা আধিক্যে বাস করিতেছেন, এই হেতু পুরুষ সৎপাত্র; এই পুরুষসকলের মধ্যেও আত্মা অর্থাৎ জ্ঞানাংশ যে যে পুরুষের মধ্যে তপস্যাদিযোগে যে যে প্রকারে প্রকাশিত হন, তাঁহারা সেই সেই প্রকারে তারতম্যে পাত্র হইয়া থাকেন, অর্থাৎ জ্ঞানাদির তারতম্যহেতু পাত্রের তারতম্য হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ পরস্পরের মধ্যে কাহাকেও সম্মান এবং কাহাকেও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, সর্ব্বত্র শ্রীহরি বাস করেন, এইরূপ জ্ঞানে সকল মনুষ্যকে সম্মান করিতে পারে না; তাহাদিগের ঈদৃশী বুদ্ধি দেখিয়া ত্রেতাদি যুগে জ্ঞানিগণ শ্রীহরির

পূজার নিমিত্ত প্রতিমা বিধান করিয়াছেন। তদবধি কেহ কেহ শ্রদ্ধাসহকারে নানাবিধ উপহার প্রদান-পূর্ব্বক অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমায় শ্রীহরির উপাসনা করিয়া থাকেন; যিনি মনুষ্যের প্রতি দ্বেষ করেন, ঈদৃশ ব্যক্তি উপাসনা করিলেও প্রতিমা তাঁহাদিগের অর্থসিদ্ধি করেন না; কিন্তু যাহারা মন্দাধিকারী, তাঁহারাও যদি মনুষ্যের প্রতি দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিমার আরাধনা করেন, তাহা হইলে প্রতিমা তাঁহাদিগেরও অর্থসিদ্ধি করিয়া থাকেন তাহাতে সন্দেহ নাই। হে রাজেন্দ্র! মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণকে সুপাত্র বলিয়া জ্ঞানিগণ বিদিত আছেন, কারণ, ব্রাহ্মণ তপস্যা, বিদ্যা ও সন্তোষদ্বারা শ্রীহরির তনুস্বরূপ বেদকে ধারণ করেন। হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণ পাদ-রজোদ্বারা ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন, অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং জগদাত্মা কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মহতী দেবতা বলিয়া সমাদর করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—হে নৃপ! কোন কোন দ্বিজ কর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, কেহ কেহ অনশনাদি তপোনিষ্ঠ বানপ্রস্থ, কেহ কেহ স্বাধ্যায় ও প্রবচন অর্থাৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে তৎপর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং অপর কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ ও যোগনিষ্ঠ সন্ন্যাসী। যিনি অনন্ত ফল কামনা করেন, তিনি কব্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধীয় দানসামগ্রী ও হব্য অর্থাৎ দেবতার পূজোপহার জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন, তদভাবে জ্ঞান-তারতম্যানুসারে যে ব্রাহ্মণকে সমধিক জ্ঞানী মনে করিবেন, তাঁহাকেই দান করিবেন। দেবকার্য্যে দুইজন ও পিতৃকার্য্যে তিনজন ব্রাহ্মণকে অথবা উভয় কার্য্যেই এক এক জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, ধনী হইলেও শ্রাদ্ধে ভোক্তার বাহুল্য করিবে না। স্বজনকে অন্নাদি দান করিতে গিয়া ভোক্তার বাহুল্য হইয়া পড়ে, অর্থাৎ 'যদি জামাতা নিমন্ত্রিত হইলেন, তবে তাঁহার পিত্রাদিকে কিরূপে উপেক্ষা করা যায়' এইরূপে বাহুল্য হইয়া পড়ে; তাহাতে সকলকে উত্তম স্থান, সমুচিত কাল, যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, দ্রব্য পাত্র ও সম্মান প্রদর্শন এই সকল-দ্বারা সমানভাবে সেবা করিতে পারা যায় না। পবিত্র দেশে ও পুণ্য কালে আরণ্য নীবারাদি শ্রীহরিকে অর্পণ করিয়া যদি সেই অন্ন যথাবিধি শ্রদ্ধা-সহকারে সৎপাত্রে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে উহা অক্ষয় কাম্যফল প্রসব করে। দেব, ঋষি পিতৃ, ভূত, আত্মা ও স্বজনকে অন্ন বিভাগ করিয়া দান করিবে এবং ঐ সমস্তকেই ঈশ্বরের রূপ বলিয়া মনে করিবে। যিনি ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত আছেন তিনি শ্রাদ্ধে আমিষ দান করিবেন না এবং স্বয়ং আমিষ ভোজন করিবেন না; মুনিভোজ্য নীবারাদিদ্বারা যে পরমা প্রীতি লাভ করা যায়, পশুহিংসাদ্বারা তাহা লাভ করা যায় না। যাঁহারা সাধু ধর্ম্ম আচরণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা কায়, মন ও বাক্যদ্বারা ভূতগণের হিংসা করিবেন না; মনুষ্যের হিংসাপরিত্যাগের ন্যায় আর উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম নাই। যাঁহারা যজ্ঞের তত্ত্ব উত্তমরূপে অবগত আছেন, সেই নিষ্কাম জ্ঞানিগণ জ্ঞানদীপিত অর্থাৎ আত্মস্ফূর্ত্তিযুক্ত মনঃসংযমে কর্ম্মময় যজ্ঞসকলকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ কর্ম্মময় যজ্ঞকে মনঃসংযমের বিঘ্ন জানিয়া মনকে সংযত করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। মনুষ্যকে

নানাবিধ দ্রব্যদ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে দেখিলে পশ্বাদি ভূতগণ ভীত হয়; তাহারা মনে করে, এই ব্যক্তি প্রকৃত যজ্ঞতত্ত্ব অবগত নহে, এই ব্যক্তি স্বীয় প্রাণের তৃপ্তিসাধনে তৎপর, অতএব এই নিষ্ঠুর ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাদিগকে বধ করিবে। অতএব ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈববশে আরণ্য নিবারাদি যাহা কিছু পাইবেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া অহরহঃ নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, আভাষ, উপমা ও সল এই পাঁচটি অধর্ম্মশাখাকে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্মের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন। ধর্ম্ম-বুদ্ধিতেও যাহা অনুষ্ঠান করিলে স্বধর্ম্মের হানি হয়, তাহা বিধর্ম্ম; যাহা একের পক্ষে বিহিত, তাহাই অন্যের পক্ষে পরধর্ম্ম; যেমন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যাহা বিহিত, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে পরধর্ম্ম; যাহা বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্ম, অথবা যাহা দম্ভ অর্থাৎ কেবল অহঙ্কারে জ্ঞাপক, যাহা বা উপমা বা উপধর্ম্ম, যাহা শব্দের ভেদ অর্থাৎ প্রকৃত অর্থ আবরণ করিয়া অন্য প্রকার ব্যাখ্যা, তাহা ছল; যেমন, দশাবর বিপ্রকে ভোজন করাইবে, এ স্থলে দশ অবর অর্থাৎ কম যাহা হইতে, এইরূপ বহুব্রীহিসমাসদ্বারা একাদশ প্রভৃতি অর্থই প্রকৃত অর্থ; কিন্তু যদি কেহ দশ হইতে অবর অর্থাৎ কম এইরূপ তৎপুরুষসমাসদ্বারা নয় বা আট প্রভৃতি অর্থ করে, তবে ঐরূপ অর্থ ছল হইবে; অথবা, যদি কেহ শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করিয়া নামমাত্র অর্থ গ্রহণ করে, তাহাও ছল বলিয়া গণ্য হইবে; যেমন, গো দান করিবে বলিলে যদি কেহ মুমূর্ষ গো দান করে, তবে উহা ছল হইবে; আর যদি কেহ চতুরাশ্রমবহির্ভূত স্বকপোলকল্পিত এক পৃথক্ আশ্রম অবলম্বন করে তবে তাহাই আভাস। স্বভাববিহিত ধর্ম্ম কাহার না প্রকৃষ্ট শান্তি আনয়ন করে? অতএব অধিক ধর্ম্মলাভ হইবে, এই মনে করিয়া স্বীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। নির্ধন ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত ধন কামনা করিবেন না, কারণ, দৈবলব্ধ ধনদ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইবে; তিনি জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্যও ধন কামনা করিবেন না, কারণ, নিষ্কাম ব্যক্তির যে নিস্পৃহ ভাব, উহাই মহাজগরের জীবিকার ন্যায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সন্তুষ্ট নিষ্কাম ও স্বাত্মারাম ব্যক্তির যে সুখ, যে ব্যক্তি কাম্যবস্তুর প্রতি লোভহেতু ধন-সংগ্রহের নিমিত্ত দশ দিকে ধাবিত হইতে থাকে, তাহার সে সুখ কোথায়? যিনি পাদুকা পরিধান করেন, তাঁহার যেমন উপলখণ্ড ও কণ্টকাদি হইতে ক্লেশ বোধ হয় না, প্রত্যুত গমনাদি সুখময় হয়, সেই-রূপ যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, তাঁহারও দশ দিক্ মঙ্গল-ময়, সুখময় বোধ হইতে থাকে।

হে রাজন্! যিনি সন্তুষ্ট, কোন্ বস্তুই বা তাঁহার জীবিকা না হয়? তিনি জল পান করিয়াই জীবন ধারণ করেন; মনুষ্য উপস্থ ও জিহ্বার সুখের জন্য দীনভাবাপন্ন হইয়া কুক্কুরের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অসন্তুষ্ট বিপ্রের তেজঃ, বিদ্যা, তপস্যা ও যশঃ ক্ষরিত হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়লৌল্যবশতঃ জ্ঞানও অধঃ-ক্ষিপ্ত হইয়া যায়। মনুষ্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদ্বারা কামের অন্ত প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রবল হইলে অন্নজল-ব্যতীত অন্য কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে না; ক্রোধের যে ফল নরপীড়নাদি, তাহা নিষ্পন্ন হইলে মনুষ্য ক্রোধেরও অন্ত প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পৃথিবীর দশ দিক্ জয় ও ভোগ করিয়াও লোভ অর্থাৎ বাসনার অন্তে গমন করিতে পারে না। হে মহারাজ! ঈদৃশ বহু পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা বহুজ্ঞ ও অপরের সংশয়-চ্ছেদনে সমর্থ ও সভাস্থলে সভ্যগণের নেতা, কিন্তু তাঁহারাও অসন্তোষহেতু অধঃপতিত হইয়া থাকেন। অসঙ্কল্প অর্থাৎ সঙ্কল্পত্যাগদ্বারা কামকে, কামপরিত্যাগ-দ্বারা ক্রোধকে, অর্থকে অনর্থ বলিয়া ভাবনাদ্বারা লোভকে, এক আত্মা সর্ব্বত্র বিরাজ করেন, এই

অদ্বৈতধারণা-দ্বারা ভয়কে, ইহা আত্মা, ইহা অনাত্মা, এইরূপ বিচারদ্বারা .শোক ও মোহকে, মহাজনের সেবাদ্বারা দম্ভকে, মৌনাবলম্বনদ্বারা যোগের অন্তরায় গ্রাম্য বার্ত্তাকে এবং কাম্যবস্তুর পরিত্যাগদ্বারা হিংসাকে জয় করিবে। যে সকল প্রাণী হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের হিতাচরণদ্বারা তাহাদিগকে জয় করিবে, দৈব উপসর্গ হইতে অর্থাৎ আরব্ধ কর্ম্ম বিফল হইলে তাহা হইতে যে বৃথা মনঃপীড়া উপস্থিত হয়, তাহাকে সমাধি অর্থাৎ মনের একাগ্রতাদ্বারা জয় করিবে। দৈহিক পীড়াদি ক্লেশকে প্রাণায়ামাদিবলদ্বারা নিদ্রাকে সাত্ত্বিক আহারাদিদ্বারা, রজোগুণকে সত্ত্বগুণদ্বারা ও সত্ত্বগুণকে উপশম অর্থাৎ ঔদাসীন্যদ্বারা জয় করিবে; কিন্তু মনুষ্য এক গুরুভক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত কামাদি অন্তরায়সমূহকে অনায়াসে জয় করিতে পারে। যিনি জ্ঞানদীপ প্রদান করেন, সাক্ষাৎ ভগবান্ সেই গুরুকে মনুষ্য বলিয়া যাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি হয়, তাঁহার সমগ্র শাস্ত্রশ্রবণ কুঞ্জরশৌচ অর্থাৎ হস্তীর স্নানের ন্যায় বিফল হইয়া যায়। যিনি প্রধান ও পুরুষের নিয়ন্তা, যাঁহার শ্রীচরণ যোগেশ্বরগণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, এই গুরুদেব সেই সাক্ষাৎ ভগবান্; লোক যে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে, উহা ভ্রান্ত বুদ্ধি; তাঁহার পুত্রাদি তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করিলেও তাঁহার ভগবত্তার হানি হয় না; শ্রীকৃষ্ণকে তদীয় পিতা ও পুত্রাদি মনুষ্য মনে করিলেও তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্।

হে রাজন্! যাহা কিছু ইষ্টাপূর্ত্তাদি শাস্ত্রীয় বিধি, ছয় রিপু জয় করাই, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য; যে ব্যক্তি কামাদির বেগকে জয় করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমী হইয়াছেন, যদি তিনি অতঃপর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সাধন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিধিপালন কেবল শ্রমের কারণ হয় মাত্র। যেমন বার্ত্তাদি অর্থাৎ কৃষিপ্রভৃতি ব্যাপার ও তাহার ফল মোক্ষ সাধন করিতে পারে না, প্রত্যুত অনর্থ অর্থাৎ সংসার উৎপন্ন করে, সেইরূপ বহির্মুখ পুরুষেরা ইষ্ট-পূর্ত্তাদি অর্থাৎ যজ্ঞ ও কূপবাপী-খননাদি কর্ম্ম স্বর্গাদি নশ্বর ফল উৎপন্ন করিয়া ক্ষান্ত হয়, মুক্তি সাধন করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগ অবলম্বন করিয়া চিত্তজয়ে যত্ন করিলেও যে গৃহস্থের চিত্ত কুটুম্বাদিসঙ্গহেতু বিক্ষিপ্ত হইবে, তিনি সঙ্গ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক একাকী নির্জ্জনবাসী হইবেন এবং ভিক্ষালব্ধ বস্তুদ্বারা পরিমিতি আহার করিয়া প্রাণধারণ করিবেন। তিনি পবিত্র ও সমতল স্থানে স্বীয় আসন স্থাপনপূর্ব্বক সম ও অচঞ্চলভাবে অঙ্গ ঋজু করিয়া সুখাসীন হইয়া ওঙ্কার জপ করিবেন। তিনি পূরক, কুম্ভক ও রেচকদ্বারা প্রাণ ও অপানকে সম্যক্ নিরুদ্ধ করিবেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন কাম্য বিষয় পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। মন কামনায় আহত হইয়া নিঃসরণপূর্ব্বক যে যে স্থানে ভ্রমণ করিবে, কর্ত্তব্যে জাগরূক সাধক মনকে সেই সেই স্থান হইতে উপসংহার করিয়া ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিবে। এইরূপ নিরন্তর অভ্যাস করিলে যতির চিত্ত অল্পকালের মধ্যে নির্ব্বাণ অর্থাৎ শান্তি প্রাপ্ত হইবে; যেমন বহ্নি ইন্ধনকে দগ্ধ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, মনের অবস্থাও তাদৃশী হইবে। যে চিত্ত কামাদিদ্বারা অক্ষুভিত, তাহার পুনর্ব্বার কখনও বিক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, তাহার সমুদয় বৃত্তি প্রশান্ত হইয়াছে, যেহেতু তাহা ব্রহ্মসুখকে স্পর্শ করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গসেবার আশ্রম গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক সেই ধর্ম্মাদির সেবা করে, সে ব্যক্তি উদ্গারভোজী ও নির্লজ্জ। যাহারা পূর্ব্বে স্বীয় দেহকে অনাত্মা, মরণশীল এবং বিষ্ঠা, কৃমি ও ভস্মের ন্যায় মনে করিত

তাহারাই পুনর্ব্বার এই দেহকে আত্মা মনে করিয়া অসাধুগণ অপরের নিকট দেহের প্রশংসাবাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়া ক্রিয়া ত্যাগ করে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রত ত্যাগ করে, যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ হইয়া গ্রামে বাস করে এবং যে ব্যক্তি ভিক্ষু হইয়া ইন্দ্রিয়লোভ পোষণ করে, এই চারিজন আশ্রমাধম, ইহারা আশ্রমের বিড়ম্বনা, সন্দেহ নাই; ইহারা দেবমায়ায় বিমূঢ় সজ্জনগণ ইহাদিগকে কৃপা করিয়া উপেক্ষা করিবেন। যাঁহার বাসনা জ্ঞানদ্বারা নিরস্ত হওয়ায় যিনি আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তিনি কি হেতু কি ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রিয়-লৌল্য ধারণপূর্ব্বক দেহ পোষণ করিবেন ?

হে রাজন! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, এই শরীর রথ, ইন্দ্রিয়গণ ঘোটক, ইন্দ্রিয়াধিপতি মন রশ্মি, শব্দাদি বিষয় গন্তব্য দেশ, বুদ্ধি সারথি ও চিত্ত দেহ-ব্যাপী বন্ধন; এই চিত্তব্যতিরেকে শরীর যেন অনিবদ্ধ থাকে; এই বন্ধন ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাণ অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশবিধ প্রাণ এই রথের অক্ষ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই চক্র, অভিমানযুক্ত অর্থাৎ অহঙ্কারযুক্ত জীব রথী, প্রণবধনুঃ, শুদ্ধজীব শর ও ব্রহ্ম লক্ষ্য; যেমন ধনুর্দ্ধারা শর লক্ষ্যে নিপাতিত করে, সেইরূপ প্রণব-দ্বারা জীবকে ব্রহ্মে নিপাতিত করিবে। রাগ, দ্বেষ, লোভ, শোক, মোহ, ভয়, মদ, মান, অপমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মৎসর, অভিনিবেশ, প্রমাদ, ক্ষুধা, নিদ্রা প্রভৃতি শত্রু, ইহারা রজঃ ও তমোগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে; যিনি সমাধিতে আরূঢ় হইয়াছেন, ঈদৃশ ব্যক্তির পক্ষে সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন পরোপ-কারাদি প্রবৃত্তিও শত্রু। এই মনুষ্যদেহরূপ রথে ইন্দ্রিয়াদি পরিকরসকল যত দিন আত্মবশে থাকে, ততদিনের মধ্যেই দেহী গরিষ্ঠগণের অর্থাৎ মহাজন-গণের চরণসেবাদ্বারা নিশিত জ্ঞানখড়্গ ধারণ করিয়া অচ্যুতের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুদিগকে নিরস্ত করিবে এবং অতঃপর উপশান্ত ও স্বীয় আনন্দে পরিতুষ্ট হইয়া এই রথাদিকে উপেক্ষা করিবে। যদি অচ্যুতের আশ্রয় গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে বহির্মুখ এই ইন্দ্রিয়ঘোটকগণ ও সারথা প্রমত্ত রথীকে উৎপথে অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গে আনয়নপূর্ব্বক বিষয়রূপ দস্যুগণের মধ্যে নিক্ষেপ করে; সেই দস্যুগণ ঘোটক ও সারথির সহিত এই রথীকে তমসাচ্ছন্ন ঘোর মৃত্যুভয়সমাকুল সংসারকূপে পাতিত করে।

হে মহারাজ! বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত; মনুষ্য প্রবৃত্তকর্ম্মদ্বারা সংসারে পুনরাবর্ত্তন করে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে এবং নিবৃত্তকর্ম্মদ্বারা অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে। অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশুযাগ ও সোমযাগ, বৈশ্বদেব ও বলিহরণ প্রভৃতি প্রবৃত্ত কার্য্যকে ইষ্ট কহে; এই সকল কর্ম্ম হিংসাবহুল, দ্রব্যপ্রচুর ও অশান্তিপ্রদ অর্থাৎ অতিশয় আসক্তিযুক্ত; দেবমন্দির, উপবন, কূপ ও পানীয়-শালা প্রভৃতি নির্ম্মাতা পূর্ত্তকার্য্য নামে অভিহিত। হে রাজন্! হে নৃপ! প্রবৃত্ত কর্ম্মের ফলে কিরূপ আরোহ ও অবরোহ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যজ্ঞে যে চরু ও পুরোডাশাদি দ্রব্য আহুতি প্রদান করা হয়, ঐ সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম পরিণাম অন্য একটি দেহ রচনা করে; উহাকে আতিবাহিক দেহ কহে; প্রবৃত্তকর্ম্মা ব্যক্তি মৃত্যুর পর প্রথমতঃ ঐ দেহ লাভ করে; অনন্তর যথাক্রমে ধূমাভিমানিনী রাত্র্যাভি-মানিনী, কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী ও দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতাদিগের সান্নিধ্য লাভ করে; পরে ঐ সকল আতিবাহিক দেবতা তাহাকে সোমলোকে লইয়া যায়, তথায় ভোগের অবসান হইলে দেহ বিলীন হয়, তখন বৃষ্টি অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে ওষধি, লতাদি ও অন্নরূপে জন্মে, ঐ অন্ন ভুক্ত হইয়া রেতোরূপে জন্ম-গ্রহণ করে; ইহাই পুনর্জ্জন্মের হেতু পিতৃযান।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোক্তরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে থাকে; যিনি মুখ্য অধিকারী, তিনি গর্ভাধানাদি শ্মশানান্ত সংস্কারসমূহে সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন; যিনি অনধিকারী, তিনি ইষ্টাদি কর্ম্ম করিলেও ঈদৃশ জন্ম লাভ করেন না। এক্ষণে দেবযানমার্গ কহিতেছি, শ্রবণ করুন; যিনি নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিবেন, তিনি ক্রিয়াযজ্ঞসমূহকে জ্ঞান-দীপিত ইন্দ্রিয়সমূহে আহুতি প্রদান করিবেন অর্থাৎ ইষ্টাপূর্ত্তাদিকে কেবল ইন্দ্রিয়ব্যাপার বলিয়া ভাবনা করিবেন; এইরূপে ইন্দ্রিয়সমূহকে দর্শনাদি সঙ্কল্পরূপ মনে হোম করিবেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ দর্শনাদিসঙ্কল্পভিন্ন আর কিছুই নহে, এইরূপ ভাবনা করিবেন। পরে বিকারযুক্ত মনকে বাক্যে আহুতি দিবেন, অর্থাৎ বিধিপ্রভৃতি বাক্য দ্বারা মন কর্ত্তৃত্বাদি বিকার প্রাপ্ত হয়, অতএব উহার বিধ্যাদি বাক্য হইতে প্রভেদ নাই এইরূপ চিন্তা করিবেন; অনন্তর বাক্যকে বর্ণসমুদায়ে হোম করিবেন, অর্থাৎ কতিপয় বর্ণ একত্র হইয়া বাক্য রচনা করিয়াছে, অতএব বাক্য বর্ণসমষ্টিভিন্ন আর কিছুই নহে, এইরূপ ভাবনা করিবেন; পরে ঐ বর্ণসমষ্টিকে অকারাদি স্বরত্রয়াত্মক ওঙ্কারে আহুতি দিবেন, অর্থাৎ বর্ণসকল উচ্চারণকালে স্বরের আকার ধারণ করে, এই চিন্তা করিয়া সমস্ত স্বরকে ওঙ্কারস্বরে পর্য্যবসিত করিবেন; অনন্তর ওঙ্কারকে বিন্দুতে ও বিন্দুকে নাদে হোম করিবেন অর্থাৎ অঙ্কারস্বরকে বিন্দুস্বর ও বিন্দুস্বরকে নাদ অর্থাৎ যে সাধারণ ধ্বনি প্রথমতঃ সূত্রাত্মা ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে উত্থিত হইয়াছিল, সেই নাদরূপে শ্রবণ করিবেন, পরে ঐ নাদকে সূত্রাত্মায় ও সূত্রাত্মাকে ব্রহ্মে লয় করিবেন। নিবৃত্তকর্ম্মনিষ্ঠ সাধক এই উপাসনা করিলে অর্চ্চিরাদি মার্গ অর্থাৎ দেবযানে ব্রহ্মলোকে গমন করেন; তাহার ক্রম এই—তিনি ক্রমে অগ্নি, সূর্য্য, দিবস, দিবসান্ত, শুক্লপক্ষ, রাকা অর্থাৎ শুক্লপক্ষান্ত ও উত্তরায়ণ, এই সকলের অভি-মানিনী দেবতাগণের সন্নিধি লাভ করিয়া ব্রহ্মার লোকে গমন করেন; তথায় ভোগাবসান হইলে তিনি কিরূপে মুক্ত হন্ বলিতেছি। তিনি প্রথমতঃ বিশ্ব অর্থাৎ স্থূলোপাধি থাকেন, পরে স্থূল উপাধিকে সূক্ষ্মে বিলীন করিয়া সূক্ষ্মোপাধি তৈজস নাম ধারণ করেন; অনন্তর তৈজস স্বীয় সূক্ষ্ম উপাধিকে কারণে লয় করিয়া কারণোপাধি প্রাজ্ঞ নাম ধারণ করেন; পরে কারণোপাধি প্রাজ্ঞ কারণকে সর্ব্বসাক্ষিরূপে অন্বিত সাক্ষিস্বরূপে লয় করিয়া তূরীয় হন অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল সাক্ষ্যসমূহের লয় হওয়ায় শুদ্ধ আত্মা হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। ইহাই দেবযান নামে অভিহিত; আত্মযাজী ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া উপশান্ত হইয়া মুক্ত হন, আর তাঁহার কর্ম্মীদিগের ন্যায় সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না।

হে রাজন্! বেদ পিতৃযান ও দেবযান এই দুই মার্গ পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি শাস্ত্র-চক্ষুর সাহায্যে ইহা অবগত হন, তিনি দেহস্থ থাকিয়া মুগ্ধ হন না। ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির মুগ্ধ না হইবার কারণ এই যে, তিনি জানেন তিনিই অত্মস্বরূপে দেহাদির আদিতে কারণরূপে ও অন্তে অবধিরূপে বর্ত্তমান, তিনিই বাহিরের ভোগ্য বস্তু ও অন্তরের ভোগকর্ত্তা, তিনিই উচ্চনীচ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, বাক্য, বাচ্য এবং অপ্রকাশ ও প্রকাশ; বস্তুতঃ তিনি অনুভব করেন, তিনি স্বয়ংই এই সমুদায়, তাঁহা ব্যতীত আর কিছুই নাই, সুতরাং কি নিমিত্ত মুগ্ধ হইবেন? যেমন আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বাদি প্রকৃত বস্তু নয় বলিয়া তর্কদ্বারা প্রতিপাদিত হইলেও প্রকৃত বস্তুর ন্যায় লক্ষিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিখিল পদার্থ মিথ্যা হইলেও প্রকৃত বস্তুর ন্যায় সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহাদিগের সত্য হইবার কোন

সম্ভাবনা নাই। লোকে দেহাদিকে ক্ষিতিপ্রভৃতি পঞ্চভূতের ছায়া বলিয়া অর্থাৎ ক্ষিতিপ্রভৃতি পঞ্চভূতের ঐক্যে নির্ম্মিত বলিয়া মনে করে; কিন্তু যত প্রকার ঐক্য হইতে পারে, উহা তাহার কোন প্রকার নহে; যেমন বৃক্ষসকলের সংঘাতে অর্থাৎ সমষ্টিতে বন উৎপন্ন, দেহ ক্ষিতিপ্রভৃতির সেরূপ সমষ্টি নহে, কারণ, দেহের একটী অবয়ব আকর্ষণ করিলে সমগ্র দেহ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বনের একটী বৃক্ষ আকর্ষণ করিলে সমগ্র বন আকৃষ্ট হয় না। উহা পঞ্চভূতের বিকারও নহে অর্থাৎ পঞ্চভূতের একপ্রকার ঘনিষ্ঠ মিলনে অবয়বভিন্ন একটী দেহ বলিয়া পৃথক্ অবয়বী উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ নহে; কারণ, অবয়বসকল-ব্যতীত পৃথক্ আর একটী দেহ আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না। পঞ্চভূতের পরিণামে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপও বলা যায় না, কারণ, যদি সকল অবয়ব হইতে অবয়বী পরিণত হইত, তাহা হইলে পৃথক্ ভাবে দেহের প্রতীতি হইত, কিন্তু তাহা হয় না; যদি দেহ পরিণত হইয়া প্রতি অবয়বে অন্বিত থাকিত, তাহা হইলে অঙ্গুলীকেও দেহ বলিয়া মনে হইত এবং অঙ্গুলি নষ্ট হইলে দেহ নষ্ট হইল বলিয়া মনে হইত; আর অবয়বী প্রতি অবয়বে অংশতঃ আছে, এইরূপও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে সেই অবয়বেরও অবয়ব আছে বলিয়া তাহাতেও অবয়বী অংশতঃ আছে, এইরূপে অনবস্থাদোষ হওয়ায় অবয়বীর অস্তিত্বসিদ্ধি হয় না; অতএব দেহকে মিথ্যা মনে করিতে হইবে। ক্ষিত্যাদি মহাভূতসকলও সূক্ষ্ম অবয়বসমূহব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, কারণ তাঁহারাও অবয়বী; পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা যখন অবয়বী মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইল, তখন অবয়বসকলও অবশেষে মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। অবয়ব না থাকিলে অবয়বীর প্রতীতি হইতে পারে না, এই নিমিত্তই অবয়ব কল্পনা করিতে হয়, এতদ্‌ব্যতীত অবয়বসকলের অস্তিত্বের অন্য কোন প্রমাণ নাই। যদি অবয়বী মিথ্যা হইল, তাহা হইলে বাল্যাদি অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে 'সেই এই দেবদত্ত' এইরূপ চিনিবার উপায় থাকে না; এইরূপ আপত্তির উত্তর এই যে, একমাত্র আত্মবস্তুতে অবিদ্যা নানাবিধ বিকল্প অর্থাৎ দ্বৈত সৃষ্টি করিয়াছে, এই নিমিত্ত অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আরোপের সহিত পর পর আরোপের সাদৃশ্য থাকায় একই বস্তু বলিয়া ভ্রম উৎপন্ন হয়; যতদিন না অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে, ততদিন এই ভ্রম অবগত হইবে না। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, যদি সর্ব্ব পদার্থই মিথ্যা হইল, তবে শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ কোথায় কার্য্যকর হইবে? কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি মরীচিকাজলের গুণ ও দোষবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন না। এই আপত্তির উত্তর এই যে, যেমন কদাচিৎ স্বপ্নকালে মনুষ্য জাগ্রৎ ও স্বপ্নের উপলব্ধি করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা কল্পনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ যাহারা অবিদ্বান্ অধিকারী, শাস্ত্র তাহাদিগের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানোদয় হইলে যখন জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হইবে, তখন শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধও মিথ্যা বলিয়া মনে হইবে।

হে মহারাজ! মুনি আত্মতত্ত্বানুভবদ্বারা স্বীয় তিনটী স্বপ্নকে দূরীভূত করেন; এই আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে হইলে ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈত এই তিনটী অদ্বৈতের আলোচনা করা বিধেয়। তন্তুসকলের বিন্যাসে পট অর্থাৎ বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, অতএব তন্তুসকল পটের কারণ ও পট তন্তুসকলের কার্য্য; আলোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, পট তন্তুব্যতীত আর কিছুই নহে; এইরূপে কার্য্যকারণের যে ঐক্যবুদ্ধি, উহাই ভাবাদ্বৈত। এই ভাবাদ্বৈতদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, যাহা কিছু ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, উহারা মূলে

এক ব্রহ্ম, ভেদবুদ্ধি একান্ত মিথ্যা। এই ভাবাদ্বৈতদ্বারা বস্তুসকলের ভেদবুদ্ধিরূপ প্রথম স্বপ্ন তিরোহিত হয়। কায়, মনঃ ও বাক্যদ্বারা যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, যদি সেই সমস্ত কর্ম্ম সাক্ষাৎ পরব্রহ্মে সমর্পিত হয়, তবে তাহাকে ক্রিয়াদ্বৈত কহে। উদ্দেশ্য ফল ভিন্ন ভিন্ন থাকায় ক্রিয়াসকল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, অতএব ঈশ্বরার্পণরূপ উদ্দেশ্য এক হওয়ায় ক্রিয়াভেদ আর অনুভবগোচর হইবে না; এতদ্দ্বারা 'ইনি এই কর্ম্মের অধীকারী, অতএব ইঁহার কর্ম্ম অমুকের কর্ম্ম হইতে ভিন্ন' এই প্রকার কর্ম্মের ভেদবুদ্ধিরূপ দ্বিতীয় স্বপ্ন তিরোহিত হয়। নিজের, জায়ার সুতাদির ও অন্য সর্ব্বদেহীর দেহাদি পঞ্চভূতাত্মক, অতএব উহাদিগের বস্তুতঃ ভেদ নাই; আরও এই সকল দেহে যে ভোক্তা, তাহাও একমাত্র পরমাত্মা, অতএব ভোক্তারও ভেদ নাই, সুতরাং সর্ব্বদেহীর যে ধনাদি ও ভোগ্যবস্তুপ্রভৃতি, তাহা এক অভিন্ন; এইরূপ বুদ্ধিকে দ্রব্যাদ্বৈত কহে। এতদ্দ্বারা 'আমার কর্ম্মের ফলস্বরূপ এই বস্তুটী আমার ভোগ্য', ঈদৃশ ভেদজ্ঞানরূপ তৃতীয় স্বপ্ন তিরোহিত হয়।

হে রাজন্! এক্ষণে আশ্রমধর্ম্ম সংক্ষেপে বলিব,—যে মনুষ্য যে দ্রব্য যাহার নিকট যে উপায়ে অর্জ্জন করিবেন, এই বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে, তিনি তাদৃশ দ্রব্যদ্বারাই কার্য্য নিষ্পাদন করিবেন; আপদ্ উপস্থিত না হইলে এই নিয়মের ব্যাতিক্রম করিবেন না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তিনি এই সকল ও অপরাপর বেদবিহিত স্বকর্ম্মাচরণদ্বারা গৃহে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের গতি অর্থাৎ ধাম প্রাপ্ত হইবেন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! যে সকল বিপদ্ মনুষ্য ও দেবগণের সাহায্যেও উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, আপনারা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে সেই সকল বিপদ অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছেন; অনএব যাঁহার কৃপায় আপনি সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং যাঁহার পাদপদ্মসেবাদ্বারা দিগ্‌গজগণকে জয় করিয়া রাজসূয়াদি মহাযজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এক্ষণে জগত্তারণ সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে সংসার হইতেও উত্তীর্ণ হউন। মহাজনগণকে অবজ্ঞা করিলে শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় এবং তাঁহাদিগের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণসেবায় সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্ব মহাকল্পে গন্ধর্ব্ব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; আমার নাম উপবর্হণ ছিল এবং আমি নানাগুণে গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলাম। রূপ, সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য ও সৌরভ্য আমার মূর্ত্তিকে প্রিয়দর্শন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত আমি স্ত্রীগণের প্রিয়তম ও তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত ছিলাম; এইরূপে মত্ততা আমাকে অধিকার করিয়াছিল। একদা প্রজাপতিগণ দেবসত্রে অর্থাৎ দেবানুষ্ঠিত যজ্ঞে হরিগাথা গান করিবার নিমিত্ত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগের, আহ্বান অবগত হইয়া স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া উন্মত্তভাবে গান করিতে করিতেই তথায় উপস্থিত হইলাম; প্রজাপতিগণ আমার এই অবজ্ঞাপ্রদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়া কহিলেন, যেমন তুমি আমাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, এই নিমিত্ত তুমি হতশ্রী হইয়া শীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হও। অনন্তর আমি দাসীপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম, কিন্তু সেই শূদ্রজন্মেও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের অনুকূল সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহাদিগের শুশ্রূষাদ্বারা ব্রহ্মপুত্রত্ব লাভ করিয়াছি। এই আমি আপনার নিকট পাপনাশন গৃহস্থধর্ম্ম বর্ণন করিলাম; এই ধর্ম্মাচরণদ্বারা গৃহস্থ অনায়াসে সন্ন্যাসিগণের পদবী প্রাপ্ত হইবেন। আপনারা মনুষ্যলোকে অতি ভাগ্যবান্; যে সকল মুনি ভুবনপাবন, তাঁহারাও আপনাদিগের গৃহে আগমন করেন, কারণ, নরাকৃতি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম গূঢ়রূপে আপনাদিগের গৃহে বাস করিতেছেন।

মহাজনগণ যে কৈবল্যনির্ব্বাণসুখ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, আপনাদিগের প্রিয়, সুহৃৎ মাতুলেয়, আত্মা, পূজ্য, আজ্ঞাকারী ও উপদেষ্টা এই শ্রীকৃষ্ণই সেই সুখস্বরূপ পরব্রহ্ম। সাক্ষাৎ ভব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার রূপ বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিয়া বর্ণনা করিতে পারেন নাই, সেই ভক্তপালক শ্রীকৃষ্ণ মৌন, ভক্তি ও উপশমদ্বারা পূজিত হইয়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভরতর্ষভ শ্রীযুধিষ্ঠির দেবর্ষির পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমপ্রীতি-সহকারে দেবর্ষির এবং প্রেমবিহ্বল-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলেন। এইরূপে মুনিবর পূজিত হইয়া কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন; কৃষ্ণই পরব্রহ্ম, এই কথা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এই আপনার নিকট দক্ষকন্যাগণের বংশ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিলাম; এই বংশে দেব, অসুর ও মনুষ্য প্রভৃতি চারাচর প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত।

অষ্টম স্কন্ধ

—— ঃ*ঃ ——

প্রথম অধ্যায়

রাজা প্রশ্ন করিলেন,—হে গুরো! যে বংশে মরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণের ঔরসে ও মনুকন্যাগণের গর্ভে পুত্রসকল উৎপন্ন হইয়া পৌত্রাদিক্রমে সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ সবিস্তর শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে অন্যান্য মনুগণের বিষয় বলিতে আজ্ঞা হয়। হে ব্রহ্মন্! ঐ সকল মন্বন্তরে চতুর্বর্ণাশ্রিত বিবিধ কল্যাণকর ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে ও মহীয়ান্ শ্রীহরির জন্ম ও কর্ম্মসকল কবীগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; আমার ঐ সকল শ্রবণ করিতে অভিলায হইতেছে, বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়। বিশ্বভাবন ভগবান্ অতীত যে যে মন্বন্তরে যে যে লীলা করিয়াছেন, ভবিষ্যতে যাহা যাহা করিবেন এবং বর্ত্তমান কালে যাহা যাহা করিতেছেন, তৎসমুদয়ই কীর্ত্তন করুন।

ঋষি কহিলেন,—এই কল্পে স্বায়ম্ভুবাদি ছয় মনু গত হইয়াছেন, তন্মধ্যে আদ্য স্বায়ম্ভুব মনুর বিষয় কথিত হইয়াছে; ঐ মন্বন্তরে দেবাদির জন্ম হয়। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই কন্যা, আকূতি দেবহূতি; ভগবান্ ধর্ম্মজ্ঞান উপদেশ দিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ভগবান্ কপিলের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে, ভগবান্ যজ্ঞ যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বর্ণন করিব। শতরূপাপতি প্রভু স্বায়ম্ভুব মনু বিষয়ভোগে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাসমভিব্যাহারে তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। হে ভারত! বনে সুনন্দা নদীর তীরে তিনি বর্ষশত এক পদে ভূমি স্পর্শ করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে করিতে এইরূপে যেন উপদেশবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মনু কহিলেন,—যে চিদাত্মা এই বিশ্বকে চেতন করেন, কিন্তু বিশ্ব যাঁহাকে চেতন করিতে পারে না, কারণ, তিনি স্বভাবতঃ বিদ্রূপ; এই বিশ্ব নিদ্রিত হইলে যিনি জাগরিত থাকেন, অর্থাৎ সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান থাকেন; কি আশ্চর্য্য! এই লোক তাঁহাকে জানে না, কিন্তু তিনি ইহাকে জানিতে থাকেন। এই লোকে যাহা কিছু ভূতজাত আছে, তৎসমুদয়কে আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্ত করিবে, অর্থাৎ নিখিল জগতে ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এইরূপ মনে করিবে; অতএব ঈশ্বর কর্ত্তৃক যাহা প্রদত্ত হয়, সেই ধনদ্বারাই ভোগ্য বস্তুসকল ভোগ কর, কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না। তিনি দর্শন করিতেছেন, কিন্তু চক্ষুঃ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, যেহেতু তিনি চক্ষুরাদির অগোচর অর্থাৎ যিনি জ্ঞাতা, ইন্দ্রিয়সকল কিরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিবে? দৃশ্য বস্তুর নাশ হইলেও তাঁহার স্বরূপভূত জ্ঞান নষ্ট হয় না; মনুষ্য যে বস্তু দর্শন করে, সেই বস্তুর বিনাশ হইলে তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানও নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের তাদৃশ হয় না, কেবল বিষয়াকারা বৃত্তির নাশ হয় মাত্র; যেমন প্রকাশ্য বস্তুর নাশে সূর্য্যের প্রকাশ নষ্ট হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান কদাপি নষ্ট হয় না; তিনি ভূতগণের অন্তর্যামী হইয়াও অসঙ্গ, তাঁহার ভজনা কর। যাঁহার আদি, অন্ত ও মধ্য নাই, আত্মীয় ও পর নাই,

অনন্তর ও বহির্ভাগ নাই, এই আদি ও অন্তপ্রভৃতি যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই বিশ্ব যাঁহার রূপ, তিনিই সত্য পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। এই বিশ্ব তাঁহার দেহ, তাঁহার নাম অসংখ; সেই ঈশ অজ, স্বপ্রকাশ ও নির্বিকার হইয়াও স্বীয় মায়াশক্তিদ্বারা এই বিশ্বের জন্মাদি বিধান করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহার নিত্য-সিদ্ধ বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা ঐ মায়াকে নিরস্ত করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত ঋষিগণ মোক্ষলাভের উদ্দেশে প্রথমতঃ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কারণ, মনুষ্য কর্ম্ম করিতে করিতেই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ ঈশ কর্ম্ম করেন, অথচ তাহাতে লিপ্ত হন না, এই হেতু যাঁহারা তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহারাও আত্মলাভদ্বারা পূর্ণ-মনোরথ হন, অবসাদ প্রাপ্ত হন না। ভগবান্ অখিল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তিনি স্বীয় আচরণদ্বারা জীবকে শিক্ষা দান করিবার নিমিত্ত অবতার হইয়া বেদোক্ত কর্ম্ম সম্যক্ আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অন্য কেহ নিযুক্ত করে না, কারণ, তিনি স্বয়ং প্রভু; তিনি বাসনার বশীভূত হন না, যেহেতু তিনি পূর্ণ, তিনি নিরহঙ্কার, কারণ, তিনি জ্ঞানময়; আমি ঈদৃশ প্রভুর শরণাপন্ন হই।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—স্বায়ম্ভুব মনু যখন সমাধিস্থ হইয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন অসুর ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে প্রলাপকারী সুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় বিবশ মনে করিয়া ক্ষুধানিবন্ধন ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। সর্ব্বগত শ্রীহরি যজ্ঞ তাহাদিগের তাদৃশ সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন এবং স্বীয় পুত্র যামনামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং ইন্দ্রত্ব গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গ পালন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! প্রতিমন্বন্তরে মনু, দেবগণ, মনুপুত্র, ইন্দ্র, ঋষিগণ ও অবতারগণ হইয়া থাকেন; এই আদ্য মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব মনু, প্রিয়ব্রত ও উত্তান-পাদ দুই মনুপুত্র, যামপ্রভৃতি দেবগণ, মরীচি প্রভৃতি সপ্ত ঋষি, শ্রীহরির যজ্ঞনামক অবতার ও তিনিই ইন্দ্র হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ, ইনি অগ্নির পুত্র; দ্যুমৎ, সুষেণ, রোচিষ্মৎপ্রভৃতি ইহার আত্মজ; এই মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম রোচন; তুষিতপ্রভৃতি দেবগণ ও উর্জ্জস্তম্ভপ্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মবাদী ঋষি এই মন্বন্তরে আবির্ভূত হন; বেদশিরা নামে ঋষির তুষিতা নাম্নী পত্নী ছিলেন, ভগবান্ তাঁহার পুত্র হইয়া জন্ম-গ্রহণ করেন এবং বিভু নামে খ্যাতি লাভ করেন। বিভুর এই অসাধারণ চরিত্র যে, অষ্টাশীতি সহস্র ব্রত-ধারী মুনিগণ সেই আকুমার ব্রহ্মচারীর নিকট ব্রত শিক্ষা করিয়াছিলেন। হে নৃপ! তৃতীয় মনুর নাম উত্তম; ইনি প্রিয়ব্রতের পুত্র; পবন, সৃঞ্জয় ও যজ্ঞহোতৃপ্রভৃতি ইঁহার পুত্র; বশিষ্ঠের প্রমদপ্রভৃতি সপ্ত তনয় এই মন্বন্তরে সপ্ত ঋষি এবং সত্য, বেদশ্রুত ও ভদ্রপ্রভৃতি দেবগণ; ইন্দ্রের নাম সত্যজিৎ, এই মন্বন্তরে ভগবান্ পুরুষোত্তম ধর্ম্মপত্নী সুনৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি সত্যসেন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সত্যব্রত নামে তাঁহার কতিপয় ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সত্যজিতের সহায় হইয়া অসত্যব্রত, দুর্ব্বৃত্ত ও অসৎ যক্ষরাক্ষসগণকে এবং ভূতদ্রোহী ভূতগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তৃতীয় মনু উত্তমের ভ্রাতা তামস চতুর্থ মনু; তাঁহার বৃথু, খ্যাতি, নর ও কেতুপ্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। সত্যক, হরি ও বীর নামে দেবগণ এই মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যিনি ইন্দ্র হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম ত্রিশিখ; জ্যোতির্ধামপ্রভৃতি সপ্ত এই মন্বন্তরের ঋষি। হে মহারাজ! এই তামসমন্বন্তরে বিধৃতির পুত্রগণও বৈধৃতি নামে দেবতা হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিশিষ্ট পরাক্রম ছিল; কালপ্রভাবে নষ্ট বেদসকলকে তাঁহারা স্বীয় তেজে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মন্বন্তরেও ভগবান হরিণীর

গর্ভে হরিমেধার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; তিনি হরি নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন এবং গজেন্দ্রকে গ্রাহ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

রাজা প্রশ্ন করিলেন,—হে বাদরায়ণ! শ্রীহরি যেরূপে গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যে যে কথাপ্রসঙ্গে উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ হরি কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সেই সকল কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনে সুমহৎ পুণ্য হয়, তাহাতে জীবন ধন্য হয় এবং ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! প্রায়োপবিষ্ট রাজা পরীক্ষিৎ হরিকথাবিষয়ক প্রশ্ন করিলে বাদরায়ণি হর্ষভরে মহারাজের অভিনন্দন করিয়া শ্রোতা মুনিগণের সভায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ত্রিকূট নামে বিখ্যাত এক মনোহর গিরিবর আছে; উহা অযুত যোজন উচ্চ এবং ক্ষীরোদসমুদ্র উহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই গিরিবরের বিস্তারও অযুত যোজন; ইহার তিনিটী মুখ্য শৃঙ্গ আছে, একটী রৌপ্যময়, অন্যটী লৌহময় ও অপরটী হিরণ্ময়; পর্ব্বতরাজ এই তিনটী শৃঙ্গদ্বারা ক্ষীরোদসমুদ্র ও ঊর্দ্ধদিগের শোভা সম্পাদন করিয়া বিরাজ করিতেছে; এই পর্ব্বতবরের অপরাপর শৃঙ্গসকল রত্ন ও নানাবিধ ধাতুদ্বারা বিচিত্রিত এবং বহুবিধ দ্রুমলতাগুল্মে পরিশোভিত; ঐ সকল শৃঙ্গদ্বারা অষ্টদিক্ অলঙ্কৃত এবং নির্ঝরবারির নির্ঘোষে মুখরিত। ত্রিকূটের মূলপ্রান্তদেশসকল চতুর্দ্দিকে জলের তরঙ্গে সর্ব্বদা বিধৌত হইতে থাকে, এই হেতু ভূমি হরিদ্বর্ণ মরকত-শিলাসম্পর্কে শ্যামলা। ইহার গুহাসকল ক্রীড়াশীল সিদ্ধ চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, কিন্নর ও অপ্সরোগণের অধিষ্ঠানভূমি। কিন্নরাদির সঙ্গীত-ধ্বনিতে ত্রিকূটের কন্দরসমূহ নিনাদিত হইলে স্পর্দ্ধাশীল সিংহসকল প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহের গর্জ্জন মনে করিয়া অমর্ষভরে প্রতিগর্জ্জন করিতে থাকে। এই পর্ব্বতের দ্রোণি অর্থাৎ অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানসমূহ নানা আরণ্য পশুগণে সঙ্কুল থাকিয়া পর্ব্বতকে অলঙ্কৃত করিতেছে এবং বিচিত্রতরুরাজিসমন্বিত সুরোদ্যান সমূহ কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের মধুর ধ্বনিতে নিনাদিত। এই গিরিবরের সরিৎ ও সরোবর স্বচ্ছসলিল, পুলিন-সমূহ মণিসদৃশ বালুকাপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন এবং সলিল ও অনিল জলক্রীড়ানিরতা দেবাঙ্গনাগণের অঙ্গসৌরভে সুরভিত। এই ত্রিকূটের দ্রোণিদেশে লোকপাল ভগবান্ বরুণের এক উদ্যান আছে; উহার নাম ঋতুমৎ এবং উহা সুরাঙ্গনাগণের ক্রীড়াস্থান। এই উদ্যান সর্ব্বত্র নিত্য পুষ্পফলসমন্বিত দিব্য তরুগণে অলঙ্কৃত। মন্দার, পারিজাত, পাটল, অশোক, চম্পক, চুত, পিয়াল, পনস আম্র, আম্রাতক, ক্রমুক, নারিকেল, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, মধুক, শাল, তাল, তমাল, অসন, অর্জ্জুন, অরিষ্ট, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, বট, কিংশুক, চন্দন, পিচুমর্দ্দ, কোবিদার, সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, রম্ভা, জম্বু, বদরী, অক্ষ, হরীতক, আমলকী, বিল্ব, কপিত্থ, জম্বীর ও ভল্লাতকপ্রভৃতি পাদপশ্রেণী গিরি-বরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া বিরাজিত। এই পর্ব্বতে এক সুবিশাল সরোবর আছে; উহা কাঞ্চনপঙ্কজে

আলোকিত এবং কুমুদ, উৎপল, কহ্লার ও শতপত্র-সমূহে উদ্‌ভাসিত। ঐ সরোবর মত্ত ষট্‌পদকুলের গুঞ্জনে ও কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণের কূজনে মুখরিত এবং হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক ও সারসকুলে সমাকীর্ণ। উহাতে জলকুক্কুট, কোষষ্টি অর্থাৎ চিট্টিভ ও দাত্যূহ-প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ মধুর কূজন করিয়া থাকে এবং উহার সলিল, মৎস্য ও কচ্ছপগণের সঞ্চারহেতু চঞ্চল পদ্মসমূহের পরাগসম্পর্কে সুরভিত। কদম্ব, বেতস, নল, নীপ অর্থাৎ কদম্ব ও বঞ্জুলসমাবৃত এই সরোবর কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কূটজ ইঙ্গুদ, কুব্জক, স্বর্ণযূথী, নাগ, পুন্নাগ, জাতি, মল্লিকা, শতপত্র, মাধবী ও জালকপ্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষে পরিশোভিত; তীরদেশে অন্যান্য বৃক্ষও ঐ সরোবরের শোভা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে এবং ষড়্‌ঋতু সর্ব্বদাই ঐ তরুরাজির ফলপুষ্পাদিসম্পত্তি সমাধান করিয়া থাকে।

একদা ঐ গিরিকাননবাসী এক গজযূথপতি করিণী-গণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে সরোবরসমীপে দ্রুত উপস্থিত হইল। তাহার আগমনকালে কণ্টক-যুক্ত কীচক বেণু ও বেত্রময় বিশাল গুল্ম ও বনস্পতি-সকল ভগ্ন হইল, গজরাজের গাত্রগন্ধ আঘ্রাণ করিবা-মাত্র সিংহ, অন্যান্য গজেন্দ্র, ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ, মহোরগ, গৌর ও কৃষ্ণ শরভসকল ও চমরীগণ ভয়ে পলায়নপর হইল, কিন্তু বৃক, বরাহ, মহিষ, ঋক্ষ, শল্য, গোপুচ্ছ বানর, শালাবৃক, মর্কট হরিণ ও শশকাদি ক্ষুদ্র প্রাণীগণ তাহার দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিচরণ করিতে লাগিল। করী ও করিণীগণে পরিবৃত এবং করিশাবকগণে অনু-সৃত মদস্রাবী কুঞ্জররাজ রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া যখন সরোবরের উদ্দেশে গমন করিতেছিল, তখন তাহার দেহগরিমায় গিরিবর সর্ব্বত্র কম্পিত হইতে লাগিল এবং তদীয় মদগন্ধে প্রলুব্ধ অলিকুল গুঞ্জন করিতে করিতে তদীয় অঙ্গে পতিত হইতে লাগিল। দূর হইতে পঙ্কজরেণুবাসিত সরোবরস্পৃক্ত অনিল করিরাজের ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়া লোচনযুগলকে মদবিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল; তৃষাকাতর স্বীয় যূথে পরিবেষ্টিত বানররাজ সরোবরে প্রবেশপূর্ব্বক করোদ্ধাত জলদ্বারা স্বীয় গাত্র সেচন করিয়া শ্রান্তিদূর করিল, অনন্তর হৈম অরবিন্দ ও উৎপলপরাগে সুবভিত অমৃতোপম নির্ম্মল বারি যথেচ্ছ পান করিতে লাগিল। ভগবানের মায়ায় মোহিত গৃহাসক্ত পুরুষের ন্যায় ঐ যূথপতি দয়ার্দ্রচিত্তে স্বীয় শুণ্ডদণ্ডদ্বারা সলিলকণ উত্তোলন করিয়া করিণীগণকে ও করিশাবকগণকে স্নান ও পান করাইল, ক্লেশ বিবেচনা করিল না। হে নৃপ! তৎ কালে এক বলবান্ কুম্ভীর দৈবপ্রেরিত হইয়া ক্রোধ-ভরে করিরাজের চরণ আকর্ষণ করিল; মহাবল গজও এইরূপে যদৃচ্ছাক্রমে বিপন্ন হইয়া যথাশক্তি আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। বলবান্ কুম্ভীর মহাবলে তাহাকে আকর্ষণ করিলে যূথপতি কাতর হইল; করিণীগণ তাহার দশা দেখিয়া দীনভাবে কেবল চীৎকার করিতে লাগিল, অন্যান্য হস্তিগণ তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না। হে রাজন্! নক্র গজেন্দ্রকে জলমগ্ন করিবার উদ্দেশে যতই আকর্ষণ করিতে লাগিল, গজেন্দ্রও ততই তাহাকে তীরে আকর্ষণ করিয়া আনিবার নিমিত্ত বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল, কাহারও প্রাণ-বিয়োগ হইল না, উভয়ের ঈদৃশ পরস্পর আকর্ষণে সহস্র বৎসর অতীত হইলে অমর-গণ তদ্দর্শনে বিস্মিত হইলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল জলমধ্যে যুদ্ধশ্রমে গজেন্দ্রের উৎসাহশক্তি, শারীর-শক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল, কিন্তু জলচর নক্রের শক্তিসমূহ অক্ষুণ্ণ রহিল। এইরূপে গজেন্দ্র যখন যদৃচ্ছাক্রমে বিবশ হইয়া প্রাণসঙ্কট প্রাপ্ত হইল; তখন দেহের প্রতি মমতাহেতু আপনাকে মোচনে করিতে অসমর্থ হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিল, পরে

সহসা তাহার বুদ্ধি উদিত হইল। সে চিন্তা করিল, আমার এই সকল স্বজাতীয় গজগণ এই বিপদে আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না, করিণীগণ কিরূপে সমর্থ হইবে? আমি স্বয়ংও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না, কারণ, বিধাতার গ্রাহরূপপাশে আবদ্ধ হইয়াছি; অতএব যিনি ব্রহ্মাদিরও আশ্রয়ভূত, সেই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। মহাবল মৃত্যুসর্প অতি প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইতেছে, যিনি এই সর্পমৃত্যুভয়ে ভীত শরণাপন্ন প্রাণিগণকে রক্ষা করেন, মৃত্যু ভয়ে যাঁহার আজ্ঞাপালনে সর্ব্বদা ব্যগ্র, আমি সেই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—গজেন্দ্র এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া হৃদয়ে মনঃসমাধানপূর্ব্বক পূর্ব্ব জন্মে অভ্যস্ত পরম জপ্য স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করিতে লাগিল,—যে চিদ্রূপ হইতে এই দেহাদি চেতন হয়, সেই ভগবান্‌কে মনে মনে নমস্কার করি। তিনি দেহরূপ পুরে কারণরূপে প্রবিষ্ট হন বলিয়া, উহা চেতন হয় এবং এই নিমিত্ত তিনি পুরুষ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন; তিনি আদি অর্থাৎ প্রকৃতির বীজ, তিনি পরমেশ্বর, পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেও জীবের ন্যায় পরতন্ত্র হয় না। এই বিশ্ব যে অধিষ্ঠানে অবস্থিতি করিতেছে, যে উপাদানে নির্ম্মিত যিনি বিশ্বের নির্ম্মাতা, যিনি স্বয়ং এই বিশ্ব হইয়াছেন, যিনি কার্য্য ও কারণের পরপারে অবস্থিত, সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রভুর শরণাপন্ন হই। এই বিশ্ব যাঁহার মায়ায় রচিত হইয়া যাঁহার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়, কখন বা প্রলকালে যাঁহার মধ্যে তিরোহিত হয়, যিনি সেই কার্য্য ও কারণ উভয়কে সাক্ষিরূপে দর্শন করিলেও যাঁহার দৃষ্টি লুপ্ত হয় না, যিনি চক্ষুরাদি প্রকাশসকলেরও প্রকাশক বলিয়া স্বপ্রকাশ, সেই প্রভু আমার রক্ষা বিধান করুন। প্রলয়কালে লোকসকল, লোকপালসকল ও উপাদান মহত্তত্ত্বাদি সর্ব্বতোভাবে নাশ প্রাপ্ত হইলে এক দুরবগাহ অনন্ত তমঃ অবস্থান করে; যে বিভু তাহারও পরপারে বিরাজিত থাকেন, তিনি আমার রক্ষা বিধান করুন। যিনি নানা আকৃতি ধারণ করিয়া নটের ন্যায় অভিনয় করিতেছেন, দেবগণ ও ঋষিগণ যাঁহার স্বরূপ অবগত নহেন, অর্ব্বাচীন কোন্ জন্তু তাহা অবগত হইতে বা নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইবে? যিনি ঈদৃশ দুর্গমচরিত্র, সেই প্রভু আমার রক্ষা বিধান করুন। যাঁহার সুমঙ্গল স্বরূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত সুসাধু মুনিগণ বিমুক্তসঙ্গ হইয়া বনে অচ্ছিদ্র ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের সুহৃৎ হইয়া সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করেন, তিনি আমার গতি হউন। যাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, নাম, রূপ, গুণ অথবা দোষ না থাকিলেও যিনি তথাপি লোক সকলের সৃষ্টি ও লয়ের নিমিত্ত স্বীয় মায়ায় উক্ত জন্মাদি যথাকালে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। অরূপ, অনন্তশক্তি, বহুরূপ, আশ্চর্য্যকর্ম্মা পরমেশ সেই ব্রহ্মকে প্রণাম করি। তিনি আত্মপ্রদীপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, যেহেতু তিনিই নিখিল পদার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি জীবগণের নিয়ন্তা বাক্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, তিনি মন ও চিত্তবৃত্তিসকলের অতীত; তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার

করি। জ্ঞানিগণ নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ সন্ন্যাস ও শুদ্ধ-সত্ত্বদ্বারা মোক্ষানন্দের অনুভবস্বরূপ যে কৈবল্যনাথকে লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি সগুণের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া কখন সত্ত্বগুণে শান্ত, কখন রজোগুণে ঘোর, কখন বা তমোগুণে মূঢ় হইয়া থাকেন; ঈদৃশ প্রতীয়মান হইলেও তিনি নির্ব্বিশেষ, সাম্য ও চিদ্‌ঘন, তাঁহাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ এবং তুমিই ক্ষেত্রজ্ঞগণের মূল; তুমি সর্ব্বসাক্ষী হইয়াও নির্ব্বিকার; তুমি প্রকৃতিরও উদ্‌ভবহেতু, যেহেতু তুমি পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলে, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহের দ্রষ্টা, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল তোমার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে; যেমন জলে পতিত সূর্য্যের ছায়া মিথ্যা হইলেও আকাশস্থ সূর্য্যের সূচনা করে, সেইরূপ 'আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি' ইত্যাদি অহঙ্কারপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইলেও তোমারই সূচনা করিয়া থাকে; বিষয়সকলের মধ্যে যে চৈতন্যের আভাস, উহা সত্য, উহা তুমিই প্রদান করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, অতএব স্বয়ং নিষ্কারণ; তুমি অদ্ভুত কারণ, যেহেতু মৃত্তিকাদি ঘটাদি নির্ম্মাণ করিতে গিয়া বিকৃত হয়, কিন্তু তুমি সর্ব্বকারণ হইয়াও বিকৃত হও না। যেমন নদীসকল সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ পঞ্চরাত্র-প্রভৃতি আগমসমূহ ও বেদসমূহ তোমাতেই পর্য্যবসিত হয়; তুমি মোক্ষরূপ ও সাধুগণের আশ্রয়, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যেমন অরণি অর্থাৎ অগ্নিমন্থনকাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ সত্ত্বপ্রভৃতি গুণের মধ্যে তুমি জ্ঞানরূপে বিরাজিত আছ; তুমি মনকে বহির্ম্মুখ করিলে গুণসকল সংক্ষুব্ধ হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ হয়; যাঁহারা আত্মতত্ত্ব-ভাবনাদ্বারা শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তুমি স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাক; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমার ন্যায় পশুর অবিদ্যাপাশ-বিমোচনের কর্ত্তা, কারণ, তুমি স্বয়ং মুক্ত; তোমার প্রচুর করুণা বলিয়া তুমি মাদৃশ পশুর পাশবিমোচনে সর্ব্বদা অনলস; তুমি অন্তর্যামিরূপে দেহিগণের মনে জ্ঞান প্রকাশ করিতেছ ও ভগবদ্রূপে তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছ; তুমি মনোমধ্যে বিরাজ করিলেও মন তোমাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, তোমাকে বার বার প্রণাম করি। যাহারা দেহ, পুত্র, বন্ধু, গৃহ, বিত্ত ও স্বজনের প্রতি আসক্ত, তুমি তাহাদিগের অন্তরে বিরাজিত থাকিলেও তাহারা তোমাকে লাভ করিতে পারে না, কারণ, তুমি গুণসঙ্গবিবর্জ্জিত। যাঁহারা দেহাদিতে অনাসক্ত, তাঁহারা স্ব স্ব হৃদয়ে ধ্যানদ্বারা তোমাকে চিন্ময় ভগবান্ ঈশ্বররূপে অনুভব করিয়া থাকেন; তোমাকে নমস্কার করি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও বিমুক্তি-কামী ব্যক্তিগণ যাঁহার ভজনা করিয়া কেবল যে অভিলষিত ধর্ম্মাদি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা নহে, প্রত্যুত যাহা অভিলাষ করেন নাই, ঈদৃশ প্রেমাদিও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যিনি অব্যয় দেহ অর্থাৎ নিত্যদেহও দান করিয়া থাকেন, ঈদৃশ প্রচুরকরুণানিলয় আমার বিমুক্তি বিধান করুন, আমি এতদপেক্ষা অধিক কিছু প্রার্থনা করি না। যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ মুক্তপুরুষদিগের সেবা করিয়াছেন, সেই একান্ত ভক্তগণ ভগবানের নিকট কোন বস্তু বাঞ্ছা করেন না, তাঁহারা তদীয় অত্যদ্ভূত সুমঙ্গল চরিত্র গান করিতে করিতে আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হন; সেই পরমেশ্বর অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্ম, অধ্যাত্মযোগদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়; তিনি অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম ও অতি দূরবর্ত্তী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন; আমি সেই অনন্ত আদ্য পরিপূর্ণ প্রভুর স্তুতিবাদ করি। ব্রহ্মাদি দেবগণ, বেদসমূহ ও চরাচর লোকসকলকে যিনি স্বীয় অত্যল্প অংশদ্বারা

নামরূপ-বিভাগপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রভু আমাকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হউন। যেমন অগ্নি হইতে শিখাসমূহ প্রবাহরূপে বহির্গত হয় ও তাহাতেই লীন হয় এবং যেমন সূর্য্য হইতে অনন্ত কিরণ বহির্গত হয় ও তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গুণপ্রবাহ অর্থাৎ বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও দেহের প্রবাহ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি দেব, অসুর, মর্ত্ত্য, তির্য্যক্, স্ত্রী, পুরুষ, ষণ্ড বা লিঙ্গত্রয়শূন্য প্রাণিমাত্র নহেন; তিনি গুণ, কর্ম্ম, সৎ বা অসৎ নহেন; তিনি নিষেধশেষ অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব লয় হইলে অবধিরূপে অবশিষ্ট থাকেন, অথচ তিনিই অশেষ অর্থাৎ মায়াদ্বারা অশেষাত্মক হইয়াছেন, তিনি আমাকে বিমুক্ত করিবার জন্য আবির্ভূত হউন। আমি এই নক্র হইতে দেহের মুক্তি কামনা করিতেছি না, ঈদৃশ দেহ লইয়া জীবন ধারণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, কারণ, এই যে গজজন্ম, ইহা ভিতরে ও বাহিরে অজ্ঞানাচ্ছন্ন! ইহা রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? যে অজ্ঞান আত্মপ্রকাশকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই অজ্ঞান হইতে মোক্ষ প্রার্থনা করিতেছি, কারণ, কাল এই মোক্ষকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। যিনি বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বরূপ, অবিশ্ব অর্থাৎ বিশ্বব্যতিরিক্ত, এই বিশ্ব যাঁহার উপকরণ ও যিনি বিশ্বাত্মা, আমি তাঁহার তত্ত্ব অবগত নহি, সেই অজ পরমপদ ব্রহ্মকে কেবল নমস্কার করি; যোগিগণ যোগদ্বারা অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মদ্বারা কর্ম্মসকলকে দগ্ধ করিয়া যোগবিভাবিত হৃদয়ে যাঁহাকে দর্শন করেন, আমি সেই যোগেশ্বরকে নমস্কার করি। হে প্রভো! তোমার তিন গুণের বেগ সহ্য করা সহজ নহে তুমিই ইন্দ্রিয়সকলের গুণ অর্থাৎ শব্দাদিরূপে বহির্ভাগে প্রতীয়মান হইয়া থাক; তোমার শক্তির অন্ত নাই; তুমি শরণাগতপালক, কিন্তু যাহাদিগের ইন্দ্রিয় বহির্মুখ, তাহারা তোমার বর্ত্ম অর্থাৎ পথ প্রাপ্ত হয় না; আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণতি করি। যাঁহার মায়াহেতু জীব অহংবুদ্ধিদ্বারা আবৃত স্বীয় আত্মাকে জানিতে পারে না, সেই অক্ষয়মাহাত্ম্য ভগবানের শরণাপন্ন হইলাম।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—গজেন্দ্র কোন মূর্ত্তি-বিশেষের উল্লেখ না করিয়া কেবল পর তত্ত্বের স্তুতিবাদ করিলে, ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অভিমানী ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত যখন কেহই আগমন করিলেন না, তখন শ্রীহরি আবির্ভূত হইলেন, যেহেতু তিনি নিখিলাত্মক ও সর্ব্বদেবময়! জগন্নিবাস হরি তাহাকে কাতর জানিয়া ও তদীয় স্তোত্র শ্রবণ করিয়া চক্রাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ছন্দোময় অর্থাৎ ইচ্ছাতুল্য বেগবান্ গরুড়ে আরোহণ করিয়া শীঘ্র গজেন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন, দেবগণও স্তব করিতে করিতে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। সরোবরমধ্যে মহাবল গ্রাহকর্ত্তৃক আক্রান্ত একান্তকাতর গজরাজ অন্তরীক্ষে গরুড়পৃষ্ঠে উদ্যত-চক্র শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া পদ্মযুক্ত কর ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক অতি কষ্টে বলিল,—'হে নারায়ণ! হে অখিলগুরো! হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি।' শ্রীহরি গজেন্দ্রকে অতীব কাতর দেখিয়া সহসা অবতীর্ণ হইলেন, কারণ, অতি শীঘ্রগতি গরুড়ও মন্দগতি বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল; অনন্তর কৃপা করিয়া কুম্ভীরের সহিত গজরাজকে শীঘ্র সরোবর-তীরে উত্তোলন করিয়া দেবগণের সমক্ষে চক্রদ্বারা নক্রের মুখবিদারণপূর্ব্বক তাহাকে তদীয় কবল হইতে উদ্ধার করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—তখন ব্রহ্মা ও ঈশান-প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ শ্রীহরির সেই কার্য্যের প্রশংসাবাদ করিতে করিতে কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন; দিব্য দুন্দুভি নিনাদিত হইল, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত এবং ঋষি, চারণ ও সিদ্ধগণ পুরুষোত্তমের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই গ্রাহ পূর্ব্বজন্মে হূহূ নামে গন্ধর্ব্বরাজ ছিলেন। ইনি একদা স্ত্রীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতে করিতে স্নানার্থে জলে প্রবৃষ্ট দেবলমুনির পাদগ্রহণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিলেন; মুনিবর কুপিত হইয়া 'গ্রাহ হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলে গন্ধর্ব্বরাজ অনুনয়দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করেন; মুনিবর প্রসন্ন হইয়া বলেন,—তুমি এইরূপেই গজেন্দ্রকে আক্রমণ করিবে, শ্রীহরি তাহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া তোমাকেও উদ্ধার করিলেন; এক্ষণে গন্ধর্ব্বরাজ দেবলশাপ হইতে মুক্ত হইয়া সদ্যঃ পরমাশ্চর্য্যরূপ ধারণপূর্ব্বক অব্যয় উত্তম শ্লোকের চরণে শিরোদ্বারা প্রণতি করিয়া যিনি যশোধাম এবং যাঁহার গুণাবলী ও পবিত্র কথা কীর্ত্তনীয়া, সেই পরমেশের কীর্ত্তিগাথা গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাপমুক্ত গন্ধর্ব্বপতি শ্রীহরি-কর্ত্তৃক অনুকম্পিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্বীয় গন্ধর্ব্বলোকে প্রয়াণ করিলেন। গজেন্দ্রও ভগবানের স্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া তদীয় পার্ষদরূপ লাভ করিয়া পীতাম্বর ও চতুর্ভুজ হইলেন। ইনি পূর্ব্বজন্মে পাণ্ড্যদেশের অধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা ছিলেন, ইনি দ্রবিড়-গণের শ্রেষ্ঠ ও বিষ্ণুব্রতপরায়ণ ছিলেন। ভূপতি একদা স্নাত হইয়া মলয়াচলস্থিত আশ্রমে আরাধনা-কালে আত্মসংযম, তপস্যা ও মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া অব্যয় শ্রীহরির আরাধনা করিতেছিলেন, সেই কালে তিনি জটা ধারণ করিয়াছিলেন। এমন সময়ে মহাযশা মুনি অগস্ত্য শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন; রাজা মৌনী হইয়া একান্তে উপবিষ্ট ছিলেন; সুতরাং মুনিবরের সংবর্দ্ধনাদি করা হইল না; তদ্দর্শনে মুনিবর ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়া কহিলেন, অশিক্ষিতবুদ্ধি অসাধু এই দুরাত্মা বিপ্রের অবমাননা করিল, এই ব্যক্তি গজের ন্যায় স্থূলমতি; অতএব অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করিয়া গজযোনি প্রাপ্ত হউক।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ভগবান্ অগস্ত্য এইরূপে অভিশাপ দিয়া শিষ্যগণের সহিত গমন করিলেন। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নও উহা দুরদৃষ্টের ফল বিবেচনা করিলেন, অনন্তর যাহাতে আত্মস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেই কুঞ্জরযোনি প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার ভগবদারাধনার প্রভাবে গজজন্মেও স্মৃতি বিলুপ্ত হইল না। পদ্মনাভ শ্রীহরি এইরূপে গজযূথপতিকে বিমুক্ত করিয়া পার্ষদরূপধারী তাঁহার সহিত স্বীয় অদ্ভুত ভবনে গমন করিলেন; গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও বিবুধগণ তদীয় কর্ম্মের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই আপনার নিকট গজেন্দ্রমোক্ষণরূপ কৃষ্ণানুভাব আপনার নিকট বর্ণন করিলাম; হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের স্বর্গ ও যশোলাভ হয়; ইহা কলিকল্মষ ও দুঃস্বপ্ন নষ্ট করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত শ্রেয়স্কাম দ্বিজাতিগণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শুচি হইয়া দুঃস্বপ্নাদির উপশান্তির নিমিত্ত ইহা যথাবৎকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বভূতময় বিভু শ্রীহরি প্রীত হইয়া সর্ব্বভূতের সমক্ষে গজেন্দ্রকে এইরূপ বলিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন,—যাঁহারা অপররাত্রে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রযত ও সুসমাহিত হইয়া আমাকে, তোমাকে, এই গিরিকন্দরকানন, বেত্র, কীচক ও বেণুসকলের গুল্ম, সুরতরু, এই সকল শৃঙ্গ, ব্রহ্মার, আমার ও শিবের ধাম, ক্ষীরোদ, মদীয় প্রিয়ধাম ভাস্বর শ্বেতদ্বীপ, মদীয় শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, মালা, কৌমোদকী গদা, সুদর্শনচক্র পাঞ্চজন্যশঙ্খ, পক্ষীন্দ্র গরুড়, শেষ মদীয়া সূক্ষ্মা কলা ও মদাশ্রয়া লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, ভব, প্রহ্লাদ, মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহাদি মদীয় অবতারকৃত অক্ষয়পুণ্যজনক কর্ম্মাবলী, সূর্য্য, সোম, হুতাশন, প্রণব, সত্য, মায়া গো, বিপ্র, ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, সোম ও কশ্যপের পত্নী দক্ষকন্যাগণ, গঙ্গা, সরস্বতী, নন্দা, কালিন্দী ঐরাবত, ধ্রুব, সপ্ত ব্রহ্মর্ষি ও পুণ্যশ্লোক মানবগণ ইত্যাদি আমার সকল রূপ স্মরণ করেন, তাঁহারা অখিল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে গজরাজ! যাঁহারা নিশাবসানে জাগরিত হইয়া তোমার এই স্তোত্রদ্বারা আমার স্তুতি করেন, তাঁহাদিগের অন্তকালে আমি তাহাদিগকে উত্তম গতি প্রদান করিয়া থাকি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হৃষীকেশ এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া শঙ্খবর পাঞ্চজন্য-বাদনদ্বারা দেবগণকে হর্ষান্বিত করিয়া পক্ষিরাজ গরুড়োপরি আরোহণ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! এই আমি আপনার নিকট পাপনাশন পবিত্র গজেন্দ্রমোক্ষণলীলা বর্ণন করিলাম, এক্ষণে রৈবত মনুর অন্তরকাল শ্রবণ করুন। রৈবত পঞ্চম মনু। ইতি চতুর্থ তামসমনুর সহোদর! ইঁহার অর্জ্জুন, বলি ও বিন্ধ্যপ্রভৃতি পুত্র হইয়াছিল। হে রাজন্! এই মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম বিভু, ভূতরয়প্রভৃতি দেবগণ এই মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; হিরণ্যরোমা, বেদশিরা ও ঊর্দ্ধবাহু-প্রভৃতি এই মন্বন্তরের ঋষি। শুভ্রের পত্নী বিকুণ্ঠা, স্বয়ং ভগবান্ শুভ্রের ঔরসে ও বিকুণ্ঠার গর্ভে স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠ নাম ধারণ করেন, বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণ ইঁহার সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন; ইনি রমা দেবীর প্রার্থনায় তাঁহার প্রিয় করিবার উদ্দেশে লোকনমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোককে আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন; বরাহাদিরূপে তাঁহার যুদ্ধাদি লীলা ও পরমোদার গুণাবলী ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে। যিনি বিষ্ণুর গুণাবল বর্ণনা করিতে পারেন, তিনি পৃথিবীর ধূলিসকলও গণনা করিতে পারেন।

চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু; পূরু, পূরুষ ও সুদ্যুম্ন প্রভৃতি তাঁহার পুত্র; এই মন্বন্তরে ইন্দ্র মন্ত্রদ্রুম নামে বিখ্যাত; আপ্যাদি দেবগণ এই মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হে রাজন্! হর্য্যস্মৎ ও বীরকাদি, এই মন্বন্তরের ঋষি। এই মন্বন্তরে জগৎপতি দেব ভগবান্ সম্ভূতির গর্ভে বৈরাজের পুত্র হইয়া স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অজিত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন; ইঁনিই সমুদ্র মন্থন করিয়া সুরগণের নিমিত্ত সুধা সংগ্রহ করেন এবং কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া জলমধ্যে ভ্রমণশীল মন্দরগিরিকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করেন।

রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ যেরূপে যে নিমিত্ত ক্ষীরসাগর মন্থন করিয়াছিলেন, যে নিমিত্ত কূর্ম্মরূপে মন্দরাদ্রি ধারণ করিয়াছিলেন, সুরগণ যে রূপে অমৃত লাভ করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রমন্থন হইতে অন্য যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছিল, ভগবানের পরমাদ্ভুত এই সকল কর্ম্ম বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়। আপনি ভক্তবৎসল ভগবানের মহিমা যতই বর্ণন করিতেছেন, দীর্ঘকাল দুঃখতাপিত আমার চিত্ত ততই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না, প্রত্যুত উত্তরোত্তর শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইতেছে।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! ভগবান্ দ্বৈপায়ন-সুত এইরূপে সংপৃষ্ট হইয়া শ্রীহরির বীর্য্য অভিনন্দন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে রাজন্! যখন যুদ্ধে অসুরগণের তীক্ষ্ণ আয়ুধাঘাতে গতপ্রাণ হইয়া বহুসংখ্যক দেবগণ নিপতিত হইলেন, পুনর্ব্বার উজ্জীবিত হইলেন না, যখন দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রের সহিত লোকত্রয় শ্রীভ্রষ্ট হইল এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়া বিলুপ্ত হইল, তখন ইন্দ্রবরুণাদি দেবগণ ঈদৃশ অবস্থাদর্শনে পরস্পর মন্ত্রণা করিয়াও কোন নিশ্চিত প্রতীকার উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না; অনন্তর সকলে সুমেরুর শীর্ষদেশে অবস্থিত ব্রহ্মসভায় গমন-পূর্ব্বক প্রণত হইয়া পরমেষ্ঠিকে সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্র ও বায়ুপ্রভৃতিকে দুর্ব্বল ও হতপ্রভ, লোকসকলকে অমঙ্গলপ্রায় অর্থাৎ হতশ্রী এবং অসুরদিগকে অযথা বলপুষ্ট্যাদিযুক্ত দেখিয়া সমাহিতচিত্তে পরমপুরুষকে স্মরণ করিলেন, অনন্তর উৎফুল্লমুখে দেবগণকে কহিতে লাগিলেন,—যিনি অবতারের অংশকলাদ্বারা আমি, ভব, তোমরা, অসুরাদি এবং মনুষ্য, তির্য্যক, দ্রুম ও ঘর্ম্মজাতি-প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবানের অবতার দ্বিতীয় পুরুষ, আমি ও ভব তাহার অংশ, আমার কলা অর্থাৎ অংশে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ সৃষ্টি হইয়া মনুষ্যাদি জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ প্রাণি-গণকে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব মূলে যে অব্যয় ভগবান্ হইতে সর্ব্বপ্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে, আমরা সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হইব। যদিও তাঁহার কেহ বধ্য বা কেহ রক্ষণীয়, কেহ উপেক্ষণীয় বা কেহ আদরণীয় পক্ষ নাই, তথাপি তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত সমুচিত কালে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ধারণ করিয়া থাকেন। দেহিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত সত্ত্বাশ্রিত শ্রীহরির এই স্থিতিপালন-কাল, অতএব আমরা জগদ্গুরুর শরণাপন্ন হই; তিনি সুরপ্রিয় হইয়া স্বকীয় আমাদিগের শুভ বিধান করিবেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে মহারাজ! ব্রহ্মা সুরগণকে এইরূপ বলিয়া অনন্তর তাঁহাদিগকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া তমঃপারে অবস্থিত ক্ষীরাব্ধিমধ্যে অজিতের সাক্ষাৎ ধামে গমন করিলেন। যাঁহার ইচ্ছা না হইলে যাঁহার স্বরূপ কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া সকলেই ইতি-পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছেন, ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়সকলকে সমাধান করিয়া বৈদিক বাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেববর! আপনি বরণীয়, আপনাকে প্রণাম করি; আপনি সত্য, কারণ, আপনি অবিক্রিয়; আপনি অনাদি, অনন্ত; এই নিমিত্ত আদ্যন্তবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আপনার বুদ্ধ্যাদি-বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই; আপনি সর্ব্বান্তগত, কারণ, আপনি নিরুপাধি; আপনি তর্কের অতীত, মন আপনাকে প্রাপ্ত হয় না, আপনি বাক্যের বিষয় নহেন, এই হেতু বাক্য আপনাকে নির্ব্বাচন করিতে পারে না। যিনি প্রাণ, মনঃ বুদ্ধি ও অহঙ্কারের জ্ঞাতা, যিনি বিষয় ও তাহাদিগের গ্রাহক ইন্দ্রিয় এই উভয়স্বরূপে প্রকাশ পাইয়াও স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায়

অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়েন না, প্রত্যুত অজ্ঞানবিরহিত থাকেন, কারণ, দেহরহিত, অতএব যিনি অক্ষর, আকাশের ন্যায় ব্যাপক, জীবের ন্যায় ছায়া ও আতপ অর্থাৎ অবিদ্যা ও বিদ্যা যাঁহাতে অবস্থান করে না, যিনি তিন যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই। জীবের এই দেহাদি সংসারচক্র মায়াদ্বারা চালিত হইতেছে, ইহা মনোময় অর্থাৎ মনঃপ্রধান, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ এই পঞ্চদশ ইহার অর তিন গুণ ইহার নাভি এবং পঞ্চভূত অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি এই অষ্ট ইহার নেমি অর্থাৎ নেমির ন্যায় আবরক; এই চক্র অতীব শীঘ্রগামী, বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল; যিনি ইহার অক্ষ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা, সেই সত্য-স্বরূপের শরণাপন্ন হই। যিনি জীবের অধিষ্ঠাতৃরূপে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি যিনি একবর্ণ অর্থাৎ জ্ঞানৈকস্বরূপ, প্রকৃতির অতীত, অদৃশ্য নির্ব্বিকল্প, দেশ ও কালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, ধীর ব্যক্তিগণ যোগরূপ রথ অর্থাৎ উপায়দ্বারা যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। যাঁহার মায়া কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, প্রত্যুত জনগণ যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া তদীয় স্বরূপ জানিতে পারে না, যিনি আত্মশক্তি মায়া ও তদীয় গুণসকলকে জয় করিয়া সমভাবে সর্ব্বভূতে বিচরণ করিতেছেন, সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। ঋষিগণ ও আমরা দেবগণ যাঁহার প্রিয় তনু অর্থাৎ সত্ত্বগুণদ্বারা সৃষ্ট হইয়াও বহির্ভাগে সত্তারূপে অন্তর্ভাগে প্রকাশরূপে বর্ত্তমান, যাঁহার নিরুপাধি স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ নহি, রজস্তমোময় অসুরাদি তাঁহার সেই স্বরূপ কিরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইবে? যিনি জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ সৃষ্ট ভূতের আধার এই পৃথিবীকে রচনা করিয়াছেন, এই পৃথিবীর যাঁহার পদদ্বয়, ঈদৃশ হইয়াও যিনি স্বতন্ত্র, কারণ, তাঁহার স্বরূপের বিকার হয় না, যিনি মহতী বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, সেই মহাপুরুষ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাহা হইতে লোকসকল ও অখিল লোকপালগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জীবিত থাকে ও পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই জল যাঁহার রেতঃ সেই মহাবিভূতি প্রভু প্রসন্ন হউন। যে সোম অর্থাৎ চন্দ্র দেবগণের অন্ন, বল ও আয়ুঃ, যিনি বৃক্ষসকলের ঈশ্বর ও প্রজাগণের বর্দ্ধক, সেই সোম যাঁহার মন বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন, সেই মহা-বিভূতি প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যে অগ্নি হইতে ধন উৎপন্ন হইয়াছে, কর্ম্মকাণ্ড বেদের প্রতিপাদ্য কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত যাহার জন্ম, যে অগ্নি উদরমধ্যে পাকযোগ অন্নাদি পাক করে ও সমুদ্রমধ্যে ঝাড়বরূপে জলকেই পরিপাক করে, ঈদৃশ অগ্নি যাঁহার মুখ, সেই মহাবিভূতি প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যে সূর্য্য অর্চ্চিরাদি মার্গের দেবতা, যিনি ত্রয়ীময় অর্থাৎ বেদময়, যাঁহার মধ্যে ব্রহ্ম হিরণ্ময় পুরুষরূপে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া মুক্তির উপাসনা করিতে হয়, যিনি দেবযান বলিয়া মুক্তির দ্বার, পুণ্যলোক বলিয়া অমৃত ও কাল বলিয়া মৃত্যুস্বরূপ, ঈদৃশ সূর্য্য যাঁহার চক্ষুঃ, সেই মহাবিভূতি প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যেমন ভৃত্যগণ সম্রাটের অনুবর্ত্তন করে, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদির অধিষ্ঠাতা আমরা দেবগণ যে প্রাণের অনুসরণ করিয়া থাকি, যে বায়ু হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি দেবশক্তি ও মনঃশক্তিসমন্বিত সেই প্রাণ উৎপন্ন হইয়া চরাচরকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই বায়ু যাঁহার প্রাণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার শ্রোত্র হইতে দিক্‌সকল ও হৃদয়াকাশ হইতে দেহগত ছিদ্রসকল উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহার নাভি হইতে পঞ্চবৃত্তি প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, কূর্ম্মাদি প্রাণ ও শরীরের আশ্রয়ভূত আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি পুরুষ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

যাঁহার বল হইতে মহেন্দ্র, প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নতা হইতে দেবগণ, ক্রোধ হইতে রুদ্র, বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মা, দেহচ্ছিদ্রসকল হইতে দেব ও ঋষিগণ এবং মেঢ্র অর্থাৎ জননেন্দ্রিয় হইতে প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই মহাবিভূতি প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার বক্ষঃ হইতে শ্রী ছায়া হইতে পিতৃগণ, স্তন হইতে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠ হইতে অধর্ম্ম, মস্তক হইতে স্বর্গ ও বিহার হইতে অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহা-বিভূতি প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার মুখ হইতে বিপ্র ও গুহ্য বেদ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় ও বল, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য ও ধনাদি-উপার্জ্জনে নৈপুণ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র ও বেদব্যতিরিক্তা শুশ্রূষাবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার অধর হইতে লোভ, ওষ্ঠ হইতে প্রীতি, নাসিকা হইতে দ্যুতি অর্থাৎ কান্তি, স্পর্শ হইতে পশুগণের হিতকর কাম, ভ্রূদ্বয় হইতে যম ও পক্ষ্ম হইতে কাল উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই মহাবিভূতি প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। পৃথিব্যাদি ভূতসকল, কাল, কর্ম্ম ও গুণত্রয়, এই সকলের সমাবেশে যে লৌকিক প্রপঞ্চ হইয়াছে, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা দুষ্কর, কারণ, বুধগণ তাহার অস্তিত্ববিষয়ে বিবিধ তর্ক প্রয়োগ করিয়াছেন; এই প্রপঞ্চ যাঁহার যোগমায়ায় সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া সুধীগণ বলিয়া থাকেন, সেই মহাবিভূতি প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহাতে শক্তিসকল উপশান্ত হইয়াছে, যিনি স্বীয় স্বরূপে বিরাজিত থাকিয়া আত্মাতে পূর্ণ হইয়া অর্থাৎ অবাপ্তকাম হইয়া অবস্থান করিতেছেন, যিনি বায়ুর ন্যায় দর্শনাদি বৃত্তিদ্বারা মায়ারচিত গুণসকলে আসক্ত হন না, তাঁহাকে নমস্কার করি।

হে প্রভো! আমরা আপনার শরণাপন্ন ও আপনার সস্মিত মুখাম্বুজ দর্শন করিতে অভিলাষী; অতএব আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করুন। যে সকল কর্ম্ম আমরা সম্পাদন করিতে সমর্থ হই না, ভগবান্ আপনি যুগে যুগে স্বেচ্ছায় রূপধারণপূর্ব্বক সেই সকল কর্ম্ম স্বয়ং সম্পাদন করিয়া থাকেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাতে অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে, পরন্তু উদ্দিষ্ট ফল অতি অল্পই থাকে, তাহাও বিফল হইয়া যায়; কিন্তু যে সকল কর্ম্ম আপনাতে অর্পিত হয়, সেই সকল কর্ম্ম সকাম ব্যক্তিগণের কর্ম্মের ন্যায় কখনও বিফল হয় না। যাহা প্রকৃত কর্ম্ম নহে, কর্ম্মের আভাস মাত্র ও যাহা অতি অকিঞ্চিৎকর তাহাও ঈশ্বরে অর্পিত হইলে বিফল হয় না, কারণ, তিনি জীবের আত্মা, অতএব প্রিয় ও হিতকারী। যেমন তরুর মূলে জলসেচন করিলে স্কন্ধ ও শাখাসকলেরও সেচন হইয়া থাকে, সেইরূপ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে স্বীয় আত্মার ও সর্ব্বভূতের আরাধনা হইয়া থাকে। আপনি অনন্ত, আপনার স্বরূপ ও কর্ম্ম তর্কাতীত, আপনি নির্গুণ অথচ গুণাধীশ, এক্ষণে পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণে অবস্থান করিতেছেন; আপনাকে নমস্কার করি।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ সুরগণ এইরূপে স্তুতি করিলে মহৈশ্বর্য্য সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি তাঁহাদিগের নিকট আবির্ভূত হইলেন, তাঁহার কান্তিচ্ছটা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিল। সেই কিরণচ্ছটায় সহসা দেবগণের চক্ষুর প্রতিহত হইল; তাঁহারা আকাশ, দিক্, পৃথিবী, এমন কি স্ব স্ব দেহ দেখিতে পাইলেন না, প্রভুকে কিরূপে দেখিতে পাইবেন ? অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ও রুদ্র সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাঁহার বর্ণ স্বচ্ছ মরকতশ্যাম; লোচনদ্বয় পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ; তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় পীতবর্ণ কৌশের বসন দেদীপ্যামান; সর্ব্বাঙ্গ প্রসন্ন মনোহর; বদন কমনীয়, ভ্রূযুগল সুন্দর; তাঁহার মস্তকে মহা মণিময় কিরীট, বাহুদ্বয় কেয়ূর-বিভূষিত, শ্রবণযুগে কুণ্ডল, কুণ্ডলকান্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত কপোলদেশ মুখাম্বুজের অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিতেছে; তাঁহার কটিদেশে কাঞ্চীকলাপ, করে বলয়, বক্ষঃস্থলে হার, শ্রীচরণে নূপুর, কণ্ঠে কৌস্তুভ-ভূষণ ও গলদেশে বনমালা; তিনি স্বর্ণরেখাকারা লক্ষ্মীদেবীকে বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া আছেন এবং মূর্ত্তিমান্ সুদর্শনাদি স্বীয় অস্ত্রসমূহ তাঁহার উপাসনা করিতেছে।

ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া অমরগণ অবনিতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন; অনন্তর রুদ্রের সহিত ব্রহ্মা পরমপুরুষের স্তব করিতে লাগিলেন,—হে পুরুষোত্তম! আপনি যে জন্মগ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন, এরূপ নহে, আপনার শ্রীমূর্ত্তি নিত্য, ঐ মূর্ত্তির কেবল আবির্ভাব হইয়া থাকে, আমাদিগের ন্যায় উহার জন্ম ও তদনন্তর স্থিতি হয়, এরূপ নহে; ঐ মূর্ত্তির নাশও হয় না। আপনার শ্রীমূর্ত্তির যে জন্ম, স্থিতি ও লয় হয় না, তাহার কারণ এই যে, উহা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক নহে; এই নিমিত্ত আপনি অপার মোক্ষসুখরূপ; তথাপি আপনি অণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, কারণ, আপনি দুজ্ঞেয় বস্তুতঃ আপনার মূর্ত্তির ইয়ত্তা নাই; ইহা অসম্ভব নহে, যেহেতু আপনার মহিমা অচিন্ত্য; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি! হে ধাতঃ! আপনার এই রূপ যে অদ্য প্রথম আবির্ভূত হইল, তাহা নহে; শ্রেয়োর্থী জীবগণ বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায়দ্বারা সর্ব্বদা এই রূপের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; অহো! আপনাতে ত্রিলোকের সহিত আমাদিগকে দর্শন করিতেছি; যে হেতু বিশ্ব আপনার মূর্ত্তির মধ্যে অবস্থান করিতেছে; অতএব আপনার এই রূপ পরিচ্ছিন্নও নহে। আপনি স্বতন্ত্র, এই বিশ্ব আদিতে, মধ্যভাগে ও অন্তে আপনাতে অবস্থান করে; যেমন মৃত্তিকা ঘটের আদি, মধ্য ও অন্ত, সেইরূপ আপনিও এই জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত, যেহেতু আপনি প্রকৃতিরও অতীত। আপনি এই প্রকৃতির আশ্রয়, এই প্রকৃতি আপনার অধীন; আপনি এতদ্-দ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়া অন্তর্যামিরূপে ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন; অতএব যাঁহারা যোগী, বিবেকী ও শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারা উপলব্ধি করেন, গুণসকল জগদ্-রূপে পরিণত হইয়া থাকে; কিন্তু আপনি অগুণ অর্থাৎ অবিকৃতই থাকেন। যেমন, মনুষ্য মথনদ্বারা কাষ্ঠে অগ্নি, দোহনাদিদ্বারা ধেনুতে ঘৃত, কর্ষণাদিদ্বারা পৃথিবীতে ব্রীহিপ্রভৃতি ও খননদ্বারা জল, বাণিজ্যাদি দ্বারা পুরুষকারে জীবিকা, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন উপায় দ্বারা অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ বুদ্ধিদ্বারা গুণসকলে আপনাকে লাভ করিয়া আপনার

মহিমা বলিয়া থাকেন। হে নাথ পদ্মনাভ! আপনি দীর্ঘকাল যোগানুষ্ঠানদ্বারা প্রাপ্য হইয়া থাকেন, ঈদৃশ আপনি আবির্ভূত হইলেন। যেমন দাবাগ্নিপীড়িত গজগণ গঙ্গাজলে অবতরণ করিয়া শান্তি লাভ করে, সেইরূপ অদ্য আমরা সকলে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলাম। হে অন্তরাত্মন্! অখিল-লোকপাল আমরা যে নিমিত্ত আপনার পাদমূলে আগমন করিয়াছি, তাহা বিধান করিতে আজ্ঞা হয়; আপনি অশেষসাক্ষী, অন্যে বাহিরে বাক্যাদিদ্বারা আপনাকে কি বিজ্ঞাপন করিবে? যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গসকল পৃথক্ পৃথক্ বহির্গত হয়, সেইরূপ আমি, গিরিশ, দেবগণ ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণ আমরা সকলেই আপনা হইতে পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন হইয়াছি; আমরা প্রতিকারের উপায় অবগত নহি; অতএব যদ্দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের শ্রেয়ঃ হইবে, আপনিই সেই উপায় উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করুন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপে স্তব করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলে শ্রীহরি তাঁহাদিগের অভিপ্রায় যথাযথ অবগত হইয়া মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁহাদিগকে কহিলেন; যদিও সুরেশ্বর ভগবান্ একাকীই সুরগণের কার্যসম্পাদনে সমর্থ, তথাপি তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে সমুদ্র-মন্থনাদিদ্বারা বিহার করিবেন, এই মানসে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! হে শম্ভো! হে দেবগণ! হে গন্ধর্ব্বগণ! যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে, আমি সেই উপদেশ দিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। তোমরা যাও; যতদিন না অনুকূল অদৃষ্টের বলে তোমাদিগের সমৃদ্ধি হয়, ততদিন তোমরা দানব ও দৈত্যগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। হে দেবগণ! যেমন পেটিকাতে নিরুদ্ধ সর্প নির্গমদ্বারবিধানের নিমিত্ত প্রথমতঃ মূষিকের সহিত সখ্য স্থাপন করে, পরে তাহাকেই ভক্ষণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ তোমরাও সম্পাদ্য প্রয়োজনের গুরুত্বহেতু শত্রুগণের সহিত সন্ধি-স্থাপন কর, পশ্চাৎ প্রয়োজনসিদ্ধি হইলে বধ্যঘাতকসম্বন্ধ অবলম্বন করিবে। তোমরা অবিলম্বে অমৃত উৎপাদন করিতে যত্নবান্ হও, এই অমৃত পান করিলে মৃত্যুগ্রস্ত জন্তুও অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে দেবগণ! তোমরা ক্ষীরসমুদ্রে গুল্ম, তৃণ, লতা ও ওষধিসকল নিক্ষেপ কর, মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু কর; আমি তোমাদিগের সহায় হইব; তোমরা অনলসভাবে সমুদ্র মন্থন কর; দৈত্যগণের ক্লেশমাত্র সার হইবে, তোমরা সুফল প্রাপ্ত হইবে। হে সুরগণ! অসুর-সকল যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিবে, তোমরা তাহা অনুমোদন করিবে; সামপ্রয়োগদ্বারা যেরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধি হইয়া থাকে, ক্রোধ অবলম্বন করিলে সেরূপ হয় না। জলধি হইতে কালকূট বিষ উৎপন্ন হইলে ভীত হইও না এবং মন্থনদ্বারা উৎপন্ন রত্নাদিতে লোভ করিও না, অসুরগণ ঐ সকল বস্তু আত্মসাৎ করিলে ক্রোধ করিও না এবং স্ত্রীরত্নে কাম পোষণ করিও না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! স্বচ্ছন্দগতি ঈশ্বর পুরুষোত্তম ভগবান্ দেবগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর পিতামহ ও ভব ভগবান্‌কে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন এবং সুরগণও বলির নিকট গমন করিলেন। দেবগণ অস্ত্র-শস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি শত্রুদিগকে আগত দেখিয়া দৈত্যসেনাপতিগণ তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইল; যশস্বী দৈত্যপতি সন্ধি ও বিগ্রহের সমুচিত কালনির্ণয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। সর্ব্বদিগ্বিজয়ী বিরোচনপুত্র অসুরযূথপতিগণ-কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পরম সম্পদের অধীশ্বর হইয়া আসীন

আছেন; দেবগণ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহামতি ইন্দ্র মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ভগবান্ যে সমুদ্রমন্থনের উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সমুদয় বলিলেন। দৈত্যরাজ বলি ও শম্বর, অরিষ্টনেমি ও অন্যান্য ত্রিপুরবাসী যে সকল অসুরাধিপ তথায় উপস্থিত ছিলেন, দেবরাজের কথায় তাহারা সকলেই সম্মতি প্রদান করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর দেবাসুরগণ পরস্পর সখ্যে আবদ্ধ হইয়া ও উৎপন্ন দ্রব্যের কিরূপ বিভাগ হইবে, তদ্বিষয়ে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া অমৃতের নিমিত্ত পরম উদ্যম করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর বিশালবাহু পরাক্রান্ত দুর্ম্মদ দেব ও অসুরগণ বলদ্বারা মন্দরগিরিকে উৎপাটিত করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সমুদ্রের অভিমুখে বহন করিয়া লইয়া চলিল। পরে ইন্দ্র ও বলিপ্রভৃতি দেবাসুরগণ বহুদূর বহনে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং পর্ব্বতকে আর বহণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় অবশ হইয়া পথিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। সেই কনকাচল মন্দর পতিত হইয়া মহাভারে বহু অমর ও দানবকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহাদিগের বাহু উরু ও কন্ধরা ভগ্ন হওয়ায় তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল; ভগবান্ তাহাদিগেরে ঈদৃশী দশা অবগত হইয়া গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং অমর ও দানবগণকে গিরিপাতে ভগ্নাবয়ব দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেন; তাহাতে তাহাদের পীড়া ও ব্রণ বিলুপ্ত হইল, তাহারা উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ এক হস্তে পর্ব্বতকে অবলীলাক্রমে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোপিত করিয়া স্বয়ং অরোহণপূর্ব্বক সুরাসুরগণে পরিবৃত হইয়া সমুদ্রে গমন করিলেন। পক্ষিরাজ গরুর স্কন্ধ হইতে মন্দরকে অবরোপিত করিয়া জলমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীহরির আদেশে তথা হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দেবগণ ও অসুরগণ নাগরাজ বাসুকিকে কহিলেন, আপনিও অমৃতের ভাগ পাইবেন; এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে রজ্জুরূপে গিরিবরের গাত্রে বেষ্টন করিলেন এবং অমৃতের লোভে হর্ষভরে সযত্নে সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসুকির তীব্র মুখ দৈত্যদিগকে গ্রহণ করাইবার অভিপ্রায়ে শ্রীহরি পূর্ব্বে বাসুকির মুখ গ্রহণ করিলেন, দেবগণও তাঁহার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু দৈত্যপতিগণ ভগবানের সেই কার্য্য অনুমোদন করিলেন না; তাঁহারা বলিলেন, আমরা বেদাধ্যয়ন ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং সৎকুলে জন্ম ও কর্ম্মদ্বারা বিখ্যাত, আমরা এই অমঙ্গলস্বরূপ সর্পের পুচ্ছদেশ গ্রহণ করিব না; পুরুষোত্তম ভগবান্ তাঁহাদিগকে তূষ্ণীম্ভূত হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া অমরগণের সহকারে সর্পের মুখ পরিত্যাগ করিয়া অমরগণের সহিত পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। এইরূপে কশ্যপ পুত্রগণ সর্পের কোন্ অঙ্গ কে ধারণ করিবে, তাহা বিভাগ করিয়া লইয়া অমৃতের নিমিত্ত পরমযত্নসহকারে পয়োনিধি মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! সমুদ্র এইরূপে মথিত হইতে আরম্ভ হইলে যদিও বলবান্ দেবাসুরগণ ধারণ করিয়াছিলেন তথাপি গুরুত্বহেতুও আশ্রয়াভাবে সেই পর্ব্বত জলমগ্ন হইল।

এইরূপে প্রবল দৈবকর্তৃক স্ব স্ব পুরুষকার নষ্ট হইলে তাঁহাদিগের চিত্ত অতি বিষণ্ণ ও মুখশ্রী পরিম্লান হইল। তখন মহাপরাক্রম সত্যসঙ্কল্প ভগবান্, অদৃষ্ট বিঘ্ন উৎপাদন করিল দেখিয়া অদ্ভুত বিশাল কচ্ছপরূপ ধারণ করিলেন এবং জলে প্রবেশ করিয়া মন্দরকে উর্দ্ধে উত্থাপিত করিলেন। সুরাসুরগণ কুলাচলকে উত্থিত দেখিয়া পুনর্ব্বার মন্থনে সমুদ্যত হইলেন এবং ভগবান্ একটী বিশাল দ্বীপের ন্যায় লক্ষযোজন বিস্তৃত পৃষ্ঠদেশে সেই পর্ব্বতকে ধারণ করিয়া রহিলেন। সুরেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রগণের ভুজবীর্য্যে কম্পিত গিরি-রাজ পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণ করিতে থাকিলে অপ্রমেয় আদি-কচ্ছপ সেই আবর্ত্তনকে অঙ্গকণ্ডূয়নের ন্যায় সুখপ্রদ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ দেবাসুর ও বাসুকিকে মন্থনে অসমর্থ দেখিয়া তাঁহা-দিগের বলবীর্য্য উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত রাজসী শক্তিদ্বারা অসুরদিগের মধ্যে, সাত্বিকী শক্তিদ্বারা দেব গণের মধ্যে এবং তামসী শক্তিদ্বারা নাগরাজ বাসুকির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহাতে নিদ্রারূপে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার ঘর্ষণজনিত ক্লেশ বোধ হইল না। অনন্তর মন্দর ঊর্দ্ধদিকে উচ্ছলিত হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ সহস্রবাহু হইয়া অন্য গিরিবরের ন্যায় মন্দরকে হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক উপরিভাগে অবস্থান করিলেন; ব্রহ্মা, ভব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ অন্তরীক্ষে ভগবানের স্তব করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীহরি উপরিভাগে সহস্রবাহুরূপে, অধোভাগে কূর্ম্মরূপে দেব ও দৈত্য-গণের মধ্যে সাত্বিক ও রাজসরূপে, পর্ব্বতে দৃঢ়তা-রূপে ও বাসুকিতে মোহরূপে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের বলাধান করিলে মদোদ্ধত দেব ও দৈত্যগণ মহাবলে ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইল, মহাপর্ব্বতের সংঘর্ষে জলজন্তুসকল ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। অনন্তর নাগরাজের কঠোর সহস্র নেত্র, মুখ ও শ্বাস হইতে নির্গত অগ্নি ও ধূমে অসুরদিগের তেজঃ ম্লান হইয়া গেল; পৌলোম, কালেয়, বলি ও ইল্বল প্রভৃতি দৈত্যগণ দাবাগ্নিদগ্ধ সরল বৃক্ষের ন্যায় আকার ধারণ করিল। বাসুকির শ্বাসশিখায় দেব-গণও নিষ্প্রভ হইলেন, তাঁহাদিগের বসন, মাল্য, কঞ্চুক ও বদন ধূমস্পর্শে মলিন হইয়া গেল; তখন ভগবানের আদেশে মেঘসকল বর্ষণ করিতে লাগিল এবং সমুদ্রের তরঙ্গস্পর্শে শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইল।

দেবযূথপতি ও অসুরযূথপতিগণ এইরূপ সিন্ধু মন্থন করিলেও যখন সুধা উত্থিত হইল না, তখন ভগবান্ স্বয়ং মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মেঘশ্যাম, কনকবর্ণপীতাম্বরধারী, তাঁহার শ্রবণযুগে বিদ্যুতের ন্যায় মকরকুণ্ডল বিরাজিত ও মস্তকে শোভার সদন কেশকলাপ বিলুলিত, তিনি বনমালা-ধারী ও অরুণনেত্র; যখন শ্রীহরি জগতের অভয়-প্রদ জয়শীল ভুজচতুষ্টয়ে নাগরাজকে ধারণপূর্ব্বক মথনসাধন মন্দরগিরিকে উদ্ধৃত করিয়া তদদ্বারা মন্থন করিতে আরম্ভ কহিলেন, তখন যেন কনকগিরির প্রতিস্পর্দ্ধী একটী ইন্দ্রনীলগিরির শোভার আবির্ভাব হইল। মন্থনহেতু সমুদ্রের মীনসকল উদ্বিগ্ন হইল, মকর, অহি ও কচ্ছপসকল উপরিভাগে উত্থিত হইল এবং তিমি, জলহস্তী, কুম্ভীর ও তিমিঙ্গিলকুল সমুদ্রকে আকুল করিয়া তুলিল; মন্থনের ফলস্বরূপ সমুদ্র হইতে প্রথমতঃ অতীব উৎকট হলাহল বিষ উত্থিত হইল। হে রাজন্! সেই উগ্রবেগ ও অপ্রতিম বিষ চতুর্দ্দিকে ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিলে উহা লোকপালগণের সহিত প্রজাগণের অসহ্য হইয়া উঠিল; তাঁহারা রক্ষার উপায় না দেখিয়া ভীতচিত্তে সদাশিবের শরণাপন্ন হইলেন। দেববর ত্রিলোকীর সমৃদ্ধির নিমিত্ত দেবীর সহিত কৈলাসে আসীন হইয়াও মুনিগণের বাঞ্ছিত মোক্ষের নিমিত্ত

তপস্যা করিতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে স্তুতি করিয়া প্রণাম করিলেন।

প্রজাপতিগণ বলিলেন—হে ভূতাত্মন্! ভূত-ভাবন দেবদেব মহাদেব! এই বিষ ত্রৈলোক্যকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনিই নিখিল জগতের গুরু, বন্ধু ও মোক্ষের ঈশ্বর এবং প্রপন্ন জনের ক্লেশহারী, বিবেকিগণ আপনার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে বিভো! হে সর্ব্বব্যাপক! আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ; আপনি যখন স্বীয় গুণময়ী শক্তিদ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে ইচ্ছা করেন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নাম ধারণ করেন। আপনি পরমগুহ্য ব্রহ্ম, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট স্বভাব দেব ও তির্য্যগ্‌দিগকে আপনিই সৃষ্টি করিয়া থাকেন; আপনি আত্মা, সৃজ্য বস্তুসকল আপনা হইতে পৃথক্ নহে; যে হেতু আপনি ঈশ্বর, এই নিমিত্ত নানা-শক্তিদ্বারা জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে। আপনি বেদের কারণ; আপনি মহত্তত্ত্ব; প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দ্রব্য-সকলের কারণ যে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কার, তাহাও আপনি; আপনিই স্বভাব, কাল ও সঙ্কল্প; সত্য ও ঋত বলিয়া যে ধর্ম্ম তাহাও আপনি; আপনি যে মহত্তত্ত্বাদি রূপ ধারণ করেন, তাহার হেতু এই যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিও আপনারই আশ্রিত, ইহা জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন।

হে লোকভাবন! আপনি অখিল দেবতার আত্মা, জ্ঞানিগণ অবগত আছেন; যে অগ্নি বেদে অখিল দেবগণের আত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সেই অগ্নি আপনার মুখ, ক্ষিতি আপনার পাদপদ্ম, কাল আপনার গতি, দিক্‌সকল আপনার কর্ণ ও বরুণ আপনার রসনা। হে ভগবন্ নভঃ! আপনার নাভি, বায়ু আপনার শ্বাস, সূর্য্য আপনার চক্ষুঃ, জল আপনার রেতঃ, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জীবগণের যে আশ্রয়, তাহাই আপনার অহঙ্কার, সোম আপনার মনঃ ও স্বর্গ আপনার কুক্ষি, গিরিসমূহ আপনার অস্থি, সর্ব্ব ওষধি ও লতা আপনার রোমরাজি; হে বেদমূর্ত্তে! গায়ত্রীপ্রভৃতি সপ্ত ছন্দঃ আপনার সাক্ষাৎ সপ্ত ধাতু ও ধর্ম্ম আপনার হৃদয়। হে ঈশ! তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত বামদেব ও ঈশান, এই পঞ্চ মন্ত্র আপনার পঞ্চ মুখ; এই সকল মন্ত্রের পদচ্ছেদদ্বারা অষ্টাত্রিংশ কলাত্মক মন্ত্র সকল উৎপন্ন হইয়াছে; হে দেব বেদে যে স্বয়ংজ্যোতিঃ পরমাত্মতত্ত্ব শিব নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আপনার স্বরূপাবস্থা। হে দেব! অধর্ম্মের দম্ভ-লোভাদি যে সকল তরঙ্গ আছে, তাহাতে আপনার ছায়া বর্ত্তমান রহিয়াছে; যদ্দ্বারা বিবিধ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আপনার তিনি নেত্র; আপনি জ্ঞানাত্মা শাস্ত্রকৃৎ; ছন্দোময় পুরাণ ঋষি অর্থাৎ বেদ আপনার ঈক্ষণ। হে গিরিশ! আপনার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ, তাহা অখিল লোকপাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রেরও গম্য নহে, কারণ, তাহাতে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ বর্ত্তমান নাই, প্রত্যুত ঐ জ্যোতিঃ ব্রহ্মস্বরূপ, উহাতে সমস্ত ভেদ নিরস্ত হইয়া গিয়াছে। আপনি যে কন্দর্প, দক্ষযজ্ঞ, ত্রিপুর, কাল ও বিষাদি বহুবিধ ভূতদ্রোহিগণের সংহার করিয়াছেন, তাহাতে আপনার বিশেষ কীর্ত্তি ঘোষিত হয় নাই, ঐ সকল কার্য্য আপনার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর, কারণ, আপনার স্বকৃত এই বিশ্ব প্রলয়কালে স্বীয় নেত্রাগ্নির স্ফুলিঙ্গদ্বারা ভস্মসাৎ হইলেও তাহা আপনার আলো-চনার বিষয় হয় না। আপনি উমার সহিত বিচরণ করেন বলিয়া যাহারা আপনাকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত কামী বলিয়া প্রলাপ করে, অথবা শ্মশানে বিচরণ করেন বলিয়া আপনাকে ক্রূর ও হিংস্র বলিয়া প্রচার করে, তাহারা অতি মূর্খ; যাঁহারা আত্মারাম ও বিশ্বের হিতোপদেষ্টা, তাঁহারা আপনার চরণযুগল

হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন; আপনি তপস্যাদ্বারা শান্ত; সেই মূর্খগণ আপনার লীলা অণুমাত্র অবগত নহে; তাহারা নির্লজ্জ; যিনি আত্মারামগণের বন্দনীয়, তাঁহার কামিত্ব ও যিনি শান্ত, তাঁহার ক্রূরত্বাদি যে অসম্ভব, তাহা বিচার না করিয়াই তাহারা ঐরূপ বৃথা নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। যে প্রকৃতি কার্য্যকারণের অতীতা, আপনি সেই প্রকৃতিরও পরপারে অবস্থিত ভূমা পুরুষ, এই হেতু ব্রহ্মাদিও আপনার স্বরূপজ্ঞানে অসমর্থ; সুতরাং সম্যক্ স্তব করিতে যে অসমর্থ, তাহাতে বক্তব্য কি? আমরা ব্রহ্মাদির সৃষ্টিমধ্যে অতীব অর্ব্বাচীন, তথাপি যে স্তব করিলাম, উহা সম্যক্ স্তব নহে; আমাদিগের শক্তির অনুরূপ যৎকিঞ্চিৎ স্তুতি করিলাম মাত্র। হে মহেশ্বর! আমরা আপনার স্বরূপদর্শনে সমর্থ নহি; আপনার এই রূপ দেখিয়াই আমরা কৃতার্থ হইলাম, কারণ, আপনি অব্যক্তকর্ম্মা, আপনার এই আবির্ভাব লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত, সন্দেহ নাই।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—সর্ব্বভূতের সুহৃৎ মহাদেব প্রজাদিগের সেই বিপৎপাত দেখিয়া করুণায় একান্ত আর্দ্র হইয়া প্রিয়া সতীদেবীকে কহিলেন,—হে ভবানি! কি দুঃখের বিষয়, ক্ষীরোদমন্থন হইতে উদ্ভূত কালকূট হইতে প্রজাগণের ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, দেখ; প্রজাগণ সকলেই স্ব স্ব প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, ইহাদিগকে অভয়দান করা আমার বিধেয়; যেহেতু, যিনি সমর্থ, তাঁহার দীনজনের রক্ষা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। সাধুগণ ক্ষণভঙ্গুর প্রাণদ্বারা প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। হে ভদ্রে! ভূতগণ ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া পরস্পর বৈরাচরণ করিয়া থাকে; যিনি তাহাদিগকে কৃপা করেন, সর্ব্বাত্মা হরি তাঁহার প্রতি প্রীত হন, ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হইলে চরাচরের সহিত আমি প্রীত হইয়া থাকি; অতএব আমি এই বিষ ভক্ষণ করিব, আমা হইতে প্রজাগণ সুখে জীবন ধারণ করুক। ভগবান্ বিশ্বভাবন ভবানীকে এইরূপ বলিয়া সেই বিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; দেবী তাঁহার প্রভাব জানিতেন, এই নিমিত্ত অনুমোদন করিলেন। তখন ভূতভাবন মহাদেব কৃপাপরবশ হইয়া সেই বিস্তৃত হলাহল বিষকে করতলে পরিমিত করিয়া ভক্ষণ করিলেন। সেই বিষ মহাদেবকেও স্বীয় প্রভাব দেখাইয়া তাঁহার গলদেশকে নীলবর্ণ করিয়া দিল, কিন্তু তাহা পরমকরুণ প্রভুর ভূষণস্বরূপ হইল। যাঁহারা সাধুস্বভাব, তাঁহারা জীবগণের দুঃখে প্রায়ই সন্তপ্ত হইয়া থাকেন; অপরের নিমিত্ত এই ক্লেশ-ভোগই অখিলাত্মা ভগবানের পরম আরাধনা, সন্দেহ নাই। ভক্তগণের বাঞ্ছাপূরক দেবদেব শম্ভুর এই বিষভক্ষণকার্য্য দেখিয়া প্রজাগণ, দাক্ষায়ণী, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রশংসা করিলেন। তাঁহার বিষপানকালে কিঞ্চিৎ বিষ হস্ত হইতে গলিত হইয়াছিল, তাহা বৃশ্চিক, সর্প, বিষাক্ত ওষধি ও অন্যান্য কুক্কুরশৃগালাদি সবিষ প্রাণী গ্রহণ করিল।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বৃষাঙ্ক বিষপান করিলে পর দেবদানবগণ প্রীত হইয়া মহাবেগে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করিলেন; অনন্তর তাহা হইতে সুরভিনাম্নী কামধেনু উত্থিতা হইলেন। হে রাজন্! ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মলোকের প্রাপক যজ্ঞের পবিত্র হবিঃ সম্পাদনের নিমিত্ত যজ্ঞীয় ঘৃতসম্পাদনে সমর্থা সেই ধেনুকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা নামে ঘোটক প্রাদুর্ভূত হইলে বলি তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন, ভগবান্ ইন্দ্রকে তিনি ইতিপূর্ব্বেই উপদেশ দিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন না। অনন্তর ঐরাবত নামে বারণেন্দ্র সমুদ্র হইতে বিনির্গত হইল; চন্দ্রবৎ শ্বেতবর্ণ ঐ হস্তিরাজ শিখরতুল্য দন্তচতুষ্টয়-দ্বারা মহাদেবের শ্বেতপর্ব্বত কৈলাসের মহিমা হরণ করিতেছিল। হে রাজন্! পরে ঐরাবত প্রভৃতি আটটী দিগ্‌গজ ও অভ্রমুপ্রভৃতি আটটী করিণী আবির্ভূত হইল। অনন্তর মহোদধি হইতে কৌস্তুভ-নামক পদ্মরাগ রত্ন উত্থিত হইলে শ্রীহরি স্বীয় বক্ষঃ অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত উহা স্পৃহা করিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর সুরলোকের বিভূষণ পারিজাত উত্থিত হইল; এই তরু, যেমন পৃথিবীতে আপনি সর্ব্বদা অর্থদ্বারা যাচকগণের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ নিয়ত অর্থিগণের বাঞ্ছিত পূর্ণ করিয়া থাকে। তৎপরে কণ্ঠদেশে নিষ্কনামক কণ্ঠ-ভূষণ ধারণ ও মনোহর বসন পরিধান করিয়া অপ্সরোগণ আবির্ভূত হইলেন; ইঁহারা কমনীয়গতি ও হাবভাব যুক্ত অবলোকনদ্বারা স্বর্গবাসিগণের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। অনন্তর সম্পদ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিধারিণী হইয়া ভগবৎপরা রমারূপে আবির্ভূতা হইলেন; তিনি সৌদামিনী বিদ্যুতের ন্যায় অর্থাৎ সুদামা পর্ব্বতের স্ফটিকাদিময় শৃঙ্গে সমধিক দীপ্যমানা বিদ্যুতের ন্যায় কান্তিচ্ছটায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্‌ভাসিত করিলেন। তাঁহার রূপ, উদারতা, বয়ঃক্রম, বর্ণ ও মহিমায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া সুর, অসুর ও মানবগণ সকলেই সম্পদ্রূপা তাঁহার প্রতি স্পৃহাযুক্ত হইলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে একটী অতীব অদ্ভুত আসন প্রদান করিলেন; শ্রেষ্ঠ নদীসমূহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হেম-কুম্ভদ্বারা পবিত্র জল আনয়ন করিলেন; ভূমি অভিষেকোচিত ওষধিসকল, গোসমূহ পবিত্র পঞ্চগব্য এবং বসন্ত চৈত্র ও বৈশাখমাসোদ্‌ভব ফলপুষ্পাদি আহরণ করিল; ঋষিগণ যথাবিধি তাঁহার অভিষেক করিলেন, গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গলগান এবং নটীগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন; মেঘসকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং বাদকগণ তুমুলধ্বনি, মৃদঙ্গ, পণব, মুরজ, আনক, গোমুখ, শঙ্খ, বেণু ও বীণা বাদন করিতে লাগিল!

অনন্তর দিগ্‌গজগণ পূর্ণ কলসদ্বারা পদ্মহস্তা সতী লক্ষ্মীদেবীর অভিষেচন করিলেন, দ্বিজগণ তৎকালে সূক্তবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সমুদ্র পীত-কৌশেয় বসনযুগল, বরুণ মত্তষট্‌পদা বৈজয়ন্তী মালা, প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা বিচিত্র ভূষণ, সরস্বতীদেবী হার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কুণ্ডলদ্বয় উপহার প্রদান করিলেন। তদনন্তর লক্ষ্মীদেবী অভিষিক্তা ও বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা হইয়া হস্তদ্বারা পদ্মমালা গ্রহণ করিলেন, তাহাতে অলিকুল গুঞ্জন করিতেছিল; সুকপোল ও কুণ্ডলযুক্ত এবং সলজ্জ হাস্যসমন্বিত তদীয় বদন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, ঈদৃশী কমলা-দেবী স্বীয় পতিকে বরণ করিবার নিমিত্ত আসন হইতে

উত্থিত হইয়া চলিলেন। অতিকৃশোদরীর স্তনদ্বয় তুল্যরূপ, মধ্যস্থল অবকাশরহিত ও চন্দনকুঙ্কুমদ্বারা চর্চ্চিত; তিনি মনোহর নূপুরধ্বনি করিতে করিতে যখন গমন করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল যেন একটী স্বর্ণলতা সেই মহতী সভার মধ্য দিয়া গমন করিতেছে। তিনি গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অসুর, যক্ষ, চারণ ও দেবগণের মধ্যে অন্বেষণ করিয়াও এমন একটী নির্দ্দোষ স্বীয় আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন না, যিনি নিত্য ও যাঁহার সদ্গুণাবলি নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকিবে। তিনি দেখিলেন, কাহার কাহার বহু গুণ থাকিয়াও কোন কোন দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি চিন্তা করিলেন, দুর্ব্বাসার ন্যায় যাঁহাদিগের তপস্যা আছে, তাঁহাদিগের ক্রোধজয় হয় নাই, বৃহস্পতি ও শুক্রাদির ন্যায় যাঁহাদিগের জ্ঞান আছে, তাঁহাদিগের বৈরাগ্য নাই, ব্রহ্মা ও সোমাদির ন্যায় যাঁহাদিগের মহত্ত্ব আছে, তাঁহাদিগের কামজয় হয় নাই এবং ইন্দ্রাদির ন্যায় যাঁহারা পরাপেক্ষ তাঁহাদিগকে কিরূপে ঈশ্বর বলা যাইবে? পরশুরামাদির ন্যায় যাঁহার ধর্ম্ম আছে, তাঁহার ভূতগণের প্রতি দয়া নাই, শিবি প্রভৃতির ন্যায় কাহার দান আছে কিন্তু উহা মুক্তির কারণ নহে, কার্ত্তবীর্য্যাদির ন্যায় কাহার বীর্য্য আছে, কিন্তু কালের বেগ হইতে উহার নিষ্কৃতি নাই; সনকাদি গুণসঙ্গবর্জ্জিত, কিন্তু সমাধিনিষ্ঠ বলিয়া আমার বর হইবার যোগ্য নহেন। মার্কণ্ডেয়াদির ন্যায় যিনি চিরায়ুঃ, তাঁহার শীল অর্থাৎ সাধুস্বভাব নাই ও মঙ্গল অর্থাৎ বিপদের অভাব নাই, কারণ, তিনি অদ্যাপি ইন্দ্রিয়দমনে নিরত; হিরণ্যকশিপুর ন্যায় যাঁহার শীল ও মঙ্গল আছে, তাঁহার আয়ুর স্থিরতা নাই, শ্রীরুদ্রে ঐ উভয় গুণ থাকিলেও উনি শ্মশানে বাসাদি অমঙ্গল কার্য্য করিয়া থাকেন; কেবল একজনমাত্র সুমঙ্গল আছেন, কিন্তু তিনি আত্মারাম বলিয়া আমাকে আকাঙ্ক্ষা করেন না।

রমা দেবী এইরূপ বিবেচনা করিবা মুকুন্দ নিরপেক্ষ হইলেও তাঁহাকেই নিজের একমাত্র আশ্রয় পতিরূপে বরণ করিলেন, কারণ, তিনি নিত্য সদ্গুণাবলির আধার বলিয়া বরণীয়, যে হেতু তিনি প্রকৃতিগুণের অতীত, সুতরাং স্বীয় ঈপ্সিত বস্তু। লক্ষ্মী দেবী মনে মনে বিচার করিলেন যে, যদিও মুকুন্দ আত্মারাম বলিয়া অন্যনিরপেক্ষ, তথাপি আশ্রিত অণিমাদি সিদ্ধিসমূহকে যেমন উপেক্ষা করেন না, সেইরূপ আমাকেও উপেক্ষা করিবেন না, আমি তাঁহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব, আমার অন্য প্রাকৃত দেবগণে প্রয়োজন কি? অনন্তর ভগবানের গলদেশে কমনীয়া নবকণ্ঠমালা প্রদান করিয়া সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন; উন্মত্ত মধুব্রতগণ পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জন করিয়া সেই মালাটীকে মুখরিত করিতেছিল; লক্ষ্মীদেবীর নয়নযুগল সলজ্জহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল, তিনি ভগবানের বক্ষোদেশে স্থানলাভ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ত্রিজগতের জনক নারায়ণ স্বীয় বক্ষঃস্থলকে বিশিষ্ট বিভবনাশিনী জগজ্জননী লক্ষ্মী দেবীর চির বাসস্থানরূপে নির্দ্দেশ করিলেন; শ্রীদেবীও তথায় অবস্থান করিয়া সকরুণ নিরীক্ষণদ্বারা লোকপালগণের সহিত ত্রিলোকীর প্রজাগণের সমৃদ্ধি বিধান করিতে লাগিলেন। তখন সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন, শঙ্খ, তূর্য্য ও মৃদঙ্গাদি বাদিত্রের পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি সমুত্থিত হইল; ব্রহ্মা, রুদ্র ও অঙ্গিরঃপ্রমুখ প্রজাপতিগণ পুষ্পবর্ষণ ও বিষ্ণুপ্রতিপদের অব্যর্থ মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর দৃষ্টিপাতে দেবগণ, প্রজাপতিগণ ও প্রজাগণ শীলাদিগুণসম্পন্ন হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। হে রাজন্! লক্ষ্মী দেবী দৈত্যদানবদিগকে উপেক্ষা করিলেন, তাহাতে তাহারা নিঃসত্ত্ব, বিষয়াসক্ত, নিরুদ্যম ও নির্লজ্জ হইল।

অনন্তর সমুদ্র হইতে সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমললোচনা কন্যা বারুণী আবির্ভূতা হইলে হরির

অনুমতিক্রমে অসুরগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। হে মহারাজ! তৎপরে অমৃতার্থী দেবাসুরকর্ত্তৃক মথ্যমান উদধি হইতে পরমাদ্ভুত এক পুরুষ উত্থিত হইলেন। তাঁহার ভুজদণ্ডদ্বয় দীর্ঘ ও পীবর, গ্রীবা শঙ্খনাভির ন্যায় ত্রিরেখা ও সুবৃত্তা এবং লোচনদ্বয় অরুণবর্ণ; তিনি শ্যামল ও তরুণবয়স্ক, তাঁহার কণ্ঠে মালা বিলম্বিত ও অঙ্গ সর্ব্ব আভরণে ভূষিত; তাঁহার বসন পীতবর্ণ, বক্ষঃস্থল বিশাল, শ্রবণযুগল সুদীপ্ত মণিময় কুণ্ডলে পরিশোভিত ও কেশাগ্রভাগও স্নিগ্ধ ও কুঞ্চিত; তিনি সুভগ ও সিংহবিক্রম; তাঁহার হস্তে বলয় শোভা পাইতেছিল, তিনি অমৃতপূর্ণ কলস হস্তে লইয়া আবির্ভূত হইলেন। ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর কলাসম্ভূত আয়ুর্ব্বেদ-পারদর্শী ও যজ্ঞভোক্তা, ইনি ধন্বন্তরি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অসুরসকল তাঁহাকে ও অমৃতপূর্ণ কলস দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, এই সুধাপান করিলে আর কোন বস্তু অপ্রাপ্য থাকিবে না, বলদ্বারা সর্ব্ব বস্তু লাভ করিতে পারিব; এই চিন্তা করিয়া তাহারা বলপূর্ব্বক অমৃত-কলস হরণ করিয়া লইল। সুধাধার সেই কলস অসুরগণকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে দেবগণ বিষণ্নমনে হরির শরণাপন্ন হইলেন। ভৃত্যগণের বাঞ্ছাপূরক ভগবান্ দেবগণের তাদৃশ দৈন্য দেখিয়া কহিলেন, তোমরা দুঃখ করিও না, আমি দৈত্যগণের মধ্যে পরস্পর কলহ উৎপাদন করিয়াও স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া তোমাদিগের প্রয়োজন সাধন করিব। হে মহারাজ! অতঃপর অমৃতে লুব্ধচিত্ত দৈত্যগণ' আমি পূর্ব্বে পান করিব, আমি পূর্ব্বে পান করিব, তুমি নহ, তুমি নহ' বলিয়া পরস্পর কলহ আরম্ভ করিল। প্রবল দৈত্যগণ কলস গ্রহণ করিলে দুর্ব্বলেরা মাৎসর্য্যযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিয়া বলিল, এই অমৃতোৎপাদনে দেবগণও তুল্য ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন; যেমন সত্রযাগে সকলের সমান ফল, সেইরূপ এই অমৃতেও দেবগণের তুল্য অধিকার আছে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

ইতিমধ্যে সর্ববিষয়ে উপায়জ্ঞ ভগবান্ শ্রীহরি এমন একটী পরমাদ্ভুত নারীরূপ ধারণ করিলেন যে, উহা বর্ণনা করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। তাঁহার দেহ সুদৃশ্য নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর; কর্ণদ্বয় তুল্য ও আভরণভূষিত এবং বদন সুন্দর কপোল ও উৎকৃষ্ট নাসিকায় কমনীয়। ললনার নবযৌবনহেতু উদ্গত স্তনভারে উদর কৃশ এবং স্বীয় মুখামোদে অনুরক্ত অলিকুলের ঝঙ্কারে লোচনদ্বয় উদ্বেগযুক্ত। কামিনী স্বীয় কেশভারে উৎফুল্লমল্লিকা মাল্য ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রীবা কমনীয়া; কণ্ঠে আভরণ ও সুন্দর ভুজযুগল অঙ্গদভূষিত; তাঁহার বিশাল নিতম্ব নির্ম্মল বসনে আচ্ছাদিত, তদুপরি দেদীপ্যমানা কাঞ্চী অঙ্গের সুষমা বৃদ্ধি করিতেছিল এবং চঞ্চলা চরণদ্বয়ে নূপুরযুগল শোভা পাইতেছিল। তিনি সলজ্জ মৃদুহাস্যের সহিত ভ্রূযুগল কম্পিত করিয়া বিলাসসহকারে কটাক্ষপাত দ্বারা দৈত্যযূথপতিগণের হৃদয়ে মুহুর্মুহুঃ কন্দর্প উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর যখন সেই অসুরগণ অমৃতের নিমিত্ত স্বজনস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর কলহ করিতেছে ও দস্যুর ন্যায় এক এক জন অপরের হস্ত হইতে সুধাপাত্র বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইতেছে, তখন তাহারা দেখিতে পাইল, একটী ললনা আগমন করিতেছে। আহা! ইহার কি রূপ, কি কান্তি, কি নব যৌবন! এই বলিয়া তাহারা কামাতুরহৃদয়ে শীঘ্র তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হে পদ্মপলাশাক্ষি! বল তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? কি প্রয়োজন আছে? হে বামোরু! তুমি কাহার? তুমি আমাদিগের চিত্তকে উন্মথিত করিতেছ। অমর, দৈত্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও লোকপালগণ কেহই তোমাকে ইতিপূর্ব্বে স্পর্শ করে নাই, মনুষ্যের কথা ত' সুদূরপরাহত, ইহা আমরা অবগত নহি এরূপ নহে। হে শুভ্রু! বিধাতা দয়া করিয়া শরীরিগণের সকল ইন্দ্রিয় ও মনের প্রীতি বিধান করিবার নিমিত্ত কি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন অথবা যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়াছ? আমাদিগের নিশ্চিন্ত বোধ হয়, তিনিই তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। হে ভামিনি! আমরা এই অমৃতবস্তু লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছি; হে সুমধ্যমে! আমাদিগের এই জ্ঞাতিবিরোধের শান্তি বিধান কর। আমরা কশ্যপের পুত্র, আমরা সকল ভ্রাতাই অমৃতের নিমিত্ত আয়াস স্বীকার করিয়াছি; আমাদিগের মধ্যে যাহাতে বিবাদ না ঘটে, তুমি সেইরূপ ন্যায়সঙ্গতরূপে আমাদিগের মধ্যে অমৃত বিভাগ করিয়া দাও। দৈত্যগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, মায়ানারীমূর্ত্তি শ্রীহরি রুচির অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যসহকারে কহিলেন,—হে কশ্যপপুত্রগণ! আমি পুংশ্চলী, তোমরা আমাতে কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিলে? পণ্ডিতগণ কদাপি কামিনীগণে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। হে অসুরগণ! পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, মর্কটগণ ও স্বৈরিণী স্ত্রীগণ নিত্য নূতন নূতন ভোগ্য অন্বেষণ করে; সুতরাং ইহাদিগের সহিত সখ্য চিরস্থায়ী নহে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—তাঁহার এইরূপ পরিহাস বাক্যে অসুরগণের মন আশ্বস্ত হইল, তাহারা গম্ভীর ভাবে হাস্য করিয়া তাঁহাকে অমৃতপাত্র প্রদান করিল। অনন্তর শ্রীহরি অমৃতপাত্র গ্রহণ করিয়া মৃদুহাস্যসহকারে মনোহর বাক্যে কহিলেন,—আমার বিভাগ কোথাও ন্যায্য, কোথাও বা অন্যায্য হইতে পারে, ইহাতে যদি তোমরা সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের মধ্যে এই সুধা বিভাগ করিয়া দিতে পারি। অসুরেন্দ্রগণ তাঁহার কার্য্যের কোথায় পর্য্যবসান হইবে বুঝিতে পারিল না; তাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। অনন্তর তাহারা উপবাসানন্তর স্নান ও হবির্দ্বারা অনলে হোম করিয়া গো, বিপ্র ভূতগণকে প্রণাম করিল; দ্বিজগণ মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়ন করিলে, তাহারা ইচ্ছানুরূপ নূতন বসন পরিধান ও অলঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া সকলেই পূর্ব্বাগ্র কুশোপরি উপবিষ্ট হইল। অনন্তর ধূপদ্বারা আমোদিত এবং মাল্য ও দীপকদ্বারা পরিশোভিত গৃহে সুর ও অসুরগণ প্রাঙ্‌মুখ হইয়া উপবেশন করিলে, তিনি কলসহস্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। হে নরেন্দ্র! তাঁহার করভসদৃশ সুবৃত্ত উরুদ্বয়; বিশাল নিতম্বে কমনীয় দুকূল শোভা পাইতেছিল এবং তিনি নিতম্বভরে মন্দ মন্দ গমন করিতেছিলেন; সেই

কুম্ভস্তনীর লোচনযুগল মদবিহ্বল হইয়াছিল ও চরণে কনকনূপুর মধুর ধ্বনি করিতেছিল। দেবাসুরগণ সেই পরদেবতা শ্রীহরিকে দেখিলেন যেন লক্ষ্মীর সখী, তাঁহার শ্রবণে কনককুণ্ডল এবং কর্ণ, নাসিকা, কপোল ও বদন সুচারু, তাঁহার কটাক্ষে মৃদুহাস্য প্রকাশ পাইতেছিল ও স্তনযুগল হইতে কঞ্চুক বিগলিত হইয়াছিল; দেবাসুরগণ তাঁহাকে দেখিয়া অতীব মুগ্ধ হইল। অচ্যুত মনে করিলেন, এই সকল অসুর স্বভাবতঃ নৃশংস; যেমন সর্পগণকে ক্ষীরদান অন্যায্য, সেইরূপ ইহাদিগকেও সুধাদান নীতিবিরুদ্ধ; এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ তাহাদিগকে অমৃতের ভাগ প্রদান করিলেন না। জগৎপতি উভয়পক্ষের পৃথক্ পৃথক্ পংক্তি করিয়া স্ব স্ব পংক্তিতে দেব ও অসুরদিগকে উপবেশন করাইলেন; অনন্তর কলস-গ্রহণপূর্ব্বক বহুমান ও প্রিয়বাক্যাদিদ্বারা অসুরদিগকে অতিক্রম করিয়া গমনপূর্ব্বক দূরস্থ হইলেও দেবতা-দিগকে জরামৃত্যুহরা সুধা পান করাইলেন। হে রাজন্! অসুরগণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও সেই ললনার তাহাদিগের প্রতি স্নেহ স্মরণ করিয়া এবং স্ত্রীলোকের সহিত বিবাদ অতীব নিন্দনীয় বিবেচনা করিয়া বাঙ্-নিষ্পত্তি করিল না। অসুরগণ সেই নারীর প্রতি অতীব প্রণয় স্থাপন করিয়াছিল; পাছে প্রণয়ভঙ্গ হয়, এই নিমিত্ত ভীত হইল; ভগবান্ও তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, দেবগণ অতি অধীর, ইহারা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ পান করুক, তোমার ধীর, ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর; এইরূপে তাহারা বহুসম্মানবাক্যে আবদ্ধ হইয়া কোন অপ্রিয় বাক্য বলিল না। ইতিমধ্যে রাহু দেবতার বেশে স্বীয় অসুররূপ আচ্ছাদিত করিয়া দেবগণের পংক্তিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া সুধাপান করিতেছিল, চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা ইঙ্গিত-দ্বারা জানাইয়া দিলেন। শ্রীহরি সুধাপানকালে তাহার মস্তক ক্ষুরধার চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন, শিরোহীন দেহ সুধাস্পৃষ্ট হয় নাই, এই নিমিত্ত উহা পতিত হইল। মস্তক অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই হেতু ভগবান্ তাহাকে গ্রহ করিলেন; সেই বৈর-নিবন্ধন পর্ব্বকালে চন্দ্র ও সূর্য্যকে আক্রমণ করে।

এইরূপে দেবগণ অমৃত প্রায় নিঃশেষরূপে পান করিয়া ফেলিলে লোকভাবন ভগবান্ শ্রীহরি অসুরেন্দ্র-গণের সমক্ষেই স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন। এইরূপে সমুদ্রমন্থনব্যাপারে দেশ, কাল, মন্দরগিরি, সমুদ্রে ক্ষিপ্ত লতাদি, কর্ম্ম ও মতি দেব ও অসুরগণের পক্ষে তুল্য হইলেও ফলের পার্থক্য হইল; অতএব যাঁহার পাদপঙ্কজরজঃ আশ্রয় করিয়া সুরগণ অনায়াসে অমৃত-রূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং যাহা হইতে বিমুখ হইয়া দৈত্যগণ অমৃত হইতে বঞ্চিত হইল, সেই শ্রীহরিই একান্ত সেব্য। মনুষ্য প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা দেহ ও পুত্রাদির নিমিত্ত যাহা কিছু করিয়া থাকে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়; কারণ, উহা পৃথক পৃথক শাখাসেচনের ন্যায় হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ সকল প্রাণাদিদ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বৃক্ষের মূলদেশসেচনের ন্যায় মহাফল প্রসব করিয়া থাকে, কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বত্র অনুস্যূত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! দৈত্যদানবগণ অতি যত্নসহকারে সমুদ্রমন্থনকার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বাসুদেবপরাঙ্মুখ বলিয়া অমৃত লাভ করিতে পারিল না। গরুড়বাহন অমৃত সাধন করিয়া ও স্বীয় ভক্ত দেবগণকে উহা পান করাইয়া সর্ব্বভূতের সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। তখন দৈত্যগণ শত্রু দেবগণের পরমা সিদ্ধি দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং আয়ুধ উত্তোলন করিয়া দেবগণের প্রতি ধাবিত হইল। অনন্তর নারায়ণের পদাশ্রিত দেবগণও শস্ত্রাদিগ্রহণপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কারণ, এক্ষণে সুধাপান করিয়া তাঁহাদিগের বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। এইরূপে ক্ষীরোদসমুদ্রের কূলে দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে রোমহর্ষণ পরমদারুণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ক্রুদ্ধচিত্তে পরস্পর সম্মুখান হইয়া অসি ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদিদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ, ভেরী ও ডমরুর ধ্বনি এবং গর্জ্জনকারী হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। সেই রণাঙ্গনে রথী, পদাতি, অশ্বারোহী ও গজারোহী যথাক্রমে রথী, পদাতি অশ্বারোহী ও গজারোহীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সৈনিকগণ উষ্ট্র, হস্তী, গর্দ্দভ, বানর, ভল্লুক, ব্যাঘ্র, সিংহ, গৃধ, কঙ্ক, বক, শ্যেন, ভাস, শরভ, মহিষ, গণ্ডার, গোবৃষ, গবয়, অরুণ, শিবা, মূষিক, কৃকলাস, শশক, মনুষ্য, ছাগ কৃষ্ণসার, হংস, শূকরপ্রভৃতির উপর আরোহণ করিয়া, কেহ কেহ বা জলচর ও স্থলচর পক্ষীর উপর আরোহণ করিয়া, কেহ বা বিকৃতদেহ প্রাণীর উপর আরূঢ় হইয়া উভয় সেনার অগ্রে অগ্রে আসিয়া রণাঙ্গনে প্রবেশ করিল। হে পাণ্ডুবংশধর। বিচিত্র ধ্বজপট, শ্বেত ও অমল ছত্র, বহুমূল্য হীরকদণ্ডবিশিষ্ট ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত ব্যজন ও চামর, বায়ুকম্পিত উত্তরীয় ও উষ্ণীষ, দীপ্তি-বিশিষ্ট বর্ম্ম ও অলঙ্কার এবং সূর্য্যরশ্মিপাতে অতীব দীপ্যমান বিশদ অস্ত্র ও বীরপংক্তি, এই সকলদ্বারা দেব দানব বীরগণের সেনাদ্বয়ের অপূর্ব্ব শোভা হইল, যেন জলচরপ্রাণিবিশিষ্ট দুইটী সাগর বিরাজ করিতে লাগিল। হে রাজন্! এই যুদ্ধে বিরোচনপুত্র বলি অসুরগণের সেনাপতি হইলেন; বৈহায়স নামে তাঁহার এক রথ ছিল, উহা ময়দানবনির্ম্মিত ও কামগ; ঐ রথ অতীব আশ্চর্য্যময়, উহার শক্তি নির্দ্দেশ করা যায় না, অথবা তর্কদ্বারা নিরূপণ করা যায় না; অসুরপতি যুদ্ধের উপকরণসমূহ রথে স্থাপন করিয়া সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া এবং ছত্রচামরাদিতে পরিশোভিত হইয়া যখন বিমানবরে আরূঢ় হইলেন, তখন বোধ হইল যেন উদয়গিরির শিখরদেশে শশধর সমুদিত হইলেন; অন্যান্য অসুরযূথপতিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন; নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিত্তি, আয়োমুখ, দ্বিমূর্দ্ধা, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইল্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপ, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরাঃ, কপিল, মেঘদুন্দুভি, তারক, চক্রদৃক্, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, উৎকল, অরিষ্ট, রিষ্টনেমি, ময়, ত্রিপুরাধিপ এবং পৌলম, কালেয় ও নিবাতকবচাদি অন্যান্য অসুরগণ, উঁহারা সকলেই ক্লেশভাগী হইয়াছেন, কিন্তু অমৃতের ভাগ প্রাপ্ত হন নাই, ইহারা যুদ্ধে বহুবার অমরগণকে পরাজয় করিয়াছেন; এক্ষণে ইঁহারা সকলেই সিংহনাদ করিতে করিতে শঙ্খধ্বনি করিলেন. তাহাতে দশদিক্ নিনাদিত হইল।

শত্রুদিগকে গর্ব্বিত দেখিয়া ইন্দ্র অতীব ক্রুদ্ধ

হইয়া দিগ্‌গজ ঐরাবতে আরোহণ করিলেন, ঐরাবতের মদধারা ক্ষরিত হইতেছিল, ইন্দ্র তদুপরি আরূঢ় হইলে বোধ হইল যেন সূর্য্য প্রস্রবণযুক্ত উদয়গিরির শিখরদেশ আকাশমণ্ডলে স্বয়ং দেদীপ্যমান হইলেন। বায়ু, অগ্নি ও বরুণাদি লোকপালগণ স্ব স্ব গণের সহিত নানা বাহন, ধ্বজ ও আয়ুধসমন্বিত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন, অনন্তর দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া নামগ্রহণপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া পরস্পরকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং দুইজন দুইজন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! বলি ও ইন্দ্র, তারক ও গুহ, বরুণ ও হেতি, মিত্র ও প্রহেতি, যম ও কালনাভ, বিশ্বকর্ম্মা ও ময়, শম্বর ও ত্বষ্টা, বিরোচন ও সবিতা, নমুচি ও অপরাজিত, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বৃষপর্ব্বা, সূর্য্যদেব ও বলির জ্যেষ্ঠপুত্র বাণপ্রভৃতি শত ভ্রাতা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে চন্দ্র ও রাহু, বায়ু ও পুলোমা, মহাবেগবতী ভদ্রকালী দেবী ও শুম্ভ-নিশুম্ভ, বৃষাকপি ও জম্ভ, বিভাবসু ও মহিষ, বাতাপির সহিত ইল্বল ও ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠাদি, দুর্ম্মর্ষ ও কামদেব, উৎকল ও মাতৃকাগণ, বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য, শনৈশ্চর ও নরক, মরুদ্‌গণ ও নিবাতকবচ, বসুগণ ও কালেয়গণ, বিশ্বেদেবগণ ও পৌলোমগণ এবং রুদ্রগণ ও ক্রোধবশগণ পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই দেব ও অসুরগণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে মিলিত হইয়া মহাবেগে তীক্ষ্ণ শর, অসি, তোমর, ভূশুণ্ডি, চক্র, গদা, ঋষ্টি, পট্টিশ, শক্তি, উল্মুক, পরশু, খড়্গ, ভল্ল, পরিঘ, মুদ্গর ও ভিন্দিপালদ্বারা পরস্পরের মস্তক ছিন্ন করিতে লাগিল। আরোহিগণ স্ব স্ব বাহন গজ, তুরঙ্গ ও রথের সহিত ছিন্ন ভিন্ন হইল, পদাতিগণেরও তাদৃশী দশা হইল; এইরূপে সৈনিকগণের বাহু, উরু, কন্ধরা, পদ, ধ্বজ, ধনুঃ কবচ ও ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। দেবগণ ও অসুরগণের পদঘাতে এবং রথচক্রের সংঘর্ষে রণভূমি চূর্ণিত হইল, তথা হইতে উৎকট ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল ও সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল, অনন্তর রণভূমি ক্ষরিত শোণিতে পরিপ্লুত হইলে, ধূলিরাশির বিরাম হইল; আভরণ ও আয়ুধযুক্ত ছিন্ন বিশাল বাহু, করভসদৃশ উরু ও মস্তকসকল রণভূমিকে সম্যক্ আবৃত করিয়া ভীষণ দৃশ্যের আবির্ভাব করিল, ছিন্ন মুণ্ডসকল হইতে কিরীট ও কুণ্ডল স্খলিত হইয়াছিল। কবন্ধগণ উত্থিত হইয়া ভুজদণ্ডে আয়ুধ উত্তোলনপূর্ব্বক স্ব স্ব ছিন্নমুণ্ডের চক্ষুর সাহায্যে রণাঙ্গনে ইতস্ততঃ ধাবন করিতে করিতে সৈনিকদিগকে আক্রমণ করিল। বলি দশ বাণে মহেন্দ্রকে, তিন বাণে ঐরাবতকে, চারি বাণে ঐরাবতের চারি পাদরক্ষককে ও এক বাণে গজচালককে বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্র ঐ সকল বাণকে আসিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সমসংখ্যক তীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্রদ্বারা ক্ষিপ্রহস্তে অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের এই বীরত্ব দেখিয়া বলি অমর্ষজ্বলিত হইয়া শক্তি গ্রহণ করিলেন, ইন্দ্র মহোল্কাসদৃশী প্রজ্বলিতা সেই শক্তি দৈত্যপতির হস্তেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বলি শূল, প্রাস, তোমর ও ঋষ্টিপ্রভৃতি যে যে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন, ইন্দ্র তৎ সমুদয়ই ছেদন করিলেন। হে রাজন্! অস্ত্রসকল ছিন্ন হইলে অসুরপতি আসুরী মায়া বিস্তার করিয়া অন্তর্ধান করিলেন, অনন্তর সুরসেনার উপরিভাগে এক পর্ব্বত আবির্ভূত হইল। সেই পর্ব্বত হইতে দাবাগ্নিদ্বারা দহ্যমান তরুসকল পতিত হইতে লাগিল এবং টঙ্কাস্ত্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ শিখরযুক্ত শিলাসমূহ পতিত হইয়া সুরসেনাকে চূর্ণিত করিতে লাগিল। সর্প, মহোরগ ও বৃশ্চিকসকল পতিত হইতে লাগিল এবং সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহসকল দেবসেনার গজসকলকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ ও শূলহস্তা বিবস্ত্রা

শত শত রাক্ষসী 'মার মার, কাট কাট' শব্দে দেবসেনাকে আক্রমণ করিল। অনন্ত অন্তরীক্ষে বিশাল মেঘসকল গম্ভীর কর্কশ শব্দ করিতে লাগিল এবং বাতাহত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে অঙ্গারবৃষ্টি করিতে লাগিল। দৈত্যপতির সৃষ্ট সুমহান্ বহ্নি বায়ুর সাহায্যে প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিল, তাহাতে বিবুধসেনা দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বাতাঘাতে উদ্ভূত তরঙ্গ ও আবর্ত্তে ভীষণ সমুদ্র-চতুর্দ্দিকে উদ্বেল পরিলক্ষিত হইল। এইরূপ অপরাপর অতিমায়াবী অলক্ষ্যগতি দৈত্যগণ রণে নানাবিধ মায়া বিস্তার করিলে সুরসৈনিকগণ বিষাদ প্রাপ্ত হইল।

হে রাজন্! যখন ইন্দ্রাদি দেবগণ দৈত্যগণের মায়ার প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন তাঁহারা শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের ধ্যানে পরিতুষ্ট হইয়া বিশ্বভাবন ভগবান্ তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। পীতাম্বর নবকঞ্জলোচন শ্রীহরি অষ্ট বাহুতে অষ্ট আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক নয়নগোচর হইলেন, তাঁহার চরণপল্লব গরুড়ের স্কন্ধদেশে স্থাপিত ছিল এবং বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ, শ্রী, মস্তকে মহামূল্য কিরীট ও শ্রবণযুগলে মহার্হ কুণ্ডল বিলসিত হইতেছিল। যেমন জাগরণকালে স্বপ্ন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মহীয়ান্ প্রভু দেবসেনামধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার মহিমায় অসুরগণের মন্ত্রাদিপ্রয়োগজনিতা মায়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল। শ্রীহরির স্মৃতিই সর্ব্ব-বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে, এক্ষণে তিনি স্বয়ং আগমন করিয়াছেন, তাহাতে বিপদ্ থাকিবার সম্ভাবনা কি? অনন্তর সিংহবাহন কালনেমি রণাঙ্গনে গরুড়বাহনকে দেখিয়া শূল বিঘূর্ণিত করিয়া তাঁহার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল, ত্রিগুণেশ্বর ভগবান্ গরুড়ের মস্তকে পতনশীল সেই শূল অবলীলাক্রমে বামহস্তে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারাই বাহনের সহিত কালনেমিকে হনন করিলেন। অনন্তর মালী ও সুমালী এই দুই প্রবল দৈত্য চক্রদ্বারা ছিন্নশিরাঃ হইয়া রণস্থলে পতিত হইলে মাল্যবান্ তীক্ষ্ণগদাদ্বারা ভগবান্কে প্রহার করিয়া যেমন পক্ষিরাজকে বধ করিবার নিমিত্ত গদা উত্তোলন করিল, অমনি শ্রীহরি চক্রদ্বারা গর্জ্জনকারী অরির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর পরমপুরুষের করুণায় ইন্দ্র ও বায়ুপ্রভৃতি সুরগণ প্রকৃতিস্থ হইয়া যে সকল দৈত্য পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে প্রহার করিয়াছিল, তাঁহারা এক্ষণে রণে তাহাদিগকে বিষম প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দেব ইন্দ্র কোপান্বিত হইয়া বলিকে বধ করিবার নিমিত্ত বজ্র উত্তোলন করিলে প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল। ধীরচেতাঃ ও অস্ত্রাদিসম্পন্ন বলিকে সংগ্রামস্থলে স্বীয় সমীপে বিচরণ করিতে দেখিয়া বজ্রপাণি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—রে মূঢ়! আমরা মায়া; ঈশ্বর, তুই মায়া বিস্তার করিয়া আমাদিগকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্? যেমন কপটবুদ্ধি ধূর্ত্ত বালকদিগের চক্ষুঃ নিরুদ্ধ করিয়া বঞ্চনাপূর্ব্বক তাহাদিগের ধন হরণ করে, তুই সেইরূপ আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্। যাহারা মায়া বিস্তার করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে

ও তদুপরি মহর্লোকাদি অধিকার করিতে অভিলাষ করে, আমি সেই মূর্খ দস্যুদিগকে তাহাদিগের পূর্ব্বাধিকৃত পদ হইতেও অধঃপাতিত করিব। রে মূঢ়! এই আমি শতপর্ব্ববিশিষ্ট বজ্রদ্বারা দুষ্ট মায়াবী তোর মুণ্ডচ্ছেদন করিব, জ্ঞাতিগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ।

বলি কহিল,—জীবগণ কালপ্রেরিত হইয়া সমরকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং কাহার ভাগ্যে জয় ও কীর্ত্তি, কাহার বা পরাজয় ও মৃত্যু অনুক্রমেই হইয়া থাকে। যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা জগৎকে কালপাশে নিয়ন্ত্রিত বলিয়া দর্শন করেন; সুতরাং হর্ষ ও শোক করেন না; তোরা বিবেকহীন মূর্খ, তোরা আত্মাকে জয় ও কীর্ত্তির উপায়স্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকিস্, এই অজ্ঞতাহেতু সাধুগণ তোদের অবস্থা অতি শোচনীয় বলিয়া মনে করেন; আমরা তোদের মর্ম্মস্পর্শী কটুবাক্যকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বীরমর্দ্দন ধীরস্বভাব বলি এইরূপে ইন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া পরুষবাক্যে আহত দেবরাজকে পুনর্ব্বার আকর্ণপূরিত নারাচাস্ত্রে আহত করিলেন। এইরূপে যথার্থবাদী বলিকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দেবরাজ অঙ্কুশাহত গজের ন্যায় তদীয় প্রহার সহ্য করিয়া লইলেন না, প্রত্যুত তিনি বলির উদ্দেশে শত্রুমর্দ্দন অব্যর্থ বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, তদ্দ্বারা আহত হইয়া অসুররাজ ছিন্নপক্ষ অচলের ন্যায় বিমানের সহিত ভূমিতলে পতিত হইলেন। সখাকে পতিত দেখিয়া দৈত্যরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী সখা জম্ভ দৈত্যরাজ হত হইলেও তাঁহার হিতসাধন করিবার মানসে ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল। সিংহারূঢ় সুমহাবল অসুর ইন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া গদা উত্তোলন-পূর্ব্বক তাঁহার ও তদীয় গজরাজের স্কন্ধদেশে মহাবেগে আঘাত করিল। ঐরাবত গদাপ্রহারে ব্যথিত ও অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে জানুদ্বয় পাতিত করিয়া ঘোর মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর মাতলি দশ শত অশ্বসমন্বিত রথ আনয়ন করিলে দেবরাজ গজ পরিত্যাগ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। দানবশ্রেষ্ঠ জম্ভ যুদ্ধস্থলে সারথির বিক্রমের প্রশংসা করিয়া সহাস্যমুখে তাঁহাকেই প্রজ্বলিত শূলদ্বারা আঘাত করিল; সেই প্রহার দুঃসহ হইলেও মাতলি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদনা সহ্য করিলেন, তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রদ্বারা জম্ভের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। দেবর্ষি নারদের মুখে জম্ভের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া নমুচি, বল ও পাকপ্রভৃতি তাহার জ্ঞাতিগণ সত্বর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল। তাহারা কঠোর তিরস্কারদ্বারা ইন্দ্রের মর্ম্মপীড়া প্রদান-পূর্ব্বক যেমন মেঘসকল পর্ব্বতোপরি ধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ তাঁহাকে অস্ত্রবর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ক্ষিপ্রহস্ত বলনামক অসুর যুদ্ধে সহস্র শরদ্বারা ইন্দ্রের সহস্র অশ্বকে যুগপৎ প্রহার করিল; পাক একবার মাত্র শরসন্ধান ও নিক্ষেপ করিয়া শত বাণে মাতলিকে ও অপর শত বাণে অবয়বসমন্বিত রথকে আঘাত করিল, তাহার এই রণকৌশল অদ্ভুত বলিয়া সকলের প্রতীতি হইল। এদিকে নমুচি স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত পঞ্চদশ মহাস্ত্রদ্বারা ইন্দ্রকে প্রহার করিয়া সজল জলদের ন্যায় রণস্থলে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। যেমন বর্ষাকালে মেঘসকল সূর্য্যকে আবৃত করে, সেইরূপ অসুরগণ শরজালদ্বারা রথ ও সারথির সহিত ইন্দ্রকে চতুর্দ্দিকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। যেমন সমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্‌সকল ব্যাকুল হইয়া কোলাহল করিয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রকে না দেখিয়া অনুচরগণের সহিত দেবগণ নায়কবিহীন ও শত্রুবলে নির্জ্জিত হইয়া অতীব বিহ্বলচিত্তে হাহাকার করিয়া উঠিল।

অনন্তর দেবরাজ অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথির সহিত শরনির্ম্মিত পিঞ্জর হইতে বিনির্গত হইলেন;

যেমন নিশাবসানে দিবাকর স্বীয় তেজে দিক্‌সমূহ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া প্রকাশিত হন, সেইরূপ মহেন্দ্রও প্রকাশিত হইলেন। দেব সুরপতি যুদ্ধে স্বীয় দেবসেনাকে দৈত্যগণকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং শক্রকে নিধন করিবার নিমিত্ত বজ্র উদ্যত করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র সেই অষ্টধার বজ্রদ্বারা বল ও পাকের জ্ঞাতিগণের সমক্ষে তাহাদের উভয়ের মস্তক ছেদন করিয়া দৈত্যগণের মনে ভীতি উৎপাদন করিলেন। হে রাজন্! নমুচি তাহাদিগের নিধন দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না, তাহার মনে যুগপৎ শোক ও ক্রোধের উদয় হইল; অসুর ইন্দ্রকে বধ করিবার নিমিত্ত পরম উদ্যত হইয়া লৌহময় ঘণ্টাযুক্ত ও হেমভূষিত শূল গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং বিনষ্ট হইলি বলিয়া ক্রোধে তর্জ্জন করিতে করিতে সিংহনাদসহকারে দেবরাজের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। ইন্দ্র সেই শূলকে আকাশপথে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া অস্ত্রসমূহদ্বারা সহস্র খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, অনন্তর ত্রিদশপতি রোষান্বিত হইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিবার নিমিত্ত গ্রীবাদেশে বজ্র প্রহার করিলেন; কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে বজ্র অতিবীর্য্যবান্ বৃত্রাসুরের অঙ্গ ভেদ করিয়াছে, সেই তেজস্বী বজ্র এক্ষণে সুরপতিকর্ত্তৃক মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া নমুচির ত্বক্‌ও ভেদ করিতে সমর্থ হইল না, প্রত্যুত গ্রীবার ত্বকে আহত হইয়া কুণ্ঠিত হইল। শক্র বজ্রকে ব্যর্থ করিল দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, দৈবযোগে এ কি লোকবিমোহন ব্যাপার ঘটিল! পূর্ব্বকালে পর্ব্বতসকল পক্ষের সাহায্যে অন্তরীক্ষে গমন করিতে করিতে পৃথিবীতে পতিত হইয়া স্ব স্ব ভারে নিষ্পেষণ করিয়া প্রজাগণের ধ্বংসবিধান করিত; যে বজ্রাস্ত্রের সাহায্যে আমি তাহাদিগের পক্ষচ্ছেদ করিয়াছি, যদ্‌দ্বারা ত্বষ্টার বীর্য্যাধিক তপঃ স্বরূপ বৃত্রাসুরকে বিপাটিত করিয়াছি এবং অন্যান্য যে সকল বীরের ত্বক্, অন্য সকল অস্ত্র ভেদ করিতে পারে নাই; আমি যে বজ্রের সাহায্যে তাহাদিগকেও বিপাটিত করিয়াছি, সেই বজ্র নিক্ষেপ করিলাম, অথচ একটা অকিঞ্চিৎকর অসুরে তাহা প্রতিহত হইল; অতএব দধীচির ব্রহ্মতেজঃ অকারণ হইল, অতঃপর আমি সামান্য লগুড়তুল্য এই বজ্র আর গ্রহণ করিব না। যখন ইন্দ্র এইরূপে বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন, তখন আকাশবাণী হইল, এই দানব কোন শুষ্ক বা আর্দ্র পদার্থ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না, যে হেতু আমি ইহাকে ঐরূপ বর প্রদান করিয়াছি; অতএব হে মঘবন্! এই রিপুর বধের নিমিত্ত অন্য কোন উপায় চিন্তা কর।

মঘবান্ সেই আকাশবাণী শুনিয়া সুসমাহিত হইলেন এবং ধ্যান করিয়া জানিতে পারিলেন, ফেন উভয়াত্মক, উহা শুষ্কও নহে; আর্দ্রও নহে; অনন্তর তদ্‌দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ও মাল্যদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন; বিশ্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই গন্ধর্ব্বমুখ্য তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন, দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইল এবং নর্ত্তকীগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, এইরূপে বায়ু, অগ্নি ও বরুণাদি অন্যান্য দেবগণ, যেমন সিংহসকল মৃগদিগকে বধ করে, সেইরূপ অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরদিগকে নিধন করিলেন। হে রাজন্! অতঃপর ব্রহ্মা দানবসংক্ষয় দেখিয়া দেবর্ষি নারদকে প্রেরণ করিলেন; তিনি দেবতাদিগকে দানবনিধনব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন,—আপনারা নারায়ণের ভুজ আশ্রয় করিয়া অমৃত প্রাপ্ত ও সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে সকলে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—দেবগণ দেবর্ষির বাক্যের

মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্রোধবেগ সংযত করিয়া সকলে স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন, অনুচরগণ তাঁহাদের যশোগাথা গান করিতে লাগিল। রণস্থলে যে সকল দানব অবশিষ্ট ছিল, তাহারা শ্রীনারদের অনুমতিক্রমে বিপন্ন বলিকে লইয়া অস্তপর্ব্বতে গমন করিল। তন্মধ্যে যে সকল দৈত্যের অবয়বসকল বিনষ্ট হয় নাই ও কন্ধরা বিদ্যমান ছিল, শুক্রাচার্য্য স্বীয় সঞ্জীবনী বিদ্যাদ্বারা তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিলেন। দৈত্যগুরু বলিকে স্পর্শ করিলে তিনি ইন্দ্রিয়শক্তি ও স্মৃতি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন; তিনি লোকতত্ত্ববিচক্ষণ ছিলেন; এই নিমিত্ত পরাজিত হইলেও দুঃখিত হইলেন না।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বৃষধ্বজ শুনিলেন শ্রীহরি স্ত্রীরূপধারণপূর্ব্বক দানবদিগকে মোহিত করিয়া সুরগণকে সোম পান করাইয়াছেন, তখন তিনি বৃষে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্ব ভূতগণে পরিবৃত হইয়া দেবী-সমভিব্যাহারে মধুসূদনের সেই নারীরূপ দর্শন করিবার মানসে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ উমার সহিত ভবকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন, মহাদেব উপবিষ্ট হইয়া ভগবান্‌কে সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সাহাস্য-মুখে কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি দেবতাগণের দেবতা, কারণ, আপনি জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন; তাহার কারণ এই যে, আপনি জগন্ময়, তাহা বলিয়া আপনি প্রকৃতি নহেন, কারণ আপনি জগদীশ্বর; ইহার হেতু এই যে, আপনি সকল পদার্থের কারণ, এই নিমিত্ত ঈশ্বর; আপনি আত্মা বলিয়া জড় নহেন এবং প্রকৃতিও নহেন। এই জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত আপনা হইতেই হইয়া থাকে, অথচ আপনি অব্যয়; আপনার আদি, মধ্য, অথবা অন্ত নাই; যিনি দৃশ্য, দ্রষ্টা, ভোজ্য, ভোক্তা, সত্য ও চিৎস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই আপনি; অতএব আপনি জগন্ময় বলিয়া আপনার বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। নিষ্কাম মুমুক্ষু মুনিগণ ঐহিক ও পারলৌকিক সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপনারই চরণাম্ভোজ উপাসনা করিয়া থাকে। আপনি ব্রহ্ম হইলেও একান্ত উদাসীন নহেন, কারণ, আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু; আপনি জীবগণের ঈশ্বর ও ফলদাতা; অথবা রাজাদির ন্যায় কোন উদ্দেশ্য অপেক্ষা করিয়া আপনি সেবকদিগকে ফল দান করেন না; জীবগণই ফল দানের নিমিত্ত আপনার অপেক্ষা করিয়া থাকে, আপনি নিরপেক্ষ; আপনি পূর্ণব্রহ্ম, সুখস্বরূপ; এই সুখের সহিত, বিষয়সুখের বৈলক্ষণ্য আছে, কারণ, আপনি নিত্য আনন্দমাত্র, এই নিমিত্ত শোক আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আপনি গুণাতীত, আপনি ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্বই নাই, এই নিমিত্তই আপনি নিরপেক্ষ; অথচ সকল কার্য্যবস্তুর কারণ বলিয়া ঐ সকল হইতে ভিন্ন, এই নিমিত্ত সর্ব্বাত্মক হইলেও আপনার বিকার হয় না। একমাত্র আপনিই কার্য্য-কারণরূপে দ্বৈত ও পরম কারণ অর্থাৎ নিখিল কারণের কারণরূপে অদ্বৈত; যেমন সুবর্ণকুণ্ডলাদি কার্য্যরূপে দ্বৈত ও সুবর্ণরূপে অদ্বৈত, আপনিও সেই-রূপ দ্বৈত ও অদ্বৈত; বস্তুতঃ আপনাতে ভেদ নাই, অজ্ঞানহেতু মনুষ্য আপনাতে ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে মাত্র; আপনি নিরুপাধিক, আপনারই গুণসকলদ্বারা

ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে, পরন্তু স্বভাবতঃ আপনাতে ভেদ নাই; বৈদান্তিকগণ পরমেশ্বর আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন, মীমাংসকগণ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন; সাংখ্যগণ আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষের পরবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া মনে করেন, পঞ্চরাত্রগণ আপনাকে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা নামে নবশক্তিযুক্ত পরমেশ ও পাতঞ্জলগণ আপনাকে অব্যয় স্বতন্ত্র মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন। হে ঈশ! আমি, ব্রহ্মা, মরিচীপ্রভৃতি ঋষিগণ, আমরা সত্ত্বগুণে সৃষ্ট হইয়াও আপনার বিরচিত এই বিশ্বকেই তত্ত্বতঃ জানি না, আপনাকে কিরূপে জানিব? দৈত্য ও মনুষ্যাদি রজঃ ও তমোগুণে সৃষ্ট হইয়া রজঃ ও তমোগুণেই স্থিতি করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগের চিত্ত মায়ায় মোহিত, তাহারা যে জানিতে একান্ত অসমর্থ, তাহাতে বক্তব্য কি? স্বকৃত এই জগতের জন্ম, স্থিতি, নাশ, প্রাণিগণের কার্য্যকলাপ, জগতের ভববন্ধন ও মোক্ষ, এই সমস্তই আপনি অবগত আছেন; যেমন বায়ু চরাচর ও আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত, সেইরূপ আপনি নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন, কারণ, আপনি জ্ঞানস্বরূপ। আপনি বহুবার অবতার হইয়া ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ প্রদর্শন করিয়া যে ক্রীড়া করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি; এক্ষণে, আপনি যে নারীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। যে রূপ ধারণ করিয়া আপনি দৈত্যদিগকে সংমোহিত করিয়াছেন ও সুরগণকে অমৃত পান করাইয়াছেন, সেইরূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত অতীব কৌতূহলী হইয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ শূলপাণি বিষ্ণুর নিকট এইরূপ প্রার্থনা জানাইলে তিনি হাস্য করিয়া গম্ভীরভাবে গিরিশকে কহিলেন,—দৈত্যগণ অমৃতপাত্র হরণ করিয়া লইলে আমি তাহাদিগকে মোহিত করিবার নিমিত্ত নারীবেশ ধারণ করিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম, উন্মত্ত দৈত্যগণকে বঞ্চনা করিয়া দেবগণকে অমৃত প্রদান করিতে হইবে, অন্যরূপ ধারণ করিয়া ঈদৃশ বৈষম্য করা উচিত নহে; অতএব সুরগণের কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত, বঞ্চন ও মোহনাদি যাহাদিগের সার, সেই কামিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলাম। হে সুরসত্তম! আপনি যখন দেখিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখন যদ্দ্বারা কামের উদয় হইয়া থাকে এবং কামিগণ যাহার অতি সমাদর করে, সেই রূপ আপনাকে দেখাইতেছি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন; ভব উমার সহিত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি একটী উপবন দেখিতে পাইলেন, তাহাতে বৃক্ষসকল বিচিত্র পুষ্পে ও অরুণ পল্লবে সুশোভিত; সেই উপবনমধ্যে একটী অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী কামিনী কন্দুকক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহার নিতম্ব বিলসিত দুকূলে সমাচ্ছাদিত, তদুপরি মেখলা শোভা পাইতেছে। যখন কন্দুকক্রীড়াবশতঃ তাঁহার অঙ্গ কখন উন্নত ও কখন অবনত হইতেছিল, তখন কম্পিত স্তন ও প্রকৃষ্ট হারসমূহের গুরুভারে প্রতিপদে যেন তাঁহার মধ্যভাগ ভগ্নপ্রায় বোধ হইতেছিল; তিনি প্রবালের ন্যায় কোমল চঞ্চল চরণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতেছিলেন। কন্দুক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে তাঁহার আয়ত ও লোল লোচনদ্বয়ের তারা অতীব উদ্‌বিগ্ন হইতেছিল; তাঁহার বদনমণ্ডল নীলালকে মণ্ডিত, তাহাতে কপোলদ্বয় কুণ্ডলদ্বয়ের প্রভায় উদ্‌ভাসিত, তদীয় কমনীয় কর্ণদ্বয় কুণ্ডলদ্বয়কে প্রভান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল; তিনি শিথিল দুকূল ও কবরী সুন্দর বাম হস্তে সংযমিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে কন্দুক নিক্ষেপ করিতেছিলেন ও স্বীয় মায়াদ্বারা জগৎকে বিমোহিত করিতেছিলেন। মহাদেব তাঁহাকে

দর্শন করিয়া তাঁহার কন্দুকলীলায় ঈষৎ সলজ্জ অস্ফুট হাস্যের সহিত বিসৃষ্ট কটাক্ষপাতে জড়ীভূত হইলেন; তিনি ললনার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনিও তাঁহার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন; তাহাতে মহাদেবের আত্মা এরূপ বিহ্বল হইল যে, তাঁহার সমীপে যে উমাদেবী ও স্বীয়গণ উপস্থিত আছেন, তাহা তিনি বিস্মৃত হইলেন। কন্দুকক্রীড়া-কালে কামিনীর হস্ত হইতে কন্দুক অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহার অনুসরণ করিতেছেন, এমন সময় বায়ু তাঁহার কাঞ্চী সহিত বসন উৎক্ষিপ্ত করিল; সেই দৃশ্য মহাদেবের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রমণী কুঞ্চিত কটাক্ষে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন; এক্ষণে ভব সেই রুচিরাপাঙ্গী দর্শনীয়া মনোরমা কামিনীকে দেখিয়া তাঁহাতে আসক্তচিত্ত হইলেন। তিনি কামবিহ্বল হইলেন, তাঁহার বিজ্ঞান অপহৃত হইল; তিনি ভবানীর সমক্ষেই লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কামিনীর সমীপে গমন করিলেন।

রমণী বিবস্ত্রা হইয়াছিলেন; সুতরাং মহাদেবকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন এবং আপনাকে আচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত বৃক্ষের অন্তরালে অন্তরালে সহাস্যমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কামের বশীভূত হওয়ায় গিরিশের ইন্দ্রিয়সকল আনন্দে উত্তেজিত হইয়াছিল; যেমন করী করিণীর পশ্চাৎ অনুসরণ করে, সেইরূপ তিনিও ললনার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বেগে অনুধাবন করিয়া কামিনীকে গ্রহণপূর্ব্বক কবরী আকর্ষণ করিলেন এবং তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভুজযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। করিকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা করিণীর ন্যায় মহাদেবকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা সেই রমণী ইতস্ততঃ গমনোদ্যতা হইলেন, তাঁহার কেশকলাপ বিকীর্ণ হইয়া গেল। হে রাজন্! অতঃপর শ্রীহরিকর্ত্তৃক প্রকটিতা মায়ারূপা সেই নিতম্বিনী আপনাকে দেবদেবে ভুজপাশ হইতে মুক্ত করিয়া বেগে পলায়ন করিলেন। মহাদেব অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণুর পদবী অনুসরণ করিলেন; কামদেব যেন অবসর পাইয়া বৈরনির্য্যাতনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া ফেলিল। যেমন মত্ত গজ পুষ্পবতী করিণীর অনুধাবন করে সেইরূপ মহাদেবও ললনার অনুধাবন করিতে লাগিলেন; অতঃপর তাঁহার রেতঃ স্খলন হইল, কিন্তু রুদ্রের রেতঃ ব্যর্থ হইবার নহে, পৃথিবীর যে যে স্থানে তাহা পতিত হইল, তাহা রুদ্রদৈবত স্বর্ণক্ষেত্ররূপে পরিণত হইল। হে রাজন্! সরিৎ, সরোবর, শৈল, বন ও উপবন যে যে স্থানে ঋষিগণের বসতি ছিল, হর সেই সেই স্থানে অনুধাবণ ক্রমে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে রেতঃস্খলন হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন, বিষ্ণুমায়ায় তাঁহার আত্মা জড়ীকৃত হইয়াছে; তখন অনুধাবন হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, যাঁহার বীর্য্য কেহই অবগত হইতে সমর্থ নহে, হর সেই জগদাত্মা শ্রীহরির মাহাত্ম্য অবগত হইলেন এবং তাঁহার মায়ায় তিনি জড়ীভূত হইয়াছিলেন, অতএব উহা উদ্ভুত বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহাকে অব্যাকুল ও লজ্জারহিত দেখিয়া মধুসূদন পরম প্রীত হইলেন এবং স্বীয় পুরুষরূপ ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে বিবুধশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার নারীরূপা মায়ায় মোহিত হইয়াও যে স্বতঃই প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, ইহা অতীব সুখের বিষয়। আমার এই মায়া নানাবিধ ভাবের সৃষ্টি করে; যাহাদিগের অন্তঃকরণ পরিশোধিত নহে, ঈদৃশ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই মায়া দুস্তরা, আপনি ব্যতিরেকে বিষয়াসক্ত কোন্ ব্যক্তি এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে? সৃষ্ট্যাদির হেতু যে কাল অর্থাৎ যাহা প্রকৃতিকে সত্ত্বাদি গুণে বিভক্ত করে, তাহা আমার



শিব ও মোহিনী।

শ্রীমদ্ভাগবত—(১২৮ পৃষ্ঠা।)

রূপ; এই গুণময়ী মায়া আমার অধীনা, ইহা রজঃ-আদি অংশে বিভক্ত হইয়া আর আপনাকে কখনও অভিভূত করিবে না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ভগবান শ্রীবৎসলাঞ্ছন এইরূপে সংবর্দ্ধনা করিলে মহাদেব তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্বীয় গণের সহিত স্বধামে গমন করিলেন। হে ভারত! ভবানী ভগবান্ ভবের স্বীয় অংশভূতা মায়া, দেবী ঋষিশ্রেষ্ঠগণেরও বন্দনীয়া; অনন্তর মহাদেব তাঁহাকে প্রীতিসহকারে কহিলেন,—দেবি! পরম দেব পরমপুরুষ অজ ভগবানের মায়া দর্শন করিলে? আমি ভগবানের কলাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও এই মায়া দ্বারা মোহিত হইলাম, অপর যাহারা অজিতেন্দ্রিয়, তাহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য কি? আমি সহস্র বৎসর সমাধির পর জাগরিত হইলে আমার সমীপে আসিয়া তুমি যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে, তিনিই এই সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষ; কাল ইঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, বেদ ইঁহাকে অবগত হইতে পারে না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে মহারাজ! যিনি সমুদ্রমন্থনকালে পৃষ্ঠদেশে মহান্ অচল মন্দরকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শার্ঙ্গধন্বার বিক্রম এই আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম। এই ভগবানের চরিত্র পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে উদ্যম কখন বৃথা হয় না, কারণ, উত্তমঃশ্লোকের এই যে গুণানুবর্ণন, ইহা সমস্ত সংসারপরিশ্রম বিনাশ করিয়া থাকে। যিনি কপট যুবতিবেশে অসুরদিগকে মোহিত করিয়া শ্রীচরণে শরণাগত সুরশ্রেষ্ঠগণকে সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত অমৃত পান করাইয়াছিলেন, যিনি অসাধুগণের অগম্য, সাধুগণের ভজনসুলভ ও শরণাগত জনগণের বাঞ্ছাপূরক, তাঁহাকে বন্দনা করি।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বিবস্বানের অর্থাৎ সূর্য্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে খ্যাত, ইনিই বর্ত্তমান সপ্তম মনু; ইঁহার সন্ততিগণের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বৈবস্বত মনুর দশ পুত্র; যথা, ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, বারুণ পৃষধ ও বসুমান্। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারযুগল ও ঋভুগণ এই মন্বন্তরের দেবতা এবং ইন্দ্রের নাম পুরন্দর। এই মন্বন্তরে কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষি। এই মন্বন্তরেও ভগবান্ বিষ্ণু কশ্যপ ও অদিতির পুত্র হইয়া বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইনি বিবস্বান, অর্য্যমা, পূষা প্রভৃতি আদিত্যগণের কনিষ্ঠ ছিলেন। হে রাজন্! আমি সপ্ত মন্বন্তর আপনার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে ভবিষ্য মন্বন্তরসকল ও সেই সেই মন্বন্তরে ভগবানের অবতারকথা বর্ণন করিব। বিবস্বানের দুই পত্নী, সংজ্ঞা ও ছায়া, ইঁহারা উভয়েই বিশ্বকর্ম্মার তনয়া; ইঁহাদের বিষয় আপনাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার আর একটী ভার্য্যা ছিল, তাঁহার নাম বড়বা; এই সকল পত্নীর মধ্যে সংজ্ঞার যম ও শ্রাদ্ধদেব নামে দুই পুত্র এবং যমী অর্থাৎ যমুনা নামে এক কন্যা হইয়াছিলেন।

এক্ষণে ছায়ার পুত্রগণের নাম শ্রবণ করুন; সাবর্ণি ও শনৈশ্চর এই দুই পুত্র এবং তপতী নাম্নী কন্যা, ইনি সম্বরণের ভার্য্যা; অশ্বিনীকুমারদ্বয় বড়বার পুত্র। হে নৃপ! অষ্টম মন্বন্তর সমাগত হইলে সাবর্ণি মনু হইবেন; নির্ম্মোক, বিরজস্ক প্রভৃতি তাঁহার পুত্র; এই মন্বন্তরে সুতপাঃ, বিরজাঃ, অমৃতপ্রভা প্রভৃতি দেবতা ও বিরোচনপুত্র বলি তাঁহাদিগের ইন্দ্র হইবেন। ভগবান্ বিষ্ণু ইঁহাকে পদত্রয় যাচ্ঞা করিলেন ইনি সমগ্রা মহী দান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ভগবান্ ইঁহাকে বর দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইনি অষ্টম মন্বন্তরে ইন্দ্র হইবেন; এই অষ্টম মন্বন্তরে ইনি ইন্দ্রপদ পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবেন। ত্রিপাদভূমি-গ্রহণকালে ভগবান্ ইঁহাকে প্রথমতঃ বদ্ধ করিয়াছিলেন, পরে প্রীত হইয়া ইঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া সুতলে স্থান দিয়াছেন, এই সুতল স্বর্গ অপেক্ষাও অধিক সুখপ্রদ; বলি এক্ষণে তথায় স্বর্গাধিপতির ন্যায় বাস করিতেছেন। গালব, দীপ্তিমান, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ঋষ্যশৃঙ্গ ও আমার পিতা ভগবান্ বাদরায়ণ, ইঁহারা অষ্টম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হইবেন। এক্ষণে ইঁহারা স্ব স্ব যোগবলে স্ব স্ব আশ্রমমণ্ডলে বাস করিতেছেন। এই মন্বন্তরে ভগবান্ দেবগুহ্য ও সরস্বতীর পুত্র হইয়া সার্ব্বভৌম নাম ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া পুরন্দর হইতে স্বর্গরাজ্য গ্রহণপূর্ব্বক বলিকে প্রদান করিবেন।

হে নৃপ! দক্ষসাবর্ণি নবম মনু হইবেন, ইনি বরুণের পুত্র; ভূতকেতু, দীপ্তকেতুপ্রভৃতি ইঁহার পুত্র। পারা, মরীচিগর্ভপ্রভৃতি দেবগণ ও অদ্ভুত নামে ইন্দ্র হইবেন; দ্যুতিমৎপ্রভৃতি এই মন্বন্তরের ঋষি হইবেন। ভগবান্ আয়ুষ্মান্ও অম্বুধারার পুত্র হইয়া ঋষভ নাম ধারণ করিবেন, অদ্ভুতনামক ইন্দ্র ইঁহারই প্রসাদে ত্রিলোকী লাভ করিয়া ভোগ করিবেন। উপশ্লোকের মহানুভাব পুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু হইবেন; ভূরিষেণপ্রভৃতি তাঁহার পুত্র হইবেন; হবিষ্মান্, সুকৃত, সত্য, জয় ও মূর্ত্তিপ্রভৃতি এই মন্বন্তরের ঋষি; সুবাসন, অবিরুদ্ধপ্রভৃতি দেবতা ও শম্ভুনামক ইন্দ্র হইবেন; এই মন্বন্তরে প্রভু ভগবান্ বিশ্বসৃক্ ও বিসূচির পুত্র হইয়া স্বীয় অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন, তিনি বিষ্বক্সেন নামে খ্যাত হইবেন ও দেবরাজ শম্ভুর সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইবেন। একাদশ মনুর নাম ধর্ম্মসাবর্ণি, ইনি আত্মজ্ঞ হইবেন এবং সত্য, ধর্ম্মাদি নামে তাঁহার দশটী পুত্র হইবে। বিহঙ্গম, কালগম, নির্ব্বাণ ও রুচিপ্রভৃতি এই মন্বন্তরের দেবতা, তাঁহাদিগের মধ্যে বৈধৃত ইন্দ্র ও অরুণাদি ঋষি। এই মন্বন্তরে শ্রীহরি আর্য্যকের ঔরসে ও বৈধৃতার গর্ভে অংশে অবতীর্ণ হইবেন এবং ধর্ম্মসেতু নাম ধারণপূর্ব্বক ত্রিলোকীকে পালন করিবেন। হে রাজন্! রুদ্রসাবর্ণি দ্বাদশ মনু হইবেন; দেববান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠপ্রভৃতি তাঁহার পুত্র, হরিতাদি দেবতা ও তন্মধ্যে ঋতধামা ইন্দ্র হইবেন; তপোমূর্ত্তি, তপস্বী, অগ্নীধ্রকপ্রভৃতি এই মন্বন্তরের ঋষি; ভগবান্ এই মন্বন্তরে সুনৃতার গর্ভে সত্যসহার পুত্র হইয়া অংশে অবতীর্ণ হইবেন এবং সুধামা নাম ধারণপূর্ব্বক ঐ মন্বন্তর পালন করিবেন। ত্রয়োদশ মনুর নাম দেবসাবর্ণি; ইনি আত্মজ্ঞ হইবেন; চিত্রসেন, বিচিত্রপ্রভৃতি ইঁহার পুত্র; সুকর্ম্মা, সুত্রামাদি এই মন্বন্তরের দেবতা এবং দিবস্পতি ইন্দ্র হইবেন; এই মন্বন্তরে নির্ম্মোক, তত্ত্বদর্শপ্রভৃতি ঋষি আবির্ভূত হইবেন; শ্রীহরি বৃহতীর গর্ভে দেবহোত্রের তনয় হইয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়া যোগেশ্বর নাম ধারণপূর্ব্বক দিবস্পতি ইন্দ্রকে পালন করিবেন। ইন্দ্রসাবর্ণি চতুর্দ্দশ মনু হইবেন; উরুগম্ভীর, ব্রধ্নপ্রভৃতি তাঁহার তনয়; পবিত্র, চাক্ষুষপ্রভৃতি দেবতা; তন্মধ্যে শুচি ইন্দ্র হইবেন; অগ্নি

বাহু, শুচি, শুদ্ধ, মাগধপ্রভৃতি এই মন্বন্তরের ঋষি; শ্রীহরি বিতানার গর্ভে শত্রায়ণের পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইবেন এবং বৃহদ্ভানু নাম ধারণপূর্ব্বক ক্রিয়াকলাপ বিস্তার করিবেন।

হে রাজন্! ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালসম্বন্ধী চতুর্দ্দশ মন্বন্তর আপনার নিকট বর্ণন করিলাম; এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়, ইহার পরিমাণ সহস্র যুগ জানিবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

রাজা প্রশ্ন করিলেন,—হে মুনিবর! এই মন্বন্তর-সমূহে মনু প্রভৃতি যিনি যৎকর্ত্তৃক যে কার্য্যে নিযুক্ত হন, তৎসমুদয় বলিতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! মনুগণ, মনুপুত্রগণ, ঋষিগণ, ইন্দ্রগণ ও সুরগণ ইঁহারা সকলেই মন্বন্তরাবতার ভগবানের শাসনাধীন থাকেন। আপনাকে যে যজ্ঞপ্রভৃতি অবতারমূর্ত্তিসকলের কথা বলিয়াছি, তাঁহাদিগের প্রেরণায় মনুপ্রভৃতি সকলে জগদ্‌যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। শ্রুতিসকল কালে বিলুপ্ত হইয়া যায়; চতুর্যুগের অবসানে সত্য-যুগের প্রবৃত্তিকালে ঋষিগণ শ্রুতিসকল দর্শন করিয়া প্রচার করেন, তাহা হইতে সনাতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়। অনন্তর শ্রীহরির প্রেরণায় মনুগণ সংযত হইয়া স্ব স্ব অধিকারকালে পৃথিবীতে চতুষ্পাদ্ ধর্ম্মকে সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রবর্ত্তিত করেন। এইরূপে যত কাল না মন্বন্তরের অবসান হয়, তত কাল পর্য্যন্ত মনুপুত্রগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ধর্ম্মকে পালন করিয়া থাকেন; ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে নিযুক্ত যজ্ঞভাগভুক্ দেবগণ এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন। ইন্দ্র শ্রীহরির দত্ত ত্রৈলোক্যের মহৎ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন, তিনি লোকের রক্ষা বিধান করেন এবং প্রজাগণের অভিলষিত বর্ষণ করিয়া থাকেন। শ্রীহরি যুগে যুগে সিদ্ধ সনকাদিরূপে জ্ঞান, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যাদিরূপে কর্ম্ম ও যোগেশ্বর দত্তাত্রেয়াদিরূপে যোগ উপদেশ করিয়া থাকেন। তিনি প্রজাপতি মরীচিপ্রভৃতিরূপে সৃষ্টি করেন, রাজরূপে দস্যুগণের বিনাশ করেন ও কালরূপে শীতোষ্ণাদি গুণ অবলম্বনপূর্ব্বক সকলের বিনাশ সাধন করেন। জনগণ নামরূপাত্মিকা মায়ায় বিমোহিত, এই নিমিত্ত নানা শাস্ত্র ভগবত্তত্ত্বের নিরূপণ করিলেও তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। হে মহারাজ! যতদিন ব্রহ্মা জীবিত থাকেন, তাহার নাম কল্প; চতুর্দ্দশ মন্বন্তরকাল তাঁহার এক দিবস মাত্র; ইহাকে বিকল্প কহে; পুরাবিদ্‌গণ এই বিকল্পের পরিমাণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন,—শ্রীহরি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও কি হেতু দীনের ন্যায় বলির নিকট ত্রিপাদ-পরিমিতা ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন এবং প্রয়োজন-সিদ্ধি হইলেও কি নিমিত্ত তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন? পূর্ণ ঈশ্বরের যাচ্ঞা ও নিরপরাধের বন্ধন, এই প্রসঙ্গে আমার মহৎ কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ইন্দ্র বলিকে পরাজিত করিয়া শ্রীহীন ও প্রাণহীন করিলে ভৃগুবংশীয় শুক্রাদি তাঁহাকে জীবিত করিলেন; মহাত্মা বলি অর্থসমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগের শিষ্য হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগের ভজনা করিতে লাগিলেন। বলি স্বর্গ জয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভৃগুবংশীয় মহাতেজাঃ ব্রাহ্মণগণ প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক মহাভিষিক্ত করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন; অনন্তর হবির্দ্বারা পূজিত হুতাশন হইতে সুবর্ণপটে একটী রথ, ইন্দ্রের অশ্বসকলের ন্যায় হরিদ্বর্ণ কতিপয় অশ্ব, সিংহচিহ্নিত একটী ধ্বজ, সুবর্ণনিবদ্ধ দিব্য ধনুঃ, অক্ষয়শর তূণদ্বয় ও দিব্য কবচ সমুত্থিত হইল; পিতামহ প্রহ্লাদ তাঁহাকে অম্লান-পুষ্পা মালা ও শুক্রাচার্য্য শঙ্খ প্রদান করিলেন। এইরূপে বিপ্রগণ তাঁহার সমস্ত যুদ্ধোপকরণ সম্পাদন করিয়া স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠান করিলে বলি তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং প্রহ্লাদকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহারথ বলি শোভনা মালা, ধনুঃ, খড়্গ, তূণদ্বয় ও কবচ ধারণ করিলেন, তাঁহার বাহুযুগে সুবর্ণময় অঙ্গদদ্বয় ও শ্রবণযুগে মকরকুণ্ডলযুগল বিলসিত হইতে লাগিল, তিনি ঈদৃশ বেশে ভৃগুদত্ত দিব্য রথে আরূঢ় হইয়া ভবনে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন। অনন্তর পরাক্রান্ত বলি স্বসদৃশ ঐশ্বর্য্য, বল ও শ্রীসম্পন্ন যূথসমন্বিত দৈত্যযূথপগণে পরিবৃত হইয়া মহতী আসুরী সেনা-সমভিব্যাহারে সুসমৃদ্ধা ইন্দ্রপুরীর অভিমুখে অভিযান করিলেন; দৈত্যসেনা-পতিগণ যেন আকাশকে পান করিতে করিতে ও নেত্রদ্বারা দিক্‌সকলকে দগ্ধ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন; বলির গমনে যেন স্বর্গ ও মর্ত্ত কম্পিত হইতে লাগিল।

অমরাবতী ফলপ্রধান উপবনে ও পুষ্পপ্রধান উদ্যানে রমণীয়া; তথায় মনোহর নন্দনকাননাদির কি অপূর্ব্ব শোভা! বিহঙ্গমিথুনসকল কূজন ও মত্ত মধুকরগণ গুঞ্জন করিতেছে; সুরতরুগণের শাখাসকল প্রবাল, ফল ও পুষ্পের গুরুভারে অবনত। তথায় সরোবরসমূহ হংস, সারস, চক্রবাক ও কারণ্ডবকুলে সমাকুল, সরসেবিতা প্রমদাগণ ঐ সকল সরোবরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সুরপরীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া দেবী আকাশগঙ্গা পরিখার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; ঐ পুরী উন্নত অগ্নিবর্ণ প্রাকারে পরিবেষ্টিতা, প্রাকারের উপরিভাগে উন্নত যুদ্ধস্থান-সকল শোভা পাইতেছে। বিশ্বকর্ম্মা অমরাবতী নির্ম্মাণ করিয়াছেন উহার দ্বারসমূহে সুবর্ণাবৃত কবাট, পুর-দ্বারসমূহ স্ফটিকময় ও রাজমার্গসকল বিভক্ত; সভা, অঙ্গন, উপমার্গ ও অসংখ্য বিমানসমূহ ঐ পুরীর শোভা বিধান করিতেছে এবং চতুষ্পথসমূহে বজ্র-বিদ্রুমময় বেদিসকল বিরাজ করিতেছে। ইন্দ্রপুরে নিত্যযৌবন ও ও নিত্যসৌকুমার্য্যযুক্তা নির্ম্মলবসনা অলঙ্কারভূষিতা শ্যামা রমণীগণ প্রভাসমন্বিত বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এই পুরীতে সুরস্ত্রীগণের

কেশভ্রষ্ট নব নীলোৎপলমালার সৌরভ গ্রহণ করিয়া মারুত মার্গে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং সুরললনাগণ হেমগবাক্ষনির্গত অগুরুগন্ধামোদিত শুভ্রধূমদ্বারা সমাচ্ছন্ন মার্গে ভ্রমণ করিয়া থাকে। মুক্তাময় চন্দ্রাতপ, মণিময় ও হেমময় ধ্বজসমূহ, নানাবিধ পতাকা ও বলভী অর্থাৎ বিমানসমূহের পুরোভাগদ্বারা ইন্দ্রপুরী সমাবৃতা; শিখণ্ডী, পারাবত ও ভৃঙ্গসকলের নিনাদে ও সুরস্ত্রীগণের মধুর মঙ্গলগীতে উহা মুখরিত হইয়া থাকে। অমরাবতী মৃদঙ্গ, শঙ্খ, আনক ও দুন্দুভিরবে, তানসমন্বিত বীণা, মুরজ ও মধুর বংশীধ্বনিতে এবং নৃত্য ও বাদ্যসমন্বিত গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীতে মনোরমা; উহার প্রভায় সাক্ষাৎ দীপ্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রভাও পরাজিত হইয়া থাকে। যাহারা অধার্ম্মিক, খল, ভূতদ্রোহী, বঞ্চক, অহঙ্কারী, কামী ও লোভী, তাহারা এই পুরীতে গমন করিতে পারে না এবং যাঁহারা এই সকল দোষ হইতে বিমুক্ত, তাঁহারাই ঐ ধামে গমণের অধিকারী।

দৈত্যসেনাপতি বলি স্বীয় সেনাদ্বারা এই সুরপুরীর বহির্ভাগে চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিয়া আচার্য্যদত্ত মহাস্বন শঙ্খ বাদন করিলেন, তাহাতে অমরাঙ্গনাগণের চিত্তে ভীতির সঞ্চার হইল। ইন্দ্র বলির এই পরম যুদ্ধোদ্যম অবগত হইয়া সর্ব্বদেবগণের সহিত গুরু বৃহস্পতিকে কহিলেন,—ভগবন্! আমাদিগের পূর্ব্ব বৈরী বলির এই মহান্ উদ্যম দেখিতেছি, ইহার তেজঃ অসহ্য বোধ হইতেছে; ইহার এইরূপ তেজস্বী হইবার কারণ কি? কেহ কোন উপায়ে যে ইহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ বোধ হইতেছে না। এই অসুর যেন মুখদ্বারা জগৎকে পান করিতে করিতে, দশ দিক্ লেহন করিতে করিতে ও নেত্রদ্বারা দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতে করিতে প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়াছে। মদীয় এই রিপু যে ঈদৃশ দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে, তাহার কারণ কি এবং যাহা অবলম্বন করিয়া এই যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছে, সেই ইন্দ্রিয়, মন ও দেহের সামর্থ্য কোথা হইতে প্রাপ্ত হইল?

গুরু কহিলেন,—হে মঘবন্! শত্রুর এই উন্নতির কারণ আমি অবগত আছি, শুক্রপ্রভৃতি ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহাদিগের শিষ্য বলিকে এই তেজঃ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীহরিব্যতীত বা আপনার ন্যায় অন্য কেহ এই তেজস্বী বলিকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। যেমন মনুষ্য কৃতান্তের সমীপে অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ কেহই ইহার সম্মুখীন হইতে পারিবে না; এই অসুর ব্রহ্মতেজে সংবর্দ্ধিত হইয়াছে, কেহই ইহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না; অতএব তোমরা সকলে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কর; যতদিন না শত্রুর পরাজয় ঘটে, ততদিন কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাক। বলি সম্প্রতি অতীব তেজস্বী হইয়াছে, বিপ্রের বলে ইহার উত্তরোত্তর সুফল হইতে থাকিবে; কিন্তু যখনই ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবে, তখন সপরিকর বিনষ্ট হইবে। বিচার-নিপুণ গুরু এইরূপে কর্ত্তব্যবিষয়ে সুমন্ত্রণা প্রদান করিলে দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ রূপ ধারণপূর্ব্বক আত্মগোপণ করিলেন। দেবগণ প্রচ্ছন্ন হইলে বিরোচনপুত্র বলি ইন্দ্রপুরী অধিকার করিয়া ত্রিভুবন স্বীয় বশে আনয়ন করিলেন। শিষ্যবৎসল শুক্রাদি ব্রাহ্মণগণ অনুগত বিশ্বজয়ী শিষ্যদ্বারা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন। অনন্তর যজ্ঞের প্রভাবে অসুরপতি ত্রিভুবনে সর্ব্বত্র বিস্তৃতা কীর্ত্তিলাভ করিয়া নক্ষত্রপতির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহামনাঃ বলি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে লব্ধা সুসমৃদ্ধা রাজ্যশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—এইরূপে দেবগণ অদৃশ্য হইলে এবং দৈত্যগণ স্বর্গ অধিকার করিয়া লইলে দেবমাতা অদিতি অনাথার ন্যায় অতীব পরিতাপ করিতে লাগিলেন। একদা ভগবান্ কশ্যপ দীর্ঘ সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার নিরুৎসব ও নিরানন্দ ভবনে উপস্থিত হইলেন; হে মহারাজ! কশ্যপ যথোচিত পূজাগ্রহণপূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিয়া পত্নীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! এক্ষণে জগতে বিপ্রগণের ধর্ম্মের অথবা মৃত্যুবশবর্ত্তী জনগণের কি কোন অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে? হে গৃহিণি! গৃহাস্থাশ্রমে যাঁহারা যোগী নহেন, তাঁহারাও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ-সাধনদ্বারা যোগফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই ত্রিবর্গের কোন অকুশল হয় নাই ত? অথবা যখন তুমি গৃহকার্য্যে আসক্ত ছিলে, সেই সময় কোন অতিথি আসিয়া তোমার প্রত্যুত্থানাদি পূজা প্রাপ্ত না হইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া যান নাই ত? যে গৃহে অতিথি সমাগত হইয়া কিঞ্চিৎ জলও না পাইয়া বিমুখ হইয়া যায়, সেই গৃহের স্বামী শৃগালরাজের তুল্য, তাহার গৃহের সহিত শৃগালবিবরের কোন পার্থক্য নাই। হে সতি! আমি বিদেশস্থ হইলে তুমি উদ্বিগ্না হইয়া কি কোন দিন যথাসময়ে হবির্দ্বারা অগ্নিসকলে হোম কর নাই? গৃহস্থেরা এই অগ্নিতে হোমের ফলে, যথায় কামনার পূরণ হইয়া থাকে, সেই সকল লোকে গমন করিয়া থাকে। যে বিষ্ণু সর্ব্ব দেবতাগণের আত্মা, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি তাঁহারই মুখস্বরূপ। হে মনস্বিনি! তোমার পুত্রেরা সকলে কুশলে আছে ত? তোমার মুখমালিন্যপ্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তোমার চিত্ত প্রকৃতিস্থ নহে।

অদিতি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! দ্বিজ, গো, ধর্ম্ম ও এই লোকের মঙ্গল জানিবেন; হে গৃহস্বামিন্! এই গৃহে ত্রিবর্গও যথাযথ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কোন হানি হয় নাই। হে ব্রহ্মণ! আমি যে নিরন্তর আপনার ধ্যান করি, তাহা হইতেই অগ্নি, অতিথি, ভৃত্য ও অন্যান্য যে সকল অন্নার্থী ভিক্ষু, তাঁহাদিগের সকলেরই তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে, কেহই পরিত্যক্ত হন না। হে ভগবন্! প্রজাপতি আপনি যখন আমাকে এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন, তখন আমার হৃদয়ের কোন কামনা অপূর্ণ থাকিতে পারে? হে মরীচিনন্দন! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রজাগণের মধ্যে কতকগুলি আপনার মনঃ হইতে ও অবশিষ্ট আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হে প্রভো! যেমন ভগবান্ জগতে সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়াও ভক্তকে আনুকূল্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ সুর ও অসুর উভয়ের প্রতি আপনি সমদর্শী হইলেও আপনার ভক্ত সুরগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে ঈশ! আমি আপনার ভজনা করিয়া থাকি; হে সুব্রত! যাহাতে আমার শ্রেয়ঃ হয়, তাহা চিন্তা করুন। হে প্রভো! শত্রুগণ আমাদিগের রাজ্যলক্ষ্মী ও নিবাসস্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, অতএব আমাদিগের রক্ষা বিধান করুন। প্রবল শত্রু আমার ঐশ্বর্য, শ্রী, যশঃ ও স্থান অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে আমি শত্রুকর্ত্তৃক বিবাসিতা হইয়া বিপৎসাগরে নিমগ্না হইয়াছি। হে সাধো! যাহাতে আমার পুত্রগণ তাহাদিগের ঐশ্বর্য্যাদি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয়, আপনি চিন্তা করিয়া তাদৃশ কল্যাণ বিধান করুন; আপনার ন্যায় তাহাদিগের কল্যাণকারী আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অদিতি এইরূপ প্রার্থনা

করিলে প্রজাপতি কশ্যপ যেন বিস্ময়সহকারে তাঁহাকে কহিলেন,—বিষ্ণুর মায়াবল কি আশ্চর্য্যজনক! এই জগৎ স্নেহে আবদ্ধ রহিয়াছে; পঞ্চভূতে নির্ম্মিত জড় এই দেহই বা কোথায়, প্রকৃতির অতীত আত্মাই বা কোথায়, এতদুভয়ের মহৎ পার্থক্য, সন্দেহ নাই। কে কাহার পতিপুত্রাদি? একমাত্র মোহই এই সকলের কারণ। যিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বাস করিতেছেন, তুমি সেই পরমপুরুষ জনার্দ্দন জগদ্‌গুরু ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা কর। শ্রীহরি দীনবৎসল, তিনি তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন; আমি মনে করি, অন্য দেবতার সেবা কদাচিৎ ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু ভগবৎসেবা কদাপি ব্যর্থ হয় না।

অদিতি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি কি প্রকারে সেই জগদ্‌গুরুর আরাধনা করিব, যাহাতে সেই সত্যসংকল্প প্রভু আমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন? হে দ্বিজবর! আমি পুত্রগণের সহিত ক্লেশ পাইতেছি; যাহাতে শ্রীহরি শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তাদৃশ তদীয় আরাধনা বিধি উপদেশ করিতে আজ্ঞা হয়।

কশ্যপ কহিলেন,—আমি অপত্য কামনা করিয়া ভগবান্ পদ্মযোনিকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি কেশবতোষণ ব্রত যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ দিবস দুগ্ধপায়ী হইয়া পরমভক্তি-সহকারে অরবিন্দাক্ষ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। যদি বরাহকর্ত্তৃক উৎখাত মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তৎপূর্ব্ব দিবস অমাবস্যা তিথিতে ঐ মৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করিয়া নদীপ্রবাহে অবস্থানপূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা, হে দেবি! তোমাকে প্রাণিগণের বাসস্থান-নিমিত্ত আদিবরাহ রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; আমার পাপ বিনাশ কর, তোমাকে নমস্কার করি। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিয়া সমাহিত হইয়া এই সকল মন্ত্রে প্রতিমা, ভূমি, সূর্য্য, জল, বহ্নি অথবা গুরুদেবে ভগবানের অর্চ্চনা করিবে,—সর্ব্বভূতের নিবাস, সর্ব্বসাক্ষী মহীয়ান্ পুরুষ ভগবান্ বাসুদেব তোমাকে নমস্কার; অব্যক্ত, সূক্ষ্ম, প্রকৃতিপুরুষ, চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অভিজ্ঞ, সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তককে নমস্কার। তুমি যজ্ঞস্বরূপ; প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় নামে যাগদ্বয় তোমার দুই মস্তক, ত্রিসবন তোমার তিনটী পদ, চারি বেদ তোমার চারি শৃঙ্গ, সপ্ত ছন্দঃ তোমার সপ্ত হস্ত, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্প এই তিন বিদ্যায় তোমার আত্মা নিবদ্ধ আছে, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি শিব, রুদ্র, শক্তিধর, সর্ব্ববিদ্যার অধিপতি ও ভূতগণের পতি, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা, জগদাত্মা, যোগ ও ঐশ্বর্য্য তোমার শরীর, তুমি যোগের প্রবর্ত্তক, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আদিদেব, সাক্ষিভূত, নারায়ণ ঋষি, তুমি শ্রীহরি তোমাকে নমস্কার করি। তোমার অঙ্গ মরকতশ্যাম, বসন পীতবর্ণ, তুমি শ্রীকে লাভ করিয়াছ, তুমি কেশব তোমাকে নমস্কার করি। হে বরণ্যে! হে বরদর্ষভ! তুমি জীবের সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক; এই হেতু ধীর ব্যক্তিগণ শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত তোমার পাদ-রেণুর উপাসনা করিয়া থাকে। যাঁহার পাদপদ্ম-যুগলের সৌরভ স্পৃহা করিয়াই যেন দেবগণ ও লক্ষ্মীদেবী অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

এই সকল মন্ত্রদ্বারা হৃষীকেশকে আবাহনাদিপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে পাদ্য ও আচমনীয়াদি প্রদানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর গন্ধমাল্যাদি-দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া প্রভুকে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইবে; পরে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ ও ধূপাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে এবং

সামর্থ্য থাকিলে পায়সান্ন এবং সঘৃত সগুড় শাল্যন্ন নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া মূলমন্ত্রে হোম করিবে। অনন্তর নিবেদিত দ্রব্য ভগবদ্ভক্তকে প্রদান করিবে অথবা স্বয়ং ভোজন করিবে। পরে আচমনীয়দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাম্বুল নিবেদন করিবে এবং মূলমন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য স্তবদ্বারা প্রভুর স্তুতি করিবে। অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া সানন্দে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে, পরে দেবতার নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া দেবতা বিসর্জ্জন দিবে। অতঃপর অন্ততঃ দুই বিপ্রকে পায়সদ্বারা যথাবিধি ভোজন করাইবে এবং তাঁহারা পূজিত হইয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিলে বন্ধুগণের সহিত শেষ নৈবেদ্য ভোজন করিবে।

সেই রাত্রিতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে; রাত্রি প্রভাত হইলে স্নাত ও সুসমাহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধি-অনুসারে হৃষীকেশকে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইয়া অর্চ্চনা করিবে। ব্রতের সমাপ্তিপর্য্যন্ত বিষ্ণুর অর্চ্চনায় নিষ্ঠাবান্ হইয়া কেবলমাত্র দুগ্ধপানে জীবন ধারণ করিয়া এই ব্রতের আচরণ করিবে; পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে হোম করিবে ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে; এইরূপে দ্বাদশ দিন অহরহঃ এই পয়োব্রত অনুষ্ঠান করিবে। ইহা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশীপর্য্যন্ত প্রতিদিন হোম, পূজাদি শ্রীহরির আরাধনা, ব্রাহ্মণভোজন, ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিশয়ন ও তিনবার স্নান করিবে এবং সর্ব্বভূতে অহিংস্র ও বাসুদেবপরায়ণ হইয়া অসদালাপ ও উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভোগ বর্জ্জন করিবে। অনন্তর ত্রয়োদশী তিথিতে পঞ্চামৃতদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্নান সমাপন করিয়া যথাশাস্ত্র বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-গণের সাহায্যে প্রভুর মহতী পূজা অনুষ্ঠান করিবে এবং যথাসাধ্য ধনব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। দুগ্ধে চরুপাক করিয়া সুসমাহিত হইয়া সূক্ত অর্থাৎ বৈদিকমন্ত্রদ্বারা শিপিবিষ্ট অর্থাৎ যিনি তেজঃ প্রকাশ করিয়া সমস্ত পদার্থে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুর যজনা করিবে। ভগবানের তুষ্টির উদ্দেশে মাধুর্য্যাদি নানা গুণবিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রদান করিবে এবং জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য ও যাজ্ঞিকগণের বস্ত্র, আভরণ ও ধেনুগণদ্বারা সন্তোষ সম্পাদন করিবে; ইহাই শ্রীহরির আরাধনা জানিবে। হে দেবি! সেই আচার্য্যদিগকে ও অন্যান্য সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি পবিত্র ও রসনার তৃপ্তিকর অন্ন ভোজন করাইবে। আচার্য্য ও যাজ্ঞিকগণকে যথাযোগ্য দক্ষিণাদান করা বিধেয়। চণ্ডালদিগকেও অশ্রদ্ধা করিবে না; যাহারা উপস্থিত থাকিবে, সকলকেই অন্নাদি দ্বারা প্রীত করিবে। যাহারা দীন, অন্ধ ও শোচনীয়দশা-পন্ন, তাহারা ভোজন করিলে পর জ্ঞানবান্ ব্রতী বন্ধু-গণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে; দীনদুঃখীকে ভোজন করাইলেই বিষ্ণু প্রীত হইয়া থাকেন। এইরূপে নৃত্য, গীত, বাদ্য স্তুতি ও হরিকথাসহকারে স্বস্তি বাচক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রত্যহ ভগবানের পূজা করিবে।

হে ভাগ্যবতি! ভগবানের এই পরম আরাধনা পয়োব্রত নামে প্রসিদ্ধ। পিতামহ ইহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমাকে ইহা বলিলাম। তুমিও শুদ্ধ-চিত্তে এই ব্রতের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া অব্যয় ভজনীয় কেশবের ভজনা কর। হে ভদ্রে! এই যজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞ নামে এবং এই ব্রত সর্ব্বব্রত নামে অভিহিত হইয়া থাকে; এই যজ্ঞ করিলে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং এই ব্রত অনুষ্ঠান করিলে সকল ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা তপস্যার সার এবং এই দানে ঈশ্বর তৃপ্ত হইয়া থাকেন। সেই সকল যম, নিয়ম, তপস্যা, দান, ব্রত ও যজ্ঞ প্রকৃত ও সর্ব্বোত্তম, যদ্দ্বারা অধোক্ষজ

সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব, হে দেবি! প্রযতা হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই ব্রত আচরণ কর, ভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া শীঘ্র তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! স্বীয় ভর্ত্তা কশ্যপ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে অদিতি সংযত হইয়া এই দ্বাদশাহ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি বুদ্ধির সহায়ে প্রগ্রহস্বরূপ অর্থাৎ রশ্মিস্বরূপ মনোদ্বারা দুষ্ট অশ্বস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া একাগ্র বুদ্ধিদ্বারা মহাপুরুষ ঈশ্বরের ধ্যানে প্রবৃত্তা হইলেন; অনন্তর তাদৃশী বুদ্ধিদ্বারা মনকে অখিলাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে সমাহিত করিয়া পয়োব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। হে মহারাজ! পীতাম্বর চতুর্ব্বাহু শঙ্খচক্রগদাধর আদিপুরুষ ভগবান্ তাঁহার নিকট প্রাদুর্ভূত হইলেন। অদিতি তাঁহাকে সহসা নেত্রগোচর করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রীতিবিহ্বলা হইয়া আদরসহকারে ভূমিতলে দণ্ডবৎ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। অনন্তর তিনি গাত্রোত্থান করিয়া কেবল মৌনভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন, স্তব করিতে পারিলেন না, কারণ, তাঁহার লোচনদ্বয় আনন্দজলে আকুল ও অঙ্গ পুলকাবৃত হইল; শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া গাঢ় আনন্দে তাঁহার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। হে কুরুবর! দেবী অদিতি শ্রীহরিকে এরূপ নিবিষ্টচিত্তে দর্শন করিতে লাগিলেন, যেন লোচনদ্বারা সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা যজ্ঞসার জগৎপতিকে পান করিতেছেন; অনন্তর প্রেমগদ্‌গদস্বরে ধীরে ধীরে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

অদিতি কহিলেন,—হে যজ্ঞেশ! আপনি যজ্ঞফল প্রদান করিয়া থাকেন; হে অচ্যুত! আপনি পবিত্রকীর্ত্তি; আপনার নাম শ্রবণমঙ্গল; আপনি শরণাগত জনগণের ক্লেশহরণের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া থাকেন; হে ভগবন্! আপনি দীনজনের আশ্রয়, অদ্য আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন। আপনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় মায়াগুণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তথাপি আপনি নির্ব্বিকারস্বরূপ, কারণ, আপনি নিত্য উজ্জ্বল পূর্ণ জ্ঞানদ্বারা আত্মার বিমোহন মায়ান্ধকারকে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছেন; আপনি শ্রীহরি বিশ্বরূপ ও মহান্, আপনাকে নমস্কার করি।

হে অনন্ত! আপনি প্রসন্ন হইলে আপনা হইতে যখন জীব সুদীর্ঘ আয়ুঃ, অভীষ্ট দেহ, অনুপম ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, অণিমাদি যোগশক্তিসমূহ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, তখন শত্রুজয়রূপ সম্পদ লাভ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে ভরতকুলতিলক মহারাজ! অদিতি এইরূপ স্তব করিলে পর সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ কহিলেন,—হে দেবমাতঃ! শত্রুগণ তোমার পুত্রগণের সম্পদ্ হরণ করিয়া লইয়া তাহাদিগকে স্বীয় ধাম হইতে বিচ্যুত করিয়াছে; সেই পুত্রগণের মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার যে চিরপোষিত অভিলাষ আছে, তাহা আমি বিদিত আছি। পুত্রগণ দুর্ম্মদ অসুরপতিদিগকে সমরে পরাজয় করিয়া জয় ও স্বর্গরাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলে তুমি তাঁহাদিগের সহিত একত্র বাস করিবে, এই তোমার অভিলাষ। তোমার

জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্র অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধে শত্রু-দিগকে বধ করিলে তাহাদিগের বনিতাগণ স্ব স্ব মৃত-পতির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দুঃখে হাহাকার করিবে, ইহাই দর্শন করিতে তোমার অভিলাষ। তোমার আত্মজগণ যশঃ ও স্বর্গশ্রী পুনরধিকার করিয়া সুসমৃদ্ধ হইয়া স্বর্গপুরে ক্রীড়া করিবে, ইহাও তুমি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ; কিন্তু হে দেবি! আমার মনে হয়, এক্ষণে অসুরযূথপতিগণকে জয় করা সুসাধ্য নহে; কারণ, অনুকূল দৈব ও বিপ্রগণ তাহাদিগের রক্ষা বিধান করিতেছেন, সুতরাং এক্ষণে বিক্রম প্রকাশ করিলে কোন সুফল হইবার সম্ভাবনা নাই। হে দেবি! তথাপি আমাকে কোন প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতে হইবে; কারণ, ব্রতচর্য্যদ্বারা তুমি আমার সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছ; আমার অর্চ্চনা কখনও বিফল হয় না, উহা অবশ্যই শ্রদ্ধানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। পুত্রগণের রক্ষা কামনা করিয়া তুমি পয়োব্রতদ্বারা আমার অর্চ্চনা ও বহু স্তব-স্তুতি করিয়াছ; অতএব আমি কশ্যপের তপস্যায় অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় অংশে তোমার পুত্রত্ব স্বীকারপূর্ব্বক দেবগণের রক্ষা বিধান করিব। হে ভদ্রে! পতির মধ্যে আমি এইরূপে অবস্থান করিতেছি, ইহা ভাবনা করিয়া পতি শুদ্ধচেতা প্রজাপতি কশ্যপের ভজনা কর। হে দেবি! এই দেবগুহ্য বিষয় কোন প্রকারে অন্যের নিকট প্রকাশযোগ্য নহে; দেবগুহ্য বিষয়সমূহ উত্তমরূপে গোপন রাখিতে পারিলে তাহাতে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীহরি যে কোন নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা সামান্য ভাগ্যে হয় না, ভগবান্ তাঁহার গর্ভে ঈদৃশ জন্ম পরিগ্রহ করিবেন, ইহা অবগত হইয়া অদিতি আপনাকে কৃতার্থা মনে করিলেন এবং পরমভক্তি-সহকারে পতির ভজনা করিতে লাগিলেন। অব্যর্থজ্ঞান কশ্যপ সমাধি-যোগে জানিতে পারিলেন, শ্রীহরি অংশতঃ তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। হে রাজন্! তিনি সমাহিতমনাঃ হইয়া তপস্যাদ্বারা চিরসঞ্চিত বীর্য্য অদিতিতে আধান করিলেন; যেমন বায়ু সর্ব্বত্র সমান হইলেও সংঘর্ষদ্বারা দারুমধ্যে বনদাহক অগ্নিকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ তিনিও সকল পুত্রের প্রতি সম হইয়াও দৈত্যপক্ষের ক্ষয়কারী বীর্য্য আধান করিলেন। সনাতন ভগবান্ অদিতির গর্ভে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মা গুহ্য নামসমূহদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে উরুগায় ভগবন্! আপনি জয়যুক্ত হউন; হে উরুক্রম! আপনাকে নমস্কার; হে ব্রহ্মণ্যদেব ত্রিযুগ! আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে বিধাতঃ! আপনি পূর্ব্বে পৃশ্নির গর্ভে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া লোকে আপনাকে পৃশ্নিগর্ভ বলে এবং আপনি বেদ সকলের মধ্যে প্রকাশিত আছেন বলিয়া বেদগর্ভ নামে খ্যাত হইয়াছেন; এই ত্রিলোক আপনার নাভিমধ্যে অবস্থান করিতেছে, আপনি ত্রিলোকের উপরিভাগে অবস্থিত; আপনি অন্তর্যামি-রূপে জীবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও সর্ব্বব্যাপক, আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করি। হে ঈশ! আপনি এই ভুবনের আদি, মধ্য ও অন্ত; জ্ঞানিগণ আপনাকে অনন্তশক্তি পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন; যেমন গভীর জলপ্রবাহ অন্তঃপতিত তৃণাদিকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ কালরূপী আপনি এই বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। আপনি স্থাবর-জঙ্গম প্রজাগণের ও প্রজাপতিগণের উৎপাদন-কর্ত্তা; হে দেব! যেমন নৌকা কোন ব্যক্তির জলমগ্ন হইবার কালে আশ্রয় হয়, সেইরূপ আপনিও

স্বর্গচ্যুত দেবগণের পরমাশ্রয়। যদিও আপনার জন্মাদি সম্ভবপর নহে, তথাপি দেবকার্য্যসাধনের নিমিত্ত আপনার এই অবতার; অতএব দেবগণকে পুনর্ব্বার স্বর্গে স্থাপন করুন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ব্রহ্মা এইরূপে ভগবানের কর্ম্ম ও প্রভাবের স্তুতি করিলে জন্মমৃত্যুরহিত শ্রীহরি অদিতি হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন; তিনি চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, পীতাম্বর, পদ্মায়তনেত্র ও বিশুদ্ধ শ্যামবর্ণ। তদীয় শ্রীবদনাম্বুজ মকরকুণ্ডলের কান্তি-চ্ছটায় উল্লসিত; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস, তদীয় বলয়, অঙ্গদ, কিরীট, চন্দ্রহার ও সুচারু নূপুরদ্বয় উদ্ভাসিত। শ্রীহরি মনোহারিণী বনমালায় বিরাজিত, ঐ বনমালা মধুব্রতগণের গুঞ্জনে মুখরিতা। ভগবানের কণ্ঠে কৌস্তুভ, তিনি স্বীয় অঙ্গচ্ছটায় প্রজাপতি কশ্যপের গৃহান্ধকার বিনাশ করিয়া আবির্ভূত হইলেন। তখন দিক্ ও জলাশয় সকল প্রসন্ন হইল, প্রজাগণ প্রহৃষ্ট হইল ও ঋতুসকল স্ব স্ব গুণ প্রকাশ করিল; স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ক্ষিতি, দেবগণ, গো-সকল ব্রাহ্মণসমূহ ও পর্ব্বতসকল সংহৃষ্ট হইল। ভগবান্ ভাদ্রের শুক্ল-দ্বাদশীতে অভিজিন্নক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইলেন; সেই কালে চন্দ্র শ্রবণনক্ষত্রে মিলিত ছিলেন; অশ্বিনী নক্ষত্র, গুরুশুক্রাদি গ্রহের সহিত সূর্য্য তদীয় জন্ম কালে শুভাবহ হইলেন। শ্রীহরি উক্ত দ্বাদশীতে দিবাভাগে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন মধ্যাহ্নসূর্য্য আকাশে বিরাজ করিতেছিলেন; ঐ দ্বাদশী বিজয়া নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ভগবানের জন্মকালে শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব, আনক এবং অন্যান্য বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র সকলের তুমুল ধ্বনি উত্থিত হইল; সুরাঙ্গনাগণ প্রীত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠসকল গীত গাহিতে লাগিল, মুনিগণ স্তুতি করিলেন এবং দেবগণ, মনুগণ, পিতৃগণ, অগ্নিসমূহ, সিদ্ধ বিদ্যাধর, কিংপুরুষ, কিন্নর, চারণ, যক্ষ, রক্ষঃ, সুপর্ণ, ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ ও বিবুধানুচরগণ সঙ্গীত, স্তুতি ও নৃত্য করিতে করিতে কুসুমসমূহদ্বারা অদিতির আশ্রমকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। পরমপুরুষ স্বীয় যোগমায়াদ্বারা দেহধারণপূর্ব্বক নিজ পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন দেখিয়া অদিতি বিস্ময় ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন, প্রজাপতি কশ্যপও বিস্মিত হইয়া জয়শব্দ উচ্চারণ করিলেন। শ্রীহরি স্বয়ং অব্যক্ত চিদ্রূপ হইয়াও দীপ্তি, অলঙ্কার ও আয়ুধসমূহদ্বারা যে রূপ প্রকটিত করিলেন, তাহাকেই পিতা-মাতার সমক্ষে বামন বটুরূপে প্রকাশ করিলেন, কারণ, নটের ন্যায় তাঁহার কার্য্য অদ্ভুত। মহর্ষিগণ বটু বামনকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং প্রজাপতি কশ্যপকে দিয়া জাতকর্ম্মসমূহ সম্পাদন করাইলেন। শ্রীহরি উপনীত হইলে সবিতা তাঁহাকে সাবিত্রী উপদেশ করিলেন, বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত, কশ্যপ মেখলা, ভূমি কৃষ্ণাজিন, বনসমূহের পতি সোম দণ্ড, মাতা কৌপীনাচ্ছাদন, ব্রহ্মা কমণ্ডলু ও সপ্তর্ষিগণ কুশ জগৎপতিকে অর্পণ করিলেন। হে মহারাজ! সরস্বতী দেবী অব্যয়াত্মা ভগবান্‌কে অক্ষমালা প্রদান করিলেন; এইরূপে উপনীত হইলে তাঁহাকে যক্ষরাজ ভিক্ষাপাত্র এবং সাক্ষাৎ সতী ভগবতী অম্বিকা ভিক্ষা প্রদান করিলেন। সেই

বটুশ্রেষ্ঠ এইরূপে সম্ভাবিত হইয়া স্বীয় ব্রহ্মতেজো দ্বারা ব্রহ্মর্ষিগণের সেই সভা অতিক্রম করিয়া দেদীপ্যমান হইলেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞস্থলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া বহ্নিস্থাপন ও বহ্নিসংস্কার করিলেন, পরে অর্চ্চনা করিয়া যজ্ঞীয় কাষ্ঠদ্বারা হোম করিলেন। অনন্তর বামনদেব শুনিতে পাইলেন, শুক্রপ্রভৃতি ঋষিগণ বলিদ্বারা বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইতেছেন; মহারাজ বলি অতি তেজস্বী হইয়া উঠিলেন; তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া বলির নিকট গমন করিলেন; ভগবান্ অখিল বলের আধার, তাঁহার গমনকালে তদীয় ভারে পদে পদে পৃথিবী সন্নমিত হইতে লাগিল।

হে রাজন্! নর্ম্মদার উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছনামক স্থানে ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ উৎকৃষ্ট যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহারা সমক্ষে বামনদেবকে সমুদিত রবির ন্যায় দর্শন করিলেন। যাজ্ঞিকগণ, যজমান বলি ও সদস্যগণ বামনদেবের তেজে ক্ষীণপ্রভ হইয়া পরস্পর বিতর্ক করিয়া বলিলেন-যজ্ঞদর্শন করিবার নিমিত্ত সূর্য্য, বিভাবসু অথবা সনৎকুমার কি আগমন করিলেন? যখন সশিষ্য ঋষিগণ এইরূপ বহুপ্রকার বিতর্ক করিতেছেন, তখন ভগবান্ বামন দণ্ড, ছত্র ও সজল কমণ্ডলু ধারণ করিয়া অশ্বমেধমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কটিদেশ মুঞ্জনির্ম্মিতা মেখলায় আবদ্ধ ছিল ও উপবীতের ন্যায় অজিন উত্তরীয়রূপে শোভা পাইতেছিল; অগ্নিসমূহের সহিত সশিষ্য ঋষিগণ জটিল দ্বিজরূপী মায়াবামন শ্রীহরিকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া উত্থিত হইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন, তদীয় তেজে তাঁহাদিগের তেজঃ অভিভূত হইল! যজমান বলি রূপের অনুরূপ অবয়বসমন্বিত দর্শনীয় মনোরম বামনমূর্ত্তি দেখিয়া অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর বলি স্বাগতপ্রশ্ন ও বন্দনা করিয়া ভগবানের চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন এবং যে চরণ আত্মারামগণের মনোরম, তাহার অর্চ্চনা করিলেন। দেবদেব চন্দ্রমৌলি মহাদেবও যাঁহার গঙ্গারূপিণী পাদোদককে পরম ভক্তিসহকারে স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, ধর্ম্মজ্ঞ বলি সুমঙ্গল কুলকল্মষহারী সেই পাদোদক স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন।

বলি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! স্বাগত, আপনাকে প্রণাম করি, আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে, আদেশ করুন; হে আর্য্য! আপনাকে ব্রহ্মর্ষিগণের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিধারী তপঃ বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি যে অদ্য মদীয় গৃহে পদার্পণ করিলেন, তাহাতে আমার পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়াছেন, মদীয় কুল পবিত্র হইয়াছে এবং অদ্য আমার এই যজ্ঞ যথার্থ অনুষ্ঠিত হইল। হে দ্বিজতনয়! আপনার পাদপ্রক্ষালন-বারিদ্বারা আমার পাপসকল বিনষ্ট হইয়াছে; অদ্য আমার অগ্নিসকল যথাবিধি হুত হইল; আহা! আপনার চরণোদক ও পদচিহ্নদ্বারা অদ্য এই পৃথিবীও পবিত্র হইল। হে ব্রাহ্মণবটো! আপনাকে অর্থী বলিয়া বোধ হইতেছে; আপনি যাহা বাঞ্ছা করেন, আমার নিকট প্রার্থনা করুন। হে পূজ্যতম! ধেনু, কাঞ্চন ভোগোপকরণযুক্ত গৃহ, মনোহর অন্ন, কন্যা, সুসমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, গজ, অথবা রথ, যাহা কিছু বাঞ্ছা করেন, আমার নিকট গ্রহণ করুন।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ভগবান্ বিরোচনপুত্রের এই ধর্ম্মযুক্ত ও সত্যপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! আপনার এই বাক্য সত্যপ্রিয়, কুলোচিত, ধর্ম্মযুক্ত ও যশস্কর; কারণ, আপনি ঐহিক ব্যবহারে শুক্রাদি ঋষিগণের ও পারলৌকিক ধর্ম্মে পিতামহ কুলবৃদ্ধ প্রশান্ত প্রহ্লাদের অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই কুলে কখনও কোন অসার কৃপণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি প্রতিশ্রুত হইয়া দিব না বলিয়া যাচককে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, অথবা যিনি দানকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারেন। হে রাজন্! তীর্থে অথবা যুদ্ধে অর্থিকর্ত্তৃক যাচিত হইয়া দান করিতে পরাঙ্মুখ হয় অথবা ধৈর্য্যগুণে ভূষিত নহে, ঈদৃশ কেহ এই বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই; এই বংশ সামান্য নহে; যেমন আকাশে চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ আপনার এই বংশে প্রহ্লাদ অমল যশোদ্বারা শোভা পাইতেছেন। এই বংশে হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া দিগ্বিজয় করিবার নিমিত্ত গদাহস্তে একাকী পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াও প্রতি-যোদ্ধা প্রাপ্ত হন নাই। ধরণীর উদ্ধারকালে বিষ্ণু তাঁহাকে আগত দেখিয়া বহুক্লেশে তাঁহাকে পরা-জিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তদীয় অসাধারণ বীর্য্য স্মরণ করিয়া আপনাকে জয়ী বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার বধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃহন্তাকে বধ করিবার নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর নিলয়ে গমন করিয়াছিলেন; কৃতান্তের ন্যায় শূলহস্তে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মায়াবিগণের শ্রেষ্ঠ কালজ্ঞ বিষ্ণু চিন্তা করিলেন, আমি যে যে স্থানে গমন করিব, প্রাণিগণের মৃত্যুর ন্যায় এই অসুররাজ সেই সেই স্থানে গমন করিবে, অতএব আমি ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করি, ইহার দৃষ্টি বহির্ভাগে আবদ্ধ থাকায় লক্ষ্য করিতে পারিবে না। বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিয়া অভিমুখে ধাবমান সেই রিপুর শ্বাসবায়ুতে স্বীয় সূক্ষ্ম দেহ অন্তর্হিত করিয়া তদীয় নাসারন্ধ্রদ্বারা শরীরে প্রবেশ করিলেন তৎকালে তাঁহার চিত্ত কম্পিত হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর স্থান শূন্য দেখিলেন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না; অনন্তর কুপিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; পরে মহাবীর পৃথিবী, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, দিক্, সমুদ্র ও রসাতলাদি অন্বেষণ করিয়াও বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর কহিলেন, আমি এই জগৎ অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলাম না, অতএব জীব যে স্থানে গমন করিলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না, ভ্রাতৃহন্তা নিশ্চয়ই সেই মৃত্যুর সদনে গমন করিয়াছে। এইরূপে মৃত্যুপর্য্যন্ত তিনি যে বিষ্ণুর প্রতি অখণ্ড বৈরভাব পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গতই হইয়াছিল; যাহাদিগের দেহে নিগূঢ় অভিমান আছে, সে সকল দেহী বারগণের মৃত্যুপর্য্যন্ত বৈরানুবন্ধ ও অহঙ্কারদ্বারা বর্দ্ধিত ক্রোধ বিদ্যমান থাকে, কারণ, উহা অজ্ঞান হইতে সঞ্জাত; সুতরাং অজ্ঞাননিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পৌরুষপরিত্যাগ মূঢ়তা, সন্দেহ নাই।

প্রহ্লাদের পুত্র আপনার পিতা দ্বিজবৎসল বিরোচন প্রার্থিত হইয়া দেবগণকে স্বীয় আয়ুঃ দান করিয়াছিলেন, দেবগণ ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিল, ইহা জানিয়াও তিনি দান হইতে বিরত হন নাই। আপনিও গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বপুরুষ ও অন্যান্য বিপুলকীর্ত্তি শূরগণের আচরিত

ধর্ম্মঅবলম্বন করিয়াছেন। আপনি দাতাদিগের শ্রেষ্ঠ; অতএব, হে দৈত্যেন্দ্র! আমি আপনার নিকট মদীয় পদদ্বারা পরিমিত ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিতেছি। হে রাজন্! আপনি ত্রিভুবনেশ্বর ও বদান্য হইলেও আমি অন্য কিছু কামনা করি না; বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রয়োজনানুসারে দানগ্রহণ করিলে পাপে লিপ্ত হন না।

বলি কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণবালক! আপনার বাক্য বৃদ্ধগণের সম্মত, কিন্তু তাহা হইলেও আপনি বালক; সুতরাং অল্পবুদ্ধি, যেহেতু স্বার্থসম্বন্ধে আপনার কিছুই জ্ঞান নাই দেখিতেছি; আমি ত্রিভুবনের একমাত্র ঈশ্বর ও সমগ্র দ্বীপ প্রদান করিতে সমর্থ, আপনি বহুবিধ প্রশংসা করিয়া অবশেষে যে পাদত্রয়-পরিমিতা ভূমি যাচ্ঞা করিলেন, ইহাতে আপনাকেই অবুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে হইতেছে। যে ব্যক্তি আমার নিকট দান গ্রহণ করে তাহাকে অন্যত্র যাচ্ঞা করিতে হয় না; অতএব, হে বটো! যাহাতে আপনার বৃত্তি সুসম্পন্ন হয়, তাদৃশী ভূমি যাচ্ঞা করুন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে রাজন্! যাহারা অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ, ত্রিভুবনের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তু-দ্বারাও তাহাদিগের কামনা পরিপূর্ণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। যে ব্যক্তি ত্রিপাদভূমিতে সন্তুষ্ট হয় না, নববর্ষসমন্বিত দ্বীপও তাহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে সমর্থ নহে, কারণ, দ্বীপ পাইলেও তাহার সপ্তদ্বীপ-প্রাপ্তির কামনা বলবতী হইয়া উঠিবে। আমি শুনিয়াছি, বৈণ্য ও গয়প্রভৃতি নৃপতিগণ সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াও অর্থ ও কামভোগে তৃষ্ণার অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হন, তিনি সুখে কালযাপন করেন, কিন্তু যিনি ত্রিভুবন লাভ করিয়াও সন্তোষ লাভ করেন না, সেই অজিতাত্মা ব্যক্তি কখনও সুখের অধিকারী হন না। অর্থ ও কামবিষয়ে অসন্তোষই জীবের সংসারে গমনাগমনের হেতু এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তোষই তাহার মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। যে দ্বিজ যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, তাঁহার তেজঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কিন্তু যিনি অসন্তুষ্ট, জলে অগ্নির ন্যায় তাঁহার তেজঃ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। অতএব আপনি বরদশ্রেষ্ঠ হইলেও আমি আপনার নিকট ত্রিপাদভূমি মাত্র যাচ্ঞা করিতেছি, ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইব; প্রয়োজনানুরূপ বিত্তই সুখ উৎপাদন করিয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ এইরূপ কহিলে বলি হাস্য করিয়া কহিলেন, তবে বাঞ্ছিত গ্রহণ করুন; এই বলিয়া বামনদেবকে মহী দান করিবার নিমিত্ত জলপাত্র গ্রহণ করিলেন। জ্ঞানিবর শুক্রাচার্য্য বিষ্ণু সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবেন, ইহা জানিতে পারিলেন; অতএব যখন শিষ্য অসুররাজ বিষ্ণুকে ভূমি দান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহাকে বলিলেন।

শ্রীশুক্রাচার্য্য কহিলেন,—হে বিরোচনপুত্র! ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু দেবকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি ভাবী অনর্থ না জানিয়া যে ইঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইলে, ইহা আমি ভাল মনে করিতেছি না; অহো! দৈত্যগণের মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইল! এই মায়াবামন শ্রীহরি তোমার স্থান, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজঃ, যশঃ ও বিদ্যা সমস্ত অপহরণ করিয়া ইন্দ্রকে দান করিবেন। বিষ্ণুদেহ ইনি তিন পদবিক্ষেপদ্বারা এই লোক-সকলকে অধিকার করিবেন; হে মূঢ়! বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া কিরূপে অবস্থান করিবে? বিভু ভগবান্ মহাকায় ধারণ করিয়া এক পদদ্বারা ভূমি ও দ্বিতীয় পদদ্বারা স্বর্গ অধিকার করিবেন, ইঁহার তৃতীয় পদবিন্যাসের স্থান কোথায়? অতএব তুমি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন করিতে অসমর্থ হইবে, প্রতিশ্রুত বস্তু দান করিতে না পারিলে তোমার নরকে গতি হইবে মনে হইতেছে। যদ্দ্বারা স্বীয়

জীবিকার হানি ঘটে, জ্ঞানিগণ তাদৃশ দানের প্রশংসা করেন না; যেহেতু সংসারে বৃত্তিমান্ লোকের পক্ষেই দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও পূর্ত্তাদি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। যিনি যশঃ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও স্বজনের নিমিত্ত স্বীয় বিত্তকে এই পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করিয়া থাকেন। হে অসুররাজ! প্রতিশ্রুত হইয়া কিরূপে মিথ্যা বলিব, এরূপ মনে করিও না; এবিষয়ে বহ্বৃচ-শ্রুতি অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ কি বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। 'হাঁ' এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া, যাহা বলা হয়, তাহাই সত্য এবং 'না' বলিয়া যাহা বলা হয়, তাহা মিথ্যা; অর্থাৎ অঙ্গীকার করিয়া পালন করিলে সত্য, না করিলে মিথ্যা হইয়া থাকে। শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন যে, সত্য বাক্যকে এই দেহরূপ বৃক্ষের পুষ্প ও ফল বলিয়া জানিবে, অতএব যদি বৃক্ষ জীবিত না থাকে, তাহা হইলে পুষ্প ও ফল হইবে না; কিন্তু মিথ্যাই দেহের মূল। যেমন বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হইলে বৃক্ষ অচিরে শুষ্ক ও পতিত হয়, সেইরূপ দেহের মূলস্বরূপ মিথ্যা নষ্ট হইলে, উহাও সদ্যঃ শুষ্ক হইয়া যাইবে; সন্দেহ নাই। বেদ ইহাও বলিয়াছেন যে, ওম্ অর্থাৎ 'হাঁ' এই যে সত্য বাক্য, ইহা পরাক্ অর্থাৎ অর্থকে দূরে লইয়া পলায়ন করে, ইহা রিক্ত অর্থাৎ অপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি যাচককে কিছু দিব বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহার কিছু অর্থ ন্যূন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অঙ্গীকার করিয়া যাচককে সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলে, তাহার নিজের ভোগ্য বস্তুর অভাব হইয়া পড়ে, কিন্তু 'না' এই মিথ্যাবাক্য পূর্ণ, যেহেতু ইহাতে অর্থব্যয় ঘটে না এবং ইহা অন্যের অর্থকে নিজের অভিমুখে আকর্ষণ করে; প্রসিদ্ধিও আছে যে, যে ব্যক্তি নিত্যই 'আমার কিছুই নাই, কষ্ট পাইতেছি' এইরূপ বলে, সে সেই মিথ্যাবাক্য-দ্বারা অপরের অর্থকে আকর্ষণ করে। তাহা বলিয়া মিথ্যাবাক্য অমৃতের ন্যায় সর্ব্বদা সেবনীয় নহে; যে ব্যক্তি সর্ব্ব বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে, তাহার অখ্যাতি হয়, সে জীবিত থাকিয়াও মৃত। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে, কিন্তু কোন কোন স্থলে মিথ্যা কথাও বলিতে পারা যায়; সেই সকল স্থল বলিতেছি। উৎসাহ প্রদানদ্বারা স্ত্রীলোককে বশীভূত করিবার কালে, পরিহাস-কালে, বিবাহে বরাদির গুণকীর্ত্তনে, জীবিকার নিমিত্ত, প্রাণ-সঙ্কটে, গো ও ব্রাহ্মণের হিতার্থে এবং কাহার প্রাণবধ হইবার সম্ভাবনা হইলে তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য দোষাবহ নহে।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্; কুলাচার্য্য শুক্রাচার্য্য এইরূপ কহিলে গৃহপতি বলি ক্ষণকাল মৌন অবলম্বন করিলেন; পরে অবহিত হইয়া গুরুকে কহিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সত্যই বলিয়াছেন; গৃহস্থের ধর্ম্ম এই যে সে অর্থ, কাম যশঃ ও বৃত্তিকে কখনও বাধা দিবে না; কিন্তু আমি প্রহ্লাদের পৌত্র হইয়া দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ধূর্ত্তের ন্যায় বিত্তলোভে কিরূপে ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিব? অসত্য অপেক্ষা আর অধিক অধর্ম্ম নাই, পৃথিবীদেবী বলিয়াছেন, আমি সকলকে বহন করিতে

পারি, কিন্তু মিথ্যাবাদী নরকে বহন করিতে পারি না। আমি বিপ্রকে বঞ্চনা করিতে যাদৃশ ভয় করি, নরক, অসুখের সমুদ্র দারিদ্র্য, রাজ্যভ্রংশ অথবা মৃত্যুকেও তাদৃশ ভয় করি না। ধনপ্রভৃতি সকল বস্তুই ইহলোকে মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবেই, অতএব জীবিত থাকিতেই তাহা দান করিব না কেন? বৃত্তিসঙ্কট-পরিহারের নিমিত্ত ও অর্দ্ধভাগ দান করা বিধেয় নহে, কারণ, তাহা দান করিলে যদি বিপ্রের সন্তোষ না হয়, তবে তাহা দান করিয়া ফল কি? অতএব প্রার্থিত বস্তু সমস্তই দান করা বিধেয়। দধীচি-শিবিপ্রভৃতি সাধুগণ স্ব স্ব দুস্ত্যজ প্রাণ দিয়াও ভূতগণের উপকার করিয়াছেন, মমতার আস্পদ রাজ্যাদি দান করিব, ইহাতে আর বিচার কি? হে ব্রহ্মন্। যে সকল দৈত্যেন্দ্র যুদ্ধে অনিবৃত্ত হইয়া এর পৃথিবীকে ভোগ করিয়া গিয়াছেন, কাল তাহাদিগের সেই সকল ভোগকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু পৃথিবীতে তাঁহারা যে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা গ্রাস করে নাই, অতএব যশঃ উপার্জ্জন করা বিধেয়।

হে বিপ্রর্ষে! যাঁহার যুদ্ধে নিবৃত্ত না হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, ঈদৃশ বীর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সৎপাত্র উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধন দান করে, এরূপ দাতা বিরল; অতএব এই দুষ্কর ধনত্যাগই আমি করিব। যিনি মনস্বী ও কারুণিক ব্যক্তি, তাঁহার যাচকের মনোরথ পূর্ণ করিতে গিয়া যদি দুর্গতি ঘটে, তাহাও যখন শ্রেয়স্কর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন আপনাদিগের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্গণের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলে যে শ্রেয়োলাভ হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব আমি এই বটুর মনোরথ পূর্ণ করিব। হে মুনে! বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কুশল আপনারা শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞে যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইনি সেই বিষ্ণু; আমার বরদ হউন অথবা শত্রু হউন, আমি ইঁহাকে ইঁহার ঈপ্সিত ক্ষিতি দান করিব। যদিও ইনি অধর্ম্ম করিয়া নিরপরাধ আমাকে বন্ধন করেন, তথাপি আমি ইঁহার হিংসা করিব না, কারণ, ইনি শত্রু হইলেও ভীত হইয়া ব্রাহ্মণশরীর ধারণ করিয়াছেন। বিষ্ণু উত্তমশ্লোক বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন; যদি ইনি স্বীয় যশঃ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে যুদ্ধে আমাকে বধ করিয়া ভূমি হরণ করিয়া লইবেন, অথবা আমার হস্তে নিহত হইয়া শয়ন করিবেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—গুরু শুক্রাচার্য্য সত্যসন্ধ মনস্বী শিষ্য বলিকে স্বীয় বাক্যে অশ্রদ্ধাযুক্ত ও আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ দেখিয়া কাল-প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, তুই আপনাকে অতীব বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিতেছিস, কিন্তু বস্তুতঃ অজ্ঞ; তুই নম্রতা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে উপেক্ষা করিয়া মদীয় আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলি, অতএব অচিরে ত্রৈলোক্যরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবি। মহামতি বলি স্বীয় গুরুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াও সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না, তিনি উদক গ্রহণ করিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক বামনদেবকে ভূমি দান করিলেন। তৎকালে মুক্তামালাদ্বিভূষিতা বলির পত্নী বিন্ধ্যাবলি তথায় উপস্থিত হইয়া প্রক্ষালন করিবার যোগ্য সলিলে পরিপূর্ণ সুবর্ণ কলস আনয়ন করিলেন। যজমান বলি স্বয়ং আনন্দে বামনদেবের শ্রীচরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া বিশ্বপাবন সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন। সেই সময় স্বর্গে দেবতাগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ সকলেই অসুরেন্দ্র বলির সেই অকপট কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া সহর্ষে তদীয় মস্তকে কুসুম বর্ষণ করিলেন; সহস্র সহস্র দুন্দুভি মুহুর্মুহুঃ নিনাদিত হইল; গন্ধর্ব্ব, কিংপুরুষ ও কিন্নরগণ স্তুতি গান করিয়া বলিতে লাগিল যে, এই মনস্বী অসুর

রাজ সুদুষ্কর কার্য্য করিলেন, ইনি জানিয়াও শত্রুকে ত্রিভুবন দান করিলেন।

অনন্তর আপনার বাঞ্ছিত গ্রহণ করুন, এই কথা বলিলে অনন্ত শ্রীহরির সেই বামনমূর্ত্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঐ রূপে তিন গুণ বাস করিয়া থাকে এবং ভূমি, অন্তরীক্ষ, দিক্ স্বর্গ, বিবরসকল, মেঘ, তির্য্যক্, নর, মনুষ্য ও ঋগিগণও ঐ দেহে বাস করিয়া থাকেন। ঋত্বিক্, আচার্য্য ও সদস্যগণের সহিত বলি মহাবিভূতি ভগবানের গুণাত্মক দেহে ভূত, ইন্দ্রিয় শব্দাদি বিষয়, অন্তঃকরণ ও জীবসমন্বিত এই ত্রিগুণ বিশ্ব দর্শন করিলেন। অনন্তর বলি বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের পদতলে রসাতল পদদ্বয়ে পৃথিবী, জঙ্ঘাদ্বয়ে পর্ব্বতসমূহ জানুদেশে পক্ষিসকল ও উরুদ্বয়ে বায়ুসমূহকে দর্শন করিলেন; তিনি বিভু ভগবানের বস্ত্রে সন্ধ্যা, গুহে প্রজাপতিসমূহ, জঘনে আপনাকে ও অসুরদিগকে, নাভিদেশে নভোমণ্ডল, কুক্ষিদেশে সপ্ত সিন্ধু, বক্ষোদেশে নক্ষত্রপংক্তি অবলোকন করিলেন। হে রাজন্! অসুররাজ মুরারির হৃদয়ে ধর্ম্ম, স্তনদ্বয়ে প্রিয়বাক্য ও সত্য, মনে চন্দ্র, বক্ষঃস্থলে পদ্মহস্তা শ্রী এবং কণ্ঠদেশে সামসমূহ ও নিখিল শব্দ, ভুজসমূহে ইন্দ্রাদি অমরগণ, কর্ণদ্বয়ে দিক্‌সমূহ, মস্তকে স্বর্গে, কেশসমূহে মেঘ সকল, নাসিকায় বায়ু, লোচনদ্বয়ে সূর্য্য, বদনে বহ্নি, বচনে বেদসমূহ, রসনায় বরুণ, ভ্রূদ্বয়ে নিষেধশাস্ত্র ও বিধিশাস্ত্র, পক্ষ্মরাজিতে অহোরাত্র, ললাটে ক্রোধ, অধরে লোভ, স্পর্শে কাম, বীর্য্যে জল, পৃষ্ঠে অধর্ম্ম পদন্যাসে যজ্ঞ, ছায়ায় মৃত্যু, হাস্যে মায়া, লোকসমূহে বিবিধ ওষধি, নাড়ীসমূহে নদী, নখসমূহে শিলা, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, ইন্দ্রিয়সমূহে দেবতা ও ঋষিগণ এবং গাত্রে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতকে দর্শন করিলেন। হে রাজন্! অসুরগণ সর্ব্বাত্মা ভগবানে এই বিশ্বকে দর্শন করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইল! অসহ্যবল সুদর্শন চক্র, মেঘের ন্যায় গর্জ্জনশীল শার্ঙ্গধনুঃ ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বেগবতী কৌমোদকীনাম্নী বিষ্ণুগদা, শতচন্দ্রযুক্ত বিদ্যাধরনামক অসি, অক্ষয়বাণযুক্ত উৎকৃষ্ট তূণদ্বয়, লোকপালগণ, পার্ষদমুখ্যগণের সহিত তাঁহাদিগের মুখ্য সুনন্দ ভগবানের স্তব করিলেন। শ্রীহরির কিরীট অঙ্গদ ও মকরকুণ্ডল স্ফুরিত হইতেছিল: উরুক্রমের ভগবান্ বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস, কণ্ঠে কৌস্তুভরত্ন কটিদেশে মেখলা ও পীতাম্বর এবং গলদেশে ভ্রমরপংক্তিশোভিতা বনমালা ধারণ করিয়া অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিলেন। শ্রীহরি এক পদদ্বারা বলির ক্ষিতি, শরীর দ্বারা নভোমণ্ডল ও বাহুসকলদ্বারা দিক্‌সমূহ অধিকার করিলেন; উরুক্রম দ্বিতীয় পদ উত্থিত হইয়া স্বর্গলোক অধিকারপূর্ব্বক ক্রমশঃ উপরিভাগে মহঃ, জন ও তপোলোক ভেদ করিয়া সত্যলোকে গমন করিল; অতএব তৃতীয় পদবিক্ষেপের নিমিত্ত বলির আর অণুমাত্র স্থান রহিল না।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! পদ্মযোনি ভগবানের শ্রীচরণ সত্যলোকে সমাগত দেখিয়া অভ্যুত্থান করিলেন; নখচন্দ্রের প্রভায় সত্যলোকের তেজঃ ম্লান হইল এবং ব্রহ্মা স্বয়ং সেই তেজে সমাবৃত হইলেন; মরীচিপ্রভৃতি ঋষিগণ, বৃহদ্‌ব্রত যোগিগণ, সনন্দপ্রভৃতি কুমারগণ, বেদ, উপবেদ, বেদাঙ্গ, যম, নিয়ম, তর্ক, ইতিহাস, পুরাণ ও সংহিতাপ্রভৃতি শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং যাঁহারা যোগসমীরণ-দ্বারা জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া কর্ম্মমলসকল দগ্ধ করিয়াছেন, ঈদৃশ সত্যলোকবাসিগণ সকলেই সেই শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন; এই সত্যলোক কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা কেবল ভগবানের শ্রীচরণ-প্রভাবেই লাভ করা যায়। অনন্তর পুণ্যকীর্ত্তি ব্রহ্মা, স্বয়ং যাঁহার নাভিকমল হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বিষ্ণুর ঊর্দ্ধস্থিত শ্রীচরণে অর্ঘ্যজল সমর্পণ করিলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! ব্রহ্মার সেই কমণ্ডলুজল উরুক্রমের পাদপ্রক্ষালনহেতু পবিত্র হইয়া সুরধুনী হইলেন; এই গঙ্গাদেবী অন্তরীক্ষে নিপতিত হইয়া ভগবানের বিশদা কীর্ত্তির ন্যায় ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছেন। অনন্তর ভগবান্ ত্রিবিক্রমরূপ উপসংহার করিয়া পূর্ব্ববৎ বামনরূপে অবস্থান করিলে ব্রহ্মাদি লোকনাথগণ পাদ্য, অর্ঘ, মাল্য, দিব্যগন্ধ অনুলেপন; সুরভি ধূপ, দীপ, লাজ, অক্ষত, ফল, নবদূর্ব্বাদির অঙ্কুর, শ্রীহরির মহিমাজ্ঞাপক জয়শব্দাদি স্তবন, নৃত্য বাদ্য, গীত এবং শঙ্খ ও দুন্দুভিনিস্বনাদি পূজোপহারদ্বারা পরম সমাদরে প্রভুর পূজা করিলেন। মনের ন্যায় বেগবান্ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ভেরীশব্দদ্বারা দশ দিকে শ্রীহরির বিজয়মহোৎসব ঘোষণা করিলেন।

এদিকে অসুরগণ দেখিল, বামনরূপী ব্রাহ্মণ ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞাছলে যজ্ঞে দীক্ষিত প্রভুর নিখিল রাজ্য হরণ করিয়া লইল; ইহাতে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, এই বটু ব্রাহ্মণ নহে, এই ব্যক্তি মায়াবিগণের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, দ্বিজরূপে আচ্ছন্ন হইয়া দেবকার্য্য সম্পাদন করিতে অভিলাষ করিতেছে। আমাদিগের প্রভু যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক্ষণে রাজদণ্ড ত্যাগ করিয়াছেন, এই অবসরে এই বামনরূপী শত্রু যাচ্ঞা করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিল; আমাদিগের প্রভু সর্ব্বদা সত্যব্রত, তাহাতে আবার এক্ষণে যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন; ইনি দয়াবান্ ও ব্রাহ্মণভক্ত; সুতরাং ইনি মিথ্যা কহিবেন না! অতএব এই বটুকে বধ করিলে ধর্ম্ম ও প্রভুর শুশ্রূষা উভয়ই হইবে। এই বলিয়া বলির অনুচর অসুরগণ অস্ত্র গ্রহণ করিল; হে রাজন্! বলির অনিচ্ছাসত্বেও ক্রুদ্ধ অসুরগণ শূল ও পট্টিশ লইয়া বামনদেবকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। হে নৃপ! দৈত্য-সেনাপতিগণকে বিষ্ণুর অভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়া তদীয় অনুচরগণ সহাস্যে অস্ত্র-গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিল। নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্‌সেন, গরুড়, জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত ও সাত্বত প্রভৃতি অযুত-নাগের বলধারা পার্ষদ সকল আসুরী সেনা বধ করিতে লাগিল।

বলি স্বীয় ক্রুদ্ধ অনুচরদিগকে পার্ষদগণকর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্রচিত্তে! হে রাহো! হে নেমে! আমার বাক্য শ্রবণ কর, যুদ্ধ করিও না, নিবৃত্ত হও,

সময় আমাদিগের অনুকূল নহে। হে দৈত্যগণ! যে কাল সর্ব্বভূতের সুখ-দুঃখ প্রদানে সমর্থ, তাঁহাকে কোন ব্যক্তি পৌরুষদ্বারা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। যে কালরূপী ভগবান পূর্ব্বে আমাদিগের উন্নতিও দেবতাদিগের অবনতির কারণ হইয়াছিলেন, তিনিই অদ্য বিপরীত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। লোকে বল, সচিব, বুদ্ধি, দুর্গ, মন্ত্র, ষঔধ, ও সামাদি উপায়দ্বারা কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। দৈববলে বলীয়ান হইয়া তোমরা বহুবার হরির এই অনুচরদিগকে পরাজয় করিয়াছ, অদ্য তাহারা যুদ্ধে আমাদিগকে জয় করিয়া গর্জ্জন করিতেছে। যদি দৈব প্রসন্ন হয়, তাহা হইলে আমরা ইহাদিগকে পুনর্ব্বার জয় করিব; অতএব কালের অনুকূলে হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! দৈত্য ও দানবযূথপতিগণ প্রভুর বাক্য শুনিয়া বিষ্ণুপার্ষদগণের আক্রমণে রসাতলে প্রবেশ করিল। অনন্তর পক্ষিরাজ গরুর প্রভুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া যজ্ঞে সোমরস পান করিবার দিবসে বরুণপাশদ্বারা বলিকে বন্ধন করিলেন। গরুড় দেখিলেন, ভগবান্ বলির সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহার মমতা এবং দেহ আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার অহঙ্কার পরিত্যাগ করাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তুর বলির ন্যায় অন্য কেহ সত্যসন্ধ ও ধীর নাই, এই যশঃ খ্যাপন করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ যাতনা দিতেও ইচ্ছা করিতেছেন; এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে বন্ধন করিলেন। এইরূপে মহাপ্রভাব বিষ্ণু অসুরপতিকে নিগৃহীত করিলে স্বর্গ ও মর্ত্তে সকল দিক্ ব্যাপিয়া মহান্ হাহাকার উত্থিত হইল। হে রাজন্! ভগবান্ বামনদেব বরুণপাশে বদ্ধ হৃতরাজ্য তথাপি স্থিরবুদ্ধি উদারকীর্ত্তি বলিকে কহিলেন,—হে অসুররাজ! তুমি আমাকে ত্রিপাদপরিমিতা ভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ; আমি দুই পদবিক্ষেপদ্বারা তোমার সমগ্র ভূমি অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে তৃতীয় পদ কোথায় স্থাপন করিব, তাহার ব্যবস্থা কর। সূর্য্য কিরণদ্বারা যতদূর তাপ প্রদান করেন, চন্দ্র নক্ষত্রগণের সহিত যতদূর প্রকাশিত করেন, এবং মেঘ যতদূর বর্ষণ করেন, ততদূর তোমার অধিকৃতা ভূমি। আমি এক পদে ভূর্লোক ও তনুদ্বারা অন্তরীক্ষ ও দিক্‌সকল এবং দ্বিতীয় পদদ্বারা স্বর্লোক আক্রমণ করিয়াছি। এইরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আমি তোমার সমক্ষেই তোমার সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়াছি। যখন তুমি প্রতিশ্রুত পদার্থ দান করিতে অসমর্থ হইলে, তখন তোমার নরকে বাস অবধারিত; অতএব নরকে প্রবেশ কর; ইহাতে তোমার গুরু শুক্রাচার্য্যেরও সম্মতি রহিয়াছে; যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত অর্থ বিপ্রকে অর্পণ করিতে পারে না, তাহার মনোরথ বৃথা হয়, স্বর্গ তাহার সুদূরপরাহত সে অধঃপতিত হয়। তুমি ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে আমাকে অভিলষিত দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া অবশেষে বঞ্চনা করিলে, অতএব এই প্রবঞ্চনার ফলস্বরূপ কতিপয় বৎসর নরক ভোগ কর।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ভগবান্ বামনদেব অসুররাজকে এইরূপে তিরস্কার করিলে তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইবার কারণসত্ত্বেও বিচলিত হইল না; তিনি দীনতা স্বীকার না করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনাকে লোকে উত্তমঃশ্লোক বলে, কারণ, আপনার ন্যায় পুণ্যকীর্ত্তি আর কে আছে? কিন্তু আপনি কপটতা করিয়া বামনরূপে ভূমি যাচ্ঞা করিয়া এক্ষণে রূপান্তর পরিগ্রহ করিলেন; সুতরাং আমার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হয় নাই; তথাপি যদি আমার বাক্য মিথ্যা হইল বলিয়া মনে করেন, তবে আমি আমার বাক্যকে মিথ্যা হইতে দিব না, উহাকে সত্যই করিব; আপনি বলিলেন, আমার বিত্তদ্বারা আপনার দুইটি পদের বিন্যাস হইয়াছে, আমার অবশ্য আমার বিত্ত হইতে অধিক পদার্থ; উহা বিত্তের অন্তর্ভুক্ত নহে; অতএব আপনার তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। আমি নরক, পদচ্যুতি, পাশবন্ধ, দুরতিক্রমণীয় বিপৎপাত, অর্থকষ্ট অথবা আপনার নিকট হইতে নিগ্রহকে তত ভয় করিব না, অপকীর্ত্তিকে যত অধিক ভয় করি। যাঁহারা পরমহিতৈষী, তাঁহাদিগের প্রদত্ত দণ্ডকে জনগণের পক্ষে শ্লাঘ্যতম বলিয়া মনে করি, কারণ মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও সুহৃদ্গণও ঈদৃশ দণ্ড বিধান করেন না। আপনি শত্রুচ্ছলে নিশ্চয় অসুর—আমাদিগের পরম গুরু; আপনি অনেকমদে অন্ধীভূত আমাদিগের নষ্ট চক্ষুঃ পুনঃ প্রদান করিলেন। একান্ত যোগিগণ যে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, বহু অসুরগণ যাঁহার সহিত দৃঢ় অবিচ্ছিন্ন শত্রুতা করিয়া সেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই বহুকার্য্যার্থী আপনি আমাকে নিগ্রহ করিলেন; বরুণপাশে বদ্ধ হইয়াও আমার লজ্জা বা দুঃখবোধ হইতেছে না। আমার পিতামহ প্রহ্লাদ আপনার প্রিয়, আপনি তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়াছেন; তিনি আপনাকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহার পিতা আপনার প্রতি শত্রুতা করিয়া পিতামহকে বিবিধ দুঃখ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতামহ চিন্তা করিলেন, যে দেহ অন্তে জীবকে পরিত্যাগ করে, তাহাতে কি প্রয়োজন? পুত্র ও স্বজনরূপী দস্যুগণও কি উপকার করিবে? পত্নী সংসারে গমনাগমনের হেতুভূতা, মরণশীল ব্যক্তির গৃহ কেবল আয়ুঃ ক্ষয় করে মাত্র, অতএব ইহাদিগের দ্বারাও কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহাবিজ্ঞ পিতামহ, আপনি অসুরপক্ষ বিনাশ করিলেও জনসংসর্গভয়ে আপনার ধ্রুব অকুতোভয় পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। হে দেবদেব! আমিও দৈবকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক রাজ্য হইতে ভ্রংশিত হইয়া আপনি শত্রু হইলেও আপনার সমীপে আনীত হইয়াছি; এই রাজ্যশ্রী হইতে বুদ্ধি নষ্ট হয় বলিয়া লোকে মৃত্যুর সন্নিহিত এই জীবনকে আনিত্য বলিয়া বুঝিতে পারে না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মহারাজ বলি যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আগমন করিলেন। মহারাজ বলি সৌন্দর্য্যে শোভমান নলিনায়তনেত্র উন্নতকায় পীতাম্বর শ্যামবর্ণ দীর্ঘাবাহু সর্ব্বলোকপ্রিয় স্বীয় পিতামহকে দর্শন করিলেন। বরুণপাশে নিবদ্ধ বলি তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ পূজা করিতে পারিলেন না, কেবল মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন, তাঁহার লোচনদ্বয় অশ্রুকলুষিত হইল, তিনি স্বকৃত

অহঙ্কারাদি স্মরণ করিয়া লজ্জিত ও অধোমুখ হইলেন। মহামনা প্রহ্লাদ সাধুগণের পতি শ্রীহরিকে তথায় সমাসীন ও পার্ষদ সুনন্দাদিকর্ত্তৃক উপাসিত দেখিয়া অবনতমস্তকে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া প্রণিপাত করিলেন; বলির প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ দেখিয়া তিনি অশ্রু পুলকে বিহ্বল হইলেন।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—আপনিই ইহাকে উন্নত ঐন্দ্রপদ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনিই অদ্য তাহা হরণ করিয়া লইলেন, ইহা ভালই হইল; যে রাজশ্রী আত্মাকে মোহিত করিয়া ফেলে, আপনি তাহা হইতে ইহাকে যে বিচ্যুত করিলেন, ইহা আমি আপনার মহান্ অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি। এই রাজ্যশ্রী বিদ্বান্ ও সংযত লোককেও মোহিত করে, অতএব এই শ্রী বর্ত্তমান থাকিতে অন্য কোন ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব যথাযথ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে? অতএব মহাকারুণিক অখিললোকসাক্ষী জগদীশ্বর নারায়ণ আপনাকে নমস্কার।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! যখন প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন, তখন তাঁহার সমক্ষে ভগবান্ ব্রহ্মা মধুসূদনকে কিছু বলিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। এই সময়ে পতিকে পাশবদ্ধ দেখিয়া তদীয় সাধ্বী পত্নী বিন্ধ্যাবলি ভয়বিহ্বলা, বদ্ধাঞ্জলি ও প্রণতা হইয়া অবনতমুখে উপেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—হে ঈশ! আপনি স্বীয় ক্রীড়ার নিমিত্ত এই ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু অন্য মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহাতে প্রভুত্ব করিয়া থাকে; আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা, তাহারা আপনাকে কি দান করিবে? আমরা স্বতন্ত্র কর্ত্তা বলিয়া তাহারা যে মিথ্যা অহঙ্কার করে, আপনি তাহা চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তথাপি যে আপনাকে দান করিতে চায়, তাহা তাহাদিগের নির্লজ্জতার পরিচয় মাত্র। হে রাজন্! বিন্ধ্যাবলির অভিপ্রায় এই যে, আমি লোকত্রয় দান করিয়াছি, এক্ষণে তৃতীয় পাদের নিমিত্ত দেহ সমর্পণ করিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করি, এইরূপে দেহাদিতে স্বামিত্ব প্রকাশ করিয়া ইনি কুবুদ্ধি ও নির্লজ্জ প্রতিপন্ন হইতেছেন; যেহেতু আপনিই সর্ব্বব্যাপী স্বামী, অতএব এই মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিকে কেবল কৃপা করিয়া বন্ধনমুক্ত করিয়া পালন করিতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগন্ময়! আপনি এই বলির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহাকে মোচন করুন, ইনি দণ্ডপ্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহেন! ইনি অব্যাকুলচিত্তে আপনাকে পৃথিবী, পুণ্যকর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত স্বর্গলোক, এমন কি স্বীয় দেহপর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়াছে; সরলচিত্ত সকল ব্যক্তি আপনার চরণদ্বয়ে দূর্ব্বাঙ্কুরের সহিত কেবল সলিল প্রদান করিয়া সম্যক্ অর্চ্চনা-পূর্ব্বক উত্তমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইনি স্থির চিত্তে আপনাকে ত্রিভুবন দান করিয়াছেন, অতএব কি হেতু দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন?

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার অর্থ অপহরণ করিয়া লই; লোকে অর্থহেতু মদ প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধত হয়, জনগণকে এবং আমাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। যখন জীবাত্মা পরতন্ত্র হইয়া স্বীয় কর্ম্মবশে কৃমিকীটাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে মনুষ্যকার জন্ম লাভ করে, তখন যদি তাহার জন্ম, কর্ম্ম, বয়ঃ, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও ধনাদিহেতু গর্ব্ব উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাই আমার অনুগ্রহ বলিয়া বুঝিতে হইবে। হে ব্রহ্মন্! মানরূপ ঔদ্ধত্যের হেতু এবং চতুর্দ্দিকে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের প্রতিকূল জন্মাদিসত্ত্বেও আমার ভক্ত তাহাতে মুগ্ধ হয় না, এই নিমিত্ত ধ্রুবাদির ন্যায় ভক্তকে তাহার ইচ্ছানুরূপ সম্পদ্ দান করিয়া থাকি;

কিন্তু অভক্ত মুগ্ধ হইবে বলিয়া সম্পদ্ হরণ করিয়াই তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। দৈত্যদানবগণের নায়ক ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন এই বলি অজয়া মায়াকে জয় করিয়াছেন এবং বিপদ্ অনুভব করিয়াও মোহপ্রাপ্ত হন নাই; ইঁহার ঐশ্বর্য্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, ইনি স্বীয় পদ হইতে বিচ্যুত, শত্রুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও বদ্ধ এবং জ্ঞাতিগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, তোমাকে নরকে যাইতে হইবে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ইঁহাকে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং গুরু শুক্রাচার্য্য ইঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তথাপি সুব্রত এই বলি সত্য পরিত্যাগ করেন নাই। 'এই কুলে কেহ কৃপণ জন্ম গ্রহণ করেন নাই ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আমি ছল করিয়া ইঁহাকে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিলাম, তথাপি ইনি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, না অতএব ইনি সত্যবাক্ সন্দেহ নাই। আমি দেবগণেরও দুর্লভ স্থান ইঁহার জন্য স্থির করিয়াছি; ইনি আমার আশ্রমে থাকিবেন এবং সাবর্ণি মন্বন্তরে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইবেন। ইনি সাবর্ণিমন্বন্তর পর্য্যন্ত বিশ্বকর্ম্মার রচিত সুতলে অবস্থান করুন। আমার কৃপাবলোকনে সুতলবাসিগণের মনঃপীড়া, দেহপীড়া, ক্লান্তি, আলস্য, পরাভব ও উপসর্গ সকল হইতে ক্লেশভোগ করিতে হয় না। হে মহারাজ ইন্দ্রসেন! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি জ্ঞাতিগণে বেষ্টিত হইয়া পাতালে গমন কর, দেবগণ এই স্থান প্রার্থনা করিয়া থাকে। অন্যের কথা কি ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না; যে সকল দৈত্য তোমার শাসন অতিক্রম করিবে, আমার চক্র তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। হে বীর! অনুচর ও ঐশ্বর্য্যাদির সহিত তোমাকে আমি সর্ব্ববিঘ্ন হইতে রক্ষা করিব; তথায় তুমি আমাকে সর্ব্বদা সন্নিহিত দেখিতে পাইবে। দৈত্যদানবগণের সঙ্গে থাকিয়া তোমার যে আসুর ভাব হইয়াছে, তথায় আমার অনুভব দর্শন করিয়া তাহা সদ্যঃ প্রতিহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—পুরাতন পুরুষ ভগবান্ এইরূপ বলিলে অখিলসাধুগণের প্রিয় মহানুভব বলি কৃতাঞ্জলি, অশ্রুকলুষলোচন ও ভক্তিহেতু বাষ্পারুদ্ধকণ্ঠ হইয়া গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্! আপনার উদ্দেশে প্রণামের অদ্ভুত মহিমা! আমি প্রণাম করি নাই, কেবল প্রণাম করিবার উদ্যম করিয়াছিলাম মাত্র; কিন্তু তাহাই, আমি অভক্ত হইলেও, আমাকে শরণাগত ভক্তগণের বাঞ্ছিতপ্রদানে সমর্থ হইয়াছে; সত্ত্বপ্রধান অমর লোকপালগণ আপনার যে অনুগ্রহ পূর্ব্বে লাভ করিতে পারেন নাই, আমি রাজস নীচ অসুর হইলেও সেই উত্তমই আমাকে আপনার সেই অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বলি এইরূপ বলিয়া পাশমুক্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত শ্রীহরিকে প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে অসুরগণের সহিত ভূতলে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ এইরূপে ইন্দ্রকে স্বর্গের পুনর্ব্বার অধিপতি করিয়া অদিতির কামনা পূর্ণ করিলেন এবং উপেন্দ্র হইয়া সকল জগৎ পালন করিতে লাগিলেন। বংশধর পৌত্র বলিকে অনুগৃহীত ও পাশমুক্ত দেখিয়া ভক্তিপ্রবণ প্রহ্লাদ বলিতে

লাগিলেন,—হে ভগবন্! বিশ্ব যাঁহাদিগের বন্দনা করে, সেই ব্রহ্মাদি আপনার চরণদ্বয় বন্দনা করেন; আমরা অসুর, কিন্তু আপনি যে আমাদিগের দ্বারপাল হইলেন, এই অনুগ্রহ ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং শিবও লাভ করিতে পারেন নাই, অন্যের সম্ভাবনা কি? হে শরণপ্রদ! ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ সেবা করিয়া নানাবিধ সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আমরা দুর্বৃত্ত উগ্রজাতী; বহুমানদ্বারা আপনার চিত্তানুবর্ত্তন করিলে যে সদয়দৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে, আমরা কিরূপে সেই কৃপাদৃষ্টির ভাজন হইলাম? আপনি অচিন্ত্য যোগমায়ার লীলায় ভুবনসকল সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আপনার চরিত্র বিচিত্র ও এই নিমিত্ত আপনি সর্ব্বভূতের আত্মা; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এই হেতু সমদর্শী, কিন্তু ভক্ত আপনার প্রিয় বলিয়া আপনার পক্ষপাত আছে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ, কল্পতরুর ন্যায় আপনার স্বভাব; কল্পতরু কেবল আশ্রিতগণের কামনা পূর্ণ করে বলিয়া যেমন তাহাকে পক্ষপাতী বলা যায় না, সেইরূপ আপনি কেবল আশ্রিত ভক্তগণের প্রতি প্রীত হন বলিয়া আপনাকেও পক্ষপাতী বলা সঙ্গত নহে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—বৎস প্রহ্লাদ। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি সুতলালয়ে গমন কর, তথায় স্বীয় পৌত্রের সহিত আনন্দে থাকিয়া জ্ঞাতিগণের সুখ বিধান কর। আমার দর্শনজনিত মহাহ্লাদে তোমার অজ্ঞান নষ্ট হইয়া গিয়াছে; আমি তথায় গদাপাণি হইয়া অবস্থান করিব, তুমি সর্ব্বদা আমাকে দেখিতে পাইবে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! অসুরসেনা সকলের অধিপতি নির্ম্মলবুদ্ধি প্রহ্লাদ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলির সহিত আদিপুরুষকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া সুতলে প্রবেশ করিলেন। হে রাজন্! শুক্রাচার্য্য ব্রহ্ম-বাদিগণের সভায় যাজ্ঞিকগণের মধ্যে নারায়ণের সমীপে আসীন ছিলেন, শ্রীহরি তাঁহাকে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যজ্ঞানুষ্ঠাতা শিষ্যের যজ্ঞকর্ম্মে যে বৈগুণ্য হইয়াছে, তাহা সমাধান করুন; যজমান-ব্যতিরেকে তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, এরূপ মনে করিবেন না, কারণ, ব্রাহ্মণের দৃষ্টিপাতমাত্রেই কর্ম্মসকলের বৈষম্য তিরোহিত হইয়া থাকে।

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—আপনি কর্ম্মসকলের প্রবর্ত্তক, যজ্ঞফলের দাতা ও যজ্ঞময় পুরুষ: যিনি সর্ব্বভাবে আপনার পূজা করিয়াছেন, তাঁহার কর্ম্ম-সকলের বৈষম্য কোথায়? মন্ত্রের অযথা উচ্চারণ, অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রম, দেশ ও কালের উল্লঙ্ঘন, দানের সৎপাত্রের অভাব ও দক্ষিণাদির অভাব ও ন্যূনতা হইতে যে কর্ম্মছিদ্র উৎপন্ন হয়, তাহা আপনার নামানুকীর্ত্তনমাত্রেই অচ্ছিদ্র হইয়া যায়। হে ভূমন্! তথাপি আপনি যখন বলিতেছেন, তখন আপনার আজ্ঞা পালন করিব, কারণ, আপনার আদেশ পালন করাই জীবের পরম শ্রেয়ঃ। এইরূপে ভগবান্ শুক্রাচার্য্য শ্রীহরির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বিপ্রর্ষি-গণের সহিত বলির যজ্ঞবৈগুণ্য সমাধান করিলেন।

হে রাজন্! বামনরূপী শ্রীহরি এইরূপে বলির নিকট মহী ভিক্ষা করিয়া, যাহা শত্রুকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল, সেই স্বর্গরাজ্য ভ্রাতা মহেন্দ্রকে প্রদান করিলেন। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, মনুগণ, দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা কুমার ও ভবের সহিত প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা কশ্যপ ও অদিতির প্রীতির নিমিত্ত এবং সর্ব্বভূতের মঙ্গলের নিমিত্ত বামনদেবকে লোক ও লোকপাল সকলের অধিপতি করিলেন। হে নৃপ! যদিও ইন্দ্র অধিপতি হইলেন, তথাপি সকলের কল্যাণের নিমিত্ত বেদ, দেবতাসকল, ধর্ম্ম, যশঃ শ্রী,

মঙ্গল, ব্রত, স্বর্গ ও অপবর্গের পালনে সমর্থ বামনদেবকে উপেন্দ্র অর্থাৎ যুবরাজ করিলেন। তৎকালে সর্ব্বভূত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ইন্দ্র ব্রহ্মার অনুমতিক্রমে বামনদেবকে বস্ত্রালঙ্কারে সম্মানিত করিয়া লোকপালগণের সহিত বিমানে স্বর্গে গমন করিলেন। উপেন্দ্রের ভুজবলে রক্ষিত ইন্দ্র ত্রিভুবনের অধিপতি ও পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া নির্ভীকচিত্তে পরমানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ব্রহ্মা, শিব, কুমার, ভৃগুপ্রভৃতি মুনিগণ, পিতৃগণ, সর্ব্বভূতগণ, সিদ্ধগণ ও দেবগণ বিষ্ণুর সেই সুমহৎ পরমাদ্ভুত কর্ম্মের ও অদিতির প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। হে কুরুকুলনন্দন! উরুক্রমের এই সমগ্র চরিত্র আপনার নিকট বর্ণন করিলাম, যাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পৃথিবীর ধূলিসমূহ গণনা করিতে সমর্থ, তিনিই উরুক্রমের মহিমার পার বর্ণন করিতে পারেন অর্থাৎ যেমন পার্থিব পরমাণু গণনা করা অসম্ভব, সেইরূপ বিষ্ণুর গুণগণের গণনা করাও অসম্ভব; মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, এমন কি কেহ জন্মিয়াছেন বা জন্মিবেন, যিনি পূর্ণ পুরুষের মহিমার পার প্রাপ্ত হইতে সমর্থ? অর্থাৎ কেহই অনন্ত মহিমার সীমা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ নহেন। যিনি অদ্ভুতকর্ম্মা দেবদেব শ্রীহরির এই অবতারচরিত্র শ্রবণ করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দৈব, পিত্র্য অথবা মানুষ, যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে যদি বামনচরিত কীর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানিগণ বলেন, ঐ সকল কর্ম্মের যথাযথ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ভগবন্! অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরি যাহাতে মায়া করিয়া মৎস্যরূপের অনুকরণ করিয়াছিলেন, সেই আদ্য অবতার কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। হে ভগবন্! ঈশ্বর যে নিমিত্ত কর্ম্মগ্রস্ত জীবের ন্যায় তমঃপ্রকৃতি অসহ্য লোকনিন্দিত মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় যথাযথ বলিতে আজ্ঞা হয়; উত্তমঃশ্লোকের চরিত্র সর্ব্বলোকের সুখাবহ হইয়া থাকে।

সূত কহিলেন,—পরীক্ষিৎ এইরূপ নিবেদন করিলে বাদরায়ণি, বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় চরিত্র বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন,—ঈশ্বর গো, বিপ্র, সুর, সাধু, বেদ, ধর্ম্ম ও অর্থের রক্ষার নিমিত্ত তনু ধারণ করিয়া থাকেন। বুদ্ধির গুণের তারতম্যহেতু জীবসকলের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট রূপ হইয়া থাকে; ঈশ্বর বায়ুর ন্যায় ঈদৃশ জীবগণের মধ্যে বিচরণ করিয়াও তাহাদিগের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দ্বারা লিপ্ত হন না। হে রাজন্! অতীত কল্পের অবসানে ব্রহ্মার নিদ্রাহেতু নৈমিত্তিক লয় হইয়াছিল, সেই কালে ভূরাদি লোক সকল সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল; দিবসাবসানে ব্রহ্মার নিদ্রা উপস্থিত হইলে তিনি শয়ন করিলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে বেদের আবৃত্তি হইয়াছিল, বলবান্ দানব হয়গ্রীব সমীপে থাকিয়া যোগবলে বেদ হরণ করিয়া লইল; অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য শ্রীহরি দানবেন্দ্র হয়গ্রীবের কার্য্য অবগত হইয়া মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা নিদ্রা হইতে উত্থিত

হওয়ায় বর্ত্তমান কল্পের আরম্ভ হইয়াছিল; তখন সত্যব্রত নামে এক মহানুভব রাজর্ষি নারায়ণপর হইয়া সলিলপানে দেহধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া ছিলেন; তিনি এই কল্পে বিবস্বানের পুত্র হইয়া শ্রাদ্ধদেব নামে খ্যাতি লাভ করেন; শ্রীহরি তাঁহাকে মনুপদ প্রদান করিয়াছেন। একদা সত্যব্রত কৃতমালা নদীর জলে তর্পণ করিতেছিলেন, তাঁহার তর্পণাঞ্জলিতে একটি শফরী মৎস্য দৃষ্ট হইল; হে রাজন্! দ্রবিড়েশ্বর অঞ্জলিতগ সেই মৎস্যকে তর্পণজলের সহিত নদীর জলে ত্যাগ করিলেন। সেই মৎস্য মহাকারুণিক নৃপতিকে কাতরভাবে কহিল, হে দীনবৎসল! জল-জন্তুসকল স্ব স্ব জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়া থাকে; আমি দীন ও ভীত, এই নদীর জলে আমাকে তাহাদিগের কবলে কেন সমর্পণ করিতেছেন? রাজা জানিতেন না যে, ভগবান্ তাঁহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রীতিপূর্ব্বক মৎস্যবপুঃ ধারণ করিয়াছেন, তথাপি শফরীর রক্ষার নিমিত্ত মনোনিবেশ করিলেন। দয়ালু মহীপতি মৎস্যের দীনতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কলসজলে স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন। সেই মৎস্য এক রাত্রির মধ্যে এত বর্দ্ধিত হইল যে, কলসমধ্যে স্থানাভাব হওয়ায় রাজাকে বলিল, আমি এই কলসমধ্যে আর কষ্টে থাকিতে পারিতেছি না, আমাকে একটী এরূপ বৃহৎ স্থান দান করুন, যথায় সুখে বাস করিতে পারি। অনন্তর রাজা তাহাকে লইয়া ঔদঞ্চনজলে অর্থাৎ একটী বৃহৎ পাত্রের জলে স্থাপন করিলেন; মৎস্য তথায় ক্ষিপ্ত হইব মাত্র মুহূর্ত্তকালমধ্যে তিনহস্ত-পরিমাণ বর্দ্ধিত হইল। তখন বলিতে লাগিল, হে রাজন্! যেহেতু আমি আপনার শরণাগত, অতএব আমার থাকিবার নিমিত্ত একটি বৃহৎ স্থান নির্দ্দেশ করুন, আমি এই উদঞ্চনে সুখে থাকিতে পারিতেছি না। হে মহারাজ! অনন্তর রাজা মৎস্যকে লইয়া সরোবরের জলে নিক্ষেপ করিলেন, সেই মহামীন স্বীয় দেহদ্বারা সরোবরকে ব্যাপ্ত করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; অনন্তর রাজাকে বলিল,—রাজন্! আমি জলচর, এই অল্প জলে আমি সুখে থাকিতে পারিতেছি না; কোন অক্ষয় হ্রদে আমাকে রাখিবার পূর্ব্বে যেন শুষ্ক হইয়া না মরি, তাহার উপায় বিধান করুন! ইহা শুনিয়া রাজা মৎস্যকে যে যে অগাধ হ্রদে স্থাপন করিলেন, সে সেই সেই জলাশয়কে ব্যাপিয়া ফেলিল; রাজা অগত্যা তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে মৎস্য বলিল,—আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন না, অতি বলশালী মকরাদি জন্তুগণ আমাকে খাইয়া ফেলিবে।

রাজা মৎস্যের মধুর বাক্যে মোহিত হইয়া কহিলেন, আপনি কে আমাকে মৎস্যরূপ ধরিয়া মোহিত করিতেছেন? আমি পূর্ব্বে কখনও ঈদৃশ বলশালী জলচর দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণগোচর করি নাই, আপনি এক দিবসের মধ্যেই যোজনশতপরিমিত সরোবরকে চতুর্দ্দিকে ব্যাপিয়া ফেলিলেন; আপনি সাক্ষাৎ অব্যয় ভগবান্ নারায়ণ হরি, সন্দেহ নাই, আপনি ভূতগণের অনুগ্রহের নিমিত্ত এই জলচররূপ ধারণ করিয়াছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের নিয়ন্তা, আপনাকে নমস্কার; হে বিভো! আপনি শরণাগত ভক্তগণের সত্য আত্মা ও আশ্রয়। আপনার সকল লীলাবতার ভূতগণের মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে; আপনি কি নিমিত্ত এইরূপ ধারণ করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা করি। হে অরবিন্দাক্ষ! যাহারা দেহাদি পদার্থে অভিমানী, সেই ইতর লোকদিগের ন্যায় আপনার পদার্পণ কখন ব্যর্থ হয় না; আপনি সকলের সুহৃৎ, প্রিয় ও আত্মা; অতএব আপনি যে আমাকে এই অদ্ভুত রূপ দর্শন করাইলেন, তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। নৃপতি সত্যব্রত এইরূপ কহিলে কল্পান্তে প্রলয়সমুদ্রে

বিহারেচ্ছু ভক্তজনপ্রিয় মৎস্যরূপধারী প্রভু তাঁহাকে স্বীয় অভিপ্রায় বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে রাজন্! অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রৈলোক্য প্রলয়-সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে। সেই প্রলয়বারি ত্রৈলোক্যকে গ্রাস করিলে, সেই কালে আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা তোমার সমীপে উপস্থিত হইবে। তখন তুমি সপ্তর্ষিগণে পরিবৃত ও সর্ব্ব জন্তুগণের সহিত মিলিত হইয়া উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট সর্ব্ববিধ ওষধির বীজ লইয়া সেই বিশাল নৌকায় আরোহণ করিয়া অকাতরে বিচরণ করিতে থাকিবে; প্রলয়সমুদ্রে সূর্য্যালোকাদির অভাব হইলেও ঋষিগণের তেজে সমুদ্র আলোকিত থাকিবে। প্রচণ্ড সমীরণ তরণীকে আন্দোলিত করিলে আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইব, তুমি বাসুকিদ্বারা মৎস্যরূপী আমার শৃঙ্গে তরণীকে বন্ধন করিবে। হে রাজন্! যতকাল ব্রহ্মার রজনী থাকিবে ততকাল আমি ঋষিগণের সহিত তোমাকে নৌকায় বহন করিয়া বিচরণ করিব। তৎকালে আমি যে তোমার প্রশ্নসকলের উত্তর প্রদান করিব, তাহাতেই তুমি আমার কৃপায়, যাহা ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, মদীয় সেই মহিমা হৃদয়ে সাক্ষাৎ অনুভব করিবে।

শ্রীহরি রাজার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হৃষীকেশ যে কালের বিষয় বলিয়া গেলেন, রাজা সেই কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে মূলভাগ স্থাপনপূর্ব্বক কুশসকল আস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন এবং মৎস্যরূপী শ্রীহরির চরণদ্বয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দেখিতে পাইলেন, মহামেঘসকলের বর্ষণে সমুদ্র উদ্বেল হইয়া পৃথিবীকে চতুর্দ্দিকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তখন তিনি ভগবানের আদেশ স্মরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইল; অনন্তর তিনি ওষধিলতাদি গ্রহণ করিয়া ঋষিগণের সহিত নৌকায় আরোহণ করিলেন। মুনিগণ প্রীতি-বচনে তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! কেশবের ধ্যান করুন, তিনি আমাদিগকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন ও মঙ্গল বিধান করিবেন। অনন্তর রাজা ধ্যান করিলে সেই মহাসমুদ্রে নিযুতযোজন একশৃঙ্গধর সুবর্ণমৎস্য প্রাদুর্ভূত হইলেন। শ্রীহরি পূর্ব্বে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে রাজা নৌকাকে সর্পরূপ রজ্জুদ্বারা তদীয় শৃঙ্গ বন্ধন করিয়া হৃষ্টচিত্তে মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন।

রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্! অনাদি অবিদ্যা জীবগণে আত্মতত্ত্বকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, এই হেতু তাহারা অবিদ্যানিবন্ধন সংসারে পরিশ্রম করিয়া আতুর হইয়া পড়ে; এই সংসার আপনার অনুগ্রহে আপনাকে আশ্রয় করিয়া যেহেতু তাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হয়, অতএব মুক্তিপ্রদ আপনি সাক্ষাৎ আমা-দিগের পরম গুরু হইয়া গ্রন্থি ছেদন করুন। অজ্ঞান জীব নিজ কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া থাকে, সুখলাভের আশায় যে কর্ম্ম করে, তাহা অসুখের কারণ হইয়া পড়ে; যাঁহারা সেবাদ্বারা সেই সুখেচ্ছাকে বিনাশ করিতে জীব সমর্থ হয়, তিনি হৃদয়রূপ গ্রন্থি ছেদন করেন, তিনিই পরম গুরু। যেমন রজত অগ্নির সম্পর্কে মল পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বর্ণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যাঁহার সেবাদ্বারাই জীব মনের অজ্ঞানমল পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই অব্যয় প্রভু আমার গুরু হউন, যেহেতু তিনি গুরুরও পরম গুরু। অতএব যজ্ঞাদিদ্বারা মনের মল বিনষ্ট হয় না, একমাত্র আপনার সেবাদ্বারই তাহা হইয়া থাকে, যজ্ঞাদি কেবল সেবার অঙ্গমাত্র। ইন্দ্রাদি দেবগণ, পিত্রাদি গুরুজন ও সুখপ্রদানে ইচ্ছুক নৃপাদি সকলে মিলিত হইয়াও নিরপেক্ষভাবে যাঁহার দয়ার অযুতভাগের এক

ভাগের লেশপর্য্যন্তও জীবকে দান করিতে সমর্থ নহেন, আপনি সেই ঈশ্বর, আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অন্ধ ব্যক্তি অন্ধকে চালক করিলে তাহার যেরূপ দশা হয়, সেইরূপ অজ্ঞান ব্যক্তি অজ্ঞানকে গুরু করিলে তাহারও তাদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে; আপনি সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট, অতএব সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক; আমি স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অভিলাষী, এই নিমিত্ত আপনাকে গুরুপদে বরণ করিলাম। প্রাকৃত গুরু লোককে অর্থকামাদি মতি উপদেশ করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা সে অপার সংসারে নিপতিত হয়; কিন্তু আপনি অক্ষয় অব্যর্থ জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন, যদ্দ্বারা লোকে অনায়াসে আপনার পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আপনি সর্ব্বলোকের সুহৃৎ, প্রিয়, ঈশ্বর, আত্মা, গুরু জ্ঞান ও অভীষ্টসিদ্ধি; আপনি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, তথাপি অন্যাসক্তচিত্ত জীব আপনাকে জানিতে পারে না, কারণ, দুর্ব্বাসনা তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। হে ভগবন্! আপনি দেবশ্রেষ্ঠ, বরেণ্য ও ঈশ্বর; তত্ত্বোপদেশের নিমিত্ত আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম; পরমার্থের প্রকাশক বাক্যদ্বারা আমার অহঙ্কারাদি হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া স্বীয় রূপ প্রকাশিত করুন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—নৃপতি এইরূপ স্তুতি করিলে মৎস্যরূপী ভগবান্ আদিপুরুষ মহাসমুদ্রে বিচরণ করিতে করিতে রাজর্ষি সত্যব্রতকে স্বীয় গুহ্য তত্ত্ব সাংখ্য, যোগ ও ক্রিয়াবিষয়ে উপদেশসমন্বিতা দিব্যা পুরাণসংহিতা অর্থাৎ মৎস্যপুরাণ সমগ্র উপদেশ করিলেন। রাজা ঋষিগণের সহিত নৌকায় আসীন থাকিয়া ভগবানের উপদিষ্ট সনাতন ব্রহ্মরূপ আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া সংশয়রহিত হইলেন। এই মৎস্যরূপী ভগবান্ পূর্ব্বপ্রলয়ের অবসানে অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রারম্ভে যখন ব্রহ্মা জাগরিত হইলেন, তখন হয়গ্রীব অসুরকে বধ করিয়া বেদ প্রত্যাহরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানসমন্বিত সেই রাজা সত্যব্রত বিষ্ণুর প্রসাদে এই কল্পে বৈবস্বত মনু হইয়াছেন। রাজর্ষি সত্যব্রত ও মায়া-মৎস্য ভগবানের সংবাদরূপ এই মহৎ আখ্যান শ্রবণ করিলে মনুষ্য পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে মানব শ্রীহরির এই অবতারকথা প্রত্যহ কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহার সকল সংকল্প সিদ্ধ হইবে, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হইবেন। যিনি প্রলয়সমুদ্রে সুপ্তশক্তি ব্রহ্মার মুখসকল হইতে অপনীত শ্রুতি-গণকে অসুর হয়গ্রীবের বধসাধনপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মাকে পুনর্ব্বার প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি সত্যব্রত ও ঋষিগণের নিকট আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, বিশ্বের কারণ সেই মায়ামৎস্যকে প্রণিপাত করি।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত।

নবম স্কন্ধ

—:*:—

প্রথম অধ্যায়

রাজা কহিলেন,—আপনি যে সকল মন্বন্তরকথা বর্ণনা করিয়াছেন ও সেই সকল মন্বন্তরে অনন্তবীর্য্য শ্রীহরিকর্ত্তৃক প্রকাশিত যে সকল লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছি। দ্রাবিড়াধিপতি সত্যব্রত নামে প্রসিদ্ধ যে রাজর্ষি অতীত মন্বন্তরের অবসানকালে ভগবানের সেবাদ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তিনিই যে বিবস্বানের পুত্র মনু হইয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করিয়াছি। ইক্ষ্বাকুপ্রভৃতি নরপতিগণ বৈবস্বত মনুর পুত্র, ইহা আপনি বলিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! আমরা নিত্যই শ্রবণ করিতে অভিলাষী; হে মহাভাগ! সেই সকল রাজগণের বংশ ও তদ্‌বংশগণের চরিত্র কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা হয়। যাঁহারা পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা হইবেন ও বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা বিরাজ করিতেছেন, পুণ্যকীর্ত্তি তাঁহাদিগের সকলের বিক্রমকথা বর্ণনা করিয়া কৃতার্থ করুন।

সূত কহিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মবাদিগণের সভায় এইরূপ প্রশ্ন করিলে পরমধর্ম্মবিৎ শ্রীশুকদেব কহিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! প্রধানতঃ বৈবস্বত মনু বংশ শ্রবণ করুন, শতবর্ষেও বিস্তার করিয়া বলিয়া শেষ করা যায় না। যে পরম পুরুষ নারায়ণ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভূতগণের আত্মা, প্রলয়কালে এই বিশ্ব তাঁহাতেই লীন ছিল, অন্য কোন বস্তু ছিল না। হে মহারাজ! তাঁহার নাভি হইতে এক হিরণ্ময় পদ্মকোষ সম্ভূত হইয়াছিল, তাহাতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মরীচি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন, কশ্যপ মরীচির পুত্র; কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হন, তাঁহার নাম বিবস্বন্। হে ভারত। বিবস্বানের ঔরসে ও সংজ্ঞাদেবীর গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু জন্ম গ্রহণ করেন; আত্মাবান্ শ্রাদ্ধদেব শ্রদ্ধাদেবীর গর্ভে দশ পুত্র উৎপাদন করেন; তাঁহাদিগের নাম ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষক, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ ও কবি। ইক্ষ্বকুপ্রভৃতির জন্ম হইবার পূর্ব্বে ভগবান্ বশিষ্ঠ অপুত্রক মনুর পুত্রোৎপত্তি উদ্দেশ্য করিয়া মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয়ের উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। মনুপত্নী শ্রদ্ধা পয়োব্রতা হইয়া অর্থাৎ নিয়ত পয়ঃপান করিয়া জীবনধারণরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া হোতাকে প্রণিপাত করিয়া সম্যক্ প্রার্থনা করিলেন, যাহাতে আমার একটী কন্যা হয়, সেইরূপ আহুতি প্রদান করুন। অধ্বর্য্যুনামক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, হোতাকে যজ্ঞ করিতে আদেশ করিলে তিনি হবিঃ গ্রহণ করিলেন, এক্ষণে রাজ্ঞীর কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি বষট্‌কার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হবিঃ প্রদান করিলেন। মনু পুত্রলাভের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু হোতা তাঁহার বিরুদ্ধ সংকল্প করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন, তাহাতে ইলা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হইলেন। কন্যাকে দর্শন করিয়া মনুর চিত্ত তত সন্তুষ্ট হইল না, তিনি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এ কি হইল? আপনারা ব্রহ্মবাদী, কি দুঃখের বিষয় আপনাদের

কর্ম্ম-বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইল; হায়! যেন মন্ত্রের অন্যথা না হয়। আপনারা ব্রহ্মবিৎ, তপস্বী; আপনাদিগের পাপ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; যেমন দেবগণের মধ্যে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাচরণ অসম্ভব, সেইরূপ আপনাদিগের সংকল্পের অন্যথা হওয়া অসম্ভব; সুতরাং এরূপ কিহেতু ঘটিল?

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রপিতামহ ভগবান্ বশিষ্ঠ হোতার ব্যতিক্রম জানিতে পারিয়া সূর্য্যপুত্রকে কহিলেন,—হোতার ব্যতিক্রমহেতু সংকল্পের এই বৈশম্য ঘটিয়াছে, তথাপি যাহাতে এই কন্যা তোমার পুত্ররূপে পরিণত হয়, স্বীয় তেজে তাহা সম্পাদন করিব। হে রাজন্! মহাযশাঃ ভগবান্ বশিষ্ঠ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ইলাকে পুরুষ করিবার কামনায় আদিপুরুষের স্তব করিলেন। ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন; এই নিমিত্ত ইলা উৎকৃষ্ট পুরুষ-রূপে পরিণত হইল, তিনি সুদ্যুম্ন নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। হে মহারাজ! একদা তিনি কবচধারী ও কতিপয় অমাত্যে পরিবৃত হইয়া সিন্ধুদেশোদ্ভব অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সুন্দর ধনুঃ ও পরম অদ্ভুত শর-সকল লইয়া মৃগয়াহেতু বনে বিচরণ করিতে করিতে মৃগগণের অনুসরণপূর্ব্বক উত্তর দিকে গমন করিলেন। সুমেরুর অধোদেশে এক সুকুমার বন আছে, তথায় ভগবান্ রুদ্র উমার সহিত বিহার করিয়া থাকেন; তিনি সেই বনে প্রবেশ করিলেন। পরন্তপ সুদ্যুম্ন তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীমূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার ঘোটকও ঘোটকীরূপ ধারণ করিয়াছে। তাঁহার অনুচরগণও সকলেই স্ব স্ব লিঙ্গের বিপর্যায় দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া খিন্নমনা হইলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন,—হে ভগবান্! উক্ত দেশের এইরূপ গুণ কেন হইল? কে ঐ দেশকে এরূপ করিলেন? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে আজ্ঞা হয়, আমার অতীব কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—একদা ব্রতধারী ঋষিগণ গিরিশকে দর্শন করিবার মানসে ঐ বনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তেজে দিক্‌সকলের অন্ধকার বিদূরিত হইয়া আলোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। বিবসনা দেবী অম্বিকা তাঁহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন এবং ভর্ত্তার অঙ্ক হইতে সমুত্থান করিয়া শীঘ্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। ঋষিগণও তাঁহাদিগকে দেখিয়া কলুষিতচিত্ত হইলেন এবং স্ত্রীপ্রসঙ্গশূন্য নর-নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। তখন প্রিয়ার সন্তোষসম্পাদনের নিমিত্ত ভগবান্ রুদ্র কহিলেন, যে ব্যক্তি এই স্থানে প্রবেশ করিবে, তাহার স্ত্রীমূর্ত্তি হইবে; তদবধি পুরুষগণ এই বন বর্জ্জন করিয়া থাকেন।

হে রাজন্! সেই ললনা অনুচরীগণের সহিত বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন; অনন্তর সেই প্রমদোত্তমা স্ত্রীগণে পরিবৃতা হইয়া যখন ভগবান্ বুধের আশ্রমের সমীপে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে দেখিয়া কামাসক্ত হইলেন, সেই সুন্দরীও সোমপুত্রকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলেন। এইরূপে বুধের ঔরসে নারীরূপী সুদ্যুম্নের গর্ভে পুরূরবার জন্ম হইল। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, মনুপুত্র সুদ্যুম্ন এইরূপে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কুলাচার্য্য বশিষ্ঠকে স্মরণ করিলেন। তিনি সুদ্যুম্নের তাদৃশী দশা দেখিয়া অতীব দয়ার্দ্র হইলেন এবং সুদ্যুম্নের পুংস্ত্ব কামনা করিয়া শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! ভগবান্ রুদ্র ঋষির প্রিয় সম্পাদন ও স্বীয় বাক্য সত্য রাখিবার নিমিত্ত বলিলেন, তোমার বংশধর একমাস পুরুষ ও একমাস স্ত্রী হইবেন; সুদ্যুম্ন এই

ব্যবস্থানুসারে ইচ্ছানুরূপ মেদিনী পালন করুন। সুদ্যুম্ন আচার্য্যের অনুগ্রহে ব্যবস্থাক্রমে অভিলষিত পুংস্ত্ব লাভ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন তিনি নারী হইতেন, তখন লজ্জাবশতঃ অন্তঃপুরে থাকিতেন, ইহা প্রজাগণের রুচিকর হইল না। হে রাজন্! তাঁহার উৎকল, গয় ও বিমল নামে তিন পুত্র হইল; তাঁহারা দক্ষিণাপথে ধর্ম্মবৎসল রাজা হইলেন। অনন্তর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে প্রতিষ্ঠান-পতি রাজা সুদ্যুম্ন পুত্র পুরুরবাকে পৃথিবীর ভার অর্পণ করিয়া বনে গমন করিলেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—এইরূপে পুত্র সুদ্যুম্ন গমন করিলে বৈবস্বত মনু পুত্রকামনা করিয়া যমুনাতীরে শত বৎসর তপশ্চরণ করিলেন। অনন্তর মনু অপত্যার্থে শ্রীহরির আরাধনা করিয়া স্বসদৃশ দশ পুত্র লাভ করিলেন, ইক্ষ্বাকু তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মনুপুত্র পৃষধ্রকে তদীয় গুরু গো-পালনে নিযুক্ত করায় তিনি রাত্রিকালে জাগরণব্রত অবলম্বন করিয়া অব হতচিত্তে গো-সকলের রক্ষা করিতে লাগিলেন। একদা রাত্রিকালে বৃষ্টি হইতেছিল, এমন সময় এক ব্যাঘ্র গোষ্ঠে প্রবেশ করিল, শয়ানা ধেনুসকল ভয়ে উত্থিত হইয়া গোষ্ঠে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বলবান্ ব্যাঘ্র একটী ধেনুকে আক্রমণ করায় ধেনুটী ভয়ে কাতর ধ্বনি করিতে লাগিল; পৃষধ্র তাহার কাতর-ধ্বনি শুনিয়া ব্যাঘ্রের অনুসরণ করিলেন। রজনী অন্ধকারাচ্ছন্না, আকাশে নক্ষত্রগণ বিলীন হইয়া গিয়াছিল; তিনি খড়গ গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবিত হইয়া শার্দ্দূলভ্রমে এক কপিলা ধেনুর শিরশ্ছেদ করিলেন। খড়গাগ্রের আঘাতে ব্যাঘ্রের কর্ণ ছিন্ন হইল, সে অতীব ভীত হইয়া পথে রক্তবিন্দু পাতিত করিতে করিতে গোষ্ঠ হইতে পলায়ন করিল। মহাবীর পৃষধ্র মনে করিলেন ব্যাঘ্র হত হইয়াছে, কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইলে ধেনুটী স্বহস্তে নিহত হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। যদিও তিনি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছেন, তথাপি কুলপুরোহিত তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন, তোর অধম ক্ষত্রিয় হইবারও যোগ্যতা নাই, তুই এই কর্ম্মহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবি। পৃষধ্র এইরূপে গুরুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তদীয় অভিশাপ গ্রহণ করিলেন, অনন্তর তিনি ঊর্দ্ধরেতা হইয়া মুনিগণের প্রিয় ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। এইরূপে পৃষধ্র সর্ব্বাত্মা অমল পরম পুরুষ ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি অপণপূর্ব্বক একান্ত শরণাপন্ন হইলেন; তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, সমদর্শন, মুক্তসঙ্গ, শান্তাত্মা, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া জীবিকার সংগ্রহে উদাসীন হইলেন। এবং যদৃচ্ছালব্ধ ভোজনে প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পৃষধ্র স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মায় সমাধানপূর্ব্বক পরমানন্দ অনুভব করিয়া তৃপ্ত হইলেন এবং সমাহিত হইয়া জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে মৌনী পৃষধ্র একদা বনে প্রবেশপূর্ব্বক সমুত্থিত দাবাগ্নি দেখিয়া তাহাতে স্বীয় দেহ দগ্ধ করিয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন। কনিষ্ঠ কবিও কিশোর বয়সেই বিষয়ে নিস্পৃহ ছিলেন, এই নিমিত্ত রাজ্য ও বন্ধু-গণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বপ্রকাশ পুরুষকে চিত্তে

নিবেশিত করিয়া কাননে প্রবেশ করিলেন এবং অন্তে সেই পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হইলেন। মনুপুত্র করূষ হইতে এক ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়, ঐ সকল ক্ষত্রিয় কারূষ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন; তাঁহারা ধর্ম্মবৎসল ও ব্রাহ্মণভক্ত, তাঁহারা উত্তরাপথের আদিপত্য লাভ করেন। মনুর ধৃষ্টনামক পুত্র হইতে ধার্ষ্ট ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়া ক্ষিতিতলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মনুপুত্র নৃগের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র ভূতজ্যোতিঃ এবং ভূতজ্যোতিঃ হইতে বসু জন্ম গ্রহণ করেন। প্রতীক বসুর পুত্র, প্রতীকের পুত্র ওঘবান্ ও কন্যা ওঘবতী; ওঘবানের এক পুত্র হয়, তাঁহার নামও ওঘবান্ ছিল; সুদর্শন ওঘবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নরিষ্যন্তের এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম চিত্রসেন, ঋক্ষ চিত্রসেনের পুত্র, ঋক্ষ হইতে মীঢ্বানের জন্ম হয়, পূর্ণ তদীয় পুত্র, পূর্ণের পুত্র ইন্দ্রসেন, ইন্দ্রসেন হইতে বীতিহোত্রের জন্ম হয়, সত্যশ্রবা বীতিহোত্রের পুত্র, সত্যশ্রবা হইতে উরুশ্রবা জন্ম পরিগ্রহ করেন, উরুশ্রবার এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম দেবদত্ত; স্বয়ং ভগবান্ অগ্নি দেবদত্তের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্নিবেশ্য নাম ধারণ করেন; তিনিই মহর্ষি কানীন বা জাতুকর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই অগ্নিবেশ্য হইতে আগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকুল সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে রাজন্! নরিষ্যন্তের বংশ আপনার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে মনুপুত্র দিষ্টের বংশ শ্রবণ করুন।

দিষ্টের নাভাগ নামে পুত্র জন্মে, পরে আর একজন নাভাগের বিষয় কথিত হইবে, ইনি তিনি নহেন; ইনি কর্ম্মনিবন্ধন বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভলন্দন নাভাগের পুত্র, ভলন্দন হইতে বৎসপ্রীতি জন্ম পরিগ্রহ করেন; বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু ও প্রাংশুর পুত্র প্রমিতি, খনিত্র প্রমিতির পুত্র তাঁহার পুত্র চাক্ষুষ এবং চাক্ষুষের বিবিংশতি নামে এক পুত্র জন্মে; বিবিংশতির পুত্র রম্ভ; ধার্ম্মিক খনীনেত্র রম্ভের পুত্র। হে রাজন্! নৃপতি করন্ধম খনীনেত্র হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিৎ; মরুত্ত অবিক্ষিতের পুত্র, ইনি চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন; অঙ্গিরার পুত্র মহাযোগী সংবর্ত্ত ইঁহাকে দিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন। ইঁহার যজ্ঞের ন্যায় আর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহা কিছু যজ্ঞপাত্রাদি, তৎসমুদয়ই কমনীয় হিরণ্ময় ছিল। এই যজ্ঞে ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া ও দ্বিজাতিগণ দক্ষিণাদ্বারা হৃষ্ট হইয়াছিলেন; মরুদ্গণ পরিবেষ্টা ও বিশ্বদেবগণ সভাসদ্ ছিলেন। মরুত্তের পুত্র দম ও দমের পুত্র রাজবর্দ্ধন; রাজবর্দ্ধনের ঔরসে সুধৃতি ও সুধৃতির ঔরসে নর নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। নরের পুত্র কেবল ও কেবলের পুত্র ধুন্ধুমান্; বেগবান্ ধুন্ধুমানের পুত্র, বেগবান্ হইতে বুধ নামে পুত্র জন্মে, মহীপতি তৃণবিন্দু বুধ হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তৃণবিন্দু নানা বরণীয় গুণের আলয় ছিলেন; অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা দেবী অলম্বুষা তাঁহার ভজনা করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে কতিপয় পুত্র ও ইলবিলানাম্নী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। যোগেশ্বর ঋষি বিশ্রবা স্বীয় পিতার নিকট পরমা বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া এই ইলবিলার গর্ভে পুত্র কুবেরকে উৎপাদন করেন। বিশাল, শূন্যবন্ধু ও ধূম্রকেতু তৃণবিন্দুর পুত্র; বংশপ্রবর্ত্তক রাজা বিশাল বৈশালী নামে পুরী নির্ম্মাণ করেন। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের ধূম্রাক্ষ নামে এক পুত্র জন্মে। ধূম্রাক্ষের পুত্র সংযম সংযমের দুই পুত্র, কৃশাশ্ব ও দেবজ। কৃশাশ্বের ঔরসে সোমদত্তের জন্ম হয়; এই সোমদত্ত বহু অশ্বমেধযজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর পরম পুরুষের আরাধনা করিয়া, যাহা যোগেশ্বরগণ লাভ করিয়া থাকেন, ঈদৃশী উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সোমদত্তের পুত্র

সুমতি, সুমতির এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম জনমেজয়। এই সকল নৃপতি বিশালের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, ইঁহারা তৃণবিন্দুর কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মনুপুত্র রাজা শর্য্যাতি বেদার্থের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন; ইনি অঙ্গিরাদিগের সত্রে দ্বিতীয় দিবসে করণীয় কর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ইঁহার সুকন্যানাম্নী একটী কমললোচনা কন্যা জন্মে; একদা শর্য্যাতি ঐ কন্যার সহিত বনে গমন করিয়া চ্যবনের আশ্রমে উপস্থিত হন। সুকন্যা সখীগণে পরিবৃতা হইয়া বনে বৃক্ষসকলের পুষ্পাদি চয়ন করিতে করিতে একটী বল্মীকরন্ধ্রে দুইটী খদ্যোতাকার জ্যোতিঃ দর্শন করিলেন। রাজকুমারী দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া অজ্ঞতাহেতু একটী কণ্টকদ্বারা সেই দুইটী জ্যোতিকে বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে রুধির বহির্গত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সৈনিকগণের মলমূত্ররোধ হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া রাজর্ষি বিস্মিত হইয়া অনুচর পুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি কেহ মহর্ষি চ্যবনের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছ? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমাদের মধ্যে কেহ এই আশ্রমে কোন অবৈধ কার্য্য করিয়াছে। তখন সুকন্যা ভীতা হইয়া পিতাকে কহিল, আমি কিঞ্চিৎ অপরাধ করিয়াছি; আমি না জানিয়া একটী কণ্টকদ্বারা দুইটী জ্যোতিকে বিদ্ধ করিয়াছি। শর্য্যাতি দুহিতার সেই বাক্য শুনিয়া ভীত হইয়া ধীরে ধীরে বল্মীকের সমীপে গমনপূর্ব্বক বল্মীকাবৃত মুনিকে প্রসন্ন করিলেন। মুনিবরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাজা তাঁহাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন, এইরূপে বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া সাবধানে মুনির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। সুকন্যা পতিকে পরম ক্রুদ্ধস্বভাব দেখিয়া তদীয় অভিপ্রায়ানুসারে সাবধানে সেবাদ্বারা তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা অশ্বিনীকুমারদ্বয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; মুনিবর তাঁহাদিগের সম্মাননা করিয়া বলিলেন, আপনারা স্বর্বৈদ্য, আমার যৌবন সম্পাদন করুন; আপনারা সোমপানরহিত হইলেও আমি সোমযাগ করিয়া আপনাদিগকে সোমপূর্ণ পাত্র প্রদান করিব; যে যৌবন ও সৌন্দর্য্য প্রমদাগণের ঈপ্সিত, তাহা আমাকে প্রদান করুন। উভয় বৈদ্যরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, আপনি সিদ্ধনির্ম্মিত এই হ্রদে নিমগ্ন হউন। জরাগ্রস্ত মুনিবরের দেহে শিরা-সকল দৃষ্ট হইতেছিল, মাংস লোল ও কেশ পলিত হইয়া গিয়াছিল; অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঈদৃশ মুনিকে লইয়া হ্রদে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনটি পুরুষ উত্থিত হইলেন, তাঁহাদিগের রূপ অতিসুন্দর কামিনীমোহন; তাঁহাদিগের গলদেশে পদ্মমালা, কর্ণে কুণ্ডল ও পরিধানে সুন্দর বসন; তাঁহারা দেখিতে তুল্যরূপ। সাধ্বী রাজকুমারী তাঁহাদিগকে তুল্যরূপ ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী দেখিয়া স্বীয় পতিকে চিনিতে না পারিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন,—আপনারা পৃথক্ হইয়া আমার স্বামীকে দেখাইয়া দিন। তাঁহারা তাঁহার

পাতিব্রত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পতি দেখাইয়াছিলেন এবং ঋষিবরের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বিমানযোগে স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর একদা শর্য্যাতি যজ্ঞ করিবেন অভিপ্রায় করিয়া চ্যবনাশ্রমে গমন করিলেন; তথায় দেখিতে পাইলেন, একটী সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী পুরুষ তদীয় দুহিতা সুকন্যার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। কন্যা তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলে রাজা আশীর্ব্বাদ না করিয়া যেন নিরানন্দচিত্তে কন্যাকে কহিলেন,—হে অসতি! এ তোমার কিরূপ কার্য্য! মুনিবর লোকনমস্কৃত, তুমি তাঁহাকে জরাগ্রস্ত দেখিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক একজন পথিককে উপপতিভাবে ভজনা করিতেছ, ইহা অতি বিগর্হিত কার্য্য, সন্দেহ নাই। তুমি সৎকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তবে তোমার এরূপ মতিভ্রংশ হইল কেন? তুমি নির্লজ্জা হইয়া উপপতিকে পোষণ করিতেছ, ইহাতে তুমি পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল উভয় কুলকেই নরকে পাতিত করিবে। পিতা এইরূপ বলিলে সুকন্যা সাধ্বী নারীর স্বভাবসুলভ গর্ব্বভরে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—পিতঃ! ইনিই আপনার জামাতা ভৃগুবংশধর মহর্ষি চ্যবন। অনন্তর তিনি, মহর্ষি কিরূপে যৌবন ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছেন, তৎসমুদয় পিতার নিকট জ্ঞাপন করিলেন; তাহাতে নরপতি বিস্মিত ও পরম প্রীত হইয়া তনয়াকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর চ্যবন রাজাকে সোমযাগ অনুষ্ঠান করাইয়া যদিও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমপানের অধিকারী নহেন, তথাপি স্বীয় প্রভাবে তাঁহাদিগের সোমপাত্র অর্পণ করিলেন। ইহাতে ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অসহ্য হওয়ায় তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত বজ্র গ্রহণ করিলেন; কিন্তু চ্যবন তাঁহার সবজ্র হস্তকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দেবতা-সকল বৈদ্য বলিয়া ইতিপূর্ব্বে যাঁহাদিগকে সোমযাগ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সোমপানে অধিকার অনুমোদন করিলেন।

হে রাজন্! শর্য্যাতির তিন পুত্র জন্মে, তাঁহা-দিগের নাম উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত ও ভূরিষেণ। আনর্ত্তের পুত্র রেবত, ইনি সমুদ্রমধ্যে কুশস্থলীনাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থানপূর্ব্বক আর্ত্তনাদি দেশ পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার এক শত গুণবান্ পুত্র জন্মে, ককুদ্মী তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ককুদ্মীর রেবতী নামে এক কন্যা জন্মে; তিনি, স্বীয় কন্যার বর কে হইবেন, ইহা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত কন্যা রেবতীকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া রজঃ ও তমোগুণের আবরণশূন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তখন সঙ্গীত হইতে-ছিল, অতএব ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া অবসর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাকে স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাহা শুনিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন,—হে রাজন্ আপনি যাহাদিগকে জামাতৃত্বে বরণ করিবার অভি-প্রায় করিয়াছিলেন, কাল তাহাদিগকে সংহার করিয়াছে, তাহাদিগের পুত্র, পৌত্র, নপ্তা ও গোত্রেরও নাম আর শ্রুত হওয়া যায় না; সপ্তবিংশতি যুগে বিভক্ত কাল অতীত হইয়াছে। অতএব, হে রাজন্! গমন করুন, যিনি দেবদেব ভগবানের অংশ, সেই নররত্ন মহাবল বলদেবকে এই কন্যারত্ন সম্প্রদান করুন। পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত ভূতভাবন ভগবান্, যাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তন জীবকে পবিত্র করিয়া থাকে, তিনি স্বীয় অংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন। নৃপতি এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিয়া স্বীয় পুরে সমাগত হইলেন; কিন্তু আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ যক্ষগণের ভয়ে পুর পরিত্যাগ

করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছে। রাজা রেবত মহাবল বলদেবকে অনবদ্যাঙ্গী দুহিতা সম্প্রদান করিয়া তপশ্চরণের নিমিত্ত নারায়ণের তপোভূমি বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—নাভাগ নভগের পুত্র; মনুপুত্র নভগ বহুকাল ব্রহ্মচারিরূপে গুরুগৃহে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুগৃহে অবস্থিতি-কালে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ পিতার ধন বিভাগ করিয়া লন; তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মনে করিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রাপ্য ধন পৃথক্ রাখিলেন না। অনন্তর কৃতবিদ্য কনিষ্ঠ নভগ গুরুগৃহ হইতে স্বগৃহে আগমন করিয়া স্বীয় ভাগ প্রার্থনা করিলে তাঁহারা পিতাকেই ভাগস্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেন। নভগ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতৃগণ! আমার জন্য আপনারা কি ভাগ রাখিয়াছেন? তাঁহারা বলিলেন, তখন আমরা তোমার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এক্ষণে পিতাকেই তোমার ভাগস্বরূপ দিতেছি। তখন তিনি পিতাকে কহিলেন, পিতঃ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ আপনাকেই আমার ভাগস্বরূপ দিয়াছেন; ইহার কারণ কি? পিতা কহিলেন, বৎস! তাহারা তোমাকে প্রতারণা করিয়াছে, তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিও না। ধনদ্বারা তাহাদিগের যেরূপ জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে, আমাদ্বারা তোমার সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; তথাপি তাহারা যখন আমাকেই তোমার ভাগরূপে দিয়াছে, আমি তোমার জীবিকার উপায় বলিয়া দিতেছি। অঙ্গিরার গোত্রে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে অনতি-দূরে সত্র অনুষ্ঠান করিতেছেন; ঐ যজ্ঞে প্রতি ষষ্ঠ দিবসে যে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে, তদ্‌বিষয়ক মন্ত্র অপরিজ্ঞাত থাকায় উক্ত ব্রাহ্মণগণ সুবুদ্ধি হইলেও উহা সম্পাদন করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইতেছেন। হে পুত্র! তুমি বিদ্বান, তাঁহারা মহাত্মা হইলেও তুমি গিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্বদেবের উদ্দেশে যে দুইটী সূক্ত আছে, তাহা পাঠ করাও। কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে তাঁহারা স্বর্গগমনকালে সত্রের অবশিষ্ট ধন তোমাকে দিয়া যাইবেন; অতএব তুমি তাঁহাদিগের সমীপে গমন কর। অনন্তর নভগ পিতার আদেশ পালন করিলে ব্রাহ্মণগণ সত্রের অবশিষ্ট ধন তাহাকে দিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। যখন তিনি ধন গ্রহণ করিতেছেন, এমন সময় এক কৃষ্ণকায় পুরুষ উত্তর দিক্ হইতে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই যজ্ঞভূমিগত সমস্ত ধন আমার; ঋষিগণ ইহা আমাকে দান করিয়াছেন। মনুপুত্র নভগ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, ইহা আমার। ইহা শুনিয়া সেই পুরুষ কহিলেন, তোমার পিতাই আমাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করুন। নভগ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, ঋষিগণ দক্ষযজ্ঞে যজ্ঞভূমিগত যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত বস্তু রুদ্রের ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যজ্ঞের অবশিষ্ট বস্তু 'ত দূরের কথা, সেই দেব সমস্ত পাইবার যোগ্য। অনন্তর নভগ রুদ্রকে প্রণাম করিয়া কহিলেন;—হে ঈশ! আমার পিতা কহিলেন, যজ্ঞভূমিগত বস্তু আপনার প্রাপ্য; হে ব্রহ্মন্! আপনার চরণে মস্তক অবনত করিতেছি, অপরাধ ক্ষমা করুন। শ্রীরুদ্র

কহিলেন, যেহেতু তোমার পিতা ধর্ম্মসম্মত কথা বলিয়াছেন, তুমিও সত্য কহিলে, অতএব মন্ত্রদ্রষ্টা তোমাকে আমি সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেছি। যজ্ঞাবশিষ্ট যে ধন আমার প্রাপ্য, তাহা তুমি গ্রহণ কর। এই বলিয়া ধর্ম্মবৎসল ভগবান রুদ্র অন্তর্হিত হইলেন। যিনি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সুসমাহিত হইয়া এই চরিত্র স্মরণ করিবেন, তিনি বিদ্বান্ ও মন্ত্রজ্ঞ হইবেন এবং আত্মগতি লাভ করিবেন। অনন্তর নাভাগ হইতে মহাভাগবত পুণ্যবান্ অম্বরীষের জন্ম হয়; যে ব্রহ্মশাপ কোথাও প্রতিহত হয় না, তাহাও ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন, হে ভগবান্! প্রদত্ত দুরত্যয় ব্রহ্মশাপ যাঁহার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, ধীমান্ সেই রাজর্ষির চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহাভাগ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপবতী মহী, অক্ষয় সম্পদ্ ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, পৃথিবীতে যাহা মনুষ্যের দুর্লভ, তৎসমুদয় লাভ করিয়াও উহা স্বপ্নের ন্যায় অনুপাদেয় মনে করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বিভব ক্ষয়শীল, উহার সম্পর্কে অথবা নাশে লোকে মোহে নিমগ্ন হইয়া থাকে। মহারাজ অম্বরীষ ভগবান্ বাসুদেব ও তদীয় সাধু ভক্তগণের চরণে ভক্তিভাব লাভ করিয়াছিলেন; এই ভাবের উদয়হেতু এই বিশ্ব তাঁহার নিকট লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। তিনি মনকে কৃষ্ণপদারবিন্দে, বাক্যকে ভগবানের গুণানুবর্ণনে, করদ্বয়কে শ্রীহরির মন্দির-মার্জ্জনাদি কার্য্য এবং কর্ণদ্বয়কে অচ্যুতের লীলাকথা-শ্রবণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যে সকল স্থানে মুকুন্দের বিগ্রহ বিরাজিত, তাহার দর্শনে তদীয় নেত্রদ্বয়, ভগবদ্ভক্তগণের গাত্রস্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয় ভগবানের চরণসরোজে সমর্পিত তুলসীর সৌরভগ্রহণে নাসিকা ও ভগবানে নিবেদিত অন্নাদির গ্রহণে তদীয় রসনা নিয়োজিত হইয়াছিল। তিনি পদদ্বয়কে শ্রীহরির ক্ষেত্রগমনে ও মস্তককে হৃষীকেশের পদাভিবন্দনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; স্রক্চন্দনাদি ভোগ্য বস্তু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতেন, দাস্যই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনীয় ছিল, বিষয়ভোগের ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই; যাঁহারা উত্তমঃ-শ্লোক ভগবানের ভক্ত, তাঁহারা যাদৃশী রতি লাভ করিয়াছেন, তিনি যাহাতে সেই পরম ভাব প্রাপ্ত হন, তাহাই লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়কে ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ অম্বরীষ সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র আত্মা বিরাজ করিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়া স্বীয় ক্রিয়াকলাপ অধোক্ষজ যজ্ঞেশ্বর ভগবানে অর্পণ করিতেন এবং ভগবদ্ভক্ত বিপ্রগণের নিকট উপদেশ লইয়া পৃথিবী পালন করিতেন। তিনি বহু অশ্বমেধ-যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন; তাঁহার অতুল সম্পত্তি ছিল; সুতরাং বিপুল আয়োজনের সহিত যজ্ঞের অঙ্গসকল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যাজ্ঞিকগণকে প্রচুর দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল; অন্তঃসলিলা সরস্বতীর জলশূন্য ভূভাগে স্রোতের বিপরীত মুখে বশিষ্ঠ, অসিত ও গোতমাদি ঋষিগণ তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তদীয় যজ্ঞানুষ্ঠানকালে সদস্য ও ঋত্বিগ্‌গণ বসনভূষণাদিদ্বারা এরূপ সুসজ্জিত হইয়া-ছিলেন যে, তাঁহাদিগকে দেবগণের ন্যায় দেখাইয়া-ছিল; দেবগণের চক্ষুর নিমিষ নাই, তাহা বলিয়া যাজ্ঞিকগণের সহিত তাঁহাদিগের পার্থক্য লক্ষিত হয় নাই, কারণ, অদ্ভুত যজ্ঞদর্শনের ঔৎসুক্যহেতু যাজ্ঞিক-গণও নিমিষরহিত হইয়াছিলেন। অম্বরীষের অনুগত জনগণ সর্ব্বদা উত্তমঃ শ্লোকের লীলাগান ও লীলা শ্রবণ করিতেন; সুতরাং অমরগণের প্রিয় স্বর্গধামও তাঁহারা

আকাঙ্ক্ষা করিতেন না; অতএব মহারাজ অম্বরীষের যে স্বর্গাদিলাভের অণুমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তাহাতে বক্তব্য কি? যে সকল বিষয় স্বরূপসুখের সম্পর্কহেতু সমধিক মধুর ভাব ধারণ করিয়াছে, অতএব যাহা সিদ্ধগণেরও দুর্লভ অর্থাৎ যে সকল বিষয় মুক্তির আনন্দে জড়িত, সেই সকল বিষয়ও, যাঁহারা হৃদয়ে মুকুন্দকে দর্শন করেন, তাঁহাদিগকে হর্ষ দান করিতে পারে না; অতএব স্বর্গাদির প্রার্থনা তাঁহাদিগের নিকট অতি তুচ্ছ কথা।

এইরূপে মহারাজ অম্বরীষ হরিমন্দিরমার্জ্জনাদি তপোযুক্ত স্বধর্ম্মরূপ ভক্তিযোগদ্বারা শ্রীহরির প্রসাদ লাভ করিয়া ক্রমে নিখিল কাম্য বস্তু ত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপে গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, উত্তম গজ, রথ, অশ্ব, উপকরণ, অক্ষয় রত্ন, আভরণ, বস্ত্রাদি ও অক্ষয় রাজকোষ, এই নিখিল ভোগ্যবস্তুতে অভিমানরহিত হইয়াছিলেন। তদীয় একান্ত ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া, শ্রীহরি ভক্তরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে শত্রুকুলের ভয়াবহ চক্র প্রদান করিয়াছিলেন। একদা মহারাজ কৃষ্ণের আরাধনা করিবার অভিপ্রায়ে তুল্যগুণবতী মহিষীর সহিত সম্বৎসরসাধ্য দ্বাদশীব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনন্তর একদা ব্রত শেষ হইলে তিনি কার্ত্তিক মাসে ত্রিরাত্র অর্থাৎ দশমী, একাদশী ও দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া কালিন্দীর জলে স্নান-ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক মধুবনে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলেন। তথায় মহাভিষেকবিধিদ্বারা সর্ব্ববিধ গন্ধদ্রব্যে অভিষেক করিয়া এবং বসন, আভরণ, গন্ধ, মাল্য, পাদ্য ও অর্ঘ্যপ্রভৃতি পূজোপকরণ সমর্পণপূর্ব্বক তদেকচিত্ত হইয়া কেশবের পূজা করিলেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ আপ্তকাম ও মহাভাগ, তাঁহাদিগকেও ভক্তিভরে অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তিনি স্বর্ণাচ্ছাদিতশৃঙ্গা রৌপ্যাচ্ছাদিতখুরা সুবসনা দুগ্ধ, স্বভাব, বয়ঃক্রম, রূপ, বৎস ও দোহনপাত্রাদি উপকরণযুক্তা ছয়কোটী ধেনু সাধুবিপ্রগণের গৃহে প্রেরণ করিলেন। পরে অগ্রে দ্বিজগণকে নানারসযুক্ত সুস্বাদু অত্যুত্তম অন্ন ভোজন করাইয়া ও কাঙ্ক্ষিত দক্ষিণাদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহাদিগের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক পারণা করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্ দুর্ব্বাসা অতিথিরূপে সমাগত হইলেন; ভূপতি প্রত্যুত্থান, আসনপ্রদান ও পাদ্যাদিদ্বারা অতিথির অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া ভোজনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। মুনিবর তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদনের নিমিত্ত গমন করিলেন; অনন্তর তিনি ব্রহ্মধ্যানপর হইয়া পবিত্র কালিন্দীসলিলে অবগাহন করিলেন। এ দিকে অর্দ্ধমুহূর্ত্তমাত্র দ্বাদশী অবশিষ্ট ছিল; ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতি ধর্ম্মসঙ্কটে পতিত হইয়া দ্বিজগণের সহিত পারণবিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং অগ্রে ভোজন করিলে অপরাধ হইবে, অথচ দ্বাদশীর মধ্যে পারণা না করিলেও ব্রতভঙ্গরূপ বৈগুণ্য হইবে, অতএব যাহা করিলে মঙ্গল হয় এবং অধর্ম্ম আমাকে স্পর্শ না করে, আপনারা ঈদৃশ উপদেশ প্রদান করুন। অবশেষে দ্বিজগণের সহিত সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! কেবল জলপানদ্বারা ব্রতের পারণা করিব, কারণ, জলপান ভোজন অভোজন বলিয়া বেদে নিরূপিত হইয়াছে।

হে রাজন্! রাজর্ষি অম্বরীষ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া হৃদয়ে অচ্যুতের ধ্যান করিতে করিতে জলপান করিয়া দ্বিজের আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুর্ব্বাসা আবশ্যক মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া যমুনাকূল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে রাজা তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেও, তিনি আর্ষজ্ঞানে রাজার জলপানব্যাপার অবগত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার গাত্র

প্রকম্পিত ও মুখ ভ্রূকুটীকুটিল হইয়া উঠিল; অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত মুনি কৃতাঞ্জলি রাজাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—অহো! সম্পদে উন্মত্ত নৃশংস বিষ্ণুর অভক্ত এই রাজার ধর্ম্মগর্হিত কার্য্য দেখ; এ ব্যক্তি আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। পরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমি অতিথি-রূপে সমাগত হইয়াছি; তুমি যে আতিথ্য করিবার নিমিত্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমাকে ভোজন না করাইয়াই স্বয়ং ভোজন করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমাকে এই ক্ষণেই তাহার প্রতিফল দিব; ক্রোধে প্রজ্বলিত মুনি এই কথা বলিয়া একটী জটা উৎপাটিত করিলেন এবং রাজাকে বধ করিবার নিমিত্ত তদ্দ্বারা কালানলের সদৃশী এক কৃত্যা অর্থাৎ অপদেবতা সৃষ্টি করিলেন। নৃপতি, প্রদীপ্তা অসিহস্তা তাহাকে পদভরে ভূমি কম্পিত করিতে করিতে স্বীয় অভিমুখে আসিতে দেখিয়াও পদমাত্র বিচলিত হইলেন না; এ দিকে দাবাগ্নি যেরূপ ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ শ্রীহরিকর্ত্তৃক ভক্তরক্ষার নিমিত্ত প্রদিষ্ট চক্র সেই কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। অনন্তর দুর্ব্বাসা স্বীয় প্রয়াস নিষ্ফল হইল দেখিয়া এবং সেই চক্রকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া প্রাণভয়ে দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। যেমন ঊর্দ্ধদিকে শিখা কম্পিত করিয়া দাবানল সর্পের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ ভগবানের চক্র তাঁহার অনুধাবন করিল; মুনি চক্রকে সেইরূপে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া সুমেরুর গুহায় প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইলেন। তিনি দিক্, নভস্তল, পৃথিবী, বিবর, সমুদ্র, লোকপালগণের ধামসমূহ ও স্বর্গে গমন করিলেন, কিন্তু যে যে স্থানে পলায়ন করিলেন, সেই সেই স্থানে দুঃসহ সুদর্শনকে দেখিতে পাইলেন। এইরূপে তিনি ভীতচিত্তে আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে যখন কোথাও আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন না, তখন দেব ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! শ্রীহরির এই চক্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন!

ব্রহ্মা কহিলেন,—দ্বিপরার্দ্ধকালে ক্রীড়ার অবসান হইলে বিশ্বকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক যে কালাত্মার ভ্রূভঙ্গমাত্রে বিশ্বের সহিত মদীয় এই লোক তিরোহিত হইবে, আমি, ভব, দক্ষ ও ভৃগুপ্রভৃতি এবং প্রজেশ, ভূতেশ ও সুরেশ প্রভৃতি আমরা সকলে যাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, যাহাতে লোকহিত হয়, সেই প্রকারে স্ব স্ব মস্তকে অর্পিত নিয়মভার বহন করিতেছি, তুমি তাঁহার ভক্তদ্রোহী, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহি। এইরূপে ব্রহ্মা প্রত্যাখ্যান করিলে, দুর্ব্বাসা বিষ্ণুচক্রে তাপিত হইয়া কৈলাসবাসী শ্রীরুদ্রের শরণাপন্ন হইলেন।

শ্রীশঙ্কর কহিলেন,—হে বৎস! এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার দেহ; ব্রহ্মাও জীব; মহান্ পরমেশ্বরের ঈদৃশ অন্য সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকালে উদ্‌ভূত ও প্রলয়কালে বিলীন হইয়া থাকে, কি এই সকল ব্রহ্মাণ্ডে আমরা লোকেশ্বর বলিয়া অভিমান করিয়া ভ্রমে পতিত হই; আমি, সনৎকুমার, নারদ, ভগবান্ ব্রহ্মা, অজ্ঞানরহিত কপিল, দেবল, ধর্ম্ম, আসুরি ও মরীচিপ্রভৃতি অপর সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধেশ্বরগণ, আমরা সকলে মায়ায় আবৃত হইয়া যাঁহার মায়া বুঝিতে পারি না, সেই পরমেশ্বরের চক্র হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে আমরা সমর্থ নহি। যিনি বিশ্বের ঈশ্বর, এই চক্র তাঁহার অস্ত্র, আমরাও ইহা সহ্য করিতে সমর্থ নহি; তুমি শ্রীহরির শরণাপন্ন হও, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। অনন্তর দুর্ব্বাসা নিরাশ হইয়া, যে বৈকুণ্ঠধামে ভগবান্ শ্রীনিবাস লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিরাজিত, তথায় গমন করিলেন। চক্রের তেজঃ তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল, তিনি কম্পিতকলে-বরে শ্রীহরির পাদমূলে পতিত হইয়া নিবেদন

করিলেন,—হে অচ্যুত অনন্ত প্রভো! সাধুগণ আপনার পাদপদ্ম লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন; হে বিশ্বভাবন! আমি অপরাধী, আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার পরম প্রভাব না জানিয়া আপনার ভক্তকে ক্লেশ দিয়াছি; হে বিধাতঃ! আমাকে এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দান করুন; আপনার কিছুই অসাধ্য নাই, আপনার নাম উচ্চারণ করিলে নরকস্থ জীবও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে দ্বিজ! আমি ভক্তাধীন, স্বতন্ত্র হইলেও স্বভাববশতঃই ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকি, ভক্তগণ আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! আমি যাঁহাদিগের পরা গতি, আমার সেই সকল সাধু ভক্তব্যতিরেকে আমি মদীয় স্বরূপানন্দ ও নিত্যা ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তিও স্পৃহা করি না। যাঁহারা স্ত্রী, গৃহ, পুত্র, আপ্ত, প্রাণ ও বিত্ত, এমন কি ইহলোক ও পরলোক পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? যাঁহাদিগের হৃদয় আমাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে, সেই সকল সমদর্শন সাধুগণ, যেমন সাধ্বী স্ত্রী সাধুচরিত্র পতিকে বশীভূত করে সেইরূপ ভক্তিবলে আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি চতুর্বিধ পুরুষার্থলাভের অধিকারী হইয়াও যেহেতু সেবানন্দে পরিপূর্ণ থাকেন, এই নিমিত্ত তাহা অভিলাষ করেন না; অপর যে সকল বস্তু কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহা যে আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাহাতে আর বক্তব্য কি? সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুগণের হৃদয়; তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য জানেন না এবং আমিও তাঁহারা ব্যতীত অন্য কিছুমাত্র জানি না। যাঁহা হইতে আপনার এই উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, আপনি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন করুন; তপস্যার তেজঃ সাধুগণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইলে উহা নিক্ষেপকর্ত্তারই অমঙ্গল করিয়া থাকে। তপস্যা ও বিদ্যা এই উভয়ই বিপ্রগণের পরম মঙ্গলকর, কিন্তু উহাই দুর্ব্বিনীত অধিকারীর বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! অতএব গমন করুন, আপনার মঙ্গল হউক, নাভাগতনয় মহাভাগ সেই নৃপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তাহা হইলেই শান্তি হইবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—চক্রতাপে প্রপীড়িত দুর্ব্বাসা এইরূপে ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে অম্বরীষের সমীপে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তদীয় চরণদ্বয় ধারণ করিলেন। অম্বরীষ তাঁহাকে স্তব করিতে উদ্যত দেখিয়া ও পাদস্পর্শহেতু লজ্জিত হইয়া অতীব করুণার্দ্রচিত্তে শ্রীহরির অস্ত্রের স্তব করিতে লাগিলেন,—তুমি অগ্নি, তুমি ভগবান্ সূর্য্য, তুমি নক্ষত্রপতি সোম, তুমি জল, তুমি ক্ষিতি, আকাশ, বায়ু শব্দাদিবিষয় ও ইন্দ্রিয়। হে সুদর্শন! তোমাকে নমস্কার; হে সহস্রধার! অচ্যুতপ্রিয়! সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্! পৃথিবীপতে! বিপ্রের আশ্রয়স্বরূপ হও। ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা তোমার সঙ্গতকার্য্য, যেহেতু তুমি ধর্ম্ম, তুমি সত্যপ্রিয়বাক্য, তুমি সমদর্শন, তুমি যজ্ঞ ও অখিলযজ্ঞের ভোক্তা, তুমি লোকপাল,

তুমি ভগবানের পরম সামর্থ্য; সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ যে শুভ দর্শন করিয়াছিলেন, তুমিই সেই সুদর্শন, তোমা হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত তুমি সর্ব্বাত্মা। হে সুনাভ! তুমি মনের ন্যায় বেগবান্ ও অদ্ভুতকর্ম্মা, তুমি অখিলধর্ম্মের মর্য্যাদা-স্বরূপ, অতএব তুমি অধর্ম্মশীল অসুরগণের দাহক, তুমি ত্রৈলোক্য রক্ষা করিতেছ, তোমার তেজঃ অত্যুজ্জ্বল, কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? অতএব আমি কেবল তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে বাণীর অধীশ্বর! সূর্য্যাদি তোমার তেজোবিভূতি তুমি সেই তেজোদ্বারা সর্ব্বচক্ষুর অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছ; মহাজনগণের জ্ঞানের প্রকাশও তোমার তেজোদ্বারা হইয়া থাকে; যাহা স্থূল, সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, তৎসমুদয়ই তোমার রূপ, তোমার মহিমার পার নাই। হে অজিত! যখন নিরঞ্জন শ্রীহরি তোমাকে নিক্ষেপ করেন, তখন তুমি সংগ্রামে দৈত্যদানবদলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের বাহু, উদর, উরু, পদ ও স্কন্ধ নিরন্তর ছেদন করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ কর। হে জগতের রক্ষক! তুমি সর্ব্ববলস্বরূপ; গদাধর তোমাকে খলদিগের দণ্ড-বিধানকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমাদিগের বংশের কল্যাণবিধানের নিমিত্ত বিপ্রের অপরাধ ক্ষমা করা, তাহাই আমার প্রতি অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিব! যদি আমি কখন দান, যজ্ঞ বা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, যদি মদীয় বংশে বিপ্র দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই দ্বিজ তাপমুক্ত হউন। আমি সর্ব্বভূতে আত্মভাবনা করিয়া থাকি, সর্ব্বগুণের আশ্রয় অদ্বিতীয় ভগবান্ যদি সেই হেতু আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে দ্বিজ তাপমুক্ত হউন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বিষ্ণুচক্র সুদর্শন দুর্ব্বাসাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে এতক্ষণ সন্তপ্ত করিতেছিল, এক্ষণে রাজার ঈদৃশ স্তবে ও যাচ্ঞায় শান্তভাব ধারণ করিল। অনন্তর দুর্ব্বাসা অস্ত্রাগ্নির তাপ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিলেন এবং নরপতিকে বিশেষরূপে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন,—অহো! অনন্তের দাসগণের মহত্ত্ব অদ্য দর্শন করিলাম; হে রাজন্! আমি অপরাধী, তথাপি আপনি আমার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মা সাধুগণের কোন্ কাম্য দুষ্কর থাকে, অথবা এমন কোন বস্তু আছে, যাহা-তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারে না? যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র জীব নির্ম্মল হয়, যাঁহার শ্রীচরণে গঙ্গাদি তীর্থ বিরাজ করিতেছে, তাঁহার দাসগণের কোন্ বস্তু দুর্লভ থাকে? হে রাজন্! আপনার চিত্ত অতীব দয়ার্দ্র, আপনি যে আমার অপরাধ গণনা না করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন তাহাতে আমি অনুগৃহীত হইলাম। রাজা অম্বরীষ ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া এখনও অনাহারে ছিলেন, তিনি মুনির চরণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া ভোজন করাইলেন। রাজা চর্ব্বচূষ্যাদি অন্নপ্রভৃতি সাদরে আনয়ন করিলে ঋষি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন; অনন্তর ভূপতিকে ভোজন করিবার নিমিত্ত আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিলেন। ঋষি কহিলেন, আপনি ভাগবত, আপনার দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, আতিথ্য ও আপনার ভগবানে নিষ্ঠা দেখিয়া অনুগৃহীত হইলাম। আপনার এই পবিত্র কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া স্বর্গে সুরাঙ্গনাগণ মুহুর্মুহুঃ আপনার স্তুতিগান করিতেছেন; এই পৃথিবীও আপনার পরমপুণ্যা কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—এইরূপে সন্তোষিত দুর্ব্বাসা রাজার বহু প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিকট

বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক আকাশপথে তর্কাতীত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। চক্রভয়ে পলায়িত মুনিবরের প্রত্যাগমন করিতে সংবৎসর অতীত হইয়াছিল; রাজা তাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা হইয়া কেবল জল পান করিয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দুর্ব্বাসা গমন করিলে, রাজা অম্বরীষ ব্রাহ্মণভোজনহেতু অতি পবিত্র অন্ন আহার করিলেন; তিনি ঋষির তাদৃশ বিপৎপাত ও তাহা হইতে নিষ্কৃতি দেখিয়া স্বীয় ধৈর্য্যাদি শ্রীভগবানের প্রভাব বলিয়া অবধারণ করিলেন। ঈদৃশ বহুগুণের আধার সেই রাজা অম্বরীষ পরমাত্মা ব্রহ্ম বাসুদেবে ক্রিয়াকলাপের ফল সমর্পণপূর্ব্বক ভক্তি পোষণ করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিহেতু তিনি ব্রহ্মার লোকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু আছে, তৎসমুদয়কেও নরকতুল্য মনে করিয়াছিলেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর মনস্বী অম্বরীষ স্বসদৃশ চরিত্রবান্ পুত্রদিগকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া আত্মা বাসুদেবে মনঃসমাধানপূর্ব্বক সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। যিনি ভূপতি অম্বরীষের এই পুণ্য আখ্যান সংকীর্ত্তন ও পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিবেন, তিনি ভগবানের ভক্ত হইবেন। যাঁহারা মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র ভক্তিভরে শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুর প্রসাদে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অম্বরীষের তিন পুত্র, বিরূপ, কেতুমান্ ও শম্ভু। বিরূপ হইতে পৃষদশ্বের জন্ম হয়, পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর। রথীতর অনপত্য ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি অঙ্গিরা ঋষিকে প্রার্থনা করিলে তিনি রথীতরের ভার্য্যার গর্ভে কতিপয় ব্রহ্মতেজাঃ পুত্র উৎপাদন করেন; এই সকল পুত্র রথীতরের ক্ষেত্রে উৎপন্ন বলিয়া রথীতরগোত্র ও অঙ্গিরার বীর্য্য-প্রসূত বলিয়া অঙ্গিরস্ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন; ইঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব উভয় ধর্ম্মই ছিল বলিয়া ইঁহারা রথীতরের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মনু ছিক্কা করিলে তাঁহার নাসিকা হইতে পুত্র ইক্ষ্বাকু জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্র হয়, তন্মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডক জ্যেষ্ঠ ছিলেন। হে রাজন্! বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তিনী পুণ্যভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে; ইক্ষ্বাকুর উক্ত এক শত পুত্রের মধ্যে পঁচিশ জন আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বদিকে সমুদ্রপর্য্যন্ত ভূখণ্ডকে পঁচিশ ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন; প্রধান তিন পুত্র মধ্যভাগে, পঁচিশ জন পশ্চিম দিকে সমুদ্রপর্য্যন্ত ও অবশিষ্ট পুত্রগণ দক্ষিণ ও উত্তরপ্রভৃতি দিকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। একদা ইক্ষ্বাকু অষ্টকাশ্রাদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে পুত্রকে আজ্ঞা করিলেন, বিকুক্ষে! তুমি পবিত্র মাংস আহরণ করিয়া আন, শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না। বীর বিকুক্ষী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বনে গমন করিয়া শ্রাদ্ধক্রিয়ার যোগ্য কতিপয় মৃগাদি পশু হনন করিলেন; পরে শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া তন্মধ্য হইতে একটি শশককে ভক্ষণ করিলেন; তিনি যে শ্রাদ্ধের নিমিত্ত পবিত্র মাংস আহরণ করিতেছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। অনন্তর বিকুক্ষি অবশিষ্ট মাংস আনিয়া পিতাকে

প্রদান করিলেন; ইক্ষ্বাকু গুরু বশিষ্ঠকে শ্রাদ্ধীয় মাংস সংস্কার করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে বশিষ্ঠ বলিলেন,এই মাংস অপবিত্র, ইহা শ্রাদ্ধের যোগ্য নহে। নৃপতি গুরুমুখে পুত্রের সেই কার্য্য জানিতে পারিয়া পুত্র বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া ক্রোধে তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন্। রাজা ইক্ষ্বাকু গুরু বশিষ্ঠের সহিত তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যোগনিষ্ঠা হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহা পরম তত্ত্ব, তাহা লাভ করিলেন। পিতা পরলোকে গমন করিলে বিকুক্ষি গৃহে আগমন করিয়া পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন এবং যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিলেন; তিনি শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন। তদীয় পুত্র পুরঞ্জয় ইন্দ্রবান ও ককুৎস্থ এই তিন নামে অভিহিত হইলেন; যে সকল কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত তিনি উক্ত নামসকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা দানবগণের সহিত দেবগণের বিশ্বনাশী সময় হইয়াছিল, তাহাতে দেবগণ দৈত্যগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পুরঞ্জয়কে তাঁহাদিগের সহায় হইবার নিমিত্ত বরণ করিলেন। পুরঞ্জয় বলিলেন, যদি ইন্দ্র-আমার বাহন হয়েন, তবে আমি দৈত্যদিগকে বধ করিতে পারি। ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া প্রথমতঃ অসম্মত হইলেন, পরে দেবদেব বিশ্বাত্মা প্রভু বিষ্ণুর আদেশে মহাবৃষরূপ ধারণ করিলেন; পুরঞ্জয়ও যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কবচ ধারণ করিলেন এবং দিব্য ধনুঃ ও নিশিত শর গ্রহণ করিয়া সেই বৃষে আরোহণপূর্ব্বক ককুদে অবস্থান করিলেন; দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি মহাপুরুষ বিষ্ণুর তেজে তেজস্বী হইয়া দেবগণের সহিত পশ্চিম দিকে দৈত্যগণের পুর অবরোধ করিলেন। দৈত্যগণের সহিত তাঁহার তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল; যে সকল দৈত্য রণে তাঁহার সম্মুখীন হইল, তাহাদিগকে তিনি ভল্লাস্ত্র-দ্বারা যমসকাশে প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট আহত দৈত্যগণ দুঃসহ প্রলয়াগ্নির ন্যায় তদীয় নিক্ষিপ্ত বাণের অভিমুখ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় আলয় পাতালে পলায়ন করিল। সেই রাজর্ষি পুর জয় করিয়া দৈত্যগণের স্ত্রী ও ধনসমূহ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন, এই নিমিত্ত পুরঞ্জয় ইন্দ্রকে বাহন করিলেন বলিয়া ইন্দ্রবাহ এবং বৃষের ককুদে অবস্থান করিলেন বলিয়া ককুৎস্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

পুরঞ্জয়ের অনেনা নামে এক পুত্র হয়; অনেনার পুত্র পৃথু, তাঁহা হইতে বিশ্বগন্ধি, তাঁহার পুত্র চন্দ্র ও চন্দ্র হইতে যুবনাশ্ব জন্ম গ্রহণ করেন। যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী নামে পুরী নির্ম্মাণ করেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্বক; মহাবীর কুবলয়াশ্বক উতঙ্ক ঋষির প্রিয়সম্পাদনের নিমিত্ত স্বীয় একবিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া ধুন্ধুনামক অসুরকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ধুন্ধু অসুরের মুখাগ্নিদ্বারা তাঁহার পুত্রসকল দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, কেবল তিনজনমাত্র অবশিষ্ট ছিল; তাহাদিগের নাম দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব। হে রাজন্! দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ; নিকুম্ভের বহুলাশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে,বহুলাশ্ব হইতে কৃশাশ্বের জন্ম হয়; সেনজিৎ কৃশাশ্বের পুত্র; সেনজিৎ হইতে যুবনাশ্বের জন্ম হয়। যুবনাশ্বের শত ভার্য্যাসত্ত্বেও পুত্র না হওয়ায় তিনি দুঃখিতচিত্তে ভার্য্যাগণের সহিত বনে গমন করেন। দয়ালু ঋষিগণ তাঁহার পুত্রার্থে সুসমাহিত হইয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। রাজা যুবনাশ্ব রজনীতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলের নিমিত্ত সেই যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বিপ্রগণ শয়ন করিয়া আছেন; তাহা দেখিয়া তিনি যে মন্ত্রপূত জল পত্নীকে পান করাইতে হইবে, তাহা স্বয়ং পান করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! অনন্তর

ঋষিগণ উত্থিত হইয়া দেখিলেন, কলসে জল নাই; তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এরূপ কার্য্য করিল? যে জল পান করিলে রাজ্ঞী পুত্র প্রসব করিবেন, সেই পুংসবন জল কে পান করিল? দৈবপ্রেরিত হইয়া রাজাই উহা পান করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া তাঁহারা বলিলেন, অহো! দৈববলই প্রধান বল, পুরুষবল কিছুই নহে; ইহা বলিয়া ঈশ্বরকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর যথাসময়ে রাজা যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া চক্রবর্ত্তি-লক্ষণে অলঙ্কৃত তনয় জন্ম গ্রহণ করিল। বিপ্রগণ বলিলেন, এই কুমার স্তন্যের নিমিত্ত অত্যন্ত রোদন করিতেছে, কাহার স্তন্য পান করিবে? তখন ইন্দ্র বলিলেন, আমার; ইহা বলিয়া ইন্দ্র শিশুকে বলিলেন, বৎস! রোদন করিও না; এই বলিয়া স্বীয় তর্জ্জনী অঙ্গুলী শিশুর মুখে প্রদান করিলেন। শিশুর পিতা যুবনাশ্বের কক্ষি বিদীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি বিপ্র ও দেবগণের প্রসাদে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল না; তিনি সেই স্থানেই তপস্যা করিয়া কিছুকাল পরে সিদ্ধি লাভ করিলেন। হে রাজন্! ইন্দ্র ঐ কুমারের নাম ত্রসদস্যু রাখিলেন; কারণ, দস্যু রাবণাদি তাঁহার ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। অনন্তর যুবনাশ্বপুত্র চক্রবর্ত্তী মহাবীর মান্ধাতা অচ্যুতের তেজে তেজস্বী হইয়া একাকী সপ্তদ্বীপবতী অবনী শাসন করিতে লাগিলেন; তিনি আত্মবিৎ হইয়াও ভূরিদক্ষিণান্বিত যজ্ঞসকলদ্বারা সর্ব্বদেবময় সর্ব্বাত্মক অতীন্দ্রিয় দেব বিষ্ণুর আরাধনা করিলেন, কারণ, চরুপ্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য বেদমন্ত্র, বেদবিধি, যজ্ঞ, যজমান, ঋত্বিক্‌সকল, যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত ধর্ম্ম, দেশ ও কাল, এই সমুদয়ই তাঁহার মূর্ত্তি; যেখানে সূর্য্য উদিত হন এবং যেখানে অস্ত গমন করেন, এই সমস্ত প্রদেশ যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

নৃপতি মান্ধাতা স্বীয় ভার্য্যা শশবিন্দুর দুহিতা বিন্দুমতীর গর্ভে তিন পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহাদিগের নাম পুরুকুৎস, অম্বরীষ, ও মুচুকুন্দ; ইঁহাদিগের মধ্যে মুচুকুন্দ যোগী ছিলেন। ইঁহাদিগের পঞ্চাশটী ভগিনী সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। একদা সৌভরি মুনি যমুনার জলমধ্যে দুশ্চর তপস্যা করিতে করিতে একটী বৃহৎ মৎস্যের মৈথুনজনিতা পরম সুখ দেখিয়া স্পৃহাযুক্ত হইয়া নৃপতি মান্ধাতার নিকট উপস্থিত হইয়া একটী কন্যা যাচ্ঞা করিলেন। রাজা কহিলেন,—ব্রহ্মন্! স্বয়ংবরে যে কন্যা আপনাকে বরণ করিবে, আপনি তাহাকেই গ্রহণ করিতে পারেন। ঋষি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি জরাগ্রস্ত, আমার গাত্রমাংস লোল ও কেশ পক্ক হইয়াছে, মস্তক সর্ব্বদা কম্পিত হইতেছে, তাপস বলিয়াও আমি বিবাহের যোগ্য পাত্র নাহি; আমাকে স্ত্রীগণের অপ্রিয় বিবেচনা করিয়াই রাজা এইরূপ বলিলেন। মহাতেজা ঋষি সংকল্প করিলেন, আমি দেহকে ঈদৃশ রূপে পরিণত করিব যে, রাজকন্যাগণের কথা কি, দেবকন্যাগণও তাহা অভিলাষ করিবে। অনন্তর প্রতীহার মুনিকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করাইলে পঞ্চাশটী রাজকন্যাই তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়া ফেলিল। কন্যাগণের চিত্ত তাঁহাতে এরূপ আসক্ত হইল যে, তাঁহার নিমিত্ত তাঁহাদিগের মধ্যে মহান্ কলহ হইল, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে ভগিনী স্নেহ ছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইল; প্রত্যেকেই বলিতে লাগিলেন, ইনি আমার অনুরূপ পাত্র, তোমাদিগের নহেন। মন্ত্রবলে বলীয়ান্ ঋষি দুরন্ত তপস্যার বলে প্রাসাদসকল রচনা করিলেন; প্রতি গৃহ অমূল্য পরিচ্ছদে সুশোভিত হইল; সরোবরসমূহ নির্ম্মল-জলে ও কহ্লারকাননে রমণী হইল; দাসদাসীগণ উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল। পক্ষী, ভৃঙ্গ ও বন্দিগণের সঙ্গীতে

ভবন সর্ব্বদা মুখরিত হইতে লাগিল,; ঋষিবর মহামূল্য শয্যা, আসন, বস্ত্র, ভূষণ, স্নান, অনুলেপন, ভোজন ও মাল্যাদি ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া ঐ সকল গৃহে, নানা উপবনে ও পূর্ব্বোক্ত সরোবরসমূহে রাজকন্যাগণের সহিত সর্ব্বদা বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ গার্হস্থ্য হইল যে, তাহা দেখিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর সার্ব্বভৌম শ্রীসমন্বিত মান্ধাতাও বিস্মিত হইয়া গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপে মুনি গৃহে আসক্ত হইয়া বিবিধ বিষয়সুখ ভোগ করিয়াও, যেমন অনল ঘৃত-বিন্দুদ্বারা নির্ব্বাপিত হয় না, সেইরূপ পরিতৃপ্ত হইলেন না।

একদা ঋগ্‌বেদাচার্য্য সৌভরি একান্তে আসীন হইয়া চিন্তা করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন, মীনসঙ্গ হইতে তাঁহার মনের বিকার ও তাহা হইতে তপস্যার হানি হইয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন, অহো! আমার সর্ব্বনাশ দেখ, আমি তপস্বী সাধু ও ব্রতধারী ছিলাম; আমি বহুকাল ধরিয়া যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, জলমধ্যে মৎস্যসঙ্গহেতু তাহা নষ্ট হইয়া গেল। মুমুক্ষু ব্যক্তি যেন মিথুনব্রতী অর্থাৎ দাম্পত্যধর্ম্মী ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন; ইন্দ্রিয়সকলকে বহির্ভাগে বিষয়ে বিচরণ করিতে দেওয়া তাঁহার উচিত নহে; তিনি একাকী বিচরণ করিবেন ও একান্তে অনন্ত ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিবেন; যদি সঙ্গ করিতে হয়, তবে যাঁহারা ঈশ্বরার্থে ধর্ম্মপরায়ণ, সেই সাধুগণের সঙ্গ করা বিধেয়। আমি একাকী ও তপস্বী ছিলাম, পরে জলে মৎস্যসঙ্গহেতু বিবাহ করিয়া পঞ্চাশটী ভার্য্যার সম্বন্ধনিবন্ধন পঞ্চাশ জন হইয়াছিলাম; এক্ষণে তাহাদিগের প্রত্যেকের গর্ভে শত পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া পঞ্চ সহস্র হইয়াছি; মায়াগুণে আমার মতিভ্রংশ সংঘটিত হওয়ায় আমি বিষয়কে পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেছি এবং ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্মসকল সম্পাদন করিবার নিমিত্ত এত অভিলাষ উৎপন্ন হইতেছে যে, আমি তাহাদিগের অন্ত পাইতেছি না। ঋষি এইরূপে কিছুকাল গৃহে বাস করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বানপ্রস্থ আশ্রয় করিয়া বনে গমন করিলেন, পতিদেবতা তদীয় পত্নীগণও তাঁহার অনুগমন করিলেন। তথায় ঋষি আত্ম-দর্শনের উপযোগী তীব্র তপশ্চরণপূর্ব্বক আত্মবিৎ হইয়া অগ্নিসকলের সহিত আত্মাকে পরমাত্মায় সংযুক্ত করিলেন অর্থাৎ আত্মীয় সমস্ত পদার্থই আত্মার অনুগত, এইরূপ চিন্তা করিয়া আত্মার উৎক্রামণ করিলেন। হে মহারাজ! তাঁহার পত্নীগণও পতির আধ্যাত্মিকী গতি অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় নিরীক্ষণ করিয়া যেমন অগ্নি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলে শিখাসকল তাহার অনুগমন করে, সেইরূপ তদীয় প্রভাবে পতির অনুগমন করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মান্ধাতার পুত্রগণের মধ্যে যিনি অম্বরীষ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন; পিতামহ যুবনাশ্ব তাঁহাকে পুত্ররূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। এই অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব ও যুবনাশ্বের পুত্র হারীত। যুবনাশ্ব, অম্বরীষ ও হারীত ইঁহারা মান্ধাতৃগোত্রের প্রবর অর্থাৎ অবান্তর বংশপ্রবর্ত্তক পুরুষ। নাগগণ তাঁহাদিগের ভগিনী নর্ম্মদাকে পুরুকুৎসের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন; নাগরাজের আদেশে নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে রসাতলে লইয়া যান। বিষ্ণুশক্তিধর পুরুকুৎস তথায় বধযোগ্য গন্ধর্ব্বদিগকে বধ করিয়া নাগরাজের নিকট এই বর লাভ করেন যে, যাঁহারা নর্ম্মদাকর্ত্তৃক পুরুকুৎসের রসাতলে আনয়নাদি উপাখ্যান স্মরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সর্পভয় থাকবে না। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু, অনরণ্য ত্রসদস্যুর পুত্র, অনরণ্য হইতে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে প্রারুণ এবং প্রারুণ হইতে ত্রিবন্ধন জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত, ইনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন; ইনি পিতার ক্রোধ, গুরুর ধেনুবধ ও অসংস্কৃত দ্রব্যভোজন এই তিন শঙ্কু অর্থাৎ দুঃখকর দোষে লিপ্ত হন, এই নিমিত্ত ইঁহার ঐরূপ নাম হইয়াছিল। ইনি এক বিপ্রকন্যার বিবাহকালে তাঁহাকে হরণ করেন, এই নিমিত্ত পিতার অভিশাপে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন; বিশ্বামিত্র স্বীয় প্রভাবে ইহাকে স্বশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। দেবগণ তাঁহাকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিলে বিশ্বামিত্রই স্বীয় তেজে ইঁহাকে অন্তরীক্ষে স্তম্ভিত করিয়া রাখেন; ত্রিশঙ্কু অদ্যাপি অন্তরীক্ষে অধোমস্তক অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। একদা বিশ্বামিত্র রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণাচ্ছলে হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহাকে যাতনা প্রদান করেন; তাহা শুনিয়া বশিষ্ঠ কুপিত হইয়া 'তুমি আড়ী হও' বলিয়া বিশ্বামিত্রকে শাপ প্রদান করেন, বিশ্বামিত্রও 'তুমি বক হও' বলিয়া বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান করেন; এইরূপে হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত পক্ষিরূপী দুই ঋষির বহু বৎসর যুদ্ধ হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র হয় নাই বলিয়া বিষণ্ণচিত্তে থাকিতেন; তিনি নারদের উপদেশে বরুণের শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, হে প্রভো! কৃপা করুন, যাহাতে আমার একটী পুত্র হয়; যদি আমার একটা বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে আমি সেই পুরুষপশুদ্বারা আপনার যজ্ঞ করিব। হে মহারাজ! বরুণ তথাস্তু বলিলেন; বরুণের কৃপায় তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল, তাঁহার নাম রোহিত রাখিলেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বরুণ আসিয়া বলিলেন, আপনার পুত্র হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমার যজ্ঞ করন। রাজা বলিলেন, পশু দশ দিনের অধিক না হইলে পবিত্র হয় না; অনন্তর দশ দিন অতীত হইলে বরুণ আসিয়া বলিলেন, আমার যজ্ঞ করুন। রাজা উত্তর দিলেন, পশুর দন্ত উদ্‌গত হইলে তবে পবিত্র হয়; অনন্তর পুত্রের দন্তোদ্‌গম হইলে বরুণ আসিয়া পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা করিলেন। রাজা উত্তরে বলিলেন, যখন পশুর দন্ত পতিত হইবে, তখন পবিত্র হইবে। অনন্তর বালকের দন্ত পতিত হইলে বরুণ আসিয়া যজ্ঞের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন; রাজা বলিলেন, পুনর্ব্বার দন্ত উদ্‌গত হইলে পশু পবিত্র হয়। কিছুদিন পরে বালকের পুনর্ব্বার দন্ত উদ্‌গত হইল; তখন বরুণের প্রার্থনায় রাজা বলিলেন,—হে দেব! ক্ষত্রিয়পশু কবচবন্ধনের যোগ্য অর্থাৎ সংগ্রামে সমর্থ হইলে শুচি হইয়া থাকে।

এইরূপে পুত্রানুরক্ত রাজার চিত্ত স্নেহের বশীভূত হওয়ায় তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বহুকাল বঞ্চনা করিলেন; বরুণদেবও তাঁহার বাক্যে সেই সেই কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিলেন। অনন্তর রোহিত জানিতে পারিলেন, পিতা তাঁহাকে বলি দিয়া যজ্ঞ করিবেন; তখন তিনি প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ধনুঃ হস্তে লইয়া অরণ্য আশ্রয় করিলেন। অনন্তর বরুণ কুপিত হইয়া রাজার জলোদর রোগ উৎপন্ন করিলেন। পিতাকে বরুণকর্ত্তৃক আক্রান্ত শুনিয়া রোহিত গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। ইন্দ্র উপদেশ দিয়া বলিলেন, তীর্থক্ষেত্রনিষেবনদ্বারা পৃথিবী পর্য্যটন করা পুণ্যজনক; এইরূপে রোহিত এক বৎসরকাল অরণ্যে বাস করিলেন। রোহিত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে যখনই গৃহে প্রত্যাগত হইতে উদ্যত হইলেন, তখনই ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। অনন্তর রোহিত ষষ্ঠ বৎসর অরণ্যে বিচরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনকালে অজীগর্ত্তের মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকেই পশুরূপে পিতাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। অনন্তর মহাযশাঃ হরিশ্চন্দ্র নরমেধযজ্ঞদ্বারা বরুণাদি দেবগণের যজনা করিয়া রোগমুক্ত ও একজন মহাজন বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, আত্মজ্ঞ যমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা ও অয়াস্য মুনি উদ্গাতা হইয়াছিলেন। ইন্দ্র পরিতুষ্ট হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে একটী স্বুবর্ণময় রথ প্রদান করিলেন। এই শুনঃশেফের মাহাত্ম্য পরে বর্ণিত হইবে। বিশ্বামিত্র সস্ত্রীক হরিশ্চন্দ্র ভূপতির ধৈর্য্য দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন; রাজা সত্যকেই সার করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ঋষি তাঁহাকে অপ্রতিহত জ্ঞান প্রদান করিলেন। মনই সংসারের মূল; এই নিমিত্ত রাজা মনকে পৃথিবীতে ধারণা করিলেন; বেদে মনকে অন্নময় বলা হইয়াছে, অন্নশব্দদ্বারা পৃথিবীও উক্ত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত চিন্তা করিলেন, মন পৃথিবীভিন্ন আর কিছুই নহে; এইরূপে জলকে তেজে, অনন্তর পৃথিবীকে জলের সহিত একীভূত করিলেন, অর্থাৎ যখন পৃথিবী জল হইতে উৎপন্ন, তখন উহা জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, এইরূপ ধারণা করিলেন; তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে অহঙ্কারতত্ত্বে ও অহঙ্কারতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে বিলীন করিলেন। এতক্ষণ কার্য্যকে কারণে লয় করিবামাত্র সেই কারণটী জ্ঞানের বিষয় হইতেছিল, অর্থাৎ পৃথিবীকে জলে লয় করিলে জল জ্ঞানের বিষয়রূপে অবস্থান করিতেছিল; এইরূপে অহঙ্কারতত্ত্বপর্য্যন্ত এক একটী বস্তু জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তু হইতেছিল; কিন্তু যখন রাজা অহঙ্কারতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে বিলীন করিলেন, তখন মহত্তত্ত্বের অতীব নির্ম্মলতাহেতু জ্ঞানাংশ প্রকাশ হইয়া পড়িল; তখন তিনি আর বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না করিয়া দৃষ্টিকে জ্ঞানের দিকে পরিবর্ত্তিত করিলেন, অর্থাৎ ঐ জ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই ধ্যানবৃত্তিদ্বারা যখন আত্মার আবরণকারী অজ্ঞান নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইল, তখন তিনি নির্ব্বাণসুখের অনুভবদ্বারা ঐ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিলেন; এইরূপে বন্ধনমুক্ত হইয়া যাহা নির্দ্দেশ করা যায় না ও যাহা তর্কের অতীত, সেই স্বীয় স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রোহিতের হরিত নামে এক পুত্র জন্মে; হরিতের পুত্র চম্প; ইনি চম্পা নামে পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; চম্প হইতে সুদেবের জন্ম হয়। সুদেবের পুত্র বজয়, বিজয়ের পুত্র ভরুক, ভরুকের পুত্র বৃক ও বৃকের পুত্র বাহুক; বাহুক নরপতি শক্রকর্ত্তৃক রাজ্য অপহৃত হইলে ভার্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করেন; কিছুদিন পরে বৃদ্ধ বাহুকের মৃত্যু হইলে তদীয় মহিষী অনুমৃতা হইতে উদ্যতা হইলেন; ঔর্ব্ব ঋষি তাঁহাকে গর্ভবতী জানিয়া সহমৃতা হইতে নিবারণ করিলেন। এদিকে তাঁহার সপত্নীগণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অন্নের সহিত বিষ প্রদান করিল; শিশু গর অর্থাৎ বিষের সহিত ভূমিষ্ঠ হইল, এই নিমিত্ত সগর আখ্যা প্রাপ্ত হইল। মহাযশা সগর রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন; তাঁহার পুত্রগণ খনন করিয়া সাগর নির্ম্মাণ করেন। তিনি গুরু ঔর্ব্বের আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া তালজঙ্ঘ, যবন, শক, হৈহয় ও বর্ব্বর এই জাতি সকলকে বধ করেন নাই, কিন্তু তাহাদের বিকৃত বেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কোন জাতিকে মুণ্ডিত অথচ শ্মশ্রুধারী, কাহাকেও মুক্তকেশ ও অর্দ্ধমুণ্ডিত, কোন জাতিকে অন্তর্ব্বসনহীন, অপর কাহাকেও বা বহির্ব-সনহীন করিয়াছিলেন।

একদা মহারাজ সগর ঔর্ব্ব ঋষির উপায় অবলম্বন করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞদ্বারা, যিনি সর্ব্ব বেদ ও দেবগণের আত্মা, সেই পরমাত্মা সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিলেন। তদীয় যজ্ঞীয় অশ্ব ভ্রমণের নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইলে ইন্দ্র তাহা হরণ করিয়া লইলেন। সুমতি ও কেশনী নামে তাঁহার দুই ভার্য্যা ছিলেন; বলদৃপ্ত সুমতির পুত্রগণ পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অশ্ব অন্বেষণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পৃথিবীকে খনন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্বোত্তর দিকে মহর্ষি কপিলের নিকট অশ্ব দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি চোর, ঘোটক অপহরণ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া আছে, এই পাপিষ্ঠকে মারিয়া ফেল, মারিয়া ফেল; এই বলিয়া যষ্টিসহস্র সগরপুত্র অস্ত্র উত্তোলন করিয়া যখন ঋষির অভিমুখে ধাবিত হইলেন, তখন মুনি নয়ন উন্মীলন করিলেন। সগরপুত্রগণের বুদ্ধি ইন্দ্রের মায়ায় মোহিত হইয়া গিয়াছিল, এই নিমিত্ত তাঁহারা মহাজনের অবমাননা করিয়া অপরাধী হইলেন; ঋষি নয়ন উন্মীলন করিবামাত্র তদীয় শরীরাগ্নিদ্বারা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইলেন। নৃপেন্দ্র সগরের পুত্রগণ কপিল মুনির কোপে দগ্ধ হইয়াছে, এইরূপ কথা কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি কহিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে; যিনি শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি, যিনি স্বীয় দেহদ্বারা জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, ক্রোধময় তমোভাব তাঁহাতে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ভূমির রজঃ আকাশের ধর্ম্ম বলিয়া কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? যাঁহারা প্রবর্ত্তিতা সাংখ্য-রূপা দৃঢ়নৌকা অবলম্বন করিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি দুরত্যয় মৃত্যুপথস্বরূপ ভবার্ণব পার হইয়া থাকে, সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মস্বরূপ সেই কপিলদেবের শক্রমিত্ররূপা ভেদদৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব সগরপুত্রগণ যে স্বীয় অপরাধে ভস্মসাৎ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি?

মহারাজ সগরের অপরা পত্নী কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জস জন্মগ্রহণ করেন; অসমঞ্জসের পুত্র অংশু-মান্; তিনি পিতামহের হিতাচরণে রত থাকিতেন।

অসমঞ্জস পূর্ব্ব জন্মে যোগী ছিলেন, কিন্তু সঙ্গহেতু যোগ হইতে বিচালিত হন; তিনি এই জন্মে জাতিস্মর হওয়ায় সঙ্গপরিহারের নিমিত্ত গর্হিত আচরণ করিয়া জনগণের উদ্বেগ ও বিপ্রিয় কর্ম্ম করিয়া জ্ঞাতিগণের অসন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তিনি একদা ক্রীড়াশীল বালকদিগকে সরযূর জলে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন; তাঁহার ঈদৃশ চরিত্র দেখিয়া পিতা সাগর স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন। অসমঞ্জস স্বীয় যোগবলে বালকদিগকে সকলের নয়নগোচর করাইয়া পুর হইতে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! অযোধ্যাবাসী লোকসকল বালকদিগকে পুনর্ব্বার আসিতে দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইল, রাজাও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা আদেশ করিলে অংশুমান্ অশ্বের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া পিতৃব্যগণের খাত অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে ভস্মসমীপে ঘোটক দেখিতে পাইলেন। তথায় সাক্ষাৎ ভগবান্ কপিল মুনিকে আসীন দেখিয়া মহাত্মা অংশুমান্ প্রণত হইলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সমাহিত মনে স্তব করিতে লাগিলেন,—আপনি ব্রহ্মারও পরমেশ্বর, তিনি সমাধিদ্বারাও আপনাকে অপরোক্ষরূপে দর্শন করিতে, অথবা যুক্তিদ্বারা পরোক্ষরূপেও সম্যক্ বোধগম্য করিতে সমর্থ নহেন; যাহারা অর্ব্বাচীন অর্থাৎ ব্রহ্মার পরবর্ত্তী, তাহারা আপনাকে কিরূপে জানিতে পারিবে? ব্রহ্মা মন, শরীর ও বুদ্ধি অর্থাৎ সত্ত্ব, তমঃ ও রজোগুণের কার্যদ্বারা যথাক্রমে দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা এই ত্রিবিধ সৃষ্টির অন্তর্গত, তাহাতেও আবার অজ্ঞ; আমরা আপনাকে কিরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইব? যাহারা দেহধারী, আপনি তাহাদিগের মধ্যে সম্যক্ অবস্থিত থাকিলেও তাহারা আপনাকে জানিতে পারে না, কিন্তু গুণসকলকেই দর্শন করিয়া থাকে, অথবা গুণসকলকেও দর্শন করে না, কেবল তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞানকেই দর্শন করিয়া থাকে; যেহেতু ত্রিগুণা বুদ্ধিই তাহাদিগের প্রধান, এই নিমিত্ত তাহাদিগের জ্ঞান বহির্ভাগেই প্রকাশিত থাকে; তাহারা বুদ্ধির অধীন বলিয়া জাগরণ ও স্বপ্নকালে বিষয়সকলকে দর্শন করে, কিন্তু সুষুপ্তিকালে কেবল অজ্ঞানকে দর্শন করে, নির্গুণ তোমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। এই সমস্ত অবস্থারই নিগূঢ় কারণ এই যে, তাহাদিগের চিত্ত আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া আছে। আপনি শুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তি; এই নিমিত্ত যাঁহাদিগের মায়াগুণের কার্য্য ভেদবুদ্ধি ও মোহ তিরোহিত হইয়াছে, আপনি সেই সনন্দনাদি মুনিগণের বিচিন্তনীয়; যেহেতু আপনি জ্ঞানঘন, এই নিমিত্ত আপনি জ্ঞানের বিষয় নহেন; যদিও আপনি বিচারের বিষয়, তাহা হইলেও মায়াগুণদ্বারা অভিভূত আমি কিরূপে আপনার বিষয়ে বিচার করিতে সমর্থ হইব? যে মায়ার অধীশ্বর! হে অগুণ! সৃষ্ট্যাদি কার্য্যদ্বারা আপনি ব্রহ্মাদি রূপ ধারণ করেন; অতএব আপনি পুরাণ পুরুষ; আপনি কার্য ও কারণ হইতে বিমুক্ত, এই হেতু আপনার কার্য্য ও কারণে নির্ম্মিত দেহ নাই; আপনি জ্ঞান উপদেশ করিবার নিমিত্ত শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন, আমি আপনাকে কেবল প্রণাম করি। যাহাদিগের চিত্ত কাম, লোভ, ঈর্ষ্যা ও মোহে বিভ্রান্ত, তাহারা আপনার মায়ায় রচিত এই লোকে গৃহাদিকে নিত্য বস্তু জ্ঞান করিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে। হে সর্ব্বভূতাত্মন্! আমি যে অদ্য আপনার দর্শন পাইলাম, ইহা আপনার কৃপাতেই ঘটিয়াছে; ইহাতে আমার কাম, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় মোহপাশ দৃঢ় হইলেও ছিন্ন হইল; হে ভগবান্! আমি কৃতার্থ হইলাম।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! অংশুমান্ এইরূপে ভগবান্ কপিল মুনির প্রভাবগাথা গান করিলে তিনি কৃপা করিয়া অংশুমানকে কহিলেন,—

বৎস। এইটী তোমার পিতামহের যজ্ঞীয় অশ্ব, ইহাকে লইয়া যাও; এই তোমার পিতৃব্যগণ ভস্মীভূত হইয়াছেন; গঙ্গাজলস্পর্শ হইলে ইঁহাদিগের উদ্ধার হইবে, অন্য কোন প্রকারে হইবে না।

অনন্তর তিনি কপিল দেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া শিরোদ্বারা বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া অশ্ব আনয়ন করিলেন; সগর সেই পশুদ্বারা যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর মহারাজ সগর অংশুমানের উপর রাজ্যের ভার অর্পণপূর্ব্বক নিস্পৃহ হইয়া ও মহর্ষি ঔর্ব্বের উপদিষ্ট মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক বন্ধনমুক্ত হইয়া সর্ব্বোত্তমা গতি লাভ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—যেমন মহারাজ সগর পৌত্রকে রাজ্য প্রদান করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অংশুমান্‌ও স্বীয় পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিয়া গঙ্গাকে আনয়ন করিবার কামনায় দীর্ঘকাল তপশ্চরণ করিলেন, কিন্তু গঙ্গা আনিতে সমর্থ হইলেন না; অনন্তর কিছুকাল পরে দেহত্যাগ করিলেন, তদীয় পুত্র দিলীপও তাঁহার ন্যায় গঙ্গা আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া কালে পরলোকে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র ভগীরথ দুশ্চর তপস্যা করিলেন গঙ্গাদেবী তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, আমি প্রসন্না হইয়া তোমাকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি; দেবী এইরূপ বলিলে রাজা ভগীরথ অবনত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দেবী বলিলেন,—হে রাজন্! আমি যখন গগন হইতে মহীতলে পতিতা হইব, তখন কাহাকেও আমার বেগ ধারণ করিতে হইবে, অন্যথা আমি ভূতল ভেদ করিয়া রসাতলে চলিয়া যাইব; অথবা, মহীতলে আমার যাওয়া হইবে না, কারণ, মনুষ্যগণ তাহাদিগের পাপরাশি আমাতে ক্ষালন করিবে; হে রাজন্! আমি সেই পাপ কোথায় ক্ষালন করিব, তাহার উপায় চিন্তা করুন।

রাজা বলিলেন,—সন্ন্যাসী শান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ লোক পাবন সাধুগণ স্নানদ্বারা আপনার পাপ হরণ করিবেন, যেহেতু পাপহারী হরি তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষভাবে বিরাজ করিতেছেন! রুদ্র শরীরিগণের আত্মা, তন্তুসমূহে পটের ন্যায় তাঁহাতে এই বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছে; সেই সর্ব্বাধার আপনার বেগ ধারণ করিবেন। রাজা ভগীরথ এইরূপ বলিয়া তপস্যাদ্বারা মহাদেবের সন্তোষ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলেন; হে রাজন্! অল্পকালের মধ্যে দেবদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। রাজা তাঁহাকে গঙ্গার বেগ ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলে সর্ব্বলোকের কল্যাণপ্রদ শিব তথাস্তু বলিয়া অবহিত হইয়া শ্রীহরির পদদ্বারা পূতজলা গঙ্গাকে ধারণ করিলেন। রাজর্ষি ভগীরথ যথায় স্বীয় পিতৃগণের দেহ ভস্মীভূত হইয়া পতিত ছিল, তথায় ভুবনপাবনী গঙ্গাকে লইয়া চলিলেন। তিনি রথে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন, গঙ্গাদেবী তাঁহার অনুগমন করিতে করিতে বহুদেশ পবিত্র করিয়া অবশেষে ভস্মীভূত সগরপুত্রদিগকে অভিষিক্ত করিলেন! সগরপুত্রগণ ব্রাহ্মণে দণ্ড প্রদান করিয়া স্বীয় অপরাধে হত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবে গঙ্গাজলের স্পর্শ লাভ করেন নাই, কেবল তাঁহাদিগের

ভস্মের সহিত গঙ্গাজলের স্পর্শ ঘটিয়াছিল মাত্র, তথাপি তাহারা স্বর্গে গমন করিলেন। যদি সগর তনয়গণ ভস্মীভূত অঙ্গের সহিত গঙ্গাজলের স্পর্শ হওয়ায় স্বর্গে গমন করিলেন, তাহা হইলে যাঁহারা ধৃতব্রত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে দেবীর সেবা করিবেন, তাঁহাদিগের সদ্গতিসম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? অমল মুনিগণ শ্রদ্ধাসহকারে যে অনন্তে মনোনিবেশ করিয়া সদ্যঃ দুস্ত্যজ দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সুরধনী সেই অনন্তের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা ও ভবহারিণী; এতএব এ স্থলে তাঁহার যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল, ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক নহে।

ভগীরথের শ্রুত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহা হইতে নাভ, নাভ হইতে সিন্ধুদ্বীপ ও সিন্ধুদ্বীপ হইতে অযুতায়ুর জন্ম হয়; ঋতুপর্ণ অযুতায়ুর পুত্র; ইনি মহারাজ নলের সখা ছিলেন্। ঋতুপর্ণ নলকে দ্যূতবিদ্যার রহস্য শিক্ষা দিয়া তাঁহা হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম; তাঁহা হইতে সুদাসের জন্ম হয়। হে রাজন্! সুদাসের পুত্র সৌদাস মিত্রসহ ও কল্মাষাঙ্ঘ্রি এই উভয় নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন; তাঁহার ভার্য্যার নাম মদয়ন্তী; সৌদাস বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হইয়াছিলেন; তিনি স্বীয় কর্ম্মফলে অপুত্রক ছিলেন।

রাজা প্রশ্ন করিলেন,—গুরু কি নিমিত্ত মহাত্মা সৌদাসকে শাপ দিয়াছিলেন? আমার ইহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি গোপনীয় বিষয় না হয়, তাহা হইলে বলিতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—একদা সৌদাস মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া এক রাক্ষসকে বধ করিলেন, কিন্তু তাহার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলেন; সে প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে পলায়ন করিল। কিরূপে রাজার অনিষ্ট করিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পাচকবেশে রাজভবনে আশ্রয় লইয়া একদা ভোজনার্থী গুরুর নিকট নরমাংস রন্ধন করিয়া আনিল। তৎক্ষণাৎ ভগবান বশিষ্ঠ তাহাকে অভক্ষ্য পরিবেশন করিতে উদ্যত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 'তুই এইরূপ নরমাংসভোজী রাক্ষস হইবি' এই বলিয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর ইহা রাক্ষসের কার্য্য, রাজার কোন দোষ নাই জানিয়া ঋষি স্বীয় বাক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত, রাজা দ্বাদশ বৎসর পরে শাপমুক্ত হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। এদিকে রাজাও অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া গুরুকে অভিশাপ দিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে তাঁহার পত্নী মদয়ন্তী নিবারণ করিলেন, রাজাও সেই তীক্ষ্ণ জল স্বীয় পদদ্বয়ে পরিত্যাগ করিলেন; কারণ, তিনি দেখিলেন, দিক্ আকাশ, অবনী সর্ব্বত্রই জীব রহিয়াছে, ক্রোধাগ্নিজল তথায় পতিত হইলে প্রাণিবিনাশ হইতে পারে। এইরূপে রাজা মিত্র অর্থাৎ পত্নীর বাক্য পালন করিলেন বলিয়া মিত্রসহ এবং স্বীয় পদে পাপবারি ত্যাগ করিলেন বলিয়া কল্মষাঙ্ঘ্রি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর নৃপতি রাক্ষসভাব প্রাপ্ত হইলেন। একদা তিনি বনবাসী এক দ্বিজ-দম্পতিকে মৈথুনাসক্ত দেখিতে পাইলেন; ক্ষুধার্ত্ত রাজা বিপ্রকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিলে তাঁহার পত্নী দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, আপনি রাক্ষস নহেন, আপনি ইক্ষ্বাকুকুলশ্রেষ্ঠ মদয়ন্তীপতি; হে বীর! অধর্ম্ম করা আপনার উচিত নহে; আমার পতি ব্রাহ্মণ, ইহার রতিক্রিয়া এখনও সমাপ্ত হয় নাই, আমিও অপত্যকামা, অতএব আমাকে আমার পতি দান করুন। হে রাজন্! এই মনুষ্য-দেহ মনুষ্যের সর্ব্ব পুরুষার্থপ্রদানে সমর্থ; অতএব, হে বীর! ইহার নাশ সর্ব্বার্থনাশ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইনি ব্রাহ্মণ, বিদ্বান্ এবং তপস্বী, চরিত্র ও

নানাগুণ-সমন্বিত; যে ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের আত্মরূপে অবস্থিত হইয়াও গুণসমূহদ্বারা অন্তর্হিত রহিয়াছেন, যিনি মহাপুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, এই ব্রাহ্মণ সেই ব্রহ্মের আরাধনা করিতে ইচ্ছুক; হে রাজন্! আপনি রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মজ্ঞ, ইনিও ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ, পুত্র কি পিতার হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য? তবে ইনি কিরূপে আপনার হস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন? যাঁহারা বিদ্যা ও বিবেকসম্পন্ন, সেই সকল পণ্ডিতগণ কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বভূতের প্রতি সৌহার্দ্দকেই সাধু চরিত্র বলিয়া থাকেন। আপনার চরিত্র সাধুগণের সম্মত, ইনিও সাধু, নিষ্পাপ, শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মবাদী; গোবধের ন্যায় নিষিদ্ধ ইঁহার বধকে আপনি কিরূপে সাধু কার্য্য মনে করিতেছেন? যাঁহার মৃত্যু হইলে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিব না, যদি তাঁহাকে আপনি ভক্ষণ করেন; তাহা হইলে তৎপূর্ব্বেই মৃতপ্রায়া আমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলুন। ব্রাহ্মণী অনাথার ন্যায় কাতরভাবে বিলাপ করিতে করিতে এইরূপ বলিলেও শাপমোহিত সৌদাস, ব্যাঘ্র যেমন পশুকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণী দেখিলেন, তাঁহার পতির দ্বারা তিনি গর্ভাধান করিতে উদ্যত ছিলেন, এমন সময় তাঁহাকে রাক্ষস ভক্ষণ করিয়া ফেলিল, তখন শোক করিতে করিতে সতী কুপিতা হইয়া রাজাকে শাপ দিয়া কহিলেন, রে পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতে! আমি কামার্ত্তা, তুমি আমার পতিকে ভক্ষণ করিলে, এই হেতু তুমিও যখন মৈথুনে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তোমারও মৃত্যু ঘটিবে, ইহা আমি অবধারিত করিয়া দিলাম। পতিলোকপরায়ণা ব্রাহ্মণী এইরূপে মিত্রসহকে অভিশাপ দিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে তদীয় অস্থি নিক্ষেপ করিয়া ভর্ত্তার গতি প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ সৌদাস দ্বাদশ বৎসরের অবসানে শাপমুক্ত হইয়া একদিন স্ত্রীসম্ভোগের নিমিত্ত উদ্যত হইলে মহিষী তাঁহাকে ব্রাহ্মণীর শাপ স্মরণ করাইয়া দিয়া নিবারণ করিলেন; সেইদিন হইতে সৌদাস স্ত্রীসুখ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় দুষ্কর্ম্মহেতু অনপত্য হইলেন। তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন। রাজ্ঞী সাতবৎসর গর্ভ ধারণ করিলেন, তথাপি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল না; তখন বশিষ্ঠ অশ্ম অর্থাৎ এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা রাজ্ঞীর উদরে আঘাত করিলে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল; এই নিমিত্ত শিশু অশ্মক নামে অভিহিত হইল। অশ্মক হইতে বালিক জন্মগ্রহণ করেন; যখন পরশুরাম ক্ষত্রকুলনাশে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন স্ত্রীগণ বালিককে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি নারীকবচনামে বিখ্যাত হয়েন। তিনি ক্ষত্রবংশের মূল হইয়াছিলেন বলিয়া মূলক আখ্যাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে দশরথ, দশরথ হইতে ঐড়বিড়ি, ঐড়বিড়ি হইতে বিশ্বসহ ও বিশ্বসহ হইতে খট্বাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ খট্বাঙ্গ সার্ব্বভৌম নরপতি হইয়াছিলেন; যুদ্ধে দুর্জ্জয় ভূপতি দেবগণের প্রার্থনায় দৈত্যগণকে বধ করিলে, দেবতারা তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, প্রথমতঃ আমার পরমায়ুঃ কত তাহাই বলিতে আজ্ঞা হয়; দেবতারা বলিলেন, আপনার মুহূর্ত্তকালমাত্র আয়ুঃ অবশিষ্ট আছে। রাজা তাহা অবগত হইয়া দেবগণের প্রদত্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শীঘ্র স্বীয় পুরে আগমন করিয়া পরমেশ্বরে মনঃ সমাধান করিলেন। তিনি স্বাগত বলিতে লাগিলেন, আমার কুলের দেবতা ব্রাহ্মণকুল; আমার প্রাণ, আত্মজ, শ্রী, মহী, রাজ্য ও পত্নী তাহা হইতে অধিক প্রিয় নহে। আমার মতি কখনও অল্প অধর্ম্মেও রত হয় না; উত্তমশ্লোক ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে উপাদেয় বলিয়া মনে করি নাই। যিনি ভূতভাবন শ্রীহরি, আমি তাঁহাকে ভাবনা করিয়া

থাকি; এই নিমিত্ত ত্রিভুবনের ঈশ্বর দেবগণ আমাকে ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেও তাহা গ্রহণ করিলাম না। দেবতাগণের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত; পরমাত্মা তাঁহাদিগের হৃদয়ে বিরাজ করিলেও তাঁহারা সেই প্রিয় আত্মাকে অনুভব করিতে পারেন না; অপরে যে পারিবে না, তাহাতে বক্তব্য কি? শব্দাদি গুণসমূহ ভগবানের মায়ায় রচিত, উহারা গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অলীক, তথাপি ঐ সকল গুণের প্রতি আসক্তি স্বভাবতঃই মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে; আমি বিশ্বকর্ত্তার প্রতি ভক্তিভাবদ্বারা ঐ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হই। রাজা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নারায়ণে বিশিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা দেহাদিতে অভিমানরূপ অজ্ঞান পরিহারপূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। এই স্বরূপই পরব্রহ্ম; ইনি সূক্ষ্ম অথচ শূন্য নহেন, ইনি রাগাদির বিষয় নহেন বলিয়া শূন্যের ন্যায় কল্পিত হইয়া থাকেন; এই ব্রহ্ম যখন ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শক্তি আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তখন ভক্তগণ ইহাকে ভগবান্ বাসুদেব কহিয়া থাকেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, তাঁহা হইতে বিপুলকীর্ত্তি রঘুর জন্ম হয়; রঘু হইতে মহারাজ অজ এবং অজ হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। সুরগণের প্রার্থনায় সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান হরি অংশে অংশে চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া এই দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হে রাজন্! তত্ত্বদর্শী বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ সীতাপতির চরিত্র ভূরি ভূরি বর্ণন করিয়াছেন, আপনিও তাহা বহুবার শ্রবণ করিয়াছেন, তথাপি সংক্ষেপে বলিতেছি; শ্রবণ করুন। যিনি পিতৃসত্য-পালনের নিমিত্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, যে চরণ প্রিয়ার কোমল করস্পর্শেও ক্লিষ্ট হইত, সেই পদ্মের ন্যায় অতি সুকুমার চরণে বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন, কপীন্দ্র হনুমান্ ও অনুজ লক্ষ্মণ যাঁহার মার্গশ্রম অপনীত করিয়াছিলেন, সূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদনহেতু সূর্পণখা সীতার রূপগুণের কথা বলিলে তাহাতে প্রলোভিত হইয়া রাবণ সীতাহরণ করিলে যিনি প্রিয়াবিরহে রুষ্ট হইয়াছিলেন, রোষহেতু যাঁহার কুটিল ভ্রূভঙ্গে সমুদ্র ত্রস্ত হইয়াছিল, যাঁহার আজ্ঞায় সমুদ্র সেতুবন্ধন বহন করিয়াছিল, যিনি খল রাবণাদিরূপ বনের অনলস্বরূপ হইয়াছিলেন সেই কোশলেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগের রক্ষাবিধান করুন!

হে রাজন্! শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে লক্ষ্মণের সমক্ষেই মারীচপ্রভৃতি প্রধান রাক্ষসদিগকে হনন করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই পৃথিবীতে বীর বলিয়া পরিগণিত, সীতা-স্বয়ংবরগৃহে তাহাদিগের সভার তিন শত বাহক গুরুভার হরধনুঃ আনয়ন করিলে রামচন্দ্র বালগজের ন্যায় অবলীলাক্রমে সেই ধনুতে গুণ অর্পণ করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক ইক্ষুযষ্টির ন্যায় মধ্যভাগে ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর যে লক্ষ্মীদেবী পূর্ব্বে তাঁহায় বক্ষঃস্থলে থাকিয়া মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি রূপ, গুণ, শীল, বয়ঃক্রম ও অঙ্গসৌষ্ঠবে রামচন্দ্রের অনুরূপা, রামচন্দ্র সেই সীতা-

দেবীকে ধনুর্ভঙ্গপণে লাভ করিয়া পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে পরশুরামের অতিদর্প চূর্ণ করিলেন। এই পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়বীজ-শূন্যা করিয়াছিলেন। একদা রাজা দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইটী বর দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; অনন্তর রামের রাজ্যাভিষেকসময়ে কৈকেয়ী এক বরে ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক ও অপর বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থনা করিলেন। স্ত্রৈণ হইলেও সত্যপাশ আবদ্ধ পিতার আদেশ রামচন্দ্র শিরোধার্য্য করিলেন এবং যোগী যেরূপ মুক্তসঙ্গ হইয়া স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তিনিও রাজ্য, শ্রী, আত্মীয়, বন্ধু ও রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার সহিত বনগমন করিলেন। রাবণের ভগিনী সূর্পণখা কামাতুরা হইয়া আগমন করিলে রাম তাহার রূপ বিকৃতি করিয়া দেন; তাহার ভ্রাতা খর ও দূষণ চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসের নেতা ছিল, রাম তাহাদিগকে বধ করিলেন। অনন্তর অসহ্য শরাসনহস্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বহুক্লেশে বনে বাস করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! রাবণ সীতার কথা শ্রবণ করিলে, তাহার হৃদয়ে কাম উদ্দীপিত হইয়া উঠিল; দশানন স্বয়ং তথায় যাইতে ভীত হইয়া মারীচকে প্রেরণ করিল; সে অদ্ভুত স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ করিয়া রামকে আশ্রম হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। অনন্তর রাম তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া, যেমন শ্রীরুদ্র দক্ষকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অস্ত্রাঘাতে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করিলেন। এদিকে বৃকের ন্যায় রাক্ষসাধম বনে একাকিনী জানকীকে হরণ করিয়া লইলে রাম প্রিয়ার সহিত বিযুক্ত হইয়া ভ্রাতার সহিত দীনের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন; তিনি সাক্ষাৎ শ্রীহরি, তবে যে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রদর্শন করিলেন, তাহার হেতু এই যে, যাহারা স্ত্রীসঙ্গ, পরিণামে তাহাদিগকে যে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহাই জগতে প্রচার করিলেন। যখন রাবণ সীতাদেবীকে লইয়া পলায়ন করিতেছিলেন, তখন জটায়ু তাহার পথ অবরোধ করিলে যুদ্ধে বারণ তাঁহার পক্ষ ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন; অনন্তর রাম তাঁহাকে তদবস্থ দেখিতে পাইয়া পুত্রের ন্যায় তাঁহার দাহাদি সংস্কার করিলেন; পরে বনমধ্যে এক কবন্ধ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে বাহু প্রসারিত করায় তিনি তাঁহাকে বধ করিলেন। অনন্তর বালী হত হইলে, যাঁহার শ্রীচরণ ব্রহ্মা ও শিব অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, নররূপধারী সেই রামচন্দ্র বানরেন্দ্রগণের সহিত সখ্য করিয়া তাহাদিগের সাহায্যে সীতার অনুসন্ধান করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া সিন্ধুর অপেক্ষা করিলেও সমুদ্র যখন উপস্থিত হইলেন না, তখন তিনি ক্রোধে বিকট কটাক্ষপাত করিলে নক্রমকরাদি জলজন্তুসকল ভীত হইল, ভয়ে সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি স্তম্ভিত হইল; সমুদ্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া মস্তকে অর্ঘ্যাদি বহন করিয়া রামচন্দ্রের চরণারবিন্দে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

সমুদ্র স্তুতি করিলেন,—হে ভূমন্! আপনি নির্ব্বিকার, আদি পুরুষ, জগতের অধীশ্বর; এতদিন আপনাকে জানিতে পারি নাই, এক্ষণে জানিলাম, যাঁহার সত্ত্বগুণ হইতে সুরগণ, রজোগুণ হইতে প্রজাপতিগণ এবং তমোগুণ হইতে ভূপতিসকল উদ্ভূত হইয়াছেন, আপনিই সেই গুণাধীশ্বর। আপনি ইচ্ছানুরূপ জল অতিক্রম করিয়া গমন করুন; দশানন বিশ্রবসের পুরীষতুল্য, ত্রৈলোক্য উহার উৎপীড়নে ক্রন্দন করিতেছে; উহাকে বধ করিয়া স্বীয় পত্নীকে উদ্ধার করুন। হে বীর। যদিও জল আপনার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, তথাপি আপনি স্বীয় যশোবিস্তারের নিমিত্ত সেতু বন্ধন করুন; দিগ্বিজয়ী

ভূপতিগণ এই সেতুর নিকটে আসিয়া এই দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া আপনার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবেন।

অনন্তর কপীন্দ্রগণ বিবিধ পর্ব্বতশৃঙ্গ আনয়ন করিল; তাহাদিগের করদ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গের বৃক্ষশাখাদি কম্পিত হইতে লাগিল; রঘুপতি ঐ সকল শৃঙ্গদ্বারা সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া বিভীষণের উপদেশানুসারে সুগ্রীব, নীল, ও হনুমৎপ্রমুখ কপিসেনার সহিত লঙ্কায় প্রবেশ করিলে; পূর্ব্বে সীতান্বেষণ-সময়ে হনুমান্ এই লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিলেন। বানর-সেনা লঙ্কার ক্রীড়াস্থান, ধান্যাগারাদি, কোষাগার, গৃহাদির দ্বার, পুরদ্বার, সভাগৃহ, বলভী অর্থাৎ অট্টালিকাদির পুরোভাগে নির্ম্মিত আচ্ছাদনী ও কপোত-পালিকা অবরোধ করিয়া ফেলিল এবং বেদিকা, ধ্বজ, হেমকুম্ভ ও চতুষ্পথক ভগ্ন ও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল; নদী যেরূপ গজকুলদ্বারা আন্দোলিত হয়, সেইরূপ লঙ্কাপুরীও বানরকুল-দ্বারা আকুলিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসপতি তাহা দেখিয়া নিকুম্ভ; কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুরান্ত ও নরান্তকাদিকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন; অনন্তর স্বীয় পুত্র ইন্দ্রজিৎ এবং প্রহস্ত, অতিকায় ও বিকম্পনাদি অনুচরদিগকে ও অবশেষে কুম্ভকর্ণকেও প্রেরণ করিলেন। অসি, শূল, চাপ, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি শর, তোমর ও খড়্গে দুর্গমা সেই রাক্ষসসেনাকে সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান, গন্ধমাদ, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান্ ও পনসাদি বীরগণে অন্বিত হইয়া রামচন্দ্র আক্রমণ করিলেন। রঘুপতি অঙ্গদাদি সেনাপতি-গণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিত এই চতুরঙ্গ রাক্ষস সেনার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষ, পর্ব্বত, গদা ও বাণসমূহদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপে হত হইবার হেতু এই যে, সীতাহরণদ্বারা তাহাদিগের প্রভু রাবণের মঙ্গল ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। রাক্ষসরাজ স্বীয় বলের ধ্বংস দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া রামের সম্মুখীন হইল; রাম মাতলিকর্ত্তৃক আনীত দীপ্তিমান্ ইন্দ্ররথে সমারূঢ় হইয়া শোভা পাইতে ছিলেন; রাবণ তাঁহাকে ক্ষুরধার নিশিত অস্ত্রসমূহ-দ্বারা প্রহার করিল। রাম তাহাকে কহিলেন, তুই রাক্ষসগণের মধ্যে পুরীষতুল্য, দুষ্টস্বভাব তুই আমার অসমক্ষে কুক্কুরের ন্যায় যে মদীয় পত্নীকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিস্, রে নির্লজ্জ! কালের ন্যায় অলঙ্ঘ্যবীর্য্য আমি অদ্য তোর সেই নিন্দিত কার্য্যের ফল প্রদান করিব। রামচন্দ্র তাহাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া শরাসনে সংহিত বাণ ক্ষেপণ করিবা-মাত্র উহা বজ্রের ন্যায় তাহার হৃদয় ভেদ করিল; তখন রাক্ষস দশমুখে রুধির বমন করিয়া, যেমন পুণ্যের ক্ষয় হইলে সুকৃতী মানব স্বর্গ হইতে পতিত হয়, সেইরূপ বিমান হইতে নিপতিত হইল; তখন তত্রত্য রাক্ষসগণ হাহাকার করিয়া উঠিল।

রাবণ নিপতিত হইলে সহস্র সহস্র রাক্ষসরমণী মন্দোদরীর সহিত লঙ্কা হইতে বহির্গত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা লক্ষ্মণের বাণে নিহত স্ব স্ব আত্মীয়দিগকে আলিঙ্গন করিয়া স্ব স্ব দেহকে করাদিদ্বারা তাড়না করিতে করিতে দীনভাবে সুস্বরে রোদন করিতে লাগিল,— হে নাথ রাবণ! আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইল; তোমার ভয়ে ত্রৈলোক্য ক্রন্দনধ্বনি করিত, এক্ষণে শত্রুগণ তোমার লঙ্কাকে মর্দ্দন করিতেছে; হায়! তোমার আশ্রয়বিহীনা হইয়া এই লঙ্কা এক্ষণে কাহার শরণা-পন্ন হইবে? হে মহাভাগ! তুমি কামের বশীভূত হইয়া সীতার তেজঃপ্রভাব জানিতে পার নাই, এই নিমিত্ত এই দশা প্রাপ্ত হইলে। হে কুলতিলক! তুমি আমাদিগকে ও লঙ্কাকে বিধবা করিলে, স্বীয় দেহকে গৃধ্রগণের ভক্ষ্য ও আত্মাকে নরকভোগের পাত্র করিলে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র

আদেশ করিলে বিভীষণ পিতৃকার্য্যের বিধানানুসারে আত্মীয়গণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিলেন। পরে ভগবান্ রামচন্দ্র অশোকবনের আশ্রমে প্রিয়াকে দর্শন করিলেন; তিনি শিংশপাবৃক্ষের মূলদেশে সমাসীনা ছিলেন, রাম-বিরহে আক্রান্তা হইয়া তাঁহার দেহ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। রাম প্রিয়তমা ভার্য্যাকে এইরূপ দীনভাবা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইলেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া সীতাদেবীর মুখপদ্ম আহ্লাদে বিকশিত হইয়া উঠিল! তখন রামচন্দ্র সীতাদেবীকে পুষ্পকে আরোহণ করাইয়া লক্ষণ, সুগ্রীব ও হনূমানের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। ভগবান্ রঘুপতি বিভীষণকে লঙ্কার রাক্ষসগণের অধীশ্বর করিলেন এবং তাঁহাকে কল্পান্তস্থায়ী পরমায়ুঃ প্রদান করিলেন; এইরূপে তিনি পিতৃসত্য পালন করিয়া বিভীষণকেও সমভিব্যাহারে লইয়া অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তাঁহার মস্তকে কুসুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মাদি আনন্দে তাঁহার স্তুতিগান করিতে লাগিলেন! মহাকারুণিক রামচন্দ্র যখন শুনিলেন, ভারত গোমূত্রপক্ক যবান্ন ভোজন, বল্কলপরিধান, জটাধারণ ও ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকেন, তখন তিনি পরিতাপ করিতে লাগিলেন। রাম আগমন করিতেছেন শুনিয়া ভরত রামের পাদুকাদ্বয় মস্তকে স্থাপন করিয়া নন্দিগ্রামে নির্ম্মিত স্বীয় বাসভবন হইতে বহির্গত হইয়া রামের অভিমুখে চলিলেন; পৌর, অমাত্য ও পুরোহিতগণ তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল, গীতবাদ্যধ্বনি সমুত্থিত হইল, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ মুহুর্মুহুঃ বেদধ্বনি করিতে করিতে চলিলেন; কেহ কেহ স্বর্ণরসে রঞ্জিতপ্রান্ত পতাকা ধারণ করিয়া চলিল; বিচিত্রধ্বজবিশিষ্ট সদশ্বযোজিত স্বর্ণপরিচ্ছদসমন্বিত হেমময় রথ, সুবর্ণকবচধারী সৈনিকগণ, শিল্পিসমূহ, সুন্দরী বারবনিতাগণ ও পাদচারী ভৃত্যগণও সমভিব্যাহারে চলিল। ভারত ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন ও নানাবিধ বহুমূল্য রত্নাদি সমর্পণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের চরণে পতিত হইলেন, প্রেমাশ্রুপাতে তাঁহার হৃদয় ও নয়নদ্বয় আর্দ্রীভূত হইল। অনন্তর ভরত রামের সম্মুখে পাদুকাদ্বয় রক্ষা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পবিমোচন করিতে লাগিলেন! রাম নয়নজলে স্নান করাইতে করাইতে দুই বাহুদ্বারা ভরতকে বহুক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন, পরে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত ব্রাহ্মণদিগকে ও যাঁহারা কুলবৃদ্ধ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন, প্রজাগণও রামের চরণ বন্দনা করিল। অযোধ্যাবাসিগণ বহুকাল পরে তাহাদিগের প্রভু রামচন্দ্রকে দেখিয়া পুষ্পবর্ষণ ও উত্তরীয় বাসন ঘূর্ণিত করিতে করিতে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। রাম পুষ্পকপথে আরূঢ় হইলে ভারত পাদুকা মস্তকে লইয়া অগ্রভাগে, বিভীষণ ও সুগ্রীব যথাক্রমে চামর ও ব্যজন লইয়া দুই পার্শ্বে, হনূমান্ শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া পশ্চাদভাগে দণ্ডায়মান হইলেন হে-রাজন্! শত্রুঘ্ন ধনুঃ ও তূণীরদ্বয়, সীতা তীর্থজলপূর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গদ খড়গ ও জাম্ববান্ সুবর্ণময় বর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। স্ত্রীগণ ও বন্দিগন তাঁহার স্তুতিগান করিতে লাগিল; এইরূপে ভগবান্ আকাশে গ্রহবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ভ্রাতৃগণের অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া তিনি উৎসবপূর্ণা অযোধ্যা পুরীতে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক কৈকেয়ীপ্রভৃতি বিমাতৃগণকে, স্বীয় জননী কৌশল্যাকে ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে বন্দনা করিলেন; তদীয় বয়স্য ও কনিষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিল, তিনি তাহাদিগকে যথাযোগ্য অভিনন্দন করিলেন; বৈদেহী এবং লক্ষ্মণও যথাযোগ্য সম্মানাদি প্রদর্শন করিলেন। প্রাণ ফিরিয়া আসিলে দেহের যদৃশী অবস্থা হয়, কৌশল্যাদি মাতৃগণেরও তাদৃশী অবস্থা হইল; তাঁহারা উত্থিত হইয়া স্ব স্ব পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ-

পূর্ব্বক অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের বিরহজনিত শোক তিরোহিত হইল।

অনন্তর গুরু বশিষ্ঠদেব রামের জটা মোচন করাইয়া কুলবৃদ্ধগণের সহিত তাঁহাকে বিধিমত চতুঃসমুদ্রের জলাদিদ্বারা অভিষিক্ত করিলে রামচন্দ্র ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন। এইরূপে তিনি শিরঃস্নান করিয়া সুন্দর বসন পরিধান করিলেন এবং মাল্য ও ভূষণে সজ্জিত হইলেন; ভ্রাতৃগণ এবং সীতাদেবীও কমনীয় বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া তাঁহার শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভরত প্রণিপাত করিয়া প্রার্থনা করিলে রাম সিংহাসন গ্রহণ করিলেন এবং স্বধর্ম্মনিরত ও বর্ণাশ্রমোচিত আচারবিশিষ্ট প্রজাগণকে পিতার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন, তাহারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় মনে করিতে লাগিল। সর্ব্বভূতের কল্যাণপ্রদ ধর্ম্মজ্ঞ রাম রাজা হইলে ত্রেতা যুগ সত্যযুগের ন্যায় হইল; বন, নদী, পর্ব্বত, বর্ষ, দ্বীপ, সমুদ্রপ্রভৃতি সর্ব্ব পদার্থই প্রজাগণের অভিলষিত বস্তু যথাযোগ্য প্রদান করিতে লাগিল। হে রাজন্! অধোক্ষজ ভগবান্ রামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রজাগণের দৈহিক ও মানস পীড়া, জরা, গ্লানি, দুঃখ, শোক, ভয় ও ক্লান্তি ছিল না এবং ইচ্ছা না করিলে কাহারও মৃত্যু ঘটিত না একপত্নীক ব্রতধর শুদ্ধচেতা রামচন্দ্র রাজর্ষিচরিত্র ও গৃহস্থধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; বিনয়াবনতা সাধ্বী সীতাদেবী প্রেম, সেবা, সাধুচরিত্র, সঙ্কোচ, লজ্জা ও ভর্ত্তার ভাবানুরূপ কার্য্যসম্পাদনদ্বারা তদীয় চিত্ত হরণ করিলেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র আচার্য্যসমন্বিত হইয়া যজ্ঞসকলদ্বারা আপনিই সর্ব্বদেবময় দেব আপনার যজনা করিলেন। তিনি হোতাকে পূর্ব্বদিক্, ব্রহ্মা অর্থাৎ তন্নামক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিম দিক্ ও সামগকে উত্তর দিক্ দান করিলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিলেন, ব্রাহ্মণ নিস্পৃহ, এই হেতু পূর্ব্বোক্ত দিক্‌সকলের মধ্যস্থিত যে ভূখণ্ড, উহা ব্রাহ্মণই পাইবার যোগ্য এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি উক্ত সমগ্র ভূখণ্ড আচার্য্যকে দান করিলেন। এইরূপে তিনি কেবলমাত্র দেহস্থ অলঙ্কার ও বসনব্যতিরেকে অন্য অলঙ্কারাদি দান করিলেন; রাজ্ঞী সীতাদেবীও কেবল নাসিকার আভরণ ও চূড়াদি মাঙ্গলিক ভূষাণাদি রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অলঙ্কারাদি প্রদান করিলেন। হোতৃপ্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ্যদেব রামচন্দ্রের সাধুগণের প্রতি তাদৃশ বাৎসল্য দর্শন করিয়া প্রীত ও আর্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রদত্ত ভূমি তাঁহাকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ভগবান্ ভুবনেশ্বর! যেহেতু আপনি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় তেজোদ্বারা তমঃ বিনাশ করিতেছেন, অতএব আপনার কি অদেয় আছে? যিনি ব্রহ্মণ্যদেব, যাঁহার জ্ঞান অপ্রতিহত, যিনি অতিযশস্বিগণের শ্রেষ্ঠ, যিনি নির্ব্বৈর মুনিগণের চিত্তে স্বীয় শ্রীচরণ অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণিপাত করি।

অলক্ষিতভাবে একদা রাম প্রজাগণের অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত রাত্রিকালে গূঢ়বেশে বিচরণ

করিতেছিলেন, এমন সময় একব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিতেছিল, শ্রুতিগোচর হইল ; ঐ ব্যক্তি বলিতেছিল, তুই পরগৃহগতা দুষ্টা অসতী আমি তোকে গৃহে স্থান দিব না ; রাম স্ত্রৈণ, তিনি সীতাকে অঙ্গীকার করিতে পারেন, কিন্তু আমি তোকে অঙ্গীকার করিব না। রাম দেখিলেন, এইরূপ বহু লোক আছে, যাহারা অজ্ঞ, যুক্তিপ্রমাণদ্বারা ইহাদিগকে প্রবোধ দিবার উপায় নাই ; সুতরাং তিনি তাহাদিগের ভয়ে সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিলেন ; জানকী এইরূপে পরিত্যক্তা হইয়া বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন, কালে যমজ সুত প্রসব করিলেন ; তাঁহাদিগের নাম কুশ ও লব ; মুনি শিশুদ্বয়ের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারাদি সম্পন্ন করিলেন। লক্ষ্মণের দুই পুত্র অঙ্গদ ও চিত্রকেতু নামে বিখ্যাত, ভরতের পুত্রদ্বয়ের নাম তক্ষ ও পুষ্কল। শত্রুঘ্নের সুবাহু ও শ্রুতসেন নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন।

ভরত দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া কোটি কোটি গন্ধর্ব্বকে বধ করিয়া তাহাদিগের ধন আনয়নপূর্ব্বক তৎসমুদয় রাজাকে নিবেদন করিলেন ; শত্রুঘ্নও মধুর পুত্র লবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া মধুবনে মথুরা নামে পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। সীতাদেবী পতিকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা হইয়া দুইটী তনয়ের ভার মুনির উপর নিক্ষেপপূর্ব্বক রামচন্দ্রের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভূবিবরে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র তাহা শুনিয়া বিবেকদ্বারা শোক নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সীতা দেবীর গুণাবলী তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় ঈশ্বর হইলেও তাঁহার শোক রোধ করিবার সামর্থ্য রহিল না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে পরস্পর আসক্তি, তাহা ঈশ্বরগণের মধ্যেও সর্ব্বত্র ত্রাস উৎপাদন করে, যাহারা গৃহাসক্ত গ্রাম্য ব্যক্তি, তাহাদের বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? অনন্তর প্রভু রামচন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য ধারণপূর্ব্বক ত্রয়োদশসহস্র বৎসর অবিচ্ছিন্ন অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর রাম পিতৃসত্যপালনের নিমিত্ত, দণ্ডকারণ্যের কণ্টকদ্বারা যে পাদপদ্ম বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা স্মরণশীল ভক্তগণের হৃদয়ে বিন্যস্ত করিয়া স্বীয় ধামে গমন করিলেন। রামের সমুদ্রবন্ধন ও অস্ত্রসমূহদ্বারা রাক্ষসবধ অতি আশ্চর্য্যজনক বলিয়া কবিগণ বর্ণনা করিলেও, উহা বাস্তবিক তাঁহার যশোবর্দ্ধক নহে ; কারণ, যাঁহার প্রভাবের সহিত তুলনায় কেহ অধিক বা সমান হইতে পারে না, কপিগণ কি সেই রঘুপতির শত্রুবধব্যাপারে সহায় হইতে পারে ? যেমন সুগ্রীবাদির আশ্রয়গ্রহণ তাঁহার লীলামাত্র, ইহাও তাদৃশ বুঝিতে হইবে ; এইরূপ করিবার হেতু এই যে, তিনি সুরগণের প্রার্থনায় লীলাযোগ্য দেহ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অধুনাও যাঁহার পাপহারী দিগন্তব্যাপী অমল যশঃকলাপ মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণ যুধিষ্ঠিরাদির সভায় গান করিয়া থাকেন, লোকপাল ও পৃথিবীপালগণের কিরীটদ্বারা যাঁহার পাদাম্বুজ সেবিত হইয়া থাকে, সেই রঘুপতির শরণাপন্ন হই। যাঁহারা রামকে স্পর্শ বা দর্শন করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে উপবেশন করাইয়াছিলেন, অথবা যাঁহারা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন, সেই সকল কোশলবাসী জনগণ, যথায় যোগিগণ গমন করিয়া থাকেন, সেইস্থানে গমন করিয়াছিলেন। হে রাজন্! যে মানব নৃশংসকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রামচরিত্র শ্রবণপূর্ব্বক ধারণা করিবেন, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

রাজা প্রশ্ন করিলেন,—ভগবান্ রামচন্দ্র স্বয়ং কিরূপে জীবন যাপন করিতেন, স্বীয় অংশভূত ভ্রাতৃগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং সেই ঈশ্বরের প্রতি ভ্রাতৃগণ ও পুরবাসী প্রজাগণ কিরূপ ব্যবহার করিতেন, শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—ত্রিভুবনেশ্বর রাম

সিংহাসন গ্রহণ করিয়া ভরতাদি ভ্রাতৃগণকে দিগ্‌বিজয় করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন এবং প্রজাগণকে দর্শন দান করিয়া অনুচরগণের সহিত অযোধ্যাপুরী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। স্বীয় প্রভুকে দর্শন করিয়া অযোধ্যাপুরী যেন অতীব উন্মত্তার ন্যায় দেখাইতে লাগিল; তাহার সমৃদ্ধি চতুর্দ্দিকে পরিদৃষ্ট হইল। মার্গসকল সুগন্ধ জলে ও হস্তিগণের মদবিন্দুদ্বারা সিক্ত হইল; প্রাসাদ, পুরদ্বার, সভাগৃহ, যজ্ঞভূমি ও দেবমন্দিরাদি হেমকলস ও পতাকাসমূহদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া পুরীর শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। পুরীর স্থানে স্থানে কৌতুকতোরণ নির্ম্মিত হইল এবং উহা বৃন্তযুক্ত গুবাক, রম্ভা ও কমনীয় বসনে রচিত ধ্বজ, দর্পণ, বস্ত্র ও মাল্যসমূহে অলঙ্কৃত হইল। রাম যে যে স্থানে যাইতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে পুরবাসিগণ পূজোপকরণ হস্তে লইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, দেব! আপনি পূর্ব্বে বরাহমূর্ত্তি হইয়া এই পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, এক্ষণে ইহাকে রক্ষা করুন; অনন্তর তাহারা তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিল। অনন্তর প্রজাগণ বহুকাল পরে স্বীয় প্রভুকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নর নারী সকলেই স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অট্টালিকাশীর্ষে আরোহণ করিল তাহারা যতই অরবিন্দলোচন রামকে দর্শন করিতে লাগিল, তাহাদিগের দর্শনস্পৃহা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তাহারা রামচন্দ্রের মস্তকে কুসুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে পুরীপরিদর্শনপূর্ব্বক রামচন্দ্র স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন; এই ভবনে ইক্ষাকুপ্রভৃতি পূর্ব্বতন নরপতিগণ বাস করিয়া গিয়াছেন; রাজভবন অনন্তরত্নাদি কোষে সমৃদ্ধ ও মহামূল্য বিবিধ পরিচ্ছদে সুশোভিত। ভবনদ্বারসকলের দেহলী অর্থাৎ উর্দ্ধ ও অধঃস্থিত ফলক পদ্মরাগমণিনির্ম্মিত, স্তম্ভশ্রেণী বৈদূর্য্যমণিরচিত, স্থলসমূহ স্বচ্ছমরকতমণিময় ও ভিত্তিসমূহ দেদীপ্যমানস্ফটিকদ্বারা বিরচিত। বিচিত্রমাল্য, ধ্বজ এবং বসন ও মণিগণের দীপ্তি, চৈতন্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল মুক্তাফল ও কমনীয় বহুবিধ ভোগোপকরণদ্বারা রাজগৃহ বিমণ্ডিত। রাজভবন সুরভি ধূপদীপে সুরভিত, পুষ্পভূষণে ভূষিত এবং যাহারা ভূষণের ভূষণস্বরূপ, ঈদৃশ দেবতুল্য নরনারীসেবিত। আত্মারামগণের শিরোমণি ভগবান্‌ রামচন্দ্র সেই রাজভবনে স্নেহশীল প্রিয়-আচরণসমন্বিতা সীতার সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। যাঁহার পদপল্লব মনুষ্যগণ ধ্যান করিয়া থাকে, সেই রামচন্দ্র অন্যের পীড়া উৎপাদন না করিয়া বহু বৎসর সময়োচিত ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিলেন।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—কুশের পুত্র অতিথি তাঁহা হইতে নিষধ জন্মগ্রহণ করেন। নিষধের পুত্র নভ, নভ হইতে পুণ্ডরীকের জন্ম হয়, ক্ষেমধন্বা পুণ্ডরীকের পুত্র। ক্ষেমধন্বা হইতে দেবানীক, তাহা হইতে অনীহ ও অনীহ হইতে পারিযাত্রের জন্ম হয়। পারিযাত্রের এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম বল; বল হইতে স্থল, তাঁহা হইতে বজ্রনাভ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি সূর্য্যের অংশে সম্ভূত হইয়াছিলেন। বজ্রনাভের

পুত্র সগণ, সগণের এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম বিধৃতি; বিধৃতি হইতে হিরণ্যনাভ জন্মগ্রহণ করেন; ইনি জৈমিনির শিষ্য ও যোগাচার্য্য ছিলেন, ইঁহার নিকট হইতে কোশলদেশীয় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অধ্যাত্মযোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন; এই যোগ হইতে তাঁহার মহান সিদ্ধিলাভ ও হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হয়। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প; তাঁহা হইতে ধ্রুবসন্ধি ও ধ্রুবসন্ধি হইতে সুদর্শনের জন্ম হয়; অগ্নিবর্ণ সুদর্শনের পুত্র, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র ও শীঘ্রের পুত্র মরু! ইনি যোগসিদ্ধ হইয়া অদ্যাপি, কলাপগ্রামে বাস করিতেছেন; কালর অন্তে যখন সূর্য্যবংশ নষ্ট হইবে, তখন ইনি পুত্র উৎপাদন করিয়া পুনর্ব্বার উহার প্রবর্ত্তিত করিবেন। মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, তাঁহা হইতে সন্ধি ও সন্ধি হইতে অমর্ষণের জন্ম হয়। মহাস্বান অমর্ষণের পুত্র, তাঁহা হইতে বিশ্ববাহু জন্মগ্রহণ করেন; বিশ্ববাহুর এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম প্রসেনজিৎ; তাঁহার পুত্র তক্ষক, তক্ষক হইতে বৃহদ্বলের জন্ম হয়; আপনার পিতা ইঁহাকে যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশে যে সকল রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উল্লেখ করিলাম, অতঃপর ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিলেন; তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বৃহদ্বলের বৃহদ্রণ নামে এক পুত্র হইবেন; বৃহদ্রণ হইতে বৎসবৃদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবেন, ইনি বহু কার্য্য সংসাধন করিবেন। বৎসবৃদ্ধের প্রতিব্যোম নামে এক পুত্র হইবে, তাঁহা হইতে ভানু ও ভানু হইতে সেনাপতি দিবাক জন্মগ্রহণ করিবেন। দিবাকের সহদেব নামে এক পুত্র হইবে; সহদেব হইতে বীর বৃহদশ্ব, তাঁহা হইতে ভানুমান্, ভানুমান্ হইতে প্রতীকাশ্ব ও প্রতীকাশ্ব হইতে সুপ্রতীকের জন্ম হইবে! সুপ্রতীকের মরুদেব নামে এক পুত্র জন্মিবে; মরুদেবের পুত্র সুনক্ষত্র, তাঁহা হইতে পুষ্কর, পুষ্কর হইতে অন্তরীক্ষ, তাঁহা হইতে সুতপা ও সুতপা হইতে অমিত্রজিৎ জন্মপরিগ্রহ করিবেন। বৃহদ্রাজ মিত্রজিতের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন; বৃহদ্রাজ হইতে বর্হি, তাঁহা হইতে কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয় হইতে রণঞ্জয় ও তাঁহা হইতে সঞ্জয়ের জন্ম হইবে। সঞ্জয়ের শাক্য নামে এক পুত্র হইবে; শাক্য হইতে শুদ্ধোদ, তাঁহা হইতে লাঙ্গল, লাঙ্গল হইতে প্রসেনজিৎ ও তাঁহা হইতে ক্ষুদ্রক জন্মগ্রহণ করিবেন। ক্ষুদ্রকের সুমিত্র নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন; ইঁহা হইতে বংশস্থিতির শেষ হইবে; পূর্ব্বোক্ত এই সকল রাজা বৃহদ্বলের বংশ। সুমিত্র এই ইক্ষ্বাকু বংশের শেষ ভূপতি হইবেন, যেহেতু কলিযুগে ইক্ষ্বাকুবংশ তাঁহা হইতেই অবসান প্রাপ্ত হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ইক্ষ্বাকুতনয় নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠকে ঋত্বিগ্‌রূপে বরণ করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজন! আপনি বরণ করিবার পূর্ব্বে ইন্দ্র আমাকে বরণ করিয়াছেন; ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপন করিয়া আমার প্রত্যাগমনপর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। ইহা শুনিয়া মহারাজ নিমি মৌন অবলম্বন করিলেন, বশিষ্ঠ ইন্দ্রযজ্ঞে ব্রতী হইলেন। নিমি আত্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি জীবনকে ক্ষণভঙ্গুর

বিবেচনা করিয়া গুরুর অনুপস্থিতিকালেই অন্য কতিপয় ঋত্বিগ্‌দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রযজ্ঞসমাপন করিয়া প্রত্যাগত গুরু বশিষ্ঠ শিষ্যের অন্যায় দেখিয়া শাপ দিয়া বলিলেন—পাণ্ডিত্যাভিমানী নিমির দেহ পতিত হউক। নিমি প্রতিশাপ দিয়া বলিলেন, আপনি গুরু হইয়াও অধর্ম্মবর্ত্তী, কারণ, আপনি ইন্দ্রের নিকট অধিক দক্ষিণা পাইবেন, এই লোভে স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন নাই; এই নিমিত্ত আপনারও দেহ পতিত হউক। এই বলিয়া আধ্যাত্মবিৎ নিমি দেহ ত্যাগ করিলেন! এ দিকে উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া মিত্রাবরুণ ঋষিদ্বয়ের রেতঃস্খলন হইল, তাঁহারা তাহা কুম্ভে স্থাপন করিলেন; তাহা হইতে আমার প্রপিতামহ বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর প্রধান প্রধান ঋষিগণ নিমির পরিত্যক্ত দেহ গন্ধবস্তুযুক্ত তৈলে স্থাপন করিয়া সত্রযাগ সমাপ্ত হইলে যজ্ঞভূমিতে সমাগত দেবতাদিগকে বলিলেন, যদি আপনাদিগের সামর্থ্য থাকে ও আপনারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজার এই দেহ জীবিত হউক; দেবগণ 'তথাস্তু' বলিলে নিমি পরলোক হইতে বলিলেন, আমার পুনর্ব্বার দেহসম্বন্ধ ঘটে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। যাঁহারা শ্রীভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছেন, সেই মুনিগণ বিয়োগভয়ে কাতর হইয়া যে দেহের সহিত সম্বন্ধ আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিন্তু মোক্ষের নিমিত্ত শ্রীহরির চরণারবিন্দ ভজনা করিয়া থাকেন, দুঃখ, শোক ও ভয়ের নিলয় সেই দেহ ধারণ করিতে আমি অভিলাষ করি না; দেখুন! মৎস্যসকল জলে অন্য জলচর হইতে ও স্থলে স্বভাবতঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দেবগণ কহিলেন,—নিমি বিদেহ হইয়াই প্রাণিগণের লোচনে ইচ্ছামত বাস করুন; তাহা হইলে আপনাদিগের প্রার্থিত জীবন ইনি লাভ করিবেন, অথচ ইঁহার দেহসম্বন্ধ ঘটিবে না; এইরূপে ইনি ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত হইয়া উন্মেষ ও নিমেষের প্রবর্ত্তকরূপে লক্ষিত হইতে থাকিবেন। অনন্তর মহর্ষিগণ প্রজাগণের অরাজকভয় উপস্থিত দেখিয়া নিমির দেহ মথন করিলে তাহা হইতে এক কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার জন্ম অসাধারণরূপে হইল বলিয়া তাঁহার নাম জনক, বিদেহ হইতে সঞ্জাত বলিয়া বৈদেহ এবং মথন হইতে উৎপন্ন বলিয়া মিথিল হইল; তিনি মিথিলা পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। হে রাজন্! জনকের উদাবসু-নামে এক পুত্র হইল; তাঁহা হইতে নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধন হইতে সুকেতু ও সুকেতু হইতে দেবরাত জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবরাতের এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম বৃহদ্রথ; বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য্য, তাঁহা হইতে সুধৃতি, সুধৃতি হইতে ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতু হইতে হর্য্যশ্ব ও তাঁহা হইতে মরু জন্মগ্রহণ করেন। প্রতীপক মরুর পুত্র; তাঁহা হইতে কৃতরথ, কৃতরথ হইতে দেবমীঢ়, তাঁহা হইতে বিশ্রুত ও বিশ্রুত হইতে মহাধৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাধৃতির পুত্র কৃতরাত, তাঁহা হইতে মহারোমা, মহারোমা হইতে স্বর্ণরোমা ও তাঁহা হইতে হ্রস্বরোমার জন্ম হয়। হ্রস্বরোমার শীরধ্বজ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; তিনি একদা যজ্ঞার্থে মহী কর্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার শীরাগ্র অর্থাৎ লাঙ্গলাগ্র হইতে সীতা প্রাদুর্ভূতা হন; শীর ধ্বজের ন্যায় তাঁহার কীর্ত্তিকর হইল বলিয়া তিনি শীরধ্বজ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। হে রাজন্! কুশধ্বজ শীরধ্বজের পুত্র; তাঁহা হইতে ধর্ম্মধ্বজের জন্ম হয়। ধর্ম্মধ্বজের দুই পুত্র জন্মে, তাঁহাদিগের নাম কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ। কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ ও মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য; হে রাজন্! কৃতধ্বজের পুত্র আত্মবিদ্যাবিশারদ ছিলেন এবং মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য কর্ম্মতত্ত্বে নিপুণ ছিলেন। খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজ হইতে ভীত হইয়া গৃহ হইতে পলায়ন করেন। কেশিধ্বজের ভানুমান্ নামে এক

পুত্র হয়; শতদ্যুম্ন ভানুমানের পুত্র, তাঁহা হইতে শুচি ও শুচি হইতে সনদ্বাজ জন্মগ্রহণ করেন। সনদ্বাজের এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম উর্জ্জকেতু; উর্জ্জকেতু হইতে অজ, তাঁহা হইতে পুরুজিৎ ও পুরুজিৎ হইতে অরিষ্টনেমি জন্মগ্রহণ করেন! অরিষ্টনেমির শ্রুতায়ু নামে এক পুত্র জন্মে; সুপার্শ্বক শ্রুতায়ুর পুত্র; তাঁহা হইতে চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে মিথিলাধিপ ক্ষেমাধি ও ক্ষেমাধি হইতে হেমরথের জন্ম হয়। হেমরথের এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম সত্যরথ। সত্যরথ হইতে উপগুরুর জন্ম হয়। উপগুরুর পুত্র উপগুপ্ত অগ্নির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্বনন্ত উপগুপ্তের পুত্র, তাঁহা হইতে যুযুধ, যুযুধ হইতে সুভাষণ ও সুভাষণ হইতে শ্রুত জন্মগ্রহণ করেন। শ্রুত হইতে জয়, জয় হইতে বিজয়, বিজয় হইতে ঋত ও ঋত হইতে শুনকের জন্ম হয়। বীতহব্য শুনকের পুত্র, তাঁহা হইতে ধৃতি, ধৃতি হইতে বহুলাশ্ব, তাঁহা হইতে কৃতি ও কৃতি হইতে মহাবশী জন্মগ্রহণ করেন। হে রাজন! এই সকল নৃপতি মিথিলবংশে জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারা গৃহে থাকিয়াও যাজ্ঞবল্ক্যাদি যোগেশ্বরগণের প্রসাদে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত ও আত্মবিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর চন্দ্রের পাবন বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন; এই বংশে ঐলপ্রভৃতি পুণ্যকীর্ত্তি ভূপতিগণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সহস্রশিরাঃ পুরুষ নারায়ণের নাভিহ্রদে উদ্ভূত পদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা হইতে অত্রি জন্ম গ্রহণ করেন; তিনি গুণে পিতার সমান ছিলেন। আশ্চর্য্য! তাঁহার আনন্দাশ্রু হইতে অমৃতময় সোম উদ্ভূত হইলেন; ব্রহ্মা তাঁহাকে বিপ্র, ওষধি ও নক্ষত্রগণের অধিপতি করিয়াদিলেন। সোম ভুবনত্রয় জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং দর্পহেতু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে বলে হরণ করিয়া আনিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি পুনঃ পুনঃ যাচ্ঞা করিলেও যখন চন্দ্র অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তারাকে অর্পণ করিলেন না, তখন তাঁহার নিমিত্ত সুরগণ ও দানবগণের মধ্যে বিগ্রহ উপস্থিত হইল। বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষহেতু শুক্র অসুরগণের সহিত চন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। বৃহস্পতি অঙ্গিরার পুত্র; হর অঙ্গিরা হইতে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি স্নেহহেতু সর্ব্ব ভূতগণে আবৃত হইয়া গুরুপুত্র বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এদিকে ইন্দ্রও সর্ব্বদেবগণে পরিবৃত হইয়া বৃহস্পতির অনুবর্ত্তী হইলেন; এইরূপে তারার নিমিত্ত সুর ও অসুর-গণের ক্ষয়কর সমর আরম্ভ হইল। অনন্তর অঙ্গিরা এই বিষয় ব্রহ্মাকে জ্ঞাপন করিলে ব্রহ্মা চন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিয়া তারাকে স্বীয় ভর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেইকালে তারা গর্ভবতী ছিলেন, ইহা বৃহস্পতি বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি বলিলেন, রে দুষ্টবুদ্ধে! তুই আমার ক্ষেত্র, অপর ব্যক্তি তাহাতে গর্ভাধান করিয়াছে; তুই ঐ গর্ভ শীঘ্র ত্যাগ কর, ত্যাগ কর রে অসতি! গর্ভ ত্যাগ করিলে আমি তোকে ভস্মসাৎ করিব, এরূপ ভয় করিস্ না; আমি

স্বয়ং সন্তানার্থী, তোকে ভস্মসাৎ করিব না। অনন্তর তারা লজ্জিতা হইয়া একটী কনকপ্রভ কুমার প্রসব করিলেন। কুমারের প্রতি বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়েরই স্পৃহা হইল; তখন বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়েই বলিতে লাগিলেন, এটী আমার পুত্র; তাঁহাদিগকে বিবাদ করিতে দেখিয়া মুনিগণ ও দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ কিছু বলিলেন না তখন কুমার কুপিত হইয়া মাতাকে বলিলেন, হে অসচ্চরিত্রে! তুমি বৃথা লজ্জাবশতঃ সত্য বলিতেছ না কেন? স্বীয় গর্হিত কার্য্যের কথা আমাকে শীঘ্র বল। ব্রহ্মা তারাকে একান্তে আহ্বান করিয়া সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন তিনি অনুচ্চস্বরে কহিলেন, এটী সোমের পুত্র; তাহা শুনিয়া সোম পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! ব্রহ্মা পুত্রটীর গভীর বুদ্ধিহেতু বুধ আখ্যা প্রদান করিলেন। চন্দ্র পুত্রটী পাইয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। এই বুধের ঔরসে ও ইলার গর্ভে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন, ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

একদা দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রসভায় পুরূরবার রূপ, গুণ, উদারতা, চরিত্র, ধনসম্পত্তি ও বিক্রমের কথা বর্ণন করিলে তাহা শুনিয়া দেবী উর্ব্বশী কামশরে পীড়িতা হইয়া ভূপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। উর্ব্বশী মিত্রাবরুণের অভিশাপহেতু মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইলেন; ললনা মূর্ত্তিমান কন্দর্পের ন্যায় পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া নৃপতির লোচনদ্বয় হর্ষে উৎফুল্ল ও শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল, তিনি মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে সুন্দরি! আইস, আইস, উপবেশন কর, কি করিতে হইবে আদেশ কর; আমার সহিত বিহার কর; আমাদিগের বিলাস অনন্ত কাল চলিতে থাকুক। উর্ব্বশী কহিলেন,—হে সুন্দর! কোন্ স্ত্রীর মন ও দৃষ্টি তোমাতে আসক্ত না হইবে? তোমার বক্ষঃস্থল লাভ করিয়া রমণ করিবার জন্য কোন্ নারীর মন ও নয়ন ধৈর্য্যহীন হইয়া না পড়িবে? তবে রাজন্! আমার একটী নিবেদন আছে; হে মানদ! আমার এই দুইটী মেষ তোমার নিকট ন্যস্ত রাখিলাম; তুমি ইহাদিগকে যত দিন রক্ষা করিবে, আমি ততদিন তোমার সহিত রমণ করিব; কারণ, যে পুরুষ শ্লাঘ্য, তিনিই নারী-গণের বরণীয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। হে মহারাজ! আমার এই নিয়ম তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে; আমি ঘৃতভিন্ন অন্য বস্তু ভোজন করিব না এবং রতিকালব্যতীত অন্য সময়ে তোমাকে বিবস্ত্র দর্শন করিব না। মনস্বী ভূপতি 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকারপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—আহা! তোমার কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! কি অপরূপ চাতুর্য্য! ইহাতে নরলোক বিমুগ্ধ হইয়া যায়। তুমি সুরাঙ্গনা, স্বয়ং আগমন করিয়াছ; এমন কে মনুষ্য আছে, যে তোমাকে ভজনা করিবে না? অনন্তর উর্ব্বশী যথাযোগ্য বিহারে প্রবৃত্ত হইলে নরেন্দ্রও সুরগণের বিহারস্থান চৈত্ররথ-প্রভৃতি উদ্যানে তাঁহার সহিত ইচ্ছানুমত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। উর্ব্বশীর গাত্রগন্ধ পদ্মকিঞ্জল্কের সদৃশ, রাজা তাঁহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার মুখ সৌরভে প্রলোভিত হইয়া বহু দিবস অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে ইন্দ্র উর্ব্বশীকে না দেখিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে কহিলেন, উর্ব্বশীশূন্য আমার এই স্বর্গের শোভা হইতেছে না, তোমরা তাহাকে আনয়ন কর। এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তাহারা তমসাচ্ছন্ন মধ্যরাত্রে আগমনপূর্ব্বক পত্নী উর্ব্বশী যে দুইটী মেষকে রাজার নিকট ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন, তাহা হরণ করিয়া লইল। এই দুইটী মেষ উর্ব্বশীর পুত্রস্বরূপ ছিল; অপহরণ

কালে মেষ দুইটী চীৎকার করিতে লাগিল; তাহা শুনিয়া উর্ব্বশী কহিলেন,—হায় হায়! আমি যাহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, এ ব্যক্তি অসাধু; এ ব্যক্তি আপনাকে বীর বলিয়া অভিমান করে বটে, কিন্তু এ ব্যক্তি কার্য্যতঃ নপুংসক, ইহার সঙ্গে পড়িয়া আমার সর্ব্বনাশ হইল। এ ব্যক্তি রাত্রিকালে নারীর ন্যায় ভীতচিত্তে শয়ন করিয়া থাকে, কিন্তু দিবাভাগে পুরুষের ন্যায় আচরণ করে; ইহার উপর বিশ্বাসস্থাপণ করিবার ফলে দস্যুগণ আমার পুত্র দুইটীকে অপহরণ করিয়া লইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিল।

যেমন কুঞ্জর অঙ্কুশদ্বারা বিদ্ধ হয়, সেইরূপ মহারাজ পুরূরবা পূর্ব্বোক্ত বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই নিশাকালেই খড়গগ্রহণপূর্ব্বক বিবস্ত্র দেহে গন্ধর্ব্বদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তখন দীপ্তিমান্ গন্ধর্ব্বগণ মেষ দুইটীকে পরিত্যাগ করিয়া দীপ্তিবিকাশ করিলে রাজা মেষ দুইটীকে লইয়া আসিতেছেন, এমন সময় উর্ব্বশী পতিকে বিবস্ত্র দেখিলেন; অনন্তর প্রতিজ্ঞাভঙ্গহেতু রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। রাজা শয্যায় উর্ব্বশীকে না দেখিয়া বিমনা হইলেন; অনন্তর তাঁহাকেই চিন্তা করিতে করিতে শোকে বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

একদা পুরূরবা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে উর্ব্বশী ও তাঁহার পঞ্চ সখীকে দেখিতে পাইয়া প্রহৃষ্ট-বদনে মধুরবচনে কহিতে লাগিলেন,—প্রিয়ে! দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি অদ্যাপি তোমার পরিতৃপ্তি উৎপাদন করিতে পারি নাই; আমাকে ঘোর বিরহে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে; যদি একান্ত ছাড়িয়া যাইবে, তথাপি আইস ক্ষণকাল কথোপকথন করি। হে দেবি! আমার এই কমনীয় দেহকে তুমি বহুদূরে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছ; যদি এই দেহ তোমার অনুগ্রহের পাত্র না হয়, তাহা হইলে ইহা এই স্থানেই পতিত হইবে এবং বৃক ও গৃধ্রগণ ইহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। উর্ব্বশী কহিলেন,—রাজন্! মরিও না, তুমি পুরুষ, অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন কর; তোমার দেহকে বৃকদিগের ভক্ষ্য করিও না। তুমি জানিও, বৃকদিগের হৃদয়ের ন্যায় স্ত্রীগণের হৃদয় কঠিন; কুত্রাপি তাহাদিগের সখ্যস্থাপন হয় না। নারীগণ নিষ্ঠুর ক্রূর, অপরাধ করিলে ক্ষমা করে না, যাহাকে কদাচিৎ ভালবাসে, তাহার নিমিত্ত অবিচারে কার্য্য করিয়া থাকে; যে পতি বা ভ্রাতা তাহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহারা তুচ্ছ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত তাহাদিগকেও বধ করিয়া থাকে। যাহারা নারীগণের স্বভাব জানে না; নারীগণ তাহাদিগকে কপট বিশ্বাস দেখাইয়া শেষে সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করে এবং ব্যভি-চারিণী হইয়া নূতন নূতন পতি লাভ করিবার বাসনায় স্বেচ্ছাচার করিয়া থাকে। হে মহারাজ! যদি একান্ত অধীর হইয়া থাক, তবে বৎসরান্তে এক রাত্রি তোমার সহিত আমার সঙ্গ হইবে। এইরূপে তোমার অপর অপত্য উৎপন্ন হইবে। অপর অপত্যের কথা শুনিয়া নৃপতি বুঝিতে পারিলেন, উর্ব্বশী গর্ভবতী হইয়াছেন; তখন তিনি স্বীয় পুরীতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বৎসরান্তে পুনর্ব্বার তথায় গমন করিয়া উর্ব্বশীকে বীরপ্রসবিনী দেখিয়া অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সহিত রজনী যাপন করিলেন। প্রভাতে উর্ব্বশী তাঁহাকে বিরহাতুর ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, তুমি গন্ধর্ব্বদিগকে স্তবদ্বারা পরিতুষ্ট কর, ইঁহারা আমাকে তোমার হস্তে প্রদান করিবেন।

হে রাজন্! গন্ধর্ব্বগণ রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন; তাঁহা-দিগের অভিপ্রায় এই ছিল যে, তিনি এতদ্দ্বারা হোমাদি কর্ম্ম করিয়া তাহার বলে উর্ব্বশীকে প্রাপ্ত হইবেন। রাজা এতদূর কামান্ধ হইয়াছিলেন যে, অগ্নিস্থালীকেই উর্ব্বশী মনে করিয়া বনে বনে বিচরণ

করিতে করিতে অবশেষে জানিতে পারিলেন, উহা অগ্নিস্থালী—উর্ব্বশী নহে। তিনি বনে সেই স্থালী পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিলেন; প্রত্যহই রাত্রিকালে উর্ব্বশী তাঁহার চিন্তারূঢ় হইতে লাগিল। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে একদিন রাজার মনে কর্ম্মবোধক তিন বেদ প্রাদুর্ভূত হইলে তিনি বনে যথায় অগ্নি-স্থালী রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, শমাগর্ভ হইতে একটী অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মিয়াছে। তখন তিনি উর্ব্বশীলোক কামনা করিয়া অশ্বত্থের দুইটী অরণি অর্থাৎ মন্থনকাষ্ঠ করিয়া অগ্নি মন্থন করিলেন। মহারাজ পুরূরবা উর্ব্বশীকে অধরা অরণি অর্থাৎ নিম্নকাষ্ঠ, স্বীয় আত্মাকে উত্তরা অরণি অর্থাৎ উপরিস্থিত কাষ্ঠ ও উভয়কাষ্ঠের মধ্যস্থিত কাষ্ঠকে পুত্ররূপে চিন্তা করিয়া মন্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক মন্থন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই মন্থন হইতে অগ্নি আবির্ভূত হইলেন, তাঁরা হইতে সমস্ত বেদঃ অর্থাৎ ভোগ্য বস্তু জন্মে, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম জাতবেদা; রাজা ত্রয়ী-বিদ্যা অর্থাৎ ত্রিবিধ বেদবিদ্যাদ্বারা অগ্নির সংস্কার করিলে অগ্নি ত্রিবৃৎ অর্থাৎ আহ্বনীয়াদি ত্রিরূপ হইলেন। যেহেতু এই অগ্নি রাজাকে পুণ্যলোক লাভ করাইবেন, এই হেতু রাজা ইঁহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুরূরবা উর্ব্বশীলোক কামনা করিয়া সেই অগ্নিদ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ সর্ব্বদেবময় যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির যজনা করিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনার সন্দেহ হইতে পারে যে, কর্ম্মমার্গ অনাদি, ইহা তিন বেদদ্বারা প্রকাশিত, এই কর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণের চিরদিন যজনা করিয়া আসিয়াছেন; তবে যে আপনি বলিলেন, অগ্নি ও কর্ম্মমার্গ পুরূরবা হইতে প্রথম আবির্ভূত হইল, ইহা কিরূপ? ইহার সিদ্ধান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্ব বাক্যের বীজভূত এক প্রণবই বেদরূপে বর্ত্তমান ছিল; এক নারায়ণই দেবতা ছিলেন লোকে যে অগ্নিদ্বারা রন্ধনাদি কার্য্য করিয়া থাকে, উহাই একমাত্র অগ্নি-রূপে বিদ্যমান ছিল এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ছিল না,—একমাত্র বর্ণ ছিল, উহা হংস নামে অভিহিত হইত। তাৎপর্য্য এই যে, সত্যযুগে মনুষ্যগণ সত্ত্বপ্রধান ও প্রায়ই সকলে ধ্যাননিষ্ঠ; রজঃপ্রধান ত্রেতাযুগে বেদাদি-বিভাগদ্বারা কর্ম্মমার্গ প্রকট হইয়াছিল। হে মহারাজ! ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে পুরূরবা হইতেই বেদত্রয়ের বিভাগ হয়; রাজা পুরূরবা স্বীয় পুত্র অগ্নির সাহায্যে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,—হে রাজন্! পুরূরবার ঔরসে ও উর্ব্বশীর গর্ভে ছয়টী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহাদিগের নাম আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, অয়, বিজয় ও জয়। শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্; সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয় অয়ের পুত্রের নাম এক; জয়ের এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম অমিত। বিজয়ের ভীমনামে এক পুত্র জন্মে, তাহা হইতে কাঞ্চন ও কাঞ্চন হইতে হোত্রক জন্মগ্রহণ করেন। হোত্রকের পুত্র জহ্নু, ইনি গঙ্গাকে গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন। জহ্নুর পুত্র পূরু, তাঁহা হইতে বলাক, বলাক হইতে অজক ও অজক হইতে

কুশের জন্ম হয়। কুশের চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের নাম কুশাম্বু, তনয়, বসু ও কুশনাভ; কুশাম্বুর ঔরসে গাধি জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইঁহার সত্যবতী নামে এক কন্যা জন্মে; ভৃগুবংশজাত ব্রাহ্মণ ঋচীক ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত যাচ্ঞা করিলে গাধি বরকে কন্যার অনুরূপ নয় দেখিয়া বলিলেন,—আমি কুশিকবংশে জন্মিয়াছি, সুতরাং ক্ষত্রিয় হইয়াও সর্ব্বাপেক্ষা কুলীন; অতএব আপনাকে আমার কন্যার পণ দিতে হইবে; যে সকল ঘোটকের সর্ব্বাঙ্গ চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও একটী কর্ণ শ্যামবর্ণ, ঈদৃশ একসহস্র ঘোটক আপনাকে শুল্করূপে প্রদান করিতে হইবে। মহারাজ গাধি এইরূপ বলিলে ঋচীক মুনি তদীয় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বরুণের নিকট গমন করিলেন এবং তথা হইতে তাদৃশ অশ্বসকল আনিয়া প্রদানপূর্ব্বক সেই বরাননা কন্যাকে পরিণয় করিলেন! একদা তাঁহার পত্নী সত্যবতী ও শ্বশ্রূ অর্থাৎ সত্যবতীর মাতা পুত্র কামনা করিয়া ঋষিকে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে তিনি দুইটী চরু প্রস্তুত করিলেন, স্বীয় পত্নীর উদ্দেশে যে চরু প্রস্তুত করিলেন, স্বীয় তাহা ব্রাহ্ম মন্ত্রে শ্বশ্রূর উদ্দেশে যে চরু প্রস্তুত করিলেন, তাহা ক্ষাত্র মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া স্নানার্থে গমন করিলেন। এই অবসরে সত্যবতীর মাতা সত্যবতীর চরু শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া উহা সত্যবতীর নিকট প্রার্থনা করিলে সত্যবতী স্বীয় চরু মাতাকে প্রদানপূর্ব্বক মাতার চরু স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন। প্রত্যাগত মুনি তাহা জানিতে পারিয়া পত্নীকে কহিলেন, তুমি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ; তোমার এক ঘোর ক্ষত্রিয় পুত্র হইবে এবং তোমার একটী শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ভ্রাতা জন্মিবে। এরূপ না হয়, এই নিমিত্ত সত্যবতী বহু অনুনয়দ্বারা ঋষিকে প্রসন্ন করিলে তিনি কহিলেন, তবে তোমার পৌত্র ঘোরস্বভাব হইবে; অনন্তর সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করিলেন। সত্যবতী অতীব পুণ্যতোয়া লোকপাবনী কৌশিকী নদী হইলেন। অনন্তর জমদগ্নি রেণুসুতা রেণুকাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার গর্ভে জমদগ্নির ঔরসে বসুমৎ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে; এই সন্তানগণের যিনি কনিষ্ঠ, তিনি রাম নামে প্রসিদ্ধ। রাম হৈহয়বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন; পণ্ডিতগণ এই রামকে বাসুদেবের অংশ বলিয়া অভিহিত করেন; রাম এই পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন। এক সময়ে ক্ষত্রিয়জাতি রজঃ ও তমোগুণে অন্বিত হইয়া গর্ব্বিত ও বেদ-বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে উহারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং সামান্যমাত্র অপরাধ করিলেও পরশুরামের হস্তে কেহই নিস্তার পায় নাই। তিনি কি অল্পাপরাধী, কি অধিক-অপরাধী সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসিলেন,—ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয়-জাতি এমন কি অপরাধ করিয়াছিল, যাহার জন্য পরশুরাম বারংবার তাহাদিগের সংহার-সাধন করেন?

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! হৈহয় ক্ষত্রিয়-দিগের মধ্যে রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সর্ব্বপ্রধান। তিনি পরিচর্য্যাগুণে নারায়ণের অংশাংশ ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের প্রসাদ লাভ করেন; দত্তাত্রেয়ের অনুগ্রহে তাঁহার সহস্র বাহু হইয়াছিল; তিনি অরাতিগণ-মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। অব্যাহত ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য সমৃদ্ধি, সম্পদ্, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বল-বীর্য্য এমন কি যোগেশ্বরত্ব পর্য্যন্ত তিনি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনিমাদি ঐশ্বর্য্য-সকলও তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল; কাজেই পবনের ন্যায় অপ্রতিহতগতিতে তিনি নিখিল লোকে বিচরণ করিতেন। মদমত্ত কার্ত্তবীর্য্য বৈজয়ন্তী মালা

ধারণ করিয়া অগণিত রমণীরত্ন সহ নর্ম্মাদা-জলে ক্রীড়া করিতে করিতে বাহুদ্বারা নর্ম্মদার প্রখর স্রোত রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। একদা লঙ্কেশ্বর রাবণ দিগ্-বিজয়ে বহির্গত হইয়া মাহিষ্মতী পুরীর অনতিদূরে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিল; কার্ত্তবীর্য্য ঐ সময়ে জল-ক্রীড়ায় নিরত থাকিয়া বাহুদ্বারা নর্ম্মদার জল-প্রবাহ রুদ্ধ করিলে নদীর স্রোত প্রতিকূলে ধাবিত হয় এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ প্লাবিত করিয়া ফেলে। প্রতিকূলবাহী জলপ্রবাহে রাবণের শিবির প্লাবিত হইয়া যায়; বীরমানী রাবণ বুঝিল, ইহা অর্জ্জুনেরই কার্য্য, বুঝিয়া ক্ষণমাত্র সহ্য করিতে পারিল না; সে তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল। কার্ত্তবীর্য্য স্ত্রীগণের সমক্ষেই তাহাকে অবলীলাক্রমে একটা কর্কটের ন্যায় ধরিয়া ফেলিয়া স্বীয় রাজধানী মাহিষ্মতী নগরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; অবশেষে কিয়দ্দিন পরে অবজ্ঞার সহিত উহাকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন।

একদা কার্ত্তবীর্য্য মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া বিজন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিবর জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তপোধন জমদগ্নি তাঁহার একটা মাত্র কামধেনুর সাহায্যে অমাত্য, সৈন্য ও অশ্বগজাদি বাহন সহ নরদেব কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের যথোচিত আতিথ্য-ক্রিয়া সমাধা করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য দেখিলেন, তাঁহার যে কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, মুনির হোমধেনু তাহা অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা দেখিয়া হৈহয়গণ সহ একযোগে তিনি ঐ ধেনু-গ্রহণে অভিলাষী হইলেন; সুতরাং আতিথ্যে তাঁহার তাদৃশ সন্তোষ হইল না। তিনি অহঙ্কার-বশে স্বীয় লোকদিগকে মহর্ষির হোম-ধেনু কাড়িয়া লইতে আদেশ দিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের আদেশে রোরুদ্যমানা সবৎসা কামধেনু বলপূর্ব্বক মাহিষ্মতী নগরীতে উপনীত হইল।

রাজা লোকজন সহ আশ্রম হইতে প্রস্থান করিবার পর জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম আশ্রমে আগমন করিলেন এবং কার্ত্তবীর্য্যের দৌরাত্ম্য-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পদাহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; তিনি ভীষণ পরশু, তূণ, ধনুঃ, বাণ ও বর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং যূথপতি হস্তীর প্রতি ধাবমান সিংহের ন্যায় রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কার্ত্তবীর্য্য পুরী-প্রবেশ করিতে করিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম কৃষ্ণাজিন পরিধান-পূর্ব্বক পরশু ও বাণ প্রভৃতি আয়ুধসম্ভার ও ধনু-র্দ্ধারণ করিয়া প্রবলবেগে আগমন করিতেছেন; তদীয় সৌরকরোজ্জ্বল জটামণ্ডল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহা দেখিয়া কার্ত্তবীর্য্য তখন গদা, অসি, বাণ, ঋষ্টি, শতঘ্নী ও শক্তি-অস্ত্রধারী—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-পরিবৃত সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ভগবান্ পরশুরাম একাকীই তৎসমস্ত ধ্বংস করিলেন;—পরশুরাম মন ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী এবং পরসৈন্য-মর্দ্দনে অদ্বিতীয় বীর! তিনি যে যে স্থানে পরশু প্রহার করিতে লাগিলেন, বিপক্ষপক্ষ সেই সেই স্থানেই ছিন্নবাহু, ছিন্ন উরু ও ছিন্নকন্ধর হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল; বিপক্ষপক্ষের অশ্ব ও সারথিবৃন্দ সমস্তই নিহত হইতে লাগিল। হৈহয়াধি-পতি কার্ত্তবীর্য্য দেখিতে পাইলেন—রণক্ষেত্র রুধির-ধারায় কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে; পরশুরামের বাণ ও কুঠার-প্রহারে স্বীয় সৈন্যসমূহের বর্ম্ম, ধ্বজ, ধনুঃ, বাণ ও কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে; তাঁহার সৈন্যবল প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। কার্ত্তবীর্য্য নিজ-সৈন্যদলের এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বয়ং সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেন। তিনি এককালে পঞ্চশত ধনুঃ গ্রহণ করিয়া পঞ্চশত সুতীক্ষ্ণ শর পরশুরামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্রধারি-গণের প্রধান পরশুরাম একমাত্র ধনুর সাহায্যে শর-নিকর নিক্ষেপ করিয়া অর্জ্জুনের হস্তস্থিত সেই পঞ্চ-

শত ধনুঃ যুগপৎ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন; অতঃপর অর্জ্জুন স্বীয় ভুজসমূহদ্বারা ভূরি-ভূরি পর্ব্বত ও বৃক্ষ লইয়া মহাবেগে পরশুরামের দিকে ধাবিত হইলেন। জমদগ্নিনন্দন রাম এইবার তাঁহার তীক্ষ্ণধার কুঠার-দ্বারা সর্পফণার ন্যায় কার্ত্তবীর্য্যের বাহু-সহস্র ছেদন করিলেন; ছিন্নবাহু অর্জ্জুনের গিরিশৃঙ্গতুল্য মস্তকও রামের কুঠারাঘাতে কর্ত্তিত হইল। হে কুরুনন্দন! পিতা অর্জ্জুন নিহত হইবামাত্র তদীয় দশসহস্র পুত্র ভয়ে যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল। তখন পরবীরঘাতী পরশুরাম সবৎসা কামধেনু ফিরাইয়া আনিলেন এবং সেই পরিক্লিষ্টা গাভীকে পিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। তৎপরে রাম স্বীয় কৃত কর্ম্ম পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট খুলিয়া বলিলেন। তচ্ছ্রবণে মুনিবর জমদগ্নি পুত্র রামকে কহিলেন—রাম! রাম! হে মহাবাহো! তুমি ঐ সর্ব্বদেবমূর্ত্তি রাজাকে নিহত করায় পাপ কার্য্য করিয়াছ। বৎস! ব্রাহ্মণ আমরা; ক্ষমাগুণই আমাদের ভূষণ, ক্ষমাগুণেই আমরা পূজনীয়; ব্রহ্মা ঐ ক্ষমাগুণ দ্বারাই লোকগুরু হইয়াছেন এবং পারমেষ্ঠ্যপদ পাইয়াছেন। বৎস! ব্রহ্মশ্রী ক্ষমাদ্বারাই সূর্য্যপ্রভার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া থাকে এবং ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের উপরই ভগবান্ হরি আশু সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। পুত্র! অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়রাজের বধসাধন ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষাও গুরু-তর পাপ। তাই বলিতেছি—ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তুমি তীর্থ-পর্য্যটনদ্বারা পাপক্ষালন কর।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে কুরুনন্দন! পিতা জমদগ্নির উপদেশ-অনুসারে পরশুরাম পাপক্ষালনের জন্য সংবৎসর যাবৎ তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। একদিন রামজননী রেণুকা গঙ্গায় গিয়াছিলেন। ঐ সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ পদ্মমালা-মণ্ডিত হইয়া অপ্সরাদিগের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছিলেন। রেণুকা একান্তমনে তাহাই দেখিতেছিলেন। এদিকে মহর্ষি জমদগ্নির হোমবেলা উপস্থিত; রেণুকা তাহা ভুলিয়া গেলেন। তিনি গন্ধর্ব্বরাজের প্রতি কিঞ্চিৎ স্পৃহাবতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহাই হউক, কিঞ্চিৎ পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, কালাতিক্রম হইয়াছে; কাজেই মুনি পাছে অভিশাপ দেন, এই ভয়ে তিনি ভীত হইলেন। রেণুকা ব্যস্ত হইয়া গঙ্গা হইতে জল লইয়া গিয়া জল-কলস মুনির সম্মুখে রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলেন। মুনি ধ্যানে রেণুকার মানসিক ব্যভিচার জানিতে পারিলেন; তাঁহার ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন—হে পুত্রগণ! এই ব্যভিচারিণীকে তোমরা বধ কর। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিল না; তখন পিতার আদেশে পরশুরাম সেই মাতার সহিত অবাধ্য ভ্রাতৃগণকে বধ করিলেন। পরশুরাম পিতার যোগ ও তপস্যার প্রভাব বিশেষরূপেই জানিতেন; সুতরাং তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমি যদি পিতার আদেশ পালন না করি, তবে আমাকেও অভিশাপদগ্ধ হইতে হইবে; আর আদেশ পালন করিলে পিতৃবরে শেষে সকলকেই আমি সঞ্জীবিত করিতে পারিব। পরশুরামের ধারণাই ঠিক হইল; পুত্রের কার্য্যে পিতা জমদগ্নি প্রীত হইয়া পুত্রকে বরদানে উদ্যত

হইলেন। পরশুরাম বর চাহিলেন—আমি যে মাতা ও ভ্রাতাদিগকে নিহত করিয়াছি, তাঁহারা পুনরুজ্জীবিত হউক এবং এই বধবৃত্তান্ত যেন তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত না হয়। তখন মৃতগণ নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সহসা উত্থিত হইলেন; তাঁহাদের অকুশল ভাব কিছুই লক্ষিত হইল না! এইরূপে পরশুরাম পিতার তপঃপ্রভাব বুঝিতে পারিয়াই বন্ধুবধ করিয়াছিলেন।

হে রাজন্! কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণ সর্ব্বদাই তাহাদের পিতৃবধের বিষয় স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা করিত, কিন্তু রামের বীর্য্যে পরাভূত হইয়া কোথাও তাহারা শান্তিলাভ করিতে পারিত না। একদিন পরশুরাম ভ্রাতৃগণ সহ আশ্রম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বনে গমন করিলে তাহারা ছিদ্র পাইয়া বৈরনির্যাতনের জন্য উপস্থিত হইল। মুনি জমদগ্নি এই সময়ে ভগবৎপদে মনোনিবেশ করিয়া অগ্নিগৃহে বসিয়াছিলেন। পাপমতি অর্জ্জুনপুত্রগণ মুনিকে এই অবস্থায় দেখিয়া বধ করিল। রামজননী রেণুকা অতিদীন-ভাবে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রূর ক্ষত্রিয়াধমেরা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা তৎক্ষণাৎ মুনির শিরশ্ছেদ করিয়া লইয়া গেল।

এই দুর্ঘটনায় রেণুকা দুঃখশোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি শোকাবেগে নিজেই নিজদেহ আহত করিতে লাগিলেন; আর মুখে 'হা রাম! হা' রাম!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন 'হা রাম! হা রাম!' এই আর্ত্তধ্বনি দূর হইতেই পরশুরামপ্রভৃতি শ্রবণ করিলেন এবং সত্বর আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, পিতা নিহত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। ইহা দেখিয়া রামপ্রভৃতি পুত্রগণ দুঃখে, রোষে, বেদনায় ও শোকাবেগে মোহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—হা তাত! হা ধার্ম্মিক সাধু পুরুষ! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অদ্য স্বর্গধামে গমন করিলেন। এইরূপ বিলাপ করিয়া পরশুরাম পিতার মৃতদেহ ভ্রাতৃগণের হস্তে ন্যস্ত করিলেন এবং স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুল-সংহারের জন্য পরশু-হস্তে তৎক্ষণাৎ ধাবিত হইলেন।

রাজন্! ব্রহ্মহত্যায় অর্জ্জুনরাজধানী মাহিষ্মতীপুরী ভ্রষ্টশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। পরশুরাম কুঠারহস্তে বরাবর সেইস্থানে গমন করিলেন এবং তাঁহার পিতৃহত্যাকারীদিগের মস্তকসমূহ একে একে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্নমস্তক-রাশি পর্ব্বতাকারে পরিণত হইল।

অতঃপর পরশুরাম তাহাদের শোণিতদ্বারা একটী ভয়াবহা নদী নির্ম্মাণ করিলেন; ঐ নদী ব্রহ্মদেষীদিগের পক্ষে একান্ত ভয়াবহ হইল। এইরূপে ক্ষত্রিয়জাতি অন্যায়বর্ত্তী হইলে তিনি পিতৃবধ হেতু করিয়া একবিংশতিবার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলেন। নিহত ক্ষত্রিয়দিগের রুধিরদ্বারা পরশুরাম সমন্তপঞ্চকে নয়টী হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি নিহত পিতার মস্তক আনিয়া মৃতদেহে যোজিত করিলেন এবং কুশোপরি সেই দেহ স্থাপন করিয়া বিবিধযজ্ঞদ্বারা সর্ব্বদেবময় আত্মার অর্চ্চনা করিলেন। তিনি যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ হোতাকে পূর্ব্বদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্ অধ্বর্য্যকে পশ্চিমদিক্ এবং উদ্গাতাকে উত্তরদিক্ দান করিলেন; ইহা ভিন্ন অন্যান্য ঋত্বিক্দিগকে অবান্তরদিক্, কশ্যপকে মধ্যদেশ এবং উপদ্রষ্টাকে আর্য্যাবর্ত্তভূমি দক্ষিণা দিয়া সদস্যদিগকেও যথোচিত ভূমি দক্ষিণা প্রদান করিলেন।

অতঃপর মহানদী সরস্বতীতে অবভৃথস্নান করিবার পর তাহার নিখিল পাপ দূরীভূত হইল; তিনি মেঘমুক্ত মার্ত্তণ্ডবৎ বিরাজ করিতে লাগিলেন। মুনি জমদগ্নি পরশুরামকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্মৃতিরূপ স্বীয় দেহ লাভ করিলেন এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলে গিয়া সপ্তম ঋষিবিরাজিত হইলেন।

হে রাজন্! জমদগ্নিনন্দন ভগবান্ পরশুরামও আগামী মন্বন্তরে বেদপ্রবর্ত্তক ঋষি হইয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলে বিরাজ করিবেন। এই রাম অদ্যাপি মহেন্দ্রপর্ব্বতে বাস করিতেছেন। তিনি এখন ন্যস্তদণ্ড; ইঁহার বুদ্ধি এখন প্রশান্ত; সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ ইঁহার চরিতাবলী গান করিয়া থাকেন।

বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি এইরূপে ভৃগুবংশে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয় নরপতিদিগকে বহুবার বধ করিয়াছেন। রাজা গাধির পুত্র মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্র প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন। ইনি তপঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহার করিয়া ব্রহ্মতেজঃ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহাদিগের মধ্যমের নাম মধুচ্ছন্দা, হইলেও ইঁহারা সকলেই মধুছন্দা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ভৃগুবংশীয় অজীগর্ত্তনন্দন শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দেবরাতনামে অভিহিত করেন এবং স্বীয় পুত্রদিগকে বলিয়া দেন—তোমরা ইঁহাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিও। শুনঃশেফ রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুরূপে বিক্রীত হইয়া প্রজাপতিপ্রভৃতি দেবগণের স্তব করিয়াছিলেন; তাই তিনি পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হন। তিনি ভৃগুবংশীয় হইলেও যজ্ঞে দেবতার দত্ত বলিয়া গাধিবংশে দেবরাতনামেই খ্যাত হইয়াছিলেন।

বিশ্বামিত্রের মধুচ্ছন্দা নামে যে পঞ্চাশৎ জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, তাঁহারা দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্ব ভাল বলিয়া মনে করিলেন না। এই হেতু বিশ্বামিত্র মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন—যে দুর্জনগণ! তোরা ম্লেচ্ছ হইয়া যা। মধ্যমপুত্র মধুচ্ছন্দা পঞ্চাশৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একযোগে বলিলেন—পিতঃ! আপনি যাহাকে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ বলিয়া মনে করিবেন, আমরাও তাহারই জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইব। ইহা বলিয়া তাঁহারা সকলে মন্ত্রদ্রষ্টা শুনঃশেফকে আপনাদের জ্যেষ্ঠ করিয়া লইলেন এবং বলিলেন—আমরা সকলেই আপনার কনিষ্ঠ হইলাম। পুত্রদিগের এই কথায় বিশ্বামিত্র অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন—বৎসগণ! তোমরা আমার সম্মান রাখিয়া আমাকে পুত্রবান্ করিলে; অতএব তোমরাও পুত্রবান হইবে। হে কৌশিকগণ! এই দেবরাত তোমাদের কৌশিকগোত্রীয়ই হইলেন, কারণ ইনি আমার পুত্র হইয়াছেন; সুতরাং তোমরা ইঁহারই অনুগত হও। এতদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের অষ্টক, হারীত, জয়, ক্রতুমান্, প্রভৃতি আরও অনেক পুত্র ছিল।

এইরূপে কেহ অভিশপ্ত, কেহ অনুগৃহীত এবং কেহ বা পুত্ররূপে কল্পিত হওয়ায় কৌশিকগোত্র নানাপ্রকারে বিভক্ত হইয়া পড়ে। দেবরাতকে জ্যেষ্ঠ করাতেই এরূপ হইয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

শুকদেব কহিলেন,—পুরূরবার পুত্র—যিনি আয়ু-নামে বিখ্যাত, তাঁহার পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; তাঁহাদের নাম—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রাভ ও অনেনা। হে রাজেন্দ্র! এখন ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশবিবরণ শ্রবণ করুন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র; সুহোত্রের তিন পুত্র—কাশ্য, কুশো ও গৃৎসমদ। তন্মধ্যে গৃৎসমদ হইতে শুনকের জন্ম হয়। শুনকের পুত্র শৌনক; ইনি শ্রেষ্ঠ কহবৃচ ছিলেন। কাশ্যের পুত্র কাশি, তৎ-পুত্র রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের পুত্র দীর্ঘতমা; তৎপুত্র ধন্বন্তরি; ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদ-প্রবর্ত্তক ছিলেন; ইনি যজ্ঞভাগ-ভোজী, বাসুদেবের অংশ-স্বরূপ এবং স্মরণমাত্র, রোগদুঃখহর। ইঁহার পুত্র কেতুমান্, তৎপুত্র ভীমরথ তৎপুত্র দিবোদাস। দিবোদাসের পুত্র দ্যুমান্, ইনি প্রতর্দ্দন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামেই বিখ্যাত ইঁহার অলর্কপ্রভৃতি অনেকগুলি সন্তান উৎপন্ন হয়। হে রাজন্! ষষ্ঠসহস্র ষষ্টিশত বর্ষ রাজ্য পালন একমাত্র অলর্কই করিয়াছিলেন; তৎ-ব্যতীত অপর কোন যুবকই উহা করিতে পারেন নাই। এই অলর্কের পুত্র সন্ততি, তৎপুত্র সুনীথ, তৎপুত্র নিকেতন; ইঁহার পুত্র ধর্ম্মকেতু, তৎপুত্র সত্যকেতু, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু; তৎপুত্র ক্ষিতীশ্বর সুকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তৎপুত্র বীতিহোত্র, তৎপুত্র ভর্গ, তৎপুত্র ভার্গভূমি, ইহারা কাশি-বংশীয় ভূপতি—এই ভূপতিগণ ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশোৎপন্ন বলিয়া অভিহিত। রাভের পুত্র রভস, তৎপুত্র গম্ভীর, তাঁহার পুত্র অক্রিয়; তাহা হইতে ব্রহ্মবিৎ জন্মগ্রহণ করেন। অধুনা অনেনার বংশ-বিবরণ শ্রবণ করুন। অনেনার পুত্র শুদ্ধ, তাঁহার পুত্র শুচি; তাঁহা হইতে ধর্ম্মসারথি চিত্তকৃৎ উৎপন্ন হন। চিত্তকৃতের পুত্র শান্তরজা; ইনি কৃতকৃত্য ও আত্মবান ছিলেন। রাজন্! রজি-রাজার অমিত-বলশালী পঞ্চশত পুত্র উৎপন্ন হয়। একদা দেব-গণের অভ্যর্থনায় রজি-রাজা দৈত্যদিগকে বধ করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া দেন। ইন্দ্র পুনরায় তাহার চরণ ধরিয়া নিজ রাজ্য প্রদান করেন এবং প্রহ্লাদাদি রিপুর ভয়ে ভীত হইয়া রজিরাজের হস্তেই আত্ম-সমর্পণ করেন। রজিরাজের মৃত্যুর পর ইন্দ্র তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া চাহেন; কিন্তু তাহার পুত্রগণ তাহা প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হয়, এমন কি ইন্দ্রের যজ্ঞভাগ পর্য্যন্ত তাহারা কাড়িয়া লয়। দেবগুরু বৃহস্পতি রজিপুত্রগণের বুদ্ধিলোপ নিমিত্ত আভিচারিকমন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে ইন্দ্র রজিপুত্রগণকে নিহত করেন; তাহাদের একজন-মাত্রও অবশিষ্ট রহিল না। ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ হইতে প্রতি-নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়; প্রতির পুত্র সঞ্জয়; তৎপুত্র জয়, তাহার পুত্র হর্য্যবল, তৎপুত্র সহদেব; তাঁহার পুত্র হীন; হীনের পুত্র জয়সেন, তৎপুত্র সাংকৃতি, তাঁহার পুত্র ক্ষত্র-ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারথ জয়। এই সকল নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধ-বংশীয়। অতঃপর নহুষবংশের বিবরণ শ্রবণ করুন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন—দেহধারী মনুষ্যের ছয় ইন্দ্রিয়ের ন্যায় রাজা নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি ও কৃতি নামে ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রগণের মধ্যে পিতা জ্যেষ্ঠ যতিকেই রাজ্য প্রদান করেন, কিন্তু যতি সেই রাজ্যের অনর্থকর পরিণাম বুঝিতে পারিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন না; কারণ, তাঁহার মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, রাজ্যে প্রবেশ করিলে পুরুষ নিজের আত্মাকে বুঝিতে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রাণীর প্রতি কোনও সময়ে ধৃষ্টতা প্রকাশ করায় অগস্ত্যপ্রভৃতি দ্বিজগণ পিতা নহুষকে স্বর্গচ্যুত করিয়া অজগররূপে পরিণত করেন; সুতরাং তাঁহার অবর্ত্তমানে যযাতিই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। রাজা হইয়া তিনি তাঁহার অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে চতুর্দ্দিক্ শাসন করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং শুক্রাচার্য্য ও বৃষপর্ব্বার কন্যা-দিগকে বিবাহ করিয়া এই পৃথিবীকে পালন করিতে লাগিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মন্! ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মর্ষি, আর নহুষের পুত্র যযাতি ক্ষত্রিয়; সুতরাং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রতিলোম-বিবাহ কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল?

শুকদেব বলিলেন,—একদা দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা তাহার সহস্র সখীতে পরিবৃত হইয়া গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর সহিত অসংখ্য-পুষ্পিতবৃক্ষপরিপূর্ণ পুরোদ্যানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে উদ্যানে পদ্মসরোবর তীরে সুমিষ্ট ঝঙ্কার তুলিয়া অস্ফুট-মধুর স্বরে অলিকুল গান করিতেছিল। তখন পদ্মনেত্রা কামিনীগণ জলাশয়-সমীপে উপস্থিত হইয়া জলবিহার-মানসে তীরে স্ব স্ব বস্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক জলাশয়ে অবতরণ করিলেন এবং পরস্পর জল নিক্ষেপ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দৈববশে সেই সময়ে গিরিশ মহাদেব দেবী পার্ব্বতীর সহিত বৃষভারোহণে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তাহা দেখিতে পাইয়া ললনাগণ অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং সহসা ব্যস্তভাবে জল হইতে উত্থিত হইয়া নিজ নিজ বসন পরিধান করিলেন। ইতিমধ্যে ব্যস্ততাহেতু শর্ম্মিষ্ঠা না জানিয়া গুরুকন্যা দেবযানীর বস্ত্র স্বীয় ভাবিয়া পরিধান করিলেন। তাহা দেখিতে পাইয়া দেবযানী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন,—অহো! এই দাসীটার অন্যায় কর্ম্ম দেখ; কুক্কুরী যেমন যজ্ঞিয় হবিঃ ভোজন করে, তেমনি এই দাসীটা আমার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। যাঁহারা স্বকীয় তপঃপ্রভাবে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা পরম পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন—অতএব শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত, ব্রহ্মকে যাঁহারা ধারণ করিয়াছেন, যাঁহারা মঙ্গলময় বেদমার্গের প্রদর্শক, লোকনাথ সুরেশ্বরগণ এবং বিশ্বাত্মা জগৎপাবন ভগবান্ শ্রীনিবাস যাঁহাদিগের বন্দনা ও পূজা করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণজাতিমাত্রেই সকলের পূজ্য; তাহার মধ্যে আবার আমরা ভৃগুকুলে উৎপন্ন; ইহার পিতা অসুর আমাদের শিষ্য। এরূপ হইলেও এই অসতী, শূদ্রের বেদধারণের ন্যায় আমাদের পরিধেয় বসন পরিধান করিয়াছে;

হে রাজন্! গুরুপুত্রী দেবযানী-শর্ম্মিষ্ঠাকে এই ভাবে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলে শর্ম্মিষ্ঠা রোষে ধর্ষিতা ভুজঙ্গীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং পরে ক্রোধভরে স্বীর অধর দংশন

করিয়া বলিলেন—রে ভিক্ষুকা! আপনাদিগের আচরণ না জানিয়া যে বড়ই দম্ভ প্রকাশ করিতেছিস্। তোরা কি কাকের ন্যায় আমাদের গৃহের প্রতীক্ষা করিস্ না? এইরূপে বহুবিধ নিষ্ঠুর বাক্যে গুরুকন্যাকে তিরস্কার করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা রোষভরে তাহার বসন কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাকে কূপে ফেলিয়া দিলেন।

অতঃপর শর্ম্মিষ্ঠা স্বগৃহে গমন করিলে রাজা যযাতি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলের নিমিত্ত কূপসমীপে গমন করিবামাত্র দেবযানীকে তন্মধ্যে পতিত দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়া রাজার মনে দয়ার উদ্রেক হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বস্ত্রহীনা দেবযানীকে স্বীয় উত্তরীয় বসন পরিধান করিতে দিলেন এবং পরে নিজহস্ত দ্বারা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন।

শুক্রতনয়া দেবযানী এইরূপে কূপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া প্রেমপূর্ণ বচনে বীর যযাতিকে কহিলেন—হে পরপুরঞ্জয় নরবর! আপনি আমার পাণি গ্রহণ করিলেন, সুতরাং আমি আপনার গৃহীত হইলাম; প্রার্থনা করি, যে কর আপনি একবার গ্রহণ করিলেন, তাহা যেন আর অন্য কাহাকেও গ্রহণ করিতে না হয়। হে বীর! আমি কূপে মগ্ন অবস্থায় থাকিয়াও যখন এ সময়ে আপনার দর্শনলাভ করিলাম, তখন ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, ইহা বিধাতারই নির্ব্বন্ধ;—ইহাতে মানুষের হাত কিছুই নাই। হে মহাবাহো! পুরাকালে বৃহস্পতির পুত্র কচকে আমি শাপ দিয়াছিলাম; তাহাতে তিনি আমাকে প্রতিশাপ দিয়াছিলেন যে,—তুমি ব্রাহ্মণ পতি লাভ করিতে পারিবে না; সেই হেতু আমার স্বামী ব্রাহ্মণ হইবেন না। রাজা যযাতি অশাস্ত্রীয় বলিয়া অভিপ্রেত না হইলেও 'ইহা দৈববশে সংঘটিত' মনে করিলেন এবং আপনার চিত্ত দেবযানীর প্রতি আসক্ত বুঝিয়া তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলেন।

যযাতি প্রস্থান করিলে দেবযানী সেইস্থানে রোদন করিতে করিতে শর্ম্মিষ্ঠাকৃত সমস্ত কার্য্য তাঁহার পিতাকে নিবেদন করিলেন। পিতা শুক্রাচার্য্য ইহা শুনিয়া মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিলেন এবং পৌরোহিত্য-বৃত্তির নিন্দা ও উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করত স্বীয় দুহিতা দেবযানীর সহিত নগর হইতে নির্গত হইলেন।

দানবেন্দ্র বৃষপর্ব্বা এই বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র শুক্রচার্য্য দেবগণের নিকট তাঁহাদিগকে অসুর-জয় করাইয়া দিব'—এই অভিপ্রায় করিয়াছেন' বুঝিয়া তদ্দণ্ডেই পথিমধ্যে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন এবং মস্তক পদতলে রাখিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ভগবান্ শুক্রচার্য্যের ক্রোধ ক্ষণার্দ্ধমাত্র স্থায়ী হইত; কাজেই সত্বর তাঁহার ক্রোধের উপশম হইলে তিনি শিষ্য বৃষপর্ব্বাকে বলিলেন—দৈত্যরাজ! আমার কন্যা দেবযানী যাহা বলেন, সেই অনুসারে তুমি ইহাঁর অভিলাষ পূরণ কর; আমি কোনমতেই ইহাঁকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

ইহা শুনিয়া বৃষপর্ব্বা গুরুকন্যার অভিলাষ-প্রতিক্ষায় অবস্থিত হইলে দেবযানী তাহাকে স্বীয় মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—পিতা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া আমি যেস্থানে যাইব, শর্ম্মিষ্ঠাকে তাহার সখীবৃন্দের সহিত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থানেই যাইতে হইবে। দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বা ভাবিলেন,—গুরু চলিয়া গেলে নিজেদেরই বিপদ, আর এখানে থাকিলে তাহা-দ্বারা গুরুতর প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা; কাজেই তিনি সখীসমেত শর্ম্মিষ্ঠাকে

শুক্রকন্যা দেবযানীর অনুগামিনী হইতে দিলেন। পিতা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র সখীর সহিত দাসীর ন্যায় দেবযানীর সেবা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শুক্রচার্য্য শর্ম্মিষ্ঠার সহিত নিজদুহিতা দেবযানীকে রাজা নহুষের পুত্র যযাতির করে সম্প্রদান করিলেন এবং বলিলেন—রাজন্! তুমি কদাপি শর্ম্মিষ্ঠাকে শয়নে সঙ্গিনী করিও না। অতঃপর কিছুকাল পরে দেবযানী সুপুত্র লাভ করিয়াছে দেখিতে পাইয়া শর্ম্মিষ্ঠা ঋতুকাল উপস্থিত হইলে গোপনে সখী-পতি রাজা যযাতির নিকট পুত্র-উৎপাদনার্থ প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ রাজা যযাতি রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠাকর্ত্তৃক পুত্র-উৎপাদনের নিমিত্ত এইরূপে প্রার্থিত হইয়া এবং ইহা ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচনা করিয়া শুক্রাচার্য্যের বাক্য স্মরণ থাকিলেও দৈবপ্রাপ্তি-জ্ঞানে শর্ম্মিষ্ঠা-সহবাস স্বীকার করিলেন।

দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন; বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুনামে তিন পুত্র প্রসব করিলেন। নিজ পতি হইতে অসুরতনয়া শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভসম্ভব হইয়াছে জানিতে পারিয়া দেবযানীর অত্যন্ত অভিমান হইল; তিনি ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া পিতার গৃহে চলিয়া গেলেন। রাজা যযাতি কামপরায়ণ ছিলেন; তিনি প্রিয়ার কোপ দেখিয়া বিবিধ বিনয়-বাক্যে তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিতে করিতে অনুগমন করিলেন, কিন্তু পাদসংবাহনাদি-দ্বারাও তাঁহাকে কোনক্রমে প্রসন্ন করিতে পারিলেন না। এই ঘটনা শুনিয়া শুক্রাচার্য্য অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং বলিলেন,—রে মন্দ স্ত্রীকামুক মিথ্যা পুরুষ! মনুষ্যের বিকৃতি-কারিণী জরা তোকে আক্রমণ করুক।

যযাতি বলিলেন—ব্রাহ্মণ! আপনার দুহিতাকে সম্ভোগ করিয়া এখনও আমি পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। শুক্রাচার্য্য বলিলেন—যে ব্যক্তি তোমার জরা ধারণ করিতে চাহিবে, তাহার যৌবনের সহিত তুমি ইচ্ছানুসারে জরা-বিনিময় করিতে পারিবে। যযাতি শুক্রাচার্য্যের ব্যবস্থা পাইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বলিলেন—বৎস যদো! তুমি আমার জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন আমাকে প্রদান কর। বৎস! তোমার মাতামহ-শাপে আমার এই জরা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বিষয়-ভোগে এখনও আমি তৃপ্ত হইতে পারি নাই। আমার ইচ্ছা, তোমার যৌবন লইয়া কিয়ৎকাল আমি ভোগ-সুখ করিতে থাকি। যদু বলিলেন—আমি আপনার জরা লইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না; মানুষ গ্রাম্যসুখ উপভোগ না করিয়া কদাচ বিতৃষ্ণ হইতে পারে না। অতঃপর যযাতি তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু এই তিন পুত্রকেও জরাগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাহারাও কেহই পিতার অনুরোধ রক্ষা করিল না—স্ব স্ব যৌবনের বিনিময়ে জরাগ্রহণ করিতে চাহিল না। অধর্ম্মজ্ঞ পুত্রগণ অনিত্যকেই নিত্য বলিয়া বুঝিয়াছিল; তাই তাহারা পিতার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিল। এইবার যযাতি গুণাধিক কনিষ্ঠপুত্র পূরুর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন—বৎস! তোমার অগ্রজদিগের ন্যায় তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না।

পূরু বলিলেন—হে মনুষ্যেন্দ্র! যে পিতার প্রসাদে পরমার্থ পর্য্যন্ত লাভ হয়, যাহা হইতে এই দেহোৎপত্তি হইয়াছে, সেই পরমপূজ্য পিতার প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা এ জগতে কাহার আছে? যে পুত্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করে, সে উত্তম পুত্র; যে কথানুসারে কার্য্য করে, সে মধ্যম; আর যে অশ্রদ্ধার সহিত পিতার কার্য্য করে, সে পুত্র অধম এবং যে পিতার কথা মোটেই রক্ষা করে না, সে পিতার পুরীষবৎ অগ্রাহ্য। পূরু এই বলিয়া পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। যযাতি কনিষ্ঠ পুত্রের যৌবন গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছ কামোপভোগ করিতে লাগিলেন;

এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর উপর তাঁহার পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি পিতার ন্যায় সুচারুরূপে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিল; তিনি যথেষ্টরূপে বিষয় সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। দেবযানীও কায়মনবাক্যে অনুদিন প্রিয়তম পতির প্রেয়সীরূপে মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। যযাতি প্রভূতদক্ষিণান্বিত যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বদেবময় যজ্ঞপুরুষ হরির অর্চ্চনা করিলেন। আকাশগত জলদপটলের ন্যায় এ বিশ্ব যাহাতে বিরচিত রহিয়া স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথবৎ কখনও নানাকারে প্রতিভাত, কখনও বা অপ্রতিভাত হইতেছে, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী বাসুদেব নারায়ণকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া যযাতি যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী যযাতি এইরূপে সহস্র সহস্র বর্ষ ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজা যযাতি স্ত্রৈণ হইয়া এইরূপে বিষয় উপভোগ করিতে করিতে অবশেষে আত্মার অবনতি বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া প্রিয়ার নিকট এই ইতিহাস বর্ণন করিলেন;—হে ভৃগুনন্দিনী! যে গ্রামবাসী মাদৃশ জনের আচণ দেখিয়া বনস্থিত পণ্ডিতগণ শোক করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তির চরিত্রগাথা ইহাতে বর্ণিত আছে, শ্রবণ কর।

কোন এক ছাগ বন মধ্যে স্বীয় ঈপ্সিত বস্তু অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় স্বকর্ম্মফলে কূপে পতিত এক ছাগীকে দেখিতে পাইল। ঐ ছাগ অতিশয় কামুক ছিল। সে তখন ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিল এবং নিজশৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা কূপতটের মৃত্তিকাদি উদ্ধরণ করিয়া নির্গমনের পথ প্রস্তুত করিল। সেই যুবতী ছাগী কূপ হইতে উত্থিত হইয়া সেই ছাগের প্রতি অনুরাগিণী হইল; ছাগকে সে বরণ করিয়া লইল। ইহা দেখিয়া আরও কতকগুলি যুবতী ছাগী সেই ছাগলের প্রতি কামাকৃষ্ট হইল। তাহারা দেখিল, ঐ ছাগ স্থূলকায়, বিপুলশ্মশ্রু মণ্ডিত রেতঃসেচক ও মৈথুনাভিজ্ঞ; ইহা দেখিয়াই সেই যুবতী ছাগী-কুল ঐ ছাগের প্রতি অভিলাষিণী হইল। ছাগ একমাত্র পুরুষ, সে বহুতর ছাগীর রতিবৃদ্ধি করিয়া তুলিল এবং নিজেও কামগ্রস্ত হইয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু সেই ছাগ নিজে যে কে, তাহা মনেই করিল না। এদিকে সেই কূপোত্তোলিতা ছাগী অন্য ছাগীকে আপনা হইতে প্রিয়তরা ও তাহার সহিত ঐ ছাগকে বিহার পরায়ণ জানিতে পারিয়া ছাগকৃত ঐ কর্ম্ম সহ্য করিতে পারিল না; সে সেই মিত্র বেশধারী ছাগকে ছাড়িয়া দুঃখিতমনে অধিস্বামীর নিকট গমন করিল। ছাগ অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিল; সে ছাগীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত দুঃখিতচিত্তে তাহার অনুগমন করিল এবং ইড়বিড় শব্দ করিয়া কত কি অনুনয় বিনয় করিয়াও ছাগীকে তুষ্ট করিতে পারিল না। কোন ব্রাহ্মণ ঐ ছাগের অধিস্বামী ছিলেন। তিনি ক্রোধবশে কামুক ছাগের লম্বমান বৃষণ অগ্রে ছেদন করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু পরে

প্রয়োজনবশতঃ উহা আবার সংযোজিত করিয়া দিলেন।

অতঃপর বন্ধুবর্গগণ সেই ছাগ পুনরায় সে কূপলব্ধ ছাগীর সহিত বিহার করিতে লাগিল। এইরূপ বিহার বহুকাল চলিল; কিন্তু অদ্যাপি ছাগ কামভোগে পরিতুষ্ট হইতেছে না। হে সুভ্রূ! সেই ছাগের ন্যায় আমিও তোমার প্রেমবদ্ধ হইয়া নিজেকে নিজে বুঝিতে পারিতেছি না; কেন না তোমার মায়ায় আমি মোহিত হইয়া গিয়াছি। পৃথিবীতে যে পরিমাণ ধান্য, যব ও সুবর্ণ আছে এবং যে সকল পশু ও স্ত্রী আছে কামহত ব্যক্তির মনস্তুষ্টি তাহারা করিতে পারে না। কাম্যবস্তুসমূহের উপভোগ্যদ্বারা কদাচ কামের শান্তি হয় না; প্রত্যুত ঘৃতাহুতি পাইয়া অগ্নি যেমন বর্দ্ধিত হয়, তেমনি উহা বর্দ্ধিত হয়। পুরুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সর্ব্বভূতে অমঙ্গল ভাব পোষণ করে, তাহার সমদর্শিতার জন্য ততক্ষণ পর্য্যন্তই সর্ব্বদিক সুখময় হইয়া উঠে। দুর্ম্মতিগণ যাহা ত্যাগ করিতে পারে না, লোকে জরাজীর্ণ হইলেও যাহা কখনও জীর্ণ হয় না, সুখকামী ব্যক্তি সেই দুঃখাবহা তৃষ্ণাকে সত্বর পরিত্যাগ করিবে। নর মাতা, ভগিনী বা দুহিতার সহিতও নির্জ্জনে বাস করিবে না; কেননা বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ অতিবড় পণ্ডিত ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমি পূর্ণ সহস্র বর্ষকাল বারংবার বিষয়সেবা করিতেছি, তথাপি আমার তৃষ্ণা অনুদিন তৎপ্রতি বর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব আমি এই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদেই মনোনিবেশ করিব; আমি দ্বন্দ্বাতীত হইব,—অহঙ্কার ছাড়িব, এই অবস্থায় বনে মৃগগণ সহ বিচরণ করিব। যিনি বিষয় সকল ও আত্মানাশকে অসৎ বুঝিয়া তাহার চিন্তা বা উপভোগ না করেন, তিনিই সংসার বন্ধন ও আত্মনাশ বুঝিতে পারেন এবং তিনিই আত্মদর্শী।

যযাতি পত্নী দেবযানীকে এই কথা বলিয়া পুত্র পুরুকে তাহার নবীন বয়স প্রদান করিলেন এবং নিজে আপনার পূর্ব্ব জরা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বিষয়স্পৃহা একেবারেই দূরীভূত হইল। তিনি দ্রুহ্যুকে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের, যদুকে দক্ষিণদিকের, তুর্ব্বসুকে পশ্চিমদিকের এবং অনুকে উত্তরদিকের অধিপতি করিয়া দিলেন। পুত্র পুরুকে যযাতি সমগ্র ভূমণ্ডলের অধীশ্বর করিয়া দিলেন এবং অন্যান্য পুত্রগণকে পুরুর বশতাপন্ন করিয়া দিয়া স্বয়ং বনগমন করিলেন। তিনি বহুশত বর্ষ ধরিয়া যে বিষয়েন্দ্রিয়ের সেবা করিয়াছিলেন, সঞ্জাতপক্ষ পক্ষী যেমন সহসা নীড় পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি সর্ব্বসঙ্গ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন; তাঁহার ত্রিগুণাত্মক সমস্ত চিহ্ন অপগত হইল; তিনি পরম জ্ঞান লাভ করিয়া নির্ম্মল পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করিলেন।

স্ত্রী-পুরুষের স্নেহবিক্লবতাহেতু পরিহাসচ্ছলে যে ইতিবৃত্ত উক্ত হইল, তাহাতে দেবযানী বুঝিতে পারিলেন যে উহাদ্বারা তাহাকে মুক্তিমার্গে উৎসাহিতই করা হইয়াছে। ভৃগুতনয়া দেবযানী প্রবাহপ্রচলিত মানবগণের ন্যায় ঈশ্বরাধীন সুহৃদ্‌বর্গের সহবাস মায়া বিরচিত বলিয়া বুঝিলেন এবং স্বপ্নবৎ মনে করিয়া সর্ব্বত্র সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনঃ কৃষ্ণপদেই আবিষ্ট হইল; তিনি স্বীয় উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—ভগবন্ বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার; আপনি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী, বিরাট পুরুষ; আপনাকে নমস্কার।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে ভারত! যাহা হইতে বহু রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি বংশ বিস্তৃত হইয়াছে এবং যে বংশে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই পূরুবংশ-বিবরণ এক্ষণে বলিতেছি। পূরুর পুত্র জনমেজয়; তৎপুত্র প্রচিন্বান্; তাঁহার পুত্র প্রবীর; প্রবীর হইতে মনস্যু; তাঁহার পুত্র চারুপদ; তৎপুত্র সুদ্যু; সুদ্যুর পুত্র বহুগব; তৎপুত্র সংযাতি; তৎপুত্র অহংযাতি; অহংযাতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব। এই রৌদ্রাশ্ব ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে দশটী পুত্র উৎপাদন করেন; উহাদের নাম—ঋতেয়ু, কক্ষয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু, প্রত্যেয়ু এবং বনেয়ু। রৌদ্রাশ্বের পুত্রগণের মধ্যে বনেয়ু সর্ব্বকনিষ্ঠ। হে রাজন্! ইন্দ্রিয়বর্গ যেরূপ জগদাত্মা প্রাণের বশীভূত, সেইরূপ ঐ পুত্রগণ রাজা রৌদ্রাশ্বের বশতাপন্ন ছিল। জ্যেষ্ঠ 'ঋতেয়ু হইতে রন্তিনাব উৎপন্ন হয়; তাঁহার তিন পুত্র—সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রমুখ দ্বিজাতি-গণ উৎপন্ন হন। রন্তিনাবের জ্যেষ্ঠপুত্র সুমতি হইতে রেভু জন্মগ্রহণ করেন; রেভুর পুত্র দুষ্মন্ত। রাজা দুষ্মন্ত একদিন কতিপয় অনুচর-সহচর সহ মৃগয়ার্থে বনে গিয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপস্থিত হন। ঐ আশ্রমে একটি রমণী বসিয়াছিলেন; তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় স্বীয় লাবণ্যপ্রভায় ঐ আশ্রমপ্রদেশ উদ্ভাসিত করিতেছিলেন, দেব-মায়ার ন্যায় সেই রমণীকে দেখা যাইতেছিল। দুষ্মন্ত দেখিয়াই মুগ্ধ হইলেন; তাঁহার সকল শ্রম অপনোদিত হইল,—তিনি আনন্দিত হইলেন। কতিপয় সৈন্য তাঁহার সঙ্গী ছিল; তিনি সেই অবস্থায় সেই বরাঙ্গনার নিকট উপস্থিত হইয়া তৎসহ সম্ভাষণ করিতে লাগি-লেন। দুষ্মন্ত কামার্ত্ত হইয়াছিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে মধুর বচনে জিজ্ঞাসিলেন,—হে পদ্মপলাশ-নেত্রে! কে তুমি? কাহার তুমি? অয়ি হৃদয়হারিণী! এই নির্জ্জন বনে তোমার কার্য্য কি? আমার চিত্ত তোমার প্রতি অনুরক্ত হইতেছে। অয়ি সুশ্রোণি! তোমাকে স্পষ্টই কোন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কন্যা বলিয়া বোধ হইতেছে; কেননা কুরুবংশীয়দিগের চিত্ত কখন অধর্ম্মে রত হয় না। শকুন্তলা বলিলেন,—আমি বিশ্বামিত্রতনয়া, মেনকার গর্ভে উৎপন্না। মেনকা আমায় বনে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। ভগবান্ কণ্ব ইহা জানেন। হে বীর! আদেশ করুন, আপনার আমি কি করিব? হে পদ্মনেত্র! উপবেশন করুন। আমাদের পূজা লউন। আশ্রমে নীবার তণ্ডুল আছে, ভোজন করুন। আর যদি অভিপ্রায় হয়, এখানে অবস্থান করুন। দুষ্মন্ত বলিলেন, অয়ি সুন্দরী! তুমি কুশিকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এরূপ অতিথিসৎকার তোমার পক্ষে উপযুক্তই বটে। কন্যাগণ নিজেরাই রাজগণের মধ্য হইতে অনুরূপ বর বরণ করিয়া লয়েন। শকুন্তলা বলিলেন,—তাহাই হউক, আপনি আমার পাণি গ্রহণ করুন। এই কথার পর দেশকালাভিজ্ঞ রাজা দুষ্মন্ত গন্ধর্ব্ববিধি-অনুসারে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজর্ষি দুষ্মন্ত অমোঘবীর্য্য ছিলেন। তিনি শকুন্তলায় বীর্য্যাধান করিয়া পরদিবস স্বীয় পুরে গমন করিলেন। কালক্রমে শকুন্তলা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার গর্ভজাত নবকুমারের জাতক্রিয়াদি সমস্ত সংস্কার করাইলেন। কুমার বাল্যাবস্থায়ই সিংহশাবক ধরিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বরবর্ণিনী

শকুন্তলা ভগবদ্‌বংশোৎপন্ন সেই বালককে লইয়া ভর্ত্তা দুষ্মন্তের নিকট গমন করিলেন; কিন্তু দুষ্মন্ত সেই অনিন্দিতা স্ত্রী বা পুত্র কাহাকেও গ্রহণ করিলেন না। তখন সকলেই শুনিতে পাইল, একটা আকাশবাণী উত্থিত হইয়া বলিল—হে দুষ্মন্ত! মাতা চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রস্বরূপ আধারমাত্র, পিতারই পুত্র; কেন না পুত্ররূপে আত্মাই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। অতএব নিজ পুত্র গ্রহণ করিয়া ভরণ-পোষণ কর; শকুন্তলার অবমাননা করিও না। হে নরদেব! যে জন রেতঃসেক করে, তদুৎপন্ন পুত্র তাহাকেই যমালয় হইতে পরিত্রাণ করে। যাহাই হউক, তুমি ইহার উৎপাদন কর্ত্তা, শকুন্তলা এ কথা সত্যই বলিয়াছেন। অতঃপর দুষ্মন্ত সপুত্র শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। দুষ্মন্তের পরলোক-গমনের পর পুত্র ভরত এই ভারতভূমির সম্রাট্ হইলেন। ভরত ভগবান্ হরির অংশে উৎপন্ন; তাঁহার মহিমা মহীমণ্ডলের সর্ব্বত্র গীত হইত। তাঁহার দক্ষিণ-হস্তে চক্রচিহ্ন এবং পদযুগতলে পদ্মকোষ-চিহ্ন বিরাজিত ছিল। রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী ভরত মহা-অভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া গঙ্গাকূলে পঞ্চপঞ্চা-শৎটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি মমতা-নন্দনকে পুরোহিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন বিতরণপূর্ব্বক যমুনাতটে অষ্টসপ্ততি মেধ্য অশ্ব বন্ধন করিয়াছিলেন। হে রাজন্! উৎকৃষ্ট-গুণযুক্তদেশে রাজা ভরতের অগ্নি প্রণীত ছিল; সেই অগ্নিপ্রণয়-সময়ে অথবা সেই দেশে সহস্র ব্রাহ্মণ প্রত্যেকে ভরত-প্রদত্ত এক বদ্ধ অর্থাৎ তেরহাজার চৌরাশী-সংখ্যক গাভী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দুষ্মন্ততনয় ভরত এইরূপে এককালে তেত্রিশ শ' যজ্ঞিয় অশ্ব বন্ধন করিয়া নৃপকুলকে বিস্মিত করিয়া তুলেন এবং এমন কি দেবগণেরও ঐশ্বর্য্য অতিক্রম করেন; যেহেতু হরির অংশে জাত বলিয়া সর্ব্বপূজ্য পরমগুরু শ্রীহরিকে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মষ্ণার নামক কোনও কর্ম্মবিশেষে চতুর্দ্দশনিযুত কৃষ্ণবর্ণ শ্বেতদন্তবিশিষ্ট সুবর্ণাবৃত শ্রেষ্ঠ হস্তী প্রদান করিয়াছিলেন। যেরূপ দুই বাহু ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিলেও স্বর্গপ্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ মহাপ্রাণ রাজা ভরতের অনুষ্ঠিত মহৎকর্ম্মাবলী নৃপগণ পূর্ব্বে কেহই প্রাপ্ত হন নাই অথবা পরে কেহই প্রাপ্ত হই-বেন না। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কিরাত, হূণ, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খশ শক এবং অপরাপর অব্রহ্মণ্য নৃপতিবর্গ ও ম্লেচ্ছজাতিকে সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন। পুরাকালে যে সমস্ত অসুর দেব-গণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের স্ত্রীগণের সহিত রসাতলে বাস করিতেছিল, মহাত্মা ভরত তাহাদিগকেও সংহার করিয়া অপহৃত দেবললনাগণকে পুনরায় আনয়ন করেন।

রাজা ভরত যে সময়ে রাজ্যশাসন করিতেন, সেই সময়ে কি স্বর্গ—কি মর্ত্ত্য উভয়লোকই তাঁহার প্রজা-পুঞ্জের সমস্ত বাসনা পূরণ করিত। তিনি সাতাইশ-হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া সমগ্র দিগ্‌বাসীদিগকেই তাঁহার আজ্ঞাবশীভূত করিয়াছিলেন। এইরূপে কিছুকাল রাজ্যভোগ করিয়া সম্রাট্ ভরত অবশেষে লোকপালখ্য ঐশ্বর্য্য, অধিরাজসম্পত্তি, দুর্দ্ধর্ষ সেনা ও স্বীয় প্রাণ সমস্তই 'মিথ্যা' বিবেচনায় বৈরাগ্যবশতঃ বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া পড়িলেন।

মহারাজ ভরতের বিদর্ভদেশজাত তিনটি প্রিয়-তমা পত্নী ছিলেন। তাহাদিগের নিজ নিজ পুত্র উৎপন্ন হইলে মহারাজ যখন বলিতেন, পুত্রগণ কেহই আমার অনুরূপ হয় নাই, তখন মহিষীরা পাছে রাজা ব্যভিচার-আশঙ্কায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে তাহারা স্ব স্ব সন্তান বিনষ্ট করিতেন। এইরূপে বংশ ব্যর্থ হইয়া যায় দেখিয়া রাজা পুত্র-প্রাপ্তির জন্য মরুৎসোমনামক এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মরুদ্‌গণ ইহাতে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে

ভরদ্বাজনামে এক পুত্র প্রদান করেন। বৃহস্পতি গর্ভবতী ভ্রাতৃপত্নী মমতাকে মৈথুন করিতে প্রবৃত্ত হইলে গর্ভস্থ বালক তাঁহাকে নিবারিত করেন। ইহাতে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 'তুই অন্ধ হ' এই বলিয়া সেই বালককে অভিশাপ দিয়া বীর্য্য ত্যাগ করিলেন। অনন্তর 'স্বামী আমাকে ব্যভিচারিণী ভাবিয়া ত্যাগ করিবেন' এই ভয়ে ভীত হইয়া মমতা যখন সদ্যঃপ্রসূত কুমারকে ত্যাগ করিতে মনন করিলেন, তখন সুরগণ সেই কুমারের নাম নিরূপণার্থ বৃহস্পতি-মমতার বিবাদরূপ এই শ্লোক গান করিলেন;—'হে মূঢ়ে! তুমি এই দ্বাজকে (একের ক্ষেত্রে অন্যের বীর্য্যে জাত পুত্রকে) ভরণ (পালন) কর; "হে বৃহস্পতে! তুমি এই দ্বাজকেভরণ কর',— এই কথা পরস্পর বলিয়া পিতা-মাতা চলিয়া গেলে সেই পুত্র 'ভরদ্বাজ' এই নামে অভিহিত হন।

মহারাজ! দেবগণ এইরূপ বলিলেও মমতা ব্যভিচারজাত পুত্রকে নিরর্থক মনে করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন। সেই পুত্র এইরূপে পরিত্যক্ত হইলে মরুদ্‌গণ তাহাকে পালন করিয়াছিলেন এবং ভরতরাজার বংশ ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইলে তাঁহারা এই ভরদ্বাজনামক পুত্রটী রাজাকে সমর্পণ করেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! বিতথ অর্থাৎ ভরদ্বাজের পুত্র মন্যু। মন্যুর পাঁচ পুত্র,—বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য নর এবং গর্গ; নরের পুত্র সঙ্কৃতি। হে পাণ্ডুনন্দন! সঙ্কৃতির দুই পুত্র—গুরু এবং রন্তিদেব। রন্তিদেবের মাহাত্ম্য ইহলোক এবং পরলোক উভয়ত্র গীত হইয়া থাকে। তদীয় চিত্ত সতত ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাকিত। তিনি নিজে বুভুক্ষিত থাকিতেন; তথাচ যাহা পাইতেন, তাহাই দান করিতেন। এইরূপে তাঁহার সমস্ত বিত্ত নিঃশেষিত হইয়া যায়; তিনি সপরিবারে ক্ষুধায় অবসন্ন হইতে থাকেন। এই অবস্থায় জলমাত্র পান না করিয়া তাঁহার আটচল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়। পরিবারবর্গ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িল; রন্তিদেব নিজেও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কম্পিতগাত্র হইতে লাগিলেন। উনপঞ্চাশ দিনের প্রাতঃকালেই ঘৃত, পায়স, সংযাব ও পানীয় জল রন্তিদেবের জন্য উপস্থিত হইল। রন্তিদেব ভোজনে যাইবেন, এমন সময় এক অতিথি ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রন্তিদেব সর্ব্বত্র সর্ব্বজনে হরিকেই দর্শন করিতেন; তিনি এই অতিথি ব্রাহ্মণকেই শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সাদরে সেই অন্নাদি পরিবেশন করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ উহা ভোজন করিয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর অবশিষ্ট অন্নাদি স্বীয় পরিবারবর্গকে ভাগ করিয়া দিয়া নিজে ভোজন করিতে যাইবেন, এ সময় জনৈক শূদ্র আসিয়া তাহার নিকট অতিথিরূপে উপস্থিত হইল। রন্তিদেব হরি-স্মরণ করিয়া সেই বিভক্ত অন্ন শূদ্রকে অর্পণ করিলেন। ভোজনাবসানে শূদ্র অতিথি প্রস্থান করিলে কতকগুলি কুক্কুর-পরিবৃত একব্যক্তি আসিয়া বলিল,—রাজন্! আমি ও আমার এই কুক্কুরগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; আমাদিগকে আহার প্রদান করুন। ইহা শুনিয়া রন্তিদেব বহু আদর-সম্মানের সহিত অবশিষ্টান্ন কুক্কুরদিগকে ও কুক্কুরস্বামীকে অর্পণ করিয়া নমস্কার করিলেন। তখন পানীয় জলমাত্র অবশিষ্ট ছিল; রন্তিদেব তাহাই পান করিতে যাইবেন এমনই সময়

এক পুক্কশ আসিয়া বলিল,—রাজন্; আমি শ্রান্ত-ক্লান্ত, আপনি এই অপবিত্র ব্যক্তিকে জল দান করুন। পুক্কশের করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত কৃপাকুল হইলেন এবং মধুরবাক্যে বলিলেন,—আমি পরমেশসমীপে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি বা মুক্তি কামনা করি না; আমি যেন অন্তরে থাকিয়া সমস্ত দেহীর দুঃখ ভোগ করি এবং আমা-দ্বারা যেন সর্ব্ব-দেহীর দুঃখ মোচন হয়। এই দীন জনের জীবন-রক্ষাই আমি চাই; সুতরাং এই পুক্কশের জীবন-রক্ষার্থ আমি জলার্পণ করিলেই আমার যাবতীয় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রম, ক্লান্তি, কাতরতা, শোক, বিষাদ ও মোহ অবগত হইবে। রন্তিদেব স্বভাবতঃই কারুণ্যপূর্ণ ছিলেন; তিনি এই কথা কহিয়া নিজে পিপাসায় ম্রিয়মাণ হইলেও সেই পুক্ককে আপনার পানীয় জল প্রদান করিলেন। রাজা রন্তিদেবের ধৈর্য্য-পরীক্ষার জন্য বিষ্ণু মায়া নির্ম্মাণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; ঐ মায়া ফলাকাঙ্ক্ষীদিগের ফলপ্রদা। ইনিই ব্রাহ্মণাদিরূপে আসিয়া ছিলেন, এক্ষণে আত্ম-প্রকাশ করিলেন। তখন রাজা রন্তিবেব সেই মায়া মূর্ত্তিদিগকে নমস্কার করিয়া সমস্ত অঙ্গ এবং সর্ব্বস্পৃহা পরিহার করিলেন। তিনি ভক্তি-গদ্‌গদ হইয়া ভগবান্ বাসুদেবেই মনঃসন্নিবেশ করিয়া রহিলেন; তাঁহার চিত্ত একমাত্র ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিল। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ফলাপেক্ষা তিনি করিলেন না; সুতরাং, হে রাজন্! সেই গুণময়ী মায়া স্বপ্নের ন্যায় বিলীন হইল। রন্তিদেবের সঙ্গগুণে তাঁহার অনুবর্ত্তী সমস্ত ব্যক্তিই নারায়ণপরায়ণ যোগী হইয়াছিলেন। হে রাজন্! গর্গ হইতে শিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিনির পুত্র গার্গ্য; ইনি ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। মহাবীর্য্যের পুত্র দুরিতক্ষয়; ইঁহার তিন পুত্র—এয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি।—এই তিন পুত্রই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

বৃহৎক্ষত্রের পুত্রের নাম হস্তী, এই হস্তী হইতেই হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। হস্তীর তিন পুত্র অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। প্রিয়মেধ-প্রমুখ দ্বিজগণ অজমীঢ়ের বংশধর। অজমীঢ়ের অন্য এক পুত্র ছিল, তাহার নাম বৃহদিষু; তৎপুত্র বৃহদ্ধনুঃ, তাঁহার পুত্র বৃহৎকায়, তৎপুত্র জয়দ্রথ, তাঁহার পুত্র বিষদ, তৎপুত্র স্যেনজিৎ; তৎপুত্র রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস। রুচিরাশ্বের পুত্র পার, পারের পুত্র পৃথুসেন; পারের অন্য পুত্রের নাম নীপ। এই নীপের একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে নীপের ব্রহ্মদত্তনামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মদত্ত যোগী হইয়াছিলেন; তিনি ভার্য্যা সরস্বতীর গর্ভে বিষ্বক্‌সেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করিবেন; এই বিষ্বক্‌সেন জৈগীষব্যের উপদেশ অনুসারে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। বিষ্বক্‌সেন হইতে উদক্‌সেন ও উদক্‌সেন হইতে ভল্লাটের জন্ম হয়। ইঁহারা সকলেই বৃহদিষুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, তৎপুত্র কৃতিমান, কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি; তাঁহার পুত্র দৃঢ়নেমি, দৃঢ়নেমির পুত্র সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বের পুত্র সুমতি, তাহার পুত্র সন্নতিমান্ সন্নতিমানের পুত্র কৃতী; ইনি হিরণ্যনাভের নিকট যোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্যসামের ছয়খানি সংহিতা ভাগ করিয়া অধ্যাপন করেন। কৃতী হইতে উগ্রায়ুধ উৎপন্ন হয়। উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেমা, তাঁহার পুত্র সুবীর, সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয় ও তাঁহার পুত্র বহুরথ। পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। নলিনীনামে অজমীঢ়ের যে ভার্য্যা ছিল, তাহার গর্ভে নীলনামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি, তৎপুত্র পুরুজ, পুরুজের পুত্র অর্ক ও অর্কের পুত্র ভর্ম্ম্যাশ্ব; ইঁহার মুদ্গল, যবীনর, বৃহদ্বিশ, কাম্পিল্য ও সঞ্জয় নামে পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হয়। একদা ভর্ম্ম্যাশ্ব বলিয়াছিলেন,—আমার পাঁচটী পুত্র পঞ্চ বিষয় রক্ষা করিতে সমর্থ। এ কারণে

পরে তাহারা পাঞ্চালনামে অভিহিত হয়। মুদ্গল হইতে ব্রাহ্মণ-জাতির মৌদ্গল্য-গোত্রের সৃষ্টি হয়। ভর্ম্ম্যাশ্বের পুত্র মুদ্গলের যমজ পুত্র-সন্তান জন্মে; পুত্রের নাম দিবোদাস, কন্যার নাম অহল্যা। অহল্যার গর্ভে গোতম হইতে শতানন্দের উৎপত্তি হয়। শতানন্দের সত্যধৃতি নামে এক ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ পুত্র জন্মিয়াছিল; ইঁহার পুত্রের নাম শরদ্বান্। কোনও সময়ে উর্ব্বশীদর্শনে শরদ্বানের শুক্র শরস্তম্বে পতিত হইয়াছিল; তাহা হইতে সুন্দর যমজপুত্রের উৎপত্তি হয়। একদা শান্তনু-রাজা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া দৈববশে ঐ যমজপুত্রদিগকে দেখিতে পান। তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হয়; তিনি তাহাদিগকে লইয়া আইসেন। সেই যমজ-পুত্র-সন্তানের মধ্যে বালকের নাম কৃপ; কন্যার নাম কৃপা। এই কৃপা পরে দ্রোণাচার্য্যের পত্নী হইয়াছিলেন।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে নৃপ ! দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়, তৎপুত্র চ্যবন, তাঁহার পুত্র সুদাস, তৎপুত্র সহদেব, তাঁহার পুত্র সোমক। সোমকের একশত সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল; ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জন্তু এবং কনিষ্ঠের নাম পৃষৎ। পৃষৎ হইতে সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন দ্রুপদের জন্ম হয়। দ্রুপদ হইতে দৌপদীর উৎপত্তি; ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রুপদের পুত্র। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু; ইঁহারা ভর্ম্ম্যাশ্ববংশীয় পাঞ্চাল। অজমীঢ়ের অন্য এক পুত্র ছিল। তাঁহার নাম ঋক্ষ; তাহা হইতে সংবরণ জন্মগ্রহণ করেন। এই সংবরণ সূর্য্যকন্যা তপতীর পাণিগ্রহণ করেন। তপতীর গর্ভে সংবরণের কুরুনামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। কুরু কুরুক্ষেত্রের অধিপতি ছিলেন। কুরুর চারিপুত্র—পরীক্ষিৎ, সুধনু, জহ্নু এবং নিষধ। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র চ্যবন, তৎপুত্র কৃতী; কৃতী হইতে উপরিচর বসু জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র ও চেদিপ প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হয়; ইঁহারা সকলেই চেদিরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তৎপুত্র ঋষভ; তাঁহার পুত্র সত্যহিত, তৎপুত্র পুষ্পবান, তৎপুত্র জহু। বৃহদ্রথের অন্য ভার্য্যার গর্ভে দুইখণ্ড সন্তান জন্মিয়াছিল। সন্তানজননী তাহাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। জরা নামে একটা রাক্ষসী ক্রীড়া করিতে করিতে 'জীব, জীব' বলিয়া ঐ দুই খণ্ড সন্তান একত্রে মিলাইয়াছিল; তাই ঐ সন্তান জরাসন্ধনামে অভিহিত হয়। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব; তৎপুত্র সোমাপি; সোমাপি হইতে শ্রুতশ্রবার উৎপত্তি হয়। কুরুপুত্র পরীক্ষিৎ অপুত্রক ছিলেন। জহ্নুর পুত্র সুরথ; তৎপুত্র বিদুরথ; তৎপুত্র সার্ব্বভৌম; তাঁহার পুত্র জয়সেন; তৎপুত্র রাধিক। রাধিকের পুত্র অযুতায়ু, তৎপুত্র অক্রোধন, তাঁহার পুত্র দেবাতিথি, তৎপুত্র ঋক্ষ, তাঁহার পুত্র দিলীপ, তৎপুত্র প্রতীপ; তাহার তিন পুত্র—দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবাপি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করেন; মধ্যম পুত্র শান্তনু রাজা হন। শান্তনু পূর্ব্বে মহাভিষ নামে

পরিচিত ছিলেন। ইতি হস্তদ্বারা যে কোন জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতেন, সেই ব্যক্তিই যৌবন লাভ করিত এবং পরম শান্তি লাভ করিত; এই কর্ম্মদ্বারা মহাভিষ শান্তনু-নাম লাভ করেন। এক সময় দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া শান্তনুর রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়। শান্তনু ব্রাহ্মণদিগের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণেরা বলেন,—মহারাজ আপনার জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে আপনি রাজ্যগ্রহণ করিয়াছেন; এই জন্য আপনি পরিবেত্তা। অতএব আপনি রাজধানী এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সত্বর জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে রাজ্য প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণের এই কথা বলিতে শান্তনু বনে গিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে রাজ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে শান্তনুর মন্ত্রী, দেবাপিকে পাষণ্ড করিয়া রাজ্যের অনুপযুক্ত করিবার জন্য যে ব্রাহ্মণদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পাষণ্ডমতে শ্রদ্ধা-উৎপাদক বাক্য-দ্বারা দেবাপিকে বেদ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেন; দেবাপি বেদের নিন্দাবাদ করিতে থাকেন; কাজেই তাঁহার পাতিত্যবশতঃ তিনি রাজ্যপ্রাপ্তির অযোগ্য হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় শান্তনু রাজ্যগ্রহণ করেন। সুতরাং জ্যেষ্ঠ-সত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যগ্রহণজনিত দোষ শান্তনুর কিছুই ঘটে নাই। শান্তনু নির্দ্দোষ; তাই দেবতা পুনরায় বর্ষণ করিলেন। দেবাপি যোগাবলম্বন করিয়া কলাপগ্রামে আশ্রয় লইলেন। কলিযুগে চন্দ্রবংশ লোপ পাইলে তিনি আবার সত্যযুগের প্রারম্ভে ঐ বংশ স্থাপন করিবেন। বাহ্লীক হইতে সোমদত্ত জন্মগ্রহণ করে। সোমদত্তের ভূরি, ভূরিশ্রবাঃ ও শলনামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। শান্তনু হইতে গঙ্গার গর্ভে ধৃতিমান্ ভীষ্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। মহানুভব ভীষ্ম সমস্ত ধর্ম্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তিনি মহাভাগবত, বিদ্বান্ এবং বীরগণের অগ্রণী; সমরে পরশুরামের তিনি পরম তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। শান্তনু সত্যবতী নামে যে দাসকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। ইঁহাদের মধ্যে বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ; চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদ-নামে কোন এক গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। অবিবাহিত-অবস্থায় দাসকন্যার গর্ভে পরাশরের ঔরসে শ্রীহরির অংশে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি অবতীর্ণ হন। তিনি বেদের রক্ষাকর্ত্তা; আমি তাঁহার পুত্র। এই সম্পূর্ণ ভাগবতশাস্ত্র আমি তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। ভগবান্ বাদরায়ণ 'আমিই তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত গুণগ্রাহী পুত্র' এই কারণবশতঃ তাঁহার পৈলপ্রভৃতি শিষ্যগণকে ত্যাগ করিয়া আমারই নিকট এই অতিগুহ্য ভাগবত-শাস্ত্রের ব্যাখা করিয়াছিলেন। উপরি-উক্ত বিচিত্রবীর্য্য অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে কাশিরাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। ঐ কন্যা-দ্বয়কে ভীষ্ম স্বয়ং স্বয়ংবর-সভা হইতে বলপূর্ব্বক আনয়ন করেন। দুই ভার্য্যাতে আসক্ত হইয়া পড়ায় বিচিত্রবীর্য্য যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হইয়া অল্পকালমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না; সুতরাং ভ্রাতা ব্যাসদেব মাতার আদেশে তাঁহার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর—এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন। হে রাজন্! গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ও দুঃশলা-নামে এক কন্যা জন্মে; ইহাদের মধ্যে দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠ। পাণ্ডু অরণ্যবাসী মৃগরূপী কোন মুনির শাপবশতঃ মৈথুন করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র তাঁহার স্ত্রী কুন্তীর গর্ভে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। আর মাদ্রী নামে পাণ্ডুর যে অপর স্ত্রী ছিল, তাঁহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারযুগল হইতে নকুল ও সহদেব—এই দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের

পত্নী দ্রৌপদী; দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডব হইতে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। হে রাজন্! তাঁহারা আপনার পিতৃপুরুষ; তাঁহাদের মধ্যে যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীম হইতে শ্রুতসেন, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। রাজন্! পঞ্চপাণ্ডবের আরও কয়েকটী ভার্য্যা ছিলেন; তাঁহাদের গর্ভেও কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। পৌরবীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের দেবকনামে এক পুত্র হয়; ভীমসেন হইতে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ, কালীর গর্ভে সর্ব্বগত; সহদেব হইতে বিজয়ানাম্নী স্ত্রীর গর্ভে সুহোত্র; নকুল হইতে করেণুমতীর গর্ভে নরমিত্র এবং অর্জ্জুন হইতে উলুপীর গর্ভে ইরাবান ও মণিপুর-রাজনন্দিনীর গর্ভে বভ্রুবাহন্ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। বভ্রুবাহন মণিপুরপতির পুত্রিকা-পুত্র ছিলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারই গর্ভে তোমার পিতা অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। অভিমন্যু সমস্ত অতিরথ-বর্গের বিজেতা মহাবীর ছিলেন; সেই অভিমন্যু হইতে উত্তরার গর্ভে তোমার জন্ম হয়। অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে কুরুবংশ পরিক্ষীণ হইবার উপক্রম হইলে কৃষ্ণের অনুগ্রহে তুমি সজীব অবস্থায় মৃত্যু-কবল হইতে মুক্ত হইয়াছিলে। বৎস! তোমা হইতে জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন এই চারি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জনমেজয় তক্ষক হইতে আপনার নিধন হইয়াছে শুনিয়া রোষভরে সর্পযজ্ঞ আহরণ-পূর্ব্বক সেই যজ্ঞানলে নিখিল সর্পের আহুতি প্রদান করিবেন। তোমার পুত্র পৃথিবী জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন এবং কলস-পুত্র তুরনামক ঋষিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া অন্যান্য বহু যজ্ঞ করিতে থাকিবেন। রাজন্! জনমেজয় হইতে শতানীক নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে; শতানীক যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া ক্রিয়াজ্ঞান, শৌনক হইতে আত্মজ্ঞান এবং কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন। শতানীক হইতে সহস্রানীক, তাঁহা হইতে অশ্বমেধজ, তৎপুত্র অসীমকৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র নেমিচক্র; হস্তিনাপুর নদী-প্রবাহে বিনষ্ট হইলে, ইনি কৌশাম্বী নগরে সুখে বাস করিবেন। নেমিচক্রের পুত্র উপ্ত, তৎপুত্র চিত্ররথ ও তাঁহার পুত্র শুচিরথ উৎপন্ন হইবেন। শুচিরথের পুত্র বৃষ্টিমান, তৎপুত্র সুষেণ, তাঁহার পুত্র মহীপতি, তৎপুত্র সুনীথ, তাঁহার পুত্র নৃচক্ষু, তৎপুত্র সুখানল, তাঁহার পুত্র পরিপ্লব, তৎপুত্র সুনয়, তাঁহার পুত্র মেধাবী, তৎপুত্র নৃপঞ্জয়, তাঁহার পুত্র দুর্ব্ব, তৎপুত্র তিমি, তাঁহার পুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র সুদাস, তাঁহার পুত্র শতানীক, তৎপুত্র দুর্দ্দমন, তাঁহার পুত্র মহীনর, তৎপুত্র দণ্ডপাণি, তাঁহার পুত্র নিমি; নিমি হইতে ক্ষেমক উৎপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উৎপাদক দেবর্ষি-আদৃত বংশ কলিযুগে ক্ষেমকরাজা পর্য্যন্ত থাকিবে। রাজন্! মগধবংশে যে সকল রাজা হইবেন, অতঃপর তাঁহাদের বিবরণ বলি। জরাসন্ধ-তনয় সহদেবের পুত্র মার্জ্জারি, তৎপুত্র শ্রুতশ্রবা, তাঁহার পুত্র যুতায়ু, তৎপুত্র নিরমিত্র, তাঁহার পুত্র সুনক্ষত্র, তৎপুত্র বৃহৎসেন, তাঁহার পুত্র কর্ম্মজিৎ, তৎপুত্র সুতঞ্জয়, তাঁহার পুত্র বিপ্র, তৎপুত্র শুচি, তাঁহার পুত্র ক্ষেম, তৎপুত্র সুব্রত, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মসূত্র, তৎপুত্র সম, তাঁহার পুত্র দ্যুমৎসেন, তৎপুত্র সুমতি, তাঁহার পুত্র সুবল, তৎপুত্র সুনীথ, তাঁহার পুত্র সত্যজিৎ, তৎপুত্র বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিৎ হইতে রিপুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করিবেন। বৃহদ্রথবংশীয় নৃপতিগণ আর সহস্র বৎসর থাকিবেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! অনুর সভানর, চক্ষু এবং পরেক্ষু এই তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। সভানরের পুত্র কালনর, তৎপুত্র সৃঞ্জয়, তাহার পুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র মহাশাল, তাহার পুত্র মহামনা। মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র। উশীনরের শিবি, বর, কৃমি ও দক্ষ এই চারি পুত্র। বৃশাদভ, সুবীর, মদ্র ও কেকয় এই চারিপুত্র শিবি হইতে উৎপন্ন হয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ, তৎপুত্র হোম, তাহার পুত্র সুতপা, সুতপা হইতে বলি জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুহ্মা, পুণ্ড ও ওড্র নামে নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা পূর্ব্বপ্রদেশে নিজ নিজ নামে ছয়টী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অঙ্গ হইতে খলপান উৎপন্ন হয়; তাঁহার পুত্র দিবিরথ। দিবিরথের ধর্ম্মরথ-নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে; ধর্ম্মরথ হইতে চিত্ররথের উৎপত্তি হয়। চিত্ররথের কোনও সন্তান ছিল না; ইনি রাজা লোমপাদ নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। রাজা দশরথের সহিত ইঁহার বিশেষ সখ্য হইয়াছিল; সেই জন্যই তিনি ইঁহাকে স্বীয় পালিত কন্যা শান্তাকে প্রদান করিয়াছিলেন।— এই শান্তাকেই মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহ করিয়াছিলেন। কোনও সময়ে রাজা লোমপাদের রাজ্যে দেবতা বারিবর্ষণ না করাতে তথায় ঘোর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। কতকগুলি বারনারী রাজাদেশে সেই হরিণীপুত্র মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের তপোবনে গমন করিয়া তাহাদের নৃত্য, গীত বাদ্য, বিলাস, আলিঙ্গন ও যথাবিধি অর্চ্চনাদ্বারা ঋষিকে বশীভূত করিয়া লোমপাদের রাজ্যে আনয়ন করে। ঋষ্যশৃঙ্গ আগমন করিলে অনাবৃষ্টি দুরীভূত হইয়া রাজ্যে আবার বারিবর্ষণ আরম্ভ হয়।

রাজা লোমপাদ অপুত্রক ছিলেন। ঐ মুনি ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে পুত্র প্রদান করেন। নৃপতি দশরথের নিমিত্তও তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তাহাতে নিঃসন্তান নরপতি তাঁহার অভীষ্ট পুত্র-লাভে সমর্থ হন। লোমপাদ হইতে চতুরঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পুত্র পৃথুলাক্ষ। পৃথুলাক্ষের বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহদ্ভানু নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। বৃহদ্রথ হইতে বৃহন্মনা জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র জয়দ্রথ; জয়দ্রথের পুত্র বিজয়। বিজয়ের সম্ভূতিনাম্নী ভার্য্যাতে ধৃতিনামে এক পুত্রের উৎপত্তি হয়। ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, তৎপুত্র সৎকর্ম্মা; তাঁহার পুত্র অধিরথ। ইনি একদা গঙ্গাতীরে খেলা করিতে করিতে তথায় কোন একটী পেঁটরার মধ্যে এক শিশুকে দেখিতে পাইয়াছিলেন; এই শিশুকেই কুন্তী অবিবাহিত অবস্থায় জন্মিয়াছিল বলিয়া গঙ্গার তীরদেশে পরিত্যাগ করেন। অধিরথ সেই পরিত্যক্ত শিশুকে এইরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে নিজ পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! ঐ শিশুর নামই কর্ণ। এই কর্ণের পুত্র বৃষসেন। দ্রুহ্যুর বভ্রুনামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বভ্রুর পুত্র সেতু; তাঁহার পুত্র আরব্ধ; তৎপুত্র গান্ধার, তাঁহার পুত্র ধর্ম্ম; তৎপুত্র ধৃত; তাঁহার পুত্র দুর্ম্মদ; দুর্ম্মদ হইতে প্রচেতাঃ উৎপন্ন হয়। এই প্রচেতার একশত পুত্র জন্মে; তাঁহারা সকলেই উত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া ম্লেচ্ছদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন। তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি; তাঁহার পুত্র ভর্গ; তৎপুত্র ভানুমান্;

তাঁহার পুত্র ত্রিভানু; ত্রিভানুর করন্দন নামে এক উদারমতি পুত্র জন্মিয়াছিল। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত, ইনি পুত্রহীন ছিলেন; সুতরাং পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন। এই দুষ্মন্ত রাজ্যাভিলাষে পুনরায় স্বীয় বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজন্! আমি এক্ষণে রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশ কীর্ত্তন করিব; ইহা অতি পুণ্যকর ও পাপনাশন। যদুর বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মানব সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই পবিত্র বংশেই পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যদুর সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রিপুনামে চারি পুত্র জন্মে। প্রথম সহস্রজিতের শতজিৎ নামে এক পুত্র হয়। শতজিতের পুত্র—মহাহয়, রেণুহয় ও হৈহয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্ম; তাহার পুত্র নেত্র, তৎপুত্র কুন্তি; কুন্তির পুত্র কোহঞ্জি; তৎপুর মহিষ্মান্; তাঁহার পুত্র ভদ্রসেন। দুর্ম্মদ ও ধনকনামে ভদ্রসেনের দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ধনকের কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজাঃ নামে চারি পুত্র জন্মে। কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন; ইনি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া ভগবান্ হরির অংশজাত দত্তাত্রেয়ের নিকট হইতে যোগগুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগসাধনা, শাস্ত্রজ্ঞান, বীর্য্যবত্তা ও দয়াদি সদ্‌গুণদ্বারা পৃথিবীতে কোন রাজাই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। ইঁহাকে স্মরণ করিলেও লোকের বিত্ত নষ্ট হয় না; এই রাজা অর্জ্জুন পঞ্চাশীতিসহস্র বর্ষ অপ্রতিহতবলে অক্ষুণ্ণ ইন্দ্রিয় শক্তি লইয়া বিষয় ভোগ করেন। অর্জ্জুনের সহস্র পুত্র; তন্মধ্যে যুদ্ধে পাঁচজন মাত্র জীবিত ছিলেন।—তাঁহাদের নাম—জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু ও উজ্জিত। ইঁহাদের মধ্যে জয়ধ্বজ হইতে তালজঙ্ঘ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়, এই তালজঙ্ঘের শতপুত্র জন্মিয়াছিল। সকল ক্ষত্রিয় তালজঙ্ঘনামে বিখ্যাত ছিল; রাজা সগর তাহাদিগকে বিনাশ করেন। তালজঙ্ঘের যে শত পুত্র ছিল, বীতিহোত্র তাহদিগের জ্যেষ্ঠ। মধুর পুত্র বৃষ্ণি, এই মধুর একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করে; তাঁহাদের মধ্যে বৃষ্ণিই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। হে রাজন্! যদু, মধু ও বৃষ্ণির জন্যই ঐ বংশ যাদব, মাধব ও বৃষ্ণি নামে বিখ্যাত হয়। যদুর ক্রোষ্টুনামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ক্রোষ্টুর পুত্র বৃজিনবান্; তাঁহার পুত্র স্বাহিত; তৎপুত্র বিশদ্গু; তাঁহার পুত্র চিত্ররথ। এই চিত্ররথের শশবিন্দুনামে এক মহাযোগী মহানুভব পুত্র জন্মিয়াছিলেন। ইনি সেই সেই জাতির শ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ মহারত্নের অধীশ্বর এবং অপরাজিত সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। মহাযশাঃ শশবিন্দুর দশসহস্র পত্নী ছিল। সেই সমস্ত পত্নীর গর্ভে তিনি দশসহস্রলক্ষ অর্থাৎ শতকোটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই পুত্রগণের মধ্যে পৃথুশ্রবাঃ, পৃথুকীর্ত্তি, পৃথুযশাঃ প্রভৃতি ছয় জন শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম্ম, তাঁহার পুত্র উশনা; ইনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উশনার পুত্র রুচক, রুচকের পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল তাঁহাদের নাম পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু ও জ্যামঘ। জ্যামঘের শৈব্যানামে এক পত্নী ছিল; তাঁহার কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। কিন্তু তিনি স্বীয় পত্নী শৈব্যার ভয়ে অন্য পত্নী গ্রহণ করেন নাই। কোনও সময়ে জ্যামঘ শত্রুভবন হইতে ভোজ্যানন্নী এক কন্যাকে অপহরণ করিয়া আনিতেছিলেন। শৈব্যা সেই কন্যাকে তাঁহার পতির সহিত রথোপরি অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন—কে এ? কাহাকে তুমি রথে করিয়া আনিতেছ? জ্যামঘ বলিলেন—ইনি তোমার বধূ। এই কথা শুনিয়া শৈব্যা অতীব বিস্মিত হইলেন; পরে পতিকে বলিলেন—আমি বন্ধ্যা, আমার কোন সপত্নী নাই; অথচ এই আমার

বধূ, এ কথা কিরূপ যুক্তিসঙ্গত হইল? তখন জ্যামঘ বলিলেন—রাজ্ঞি! যে তুমি পুত্রসন্তান প্রসব করিবে, ইনি তাঁহারই জায়া হইবেন। জ্যামঘের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনন্তর কিছু পরে শৈব্যা গর্ভাধারণ করিলেন; পরে যথাকালে তাঁহার পরমসুন্দর একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। এই পুত্রের নাম বিদর্ভ; তিনি সেই আনীত সাধ্বী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন—সেই পত্নীর গর্ভে বিদর্ভ কুশ ও ক্রথ-নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। বিদর্ভের তৃতীয় পুত্রের নাম রোমপাদ। রোমপাদের পুত্র বভ্রু; তৎপুত্র কৃতি; তাঁহার পুত্র উশীক। এই উশীক হইতে চেদি, চৈদ্য-প্রভৃতি নৃপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিদর্ভনন্দন ক্রথের কুন্তি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি, তাঁহার পুত্র নির্ব্বৃতি, তৎপুত্র দশার্হ, তাঁহার পুত্র ব্যোম, তৎপুত্র জীমূত, তৎপুত্র বিকৃতি, তাঁহার পুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র নবরথ। নবরথ হইতে দশরথের উৎপত্তি হয়; দশরথের পুত্র শকুনি, তৎপুত্র করম্ভি, তৎপুত্র দেবরাত, তাঁহার পুত্র দেবক্ষেত্র, তৎপুত্র মধু, মধুর পুত্র কুরুবশ, তৎপুত্র অনু, তৎপুত্র পুরুহোত্র, তাঁহার পুত্র আয়ু, তৎপুর সাত্বত। হে মহারাজ! এই সাত্বতের সাত পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের নাম—ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক ও মহাভোজ। ভজমানের দুই পত্নী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজনের গর্ভে নিম্লোচ কিঙ্কণ ও ধৃষ্ট নামে তিন পুত্র ও অপরের গর্ভে শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ নামে আর তিন পুত্র জন্মিয়াছিল। দেববৃধের পুত্র বভ্রু; ইঁহাদের পিতা-পুত্র-সম্পর্কে কবিগণ দুই দুইটী শ্লোক গান করেন, তাহা এই:—দূর হইতে আমরা যেরূপ শুনিয়া থাকি, নিকটে সেইরূপই আমরা দেখিতে পাই মানবদিগের মধ্যে বভ্রু শ্রেষ্ঠ, আর তাঁহার পিতা দেবাবৃধ দেবতুল্য। ষাটহাজার তিয়াত্তর-সংখ্যক পুরুষ বভ্রু ও দেবাবৃধের উপদেশে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। রাজন্! সাত্বতের পুত্র মহাভোজ অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন; তাঁহার বংশে ভোজগণ উৎপন্ন হয়। বৃষ্ণি হইতে সুমিত্র ও সুধাজিৎ, এই দুই পুত্রের উৎপত্তি হয়। সুধাজিতের দুই পুত্র—শিনি ও অনমিত্র। অনমিত্র হইতে নিম্ন জন্মগ্রহণ করে। নিম্নের পুত্র সত্রাজিৎ ও প্রসেন। অনমিত্রের শিনি নামেও অন্য এক পুত্র জন্মিয়াছিল। এই শিনির পুত্র সত্যক, সত্যকের পুত্র যুযুধান, তাঁহার পুত্র জয়, তৎপুত্র কুণি, কুণির পুত্র যুগন্ধর। বৃষ্ণিনামে অনমিত্রের অপর এক পুত্র ছিল; এই বৃষ্ণির পুত্র—শ্বফল্ক ও চিত্ররথ। গান্দিনীর গর্ভে শ্বফল্কের অক্রূর ও অন্যান্য দ্বাদশটী পুত্র উৎপন্ন হয়; ইহাদের নাম আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুবৎ, মৃদুর. গিরি, ধর্ম্মবৃদ্ধ, সুকর্ম্মা, ক্ষত্রোপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ ও প্রতিবাহু; সুচারু নামে ইহাদের এক ভগিনী ছিল। অক্রূরের দুই পুত্র—দেববান্ ও উপদেব। বৃষ্ণিসুত চিত্ররথের পৃথু ও বিদূরথ প্রভৃতি বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইঁহারা সকলেই বৃষ্ণিবংশজাত। কুকুর, ভজমান,

শুচি ও কম্বলবর্হিষ—এই চারিজন সাত্বত-তনয় অন্ধকের পুত্র; কুকুরের পুত্র বহ্নি, তৎপুত্র বিলোমা, তাহার পুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র অনু; তুম্বুরু এই অনুর সখা ছিলেন। অনুর পুত্র অন্ধক, তাঁহার পুত্র দুন্দুভি, তৎপুত্র অবিছ, তাঁহার পুত্র পুনর্ব্বসু। পুনর্ব্বসুর আহুক-নামে এক পুত্র ও আহুকী নামে কন্যা ছিল; আহুকের পুত্র—দেবসেন ও উগ্রসেন। দেবকের চারি পুত্র—দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্দ্ধন। হে রাজন্! ইঁহাদের সাতজন ভগিনী ছিল; তাঁহাদের নাম—ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী; বসুদেব ইঁহাদিগকে বিবাহ করেন। কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কন্ক, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, বৃষ্টি ও তুষ্টিমান্—ইহারা সকলেই উগ্রসেনের পুত্র; ইহা ভিন্ন উগ্রসেনের পাঁচ কন্যা ছিল; তাঁহাদের নাম—কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ ও রাষ্ট্রপালিকা। বাসুদেবের দেবভাগ প্রভৃতি যে সমস্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, ইহারা তাঁহাদিগেরই ভার্য্যা। চিত্ররথ-তনয় বিদূরথের শূর নামে এক পুত্র জন্মে। শূরের পুত্র ভজমান, তাঁহার পুত্র শিনি; শিনি হইতে ভোজের উৎপত্তি হয়। ভোজের পুত্র হৃদিক; তাঁহার তিন পুত্র—দেবমীঢ়, শতধনুঃ ও কৃতবর্ম্মা। দেবমীঢ়ের শূরনামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়; তাঁহার মারিষা নামে এক পত্নী ছিল; এই পত্নীর গর্ভে তিনি দশটী পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্রগণ সকলেই নিষ্পাপ ও পূতচরিত্র; ইঁহাদিগের নাম—বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক ও বৃক। বসুদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন স্বর্গে দেবগণ অনেক (টক্কা) ও দুন্দুভি-নাদ করিয়াছিলেন; এই জন্য তাঁহার একটী নাম 'আনকদুন্দুভি'।—বসুদেবই ভগবান্ শ্রীহরির উৎপত্তিস্থান। ইহাদিগের পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবাঃ ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ ভগিনী ছিল। কুন্তিরাজ দেবমীঢ়তনয় শূরের সখা ছিলেন। তাঁহার সন্তান-সন্ততি কিছুই ছিল না; তাই শূর স্বীয় কন্যা পৃথাকে তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। ঐ পৃথা কোনও সময়ে দুর্ব্বাসাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেবহূতিনামক বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া পৃথা তাহার বল-পরীক্ষার্থ পবিত্র হইয়া সূর্য্যকে আহ্বান করেন। অনন্তর সূর্য্যদেব উপস্থিত হইলে পৃথা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; পরে বলিলেন—হে দেব! আমি কেবল পরীক্ষার্থ এই বিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছিলাম, অন্য কোন কারণে নহে; অতএব আপনি এক্ষণে গমন করুন এবং ইহাতে যদি কিছু দোষ হইয়া থাকে, তবে তাহা ক্ষমা করুন।

এই কথা শুনিয়া সূর্য্যদেব বলিলেন—দেবদর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না; সুতরাং তোমাতে আমি গর্ভাধান করি এবং তোমার যোনি যাহাতে দুষ্ট না হয় তাহা আমি করিয়া দিব। এই বলিয়া সূর্য্যদেব তাহাতে গর্ভাধান করিলেন এবং স্বস্থানে স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। অতঃপর সেই ক্ষণেই পৃথার একটী কুমার উৎপন্ন হইল। এই কুমার এতই দীপ্তিশালী যে, ইহাকে দ্বিতীয় ভাস্কর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন পৃথা লোকনিন্দা-ভয়ে সেই সদ্যোজাত শিশুকে নদীজলে পরিত্যাগ করিলেন। হে রাজন্! তোমার প্রপিতামহ সত্যবিক্রম পাণ্ডু এই পৃথার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। করূষবংশীয় বৃদ্ধশর্ম্মা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন; দিতিসূত দন্তবক্র ঋষিশাপগ্রস্ত হইয়া তাঁহার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন! কেকয়বংশজাত ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পাঁচটী পুত্র জন্মে। জয়সেন রাজাধিদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তিনি ইঁহার গর্ভে বিন্দু ও

অনুবিন্দু নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন; শিশুপাল তাঁহার পুত্র। ইঁহার জন্মবৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছি।

অতঃপর দেবভাগের ঔরসে কংসার গর্ভে চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবশ্রবার ঔরসে কংসবতীর গর্ভে সুবীর ও ইষুমান, কঙ্কের ঔরসে কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ ও সৃঞ্জয়ের ঔরসে রাষ্টপালীর গর্ভে বৃষ, দুর্ম্মর্ষণ-প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। শ্যামকের ঔরসে শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ, বৎসকের ঔরসে মিশ্রকেশী অপ্সরার গর্ভে বৃকাদি ও বৃক হইতে দুর্ব্বাক্ষীর গর্ভে তক্ষ ও পুষ্করমাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। শমীকের ঔরসে সুদামনীর গর্ভে সুমিত্র, অর্জ্জুনপাল-প্রভৃতি এবং আনকের ঔরসে কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা ও জয় জন্মগ্রহণ করে। বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা ও দেবকী-প্রভৃতি বহু পত্নী ছিল। তন্মধ্যে রোহিণীর গর্ভে বলদেব, গদ, সারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব ও কৃত-প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। পৌরবীর গর্ভে সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্ম্মদ, ভদ্র ও ভূত প্রভৃতি দ্বাদশটী পুত্র জন্মে। নন্দ, উপানন্দ, কৃতক ও শূর-প্রভৃতি পুত্র মদিরার গর্ভে উৎপন্ন হয়। ভদ্রা হইতে কেশী-নামে একমাত্র কুলনন্দন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হস্ত, হেমাঙ্গদ প্রভৃতি পুত্র রোচনার গর্ভে উৎপন্ন হয়। ইলার গর্ভে বসুদেব উরুবল্ক প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠদিগকে উৎপাদন করেন। বিপৃষ্ঠ নামে ধৃতদেবাতে বসু-দেবের এক পুত্র জন্মে। প্রশম, প্রথিত প্রভৃতি পুত্র শান্তিদেবার গর্ভে উৎপন্ন হয়। উপদেবার রাজন্য, কল্প, বর্ষপ্রভৃতি দশটী পুত্র হইয়াছিল; শ্রীদেবার বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি ছয়টী সন্তান জন্মে এবং দেবরক্ষিতার গর্ভে গদ প্রভৃতি নয়টী পুত্র উৎপন্ন হয়। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম যেমন প্রবর ও শ্রুতমুখ প্রভৃতি বসুগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, বসুদেবও তেমনি সহদেবার গর্ভে আটটী পুত্র উৎপাদন করেন। দেবকীর গর্ভেও বসুদেবের আট পুত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের নাম কীর্ত্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সম্মর্দ্দন, ভদ্র ও নাগরাজ সঙ্কর্ষণ; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদিগের অষ্টম পুত্র। হে রাজন্! আপনার পিতামহী মহাভাগা সুভদ্রাও তাঁহাদেরই সন্তান। যখনই ধর্ম্মের হ্রাস ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ভগবান্ শ্রীহরি তখনই নিজের আত্মাকে সৃজন করিয়া থাকেন। রাজন্! ভগবান্ মায়ানিয়ন্তা ও সঙ্গহীন; তিনি সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বগত। তাঁহার নিজ মায়া-ব্যতীত জন্ম বা কর্ম্মের হেতু সম্ভব হইতে পারে না। তাঁহার মায়াচেষ্টা জীবগণের পক্ষে অনুগ্রহস্বরূপ; যেহেতু তাহা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আদি কারণ। তাঁহার নাম শ্রবণে সৃষ্টি, স্থিতি-প্রভৃতি নিবৃত্ত হয় বলিয়া সমস্ত জীবের পক্ষে ইহা মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। নৃপচিহ্নধারী বহু অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর অসুরগণ ভূতল আক্রমণ করায় উহা ভারাক্রান্ত হয়; ভগবান্ হরি সেই ভারহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মায়ায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। দেবগণ মনে মনেও যে সমস্ত কার্য্যের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন, ভগবান্ মধুসূদন নাগরাজ সঙ্কর্ষণের-সহিত তাহা সহজেই সম্পাদন করেন। তিনি সঙ্কল্প-মাত্র ভূভারহরণে সমর্থ হইলেও কলিযুগে তাঁহার যে সমস্ত ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবে, তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তিনি দুঃখ, শোক ও তমো-নাশক তাঁহার অতি পবিত্র যশঃ বিস্তার করিয়াছেন।—এই যশঃ সাধুপুরুষদিগের কর্ণামৃত ও শ্রেষ্ঠতীর্থস্বরূপ। পুরুষ ইহা কর্ণরূপ অঞ্জলিদ্বারা একবার মাত্র পান করিয়াই কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয়,

ও পাণ্ডু-বংশীয়গণ সর্ব্বদাই তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তিনি স্নিগ্ধ ও হাস্যময় দর্শনে, উদার বাক্যে, বিক্রমলীলা ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তিতে সকল মানবেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মকর-কুণ্ডল দ্বারা তাঁহার কর্ণযুগল চারুদর্শন ও গণ্ডদ্বয় অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার মুখমণ্ডলে পরম শোভা লক্ষিত হইত; সেই সুন্দর মুখে আবার নিত্য বিলাসযুক্ত হাস্য লাগিয়া থাকিত। ইহা দেখিলে মনে হইত, যেন তাহাতে সকল সময়ে উৎসব হইতেছে। তাঁহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখচ্ছবি বারংবার দর্শন করিয়াও নরনারী কেহই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না; পরন্তু দর্শনকালে চক্ষুর নিমেষ মাত্র ব্যবধান হইলে তাহারা অসহিষ্ণু হইয়া নিমেষ-বার্ত্তা নিমির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; পরে মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে ব্রজধামে গমন করেন। সেখানে গিয়া তিনি বহু শত্রু সংহার করেন। এইরূপে তাঁহা-দ্বারা ব্রজবাসীদিগের সমস্ত প্রয়োজন সাধিত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি বহু দার-পরিগ্রহ করেন; সেই সমস্ত পত্নীতে তাঁহার শত শত পুত্র উৎপন্ন হয়। তৎপরে তিনি লোক-সমাজে স্বীয় বেদমার্গ প্রচারিত করিয়া অসংখ্য যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা নিজ আত্মাকেই পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর কুরুদিগের মধ্যে যে আত্মকলহ উপস্থিত হয়, তাহাই নিমিত্ত করিয়া তিনি দৃষ্টিদ্বারা ভূপতিগণের সৈন্যসমূহ সমরে সংহার করত পৃথিবীর গুরুভার হরণ ও অর্জ্জুনের জয়-ঘোষণা করেন; পরে উদ্ধবকে উপদেশ প্রদান করিয়া স্বীয় পরম ধামে চলিয়া যান।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম স্কন্ধ সমাপ্ত।

দশম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলিলেন,—মুনিবর! আপনি চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশের বিস্তৃত বিবরণ বলিয়াছেন, উক্ত উভয়বংশীয় নৃপতিগণের অত্যদ্ভুত চরিতাবলীও কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং ধর্ম্মশীল যদুর বংশও বিস্তৃতরূপে বলিলেন; এই বংশে বিষ্ণু অংশতঃ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বীর্য্যবিষয়িণী কথা কীর্ত্তন করুন। ভূতভাবন ভগবান্ যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, আমাদের নিকট তাহাই আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন। উদার কীর্ত্তি ভগবানের গুণাবলী মুক্ত পুরুষেরাও গান করিয়া থাকেন; উহা মুমুক্ষুদিগেরও কীর্ত্তনীয়, কেন না, তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন ভবরোগের মহৌষধ। বিষয়াসক্ত মনুষ্যদিগেরও উহা বর্ণনীয়; কেন না, ভগবদ্গুণ-কীর্ত্তন সকলেরই কর্ণ ও মনের তৃপ্তিকর। সুতরাং আত্মঘাতী ব্যক্তি ব্যতীত এমন কে আছেন, যিনি ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনে অনুরক্ত নহেন? আমার পূর্ব্বপিতামহগণ যাঁহাকে ভেলাস্বরূপ আশ্রয় করিয়া ভীষ্ম-প্রভৃতি মহারথগণ-রূপ তিমিঙ্গিল-কুলে পরিপূর্ণ—দুর্লঙ্ঘ্য কৌরবসৈন্য-সাগর গোষ্পদবৎ হেলায় পার হইয়াছিলেন, আপনি তাঁহারই বীর্য্যগাথা বর্ণন করুন। আমার এই দেহ যখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হইতেছিল, তখন আমার জননী ভয়ে যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন,—যিনি চক্রহস্তে মদীয় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া কুরুপাণ্ডবগণের সন্তান-নিদান এই আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, হে সাধো! যিনি নিখিল দেহীর ও মৃত্যু প্রদান করেন, মায়ায় মনুষ্যরূপধারী সেই ভগবানের বীর্য্যবিভূতি আপনি অধুনা কীর্ত্তন করুন।

আপনি বলিয়াছেন,—সঙ্কর্ষণ রাম রোহিণীর নন্দন; তিনিই দেহান্তর ধারণ না করিয়াই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন—ইহা কিরূপে সম্ভব হইল। ভগবান্ মুকুন্দ কি কারণে পিতৃগৃহ হইতে ব্রজে গিয়াছিলেন? জ্ঞাতিগণ সহ কোথায়ই বা তিনি বাস করিয়াছিলেন? কেশব ব্রজে বাস করিয়া কি করিয়াছিলেন? মথুরায় থাকিয়া তিনি বধানর্হ সাক্ষাৎ মাতুল কংসকে কেনই বা বধ করিলেন? তিনি মানুষ-দেহ ধারণ করিয়া বৃষ্ণিগণ সহ কত বর্ষ যদুপুরে বাস করিয়াছিলেন? তাঁহার পত্নীর সংখ্যা বা কত ছিল? হে সর্ব্বজ্ঞ মুনে! আমি এই সকল এবং অন্যান্য আরও যে সকল কৃষ্ণবিষয়ক বৃত্তান্ত আছে, তৎসমস্তই শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি কৃষ্ণকথায় একান্ত শ্রদ্ধাশীল; আমার নিকট উহা বিস্তৃতরূপেই কীর্ত্তন করুন। আমি অপনার মুখপদ্ম-নিঃসৃত হরিকথামৃত পান করিতেছি; সুতরাং যদিও আমি জলমাত্রও পান করিতেছি না, তথাপি এই অতি দুঃসহ ক্ষুধা আমার কিছুমাত্র ক্লেশ জন্মাইতেছে না।

সূত বলিলেন,—হে ভৃগুনন্দন! ভগবদ্ভক্ত-গণের অগ্রণী ব্যাসনন্দন শুক এই সাধুপ্রসন্ন শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎকে ধন্যবাদ দিলেন এবং কলিকলুষহর কৃষ্ণচরিত্র কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কথায় তুমি একান্ত অনুরাগী হইয়াছে; অতএব তোমার বুদ্ধি সাধুবিষয়েই নিবিষ্ট হইয়াছে। বাসু দেবকথার প্রশ্ন তদীয় পদচ্যুত-গঙ্গাসলিলবৎ বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা এবং শ্রোতা—এই তিন ব্যক্তিকেই পবিত্র করিয়া থাকে। বলদর্পিত সংখ্যাতীত নৃপতিরূপে লক্ষ লক্ষ দৈত্য ও দৈত্যসৈন্য-দ্বারা এই পৃথিবী অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি গোরূপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ বদনে করুণকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজ বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন।

ব্রহ্মা পৃথিবীর সেই করুণ বাক্য শুনিয়া দেবগণ সহ ক্ষীরাব্ধিতীরে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া সমাহিতভাবে দেবদেব জগন্নাথকে পুরুষসূক্তে স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা সমাধি-অবস্থায় আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবগণকে বলিলেন,—হে অমরগণ! আমার নিকট হইতে তোমরা ভগবদ্‌বাক্য শ্রবণ কর এবং তদনুসারে সত্বর কার্য্যানুষ্ঠান করিতে থাক। পৃথিবীর এই দুঃখ ভগবান্ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন; অতএব যতদিনে না সেই দেবাদিদেব হরি অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় কালশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভারাপনোদনপূর্ব্বক ভূতলে বিচরণ করেন, ইতিমধ্যে তোমরা সকলে অংশক্রমে যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর। সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবান্ বাসুদেবভবনে জন্মগ্রহণ করিবেন; তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিবার নিমিত্ত সুরস্ত্রীগণও জন্মগ্রহণ করুন। শ্রীহরির প্রিয় কার্য্যার্থ তাঁহারই অংশস্বরূপ সহস্রশীর্ষ ভগবান্ অনন্তদেব সর্ব্বাগ্রে অবতীর্ণ হইবেন। বিষ্ণুর যে ভগবতী মায়ায় এই বিশ্ব-বিমোহিত, ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে তিনিও তদীয় কার্য্য-সাধনার্থ অংশক্রমে অবতীর্ণ হইবেন।

শুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ পিতামহ দেবগণকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া এবং পৃথিবীকে বিবিধ বাক্যে আশ্বাস দিয়া স্বীয় পরমধামে প্রস্থান করিলেন।

পুরাকালে যদুপতি শূরসেন মথুরা-পুরে বাস করিয়া মথুরা এবং শূরসেনদিগের বিষয় সকল ভোগ করিতেন। মথুরা যদুবংশীয় সমস্ত নরপতিরই রাজধানী; এই মথুরা-পুরেই ভগবান্ হরি নিত্য সন্নিহিত। একদা মথুরা-পুরে শূরবংশীয় বসুদেব বিবাহ করিয়া নব-বিবাহিতা দেবকীর সহিত স্বগৃহে গমনার্থ রথারোহণ করিলেন। উগ্রসেন-নন্দন কংস ভগিনীর প্রিয়-কামনায় স্ব-হস্তেই অশ্ব-রশ্মি ধরিয়াছিলেন; শত শত স্বর্ণরথ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছিল। দুহিতৃবৎসল দেবক এই বিবাহে কন্যা-জামাতার প্রস্থানকালে হেমমালাধারী চারিশত গজ, সার্দ্ধ-অযুত অশ্ব, একসহস্র আশ্রিত রথ এবং দুই শত সুসজ্জিত সুকুমারী দাসী, কন্যাকে যৌতুক দিয়াছিলেন। বর-বধূর যাত্রা-কালে তাঁহাদের মঙ্গলার্থ শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভিপ্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতেছিল।

পথে যাইতে যাইতে সহসা এক আকাশবাণী অশ্বরশ্মিধারী কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিল—রে মূর্খ! তুই যাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিস্, ইহারই অষ্টম-গর্ভজাত সন্তান তোকে বধ করিবে। এই কথা শুনিবামাত্র সেই ভোজ-কুল-কলঙ্ক খলস্বভাব কংস ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইল এবং হস্তে খড়গ লইয়া দেবকীর কেশাকর্ষণ করিল।

কংস চিরদিনের নৃশংস ও নির্লজ্জ। মহাভাগ বসুদেব তাহাকে এই নিন্দিত কর্ম্ম করিতে উদ্যত দেখিয়া সান্ত্বনাদান-পূর্ব্বক বলিলেন—আপনি ভোজবংশের যশস্বী পুরুষ, আপনার গুণ বীরসমাজের প্রশংসনীয়; আপনার ন্যায় লোক কিরূপে

বিবাহপর্ব্বে একটা স্ত্রীলোককে—বিশেষতঃ ভগিনীকে বধ করিতে পারেন? হে বীর দেহীদিগের মৃত্যু তাহাদের দেহের সহিতই জন্মিয়া থাকে; আজই হউক শত বৎসর পরেই হউক, প্রাণীদিগের মৃত্যু নিশ্চিতই। দেহ যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন দেবী নিজ কর্ম্মানুসারে বিবশ-ভাবে দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রাক্তন দেহ পরিহার করে। লোকে যেমন ভূতলে এক পদ রাখিয়া অপর পদে ভূমি পরিত্যাগ করে এবং জলৌকা যেমন তৃণান্তর অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব-অবলম্বিত তৃণ ত্যাগ করিয়া যায়, তেমনি কর্ম্ম-পথের পথিক অন্য জীবও দেহান্তর আশ্রয় করে। জাগ্রদবস্থায় দর্শন ও শ্রবণ-জনিত সংস্কার মনোমধ্যে উদিত হইলে ঐ দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় নিবিষ্টচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে লোকে যেমন জাগ্রদবস্থায় ঐ দৃষ্ট-শ্রুত-বিষয়সদৃশ অনির্ব্বচনীয় রূপ স্বপ্নে দেখিতে পায়, জীবও তেমনি স্ব স্ব কর্ম্মবশে স্মৃতিশূন্য দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে। দেহ যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, নানাবিকারাত্মক মন তখন কর্ম্ম-কর্ত্তৃক ফলাভিমুখে প্রেরিত হইয়া মায়া-বিরচিত নানা দেহ-রূপ পঞ্চভূত-মধ্যে যে যে রূপ প্রাপ্ত, হয়, দেহী সেই সেই রূপেই জন্মগ্রহণ করে। চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ-পদার্থ যেমন তৈল-জলাদি পার্থিব বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বায়ুবশে কম্পিতবৎ প্রতীত হয়, জীবও তেমনি অবিদ্যা-নির্ম্মিত গুণের অনুগামী হইয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়। অতএব এতাদৃশ জীব নিজ মঙ্গলেচ্ছু হইয়া কাহারও দ্রোহাচরণ করিবে না; কেন না, ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই দ্রোহকর্ত্তার ভয় বিদ্যমান। সুতরাং দীনজন-বৎসল তুমি, এই তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী বালিকা সংসারানভিজ্ঞা—ভয়ে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ অচেতন-প্রায়া, ইহাকে বধ করা তোমার পক্ষে উচিত নহে।

শুকদেব বলিলেন—কুরুনন্দন! কংস একে অতি নিষ্ঠুর, তাহাতে আবার দৈত্যগণের পরামর্শানুসারে পরিচালিত সুতরাং বসুদেব এইরূপ সান্ত্বনা-বাক্যে ও ভয়প্রদর্শনে তাহাকে বুঝাইলেও সে কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। বসুদেব ভগিনীহত্যা-ব্যাপারে কংসের নির্ব্বন্ধাতিশয় বুঝিয়া এবং কিরূপে উপস্থিত কালে ইহার প্রতীকার করা যাইতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি এই একটা উপায় স্থির করিলেন—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি ও বলানুসারে মৃত্যুকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবে; তাহাতে যদি কোন ফল না হয়, তবে দেহীর কোনই অপরাধ নাই। আমি উৎপন্ন পুত্রদিগকে কংসের করে অর্পণ করিয়া এই কাতরা অবলাকে মোচন করিব। পরে যখন আমার পুত্র জন্মিবে, তখন যাহা হইবার হয়, হইবে; উপস্থিত দেবকী ত' রক্ষা পাউক! অথবা ইতিমধ্যে কংসের মৃত্যুও ত' হইতে পারে; তাহা যদি নাই হয়, তবে এ অবস্থার বিপর্য্যয় হওয়াও ত' অসম্ভব নয় অর্থাৎ আমার পুত্রের হস্তে কংসের মৃত্যুও ত' হইতে পারে। বালকের হস্তে কংসের ন্যায় বীরের মৃত্যু একটা অসম্ভব কল্পনা আমি মনে করি না; কেন না, বিধির বিধান অন্যথা কখনই হইবার নহে। অগ্নির সহিত কাষ্ঠের সংযোগ ও বিয়োগ-ব্যাপারে একমাত্র অদৃষ্ট ব্যতীত কারণান্তর নাই—অর্থাৎ কোন গ্রামে কাষ্ঠময় গৃহে অগ্নি লাগিয়া তাহা যেমন কখনও কখনও নিকটস্থ গৃহ পরিত্যাগ করিয়াও দূরস্থ গৃহ দগ্ধ করে,—অগ্নির সহিত এই সংযোগ ও বিয়োগের কারণ যেমন গৃহস্বামীর অদৃষ্ট ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না, সেইরূপ দেহীর জন্ম-মরণেরও হেতু তাহার অদৃষ্ট মাত্র; ফলে উহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করা যায় না।

বসুদেব নিজ-জ্ঞানানুসারে এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেই পাপিষ্ঠ কংসকে বহুমান-পুরঃসর পূজা করিলেন এবং প্রফুল্লবদনে হাসিতে হাসিতে সেই

খলপ্রকৃতি নির্লজ্জ কংসকে, অন্তরে কতকটা দুঃখিত হইয়াই বলিলেন—হে সৌম্য! ঐ আকাশ-বাণী যাহা বলিল, সেরূপ ভয় দেবকী হইতে তোমার নাই। যাহা হইতে তোমার ভয় সম্ভাবনা হইয়াছে, ইহার সেই পুত্রদিগকে আমি তোমার করে সমর্পণ করিব।

শুকদেব বলিলেন—কংস বসুদেবের বাক্যের সত্যতায় আস্থাবান্ ছিল; কাজেই বসুদেবের এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া সে ভগিনী-বধ হইতে বিরত হইল। বসুদেবও প্রীত হইয়া কংসের প্রশংসা করত স্বগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

অতঃপর যথাকালে সর্ব্বদেবময়ী দেবকী বর্ষে বর্ষে এক একটী করিয়া আটটী পুত্র এবং একটী কন্যা-সন্তান প্রসব করিলেন। বসুদেবের প্রথম পুত্র কীর্ত্তিমান্; 'পাছে সত্যপাশ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়' এই ভয়ে বিহ্বল হইয়া এই প্রথম পুত্রটীকে বসুদেব অতি-দুঃখে কংসের করে অর্পণ করিলেন।

অহো! সাধুগণ কি না সহিতে পারেন? পণ্ডিত-ব্যক্তিরা কাহার অপেক্ষা রাখেন? যাহারা কদর্য্য, সংসারে তাহাদের অকর্ত্তব্যই বা কি আছে? আর যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা কি না ত্যাগ করিতে পারেন?

রাজন্! কংস বসুদেবের সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল—এ বালক চলিয়া যাউক, ইহা হইতে আমার ভয় নাই। তোমাদের অষ্টম পুত্র হইতেই আমার মৃত্যু নিশ্চিত হইয়াছে। 'তথাস্তু' বলিয়া বসুদেব পুত্র লইয়া চলিলেন বটে, কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় অসাধু কংসের বাক্যে তাঁহার কোনই আস্থা রহিল না।

হে ভরত-কুলনন্দন! একদা ভগবান্ নারদ কংসকে আসিয়া বলিলেন—ব্রজবাসী নন্দপ্রভৃতি গোপগণ, তাঁহাদের বধূগণ, বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেব প্রভৃতি, দেবকী-প্রভৃতি যদুস্ত্রী এবং নন্দ ও বসুদেব-কুলের জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদবর্গ, আর তোমার যাহারা অনুগতজন—সকলেই দেবতুল্য। দেবগণকর্ত্তৃক ভূমির ভারভূত দৈত্যগণের বধের আয়োজন হইতেছে।

এই কথা কহিয়া নারদ প্রস্থান করিলে কংস মনে করিল—যদুবংশজাত সমস্ত ব্যক্তিই দেবতা, আর দেবকীর গর্ভসম্ভূত বিষ্ণু তাহার বধকর্ত্তা। ইহা স্থির করিয়া সে প্রথমেই দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং তাহার মৃত্যুর কারণ বিষ্ণু—আশঙ্কায় বসুদেব-দেবকীর যে যে পুত্র জন্মিতে লাগিল, তাহাকেই তৎক্ষণাৎ হত্যা করিতে আরম্ভ করিল। ভূতলে লুব্ধ রাজগণ আপনার প্রাণ তৃপ্তির জন্য মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও সুহৃৎদিগকে প্রায়ই নিধন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে কালনেমি অসুররূপে নিজে যখন ভূতলে জন্মিয়াছিল, তখন বিষ্ণু তাহার বধসাধন করিয়াছিলেন—ইহা স্মরণ করিয়া সে যাদব-গণের সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল। মহাবল কংস নিজ পিতা উগ্রসেন—যিনি যদু, ভোজ ও অন্ধকদিগের অধিপতি, তাঁহাকেও কারারুদ্ধ করিয়া নিজেই শূরসেনদিগের রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! বলগর্ব্বিত কংস মগধবাসীদের সাহায্য পাইতে ছিল। সে প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত্ত, অঘ, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা কেশী ও ধেনুকাদি অসুর এবং বাণ, ভৌম প্রভৃতি অসুররাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যদুবংশীয়দিগের উপর ঘোর অত্যাচার করিতে লাগিল। যাদবগণ কংসের অত্যাচারে দেশ ছাড়িয়া কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ ও কোশল প্রভৃতি দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের মধ্যে কেহ কেহ কংসের অনুগত হইয়া তাহার মনস্তুষ্টি করিতে লাগিল। একে একে দেবকীর ছয়টী পুত্র কংসের হস্তে নিহত হইল।

ক্রমে দেবকীর সপ্তম গর্ভ উপস্থিত; যুগপৎ হর্ষে ও শোকে দেবকী বিহ্বলা! এই সপ্তম গর্ভ বিষ্ণুর কলাস্বরূপ; লোকে উহা অনন্ত-নামে অভিহিত। বিশ্বাত্মা ভগবান্ জানিতে পারিলেন, দুর্ব্বৃত্ত কংসের অত্যাচারে তাঁহার অনুগত যাদবগণ ভীত হইয়াছেন; তখন তিনি যোগমায়াকে আদেশ করিলেন—হে দেবি! তুমি গো গোপ পরিবৃত ব্রজধামে গমন কর। নন্দ-গোকুলে বসুদেবের ভার্য্যা রোহিণী আছেন; তাঁহার অন্যান্য পত্নীরাও কংসভয়ে ভীত হইয়া গোপনে বাস করিতেছেন। আমার অনন্ত-নামক কলা দেবকীর উদরে গর্ভরূপে আবির্ভূত; তুমি উহা আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। অতঃপর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব। হে শুভে! তুমিও নন্দ-পত্নী যশোদার গর্ভে উৎপন্ন হইবে। মনুষ্যগণ সর্ব্বকামনা ও সর্ব্ববরের অধীশ্বরী ও প্রদাত্রী বলিয়া ধূপাদি নানা উপচার ও বলিপ্রদান-দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিবে। পৃথিবীতে তোমার নানা নাম কীর্ত্তিত হইবে; ঐ সকল নাম যথা,—দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা। গর্ভসঙ্কর্ষণ করিয়া লওয়ায় ঐ গর্ভজাত সন্তান 'সঙ্কর্ষণ' নামে অভিহিত হইবেন; লোকপ্রিয় বলিয়া তিনি 'রাম' এবং বলাধিক্যবশতঃ তিনি 'বল' নামে খ্যাতিলাভ করিবেন।

ভগবান্ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে যোগমায়া 'তথাস্তু' বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। তিনি তাঁহার আদেশবাক্য লইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত ভূতলে আসিলেন এবং ভগবদুক্ত কার্য্য যথাযথ নির্ব্বাহ করিলেন। যোগনিদ্রা দেবকীর সপ্তম গর্ভ রোহিণীর গর্ভে লইয়া গেলে পুরবাসিগণ এই বলিয়া রোদন করিল যে, "হায়, হায়! দেবকীর এই গর্ভ নষ্ট হইয়া গেল। এদিকে ভক্তজনের অভয়দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান্ পূর্ণরূপে বসুদেবের অন্তরে আবিষ্ট হইলেন। তখন বসুদেব মনোমধ্যে শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিলেন; তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে, এরূপ ক্ষমতা কোন প্রাণীরই রহিল না; তিনি সকলেরই অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর এই নিখিল জগতের যাহা মূর্ত্তিমান্ মঙ্গলস্বরূপ, বসুদেব-নিহিত সেই অচ্যুতাংশ দেবী দেবকী মনোদ্বারা ধারণ করিলেন;—তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, যেন প্রাচী দিক্ চন্দ্রকে ধারণ করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। হে রাজন্! ভগবান্ সর্ব্বাত্মা; সুতরাং দেবকীর অন্তরে তিনি পূর্ব্ব হইতেই বিরাজিত ছিলেন। দেবকী নিখিল জগতের আশ্রয় শ্রীহরির আবাসস্থান হইয়াও সকলকে আনন্দিত করিতে পারিলেন না, আপনিই কেবল

আনন্দিত হইলেন। ঘটাদিমধ্যে যেমন অগ্নিশিখা অথবা জ্ঞানবঞ্চক-জনের অন্তরে যেমন সুন্দর কথা নিরুদ্ধ থাকে, তেমনি তিনি তখন কংসগৃহে অবরুদ্ধা ছিলেন। দেবকীর গর্ভে শ্রীহরি বিরাজ করিতে লাগিলেন; দেবকী দেহপ্রভায় গৃহাভ্যন্তর উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন। ইহা দেখিয়া কংস বলিল—নিশ্চয়ই আমার প্রাণহর হরি এই গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছে; কারণ, পূর্ব্বে ত' কখন দেবকীকে এরূপ দেখি নাই! এই হরির সম্বন্ধে এখন আমার কর্ত্তব্য কি? মানুষ যতই স্বার্থপর হউক, স্ত্রীবধ করিয়া কখনও স্বীয় বিক্রম নাশ করে না। এখন যদি দেবকীকে আমি বধ করি, তাহা হইলে স্ত্রীবধ, ভগিনীবধ ও গর্ভিণীবধ করা হইবে; ইহাতে আমার যশ, শ্রী এবং আয়ুঃ দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। যে ব্যক্তি কেবল হিংসাদি ক্রুরকর্ম্ম-দ্বারা জীবনধারণ করে, সে ত' জীবন্মৃত; যতদিন তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, লোকের নিন্দাভাজন হইয়াই থাকিতে হয়। মরণান্তে পাপিজনপূর্ণ নরকেই তাহার গতি হইয়া থাকে।

প্রভাবশালী কংস এইরূপ চিন্তা করিয়া স্ত্রীবধ-রূপ ভীষণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইল এবং হরির প্রতি বদ্ধবৈর হইয়া তাঁহার জন্ম প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কংস অশনে, পানে, শয়নে, উপবেশনে, অবস্থানে এবং গমনে সর্ব্বদা হৃষীকেশকেই চিন্তা করিতে করিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তন্ময় দেখিতে লাগিল। তখন নারদাদি মুনিগণ ও সমস্ত দেবসহ ব্রহ্মা ও রুদ্র তথায় উপস্থিত হইয়া নানাস্তুতিবাক্যে হরি স্তব করিতে লাগিলেন :—

ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিলেন,—হে দেব! আপনি সত্যসঙ্কল্প; সত্যই আপনার প্রাপ্তিসাধন, তিন-কালে আপনিই সত্য, আপনি সত্যের একমাত্র কারণ, সত্যেই আপনি অবস্থিত; আপনি সত্যের সত্য; ঋত ও সত্য—এ দু'এর প্রবর্ত্তক আপনিই; অতএব, হে প্রভো। আপনি সর্ব্বপ্রকারে সত্যময়, সত্যই আপনার আত্মা; আমরা সকলেই আপনার শরণ লইলাম। এই দেহপ্রপঞ্চ আদিবৃক্ষস্বরূপ; ইহা এক প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; সুখ ও দুঃখ ইহার দুই ফল; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ ইহার মূল; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ ইহার চারি রস, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইহার জ্ঞান। ইহার স্বভাব ছয়প্রকার,—শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা। সাতটী ইহার ত্বক্,—রস, শোণিত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, ইহার শাখা আটটী,—পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। নব দ্বার ইহার ছিদ্র। দশ প্রাণ ইহার পত্র এবং জীব ও ঈশ্বর—এই দুইটী পাখী সতত ইহাতে বিরাজিত। হে দেব! আপনিই কার্য্যরূপ এই সংসারবৃক্ষের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্তা। যাহাদের জ্ঞান আপনার মায়ায় সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন, তাহারাই আপনাকে নানারূপে দেখিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সেরূপ কখনও দেখেন না। হে প্রভো! আপনি জ্ঞানস্বরূপ এই চরাচর নিখিল লোকের মঙ্গলের জন্য বিবিধরূপ ধারণ করেন। আপনার ঐ সত্ত্বগুণময় রূপসকল সাধুগণের সুখাবহ এবং খলপ্রকৃতি অসাধুগণের একান্ত অমঙ্গলকর। হে পদ্মপলাশনেত্র! আপনি সুপবিত্র সত্ত্বগুণের আধার। শ্রেষ্ঠ বিবেকী ব্যক্তিরা আপনাতেই চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা উক্ত সমাহিত চিত্ত নিমিত্ত করিয়া মহাজন-বিরচিত ভবদীয় চরণতরণীদ্বারা এই সংসারসাগর গোষ্পদের ন্যায় হেলায় পার হইয়া যান। হে স্বপ্রকাশ! ভবদীয় ভক্তগণ ভীষণ দুস্তর সংসারসাগর নিজেরা পার হইয়া গিয়া আপনার পাদপদ্মরূপ তরণী অন্য ভক্তগণের জন্য এইখানে রাখিয়া যান। কেন না, তাঁহারা সর্ব্বভূতে

একান্তই প্রীতিযুক্ত। আপনার চরণতরণীর আশ্রয়-মাত্র অপর ভক্তেরাও সংসারসাগর পার হইয়া যায়; কেন না, আপনি যে ভক্তগণের প্রতি সর্ব্বদাই অনুগ্রহশীল! হে নলিননেত্র! অপর যাহারা 'আমারা মুক্ত হইয়াছি' মনে করিয়া আপনার প্রতি ভক্তিভাব পোষণ করে না, তাহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ; তাই তাহারা বহু তপস্যায় পরম পদে আরোহণ করিয়াও তথা হইতে অধঃপতিত হয়, কেন না, তাহারা যে আপনার পাদপদ্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে পারে না! হে মাধব! তোমাতে যাঁহারা প্রীতিবন্ধন করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও উক্তরূপে পরম পদ হইতে ভ্রষ্ট হ'ন না; তাঁহারা ভবদীয় প্রভাবে রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্ববিঘ্ন জয় করিয়া থাকেন। আপনি লোকস্থিতির নিমিত্ত দেহীদিগের কর্ম্মফল-প্রদ সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করেন; লোকে ঐ মূর্তিযোগেই বেদপাঠ, কর্ম্মযোগ ও সমাধি-দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। আপনার দেহ যদি বিশুদ্ধ সত্ত্ব না হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকৃত ভেদাপনোদক বিশিষ্ট জ্ঞান কখনই হইত না; কেন না, গুণসমূহের যে প্রকাশ লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারা আপনার কেবল অনুমানই করা সম্ভব হইতে পারে। ঐ অনুমানপ্রকার এইরূপ যে,—আপনি গুণসাক্ষী, বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া প্রমাতা হ'ন বলিয়া আপনার গুণপ্রকাশ হয়। আপনাকে এইপ্রকার অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু সাক্ষাৎ করা যায় না। হে দেব! গুণকর্ম্মাদির আপনি সাক্ষী। মনঃ ও বাক্য-দ্বারা আপনার মাত্র গতিরই অনুমান করা যায়। সুতরাং গুণ, জন্ম বা কর্ম্ম-দ্বারা ভবদীয় নাম ও রূপ নিরূপণ করা অসম্ভব। তথাচ ভক্তসম্প্রদায় পাসনাদি ব্যাপারে আপনাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি ভবদীয় মঙ্গলময় নাম শ্রবণ করেন, উচ্চারণ করেন, অপরকেও স্মরণ করাইয়া দেন, নিজেও চিন্তা করেন এবং দেবার্চ্চনাদিকার্য্যে আপনার চরণকমল-যুগল অন্তরে নিবিষ্ট করিয়া রাখেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। আহা কি ভাগ্য! ঈশ্বর আপনি, আপনার জন্মমাত্রেই আপনার পদস্বরূপা এই ভূমির ভার অপনীত হইল! অপিচ, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি-শুভলক্ষণ লক্ষিত ভবদীয় কোমল পদবিন্যাসদ্বারা আমরা স্বর্গ ও মর্ত্ত অনুকম্পিত হইতে দেখিব। হে প্রভো! আপনি অসংসারী, আপনার জন্মের কারণ কেবল ক্রীড়ামাত্র। ইহা ভিন্ন আর কিছুই আমরা মনে করি না। অপিচ, হে নিত্যমুক্ত! জীবাত্মার জন্ম, স্থিতি ও লয় আপনারই অবিদ্যাকৃত। বস্তুতঃ জীবাত্মার জন্মাদি কিছুই নাই। হে যদুবংশাবতংস! আপনি মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও দেবরূপে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপে আমাদিগকে এবং এই ত্রিভুবনকে পালন করিয়াছেন, সম্প্রতি এই ভূভারও আপনি সেইরূপে হরণ করুন; আপনাকে নমস্কার। হে মাতঃ! ভাগ্যক্রমে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন। আপনি আসন্নমৃত্যু কংস হইতে কিছুমাত্র ভীত হইবেন না। আপনার এই পুত্র যদুবংশের রক্ষাকর্ত্তা হইবেন।

শুকদেব বলিলেন—দেবগণ এইরূপে পরমপুরুষের স্তব করিয়া ব্রহ্মা ও রুদ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বর্গধামে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! অতঃপর কাল যখন সকলগুণান্বিত ও অতীব রমণীয় হইয়া উঠিল,—রোহিণীনক্ষত্র সমুদিত হইল, তাহার সহিত অশ্বিনী-প্রভৃতি নক্ষত্র গ্রহমণ্ডলী প্রশান্তভাবে অবস্থান করিল, দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হইল, গগনতল নির্ম্মল নক্ষত্রমালায় মণ্ডিত হইল; পৃথ্বী, পুর, গ্রাম, ব্রজ ও আকর প্রভৃতিতে প্রভূত মঙ্গল প্রকাশ পাইল, নদীসকল প্রসন্ন-জলসম্পন্ন হইয়া উঠিল, হ্রদসকল প্রস্ফুট পদ্মশোভা ধারণ করিল, বনতরুরাজী স্তবকমণ্ডিত হইল, বিহঙ্গমসকল স্তবকে স্তবকে বসিয়া কলধ্বনি তুলিল, পুণ্যগন্ধবাহী সুখস্পর্শ পবিত্র বায়ু মৃদুমন্দ বহিতে লাগিল, দ্বিজাতিগণের প্রতিষ্ঠিত অগ্নি-সকল প্রশান্তভাবে প্রজ্বলিত হইল, দেবগণের এবং সাধুগণের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল আসন্নপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরাদিগের সহিত বিদ্যাধরীরা নৃত্য করিতে লাগিল। দেবগণ ও মুনিগণ প্রীতি-প্রফুল্ল হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং মেঘবৃন্দ সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল। সর্ব্বান্তর্য্যামী বিষ্ণু তখন পূর্ব্বদিক্ হইতে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় দেব-রূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। বসুদেব দেখিতে পাইলেন—সে এক অপূর্ব্ব বালক! তাঁহার নয়নদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায়; তিনি চতুর্ভুজ, শঙ্খ ও গদাদি-অস্ত্রধারী, তাঁহার বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলে কৌস্তুভ-মণি শোভিত, পরিধানে তাঁহার পীত বসন, বর্ণ ঘনমেঘের ন্যায় মনোহর; তাঁহার মস্তকস্থ কেশরাশি মহামূল্য বৈদূর্য্যবিমণ্ডিত কিরীট-কুণ্ডলের কান্তিচ্ছটায় অপরিমিতরূপে পরিস্ফুরিত এবং অতি মনোরম কাঞ্চী, অঙ্গদ ও কঙ্কণাদি অলঙ্কার-নিকরদ্বারা তিনি শোভমান। বসুদেব তখন বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে হরিকে পুত্ররূপে অবতীর্ণ দেখিয়া মনে মনে দ্বিজ-গণকে অযুত ধেনু দান করিলেন। তিনি তৎকালে কংসকারাগারে আবদ্ধ; কাজেই বাস্তবিক দানকার্য্য তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল।—কৃষ্ণ তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ, এই আনন্দেই আপ্লুত হইয়া তিনি মনোদ্বারা দানকার্য্য করিলেন। হে ভারত! কৃষ্ণ স্বীয় দেহপ্রভায় সূতিকাগার উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর বসুদেব তাঁহাকে পরম পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াই অবনতদেহে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবানের মাহাত্ম্য বিশুদ্ধবুদ্ধি বসুদেবের অবিদিত ছিল না; তাই তিনি নির্ভীকচিত্তে ভগবানের স্তবে মনোনিবেশ করিলেন।

বসুদেব বলিলেন,—আমি বুঝিতেছি, আপনি প্রকৃতির পরবর্ত্তী পরমপুরুষ। আমার সৌভাগ্য আপনাকে আমি সাক্ষাৎ করিলাম। আপনি নিরবচ্ছিন্ন অনুভব ও আনন্দস্বরূপ এবং সর্ব্ব বুদ্ধিরই সাক্ষী। আপনি আপনার প্রকৃতি বা মায়াদ্বারা এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব রচনা করিয়া পরে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিলেও প্রবিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। মহদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ষোড়শ বিকার সহ সম্মিলিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড বিরচন করে; উহারা পৃথক্‌ভাবে বিশিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিব্যাপার সমাধা করিয়া উহারা ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়; পরন্তু বাস্তবপক্ষে উহাদের প্রবেশ সম্ভবপর নহে;

কেন না, ঐ তত্ত্ব সকল কারণরূপে পূর্ব্বেই বিদ্যমান ছিল। যাহাদের স্বরূপের অনুমান এই প্রকারে রূপাদিজ্ঞানদ্বারা করিতে হয়, সেই সকল বিষয়ে আপনি যদিও বর্ত্তমান, তথাচ তাহাদের সহিত আপনাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না আপনি সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বাত্মা সর্ব্বব্যাপী পরমার্থ বস্তু; সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া আপনার বহিরন্তর ভেদ কিছুই নাই। আপনি যে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করেন, এই প্রবেশই আপনার মুখ্য কার্য্য নহে; সুতরাং দেবকীগর্ভে প্রবেশ ত' অসম্ভব। অতএব আপনি যে নিরবচ্ছিন্ন অনুভব ও আনন্দস্বরূপ, এই তত্ত্বই নিশ্চিত; আপনার এই স্বরূপ আমি উপলব্ধি করিলাম। আহা! এ আমার ভাগ্যবৈচিত্র্যই বটে! এই দেহাদি যে কিছু সমস্ত আত্মার দৃশ্য গুণ; যে ব্যক্তি ইহাদিগকে আত্মাতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু বলিয়া নিশ্চয় করিয়া লয়, সে অপণ্ডিত, কেন না সে ভেদজ্ঞানশালী। বিচার করিয়া দেখিলে দেহাদিকে মাত্র বাক্য ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়াই বোধ হয় না; অতএব যাহাকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, সেই সকল দেহাদিকে মূঢ় লোকই বাস্তব বলিয়া ধরিয়া লয়।

হে বিভো! এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আপনা হইতেই হয়; ইহাই তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়া থাকেন, অথচ আপনার গুণ ও বিকার কিছুই নাই। অথবা আপনি ঈশ্বর ও ব্রহ্ম; উক্ত উভয়ের বিরোধ আপনাতে হইতেই পারে না। আপনি গুণাশ্রয়, গুণদ্বারাই সৃষ্টি প্রভৃতি আপনাতে আরোপিত হয়। এই ত্রিলোকের পালনার্থ আপনি নিজ মায়ায় শুক্লবর্ণ, সৃষ্টির জন্য রজোগুণবর্দ্ধিত রক্তবর্ণ এবং সংহারনিমিত্ত তমোগুণযোগে কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে অখিলপতে! আপনি নিখিল লোকের রক্ষাবিধানার্থ কৃষ্ণবর্ণ পরিগ্রহ করিয়া আমার গৃহে অদ্য অবতীর্ণ হইলেন। রাজন্য নামে পরিচিত কোটী কোটী অসুর-সেনাপতির অধীনে যে সকল সেনা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, আপনিই তাহাদের বিনাশসাধন করিবেন। হে সুরাধিপ! আমার গৃহে আপনি অবতীর্ণ হইবেন, ইহা জানিতে পারিয়া দুষ্ট কংস আপনার অগ্রজদিগকে একে একে সংহার করিয়া ফেলিয়াছে। বহিঃস্থ প্রহরিগণ আপনার জন্মসংবাদ কংসকে প্রদান করিবামাত্র সেই নৃশংস এখনই নিষ্কোষিত অসি উত্তোলন করিয়া ছুটিয়া আসিবে।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! কংসভীতা দেবকী দেখিলেন, তাঁহার নবজাতপুত্র মহাপুরুষ-লক্ষণে লক্ষিত; দেখিয়াই তিনি সবিস্ময়ে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন—ভগবন্! যাহা আদি কারণ, সুতরাং অব্যক্ত এবং যাহা বৃহৎ, চেতন, নির্গুণ, নির্ব্বাকার, সত্তামাত্র, নির্ব্বিরোধ ও নিরীহ বস্তু বলিয়া বেদে অভিহিত হইয়া থাকে, আপনি সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু! বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের আপনিই একমাত্র প্রকাশকর্ত্তা। দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে সকল লোক বিনষ্ট হইলে মহাভূতবৃন্দ যখন আদিভূতে ও ব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়, তখন অবশিষ্ট থাকেন একমাত্র আপনিই। যে কালে অশেষরূপ প্রধানে আপনার প্রজ্ঞা হয়, আপনি ভাবিতে থাকেন;—এই প্রধান আমাতেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, পুনরায় আমাকেই ইহার প্রকাশ করিতে হইবে। নিমেষ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষ পর্য্যন্ত আবৃত্তিক্রমে যে দ্বিপরার্দ্ধকাল চলিতে থাকে, তাহাতে এই বিশ্বের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; হে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক! এই পরিবর্ত্তন ঘটনাই আপনার লীলা। আপনি এমনই লীলাময় এবং সকলেরই অভয়স্থল; অদ্য আমি আপনার শরণ লইলাম। এই মর্ত্তবাসীরা মৃত্যুরূপ বিষধরের ভয়ে পলায়ন করিয়া সকল লোকেরই আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু নির্ভীক আশ্রয়দাতা আপনার ন্যায় কাহাকেই

দেখিতে পায় নাই। আজ তাহারা কি যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবৈভবে আপনার চরণকমল লাভ করিয়াছে এবং সুস্থচিত্তে নিদ্রানিমগ্ন হইয়াছে; মৃত্যু আর তাহাদের নিকট অগ্রসর হইতে পারিতেছে না—সে ভয়েই পলায়ন করিতেছে। হে মৃত্যুভয়-নিবারক! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে ভৃত্যভয়হারিন্! আমরা উগ্রসেনসুত ভীষণ কংস হইতে ভীত হইতেছি; দয়া করিয়া আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনার এই ঐশ্বর-রূপ ধ্যানযোগ্য, আপনি ইহা সাধারণের চর্ম্মচক্ষুর গোচর করিবেন না। হে মধুসূদন। আমার গর্ভে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পাপী কংস যেন এ বৃত্তান্ত জানিতে পারে না। চঞ্চলচিত্ত নারী আমি, তাই আপনার জন্য কংস হইতে ভয় পাইতেছি। হে বিশ্বাত্মন্! আপনি আপনার এই শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপ উপসংহৃত করিয়া লউন। প্রলয়শেষে আপনি যখন আপন দেহে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন, তখন অত্রতা কোন বস্তুরই স্থানাভাব তথায় হয় না। সেই বিরাট দেহধারী আপনি যে অদ্য আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন, মানব সমাজের ইহা একটা বিড়ম্বনা মাত্র।

ভগবান্ কহিলেন,—হে সতি! পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমিই পৃশ্নি নামে পরিচিতা ছিলে; আর এই নিষ্পাপ বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। ব্রহ্মা তোমাদের পতি-পত্নী উভয়কে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করেন; তোমরা ইন্দ্রিয়-দমনপূর্ব্বক তপশ্চাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। তৎকালে বর্ষা, বায়ু আতপ, শিশির, গ্রীষ্ম প্রভৃতি কালগুণসকল তোমাদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। তোমরা প্রাণায়াম-বলে মনোমল ধৌত করিয়াছিলে এবং শীর্ণ পর্ণ ও বায়ু-মাত্র ভক্ষণ করিয়া রহিলে। আমার নিকট হইতে অভিলষিত ফললাভ করাই তোমাদের কাম্য ছিল; এই কামনা সিদ্ধির জন্যই তোমরা শান্তচিত্তে আমার আরাধনা করিতেছিলেন। ভদ্রে! আমাতেই একাগ্রমনে অবস্থিত হইয়া অতি কঠোর তপস্যায় তোমরা নিবিষ্ট হইয়াছিলে; এই অবস্থায় থাকিয়া দ্বাদশসহস্র দিব্যবর্ষ কাটিয়া গিয়াছিল। তোমাদের তপস্যা, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও নিত্যভক্তিযোগ-দ্বারা নিয়ত আরাধিত হইয়া তৎকালে আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলাম এবং বরদানে সমুৎসুক হইয়া এই দেহ ধারণপূর্ব্বক তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম;—"বর প্রার্থনা কর।" আমার অভিপ্রায়-মত তোমরা বর চাহিয়াছিলে; আমার তুল্য একটী পুত্রসন্তান লাভ করাই তোমাদের প্রার্থনীয় ছিল। তোমরা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে তৎকালে কখনও গ্রাম্য সুখোপভোপ কর নাই এবং পুত্রলাভও তোমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই সুতরাং তোমরা আমার নিকট মুক্তি-বর চাহ নাই, কেন না, আমার মায়া সেকালে তোমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আমি ঐ সময় বরদান করিয়া প্রস্থান করিলে তোমরা পূর্ণমনোরথ হইয়া গ্রাম্যসুখভোগে লিপ্ত হইয়াছিলে। গুণে, শীলে ঔদার্য্যে আমার তুল্য জগতে আর নাই দেখিয়া, আমিই তোমার পুত্র হইয়াছিলাম এবং পৃশ্নিপুত্র নামে সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম। স্মরণ করিয়া দেখ—দ্বিতীয়বারেও আমি তোমাদেরই পুত্র হইয়াছিলাম। তৎকালে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে আমার জন্ম হয়; ইন্দ্রের কনিষ্ঠ বলিয়া উপেন্দ্র এবং খর্ব্বাকৃতি হইয়াছিলাম বলিয়া বামন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। এই বর্ত্তমান জন্মেও সেই আমি, সেই তোমাদেরই পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলাম। হে সতি! আমার উক্তি সমস্তই সত্য। পূর্ব্বে আমি এইরূপেই জন্মিয়াছিলাম, ইহা মনে করাইয়া দিবার জন্য অদ্য এইরূপ দেহই দেখাইলাম! আমাকে মনুষ্যদেহে দেখিয়া কিছুতেই তোমরা চিনিতে পারিতে না।

তোমার পুত্রভাবে আমার প্রতি স্নেহই কর, আর ব্রহ্মভাবে নিরন্তর আমার ধ্যানই কর, পরিণামে তোমাদের উত্তমা গতি অবশ্যম্ভাবিনা।

শুকদেব বলিলেন,—বিশ্বাত্মা ভগবান একমাত্র বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং স্বীয় মায়াবলে পিতা-মাতার সমক্ষেই তৎক্ষণাৎ একটী সদ্যোজাত শিশুরূপে পরিণত হইলেন। তখন ভগবানের আদেশানুসারে বসুদেব শিশু পুত্রটীকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবার উদ্‌যোগ করিলেন। ওদিকে যোগমায়া যদিও জন্মরহিতা, তথাচ নন্দ-জায়াকে নিমিত্ত করিয়া জন্ম লইলেন। মায়ার মহিমায় দ্বারপাল ও কংসপুরবাসীদের সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি অপহৃত হইল; তাহারা সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। বৃহৎ বৃহৎ কপাট লৌহার্গল ও লৌহশৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় দ্বারসকল অতিক্রম করিয়া যাওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার বটে, কিন্তু বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া সেই সকল দ্বার পান্তে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তখন উহা আপনা হইতেই খুলিয়া যাইতে লাগিল। তৎকালে জলদাবলী ঘোর গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তদেব ফণা বিস্তার করিয়া জল নিবারণ করিতে করিতে বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যমুনা অবিরত বর্ষণ-পাতে গম্ভীর জলরাশিবেগে তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় ফেনায়মানা এবং শত শত ভীষণাবর্ত্তে পরিব্যাপ্তা; কিন্তু সিন্ধু যেমন রামচন্দ্রকে পথ দিয়াছিলেন, যমুনাও তেমনি বসুদেবকে পথ প্রদান করিলেন। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে পৌঁছিলেন। গিয়া দেখিলেন, সেখানকার সমস্ত গোপ নিদ্রায় হতচেন। বসুদেব তখন শিশুকে যশোদার শয্যায় রাখিলেন এবং তাঁহার কন্যা সেই যোগমায়াকে লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি ঐ কন্যাটীকে দেবকীর শয্যায় স্থাপন করিয়া পদদ্বয় পুনরায় লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধনাবস্থায় রহিলেন। নন্দজয়া যশোদা জানিয়াছিলেন, তাঁহার একটা সন্তান-প্রসব হইয়াছে, কিন্তু উহা স্ত্রী কি পুরুষ, জানিতে পারেন নাই; কেন না, নিদ্রায় তিনি একেবারেই অভিভূত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! বসুদেব নন্দব্রজ হইতে মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বহির্দ্বার এবং পুরদ্বার সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় আবদ্ধ রহিল। প্রহরিবর্গ বালকণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া জাগিয়া উঠিল এবং সত্বর কংসসমীপে গিয়া দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান-প্রসববার্ত্তা নিবেদন করিল। রাজা কংস এই সংবাদ পাইবার নিমিত্তই উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই অষ্টমগর্ভজাত সন্তানই আমার কালস্বরূপ। ইহা বুঝিয়া তিনি বিহবলভাবে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বিকীর্ণকেশে স্খলিত-পদে সত্বর সূতিকাগৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সতী দেবকী ভ্রাতা কংসকে উপস্থিত দেখিয়া দীনভাবে করুণকণ্ঠে কহিলেন,—ভদ্র! এ তোমার ভাগিনেয়ী, ইহাকে বধ করিয়া স্ত্রী হত্যার কলঙ্ক অর্জ্জন করিও না। ভাই! তুমি আমার অগ্নিপ্রতিম বহু বালক বধ করিয়াছ। এই একটী কন্যা-

সন্তান; ইহা আমাকে অর্পণ কর। আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, আমার সন্তানগুলি একে একে বিনষ্ট হওয়ায় একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি; প্রভো! অভাগিনীকে এই শেষ সন্তানটী দান করা তোমার উচিত হইতেছে।

শুকদেব বলিলেন,—দেবকী সেই কন্যাটীকে আলিঙ্গন করিয়া এইরূপে অতি কাতরার ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে সন্তান-ভিক্ষা চাহিলেন; কিন্তু খল কংস তাহাকে কটু-কঠোর উক্তি করিয়া কন্যাটী কাড়িয়া এবং পদদ্বয় ধরিয়া সজোরে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। স্বার্থপরতার প্রাবল্যে কংসের হৃদয় হইতে আত্মীয়-স্নেহ দূরীভূত হইয়াছিল। রাজন্! বিষ্ণুর অনুজা সেই কন্যাকে দুষ্ট কংস শিলাতলে নিক্ষেপ করিলে তিনি তাহার হস্ত হইতে ঊর্দ্ধে আকাশে উত্থিত হইলেন এবং দেবীরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অষ্টভুজা দেবী—ধনু, শূল, বাণ, চর্ম্ম, খড়গ, অসি, চক্র ও গদা-ধারিণী। তাঁহার দেহ, দিব্য মাল্য, বসন ও রত্নাভরণে ভূষিত; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর ও উরগগণ বিবিধ পূজোপহার-দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া স্তুতিগীতি করিতেছিলেন। তখন দেবী বলিলেন,—রে দুষ্ট কংস! আমাকে মারিয়া তুই কি করিবি? তোর পূর্ব্বশত্রু তোর মৃত্যুরূপে কোথাও না কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তুই আর অন্য নিরপরাধ শিশুগুলিকে বৃথা বধ করিস্ না। ভগবতী যোগমায়া কংসকে এই কথা কহিয়া ভূতলে বারাণসী প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে নানা নামে বিখ্যাত হইলেন। কংস এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল এবং বসুদেব ও দেবকীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বিনীতভাবে বলিল, হে ভগিনি! হে ভগিনীপতি! তোমরা আমার আত্মীয়; কিন্তু পাপাত্মা আমি রাক্ষসের ন্যায় অনর্থক তোমাদের কতকগুলি শিশু সন্তান নষ্ট করিয়াছি। আমি কারুণ্যহীন হইয়াছি, জ্ঞাতি ও বান্ধববর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছি, আমি খলস্বভাব; না জানি—মৃত্যুর পর কোন্ লোকে গমন করিব? ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তির ন্যায়, জীবন্মৃত অবস্থায়ই আমি জীবন যাপন করিতেছি। বুঝিলাম, কেবল মনুষ্যেরাই মিথ্যাবাদী নহে,—দেবতারাও মিথ্যাবাদী। দেবতার মিথ্যা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই আমি ভগিনীর শিশু সন্তান-গুলিকে সংহার করিয়াছি।

হে মহাভাগদ্বয়! আপনারা পুত্রদিগের নিমিত্ত শোক করিবেন না; তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মফলই ভোগ করিয়াছে। প্রাণিগণ দৈবের অধীন; তাহারা একত্র বাস অল্পক্ষণই করিয়া থাকে। পার্থিব ঘটাদি যেমন উৎপন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু যে মৃত্তিকা সেই মৃত্তিকাই অবিকৃত থাকে, দেহাদির উৎপত্তি-বিনাশও এইরূপই। আত্মা একই অবস্থায় বিদ্যমান, দেহাদির বিকার ঘটিলেও আত্মার বিকৃতি ঘটে না; এ তত্ত্ব যাহারা যথাযথরূপে জানেন না, এই দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বা আত্মজ্ঞান তাহাদেরই ঘটিয়া থাকে। অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি হইতেই ভেদজ্ঞানের উৎপত্তি। এই ভেদজ্ঞানের ফলেই পুত্রাদি—দেহ সহ যোগ ও বিয়োগ হয়। সেই দেহ সহ যোগ-বিয়োগেই সংসার বা সুখ-দুঃখ ঘটে; কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞানোদয় হয়, ততক্ষণ এই সংসারনিবৃত্তি ঘটে না। তাই বলি, হে ভদ্রে! আমি তোমার পুত্রদিগকে বধ করিলেও তুমি তাহাদের জন্য শোক করিও না; কেন না, কেহই আত্মবশ নহে, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মনে করে যে 'আমি হন্তা এবং আমি হত হইলাম', ততদিন সে দেহের নাশ হইলেই আমার নাশ হইল, এইরূপ মনে করিয়া পরের বৈরী হইয়া উঠে এবং পরকেও নিজের বৈরী করিয়া লয়। তোমরা উভয়েই সাধু

এবং বন্ধুবৎসল, আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর। কংস এই কথা কহিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে ভগিনী ও ভগিনী-পতির চরণধারণ করিল এবং সেই মায়ারূপিণী কন্যার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দিল। এইরূপ কংস নানা প্রিয়-বাক্য ও সাধু ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রতি আত্মীয়তার পরিচয় প্রদান করিল।

দেবকী বুঝিলেন, ভ্রাতা কংস অনুতপ্ত হইয়াছে, তাই তিনি মনের যাবতীয় রোষ, আক্রোশ পরিহার করিলেন, বসুদেবও রোষ পরিহারপূর্ব্বক সহাস্যবদনে কংসকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি দেহী-দিগের সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা এইরূপই বটে। অহং-জ্ঞান অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন; উহা হইতেই আত্ম-অনাত্ম বা স্ব-পরভেদ-বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। ভেদদর্শী জীবগণ দেহকে নিমিত্ত করিয়া শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, ও গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের দেহ বিনাশ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, সর্ব্বাত্মা, জগদীশ সর্ব্বদা তাহাদের সর্ব্বকার্য্যই দেখিতেছেন।

শুকদেব কহিলেন,—বসুদেব ও দেবকী প্রসন্ন হইয়া এই কথা কহিলে কংস তাহাদের অনুমতিক্রমে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। অতঃপর রাত্রি প্রভাত হইল। কংস তাহার মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিল এবং সেই মায়ারূপিণী কন্যা যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছিল তৎসমস্তই তাহাদের নিকট বলিল। দানবগণ দেবতা-দের প্রতি স্বভাবতঃই জাতক্রোধ, মূর্খ এবং দেবতাদের চিরশত্রু; তাহারা কংসের কথা শুনিয়া কহিল;—হে ভোজশ্রেষ্ঠ! ইহাই যদি সত্য হয়, তবে যে সকল বালকের বয়ঃক্রম দশদিন অতীত হয় নাই কিম্বা যাহাদের বয়স দশদিন অতিক্রম করিয়াছে, আমরা পুরে, গ্রামে ও ব্রজাদিতে গমন করিয়া তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিব। সমরভীরু দেবগণ যতই চেষ্টা করুক, তাহারা আমাদের কি করিতে পারিবে? আপনার ধনুর্গুণ-টঙ্কার শ্রবণে সর্ব্বদাই তাহারা উদ্বিগ্ন। আপনার নিক্ষিপ্ত শরসমূহদ্বারা আহত হইয়া দেবতারা প্রাণরক্ষার্থ সমরপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া কতবার চারিদিকে পলায়ন করিয়াছে; কোন কোন দেব অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দীনভাবে কৃতাঞ্জলি-পুটে আপনার নিকট দয়া প্রার্থনা করিয়াছিল; কেহ কেহ মুক্তকচ্ছ ও মুক্তশিখ হইয়া বলিয়াছিল,—'আমরা ভীত হইয়াছি'; আপনি তাহাদিগকে তখন বীরধর্ম্মানুসারে বধ করেন নাই, কেন না, তাহারা অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের রথ ছিল না, তাহারা ভীত, যুদ্ধপরাঙ্মুখ ও ভগ্নধনু হইয়াছিল। যেখানে ভয়সম্ভাবনা নাই, দেবতার বীরত্ব সেইখানেই; যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন অন্যত্রই তাহারা আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে। দেবতার প্রধান হরি, সে ত নির্জ্জনবাসী; আর একজন শম্ভু, সেও বনবাসী; তারপর ইন্দ্র, সে ত' হীনবীর্য্য। আর ব্রহ্মা, সে ত' সর্ব্বদা তপস্যাতেই নিমগ্ন; ইহাদের দ্বারা আমাদের ভয়-সম্ভাবনা কোথায়? যদিও তাহারা অকিঞ্চিৎকর নগণ্য, তথাচ আমাদের শত্রু। শত্রুদিগকে উপেক্ষা করা আমাদের উচিত নহে, ইহাই আমাদের মন্তব্য; অতএব মূলোৎপাটনে আমাদিগকে নিযুক্ত করুন।—আমরা আপনার চিরানুগত। যেমন রোগ উপেক্ষা করিলে তাহা বদ্ধমূল হইয়া দুশ্চিকিৎস্য হয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহ উচ্ছৃঙ্খল হইলে আর তাহাদিগকে বশে আনা অসাধ্য হইয়া উঠে, তেমনি শত্রু বদ্ধমূল হইয়া প্রবল হইলে পরে তাহার উৎপাটন অসম্ভব হইয়া পড়ে। যথায় সনাতন ধর্ম্ম, সেই স্থানেই বিষ্ণুর বাস; বিষ্ণুই দেবসমূহের প্রধান; আর বেদ, ব্রাহ্মণ গো, তপস্যা, যজ্ঞ এবং দক্ষিণা এই সকলই সনাতন ধর্ম্মের মূল। তাই বলি, হে রাজেন্দ্র! আমরা সর্ব্ব-

প্রযত্নে ব্রহ্মবাদী তপস্বী যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণদিগকে এবং ঘৃতোৎপাদিনী গাভীদিগকে এখনই সংহার করিতে আরম্ভ করি। গো, ব্রাহ্মণ, দেব, তপস্যা, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা, দয়া, ক্ষমা ও বিবিধ যজ্ঞ—এই সকল বিষ্ণুর মূর্ত্তি; বিষ্ণুই সকল দেবতার কর্ত্তা; বিষ্ণু অসুরদ্বেষী; শম্ভু, ব্রহ্মা প্রভৃতি যাবতীয় দেবগণের আদিকারণ ঐ বিষ্ণুই। ঋষিগণের বধসাধনই এই বিষ্ণুবধের উপায়। দুর্ম্মতি কংস এইরূপে তাহার দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা করিয়া ব্রহ্মবধ করাই হিতকর বলিয়া মনে করিল; কেন না, সে যে তখন কাল-পাশেই বদ্ধ হইয়াছিল! কংস হিংসাপ্রিয় কামরূপী দানবদিগকে সাধুগণের হিংসা করিতে আদেশ দিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। দানবেরা স্বভাবতঃই রজোগুণাক্রান্ত; অধুনা তাহারা তমোগুণে অভিভূত হইয়া আসন্নমৃত্যু অবস্থায় সাধুগণের হিংসাচরণ করিতে লাগিল। হে রাজন্! মহৎ ব্যক্তির অবমাননায় মনুষ্যের আয়ুঃ, যশঃ, শ্রী, ধর্ম্ম বলিতে কি, নিখিল মঙ্গলই নষ্ট হইয়া থাকে!

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! এদিকে মহামনা নন্দ পুত্র জন্মিয়াছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং দৈবজ্ঞব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া স্নানানন্তর শুদ্ধ ও স্বলঙ্কৃত হইয়া উঁহাদের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইলেন এবং নবজাত পুত্রের জাতকর্ম্মাদি যথাবিধি সমাধা করাইয়া পিতৃপূজা ও দেবার্চ্চনা করাইলেন; তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দুইলক্ষ অলঙ্কৃত ধেনু এবং নানা রত্ন ও সুবর্ণখচিত প্রভৃত বস্ত্রাবৃত সপ্ত তিলপর্ব্বত প্রদান করিলেন। কাল, স্নান, শৌচ, সংস্কার, তপস্যা, যজ্ঞ দান ও তুষ্টি দ্বারা যেমন বিবিধ দ্রব্যের শুদ্ধিসাধন হয়, তেমনি আত্মশুদ্ধি আত্মজ্ঞানেই হইয়া থাকে। যাহাই হউক, সেই পুত্রজন্মজনিত আনন্দের দিনে নন্দালয়ে ব্রাহ্মণগণ, সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ ও মঙ্গলগান করিতে লাগিলেন। গায়কগণ নানা মাঙ্গলিক গান করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ভেরী ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। সমস্ত ব্রজভূমি বিচিত্র ধ্বজ, পতাকা, মাল্য, চেলপট্ট, পল্লব ও তোরণ-দ্বারা সমলঙ্কৃত হইল। ব্রজভূমির সমগ্র দ্বার, প্রাঙ্গণ ও গৃহাভ্যন্তর সুমার্জ্জিত ও সুধৌত হইল। ব্রজে যে কিছু গো, বৃষ ও বৎস ছিল, তাহারা সকলেই তৈল ও হরিদ্রায় রঞ্জিত এবং বিচিত্র ধাতু, ময়ূরপুচ্ছ; মাল্য বসন ও কনকদামে মণ্ডিত হইল। গোপগণ—বহুমূল্য বস্ত্র, আভরণ, কঞ্চুক ও উষ্ণীয় দ্বারা বিভূষিত হইয়া নানা উপায়নহস্তে নন্দালয়ে আসিতে লাগিল। ব্রজবাসিনী গোপাঙ্গনারা যশোদার পুত্রজন্ম-সংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইল এবং বসন ভূষণ ও অঞ্জন প্রভৃতি দ্বারা আপনাদিগকে সুসজ্জিত করিতে লাগিল। নবকুঙ্কুম-কিঞ্জল্ক দ্বারা গোপীদের মুখ-মণ্ডল মণ্ডিত হইল; বিপুলনিতম্বা চঞ্চলকুচযুগ-শালিনী গোপরমণীরা পুষ্পোপহার-হস্তে দ্রুতপদে নন্দালয়ে গমন করিল। গোপীদের পরিধানে বিচিত্র বসন, শ্রবণে মণিকুণ্ডল এবং কণ্ঠে মনোজ্ঞ পদক; তাহারা যখন বিবিধ কনকভূষণে ভূষিত হইয়া নন্দালয়ে যাইতে লাগিল, তখন পথিমধ্যে তাহাদের কেশগুচ্ছ হইতে মাল্যবর্ষণ এবং কুণ্ডল, পয়োধর ও হার দোদুল্যমান হইতে লাগিল,—ইহাতে গোপাঙ্গনা-

দিগের অপূর্ব্ব শোভা লক্ষিত হইল! তাহারা নন্দনন্দনকে আশীর্ব্বাদ করিল এবং হরিদ্রাচূর্ণ, তৈল ও জলসেক করিয়া উচ্চকণ্ঠে ভগবদ্বিষয়ক গান করিতে লাগিল। জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ আজ নন্দালয়ে আবির্ভূত; সুতরাং মহোৎসবের আর সীমা নাই।—নানা বিচিত্র বাদ্য অনবরতই বাদিত হইতে লাগিল। গোপগণ তুষ্ট হইয়া সে উৎসবে পরস্পর দধি, ক্ষীর, ঘৃত ও জল নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং পরস্পরের গাত্রে নবনীত লেপন ও নিক্ষেপণ করিতে থাকিল। গোপরাজ নন্দ তাহাদিগকে বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার ও ধেনু দান করিলেন। সূত, মাগধ ও বন্দিগণ এবং বিদ্যোপজীবী অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাত্মা নন্দ যথাযোগ্য ধন ও মান প্রদান করিলেন। গোপগণকর্ত্তৃক অভিনন্দিতা মহাভাগা রোহিণী বিষ্ণুর আরাধনা ও নিজপুত্রের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত দিব্য বস্ত্র, মাল্য ও কণ্ঠাভরণে ভূষিত হইয়া নন্দালয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া নন্দ ও অন্যান্য গোপগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সেই অবধি নন্দের আলয় আনন্দপূর্ণ হইল এবং সমগ্র ব্রজভূমিই সর্ব্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিল। বিষ্ণু ব্রজে বাস করিতেছেন, এজন্য ব্রজভূমি বিশেষ গুণগৌরবে মণ্ডিত হইয়া কমলার লীলানিকেতন হইয়া উঠিল। অতঃপর নন্দ একদিন গোপগণকে গোকুলরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া কংসকে বার্ষিক রাজস্বদানের নিমিত্ত মথুরায় গমন করিলেন। বসুদেব শুনিলেন,—বন্ধু নন্দ মথুরায় আসিয়াছেন এবং তাঁহার রাজকর প্রদান করা হইয়াছে; এই সংবাদ পাইয়া তিনি নন্দাবাসে গমন করিলেন। সখা বসুদেবকে দেখিয়া নন্দ পরম আনন্দিত হইলেন; প্রাণ পাইলে দেহ যেমন উত্থিত হয়, তেমনি বসুদেবকে পাইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রীতি ও প্রেমবিহবলভাবে বাহুযুগলদ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজন্! বাসুদেব নন্দাবাসে সৎকৃত হইয়া শ্রান্তি দূর করিলেন এবং সাদরে নন্দের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন;—ভাই! তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ; এতদিন তোমার পুত্র হয় নাই, পুত্র প্রাপ্তির আশাও তুমি পরিত্যাগ করিয়াছিলে; অধুনা তোমার একটী পুত্র হইয়াছে, ইহা বড়ই আনন্দ-সংবাদ। তোমার ভাগ্যবশতঃ তুমি যেন পুনর্জ্জন্মই পাইয়াছ। কেন না, এ সংসারে থাকিয়া তোমার পক্ষে যাহা দুর্লভ ছিল, সেই প্রিয়দর্শন পুত্র তুমি এখন লাভ করিয়াছ; আত্মীয় সকলের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম, সুতরাং স্রোতোবেগে নীয়মান তৃণকাষ্ঠদির ন্যায় প্রিয়জন সকলের একত্র বাস ঘটিয়া উঠে না। তুমি বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পশুচারণোচিত বিশাল বনে বাস করিতেছ। তোমার সেই বনচারী পশুগণ নিরাময় ত'? তাহাতে প্রভূত জল ও বৃক্ষলতাদি আছে ত'? আমার একটী পুত্র তাহার জননী সহ ব্রজে বাস করিতেছে তোমরাই তাহাকে পালন করিয়া থাক; সে জানে, তুমিই তাহার পিতা; সে সুখে জীবিত আছে ত'? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ আত্মীয়দিগের সুখ সম্পাদন করে; শাস্ত্রে এইরূপ ত্রিবর্গই সাধনীয় বলিয়া মনুষ্যের পক্ষে উল্লিখিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-সাধনের যাহা প্রয়োজন, আত্মীয় বর্গের ক্লেশ থাকিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। নন্দগোপ বলিলেন,—আহা! কংস তোমার বহু পুত্র বিনাশ করিয়াছে; অবশেষে একটীমাত্র কন্যা জন্মিয়াছিল তাহাও কংসের অত্যাচারে স্বর্গগত হইল। অদৃষ্টের মানুষের অবসান এবং অদৃষ্টই মানুষের সার; সুতরাং অদৃষ্টকেই যিনি সুখ-দুঃখের মূল বলিয়া বুঝেন, তিনি কিছুতেই কাতর হন না।

বাসুদেব বলিলেন;—ভাই! বার্ষিক রাজস্ব তোমাদের দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদের সহিতও

দেখা সাক্ষাৎ হইল ; এক্ষণে আর মথুরায় কালবিলম্ব করা উচিত নহে। শুনিলাম গোকুলে নানা উৎপাত-উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে ; সুতরাং শীঘ্রই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাও। বসুদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া নন্দাদি গোপবৃন্দ তাহার নিকট বিদায় লইয়া বৃষবাহিত শকটযোগে সেই দিনই গোকুলে যাত্রা করিলেন !

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শুকদেব কহিলেন ;—নন্দ পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন,—বসুদেবকথিত উৎপাত-উপদ্রবের কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা নহে ; হয় ত গোকুলে উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। যাহাই হউক, নন্দ উৎপাত-পাতের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলেন। তৎকালে সত্য সত্যই পূতনা-নাম্নী কামরূপিণী বালঘাতিনী এক ভীষণা রাক্ষসী কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মথুরার পার্শ্ববর্ত্তী নানা পুর, গ্রাম ও ব্রজাদিতে বিচরণ করিতেছিল। বস্তুতঃ যেখানে সর্ব্বকর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের রক্ষোঘ্ন নামনিচয় পরিশ্রুত না হয়, সেইখানেই রাক্ষসের ভয় সম্ভবপর ; কিন্তু যথায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত, তথায় রাক্ষসীর ভয় কোথায় ? সে যাহাই হউক কামচারিণী খেচরী পূতনা একদিন নন্দগোকুলে উপস্থিত হইয়া মায়াবশে এক সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ রমণীরূপিণী রাক্ষসীর কেশপাশ মল্লিকা-পুষ্পে গ্রথিত ; মধ্যদেশ—একদিকে পীনোন্নত পয়োধর যুগলে, অন্যদিকে বিশাল নিতম্বদেশে আক্রান্ত, সুতরাং কৃশ ; পরিধেয় পরম মনোরম ; বদনমণ্ডল কর্ণভূষণের কান্তিচ্ছটায় উল্লসিত কুন্তলাবলীদ্বারা মণ্ডিত। রমণীর হস্তে একটী পদ্ম, রমণী মনোরম ঈষৎ হাস্য ও কটাক্ষ পাতে ব্রজবাসীদিগের মনোহরণ করিতেছিল। গোপবধূগণ তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন—গোকুলে শ্রীকৃষ্ণরূপে নারায়ণ জন্ম লইয়াছেন, তাই বুঝি, সাক্ষাৎ কমলা পতিদর্শনার্থ গোকুলে পদার্পণ করিয়াছেন ; কাজেই তত্রত্য কেহই তাহার গমনে বাধা জন্মাইল না। রমণীরূপীণী পূতনা বালকদিগের গ্রহস্বরূপ ; সে, শিশুদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে নন্দগৃহে উপনীত হইল এবং তথায় শয্যার উপর নন্দসুতকে শয়ান দেখিল। পূতনা বুঝিল না যে, এ বালক অসাধুগণের অন্তক এবং ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় স্বীয় অসীম তেজ লুকায়িত রাখিয়া অবস্থিত। বিশ্বাত্মা বালকমূর্ত্তি হরি দেখিলেন,—এই আগন্তুকা প্রকৃত ললনা নহে,—এ বালঘাতিনী পূতনা। দেখিয়াই তিনি নয়ন নিমীলন করিলেন। পূতনা সেই বালককে স্বীয় ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।—অবোধ ব্যক্তি যেন সুপ্ত কাল-সর্পকে রজ্জুবোধে গ্রহণ করিল। কোষা-ভ্যন্তরস্থ অসিধারের ন্যায় পূতনার অন্তর অতি তীক্ষ্ণ ছিল বটে, কিন্তু তাহার বাহ্যিক ব্যবহার জননীর ন্যায়ই স্নেহময় ছিল, তাহার আকৃতিও উত্তম মহিলার ন্যায়ই দেখাইতেছিল ; সুতরাং কৃষ্ণজননীরা গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া তাহার দিকে তাকাইয়াই রহিলেন,—তাহাকে বাধা দিতে পারিলেন না। অতঃপর ভীষণপ্রকৃতি পূতনা ক্রোড়স্থ শিশুকে দুর্জ্জয় বিষপূর্ণ স্তন প্রদান করিল। বালরূপী ভগবান্ হরি ক্রোধভরে সেই স্তন দৃঢ় পেষণ করিয়া পূতনার প্রাণের সহিতই তাহা পান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী পূতনা সমস্ত মর্ম্মস্থানে নিপীড়িত হইয়া ভয়ঙ্কর যাতনায় 'ছাড় ছাড়' বলিয়া

চীৎকার করিয়া উঠিল। পূতনার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত এবং নয়নদ্বয় বিকৃত হইয়া পড়িল। পূতনা অতি যাতনায় বারংবার হস্তপদ বিক্ষেপ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার গভীর আর্ত্তনাদে সপর্ব্বতা ধরিত্রী ও গ্রহগণ সহ নভোমণ্ডল বিচলিত হইল; রসাতল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বজ্রপাত হইল মনে করিয়া লোকসকল ধরাপৃষ্ঠে 'আছাড়' খাইতে লাগিল। স্তনের দারুণ যাতনায় রাক্ষসী এইবার নিজরূপ ধারণ করিয়া জীবন হারাইল এবং কেশ, চরণযুগল ও ভুজদ্বয় বিস্তৃত করিয়া বজ্রাহত বৃত্রাসুরবৎ গোষ্ঠে পতিত হইল। রাজন্! রাক্ষসীর বিশাল দেহ পতিত হইল বটে, কিন্তু ছয়ক্রোশপরিমিত স্থানের ভিতর পাদপাদি চিহ্নমাত্র রহিল না। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। রাক্ষসীর দংষ্ট্রাগুলি ঈষার ন্যায় তীক্ষ্ণ, নাসারন্ধ্র গিরিগহ্বরের ন্যায় বিস্তীর্ণ, স্তনদ্বয় গণ্ডশৈলবৎ প্রকাণ্ড, কেশগুলি রক্তবর্ণ ও প্রকীর্ণ, অক্ষিযুগল অন্ধকূপের ন্যায় গভীর, জঘনদ্বয় পুলিনযুগলের ন্যায় ভয়াবহ, ভুজদ্বয় ও পদদ্বয় যেন বদ্ধসেতু, উদরদেশ যেন জলশূন্য গভীর হ্রদ! ঐ রাক্ষসীর গভীর চীৎকারধ্বনি শুনিয়া ইতিপূর্ব্বে গোপ ও গোপীগণের হৃদয়, কর্ণ ও মস্তক বিদীর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে তাহার বিশাল কলেবর দেখিয়া তাহারা ভীত-ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বালকবেশী হরি কিন্তু অকুতোভয়ে তাহার বক্ষে থাকিয়া ক্রীড়াপরায়ণ! গোপীগণ ব্যাকুলভাবে ত্বরিতগমনে উপস্থিত হইয়া বালককে তুলিয়া লইলেন। যশোদা ও রোহিণী অন্যান্য গোপীগণ সহ গোপুচ্ছ ভ্রামণাদি-দ্বারা বালকের সর্ব্বপ্রকার রক্ষা বিধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমে গোমূত্র ও গোধূলি-দ্বারা বালককে স্নান করাইয়া, পরে বালকের সর্ব্বাঙ্গে কেশবাদি দ্বাদশ নাম লিখিয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহারা আচমন করিয়া নিজ নিজ অঙ্গে এবং উভয় করে অজাদি একাদশ বীজ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ন্যাস করিলেন, পরে বালকের অঙ্গাদিতেও ঐ প্রকার ন্যাস করিয়া বলিলেন; অজ তোমার অঙ্ঘ্রিদ্বয়, মণিমান্ তোমার জানুযুগল, যজ্ঞ তোমার উরুযুগ্ম, অচ্যুত কটিতট, হয়গ্রীব জঠর, কেশব হৃদয়, ঈশ তোমার বক্ষঃস্থল, সূর্য্য তোমার কণ্ঠদেশ, বিষ্ণু তোমার ভুজ, উরুক্রম তোমার মুখ এবং ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন। তোমার অগ্রভাগে চক্রধারী মুরারি, পশ্চাতে গদাধারী হরি, উভয়পার্শ্বে ধনুর্দ্ধারী মধুসূদন ও অসিধারী অজ, কোণ সকলে শঙ্খধারী বিষ্ণু, উপরিভাগে উপেন্দ্র, অধোভাগে তার্ক্ষ্য এবং চতুর্দ্দিকে হলধর অবস্থান করুন। হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয়গণকে, নারায়ণ তোমার প্রাণসমূহকে, শ্বেতদ্বীপপতি তোমার চিত্তকে, যোগেশ্বর মনকে, পৃশ্নিনন্দন বুদ্ধিকে এবং পরাৎপর ভগবান্ তোমার আত্মাকে রক্ষা করুন। তোমার ক্রীড়াকালে গোবিন্দ, শয়নাবস্থায় মাধব, গমনে বৈকুণ্ঠ, উপবেশনে শ্রীপতি এবং তোমার ভোজনে সকলগ্রহের ভীতিজনক যজ্ঞভুক্ তোমায় রক্ষা করুন। ডাকিনী, রাক্ষসী ও কুষ্মাণ্ডাদি বালকগ্রহগণ, ভূতসকল, ভূতমাতৃকাগণ, যক্ষ, পিশাচ, রাক্ষস ও বিনায়কগণ, কোটরা, রেবতী জ্যেষ্ঠা ও পূতনাদি মাতৃকাগণ; দেহ ও প্রাণ-নাশক অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগনিচয়; স্বপ্নদৃষ্ট উৎপাৎসমূহ এবং বালকগ্রহগণ, যেখানে যে যত আছে, বিষ্ণুর নামোচ্চারণে সকলেই ভীত ও প্রবৃষ্ট হউক।

রাজন্! স্নেহবদ্ধ গোপীগণ এইরূপ মঙ্গলানুষ্ঠান করিলে মাতা সন্তানকে ক্রোড়ে লইলেন এবং স্তনপান করাইতে লাগিলেন। এই সময়ই নন্দাদি গোপবৃন্দ কংসকে রাজকর দিয়া মথুরা হইতে ব্রজে আসিতেছিলেন। তাঁহারা পূতনার দেহ-দর্শনে বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, বসুদেব নিশ্চয়ই যোগেশ্বর

ঋষি; কেন না, তিনি যে উৎপাতের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাই ত' দেখা যাইতেছে। অতঃপর গোপগণ কুঠারদ্বারা পূতনার কলেবর কর্ত্তন করিয়া দেহের এক এক অংশ দূর দূরান্তরে ফেলিয়া দিতে লাগিল এবং কাষ্ঠ বেষ্টিত করিয়া দাহ করিতে লাগিল। পূতনার দেহ দগ্ধ হইবার কালে অগুরুসৌরভতুল্য সৌরভময় ধুমপুঞ্জ উত্থিত হইতে লাগিল; কারণ, কৃষ্ণ পূতনার স্তন্যপান করিয়াছিলেন বলিয়া উহার সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়াছিল।

রাজন্! নরশিশুঘাতিনী মাংসলোলুপা রাক্ষসী পূতনা বালকের প্রাণনাশের অভিপ্রায়ে স্তন্যপান করাইতে গিয়াও সদগতি লাভ করিল; কিন্তু যে গোপ ললনারা জননীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বস্তু দান করিয়াছিলেন, তাহাদের কথা আর কি বলিব? ভক্তহৃদয়ে নিয়ত বিরাজিত-লোকপূজিত দেবগণের সতত বন্দিত পদকমলযুগল-দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহার স্তন্যপান করিয়াছিলেন, সে রাক্ষসী হইয়াও যখন জননীজনোচিত স্বর্গগতি প্রাপ্তি হইল, তখন মুক্তিদাতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে সকল গাভী ও মাতৃরূপিণী গোপীদিগের স্নেহক্ষরিত স্তন্যপান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে উত্তম গতি লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেই পারে না। যে সকল ব্রজবাসী গোপ স্বগ্রাম হইতে দূরে গিয়াছিল, তাহারা পূতনার চিতাধূমোত্থিত সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া 'কি এ! এ সৌরভ কোথা হইতে আসিতেছে? এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে ব্রজে আগমন করিল এবং গোপগণের নিকট পূতনার আগমন হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত, তাহার বধবার্ত্তা এবং বালকের নির্বিঘ্নতা শুনিয়া বিস্মিত হইল।

হে কুরুকুলধুরন্ধর! উদারমতি নন্দ প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বাগ্রে পুত্র শ্রীকৃষ্ণের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পূতনামোচনরূপ এই বালচরিত শ্রদ্ধাসহকারে যে মানব শ্রবণ করিবেন, গোবিন্দ-পদারবিন্দে তাঁহার অবিচলিত মতি থাকিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ভগবন্! ভগবান হরি যে যে অবতার গ্রহণ করিয়া যে যে রূপ কর্ম্ম করেন, হে প্রভো। তৎসমস্তই আমাদের শ্রুতিসুখাবহ এবং মনোরম। ঐ কর্ম্মসকল শ্রবণ করিলে মনোমল ধৌত হয়, নানা তৃষ্ণাদি নিবৃত্তি পায়, সত্বর চিত্তশুদ্ধি ঘটে, হরিভক্তি উৎপন্ন হয় এবং হরিভক্ত ব্যক্তির সহিত সখ্য-বন্ধন ঘটে। অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তবে সেই হরি চরিত অধুনা আরও কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যের অনুকরণে বাল্যে আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই সকল পর পর বর্ণন করুন।

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! একদা বালক শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে তদীয় অঙ্গপরিবর্ত্তনের উৎসব-অভিষেক উপলক্ষে গোপরমণীগণ সমবেত হইলেন। সতী যশোদা তাঁহাদিগের মধ্যে থাকিয়া বিবিধ বাদ্য, সঙ্গীত ও দ্বিজগণের মন্ত্রোচ্চারণদ্বারা পুত্রের অভি-

ষেক-ক্রিয়া সমাধা করিলেন। বালকের মজ্জনাদিক্রিয়া সমাপ্ত হইল; ব্রাহ্মণেরা অন্নাদি ভোজ্য, বসন, মাল্য ও মনোমত ধেনু লাভ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন, নন্দ-পত্নী দেখিলেন, বালক নিদ্রায় নিমীলিত নেত্র; তাই তিনি বালকটীকে শয়ন করাইলেন। মনস্বিনী নন্দপত্নীর মন পুত্রের অঙ্গপরিবর্ত্তনের উৎসব-ব্যাপারে সমুৎসুক ছিল। অভ্যাগত ব্রজবাসীদের সম্বর্দ্ধনা-কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত; সুতরাং বালক যে তৎপরে রোদন করিতেছিল, তাহা তাহার কর্ণেই প্রবেশ করে নাই। বালক একটা শকট নিম্নে শয়ান; স্তনপানের জন্য রোদন করিতে করিতে তিনি উভয় চরণ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তাহার ক্ষুদ্র কোমল চরণযুগল শকট আহত হইয়াই উল্টিয়া গেল। দধি-দুগ্ধাদি নানারসপূর্ণ যে সকল কাংস্যাদি-নির্ম্মিত পাত্র ছিল, সে সমস্তই ভাঙ্গিয়া গেল; শকটের চক্র ও অক্ষ উল্টিয়া, পড়িল, এবং কুবর বিদীর্ণ হইল। যশোদা সমাগত ব্রজসুন্দরীগণ, নন্দাদি গোপবৃন্দ সকলেই এই আশ্চর্য্যঘটনা দেখিয়া ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন 'একি ব্যাপার! শকটখানা কি আপনা-আপনি উল্টিয়া গেল? এইরূপ আলোচনা করিয়া গোপ-গোপীগণ স্ব স্ব বুদ্ধি বিবেচনায় কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন উপস্থিত বালকবৃন্দ বলিল, 'এই বালক কাঁদিতে কাঁদিতে পাদবিক্ষেপে এই শকট ফেলিয়া দিয়াছে।' কিন্তু গোপ-গোপীরা বালকবৃন্দের কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন না; তাঁহারা শিশুর অসাধারণ বলবীর্য্যের কথা জানিতেন না। যশোদা গ্রহকোপাশঙ্কায় রোরুদ্যমান পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বিপ্রদ্বারা রক্ষোঘ্ন বেদমন্ত্রে পুত্রের কল্যাণার্থ স্বস্ত্যয়ন করাইলেন এবং স্তনপান করাইতে লাগিলেন। গোপগণ সপরিচ্ছদ বালককে পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে স্থাপন করিলেন; বিপ্রগণ গ্রহাদির হোম-সমাপনান্তে দধি, অক্ষত, কুশ ও বারি-দ্বারা তাহার মঙ্গলবিধান করিলেন। হে রাজন্! যে সকল ব্রাহ্মণের পবিত্র অন্তঃকরণ অসূয়া, অসত্য, দম্ভ ঈর্ষা, হিংসা, ও অভিমানদ্বারা পৃষ্ঠ নহে, তাহাদের কৃত আশীর্ব্বাদ কখনই ব্যর্থ হইবার নহে, এই মনে করিয়া নন্দ সমাহিত-মনে বালকটীকে আনয়ন করিলেন; নন্দের সাগ্রহবচনে ব্রাহ্মণেরা ঋক্, সাম ও যজুর্ম্মন্ত্রে সংস্কৃত পবিত্র ওষধিজলে বালককে স্নান করাইলেন। পুত্রের মঙ্গল-কামনায় ব্রাহ্মণ-দ্বারা স্বস্ত্যয়ন ও হোম কর্ম্ম করা হইল; নন্দ কার্য্যান্তে ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম উত্তম অন্ন, সর্ব্বগুণান্বিতা গাভী এবং বস্ত্র, মাল্য, ও রত্ন হার দান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বেদবেত্তা; যোগনিষ্ঠ, সুতরাং তাঁহাদের কৃত আশীর্ব্বাদ কখনই ব্যর্থ হইল না। রাজন্! সতী যশোদা একদিন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছিলেন; ইতিমধ্যে ক্রোড়স্থ পুত্রটীকে গিরিশৃঙ্গের গুরুভারযুক্ত বোধ হইতে লাগিল। তিনি আর পুত্রকে ক্রোড়ে রাখিতে পারিলেন না; অতি গুরুভারপীড়িতা ও বিস্মিতা যশোদা পুত্রকে ভূতলে রাখিয়া মহাপুরুষের ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ইত্যবসরে কংসপ্রেরিত দৈত্য তৃণাবর্ত্ত চক্রবাতরূপে ভূতলোপবিষ্ট বালককে হরণ করিল; এবং ভৈরবরবে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া সমগ্র গোকুল ধূলিপটলে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। সে ধূলিজালে সকলেরই দৃষ্টি রুদ্ধ হইল। যশোদা যে স্থানে পুত্রকে রাখিয়াছিলেন, সেখানে আর তাঁহাকে দেখিলেন না। তাৎকালিক সেই প্রচণ্ড বাত্যায় সকলেই বিমোহিত হইল। তৃণাবর্ত্ত-নিক্ষিপ্ত করকা-বর্ষণে আহত হইয়া আত্ম-পর কেহই কাহাকে দেখিতে পাইল না। প্রখর বাত্যাচক্র হইতে পাংশুবর্ষণ হইতে লাগিল। অবলা মাতা পুত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া মৃত-বৎসা গাভীর ন্যায় ভূপতিত হইয়া অতি করুণকণ্ঠে

বিলাপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর বায়ুর পাংশু-বর্ষণবেগ থামিল; গোপীগণ বালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং অশ্রুপূর্ণমুখে সেইস্থানে ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু বালক শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন না; তখন মনে মনে অত্যন্ত তাপিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। দৈত্য তৃণাবর্ত্ত ব্যাত্যারূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়াছিল, ক্রমে তাহার বেগ প্রশমিত হইল। সে আকাশপর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া প্রভূত ভারাক্রান্ত হওয়ায়, আর উত্থিত হইতে পারিল না; গুরুত্ববশতঃ বালক তাহার নিকট পর্ব্বতবৎ বোধ হইতে লাগিল। বালক তৃণাবর্ত্তের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়াছিল; কাজেই সে তাহাকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে ত সহজ বালক নয়! তৃণাবর্ত্ত সেই অদ্ভুত বালকের বাহুবেষ্টন শিথিল করিতে পারিল না। গলদেশ আক্রান্ত, কাজেই দৈত্যের সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইল এবং নয়নদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল। দৈত্য অস্পষ্ট রব করিতে করিতে জীবনহীন হইয়া ব্রজে পতিত হইল। গোপ-স্ত্রীগণ সম্মিলিত হইয়া সকলেই বিলাপ করিতেছিল। তাহারা দেখিল, রুদ্রবাণবিচ্ছিন্ন পুরের ন্যায় একটা দৈত্য শিলা-পৃষ্ঠে পতিত হইল এবং সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। কৃষ্ণ তাহার বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ছিলেন; ব্রজ-রমণীগণ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যশোদার কোলে অর্পণ করিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলেরই বিস্ময় জন্মিল। বালক শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া রাক্ষস ঊর্দ্ধে আকাশপথে ছুটিয়াছিল; তথাচ সে বালক মৃত্যু-কবল হইতে মুক্তি পাইল, তাহার অঙ্গে কোন আঘাতই লাগিল না। গোপীগণ ও নন্দাদি গোপবৃন্দ বালক শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় এইরূপ অক্ষতাবস্থায় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতে লাগিলেন;—আশ্চর্য্য বটে! রাক্ষসটা বালককে নির্জ্জীব করিয়া ফেলিয়াছিল, তথাচ বালক পুনর্জ্জীবিত হইয়া আসিল; অথবা হিংস্র খলস্বভাব ব্যক্তির মৃত্যু তাহার নিজের পাপেই হয়, কিন্তু যিনি সাধু পুরুষ, তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন বলিয়া সকল বিপদ্ হইতেই পরিত্রাণ লাভ করেন। আমরা কি যে তপস্যা করিয়াছিলাম, বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়াছিলাম, সরোবরাদি খনন করাইয়াছিলাম; কি যে দান করিয়াছিলাম বা প্রাণী দিগের প্রতি সখ্যভাব দেখাইয়াছিলাম, আজ তাহারই ফলে বালক হতজীবন হইলেও স্বজনদিগের নিকট জীবিত অবস্থায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের আনন্দ উৎপাদন করিল! গোপেন্দ্র নন্দ সেই বৃহৎ বনাভ্যন্তরে বার বার এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া যার-পর-নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; তিনি বসুদেব-বাক্যের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বারংবার তাহা স্মরণ করিতে লাগিলেন। একদা নন্দ-পত্নী যশোদা বালককে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে স্তন্যপান করাইতেছিলেন। বালক উত্তমরূপে স্তন্যপান করিল; যশোদা তখন বালকের স্মিতসুন্দর মুখপঙ্কজে চুম্বনাদি করিলেন। ইত্যবসরে বালক জৃম্ভন করিলে যশোদা দেখিলেন—অন্তরীক্ষ, আকাশ, জ্যোতির্ম্মণ্ডল, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি বায়ু, সাগর, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, বন এবং স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী উহার মুখ গহ্বরে বর্ত্তমান।

রাজন্! সহসা বালকের মুখভ্যন্তরে বিশ্ব দর্শন করিয়া যশোদা কাঁপিতে লাগিলেন; বিস্ময়ে নেত্র নিমীলন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! গর্গ যদুবংশের পুরোহিত। তিনি বসুদেবের অনুরোধে একদিন নন্দের ব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দ তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া বিষ্ণুবুদ্ধিতে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। ঋষি আতিথ্যলাভ করিয়া সুখাসীন হইলে গোপরাজ মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! দুঃখ-দৈন্যপূর্ণ গৃহস্থ ব্যক্তির মঙ্গল-সাধনের নিমিত্তই মহৎ ব্যক্তিরা স্ব স্ব আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। যে শাস্ত্রদ্বারা জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর গতি বিধি উপলব্ধি করা যায় এবং যাহার সাহায্যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, স্বয়ং আপনি সেই জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের প্রণেতা।—ঐ শাস্ত্রদ্বারাই লোকে কার্য্য-কারণ বুঝিতে পারে। বেদবিদ্গণেরও আপনি অগ্রণী, সুতরাং এই বালকদ্বয়ের সংস্কার সম্পাদন করা আপনার পক্ষেই সমুচিত; কেন না, জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণই বর্ণগুরু।

গর্গ বলিলেন,—গোপরাজ! পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ—আমি যদুগণের আচার্য্য। এইরূপ স্থলে আমি যদি তোমার পুত্রের সংস্কার কার্য্য করাই, তাহা হইলে কংস মনে করিবে সংস্কৃত বালক দেবকীরই পুত্র। তুমি ও বসুদেব—তোমরা যে পরস্পর পরস্পরের সখা, পাপাত্মা কংসের ইহা অবিদিত নাই। দেবকীর অষ্টম সন্তান কন্যা হইতে পারে না, দেবকী-দুহিতা যোগমায়ার এই কথা সর্ব্বদাই কংসের মনে জাগরূক আছে; সুতরাং সন্দেহ করিয়া পাছে এই বালককে যদি সে বিনাশ করে, তবেই ত' আমাদের সর্ব্বনাশ। নন্দ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি এই গোপব্রজে বসিয়া গোপনে বালকের দ্বিজাতিযোগ্য সংস্কার সম্পাদন করুন; আপনাকে কেহই, এমন কি আমার আত্মীয় কুটুম্বেরাও দেখিতে পাইবে না।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! গর্গ নিজেই উক্ত কার্য্য সমাধা করিতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে নন্দের প্রার্থনায় নির্জ্জন গৃহে গোপনে বালকযুগলের নামকরণ করিয়া কহিলেন,—এই রোহিণীনন্দন নিজগুণে আত্মীয় স্বজনের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন, তাই ইনি রাম নামে বিখ্যাত হইবেন; ইনি বলী বলিয়া ইহার অপর নাম বল এবং যদুগণমধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়া পরস্পরের মিলন ঘটাইবেন বলিয়া ইহার আর এক নাম হইবে 'সঙ্কর্ষণ'। তোমার পুত্র যুগে যুগে দেহ ধারণ করেন। ইনি পূর্ব্বে শুক্ল, রক্ত ও পীত এই ত্রিবিধ বর্ণযুক্ত হইয়াছিলেন; অধুনা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং ইহার একটী নাম হইবে কৃষ্ণ। পূর্ব্বে ইনি বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন, এজন্য ইহার আর এক নাম শ্রীমান্ বাসুদেব। তোমার পুত্রের গুণকর্ম্মানুসারে বহু নাম ও বহু রূপ আছে; সে সকল নাম, রূপ আমার অজ্ঞাত এবং অন্যেও তাহা অবগত নহে। হে গোপরাজ! এই গোকুলনন্দন কৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গলবিধান করিবেন; ইঁহার সহায়তায় তোমরা সর্ব্ববিদ্ হইতে সহজে উদ্ধার পাইবে। পূর্ব্বে দস্যুগণ সাধুদিগের উপর অত্যাচার করিত, তাহাতে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল; তদবস্থায় ইঁহা কর্ত্তৃক রক্ষিত সাধুগণ বলশালী দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অসুরেরা যেমন বিষ্ণুর অনুচরদিগকে পরাস্ত করিতে পারে না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা ভালবাসেন, শত্রুগণ তাঁহাদের পরাভব ঘটাইতে পারে না। অতএব, হে নন্দ! তোমার এই পুত্র নানাগুণে এবং শ্রী, কীর্ত্তি

ও মহানুভবতায় নারায়ণেরই তুল্য; তুমি ইঁহাকে সাবধানে রক্ষা কর।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! গর্গ এইরূপ উপদেশ দিয়া স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন। নন্দ আনন্দিত-চিত্তে নিজেকে নিখিল মঙ্গলপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ক্রমে কাল অতিক্রান্ত হইতে লাগিল; রাম-কৃষ্ণ জানু ও হস্তদ্বারা বিচরণ করিয়া গোকুলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা পদবিক্ষেপ করিয়া বিচরণ করিতেন, তখন কিঙ্কিনীজাল ধ্বনিত হইত; তাহারা সেই কিঙ্কিনী-ধ্বনিতে আনন্দিত হইতেন এবং যেন মুগ্ধ হইয়াই ইতস্ততঃ বিচরণশীল ব্রজবাসীদিগের পশ্চাদনুসরণ করিতেন। আবার নিজেরা পথ চিনিয়াই স্ব স্ব মাতার নিকট ফিরিয়া আসিতেন। উভয় ভ্রাতার সুন্দর দেহ পঙ্করূপ অঙ্গরাগে আরও সুন্দর দেখাইত। তাঁহাদের স্নেহপরায়ণা জননীদ্বয়ের স্তনে ক্ষীরধারা বহিত। উভয় মাতা উভয় ভ্রাতাকে কোলে তুলিয়া লইয়া স্তন্য পান করাইতেন এবং তাঁদের ঈষৎ হাস্য-যুক্ত ও কিঞ্চিদ্বিকশিত দশন-শোভিত সুন্দর মুখশ্রী দর্শন করিতেন। ক্রমে তাঁহাদের বাল্যক্রীড়ার কাল উপস্থিত হইল। তাঁহারা খেলিতে খেলিতে যখন গোবৎসগণের পুচ্ছ ধারণ করিতেন, তখন বৎসগণ উভয় বালককে আকর্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াইত তখন ব্রজবনিতারা সেই দৃশ্য দেখিয়া হাসিত ও আনন্দ প্রকাশ করিত। একদিকে শৃঙ্গী, অগ্নি, দংষ্ট্রী, সর্প, জল, পক্ষী ও কণ্টকাদি হইতে বালকযুগলের রক্ষা এবং অন্যদিকে গৃহকর্ম্ম, এককালে জননীদ্বয় যখন এই দুই কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিতেন না, তখন তাঁহারা বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেন; কি করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না।

রাজন্! অতি অল্পকাল মধ্যেই রাম-কৃষ্ণ জানু-সাহায্য ব্যতীত সবলে পদবিক্ষেপ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ-বলরাম-ব্রজরমণী-গণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া অন্যান্য ব্রজবালকদের সহিত খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গোপরমণীরা কৃষ্ণের বাল্য-চাপল্য দেখিয়া তাঁহার মাতার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল;—তোমার এই বালক এক এক দিন বৎসদিগকে অসময়ে মুক্ত করিয়া দেয়, ইহার জন্য কেহ ভৎ'সনা করিলে হাসিতে থাকে; কখন বা চৌর্য্য-উপায়ে স্বাদু দধি-দুগ্ধ লইয়া নিজে ভক্ষণ করে এবং বানরদিগকেও বিলাইয়া দেয়, বানরেরা না খাইলে ভাড়গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে। যদি কোন গৃহে দ্রব্যাদি কিছু না পায়, তবে গৃহস্থের প্রতি ক্রোধ এবং তাহাদের শিশুসন্তান-গুলিকে কাঁদাইয়া দেয়; হাত বাড়াইয়া কোন বস্তু না পাইলে, পীঠ ও উদূখলাদির সাহায্যে তাহা হস্তগত করিয়া লয়; শিক্যস্থিত পাত্রাদিমধ্যে যদি দধিদুগ্ধাদি থাকে, তবে তাহা লইবার ইচ্ছা হইলে ঐ পাত্রাদি নিম্নে ছিদ্র করিয়া দেয়।—তোমার পুত্র ছিদ্র করিতে বিশেষ বিচক্ষণ। এই বালকের অঙ্গ স্বভাবতঃই সমুজ্জ্বল, তাহাতে আবার মণিমালা দোদুল্য-মান; সুতরাং গোপীগণ গৃহকার্য্যে লিপ্ত রহিলে বালক অন্ধকারগৃহেই প্রবেশ করে, নিজের উজ্জ্বল অঙ্গ-দ্বারাই আলোকের কার্য্য করিয়া লয় এবং নিজের প্রয়োজন সাধন করে।—এইরূপ অনেক দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। গৃহ সুমার্জ্জিত হইলেও হঠাৎ কোন সময়ে বালক আসিয়া সেখানে মলত্যাগ করিল, কখনও চৌর্য্যবৃত্তির পরিচয় দিয়া গৃহদ্রব্য হরণ করিয়া লয়। এই দুষ্ট বালক এই সকল কাজ প্রায়ই করে; অথচ এখানে তোমার নিকট যেন সাধু হইয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ভয়চকিত দৃষ্টি মুখশ্রী দেখিতে দেখিতে ব্রজকামিনীরা উহার গুণব্যাখ্যা করিতে লাগিল, আর যশোদা তাহা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। তিনি বালককে কটু কথায় তিরস্কার করিলেন না, সে

প্রবৃত্তি তাহার মোটেই হইল না। একদিন রামাদি গোপনন্দনগণ যশোদার নিকট আসিয়া অভিযোগ করিলেন,—কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে। যশোদা শিশুর হাত দুটী ধরিলেন, শিশুর নয়ন ভীত-চকিত হইল; তিনি বলিলেন,—ওরে অবিনীত, তুই গোপনে মাটি খাইয়াছিস্ কেন? এই ত' ব্রজবালকেরা এমন কি তোর বড় ভাই বলাইও ইহা বলিল। কৃষ্ণ বলিলেন—না মা আমি মাটি খাই নাই। উহারা সকলেই মিথ্যা বলিতেছে। এই দেখ সকলের সামনে আমার মুখ দেখ; দেখিলেই বুঝিবে উহাদের কথা মিথ্যা কি না। যশোদা বলিলেন—তবে হাঁ করিয়া দেখা।

রাজন্! ভগবান্ হরি ক্রীড়াচ্ছলে মানব-শিশু হইয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু সে অবস্থায়ও তাঁহার ঐশ্বর্য্য নষ্ট হয় নাই। তিনি যশোদার কথায় বদন-ব্যাদান করিলেন। যশোদা তাকাইয়া দেখিলেন, চরাচর নিখিল বিশ্বই কৃষ্ণের মুখবিবরে বিরাজমান। আকাশ, পাতাল, দিঙ্মণ্ডল, গিরি, সাগর, ও দ্বীপগণের সহিত ভূগোলক; প্রবহবায়ু বৈদ্যুত অগ্নি; চন্দ্র ও তারকা-মণ্ডলের সহিত জ্যোতিশ্চক্র; জল, তেজ, আকাশ, স্বর্গ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল; ইন্দ্রিয়গণ, মন, শব্দাদি বিষয় এবং গুণত্রয় ইত্যাদি সমস্ত বিশ্বই তথায় বিদ্যমান। যে স্থানে একই কালে জীব, কাল, স্বভাব' কর্ম্ম ও কর্ম্মজন্য সংস্কার দ্বারা চরাচর শরীর সকলের ভেদ হইতেছে, যশোদা স্বীয় পুত্রের ব্যাদিতবদন-মধ্যে সেই বিচিত্র বিশ্বকে এবং একপার্শ্বে ব্রজভূমি ও নিজেকে দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন;—একি স্বপ্ন না মায়া! না আমারই কোন বুদ্ধির ইহা বিকার! অথবা আমার শিশুসন্তানের ইহা একটা স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য! বুঝিতেছি, আমার পুত্রেরই ইহা ঐশ্বর্য্য। অতএব কায়মনোবাক্যে যে পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব, যে পদ আশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব বিরাজমান এবং যে পদ হইতে ইহা প্রকাশ পাইতেছে, আমি সেই নিতান্ত দুরধিগম পদে নমস্কার করি। আমি যশোদা নাম্নী গোপবধূ, গোপরাজ নন্দ আমার পতি, বালক কৃষ্ণ আমার পুত্র, ব্রজ-রাজের সর্ব্বসম্পত্তির আমি কর্ত্রী; এই গোপী গোপ ও গোধন—সমস্তই আমার, যাঁহার মায়া হইতে এই সকল কুমতির আবির্ভাব, তিনি আমায় ত্রাণ করুন। নন্দীপত্নী যশোদার যখন এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ পুত্রস্নেহরূপিণী বৈষ্ণবী মায়া প্রয়োগ করিলেন। যশোদার আত্মজ্ঞান অন্তর্হিত হইল। পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া হৃদয়মধ্যে স্থাপন করিলেন ও স্নেহে অচেতন হইলেন। বেদ, উপনিষদ্, সাঙ্খ্য, যোগশাস্ত্র এবং ভক্তগণ যে হরির মাহাত্ম্য গান করেন, যশোদা মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে আপন পুত্র মনে করিলেন।

পরীক্ষিৎ বলিলেন;—ভগবন্! পণ্ডিত ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণের যে উদার পাপহর বাল্যলীলা গান করেন, শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী বসুদেব-দেবকীও যাহা দেখিতে সমর্থ হন নাই, নন্দ-যশোদা এমন কি ফলজনক মঙ্গলা-নুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে তাঁহারাই উহা দেখিতে লাগিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যশোদারই স্তন্যপানে নিরত রহিলেন।

শুকদেব বলিলেন—অষ্টবসুর মধ্যে দ্রোণ নামক প্রধান বসু ও তাঁহার পত্নী ধরা ব্রহ্মার আদেশ-পালনে উদ্যত হইয়া বলিয়াছিলেন,—ব্রহ্মন্! যে হরিভক্তি দ্বারা লোক দুর্গতিমুক্ত হয়, আমরা পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়া সেই বিশ্বপতি হরির পদে যেন ভক্তিযুক্ত হইতে পারি! ব্রহ্মা বসুপত্নীর এই প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত বসু দ্রোণ—মহাযশা নন্দ ও দ্রোণ-পত্নী ধরা—যশোদারূপে ব্রজে জন্মলাভ করিয়াছিলেন! হে ভরতবংশাবতংশ! এই কারণেই ব্রজপুরবাসী যাবতীয় গোপ-গোপীর

মধ্যে একমাত্র নন্দ ও যশোদারই অধিকতর ভক্তি পুত্ররূপী জনার্দ্দনে জন্মিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার আদেশবাক্য সফল করিবার নিমিত্তই রাম সহ ব্রজে বাস করত স্বীয় লীলা-দ্বারা তাঁহাদের উভয়ের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়

শুকদেব কহিলেন,—একদিন গৃহদাসীরা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত; নন্দগৃহিণী যশোদা নিজেই দধিমন্থন করিতে লাগিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের যে যে বাল্যচরিত কীর্ত্তন করিয়াছি, দধিমন্থন কালে যশোদা তাহাই গান করিতে লাগিলেন। সুনয়না যশোদা ক্ষৌমবসন পরিয়াছিলেন; তাঁহার বিপুল নিতম্বদেশে সূত্রদ্বারা উহা আবদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহার পয়োধরযুগল কাঁপিতেছিল এবং পুত্রস্নেহহেতু তাহা হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছিল। রজ্জুর আকর্ষণে ক্লান্ত বাহুযুগলে কঙ্কণ এবং কর্ণে কুণ্ডলদ্বয় দুলিতেছিল, বদন ঘর্ম্মাক্ত হইতেছিল, আর কবরী হইতে মালতীমালা খসিয়া পড়িতেছিল। মাতা যশোদা এইভাবে দধিমন্থন করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ স্তনপান করিবার জন্য যশোদার নিকটে আসিলেন এবং মন্থনদণ্ড ধরিয়া তাঁহাকে মন্থন করিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে যশোদা বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া তাঁহার সহাস্যমুখ দেখিয়া স্নেহভরে তাঁহার স্তনক্ষীর পান করাইতে লাগিলেন। এই সময় চুল্লীর উপরে যে দুগ্ধ ছিল অতি তাপহেতু তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতে লাগিল; তাহা দেখিয়া যশোদা কৃষ্ণকে ছাড়িয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। স্তন্যপানে শ্রীকৃষ্ণের তখনও পূর্ণ তৃপ্তি হয় নাই; কাজেই তিনি কুপিত হইলেন তাঁহার রক্তবর্ণ ওষ্ঠ তিনি দন্তে দন্তে দংশন করিতে লাগিলেন এবং কপট ক্রন্দন করিতে করিতে একটা শিলাখণ্ড দ্বারা দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন গৃহাভ্যন্তরে ছুটিয়া গেলেন এবং নির্জ্জনে বসিয়া নবনীত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। যশোদা সুতপ্ত দুগ্ধ কটাহ নামাইয়া রাখিলেন এবং পুনরায় দধিমন্থন স্থানে গিয়া দেখিলেন,—দধিভাণ্ড ভগ্ন, শ্রীকৃষ্ণও সেথায় নাই; সুতরাং বুঝিলেন, ইহা নিজ পুত্রেরই কর্ম্ম, বুঝিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। গৃহাভ্যন্তরে তাকাইয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ উদূখলের উপর দাঁড়াইয়া শিক্যস্থ নবনীত আনিয়া বানরদিগকে বিলাইতেছেন।—চোরের কার্য্য করিতেছেন বলিয়া তাঁহার নয়ন দু'টী চকিত। ইহা দেখিয়া যশোদা মৃদুপদসঞ্চারে পুত্রের পশ্চাতে গিয়া উপস্থিত! কৃষ্ণ মাতার আগমন জানিতে পারিলেন; পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, যষ্টিহস্তে মাতা আসিয়াছেন। অমনি যেন কত ভীত!—তৎক্ষণাৎ উদূখল হইতে নামিয়াই পলায়ন করিতে লাগিলেন।

রাজন্! যোগীগণ কঠোর তপস্যা করিয়া মনদ্বারাও যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, গোপললনা যশোদা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। চঞ্চল বিপুল নিতম্ব-ভারে তাঁহার গতিরোধ হইতে লাগিল, কেশবন্ধ বেগবশে কম্পিত হওয়ায় তাহা হইতে পুষ্প সকল পশ্চাতে পতিত হইতে লাগিল; তিনি শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন। এই

ভাবে কিয়দ্দূর অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণকে তিনি ধরিয়া ফেলিলেন; দেখিলেন—কৃষ্ণ কৃতাপরাধের জন্য ক্রন্দনপরায়ণ, উভয়হস্তে দুই চক্ষু মর্দ্দন করিতেছেন; সেই নিমিত্ত চতুষ্পার্শ্বেই অঞ্জন লাগিয়াছে। যশোদা কৃষ্ণের করযুগল ধরিয়া ভয় দেখাইয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। পুত্র ভীত হইয়াছে বুঝিয়া যশোদা যষ্টি পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন। কৃষ্ণের বিক্রম তাঁহার অবিদিত ছিল; তিনি সামান্য বালকজ্ঞানে তাঁহাকে বন্ধন করিতে চাহিলেন। যাঁহার আদি, মধ্য, অন্ত নাই—জগতের যিনি আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ এবং এই বিশাল-বিশ্বরূপী হইয়াও যিনি গোপশিশুরূপে বিরাজিত, সেই অব্যক্ত অচিন্তনীয় ভগবান্‌কে যশোদা সামান্য রজ্জুদ্বারা বাঁধিলেন। কিন্তু বন্ধন পূর্ণ হইল না; রজ্জুগাছটী দুই অঙ্গুলি-পরিমাণে ন্যূন হইয়া পড়িল। যশোদা আবার একগাছি রজ্জু তাহাতে জুড়িয়া দিলেন, তাহাও ঐ পরিমাণে ন্যূন হইয়া গেল; তখন আরও একগাছি রজ্জু তাহাতে জুড়িলেন। এইরূপে নিজের এবং অপরাপর গোপীদের গৃহে যত রজ্জু ছিল তৎসমস্ত যোগ করিয়াও যশোদা যখন কৃষ্ণবন্ধনে কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন তিনি বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য গোপীরাও বিস্ময়াপন্ন হইল। বন্ধনের প্রযত্ন বা প্রয়াসে যশোদার দেহ প্রভৃত ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়াছিল; কবরীবন্ধন হইতে পুষ্প সকল খসিয়া পড়িল। কৃষ্ণ স্বীয় মাতার পরিশ্রম-দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া নিজেই তখন বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন।

রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের বশতাপন্ন, ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুই তাঁহার বশবর্ত্তী; তথাপি তিনি যে ভক্ত-বশ্য এই বন্ধন-দ্বারা তাহাই তিনি দেখাইলেন। মুক্তিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই গোপললনা যে অনুগ্রহ লাভ করিল, ব্রহ্মা, শিব বা বিষ্ণুর অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মীও তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তগণ যেরূপ সহজে লাভ করেন, জ্ঞানিগণ সেইরূপ সহজে তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন না। যাহাই হউক, কৃষ্ণবন্ধন-কার্য্য শেষ হইলে যশোদা যখন গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন, তখন যমলার্জ্জুন নামক দুইটী বৃক্ষের উপর শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি পড়িল এই বৃক্ষদ্বয় পূর্ব্বজন্মে কুবেরের দুই পুত্র ছিল। গর্ব্বান্ধ হওয়ায় নারদ ইহাদিগকে অভিশপ্ত করেন; সেই হেতু উহারা দুইটী বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের একের নাম নলকুবর অন্যের নাম মণিগ্রীব; তাহারা উভয় ভ্রাতাই অতিমাত্র শ্রীসম্পন্ন ছিল।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

পরীক্ষিৎ কহিলেন—ব্রহ্মন্! কুবের নন্দনদ্বয় কি নিমিত্ত অভিশপ্ত হইয়াছিলেন তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করুন।

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্। কুবের-পুত্রদ্বয় একান্তই দুর্ব্বৃত্ত ও মদগর্ব্বিত ছিল। তাহারা কৈলাশশৈলস্থ রম্য পুষ্পিত উপবনে ও মন্দাকিনী তীরে রুদ্রানুচররূপে বিচরণ করিত। তাহাদের নয়নদ্বয় সুরাপানে নিয়তই ঘূর্ণিত হইত। যক্ষরাজের সেই দুর্ব্বিনীত পুত্রযুগল রমণীগণ-সঙ্গে গান করিতে করিতে ভ্রমণ করিত। একদিন ঐ কুবের-পুত্রদ্বয়

মন্দাকিনীর পঙ্কজমণ্ডিত জলে অবগাহন করিয়া, করি যেমন করিণীগণ সহ বিহার করে, তেমনি রমণীগণ সহ বিহার করিতে লাগল। হে কুরুনন্দন! উহাদের জলবিহার-কালে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কুবের পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া মনে করিলেন, উহারা ক্ষিপ্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেন না, যে কয়টী গন্ধর্ব্ব সুন্দরী তথায় বিবস্ত্রা হইয়া জলবিহার করিতেছিল, তাহারা মহর্ষিকে দেখিয়া অভিশাপভয়ে সত্বর বস্ত্র পরিধান করিল, কিন্তু ঐ দুই মদগর্ব্বিত কুবের-নন্দন উলঙ্গ হইয়াই রহিল। দেবর্ষি দেখিলেন—কুবের পুত্রদ্বয় মদ্যপানে প্রমত্ত, তাহাদের নেত্র ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ। দেখিয়া তিনি সদয়ভাবে উহাদিগকে অভিশপ্ত করিতে উদ্যত হইলেন; বলিলেন,—অহো! ঐশ্বর্য্যমত্ত ইহারা,—স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য এই তিনটাই ইহাদের আছে; এই তিন বস্তু-দ্বারা পুরুষের যেরূপ মতিভ্রংশ হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না। যাহাদের আত্মজয় হয় নাই, যাহারা নির্দ্দয়-হৃদয়, তাহারাই এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে অজর-অমর মনে করে এবং পশুহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই নশ্বর দেহ কিয়দ্দিনের জন্য নরদেব, ভূদেব প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হয় বটে, কিন্তু অন্তে ইহা কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্ম নাম ধারণ করিবে; সুতরাং এ দেহের জন্য যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসায় নিরত, সে কি নিজ প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়াছে? এ দেহ কাহার? ইহা কি অন্নদাতার?—না পিতার?—না মাতার?—না মাতামহের?—না ক্রেতার?—না বলি ব্যক্তির?—না অগ্নির?—না কুক্কুরের? ফলকথা, দেহ কাহার, কিছু ত' জানিবার যো নাই; সুতরাং এরূপ সন্দেহাস্পদ দেহ ত' সাধারণ বই আর কি? এ দেহ অব্যক্ত হইতেই উৎপন্ন, আবার অব্যক্তেই ইহার লয়; সুতরাং কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি দেহকে আত্মা মনে করিয়া প্রাণিহত্যায় উদ্যত হইবেন? ঐশ্বর্য্যমদে দৃষ্টি যাহাদের অন্ধ, দারিদ্র্যই তাহাদের উত্তম অঞ্জন। দরিদ্রজন নিজের তুলনায় সকলকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। অঙ্গ যাহার কণ্টকবিদ্ধ হইয়াছে, অন্যের মুখমালিন্যাদি চিহ্ন দেখিয়া তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, দুঃখ সকলেরই সমান; সুতরাং অন্যে যে দুঃখ পায়, তাহা তাহার অভিপ্রেত নয়। যাহার অঙ্গ কণ্টক-বিদ্ধ হয় নাই, পরের দুঃখ বুঝিবার শক্তি তাহার নাই; সুতরাং পরোপকার-করণেও তিনি অক্ষম। 'অহং' বা 'মম' ইত্যাকার গর্ব্ব দরিদ্রের থাকে না; দরিদ্র ঐহিক সর্ব্বগর্ব্ব হইতেই মুক্ত। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে যে ক্লেশ-কষ্ট ভোগ করেন, তাহাই তাঁহার তপস্যা। অন্নবঞ্চিত দরিদ্র দেহ অহরহ ক্ষুধায় ক্ষীণ হয়, ইন্দ্রিয়নিচয় নীরস হইয়া পড়ে, তাহাতে লোভ ও তৃষ্ণার শান্তি লইয়া যায়; যাঁহারা সমদর্শী সাধু, তাঁহারা দরিদ্রেরই সাহচর্য্য করিয়া থাকেন। ধনগর্ব্বিত অসাধুদিগকে লইয়া সমদর্শী নারায়ণচরণ-কামী সাধুগণ কি করিবেন? ফলতঃ অসাধুগণ সাধু-গণের উপেক্ষাপাত্র। যাহাই হউক, দেখিতেছি এই দুই গন্ধর্ব্ব-যুবক মদমত্ত, ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে অন্ধীকৃত, স্ত্রৈণ ও অজিতাত্মা; সুতরাং ইহাদের অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ আমি করিব। ইহারা একজন বিখ্যাত লোক-পালের পুত্র; কিন্তু অজ্ঞানে ইহারা এতই আচ্ছন্ন এবং ইহাদের গর্ব্ব এমনই উৎকট হইয়া পড়িয়াছে যে, উহারা যে উলঙ্গ অবস্থায় আছে, সে ধারণা উহাদের হইতেছে না; অতএব ইহারা স্থাবররূপে পরিণত হইবার যোগ্য। ইহারা স্থাবর হউক, কিন্তু মৎপ্রসাদে ইহাদের স্মৃতি নষ্ট হইবে না। ইহাদের যদি পূর্ব্ব স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবেই ইহাদের অন্তরে ভয় থাকিবে; সুতরাং আর কখনই ইহারা এইরূপ অবিনয় আচরণ করিতে পারিবে না। একশত দিব্যবৎসর অতীত হইবার পর ইহারা বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিবে

এবং পুনরায় স্বর্গে আসিয়া বিষ্ণুভক্তি প্রাপ্ত হইবে।

শুকদেব বলিলেন—রাজন্! দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিয়া বৈকুণ্ঠাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের নন্দনদ্বয় দেবর্ষির অমোঘ শাপে অচিরাৎ যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রধান ভগবৎভক্ত দেবর্ষির বাক্য সার্থক করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে সেই যমলার্জ্জুন বৃক্ষের সন্নিহিত স্থানে গমন করিলেন। 'দেবর্ষি আমার প্রিয়ভক্ত, তাহার অভিশপ্ত সেই দুই যমলার্জ্জুন বৃক্ষও এই বিদ্যমান; অতএব মহাত্মা নারদের বাক্য সফল করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য' এইরূপ স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দুই যমজ অর্জ্জুন বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশ-মাত্র উদূখলটী উল্টাইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের উদরদেশ রজ্জুবদ্ধ ছিল; সুতরাং উদূখলটী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই উদূখল সবলে আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষদ্বয়ের মূলবন্ধ উৎপাটন করিলেন। তাঁহার বিক্রমে ঐ বৃক্ষযুগলের স্কন্ধ, পত্র ও শাখা-প্রশাখায় অতিমাত্র কম্পন উপস্থিত হইল; তৎক্ষণাৎ ভীষণ শব্দে উভয়বৃক্ষই পতিত হইল।

রাজন্! ঐ দুই পতিত বৃক্ষ হইতে অগ্নি হেন সমুজ্জ্বল দুই সিদ্ধ পুরুষ বহির্গত হইলেন এবং অপূর্ব্ব শোভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত অখিল-লোকপতি কৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া অবনত-মস্তকে কৃতাঞ্জলি-পুটে বিনয়নম্র-বচনে বলিলেন—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! আপনি বালক নহেন,—আপনি আদি, প্রধান পুরুষ পরব্রহ্ম! ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইহাই আপনার রূপ। আপনিই একমাত্র নিখিল-প্রাণীর দেহ, প্রাণ, আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর। আপনি অব্যয় ঈশ্বর—ভগবান্ বিষ্ণু; অতএব কালপদবাচ্যও আপনি। হে প্রভো! আপনি মহান্; সত্ত্ব, রজ, ও তমোময়ী সূক্ষ্মা প্রকৃতি আপনিই। হে ভগবন্! আপনিই পুরুষ এবং আপনি সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যক্ষ; অতএব সর্ব্বস্বরূপ আপনিই। হে বিভো! আপনি দ্রষ্টা বলিয়া দৃশ্যস্বরূপে বর্ত্তমান প্রকৃত বিকাররূপ ইন্দ্রিয়াদি আপনাকে গ্রহণ করিতে অক্ষম। আপনার সত্তা সর্ব্বজীবাদির উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান; সুতরাং দেহাদিদ্বারা আবৃত কোন্ জীব আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে? আপনি ভগবান্ বাসুদেব, বিধাতা, ব্রহ্মা; আপনাকে আমাদের নমস্কার। যে সকল গুণ আপনা হইতেই প্রকাশ পায়, আপনি সেই সকল গুণে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন; আপনাকে নমস্কার করি। যদিও আপনার শরীর নাই, তথাচ অতুল আতিশয্য-যুক্ত যে সকল বীর্য্য দেহধারীর পক্ষে অসম্ভব, সেই সমস্ত বীর্য্য-দর্শনে দেহীদিগের মধ্যে আপনার অবতার উপলব্ধি করা যায়। সেই আপনি সর্ব্বেশ্বর, নিখিল লোকের অভ্যুদয় ও সমৃদ্ধির জন্য অধুনা পূর্ণাবতারে অবতীর্ণ। হে পরমকল্যাণময়! হে বিশ্বমঙ্গল! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি বাসুদেব, শান্ত ও যদুশ্রেষ্ঠ; আপনাকে নমস্কার। হে ভূমন্। আমরা আপনার দাসানুদাস; দেবর্ষির অনুগ্রহগুণে আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। আমাদের বাক্য যেন আপনার গুণকীর্ত্তনে, কর্ণযুগল যেন আপনার মহাত্ম্যশ্রবণে, করযুগল যেন আপনার চরণসেবনে, চিত্ত যেন আপনার চরণযুগল চিন্তনে মস্তক যেন আপনার আবাসভূত এই বিশ্বের প্রণাম ব্যাপারে এবং দৃষ্টি যেন আপনার মূর্ত্তিস্বরূপ সাধুজন-দর্শনে নিযুক্ত থাকে।

শুকদেব বলিলেন—রাজন্! গোকুলপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুদ্বারা উদূখলে আবদ্ধ ছিলেন; ঐ দুই যক্ষ তাঁহার স্তব করিবার পর তিনি সহাস্যে তাহা-দিগকে কহিলেন—তোমরা উভয়ভ্রাতা ঐশ্বর্য্যমদে

অন্ধ হইয়াছিলে, দেবর্ষি নারদ তখন তোমাদের প্রতি অভিশাপ দিয়া তোমাদের এই অধঃপতন রূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন; ইহা পূর্ব্বেই আমি বিদিত ছিলাম। যেমন দিবাকর-দর্শনে মনুষ্যের চক্ষুর বন্ধন থাকে না, সেইরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও আত্মজ্ঞানী—অতএব আমাতে আত্মসমর্পনকারীদিগের সংসার-বন্ধন আমার সাক্ষাৎলাভে আর থাকিতে পারে না। অতএব, হে যক্ষ-তনয়! তোমরা উভয়ে আমাতে একনিষ্ঠ হইয়া স্বগৃহে প্রস্থান কর। আমার প্রতি তোমাদের ভক্তিভাব উদ্রিক্ত হইয়াছে: সুতরাং তোমাদের সংসার সম্ভাবনা ঘুচিয়া গিয়াছে।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া কুবের-নন্দনদ্বয় উদূখলবদ্ধ কৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ, প্রণিপাত ও আমন্ত্রণ করিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

শুকদেব বলিলেন;—কুরুবর নন্দাদি গোপবৃন্দ যমলার্জ্জুন-বৃক্ষের ভীষণ পতনশব্দে বজ্রপাতের আশঙ্কা করিয়া সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহারা দেখিলেন, যমলার্জ্জুন বৃক্ষ ভূপতিত হইয়াছে। বৃক্ষপতনের কারণ উদূখলবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও তাঁহারা উহার কারণ-সন্ধানে অসমর্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য্য! যমলার্জ্জুন পতনের কারণ কি? কে উহা পাতিত করিল?—বলিতে বলিতে উৎপাত আশঙ্কায় ভীত হইয়া সকলেই ইতঃস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রজ বালকেরা বলিল—কৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া চক্রীভূত উদূখল আকর্ষণ করিতেছিল, তাই ঐ দুইটা বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শুধুই কি তাই? ঐ ভগ্ন বৃক্ষদ্বয় হইতে দুইটা দিব্যপুরুষ বহির্গত হইয়াছিল, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। বালক শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক দুই দুইটা বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে, ইহা অসম্ভব মনে করিয়াই গোপ গোপীরা বালকদের কথায় বিশ্বাস করিল না। তবে কেহ কেহ ভাবিল, হয় ত' ইহা হইতেও পারে। নন্দ দেখিলেন, তাহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুবদ্ধ হইয়া উদূখল আকর্ষণ করিতে করিতে তখনও বিচরণ করিতেছেন; দেখিয়া তিনি হাসিলেন এবং হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা চলিতে লাগিল। এই অবস্থায় কখন তিনি গোপীদের করতাল-শ্রবণে উৎসাহিত হইয়া নৃত্য করিতেন, কখন বা মুগ্ধভাবে গান করিতেন এবং তাহাদের নির্দেশমত কোন বস্তু আনিয়া দিতেন; কখন কখন আদেশ পাইয়া আনিতে অসমর্থ হইয়াও পীঠোত্তোলনে ও পাদুকাদি-ধারণে হস্ত প্রসারণ করিতেন। এইরূপ করিয়া তিনি তাঁহার তত্ত্ববেদীদিগের ও অতত্ত্বজ্ঞ আত্মীয়গণের হর্ষোৎপাদন করিতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে তাঁহার বাল্যলীলা দ্বারা ব্রজবাসীদের আনন্দবিধান করিতে লাগিলেন। রাজন্! ব্রজে একদা এক ফল-বিক্রয়িণী 'ফল চাই' বলিয়া হাঁকিল। সে ডাক শুনিয়া নিখিলফল-দাতা শ্রীকৃষ্ণ কতকগুলি ধান্য ফল-লইয়া ছুটিলেন; ধান্যগুলি পথেই প্রায় পড়িয়া গেল। বিক্রয়িণী শ্রীকৃষ্ণের দুইহাত ভরিয়া ফল তুলিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ তাহার ভাণ্ড নানা রত্নে পূর্ণ হইয়া গেল।

যমলার্জ্জুন বৃক্ষ ভগ্ন হইবার কিছুদিন পরে রাম ও কৃষ্ণ একদিন নদীতীরে গিয়া খেলা করিতেছিলেন; তখন রোহিণী তাহাকে ডাকিলেন। খেলায় মত্ত বালকদ্বয় ডাকিলেও যখন আসিল না, তখন রোহিণী যশোদাকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। বেলা অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাচ কৃষ্ণ রাম ও অন্যান্য বালকদিগের সহিত খেলিতেছেন দেখিয়া পুত্রস্নেহবশতঃ যশোদার স্তনযুগল হইতে দুগ্ধ-ধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। তিনি ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—ওরে কৃষ্ণ! আয় আয়, আর খেলায় কাজ নাই, আসিয়া স্তন পান কর; ক্ষুধা-শ্রান্ত হইয়াছিস্, ভোজন করবি চল। বৎস কুলনন্দন রাম! কনিষ্ঠকে লইয়া সত্বর আইস। কৃষ্ণ! সেই ভোরে তুমি আহার করিয়াছ,—দেখিতেছি খেলিতে খেলিতে তোমরা শ্রান্ত হইয়াছ; ব্রজপতি নন্দ আহারে বসিয়া তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। রে বালকগণ! তোরাও এখন যে যাহার গৃহে গমন কর। বৎস কৃষ্ণ! তোর অঙ্গ ধূলিধূসরিত হইয়াছে, আসিয়া স্নান কর্। তোর আজ জন্মনক্ষত্র, তুই পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে আজ ধেনুদান করিবি। ঐ দেখ, তোর বয়স্যদিগকে দেখ্; উহাদের জননীরা উহাদিগকে স্নান করাইয়া কেমন সুন্দর সাজাইয়া দিয়াছে! তুইও আসিয়া স্নান এবং সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া আহার-অন্তে আবার আসিয়া খেলিবি।

রাজন্! স্নেহময়ী যশোদা অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে পুত্রপ্রবুদ্ধিতে হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক রাম সহ স্বীয়গৃহে লইয়া গেলেন এবং তথায় গিয়া সমস্ত মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাধা করিলেন। মহারাজ! সেই বৃহৎ বনে নিত্য মহোৎপাত হইতে লাগিল দেখিয়া নন্দাদি বৃদ্ধ গোপগণ মিলিত হইলেন এবং কি করিলে ব্রজের এই উৎপাত-উপদ্রব প্রশমিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সেই গোপ-সভায় উপানন্দ নামে জনৈক বৃদ্ধ গোপ ছিলেন। তিনি দেশকালভিজ্ঞ ও রাম-কৃষ্ণের পরম হিতৈষী। তিনি বলিলেন,—যদি গোকুলের হিতসাধন করিতে চাও, তবে আমাদিগের পক্ষে এই বন ছাড়িয়া যাও-য়াই বিধেয়। এই স্থানে ব্রজনাশক নিমিত্ত—নিত্য নানা মহা-উৎপাত ঘটিয়াছে। বালঘ্নী রাক্ষসীর হস্ত হইতে এই বালক দৈবক্রমেই রক্ষা পাইয়াছে! সেদিন শকটখানা যে এই বালকের উপর পতিত হয় নাই, সে নিশ্চয়ই নারায়ণানুগ্রহ! দৈত্য তৃণাবর্ত্ত চক্রবাতরূপে এই বালককে আকাশপথে লইয়া গিয়া বিপন্ন করিয়াছিল; বালক শীলাতলে পতিত হইয়া-ছিল, কেবল দেবপ্রধানেরাই ইহাকে রক্ষা করিয়াছে! অতঃপর বালক বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল; বৃক্ষ ভাঙ্গিল এ বা অন্য কোন বালকই মরিল না;—ইহাও নারায়ণেরই অনুগ্রহ। অতএব আর অন্য কোন উৎপাত অমঙ্গল ব্রজে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, চল, আমরা বালকদিগকে লইয়া অনুচর-সহচর সহ সকলেই এস্থান পরিত্যাগ করি। বৃন্দাবন নামে এক পবিত্র বন রহিয়াছে; উহা তৃণলতা ও শৈলমালায় সমাকীর্ণ, নব নব অবান্তর বনে উহা বেষ্টিত, পশুগণ স্বচ্ছন্দে তথায় বিচরণ করিতে পারিবে,—গো, গোপী এবং গোপগণ সেখানে সুখে বাস করিবে। যদি সকলের অভিপ্রায় হয়, তবে আমরা আজই বৃন্দাবনে যাই। শকটসকল যোজনা কর, বিলম্ব করিও না; গোসকল অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকুক। উপানন্দের এই কথায় সমস্ত গোপই একমত হইল এবং 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব শকট সকল যোজনা করিল, ঐ সকল শকটোপরি স্ব স্ব পরিচ্ছদাদি চাপাইয়া দিল এবং অবিলম্বে বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিল।

রাজন্! গোপগণ অতি যত্নের সহিত গৃহ-

উপকরণ, বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীদিগকে শকটোপরি স্থাপন করিল। গোধন সকল অগ্রে অগ্রে চলিল; গোপগণ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া পুরোহিতদিগকে সঙ্গে লইয়া শৃঙ্গ ও তুর্য্যধ্বনি করিতে করিতে চতুর্দ্দিক হইতে যাত্রা করিল! গোপরমণীরা রথারোহণ করিয়া কৃষ্ণলীলা গাহিতে গাহিতে তাহাদের সহিত যাইতে লাগিল; তাহাদের কুচমণ্ডল কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত, কর্ণে রমণীয় কুণ্ডল এবং পরিধান বিচিত্র বসন। যশোদা ও রোহিণী রামকৃষ্ণকে লইয়া এক রথে আরোহণ করিলেন। সে রথের কি অপূর্ব্ব শোভা হইল। রাজন্! বৃন্দাবন সর্ব্বদাই সুখাগার; গোপগণ সকলেই তথায় প্রবেশ করিল। তাহাদের শকটসমূহ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত করিল; গো-কুলের বাসস্থান সেইখানেই নির্দ্দিষ্ট হইল। রাম ও কৃষ্ণ বৃন্দাবন ও যমুনাপুলিন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা উল্লিখিতরূপে বাল্যলীলা ও মধুরবচনে গোপ গোপীদের আনন্দ বিধান করিলেন; পরে যখন বয়স হইল, তখন-গোচারণে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবিধ ক্রীড়ায় তাহাদের কালাতিপাত হইতে লাগিল। নানা-পরিচ্ছদ-পরিহিত হইয়া তাহারা গোপাল-বালকদিগের সহিত বৃন্দাবনের অদূরে বৎস চারণ করিতে লাগিলেন। রাম-কৃষ্ণ কখনও বেণুবাদন, কখনও বিল্ব ও আমলক-ফল লইয়া উৎক্ষেপণ করেন; কখন কিঙ্কিনী-সমলঙ্কৃত চরণযুগল-দ্বারা ভূতল তাড়ন করত খেলিয়া বেড়ান; কোনও সময়ে বা বৎসদিগের গাত্রে কম্বল জড়াইয়া তাহাদিগকে গোরূপ করিয়া লন এবং নিজেরাও বৃষের ন্যায় আচরণ করিয়া তদনুরূপ রব করিতে করিতে তাহাদের সহিত লড়াই করিতে থাকেন; কখনও বা শব্দ করিয়া বিবিধ বন্য জন্তুর অনুকরণ করিতে থাকেন। এইরূপে রাম কৃষ্ণ কৌমার-অবস্থায় সামান্য বালকবৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

একদিন রাম-কৃষ্ণ বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে যমুনা পুলিনে বৎসচারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তাহা-দিগকে বিনাশ করিবার জন্য এক দৈত্য তথায় আগমন করিল। দৈত্য বৎসরূপ ধরিয়া বৎসগণের সহিত বিচরণ করিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিতে পাইয়া বলদেবকে দেখাইলেন। পরে তিনি যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাণ করিয়া আস্তে আস্তে সেই বৎসরূপী দৈত্যের পশ্চাতে গিয়া তাহার পশ্চাৎ-ভাগের পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং তাহাকে শূন্যে তুলিয়া সজোরে ঘুরাইতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে তাহাকে একটা কপিত্থ-বৃক্ষের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। কপিত্থ সেই বিপুল দৈত্যদেহ-ভারে ভগ্ন হইল; দৈত্য সেই বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে পড়িল। বয়স্য গোপ-বালকেরা তদ্দর্শনে 'সাধু সাধু' বলিয়া উঠিল এবং দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাম-কৃষ্ণ গোবৎসগণের পালকরূপে প্রাত-র্ভোজনাদি সঙ্গে লইয়া প্রতিদিন বৎস-চারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদিন সমস্ত গোপ-বালক একটা জলাশয় সমীপে গমন করিয়া নিজ নিজ বৎসদিগকে জল-পান করাইলেন ও নিজেরাও জলপান করিলেন। তৎকালে তাঁহারা দেখিলেন, সেই স্থানে বজ্রভগ্ন ভূপতিত গিরিকূটবৎ একটা বৃহৎ প্রাণী উপবিষ্ট আছে। একটা মহাসুর বকরূপ ধারণ করিয়া-ছিল; সে অতি বলবান্, তাহার তুণ্ডদ্বয় অতি তীক্ষ্ণ। ঐ বকাসুর সবেগে ছুটিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে গ্রাস করিল; তদ্দর্শনে বলরাম প্রভৃতি বালকবৃন্দ প্রাণহীন ইন্দ্রিয়নিচয়ের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িলেন। এদিকে বকাসুর-কবলিত কৃষ্ণ অগ্নির ন্যায় তদীয় গলদেশ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। দাহজ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বক তৎক্ষণাৎ

শ্রীকৃষ্ণকে উদগার করিয়া ফেলিল এবং ক্রোধভরে তুণ্ডাঘাতে কৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত পুনরায় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সাধুজনাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে আক্রমণকারী কংসসখা বকের তুণ্ডদ্বয় দুইহস্তে ধারণ করিয়া স্বর্গবাসীদের আনন্দ উৎপাদন করত বালকবৃন্দের সমক্ষেই তাহাকে অবলীলাক্রমে তৃণবৎ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে সুরলোকবাসীরা বকসূদন শ্রীকৃষ্ণের উপর নন্দনকাননের মল্লিকাদি প্রসূনপুঞ্জ বর্ষণ করিলেন, স্বর্গে আনক ও শঙ্খাদি বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল এবং বিবিধ স্তোত্রাদিদ্বারা দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিগীতি করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে গোপবালকেরা বিস্ময়াপন্ন হইল। ইন্দ্রিয়গণ যেমন প্রাণলাভ করিয়া সংজ্ঞা লাভ করে, তেমনি বলরামাদি বয়স্য বালকগণ বকমুখমুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া সুস্থচিত্তে শান্তি লাভ করিলেন। পরে তাঁহারা বৎসগণকে একত্র করিয়া সকলেই ব্রজে আসিলেন এবং সেই ভয়াবহ বৃত্তান্ত সকলের নিকট বর্ণন করিলেন। গোপ গোপীগণ তৎ-শ্রবণে বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যেন পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এইভাবে অত্যন্ত আনন্দের সহিত ঔৎসুক্যভরে তাঁহাদের দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদের নেত্রের আর তৃপ্তিশেষ হইল না; তাঁহারা বলিতে লাগিলেন;—কি আশ্চর্য্য! এ বালকের কতবারই মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত হইল; কিন্তু পূর্ব্বে যাহারা অন্যের ভয়োৎপাদক ছিল, অধুনা একে একে তাহারা ইহার হস্তে বিনষ্ট হইল। তাহারা ঘোরদর্শন বটে, কিন্তু ইহাকে পরাস্ত করিবার শক্তি তাহাদের হয় নাই; তাহারা হিংসা করিতে আসিয়া পাবক পতিত পতঙ্গবৎ নিজেরাই দগ্ধ হইয়া গেল। অহো! আশ্চর্য্য বটে! বিশেষতঃ বেদবেদীদিগের বাক্য কদাচ ব্যর্থ নহে; কেন না, মহর্ষি গর্গ এই বালক-সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ত' ঘটিতেছে। নন্দাদি গোপবৃন্দ এই সকল কথার আলোচনা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং রামকৃষ্ণের কথা কহিয়া কহিয়া নানা আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ভবযন্ত্রণা তাঁহাদের কোনই ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারিল না। রাজন্! রামকৃষ্ণ এইরূপে নানা ক্রীড়া করিয়া ব্রজে কৌমার-কাল অতিবাহিত করিলেন।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন;—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণ একদিন বনমধ্যেই বাল্যভোজনের অভিপ্রায় করিয়া প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিলেন এবং মনোহর শৃঙ্গরবে বয়স্য গোপালদিগকে জাগরিত করিয়া গোবৎসদিগকে অগ্রে অগ্রে লইয়া ব্রজ হইতে বহির্গত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহস্র সহস্র বালক সুন্দর শিকা, বেত্র, শৃঙ্গ ও বেণুহস্তে নিজেদেদের সহস্র সহস্র গোবৎস অগ্রে লইয়া সহর্ষে নিষ্ক্রান্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য গোবৎস; তাহার সহিত সকলেই স্ব স্ব গোবৎসদিগকে যূথবদ্ধ করিয়া লইল। তাহারা গোচারণ করিতে করিতে সেই সেই বনের বালকোচিত বিহার করিতে লাগিল। কাচ, মুক্তা, মণি ও সুবর্ণদ্বারা তাহারা সুসজ্জিত রহিলেও বনজাত ফল, প্রবাল স্তবক, পুষ্প, ময়ূরপুচ্ছ ও ধাতুরস-দ্বারা

আপনাদিগকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। বালকবৃন্দ পরস্পরের শিক্যাদি অপহরণ করিতে লাগিল; কিন্তু যেইমাত্র উহা প্রকাশ পাইল অমনি দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যাহাদের নিকট গিয়া ঐ সকল দ্রব্য পড়িতে লাগিল, তাহারা উহা আনিয়া দিয়া হাস্য করিতে লাগিল। কৃষ্ণ যদি তত্রত্য কোন শোভা দেখিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইতেন, তবে বালকদল 'আমি অগ্রে, আমি অগ্রে' বলিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকিত। কোন কোন বালক বংশী বাজাইতে লাগিল, কেহ কেহ, শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিল, কেহ ভৃঙ্গগণ সহ গান করিতে এবং কেহ কেহ কোকিলগণ সহ কূজন করিতে লাগিল। কতিপয় বালক উড্ডীয়মান বিহঙ্গমের ছায়া সহ দৌড়িতে লাগিল; কেহ কেহ হংসগণের সুন্দর গতিভঙ্গিমার অনুকরণ করিতে লাগিল। কোন কোন বালক বকদিকের সহিত বসিয়া রহিল ও কতকগুলি বালক ময়ূরগণ সহ নাচিতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষশাখায় সমারূঢ় বানরবৃন্দের লম্বমান লাঙ্গূল ধরিয়া টানিতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষশাখায় উঠিয়া বানরদিগের সঙ্গে সঙ্গে শাখা হইতে শাখান্তরে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। কতকগুলি বালক নির্ঝরজলে সিক্ত হইয়া ভেকবৃন্দের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী উল্লঙ্ঘন, প্রতিবিম্বদিগকে উপহাস ও প্রতিধ্বনি সহ আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। হে রাজন্! যিনি বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট স্বপ্রকাশ সুখস্বরূপ, ভক্তজনের পরম দেবতা এবং মায়ামূঢ়মানবের পক্ষে নরবালকরূপে প্রতীয়মান, গোপালকবৃন্দ তাঁহার সহিত এইরূপে খেলা করিতে লাগিল।—সত্য সত্যই তাহারা পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জন্ম জন্ম তপস্যা করিয়াও যাঁহার পদধূলিলাভে সমর্থ নহেন, তিনি স্বয়ং যাহাদের নেত্রগোচর হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সমস্ত ব্রজবাসীর সৌভাগ্যের পরিচয় আর কি প্রদান করিব? একদা বালকেরা বনবিহারে তন্ময় ছিল; এই সময় অঘ নামে একটা প্রকাণ্ড অসুর, তাহাদের ক্রীড়া-দর্শনে যেন অসহিষ্ণু হইয়াই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অঘ অতি দুর্দ্দান্ত অসুর! দেবতারা অমৃতপানে অমর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজ নিজ জীবন নিরাপদে রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদাই অঘাসুরের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন। অঘাসুর বক ও পূতনার কনিষ্ঠ সহোদর; সে, কংসের প্রেরণায় বালকগণের ঐ বিহার-বনে আসিয়াছিল। অঘাসুর বালকদিগের দেখিয়া ভাবিল,—আমার সহোদর-সহোদরাকে এক বালক সংহার করিয়াছে; আমি অদ্য এই সমস্ত বালকদিগকে সদলবলে সংহার করিব। এই বালকেরা যখন আমার স্বজনদ্বয়ের বিনাশকরূপে নিরূপিত, তখন ত' সমস্ত ব্রজবাসীই বিনষ্ট হইয়াই আছে; কেন না, এই বালকেরাই ত' তাহাদের প্রাণ!—প্রাণ যদি বহির্গত হয়, তবে আর দেহের কার্য্য কি?

দুর্ম্মতি অঘাসুর এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যোজনায়ত বিশাল পর্ব্বতবৎ বিপুল দেহ ধারণ করিল এবং গিরিগহ্বরবৎ ব্যাদিত-বদনে পথি-মধ্যে পতিত রহিল। তাহার নিম্ন ওষ্ঠ ভূতল ও উত্তর ওষ্ঠ আকাশতল স্পর্শ করিল; সৃক্কণীদ্বয় দুই দুইটা গুহার ন্যায় দৃষ্ট হইল; এক একটা দন্ত এক একটা গিরিশৃঙ্গ-তুল্য দেখাইতে লাগিল; মুখাভ্যন্তর ঘনান্ধকারপূর্ণ, জিহ্বা একটা সুবিস্তৃত পথের ন্যায় প্রতীয়মান, শ্বাস সাক্ষাৎ প্রভঞ্জন এবং চক্ষু দুইটা দাবাগ্নির ন্যায় খরস্পর্শ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বালকগণের মনে বৃন্দাবনের একটা দৃশ্য বলিয়াই ভ্রম হইল। তাহারা ব্যাদিত অজগর-বদনের সহিত উৎপ্রেক্ষা করিয়া লীলাচ্ছলে বলিতে লাগিল—ভাই সকল, দেখ দেখ, ঐ আমাদের সম্মুখে একটা প্রাণীর আকার দেখা যাইতেছে; আমাদিগকে গ্রাস করিবার

নিমিত্ত, দেখ দেখি, ঐ প্রণীটা সর্পের ন্যায় হাঁ করিয়া আছে কি না? সত্যই বটে। দেখ দেখ, দিবাকর-করস্পর্শে রক্তবর্ণ জলদজাল উহার উত্তর ওষ্ঠ এবং ঐ জলদপ্রতিবিম্ব-দ্বারা অরুণীকৃত ভূমি উহার নিম্ন ওষ্ঠরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বামে দক্ষিণে দুইটা গিরিগহ্বর উহার ওষ্ঠপ্রান্তভাগের তুল্য দেখাইতেছে এবং গিরিশৃঙ্গগুলি উহার দংষ্ট্রা-বলীর ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। সুবিস্তৃত দীর্ঘপথ উহার জিহ্বা স্পর্শ করিয়াছে, আর গিরিশৃঙ্গগুলির মধ্যগত অন্ধকারপুঞ্জ উহার মুখাভ্যন্তরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দাবাগ্নিতাপ-তপ্ত অত্যুষ্ণ পবন উহার নিশ্বাসবৎ প্রকাশ পাইতেছে এবং যে সকল প্রাণী দাবাগ্নিদগ্ধ হইতেছে, তাহাদের দুর্গন্ধ সর্পদেহান্তর্গত আমিষগন্ধবৎ অনুভূত হইতেছে। ইহা আমাদিগকে গ্রাস করিবে না কি? ঐ যদি সত্যই সর্প হয়, তবে ত, বকাসুরের ন্যায় কৃষ্ণের হস্তেই উহার বিনাশ হইবে।

বালকেরা এইরূপ বলাবলি করিয়া হাসিতে হাসিতে করতালি দিতে দিতে বকারি হরির কমনীয় মুখকমলের দিকে তাকাইতে তাকাইতে অঘাসুরের উদরগহ্বরে প্রবেশ করিল। বালকেরা প্রকৃততত্ত্ব না জানিয়া ঐ যে সকল কথা কহিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিলেন এবং শুনিয়া চিন্তা করিলেন,—আমার স্বজন-বন্ধুবর্গ সর্পদেহধারী অসুরকে চিনিতে পারে নাই; উহারা না জানিয়াই ঐরূপ বলিতেছে। সর্ব্বান্তর্য্যামী হরি এইরূপ স্থির করিয়া বালকদিগকে নিবারণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, ইতিমধ্যেই বালকেরা স্ব স্ব বৎসদিগকে লইয়া অঘাসুরের উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কিন্তু অসুর উহাদিগকে অধঃকরণ করিল না; কেন না, সে তাহার আত্মীয়গণের মৃত্যু স্মরণ করিয়া তাহাদের সংহারকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণেরই প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিখিললোকের অভয়দাতা; তিনি তাহার স্বজনদিগকে স্বীয় কর-ভ্রষ্ট ও মৃত্যুজঠরানলের তৃণীভূত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন—ইহা নিশ্চয়ই দৈব দুর্ঘটনা। তখন তিনি আরও ভাবিলেন, এখন আমার কর্ত্তব্য কি? এই খলস্বভাব অসুরের মৃত্যু হইবে অথচ বালকদিগের কোনই অনিষ্ট হইবে না, এমন উপায় কি আছে? মুহূর্ত্ত পরেই কর্ত্তব্য স্থির হইল; ভগবান্ হরি কালসর্পের বদন-বিবরে প্রবেশ করিলেন। দেবতারা মেঘান্তরালে ছিলেন, তাঁহারা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। অঘাসুরের কংস প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবেরা আনন্দিত হইলেন! সর্পের গলপ্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সমস্তই শুনিলেন এবং পূর্ব্ব-প্রবিষ্ট বালক ও বৎসগণ নিজেকে অতি বেগে বর্দ্ধিত করিলেন। তাহাতে অঘাসুরের কণ্ঠপথ নিরুদ্ধ এবং নয়নদ্বয় বহিগত হইল। সে ব্যাকুলভাবে এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; অবিলম্বে তাহার উদরাভ্যন্তর বায়ুপূর্ণ হইল। ঐ বায়ু, অবশেষে ব্রহ্মচক্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইল; সেই বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে উহার সর্ব্বেন্দ্রিয় নির্গত হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ তখন বিগতজীবন বালক ও বৎসদিগকে স্বীয় অমৃতদৃষ্টিদ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাহাদিগের সহিত বহির্গত হইলেন। অসুরের স্থূলদেহগত শুদ্ধময় অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ স্বীয় প্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের বহির্গমন প্রতীক্ষায় আকাশে অবস্থান করিতেছিল। ভগবান্ হরি যেমন সেই সর্পমুখ-বাহিরে আসিলে, তৎক্ষণাৎ ঐ জ্যোতিঃ দেবগণ-সমক্ষেই হরির দেহে প্রবেশ করিল। তখন দেবতারা পুষ্পবর্ষণ, অপ্সরোগণ নৃত্য, সুগায়কেরা সঙ্গীত, বিদ্যাধরেরা বাদ্য, ব্রহ্মণেরা স্তব এবং প্রমথগণ জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যসাধক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিলেন। তাৎকালিক বিবিধ উৎসব, অপূর্ব্ব স্তব, এবং মনোজ্ঞ বাদ্য গীত,

ও জয়ধ্বনি প্রভৃতি মঙ্গল-কোলাহল শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা সত্বর তথায় আগমন করিলেন এবং ঈশ্বরের অপূর্ব্ব মহিমা দর্শনে বিস্মিত হইয়া গেলেন।

রাজন্! কৃষ্ণহস্তে নিহত সেই অজগর অসুরের অদ্ভুত চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া বহুকালপর্য্যন্ত ব্রজবাসীদের ক্রীড়াবিল হইয়া রহিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন পঞ্চবর্ষ, তখন তিনি এই অঘাসুরের কবল হইতে নিজেকে এবং বন্ধুদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল সঙ্গী বালকেরা কৃষ্ণকৃত এই কার্য্য দেখিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিলে, তাহারা ব্রজমধ্যে বলিয়াছিল 'অদ্যই ঐ ব্যাপার ঘটিয়াছে।' অসাধুজন ভগবানের তুল্যরূপতা কখনই লাভ করিতে পারে না; কিন্তু অঘাসুর কেবল ভগবানের অঙ্গস্পর্শ করিয়াই পাপমুক্ত ও তাঁহার তুল্যরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাঁহার শ্রীমূর্ত্তির মনোময়ী প্রতিকৃতি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রহ্লাদাদি ভক্তবৃন্দকে ভাগবতী গতি অর্পণ করিয়াছিল, মায়া-নিরাসকর্ত্তা সেই ভগবান্, স্বয়ং অঘাসুরের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং অঘাসুর মুক্ত হইবে না কেন?

সূত বলিলেন;—হে দ্বিজগণ! রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় আত্মদাতা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া শুকদেবসমীপে পুনরপি কৃষ্ণের পবিত্র চরিত্রবার্ত্তাই জিজ্ঞাসা করিলেন।—হরিচরিত শ্রবণে তাহার মন একান্তই বিভোর হইয়াছিল।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—ব্রহ্মন্! যে কর্ম্ম পূর্ব্বে কৃত হইয়াছিল, তাহা কি করিয়া বর্ত্তমানকাল-কৃত বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে? হরি পঞ্চমবর্ষ বয়সে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গেই বালকেরা তাহার ষষ্ঠবর্ষে সেই কর্ম্ম অদ্যকৃত বলিয়া উল্লেখ করিবে কেন? হে মহাযোগিন্! আপনি এক্ষণে আমার এই প্রশ্নেরই উত্তর করুন। গুরো! আমাদের বড়ই কৌতূহল উপস্থিত; মনে হয়, ইহা হরিরই নিশ্চয় মায়া। আমরা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়জাতি হইলেও সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য; কেন না, আপনার নিকট হইতে অজস্র আমরা পূত কৃষ্ণকথামৃতই পান করিতেছি।

সূত বলিলেন;—হে ভাগবত-প্রধান শৌনক! রাজা পরীক্ষিৎ আত্মবিষয়ক প্রশ্ন করিয়া শুকদেবের অন্তরে যে অনন্তদেবকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, তিনি যদিও শুকদেবের সমস্ত ইন্দ্রিয় অপহরণ করিলেন, তথাচ শুকদেবের কষ্টে পুনরায় বাহ্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে প্রত্যুত্তর দানে প্রস্তুত হইলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন—হে ভাগবতপ্রবর, মহাভাগ! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তুমি ভাগবতী কথা বার বার শ্রবণ করিয়াও প্রশ্নদ্বারা উহা নূতন করিয়া তুলিতেছ। যাঁহারা সারগ্রাহী সাধুপুরুষ, হরিকথাই তাঁহাদের বাক্য, কর্ণ ও অন্তঃকরণ-স্বরূপ। তাঁহাদের স্বভাবই এইরূপ যে, স্ত্রৈণদিগের মধ্যে যেমন স্ত্রীবিষয়িণী নানা কথা হইতে থাকে, সেইরূপ ঐ সাধুদিগের ভিতরও নিত্য নূতন নূতন হরিকথার আলোচনা হয়। রাজন্! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর; আমি তোমার নিকট অতি গোপনীয় বিষয় বলিতেছি। গুরুগণ প্রিয়শিষ্যের নিকট অতি গুপ্ত বিষয়ও ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরের বদনরূপ মৃত্যু-কবল হইতে বৎস-বালকদিগকে রক্ষা করিবার পর, তাহাদিগকে একটা সরসীতীরে লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন—ওহে বয়স্যগণ! এই সরসী-পুলিন অতি মনোরম স্থান। এখানে আমাদের সমস্ত ক্রীড়াদ্রব্য বিদ্যমান। এখানকার স্বচ্ছ বালুকাগুলি অতীব কোমল। ঐ দেখ, জলে কত শত শত কমল প্রস্ফুটিত আছে; উহাদের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গকুল জলমধ্যে কি সুন্দর ধ্বনি তুলিয়াছে! পুলিনবর্ত্তী বৃক্ষগুলি ঐ ধ্বনির প্রতিধ্বনি লইয়া খেলা করিতেছে। এস এস, আমরা সকলে এই স্থানে ভোজন করি। বেলা অধিক হইয়াছে, সুতরাং ক্ষুধায় সকলেই কাতর হইয়াছি। বৎসগণ এই সরোবরের জল পান করিয়া তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে নিকটেই বিচরণ করুক।

'তাহাই হউক' বলিয়া বালকেরা স্ব স্ব বৎসগণকে তত্রত্য শ্যামল তৃণরাজির উপর বন্ধন করিয়া রাখিল এবং শিক্য সকল খুলিয়া লইয়া আনন্দে ভগবানের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। প্রফুল্লনেত্র ব্রজবালকদল সেই বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে মুখামুখি উপবেশন করিল, মনে হইল,—শ্রীকৃষ্ণ যেন ফুল্লপদ্ম কর্ণিকা, আর ঐ বালকেরা যেন তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পত্রদল। বালকদিগের মধ্যে কেহ পুষ্প, কেহ পত্র, কেহ পল্লব, কেহ অঙ্কুর, কেহ ফল, কেহ শিক্য, কেহ ত্বক্ এবং কেহ বা শিলার পাত্র প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে লাগিল। তখন সকলেই স্ব স্ব বিভিন্নরুচির পরিচয় দিয়া পরস্পর হাসিয়া ও হাসাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজন আরম্ভ করিল; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যজ্ঞভোক্তা হইয়াও বালকবৎ কেলি-করণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উদরবসনমধ্যে বেণু, বামকক্ষে শৃঙ্গ, বামহস্তে বেত্র, অঙ্গুলিসমূহে গ্রাসযোগ্য নানা ফল এবং দক্ষিণহস্তে দধ্যোদনের গ্রাস লইয়া বালকবৃন্দমধ্যে কর্ণিকাবৎ বিরাজিত হইয়া পরিহাস-বচনে বন্ধুদিগকে হাসাইতে লাগিলেন এবং নিজেও হাসিয়া হাসিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গবাসী ও মর্ত্তবাসীরা আশ্চর্য্যের সহিত সেই দৃশ্য দেখিতেছিল। বৎসপালক ব্রজবালকেরা এইরূপে অচ্যুত সহ একাত্মভাবে ভোজন করিতেছে, ইতিমধ্যে বৎসগণ নব নব তৃণলোভে দূর অরণ্যে প্রবেশ করিল; ইহাতে বালকবৃন্দ শঙ্কিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সকলভয়েরই ভয়স্বরূপ; তিনি বালকদিগকে ভীত দেখিয়া বলিলেন,—বয়স্যগণ! নির্ভয়ে ভোজন কর, বিরত হইও না; আমিই তোমাদের বৎসদিগকে আনিয়া দিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিয়া বয়স্যগণের গোবৎসন্ধানে গিরি, দরী, কুঞ্জ ও গহ্বরসমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।—খাদ্যগ্রাস তখনও তাঁহার হস্তে রহিয়াছিল। পদ্মজন্মা ব্রহ্মা, আকাশে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অঘাসুরের বধ ও বৎসবালকগণের উদ্ধারসাধন দেখিয়া ইতিপূর্ব্বে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মায়াবালকরূপী ভগবানের অন্য মনোহর মহিমা দেখিবার তাঁহার সাধ হইল; তিনি বালকগণের ভোজনাবসরে আগমন করিয়া তদীয় বৎস ও বালকদিগকে অন্যত্র লুকাইয়া রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কৃষ্ণ বৎসানুসন্ধানে গিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না; তিনি আবার সেই সরসী-পুলিনে ফিরিয়া আসিলেন। এখানেও বালকদিগকে দেখিতে পাইলেন না; তখন তিনি আবার তাহাদের সন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু বৎস বা বালকদিগের কাহারও সন্ধান কুত্রাপি না পাইয়া তিনি সহসা চিন্তা করিয়া দেখিলেন, ইহা ব্রহ্মারই কার্য্য। তখন ব্রজবালকদিগের জননী ও বিশ্ব-বিধাতা ব্রহ্মার সন্তোষ উৎপাদনের জন্য বিশ্বময় ঈশ্বর নিজেই বৎসগণ ও ব্রজবালকগণের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ গো-গোপালমূর্ত্তি ধারণ করিবার উদ্দেশ্য এই

যে, যদি তিনি ব্রহ্মার অপহৃত বৎস ও বৎসপালকদিগকে লইয়া আইসেন, তাহা হইলে ব্রহ্মার মোহ-উৎপাদন হয় না; এদিকে আবার নিজে যদি ব্রজবালকদিগের আকৃতি ধারণ না করেন, তাহা হইলে তাহাদের জননীগণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে তখন দ্বিবিধ রূপই ধারণ করিতে হইয়াছিল। হরি তৎকালে সমস্ত বৎস ও বৎসপালের অবিকল আকার-প্রকার ধারণ করিলেন। যে বৎসের ও বৎসপালের যেমন যেমন শরীরপ্রমাণ; যাহার যে পরিমাণ করচরণাদি; যাহার যেরূপ যষ্টি, শৃঙ্গ, বেণু ও শিক্য; যাহার যে প্রকার ভূষণ ও বসন; যাহার যেরূপ শীল, গুণ, নাম, আকৃতি ও বয়স এবং যাহার যেরূপ আহার-বিহারাদি, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ সর্ব্বরূপে প্রকট হইয়া, 'সর্ব্বজগৎ বিষ্ণুময়' এই বাক্যই সার্থক করিয়া দিলেন। ভগবান্ নিজেই নিজের প্রয়োজনানুসারে সর্ব্বাত্মরূপ ধারণ করিয়া ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি আপনি আপনার প্রয়োজক হইলেন; আত্মস্বরূপ বৎসদিগকে শাসন করিতে করিতে নিজ বিহারে নিজেই ক্রীড়া করিয়া চলিলেন। যাহার যাহার যে যে বৎস, তাহাদিগকে সেই সেই স্থানে তিনি পৃথক্ পৃথক্ দলে বিভক্ত করিয়া লইয়া গিয়া সেই সেই গোষ্ঠে রাখিলেন। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই সেই বৎস ও সেই সেই গোপালরূপে পরিণত হইয়া সেই সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে ব্রজবালকদিগের জননীগণ স্ব স্ব বালকের বেণুরবে সত্বর উত্থিত হইলেন এবং স্ব স্ব হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। স্নেহবশতঃ তাহাদের স্তন্য দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল; উহা সুধার ন্যায় সুমিষ্ট ও আসবের ন্যায় মাদকতাময়। ব্রজ-রমণীরা স্ব স্ব পুত্র-বোধে ঐ স্তন্য-দুগ্ধ পরব্রহ্মকেই পান করাইলেন। হে রাজন্! যে সময় যেরূপ ক্রীড়া করিবার নিয়ম, শ্রীকৃষ্ণ সেই অনুসারে সায়ংকালে আসিয়া সুন্দর আচরণ-দ্বারা জননীদিগকে আনন্দিত করিলেন। জননীগণ মর্দ্দন, মার্জ্জন, লেপন, অলঙ্কার-পরিধান ও ভোজন করাইয়া এবং তাঁহার রক্ষা বিধান করিয়া তাঁহাকে লালন করিতে লাগিলেন। তখন গাভীগণও সত্বর স্ব স্ব গোষ্ঠে প্রবেশ করিল এবং হুঙ্কার-রবে স্ব স্ব বৎসদিগকে একত্র করিয়া বারবার অবলেহন করিতে লাগিল, আর সেই বৎসদিগকে নিজ নিজ স্তন্য-দুগ্ধ পান করাইল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপী ও গাভীগণের ইতিপূর্ব্বেও মাতার ন্যায় ভাববন্ধন ছিল; এক্ষণে বিশেষত্ব এই যে, অধুনা তাঁহার প্রতি স্নেহভাব আরও বৃদ্ধি পাইল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণও উহাদিগকে মাতার ন্যায় মনে করিয়া পুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন; কিন্তু এখনকার মত মায়া তাঁহার সেকালে ছিল না। ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসিগণের যেরূপ স্নেহানুরক্তি ছিল, অধুনা স্ব স্ব পুত্রের প্রতি তদনুরূপ স্নেহানুরাগ এক বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ অল্পে অল্পে অশেষরূপে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে বৎস ও বৎসপালক বালকদিগের রূপ ধারণ করিয়া নিজেই নিজের রক্ষকরূপে বনে ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই ভাবে প্রায় এক বৎসর অতীত হইল। বৎসর পূর্ণ হইতে পাঁচ ছয় দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ একদিন বলরাম সহ বৎসচারণ করিতে করিতে বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দূরে গোবর্দ্ধন গিরির শিখরোপরি গাভীগণ বিচরণ করিতেছিল; তাঁহারা দেখিল, ব্রজ-উপকণ্ঠে তাঁহাদের বৎসগণ চড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহা দেখিয়া ঐ সকল গাভী আপনা ভুলিয়া স্নেহের আকর্ষণে হুঙ্কার করিতে লাগিল এবং রক্ষকদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া দুর্গম পথ অতিক্রম করত দ্রুতপদে

ব্রজের নিকট আসিল। গাভীগণের দুগ্ধ গমনবেগে চতুর্দ্দিকে ক্ষরিত হইতেছিল। এই গাভীগণ পুনর্ব্বার বৎস প্রসব করিয়াছিল, তথাচ গোবর্দ্ধন গিরির নিম্ন-তটে তাহাদের বৎসগণ সহ মিলিত হইয়া তাহাদের অঙ্গলেহন করিয়া স্ব স্ব স্তন্য-দুগ্ধ তাহাদিগকে পান করাইল। গোপগণ গাভীদিগকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়ায় তাহারা লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। দুর্গম পথপর্য্যটনে তাহারা একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল; এক্ষণে বৎসগণ সহ স্ব স্ব পুত্রদিগকে দেখিয়া তাহারা প্রেমার্দ্র হইল। তাহাতে তাহাদের ক্রোধ দূরে থাকুক, অনুরাগই সঞ্চারিত হইল। তাহারা বাহুবেষ্টনে বালকদিগকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করত পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিল। বৃদ্ধ গোপগণ বালকবৃন্দের আলিঙ্গণে অতিমাত্র মনস্তুষ্ঠি লাভ করিয়াছিল; অতঃ-পর যদিও কষ্টে আলিঙ্গন পরিত্যাগ করিল, তথাচ উহা স্মরণ হওয়ায় উহাদের অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। যে সকল শিশু স্তন-পান ছাড়িয়াছিল, ব্রজ-বাসীদের তাহাদের উপরও প্রেম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া রাম তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। এই জন্য তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি আশ্চর্য্য! ইতিপূর্ব্বে ব্রজবাসীদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এক্ষণে নিজ নিজ পুত্রের প্রতি সেইরূপই প্রেম বৃদ্ধি হইতেছে কেন? আমার নিজের মনও তাঁহাদের প্রতি একান্ত স্নেহা-প্লুত হইতেছে! একি মায়া! এ মায়া কোথা হইতে আসিল! একি দৈবী, মানুষী, না আসুরী মায়া! মনে হয়—নিশ্চয়ই আমার প্রভুরই ইহা মায়া; এ মায়া আমাকেও যে মোহিত করিয়া ভুলিয়াছে! যদুনন্দন রাম ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া জ্ঞাননেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন—যত কিছু বৎস এবং যে কিছু বৎসপালক, সকলই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। বলরাম পরে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসিলেন—ভাই কৃষ্ণ! পূর্ব্বে জানিতাম, এই বৎসগণ ঋষিগণের, আর এই বৎসপালকেরা দেবগণের অংশ; কিন্তু সম্প্রতি সেরূপ ত' আর দেখি না। দেখিতেছি—সর্ব্ব বস্তু ভবদাশ্রয় হইলেও সমস্ত বস্তুতেই তুমি বিদ্যমান। তাই বলিতেছি, কেমন করিয়া তুমি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইলে, তাহা যথাযথ বল।

বলদেবের জিজ্ঞাসায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষয় ব্যক্ত করিলেন। বলদেব তখনই সমস্তই জানিতে পারিলেন। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে তদীয় মায়া-রচিত সেই সকল বৎস ও বৎসপাল সহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে একটী বর্ষ অতীত হইল। এই এক বর্ষ-কালই ব্রহ্মার একটী ত্রুটিকাল। ব্রহ্মা নিজ পরিমাণে ঐ ত্রুটিমাত্র-কাল পরে আসিয়া দেখি-লেন—কৃষ্ণ অনুচরগণ সহ পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া করিতেছেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে যথাপূর্ব্ব অনুরাগভরে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া আপনা আপনি মনোমধ্যে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন—গোকুলের যাবতীয় বৎস ও বৎসপালক সকলেই আমার মায়া-শয্যায় শায়িত আছে, এখনও তাহারা পুনরুত্থান করে নাই; অথচ এস্থানে এই বৎস ও বালকদল কোথা হইতে আসিল? এখানে বিষ্ণুর সহিত সেই সকলগুলিই ক্রীড়া করিতেছে।

ব্রহ্মা বহুবার এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিলেন; কিন্তু কোনগুলি প্রকৃত, কোনগুলি অপ্রকৃত, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি এইরূপে মোহ-বিরহিত বিশ্ববিমোহন বিষ্ণুকে মোহিত করিতে গিয়া নিজেই নিজ মায়ায় মোহিত হইয়া পড়ি-লেন। যেমন নীহারজনিত অন্ধকার, অন্ধকার রজনীতে নিজে পৃথক্ আবরণ ঘটাইতে পারে না—রাত্রির অন্ধকারেই উহা লীন হইয়া যায়, এবং যেমন খদ্যোতদ্যুতি দিবাভাবে নিজেকে পৃথক্ প্রকাশ করিতে পারে না, তেমনি যিনি মহৎব্যক্তির প্রতি মায়া

প্রকাশ করিতে যান, তাহার নিজের মায়া তাহার নিজের শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়।

হে রাজন্! অধুনা অন্য এক আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করুন। ব্রহ্মা যখন দেখিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন, ইতিমধ্যে সহসা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল—তথাকার যাবতীয় বৎস ও বৎসপাল সকলই মেঘবৎ শ্যামবর্ণ; পরিধানে সকলেরই পীতপট; সকলের চতুর্ভুজ; সকলের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-ধারী সকলেরই মস্তক কিরীটমণ্ডিত; কর্ণে সকলেরই কুণ্ডল গলদেশে সকলেরই হার বনমালা, বাহুতে সকলেরই অঙ্গদ, করে সকলের রত্ন-কঙ্কণ এবং সকলেই নূপুর, কটিসূত্র ও অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া শোভমান! পুণ্যবান্ ব্যক্তিসকলের অর্পিত কোমল তুলসীদলে তাঁহাদের সকলেরই আপাদ-মস্তক পরিব্যাপ্ত! উহারা সকলেই কৌমুদীবিনিন্দিত ধবল হাস্য এবং অরুণাভ কটাক্ষ-নিক্ষেপে যেন সত্ত্ব ও রজোগুণ-দ্বারা ভক্তমনোভীষ্টের শ্রষ্টা ও পালকরূপেই প্রতিভাত হইতেছেন! ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত নিখিল চরাচরই যেন প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে নৃত্যগীতাদি বিবিধ পূজোপকরণ-দ্বারা উহাদের সকলকেই যেন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপাসনা করিতেছে। উঁহারা সকলেই অনিমাদি মহিমা, মহাবিদ্যা প্রভৃতি শক্তি ও চতুর্বিবংশতি তত্ত্ব-দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ভগবানের মহিমায় অণিমাদি মহিমার সহযোগী যে কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, ধর্ম্ম ও গুণাদির স্বতন্ত্রতা তিরস্কৃত হইয়াছে, সেই কালাদি মূর্ত্তিমান্ হইয়া যাঁহাদের সকলেরই উপাসনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, উঁহারা সকলেই সত্যজ্ঞানানন্দময়, অনন্তমূর্ত্তি, ত্রিজাতীয় ভেদ-বিরহিত এবং সর্ব্বদাই একরূপ; সুতরাং আত্মজ্ঞানই যাঁহাদের চক্ষু, সেই সকল মূর্ত্তির অপরিসীম মাহাত্ম্য স্পর্শযোগ্য নহে।

রাজন্! এই নিখিল চরাচর বিশ্ব যে পরব্রহ্মের জ্যোতিতে উদ্ভাসমান, ব্রহ্মা এককালে সমস্তই তন্ময় দর্শন করিয়াছেন। দেখিয়াই তাঁহার অত্যন্ত কৌতুক হইল, কৌতুকাবেগে তখন তিনি হংস-পৃষ্ঠে উল্‌টিয়া পড়িলেন। এই সকল মূর্ত্তির তেজে তাঁহার একাদশ ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হইল; তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন।—তাহাতে মনে হইল, ব্রহ্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সম্মুখে যেন একখানি চতুর্ম্মুখ কনকপ্রতিমা প্রতিভাত হইতেছে। যিনি বাগধীশ্বর, তর্কের অগোচর, অপার মহিমান্বিত, স্বপ্রকাশ, সুখময়, অজ এবং প্রকৃতির পরেও যিনি তন্ন-তন্নরূপে স্বপ্রকাশক, সেই ব্রহ্মা তখন 'একি, একি, বলিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন; আর দেখিতে পারিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার অবস্থা বুঝিলেন, বুঝিয়া স্বীয় মায়া-যবনিকা টানিয়া লইলেন। ব্রহ্মা আবার বহির্দৃষ্টি লাভ করিলেন। মৃত ব্যক্তির গাত্রোত্থানের ন্যায় তিনি অতি কষ্টে উঠিয়া বসিয়া কোনরূপে নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া আপনার সহিত জগদ্দর্শন করিতে লাগিলেন এবং চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নানা-তরুরাজি বিরাজিত নানা-অভীষ্টবস্তু পরিপূর্ণ বৃন্দাবন তাঁহার নয়নগোচর হইল। ব্রহ্মা দেখিলেন—বৈরিভাব যাহা-দের স্বাভাবিক, সেই সকল প্রাণীও একত্র মিত্রভাবে বৃন্দাবনে বাস করিতেছে। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাস-নিবন্ধন ক্রোধলোভাদি সমস্ত তথা হইতে বিদায় লইয়াছিল। ব্রহ্মা আরও দেখিলেন, পরাৎপর সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম একটি গোপবালকের ভূমিকা লইয়া হস্তে খাদ্যসামগ্রী গ্রাস ধারণ করত বৎস ও সখাদিগকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা আপন বাহন হংস হইতে নামিলেন এবং সুবর্ণদণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া মুকুটচতুষ্টয়ের অগ্রভাগদ্বারা সেই গোপালরূপী ব্রহ্মপদে প্রণিপাত এবং আনন্দাশ্রুরূপ সচ্ছজলে সে পদযুগল ধৌত করিয়া দিলেন। শ্রীহরির মহিমা পূর্ব্বে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা যতবার

স্মরণ হইতে লাগিল, ততবার তিনি উঠিয়া উঠিয়া ওচরণে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা এইরূপে বহুক্ষণ অবস্থান করিলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া নয়নদ্বয় মুছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া অবনতমস্তকে সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন;—হে স্তবার্হ! তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই তোমাকে স্তব করি। তোমার নীরদ-নিভ শ্যামলদেহে বিদ্যুদ্বিজড়িত পীতাম্বর পরিহিত রহিয়াছে; গুঞ্জাফলকৃত কর্ণভূষায় এবং ময়ূরপুচ্ছে ভবদীয় বদন-মণ্ডল সাতিশয় শোভিত হইতেছে; গলে বনমালা দুলিতেছে; তোমার হস্তস্থিত ভোজনগ্রাস, বেত্র, শৃঙ্গ ও বংশী—এই সকল চিহ্ন তোমার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে! তুমি গোপনন্দনবেশে গোচারণে রহিয়াছ; তথাচ তোমার চরণযুগল অতি সুকোমল! হে দেব! তোমার ঐ কলেবর ভক্তব্যক্তির মনোমত। ইহাদ্বারা আমার প্রতিও অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আপনার এই দেহ ভূত নির্ম্মিত নহে, ইহা সহজলভ্য করিবার জন্য প্রকাশিত হইলেও শুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ হইতেই ইহার উদ্ভব; সুতরাং মন যতই সংযত হউক, সে মন দ্বারাও ইহার মাহাত্ম্য কেহই অবগত হইতে পারেন না। হে বিভো! আপনার এই গুণময় স্থূলদেহেরই মহিমা যখন দুর্জ্ঞেয় তখন ভবদীয় আত্মসুখানুভব-স্বরূপ মহিমাই বা কে জানিতে পারিবে? ভবদীয় মহিমা এরূপে যতই দুর্জ্ঞেয় হউক, তাহা হইতে সংসার-পাশমোচনের অসম্ভাবনা নাই; কেন না—জ্ঞানলাভার্থ অল্পমাত্র প্রয়াস না করিয়াও যাঁহারা স্বস্থানস্থিত হইয়া সাধুজন-বর্ণিত ভগবদ্গুণকথা শ্রবণ করেন এবং কায়মনোবাক্যে আদর করিয়া জীবনধারণ করিতে থাকেন, হে অজিত! এই ত্রিলোকমধ্যে তোমাকে জয় করিতে তাঁহারাই সক্ষম হন; সুতরাং তাঁহাদের নিকট আপনি কখনই দুর্ল্লভ নহেন। যাহারা অল্প-প্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃসার শূন্য স্থূলতুষ-রাশি আহত করে, তাহাদের যেমন পরিশ্রমই সার হয়—ফল কিছুই হয় না, তেমনি যাঁহারা ভবদীয় মঙ্গলময়ী ভক্তি পরিহার করিয়া কেবল জ্ঞান-লাভার্থই প্রয়াস করেন; তাঁহাদের ক্লেশ ভোগই সার হইয়া থাকে।

হে অসীম! হে অচ্যুত! এ জগতে প্রথমে যোগী হইয়া অনেকে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না; অবশেষে তাঁহারা আপনার প্রতি নিখিল লৌকিক চেষ্টা সকল ও স্ব স্ব কর্ম্ম অর্পণ এবং ভবৎকথা অবিরত শ্রবণ করিতে থাকেন। তাহাতে আপনার প্রতি তাঁহাদের যে ভক্তি জন্মিয়া থাকে, তাহা-দ্বারাই তাঁহারা আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আপনার উত্তমা গতি প্রাপ্ত হন সুতরাং জ্ঞানলাভ ভক্তি-দ্বারাই হইয়া থাকে। হে ভূমন্! আপনি সগুণ-নির্গুণ দ্বিবিধ রূপেই দুর্জ্ঞেয়; তথাচ যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া অন্তঃকরণে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা স্ব-প্রকাশরূপে স্ফূর্ত্তিযুক্ত আত্মাকারপ্রাপ্ত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হইতে বরং সগুণ নারায়ণ স্বরূপ আপনাকে কথঞ্চিৎ অবগত হইতে পারেন। পরন্তু যে সকল নিপুণব্যক্তি জন্ম জন্ম প্রয়াস করিয়া

পৃথিবীর পরমাণু সকল, শূন্যের হিমকণসমূহ এবং গগনমণ্ডলগত নক্ষত্রাদির কিরণপুঞ্জে পরমাণুরাশি গণনা করিতে পারেন, সেরূপ কোন ব্যক্তিও বিশ্বমঙ্গলার্থ অবতীর্ণ—আপনার গুণসমূহের গণনা করিতে সমর্থ নহেন। যিনি আদরসহকারে আপনার অনুগ্রহ-আকাঙ্ক্ষায় আত্মকৃত কর্ম্ম সকল উপভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে আপনার চরণে প্রণিপাত করিয়া জীবন যাপন করিতে থাকেন, মুক্ত-ধনের অধিকারী তিনিই হইতে পারেন। ফলকথা, যেমন বাঁচিয়া না থাকিলে পৈতৃক ধনের অধিকারী হওয়া যায় না, তেমনি ভক্তজীবন ব্যতীত মুক্তি অধিকারের উপায়ান্তর নাই। রাজন্! ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলেন; পরে ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার জন্য নিজের অপরাধ উল্লেখ করিয়া কহিলেন—হে ঈশ! আমার দুশ্চেষ্টা দেখ! তুমি অনন্ত, তুমি অনাদি, তুমি পরমাত্মা এবং তুমিই মায়াজীবীদিগেরও বিমোহন; আমার এতই মূঢ়তা যে, আমি তোমার উপরও মায়া বিস্তার করিয়া আপন ঐশ্বর্য্য দেখাইতে চাহিয়াছিলাম! অহো! উত্থিত অগ্নিশিখা যেমন অগ্নির নিকট অকিঞ্চিৎকর, তেমনি আমিও তোমার নিকট কিছুই নহি; আমাকে আপনি ক্ষমা করুন; রজোগুণ হইতে আমার আবির্ভাব, সুতরাং 'আমিই জগৎকর্ত্তা, এই অজ্ঞানগর্ব্বে আমি অন্ধ হইয়াছিলাম ভাবিয়াছিলাম, তুমি ব্যতীত ঈশ্বরান্তর আছেন। এখন বুঝিলাম, আপনিই একমাত্র ঈশ্বর। আমি ভৃত্যমাত্র; সুতরাং ভৃত্যের অপরাধ ক্ষমা করুন। প্রকৃতি, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, জল ও পৃথিবী-ঘটিত এই ব্রহ্মাণ্ড আমার নিজপরিমাণে সপ্তবিতস্তি মাত্র পরিমিত! এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যদিও আমার দেহ, তথাপি আপনার রোমবিবরগুলি এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণুসমূহের গতাগতির গবাক্ষস্বরূপ; সুতরাং আপনার মহিমা আমি জানিতে পারিব, ইহা কি কখন সম্ভবপর? হে জন্মরহিত! গর্ভস্থ বালক যে তাহার উভয়পদদ্বারা প্রহার করে, মাতা কি তাহার অপরাধ কখনও গ্রহণ করেন? স্থূল সূক্ষ্ম, কার্য্য-কারণ নামে এই যে কিছু পদার্থ বিদ্যমান, সমস্তই তোমার উদরগত; কোনটাই বহির্ভূত নহে। 'প্রলয়কালে সমস্ত সমুদ্রজল যখন পরস্পর মিলিত হইয়াছিল, তখন নারায়ণের নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়' ইহা সত্যবাক্য বটে; কিন্তু হে ঈশ্বর! তাহা হইলেও আমার আবির্ভাব কি তোমা হইতেই হয় নাই? সর্ব্বদেহীর আত্মা ও নিখিল লোকের সাক্ষী একমাত্র তুমিই; তথাচ তুমি কি সেই নারায়ণ নহ? আর জীবসমূহ যাহার অয়ন (আশ্রয়) বলিয়া যিনি 'নারায়ণ' নামে বিখ্যাত, তিনিও তোমারই মূর্ত্তি। দেব! জগদাশ্রয়স্বরূপ তোমার এই দেহ পূর্ব্বে জলাভ্যন্তরে বিরাজিত ছিল—একথা যদি সত্য হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমি পদ্মনাল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শত বৎসর ধরিয়া অন্বেষণ করিয়াও তোমার সাক্ষাৎ পাই নাই কেন? তখন যে কালে আমি তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখনই বা আবার তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম কেন? হে মায়া-নিরামক! এই নিখিল প্রপঞ্চ বাহিরে প্রকাশমান হইতেছে বটে, তথাচ নিজোদরমধ্যে জননীকে ইহা দেখাইয়া এই বর্ত্তমান অবতারেই মায়া প্রদর্শন করিলে! এ বিশ্ব তোমার উদরে যেরূপ প্রকাশ পায়, বাহিরে ও যখন সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে, তখন যে এ সকলই মায়া, ইহাতে আর সন্দেহ কি আছে? তুমি সম্প্রতি আমায় দেখাইলে—তুমি ছাড়া এ জগতে সমস্তই মায়া; অগ্রে তুমি এক ছিলে, তুমি সকল ব্রজবালক ও বৎসরূপ ধারণ করিলে; তাহার পর ভূমি সকল দেখিলাম, সকল চতুর্ভুজরূপে বিরাজমান। নিখিলতত্ত্ব সহ সেই সমুদয় রূপেরই আমি উপাসনা করিয়াছি। অতঃপর

সেই সমুদায়ের কতকগুলি মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইল। সেই তুমি অপরিমিত অদ্বয় ব্রাহ্মাণ্ডরূপে এক্ষণে বিরাজমান রহিয়াছ। প্রভো! তুমিই আত্মা; যাহারা তোমার প্রকৃতস্বরূপ জানে না, তুমি তাহাদের পক্ষে নিজেই নিজমায়া বিস্তার করিয়া এ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা আমি (ব্রহ্মা), পালনকর্ত্তা আপনি (বিষ্ণু) এবং সংহারকর্ত্তা ত্রিলোচন-রূপে প্রকাশমান হইতেছ। হে প্রভো! হে ঈশ্বর! হে বিধাতৃ-পুরুষ! তোমার জন্ম নাই, তথাচ তুমি যে সুর, নর, ঋষি, তির্য্যক্-জাতি ও জলচরদিগের মধ্যে জন্মগ্রহণ কর, সে কেবল অসাধুদিগের উৎসাদন ও সাধুদিগের পালন-নিমিত্তই। হে ভগবন্! তুমি ভূমা, তুমি পরমাত্মা; ত্রিলোকমধ্যে কে কবে কোথায় কিরূপে তোমার বিচিত্র লীলা বুঝিতে পারিয়াছে? তুমি যোগমায়া বিস্তার করিয়া খেলিতেছ; তাই বলি, এই যে স্বপ্নপ্রায় সতত-প্রকাশ নিখিল বিশ্ব, ইহা অসৎ। তুমি নিত্য সুখময়; তোমাতে এ বিশ্ব তোমা-রই মায়ায় উৎপন্ন হইয়া তোমাতেই লয় পাইলেও ইহা সৎ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তুমিই আত্মা, তুমিই পুরুষ; তাই তুমি সত্য। সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের পূর্ব্বে তুমি বিদ্যমান, তাই তুমি আদ্য। তুমি নিত্য অনন্ত; সুতরাং পরিপূর্ণ। অজস্র সুখময় তুমি তোমার ক্ষয়-বিনাশ নাই। তুমি স্বয়ং জ্যোতিঃ-স্বরূপ, নিরঞ্জন ও নিরুপাধিক; তোমাকে যাহারা যাবতীয় আত্মস্বরূপ—মুখ্য আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন, তাহারা গুরূপদেশে জ্ঞান লাভ করিয়া এই মিথ্যা সংসার পার হইয়া থাকেন। যাহারা আত্মাকে আত্মা বলিয়া বুঝিতে পারে না, রজ্জুতে সর্পদেহের উৎপত্তি ও অপবাদের ন্যায় তাহাদের সমক্ষে অজ্ঞানোৎপন্ন এই নিখিল প্রপঞ্চ প্রকাশ পায়; পুনরায় জ্ঞানোদয় হইলেই তাহার নিরাশ হইয়া থাকে।

ভববন্ধ ও মোক্ষ এই দুইটী অজ্ঞান-সংজ্ঞক; কেন না, সত্য ও প্রজ্ঞভাব হইতে এ দুইটীর ভেদ ভিন্নতা নাই। বিচার করিয়া দেখ;—সূর্য্যে যেরূপ রাত্রি-দিন নাই, শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মেও তেমনি বন্ধ-মোক্ষ নাই। তুমি আত্মা, তোমাকে আত্মা-ভিন্ন দেহাদি এবং দেহাদিকে যে আত্মা, বলিয়া জ্ঞান, ইহা অজ্ঞজনের অজ্ঞতারই পরিচয় মাত্র। আত্মা বহির্ভাগে অন্বেষিত হইবার নহেন; যাঁহারা সাধু সাধক, তাঁহারা জড় পদার্থ ছাড়িয়া দেহাভ্যন্তরেই আত্মার অনুসন্ধান করেন। হে বিভো! জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু তোমার মহিমার ইয়ত্তা করা যায় না। তোমার চরণকমলের কিয়দংশের প্রসাদ-লাভে যিনি সমর্থ হইয়াছেন, তিনি তোমার মহিমাতত্ত্ব বুঝেন; তদ্ভিন্ন অন্য যিনিই হউন, অসৎ জ্ঞান পরিহার না করিয়া চিরকাল বিচার-আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারেন না। অতএব, হে নাথ! ইহ জন্মেই হউক, বা পশু-পক্ষী প্রভৃতি অপর কোন জন্মেই হউক, তোমার স্বজনগণ-মধ্যেই হউক, আমি যেন যে কোন একজন হইয়া তোমার শ্রীপদপল্লব সেবা করিতে পারি; এইরূপ মহা ভাগ্যই আমার হউক। অহো! ব্রজের গাভীকুল ও রমণীকুলই ধন্য; কেন না, আপনি গোবৎস ও গোপালকরূপে পরমানন্দে তাহাদের স্তন্যামৃত পান করিতেছেন। শত শত যজ্ঞ-দ্বারাও যাঁহার তৃপ্তি উৎপাদন করা যায় না, ঐ স্তন্যামৃত-পানে সেই তুমি তৃপ্ত হইতেছ! অহো! নন্দাদি ব্রজবাসিগণের কি ভাগ্য! কি ভাগ্য!—পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণ সনাতন ব্রহ্ম আজ তাহাদের আত্মীয়! হে অচ্যুত! অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা শঙ্কর, আর একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা আমি—আমরা এই সকল ব্রজবাসীর ইন্দ্রিয়রূপ পান-পাত্র-দ্বারা ভবদীয় পদারবিন্দের মকরন্দ-মধু নিরন্তর পান করিতেছি; তাহাতেই আজ আমাদের কি মহা-সৌভাগ্যের অভ্যুদয়! এই জীবলোকে,—জীবলোক-

মধ্যেও বনে—তন্মধ্যেও আবার গোকুলে যদি জন্ম লওয়া যায়, তবেই তাহা পরম ভাগ্যের বিষয়; কেন না, গোকুলে জন্মলাভ করিতে পারিলে তত্রত্য কোনও না কোন গোকুলবাসীর পদধূলিদ্বারা পূত হওয়া যাইতে পারে। হে বিভো! গোকুল-বাসীরা কেন যে এত ধন্য হইল, তাহার এইমাত্র কারণ যে, অদ্যাপি বেদসকল যে মুকুন্দপদারবিন্দ-পরাগ অন্বেষণ করিতেছেন, সেই মুকুন্দই ব্রজবাসী-দিগের সর্ব্ব-প্রাণ। হে দেব! পূতনা, বক ও অঘাদি রাক্ষসেরা তোমার ভক্তের অনুকরণ মাত্র করিয়াই স্ব স্ব আত্মীয়গণ সহ যখন তোমাকে লাভ করিতে পারিয়াছে, তখন ব্রজবাসীদিগকেও সর্ব্বফলাত্মক তুমি—তোমার নিজস্বরূপ ব্যতীত আর যে কোন্ ফল প্রদান করিবে, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ব্রজবাসিবৃন্দের গৃহ, ধন, বন্ধু, প্রিয়জন, পুত্র, পান ও অভিলাষের একমাত্র উদ্দেশ্য তুমিই; অতএব তাহাদিগকে যদি শ্রেষ্ঠ ফল না দিলে তাহা যথেষ্ট হইবে কেন? হে কৃষ্ণ! রোগাদি—চৌর, গৃহ—কারাগার ও মোহ—পদশৃঙ্খল ততদিনই লোকের হইয়া থাকে, যতদিন না সে তোমার স্বজন হইতে পারে। ভগবন্! প্রপঞ্চশূন্য হইয়াও বিপন্নজনকে আনন্দিত করিবার জন্যই এই ধরাতলে প্রপঞ্চরূপে প্রকট হইতেছ। হে বিভো! যাঁহারা জানিয়াছেন, তাহারা জানুন; আমি কিন্তু তোমার বৈভব কায়মনো-বাক্যে প্রয়াসী হইয়াও বুঝি নাই। প্রভো! আদেশ করুন, আমি বিদায় হই। আপনি সর্ব্বদর্শী; আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনিই এ জগতের অধি-পতি; অতএব এই মমত্বের আবাস—এ জগৎ ও দেহ আপনাকে অর্পণ করিলাম। হে কৃষ্ণ! হে বৃষ্ণিকুল-পঙ্কজরবে! হে ধরিত্রী, দেব, দ্বিজ ও পশুরূপ সমুদ্রের বৃদ্ধিবিষয়ক চন্দ্র! হে পাষণ্ডধর্ম্মরূপ নৈশ অন্ধকারের ধ্বংসকারিন্! হে ভূতলচারী রাক্ষসকুলের সংহারকারিন্! হে সূর্য্যাদি পূজ্যগণেরও পূজনীও! আকল্প তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি।

শুকদেব বলিলেন;—হে রাজন্! বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা মহাপুরুষের এইরূপ স্তব-স্তুতি করিয়া তিন বার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও তদীয় চরণকমলে বার বার প্রণামপূর্ব্বক অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার সম্মতি-অনুসারে পূর্ব্বাবস্থিত বৎসগণকে যমুনা তটে লইয়া আসিলেন; আবার যমুনাপুলিনে সখা-সমাগমে পূর্ণ হইল। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ বালকদের প্রাণপ্রভু ছিলেন; তিনি ভিন্ন যদিও ক্ষণকাল তাহাদের এক বৎসর বলিয়া বোধ হইত, তথাপি তাহারা মায়ায় মুগ্ধ ছিল বলিয়া এক বৎসর কাহাদের ক্ষণার্দ্ধরূপে অনুভূত হইল।

এ জগৎ যে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, সে মায়ায় সংসারে যাহাদের চিত্ত বিমুগ্ধ—তাহারা কিনা ভুলিতে পারে? ব্রজ-বালক-দল কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—সখা হে, তুমি বড়ই দ্রুতবেগে আসিয়াছ? আমাদের হাতের গ্রাস হাতেই রহিয়াছে, একজনেও তাহা খাই নাই; এস, খাও, বিলম্ব করিও না। শ্রীকৃষ্ণ হাসিলেন এবং বালকদের সহিত ভোজন করিলেন; পরে সেই অজগরের চর্ম্ম দেখিতে দেখিতে বন হইতে ব্রজধামের দিকে যাইতে লাগিলেন। পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গিয়া পৌছিলেন।—ময়ূরপুচ্ছে ও নব নব ধাতুরাগে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ চিহ্নিত হইয়াছিল, তিনি বংশী ও শৃঙ্গের উচ্চরবে বৎসদিগকে সাদরে ডাকিতেছিলেন; শ্রীঅঙ্গ গোপাঙ্গনাদিগের নয়নোৎপলের উৎসবস্বরূপ! হে রাজন্! বালকেরা ব্রজে গিয়া বলিতে লাগিল—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অদ্য বনে একটা মহাসর্প বধ করি-য়াছে। আমরা তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

পরীক্ষিৎ শুকদেব-সকাশে জিজ্ঞাসিলেন,—ব্রহ্মন্! কৃষ্ণ পরের সন্তান; তথাচ নিজ নিজ

পুত্রের প্রতি ব্রজবাসীদের যেরূপ স্নেহ ছিল, তদপেক্ষা অধিক স্নেহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহারা করিত কেন ? এ বিষয়টা খুলিয়া বলুন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! আত্মাই সকল প্রাণীর প্রিয় ; পুত্রই বলুন, আর সম্পত্তিই বলুন, সকল বস্তুই আত্মার প্রিয় বলিয়াই সকলেরই প্রিয়। সুতরাং নিজ নিজ আত্মার প্রতি দেহিগণের যাদৃশ স্নেহ হয়, মমতাস্পদ ধন, পুত্র বা গৃহাদির প্রতি তাদৃশ স্নেহ হয় না। হে ক্ষত্রিয়-বর ! যাহাদের মতে এই দেহই আত্মা, তাহাদের নিকট দেহ যেরূপ প্রিয়, ধনপুত্রাদি সেরূপ প্রিয় নহে। দেহ মমতার আশ্রয় হইলেও আত্মার ন্যায় প্রিয় হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত দেখ—দেহ যদি জীর্ণ হয়, তথাপি জীবনাশা প্রবলই থাকিয়া যায় ; অতএব স্ব স্ব আত্মাই সর্ব্বপ্রাণীর প্রিয়তম,—আত্মার জন্যই এই চরাচর জগৎ সকলেরই প্রিয়। জানিও, কৃষ্ণ নিখিল আত্মার আত্মা ; তিনি ভুবন-মঙ্গলের জন্য মায়াযোগে দেহধারীর ন্যায় এ জগতে বিচরণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা নিখিল বিশ্বের কারণরূপে অবগত আছেন, তাঁহাদের চক্ষে এই চরাচর সমস্তই ভগবানের রূপ ; তদ্ভিন্ন কোনবস্তুই তাঁহারা দেখেন না। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণের কারণ ; সুতরাং তিনি ছাড়া আর কি থাকিতে পারে ? যাঁহারা পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির পাদপল্লব-তরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই ভবসাগর তাঁহাদের নিকট গোষ্পদবৎ অকিঞ্চিৎকর। তাঁহারা পরমপদ বৈকুণ্ঠে বাস করেন ; এই বিপদসঙ্কুল সংসারে তাঁহাদিগকে আর আসিতে হয় না।

রাজন্ ! তুমি প্রশ্ন করিয়াছিলে—পঞ্চমবর্ষবয়স্ক-শ্রীকৃষ্ণের কৃতকর্ম্ম তাঁহার ষষ্ঠবর্ষের কৃতকর্ম্ম বলিয়া কিরূপে উল্লিখিত হইল ; আমি তোমার সেই প্রশ্নের উত্তরে এই সকল বিবরণ বর্ণন করিলাম। বন্ধুগণ সহ মুরারির এই আচরণ, অঘাসুর-বধ, শাদ্বল-ভোজন, বৎস ও বৎসপালাদি রূপ ধারণ এবং ব্রহ্মকৃত স্তুতি যে ব্যক্তি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তিনি নিখিল পুরুষার্থ-লাভে কৃতার্থ হন। হে রাজন্ ! এইরূপ লীলাদ্বারা লীলা-নিলয় কৌমারকাল ব্রজে অতিক্রম করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন—রাম-কৃষ্ণ ব্রজে বাস করিয়া ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিলেন এবং পশুপালদিগের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া উঠিলেন। সখাগণ সহ প্রত্যহই তাঁহারা গোচারণ করিতেন। তাঁহাদের পদস্পর্শে বৃন্দাবন অতি পুণ্যস্থান হইয়া উঠিল। একদিন শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিবার অভিলাষে বংশী-ধ্বনি করিতে করিতে পশুপালদিগকে অগ্রে লইয়া বলরাম সহ একটা কুসুমাকর বনে প্রবেশ করিলেন। গোপগণ তাঁহার যশোগান করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন,—কলকণ্ঠ বিহঙ্গম, ভৃঙ্গদল এবং মৃগসমূহে সেই বনভূমি সমাকীর্ণ ; উহার স্থানে স্থানে সাধুজনের অন্তঃকরণের ন্যায় নির্ম্মল জলাশয় সকল কমলকুলে সমলঙ্কৃত আছে। এই সকল জলাশয়ের শীতল-শীকর-কণবাহী সমীরণ, পদ্মগন্ধ হরিয়া বনভূমির নানাদিকে ছুটিতেছে। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া করিতে ঔৎসুক্য হইল। তিনি ঐ বনমধ্যে আরও দেখিলেন,—বনস্পতিগণ ফলপুষ্প-ভারে অবনত হইয়া তাহাদের অরুণাভ পল্লবদলের কান্তিচ্ছটার সহিত শাখাগ্রভাগ-দ্বারা বলদেবের পদস্পর্শ করিতেছে। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইলেন এবং হাস্য করিয়া

অগ্রজকে বলিলেন,—অহো! কি আশ্চর্য্য! হে দেববর! যে পাপের ফলে ইহারা বৃক্ষ-জন্ম পাইয়াছে, সেই পাপক্ষালনের নিমিত্ত ফলকুসুমসমূহের উপকরণ লইয়া শাখাগ্র-স্পর্শে ইহারা আপনার অমরপূজিত পাদপদ্মযুগলে নমস্কার করিতেছে। হে আদিদেব! এই সকল ভৃঙ্গদল আপনার নিখিল-লোকপাবন সুযশোগাথা পান করিতে করিতে আপনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে। হে অনন্ত! নিশ্চয়ই ইহারা আপনার সেবক —সেই ঋষিবৃন্দ। আপনি বনাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছেন, তথাচ ইঁহারা আপনাকে ছাড়িতেছেন না।—আপনিই যে ইঁহাদের আত্মদৈবত! হে পূজ্য! ধন্য এই সকল বনবাসী! ঐ ময়ূরবৃন্দ দূর হইতে আপনাকে দেখিয়া আনন্দভরে নাচিতেছে; ঐ অদূরে হরিণীদল গোপরমণীদিগের ন্যায় আনন্দে আপনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, আর ঐ কোকিলকুল কলকূজনে আপনার সন্তোষ জন্মাইতেছে। এইরূপ আচরণই ত' সাধুজনের স্বভাব। ধন্য পৃথিবী! তৃণ-গুল্মগুচ্ছ আপনার পদস্পর্শ করিয়া—তরুলতা সকল ভবদীয় নখর-নিকরে ছিন্ন হইয়া—গিরি, নদী, ও মৃগপক্ষিকুল আপনার সদয় দৃষ্টিপাত লাভ করিয়া এবং গোপীগণ লক্ষ্মীরও স্পৃহণীয় ভবদীয় ভুজমধ্য প্রাপ্ত হইয়া অধুনা ধন্য ও কৃতার্থ!

শুকদেব বলিলেন—শ্রীমান্ শ্রীপতি, অনুচর-সহচরগণ সহ এইরূপে হৃষ্টান্তঃকরণে পরমানন্দে বৃন্দাবন-মধ্যে পশুচারণ করিয়া গিরি-নদী-তটে বিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নদীয় সহচরেরা পথে তাঁহার লীলা-গান করিত। মদান্ধ অলিকুল যখন সঙ্গীত-ঝঙ্কার তুলিত, বলরাম সহ তিনিও তখন গান ধরিতেন। কখনও মধুরবাক্যে শুকপক্ষী সহ আলাপ করিতেন, কখন বা কোকিল-কুলের কলকূজনের অণুকরণ করিতে করিতে ধাবিত হইতেন, কখনও কলহংস-নাদের সহিত মধুরনাদ তুলিতেন, কখন বা বয়স্যবৃন্দকে হাসাইয়া ময়ূর সহ নাচিতেন। কখনও বা গো-গোপগণের মনোহর মধুরবাক্যে নাম ধরিয়া ডাকিয়া দূরগত পশুদিগকে প্রীতিভরে প্রত্যানয়ন করিতেন। কখনও চকোর, চক্রবাক, বক ও ময়ূরগণের অনুকরণ করিয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেন। কখনও দেখাইতেন—যেন পশুচারণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র ও সিংহ হইতে ভয় পাইয়াছেন! কখনও ক্রীড়াশ্রান্ত বলরামকে কোন গোপ-বালকের ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া স্বয়ং পাদসংবাহনাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া শ্রমাপনোদন করিতেন এবং কখনও বা ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর হস্তধারণ করিতে হাসিতে হাসিতে নৃত্য, গীত, লম্ফ ও উল্লম্ফনাদি করিতেন এবং মল্লযুদ্ধনিরত বালকবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকিতেন। মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ যখন মল্লযুদ্ধ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া কোন গোপসখার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতেন, তখন কোন কোন নিষ্পাপ বালক তাঁহার পাদসংবাহন করিত; কেহ কেহ ব্যজনসাহায্যে বীজন করিত; কেহ কেহ স্নেহানুরক্ত-চিত্তে মৃদুমধুর-স্বরে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মনোমত গান গাহিত। কমলা যাঁহার পদপল্লবের সেবিকা, সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বরূপ গোপন রাখিয়া নিজ মায়ায় ক্রীড়া করিতে করিতে গোপবালকের অনুকরণে সামান্য বালকবৎ বালকসাধারণের সহিত ক্রীড়ানিরত হইতেন। সে ক্রীড়ায় কখন কখন স্বীয় ঐশ্বরিক চেষ্টাই প্রকাশ পাইত।

শ্রীদাম, সুবল ও স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি গোপ-বালকবৃন্দ রাম-কৃষ্ণের সখা ছিলেন। তাঁহারা একদিন রাম-কৃষ্ণকে বলিলেন,—ওহে মহাবল রাম! ওহে দুষ্টদমন কৃষ্ণ! এইস্থানের অনতিদূরে একটা বৃহৎ তালবন বিদ্যমান। ঐ বনে প্রতিদিন প্রচুর তালফল পতিত হয় এবং এখনও পড়িয়া আছে। কিন্তু ধেনুক নামে একটা দুরাত্মা অসুর ঐ সকল

তালফল-রক্ষক। সে অসুর অতি বড় বীর্য্যশালী; সে একটা গর্দ্দভের রূপ ধারণ করিয়া ঐ তালবনে বাস করিতেছে। উহার জ্ঞাতিগণও তুল্য-বলশালী; তাহারাও ঐ ধেনুকের সহিত বনবাস করিতেছে। ধেনুকাসুর নরমাংসভোজী; সুতরাং তাহার ভয়ে তত্রত্য সুগন্ধি ফলগুলি আজ পর্য্যন্ত কেহই আনিতে পারে নাই। এই দেখ সে সুগন্ধের আঘ্রাণ এখানে বসিয়াও পাইতেছি। তালগন্ধে চিত্ত আমাদের আমোদিত হওয়ায় ঐ সকল ফলের প্রতি আমাদের লোভ জন্মিয়াছে। কৃষ্ণ হে, ঐ সকল ফল আমাদিগকে আনিয়া দাও। ওহে বলরাম! তালফলের জন্য আমরা বড়ই আগ্রহবান্; তোমার ইচ্ছা হইলে চল, আমরা সকলেই তথায় যাই।

মহারাজ! প্রভু রাম-কৃষ্ণ মিত্রবর্গের এই কথা শুনিয়া তাহাদের ইষ্ট-সাধনার্থ হাসিতে হাসিতে তাল-বনাভিমুখে গমন করিলেন। গোপবালকেরা তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বলদেব মত্তমাতঙ্গবৎ তালবনে প্রবেশ করিয়াই বাহুদ্বারা সবলে তালবৃক্ষ সকল কম্পিত করত তাহাদের ফল পাড়িতে লাগিলেন। ফলপাতনশব্দ শুনিতে পাইয়া গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর ভূতল-ভূধর কম্পিত করত বেগে দৌড়িয়া আসিল এবং আসিয়াই পশ্চাৎ-ভাগের পদদ্বয়-দ্বারা বলরামের বক্ষে আঘাত করিয়া গর্দ্দভবৎ বিকট চীৎকারে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ গর্দ্দভ আবার বলরামের দিকে আসিল এবং ক্রোধভরে পুনর্ব্বার বলরামের প্রতি পশ্চাৎ-ভাগের দুইপদ-দ্বারা প্রহার করিল। বলরাম একহস্ত-দ্বারাই তাহার পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং সজোরে বারংবার ঘুরাইয়া উহাকে তালবৃক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতেই তাহার জীবনবায়ু বহির্গত হইল। উন্নত তালতরু গর্দ্দভদেহে আহত হইয়া পার্শ্বস্থ তালতরুদিগকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ভগ্ন হইয়া ভূপতিত হইল। পার্শ্বস্থ কম্পমান বৃক্ষ অপর বৃক্ষকে এবং সে আবার আর একটা বৃক্ষকে কাঁপাইয়া তুলিল। বলরাম লীলাক্রমে যে গর্দ্দভদেহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা-দ্বারা আহত হইয়া তালবনস্থ নিখিল বৃক্ষই মহাবাত্যা-বিচালিতবৎ কম্পিত হইতে লাগিল। রাজন্! জগদীশ্বর অনন্তদেবের এ কার্য্য কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তন্তুরাজিতে যেমন বস্ত্র, তেমনি এই বিশ্ব তাঁহাতেই ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত। যাহাই হউক, ধেনুকের যে সকল জ্ঞাতি-গোত্র গর্দ্দভ তথায় ছিল, বান্ধব নিহত হওয়ায় তাহারা সকলেই রাম-কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া আসিল। মহারাজ! গর্দ্দভদল যেমন যেমন আসিতে লাগিল, রাম-কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহাদের পদদ্বয় ধরিয়া ধরিয়া তালবৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তালবনভূমি অসংখ্য দৈত্যদেহে ও তালবৃক্ষের মস্তকে পরিব্যাপ্ত হইয়া, মেঘমণ্ডলাবৃত নভোমণ্ডলবৎ লক্ষিত হইতে লাগিল। দেবতারা রাম-কৃষ্ণের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম শুনিলেন; শুনিয়া পুষ্পবর্ষণ, দুন্দুভিনাদ ও নানাবিধ স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। তদবধি সকলেই নির্ভয়ে সেই তালবন হইতে তালফল গ্রহণ করিতে লাগিল; পশুগণ তৃণ-ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। যাঁহার নাম শ্রবণে কীর্ত্তনে মানব পবিত্রতম হইতে পারে, সেই শ্রীকৃষ্ণ এই ঘটনার পর অগ্রজ বলরাম সহ ব্রজে গমন করিলেন। ব্রজবালকেরা স্তব করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গাভীগণের খুরোত্থিত ধূলিকণায় শ্রীকৃষ্ণের কেশ-পাশ ধূসরিত হইয়া গিয়াছিল—তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ ও বনজাত পুষ্পদাম গ্রথিত; কৃষ্ণের নয়ন দুইটী বড়ই মনোহর, তিনি মনোজ্ঞ হাস্য ও মধুর বংশীধ্বনি করিতেছিলেন। গোপবালকেরা তাঁহার কীর্ত্তি-কথা গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত গোপ-

কামিনীগণের নয়নযুগল ঔৎসুক্যপূর্ণ হইয়াছিল ; এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। দেখিয়া সকল গোপীই তাঁহার নিকটে আসিলেন। কৃষ্ণ-বিরহে দিবসে ব্রজবনিতা-গণের অন্তরে যে তাপ জন্মিয়াছিল, সম্প্রতি তাহারা নয়নভৃঙ্গ-দ্বারা বদন-মধু পান করিয়া সে তাপ প্রশমিত করিল। গোপবধূগণের সলজ্জ হাস্য ও বিনয়-বিজড়িত কটাক্ষনিক্ষেপ-রূপ পূজা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রজধামে প্রবেশ করিলেন। পুত্রবৎসলা রোহিণী ও যশোদা রাম-কৃষ্ণকে কোলে লইয়া সময়োচিত আশী-র্ব্বাদ করিলেন। মজ্জন ও উন্মজ্জন প্রভৃতিদ্বারা রাম-কৃষ্ণের পথশ্রান্তি অপনীত হইল ; তাঁহারা মনোজ্ঞ মাল্য-বসনে ভূষিত হইলেন। তখন জননীদ্বয় সুস্বাদু অন্ন আনিয়া দিলেন ; রাম-কৃষ্ণ তাহা ভোজন করিয়া সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

মহারাজ ! ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপে বৃন্দাবন বিচরণে প্রবৃত্ত রহিয়া একদিন সখাগণ সহ কালিন্দী-তীরে গমন করিলেন ; এদিন বলরামকে লইয়া গেলেন না এবং তাঁহাকে বলিয়াও গেলেন না। কালিন্দী-তীরে পৌঁছিয়া গো ও গোপবালকেরা নিদাঘ-তাপে তাপিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কালিন্দীর বিষদূষিত জল পান করিল। কুরুবর ! ঘটনাক্রমে কালিন্দীর সেই বিষদূষিত জলপানে বিচেতন হইয়া সকলেই নদীসৈকতে নিপতিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া স্বীয় অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিপাতে তাহা-দের সকলকেই পুনরুজ্জীবিত করিলেন। তাহাদের স্মৃতিশক্তি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল ; তাহারা জলের নিকট হইতে উঠিয়া বসিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল —সকলেই বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহারা মনে করিল বিষপানে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াও পুনরায় যে জীবন পাইল, গোবিন্দের সকরুণ দৃষ্টি তাহার একমাত্র কারণ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন ! কালিন্দীর জল কালিয়-সর্পের বিষ-দূষিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণও তাহা দেখিয়া উহার শুদ্ধি-সাধনের জন্য কালিয়কে তথা হইতে বিতাড়িত করিলেন। পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে বিপ্র ! কালিয় বহু যুগ ধরিয়া কালিন্দীজলে বাস করিতেছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে সে অগাধ জলমধ্যগত কালিয়কে নিগৃহীত করেন ? তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্রহ্মন্ ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপী, স্বেচ্ছাক্রমেই সর্ব্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত ; তিনি গোপালন-ব্যপদেশে যে যে উদার কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই অমৃতস্বরূপ—যতই সেবা করা যায়, কিছুতেই কাহারও বিতৃষ্ণা নাই।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ ! কালিন্দীর অভ্যন্তরে একটা হ্রদ ছিল। কালিয় তন্মধ্যে বাস করিত। উহার বিষাগ্নিতাপে সেই হ্রদজল সততই ফুলিতে থাকিত। বলিতে কি, ঐ হ্রদের উপর দিয়া পক্ষিকুল উড়িয়া যাইতে লাগিলেও সেই হ্রদজলে পড়িয়া যাইত। ঐ হ্রদস্থ বিষজলকণা বহন করিয়া বায়ু যাহাকেই স্পর্শ করিত, সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। খলদিগের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি যখন দেখিলেন সেই ভীমবেগ বিষবীর্য্যে নদীজল দূষিত হইয়াছে, তখন তীরস্থ একটা কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং দৃঢ়রূপে কটি-বন্ধন করিয়া বাহু আস্ফোটন করিতে

করিতে সেই অত্যুচ্চ বৃক্ষ হইতে বিষজলে পতিত হইলেন। পুরুষবরের পতনবেগে হ্রদস্থ সর্পকুল ব্যাকুল হইয়া পড়িল; তাহাদের বিষপ্রবাহে কালিয়-হ্রদের জল আরও স্ফীত হইয়া উঠিল। সেই স্ফীত-জলরাশির বিষকষায়িত ভয়ঙ্কর তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে শত-ধনু পরিমিত স্থান ব্যাপীয়া ছুটীতে লাগিল। মহারাজ! গজরাজ বিক্রম শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই হ্রদজলে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার ভুজদণ্ডসঞ্চালনে জলরাশি বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ করিল। ঐ জলের শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং স্বীয় বাসস্থান আক্রান্ত হইল দেখিয়া কালিয় সর্প তাহা সহ্য করিতে পারিল না; সে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার মর্ম্ম-স্থানে দংশন করিল এবং ফণা-দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন কৃষ্ণগত-প্রাণ প্রিয়সখা গোপালগণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্পদেহে বেষ্টিত ও নিশ্চেষ্ট দেখিয়া একান্তই কাতর হইয়া পড়িল এবং দুঃখ, অনুতাপ ও ভয়ে হতজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। গো, বৃষ, বৎস ও বৎসতরী সকল নিতান্ত দুঃখিতভাবে শোকসূচক শব্দ করিতে লাগিল; তাহারা কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।—তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হইল, তাহারা যেন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

এদিকে ব্রজধামে নানা উৎপাত-উপদ্রব উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া শুনিয়া এবং বলরামকে না লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গিয়াছেন ইহা জানিতে পারিয়া নন্দাদি গোপবৃন্দ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণের স্বরূপ তাহাদের অবিদিত ছিল—তাঁহারা কৃষ্ণগত-মন ছিলেন; সুতরাং ব্রজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সেই সকল দুর্নিমিত্ত-দুর্ঘটনা দেখিয়া মনে করিল, তবে বুঝি কৃষ্ণ নাই। এই ধারণায় তাহারা দুঃখ, শোক ভয়ে কাতর হইয়া কৃষ্ণ-দর্শন-কামনায় দীনচিত্তে গোকুল হইতে বহির্গত হইল। প্রভু বলরাম তাহাদিগকে তাদৃশ দেখিয়া হাসিলেন, মুখে কিছুই প্রকাশ করিলেন না; কেন না, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব তাঁহার বিলক্ষণই বিদিত ছিল।

রাজন্! গোপ-গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া তাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত পথ ধরিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা যমুনাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ! যোগিগণ যেমন বিশেষ বিশেষ উপাধি পরিহার করিয়া বেদমার্গে পরমতত্ত্ব অন্বেষণ করেন, গোপ-গোপীগণও তৎকালে তেমনি গাভীগণের অনুসৃত পথে অন্যান্যের বিশেষ বিশেষ পদচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া পদ্ম, যব, অঙ্কুশ, চক্র ও ধ্বজ-চিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহারা তথায় গিয়া দূর হইতে দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ হ্রদজলে ভুজঙ্গদেহে বেষ্টিত, তীরে গোপবালকগণ হতচেতন এবং পশুগণ চতুর্দ্দিকে রোরুদ্যমান; দেখিয়াই গোপ-গোপীরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গোপীগণ ভগবান্ অচ্যুতের প্রতি অনুরক্তা ছিল—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের একান্ত প্রিয়তম ছিলেন, তিনি এক্ষণে সর্পাক্রান্ত; এই কারণে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সৌহৃদ্য, হাস্য, দৃষ্টি ও বাক্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখ-সন্তাপে সন্তপ্ত হইল—প্রিয়জন-বিরহিত এই ত্রৈলোক্য তাহাদের নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ-জননী পুত্রের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি কাতর হইলেন। তাঁহারা নিকটে অগ্রসর হইতে হইতে মুখে কেবল ব্রজপ্রিয় কৃষ্ণকথাই কহিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণের প্রতি নেত্র নিবদ্ধ করিয়া মৃতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। নন্দাদি গোপবৃন্দ নিজেদের প্রাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তদবস্থায় দেখিয়া শোকাবেগে সেই হ্রদজলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু বলরাম কৃষ্ণের প্রভাব বিদিত ছিলেন, তাই তিনি তাঁহাদিগকে জলপ্রবেশে নিষেধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মানব-চরিত্রেরই অনুকরণ করিতেছিলেন; তিনি নিজের তাৎকালিক অবস্থা এবং

তাঁহারই জন্য গোকুলের যাবতীয় স্ত্রী পুরুষ, বালক-বালিকা সকলেরই তাদৃশ শোক-কাতরতা লক্ষ্য করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র তদবস্থায় রহিলেন; পরে সেই সর্পবন্ধন হইতে অবিলম্বে নিজেকে মুক্ত করিলেন। হরি সর্প-বেষ্টিত অবস্থায় নিজের দেহ বাড়াইয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে সর্পের দেহ অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিল; সুতরাং বেদনাবশে সর্প শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিল এবং ক্রোধভরে ফণা সকল উত্তোলন করিয়া একদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া রহিল—ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কালিয়নাগের নাসারন্ধ্র দিয়া তৎকালে বিষ নিঃসরণ হইতেছিল; তাহার চক্ষু পাকপত্রবৎ সন্তপ্ত এবং মুখবিবর-সমূহে যেন অনল-শিখা দীপ্তি পাইতেছিল। দ্বিশিখাবিশিষ্ট জিহ্বা দ্বারা ঐ সর্প সৃকণীদ্বয় লেহন এবং দারুণ বিষাগ্নি-যুক্ত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ গরুড়বৎ ক্রীড়া করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ-বিচরণ করিতে লাগিলেন; কালিয় সর্পও তদীয় পলায়নের সুযোগ-প্রতীক্ষায় ভ্রমণ কহিতে লাগিল। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে কালিয়ের বলহ্রাস হইল এবং তাহার স্কন্ধদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন সকল কলাবিদ্যার আদ্যগুরু শ্রীকৃষ্ণ, কালিয়কে আনত করিয়া তাহার মস্তক-সমূহে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্পের শিরাস্থিত মণিগণসম্পর্কে কৃষ্ণের পদাম্বুজদ্বয় অতীব অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকে তদবস্থায় নৃত্য-নিরত দেখিয়া গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মুনি, চারণ ও দেববালাগণ প্রীতিভরে মৃদঙ্গ, পণব, ও আনক বাদ্য এবং সঙ্গীত করিতে লাগিলেন; তাঁহারা পুষ্পোপহার বর্ষণ করিতে লাগিলেন; তাঁহারা পুষ্পোপহার বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ! সেই দুষ্ট সর্প ক্ষীণ-জীবন হইলেও তখনও প্রাণভয়ে পলায়ন-পর হইতেছিল। কালিয় সর্পের একশত প্রধান মস্তক; তন্মধ্যে যে যে মস্তক আনত হয় নাই, দুষ্টদমনকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যচ্ছলে পদ-বিক্ষেপদ্বারা সেই সেই মস্তক মর্দ্দন করিলেন। তাহাতে কালিয়ের মুখ ও নাসিকাবিবর দিয়া অজস্র-রুধির বমন হইতে লাগিল; কালিয় ক্রমে অচেতন হইয়া পড়িল। সে ক্রোধাবেগে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নয়ন-সমূহ হইতে বিষোদ্গার করিতে লাগিল। তাহার মস্তকাবলীর মধ্যে যে যে মস্তক উন্নত হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ পদদ্বারা সেই সেই মস্তক মথিত করিয়া করুণাবেশে তাহারই মঙ্গল করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেব ও গন্ধর্ব্বগণ পরম-আনন্দ সহকারে অনন্তশয্যাগত নারায়ণবৎ যশোদা-নন্দনকে নানা পুষ্পোপহারে পূজা করিলেন।

মহারাজ! কৃষ্ণের বিবিধ তাণ্ডবে কালিয়ের ফণা সহস্র মর্দ্দিত ও গাত্র ভগ্ন-ভুগ্ন হইয়া গেল। সে ফণাসমূহ হইতে রুধির বমন করিতে করিতে মনে মনে চরাচরগুরু ভগবান নারায়ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাঁহার উদরে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, কালিয় সর্প সেই ভগবান্ নন্দ-নন্দনের অতিভারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তদীয় পার্ষ্ণি-পীড়নে কালিয়ের ফণাচ্ছত্র সকল ভগ্ন হইয়া গেল; তাহা দেখিয়া কালিয়-কামিনীগণ আলু-লায়িত-কেশে বিস্রস্ত-বসনে দুঃখিত হৃদয়ে আদি-পুরুষ-সকাশে আগমন করিল। সাধ্বী নাগপত্নীগণ অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছিল; তাহারা স্ব স্ব শিশুসন্তান-গুলিকে অগ্রে অগ্রে লইয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে পতিত হইল এবং সেই ভূতপতিকে প্রণাম করিল। নাগপত্নীরা তাহাদের পাপাত্মা পতির আশ্রয়-কামনায় আশ্রয়দাতা ভগবানের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিল।

নাগপত্নীরা কহিল,—ভগবন্! আপনি এই পাপাত্মার কৃত পাপের যে দণ্ডবিধান করিলেন, ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। খলদিগকে দণ্ডিত করি-

বার নিমিত্তই আপনার অবতার! সন্তানে এবং শত্রুতে আপনার তুল্যদৃষ্টি; ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আপনি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। এ দণ্ড নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রতি আপনার অনুগ্রহ; কেন না, অসৎ জনের প্রতি আপনার যে দণ্ডবিধি, তাহাতে তাহারই পাপ নষ্ট হয়। অতএব আপনার এই ক্রোধ আমাদেরই মঙ্গল-বিধায়ক। হে হরে! আমাদের একটা জিজ্ঞাস্য আছে, তাহার সদুত্তর আপনি প্রদান করুন। আমরা জানিতে ইচ্ছা করি—এই সর্প কি জন্মান্তরে নিজে নিরভিমান হইয়া অন্যের সম্মান বাড়াইয়াছিলেন?—সেই অবস্থায়ই কি ইনি তপস্যা করিয়াছিলেন? না, সর্ব্বলোকে দয়া বিতরণ করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন? এই জন্যই কি, সকলের জীবনদাতা আপনি দয়া করিয়া ইহার প্রতি এক্ষণে তুষ্ট হইলেন? আপনার চরণরেণু-লাভের অভিলাষে লক্ষ্মী আপনার সহ-ধর্ম্মিণী হইয়া সর্ব্বকামনায় জলাঞ্জলি দিয়া ব্রত-ধারিণী হইয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন; এই সর্প আজ কোন্ মহাপুণ্যবলে কমলাবাঞ্ছিত আপনার সেই পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিতে পারিল? হে দেব! ইহা আমাদের অজ্ঞেয়। জীবগণ আপনার পদরেণু-লাভের অধিকারী হইতে পারিলে স্বর্গবাস, চক্রবর্ত্তিত্ব, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মুক্তি ইহার কোনটাই কামনা করেন না। জীব সংসার চক্রে অনবরত ভ্রমণ করিতে করিতে 'ভগবৎ-পদরজঃই আমার সেবনীয়' এই মনে করিয়া যদি তাহা কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করে, তাহা হইলেই সে সর্ব্বসমৃদ্ধি-লাভের অধিকারী হইতে পারে। অপিচ—প্রেম, স্নেহ, সখ্য প্রভৃতি যে সকল উপায়েও ভবদীয় যে পদরেণু-লাভ প্রায়শঃ অসম্ভব, প্রভো! এই সর্পরাজ ঘোর-তমোগুণাক্রান্ত ও ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়াও আপনার সেই পদরেণু-লাভের অধিকারী হইলেন! সুতরাং বলিতেই হইবে যে, ইনি ধন্য পুরুষ। ভগবান্ আপনি, অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক প্রাণির অন্তরে বিরাজমান হইয়াও ঐ সকল প্রাণী-দেহদ্বারা পরিছিন্ন নহেন; কেন না, আপনি আদি কারণ—সুতরাং সর্ব্বাগ্রেই আপনার বিদ্যমানতা—কাজেই আকাশাদি সর্ব্বভূতেরই আপনি আশ্রয়। আপনি কারনাতীত, আপনাকে আমাদের নমস্কার। আপনি কালস্বরূপ, কালশক্তির আশ্রয় এবং কালাবয়ব-সমূহের সাক্ষী; সুতরাং আপনি বিশ্বরূপ, বিশ্বদ্রষ্টা, বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্বহেতু। ভূত, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত, এই সকলই আপনার স্বরূপ। আত্মাসকল আপনারই অংশভূত; কিন্তু ত্রিগুণাভিমানে আচ্ছন্ন রাখিয়া উহাদিগকে আপনি জানিতে দিতেছেন না। আপনি অনন্ত, সূক্ষ্ম, কূটস্থ, সর্ব্বজ্ঞ এবং নানা বাদানুবাদের অনুবর্ত্তনকারী। শব্দ ও অর্থ আপনার শক্তি; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি প্রমাণ-সমূহের মূল, চক্ষুরাদিরও চক্ষুরাদি; আপনি কবি বা নিরপেক্ষ, জ্ঞানী এবং শাস্ত্রসমূহের যোনি; আপনি প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এবং চরম বস্তু; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সর্ব্বান্তঃকরণের প্রকাশকর্ত্তা, আপনিই আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আচ্ছন্ন করিয়া নানারূপে প্রকাশমান। অন্তঃকরণসমূহের বৃত্তি দ্বারাই আপনার অনুমান করা হয়। আপনি সর্ব্বান্তঃকরণের দ্রষ্টা, সুতরাং স্বগোচর, আপনাকে নমস্কার করি। ভগবন্! আপনি অতর্ক্যমহিমা এবং সর্ব্বকার্য্যোৎ-পত্তির প্রকাশহেতু, তাই আপনি অনুমানযোগ্য। আপনি ইন্দ্রিয়সমূহেরও প্রবর্ত্তক এবং আত্মারামতাই আপনার স্বভাব; আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনি স্থূল-সূক্ষ্মের গতি সকলেরই অধিষ্ঠাতা। এ বিশ্ব আপনাতে অধিষ্ঠিত নয়; আপনিই বিশ্বরূপ, বিশ্বদ্রষ্টা ও বিশ্ববীজ, আপনাকে নমস্কার। হে বিভো? আপনি নিশ্চেষ্ট বটেন, কিন্তু কালশক্তি

ধারণ করিয়া আপনিই গুণগণযোগে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সাধন করেন। বিশেষ বিশেষ স্বভাব-সংস্কাররূপে বর্ত্তমান আপনি, বুদ্ধি-শক্তিদ্বারা উহাদিগকে উদ্বোধিত করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন ;—আপনার লীলা অমোঘ! এই ত্রিলোকীমধ্যে শান্ত, অশান্ত, বা মূঢ়যোনিজাত যে সকল জীব আছে, ইহারা কালরূপী আপনারই ক্রীড়োপকরণ ; তথাচ আমাদের ধারণা, শান্তজনেরাই আপনার প্রিয় পাত্র। আপনি সাধুব্যক্তিদিগের ধর্ম্মরক্ষার জন্যই সচেষ্ট ; সুতরাং শান্তদিগের রক্ষার জন্যই আপনার অবস্থিতি। আপনি জগতের স্বামী, আপনার স্বভৃত্যের প্রথমাপরাধ ক্ষমা করুন। হে শান্তস্বভাব! মূঢ় জীব আপনার স্বরূপ অবগত নহে ; এ আপনার ক্ষমার্হ। ভগবন্! প্রসন্ন হউন এই সর্পরাজের প্রাণ যে যায়। আমরা যে ইহার পত্নী ; ইহার মৃত্যুতে আমাদের দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না! অতএব আপনি আমাদের পতির প্রাণ-দান করুন। আপনার কিঙ্করী আমরা—কি করিব, আজ্ঞা করুন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত ভবদীয় আজ্ঞা পালন করেন, তিনি সর্ব্ব স্থানেই ভয়মুক্ত হইয়া থাকেন।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! নাগপত্নীরা এইরূপে স্তব করিলে ভগবান্ পদাহত মূর্চ্ছিত কালিয় সর্পকে পরিত্যাগ করিলেন। কালিয় ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণ লাভ করিল এবং অতিকষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস মোচন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরবচনে শ্রীহরিকে কহিল—প্রভো! আমরা জন্ম হইতেই খলস্বভাব, তমোগুণাচ্ছন্ন এবং অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ। হে বিশ্ব-বিধাতঃ! আপনি এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ; ইহা নানাগুণে সৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাতে স্বভাব, বীর্য্য, বল, যোনি, বীজ, চিত্ত ও আকৃতি নানা প্রকার হইয়াছে। এ বিশ্বসৃষ্টিতে আমরা—সর্প-জাতি আপনার দুবপনেয় মায়া কিরূপে পরিহার করিতে পারিব ? আপনি সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর, এ মায়া পরিত্যাগ করাইতে আপনিই একমাত্র সমর্থ আপনার বিবেচনায় দয়া বা দণ্ড যাহাই উচিত মনে হয়, তাহাই আপনি করুন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজেন্দ্র! ভগবান্ কৃষ্ণ সর্পের এই সকল উক্তি শুনিলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—সর্প! এ স্থানে তুমি বাস করিতে পারিবে না ; জ্ঞাতি, পুত্র ও স্ত্রীগণ লইয়া অবিলম্বে সাগরে গমন কর। গো-ব্রাহ্মণগণ এ নদীর জলপান করেন ; তুমি থাকিলে তাঁহারা এখানে আসিতে পারিবেন না। আর তোমার প্রতি আমার কৃত এই দণ্ডবিধান-বার্ত্তা যাঁহারা সায়ং-প্রাতঃ উভয়-সন্ধ্যা স্মরণ করিবেন, তাঁহাদিগকে তোমরা ভয় প্রদর্শন করিতে পারিবে না। এই হ্রদ আমার ক্রীড়া-স্থান ; এখানে স্নান করিয়া যাঁহারা দেব-পিতৃলোকের তর্পণ করিবেন এবং উপবাস করিয়া এই ঘটনা স্মরণ করিতে করিতে আমার অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। সাগর-মধ্যে 'রমণক' নামে একটা দ্বীপ আছে ; এই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া তুমি সেই স্থানে গমন কর ; আমার বাহন গরুড় তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ তোমার মস্তকে যখন আমার পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিল, তখন গরুড় হইতে তোমার ভয় একেবারেই অসম্ভব।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে মুক্ত করিবার পর নাগ ও নাগপত্নীগণ আনন্দিতমনে দিব্য বস্ত্র, মণি, মহামূল্য অলঙ্কার, দিব্য গন্ধ, দিব্য অনুলেপন এবং মহতী উৎপলমালা-দ্বারা কৃষ্ণের পূজা করিল। কালিয় গরুড়ধ্বজের পূজা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিল, পরে তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত-পুরঃসর স্ত্রী, পুত্র, পরিবারাদি লইয়া সাগর-মধ্যস্থ

সেই রমণকদ্বীপে যাত্রা করিল। ক্রীড়া মানুষরূপী ভগবানের অনুগ্রহগুণে সেই অবধি কালিন্দীর জল বিষবিরহিত হইয়া অমৃতোপম সুস্বাদু হইয়া আছে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! রমণক-দ্বীপ নাগনিকেতন বলিয়া বিখ্যাত; কালিয় সর্প কি জন্য উহা পরিত্যাগ করিয়াছিল? সে একাকীই বা গরুড়ের কি অপ্রিয় আচরণ করিয়াছিল?

শুকদেব বলিলেন,—সর্পকুল গরুড়ের ভক্ষ্য ছিল; অবশেষে নির্দ্ধারিত হয় যে, সর্পেরা তাহাদের আয়ত্তজন-দ্বারা মাসে মাসে কোন বনস্পতিমূলে গরুড়ের উদ্দেশে বলিপ্রদান করিবে। নাগগণ এই নিয়ম-অনুসারে স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থে পর্ব্বে পর্ব্বে মহাত্মা সুপর্ণকে নিজ নিজ 'পালা'মত বলিপ্রদান করিতে লাগিল; কিন্তু কদ্রুনন্দন বিষবীর্য্য কালিয় গর্ব্বভরে গরুড়কে অবজ্ঞা করিয়া সর্পগণ-প্রদত্ত সেই সেই বলি নিজেই ভক্ষণ করিত। ভগবানের প্রিয় বাহন প্রভু গরুড় এই সংবাদ শুনিয়া কুপিত হইলেন এবং কালিয়ের সংহার-কামনায় মহাবেগে সেইস্থানে আগমন করিলেন। কালিয় বিষাস্ত্রধারী, ভীষণজিহ্বা-যুত ঘূর্ণিত-ভীমনেত্র ও দন্তায়ুধশালী; সে গরুড়কে সবেগে আসিতে দেখিয়া অসংখ্য ফণা উত্তোলন করিয়া যুদ্ধার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইল এবং দন্তদ্বারা গরুড়কে দংশন করিতে লাগিল। ভগবদ্‌বাহন ভীমবিক্রম গরুড় স্বর্ণপ্রভ বামপক্ষ-দ্বারা কদ্রুতনয় কালিয়কে আহত করিলেন। গরুড়ের পক্ষ-প্রহারে কালিয় অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং গরুড়ের যেখানে যাইবার অধিকার নাই, সেই কলিন্দীহ্রদে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। মহারাজ! যে জন্য কালিন্দীহ্রদ গরুড়ের অগম্য হইয়াছিল, তাহাও বলি—শ্রবণ করুন।

পুরাকালে গরুড় একদিন ঐ হ্রদজলে একটী মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে সৌভরি মুনি গরুড়কে ঐ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত গরুড় সে নিষেধ না মানিয়া ঐ মৎস্য ভক্ষণ করিলেন। মীন-স্বামী নষ্ট হওয়ায় "বেচারী" ক্ষুদ্র মীনগণকে অত্যন্ত দুঃখিত দর্শনে সৌভরি সেই হ্রদস্থানের মঙ্গল-বিধানার্থ কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন—গরুড় অতঃপর এখানে প্রবেশ করিয়া আবার যদি কোন প্রাণিহত্যা করে, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। ইহা আমি সত্যসত্যই কহিলাম। সৌভরির এই অভিশাপ-কথা কালিয় ব্যতীত অন্য কোন সর্পই জানিত না; এ কারণ গরুড় হইতে ভীত হইবার পর সে ঐ হ্রদজলেই বাস করিতেছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নির্ব্বাসিত করেন।

রাজন্! কালিয়-নির্ব্বাসনের পর শ্রীকৃষ্ণ সেই হ্রদজল হইতে উত্থিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার অবয়ব দিব্য মাল্য, গন্ধ, দিব্য বস্ত্র, মহামণিসমূহ ও সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিল। গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া প্রাণপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়বর্গের ন্যায় উত্থিত হইল এবং আনন্দসহকারে তাহাকে আলিঙ্গন করিল। যশোদা, রোহিণী ও নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দ কৃষ্ণ সহ মিলিত হইয়া পুনরায় চেতনা লাভ করিলেন।—বলিতে কি, শুষ্ক নীরস তরুরাজীও কৃষ্ণ-দর্শনে সদ্যঃ সদ্যঃ সরস, অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব

বলরামের অবিদিত ছিল না; তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতেন বলিয়াই ততটা উদ্বিগ্ন হন নাই। কৃষ্ণকে পাইয়া-বলরাম পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও হাস্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে কোলে লইয়া বার বার তাঁহার মুখাবলোকন করিলেন। গো, বৃষ ও বৎস-গণও যার-পর-নাই আনন্দিত হইল। সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ-গণ আগমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—গোপ-রাজ! তোমার অসীম ভাগ্য, তাই তোমার পুত্র কালিয়কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে! কৃষ্ণের মুক্তিলাভ-নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ প্রদান করুন। গোপরাজ নন্দ আনন্দিতমনে ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্যক গো-ধন ও সুবর্ণ দান করিলেন। ভাগ্যবতী যশোদা নষ্ট পুত্র লাভ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ক্রোড়ে লইয়া অজস্র আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। গাভীগণ ও ব্রজবাসিগণ ক্ষুধাতৃষ্ণা-জনিত শ্রমে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিল; কাজেই সে রাত্রি তাহাদিগকে কালিন্দীতীরেই বাস করিতে হইল।

ক্রমে রজনী দ্বিতীয়-প্রহর। ব্রজবাসীরা সকলেই নিদ্রিত। ঠিক এমনই সময় এরণ্ড-বন হইতে একটা দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ব্রজবাসীদের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন-পূর্ব্বক দাহ করিতে লাগিল। তখন ঐ দহ্যমান ব্রজবাসিগণ শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া সেই মায়া-মানব শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল এবং বলিল,—হে কৃষ্ণ! হে অমিতবল রাম! আমরা তোমাদেরই আশ্রিত। এই ভীষণ অগ্নি আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত। প্রভো! আমরা তোমার আত্মীয়বর্গ; আমাদিগকে এই সুদুস্তর কালাগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়া দাও। আমরা মৃত্যু-ভয় করি না; কিন্তু তোমার চরণযুগল হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয়, এই ভয়েই আমরা ভীত হইতেছি। আমরা তোমার অভয় চরণযুগল ছাড়িতে পারিতেছি না। অনন্তবীর্য্য ভগবান্ স্বজনগণের তাদৃশ কাতরতা-দর্শনে সেই ঘোর দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

শুকদেব কহিলেন,—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ঐ আত্মীয়-স্বজনে পরিবৃত হইয়া গোকুলমণ্ডিত ব্রজভূমিতে প্রবেশ করিলেন। জ্ঞাতিবর্গ তাঁহার কীর্ত্তিকথা গাহিতে গাহিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে গোপালন-ব্যপদেশে ব্রজধামে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

ক্রমে মনুষ্যদিগের নাতিপ্রিয় গ্রীষ্ম-ঋতু উপস্থিত হইল। সাক্ষাৎ ভগবান্ যথায় বলরাম সহ বাস করিতেছেন, সেই বৃন্দাবনের গুণে ঐ গ্রীষ্মকাল তখন বসন্তের অনুভূত হইতে লাগিল। তৎকালে নির্ঝর-নিনাদে ঝিল্লিরব আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বৃন্দাবনের তরু-লতা সকল নিরন্তর নির্ঝরোত্থিত জলকণসমূহে স্নিগ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী-ধারণ করিল। গ্রীষ্মে বৃন্দাবনস্থ তৃণশূন্য স্থানেও সূর্য্য ও অগ্নি হইতে ব্রজবাসীদের সন্তাপ অনুভূত হইতে লাগিল না; কেন না, মন্দ মন্দ সমীরণ—নদী, সরোবর ও প্রস্রবণের শীতল সিকতাসকল এবং কুমুদ, কহ্লার, কমল ও উৎপলের পরাগ রাজি বহন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। অভূত জলশালিনী নদী-নিচয়ের তরঙ্গাবলী তট স্পর্শ করিয়া পুলিনগত পঙ্ক-রাশিকে নিয়ত দ্রব করিতেছিল। সৌর কিরণ বিষবৎ তীব্র হইলেও তথাবিধ সৈকতশালিনী বৃন্দাবন-স্থলীর রস ও নব নব তৃণরাজি শুষ্ক করিতে পারিল না;

উহা রমণীয় বনকুসুম-সমূহে সতত সুশোভিত হইয়া রহিল। নানাজাতীয় মৃগ ও বিহগগণ শব্দ করিতে লাগিল; ময়ূর ও মধুপগণ মধুর রব তুলিল এবং কোকিল ও সারস-গণ কলরব করিতে লাগিল। বলরাম সহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বেণুরব করিতে করিতে ক্রীড়া করিবার মানসে সেই বনপ্রদেশে প্রবেশ করিলেন। গোপ ও গো-ধনগণ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই সেই বন-মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবালদল, ময়ূরপিচ্ছ, পুষ্প-স্তবকের মালা ও গৈরিকাদি ধাতু-দ্বারা স্ব স্ব ভূষণ বিরচন করিয়া বলরামাদি গোপবালকবৃন্দ নৃত্য, বাহুযুদ্ধ ও ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যারম্ভ করিলে কোন কোন গোপাল গান করিতে লাগিল। নট কর্তৃক নটের উপাসনার ন্যায় দেবরূপী গোপজাতি-কর্তৃক গোপালরূপধারী রাম-কৃষ্ণ পূজিত হইতে লাগিলেন।

রাজন্! তৎকালে রাম-কৃষ্ণ ক্রীড়ামত্ত হইয়া ভ্রমণ, উল্লম্ফন, উৎক্ষেপণ, আস্ফোটন, আকর্ষণ ও বাহুযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কখন কখন অন্যান্য গোপবালকেরা নৃত্য করিতে লাগিলে রাম ও কৃষ্ণ তখন বাদক ও গায়ক হইয়া সাধুবাদ প্রদান করত তাহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কোথাও বিল্ব, কোথাও কুম্ভফল, কোথাও আমলক মুষ্টি নিক্ষেপে তাঁহাদের ক্রীড়া চলিতে লাগিল। তাঁহারা কখন অস্পৃশ্য হইয়া অন্যকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত দৌড়িতে লাগিলেন; কখন বা চক্ষু বুজিয়া অন্ধের অভিনয় করিতে থাকিলেন। কখন মৃগ-পক্ষিবৎ বিচরণ ও শব্দ করিয়া ক্রীড়ামত্ত হইতে লাগিলেন; কখন মণ্ডুকবৎ লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন; কখন হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে দোলায় দোল খাইতে থাকিলেন; কখনও রাজা সাজিয়া নানা কৌতুকে কাল কাটাইতে লাগিলেন। এইরূপে লোকপ্রসিদ্ধ বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুকদ্বারা বৃন্দাবনস্থ গিরি, নদী, গহ্বর, কুঞ্জকানন ও সরোবর সমূহে রাম-কৃষ্ণ সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

একদা রাম-কৃষ্ণ গোপগণ সহ বৃন্দাবনে পশুচারণ করিতেছেন, এই সময়ে প্রলম্ব নামে একটা অসুর রাম-কৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইবার জন্য গোপবেশে সেইস্থানে উপস্থিত হইল। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে জানিতে পারিলেন।—তাহার সংহার-সঙ্কল্প অমনই স্থির হইয়া গেল। তিনি তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। বিহার-নিপুণ ভগবান্ গোপালদিগকে তথায় আহ্বান করিয়া বলিলেন,—গোপগণ! আইস, সকলে আমরা বয়স ও বলবিক্রম-অনুসারে দুই দলে বিভক্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকি। এই নিয়মানুসারে গোপবালকেরা সেইরূপ ক্রীড়ায় রাম ও কৃষ্ণকেই নায়ক নির্ব্বাচন করিল। পরে তাহাদের কতকগুলি বলরামের ও কতকগুলি কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। নিয়ম হইয়াছিল, ক্রীড়ায় যে পক্ষ পরাজিত হইবে, তাহারা জয়ী পক্ষকে পৃষ্ঠে লইয়া বেড়াইবে। গোপ-বালকেরা এইরূপে পরস্পর বাহক ও বাহিত হইয়া গো-ধন চারণ করিতে করিতে কৃষ্ণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভাণ্ডীর-বনের নিকটে উপস্থিত হইল। যখন রামপক্ষীয় শ্রীদাম ক্রীড়ায় জয়ী হইল তখন পরাজিত শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি তাহাদিগকে বহন করিতে লাগি-লেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে ও প্রলম্ব বলরামকে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তেজ সহ্য করা যাইবে না মনে করিয়া তদীয় দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে প্রলম্ব-দানব বলরামকে বহুদূরে লইয়া গেল। দৈত্যদেহ নিবিড় নীরদনিভ কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত পর্ব্বতবৎ গুরুভার-যুক্ত বলরামকে বহন করিয়া প্রলম্ব-অসুর তড়িন্মালা-মণ্ডিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সে অতিবেগে আকাশ পথে

ছুটিতেছিল; তাহার নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছিল এবং ভ্রূকুটীতটে ভীষণ দৃষ্টি সংলগ্ন হইয়াছিল; জ্বলন্ত অনলশিখার ন্যায় তদীয় কেশকলাপ দেদীপ্যমান; উহা কিরীটকুণ্ডলের জ্যোতিশ্ছটায় অপূর্ব্ব দ্যুতি ধারণ করিল। বলরাম প্রলম্বের সেই ভয়ঙ্কর কলেবর দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। পরক্ষণেই তাঁহার স্মৃতি জাগ্রত হইল; তিনি ভয় বিসর্জ্জন দিয়া, বজ্রবেগে গিরিবিদারণ-কারী ইন্দ্রের ন্যায় রোষবদ্ধ দৃঢ়মুষ্টি-দ্বারা সেই স্বদল হইতে বহুদূরে অপসারণকারী শত্রুর মস্তকে আঘাত করিলেন। আঘাতমাত্র অসুরের মস্তক বিশীর্ণ হইয়া গেল; তাহার মুখ হইতে রুধির-বমন হইতে লাগিল, স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। সে প্রাণহীন হইয়া ইন্দ্রবজ্রাহত পর্ব্বতবৎ ভৈরব রব করিয়া ভূপতিত হইল। বলবান্ বলরামের হস্তে প্রলম্ব নিহত হইল দেখিয়া গোপবালকেরা সবিস্ময়ে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিল। কেহ কেহ আশীর্ব্বাদ বাক্য উচ্চারণ করিয়া চিরপ্রশংসনীয় বলরামের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং প্রেমবিহ্বল হইয়া মৃত্যুকবল হইতে প্রত্যাগতের ন্যায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। বলরাম-হস্তে প্রলম্বের সংহার হইল দেখিয়া দেবগণ শান্তিলাভ করিলেন এবং বলরামোপরি পুষ্পবর্ষণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সাধুবাদে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—গোপগণ ক্রীড়াসক্ত হইলে, তাহাদের গাভীগুলি স্বেচ্ছাক্রমে দূরবনে বিচরণ করিতে করিতে তৃণলোভে এক গহ্বরে গিয়া প্রবেশ করিল। তৎকালে ছাগী, মহিষী ও গাভীগণ বন হইতে বনান্তরে গিয়া তৃণ ভোজন করিতে লাগিল এবং দাবতাপে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে এক ভীষণ ঈষিকারণ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি গোপালেরা তাকাইয়া দেখিলেন—তাঁহাদের পশুগণ নাই। ইহাতে তাঁহারা বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। পশুগণ কোথায়—কোন্ পথে গেল, সকলে তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু পশুগণকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। পশুগণই গোপজাতির জীবিকার উপায়; সেই উপায় নষ্ট হওয়ায় সকলেই অচেতন-প্রায় হইয়া গেলেন। তাঁহারা তখন গো-গণের খুর ও দন্ত-দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন তৃণ ও পদ-দ্বারা অঙ্কিত ভূভাগ ধরিয়া পশুগণের পথান্বেষণ করিতে লাগিলেন; অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে দেখিলেন,—পথভ্রষ্ট পশুগণ মুঞ্জাবন-মধ্যে রোদন করিতেছে। গোগণ পরিশ্রান্ত হইলেও সে স্থান হইতে নিবৃত্ত হইল না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন মেঘবৎ গম্ভীর-স্বরে গাভীগণকে নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন, তখন তাহারা স্ব স্ব নাম-শ্রবণে সকলেই মুদিতমনে প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। এই সময় ভীষণ বনবহ্নি বায়ুবিচালিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে চারিদিক্ হইতে প্রাদুর্ভূত হইল। এই বহ্নি বনবাসী-দিগের ক্ষয়কারী; উহা প্রচণ্ড লেলিহান শিখা-সমূহ-দ্বারা নিখিল চরাচর গ্রাস করিতেই যেন উদ্যত! গো-গোপগণ এই দাবানলকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া মানবগণ যেমন ভগবানকে ডাকিয়া থাকে, গোপগণ

সেইরূপ ভয়কাতর রাম ও কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—হে কৃষ্ণ !—হে রাম ! আমরা দাবাগ্নি-দাহ-ভয়ে কাতর হইয়াছি ; আমাদিগকে রক্ষা কর। হে মহাবীর্য্য কৃষ্ণ ! তোমার বন্ধুগণকে অবসন্ন হইতে দেওয়া তোমার উচিত হইতেছে না। হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ! তুমিই আমাদের নাথ—তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয় !

শুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ হরি বন্ধুগণের কাতর উক্তি শুনিয়া কহিলেন,—ভয় করিও না ; স্ব স্ব নয়ন নিমীলন কর। কৃষ্ণের কথায় গোপগণ নয়ন নিমীলন করিল ; যোগেশ্বর হরি মুখদ্বারা সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি পান করিয়া নির্ব্বাপিত করিলেন ! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে গোপগণ বিপদ্ হইতে মুক্ত হইল। অতঃপর গোপগণ চক্ষু চাহিয়া দেখিল—পুনরায় তাহারা ভাণ্ডীর বনে আনীত হইয়াছে এবং গো-গণের সহিত আপনারা ভীষণ দাবাগ্নি-গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই মনে মনে বিস্ময়াপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় যোগবল, যোগমায়ার অদ্ভুত প্রভাব, নিজেদের দাবাগ্নিমোচন প্রভৃতি মাঙ্গলিক বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাহারা দেবতা বলিয়াই স্থির করিল। ক্রমে সন্ধ্যাকাল আসিল। বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিয়া গোপালদিগকে ফিরাইয়া লইয়া গোষ্ঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন ; গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিগীতি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গোবিন্দ-দর্শনে গোপ-কামিনীদিগের পরম আনন্দ উথলিয়া উঠিল।—কেন না, গোবিন্দ বিনা গোপীগণের ক্ষণকালও শত যুগ বলিয়া বোধ হইত।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ ! গোপগণ ভাণ্ডীর-বন হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দাবাগ্নি হইতে তাহাদের নিজের নিজের রক্ষার কথা এবং প্রলম্ব-দানবের বধরূপ রাম-কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম-কীর্ত্তি গোপরমণীদিগের নিকট উল্লেখ করিল। বৃদ্ধ গোপ-গোপীরা তৎশ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। তাহারা বুঝিল,—রাম ও কৃষ্ণ দুই শ্রেষ্ঠ দেবতা, শুধু লীলার নিমিত্তই ভূতলে অবতীর্ণ !

রাজন্ ! অতঃপর বর্ষা আসিল। বর্ষায় সকল প্রাণীরই সমুদ্ভব হয়। দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠে, নভোমণ্ডল বিস্ফূর্জ্জিত হইতে থাকে। আকাশ নিবিড় নীল বিদ্যুদ্গর্জ্জনময় নীরদ-নিচয়-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অস্পৃষ্টজ্যোতিঃ সগুণ ব্রহ্মের ন্যায় তখন প্রকাশ পাইল। দিবাকর করনিকর-দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বিগত আট মাস ধরিয়া যে সলিল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বর্ষাকাল আসিলে স্বীয় কর-দ্বারা তাহা মোচন করিতে লাগিলেন। বিদ্যুন্মালা-মণ্ডিত প্রবল-বায়ু-বিচালিত মহামেঘসকল যেন করুণাপরবশ হইয়াই গ্রীষ্মতাপতপ্ত বিশ্বের প্রীতিকর জলরাশি ঢালিতে লাগিল। কাম্য-তপস্যাকারী তাপস ব্যক্তির দেহ সেই তপস্যার ফললাভে পুষ্ট হইয়া উঠে ; এই গ্রীষ্ম-মেদিনীও তেমনি বর্ষাভিষিক্ত হইয়া পুষ্টি লাভ করিল। নিশাগমে গ্রহগণ আচ্ছন্ন হইয়া রহিল, খদ্যোতশ্রেণী জ্বলিতে লাগিল—মনে হইল, কলিযুগে যেন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা হীনপ্রভ হইয়া পড়িল এবং পাষণ্ডেরা পাপবলে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল ! যেমন নিত্যকর্ম্মের

অবসানে আচার্য্যের কণ্ঠোত্থিত বেদনাদ শুনিয়া তদীয় শিষ্যমণ্ডলী বেদাধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, তেমনি ইতিপূর্ব্বে যে সকল ভেক মৌনী হইয়াছিল, মেঘধ্বনিশ্রবণে তাহারা শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। শুষ্কপ্রায় তটিনীকুল উল্লাসিত হইয়া উৎপথে ধাবিত হইল—মনে হইতে লাগিল, ইন্দ্রিয়লম্পট পুরুষের জীবন, যৌবন ও ধন-সম্পত্তি যেন উচ্ছৃঙ্খল পথে চলিল। পৃথিবী কোথাও তৃণরাজি-দ্বারা নীলীকৃত কোথাও বা ছত্রাকদ্বারা কৃতচ্ছায়া হইয়া নরপতি-গণের সেনাসম্পত্তির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ক্ষেত্রসকল শস্যসম্পত্তি-সম্ভারে কৃষকদিগের আনন্দ জন্মাইতে লাগিল। হরিসেবার ফলে লোক যেমন রূপবান্ হয়, সমস্ত জল-স্থলবাসীরাও সেইরূপ নবজলধারায় অভিষিক্ত হইয়া স্নিগ্ধ-শ্রী ধারণ করিল। অপক্ক রোগীর চিত্ত যেমন ভোগসংঙ্গত হইয়া কাম-বাসনায় উন্নত হয়, বায়ুসঙ্গত তরঙ্গায়িত সিন্ধু তেমনি নদীর সহিত সম্মিলনে ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। ভগবদাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণ যেমন বাসনাপন্ন হইয়াও ব্যথিত হন না, সেইরূপ পর্ব্বতশ্রেণী অবিরল বর্ষাধারায় আহত হইয়াও ক্লিষ্ট হইল না। যেমন ব্রাহ্মণগণের অনভ্যাসে শ্রুতিসকল লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, তেমনি পূর্ব্বতন পথগুলি তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় দুর্গম ও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িল। গুণবান্ পুরুষে পুংশ্চলীর ন্যায় জনহিতৈষী জলধরবৃন্দে সৌদামিনী স্থির হইয়া রহিল না। মেঘগর্জ্জন-পূর্ণ আকাশে নির্গুণ ইন্দ্রধনু শোভা পাইতে লাগিল—যেন গুণসমষ্টির প্রপঞ্চে নির্গুণ পুরুষ বিরাজ করিতে লাগিল। চন্দ্রমা স্বীয় জোৎস্নাবিকশিত জলদজালে আবৃত হইয়া শোভমান হইতে লাগিলেন না।—মনে হইল, জীব যেন স্বীয় চৈতন্যদ্বারাই প্রকাশিত অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না। ময়ূরগণ মেঘ-সমাগমে হৃষ্ট হইয়া তৎপ্রতি আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল—মনে হইল, যেন গৃহবাসে সন্তপ্ত-চিত্ত বিরাগিগণ হরিভক্তকে গৃহাগত দর্শনে আনন্দিত হইলেন। নিদাঘতাপতপ্ত বিশীর্ণ বৃক্ষগুলি স্ব স্ব মূল-দ্বারা জলপান করিয়া বিবিধরূপ দেহ ধারণে শোভিত হইল—মনে হইল, কঠোর তপস্যা-শ্রমে কৃশকায় ঋষিগণ যেন তপঃসিদ্ধ কাম সকল উপভোগ করিয়া নানারূপ দেহ ধারণ করিলেন। মহারাজ! গৃহাশ্রমে অশান্তিপূর্ণ ঘোর কর্ম্মের অভাব নাই তথাপি নীচ ব্যক্তিরা দুরাশাবশে তাহাতেই যেমন বাস করিতে ভালবাসে, সেইরূপ পঙ্ক ও কণ্টকাদিপরিব্যাপ্ত সরোবরতীরে চক্রবাকেরা বাস করিতে লাগিল। ইন্দ্রদেব বর্ষণারম্ভ করিলে সেতুসকল সলিলবেগে বিভিন্ন হইয়া গেল—কলিতে পাষণ্ডগণের কুতর্কে বেদমার্গ যেন নষ্ট হইল। পবন-পরিচালিত নীরদ-নিচয় প্রাণীদিগের উপর অমৃত-ধারা বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল;—মনে হইল পুরোহিত-প্রেরিত পার্থিবগণ যেন যথাকালে জনগণকে বিবিধ কাম প্রদান করিতে-ছিল। এইরূপে বন ও উপবনাদি উত্তম সম্পৎ-সম্ভারে পূর্ণ হইল; খর্জ্জুর ও জম্বু সকল পাকিয়া উঠিল। শ্রীহরি এই সময়ে বলরামকে সঙ্গে লইয়া গো-গোপাল সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত সেই বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ধেনুগণ স্বভাবতঃই স্ব স্ব স্তনমণ্ডল-ভারে ধীরে ধীরে গমন করিত; এক্ষণে ভগবানের আহ্বানে তাহারা প্রীতিবশে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে ছুটিল।—গমনকালে তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ-ক্ষরণ হইতে লাগিল। ভগবান্ হরি বনের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন—বনবাসি-গণ সকলেই প্রফুল্লচিত্ত। পাদপশ্রেণী মধুবর্ষণ করিতেছে এবং গিরিগাত্র হইতে জলধারা নির্গত হইতেছে; ধারাপতনশব্দে গুহাগুলি আপূরিত হইতেছে। রাজন্! বনমধ্যে যখন বৃষ্টিপাত হইতে-ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তখন বলরাম সহ কখন বনস্পতি-তলে

বসিয়া, কখন বা গিরিগুহা আশ্রয় করিয়া কন্দ, মূল ও ফলাহারে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যখন দধি-অন্ন আনীত হইত, তখন বলরাম সহ জলসমীপবর্ত্তী শিলাতলে বসিয়া আহার করিতেন; সহভোজী গোপ-বালকেরাও তাহার সঙ্গে আহার করিত। আপীনস্তন-মণ্ডলভারে পরিশ্রান্ত গাভীগণ এবং বৃষ ও বৎসগণ পরিতৃপ্ত হইয়া নবতৃণোপরি শয়নপূর্ব্বক নিমীলিত-নয়নে রোমন্থন করিতেছিল; ভগবান্ সেই সকলকে দেখিয়া এবং সর্ব্বকালীন সুখদায়িনী বর্ষা-শ্রী প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং স্বশক্তি-বর্দ্ধিত সেই বর্ষা-শ্রীকে সমাদর করিলেন। রাম ও কেশব এইরূপ ক্রীড়া কৌতুকে আসক্ত হইয়া ব্রজ-মধ্যে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বর্ষা অপগত হইল; শরৎ ঋতুর অভ্যুদয় ঘটিল। তখন মেঘবিরচিত আকাশ-তল পরিষ্কার হইল; জলসকল নির্ম্মলাকার ধারণ করিল। বায়ু উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত হইল। ভ্রষ্ট-যোগীর চিত্ত যেমন পুনরায় যোগাভ্যাসে প্রকৃতিস্থ হয়, শরৎ-সমাগমে সরোবরগুলিও তেমনি আপনাদের পদ্মমণ্ডিত পূর্ব্বভাব লাভ করিল। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হইলে আশ্রমী ব্যক্তিগণের যেমন অমঙ্গল নষ্ট হয়, অভ্যুদিত শরৎ তেমনি আকাশস্থ মেঘ, বর্ষা-ধিক্যে প্রাণীর একত্র বাস, পৃথিবীর পঙ্ক এবং সলিলের কালুষ্য নাশ করিল। মেঘদল সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া শুভ্র-কলেবরে শোভা পাইতে লাগিল।—মনে হইল, মুক্তপাপ মুনিগণ যেন বাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত কান্তি ধারণ করিল। বর্ষা-পগমে গিরি সকল কোথাও নির্ম্মল বারি মোচন করিল, কোথাও বা করিল না;—মনে হইল, জ্ঞানিগণ যেন যথাকালে কচিৎ জ্ঞানামৃত বর্ষণ করিলেন এবং কোথাও তাহা করিলেন না। যেমন মূঢ়পরিবার মনুষ্যেরা পরমায়ুর দৈনন্দিন ক্ষয় বুঝিতে পারে না, তেমনি স্বল্প-জলচারী জলচরগণ শরতে জলরাশির ক্রমিক হ্রাস বুঝিতে পরিতেছিল না। দীন দরিদ্র অজিতেন্দ্রিয় সংসারীদিগের স্বল্প-জলচারী জলচরবৃন্দ শরতের সৌর তাপে সন্তপ্ত হইতে লাগিল। ভূমিতল, পঙ্করাজি ও লতাসকল এ সময়ে অপক্কতা পরিত্যাগ করিল—মনে হইল, ধীর ব্যক্তি যেন আত্মভিন্ন দেহাদিকে মমতা পরিত্যাগ করিলেন। শরৎ-কালে সলিলরাশি নিশ্চল হওয়ায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল—মনে হইল, ক্রিয়ার সম্পূর্ণতায় বেদপাঠনিরত মুনি যেন বেদপাঠ হইতে বিরত হইলেন। কৃষকগণ একালে দৃঢ় আলবাল রচিয়া জল রুদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিল—মনে হইল, যোগিগণ যেন ইন্দ্রিয়পথ রুদ্ধ করিয়া রক্ষণশীল প্রাণকে ধারণ করিতে লাগিলেন; নিশাগমে সুধাংশুদেব শরতের সৌরকরতপ্ত জীবগণের সন্তাপ অপনয়ন করিতে লাগিলেন,—মনে হইল, ব্রহ্মবিদ্যা যেন দেহাভিমানীর এবং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শন যেন গোপ-নারীর তাপ প্রশমন করিল। সত্ত্বগুণাবলম্বি চিত্ত যেমন বেদমার্গ সকল দেখাইয়া দিয়া শোভিত হয়, শরৎ সমাগমে আকাশও তেমনি নির্ম্মল নক্ষত্ররাজি প্রকাশ করিয়া নিশাকালে শোভা পাইতে লাগিল। আকাশে নিশাপতি তারকা-নিকর-পরিবৃত অখণ্ডমণ্ডল-দ্বারা দীপ্তিযুক্ত হইয়া উঠিলেন;—মনে হইল, চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ যেন যদুকুলে পরিবৃত হইয়া প্রতিভাত হই-লেন। একালে লোকমাত্রই কুসুমিত কাননসমূহের সম শীতোষ্ণ বায়ু সেবন করিয়া তাপ পরিহার করিল,—মনে হইল, কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপরমণীরা যেন মনোদ্বারা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াই স্ব স্ব সন্তাপ অপনয়ন করিল। এ কালে গাভী, মৃগী, পক্ষিণী ও নারীগণ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীগণ বলপূর্ব্বক সঙ্গত হওয়ায় গর্ভিণী হইয়া উঠিল,—মনে হইল, ভগবদারাধনাতেই বিহিত-ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ক্রিয়া যেন বলপূর্ব্বক বিধি-ফলের অনুগমনে যাবতীয় ভোগে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

একালে সূর্য্যোদয়ে কুমুদ-ব্যতীত যাবতীয় কুসুম হাসিল—মনে হইল, যেন রাজার অভ্যুদয়ে দস্যু ব্যতীত যাবতীয় লোক প্রফুল্ল হইল। এ সময়ে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে নবান্ন-ভোজনের নিমিত্ত বৈদিক উৎসব এবং ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার নিমিত্ত নানা লৌকিক উৎসব হইতে লাগিল। কৃষ্ণ বলরাম তাহা দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলে পৃথিবী অতি চমৎকার শোভা ধারণ করিলেন। বণিক্, মুনি, রাজা ও স্নাতক ব্রাহ্মণেরা বর্ষার জন্য স্ব স্ব স্থানে রুদ্ধ ছিলেন; অধুনা বর্ষাপগমে শরতের অভ্যুদয়ে সেই সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া স্ব স্ব ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে শরৎ-সমাগমে বনভূমির জল স্বচ্ছ হইয়া উঠিল; বায়ু পদ্মাকর-সঙ্গে সুগন্ধি হইয়া বহিতে লাগিল। শ্রীহরি, গোপালগণ সহ এ হেন বনে প্রবিষ্ট হইলেন। কুসুমিত বনরাজির উপর বসিয়া মত্ত মধুকর ও বিহঙ্গমকুল রব করিতেছিল। তাহাদের কলরবে বনের সরোবর, নদী ও পর্ব্বত সকল প্রতিধ্বনিত হইতেছিল শ্রীকৃষ্ণ সে বনে প্রবেশ করিয়া রামাদি সহ গোচারণ করিতে করিতে বেণু বাজাইতে লাগিলেন। কোন কোন ব্রজরমণীরা সেই কামোদ্দীপক বেণুরব শুনিয়া কৃষ্ণের পরোক্ষে নিজ নিজ সখীদিগের নিকট তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে লাগিল; তাহারা বর্ণন করিতে গিয়া কৃষ্ণ-চরিতাবলি স্মরণ হওয়ায় কামবেগে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের সে বর্ণন-চেষ্টা সফল হইল না; তাহাদের মনে হইল নটবর শ্রীকৃষ্ণ অধরসুধায় বেণু-রন্ধ্র পূরণ করিয়া বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিতেছেন।—তাঁহার মস্তকে ময়ুরপুচ্ছ-প্রস্তুত মুকুট কর্ণযুগলে কর্ণিকার কুসুম, পরিধানে কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা শোভা পাইতেছিল; গোপগণ কীর্ত্তি-গাথা গান করিতেছিল; বৃন্দাবন তাঁহার পদচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া মনোরম হইয়া উঠিল।

মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের সেই বেণুরব সকল প্রাণীরই মনোহর। উহা শ্রবণ করিয়া ব্রজ-বনিতাগণ সকলেই ঐ প্রকার বর্ণন করিতে করিতে পরমানন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে যেন পদে পদে আলিঙ্গন করিতে থাকিল। তাহারা সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—সখীগণ! এক্ষণে ব্রজপতি রাম-কৃষ্ণ উভয় ভ্রাতা বয়স্যগণ সহ পশুপাল লইয়া বনে প্রবেশ করিতেছেন; তাঁহাদের বদনে বেণু সংলগ্ন আছে এবং উহা হইতে স্নিগ্ধ কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। যাঁহারা সেই দুই ভ্রাতার বদনারবিন্দের মকরন্দ পান করিতেছেন, তাঁহাদের প্রাপ্ত ফল চক্ষুষ্মান্দিগের চক্ষুর চরম ফল, সন্দেহ নাই। ইহা শুনিয়া অন্যান্য গোপাঙ্গনারা কহিল,—ওহে! গোপীদিগের কি অসামান্য পুণ্য! যেহেতু রাম-কৃষ্ণ এক এক সময়ে তাহাদের সভামধ্যে নীল-পীতাম্বরে বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নীল ও পীত-পটে আম্র মুকুল, ময়ুরপুচ্ছ, উৎপল ও পদ্মমালা কখন কখন কিঞ্চিৎ সংলগ্ন থাকিত; তাহাতে তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভা পাইতেন। গোপীগণ পরস্পর কহিতে লাগিল—আহা! বংশী কি অসীম পুণ্যই করিয়াছিল! কেন না, দামোদরের যে অধরসুধা

গোপীদিগের ভোগ্য, এ বংশী তাহার রসমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া একাকী তৎসমস্তই ভোগ করিতেছে। যে সকল নদীর জলে ইহার পুষ্টি হইয়াছিল, বংশীর এই অপূর্ব্ব সৌভাগ্য দেখিয়া তাহাদের বিকশিত কমলরূপ রোমরাজি শিহরিয়া উঠিয়াছে। বংশে যদি ভগবদ্ভক্ত পুত্ররত্ন উৎপন্ন হয়, তবে তাহাকে দেখিয়া কুলবৃদ্ধগণ যেমন আনন্দাশ্রুমোচন করিতে থাকেন, এই বংশীর এতাদৃশ সুকৃতি-দর্শনে ইহার বংশপতি বৃক্ষগণও তেমনি মধু-ধারারূপ অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। কোন কোন গোপকামিনী কহিল,—আহা দেখ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-স্পর্শে শ্রীবৃন্দাবন কেমন শোভা ধারণ করিতেছে! শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণে মত্ত হইয়া ময়ূর-দল নাচিতেছে। উহাদের নৃত্যদর্শনে অন্যান্য প্রাণীবৃন্দ নিশ্চেষ্ট হইয়া দলে দলে পর্ব্বতের সানুসমূহে দাঁড়াইয়া আছে। সখি! শ্রীবৃন্দাবন এরূপে ভূতলের কীর্ত্তি-বিস্তারই করিতেছে। অন্য কোন গোপকামিনী কহিল,—সখি! হরিণীগণ পশুযোনিতে উৎপন্ন হইয়াও কৃষ্ণসার-মৃগদিগের সহিত একযোগে বিচিত্রবেশী শ্রীনন্দ-নন্দনকে প্রণয়দৃষ্টি বিরচিত পূজা প্রদান করিতেছে। অন্য গোপী কহিল, সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও চরিত্র দর্শনে কে এমন মহিলা আছে, যাহার না আনন্দ জন্মে? বলিতে কি, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ও তাহার বেণুরব শুনিয়া বিমানবিহারিণী প্রিয়াঙ্কশয়িতা দেবকামিনীরাও মদনা-বেগে অস্থির হইয়া উঠেন।—তখন তাঁহাদের কবরী হইতে কুসুম খসিয়া পড়ে; নীবীবন্ধন শ্লথ হইয়া যায়। গাভীগণ উৎক্ষিপ্ত কর্ণপুটে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতামৃত পান করিয়া নেত্রদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করে এবং বনমধ্যে স্থির হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে দাঁড়াইয় থাকে। বৎসগণ দুগ্ধপান করিতে করিতে যদি ঐ গীত-সুধা কর্ণপুটে পান করে, তাহা হইলে সেই স্তনক্ষরিত ক্ষীরগ্রাস তাহাদের মুখেই থাকিয়া যায় এবং নয়নও ঐ প্রকারেই অশ্রুধারায় পূর্ণ হইয়া উঠে। সখি রে! বৃন্দাবনের পক্ষিগণও মুনি হইবার যোগ্য; কেন না, ঐ দেখ,—শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ-রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, ইহারা সেই প্রকার মনোহর পত্র নির্ম্মিত বৃক্ষসমূহে বসিয়া বসিয়া অন্য কথা-প্রসঙ্গ ছাড়িয়া মুদিতনয়নে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিতেছে! সচেতনের ত' কথাই নাই, ঐ দেখ,—অচেতন নদী-নিচয়ও শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব-শ্রবণে আবর্ত্তচ্ছলে কামোচ্ছাসই প্রকাশ করিতেছে: কামোদ্রেক-বশতঃ উহাদের বেগ প্রতিহত হইয়া যাইতেছে; উহারা তরঙ্গরূপ বাহু-দ্বারা কমলোপহার লইয়া আলিঙ্গনে আচ্ছাদনপূর্ব্বক মুরারির চরণযুগল ধারণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ রাম ও গোপালগণ সহ বেণুরব করিতে করিতে আতপতাপে ব্রজের পশুপাল চারণ করিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া মেঘবৃন্দ তদীয় মস্তকোপরি উদিত হইতেছে এবং প্রেমোৎফুল্ল হইয়া কুসুমসমূহ সদৃশ তুষারসংপৃক্ত স্ব স্ব দেহ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ছত্র রচনা করিতেছে। দেখ, বনের শবরকামিনীরাও চরিতার্থ। কেন না, যে কুঙ্কুম বনিতাগণের স্তনযুগে অনুলিপ্ত হইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পঙ্কজরাগে রঞ্জিত হয়, হরির পুনঃ পুনঃ বনভ্রমণে তদীয় চরণাম্বুজ হইতে স্খলিত হইয়া উহা তৃণরাজিতে সংলগ্ন হইয়াছে; উক্ত কুঙ্কুম দর্শনে শবরকামিনীরা কামব্যথায় ব্যথিত হওয়ায়, উহা লইয়া তাহারা বদনে কুচতটে অনুলেপন করত তাহাদের কামব্যথা অপনীত করি-তেছে। সখীগণ! ঐ দেখ—গোবর্দ্ধন-গিরিই হরি-দাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কেন না, রাম-কৃষ্ণকে ঐ গিরি আনন্দিত হইয়া স্বচ্ছপানীয়, সুন্দর তৃণ, কন্দর, কন্দ ও মূল-দ্বারা গোপালগণ সহ রাম-কৃষ্ণের পূজা করিতেছে। হে সখীগণ! আশ্চর্য্য দেখ,—রাম-কৃষ্ণ গাভীগণের পাদবন্ধনরজ্জু লইয়া গোপালদিগের সহিত গাভীগণকে এক বন হইতে বনান্তরে লইয়া যাইতেছে।

ইহাদের দূর-বেণুরব শুনিয়া জঙ্গমদিগের নিশ্চলতা ও বৃক্ষগণের পুলকোদ্গম হইতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বিহার করিতে করিতে যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, গোপকামিনীরা এইরূপে তৎসমুদয় বর্ণন করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন;—অনন্তর হেমন্তকালের প্রথম মাসেই নন্দব্রজের কুমারীগণ হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া সকলেই কাত্যায়নীর পূজা-ব্রত আচরণ করিতে লাগিল। রাজন্! এই গোপ-কুমারীরা অরুণোদয়ে কালিন্দীজলে স্নান করিয়া জলসন্নিকটে দেবীর বালুকাময়ী প্রতিমা প্রস্তুত করিল; পরে সুগন্ধি মাল্য, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ-সামগ্রী এবং তাম্বুল-দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করত কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিতে লাগিল। তাহাদের পূজার মন্ত্র যথা—'হে কাত্যায়নী! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে দেবি! নন্দ-গোপ-নন্দনকে আমাদের স্বামী করিয়া দিউন; আপনাকে নমস্কার করি।' রাজন্! এই কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে কামনা করিয়া তাঁহাতেই অর্পিত-চিত্ত হইয়া এইরূপে একমাস পর্য্যন্ত ভদ্রকালীর অর্চ্চনা করিল। তাহারা প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পর পরস্পরের বাহু ধারণ করিতে করিতে কালিন্দীতে যখন স্নান করিতে যাইত, তখন নিজ নিজ নামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে থাকিত।

একদিন গোপ-কুমারীরা নদী-তীরে উপস্থিত হইল এবং অন্যান্য দিনের ন্যায় স্ব স্ব বস্ত্র তীরে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে সানন্দে জল ক্রীড়া করিতে লাগিল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইলেন, তাহাদের কর্ম্মের ফল প্রদান করিবার নিমিত্ত বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া সেই বনে আগমন করিলেন এবং তিনি আসিয়া ক্রমে ক্রমে কুমারীদিগের বস্ত্রগুলি অপহরণ করিয়া তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। বয়স্যগণ হাসিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণও তাহা-দের সহিত হাসিতে হাসিতে পরিহাসচ্ছলে বলিলেন; —ওহে অবলাগণ! তোমরা তীরে আসিয়া স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ বসন গ্রহণ কর। ইহা পরিহাস নহে, আমি সত্য করিয়াই বলিতেছি। কারণ, ব্রতাচরণে তোমরা কৃশ হইয়া গিয়াছ; তোমাদের সহিত পরিহাস অনুচিত। আর আমি যে মিথ্যা কথা কহি না, তাহা আমার সঙ্গী এই বয়স্যগণ বিশেষরূপে বিদিত আছে। তাই বলি, হে সুন্দরীগণ! তোমরা একে একে হউক অথবা এক সঙ্গেই হউক এখানে আসিয়া যে যাহার বস্ত্র লইয়া যাও।

শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাস-দর্শনে গোপাঙ্গনাগণের চিত্ত প্রেম বিহ্বল হইয়া গেল। তাহারা সলজ্জভাবে পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল; লজ্জায় জল হইতে উঠিতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-বাক্যে গোপদিগের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইল। এদিকে শীতলজলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া তাহাদের অঙ্গযষ্টিও কম্পিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন বার বার এই একই কথা কহিতে লাগিলেন, তখন তাহারা শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল;—হে কৃষ্ণ! অন্যায় করিও না। তুমি নন্দ-নন্দন; তোমায় আমরা ভালবাসি। আমরা জানি, এই ব্রজমধ্যে তুমিই সকলের অপেক্ষা ভদ্র। আমরা শীত-কম্পিত

হইতেছি, আমাদের বস্ত্রগুলি তুমি প্রত্যার্পণ কর। ওহে শ্যামসুন্দর! আমরা যে তোমার কিঙ্করী!—তুমি যেরূপ আদেশ কর, আমরা তাহাই পালন করি। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যদি আমাদের বস্ত্রগুলি না দাও, তবে অগত্যা রাজার নিকট আমরা অভিযোগ করিব। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন;—হে সুহাসিনীগণ! তোমরা যদি আমার দাসী, তবে আমি আদেশ করিতেছি—তোমরা এই খানে আসিয়া যার যার বস্ত্র লইয়া যাও। ইহার অন্যথা হইলে আমি বস্ত্র দিব না। তোমাদের বৃদ্ধ রাজা আমার কি করিবেন?

শ্রীকৃষ্ণের এই কথার পর গোপসুন্দরীরা আর কি করিবে? তাহারা অগত্যা শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে পাণিদ্বারা স্ব স্ব যোনিদেশ আচ্ছাদন করিয়া জল হইতে তীরে উঠিল। ভগবান্ তাহাদিগকে ঈষৎ-অক্ষতযোনি দর্শন করিয়া এবং তাহাদের পবিত্রভাবে প্রসাদিত হইয়া প্রীত হইলেন; পরে গোপীদিগের বস্ত্ররাশি স্কন্ধে রাখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তোমরা ব্রতাচরণে নিরত হইয়া বিবস্ত্র-অবস্থায় জলে অবতরণ করিয়াছ; ইহাতে নিশ্চয়ই দেবতাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। অতএব এই পাপ অপনোদের নিমিত্ত মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া বিনীতভাবে স্ব স্ব বস্ত্র প্রার্থনা কর।

মহারাজ! ভগবান্ যখন বিবস্ত্র-স্নানের এইরূপ দোষ কীর্ত্তন করিলেন, তখন কুমারীগণ ভাবিল,—এরূপ স্নানে নিশ্চয়ই তাহাদের দোষ হইয়াছে,—তাহাদের ব্রতভঙ্গ হইয়াছে। তখন তাহারা তাহাদের ব্রত পূর্ণাঙ্গ করিবার নিমিত্ত সেই ব্রত এবং অন্য বিবিধ-কর্ম্মময় ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিল; কেন না, তাহারা জানিত যে, শ্রীকৃষ্ণই সকল পাপের প্রশমনকারী। গোপ-কুমারীরা প্রণত হইল, তাহা দেখিয়া দেবকী-নন্দন ভগবান্ প্রীত হইলেন এবং সদয় হইয়া তাহাদিগের নিজ নিজ বস্ত্র প্রদান করিলেন।

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগকে বঞ্চনা করিলেন; তাহাদের লজ্জাশীলতার হানি করিলেন; তাহাদিগকে উপহাসাস্পদ করিলেন; বস্ত্রহরণ করিলেন,—বলা বাহুল্য, তাহাদিগকে তিনি ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায়ই পরিচালিত করিলেন, তথাচ সেই অবলাগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে কোনই দোষ গ্রহণ করিল না; কেন না, প্রিয়জন-সঙ্গবশে তাহারা বড়ই সুখানুভব করিয়াছিল।

মহারাজ! ব্রজকুমারীরা স্ব স্ব বসন লইয়া পরিধান করিল বটে, কিন্তু সে স্থান হইতে তাহারা একটুও নড়িল না; কারণ, প্রিয়সঙ্গবশতঃ তাহাদের চিত্ত একান্তই আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহারা সলজ্জ-দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই অবলাগণ শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ কামনা করিয়াই ব্রতাচরণ করিয়াছিল; তাহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া ভগবান্ তাহাদিগকে কহিলেন;—হে সাধুশীলা ললনাগণ! আমার অর্চ্চনা করাই যে তোমাদের সঙ্কল্প, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এইরূপ সঙ্কল্প আমার অনুমোদিত; সুতরাং উহার সাফল্যলাভ উচিত হইতেছে। যাহাদের চিত্ত আমাতেই অভিনিবিষ্ট, তাহাদের বাসনাকে পুনর্ব্বার ফলভোগ করিতে হয় না। যে বীজ ভর্জ্জিত বা পক্ব, তাহাতে অঙ্কুর-উদগম প্রায়শঃই হয় না। তাই বলি, অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ; এক্ষণে ব্রজে গমন কর। হে সতীগণ! আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া তোমরা ভগবতীর পূজা ব্রত করিয়াছ; অতএব আগামী যামিনীতে আমার সহিত তোমরা বিহার করিতে পারিবে।

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! কৃতকৃত্য কুমারীগণ ভগবানের এই আদেশ পাইয়া তাঁহার চরণকমল ধ্যান করিতে করিতে অতিকষ্টে ব্রজধামে গমন করিল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরাম ও অন্যান্য গোপবয়স্যদিগের সহিত গো-চারণ করিতে বৃন্দাবন হইতে দূরবনে গমন করিলেন। সেখানে

দেখিলেন—হেমন্তের প্রখর আতপে পাদপ-কুল আপনাদের মস্তকে ছত্রচ্ছায়া দান করিতেছে। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ ব্রজবাসী বয়স্যদিগকে কহিলেন; ওহে স্তোক-কৃষ্ণ! ওহে অংশ! হে শ্রীদাম! হে সুবল! হে অর্জ্জুন! হে বিশাল! হে বৃষভ! হে ওজস্বিন্! হে দেবপ্রস্থ! হে বরূথপ! এই সকল মহাভাগ বৃক্ষকে অবলোকন কর। ইহারা নিজ মস্তকে বায়ু, বর্ষা, হিম, আতপ সহ্য করিতেছে কিন্তু আমাদিগকে এই সকল হইতে রক্ষা করিতেছে। ইহাদের জন্ম অতি প্রশংসনীয়। ইহারা সকল প্রাণীরই উপজীব্য। যাচক যেমন দয়াল ব্যক্তির নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরে না, ইহাদের নিকটেও প্রাণিগণ তেমনি বিফলমনোরথ হয় না। ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম, অস্থি ও পল্লবাদির অঙ্কুর-দ্বারা সতত সকলেরই বাসনা পূরণ করে। প্রাণ সম্পদ্ ও বাক্য-দ্বারা প্রাণিগণের মঙ্গলাচরণই জীবজন্মের ফল।

এইরূপে প্রশংসা করিতে করিতে প্রবাল, পুষ্প, পত্র ও ফলভরাবনত পাদপশ্রেণীর মধ্য দিয়া ভগবান্ যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া গোপগণ যমুনার স্বচ্ছ জল গাভীদিগকে পান করাইলেন এবং নিজেরাও যথেচ্ছ পান করিলেন। যমুনাতীরে গোচারণ করিতে করিতে গোপগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

গোপগণ কহিল,—হে মহাবীর্য্য রাম! ওহে দুষ্টদমন শ্রীকৃষ্ণ! ক্ষুধায় আমরা ক্লিষ্ট হইয়াছি; তোমরা ইহার শান্তিবিধান কর।

শুকদেব বলিলেন;—গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্নেহানুরক্ত ব্রাহ্মণ-পত্নীদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই তাহাদিগকে বলিলেন,—অদূরে দেবযজ্ঞ হইতেছে, তোমরা তথায় গমন কর। বেদবাদী ব্রাহ্মণেরা স্বর্গকামনায় আঙ্গিরস নামক স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। গোপগণ। তোমাদিগকে আমরা সেই স্থানে পাঠাইতেছি; তথায় গিয়া আর্য্য বলরামের ও আমার নাম উল্লেখ করিয়া অন্ন প্রার্থনা কর।

গোপগণ ভগবানের আদেশানুসারে সেই স্থানে গিয়া ভূ-পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অন্ন ভিক্ষা করিল এবং বলিল—ব্রাহ্মণগণ আমরা শ্রীকৃষ্ণের আদেশমত তাহারই নিকট হইতে আসিয়াছি। আমরা গোপজাতি; বলরামও আমাদিগকে এই স্থানে আসিতে বলিয়াছেন। রাম-কৃষ্ণ এইস্থানেরই সন্নিকটে গো-চারণ করিতেছেন, তাঁহারাও ক্ষুধার্ত্ত; তাঁহাদেরও ইচ্ছা এই যে, আপনাদের প্রদত্ত অন্ন তাঁহারাও ভোজন করেন। হে ধর্ম্মজ্ঞপ্রধান ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের শ্রদ্ধা হইলে তাঁহাদিগকেও আপনারা অন্নদান করিতে পারেন। তাঁহারাও অন্নপ্রার্থী। হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! দীক্ষারম্ভে অগ্নিষোমীয় পশু-মারণের পূর্ব্বে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্নগ্রহণে দোষ হইয়া থাকে, কিন্তু সৌত্রামণী দীক্ষা বা অন্যান্য দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির অন্নগ্রহণে দোষ হয় না; সুতরাং এ ক্ষেত্রে দান ও গ্রহণ কোনটাই দোষাবহ নহে।

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! সেই ব্রাহ্মণেরা ভগবানের এই প্রার্থনা শুনিয়াও শুনিলেন না।

তাঁহারা সামান্য স্বর্গাদি ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ক্লেশাধীন কর্ম্মই করিতেন এবং আপনাদিগকে বৃথা জ্ঞানবৃদ্ধ বলিয়া বুঝিতেন; কাজেই ভগবানের এই আদেশ শুনিয়াও শুনিলেন না। এই দুষ্প্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের চিত্ত মর্ত্ত্য-বিষয়েই লিপ্ত হইয়াছিল; কাজেই দেশ, কাল, পাত্র, বিভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ, ও ধর্ম্ম এই সকল যাঁহার স্বরূপ, সেই পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবানকে তাঁহারা মর্ত্ত্য জ্ঞানে মানিলেন না।

হে অরিন্দম! ব্রাহ্মণেরা যখন 'হাঁ' বা 'না' কোন কথাই কহিলেন না, তখন গোপগণ নিরাশ হইয়া রামকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া গেল এবং তাঁহাদের নিকট সকল ঘটনা বলিল। জগদীশ্বর হরি তাহা শুনিলেন, হাসিলেন এবং পুনরায় গোপদিগকে বলিলেন;—বয়স্যগণ! পরাঙ্মুখ কে না হইয়া থাকে? যাঁহারা কার্য্যসাধন করিতে চাহেন, বিরক্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে অনুচিত। দ্বিজপত্নীগণ আমাকে ভালবাসেন, তোমরা তাহাদিগকে গিয়া 'আমি রাম সহ উপস্থিত' ইহা বলিলেই তাঁহারা তোমাদিগকে অন্নদান করিবেন।

গোপগণ তাহাই করিল। তাহারা দ্বিজপত্নীগণের আবাসগৃহের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিল—দ্বিজপত্নীরা সুন্দর সুন্দর আভরণ পরিয়া বসিয়া আছে। তখন বালকেরা তাহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—বিপ্রপত্নীগণ! আপনাদিগকে নমস্কার করি; আমাদের একটা কথা আপনারা শুনুন। এই স্থানেরই সন্নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি বয়স্য গোপালগণ ও বলরাম সহ গো-চারণ করিতে করিতে দূরে আসিয়া বড়ই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আপনারা তাহাকে এবং আমাদিগকে অন্ন বিতরণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ-কথায় দ্বিজপত্নীগণের মন পূর্ব্ব হইতেই আকৃষ্ট; সুতরাং কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য তাঁহারা উৎসুক হইয়াই ছিলেন। এক্ষণে যেইমাত্র শুনিলেন—কৃষ্ণ আসিয়াছেন, অমনি সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বহু দিন শুনিয়া শুনিয়া তাঁহাদের চিত্ত ভগবানের প্রতিই আবদ্ধ হইয়াছিল। কাজেই পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের নিষেধ-সত্ত্বেও পাত্রে চর্ব্ব্য চূষ্য, লেহ্য, পেয়—চতুর্ব্বিধ অন্ন লইয়া প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে চলিলেন—নদী যেন সাগরাভিমুখে ছুটিল।

তাঁহারা যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—তত্রত্য উপবনভূমি অশোক-তরুরাজির নব-কিশলয়দলে শোভিত হইয়া রহিয়াছে; কেশব বলরাম ও গোপগণ সহ সেইখানেই বিচরণ করিতেছেন। কেশবের শ্যামকান্তি, পরিধানে পীতবসন, গলে বনমালা; ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু ও প্রবাল-দ্বারা তাঁহার বেশ বিরচিত; তাই তিনি নটের ন্যায় শোভমান। কেশব জনৈক অনুচরের স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া অপর হস্তে একটী লীলাকমল ঘুরাইতেছেন; কর্ণযুগলে উৎপল, উভয়গণ্ডে অলকাবলী এবং মুখকমলে হাস্যচ্ছটা বিকশিত হইতেছে। ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের যে সকল উত্তম উত্তম কর্ম্ম বার বার কর্ণকুহরে শুনিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের মন শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়াছিল; এক্ষণে চক্ষুরন্ধ্র-যোগে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাজ্ঞ-পুরুষের অহংবুদ্ধির ন্যায় সর্ব্ব সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা সকল আশা ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, অখিলদর্শী ভগবান্ তাহা জানিতে পারিয়াও সহাস্য-হাস্যে কহিলেন;—ভাগ্যবতীগণ! আপনাদের সুভাগমন হইয়াছে ত? আপনারা উপবেশন করুন। কি করিব, আজ্ঞা করুন? আপনারা যে আমাদের দর্শনার্থ এস্থানে আসিয়াছেন, ইহা সমুচিতই হইয়াছে। বিবেক-দ্বারা স্ব স্ব প্রয়োজনদর্শী ব্যক্তিগণ, সকলের প্রিয় আত্মা আমি—

আমার প্রতি ফলবাঞ্ছাবিরহিত যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকেন। যাঁহার সম্পর্কীয় বলিয়া প্রাণ, বুদ্ধি, মন, জ্ঞাতি, আত্মা, জায়া, পুত্র ও সম্পত্তি প্রভৃতি সকলেরই প্রিয়, তদপেক্ষা প্রিয় আর কে আছে? অতএব কৃতার্থ আপনারা, এক্ষণে দেব-যজ্ঞে গমন করুন। যদিও আপনাদের যাগ-যজ্ঞের আর প্রয়োজন নাই, তথাপি আপনাদের স্বামিগণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ,—তাঁহারা আপনাদিগকে লইয়াই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিবেন। দ্বিজপত্নীগণ কহিলেন;—বিভো! এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা অনুচিত হইতেছে। আপনি বেদবাক্য সফল করুন। আমরা সমস্ত আত্মীয়-বন্ধুকে অবজ্ঞা করিয়া আপনার উদ্দেশে হেলায় প্রদত্ত তুলসীদাম কেশ-পাশে বহিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। 'অন্যে পরে কা কথা'—আমাদের স্বীয় পতি, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি এবং বন্ধুগণও আমাদিগকে গ্রহণ করিবে না। অতএব, হে রিপুদমন! যাহাতে আপনি ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর না হয়, তাহাই করিয়া দিউন; আমরা আপনারই শরণাপন্ন।

ভগবান্ বলিলেন—পতি, পিতা, ভ্রাতা, পুত্রাদি ও লোকেও আপনাদিগকে দোষ দিতে পারিবে না। আমার আজ্ঞায় দেবতারাও তোমাদের আচরণে প্রীতি হইবেন। এ জগতে অঙ্গে অঙ্গ-মিলনেই যে সুখ বা স্নেহাতিশয় হয়, এরূপ নহে। আপনারা আমাতেই অর্পিতচিত্ত; আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমার নাম কীর্ত্তন, নাম শ্রবণ, আমাকে দর্শন ও চিন্তন এবং আমার গুণ কীর্ত্তন করিলে আমাতে যেরূপ প্রেম সঞ্চার হয়, নিরন্তর আমার নিকট থাকিয়াও সেরূপ প্রেমসঞ্চার অসম্ভব। তাই বলিতেছি, তোমরা গৃহে যাও।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের এই কথার পর দ্বিজপত্নীগণ সকলেই পুনরায় যজ্ঞবাটিকায় ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণগণও তাহাদের কোন দোষ দর্শন করিলেন না; স্ত্রীগণকে লইয়া যজ্ঞ সাঙ্গ করিলেন। দ্বিজপত্নীগণের এক জন স্বামি-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কৃষ্ণ দর্শনে আসিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন; সেই জন্য তিনি কৃষ্ণের যাদৃশ রূপ শুনিয়াছিলেন, সেইরূপে ভগবানকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় কর্ম্মানুগত দেহ পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণ পত্নীগণের প্রদত্ত সেই চতুর্বিধ অন্ন গোপ-গণকে ভোজন করাইয়া নিজেও ভোজন করিলেন। লীলা-নিমিত্ত নরদেহ ধারী ভগবান্ এইরূপে নরলোকের অনুকরণ করিতে করিতে রূপ, বাক্য ও ক্রীড়া দ্বারা গো-গোপ ও গোপসুন্দরীদিগকে ক্রীড়া করাইয়া স্বয়ং ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণেরা এই বলিয়া অনুতাপ করিতেছিলেন যে, আহা! আমরা সেই দুই নররূপী বিশ্বপতির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া অপরাধী হইয়াছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্ব স্ব পত্নীগণের অবিচল ভক্তি এবং আপনাদিগকে সেই ভক্তি হইতে হীন দর্শন করিয়া তাঁহারা অনুতপ্ত-হৃদয়ে আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া কহিতে লাগিলেন,—আমরা ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-হীন; সুতরাং ধিক্ আমাদের জন্মে, ধিক্ আমাদের ব্রতে, ধিক্ আমাদের বহুজ্ঞতায়, ধিক্ আমাদের কুলে কর্ম্মে ও নৈপুণ্যে। আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, ভাগবতী মায়া যোগিগণকেও মোহিত করে। আমরা বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ, তথাচ প্রকৃত স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। অহো! চরাচর-গুরু শ্রীকৃষ্ণে স্ত্রীগণেরও কি ভক্তি! এই কৃষ্ণভক্তি উহাদের গৃহরূপ মৃত্যুপাশ ছেদন করিয়াছে! ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই; ইঁহারা গুরুগৃহে বাস করেন নাই, তপস্যা করেন নাই, আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন নাই; ইঁহাদের শৌচ, সন্ধ্যা-বন্দনাদি নাই; তথাচ যোগেশ্বরে ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণে ইহাঁদের অচলা ভক্তি। আমরা

সংস্কার সম্পন্ন হইয়াও তাদৃশ ভক্তি-নিষ্ঠ হইতে পারি না। নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, আমরা প্রকৃত স্বার্থ ভুলিয়া বৃথা গৃহচেষ্টায় প্রমত্ত ছিলাম! সাধুজন-শরণ্য ভগবান্ গোপগণের কথায় আমাদিগকে সদগতি স্মরণ করাইয়া দিলেন; তা' যদি না হইবে, তবে কৈবল্যাদি কল্যাণদাতা পূর্ণকাম ভগবান্ আমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিবেন কেন? ইহা নিশ্চয়ই ভগবানের ছলনা। লক্ষ্মী চপলস্বভাবা হইয়াও যাঁহার পাদ-স্পর্শ-কামনায় অন্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত একমনে যাঁহাকে ভজনা করেন, সেই ভগবান্ শ্রীহরির যাচ্ঞা দেখিয়া মনুষ্যদিগের কেবল বিস্ময়ই জন্মিয়া থাকে। কাল, বিভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম এই সকল যাঁহার স্বরূপ, সেই যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুই যদুকূলে আবির্ভূত হইয়াছেন—আমরা এ সংবাদ অগ্রেই শুনিয়াছি; তথাচ আমাদের এমনই মূঢ়তা যে আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিলাম না। অহো! যাঁহাদের ভক্তিগুণে শ্রীহরিতে আমাদের স্থিরমতি প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সকল রমণীর পতি আমরা, আমাদের অপেক্ষা ধন্য পুরুষ আর কে আছে? যাহার মায়ায় মতি আমাদের মোহিত হওয়ায় কর্ম্মমার্গে আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,—যিনি অকুণ্ঠ-মেধাশালী ভগবান্ হে কৃষ্ণ! তুমি তিনিই; তোমাকে আমরা নমস্কার করি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আদ্যপুরুষ; তাঁহার মায়ায় আমাদের আত্মা মোহিত ছিল বলিয়া তদীয় প্রভাব আমরা কিছুই বুঝি নাই। সে জন্য আমাদের অপরাধ হইয়াছে; এক্ষণে তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন।

মহারাজ! উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন—ইহা তাঁহাদের অপরাধ হইয়াছে, তখন তাঁহারা সকলেই ব্রজদর্শনে সমুৎসুক হইলেন; কিন্তু কংসের ভয়ে ব্রজে যাইতে পারিলেন না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! এই ব্রাহ্মণগণ কংসভয়ে ব্রজে যাইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু স্ব স্ব আশ্রমে থাকিয়াই ভগবদর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের সহিত ব্রজে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন—গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতেছেন। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ সে সকল তত্ত্ব বিদিত ছিলেন; তথাচ বিনয়বিনম্র হইয়া নন্দাদি গোপবৃন্দকে জিজ্ঞাসিলেন;—পিতঃ! আপনারা আজ এত ব্যস্ত কেন? এ যজ্ঞ কাহার উদ্দেশে কি দিয়া সম্পন্ন হইবে? এ যজ্ঞের ফলই বা কি? ইহা শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব আমার নিকট বলুন। যাঁহারা সকলেই আত্মতুল্য অবলোকন করেন—আত্ম-পর ভেদজ্ঞান যাঁহাদের নাই, সেই হেতু যাঁহাদের অমিত্রও কেহ নাই—উদাসীনও কেহ নাই, তাঁহাদের কোন কার্য্যই গোপনীয় নহে। যদি ভেদজ্ঞান থাকে, তবে উদাসীনও শত্রুর ন্যায় পরিত্যাজ্য,—সুহৃদ্বর্গ আত্মপ্রতিম; সুতরাং মন্ত্রণা-ব্যাপারে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে নাই। মনুষ্য-সমাজে কেহ জানিয়া কর্ম্ম করে, কেহ না জানিয়া করে। যিনি জানিয়া শুনিয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহার কর্ম্মই সু-সিদ্ধ হইয়া থাকে; আর যিনি না জানিয়া অজ্ঞানে কর্ম্ম করেন, তাঁহার

কর্ম্ম সেরূপ সফল হয় না। আপনারা যে কর্ম্ম করিতে যাইতেছেন, ইহা কি শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া করা হইতেছে? ইহার যুক্তিযুক্ত উত্তর আমাকে প্রদান করুন।

নন্দ বলিলেন;—বৎস! ভগবান্ ইন্দ্র পার্জ্জন্য-দেবতা; মেঘবৃন্দ তাঁহার প্রিয়তম মূর্ত্তি। উহারা জীবগণের প্রাতিবিধান করেন এবং প্রাণপ্রদ জল বর্ষণ করিয়া থাকেন। বৎস! সেই মেঘসকল সর্ব্বত্র যে জলবর্ষণ করেন, তাহাতে যে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা আমরা মেঘ-দেবতার প্রীতির জন্য বর্ষে বর্ষে যজ্ঞানুষ্ঠান করি। যজ্ঞাবশেষ যাহা কিছু থাকে,—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সিদ্ধির নিমিত্ত মনুষ্য তদ্দারা জীবন ধারণ করে। বর্ষা-ঋতু পুরুষ-দিগের যাবতীয় বৃত্তি-ব্যবসায়েরই ফলদায়ক। এইরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাম, দ্বেষ, ভয় বা লোভের বশে যে ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করে, তাহার কখন মঙ্গল হয় না।

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দের এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রের প্রতি কোপোৎপাদনের নিমিত্ত পিতা নন্দকে বলিলেন,—পিতঃ! সুখ, দুঃখ, ভয় বা মঙ্গল এ সকল ভোগ জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মবশেই করিয়া থাকে। আর যদি কর্ম্মফল-দাতা কোন একজন ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনিও কর্ম্মকর্ত্তারই ভজনা করেন; কেন না, যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে না, তাহাকে তিনি ফলদান করিতে অক্ষম! অতএব জীবগণকে যখন ধর্ম্মানুবর্ত্তনই করিতে হইতেছে, তখন আর ইন্দ্র-দ্বারা তাহাদের প্রয়োজন কি? প্রাক্তন সংস্কার-ক্রমে মনুষ্যগণের অদৃষ্টে যাহা বিহিত আছে, তাহার অন্যথা কখনই তিনি করিতে পারেন না। মনুষ্য স্বভাবাধীন, স্বভাবেরই অনুসরণ তাহাকে করিতে হয়। সুরাসুর, নর সকলেই স্বভাবস্থিতি। জীবগণ ভাল-মন্দ যে যেমন কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মবশেই তাহাদিগকে উচ্চ বা নীচ দেহ লাভ করিতে হয়; আবার কর্ম্মবশেই তাহারা তাহা পরিত্যাগ করে। শত্রু, মিত্র বা উদাসীন, এ সকল মানুষের কর্ম্মেরই ফল। অতএব কর্ম্মই ঈশ্বর; কাজেই সভাবস্থ স্বকর্ম্মকারী জীব সেই কর্ম্মেরই পূজা করিবে। যাহা দ্বারা সত্যসত্যই জীবন ধারণ করা যায়, তাহাই ইহার দেবতা। অসতী স্ত্রী যেমন নিজে পতি হইতে সুখলাভ করিতে পারে না, তেমনি যাহার যাহা অবলম্বন, তিনি যদি তাহা ছাড়িয়া অন্য কাহারও সেবা করেন, তবে তাহা হইতে তাহার মঙ্গললাভ হয় না। ব্রাহ্মণ বেদপাঠনাদি, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর রক্ষণা-বেক্ষণ, বৈশ্য বার্ত্তা বা কৃষিবাণিজ্যাদি এবং শূদ্র ত্রিবর্ণের সেবা-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। বৈশ্য-বৃত্তি বার্ত্তা চতুর্ব্বিধ; যথা—কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ। ইহার মধ্যে আমরা গো-পালন করিয়া থাকি। সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এ বিশ্ব ও অন্যান্য জগৎ রজঃ হইতে উৎপন্ন। মেঘবৃন্দ রজোগুণে পরিচালিত হইয়া বারি বর্ষণ করে, বারি হইতে শস্য জন্মে, সেই শস্য দ্বারা জনগণ জীবন ধারণ করে; সুতরাং ইন্দ্রের আবশ্যকতা কি? আমরা বনবাসী, আমাদের পুর, নগর ও জনপদ কিছুই নাই; অতএব গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতোদ্দেশেই আমাদের যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্র-যজ্ঞার্থ যে দ্রব্য-সম্ভার সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই উক্ত যজ্ঞ সম্পাদন করুন। সূপ, বিবিধ পক্কান্ন ও পায়স, অপূপ, সংযাব ও শস্কুলী প্রস্তুত করা যাউক; সমস্ত গাভীকেই দোহন করা হউক; ব্রহ্মবেদী ব্রাহ্মণেরা অগ্নিতে হোম করিতে থাকুন; আপনারা তাঁহাদিগকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রচুর অন্ন ও ধেনু দান করুন। শ্বপচ ও পতিতদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রাপ্য, তদনুসারে অন্ন প্রদান করুন। গোগণকে তৃণগ্রাস ও পর্ব্বতকে বলিপ্রদান করা হউক।

ভোজনাবসানে উত্তম উত্তম অলঙ্কার ও বস্ত্র পরিয়া এবং চন্দন-লিপ্ত হইয়া গো, বিপ্র ও পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করুন। পিতঃ! ইহাই আমার অভিমত। আপনারা ইহা যদি ভাল বোধ করেন, তবে ইন্দ্রযজ্ঞ ছাড়িয়া এই যজ্ঞই করুন। এই যজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের ও আমরাও অভীপ্সিত।

শুকদেব বলিলেন ;—মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে নন্দাদি গোপবৃন্দকে যে কথা কহিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বার বার সাধুবাদ প্রদান করিয়া তাঁহারই কথানুসারে যজ্ঞারম্ভ করিয়া দিলেন। যজ্ঞের স্বস্তিবচন করা হইল। গোপগণ গো, ব্রাহ্মণ ও গিরিকে আদরে সেই সেই দ্রব্য উপহার দিলেন ; গোগণকে তৃণগ্রাস প্রদত্ত হইল এবং গোধনদিগকে অগ্রে অগ্রে লইয়া তাঁহারা গিরি-প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। উত্তমালঙ্কারে অলঙ্কৃতা গোপাঙ্গনারাও উত্তম উত্তম বৃষ-বাহিত শকটে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি-কলাপ গাহিতে গাহিতে গিরি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্যপ্রকার রূপ ধারণ করিলেন, বলিলেন—আমি পর্ব্বত। গোপগণ তাহাতে বিশ্বাস করিল ; শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপে পর্ব্বতোদ্দেশে রাশি রাশি বলি ভোজন করিলেন। কৃষ্ণ তখন বিশাল-কলেবর হইয়া উঠিলেন। অতঃপর গোপবেশী কৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগের সহিত মিলিয়া নিজেরই রূপান্তর সেই পর্ব্বত পুরুষকে প্রণাম করিয়া বলিলেন ;—দেখ কি আশ্চর্য্য! পর্ব্বত মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন। ইনি কামরূপধারী পর্ব্বত ; মনুষ্যেরা ইহাঁকে অবজ্ঞা করে, একারণ ইনি তাহাদিগকে বিনাশ করেন। আমরা আমাদের ও সমুদয় গোপজাতির মঙ্গলের জন্য ইহাকে নমস্কার করি। শ্রীকৃষ্ণের কথানুসারে গোপগণ এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনরায় ব্রজধামে প্রত্যাগত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! ইন্দ্র জানিতে পারিলেন, ব্রজে তাঁহার পূজা রহিত হইয়াছে। ইহা জানিয়া তিনি কৃষ্ণাধীন নন্দাদি গোপবৃন্দের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সংবর্ত্তক-নামক প্রলয়ঙ্কর মেঘদিগকে প্রেরণ করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে বলিলেন,—অহো! বনবাসী গোপগণের কি ঐশ্বর্য্য-মদমাহাত্ম্য। তাহারা কিনা সাধারণ মানব কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া দেবতার অবজ্ঞা করিল। যেমন আন্বীক্ষিকী বা আত্মস্মৃতিরূপা বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া নামমাত্র নৌকাস্বরূপকর্ম্মময় যজ্ঞদ্বারা লোকে ভবসাগর পার হইতে চেষ্টা করে, সেইরূপ গোপগণ মানব কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া আমার অপ্রিয় আচরণ করিল। কৃষ্ণ কে? সে ত অবিনীত অজ্ঞ, বৃথা-পাণ্ডিত্যাভিমানী, বাচাল, বালকমাত্র! ঐশ্বর্য্যমদমত্ত গোপগণ কৃষ্ণের সহায়তায় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে ; সংবর্ত্তক! তুমি ইহাদের ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব চূর্ণ কর, পশুসমূহকে সংহার কর। আমিও ঐরাবতে আরোহণ করিয়া দেবগণের সহিত মহাবেগে গোপরাজ নন্দের গোষ্ঠধ্বংস করিবার জন্য অবিলম্বেই যাইতেছি।

শুকদেব বলিলেন ;—মহারাজ! মেঘদল ইন্দ্রের

এইরূপ আদেশ পাইয়া যথেচ্ছ-গমনে নন্দ-গোকুলে প্রচুর বর্ষণ-দ্বারা অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিল। উহারা প্রচণ্ডবায়ু-কর্ত্তৃক পরিচালিত ও বিদ্যুন্মালায় উজ্জ্বলীকৃত হইয়া বজ্রনির্ঘোষ করিতে করিতে প্রচুর জল-শিলা বর্ষণ করিতে লাগিল। জলদজাল অবিরল স্তম্ভাকৃতি স্থূল জলধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে পৃথিবী জলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। জলে জলে সর্ব্বস্থান সমান হইল; কোথাও নতোন্নত ভাব রহিল না। মহাবর্ষণে ও মহাবায়ু-প্রবাহে পশু সকল কাঁপিতে লাগিল, গোপ ও গোপীগণ শীতার্ত্ত ও কম্পিত হইয়া শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হইল; জলধারা পীড়িত গোপীগণ স্ব স্ব মস্তক ও শিশু সন্তানদিগকে কোনরূপে আচ্ছাদিত করিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইল। গোপগণ কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া কহিল;—হে কৃষ্ণ! হে মহাভাগ! তুমিই গোকুলের রক্ষক। হে ভক্তবৎসল! ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের অত্যাচার হইতে আমাদিগকে তুমি রক্ষা কর।

গোকুল ঘোর শিলাবর্ষণে ও প্রচণ্ডবাতে বিধ্বস্ত প্রায় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন যে, এ কার্য্য কুপিত ইন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও নহে। ইন্দ্রের যজ্ঞ নষ্ট করা হইয়াছে, তাই তিনি কুপিত হইয়া অকালে অত্যুগ্র অতিবাত-সহকৃত শিলাময় জলধারা বর্ষণ করিতেছেন। আমি স্বীয় ক্ষমতায় এই সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করিব। মোহ বশতঃ লোকেশ্বর বলিয়া ইহাদের একটা অভিমান আছে; ইহাদের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বরূপ তমঃ আমি চূর্ণ করিব। মৎপ্রতি যাঁহাদের সদ্ভাব আছে, সেই দেবতারা কখন গর্ব্বান্ধ হইয়া আপনাদিগকে ঈশ্বর মনে করেন না। আমি অসাধুগণের অভিমান-ভঙ্গকারী; আমার এই কার্য্য তাহাদের বিনয়-সৌজন্যেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে। গোষ্ঠে শরণ্য ও নাথ একমাত্র আমিই; গোষ্ঠে আমারই পরিবার। অতএব আমি আত্মযোগবলে এই গোষ্ঠকে অদ্য আমি রক্ষা করিব; ইহা আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া বালকের ছত্র-ধারণের ন্যায় অবলালাক্রমে গোবর্দ্ধন গিরিকে উত্তোলন করিলেন এবং ব্রজবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—হে মাতঃ! হে পিতঃ! হে ব্রজবাসিগণ! আপনারা গো-ধন সহ স্বচ্ছন্দে এই গিরিকন্দরে প্রবেশ করুন। আমার হস্ত হইতে এই পর্ব্বত পড়িয়া যাইবার ভয় আপনারা করিবেন না; বাত ও বৃষ্টির জন্য ভীত হইবেন না। আপনাদিগকে উদ্ধার-সাধনের উপায় ইহাই এক্ষণে করা হইল। ব্রজবাসী-গণ কৃষ্ণের আশ্বাসনায় আশ্বস্ত হইলেন এবং স্ব স্ব গো-ধন শকট, ভৃত্য, পুরোহিত ও উপজীবীদিগকে লইয়া স্বচ্ছন্দে সেই গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যথা ও সুখেচ্ছা পরিহার করিয়া এইরূপে সপ্তাহ কাল গিরিধারণ করিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও বিরাম নাই; অবিচল-ভাবে তিনি গিরিধারী হইয়া রহিলেন। ব্রজবাসীরা সকলেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিল; দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল!

শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম দেবরাজ ইন্দ্র দেখিলেন; দেখিয়া তিনিও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার গর্ব্ব ও অভিমান দূরীভূত হইল; তিনি মেঘদলকে বারি-বর্ষণে বারণ করিলেন। আকাশ নির্ম্মেঘ হইল; সূর্য্য প্রকাশ পাইলেন। দারুণ বাত-বর্ষণ থামিল। গোবর্দ্ধনধারী হরি তাহা দেখিয়া গোপদিগকে বলিলেন গোপগণ! ভয় নাই; স্ত্রী ধন, সম্পদ্ ও বালক-বালিকাদিগকে লইয়া গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হও। বাত ও বর্ষণ নাই; নদী-জল কমিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এই কথার পর স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ গোপগণ শকটো-পরি স্ব স্ব দ্রব্য সামগ্রী চাপাইয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজনসমক্ষে পুনর্ব্বার ঐ পর্ব্বতকে যথাস্থানে রাখিয়া আসিলেন।

এইবার প্রেমপরিপূর্ণ ব্রজবাসিবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া যথোচিতরূপে প্রত্যেকেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। আনন্দিত গোপাঙ্গনারাও স্নেহভরে দধি, আতপ-তণ্ডুল ও পানীয় দ্বারা তাঁহার পূজা করিল এবং তাঁহার প্রতি উত্তম উত্তম আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিল। যশোদা, রোহিণী, নন্দ এবং বলশালীদিগের অগ্রগণ্য রাম স্নেহবিহ্বল হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্বর্গবাসী দেব, সিদ্ধ, সাধ্য' গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও তৎপ্রতি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন; শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল এবং দেবগণের আদেশ পাইয়া তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতিগণ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর অনুরক্ত গোপালগণে পরিবৃত হইয়া বলরাম সহ শ্রীহরি ব্রজধামে যাত্রা করিলেন। গোপাঙ্গনাগণ আনন্দিতমনে শ্রীকৃষ্ণের তথাবিধ হৃদয়গ্রাহিণী কার্য্যাবলী গান করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের বলবীর্য্য গোপগণের অজ্ঞেয় ছিল। তাহারা উল্লিখিত রূপ কার্য্যকলাপ দেখিয়া একান্তই বিস্ময়াপন্ন হইল এবং সকলে আসিয়া পরস্পর একত্র হইয়া বলিল;—দেখিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ বালক হইলেও তাঁহার কর্ম্ম সকল অতি অদ্ভুত! এ বালক কিরূপে গ্রাম্য গোপজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল? এরূপ জন্ম ত' ইহার যোগ্য নহে। এ বালকের অদ্ভুত কর্ম্ম! সপ্তবর্ষীয় বালক লীলাক্রমে একটী কর-দ্বারা, গজরাজের পদ্মধারণের ন্যায় কি করিয়া গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিল? কালকর্ত্তৃক জীবের প্রাণ-হরণের ন্যায় কিরূপেই বা ঐ বালক নিমীলিতনেত্রে মহাবলশালিনী পূতনার প্রাণের সহিত স্তন পান করিল? এ বালকের বয়ঃক্রম যখন তিনমাস মাত্র, তখন শকটের নীচে শুইয়া থাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বালক পদদ্বয় উর্দ্ধে তুলিয়াছিল; তাহাতে ইহার পদাগ্রে আহত হইয়া কিরূপেই বা সে শকট উল্‌টিয়া পড়িয়াছিল? বয়স যখন একবর্ষ মাত্র, তখন দৈত্য তৃণাবর্ত্ত একদিন ইহাঁকে লইয়া বেগে আকাশমার্গে উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠ ধরিয়া ব্যথা প্রদান করত কিরূপেই বা তাহাকে সংহার করিল? আর একদিন নবনীতি-হরণের জন্য ইহাঁর জননী যশোদা ইহাঁকে বন্ধন করেন; কিন্তু কি জানি, কিরূপে এই বালক বন্ধন-অবস্থায় দুইটা অর্জ্জুনবৃক্ষের অন্তরালে গিয়া বাহুযুগ দ্বারা কি করিয়া সেই বৃক্ষদ্বয়কে ভূপৃষ্ঠে পাতিত করেন? বলরামও অন্যান্য বালকদিগের সহিত একদিন গোচারণ করিতেছিল; সেই সময় শত্রু বকাসুর ইহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে কিরূপেই বা বালক তাঁর মুখ ধরিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল? বৎসাসুর স্বীয় মৃত্যুর জন্যই বৎসরূপ ধরিয়া বৎসপাল-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; এই বালক কেমন করিয়া তাহাকে সংহার করিল এবং কিরূপেই বা তাহার দেহ নিক্ষেপ করিয়া কপিত্থসকল পড়িল? শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সহ একযোগে তালবনে গিয়া কিরূপেই বা গর্দ্দভাসুর ও তাহার জ্ঞাতিবর্গের সংসার সাধন করিয়া পরিপক্ক তাল ফলপূর্ণ তালবন নিরাপদ্ করিয়াছিল? কেমন

করিয়াই বা বলরাম-দ্বারা এ বালক প্রলম্বাসুরকে বধ করাইল এবং কিরূপেই বা দাবাগ্নিদাহ হইতে ব্রজের বালক ও পশুদিগকে বাঁচাইল ? কালিয় অতি তীক্ষ্ণবিষ-ধর-সর্প ; কি করিয়াই বা তাহাকে বলপূর্ব্বক পরাজিত ও গর্ব্বহীন করিয়া হ্রদ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল এবং যমুনাজল বিষবর্জ্জিত করিল ? ওহে নন্দ! তোমার বালকের প্রতি আমাদের অপরিহার্য্য অনুরাগ, আর এই বালকেরও আমাদের উপর কেন যেন একটা নৈসর্গিক অনুরাগ ? কোথায় এই সপ্তমবর্ষীয় বালক, আর কোথা সেই উন্নত গোবর্দ্ধন মহাগিরি! তথাপি বালক তাহা অবলীলাক্রমে করে ধারণ করিল! হে ব্রজরাজ! তোমার ঐ বালক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের সন্দেহ হইতেছে। নন্দ বলিলেন,— গোপগণ! এই বালকের প্রতি যদি তোমাদের সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে তাহা পরিহার কর। গর্গ মুনি এই বালককে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রবণ কর :—

"তাঁহার কথা এই যে, এই বালক যুগে যুগে দেহ ধারণ করেন। শুক্ল, রক্ত, পীত এই ত্রিবর্ণ ইহার পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, অধুনা ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ। তোমার এই পুত্র একদা বসুদেব-ঔরসে জন্মিয়াছিলেন, তাই ইঁহার একটি নাম বাসুদেব। তোমার এই পুত্রের গুণকর্ম্মানুরূপ বিবিধ রূপ ও নানা নামের কথা শুনিতে পাওয়া যায় ; সে সকল নাম ও রূপ আমার অপরিজ্ঞাত এবং অন্য কেহও তাহা সম্যক্-রূপে জানেন না। এই বালক গো-গোপকুলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া তোমাদের সকলেরই কল্যাণ সাধন করিবেন। ইঁহার সাহায্যে সকল বিপদ্ হইতেই তোমরা পরিত্রাণ পাইবে। পূর্ব্বে দস্যুদল যখন সাধুগণকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং দেশ অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ইনিই সমুদয়কে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার অনুগ্রহগুণে প্রজাবর্গ সমৃদ্ধিশালী হইয়া দস্যুদলকে পরাজিত করে। যে সকল মানব এই মহাভাগ পুরুষে প্রেমস্থাপন করেন, যেমন বিষ্ণুপক্ষীয়দিগকে পরাস্ত করিতে পারে না, সেইরূপ শত্রুগণও তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। তাই বলিতেছি, ওহে নন্দ! তোমার এই কুমার গুণ, শ্রী, কীর্ত্তি ও প্রভাব সকল বিষয়েই ভগবান্ নারায়ণেরই তুল্য।" সুতরাং হে গোপবৃন্দ! এব বালকের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ কিছুই নাই। গর্গমুনি আমাকে এই সকল কথা কহিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলে সেই দিন হইতে বালককে আমি নারায়ণের অংশ বলিয়াই বুঝিয়া রাখিয়াছি।

ব্রজবাসীরা নন্দগোপমুখে গর্গমুনির কথিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময় বিসর্জ্জন করিল এবং আনন্দের সহিত নন্দ ও নন্দনন্দন কৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিল। ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ হইলে ক্রোধবশে ইন্দ্র যখন বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—বজ্র, করকা ও পরুষবাতে ব্রজের গোপগোপী ও গোবৎসগণ যখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দয়া করিয়া, বালকের ছত্র-ধারণের ন্যায়, যিনি অবলীলাক্রমে গিরিগোবর্দ্ধন উৎপাটন-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া নিজরক্ষিত ব্রজভূমির রক্ষা বিধান করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রগর্ব্ব-খর্ব্বকারী গোবিন্দ আমাদের প্রতি দয়াবান্ হউন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন ;—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ ও প্রবল বর্ষণ হইতে ব্রজভূমির রক্ষাবিধান করিলে, গোলোক হইতে সুরভি এবং স্বর্গ হইতে ইন্দ্র ব্রজে কৃষ্ণসকাশে আগমন করিলেন। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন ; সেই জন্য তিনি লজ্জিত হইয়া নির্জ্জনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া রবিকরপ্রভ কিরীট-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদ-যুগল স্পর্শ করিলেন। 'একমাত্র আমিই এই ত্রিলোকের অধীশ্বর' এই বলিয়া ইন্দ্রের যে একটা গর্ব্ব ছিল, অমিতেজা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দেখিয়া শুনিয়া তাহা তাঁহার নষ্ট হইয়াছিল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,—প্রভো! আপনার স্বরূপে রজঃ ও তমোগুণের সত্তা নাই, উহা শান্ত ও একরূপে বিরাজমান ; তাই প্রচুর-জ্ঞানশালী ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই বিদিত। এ সংসার মায়ার কার্য্য, ইহা আপনাতে নাই ; কেন না, ইহার উৎপত্তি অজ্ঞান হইতেই হয়। হে ঈশ! লোভাদি, অজ্ঞান ও দেহ-সম্পর্ক হইতে উৎপন্ন—জীবে উহার সদ্ভাব-দর্শনে তাঁহাকে অজ্ঞান বলিয়াই অবগত হওয়া যায় ; সুতরাং ঐ সকল লোভাদি আপনাতে থাকিতেই পারে না। তবে যে আপনি দণ্ড ধারণ করেন, সে কেবল ধর্ম্মরক্ষা ও খলব্যক্তির নিগ্রহের জন্যই করিয়া থাকেন! অতএব দণ্ড দিবার জন্যই আমার প্রভুত্বের অভিমান চূর্ণ করিলেন। আপনি নিখিলজগতের পিতা, গুরু, অধীশ্বর এবং দুর্নিবার কাল ; এ জগতের হিতের নিমিত্তই আপনি স্বেচ্ছায় নানা দেহ ধারণ করিয়া বৃথা ঈশ্বরাভিমানীদিগের অভিমান চূর্ণ করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকেন। আমি যেমন ঈশ্বরাভিমানী হইয়াছিলাম, এইরূপ যাহারা নিজকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহারা আপনাকে ভয়কালেও নির্ভীক দেখিয়া ঐ অভিমান বিসর্জ্জন দেয়, গর্ব্বিতভাব পরিহার করে এবং আপনার প্রতি ভক্তিমান্ হইবার নিমিত্ত আর্য্যজনাচরিত পথ অবলম্বন করে। অতএব আপনার চেষ্টাই খলজনের জন্য। ঐশ্বর্য্যমদে আমি মত্ত হইয়াছিলাম—আপনার যে কি প্রভাব, তাহা আমি কিছুই জানিতাম না ; আমার অপরাধ হইয়াছে। চিত্ত আমার অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল ; হে প্রভো! আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। হে ঈশ! আমি যে কুবুদ্ধির আশ্রয়, উহা যেন আমার আর কখনই না হয়। হে দেব! যাহারা স্বয়ং পৃথিবীর ভারভূত ও বহুবিধ ভার-সাধনের হেতুস্বরূপ, সেই সেনাপতি-সমূহের সংহারের নিমিত্ত এবং আপনার চরণসেবীদিগের মঙ্গলার্থ এ পৃথিবীতে আপনি নররূপে অবতীর্ণ। আপনি অন্তর্যামী, সর্ব্বত্রই আপনার বসতি ; তাই আপনি অপরিচ্ছিন্ন। যদুগণের আপনি অধিপতি—সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ, আপনাকে আমি নমস্কার করি। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আপনার মূর্ত্তি, তথাচ নিজের ইচ্ছায় আপনি দেহ ধারণ করিয়া থাকেন ; আপনি সর্ব্বরূপ, সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বভূতস্বরূপ ; আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! আমি অভিমানী বলিয়া অতি কোপনস্বভাব ; তাই আমার যজ্ঞভঙ্গে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবল বর্ষণ ও বায়ু-প্রভাবে এই ব্রজধাম বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। হে বিভো! আমার দর্প চূর্ণ করিয়া আমার প্রতি আপনি অনুগ্রহ-প্রকাশই করিলেন। আমি ব্যর্থচেষ্ট হইয়াছি। গর্ব্ব আমার দূরীভূত হইয়াছে। আপনি ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা। আমি আপনার শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি।

শুকদেব বলিলেন ;—রাজন্! ইন্দ্র এইরূপে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিলে তিনি সহাস্যবদনে জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন,—হে ইন্দ্র! তুমি ঐশ্বর্য্য-মদে নিতান্ত মত্ত হইয়াছিলে, আমাকে আর তোমার স্মরণ ছিল না; তাই তুমি আমাকে স্মরণ করিতে পারিবে বলিয়াই আমি অনুগ্রহপূর্ব্বক তোমার যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছি। ঐশ্বর্য্যমদান্ধ লোক আমায় ভুলিয়া যায়; আমি যে দণ্ডহস্তে সর্ব্বদাই দণ্ডায়মান তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। উহাদের মধ্যে যাহাকে আমি অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া মনে করি, তাহাকে আমি সম্পত্তিচ্যুত করিয়া দেই। তাই বলি, হে দেবেন্দ্র! তুমি এক্ষণে প্রস্থান কর; মঙ্গল হউক। আমার আদেশ পালন করিতে থাক,—তোমরা অগর্ব্বিত ও অবহিত হইয়া স্ব স্ব পদে অবস্থান কর।

অতঃপর মনস্বিনী সুরভি স্ববংশীয়দিগের সহিত একযোগে গোপবেশী ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার-পুরঃসর সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বিশ্ববিধাতঃ! আপনি আমাদিগকে ইন্দ্রের ক্রোধজন্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করিলেন। আপনি আমাদের পরম দেব! হে জগন্নাথ! আপনি গো, ব্রাহ্মণ ও সাধুজন-গণের মঙ্গলের জন্য আমাদের ইন্দ্ররূপে বিরাজ করুন। ব্রহ্মা আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন; আপনাকে আমরা আমাদের ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করিব। হে বিশ্বমূর্ত্তে! এই পৃথিবীর ভার হরণের জন্যই আপনি অবতীর্ণ!

শুকদেব বলিলেন ;—মহারাজ! সুরভি এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া স্বীয় দুগ্ধ-দ্বারা ভগবান্‌কে অভিষিক্ত করিলেন। অতঃপর ইন্দ্র দেব-মাতৃগণের আদেশানুসারে দেবর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐরাবত-করোদ্ধৃত আকাশ-গঙ্গার পবিত্র জলরাশি-দ্বারা যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত ও 'গোবিন্দ' নামে অভিহিত করিলেন। গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণগণ সকলেই সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন এবং কলুষনাশন কৃষ্ণ-চরিত্র গান করিতে লাগিলেন; সুর-সুন্দরীগণ সানন্দে নৃত্যারম্ভ করিলেন; প্রধান প্রধান দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও তদুপরি অত্যদ্ভুত পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন এই ত্রিলোকী পরমানন্দে মগ্ন হইল; গাভীগণ দুগ্ধক্ষরণে ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিল। সমুদায় নদীগর্ভে নানারসের প্রবাহ বহিয়া চলিল; তরুগণ মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল; বর্ষণ-ব্যতিরেকেও ওষধি-সমূহ পাকিয়া উঠিল এবং মণিগণ ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া পর্ব্বতশিখরে বিরাজ করিতে লাগিল। যে সকল প্রাণী স্বভাবতঃ ক্রূর, শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকে তাহারাও সহজাত বৈরিতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। গো-গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ অভিষেক করিয়া ইন্দ্র তাঁহার আজ্ঞানুসারে দেবগণ সহ স্বর্গাভিমুখে গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

শুকদেব কহিলেন; রাজন্! নন্দ একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলেন এবং দ্বাদশীতে স্নান করিবার নিমিত্ত যমুনার জলে নামিলেন। তিনি আসুরী বেলা গ্রাহ্য করেন নাই; রাত্রিতেই যমুনাজলে স্নানার্থ অবতরণ করিয়াছিলেন। সেই হেতু জলাধিপতি বরুণের ভৃত্য তাঁহাকে ধরিয়া বরুণ-সমীপে লইয়া গেল। নন্দের অদর্শনে গোপগণ 'হা রাম! হা কৃষ্ণ!' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পিতা নন্দ বরুণালয়ে নীত হইয়াছেন, শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগকে অভয় দিলেন এবং পিতার উদ্ধারের জন্য স্বয়ং বরুণালয়ে যাত্রা করিলেন। লোকপাল বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং প্রচুর পূজোপকরণ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন—হে প্রভো! অদ্য আমার দেহধারণ সার্থক ও পরমার্থ অধিগত হইল। হে ভগবান্! আপনার পাদপদ্ম যাঁহারা সেবা করেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা ভবসাগরের পরপারে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ কারণ আমারও আজ সংসার-নিবৃত্তি ঘটিল। ভ্রমোৎপাদনের নিমিত্ত যে মায়া ত্রিলোকসৃষ্টি কল্পনা করে, সে মায়ার আপনি অতীত। আপনি পরমাত্মা পরব্রহ্ম, নিখিল ঐশ্বর্য্যই আপনাতে বিদ্যমান; আপনাকে আমার নমস্কার। আমার কার্য্যানভিজ্ঞ মূঢ়ভৃত্য না বুঝিয়া আপনার পিতা নন্দকে হেথায় আনিয়াছে। আপনি এ অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি সর্ব্বদর্শী ভগবান্; আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। হে গোবিন্দ! হে পিতৃবৎসল! আপনার পিতা নন্দকে আপনি লইয়া যান।

শুকদেব বলিলেন;—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; তিনি বরুণ-কর্ত্তৃক এইরূপে প্রসাদিত হইয়া পিতা নন্দকে লইয়া বরুণালয়ে হইতে ব্রজে আসিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার বন্ধুগণ পরম আনন্দিত হইলেন গোপরাজ নন্দ লোকপাল বরুণের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য এবং তৎকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মহতী অর্চ্চনা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই সকল ব্যাপার জ্ঞাতিদিগের নিকট বর্ণন করিলেন। গোপগণ ঔৎসুক্যের সহিত ঐ সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করিলেন, আর বলিলেন—আহা! এই ভগবান্ আমাদিগকেও কি তাঁহার সূক্ষ্ম গতি প্রদান করিবেন?

অখিলদর্শী ভগবান্ স্বীয় বন্ধুবর্গের এই মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য অনুকম্পাবশতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন—এ জগতে মানুষ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম-দ্বারা বিবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া নিজের উত্তম গতি কি, তাহা জানিতে পারে না। পরমকারুণিক হরি এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজের প্রকৃতির পরপারবর্ত্তী স্বীয় বৈকুণ্ঠলোক তাহাদিগকে দর্শন করাইলেন। যিনি অবাধ অজর, অপরিচ্ছিন্ন প্রকাশ এবং যিনি নিত্য ও সমাহিত, জ্ঞানিগণ গুণাপায়ে যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দয়াপরবশ হইয়া গোপদিগকে সর্ব্বাগ্রে সেই ব্রহ্মরূপ দেখাইলেন; পরে তাহাদিগকে ব্রহ্মহ্রদ-সমীপে লইয়া গেলেন। তাঁহারা সেই হ্রদ-জলে মগ্ন হইয়া বৈকুণ্ঠ-লোক দর্শন করিলেন; পূর্ব্বে অক্রূর এই হ্রদ হইতেই কৃষ্ণ-কৃপায় ঐ লোক দেখিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগকে সেই হ্রদজল হইতে উত্তোলন করিলেন। তাহারা উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বের ন্যায় দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিলেন। নন্দাদি গোপবৃন্দ তখন পরমানন্দে নির্ব্বৃত হইয়া বিবিধ বেদ-বাক্য-দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন ;—রাজন্! ভগবান্ গোপ-ললনাদিগের নিকট ইতিপূর্ব্বে প্রতিশ্রুত ছিলেন যে —'আগামিনী যামিনীতে তোমরা আমার সহিত বিহার করিতে পারিবে।' সেই সকল যামিনী উপস্থিত শরতের সেই সুখযামিনীতে মল্লিকাপুষ্পদল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ তাহা দেখিয়া যোগমায়া অবলম্বন করিয়া বিহার করিতে মানস করিলেন। তৎকালে সুধাকর সমুদিত হইলেন ; তিনি সুখময় কর-দ্বারা অরুণরাগে পূর্ব্বদিকের মুখমণ্ডল রঞ্জিত করত জনগণের ক্লেশাপনোদন করিতে লাগিলেন।— মনে হইল, বহুদিনের পর প্রবাস হইতে আসিয়া নায়ক যেন স্বীয় প্রেয়সীর মুখ কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত করিলেন। লক্ষ্মী-দেবীর মুখমণ্ডলপ্রতিম কুমুদিনী-কান্ত অখণ্ড-মণ্ডল ও নবকুঙ্কুম-রাগবৎ অরুণবর্ণ হইয়া সমুদিত হইলেন ; তদীয় স্নিগ্ধ কিরণচ্ছটায় বনরাজি রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন গোপসুন্দরী-গণের মনোবিমোহনকর মধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ব্রজসুন্দরীগণের মন শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তাহারা সেই কৃষ্ণকণ্ঠোত্থিত কামোদ্দীপক সঙ্গীত শুনিয়া পরস্পর পরস্পরকে নিজ নিজ উদ্‌যোগ না জানাইয়াই প্রাণকান্ত কৃষ্ণের কাছে যাইতে লাগিল। গমনবেগে তাহাদের কর্ণ-কুণ্ডলগুলি দোদুল্যমান হইতে লাগিল। কোন কোন গোপাঙ্গনা দুগ্ধ দোহন করিতেছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গান শুনিবামাত্র আরব্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উৎসুকচিত্তে তদভিমুখে ছুটিয়া চলিল। কেহ চুল্লীতে দুগ্ধ চাপাইয়াছিল, কাহারও চুল্লীতে গোধূম-কণার অন্ন দগ্ধ হইতেছিল; তাহারা তাহা না নামাইয়াই প্রস্থান করিল। কেহ কেহ পরিবেশন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, কেহ শিশুদের স্তন্যপান করাইতেছিল, কেহ কেহ স্বামিসেবায় নিযুক্ত ছিল এবং কেহ কেহ ভোজন করিতে বসিয়াছিল ; তাহারা সে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গমন করিল। কোন গোপললনা অনুলেপন, কেহ গাত্রমার্জ্জন এবং কেহ কেহ বা নয়নে অঞ্জনদান করিতেছিল ; তাহারা সেই সেই কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই ধাবিত হইল। কোন কোন কামিনী বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া কৃষ্ণোদ্দেশে যাত্রা করিল। তাহারা সত্বর যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল ; সেই ব্যস্ততার দরুণ তাহাদের বসন-ভূষণ যথাযথ-স্থানে বিন্যস্ত হয় নাই। তাহারা সেই অবস্থায়ই ছুটিয়া চলিল। তাহাদের পিতা, পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তথাচ তাহারা ফিরিল না ; কেন না, গোবিন্দ তাহাদের মনোহরণ করিয়াছিলেন,—তাই তাহারা মোহিত হইয়াছিল। অন্তঃপুরস্থিতা কোন কোন গোপবধূ বাহিরে যাইতে না পারিয়া নিমীলিতনয়নে নিরন্তর কৃষ্ণকেই চিন্তা করিতে লাগিল। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ-বিরহে তাহাদের যে তীব্র সন্তাপ উপস্থিত হইয়া-ছিল, তাহাতেই তাহাদের অশুভ ক্ষয় পাইয়াছিল। তাহারা চিন্তযোগ-প্রাপ্ত অন্তরে অচ্যুতকে আলিঙ্গন করিতেছিল ; তাহাতেই তাহাদের যে সুখ-সম্ভোগ হইল, তাহা দ্বারাই এই সকল গোপবধূর পুণ্যেরও অবসান হইল। যদিও কৃষ্ণে তাহাদের উপপতি-বোধ ছিল, তথাচ সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়ায় তাৎকালিক সুখ-দুঃখ দ্বারা তৎক্ষণাৎ নিখিল কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগ করিল।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে মুনে !

গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে পরম কান্ত বলিয়াই জানিত—তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া তাহাদের ধারণা ছিল না; এ অবস্থায় কিরূপে সেই গুণাসক্তবুদ্ধি গোপবণিতাদিগের সংসার-বিরতি ঘটিল ?

শুকদেব বলিলেন ;—রাজন্! চেদিপতি শিশুপাল যেরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছি। এই চেদিপতি হৃষীকেশের সহিত শত্রুতা করিত; সে শত্রু হইয়াও যখন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তখন হৃষীকেশের যাহারা প্রিয়তমা, তাহাদের সম্বন্ধে আর কি বলিব? হে নৃপ! ভগবান্ অব্যয়, অপ্রমেয়, গুণাতীত ও গুণনিয়ন্তা; জনসমাজের শ্রেয়ঃ-সাধণের জন্যই তাঁহার রূপপ্রকাশ হইয়া থাকে। কামে, ক্রোধে, লোভে, ভয়ে, স্নেহে, ভক্তিতে বা সম্বন্ধে যে কোন একটী দ্বারাই চিত্ত যাঁহার অচ্যুত-চিন্তায় নিবিষ্ট, তিনিই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অজর, যোগেশ্বরের ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্; তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ বিস্ময় প্রকাশ তুমি করিও না। সেই ভগবান্ হইতে স্থাবরাদিরও মুক্তিলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, তিনি সেই ব্রজবনিতাদিগকে সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বাক্‌চাতুরীতে তাহাদিগকে মোহিত করিয়া কহিলেন,—হে মহাভাগা মহিলাগণ! তোমাদের সুখ আগমন হইল ত'? এক্ষণে আমি তোমাদের কি ইচ্ছা সাধন করিব, প্রকাশ করিয়া বল। ব্রজভূমির মঙ্গল ত? তোমাদের হেথায় আগমনের কারণ কি? এই রাত্রি অতি ঘোররূপা,—ইহাতে ভয়ঙ্কর প্রাণিগণ ইতস্ততঃ বিচরণশীল; অতএব তোমরা এক্ষণে ব্রজে ফিরিয়া যাও। হে সুন্দরীগণ! এ স্থানে অবলাজনের অবস্থান উচিত নহে। তোমাদের মাতা, পিতা, স্বামী, ভ্রাতা ও পুত্র তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই নিশ্চয় তোমাদের অন্বেষণ করিতেছেন; তোমরা বন্ধুগণের আশঙ্কা বা সন্দেহ উৎপাদন করিও না।

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া গোপাঙ্গনারা কিঞ্চিৎ প্রণয়-কোপের সহিত অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন;—সুন্দরীগণ! তোমরা যদি পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের শুভ্রকর নিকরে রঞ্জিত কুসুমিত কানন ও যমুনানিলের গতিভঙ্গিমায় উহার তরুপল্লবদলের কম্পন-শোভা দেখিতে আসিয়া থাক, তোমাদের দেখা হইয়াছে; গোষ্ঠাভিমুখে গমন কর—কালবিলম্ব করিও না। সতী তোমরা, গৃহে গিয়া স্ব স্ব পতির সেবা কর। তোমাদের বৎস ও বালকগণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগকে গিয়া দুগ্ধ পান করাও। তোমরা যদি আমার প্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইয়াও আসিয়া থাক, তাহাতেও কোন দোষ হয় নাই; কেন না, নিখিল জন্তুই আমাতে প্রীত হইয়া থাকে। হে কল্যাণী-গণ! অকপটভাবে পতি ও পতিবন্ধুগণের শুশ্রূষা ও স্ব স্ব সন্তানপালনই স্ত্রীগণের পরম ধর্ম্ম। অপাপবিদ্ধ পতি দুশ্চরিত্র, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা নির্ধন যাহাই হউন, সদ্গতিকাঙ্ক্ষিণী পত্নী তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। কুলকামিনীগণের উপপতি সেবা স্বর্গগতির অন্তরায়; ইহা অযশস্কর, অসার, দুঃখজনক, ভয়াবহ ও সর্ব্বত্র নিন্দনীয়। আমার নাম-শ্রবণে, আমাকে দর্শনে, ধ্যানে এবং মদীয় গুণকীর্ত্তনে আমাতে যেরূপ প্রীতি বন্ধন হয়, আমার নিকটে থাকিলে সেরূপ হয় না। অতএব তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান কর।

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! গোপললনারা গোবিন্দের মুখে এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগ্নমনোরথে বিষণ্ণহৃদয়ে দুর্ব্বার চিন্তায় মগ্ন হইল। শোকাবেগে গোপীদের নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল, বিম্বাধর বিশুষ্ক হইল; তাহারা দুর্ব্বহ-দুঃখভরে আক্রান্ত হইয়া অবনতবদনে চরণনখরে ভূ-বিলেখন ও অঞ্জনাক্ত অশ্রুধারায় কুচতটলিপ্ত

কুঙ্কুমরাগ ধৌত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। গোপিকাদের মন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল এবং তাহারই জন্য তাহারা অন্য সকল অভিলাষ ছাড়িয়াছিল। তিনি গোপীদের একান্তই প্রিয়তম; সেই প্রিয়তমের মুখে শত্রুজনোচিত বাক্য শুনিয়া এক্ষণে তাহারা কিঞ্চিৎ কুপিত হইল। কোপে গোপিকাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; তাহারা অশ্রুপ্লুত লোচন মুছিয়া লইয়া গদ্‌গদবাক্যে বলিল;—হে বিভো! এরূপ কটু-কঠোর বাক্য বলা আপনার উচিত হইতেছে না। আমরা সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিভরে তোমারই পাদমূল ভজনা করিয়াছি। হে স্বাধীন! দেব আদিপুরুষ যেমন মুমুক্ষু ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করেন, আপনিও আমাদিগকে সেইরূপ গ্রহণ করুন। হে কৃষ্ণ! পতি, পুত্র, বন্ধু-বর্গের অনুবর্ত্তন করাই স্ত্রীগণের স্বধর্ম্ম—ধর্ম্মজ্ঞ আপনি এই যে উপদেশ প্রদান করিলেন, ইহা সত্য; আমরা ইহাই করিব। এই উপদেশ-কর্ত্তা ঈশ্বর তুমি, তোমাকে সেবা করিলেই আমাদের পতিপুত্রাদির সেবা করা হইবে; কেন না, তুমিই দেহীদিগের প্রিয়তম বন্ধু, আত্মা ও নিত্য প্রিয়। পণ্ডিতগণ তোমাতেই প্রেম করিয়া থাকেন। পতিসুতাদি দুঃখদায়ক, তাহাদিগকে দিয়া কি হইবে? অতএব, হে পরমেশ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। হে কমলাক্ষ! বহুকাল হইতে যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহা ছিন্ন করিও না। আমাদের যে চিত্ত ও করযুগল এত দিন গৃহকার্য্যে লিপ্ত ছিল, তুমি তাহা হরণ করিয়া লইয়াছ। তোমার পদসান্নিধ্য হইতে পদদ্বয় এক-পদও চলিতে চাহে না; সুতরাং ব্রজে গমন করি কেমন করিয়া? তোমার সহাস্য দৃষ্টি ও মধুর গীতরবে আমাদের যে মদনাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তোমার অধর-সুধাধারায় তাহা তুমি সিঞ্চন কর। তা' যদি না করিবে তাহা হইলে, হে সখে! আমরা তোমার বিরাহনলে দগ্ধদেহ হইয়া ধ্যানবলে তোমার পাদমূল প্রাপ্ত হইব। হে অম্বুজাক্ষ! তোমার চরণতল কমলার আনন্দ-জনক। তুমি অরণ্যজনপ্রিয়; অরণ্যে তোমার সেই চরণতল যে অবধি স্পর্শ করিয়াছি এবং যে অবধি অরণ্যে তুমি আমাদিকে আনন্দিত করিয়াছ, তদবধি আমরা আর অন্যের নিকট থাকিতে পারিতেছি না। যে কমলার কটাক্ষলাভার্থ অন্যান্য দেবতারা নিয়তই ব্যগ্র, সেই কমলা তোমার হৃদয়স্থ হইয়াও তুলসীর সহিত একত্র ভৃত্যসেবিত যে পদরজঃ কামনা করেন, আমরা তাঁহারই ন্যায় সেই চরণরেণুর আশ্রয় লইলাম। অতএব, হে পাপহারিন্! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা আসিয়াছি তোমাকে উপাসনা করিব বলিয়া; তোমার মনোজ্ঞ হাস্য অবলোকন করিয়া আমাদের যে তীব্র কামাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, আমরা তাহাতে তাপিত হইতেছি। হে পুরুষরত্ন! আমাদিগকে তোমার দাসী হইতে দাও। তোমার বদনমণ্ডল সুললিত অলকদামে আবৃত; উহার উভয়গণ্ডে উজ্জ্বল কুণ্ডলযুগল দোদুল্যমান এবং অধরে সুধারাশি সঞ্চিত; তোমার ঐ বদন হইতে হাস্যসহকৃত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হইতেছে; তোমার ভুজদণ্ডদ্বয় অভয়দানে উদ্যত; বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর একমাত্র প্রীতিকর। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই আমরা তোমার দাসী। এই ত্রিলোকী-মধ্যে এমন কোন্ কামিনী আছে, যে তোমার মধুরপদযুক্ত অমৃতময় বেণুগীতে মোহিত হইয়া সৎপথ হইতে বিচলিত না হয়? ত্রৈলোক্য-মোহনরূপ তোমার এ রূপ-দর্শনে গো, পক্ষী, বৃক্ষ ও মৃগগণেরও পুলকোদ্গম হইয়া থাকে। আদিপুরুষ যেমন দেবলোকের রক্ষকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমরা নিশ্চয় জানিতেছি, আপনিও সেইরূপ ব্রজের পীড়া-নাশক হইয়া জন্ম লইয়াছেন। অতএব, হে পীড়িতজন-বন্ধু! তোমার করকমল আমাদের উত্তপ্ত স্তনমণ্ডলে এবং মস্তকে অর্পণ কর; আমরা তোমার চিরকিঙ্করী।

শুকদেব বলিলেন ;—রাজন্! হরি যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর তিনি আত্মারাম হইয়াও এই সকল গোপিকার কাতরোক্তি-শ্রবণে দয়া করিয়া সহাস্য-আস্যে তাহাদিগকে ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন। উদারকর্ম্মা শ্রীহরির হাস্য ও দন্তপংক্তি হইতে কুন্দ-কুসুমের আভা বিচ্ছুরিত হইতেছিল। তিনি প্রিয়দর্শন, তাই উৎফুল্লবদনে সেই গোপসুন্দরীগণে বেষ্টিত হইয়া তারকামণ্ডলমণ্ডিত শশাঙ্কবৎ সুশোভিত হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই শতসংখ্যক গোপকামিনী-মধ্যে যূথপতি হইয়া কখনও স্বয়ং গান করিতে লাগিলেন, কখনও গান শুনিতে লাগিলেন; কখনও বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিয়া বনভূমি উদ্‌ভাসিত করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কালিন্দীর কৌমুদীস্নাত পুলিনদেশ শীতল বালুকাসমূহে পরিপূর্ণ ছিল ; কুমুদগন্ধ বহিয়া শীতল গন্ধবহ তথায় মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছিল ; শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোরম পুলিন-প্রদেশে গমন করিয়া বাহু-প্রসারণে গোপকামিনীগণকে আলিঙ্গন এবং তাহাদের কর, অলক, উরু, নীবী ও স্তন স্পর্শ করিলে ; অপিচ—পরিহাস, নখাগ্রপাত, কেলিকটাক্ষ-বিক্ষেপ ও হাস্যচ্ছটায় ব্রজসুন্দরীগণের কাম উদ্দীপিত করত তাহাদিগকে বিহার করাইতে লাগিলেন। এইরূপ বিমুক্তচিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট মান প্রাপ্ত হইয়া গোপসুন্দরীরা মানিনী হইয়া উঠিলেন এবং আপনাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে স্ত্রীসমাজে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন। গোপীগণের সেই সৌভাগ্য, গর্ব্ব ও অভিমান দর্শন করিয়া ভগবান্ তাঁহাদের শান্তিবিধান করিবার ও তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইবার নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন ;—মহারাজ! ভগবান্ শ্রীহরি সহসা অন্তর্দ্ধান করিলে ব্রজকামিনীরা তাঁহাকে না দেখিয়া, যূথপতির অদর্শনে হরিণীগণের ন্যায়, একান্ত সন্তপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের গতি অনুরাগ, হাস্য, বিভ্রমদৃষ্টি, মনোরম আলাপ ও বিলাস-বিভ্রম দ্বারা প্রমদাগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল ; তাই তাহারা তদাত্মা প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি রমা-পতির বিবিধ চেষ্টার অনুকরণ করিতে লাগিল। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের গতি, ঈষৎ হাস্য বিলোকন ও সম্ভাষণাদিতে প্রিয়াগণের চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছিল ; সুতরাং সেই সকল ব্রজবনিতার বিহার ও বিভ্রম প্রভৃতি কৃষ্ণের ন্যায়ই হইল। তাহারা কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পরস্পর 'আমিই কৃষ্ণ' এই কথাই কহিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা সকলেই মিলিত হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে কৃষ্ণের অন্বেষণার্থ উন্মত্তপ্রায় হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিল। যিনি প্রাণিগণের অন্তরে-বাহিরে আকাশবৎ বিরাজমান, সেই পরমপুরুষের কথা গোপীগণ তখন বনস্পতিদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল ;—হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! হে ন্যগ্রোধ! নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণ প্রেম ও হাস্যবিলসিত কটাক্ষ নিক্ষেপে আমাদের চিত্ত হরণ করিয়া পলাইয়াছে ; তোমরা তাহাকে দেখিয়াছ কি? ওহে কুরুবক! হে অশোক! হে নাগ! হে পুন্নাগ! হে চম্পক! যাঁহার হাস্যচ্ছটায় মানিনীদিগের মান-হরণ হয়, সেই রামানুজ কৃষ্ণ কি এই দিক্ দিয়া গিয়াছেন? হে গোবিন্দ-প্রিয়ে কল্যাণি তুলসি! তোমার

একান্ত প্রিয় অচ্যুত তোমায় অলিকুল সহ ধারণ করেন; তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! করস্পর্শে! তোমাদের আনন্দ বিধান করিয়া মাধব কি এই পথ ধরিয়াই গিয়াছেন? হে চূত! হে প্রিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কেবিদার! হে জম্বু! হে অর্ক! হে বিল্ব! হে বকুল! হে আম্র! হে কদম্ব! হে নীপ! আর হে, পরার্থসাধনের জন্যই লব্ধজন্ম যমুনাতীরবাসী তরুগণ! তোমরা কি দেখিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথ দিয়া গিয়াছেন? তাঁহার অদর্শনে আমাদের প্রাণ যে যায়-যায় হই-য়াছে! ওহে ধরিত্রি! কি অপূর্ব্ব তপস্যাই তুমি করিয়াছিলে!! আহা! কেশবের পদস্পর্শে তোমার আনন্দোদগম হইয়াছে; তাই বুঝি তুমি তৃণতরুরাজি-দ্বারা রোমাঞ্চিতবৎ লক্ষিত হইতেছ। এ আনন্দ কি তোমার কেশবপদস্পর্শে ঘটিল? না—ত্রিবিক্রমের পদ-বিক্ষেপে ঘটিয়াছে? অথবা তাহারও বহুপূর্ব্বে বরাহদেহ-সম্পর্কে ঘটিয়াছিল? হে হরিণীগণ! আমাদের অচ্যুত স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তোমাদের নেত্র তৃপ্তি বিধান করিয়া প্রিয়া সহ এইস্থানে আসিয়াছিলেন কি?—এই যে হেথায় কুলপতি কৃষ্ণের প্রেয়সী-অঙ্গ-সঙ্গ হেতু কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দকুসুম-দামের গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে! কমলাক্ষ হরি করে কমল ধারণ করিয়া প্রেয়সীর স্কন্ধে বাহু সমর্পণ করিয়া তুলসী গন্ধাকৃষ্ট অলিকুল সহ বিচরণ করিতে করিতে সপ্রণয় দৃষ্টি-দ্বারা কি এই স্থানে তোমাদের প্রণাম অভিনন্দন করিয়াছেন? সখি! যে সকল লতা আছে, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; এই লতারাজি স্ব স্ব প্রিয়তমের বাহুবেষ্টন গ্রহণ করিয়া অবস্থিত বটে, কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে,—শ্রীকৃষ্ণ নখদ্বারা ইহাদের অঙ্গস্পর্শ করিয়াছিলেন। আহা! সেই জন্যই ইহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুলকপূর্ণ রহিয়াছে!

হে নৃপ! কৃষ্ণাত্মিকা গোপিকারা কৃষ্ণান্বেষণে বিহ্বল হইয়া এইরূপ উন্মত্তপ্রলাপ করিতে করিতে অবশেষে কৃষ্ণের বিবিধ ক্রীড়া অনুকরণ করিতে লাগিল। কোন গোপী কৃষ্ণ হইল; অপর কোন গোপী পূতনা হইয়া তাহাকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। কেহ শকট হইল; অন্য কেহ তাহাকে পাদ-প্রহারে পাতিত করিল। কোন গোপিকা বালকরূপী কৃষ্ণ হইল; অপর কোন গোপী দৈত্য হইয়া তাহাকে হরণ করিল। কোন গোপী গোপগণের রবে 'হামাগুড়ি' দিয়া চলিতে লাগিল, দুইজন গোপী কৃষ্ণ ও রামের ভূমিকা গ্রহণ করিল, কতকগুলি গোপাঙ্গনা গোপ সাজিল। একজন বৎসাসুরের বেশধারিণী গোপীকে, আর একজন বকাসুরের অনুকারিনী গোপিকাকে নিহত করিল। এক গোপিকা কৃষ্ণের ন্যায় বেণু-রব করিতে করিতে দূরাগত গাভীদিগকে আহ্বান করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। অপর অনেকে 'সাধু, সাধু' বলিয়া সে অনুকরণের প্রশংসা করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণাসক্তমনা কোন গোপাঙ্গনা অপর এক গোপিকার স্কন্ধে হস্ত ন্যস্ত করিয়া বিচরণ করিতে করিতে অন্য গোপবধূগণকে বলিতে লাগিল—এই দেখ, আমিই কৃষ্ণ; কেমন ললিত-গতিতে গমন করিতেছি। তোমরা বাত ও বর্ষা ভয়ে ভীত হইও না; আমি উহা হইতে তোমাদের রক্ষার উপায় স্থির করিয়াছি। এই বলিয়া সেই গোপাঙ্গনা আপন উত্তরীয় এক হস্তে লইয়া ঊর্দ্ধে ধারণ করিল। এক গোপী অন্য কোন গোপীর মস্তকে উঠিয়া পদাঘাত করিতে করিতে কহিল—রে দুষ্ট সর্প! এস্থান্ হইতে প্রস্থান কর। আমি খলস্বভাবদিগের দণ্ডদাতা হইয়া জন্মিয়াছি। কোন গোপী অন্যান্য গোপীদিগকে সম্বো-ধন করিয়া কহিল—ওহে গোপগণ! ঐ দেখ ভীষণ দাবানল উত্থিত। তোমরা চক্ষু মুদ্রিত কর; আমি এই-ক্ষণেই তোমাদিগকে ইহা হইতে পরিত্রাণ করিতেছি।

এক কুরঙ্গাক্ষী ক্ষীণাঙ্গী গোপরমণী অন্য এক গোপিকা-কর্ত্তৃক মাল্য-দ্বারা উদূখলে আবদ্ধ হইয়া ভীতার ন্যায় বদন আবৃত করত ভয়ের অভিনয় করিতে লাগিল।

এইরূপে গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নানাচেষ্টার অনুকরণ করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনস্থ তরুলতাদিগকে কৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনভূমির উপর সহসা সেই পরমাত্মার পদচিহ্ন দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র তাহারা আলোচনা করিতে লাগিল—এই পদ্ম, বজ্র ও অঙ্কুশ চিহ্ন দেখিয়া নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে, এ পদ-চিহ্ন সেই মহাত্মা শ্রীনন্দনন্দনের! মহারাজ! গোপবালাগণ সেই সকল পদচিহ্ন ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে একস্থানে দেখিল—ঐ পদ-চিহ্নগুলির সহিত কামিনীর পদচিহ্ন মিশ্রিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে কাতর হইয়া গোপাঙ্গনারা কহিতে লাগিল—অহো! এই পদপংক্তিসকল কোন্ কামিনীর? কোন্ করিণীপ্রতিমা কামিনী করিপ্রতিম শ্রীনন্দ-নন্দনের অনুসরণ করিয়াছে? নিশ্চয়ই সেই কামিনীর স্কন্ধ-দেশে শ্রীকৃষ্ণ স্বায় প্রকোষ্ঠ স্থাপন করিয়া-ছিলেন। যাহাই হউক, সে কামিনী ধন্যা! নিশ্চয়ই সে আরাধনা-বলে ভগবান হরিকে তুষ্ট করিয়াছে। তা' যদি না হইবে, তবে শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে ফেলিয়া কেবল ঐ কামিনীকেই লইয়া যাইবেন কেন? ওহে সখীগণ! এ সকল কৃষ্ণপদরেণু অতি পবিত্র বস্তু। ব্রহ্মা, মহেশ ও লক্ষ্মীদেবী পাপক্ষালনের নিমিত্ত এ সকল রেণু মস্তকে ধারণ করেন। আইস, আমরা সকলে এই পুণ্যপূত চরণরেণুপুঞ্জে গড়াগড়ি দেই। সেই সৌভাগ্যবতী কামিনীর এই পদচিহ্ন সকল আমাদিগকে ক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছে; কেন না, সে আমাদিগকে লুকাইয়া নির্জ্জনে একাকিনী অচ্যুতের অধর-সুধা পান করিতেছে। এই ত' এই স্থানে দেখিতেছি, সেই কামিনী-পদ চিহ্ন নাই। ইহা দ্বারাই অনুমান হইতেছে যে, কুশাঙ্কুরে কামিনীর সেই সুগঠন পদতল এইস্থানে বিক্ষত হইয়াছিল; তাই প্রিয় কৃষ্ণ প্রিয়তমাকে এই স্থান হইতে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। দেখ, দেখ গোপীগণ! কামী শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বহন করিয়া নিশ্চয়ই ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন; তাহারই নিমিত্ত এই স্থানে তদীয় পদচিহ্ন অধিক-মগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই স্থানে কমলাপতি কুসুমচয়নার্থ কান্তাকে নামাইয়াছিলেন। প্রিয় প্রিয়ার জন্য এখানে নিশ্চয়ই পুষ্প চয়ন করিয়াছেন; কারণ ঐ দেখ ভূপৃষ্ঠে তাঁহার পদদ্বয়ের অল্পাংশ মাত্র রহিয়াছে। কামী কেশব এখানে বসিয়া কামি-নীর কেশবন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। তাই নিশ্চয়ই ঐ সকল পুষ্প চূড়াকারে বন্ধন করা হইয়াছিল।

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ আত্মা-রাম—আত্মা-দ্বারা আত্মাতেই ক্রীড়াপরায়ণ, স্ত্রী-গণের বিভ্রম তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না; তথাচ কামিজনের দৈন্য ও স্ত্রীদিগের দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করিতে করিতে তিনি প্রেয়সী সহ ক্রীড়া করিয়া-ছিলেন। ফলকথা, ঐ গোপিকাসকল এইরূপে কৃষ্ণও কৃষ্ণ-কামিনীর পদচিহ্নাদি প্রদর্শন করিতে করিতে হতচেতনার ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতে করিতে অন্যান্য কামিনীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে কামিনীকে বনাভ্যন্তরে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি মনে করিতে লাগিলেন—সকল গোপিকাই প্রিয় কৃষ্ণের প্রতি অভিলাষিণী, তথাচ কৃষ্ণ আর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজনা করিতেছেন; অতএব আমিই কামিন-সমাজে শ্রেষ্ঠা। এই মনে করিয়া তিনি গর্ব্বিতা হইলেন এবং বনপ্রদেশে চলিতে চলিতে কৃষ্ণকে কহিলেন—আমি আর চলিতে পারি না; অতএব আমার যথেচ্ছস্থানে তুমি আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল। এ কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বলিলেন,—আচ্ছা, তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। অতঃপর যেমন তিনি

আরোহণ করিতে যাইবেন, শ্রীকৃষ্ণ অমনি অন্তর্হিত হইলেন। তখন অনুতপ্তচিত্তে সেই কৃষ্ণ-কামিনী কহিতে লাগিলেন,—হা নাথ! হা প্রিয়তম! হা রমণ! হা মহাভুজ! কোথায় গেলে, কোথায় রহিলে! সখে! দুঃখিনী আমি তোমারই কিঙ্করী! কোথায় আছ তুমি, আমায় দেখা দাও।

রাজন্! এ দিকে অন্যান্য গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণ পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে পথিমধ্যে দেখিল, তাহাদের সেই ভাগ্যবতী সখী কৃষ্ণবিচ্ছেদে কাতর হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাহার মুখে মাধবের নিকট মানপ্রাপ্তি ও দৌরাত্ম্য-হেতু অবমাননাপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পরে যতক্ষণ জ্যোৎস্নার স্থিতি, ততক্ষণ তাহারা বনে বনে ভ্রমণ করিল। অবশেষে যখন দেখিল, অন্ধকার উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহারা কৃষ্ণান্বেষণে বিরত হইল; কিন্তু নিজের গৃহাদি কাহারও মনে পড়িল না। কেন না, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক আলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যকলাপের অনুকরণ করিতে করিতে কৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং সকল গোপিকাই তদগুণ-গানে ব্যাপৃতা ছিল। এইরূপে গোপাঙ্গনাসকল কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইল এবং কৃষ্ণাগমনের অভিলাষিণী হইয়া সকলে এক-যোগে কৃষ্ণেরই গুণ-গান করিতে আরম্ভ করিল।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়

গোপীগণ কহিল,—হে দয়িত! তুমি জন্ম লইয়াছ বলিয়া আমাদের এই ব্রজভূমি সাতিশয় উৎকর্ষশালিনী হইয়াছে,—লক্ষ্মীদেবী নিত্য এখানে বাস করিতেছেন; ব্রজবাসীরা সকলেই সুখভোগ করিতেছে। কিন্তু, হে প্রাণকান্ত! যাহারা তোমারই নিমিত্ত প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, চাহিয়া দেখ—তোমার বিরহকাতর অভাগিনীরা আজ দিকে দিকে তোমার অন্বেষণ করিতেছে। হে সুরনাথ! তোমার নেত্র শরৎকালের সুজাত-সুন্দর সরোজের অভ্যন্তর কান্তি হরণ করিয়াছে। তোমার অবৈতনিক কিঙ্করী আমরা, আমাদিগকে ঐ নেত্র-দ্বারা তুমি আহত করিয়াছ; তাহাতেই কি বধ করা হয় নাই? হে বরদ! তুমি আমাদিগকে বিষ-জল-পান-জনিত বিনাশ, অঘাসুরের প্রভৃতি উপদ্রব, বর্ষা, ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রপাত, অগ্নি, বৃষাসুর ও ব্যোমাসুরের ভয় এবং অন্যান্য সকল প্রকার ভয় হইতে বহুবার রক্ষা করিয়াছ; এক্ষণে উপেক্ষা করিতেছ কেন? হে সখে! বাস্তবিক তুমি যশোদার নন্দন নহ; নিখিল প্রাণীরই তুমি অন্তরাত্মদর্শী। বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ ব্রহ্মা প্রার্থনা করিলে, তুমি যদুকুলে উৎপন্ন হইয়াছ। আমারও তোমার ভক্ত; আমাদেরও প্রার্থনা পূরণ কর। হে বৃষ্ণিবংশধুরন্ধর! সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া যাঁহারা তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তোমার করকমল তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া তাঁহাদের অভিলাষ পূরণ করে। ঐ করকমল কমলার হস্ত ধারণ করিয়া থাকে; আমাদিগের মস্তকেও ঐ করকমল তুমি অর্পণ কর। হে ব্রজবাসীদিগের আর্ত্তিহারিন্! হে বীর! তোমার ঈষৎ হাস্য ভবদীয় ভক্তজনেরও গর্ব্ব-খর্ব্বকারী। হে সখে! আমরা তোমার দাসী, আমাদিগকে ভজনা কর—তোমার সৌম্য শান্ত

বদন-কমল আমাদিগকে দর্শন করাও। তোমার পাদপদ্ম প্রণত প্রাণিগণের পাপ-প্রশমন ; উহা পশু-দিগেরও অনুগামী ;—লক্ষ্মীরও উহা বাসভূমি। তুমি ফণীর ফণা মণ্ডলে উহা অর্পণ করিয়াছিলে ; এক্ষণে তোমার ঐ পাদপদ্ম আমাদের কুচতটে অর্পণ করিয়া উদ্দীপিত মনোভাবকে বিনাশ কর। হে পদ্মপলাশ-লোচন! তোমার বাক্য মধুরপদ-রচনায় নিবদ্ধ, উহা বধূগণেরও হৃদয়হারী ; আমরা তোমার ঐ মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমার কিঙ্করী আমরা, আমাদিগকে অধরসুধাদানে আপ্যায়িত কর। ভবদীয় কথামৃত সন্তপ্ত জনের জীবনপ্রদ ; উহা পণ্ডিতগণের পরিস্তুত, পাপহরণে দক্ষ, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলাবহ এবং কাম ও কর্ম্ম-প্রবাহের নবারক। যাহারা আপনার ঐ স্নিগ্ধ কথামৃত উচ্চারণ করেন, পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই তাহারা প্রভূত দান করিয়াছেন! হে কপট প্রিয়! যাহা মনে মনে চিন্তা করিলেও মঙ্গলোদয় হয়, তোমার সেই প্রকৃষ্ট হাস্য, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ, সেই বিহার এবং হৃদয়স্পর্শিনী নিভৃত সঙ্কেত-ক্রীড়া স্মরণ করিয়া চিত্ত আমাদের আলোড়িত হইতেছে। হে কান্ত! হে নাথ! পশুচারণ করিতে করিতে যৎকালে তুমি ব্রজ হইতে চলিয়া যাও, 'তোমার কমল-কোমল চরণ-যুগল করক ও তৃণাঙ্কুর হইতে যন্ত্রণা পাইবে' এই চিন্তায় তখন আমাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আর, হে বীর! দিবাবসানে যখন তুমি গাভী লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কর, তখন নিবিড় ধূলিপটল-ধূসরিত নীল-কুন্তলাবৃত তোমার বদনকমল আমাদিগকে দেখাইয়া আমাদের অন্তরে অনঙ্গপীড়া উদ্‌ভাবন করিয়া দাও—কিন্তু কিছুতেই সঙ্গ দান কর না ; সুতরাং তোমাকে কপট বলিব না ত' কি? হে রমণ! হে মনোবেদনাহর! তোমার ঐ চরণ-কমল প্রণত জনের কামনা-পূরক, কমলালয়ার করকমল-দ্বারা সেবিত, ভুবন-ভূষণ বিপদে চিন্তনীয় এবং সেবা-কালে সুখপ্রদ ; এক্ষণে ঐ চরণকমল আমাদের স্তনতটে অর্পণ কর। হে বীর! তোমার অধর-সুধা সুরতবর্দ্ধন ও শোক-নাশন ; শব্দায়মান বেণু উহা সুন্দররূপে চুম্বন করে—মানবের সার্ব্বভৌমাদি সুখেচ্ছাও উহাতে বিস্মৃত হইয়া যায়। হেন অধর-সুধা আমাদিগকে তুমি বিতরণ কর। দিবাভাগে তুমি যখন বৃন্দাবনে বিচরণ কর, তখন তোমার অদর্শনে ক্ষণার্দ্ধ-কালও যুগ বলিয়া মনে হয় ; তদনন্তর দিনান্তে যখন তুমি ফিরিয়া আইস, তখনও তোমার সেই কুটিলকুন্তলাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল যে অনিমিষনয়নে কেহ নিরীক্ষণ করিবে তাহাতেও অন্তরায় ; কেন না, সৃষ্টিকর্ত্তা মানব-চক্ষের পক্ষ্ম রচনা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ধিক্ সে সৃষ্টিকর্ত্তায়! হে অচ্যুত! আমাদের আগমন-কারণ তোমার অবিদিত নাই ; আমরা তোমার উচ্চ গীতরব শ্রবণে মোহিত হইয়াই পতি, পুত্র, জ্ঞাতি ভ্রাতা ও বান্ধবদিগকে উপেক্ষা করিয়াই তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে শঠ! তুমি ব্যতীত রাত্রিকালে শরণাগতা কামিনীদিগকে কে উপেক্ষা করিয়া থাকে? কামোদ্দীপনী নিভৃত সঙ্কেত-ক্রীড়া, সহাস্য আস্য, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ এবং লক্ষ্মীবিলসিত বিশাল বক্ষঃস্থল দেখিয়া আমাদের একান্ত স্পৃহা হয়,—মন তাহাতে মুহুর্মুহুঃ মুগ্ধ হইয়া যায়। হে বিভো! তোমার উদ্‌ভব ব্রজবনবাসীদিগের ঐকান্তিক দুঃখহর এবং নিখিল মঙ্গলের নিদান। তোমাকে পাইবার আশায় চিত্ত আমাদের ব্যাকুল হইয়াছে ; অতএব তোমার আত্মীয় জনের হৃদ্‌রোগ-নাশক কিঞ্চিৎ ঔষধ অকাতরে আমা-দিগকে অর্পণ কর। হে প্রিয়! তুমি আমাদের জীবনস্বরূপ ; পাছে তোমার বেদনা লাগে, এই ভয়ে তোমার কোমল চরণ-কমল আমাদের কঠিন স্তনতট-সমূহে সন্তর্পণে ধারণ করি। তুমি সেই

চরণকমল-দ্বারা কাননে কাননে ভ্রমণ করিতেছ। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাষাণাদি হইতে কি উহার বেদনা হইতেছে না? ইহা ভাবিয়াই মনে আমাদের কষ্ট লাগিতেছে।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণদর্শন-লালসায় এইরূপ গান ও বহু বিলাপ করিয়া সুস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে পীতাম্বর-ধারী বনমালী সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথরূপী হরি সহাস্য বদনে তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রিয়তম কৃষ্ণকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া গোপীগণের নয়নাবলী আনন্দে উৎফুল্ল হইল,—তাহারা সকলেই যুগপৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—মনে হইল, অচেতনদেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল! কোন গোপী হর্ষভরে হাত বাড়াইয়া হরির করকমল ধারণ করিল; কেহ বা তদীয় চন্দনচর্চ্চিত বাহু স্বীয় স্কন্ধদেশে অর্পণ করিল। কোন গোপীকা কৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বুল হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। কোন বিরহতাপ-তপ্তা গোপবালা তদীয় পদযুগল স্বীয় স্তনযুগলোপরি রাখিল। প্রণয় কোপবিহ্বলা কোন অবলা ভ্রূকুটীবিরচনে ওষ্ঠাধর দংশন করত কৃষ্ণের দিকে তীব্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নির্নিমেষ-নয়না কোন ললনা কৃষ্ণের মুখকমল দৃষ্টি-দ্বারা মনের সাধে পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিল; কিন্তু কৃষ্ণচরণ দর্শন করিয়া করিয়া সাধুগণের যেমন তৃপ্তিশেষ হয় না, সেইরূপ ললনারও দর্শনপিপাসা কিছুতেই মিটিল না। কোন গোপকামিনী তাঁহাকে নেত্র-পথে হৃদয়ে লইয়া গিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন করিল এবং হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া পুলকিতগাত্রে আনন্দময়ী হইয়া যোগিজনের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। মহারাজ! মুমুক্ষু-ব্যক্তিগণ যেমন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া সংসার তাপ হইতে মুক্ত হন, সেইরূপ কেশবদর্শন-জনিত পরমানন্দে সুখিনী গোপ-কামিনীরাও সকলে বিরহজাত সন্তাপ পরিত্যাগ করিল।

হে স্নেহাস্পদ নৃপ! ভগবান্ অচ্যুত সেই বিধূতপাপা গোপললনাগণে পরিবৃত হইয়া সত্ত্বাদি গুণবেষ্টিত পরমাত্মার ন্যায় অতিমাত্র প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তখন সেই মদনমোহন, সেই সকল গোপবালাকে লইয়া কালিন্দীর সুখময় পুলিনে গমন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মনোরম যমুনাপুলিন! তথায় বিকাসোন্মুখ কুন্দ ও মন্দার সংসর্গে সুরভিত সমীরণ-কর্ত্তৃক অলিকুল চালিত হইতেছিল। শরচ্চন্দ্রের স্নিগ্ধ শুভ্র কিরণ-চ্ছটায় তত্রৈত্য নৈশ অন্ধকার অপসারিত হইতেছিল। আর কালিন্দী তাহার তরঙ্গ-হস্তে সেখানে কোমল বালুকরাশি বিছাইয়া রাখিয়াছিল! শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-মাত্রেই গোপীগণের মনোযাতনা হ্রাস পাইয়াছিল। শ্রুতিসমূহ যেমন কর্ম্মকাণ্ডে পরমেশ-সাক্ষাৎকার না পাইয়া কর্ম্মের অনুসরণ করিতে করিতে যেন অপূর্ণ-কামার ন্যায় অবস্থান করেন—পরে জ্ঞানকাণ্ডে পরমেশ-সাক্ষাৎকারে আহ্লাদিত ও পূর্ণকাম হইয়া কামানুবন্ধ পরিত্যাগ করে, সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গোপাঙ্গনাগণের কামও তেমন পূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত স্বীয় স্বীয় উত্তরীয় বসন-দ্বারা সেই অন্তর্যামীভগবান্ হরির আসন রচনা করিয়া দিল।

যাঁহার আসন যোগেশ্বরের হৃদয়ে বিস্তৃত, সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপী সভা-গত হইয়া তাঁহাদের রচিত সেই আসনে উপবেশন করিলেন। এই ত্রৈলোক্যে যে কিছু শোভা আছে, সেই সকল শোভার একমাত্র আস্পদ দেহ তিনি ধারণ করিয়া গোপীমণ্ডলীর মধ্যে সম্মানিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। গোপ-ললনাগণ সহাস্য লীলাকটাক্ষ-বিভ্রম-যুক্ত ভ্রূ এবং অঙ্কস্থাপিত কর-চরণ মর্দ্দন-দ্বারা সেই অনঙ্গোদ্দীপক গোবিন্দকে অভিনন্দিত করিয়া ঈষৎ কোপ সহকারে কহিতে লাগিল;—কৃষ্ণ হে, কেহ ভজনা করিলে কেহ তাহাকে ভজনা করেন, কেহ বা উল্লিখিত বৈপরীত্য করিয়া থাকেন, আর কেহ বা উল্লিখিত উভয়ের কাহাকেই ভজনা করেন না। হে সখে! ইহা কিরূপ, আমাদিগকে বলিয়া দাও।

ভগবান্ বলিলেন—সখীগণ! স্বার্থ-সাধনই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাহারাই পরস্পরকে ভজনা করেন; তাহাতে ধর্ম্ম বা সৌহার্দ্দ কোন কিছুই নাই—স্বার্থ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য তাহাতে নাই। কিন্তু হে সুন্দরীগণ! ভজনা যাঁহারা করেন না, তাঁহাদিগকে যাহারা ভজনা করেন, তাঁহারা পিতামাতার ন্যায় দয়ালু ও স্নেহময়ভেদে দ্বিবিধ। উল্লিখিত ভজনা-দ্বারা দয়ালু যাঁহারা, তাঁহারা নিষ্কৃতি ধর্ম্ম এবং স্নেহময় যাঁহারা তাঁহারা সৌহার্দ্দ লাভ করেন। যাঁহারা আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ বা গুরুদ্রোহী, তাঁহারা—অভজনকারীদের কথা দূরে থাকুক, ভজনাকারীদিগকেও ভজনা করেন না; কেন না, সেরূপ ধারণা করিলে নিরন্তর তাঁহারা আমাকেই ধ্যান করিতে থাকিবেন! নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া সেই ধন হারাইয়া ফেলিলে নিরন্তর যেমন তাহার চিন্তা করে—অন্য চিন্তা ভুলিয়া যায়, হে অবলাগণ। তোমরাও তেমনি আমারই নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম চিন্তা কর নাই জ্ঞাতি বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়াছ। অন্য চিন্তা ভুলিয়া নিরন্তর আমাকেই তোমরা চিন্তা করিবে, এই জন্যই আমি অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলাম; অথচ তোমরা আমাকে না দেখিতে পাও, এইরূপে তোমাদিগকে ভজনা করিতেছিলাম। অতএব, হে প্রিয়াগণ! প্রিয়জনের প্রতি দোষারোপ তোমাদের অনুচিত। যাহা হউক, তোমাদের সুদৃঢ় গৃহশৃঙ্খল তোমরা ছেদন করিয়া আমার সহিত এক্ষণে মিলিত হইলে। এ মিলন অনিন্দনীয়। আমি দেবতার ন্যায় পরমায়ু প্রাপ্ত হইলেও তোমাদের কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। সুতরাং তোমাদের সুশীলতাই আমার ঋণ মোচনের কারণ হইল—প্রত্যুপকারদ্বারা অ-ঋণী হইতে পারিলাম না।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন;—হে নৃপ! গোপীগণ ভগবানের এইরূপ সুকোমল সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ণকাম হইল এবং তাঁহার অঙ্গ-সঙ্গে উৎফুল্ল হইয়া বিরহজনিত সকল সন্তাপ পরিত্যাগ করিল। তাহারা তখন পরমানন্দে পরস্পর বাহুদ্বারা বাহু বন্ধন করিল। শ্রীমান্ গোবিন্দ সেই সকল রমণীরত্নে বেষ্টিত হইয়া রাস-লীলা করিতে লাগিলেন। রাসোৎসব আরম্ভ হইল। গোপী-মণ্ডল-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রতি দুই দুই জন গোপীর মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক গোপীরই কণ্ঠোপরি

হস্ত স্থাপন করিলেন। ইহাতে প্রত্যেক গোপাঙ্গনাই ভাবিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ আমার কাছেই অবস্থান করিতেছেন।

এইরূপে যখন রাস আরম্ভ হইল, তখন সস্ত্রীক দেবগণ নভোমণ্ডলে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের বিমান শ্রেণীতে গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল, আকাশে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল; দেবতারা অজস্র পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন; গন্ধর্ব্ব-পতিগণ স্ব স্ব পত্নী সহ গান আরম্ভ করিলেন। রাসমণ্ডলস্থিতা প্রিয়সঙ্গতা কামিনীগণের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিনী-সমূহের তুমুল শিঞ্জন হইতে লাগিল। সুবর্ণবর্ণ মণিগণ-মধ্যে মরকতের ন্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই সকল গোপললনা-মধ্যে সাতিশয় শোভিত হইতে লাগিলেন। সেই রাসমণ্ডলগতা কৃষ্ণকামিনীরা পদন্যাস, ভুজকম্পন, সহাস্য ভ্রূবিলাস, বঙ্কিম কটিতট, কম্পিত-কুচমণ্ডল, বিস্রস্ত বসন এবং গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডল-দ্বারা অতিমাত্র শোভা ধারণ করিলেন। তাহাদের বদনকমল ঘর্ম্মাক্ত হইল, কবরী ও কাঞ্চী শ্লথ হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে মেঘচক্রে তড়িন্মালার ন্যায় তাহারা বিরাজ করিতে লাগিল। নানা রাগরঞ্জিত-কণ্ঠী গোপকামিনীরা নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে আনন্দিত হইল এবং উচ্চকণ্ঠে গান আরম্ভ করিল। সেই গান-রবে ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে যে সকল স্বরালাপ করিতেছিলেন, গোপবধূগণ তাহাদের সমবেত স্বর-লহরী সে স্বরে না মিলাইয়া নিজেরাই বিভিন্ন স্বরালাপ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতেই আনন্দিত হইলেন এবং 'সাধু সাধু' বলিয়া গায়িকা গোপীদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কোন গোপী স্বীয় কণ্ঠস্বর ধ্রুবতালে পরিণত করিয়া গান ধরিল; শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। রাসশ্রান্ত কোন গোপীর বলয় ও মল্লিকা শ্লথ হইয়া গেল; সে বাহুবেষ্টনে পার্শ্বস্থ মাধবের কণ্ঠ ধারণ করিল। কোন গোপী স্বীয় গলবেষ্টিত চন্দনচর্চ্চিত উৎপলগন্ধি কৃষ্ণ-করকমলের আঘ্রাণ লইয়া পুলকপূর্ণ দেহে তাহা চুম্বন করিল। নৃত্য-নিরতা কামিনী কুলের কুন্তলদল দুলিতে লাগিল; সেই কুন্তলপ্রভায় ভগবানের গণ্ডস্থল শোভিত হইল। ভগবানের উজ্জ্বল গণ্ডস্থলে কোন গোপী তাহার গণ্ড যোজনা করিল; ভগবান্ তাহাকে চর্ব্বিত তাম্বুল অর্পণ করিলেন। অন্য কোন গোপিকা গান গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতেছিল; তাহার পদদ্বন্দ্বের নূপুর-মেখলা বাজিতেছিল; সে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া অবশেষে মাধবের মঙ্গলকর করকমল স্বীয় স্তনযুগে স্থাপন করিল। অচ্যুত কমলার একান্ত প্রিয় এবং গোপীগণেরও প্রাণকান্ত; গোপীরা তাঁহাকে পাইয়া এবং তদীয় বাহুবেষ্টনে কণ্ঠদেশে গৃহীত হইয়া গান করিতে করিতে বিহার করিতে লাগিল। সে রাস-সভায় ভ্রমরেরাও গীত-ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। গোপকামিনীরা বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিনীর ঝঙ্কার সহ যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে নৃত্য করিতে লাগিল, তখন কর্ণকমল, অলকমণ্ডিত কপোল ও বদনমণ্ডল ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল; তাহাদের চঞ্চল কেশপাশ হইতে পুষ্প-মালা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। হে রাজন্! রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, সুস্নিগ্ধ কটাক্ষবিক্ষেপ এবং উদ্দাম বিলাস ও হাস্য দ্বারা ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।—মনে হইল, বালক যেন আপনার প্রতিবিম্ব লইয়া খেলা করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ-জনিত যে আনন্দ ব্রজাঙ্গনারা উপভোগ করিল, তাহাতে তাহাদের ইন্দ্রিয়কুল একান্ত আকুল হইয়া পড়িল। তাহারা তাহাদের বিস্রস্ত মাল্যাভরণ, কেশপাশ, দুকূল ও কুচপট্টিকা-

সকল পূর্ব্ববৎ যথাযথ ভাবে ধারণ করিতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণের সেই রাস-বিহার দেখিয়া খেচর-সুন্দরীরাও স্মরশরে জর্জ্জরিতা ও মোহিতা হইলেন; তারকাগণ সহ চন্দ্রমাও বিস্ময়রসে ডুবিয়া গেলেন। তিনি এতই বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তাহাতে নিজ গতিও ভুলিয়া গেলেন; কাজেই রাত্রি অতি দীর্ঘা হইল, রাসবিহারও দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল। ভগবান্ যদিও আত্মারাম, তথাচ যতগুলি গোপী, আপনাকে লীলা-বশতঃ তত সংখ্যায় বিভক্ত করিয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! বহুক্ষণ বিহার করিয়া ব্রজাঙ্গনারা যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িল, দয়াবান্ ভগবান্ তখন প্রেমবশতঃ স্বীয় শুভ-হস্তে তাহাদের মুখ মুছাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নখরস্পর্শে গোপকামিনীদিগের অতীব আনন্দ জন্মিল। তাহারা উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল ও তাহার দীপ্তি-মণ্ডিত কুন্তল ও গণ্ডস্থল-শোভায় এবং সুন্দর হাস্য ও কটাক্ষ-বিক্ষেপে ভগবান্‌কে সম্মানিত করিয়া তদীয় কীর্ত্তিকলাপ গান করিতে লাগিল। অতঃপর ভগবান, করিণীগণ পরিবৃত পরিশ্রান্ত গজরাজের ন্যায়, শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত সেই সকল গোপিকার সহিত জলে অবতীর্ণ হইলেন। গোপাঙ্গনাদিগের অঙ্গ-সঙ্গ মর্দ্দিত কুচকুঙ্কুম রঞ্জিত মাল্যদামের মধুকরবৃন্দ গন্ধর্ব্বপতিগণের ন্যায় গীত ঝঙ্কার তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। মহারাজ! জলাবতীর্ণ যুবতীগণ হাসিতে হাসিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জলক্ষেপণ করিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল; দেবগণ প্রসূন বর্ষণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও এইরূপে গজরাজ-লীলার অনুকরণে বিহার করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তীরে উঠিলেন। পরে ভ্রমরকুল ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া করিণীগণযুক্ত মদস্রাবী করীর ন্যায়, উপবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ উপবনে স্থলজ, জলজ দ্বিবিধ কুসুম-গন্ধ প্রবাহিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! অনুরাগিণী রমণীগণে পরিবৃত সত্যসঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ আপনাতে শুক্র রুদ্ধ করিয়া নিশাকর-করশোভিত, কবিকথা-বর্ণিত, নিখিলরসাশ্রয়িণী শরদ্যামিনী সকল সম্ভোগ করিতে লাগিল।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন;—হে ব্রহ্মণ! ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং অধর্ম্মদমনের নিমিত্তই ভগবান্ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্; তিনি ধর্ম্ম বক্তা, ধর্ম্মকর্ত্তা ও ধর্ম্মের রক্ষা-কর্ত্তা হইয়া কিরূপে পরদার-সেবারূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন? যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও এরূপ নিন্দনীয় আচরণ করিলেন কোন অভিপ্রায়ে? এক্ষণে এই সংশয়ই আমাদের উপস্থিত; সদুত্তরে আপনি এ সংশয় নিরাশ করুন।

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! যাঁহারা ঈশ্বর, তাঁহাদের এরূপ ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অতি সাহস দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা বাস্তবিকই তেজস্বী, সর্ব্বভুক্ অগ্নির ন্যায় তাঁহাদের কিছুই দোষের হয় না। অনীশ্বর মন দ্বারাও কদাচ এরূপ ধর্ম্ম-গর্হিত আচরণ করিবেন না। রুদ্র বিষপান করিতে সমর্থ, তদ্ভিন্ন অন্যে মূর্খতাবশতঃ বিষপান করিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য, আচরণও ক্বচিৎ সত্য; সুতরাং তাঁহাদের কথিত বাক্যই বুদ্ধিমান্‌দিগের পালনীয়। হে প্রভো! ইঁহাদের অহঙ্কার নাই; এই ধরাধামে মঙ্গলানুষ্ঠান হইতে ইহাঁদের কোন স্বার্থ-সম্ভাবনাও নাই, আর অমঙ্গলাচরণ হইতেও ইঁহাদের কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই। সুতরাং যিনি দেব, নর, ও তির্য্যগাদি নিখিল জীবের ঈশ্বর, যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের উপরই যাঁহার আধিপত্য, তাঁহার আবার মঙ্গলামঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? যাঁহার পদকমল-যুগলে সেবারত তৃপ্ত-তুষ্ট ভক্তগণ ও জ্ঞানিগণ যোগবলে নিখিল কর্ম্মবন্ধ ছেদন করিয়া

স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন—কদাচ সংসার বদ্ধ হন না, সেই ভগবান্ স্বেচ্ছা-দেহধারী; তাঁহার আবার সংসার-বন্ধন কি ?—কিরূপেই বা উহা সম্ভবপর ? যিনি গোপললনাদিগের, তাহাদের পতিদিগের,—বলিতে কি, যাবতীয় দেহারই দেহাভ্যন্তরে যিনি বিরাজ করিতেছেন এবং যিনি বুদ্ধিপ্রভৃতির সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান, ক্রীড়াচ্ছলেই তাঁহার এরূপ দেহধারণ হইয়াছিল। জীবের মঙ্গলসাধনার্থ নবরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি এইরূপ বিবিধ ক্রীড়াই করিয়া থাকেন। জীব ঐ সকল চরিতকথা শ্রবণ করিয়া ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ হইতে পারিবে। হে রাজন্! ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের গুণে অসূয়া প্রকাশ করে নাই; কেন না, ভাগবতী মায়ায় মোহিত তাহারা, মনে করিত—তাহাদের স্ব স্ব পত্নী নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিতা আছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কৃষ্ণপ্রিয়া গোপিকারা কৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। গোপাঙ্গনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়া কথা যিনি শ্রবণ ও বর্ণন করিবেন, তিনি সত্বর ভগবৎপদে পরমা ভক্তি লাভ করিয়া অচিরাৎ কামরূপ মানসিক পীড়া হইতে মুক্তি পাইতে পারিবেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! একদা দেবযাত্রা-উপলক্ষ্যে কৌতূহলাক্রান্ত গোপগণ বলীবর্দ্ধযুক্ত শকটসমূহে আরোহণ করিয়া অম্বিকা-বনে গমন করিল। সেখানে গিয়া তাহারা সরস্বতী-জলে স্নান করিয়া বিবিধ উপকরণ দ্বারা দেবদেব পশুপতি ও অম্বিকাদেবীর অর্চ্চনা করিল। 'আমাদের প্রতি দেবতা প্রসন্ন হউন' এই মানস করিয়া সকলেই তথায় শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণদিগকে গাভী, সুবর্ণ, বসন ও মধুমিশ্রিত সুমিষ্ট অন্ন দান করিতে লাগিল। নন্দ ও সুনন্দাদি গোপবৃন্দ তথায় জলমাত্র পান করিয়া সে দিন উপবাসী রহিলেন এবং ব্রতধারণান্তে সে রাত্রি সরস্বতী-তীরে বাস করিলেন। নন্দ বনমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় একটা ক্ষুধিত মহাসর্প যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। সর্প গ্রাস করিতে না করিতেই এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই মহাসর্প আমায় গ্রাস করিল। আমার জীবন যায় এ বিপদ্ হইতে আমাকে রক্ষা কর।' তাঁহার চীৎকারধ্বনি শুনিয়া গোপালগণ সকলেই গাত্রোত্থান করিল এবং নন্দকে সর্পগ্রস্ত দেখিয়া প্রজ্বলিত উল্কা-দ্বারা সর্পদেহ দগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু জ্বলিত উল্কানলে দগ্ধ হইতে থাকিয়াও সর্প তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। অতঃপর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ আসিয়া চরণ-দ্বারা সর্প-গাত্রে প্রহার করিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মস্পর্শে সর্পের সমস্ত অশুভ অপগত হইল; সে সর্পদেহ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদ্যাধর-পূজিত দিব্য পুরুষদেহ ধারণ করিল। এই পুরুষ সুবর্ণমাল্য-ধারী; হৃষীকেশ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন—কে তুমি দিব্যদেহে সুশোভিত হইতেছ? তোমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। বল, কিরূপে বিবশভাবে এ হেন নিন্দিত দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলে?

সর্প বলিল,—আমি এক বিদ্যাধর, কমলার কৃপায় ও রূপ-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলাম; সেই হেতু আমার নাম ছিল—সুদর্শন! একদা রূপ-গর্ব্বিত আমি বিমানা-

রোহণে দিগ্‌দিগন্ত ভ্রমণ করিতেছিলাম, সেই সময় মহর্ষি অঙ্গিরার বংশসম্ভূত কতিপয় কদাকার ঋষিকে দেখিয়া আমি উপহাস করি। ইহাতে ঋষিগণ আমাকে অভিশপ্ত করেন; আমি সর্প-যোনি প্রাপ্ত হই। ঋষিরা দয়ালু কিনা, তাই তাহারা ক্রোধী নহে—কৃপা করিয়াই আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন; সেই জন্যই আপনার ত্রিলোক-পূজিত পদ স্পর্শ করিতে পারিলাম! হে ত্রিলোকপতে! ভবদীয় চরণস্পর্শে আমার সর্ব্ব অশুভ দূর হইল। হে দুঃখহর! হে ভবভয়-নাশন! আদেশ করুন, এক্ষণে আমি নিজ পুরে গমন করি। হে মহাযোগিন! মহাপুরুষ! আমি আপনার শরণাপন্ন। হে দেব! হে লোক-প্রভু! আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। হে অচ্যুত! ভবদীয় দর্শনমাত্র ব্রহ্মদণ্ড হইতে আমি মুক্তিলাভ করিলাম! যাঁহার নাম-কীর্ত্তনেই লোক শ্রোতৃবর্গকে ও নিজেকে পবিত্র করে, তাঁহার পদস্পর্শ পাইয়া সে যে পবিত্র হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? মহারাজ! বিদ্যাধর সুদর্শন এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কারান্তে স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিল।

গোপরাজ নন্দও বিপন্মুক্ত হইলেন। ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের অসামান্য বিভূতি-দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা তথায় ব্রতসমাপনান্তে কৃষ্ণের সেই বিভূতি কহিতে কহিতে পুনরায় ব্রজধামে আসিলেন।

কিছুদিন পরে রাম-কৃষ্ণ বনে ব্রজবাসিনীদিগের সহিত রাত্রিকালে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নির্ম্মল বসন, সুন্দর অলঙ্কার, দিব্য মাল্য ও অনুলেপন-দ্বারা তাঁহারা উভয়েই সুশোভিত ছিলেন। ব্রজ-কামিনীরা তদগতমনে সুললিতকণ্ঠে তাঁহাদের গুণগান করিতে লাগিল। রাত্রির সেই প্রথম যাম; তারক-নিকর-পরিবৃত্ত শশাঙ্কশোভায় গগনতল সমুদ্ভাসিত; কুমুদগন্ধী গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত। রাম-কৃষ্ণ সেই প্রদোষ-কালের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে একযোগে সমুদয় স্বর-মূর্চ্ছনা করিয়া লইয়া প্রাণিগণের শ্রবণমনোহর গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গীতশ্রবণে গোপঙ্গনারা এতই মুগ্ধ হইল যে তাহাদের গাত্রবসন ও কেশ-মাল্য কখন যে খসিয়া পড়িল, তাহা তাহারা জানিতেই পারিল না। রাম-কৃষ্ণ প্রমত্তভাবে এইরূপ স্বেচ্ছা-নুযায়ী গান করিতেছেন, ইতিমধ্যে শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত কুবেরানুচর হঠাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া রাম-কৃষ্ণের সমক্ষেই তাঁহাদের অনুগতা সেই ব্রজ-বালাদিগকে নির্ভীকচিত্তে উত্তরদিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। ব্রজবালাগণ 'হে কৃষ্ণ! হে রাম! বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন রাম ও কৃষ্ণ শার্দ্দূলকবলিত গাভীর ন্যায় বিপন্না সেই সমস্ত গোপাঙ্গনাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। দুর্ব্বৃত্ত শঙ্খচূড় অতিদ্রুত গমন করিতেছিল। রাম-কৃষ্ণ 'মা ভৈঃ মা ভৈঃ' রবে বিশাল শাল-তরুহস্তে প্রবলবেগে উহার পশ্চাৎ দিকে ছুটিলেন। মূঢ় শঙ্খচূড় তাঁহাদের উভয়কে কাল মৃত্যুর ন্যায় ধাবিত দেখিয়া প্রাণভয়ে উদ্বিগ্ন হইল এবং স্ত্রীলোকদিগকে ফেলিয়া প্রাণরক্ষার্থ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। কিন্তু সে যে যে দিকে যাইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ তদীয় শিরোরত্ন-হরণার্থ সেই সেই স্থানে যাইতে লাগিলেন। হে নৃপ! বলরাম ব্রজবালাগণের রক্ষকরূপে রহিলেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ অনতিদূরে গমন করিয়া মুষ্ট্যাঘাতেই চূড়ামণি সহ সেই দুরাত্মার মস্তক ছেদন করিলেন এবং সেই কুবেরানুচরের শিরোমণি আনিয়া স্ত্রীগণের সমক্ষেই বলরামকে অর্পণ করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! ব্রজবনিতাগণের নিশাভাগ কৃষ্ণ সহ বিহারে পরমানন্দে কাটিত। কিন্তু দিবসে কৃষ্ণ যখন বনগমন করিতেন, তখন গোপাঙ্গনাদের চিত্ত তাঁহারই অনুসরণ করিত। তাহারা কৃষ্ণের লীলাকথা গাহিতে গাহিতে অতিদুঃখে দিনগুলি অতিবাহিত করিতে লাগিল। গোপীগণ কহিল;—ওহে সখীগণ! মুকুন্দ যখন বাম বাহুমূলে বাম কপোল রাখিয়া ভ্রূযুগল নাচাইয়া নাচাইয়া কোমল অঙ্গুলি-দ্বারা বেণুর সপ্ত-ছিদ্র রোধ করত অধরার্পিত বেণু বাদন করেন, তখন সেই বেণুরব-শ্রবণে সিদ্ধগণ-সমীপস্থ সিদ্ধাঙ্গনাদিগের প্রথমতঃ বিস্ময় উৎপন্ন হয়; পরে তাহারা কুসুমশরশরে চিত্ত সমর্পণ করিয়া লজ্জিত ও মোহিত হইয়া পড়ে; কেন না, তাহাদের কটীতট-পট খসিয়া গেলেও তাহারা তাহা বন্ধন করিতে ভুলিয়া যায়। ওহে অবলাগণ! আশ্চর্য্য-কথা শ্রবণ কর। হাস্য যাঁহার হারের ন্যায় স্ফুরিত হয়, কমলা যাঁহার বক্ষঃস্থলে অচঞ্চল সৌদামিনীবৎ বিরাজ করেন এবং যিনি পীড়িতজনের আনন্দ জন্মাইয়া দেন, সেই শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন বেণু বাদন করিতে থাকেন, তখনকার দৃশ্য অতি চমৎকার! ব্রজের বৃষ ও গাভীগণ দূরে থাকিলেও সে' বেণুরবে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া যায়; তাহারা দন্তদ্বারা কবল ধারণ করিয়া কর্ণযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া নিদ্রিতের ন্যায় চিত্রার্পিতবৎ দলে দলে দাঁড়াইয়া থাকে। সখীগণ! ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু ও পলাশ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও গোপালগণ সহ মল্লবেশের অনুকরণ করিয়া গোগণকে যখন আহ্বান করেন, তখন পবনবাহিত তদীয় পদরজের আকাঙ্ক্ষায় নদী-নিচয়ের গতি-ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের ন্যায় তাহাদেরও নিশ্চয়ই অল্প পুণ্য; কেন না, প্রেমাবেশে তাহাদের তরঙ্গহস্ত একবার কেবল কম্পিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই উহা নিশ্চল হইয়া যায়। আদি-পুরুষের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্মী চির-অচঞ্চলা; তাঁহার বীর্য্যগাথা দেবতারাও বর্ণন করেন। তিনি বনপ্রবেশ করিয়া গিরিতট-বিচরণশীলা গাভীদিগকে যখন বেণুরবে আহ্বান করেন, তখন সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুই প্রকাশমান হইতেছেন, ইহা সূচনা করিয়াই যেন ফলপুষ্পভারাবনতা নম্রশাখা বনলতা ও বিটপিগণ প্রেমপুলকিত-দেহ মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে। বনমালার মধ্যগত সুগন্ধ তুলসীর মধুপানমত্ত মধুকরকুলের অনুকূল গীতঝঙ্কারের সমাদর করিয়া পরমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ যখন অধরে বেণু যোজনা করেন, তখন সরোবরস্থ সারস, হংস ও অন্যান্য বিহঙ্গমেরা সে মনোহর বেণুগীতে পুলকিত-মনে আসিয়া নিমীলিতনয়নে, নীরব ও স্থিরভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে থাকে। ওহে গোপাঙ্গনাগণ! মাল্য-রচিত দুইটী কর্ণভূষণ দ্বারা, আহা, তাঁহার কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই না হয়! তিনি যখন বলরাম সহ ভ্রমণ করিতে করিতে শৈলসানুদেশ প্রহর্ষিত করত বংশীবাদন করিতে থাকেন, তখন মেঘবৃন্দ মহদ্ব্যক্তির অতিক্রমণে ভীতচিত্ত হইয়া বেণুরবের সঙ্গে সঙ্গে মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে থাকে। গোবিন্দ যেমন বিশ্বার্ত্তিনাশন, মেঘ নিজেও বিশ্বের তাহাই; সুতরাং সমধর্ম্মিতা হেতু সে স্বীয় সুহৃৎ গোবিন্দের প্রতি পুষ্প বর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তদীয় ছত্র রচনা করিয়া দেয়। ওহে যশোদে! তোমার তনয় বিবিধ গোপাচারে সুপণ্ডিত। বেণু বাদ্য বিষয়ে যে সকল স্বরজাতি তিনি শিখিয়াছেন, অধরে বেণু অর্পণ করিয়া তাহা যখন

আলাপ করিতে থাকেন, তখন ইন্দ্র, রুদ্র ও ব্রহ্মাদি সুরেশ্বরগণ পণ্ডিত হইয়াও হ্রস্ব, মধ্য ও দীর্ঘ ভেদে সেই সকল গীতালাপ শ্রবণে মোহিত হইয়া পড়েন। তৎকালীন সেই গীতরবরাগে তাহাদের কন্ধর ও শির আনত হইয়া পড়ে; সেই স্বরালাপের ভেদ নিশ্চয় তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারেন না। ওহে গোপীসকল! শ্রীকৃষ্ণ যখন পদ্ম ও অঙ্কুশ-চিহ্নিত নিজ পদপঙ্কজ-দ্বারা ব্রজভূমির গোখুর-ক্ষত বেদনা প্রশমিত করিয়া গজরাজ-লীলায় গমন করেন, তখন তাহার সবিলাস বঙ্কিম কটাক্ষ আমাদের কামবেগ উৎপাদন করে,—তখন আমরা বৃক্ষবৎ নিশ্চল অবস্থায় উপনীত হইয়া আমাদের বসন ও কবরী বন্ধন করিতে বিস্মৃত হইয়া যাই। তিনি গাভী-গণনার্থ গ্রথিত মণিনিচয় ও প্রিয়গন্ধা তুলসীর মালা ধারণ করেন। যখন স্নিগ্ধ ভুজ ন্যস্ত করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ গো-গণনা আরম্ভ করত গান করিতে থাকেন, তখন বাদিত-বেণুর রব শ্রবণে হৃষ্ট, আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসার-প্রেয়সী হরিণীগণ গুণের সাগর কৃষ্ণের নিকট ছুটিয়া আইসে এবং ত্যক্তগৃহ-সুখাশা গোপিকাদিগের ন্যায় তাহারই কাছে কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। অয়ি অপাপ বিদ্ধে, যশোদে! তব তনয় শ্রীকৃষ্ণ যখন কুন্দকুসুম-মালায় কেশ রচনা করিয়া গোধন-সমভিব্যাহারে প্রণয়ীদিগকে আনন্দিত করিতে করিতে যমুনাপুলিনে ভ্রমণ করেন, তখন মৃদুমন্দ মলয়সমীরণ চন্দনস্পর্শে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া অনুকূলভাবে প্রবাহিত হয় এবং উপদেবতারা স্তুতিপাঠক-রূপে অবস্থিত হইয়া বাদ্য, গীত ও পূজোপহার-দ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার উপাসনা করেন। ওহে সখীসকল! এক্ষণে দিবা অবসন্ন-প্রায়। ঐ দেখ, আমাদের শ্রীনন্দনন্দন গোকুলচন্দ্র সমস্ত গোধন একত্র করিয়া আমাদের মনোরথ পূরণার্থ বংশীধ্বনি করিতে করিতে ঐ আসিতেছেন। উনি পরম দয়ালু; তাই দয়া করিয়া গোবর্দ্ধন ধরিয়াছিলেন। ব্রজে এই যে গাভীগণ বদ্ধ আছে, ইহাদের প্রতি সর্ব্বদাই ইনি সদয় হইয়াই আছেন। মনে হয়, ব্রহ্মাদি বৃদ্ধবর্গ পথে উহার চরণ বন্দনা করিতেছেন। ঐ শুন, অনুচরবর্গ উহার কীর্ত্তিকথা গাহিতেছে। দেখ, দেখ—কৃষ্ণের কায়কান্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে; তথাচ অতীব নয়নানন্দ জন্মাইতেছে। উহার মাল্যদাম গাভীখুরোদ্ধৃত ধূলিপটলে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। দেখ, দেখ—দিনাবসানে প্রফুল্লবদন নিশাপতির ন্যায় যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ ক্লান্ত গাভীদিগের দুরন্ত দিনতাপ অপনোদিত করিয়া গজরাজ-লীলায় ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। ঐ দেখ, উহার নেত্রযুগ্ম ঈষৎ মদঘূর্ণিত। উনি নিজ বন্ধুবর্গের আনন্দ আনয়ন করিতেছেন। উঁহার কণ্ঠবিলম্বনী বনমালা, গণ্ডস্থল দুইটী কর্ণকুণ্ডলের কান্তিচ্ছটায় সুশোভন; তাই ইহার বদনমণ্ডল ঈষৎপক্ক বদরের ন্যায় পাণ্ডুরাভ।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! ব্রজকামিনীদিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত ছিল; তাঁহাদের পরমানন্দ বোধ হইত বলিয়া বিচ্ছেদ-কালেও এইরূপে তাহারা কৃষ্ণলীলাকথা গান করিয়া সুখানুভব করিত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন ;—হে নৃপ! তৎকালে অরিষ্ট নামে কোন অসুর বৃষভাকার ধারণ করিয়া খুর-প্রহারে মহীতল ক্ষত-বিক্ষত ও কম্পিত করত ব্রজ-গোষ্ঠে আগমন করিল। তাহার স্কন্ধ ও কলেবর প্রকাণ্ড; সে বিকট শব্দ করিয়া ভূ-বিলেখন ও পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া শৃঙ্গাগ্র-প্রহারে প্রাচীর ভঙ্গ করিতে লাগিল। তাহার গুহ্য দেশ হইতে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প পুরীষ নির্গত হইতেছিল; তাহার চক্ষুর্দ্বয় সুবিস্তৃত। সে এরূপ ভীষণ শব্দ করিতেছিল যে, তচ্ছ্রবনে গাভীগণ ও নারীগণের অকালেই গর্ভপাত হইয়া যাইত। তাহার সমুন্নত বিশাল স্কন্ধদেশকে পর্ব্বত মনে করিয়া মেঘবৃন্দ তাহাতে অবস্থান করিতে ছিল। সেই তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষকে দেখিয়া গোপ-গোপীগণ ভয়ে ত্রাসান্বিত হইয়াছিল; পশুগণ ভীত-চকিত হইয়া গোকুল ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। গোকুলবাসীরা সকলেই গোবিন্দের শরণাপন্ন হইল এবং 'হে কৃষ্ণ! রক্ষা কর! রক্ষা কর!' এই কথাই কেবল বলিতে লাগিল। ভগবান্ দেখিলেন, সমস্ত গোকুল ভয়-বিহ্বল হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি 'মা ভৈঃ মা ভৈঃ' বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন এবং বৃষভাসুরকে ডাকিয়া বলিলেন—ওরে দুর্ব্বৃত্ত! তোর ন্যায় দুষ্ট-দুরাত্মাদিগের শাসনকর্ত্তা আমি বিদ্যমান রহিয়াছি; এক্ষেত্রে তুই বৃথাই গর্জ্জন করিতেছিস্।

মহারাজ! শ্রীহরি এই কথা কহিয়া বাহ্বাস্ফোটন করিয়া করতল-শব্দে তাহাকে কুপিত করিয়া লইলেন এবং স্বীয় ভুজগ-প্রতিম বাহু কোন বয়স্যের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অরিষ্টাসুর খুরাঘাতে ভূ-বিলেখন এবং উৎক্ষিপ্ত পুচ্ছ মেঘ-মণ্ডলে ঘূর্ণিত করত শ্রীহরির দিকে ধাবিত হইল; তাহার শৃঙ্গাগ্র অগ্রভাগে আয়ত করিল। সে রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্রীহরির দিকে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায়, ভীমবেগে আপতিত হইল। শ্রীহরি প্রতিদ্বন্দ্বী গজের ন্যায় তদীয় শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাকে তাহার পশ্চাতে অষ্টাদশ পদ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীহরি-নিক্ষিপ্ত অরিষ্টাসুর পুনর্ব্বার উত্থিত এবং তাহার সর্ব্বগাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইল। সে ক্রোধান্ধ হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে শ্রীহরির দিকে ধাবিত হইল। ভগবান্ হরি বৃষভের সম্মুখপাতী শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া চরণদ্বারা আক্রমণ-পূর্ব্বক তাহাকে ধরণীতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং জলার্দ্র বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় তাহাকে নিষ্পাড়ন করিতে লাগিলেন। অতঃপর বৃষভের শৃঙ্গোৎপাটন করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা প্রহার করিলেন। অরিষ্টাসুর ভূ-পতিত হইয়া রুধির বমন করিল এবং মধ্যে মধ্যে মূত্রত্যাগ করিতে লাগিল। তদীয় পদচতুষ্টয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। এই প্রকার মরণযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে সে শমন-সদনে প্রয়াণ করিল। এই ঘটনা দেখিয়া সুরগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন। গোপীজন-নয়ন-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অরিষ্টাসুরকে সংহার করিয়া বলরাম সহ গোষ্ঠে গমন করিলেন। গোপগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! অরিষ্টাসুর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইলে দেবর্ষি নারদ একদিন কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ;—'হে অসুরপতে! দেবকীর অষ্টমগর্ভে যে কন্যা জন্মিয়াছিল, ঐ কন্যা যশোদার। দেবকীর পুত্র

শ্রীকৃষ্ণ এবং রোহিণীর পুত্র বলরাম। দেবকী ও বসুদেব ভয়ে ভয়ে ঐ দুই পুত্রকে স্বীয় বন্ধু নন্দের নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তোমার প্রেরিত চরগণ ঐ দুই ভ্রাতার হস্তেই নিহত হইয়াছিল। এই বৃত্তান্ত শ্রবণে ভোজপতি কংসের সর্ব্বেন্দ্রিয় কোপকম্পিত হইল এবং সে বসুদেবকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিল; কিন্তু নারদ সে কার্য্য করিতে কংসকে নিষেধ করিলেন! কংস বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগৃহে রাখিয়া দিল।

দেবর্ষি চলিয়া গেলেন। কংস কেশী নামক একটা দৈত্যকে ডাকাইল এবং তাহাকে আদেশ করিল যে—তুমি রাম ও কেশবকে সংহার করিয়া আইস। ভোজরাজ কংস অতঃপর মুষ্টিক, চাণূর, শল ও তোশলাদি অমাত্য ও হস্তিপকদিগকে ডাকাইয়া আনাইয়া কহিল;—বীর চাণূর! বীর মুষ্টিক! আমার কথা শ্রবণ কর। রাম-কৃষ্ণ নামে বসুদেবের দুই পুত্র নন্দব্রজে বাস করিতেছে। দেবর্ষি নারদের কথায় জানিলাম, তাহাদের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। এই কথা শুনিবামাত্র চাণূর ও মুষ্টিক তৎক্ষণাৎ ব্রজগমনে উদ্যত হইল; কিন্তু অসুরপতি কংস তাহাদের গমনে বাধা দিয়া কহিল—তোমাদের সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই; সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে এই স্থানে আনাইয়া মল্লক্রীড়ায় তাহাদের সংহার সাধন করিব। তোমরা বিবিধ মঞ্চ ও মল্লরঙ্গভূমি নির্ম্মাণ কর। পুরজনপদবাসীরা এই স্বেচ্ছাযুদ্ধ অবলোকন করুক। হে ভদ্র মহামাত্র! তুমি কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে রঙ্গদ্বারে রাখিয়া দিয়া আমার দুই শত্রুকে সংহার কর। চতুর্দ্দশী তিথিতে যথাবিধি ধনুর্যাগ আরম্ভ করা যাউক। ঐ উপলক্ষে ভূতনাথের উদ্দেশে পশুহত্যা করা হইবে।

অর্থতন্ত্রাভিজ্ঞ কংস এইরূপ আদেশ করিয়া যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে ডাকাইয়া আনিল এবং তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক কহিল;—'হে' অক্রূর, তুমি আমার সুহৃদ্; এক্ষণে একটী সুহৃদ্-কার্য্য তোমাকে করিতে হইবে। যদু ও ভোজগণের মধ্যে তোমা অপেক্ষা হিতকারী বন্ধু আমার আর কেহই নাই। হে সৌম্য! যেমন সর্ব্বশক্তিশালী শক্র বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি তোমার আশ্রয় লইয়া কোন কার্য্য সাধন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছি। তুমি নন্দব্রজে গমন কর। তথায় বসুদেবের কৃষ্ণ-বলরাম নামে দুই পুত্র আছে; সেই দুইজনকে রথে করিয়া এই স্থানে লইয়া আইস,—কালবিলম্ব করিও না। বিষ্ণুর আশ্রিত দেবতারা সেই দুই বসুদেব-সুতকে আমার মৃত্যুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি যাও, উপঢৌকন সহ নন্দাদি গোপবৃন্দকে এবং সেই কৃষ্ণ-বলরামকে এই স্থানে লইয়া আইস। তাহাদিগকে কালোপম গজ-দ্বারা শমনভবনে প্রেরণ করাইব। যদি গজের আক্রমণ হইতে তাহারা মুক্ত হয়, তাহা হইলে বজ্রতুল্য দেহধারী মদীয় মল্লগণদ্বারা তাহাদিগের সংহার সাধন করাইব। তাহারা বিনষ্ট হইলে তাহাদের শোকসন্তপ্ত বান্ধব বসুদেবাদি বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হদিগকে সহজেই সংহার করিতে পারিব। আমার বৃদ্ধ পিতা রাজ্যকামী উগ্রসেন, তদীয় ভ্রাতা দেবক ও অপরাপর যে সমস্ত আমার বিদ্রোহী আছে, তাহাদিগেরও সংহার সাধন করিব। সে সখে! এইরূপ করিতে পারিলেই এ রাজ্য আমার নিষ্কণ্টক হইবে। জরাসন্ধ আমার পূজনীয় শ্বশুর, দ্বিবিদ আমার প্রিয়সখা, এতদ্ভিন্ন শম্বর, নরক ও বাণ প্রভৃতি আমার সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ। আমি ইহাদের সাহায্যে দেবপক্ষীয় রাজাদিগের নিপাতিত করিয়া সুখে রাজ্য ভোগ করিব। ইহাই আমার মন্ত্রণা। এক্ষণে এই মন্ত্রণা সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত সত্বর সেই বালকযুগল রামকৃষ্ণকে এই স্থানে লইয়া আইস। তাহারা ধনুর্যজ্ঞ

ও যদুপুরীর শোভা সন্দর্শন করিবে, এই বলিয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সঙ্গে লইয়া আইস।

অক্রূর বলিলেন;—হে রাজন্! আপনি বিচার করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উত্তমই হইয়াছে। এই উপায় অবলম্বনে আপনার মরণ নিবারণ হইতে পারিবে। কিন্তু এ উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা যেরূপ আছে, বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনাও সেই রূপই; কেন না, দৈবই কার্য্যের ফলসাধন-কর্ত্তা—উচ্চাভিলাষ দৈব কর্ত্তৃকই প্রতিহত হয়। তথাচ লোক উচ্চাভিলাষ পরিত্যাগ করে না; ইহাতে কখন হৃষ্ট হয়, কখন বা দুঃখ ভোগ করে। যাহাই হউক আপনার আজ্ঞা অবশ্যই আমার পালনীয়।

শুকদেব বলিলেন;—মহারাজ! কংস মন্ত্রি-বর্গকে ও অক্রূরকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের বিদায়-সম্ভাষণান্তে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিল।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! এদিকে কংস-প্রেরিত কেশী এক মনোহর অশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার প্রকাণ্ড দেহ-দর্শনে সকলেই ত্রাসান্বিত। সে খুরাঘাতে ভূতল জর্জ্জরিত করিয়া ছুটিতে ছুটিতে গোকুলে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘ ও বিমানশ্রেণী দ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। অশ্বরূপী কেশীর ভয়াবহ হ্রেষা-রব শ্রবণে বিশ্ব ব্যোম ভীত হইল। তাদৃশ ভীষণ বেগে অশ্বকে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বাগ্রে বহির্ভূত হইলেন এবং 'এস, নিকটে এস বলিয়া অশ্ব-বেশী কেশীকে আহ্বান করিলেন। কেশী তখন সিংহ-গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিল। কেশী প্রচণ্ডবেগশালী অশ্বরূপী দুর্দ্দান্ত অসুর; সে 'হাঁ' করিয়া যেন আকাশ পান করিতে করিতে শ্রীহরির দিকে ছুটিয়া আসিল এবং অতিমাত্র কোপবশতঃ পশ্চাৎ-দিকের পদদ্বয় দ্বারা কমলাক্ষ কৃষ্ণের গাত্রে প্রহার করিল। কিন্তু কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে সেই প্রহার হইতে এড়াইয়া গেলেন। কেশী অসুর পুনরায় কৃষ্ণগাত্রে পদাঘাত করিবার প্রয়াস পাইলে কৃষ্ণ এইবার দুই হস্তে তাহার দুই পদ ধরিয়া ফেলিলেন এবং সুপর্ণ যেমন সর্প নিক্ষেপ করে, সেইরূপ হেলায় তাহাকে শত ধনু দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেশী অসুর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সে চৈতন্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার উত্থিত হইল এবং মুখ ব্যাদান করিয়া সবেগে কৃষ্ণাভিমুখে দৌড়িয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তাহার মুখাভ্যন্তরে হস্ত প্রবেশ করাইলেন—মনে হইল, যেন বিবরমধ্যে সর্প প্রবেশ করিল। তপ্তলৌহ-স্পর্শের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের হস্তে কেশীর দন্তস্পর্শ হইবামাত্র তাহার দন্তসকল পতিত হইল। মহাত্মা কৃষ্ণের বাহু কেশীর-উদরে প্রবিষ্ট হইলে উপেক্ষিত জলোদর রোগের ন্যায় উহা বর্দ্ধিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের বাহুও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তাহাতে কেশীর উদর-বায়ু রুদ্ধ হইয়া গেল, গাত্র ঘর্ম্ম-প্লাবিত হইল এবং চক্ষু দুইটা উল্‌টিয়া পড়িল। সে চরণ-চতুষ্টয় বিচ্ছুরিত করিয়া পুরীষ পরিত্যাগ করিতে করিতে গতাসু হইয়া ভূ-পতিত হইল। মহারাজ! পক্ক কর্কটী যেমন বিদীর্ণ হয়, কেশীর কলেবরও তেমনি বিদীর্ণ হইল। মহাবাহু

কৃষ্ণ কেশীর উদরমধ্য হইতে বাহু বাহির করিয়া লইলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র বিস্ময়চিহ্ন প্রকাশ পাইল না; তিনি যেন বিনা আয়াসেই শত্রু সংহার করিলেন। দেবগণ পুষ্পবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্তুতি গান করিতে লাগিলেন।

হে নৃপ! এই সময় ভাগবত-প্রধান দেবর্ষি নারদ নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন;—হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! অমিতবল! হে যোগেশ! হে জগদীশ! হে বাসুদেব! হে বিশ্বাবাস! হে যদুশ্রেষ্ঠ! হে ভগবন্! কাষ্ঠান্তর্গত জ্যোতির ন্যায় তুমি একমাত্র সর্ব্বভূতের আত্মা; আপনি গূঢ় কারণ, আপনি গুহাশয়, সর্ব্বসাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বর। পূর্ব্বে ভবদীয় মায়ায় গুণগণ সৃষ্ট হইয়াছিল; আপনি সেই গুণ দ্বারাই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ করিতেছেন। রজোরূপী দৈত্য ও রাক্ষসদিগকে ধ্বংস করিয়া সাধুগণের রক্ষার জন্যই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। আহা! কি সৌভাগ্য! যাহার প্রচণ্ড হ্রেষারবে সন্ত্রস্ত হইয়া দেবগণ স্বর্গবাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই অশ্বাকৃতি দৈত্য আপনার হস্তে অনায়াসেই বিনষ্ট হইল! আমরা শীঘ্রই দেখিব, চাণূর, মুষ্টিক প্রভৃতি শত্রুগণ এবং স্বয়ং কংসও আপনার হস্তে নিহত হইয়াছে। হে জগদীশ! অতঃপর শঙ্খ, যবন, মুর ও নরক-নিধন, পারিজাতহরণ, বাসবের পরাজয়, বীর্য্য শুল্কা বীরককন্যাদিগকে বিবাহ, দ্বারকায় নৃগ-নরপতির শাপমোচন, ভার্য্যা সহ স্যমন্তকমণি গ্রহণ; মহাকালপুরী হইতে ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র আনিয়া অর্পণ, পৌণ্ড্রক বধ, কাশীপুরীর দীপন এবং মহাযজ্ঞে দন্তবক্র ও শিশুপালের বিনাশ আপনার দ্বারা সাধিত হইবে; এ সকলও আমরা দেখিব। আপনি দ্বারকাবাসী হইয়া যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিবেন, তাহাও আমরা দেখিতে পাইব। আপনার সেই সকল বীরত্বকাহিনী ভূতলে কবিগণের গেয় বিষয় হইবে। অবশেষে ভূভারহরণের অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের সারথ্যগ্রহণ করিয়া যে অক্ষৌহিণী সেনা সকল বিনাশ করিবেন, তাহাও আমরা দেখিব। হরি, আপনি জ্ঞানময়; জ্ঞানই আপনার প্রধান মূর্ত্তি। অতএব আপনি পরমানন্দরূপে নিখিল অর্থই অধিগত হইয়াছেন। আপনার কামনা সাফল্যমণ্ডিত; কিন্তু স্বীয় তেজ দ্বারা আপনার মায়াগুণ-প্রবাহ নিয়তই নিবৃত্তিপ্রাপ্ত। আপনি ভগবান্, আপনার চরণে আমরা শরণাপন্ন। আপনি ঈশ্বর, নিজেই নিজের অধীন, অশেষ বিশেষ কল্পনা সকল ভবদীয় মায়াদ্বারাই রচিত হইয়া থাকে। আপনার মনুষ্যদেহ ধারণ ক্রীড়ার নিমিত্তই হইয়াছে। হে যদু, বৃষ্ণি ও সাত্বতকুলের ধুরন্ধর! তোমার চরণে আমার নমস্কার।

শুকদেব বলিলেন;—রাজন্! ভাগবতপ্রধান দেবর্ষি নারদ এই বলিয়া যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণিপাত করিলেন এবং তাহার অনুজ্ঞা লইয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ভগবান্ গোবিন্দ কেশী অসুরকে বিনাশ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত ও গোপালগণের সহিত পুনরায় পশু-পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজভূমি তাহা-দ্বারা ক্রমশঃ নিষ্কণ্টক হইয়া উঠিল।

একদা গোপালগণ গিরিসানুদেশে পশুচারণ করিতে করিতে চৌর ও পশুপালের অনুকরণেচ্ছায় নীলায়ন খেলা আরম্ভ করিল। তখন কেহ চোর হইল, কেহ পশুপাল হইল এবং কতকগুলি বালক মেষ হইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতে লাগিল। ময়দানবের পুত্র ব্যোম নামে এক অতি মায়াবী অসুর এই সময় গোপালবেশ ধারণ করিয়া চৌর্য্য-অবলম্বনে সেই মেষায়মান বালকদিগকে হরণ করিতে লাগিল। বহু বালক অপহৃত হইতে লাগিল। ব্যোমাসুর বার বার লইয়া গিয়া তাহাদিগকে গিরিগুহা-মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটা শিলাখণ্ড-দ্বারা গুহাদ্বার রুদ্ধ করিয়া

দিল। গোপবালকগণের মধ্যে এক্ষণে মাত্র চারি পাঁচ জন অবশিষ্ট রহিল। সাধুগণের আশ্রয়-দাতা হরি অসুরের কৃত কর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। তখন, সিংহ যেমন বৃককে সবলে গ্রহণ করে, সেইরূপ তিনিও সেই গোপালহারী দানবকে আক্রমণ করিলেন। দানব এইবার গিরিবরতুল্য নিজরূপ ধারণ করিয়া আপনাকে কৃষ্ণকবল হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু কৃষ্ণের আক্রমণে সে এতই কাতর হইয়া পড়িল যে, তাহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বাহুযুগল-দ্বারা নিগৃহীত করিয়া ভূপৃষ্ঠে ফেলিয়া দিলেন এবং পশুবৎ সংহার করিলেন! দেবগণ স্বর্গে থাকিয়া এই ঘটনা দেখিতে পাইলেন। অতঃপর কৃষ্ণ সেই গুহাদ্বাররোধি শিলাখণ্ড অপসারিত করিয়া তন্মধ্যস্থ গোপবালকদিগকে বাহিরে আনিলেন এবং সুরগণ ও গোপগণ-কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া গোকুলে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! মহামতি অক্রূর সেই রাত্রি মথুরায় বাস করিয়া পর দিন রথারোহণে নন্দগোকুলে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে মহাভাগ অক্রূর ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষে পরমভক্তি-নিষ্ঠ হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! আমি কি পুণ্য করিয়াছি, কোন কঠোর তপস্যা করিয়াছি এবং পূজনীয় জনে কি দানই বা করিয়াছি, যাহার ফলে অদ্য আমি কেশব দর্শন করিব! আমি বিষয়াসক্ত,—আমার পক্ষে ভগবদ্দর্শন শূদ্রের বেদা-ধ্যয়নের ন্যায় অতি দুর্লভ বলিয়াই মনে করিতেছি। অথবা আমি অধম হইলেও আমার পক্ষে ভগবদ্দর্শন অসম্ভব নাও হইতে পারে; কেন না, কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কচিৎ কেহ উত্তীর্ণ হইতেও পারে। আজ আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইয়াছে,—জন্ম সার্থক বোধ করিতেছি; যে হেতু যোগিজন-চিন্তনীয় ভগবানের পাদপদ্মে আজ আমি নমস্কার করিতে পারিব! অহো কি আশ্চর্য্য। কংস আমার প্রতি সত্যসত্যই আজ অনুগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি কংসপ্রেরিত হইয়া কৃষ্ণাবতার শ্রীহরির পদপঙ্কজ দর্শন করিব! অম্বরীষ প্রভৃতি পূর্ব্বতন মহাত্মাগণ ঐ পদপঙ্কজের নখর-নিকরের কান্তিচ্ছটায় ঘোর ভবান্ধকার পার হইয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, মুনিগণ ও ভক্তসম্প্রদায় ও পাদপদ্মের অর্চ্চনা করেন।—গোচারণার্থ অনুচরগণ সহ বনবিচরণ-কালে গোপীগণের কুচকুঙ্কুমে উহা অঙ্কিত রহিয়াছে। অহো! মৃগগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিচরণ করি-তেছে; সুতরাং সুন্দর কপোল ও নাসিকা-শোভিত মুকুন্দের বদনকমল আজ আমি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। আহা, সে বদনে অনুদিন সহাস্য দৃষ্টি বিরাজমান!—উহা অরুণকমলাভনয়নে অলঙ্কৃত এবং কুটিলকুন্তলদলে আবৃত!

অক্রূর অতঃপর অন্তরে আরও চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,—শ্রীহরি আপন ইচ্ছায় ভূভার-হরণের জন্য মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আমি আজ কি তাঁহার সে লাবণ্যপূর্ণ দেহ দর্শন করিতে পারিব? যদি পারি, তবে নিশ্চয়ই আমার নেত্র সফল হইবে! যিনি কার্য্য-কারণের দ্রষ্টা—তথাচ যাঁহার অহঙ্কারলেশ নাই, যিনি নিজ তেজ-

দ্বারা তমোজনিত ভেদভ্রম দূরীকৃত করিয়াছেন, কিন্তু স্বাধীন মায়াবশে ঐ ভেদভ্রম সকল দেখিবার অভি-প্রায়ে প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা আত্মরচিত জীবগণ সহ বৃন্দাবনে বনে বনে গোপাঙ্গনাগণের গৃহে গৃহে লীলাবশে কর্ম্ম করিতে করিতে আসক্তবৎ বিরাজ করিতেছেন, যদিও তাঁহার জন্ম, গুণ ও কর্ম্ম-কথা নিখিল পাপ প্রশমন করে,—জগৎকে জীবিত, শোভিত ও পুণ্য-পূত করিয়া থাকে, তথাচ ঐ সমুদায়ে রহিত হইয়া এ জগৎ সাধুজনের নিকট বস্ত্রাদি-পরিশোভিত শববৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অপি চ, যিনি স্বরচিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পালনকর্ত্তা দেবপ্রধানদিগের সুখসাধন করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বর সাত্বতবংশে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজে বাস করত যশো-বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার সেই যশোরাশি অশেষ-মঙ্গলাবহ; দেবগণ উহা গান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে যাদৃশ রূপ ধারণ করিয়া আছেন, উহা কমলার বাঞ্ছিত, ত্রৈলোক্যে একমাত্র কমনীয় এবং দৃষ্টিশালীদিগের পরমানন্দপ্রদ। আহা, মহদ্ব্যক্তি-গণের গতিপ্রদ সেই পূজনীয় ভগবান্‌কে আজ আমি নিশ্চই দেখিব! কেন না, অদ্যকার প্রভাত আমার বড়ই শুভদর্শন হইয়াছে। আহা, আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র রথ হইতে অবতরণ করিব এবং যোগিগণ নিজলাভ-নিমিত্ত সেই প্রধান পুরুষ রামকৃষ্ণের যে চরণ-কমল ধ্যানযোগে ধারণ করেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিব। তৎপরে সেই উভয় প্রভুর সহিত তাঁহাদের বনচর সখাদিগকে অভিবাদন করিব। কাল-ভুজঙ্গের বেগবশে উদ্বেজিত হইয়া যাহারা শরণার্থী হইয়া থাকে, ভগবানের শ্রীকরপদ্ম তাহাদিগকে অভয় দান করে। আহা, আমি সেই ভগবানের পদ-প্রান্তে পতিত হইলে তিনি কি তাঁহার সেই করপদ্ম আমার মস্তকে স্পর্শ করাইবেন না? দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুররাজ বলি ভগবানের করপদ্মে পূজা অর্পণ করিয়াই ত্রিজগতের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন; রাসলীলায় স্পর্শ-দ্বারা উহাই ব্রজাঙ্গনাদিগের শ্রমাপ-নোদন করিয়াছিল। অতএব ভগবানের ঐ করপদ্ম মুমুক্ষুদিগের সংসার-ভয়হর, ভোগসুখার্থী-দিগের অভ্যুদয়প্রদ এবং ভক্তব্যক্তির আনন্দপ্রদ। আমি কংসপ্রেরিত হইয়া আসিয়াছি, সুতরাং কংসের দূত বলিয়া সেই পদ্মপলাশনয়ন ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে শত্রু জ্ঞান করিবেন না: কেন না, তিনি যে সর্ব্বদর্শী! অতএব আমার আন্তরিক ও বাহ্যিক সর্ব্ব চেষ্টাই তিনি নির্ম্মলনয়নে দেখিতেছেন। অহো! আমি যখন তাঁহার পদ-প্রান্তে পতিত হইয়া কৃতা-ঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব, তখন কি তিনি সহাস্য-আস্যে সদয় দৃষ্টিপাতে আমাকে অনুগৃহীত করিবেন না?—করিলে, তখনি যে আমার সর্ব্ব পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে! আমি নিঃশঙ্কচিত্তে উপচিত আনন্দ উপভোগ করিব। আমি তাঁহার প্রধান সুহৃৎ ও জ্ঞাতি, একমাত্র তিনিই আমার দেবতা; যদি দীর্ঘ-ভুজযুগ দ্বারা তিনি অদ্য আমায় আলিঙ্গন করেন, তবেই আত্মা আমার পবিত্র হইবে,—তৎক্ষণাৎ এ দেহ হইতে কর্ম্ম-বন্ধন খসিয়া যাইবে। আমি যখন তদীয় অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করিয়া প্রণত ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত হইব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি তখন আমায় 'অক্রূর' বলিয়া সম্ভাষণ করেন, তাহা হইলে আমার জন্ম সার্থক হইবে! আহা, পূজাস্পদ ব্যক্তি যাহাকে শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহের চক্ষে দেখেন না, ধিক্ তাহার জন্ম! ভগবান্ সর্ব্বসমদর্শী—তাঁহার কেহ প্রিয় বা একান্তমিত্র নাই, কিংবা কেহই তাঁহার অপ্রিয় দ্বেষ্য বা উপেক্ষণীয় নাই; তথাচ কল্পতরু যেমন আশ্রিতদিগকে অভীষ্ট দান করে, তেমনি তিনি ভক্ত-দিগের মনোরথ পূরণ করিয়া থাকেন। আমি যখন অবনত হইয়া অঞ্জলি বন্ধন করিব, প্রভু বলরাম হয় ত' আমার হাত দুইটী ধরিয়া আমাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া

যাইবেন। অভ্যর্থনাযোগ্য সকল বস্তুই আমাকে প্রদত্ত হইবে; পরে কংস তাহার আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, এইরূপ সংবাদই হয় ত' আমায় তিনি জিজ্ঞাসিবেন।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! অক্রূর পথে যাইতে যাইতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে এইরূপ অনেক চিন্তা করিলেন। ক্রমে তিনি রথ লইয়া গোকুলে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যও অস্তগিরি-শিখরে পৌঁছিলেন। লোকপালগণ মস্তকস্থ কিরীট দ্বারা যাঁহার পবিত্র পদরেণু ধারণ করেন, অক্রূর গোষ্ঠে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম-যবাদি চিহ্নিত পৃথিবীর ভুষণভূত সেই পদচিহ্ন সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল পদচিহ্নদর্শনে অক্রূর অন্তরে যে আহ্লাদ অনুভব করিলেন, তাহাতে তাঁহার সম্ভ্রম আসিল,—দেহ প্রেম বশে রোমাঞ্চিত ও নয়নযুগল অশ্রুভরে আকুলিত হইল। 'আহা, প্রভুর আমার এই ত' সকল পদরজঃ' এই বলিয়া রথ হইতে নামিয়াই তিনি তাহাতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

মহারাজ! অক্রূরের ভগবৎপ্রেম-সম্ভ্রমে ফলোদ্দেশ নাই; তাঁহার হরি-চরণে লুণ্ঠিত হইবার কারণ কি, ইহার উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে,—কংসের আদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া হরিচরণচিহ্ন-দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা অক্রূরের এই যে আচরণ বর্ণিত হইল, দম্ভ ও শোক পরিহার করিয়া ঐরূপ আচরণই দেহীদিগের পুরুষার্থ; সুতরাং অক্রূরও দেহী, তাঁহার পক্ষে ঐরূপ আচরণ অশোভন হয় নাই। হে নৃপ! অক্রূর গিয়া দেখিলেন,—ব্রজমধ্যে যথায় গোদোহন ব্যাপার হইয়া থাকে, রামকৃষ্ণ সেইস্থানে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের একের পরিধানে পীতপট, অন্যের পরিধানে নীল বসন। তাঁহাদের উভয়েরই চক্ষু শরৎকালীন কমলের ন্যায় সুশোভন। তাঁহারা কিশোরবয়স্ক; বর্ণ তাঁহাদের শ্বেত-শ্যাম। তাঁহারা লক্ষ্মীদেবীর নিবাসভূমি; তাঁহাদের বাহু আজানুলম্বিত; তাঁহারা মনোজ্ঞ-মুখমণ্ডলশালী, সুন্দর, শ্রেষ্ঠ ও জলহস্তীর ন্যায় বিক্রমযুক্ত। সেই মহাপুরুষদ্বয় ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশাদি পদচিহ্নদ্বারা ব্রজভূমি অলঙ্কৃত করিতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টি,—দয়া ও ঈষৎ হাস্য-বিলসিত; তাঁহারা উদার-সুন্দর ক্রীড়া-কুশল; তাঁহাদের গলে রত্নহার ও বনমালা দোদুল্যমান; তাঁহাদের গাত্র পবিত্র চন্দন-লিপ্ত। তাঁহারা স্নানান্তে নির্ম্মল বসন পরিয়া আছেন। তাঁহারা প্রধান পুরুষ; জগদাদি, জগৎ কারণ ও জগৎ-পালক— ভূভারহরনার্থ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে রাম কেশবরূপে অবতীর্ণ। হে রাজন্! কনক-খচিত মরকত ও রজতপর্ব্বতের ন্যায় তাঁহারা স্বীয় প্রভাবপটল-দ্বারা দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত বিরাজ করিতেছিলেন। অক্রূর সেই উভয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র সহসা রথ হইতে নামিলেন এবং স্নেহ-বিহ্বল হইয়া তাঁহাদের চরণপ্রান্তে গিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ভগবদ্দর্শনজনিত আহ্লাদবশে তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত এবং গাত্র পুলক-পূর্ণ হইল। তিনি উৎকণ্ঠাবশতঃ স্বীয় পরিচয় প্রদানেও অক্ষম হইলেন। প্রণতজন-বৎসল ভগবান্ জানিতে পারিলেন,—ইনি অক্রূর, এই কারণে আসিয়াছেন; জানিয়া প্রীতিভরে চক্রচিহ্নিত পাণিযুগল-দ্বারা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। মনস্বী বলরামও অক্রূরকে আলিঙ্গন করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার হস্ত ধরিয়া কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে গৃহে লইয়া আসিলেন এবং স্বাগত প্রশ্নান্তে তাঁহাকে বসিবার উত্তম আসন প্রদান করিলেন। অক্রূর উপবিষ্ট হইলে তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন করা হইল। বলরাম তাহাকে যথাবিধি মধুপর্ক অর্পণ করিলেন। অতিথিকে গাভীদান করা হইল; তাঁহার শ্রমাপনোদনের জন্য প্রভু স্বহস্তে তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রদ্ধার সহিত বহুগুণযুক্ত অন্ন তাঁহাকে প্রদত্ত হইল।

অক্রূরের আহার-কার্য সমাপ্ত হইল। পরমধর্ম্মজ্ঞ রাম প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে মুখশুদ্ধি ও গন্ধমাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহার আরও প্রীতি উৎপাদন করিলেন। গোপরাজ নন্দ আসিয়া অক্রূরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বলিলেন—'হে দাশার্হ! নির্দ্দয় কংস জীবিত থাকিতে তোমরা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছ? কংস খলস্বভাব, স্বীয় প্রাণ-পরিপোষণেই সর্ব্বদা যত্নশীল; তাঁহার ভগিনী দেবকী কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলেও তাঁহার সন্তানগুলি বধ করিয়াছিল। সেই কংসেরই তোমরা প্রজা,—তাঁহার নিকট তোমাদের বাঁচিয়া থাকাই যথেষ্ট; সুতরাং তোমাদের কুশলাকুশল বিষয়ে কি আলোচনা করিব। রাজন্! নন্দের এইরূপ স্পষ্ট কথায় অক্রূর আপ্যায়িত হইলেন; অক্রূরের পথশ্রম অপনোদিত হইল।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—অক্রূর পথে আসিতে আসিতে মনে মনে যে যে বাসনা করিয়াছিলেন, ব্রজে আসিয়া রামকৃষ্ণের নিকট সম্মানিত ও পর্য্যঙ্কোপরি সুখোপবিষ্ট হইয়া তাহার সাফল্য লাভ করিলেন। ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে কোন বস্তু অলভ্য থাকিতে পারে? তথাচ, হে রাজন্! যাঁহারা ভগবৎ-পরায়ণ, তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় অন্য কিছুই নাই। সে যাহাই ইউক, এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালীন ভোজন সমাপন করিয়া পুনরায় অক্রূরসমীপে আগমন করিলেন এবং কংস বন্ধু বান্ধবদিগের প্রতি বর্ত্তমানে কিরূপ ব্যবহার করিতেছে ও ভবিষ্যতেই বা কিরূপ করিবার অভিপ্রায় করিতেছে, সেই সকল বিষয়ই অক্রূরের নিকট জানিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন।

ভগবান্ বলিলেন,—তাত! হে প্রিয়দর্শন! আপনার সুখাগমন হইয়াছে ত? আপনি নিজে কুশলে আছেন ত? সুহৃৎ, জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গ সকলেই নিরাময়-দেহে সুখে-স্বচ্ছন্দে রহিয়াছেন ত? অথবা সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসাই বা করি কি? মাতুল কংস আমাদের কুলের রোগস্বরূপ; সেই রোগ যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন আর আমাদের আত্মীয়-স্বজনের বা কংসের প্রজাবৃন্দের কুশল কোথায়? অহো! আমার নিরপরাধ পিতা-মাতা আমারই জন্য নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের পুত্র মরণ ও কারাকক্ষে বাস আমারই জন্য ঘটিয়াছে। হে সৌম্য! ভাগ্যবশে অদ্য আপনার ন্যায় আত্মীয় জ্ঞাতিজনের সাক্ষাৎ পাইলাম। এরূপ সাক্ষাৎ-লাভ আমার অনেক দিনেরই আকাঙ্খিত ছিল। যাহাই হউক, তাত! এক্ষণে আপনার আগমনকারণ প্রকাশ করিয়া বলুন।

শুকদেব বলিলেন,—যদুবংশজাত অক্রুর শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন শুনিয়া সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। যদুবংশের প্রতি কংসের শত্রুতামূলক অত্যাচার, বসুদেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা, কি প্রয়োজনে—কি সংবাদ বহন করিয়া দূতরূপে তাঁহার নিজের আগমন এবং বসুদেব হইতেই যে আপনার উৎপত্তি, নারদের এই উক্তি—এই সমস্তই অক্রূর শ্রীকৃষ্ণর নিকট বর্ণন করিলেন। অক্রূরের এই সকল কথা শুনিয়া পরবীর-ঘাতি কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়েই হাস্য করিলেন এবং পিতা নন্দের নিকট রাজা কংসের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। নন্দ সেই অনুসারে গোপদিগকে বলিয়া দিলেন—আগামী কল্য মথুরাপুরাতে যাইতে হইবে।

সেখানে গিয়া একটা রাজকীয় মহোৎসব দর্শন করিব। অতএব যাবতীয় গোদুগ্ধ সংগ্রহ কর; নানা উপহার সঙ্গে লও এবং শকট সকল যোজনা কর। মধুপুরীতে গিয়া ঐ সংগৃহীত গোদুগ্ধ সকল রাজাকে অর্পণ করিতে হইবে। কেবল আমরাই নহে—জনপদবাসী সকলেই ঐ উৎসব দর্শনে গমন করিবে।

নন্দগোপ গোকুলের সর্ব্বত্র এইরূপই ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণকে মথুরা-পুরীতে লইয়া যাইবার জন্য অক্রূর আসিয়াছেন, এই সংবাদ যখন গোপকামিনীদিগের কর্ণে পৌঁছিল, তখন তাহারা একান্তই ব্যথিত হইয়া পড়িল। এই সংবাদ শ্রবণে যে হৃদয়-তাপ জন্মিল, তাহাতে কোন কোন গোপীর মুখশ্রী শ্বাস-প্রশ্বাসে ম্লান হইয়া গেল। কাহারও কাহারও দুকূল, বলয় ও কেশগ্রন্থি বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। অন্য অনেক গোপী কৃষ্ণের চিন্তায় অন্য সকল চিন্তা ভুলিয়া গেল।—তাহারা যেন মুক্ত হইয়াই এ লোক বৃত্তান্ত কিছুই জানিল না। কোন কোন গোপী কৃষ্ণের অনুরাগ ও সহাস্য-উচ্চারিত হৃদয়স্পর্শী বিচিত্র পদময় বাক্য সকল স্মরণ করিয়া করিয়া মোহিত হইল। গোবিন্দের সুললিত গতি, সেই সেই চেষ্টা, স্নিগ্ধ হাস্য ও দৃষ্টিপাত শোকাবহ কর্ম্ম সকল ও অপূর্ব্ব চরিতাবলী চিন্তা করিতে করিতে গোপীগণের যখন মনে হইল—এই গোবিন্দের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে, তখন তাহারা ভীত ও কাতর হইয়া সকলেই একত্র মিলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। গোপকামিনীরা কহিল,—হা বিধাতা! তুমি অতি নির্দ্দয়; তুমি দেহীদিগকে প্রণয়সূত্রে গাঁথিয়া দিয়া তাহাদের বাসনা চরিতার্থ হইতে না হইতেই অনর্থক তাহাদের ভিতর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দাও। মুর্খ তুমি, তোমার ক্রিয়াকলাপ বালকোচিত আহা, মুকুন্দের সেই মুখখানি কৃষ্ণকুটিল কুন্তলাবলী-দ্বারা আবৃত এবং সুন্দর কপোল ও নাসিকায় প্রতিভাত ঈষৎ হাস্যচ্ছটায় সে মুখমণ্ডল কতই মনোহর! তুমি সেই মুখখানি আমাদিগকে দেখাইয়া পুনরায় নয়ন-পথের অতীত করিয়া দিতেছ; সুতরাং তোমার কার্য্য একান্তই নিন্দনীয়। তুমি বাস্তবিকই ক্রূর, নইলে যে চক্ষু আমাদিগকে দিয়েছিলে, তাহা-দ্বারা তোমার নিখিল সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধার —মুরারির স্বরূপ আমরা দেখিতেছিলাম, তুমি অক্রূর নাম ধরিয়া সে চক্ষু আমাদের হরণ করিলে কেন? আহা, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমরা যে অন্ধ হইয়া যাইব।

গোপীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—ওহে সখীগণ! শ্রীনন্দনন্দনের ভালবাসা ক্ষণভঙ্গুর,—তিনি নিত্য নূতন ভালবাসেন। কিন্তু আমরা তাঁহারই ব্যবহারে—তাঁহারই হাস্য রহস্যালাপে এমনি বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি যে, গৃহ, স্বজন, স্বামী, পুত্র সমস্ত ছাড়িয়া সম্পূর্ণ তাঁহারই দাসী হইয়াছি। আহা, সে নন্দের দুলাল আমাদের প্রতি কি আর দৃষ্টিপাত করিবেন না? না আমরা তাঁহাকে যাইতে দিব না; গমনে বাধা জন্মাইব। আজ নিশ্চয়ই মধুপুর-বাসিনী রমণীদিগের সুপ্রভাত; কেন না, অদ্য তাহারা পুরপ্রবিষ্ট ব্রজপতির নয়নপ্রান্ত-বিলসিত কটাক্ষলক্ষিত মুখ-মধু পান করিবে। সেই রমণীগণের মধুর-মোহন বচনে কৃষ্ণের মন আকৃষ্ট হইবে; তাহারা যে সলজ্জ হাস্য বিভ্রম দেখাইবে, তাহাতে তিনি ভ্রান্ত হইবেন। কৃষ্ণ ধীরপ্রকৃতি এবং পিতা-মাতার অধীনও বটেন, কিন্তু তা' হইলেও ব্রজে আমাদের নিকট তিনি আর ফিরিবেন কি? হায়! আমাদের ভাগ্যে উৎসব আজ অপরের ভোগ করিবে? আজ নিশ্চয়ই মধু-পুরীস্থিত দশার্হ, ভোজ, অন্ধক, ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের নয়ন মহোৎসব হইবে; কেন না, যিনি কমলার আনন্দদাতা ও নিখিল গুণের আধার, সেই কেশবকে

আজ তাহারা দর্শন করিবে। আহা! ধন্য মধুপুর বাসী! অদ্য মধুরিপু যখন নগরের পথ ধরিয়া গমন করিবেন, তখন যে তাঁহাকে দেখিবে, সেই আনন্দ উপভোগ করিবে। অহো! অক্রূর কি নির্দ্দয়—কি নিষ্ঠুর! দুঃখময় আমরা, আমাদিগকে একটা আশ্বাস না দিয়াই আমাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়জনকে আমাদের দৃষ্টিপথের অতিদূরে লইয়া যাইতেছে! সুতরাং নিরর্থক ইহার 'অক্রূর' নাম। কঠিন হৃদয় অক্রূর রথে উঠিয়াছে, আর দুর্ম্মদ গোপগণ শকট-যানে আরোহণ করিয়া উহার পশ্চাদনুসরণে ব্যগ্র হইয়াছে; বৃদ্ধেরা নিষেধ করিতেছেন না। দৈবই অদ্য আমাদের প্রতিকূল আচরণ করিতেছেন। তা যদি না হইবে, তবে দৈবানুকুল্যে এই সমুদয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই একজন মরিত, অথবা একটা বজ্রপাতও হইতে পারিত, এইরূপ অপর কোন একটা অনিষ্ট ঘটনাও অসম্ভব হইত না; কিন্তু এ ব্যাপারে কৈ তাহার ত কিছুই দেখিতেছি না। অতএব দৈবই আমাদের অনুকূল নহে। তথাপি চল, আমরা সকলে মিলিয়া গিয়া কৃষ্ণকে যাইতে নিষেধ করি। কুলবৃদ্ধ বান্ধবগণ আমাদের কি করিবেন? আমরা যে অর্দ্ধ-নিমিষের জন্য মুকুন্দসঙ্গ পরিহার করিতে পারিব না! আজ দুরদৃষ্টক্রমে আমাদিগকে মুকুন্দ হইতে বিযুক্ত হইতে হইবে; তাই আমাদের চিত্ত নিতান্তই কাতর হইয়াছে। ওহে গোপীগণ! রাসলীলা-প্রসঙ্গে যাঁহার সানুরাগ মধুর আলাপ, লীলাসহকৃত কটাক্ষ-বিক্ষেপ এবং আলিঙ্গন-দ্বারা সেই সেই রাত্রিগুলি ক্ষণকালের মত আমরা অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাঁহাকে—সেই কৃষ্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়া কিরূপে আমরা দুরন্ত বিরহদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইব? যিনি দিনাবসানে সমুদ্ভিত ধূলিপটল-ধূসরিত লক্ত অও মাল্য ধরেণ করিয়া গোপগণ সহ বেণু বাজাইতে বাজাইতে ব্রজে আসিয়া সাহাস্য কটক্ষেবিক্ষেপে অহরহঃ আমাদের মনোহরণ করেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া কিরূপে আমরা জীবন ধারণ করিবে?

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণৈকমনা গোপাঙ্গনারা বিরহকাতর হইয়া লজ্জাশীলতা পরি-ত্যাগ করিল এবং 'গোবিন্দ! দামোদর! মাধব!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সূর্য্য-দেব সমুদিত হইলেন, তথাচ গোপীদের রোদনধ্বনি থামিল না। অক্রূর সে দিকে আর মন দিলেন না তিনি সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিয়া মথুরার দিকে রথ চালাইয়া দিলেন। নন্দাদি গোপবৃন্দ, গোদুগ্ধপূর্ণ অসংখ্য কলস উপঢৌকন লইয়া শকটারোহণে অক্রূরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গোপাঙ্গনারা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রেমপূর্ণ বিলোকনাদি দ্বারা কতকটা আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার প্রত্যাদেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—গোপিকারা নিতান্তই দুঃখিত; তদ্দর্শনে 'আবার আসিব' এই আশ্বাস বাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। গোপিকা-দিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল; যে পর্য্যন্ত রথচক্রধূলি ও রথকেতন লক্ষিত হইল, ততক্ষণ তাহারা চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়াছিল। অবশেষে যখন দেখিল—গোবিন্দ আর ফিরিলেন না, তখন তাহারা নিরাশহৃদয়ে ফিরিয়া আসিল এবং প্রিয়-তমের চরিতাবলী গাহিতে গাহিতে শোকাপনোদন করিয়া দিন-যামিনী যাপন করিতে লাগিল।

মহারাজ! এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অক্রূরের সহিত বায়ুবেগগামী রথে আরোহণ করিয়া পাপাপহারিণী যমুনার তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা যমুনার জলে স্নান করিয়া মার্জ্জিতমণি-প্রতিম জলপান করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তীরতরুদিগকে সম্ভাষণ করিয়া রাম সহ পুন-রায় রথে গিয়া বসিলেন। অক্রূর রাম-কৃষ্ণকে সযত্নে



শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা ।

রথে বসাইয়া তাঁহাদের অনুমতি লইয়া নিজে কালিন্দী-হ্রদে নামিলেন এবং যথাবিধি স্নানক্রিয়া সমাপন করিলেন অক্রুর জলমগ্ন হইয়া সনাতন ব্রহ্ম জপ করিতে লাগিলেন। জপ করিতে করিতে দেখিলেন, —রাম-কৃষ্ণ তথায় একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। অক্রুর ভাবিলেন,—বসুদেবের তনয়দ্বয় ত' যমুনাতীরে রথোপরি বসিয়া আছেন; তাঁহারা এখানে আসিলেন কেন? তবে কি তাঁহারা রথোপরি নাই? এই ভাবিয়া অক্রূর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং উত্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ববৎ রথের উপরই বসিয়া আছেন। দেখিয়া অক্রুর ভাবিলেন—তবে যে আমি ইঁহাদিগকে এইমাত্র জলমধ্যে দেখিয়া আসিলাম, উহা কি মিথ্যা?'

অক্রূর এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত হইয়া আবার সেই জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আবার দেখিলেন,—তথায় অনন্তদেব সেইরূপেই অবস্থান করিতেছেন। সিদ্ধ, উরগ ও অনুচরবর্গ অবনত-মস্তকে তাঁহার স্তব করিতেছেন। অনন্তদেবের সহস্র শির; সহস্র শিরে সহস্র কিরীট দেদীপ্যমান। তাঁহার পরিধান নীল বসন, অঙ্গ মৃণালধবল; সুতরাং শিখররাজি বিরাজিত কৈলাসগিরির ন্যায় তিনি বিরাজমান। তাঁহার ক্রোড়দেশে এক ঘনশ্যাম-কান্তি পীত-কৌষেয়-বসন-ধারী পুরুষ অবস্থিত; তিনি চতুর্ভুজ মণ্ডিত, আকৃতি তাঁহার প্রশান্ত, নয়নদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আরক্ত, বদনমণ্ডল সুন্দর ও সুপ্রসন্ন, দৃষ্টি মনোজ্ঞ-হাস্যজড়িত! ভ্রূদ্বয় সুদৃশ্য, নাসিকা সমুন্নত, কর্ণযুগল মনোরম, কপোল সুগঠিত, অধর রক্তিমাভ, ভুজযুগল, মাংসল ও দীর্ঘ, স্কন্ধদ্বয় সমুন্নত, বক্ষঃ লক্ষ্মী-বিলসিত, কণ্ঠ কম্বু-তুল্য, নাভি গভীর, উদর বলিযুক্ত ও অশ্বত্থদল-সদৃশ; তদীয় কটিতট ও শ্রোণি সুবিশাল, উরুযুগল করভোপম, জানুযুগল সুদৃশ্য এবং জঙ্ঘাদ্বয় মনোরম; তদীয় পাদপদ্ম ঈষদুন্নত গুল্‌ফদ্বয় ও অরুণ বর্ণ নখর-নিকরের কিরণচ্ছটায় এবং নবদলতুল্য নবীন অঙ্গুলীসমূহ ও অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা শোভিত হইতেছে। তাঁহার মস্তকে মহামূল্য মণিরাজি-রাজিত কিরীট এবং অন্যান্য অঙ্গে কটক, অঙ্গদ, কটীসূত্র, ব্রহ্মসূত্র হার, নূপুর ও কুণ্ডল বিরাজমান। তিনি হস্তদ্বারা শঙ্খ, চক্র গদা, পদ্ম ধারণ করিতেছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস কৌস্তুভ ও বনমালা দেদীপ্যমান। শুদ্ধচিত্ত সুনন্দ, নন্দ ও সনকাদি পার্ষদবৃন্দ, ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি সুরেশ্বরগণ, মরীচি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এবং নারদ ও বসু প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভাগবতগণ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বচনরচনায় তাঁহার স্তুতি-গীতি করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রী, পুষ্টি, বাণী, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জ্জা, বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তি এবং মায়া সতত তাঁহার সেবাপরায়ণা।

শুকদেব বলিলেন,—হে ভারত অক্রুর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। তাঁহার অন্তরে নিতান্ত প্রীতিসঞ্চার হইল; গাত্র পুলকপূর্ণ এবং চিত্ত ও নয়ন ভাবাবেশে আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিলেন; ভগবৎ-প্রেমে মন আকৃষ্ট হইল; মস্তকদ্বারা সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন এবং ভাবগদ্‌গদ-বাক্যে ধীরে ধীরে স্তব করিতে লাগিলেন।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূর কহিলেন,—ভগবন্! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি বাস্তবিকই বালক নহেন; এ বিশ্বের আদ্য পুরুষ—নিখিল কারণের কারণ। আপনিই সেই অব্যয় নারায়ণ। আপনার নাভিছিদ্র হইতে যে পদ্ম প্রকাশ পাইয়াছিল, ব্রহ্মা তাহা হইতেই উৎপন্ন হন এবং এই দৃশ্যমান চরাচর বিশ্ব বিরচন করেন। সেই আপনি সকলের আদি, আপনাকে নমস্কার। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, অহঙ্কার তত্ত্ব ও মায়াদি এবং মন ইন্দ্রিয়বর্গ ইন্দ্রয়ের বিষয়সমূহ ও সমুদায় দেবতা, ইহারা এ জগতের কারণ; এই সকল কারণই আপনার অঙ্গোৎপন্ন! প্রকৃতি প্রভৃতি এই সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট; সুতরাং জড় ইহারা আত্মস্বরূপ আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে নাই। যিনি ব্রহ্মা, তিনিও প্রকৃতিগুণে আচ্ছন্ন; অতএব গুণাতীত আপনি, আপনার স্বরূপ ব্রহ্মাও জানিতে পারেন নাই। যোগমগ্ন সাধু পুরুষেরা আপনাকে অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত সাক্ষী মহাপুরুষরূপে সাক্ষাৎ আরাধনা করিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন আপনি সর্ব্ব-নিয়ন্তা। কোন কোন সাধু বেদবিদ্যা-দ্বারা আপনার উপাসনা করেন। যাঁহারা কর্ম্মযোগী, তাঁহারা নানারূপে নানানামে নানা বিস্তৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে কেবল জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করেন। শৈব ও বৈষ্ণবদীক্ষায় দীক্ষিত অন্যান্য উপাসকগণ আপনারই উপদিষ্ট পঞ্চরাত্রাদি বিধি-অনুসারে আপনারই বহুরূপের উপাসনা করিয়া থাকেন। অনেকে শিবোক্ত বিধি-অনুসারে বিবিধ-আচার্য্যভেদে শিব-রূপী ভগবান্ আপনি, আপনারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে প্রভো! সর্ব্ব-দেহময়! অন্য নানা দেবভক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি যদিও অন্যদেবে আসক্ত, তথাচ তাঁহাদের কৃত পূজা সর্ব্বেশ্বর আপনি, আপনারই উদ্দেশে করা হইয়া থাকে। প্রভু হে যেমন গিরি-নদী সকল বর্ষাবারি-প্রবাহে উদ্বেলিত হইয়া সর্ব্বদিক্ হইতে গিয়া সাগরে পতিত হয়, তেমনি সর্ব্বগতিই অন্তে আপনাতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ আপনার প্রকৃতি গুণ, আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত চরাচরাদি সমস্ত প্রকৃতি-কার্য্যই ঐ গুণগণের অন্তর্ভূত। অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বসাক্ষী; আপনার বুদ্ধি কোন কিছুতেই লিপ্ত হইবার নহে। নিখিল বুদ্ধির সাক্ষী আপনাকেই বলা হয়। প্রভো হে, যাহারা সুর, নর, তির্য্যগাদি শরীরাভিমানী, আপনার এই মায়াকৃত গুণপ্রবাহ তাহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তমান; কিন্তু তাহাদের হইতে প্রভেদ আপনার অনেক। হে ভগবন্! অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী চরণ, সূর্য্য নয়ন, আকাশ নাভিমণ্ডল, দিক্পাল কর্ণ, স্বর্গ মস্তক, দেবপ্রধানগণ বাহু, সমুদ্রগণ কুক্ষি, বায়ু প্রাণ ও বল, বৃক্ষ ও ওষধিগণ কেশপাশ, পর্ব্বতগণ অস্থি ও নখ, দিন ও রাত্রি নিমেষ, প্রজাপতি মেঢ্র এবং বৃষ্টিবীর্য্য। আপনি অব্যয়াত্মা মনোময় পুরুষ; জলে যেমন জলচরগণ এবং কেশরে যেমন মশকদল, সেইরূপ বহুজীব-সঙ্কুল লোকপাল সহ সর্ব্বলোক আপনাতে বিচরিত হইয়া আপনাতেই বিচরণ করিতেছে। আপনার স্বরূপ—আপনার তত্ত্ব এইরূপে দুরধিগম্য বলিয়াই সাধুগণ আপনার অবতার কথামৃত পান করিয়া থাকেন। আপনি লীলাপ্রকাশের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে যে যে রূপ

ধারন করেন, লোক সকল সেই সেই রূপেরই আরাধনায় মুক্তশোক হইয়া পরমানন্দে আপনার যশোগান করিয়া থাকে। আপনি আদি মৎস্য হইয়া প্রলয়পয়োধি-জলে বিচরণ করিয়াছেন; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন; মধু ও কৈটভের সংহারকর্ত্তা আপনিই; আপনাকে নমস্কার। আপনিই বিরাট্ কর্মঠরূপে পৃষ্ঠে মন্দর গিরি-ধারণ করেন; আপনাকে নমস্কার করি। আপনিই বরাহরূপে পৃথিবীর উদ্ধারকারী; আপনাকে নমস্কার করি। হে সাধুজন ভয়নিবারণ! অদ্ভুত নৃসিংহদেহ ধারণ করিয়া দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে আপনি বধ করিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার। বামনরূপে এই ত্রিভুবন আক্রমণ আপনিই করিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম হইয়া দর্পিত ক্ষত্রিয়জাতির উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার। আপনিই রঘু-কুল-ধুরন্ধর রাম হইয়া রাবণের সংহার সাধন করেন,—আপনাকে নমস্কার করি। আপনিই বাসুদেব, আপনিই সঙ্কর্ষণ, আপনিই প্রদ্যুম্ন, আপনিই অনিরুদ্ধ এবং আপনিই সাত্বতকুলের বরেণ্য; আপনাকে নমস্কার। আপনিই দৈত্য-দানবকুলের মোহোৎপাদক, শুদ্ধ বুদ্ধ মহাপুরুষ আপনাকে নমস্কার করি। আপনিই কল্কিরূপে ম্লেচ্ছ-প্রায় রাজগণের সংহারকর্ত্তা; আপনাকে নমস্কার করি।

হে ভগবন্! এই লোক সকল ভবদীয় মায়ায় মোহিত রহিয়াছে; তাই 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাকার অসৎ আগ্রহবশে নিয়ত ইহার কর্ম্মমার্গে বিচরণ-শীল। প্রভু হে, আমিও ঐ পথেরই পথিক রহি-য়াছি; মূঢ় আমি,—তাই স্বপ্নোপম দেহ, পুত্র, কলত্র, গৃহ, অর্থ ও স্বজন প্রভৃতিকে বাস্তব মনে করিয়া সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। অজ্ঞানে চিত্ত আমার আচ্ছন্ন; সেই জন্যই অনিত্যে নিত্যবোধ, অনাত্মে আত্মবোধ ও দুঃখসমূহে সুখবোধ করিতেছি—সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বে ক্রীড়া করিতেছি। আপনি প্রিয় আত্মা, আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না। অজ্ঞ জন যেমন তৃণদাম-সমাচ্ছাদিত স্বচ্ছ জল পরিত্যাগ করিয়া মরু-মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়, আমিও তেমনি আপনাকে পরিহার করিয়া দেহাদির দিকে উন্মুখীন হইয়াছি। বুদ্ধি আমার বিষয়-বাসনার বিভ্রান্ত, মন আমার ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ইতস্ততঃ পরিচালিত; সুতরাং উহাকে সংযত করিবার শক্তি আমার নাই। কেন না, আমি কামকর্ম্ম দ্বারা ক্ষুভিত ও একান্তই উন্মত্ত। এইরূপেই আমি পরের বশতাপন্ন; সুতরাং আপনারই আমি শরণাপন্ন। হে অন্তর্যামিন্! অসজ্জন কখনও আপনার চরণে আশ্রয় পাইতে পারে না; সুতরাং আমি মনে করি, আমার প্রতি ইহা আপনার অনুগ্রহই বটে। হে নলিননাভ! পুরুষের যখন সংসারনিবৃত্তি হইয়া আইসে, তখনই সাধুসেবা করিতে করিতে আপনার প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হয়; কিন্তু সাধু সেবাই কি, আর আপনার প্রতি মতিগতিই বা কি, ইহার কোনটাই আপনার কৃপা ব্যতীত হইবার নহে; সুতরাং সংসারমুক্তিও ঘটে না। আপনি বিজ্ঞানমাত্র নিখিল জ্ঞানেরই আপনি কারণ; পরিপূর্ণ আপনি আপনি অনন্ত শক্তি; সুতরাং সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা আপনি; আপনাকে নমস্কার। আপনি চিত্তাধিষ্ঠাতা বসুদেব ও সর্ব্বভূতাশ্রয় সঙ্কর্ষণ, আপনাকে নমস্কার করি; হৃষীকেশ আপনি, বুদ্ধি ও মনের অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ আপনি; আপনার চরণে আমি শরনাপন্ন। প্রভু হে, আমায় আপনি পরিত্রাণ করুন।

চত্বারিংশ অধ্যাধ সমাপ্ত। ৪০।

—:*:—

একচত্বারিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! অক্রূর এইরূপে স্তব করিতেছেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নট-নাট্যের ন্যায় জলাভ্যন্তরে আপনার স্বরূপ দেখাইলেন এবং আবার তাহা সংবরণ করিয়া লইলেন। তখন অক্রূর তাঁহাকে সেই জলমধ্যে দেখিয়া তথা হইতে তীরে উঠিলেন এবং অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সমাপন করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত রথে ফিরিয়া আসিলেন। হৃষীকেশ জিজ্ঞাসিলেন,—অক্রূর! তোমাকে দেখিয়া মনে হয়, তুমি যেন ভূতলে, জলে বা আকাশতলে কোন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছ। অক্রূর বলিলেন —বিভু হে, স্থলে, জলে বা আকাশতলে যে কিছু অপূর্ব্ব দৃশ্য আছে, সে সকল ত' আপনাতেই বিরাজিত; আপনাকে যখন বিশেষরূপে দেখিতে পাইয়াছি, তখন কোন্ অদ্ভুত বা অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার অপ্রত্যক্ষ রহিয়াছে? হে পরমেশ্বর! যত কিছু অদ্ভুত সমস্তই আপনাতে অবস্থিত; সুতরাং আপনাকে সাক্ষাৎ করিতে না পারিলে, স্থল, জল বা আকাশের কোন অদ্ভুতই আমার দৃষ্টিগোচর হইত না।

হে রাজন্! অক্রূর এই কথা কহিয়া রথ চালাইয়া দিলেন এবং রাম-কৃষ্ণকে লইয়া দিনাবসানে মথুরায় আসিয়া পৌঁছিলেন। রামকৃষ্ণ রথারোহণ করিয়া আসিবার সময় পথের উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীরা আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিল। গ্রামবাসীদের নয়ন তাঁহাদের শ্রীমুখচ্ছবি দর্শন হইতে বিরত হয় নাই। নন্দাদি গোপবৃন্দ পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় মথুরানগরীর উপবনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বিনীত অক্রূরের হস্ত স্বহস্তে ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আপনি রথ সহ অগ্রে পুরী প্রবেশ করিয়া স্বগৃহে গমন করুন; আমরা এইস্থানে বিশ্রাম লইয়া পরে মথুরাপুরী দর্শন করিব।

অক্রূর বলিলেন,—প্রভু হে, আমি আপনাদিগকে সঙ্গে না লইয়া পুরী প্রবেশ করিব না। হে ভক্তবৎসল! আপনার ভক্ত আমি; আমাকে ত্যাগ করিয়া থাকা আপনার উচিত হইবে না। অতএব আসুন, আমরা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বগৃহে গমন করি। জ্যেষ্ঠ রাম, অন্যান্য গোপালগণও সুহৃদ্-বন্ধুদিগের সহিত আমাদের ভবনে আসিয়া আমাদিগকে সনাথ করুন। গৃহস্থ আমরা পদধূলি-দানে আমাদের গৃহ পবিত্র করুন। ঐ ধূলিক্ষালন-জলে পিতৃগণ, অগ্নিগণ ও দেবগণ তর্পিত হইয়া থাকেন। মহাত্মা বলি ঐ পদ প্রক্ষালিত করিয়া এ জগতে পবিত্র কীর্ত্তি, আপনার ঐশ্বর্য্য ও ভক্তজনের গতি লাভ করিয়াছেন। আপনার পদ-প্রক্ষালনের পুণ্য সলিলে ত্রিলোক পবিত্র হইয়াছে। ঐ পবিত্র জল শঙ্কর স্বীয় শিরে ধারণ করেন এবং কপিলকোপদগ্ধ সগর সন্তানেরা ঐ জলের মাহাত্ম্যে স্বর্গলোক লাভে অধিকারী হইয়াছিল। হে দেবদেব! হে পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন, নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার করি।

ভগবান্ বলিলেন,—অক্রূর! আর্য্য রামের সহিত তোমার গৃহে যাইব এবং যদুকুলের প্রিয় কার্য্য করিব নিশ্চতই। অক্রূর ভগবানের এই কথা শ্রবণে আর প্রতিবাদ করিলেন না; তিনি কিঞ্চিৎ বিমনা হইয়া পুরী-প্রবেশ করিলেন এবং কংসকে স্বীয় কৃত-কার্য্য নিবেদন করিয়া নিজগৃহে যাত্রা করিলেন।

অতঃপর দিবসের অপরাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও গোপালগণে পরিবৃত হইয়া মথুরানগরী দেখিবার অভি-

প্রায়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—পুরীর উচ্চ গোপুর-দ্বার সকল স্ফটিকময়, তদুপরি বৃহৎ বৃহৎ তোরণ বিরাজমান। কবাট সকল কনকনির্ম্মিত; তত্রত্য ধান্যাগার ও অশ্বশালা সকল তাম্র ও পিত্তল-বিরচিত। পারিখাবেষ্টিত ঐ পুরী শত্রুপক্ষের অনাক্রমণীয়; রম্য রম্য উদ্যান এবং উপবনশ্রেণী উহার শোভা বিস্তার করিতেছে। সুবর্ণময় চতুষ্পথ, সুরম্য হর্ম্ম্য, গৃহোচিত উপবন, একজাতীয় শিল্পব্যবসায়ীদিগের উপবেশন স্থান এবং অন্যান্য বিবিধ বিচিত্র ভবন-দ্বারা ঐ পুরী অলঙ্কৃত। উহার বলভী ও বেদী সকল বৈদূর্য্য, হীরক, স্ফটিক, নীলকান্তমণি, বিদ্রুম, মুক্তা ও মরকতমণি-দ্বারা খচিত। ঐ সমুদায়ে এবং গাবক্ষরন্ধ্র ও কুট্টিমসমূহে উপবিষ্ট হইয়া পারাবত ও ময়ূর সকল রব করিতেছে। তত্রত্য রাজপথ, পণ্যবীথি, সাধারণ পথ ও প্রাঙ্গণ সকল জলসিক্ত; উহার কোথাও মাল্যদান, কোথাও বা অঙ্কুর ও লাজসমূহ এবং কোথাও কোথাও তণ্ডুল সকল বিকীর্ণ; উহার গৃহদ্বার সকল পূর্ণকুম্ভসমূহে সমলঙ্কৃত,—ঐ সকল কুম্ভ দধি ও চন্দনাক্ত, পুষ্প ও দীপমালায় সুসজ্জিত, পল্লবপরিশোভিত, সবৃন্তক-দলী ও গুবাক-যুক্ত ও ধ্বজ ও পট্টিকায় পরিশোভিত।

হে নৃপ! রাম-কৃষ্ণ সেই রাজপথ ধরিয়া বয়স্যগণ সহ ঐ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরনারীগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া প্রাসাদোপরি আরোহণ করিল। তাহারা এতই ব্যস্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের বসন-ভূষণও যথাস্থানে বিন্যস্ত করিতে বিস্মৃত হইল। কেহ কেহ বস্ত্র ও অলঙ্কার বিপরীত ভাবে পরিল, কেহ কঙ্কণ ও বলয় পরিতে গিয়া একখানি ভুলিয়া গেল, কেহ কেহ উভয় কর্ণে পত্র রচনা করিতেছিল—কিন্তু এক কর্ণে অসমাপ্ত রহিয়া গেল, কেহ কেহ মাত্র একপদেই নূপুর পরিয়া ছুটিয়া চলিল এবং কোন কোন নারী এক নেত্রে অঞ্জন পরিয়া অপর নেত্রে না পরিয়াই ধাবিত হইল; কেহ কেহ ভোজনে বসিয়াছিল, অর্দ্ধ ভোজন হইতে না হইতেই ভোজনপাত্র ফেলিয়া চলিল; কেহ অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতেছিল, সে অস্নাত অবস্থায়ই কৃষ্ণদর্শনে ধাবিত হইল; কেহ কেহ নিদ্রামগ্ন ছিল, সে শব্দ শুনিবামাত্র উঠিয়া বসিল; জননীগণ স্ব স্ব সন্তানদিগকে স্তন্য পান করাইতে ছিলেন, তাহারা তাহাদিগকে ফেলিয়াই কৃষ্ণদর্শনে ধাবিত হইলেন।

মহারাজ! মত্ত গজেন্দ্রগামী পদ্মপলাশ-নয়ন হরি প্রগল্ভ লীলা-সহকারে সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে করিতে লক্ষ্মীর আনন্দজনক স্বীয় শরীর-শোভায় নারীগণের নয়নানন্দ সম্পাদন করিয়া তাহাদের মনোহরণ করিলেন। রাজন্! হরির চরিতাবলী শুনিয়া শুনিয়া সেই অবলাগণের চিত্ত তাঁহারই প্রতি ধাবিত হইয়াছিল; সম্প্রতি তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার সকটাক্ষ হাস্য-সুধায় অভিষিক্ত হইয়া তাহারা সম্মানিত হইল। কৃষ্ণের সেই আনন্দ-মূর্ত্তি নেত্রপথে তাহাদের হৃদয়মধ্যে তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল; ঐ মূর্ত্তির আলিঙ্গনে তাহাদের গাত্র আনন্দে পুলকিত হইল। সেই প্রমদাগণের মুখপদ্ম প্রীতিভরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তাহারা স্ব স্ব প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করিয়া রাম-কৃষ্ণোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণও সানন্দে জল-পাত্র, অক্ষত, মাল্য, গন্ধ ও উপকরণ দ্বারা স্থানে স্থানে তাঁহাদেরই পূজা করিতে লাগিলেন। পুরস্ত্রীগণ বলাবলি করিতে লাগিল,—অহো! গোপরমণীরা কি মহাতপস্যাই করিয়াছিল!—তাহারই ফলে এই দুই নরলোক-মহোৎসব পুরুষবরকে পুনঃ পুনঃ তাহারা দর্শন করিতে পারে।

রাজন্! সেই রাজপথ ধরিয়া এক রজক আসিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট উত্তম উত্তম ধৌত বসন চাহিলেন; বলিলেন,—ওহে রজক!

আমাদের উভয়ের উপযুক্ত উত্তম উত্তম বস্ত্র তুমি প্রদান কর। এই বস্ত্রদানে তোমার পরম মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই। ঐ রজক রাজা কংসের ভৃত্য; সুতরাং অতি দর্পিত। বস্ত্রপ্রার্থী যে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম, সে তত্ত্ব সে বুঝিল না। সে আপন দর্পে অতিমাত্র কুপিত হইয়া ভর্ৎসনার সহিত কহিল,—রে উদ্ধতগণ! তোরা গিরি-কাননে নিয়ত পরিভ্রমণ করিস্, এইরূপ বস্ত্রই নিত্য পরিয়া থাকিস্ বটে! তোদেরও সাহসও তো কম নয়, তোরা রাজকীয় বস্ত্র চাহিতেছিস্। সত্বর পলায়ন কর। অরে মূর্খ! যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাহিস্, তবে এইরূপ প্রার্থনা আর কখনও করিস্ না। রাজপুরুষেরা দর্পিত ব্যক্তির বধ, বন্ধন বা সম্পত্তি হরণ করিয়া থাকে।

রাজন্! রজক এইরূপ তিরস্কার করিলে দেবকীনন্দন কুপিত হইয়া হস্তদ্বারা তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিলেন। তাহার সঙ্গে অন্য যাহারা ছিল, তাহারা সেই সেই কৌষেয়বসনাদি পরিত্যাগ করিয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই সকল বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ-বলরাম নিজেদের 'পছন্দ'মত বস্ত্র সকল বাছিয়া লইয়া পরিধান করিলেন, কতকগুলি ভূতলে ছড়াইয়া দিলেন এবং অবশিষ্ট বস্ত্রগুলি গোপালদিগকে পরিতে দিলেন। অতঃপর এক তন্তুবায় স্বেচ্ছায় রামকৃষ্ণ-সমীপে আগমন করিল এবং যাহাতে তাহাদের সৌষ্ঠব-সাধন হইতে পারে, এইরূপে তাহাদিগকে বিবিধবস্ত্রে সজ্জিত করিয়াছিল। রাম-কৃষ্ণ সেই পর্ব্বদিনে এইরূপে বিবিধ বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণ কিশোর করিযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভগবান্ সেই তন্তুবায়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন; তাই তাহাকে ইহ-কালে পরম লক্ষ্মী, বল, ঐশ্বর্য্য, স্মৃতিশক্তি ও ইন্দ্রিয়পটুতা প্রদান করিয়া অন্তে নিজ সারূপ্য প্রদান করিলেন।

অতঃপর রামকৃষ্ণ সুদামা নামক জনৈক মালাকারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সুদামা তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মস্তক-দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিল। পরে সে তাঁহাদিগকে বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, পূজোপকরণ, মাল্য, তাম্বুল ও চন্দন দ্বারা তাঁহাদের অনুচরগণের অর্চ্চনা করিল এবং কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—প্রভো! আপনাদের আগমনে আমাদের জন্ম ধন্য এবং কুল পুণ্যপূত হইল!—দেব-পিতৃগণ মৎপ্রতি তুষ্ট হইলেন। এ জগতের চরম কারণ আপনারাই। এ পৃথিবীতে আপনাদের অংশাবতার কেবল মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। প্রভু হে, যদিও ভজনাকারী ব্যক্তিকে আপনারা ভজনা করেন, তথাচ আপনাদের অসমান দৃষ্টি নাই; কেন না, আপনারাই জগতের আত্মা, বন্ধু এবং সর্ব্বভূতেই সমান দৃষ্টি। ভৃত্য আমি, আজ্ঞা করুন—আপনাদের কোন্ কার্য্য আমি সাধন করিব?

হে রাজশ্রেষ্ঠ! সুদামা এইরূপ নিবেদন জানাইয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইল এবং সানন্দে সুগন্ধি কুসুম-সমূহে মাল্য রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে অর্পণ করিল। রাম-কৃষ্ণ অনুচরগণ সহ সেই সকল মাল্যে সমলঙ্কৃত হইয়া প্রণত প্রসন্ন সুদামাকে বিবিধ বরলাভে অধিকারী করিলেন। সুদামা প্রার্থনা করিল,—অখিলাত্মা ভগবানের প্রতি তাহার যেন একান্ত ভক্তি থাকে, আর ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি সৌহার্দ্দ এবং সর্ব্বভূতের প্রতি যেন সদয়ভাব তাঁহার নিত্য থাকিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রার্থিত বর সমস্তই তাহাকে প্রদান করিলেন এবং সে প্রার্থনা না করিলেও শ্রীকৃষ্ণ আপনা হইতেই তাহাকে বলিলেন,—হে মালাকার! তোমার বংশে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং তোমার আয়ু, বল, যশ ও কান্তি বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ বরদান করিয়া বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ তথা হইতে বাহিরে আসিলেন।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—অনন্তর সুখদাতা শ্রীকৃষ্ণ রাজপথ ধরিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, এক বরাঙ্গনা যুবতী হস্তে বিলেপন-পাত্র লইয়া সেই পথে চলিয়াছে। রমণী দেখিতে সুন্দরী বটে, কিন্তু কুব্জা; শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন,—হে বরগাত্রি! কে তুমি? কাহারই বা এই অনুলেপন? আমাদের নিকট যথাযথ প্রকাশ করিয়া বল। এই অনুলেপন আমাদের উভয়কে তুমি অর্পণ কর, করিলে তোমারই মঙ্গল হইবে। কুব্জা কহিল—হে সুন্দর! নামটী আমার ত্রিবক্রা, কংসের আমি দাসী; আমি তাহার অনুলেপন-কার্য্যে বিশেষ সম্মানের সহিত নিযুক্তা আছি। রাজা আমার প্রস্তুত অঙ্গলেপন বড়ই পছন্দ করেন; এই অনুলেপন আপনারা ব্যতীত অন্যের উপভোগ্য হইবার নহে। হে রাজন্! রাম-কৃষ্ণের অঙ্গসৌষ্ঠব, কোমলতা, রসিকতা, হাস্য, আলাপ ও দৃষ্টি দান-দ্বারা বশীভূতা কুব্জা তাঁহাদের উভয়কে সেই গাঢ় অনুলেপন অর্পণ করিল। সেই পীতলোহিতাদি অঙ্গরাগে রঞ্জিত হইয়া ভ্রাতৃযুগল রামকৃষ্ণ পরম শোভা ধারণ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়াছিলেন; তিনি তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভের ফল-প্রদর্শনের জন্য সেই ত্রিবক্রা সুন্দরবদনা কুব্জাকে সরল করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি উভয় পদ-দ্বারা কুব্জার পদদ্বয়ের অগ্রভাগ চাপিয়া ধরিলেন এবং হস্তের দুই অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া তদ্দ্বারা চিবুক ধারণ করিলেন; এইরূপে কৃষ্ণকর্ত্তৃক কুব্জার অঙ্গ উত্তোলিত হইল। কৃষ্ণ-করস্পর্শে তৎক্ষণাৎ কুব্জার কলেবর সরল ও সমান-সংস্থান হইল, তাহার নিতম্ব সুবৃহৎ ও পয়োধর পীনোন্নত হইয়া উঠিল।—কুব্জা তখন এক উত্তমা স্ত্রী হইয়া দাঁড়াইল। রাজন্! সেই নবদেহধারিণী রূপে, গুণে ও ঔদার্য্যে অন্বিত হইয়া মনোভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়া পড়িল এবং সগর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়-প্রান্ত টানিয়া ধরিয়া কহিল,—এস বীর! গৃহে যাই, তোমাকে এখানে রাখিয়া যাইতে আমি অসমর্থ। হে পুরুষবর! আমার চিত্ত তুমি মথিত করিয়াছ। আমার প্রতি অনুগ্রহ কর।

রমণী এই কথা কহিলে, শ্রীকৃষ্ণ তখন বলরাম ও অন্যান্য অনুচরগণের সমক্ষে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—সুন্দরী! আমি অগ্রে স্বকার্য্য সাধন করি, পরে তোমার মনঃপীড়া প্রশমনের জন্য তোমার গৃহে আসিব। শুভে! অকৃতদার প্রবাসী পুরুষদিগের তুমিই পরম আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে মধুরবাক্যে বুঝাইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন এবং সঙ্গিগণ সহ বণিক্-পথ ধরিয়া যাইতে লাগিলেন। বণিক্-বৃন্দ বিবিধ উপহার, তাম্বুল, মালা ও গন্ধদ্রব্য দ্বারা কৃষ্ণ-বলরামকে পূজা করিল; তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্ত্রীগণের মনোভব উদ্ভূত হইল। মদনাবেশে তাহাদের বসন, বলয় ও কবরী খসিয়া পড়িল। তাহারা চিত্রার্পিতবৎ অবস্থিত হইয়া নিজেদের অস্তিত্বই হারাইয়া ফেলিল।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কংসের ধনুর্যজ্ঞশালা কোথায়, পৌরগণের নিকট তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন; গিয়া দেখিলেন—ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় এক দিব্য ধনু তথায় অবস্থিত আছে। ঐ ধনুর অত্যন্ত সমৃদ্ধি সম্পন্ন; বহু লোক উহার রক্ষা ও অর্চ্চনাকার্য্যে নিযুক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণ অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও সহাস্যবদনে ঐ ধনু গ্রহণ করিলেন এবং তত্রত্য দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষেই অবলীলাক্রমে উহা বাম করে ধরিয়া নিমেষমধ্যে উহাতে জ্যা রোপণ করেলেন। মদ-মত্ত করির্ত্তৃক ইক্ষুদণ্ড যেমন ভগ্ন হয়, শ্রীকৃষ্ণ-

কর্তৃক মধ্যভাগে আকৃষ্ট হইয়া ঐ ধনু সেইরূপ ভগ্ন হইয়া গেল। সেই ধনুর্ভগ্নের শব্দ আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেই ভয়াবহ শব্দে কংসের হৃদয় শিহরিয়া উঠিল!—কংস অত্যন্ত ভীত হইল। ধনুর যাহারা রক্ষক ছিল, তাহারা এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া সানুচর কৃষ্ণকে ধরিবার মানসে বলিল—'ধর, ধর—বধ কর।' এই বলিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। রাম-কৃষ্ণ তাহাদের দুষ্টাভিপ্রায় বুঝিলেন এবং সেই দুই খণ্ড ধনু লইয়া আক্রমণকারীদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। কংসপ্রেরিত সৈন্যদিগকে অবিলম্বে সংহার করিয়া তাঁহারা সেই যজ্ঞশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং পুরীর সমৃদ্ধি দেখিয়া দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের সেই অদ্ভুত বীর্য, তেজঃ ধৃষ্টতা ও রূপ-সম্পদ্ দর্শন করিয়া পুরবাসীরা তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়াই স্থির করিল। রামকৃষ্ণের স্বেচ্ছা-ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। গোপগণের সহিত শকটসমূহ যে স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, রামকৃষ্ণ অতঃপর সেইস্থানে গমন করিলেন। ব্রজ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আগমনকালে গোপীগণ মধুপুরীর যে যেরূপ সৌভাগ্য কল্পনা করিয়াছিল, সেই সমস্তই একে একে ফলিল। কারণ, ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃপাকটাক্ষের পাত্র হইবার নিমিত্ত যে কমলার আরাধনা করেন, সেই কমলার নিত্য সেব্য পুরুষ-পুঙ্গবের গাত্রশোভা মধুপুরবাসীরা আজ নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

রাজন্! রাম-কৃষ্ণ অতঃপর পদপ্রক্ষালনান্তে সেই স্থানে ক্ষীরমিশ্র অন্ন ভোজন করিলেন এবং কংস কি করিতেছে না করিতেছে, তাহার সংবাদ লইয়া সে রাত্রি সুখে অতিবাহিত করিলেন। মহারাজ! কংস যখন শুনিল যে, রামকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে ধনুর্ভঙ্গ করিয়াছেন এবং ধনুর যাহারা রক্ষক ছিল কিংবা কংস নিজে যে সৈন্যদল পাঠাইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই তাঁহারা সংহার করিয়াছেন, তখন আর তাহার ভয়ের ইয়ত্তা রহিল না। সে রাত্রি তাহার নিদ্রাও হইল না। স্বপ্নে কি জাগরণে, সকল সময়ই কংস তাহার মৃত্যুর দূতস্বরূপ দুর্নিমিত্ত সকল দেখিতে লাগিল। কংস জলে তাহার মস্তকহীন প্রতিবিম্ব দেখিল; অঙ্গুলি প্রভৃতি আবরণ না থাকিলেও প্রত্যেক জ্যোতিঃ পদার্থ, তাহার চক্ষে দুই দুই রূপে প্রতিভাত হইল; প্রতিবিম্বে ছিদ্র-প্রতীতি হইতে লাগিল; প্রাণস্পন্দন শব্দ পরিশ্রুত হইতে লাগিল না; বৃক্ষসমূহ স্বর্ণবর্ণ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধূলি ও কর্দ্দম প্রভৃতিতে নিজের পদচিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল; স্বপ্ন অবস্থায় প্রেত সহ আলিঙ্গন করা হইল, গর্দ্দভপৃষ্ঠে চরিয়া প্রয়াণ করিতে লাগিল, যেন হাতে ধরিয়া বিষ ভক্ষণ করিল। দেখিল—জনৈক তৈলাক্তদেহ দিগম্বর পুরুষ জবাকুসুমের মাল্য-মণ্ডিত হইয়া নিজের দিকে আসিতেছে। স্বপ্নে ও জাগরণে এইরূপ বিবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া কংস সাতিশয় ভীত হইল; বিষম দুর্ভাবনায় কোনরূপেই তাহার নিদ্রা হইল না।

হে কুরুবংশাবতংস! ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, —দেখিতে দেখিতে দিবাকর জলাভ্যন্তর হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। কংস তখন মল্লক্রীড়ারূপ মহোৎসব অনুষ্ঠানের আদেশ দিলেন। মল্লস্থান পূজিত হইল। তূরী, ভেরী প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। পূর্ব্ব-নির্ম্মিত মঞ্চগুলি মাল্য, চৈল, তোরণ ও পতাকায় পরিশোভিত হইল। পুরজন-পদবাসী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সেই সকল মঞ্চে স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিলেন। রাজগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কংস অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া মণ্ডলেশ্বরগণের মধ্যভাগে রাজকীয় মঞ্চে সন্তপ্তচিত্তে উপবেশন করিল। অতঃপর বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে

মল্লতাল পরিশ্রুত হইতে লাগিল। তখন দর্পিত মল্লগণ স্ব স্ব অধ্যাপকের সহিত সুসজ্জিতবেশে একে একে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মল্লগণ সেই মনোরম বাদ্যে হৃষ্ট হইয়া মল্লরঙ্গে অবতীর্ণ হইল। নন্দাদি গোপবৃন্দ ভোজরাজের আহ্বানে আনীত উপঢৌকন সকল প্রদান করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট মঞ্চে উপবেশন করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে অরিন্দম! রাম-কৃষ্ণ মল্লদুন্দুভি-ধ্বনি শুনিতে পাইয়া মল্লক্রীড়া দেখিবার নিমিত্ত সেই মল্লরঙ্গে গমন করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বদিনেই স্থির করিয়াছিলেন যে, আমরা ধনুর্ভঙ্গাদি কার্য্য করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলাম, তথাচ দুর্ব্বৃত্ত কংস আমাদের পিতা-মাতা প্রভৃতিকে মোচন করিল না,—অধিকন্তু আমাদিগকেও বধ করিবার চক্রান্ত করিয়াছে; সুতরাং কংস মাতুল হইলেও সর্ব্বদা আমাদের বধ্য। এইরূপ স্থির সংকল্প করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—হস্তিপক-চালিত হস্তী কুবলয়াপীড় তথায় অবস্থিত আছে। তাহা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোদ্ধৃবেশ রচনা করিলেন এবং কুটিল অলকাবলী বন্ধন করিয়া সেই হস্তিপককে জলদগম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—'ওহে হস্তিপক! আমাদের পথ ছাড়িয়া দাও,—শীঘ্র স্থান ত্যাগ কর, অন্যথা হস্তী সহ তোমাকেও শমন সদনে প্রেরণ করিব। হস্তিপক কৃষ্ণের তিরস্কার বাক্যে কুপিত হইয়া কালান্তক-যমোপম হস্তীকে প্রমত্ত করিয়া কৃষ্ণাভিমুখে চালাইয়া দিল। গজরাজ দ্রুতগতি উপস্থিত হইয়া স্বীয় শুণ্ড-দ্বারা সবলে কৃষ্ণকে গ্রহণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ শুণ্ড-বেষ্টন হইতে অপসৃত হইয়া হস্তীকে পাদদেশে আহত করিলেন এবং স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ক্রুদ্ধ হস্তী কৃষ্ণকে না দেখিয়া ঘ্রাণদ্বারা তাহাকে ঠিক করিয়া লইল এবং শুণ্ডদ্বারা আবার তাহারে বেষ্টন করিল। কৃষ্ণ এবারও সবলে হস্তীর আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন। গরুড় যেমন ক্রীড়াচ্ছলে ভুজঙ্গ আকর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ সেই অতিবল হস্তীর পুচ্ছ ধরিয়া পঞ্চবিংশতি ধনু দূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেলেন। হস্তী বামে ও দক্ষিণে যেমন যেমন ভ্রমণ করিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত তেমনি তেমনি ঘুরিতে লাগিলেন; মনে হইল, গোবৎস সহ বালক যেন ভ্রমণ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপীড়ের পুচ্ছ ধরিয়াছিলেন। কুবলয়াপীড় কৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত যেমন বামদিকে ফিরিল, কৃষ্ণ তেমনি তাহাকে দক্ষিণদিকে এবং হস্তী দক্ষিণদিকে যাইলে কৃষ্ণ তাহাকে বামদিকে ঘুরাইতে লাগিলেন। পরে সম্মুখে আসিয়া হস্তদ্বারা সেই বর-বারণকে আহত করিলেন এবং চারিদিকে দৌড়িয়া দৌড়িয়া পদপৃষ্ট হইয়া ভূপতিত হইলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই মুহূর্ত্তেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে পতিত আছেন মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হস্তী তাহার উভয় দন্তদ্বারা ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিতে লাগিল। স্বীয় বিক্রম ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া গজেন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং মহাপাত্র-প্রেরিত হইয়া রোষভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল। সে দৌড়াইয়া গিয়া যেইমাত্র কৃষ্ণাভিমুখে উপস্থিত হইল, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উভয়

হস্তদ্বারা তদীয় হস্ত ধরিয়া সবলে তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। হস্তী পতিত হইবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহের ন্যায় অবলীলাক্রমে তাহাকে পাদদ্বারা আক্রমণ করিলেন এবং তাহার দন্তদ্বয় উৎপাটন করিয়া লইলেন। সেই উৎপাটিত দন্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপীড় ও তাহার হস্তিপকদিগকে সংহার করিলেন। মৃতহস্তী পরিত্যক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সেই দুই বিশাল হস্তিদন্ত লইয়া রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার স্কন্ধদেশে গজদন্ত স্থাপিত, সর্ব্বাঙ্গ রুধির ও গজ-মদকণায় পরিপ্লুত এবং বদনাম্বুজে ঘর্ম্মবিন্দু বিগলিত; এই অবস্থায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল।

রাজন্! বলরাম ও অন্য কতিপয় গোপ-পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই গজদন্তরূপ উত্তম অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অগ্রজের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া মল্লগণের পক্ষে বজ্র, নর-গণের নিকট নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণের চক্ষে মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপগণের স্বজন, অসাধু নরপতিগণের শাসনকর্ত্তা, স্বীয় পিতা মাতার নিকট শিশু, ভোজপতির চক্ষে সাক্ষাৎ মৃত্যু, অজ্ঞানীদিগের বিরাট্ পুরুষ, যোগীদিগের পরম তত্ত্ব এবং বৃষ্ণিবংশীয়দিগের পরম দেবতারূপে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

মহারাজ! কুবলয়াপীড় নিহত হইয়াছে, কংস এই সংবাদ শুনিয়া মনে করিল, রামকৃষ্ণ দুর্জ্জেয়; ভাবিয়া কংস অত্যন্ত ভীত হইল। মহাবাহু ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও কৃষ্ণ বিচিত্র বেশ, সুন্দর আভরণ, সুগন্ধি মাল্য ও সুদৃশ্য বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় তাহারা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া, উত্তম-বেশশালী নটযুগের ন্যায়, নিজেদের অসাধারণ প্রভায় দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। মঞ্চোপরি যে সকল নাগরিক ও রাষ্ট্রীক পুরুষ ছিলেন, রাম-কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষু ও মুখ হর্ষাবেশে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাঁহারা নেত্রদ্বারা যেন রাম-কৃষ্ণের মুখ পান করিতে লাগিলেন,—কিন্তু পিপাসার শেষ কিছুতেই হইল না। তাঁহারা রাম-কৃষ্ণকে নেত্রদ্বারা যেন পান, জিহ্বাদ্বারা যেন লেহন, নাসাদ্বারা যেন আঘ্রাণ এবং বাহুযুগলদ্বারা যেন আলিঙ্গন করিয়াই যেমন যেমন দেখিয়াছিলেন ও যেরূপ যেরূপ শুনিয়া-ছিলেন, পরস্পর সেইরূপেই আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাম-কৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্য্য ও প্রগল্-ভতাই তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন,—সাক্ষাৎ হরির অংশে ইঁহারা উভয়ে বসুদেব-সদনে জন্ম লইয়াছেন। এই ইনি দেবকীর জঠরে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহাকেই গোপনে গোকুলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখানে এতদিন গুপ্তভাবে বস-বাস করিয়া ইনিই নন্দগৃহে বর্দ্ধিত হইতেছেন। পূতনা, চক্রবাত দানব, যমলার্জ্জুন, ধেনুক, কেশী, শঙ্খচূড় ও তদ্বিধ অঘাসুরাদি ইঁহারই হস্তে নিহত হইয়াছে। ইনি গোপাল ও গাভীদিগকে দাবানল হইতে রক্ষা করিয়াছেন; ইহাদ্বারাই কালিয়া-সর্প দমিত হইয়াছে; ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব ইনিই করিয়া-ছেন; গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে সাত দিন ধরিয়া একটী হস্তে ইনিই ধরিয়াছিলেন; বর্ষা, বাত ও বজ্র হইতে গোকুল ইঁহাদ্বারাই রক্ষিত হইয়াছিল। ইঁহারই মুখে সহাস্য কটাক্ষ নিত্য বিরাজিত; গোপাঙ্গনারা ইঁহারই কিঞ্চিৎ-শ্রান্ত মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা-দের সকল সন্তাপ প্রশমিত করিয়া থাকে। বহু-বিখ্যাত যদুবংশ ইঁহা-দ্বারাই সুরক্ষিত হইয়া শ্রীবৃদ্ধি, যশ ও মহত্ত্ব-মণ্ডিত হইবে। কমলাক্ষ বলরাম ইঁহারই অগ্রজাত; ইনিই প্রলম্বের সংহারকর্ত্তা, বৎস-বকাদি অসুর ইঁহারই হস্তে নিগৃহীত হইয়াছে।

সেই লোক সকল এইরূপ বলাবলি করিতেছিল, আর ওদিকে মল্ল-রঙ্গভূমির বাদ্যোদ্যম হইতেছিল। এই সময় প্রসিদ্ধ মল্ল চাণূর রামকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া

বলিল,—ওহে নন্দতনয় রাম-কৃষ্ণ। তোমরা উভয়ে বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাহুযুদ্ধে তোমরা না কি সুদক্ষ, রাজা ইহা শুনিয়াছেন; শুনিয়া দর্শনার্থ তোমাদিগকে হেথায় আনাইয়াছেন। প্রজারা কায়-কর্ম্ম-বাক্যে রাজার প্রিয়াচরণ করিয়াই শুভ লাভ করে; অন্যথা, উহার বৈপরীত্যই ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ গোপ-গণের এইরূপ একটা খ্যাতি রটিয়াছে যে, তাহারা নিত্য সন্তুষ্টচিত্তে বনে গিয়া মল্লযুদ্ধ করে; সেইরূপ করিয়াই গোচারণ করিয়া বেড়ায়। অতএব আইস, তোমরা এবং আমরা সকলে মিলিয়া রাজার প্রিয় সাধন করি। এইরূপ করিলে আমরা সকল প্রাণীরই প্রসন্নতা বিধান করিতে পারিব; কারণ, নরপতিই সর্ব্বভূত-মূর্ত্তি।

বাহুযুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিল; তাই তিনি মল্লের উক্তি অভিনন্দিত করিয়া দেশ ও কালোচিত বাক্যে বলিলেন—আমরা বনচর হইলেও, ভোজ-পতি কংসেরই প্রজা। রাজার ইষ্ট সাধন করিতে হইবে, এই আদেশ আমাদের প্রতি অনুগ্রহই মনে করি। কিন্তু আমরা বালক; সুতরাং আমাদের তুল্য বলশালী বালকদিগের সহিত যেরূপ বাহুযুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ যুদ্ধ করিয়াই ক্রীড়া করিতে চাই। এইরূপ ক্রীড়া চলিলেই মল্লসভার সভ্যদিগকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিবে না। চাণুর কহিল,—তুমি কিংবা বলরাম উভয়ের কেহই বালক নহ,—কিশোরও নহ; তোমরা বলশালীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্। যে হস্তী সহস্র হস্তীর বলধারণ করিত, ইতিপূর্ব্বে তুমি তাহাকে সংহার করিয়াছ। অতএব বলবান্দিগেরই তোমাদের সহিত যুদ্ধ করা বিধেয়, ইহাতে কোনই অধর্ম্ম-সম্ভাবনা নাই। হে বৃষ্ণিবীর! আইস,—তুমিই আমার প্রতি বিক্রম প্রকাশ কর, আর বলভদ্র মুষ্টিকের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ স্থির নিশ্চয় হইলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চাণুরকে এবং বলদেব মুষ্টিককে ধরিলেন। তখন উভয়েই জয়েচ্ছু হইয়া পরস্পর হস্ত দ্বারা হস্তদ্বয় পদদ্বারা পদদ্বয় বন্ধন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। একের অরত্নি দ্বারা অন্যের অরত্নি, দুই জানু দ্বারা জানুদ্বয়, মস্তক দ্বারা মস্তক এবং বক্ষঃস্থল দ্বারা বক্ষঃস্থলে পরস্পর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; পরিভ্রমণ, বাহুতে বাহুতে তাড়ন, অধঃক্ষেপণ, উৎসর্পণ ও অপসর্পণ দ্বারা পরস্পরকে ঘুরাইতে লাগিলেন। তাহারা পরস্পর জিগীষু হইয়া উত্থাপন, উন্নয়ন, চালন ও স্থাপন দ্বারা উভয়েই উভয়ের অপকার সাধন করিলেন।

হে নৃপ! ঐ যুদ্ধের এক দিকে অল্পবল ও অন্য দিকে বলাধিক্য দেখিয়া সমবেত মহিলাবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—আহা! এ যুদ্ধ বড়ই ভয়ঙ্কর; ইহা রাজ-সভাসদ্দিগের একান্তই অধর্ম্ম। বালক সহ বলবানের যুদ্ধ দেখিয়া কোথায় রাজা তাহার অসঙ্গত বোধে নিবারণ করিয়া দিবেন, তাহা না করিয়া নিজেই এই যুদ্ধ অনুমোদন করিলেন। গিরিবর-তুল্য এই দুই মল্লের সর্ব্বাঙ্গ বজ্রসারময়; আর এই বালকদ্বয় সুকুমারগাত্র,—

ইহারা এখনও যৌবন-সীমায় উপনীত হয় নাই। সুতরাং ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিগ্রহ কখনই সমীচীন নহে; ইহাতে নিশ্চয়ই সমাজের ধর্ম্মহানি ঘটিবে। যথায় অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তথায় অবস্থান কখনই যুক্তিযুক্ত নয়। সভাক্ষেত্রে মিলিত হইয়া যিনি মৌনী হইয়া থাকেন, যিনি জানিয়া শুনিয়াও বিপরীত মত প্রকাশ করেন, কিংবা যিনি জানিয়াও কিছুই জানি না বলেন, তাঁহারা সকলেই সমদোষ-ভাজন হন। অতএব দেখা যাইতেছে, এ সভার সভ্যগণ দোষদুষ্ট; সুতরাং ইহা স্মরণ করিয়া প্রাজ্ঞজনের এ সভায় প্রবেশ অনুচিত। ঐ দেখ, শত্রুদল চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে; শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি জলসিক্ত অম্বুজ-কোষের ন্যায় শ্রমবারি-দ্বারা আপ্লুত হইতেছে। তখন অন্য সখীরা কহিল,—তোমরা এত ব্যাকুল হইতেছ কেন? দেখিতেছ না কি, রামের আতাম্রনয়ন-শোভিত মুখমণ্ডল মুষ্টিকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্যাবেগে প্রদীপ্ত হইতেছে। ব্রজভূমি পুণ্য-শালিনী; কেন না, শিব ও লক্ষ্মীসেবিত-পাদপদ্ম—সেই পুরাণ পুরুষ মনুষ্যচিহ্নে গুপ্তমূর্ত্তি হইয়া বন-জাত মনোরম মাল্য ধারণ ও বেণু বাদন করিতে করিতে বলরাম সহ গোচারণচ্ছলে সেখানে ভ্রমণ করেন। গোপীরা, না জানি, কি তপস্যাই করিয়াছিল!—তাই প্রতিদিন তাহারা ঈশ্বরের এই অভিনব রূপ নেত্রদ্বারা পান করে। এরূপ লাবণ্যময় শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর নাই; ইনি লক্ষ্মীর নিশ্চিত নিলয় এবং যশোরাশির একান্ত আস্পদ। ধন্য সেই ব্রজাঙ্গনাগণ! তাহারা দোহন, অবস্থান, মন্থন, উপলেপন, দোলায় আন্দোলন, বালকের রোদন, সেবন ও মার্জ্জনাদি সকল সময়েই অশ্রুকণ্ঠি হইয়া ইঁহার পবিত্র কীর্ত্তি গান করে। তাহাদের মতি এই শ্রীকৃষ্ণেই নিত্য অনুরক্ত; সুতরাং তাহাদের চিত্ত কৃষ্ণার্পিত বলিয়া সকল সময়েই তাহারা লাভবতী। এই কৃষ্ণ বেণু বাজাইতে বাজাইতে গোপগণ সহ প্রাতে ব্রজ হইতে বহির্গত হন এবং সায়ংকালে ব্রজে আগমন করেন। তৎকালে ইহার বেণুধ্বনি শুনিয়া অবলাগণ সত্বর গৃহ হইতে বাহিরে আইসে এবং পথিমধ্যেই সস্নেহ-নয়নে ইঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে থাকে। অহো! সেই গোপ-কামিনীরাই অশেষ পুণ্যের ভাজন!

হে ভরতবংশাবতংস! তথায় উপস্থিত স্ত্রীগণ যখন এই কথা কহিতেছিলেন, যোগেশ্বর ঈশ্বর হরি তখন শত্রু-সংহারে মনোনিবেশ করিলেন। স্ত্রীগণের এই ভীতি-বিজড়িত বাক্য শুনিয়া রাম-কৃষ্ণের পিতা-মাতা পুত্রস্নেহ বশে শোককাতর হইয়া পড়িলেন এবং পুত্রদ্বয়ের বল-বিক্রম সম্যক্ অবগত নহেন বলিয়া অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন। এদিকে চাণুর ও কেশব বাহুযুদ্ধের বিশেষ বিশেষ বিধি-অনুসারে যেরূপ যেরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, বলরাম, ও মুষ্টিকও সেইরূপই যুদ্ধাভিনয় আরম্ভ করিলেন। ভগবানের বজ্রপাতোপম কঠিন অঙ্গাঘাতে আহত হইয়া চাণর পুনঃপুনঃ বেদনা পাইতে লাগিল। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বেগবান্ চাণুর স্বীয় উভয় কর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া লম্ফ দিয়া আসিয়া সক্রোধে ভগবানের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল; কিন্তু মাল্যাহত মাতঙ্গের ন্যায় ভগবান্ সে প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি চাণুরের উভয় বাহু ধরিয়া বারংবার ঘুরাইতে লাগিলেন। সেই ঘূর্ণনে ক্রমে তাহার জীবনী-শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল; তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ভূতলে সজোরে আহত করিতে লাগিলেন। সেই ভীষণ আঘাতে চাণুরের কেশ-বন্ধন বিস্রস্ত, বেশ-বিন্যাস প্রস্খলিত ও মাল্যদান ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল; সে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলগত হইয়া রহিল। এদিকে মল্ল মুষ্টিকও মুষ্টিদ্বারা বলভদ্রকে দারুণ আঘাত করিয়াছিল; কিন্তু বলভদ্রও এক চপেটাঘাতে মুষ্টিককে অতিমাত্র প্রহার করিলেন। বলরামের প্রচণ্ড চপেটাঘাতে মুষ্টিক কম্পিত হইতে লাগিল এবং ব্যথিত

হইয়া মুখদ্বারা রক্ত বমন করিতে লাগিল। বাতাহত বৃক্ষ যেমন ভূপতিত হয়, মুষ্টিক তখন সেইরূপ পতিত হইয়া প্রাণশূন্য হইল। মহারাজ! মুষ্টিক মৃত্যুকবলিত হইলে কূট নামক মল্ল বলভদ্রের সম্মুখীন হইল। প্রহার পটু বলরাম তাহাকে অবজ্ঞার সহিত বামমুষ্টি-প্রহারেই শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। বলরামের হস্তে কূট-মল্ল যখন নিহত হয়, ঠিক ঐ সময়েই শল ও তোশল নামক মল্লদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের পদাগ্রদ্বারা মস্তকে আহত ও দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

চাণুর, মুষ্টিক, কূট, ও শল তোশল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মল্লগণ রাম-কৃষ্ণে হস্তে একে একে নিহত হইল দেখিয়া অবশিষ্ট মল্লগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। সেই মল্ল-রঙ্গভূমির বাদ্যযন্ত্র সকল তখনও বাদিত হইতে-ছিল। রাম-কেশব চরণে তখন রত্নপুর পরিলেন এবং গোপদিগকে টানিয়া লইয়া তাহাদের সহিত তথায় নৃত্যারম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণাদি সভাসদ্গণ সকলেই রাম-কৃষ্ণের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শনে 'সাধু' 'সাধু' বাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কংস হিংসাপরতন্ত্র; তাহার মুখে রাম-কৃষ্ণের প্রশংসা-বাণী পরিশ্রুত হইল না। প্রধান প্রধান মল্লগণের মধ্যে যখন কতক হত ও কতক পলায়িত হইল। তখন ভোজরাজ কংস আদেশ করিল,—বাদ্যোদ্যম বন্ধ কর; আর বসুদেবের ঐ দুর্ব্বৃত্ত পুত্রদ্বয়কে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। গোপগণের যে কিছু ধন সম্পত্তি আছে, তৎসমস্ত বাজে-আপ্ত কর। দুর্ম্মতি নন্দকে বন্দী কর; অসদভিসন্ধি অসাধু বসুদেবকে বধ কর। পরপক্ষপাতী পিতা উগ্রসেনকে তাহার অনুচরগণ সহ সংহার কর।

মহারাজ! কংস যখন এইরূপ সাহঙ্কার উক্তি করিতেছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই-লেন এবং ক্ষিপ্রতার সহিত সবলে লম্ফ প্রদান করিয়া মঞ্চারোহণ করিলেন। মনস্বী কংস স্বীয় মৃত্যুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে মঞ্চাগত দেখিয়া সহসা আসন হইতে উত্থিত হইল এবং অসি-চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দক্ষিণে বামে ও শূন্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ দুর্বিবসহ উগ্রতেজঃ-শালী; তিনি সবলে কংসকে ধরিয়া ফেলিলেন।—মনে হইল, গরুড় যেন সর্প গ্রহণ করিল। কংসের কেশ ধৃত হইবামাত্র মস্তকস্থ কিরীট স্খলিত হইল; সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ কংসকে উচ্চমঞ্চ হইতে ভূপৃষ্ঠে ফেলিয়া দিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বম্ভর তিনি মঞ্চ হইতে তদুপরি লম্ফ দিয়া পড়িলেন। অসুররাজ কংস কৃষ্ণের সবেগে পতনে নিষ্পিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

তখন সর্ব্বসমক্ষে কৃষ্ণ সেই কংসদেহ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; মনে হইল, সিংহ যেন গজরাজকে ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। হে নৃপবর! কংস নিহত হইলে লোকমুখে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। সেই ধ্বনি ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিল। কংস উদ্বিগ্নচিত্তে পান, ভোজন, বিচরণ, নিদ্রা ও জাগরণ, সকল অবস্থায় সর্ব্বদাই চক্রপাণি নরায়ণকে সম্মুখে দর্শন করিত; এক্ষণে তাঁহারই হস্তে জীবন হারাইয়া তাঁহারই দুরধিগম্য রূপ প্রাপ্ত হইল।

এই সময় কঙ্ক ও নাগ্রোধ প্রভৃতি কংসের অষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের ঋণ পরিশোধার্থ অতি ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। তাহারা অতি বেগবান্ ও উদ্যমশীল ছিল; কিন্তু বলরাম একটা পরিঘ লইয়া, সিংহকর্ত্তৃক পশুপাল-সংহারের ন্যায়, তাহাদিগকে প্রহারজর্জ্জরিত করত নিহত করিলেন। আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল; ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবগণ প্রীতিচিত্তে প্রসূন বর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন; অপ্সরোগণ নৃত্যারম্ভ করিল।

রাজন্! নিহত কংস প্রভৃতির পত্নীগণ স্ব স্ব ভর্ত্তার মরণে দুঃখিত হইয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণনয়নে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণীগণ বীরশয্যাগত নিজ নিজ স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল

এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণকণ্ঠে কতই না বিলাপ করিতে লাগিল! তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া কহিল,—হা নাথ! হা প্রিয়! হা ধর্ম্মজ্ঞ! হা দয়ালো! হা দীনবৎসল! তুমি নিহত হইয়া গৃহ ও পুত্রগণ সহ আমাদিগকেও নিহত করিলে! স্বামী তুমি, তোমার বিরহে সমস্ত মঙ্গলোৎসব নষ্ট হইয়াছে; আমাদেরই ন্যায় এ নগরী আজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। স্বামিন্! নিরপরাধ ব্যক্তিবর্গের প্রতি তুমি বিষম দ্রোহাচরণ করিয়াছিলে; সেই কারণেই এই দশা তোমার ঘটিল। পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা মঙ্গল লাভ করিতে পারে? তোমার যিনি সংহারকর্ত্তা, ইনিই যাবতীয় জীবেরই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা; ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া কেহই কখনও সুখলাভ করিতে পারে না।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! লোকভাবন ভগবান্ রাজপত্নীদিগকে সান্ত্বনা দিয়া তাহাদের দ্বারা নিহতদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাইলেন। অনন্তর রাম কৃষ্ণ পিতা-মাতাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন এবং মস্তকদ্বারা পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন। বসুদেব ও দেবকী এইবার জানিতে পারিলেন, তাহাদের পুত্রদ্বয় সাক্ষাৎ জগদীশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই নহেন। সুতরাং তাঁহারা যখন বন্দনা করিলেন, তখন শঙ্কাবশতঃ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না,—কেবল বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে,—তাঁহার জনক জননী সংসার সুখানুভূতির পূর্ব্বেই তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। 'আমার প্রসন্নতায় এরূপ জ্ঞানলাভ ইঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে; তবে ইহাতে হইবে এই যে, আমাকে পুত্রজ্ঞানে ইহারা যে প্রেমানন্দ লাভ করিতে ছিলেন তাহাই দুর্লভ হইয়া যাইবে অতএব মৎপ্রতি ইঁহাদের ঈশ্বরজ্ঞান যাহাতে না থাকে, তাহাই করিতে হইবে' এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া ভগবান্ তাঁহার জনমোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন। তিনি অগ্রজের সহিত পিতা মাতার নিকট গেলেন। তথায় গিয়া সাদরে 'মাতঃ! পিতঃ বলিয়া সবিনয়ে সম্বোধন করিলেন। ইহাতে পিতা মাতার সন্তোষ জন্মিল। তখন তাঁহারা পিতা-মাতাকে কহিলেন—পিতঃ! আপনাদের পুত্র আমরা, আমাদের জন্য সর্ব্বদাই আপনারা উৎকণ্ঠিত হইয়া ছিলেন; আমাদের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর অবস্থার অনুভবজনিত সুখ কিছুমাত্র উপভোগ করিতে পারেন নাই। আমাদেরই মন্দভাগ্য, তাই পিতা মাতার নিকট আমরা বাস করিতে পারি নাই। বালকেরা পিতৃগৃহে লালিতপালিত হইয়া যে আনন্দানুভব করে, সে আনন্দ আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। যে দেহ দ্বারা সমস্ত ধর্ম্মার্থ সাধিত হয়, এই সেই দেহ যে জনক জননী হইতে উৎপন্ন ও যাঁহাদের দ্বারা পোষিত, মনুষ্য শত শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়াও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। পুত্র যোগ্য হইয়া যদি দেহ ও অর্থদ্বারা-মাতার জীবিকার ব্যবস্থা না করেন, লোকান্তরে যমদূতেরা তাঁহাকে তাঁহার নিজের মাংসই আহার করাইয়া থাকে। সমর্থ ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা, শিশু-সন্তান, ব্রাহ্মণ ও শরণাগত ব্যক্তিকে

ভরণ-পোষণ না করিলে জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব এতদিন আমাদের বৃথাই গিয়াছে; আমাদের সামর্থ সত্ত্বেও এতদিন কংসভয়ে আপনাদের সেবা করিতে পারি নাই। সুতরাং, হে জনক-জননি! আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আমরা পরাধীনতা ভোগ করিয়াছি, তাই আপনাদের শুশ্রূষা করিতে পারি নাই। দুষ্টাশয় কংস হইতেই আমরা বহুক্লেশ পাইয়াছিলাম।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! বসুদেব ও দেবকী মায়ামনুষ্য বিশ্বাত্মা হরির ঈদৃশ বাক্যে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা তাঁহাকে টানিয়া ক্রোড়ে লইলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দে পুলকিত হইলেন। তাঁহাদের কণ্ঠ বাষ্পে পূর্ণ হইল; স্নেহপাশবদ্ধ ও মোহিত হইয়া তাঁহারা অশ্রুধারায় তাঁহাদিগকে কেবল সিক্ত করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের বাক্যস্ফুর্তি কিছুই হইল না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পিতা-মাতাকে আশ্বস্ত করিয়া অতঃপর মাতা সহ উগ্রসেনকে মথুরা-রাজ্যে যাদবগণের রাজাসনে বসাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—মহারাজ! আপনি আমাদের উপর শাসন পরিচালন করিতে থাকুন, আমরা আপনার প্রজা। যযাতি-শাপে যদুগণ রাজাসনে বসিবার অধিকারী নহেন। আমি আপনার সাহায্য-কারী রহিয়াছি; সুতরাং অন্যান্য রাজগণের কথা কি,—স্বর্গের দেবতারাও অবনত শিরে আপনার প্রতি রাজ-সম্মান প্রদর্শন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি-বান্ধব—যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দশার্হ, ও কুকুরাদি কংসভয়ে ভীত হইয়া দূরদেশে গিয়া দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন। বিশ্ববিধাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা ও অর্থ সাহায্য করিয়া সেই সেই স্থান হইতে মথুরায় আনাইলেন এবং তাঁহাদের স্ব স্ব গৃহে বাস করাইলেন। যাদবগণ রামকৃষ্ণ-কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সকলেই সফলমনোরথ হইলেন। রামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁহাদের সর্ব্ব-সন্তাপ দূরীভূত হইল। তাহারা মুকুন্দের মুদিত শ্রীসম্পন্ন সদয়হাস্য-কটাক্ষ-শোভিত বদন অহরহঃ দর্শন করিয়া আনন্দের সহিত সকলেই স্ব স্ব গৃহে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তত্রত্য বৃদ্ধগণও মুকুন্দের মুখপদ্ম-সুধা বার বার নয়নে পান করিয়া যুবকোচিত তেজো-বলশালী হইলেন।

রাজন! অতঃপর কৃষ্ণ-বলরাম নন্দসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন,—পিতঃ! আপনারা স্নেহপূর্ণ-হৃদয়ে আমাদিগকে আপনা অপেক্ষাও অধিক পালন করিয়াছেন। সন্তানের উপর পিতা মাতার নিজ দেহ হইতেও অধিক প্রীতি সঞ্চার হইয়া থাকে। অসমর্থ বন্ধুগণ পরিত্যক্ত শিশুদিগকে যাঁহারা পালন পোষণ করেন, তাঁহারাই নিশ্চয় পিতা-মাতা। পিতঃ! আপনারা এখন ব্রজের গমন করুন। আমরা আত্মীয়-বন্ধুগণের সুখ সম্পাদন করিয়া পরে আপনাদিগকে দেখিবার জন্য ব্রজধামে গমন করিব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদিগকে এইরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বস্ত্র, অলঙ্কার ও কাংস্যাদি পাত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে সাদরে সৎকৃত করিলেন। স্নেহবিহ্বল নন্দ রামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে গোপগণ সহ ব্রজধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অতঃপর বসুদেব পুরোহিত গর্গাচার্য্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পুত্র রাম-কৃষ্ণের যথাবিধি উপনয়ন-সংস্কার করাইলেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণেরা বসুদেব-কর্তৃক অলঙ্কৃত ও অর্চ্চিত হইলেন। বসুদেব তাঁহাদিগকে স্বর্ণমাল্যমণ্ডিতা, সালঙ্কারা, সবৎসা, ক্ষৌম-বসন-বেষ্টিতা বহু ধেনু দক্ষিণাস্বরূপ দান করিলেন। মহামতি বসুদেব রামকৃষ্ণের জন্মনক্ষত্রে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া যে সকল ধেনু দান করিয়াছিলেন, এই সময় তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। কংস অধর্ম্মবলে

বসুদেবের সমস্ত ধেনু অপহরণ করিয়াছিল; বসুদেব রাজকীয় গোষ্ঠ হইতে এক্ষণে তাঁহার সেই অপহৃত সমস্ত ধেনু লইয়া আসিলেন এবং সেই সকল ধেনু ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া দিলেন। সুব্রত রাম-কৃষ্ণ যদুকুলাচার্য্য গর্গ হইতে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব লাভ ও ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করিলেন।

রামকৃষ্ণ—জগদীশ্বর, সর্ব্ববিদ্যার জনক; সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মনুষ্যলীলা-বসে নিজেদের সেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে গুরুকুলবাসে সমুৎসুক হইয়া তাঁহারা অবন্তিপুরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য কাশ্যপগোত্রীয় সান্দীপণি মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সান্দীপণিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া সুসংযতভাবে তাঁহার প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া অনেকেই তাহা শিখিল। রাম কৃষ্ণ গুরুর একান্ত বশীভূত ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তিভাবে দেবতার ন্যায় গুরুর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বিজবর সান্দীপণি তাঁহাদের পবিত্র-ভক্তিমিশ্রিত সেবা শুশ্রূষায় তৃপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অঙ্গ ও উপনিষৎ সহ সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার নিকট মন্ত্র ও দেবতা-জ্ঞান সহ সমস্ত ধনুর্ব্বেদ, বিবিধ ধর্ম্ম, নানা নীতি-পদ্ধতি, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ও ষড়্‌বিধ রাজনীতিও শিক্ষা করিলেন। সর্ব্ববিদ্যার প্রবর্ত্তক সেই দুই দেবপ্রধান একবার মাত্র শ্রবণেই সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা সংযত ভাবে গুরুগৃহে থাকিয়া চতুঃষষ্টি অহোরাত্র মধ্যেই যাবতীয় কলা শিখিয়া লইলেন।

রাজন্! রামকৃষ্ণ এইরূপে সর্ব্ববিদ্যা লাভ করিয়া অবশেষে গুরুদক্ষিণা-গ্রহণের জন্য আচার্য্যকে প্রলোভিত করিলেন। সান্দীপণি মুনির পুত্র প্রভাসক্ষেত্রের সমুদ্রগর্ভে মৃত্যুকবলিত হইয়াছিল। সান্দীপণি রাম-কৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমা ও অতিমানুষী বুদ্ধি দেখিয়া পত্নীর পরামর্শে সেই পুত্রকেই দক্ষিণাস্বরূপ চাহিলেন। মহাপ্রভাব রাম-কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ 'তথাস্তু' বলিয়া রথারোহণে অবিলম্বে প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষণকাল সমুদ্রতীরে অবস্থান করিলেন। সমুদ্র জানিতে পারিয়া সশরীরে আসিয়া তাহাদিগকে সৎকার করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সমুদ্র! তুমি আমার গুরুপুত্রকে এইস্থানেই বিশালতরঙ্গে গ্রাস করিয়াছ; এক্ষণে তাঁহাকে আমাদের নিকট আনিয়া দাও। সমুদ্র বলিলেন,—দেব! সেই বালককে আমি অপহরণ করি নাই। পঞ্চজন নামে এক মহাসুর শঙ্খরূপ ধারণ করিয়া আমার জলাভ্যন্তরে বাস করে, সেই মহাসুরই উক্ত বালককে অপহরণ করিয়াছ। এই কথা শুনিবামাত্র প্রভু কৃষ্ণ জলধিজলে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চজনকে সংহার করিলেন। কিন্তু তাহার উদরে সেই গুরুবালককে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাহার অঙ্গজাত শঙ্খ গ্রহণ করিয়া তিনি রথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বলরাম সহ যমের সংযমনী নাম্নী প্রিয় পুরীতে গমন করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। রাজন্! যমরাজ সেই প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সত্বর আসিয়া তাঁহাদের বিপুল সংবর্দ্ধনা করিলেন। পরে তিনি অবনত হইয়া সর্ব্বভূত-হৃদয়নিবাসী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—প্রভু হে, আপনারা উভয়েই সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার; লীলাপ্রকাশের নিমিত্তই সম্প্রতি আপনারা মানবরূপে অবতীর্ণ! আজ্ঞা করুন, আমি আপনাদিগের কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিব? ভগবান বলিলেন, —মহারাজ! আমার গুরুপুত্র স্বীয় কর্ম্ম-ফলেই এই স্থানে আনীত হইয়াছেন। এক্ষণে আমার আদেশে তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করুন! যম 'তথাস্তু' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুরুপুত্রকে আনিয়া দিলেন। তখন রাম-কৃষ্ণ সেই গুরুপুত্রকে লইয়া গুরুর নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে গুরুকরে অর্পণ করিয়া

কহিলেন,—গুরুদেব। আর কি আপনার প্রার্থনীয় আছে? গুরু সান্দীপণি বলিলেন,—বৎস! তোমরা উভয়ে সম্পূর্ণ গুরুদক্ষিণাই দিয়াছ। তোমাদের ন্যায় শিষ্যের যাঁহারা গুরু, তাঁহাদের কোন্ অভিলাষ অপূর্ণ থাকে? হে বীরযুগল! তোমরা স্বচ্ছন্দে গমন কর—তোমাদের যশোবিস্তারে জগৎ পবিত্র হউক।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া রাম-কৃষ্ণ বায়ুবেগগামী রথারোহণে সত্বর স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজাবর্গ বহু-দিনের পর রাম-কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, যেন নষ্ট ধন পুনরায় লাভ করিয়া, আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা, বৃহস্পতির শিষ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ও বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের মান্য মন্ত্রী ছিলেন। শরণাগতগণের দুঃখহারী হরি এক দিন তাঁহার সেই অনুরক্ত ভক্ত উদ্ধবের হাত ধরিয়া কহিলেন,—উদ্ধব! সত্বর তুমি ব্রজে যাও, সেখানে গিয়া আমাদের পিতা-মাতার আনন্দ বিধান কর। আমার বিরহে গোপীগণ তথায় মনস্তাপ পাইতেছে; আমার সংবাদ-দানে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া আইস। তাহাদের চিত্ত আমাতে অর্পিত; আমিই তাহাদের প্রাণস্বরূপ। আমারই নিমিত্ত তাহারা পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রিয়তম আত্মা আমি; আমাকেই তাহারা মনোদ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা আমার নিমিত্ত ইহ-পরকালের সুখ বিসর্জ্জন করে, আমি তাহাদিগকে সুখী করিয়া থাকি। উদ্ধব! গোপীরা সমস্ত প্রিয় বস্তু অপেক্ষা আমাকেই অধিকতর ভালবাসে। আমি তাহাদের দূরে রহিয়াছি; আমাকে নিরন্তর তাহারা স্মরণ করিতেছে, আর আমার বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় তাহারা মোহিত হইতেছে। গোকুল হইতে আমি যখন মথুরায় আইসি, তখন 'আবার আসিব' বলিয়া গোপীদিগকে আমি আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলাম; সেই আশ্বাস বাক্যে অদ্যাপি তাহারা কষ্টে-সৃষ্টে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের দেহে আত্মা নাই, থাকিলে আমার বিরহানলে দগ্ধ হইয়া যাইত।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! উদ্ধব এই কথা শুনিবামাত্র প্রীত হইলেন এবং সাদরে প্রভুর সংবাদ লইয়া সত্বর নন্দগোকুলে যাত্রা করিলেন। সূর্য্য যখন অস্তমিতপ্রায় তখন তিনি নন্দব্রজে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ধেনুগণ গোষ্ঠে ফিরিতেছিল। তাহাদের খুরোদ্ধৃত ধূলিজালে উদ্ধবের রথপথ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ব্রজের বৃষগণ রজস্বলা গাভীদিগের জন্য প্রমত্ত হইয়া শব্দ করিতেছিল; উধোভারনত গাভীগণ বৎসদিগের জন্য সবেগে আসিতেছিল। শুভ্রবর্ণ গোবৎসবৃন্দ ইতঃস্ততঃ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে ব্রজভূমির শোভা সম্পাদন করিতেছিল। গোদোহন এবং বেণুবাদন এই দুই কার্য্যে ব্রজের চতুর্দ্দিকে একরূপ শব্দ হইতে-ছিল। সুসজ্জিত গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণ-বলরামের শুভকীর্ত্তি-কলাপ গাহিতেছিল; ব্রজভূমি তাহাদের দ্বারা শোভিত হইতেছিল। অগ্নি, সূর্য্য, অতিথি, গো, ব্রাহ্মণ, পিতৃ ও দেবগণ গোপগণের গৃহে গৃহে অর্চ্চিত হইতেছিলেন। ধূপ-দীপ দ্বারা ব্রজের গৃহ সকল

মনোরম হইয়াছিল। ব্রজের চতুর্দ্দিকৃস্থিত কানন সকল কুসুমিত; উহাতে বিহঙ্গ ও ভ্রমরগণ গান করিতেছিল। হংস-কারণ্ডবাকীর্ণ কমলকুলে উহার সমধিক শোভা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ানুচর উদ্ধবকে আসিতে দেখিয়া নন্দ আনন্দে তাঁহার নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানেই তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। উদ্ধব পরমান্ন ভোজন করিয়া শয্যাতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পদসম্বাহনাদি দ্বারা যখন তাঁহার শ্রম দূর হইল, তখন নন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে মহাভাগ! সখা বসুদেব কারামুক্ত হইয়া পুত্র-সুহৃদ্‌গণ সহ কুশলী আছেন ত? পাপাত্মা কংস ধর্ম্মশীল সাধুগণের ও যদুগণের প্রতি সর্ব্বদাই দ্বেষ প্রকাশ করিত। সৌভাগ্য-ক্রমে সে নিজের পাপেই অনুজগণের সহিত নিহত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদিগকে স্মরণ করেন? তাঁহার সুহৃৎ-সখা গোপগণকে কি তাঁহার স্মরণ আছে! তিনি নিজে যাহার নাথ, সেই গোকুল ও বৃন্দাবন কি তাহার মনে পরে? গোবিন্দ স্বজনদিগকে দর্শন করিবার জন্য গোকুলে কি একবার আসিবেন না? তাঁহার সুনাস-সুন্দর মুখমণ্ডল কবে আমরা দেখিতে পাইব? মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে আমাদিগকে দাবানল, বাত, বর্ষা, সর্প এবং অপরাপর দুরতি-ক্রম মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। বলিব কি, উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বিক্রম, সলীল-বঙ্কিম দৃষ্টি এবং হাস্য ও বাক্য স্মরণ করিলে আমাদের সর্ব্ব কার্য্যের অনাস্থা আসিয়া পরে। মুকুন্দ-পদচিহ্ন মণ্ডিত নদী, গিরি, বনপ্রদেশ ও বিহারস্থান সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের মন তন্ময় হইয়া যায়। গর্গমুনির বচনানুসারে ইহাই স্থির বলিয়া মনে হয় যে, রাম-কৃষ্ণ উভয়েই দেবশ্রেষ্ঠ; উহারা দেবকার্য্য-সাধনের জন্যই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কংস নাগাযুত বলধারী ছিল; রাম ও কৃষ্ণ সেই দুরন্ত কংসকে, তাহার দুই মল্লকে ও হস্তীকে, পশুরাজ কৃত পশুবধের ন্যায়, অব-লীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন। গজরাজকৃত যষ্টিভঙ্গের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণ কংসের তালত্রয় পরিমিত ধনুর্ভঙ্গ করেন। এই ব্রজ বাতবর্ষায় বিধ্বস্ত হইতেছিল; কৃষ্ণ সপ্তাহ-কাল ইহার উপর গিরি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত্ত ও বক প্রভৃতি বহু বিখ্যাত দৈত্য শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সহজেই নিহত হইয়াছে।

শুকদেব বলিলেন—মহারাজ! কৃষ্ণগতপ্রাণ নন্দগোপ এই সকল কৃষ্ণচরিত বারংবার স্মরণ করিয়া প্রেমগদ্‌গদভাবে অশ্রুপূর্ণনয়নে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পুত্রের চরিতবর্ণন শ্রবণ করিয়া যশোদা স্নেহার্দ্র হইলেন; তাঁহার পয়োধর হইতে ক্ষীর-ক্ষরণ হইতে লাগিল,—তিনি অবিরল-ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ ও যশোদার একান্ত অনুরাগ দর্শনে উদ্ধব আনন্দের সহিত নন্দকে কহিলেন—হে মানদ! নিখিলগুরু নারায়ণে যখন আপনাদের ঈদৃশী মতি, তখন ইহলোকে আপনারাই শ্লাঘ্যতম। রাম-কৃষ্ণ এ বিশ্বের নিমিত্ত-উপাদান, তাঁহারা অনাদি পুরাণ পুরুষ; ভূতসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদুপহিত বিবিধ ভেদ ও জীবের নিয়ন্তা তাঁহারাই। লোকে প্রাণবিসর্জ্জন-কালে ক্ষণমাত্র যাঁহাতে মন ও বুদ্ধি সমাবেশিত করিয়া, কর্ম্মবাসনা দগ্ধ করে এবং স্বরূপ সাক্ষাৎকার-ফলে শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি লাভ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যিনি অখিলাত্মা ও অখিলকারণ এবং প্রয়োজন-বশে মানবরূপে যাঁহার অবতারগ্রহণ, আপনারা স্ত্রী-পুরুষ সেই ভগবান্ নারা-য়ণে একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ; সুতরাং আপনাদের স্বকার্য্য অবশিষ্ট আর কি থাকিতে পারে? যাহাই হউক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিরকাল মধ্যেই ব্রজে আসিবেন এবং পিতা-মাতার প্রীতি বিধান করিবেন। কংস বধের পর সাত্বতগণের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা হইবে

না। আপনারা খেদ করিবেন না; শ্রীকৃষ্ণকে অচিরাৎ নিজেদের কাছে দেখিতে পাইবেন। কাষ্ঠ-মধ্যগত অগ্নির ন্যায় তিনি ভূতগণের অন্তরে বিরাজমান। তিনি নিরভিমান; সর্ব্বত্রই তাঁহার সমভাব—সাতিশয় প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই তাঁহার নাই, তাঁহার নিকট উত্তম-অধম নাই,—পিতা, মাতা, ভার্য্যা, পুত্রাদি, আত্মীয়, পর, দেহ, জন্ম, কর্ম্ম, কোন কিছুই তাঁহার নাই। তাঁহার জন্ম-কর্ম্ম না থাকিলেও, তিনি ক্রীড়াবশে সাধুদিগের রক্ষার নিমিত্ত এ জগতে দেব-মৎস্যাদি যোনিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তিনি ক্রীড়াতীত ও গুণবিরহিত হইয়াও ক্রীড়া করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভজনা করেন এবং ঐ সকল গুণদ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার লীলা সম্পাদন করেন। যেমন চক্ষুর ভ্রমে পৃথিবীর ভ্রম অনুমিত হয়, তেমনি চিত্তের কর্তৃত্ব সত্বেও উহা আত্মার অধ্যাসহেতু আত্মাই কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ভগবান্ কেবল শুধু আপনাদিগেরই পুত্র নহেন,—তিনি সকলেরই পুত্র, আত্মা, পিতা, মাতা ও বিধাতা। একমাত্র অচ্যুত ভিন্ন দৃষ্ট, শ্রুত, বর্ত্তমান, ভবিষ্য, চর অচর, মহৎ বা অল্প এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা নামানুরূপ বা নামের উপযুক্ত হইতে পারে; সুতরাং অচ্যুতই নামের উপযুক্ত বস্তু। তিনিই পরমাত্মস্বরূপ।

হে নৃপ! শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর উদ্ধব নন্দকে এই সকল কথা কহিতে কহিতেই সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। রাত্রির অবসানে গোপবধূগণ গাত্রোত্থান ও প্রদীপ প্রজ্বালন করিয়া স্ব স্ব গৃহদেহলী প্রভৃতি মার্জ্জন করিল এবং দধিমন্থনে প্রবৃত্ত হইল। গোপীদের মুখমণ্ডলে অরুণাভ কুঙ্কুম ও কর্ণ কুণ্ডলের কিরণচ্ছটায় কপোলতল দীপ্তি পাইতেছিল; তাহাদের কাঞ্চী প্রভৃতি অলঙ্কারনিকরের মণিগণ প্রজ্বলিত দীপের আভায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। গোপীদের কঙ্কণালঙ্কৃত ভুজযুগ-দ্বারা মন্থনরজ্জু আকৃষ্ট হইতে থাকিলে তাহাদের নিতম্ব, স্তন, ও হারগুচ্ছ সকল হেলিতে দুলিতে লাগিল; তাহাতে গোপকামিনীগণের এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়া উঠিল। এই সময় ব্রজবনিতাগণ পদ্মপলাশলোচন হরিকে উদ্দেশ করিয়া যখন গান আরম্ভ করিল, তখন সেই গান ধ্বনি দধি-মন্থন শব্দের সহিত মিশিয়া গগনস্পর্শী হইয়া উঠিল। সেই গান ধ্বনির এমনি শক্তি, তাহাতে সর্ব্ব অমঙ্গল দূরীভূত হয়। অতঃপর প্রভাতে ভগবান্ মরীচিমালী যখন পূর্ব্বদিকে সমুদিত হইলেন, তখন দিবালোকে ব্রজকামিনীরা ব্রজের দ্বারে সুবর্ণমণ্ডিত রথ দেখিয়া কহিল,—এ রথ আবার কাহার? কংসের প্রয়োজন সাধনের জন্য যিনি আমাদের কমললোচন কৃষ্ণকে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই অক্রূর আবার আসিলেন নাকি? তিনি কি আমাদের মাংসপিণ্ড-দ্বারা পরলোকগত স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন? গোপরমণীরা এইরূপ বলাবলি করিতেছে, ইতিমধ্যে উদ্ধব কৃতাহ্নিক হইয়া আসিলেন।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! কৃষ্ণানুচর উদ্ধবের বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত; নয়ন নবীননীরদ-নিভ; পরিধানে পীত পট; গলে বনমালা; বদনারবিন্দ বিকশিত এবং কর্ণ-কুণ্ডল-যুগল মার্জ্জিত। ব্রজ-কামিনীরা এ হেন উদ্ধবকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল এবং বলিল—কে এই সুদর্শন পুরুষ? ইনি কোথা-হইতে আসিলেন? কাহারই বা ইনি দূত? ইহার বেশভূষা সবই দেখিতেছি আমাদের কেশবের ন্যায়! এইরূপ বলাবলি করিয়া সকলে সমুৎসুক-চিত্তে উত্তমশ্লোকের পদাম্বুজাশ্রয়ী সেই উদ্ধবের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। যখন তাহারা বুঝিতে পারিল, তিনি লক্ষ্মীপতির সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, তখন বিনয়াবনত হইয়া, ব্রজকামিনীরা সলজ্জ হাস্য, সুমিষ্ট বাক্য ও কটাক্ষানক্ষেপাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিল। উদ্ধব আসনে সমাসীন হইলেন। গোপীরা তাঁহাকে নিরাময় প্রশ্ন করিয়া কহিল,—আমরা জানিয়াছি, যদুপতির আপনি সেবক; পিতা মাতার প্রিয়সাধনের জন্যই আপনার প্রভু আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন,—অন্যথা এ ব্রজে তাঁহার স্মরণীয় আর কিছুই দেখি না। যাহারা সংসার-বিরাগী মুনিবৃত্তিশালী, বন্ধুর প্রতি স্নেহাকর্ষণ তাঁহাদেরও থাকে,—সে স্নেহ তাঁহারাও ত্যাগ করিতে পারেন না; অন্যের সহিত মিত্রতা কেবল কার্য্যানুরোধেই করা হয়। স্ত্রীগণের সহিত পুরুষের মিত্রতা, পুষ্পরাজির সহিত ভ্রমরাদিগের মিত্রতারই অনুরূপ। বারবধূ—নির্দ্ধন ব্যক্তিকে, প্রজাগণ—অক্ষম রাজাকে, লব্ধবিদ্য ব্যক্তি—গুরুকে এবং পুরোহিত—দক্ষিণাদানান্তে যজমানকে পরিত্যাগ করেন; বিহঙ্গেরা ফলশূন্য বৃক্ষ ছাড়িয়া যায়, অতিথি, আহারান্তেই গৃহ পরিত্যাগ করেন, মৃগগণ দাবদগ্ধ অরণ্য ছাড়িয়া যায় এবং জারগণ সম্ভোগান্তে অনুরক্ত কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। সচরাচর এইরূপ ব্যবহারই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হে রাজন্! ব্রজবনিতাগণের কায়, মন বাক্য ও শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত ছিল। কৃষ্ণদূত উদ্ধব আসিলে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর অবস্থার কার্য্য সকল স্মরণ করিয়া তাহারা আর লজ্জার আবরণ রাখিতে পারিল না—তাহাদের লৌকিক ব্যবহারও পরিত্যক্ত হইল; তাহারা প্রিয় কৃষ্ণের কর্ম্ম সকল উল্লেখ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল,—প্রিয় সমাগম চিন্তায় বিহ্বল হইয়া কোন গোপী মধুকর-দর্শনে কৃষ্ণদূত মনে করিয়া কহিল,—ওহে ধূর্ত্তের বন্ধু। আমাদের চরণস্পর্শ করিও না। দেখিতেছি, তোমার শ্মশ্রুতে সপত্নীর কুচমণ্ডল-লুণ্ঠিত মাল্য-কুঙ্কুম রহিয়াছে; মধুপতিই যদুসভায় বসিয়া সেই সকল মানিনীর উপহাসাস্পদ প্রসাদ বহন করুন। আমাদিগকে প্রসন্ন করিয়া কি ফল হইবে? ভৃঙ্গ হে, তুমি ত' যদুপতির দূত? এখানে আগমন কেন? তিনি যে তোমারই জন্য যদুসভায় উপহাসিত হইবেন। তোমার ন্যায় দুষ্টমতি যেমন পুষ্পসমূহকে পরিত্যাগ করে, সেই যদুপতিও, তেমনি আমাদিগকে তাঁহার মোহিনী অধর-সুধা পান করাইয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভগবতী পদ্মা এখনও তাঁহার পাদপদ্ম সেবিকা কেন? অহো! বুঝিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের বৃথা চাটুবাদে তাঁহার চিত্ত হৃত, আকৃষ্ট হইয়াছে। হে ষট্‌পদ! যদুপতিকে আমরা বহুবার অনুভব করিয়াছি; আমাদের নিকট তিনি নূতন নহেন—পুরাতন, সুতরাং তাঁহার গুণগান কেন তুমি বার বার আমাদের নিকট করিতেছ? আমরা তাঁহার প্রিয়

নহি; যাহারা তাঁহার আধুনিক সখী, এ গান তাহাদের নিকটই গিয়া তুমি করিতে থাক। সম্প্রতি তাহারাই তাঁহার প্রিয়া, তাঁহার আলিঙ্গনেই সেই সব প্রেয়সী-দিগের কুচতাপ শান্ত হইয়াছে; সুতরাং তাহারাই তোমাকে অভীষ্ট দান করিবে। স্বর্গে, মর্ত্তে বা রসাতলে কে আছে এমন কামিনী, যাহাকে তিনি পাইতে না পারেন? তিনি যে অতি বড় ধূর্ত্ত! তাঁহার জ্রবিলাস কপট-মনোজ্ঞহাস্যে প্রকাশমান। কমলা যাঁহার চরণরেণুর সেবিকা, আমরা ত' তাঁহার নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তথাচ বলিব, 'উত্তমঃশ্লোক' এই শব্দটী দুঃখী জনের প্রতি দয়াশীল পুরুষেই প্রযোজ্য হইয়া থাকে। যাহাই হউক, তুমি মস্তকে যে পদ ধরিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর। তোমার এই বিনয়, তুমি কি মুকুন্দের নিকট শিখিয়াছ? দৌত্য এবং চাটুবাদ দ্বারা প্রার্থনা জানাইতে তোমার পটুতা বিলক্ষণ আছে। তোমার সকল বিষয়েই আমি অভিজ্ঞ। অহো! তুমি যদি বলিতে চাও যে, শ্রীকৃষ্ণের অপরাধ কি?—আমি বলি, তুমি তাহা উল্লেখই করিও না। কেন না, বুঝিয়া দেখ,—আমরা যাঁহার জন্য পতি-পুত্র, ইহ-পরলোক পরি-ত্যাগ করিয়াছি, তাঁহার চিত্ত এমনই অব্যবস্থিত যে, তিনি সহজেই আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে বিশ্বাস করিবার আর কি আছে? ওঃ, তিনি কি ক্রূর! তিনি রামাবতারে বনবাসী হইয়া ব্যাধের ন্যায় বালীকে সংহার করিয়াছিলেন, স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া, শূর্পণখাকে বিকৃতবদনা করিয়াছিলেন এবং বামনা-বতারে ছল করিয়া বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার সৌখ্য-সৌহার্দ্দে প্রয়োজন নাই। দেখ, তাঁহার চরিত-লীলা কর্ণামৃত-স্বরূপ; উহার কণিকামাত্র পানে ধীর ব্যক্তিগণের রাগাদি দ্বন্দ্ব দূরীভূত হইয়া যায়—তাঁহারা সহসা এই দুঃখপূর্ণ গৃহসংসার পরিহার করিয়া ভোগবিরত হইয়া থাকেন এবং পক্ষিগণবৎ কেবল প্রাণমাত্র ধারণ করিয়াই বিচরণ করেন। সেই হরি কথা এইরূপই সর্ব্ব-নাশিনী, ইহা জানিতে পারিয়াও আমরা তাহা ছাড়িতে পারিতেছি না। যেমন অবোধ হরিণ-বধূগণ ব্যাধের গানে বিশ্বাস করিয়া বেদনা পাইয়া থাকে, আমরাও তেমনি সেই কুটিল-কপটের কথায় বিশস্ত হইয়া বারংবার তীব্র মদনবাথা সহ্য করি-য়াছি। তাই বলিতেছি, ওহে দূত! তুমি কৃষ্ণালাপ ছাড়িয়া অন্য আলাপ কর। তুমি প্রিয় কৃষ্ণের সখা। ভৃঙ্গ হে, জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণ কি তোমায় পুনর্ব্বার প্রেরণ করিলেন? ভৃঙ্গহে, তুমি আমার পূজ্য ব্যক্তি, তোমার অভিলাষ কি বল। যাঁহার সাহচর্য্য অপরিহার্য্য, তুমি আমাদিগকে এস্থান হইতে তাঁহার নিকট কেনই বা না লইয়া যাইবে? হে সৌম্য! কমলা তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থ হইয়া সতত সহবাসশীলা, সেই আর্য্যপুত্র এক্ষণে কি মধুপুরীতে বিরাজ করিতেছেন? সৌম্য হে, পিতা, মাতা, গৃহ, বন্ধু ও গোপদিগকে তিনি ত' স্মরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার এই কিঙ্করীদিগকে তিনি কি কখনও স্মরণ করেন? অহো! অগুরুচন্দনবৎ তাঁহার সেই সুগন্ধি বাহু কবে তিনি আমাদের মস্তকে অর্পণ করিবেন?

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! উদ্ধব এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদর্শনকাঙ্ক্ষিণী গোপ-কামিনীদিগকে সান্ত্বনা দান করত বলিতে লাগিলেন,—অহো! ভগবান্ বাসুদেবে তোমাদের চিত্ত-সমর্পিত; সুতরাং তোমারাই পূজনীয়া। অহো! দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়দমন এবং অন্যান্য বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান-দ্বারা যাঁহার ভক্তি সাধন করিতে হয়, সেই ভগবান্ উত্তমশ্লোকে মুনি-জন-দুর্লভ ভক্তি তোমাদের প্রবাহিত হইতেছে; ইহা তোমাদের অসীম সৌভাগ্যেরই পরিচয়! তোমরা

পতি, পুত্র, দেহ, স্বজন ও গৃহ সকল পরিত্যাগ করিয়া সৌভাগ্যবলেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণে তোমাদের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে। হে ভাগ্যবতীগণ! তোমাদের বিরহ আমার প্রতি প্রচুর অনুগ্রহ বিতরণ করিল; কারণ, উহারই জন্য আমি ভগবৎপ্রেমিকার মুখদর্শন করিতে পারিলাম। প্রভুর গুপ্ত কার্য্য আমি সাধন করিয়া থাকি; তাই তোমাদের প্রিয়তমের সংবাদ-বাহক হইয়া আসিয়াছি। যে সংবাদ আনিয়াছি, তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর; শুনিয়া সুখ লাভ করিতে পারিবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, —গোপীদিগের সহিত আমার বিচ্ছেদ কখনও ঘটে নাই; কেন না, আমি সকলেরই আত্মা; যেমন ক্ষিতি, জলঃ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত নিখিলভূতে অবস্থিত, আমিও তেমনি মন প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও গুণগণের আশ্রয়ভূত। আমি ভূতেন্দ্রিয়গুণরূপী নিজ মায়ার প্রভাবে আপনা দ্বারা আপনাতেই আপনার সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সাধন করিয়া থাকি। আত্মা শুদ্ধ জ্ঞানময়; সুতরাং ভিন্ন বলিয়া গুণের সহিত তাহার সম্বন্ধ কিছুই নাই। তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-সংজ্ঞক মনোবৃত্তি-দ্বারাই বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপে প্রতীয়মান। নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির অলীক স্বপ্ন-চিন্তার ন্যায়, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সমূহ-চিন্তা ও উহাদের বিশ্রামলাভের যাহা কারণ, সেই মনকেই সর্ব্বচেষ্টায় দমন করা কর্ত্তব্য। আমি তোমাদের নয়নপ্রিয় হইয়া যে দূরে বাস করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আমাকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া মানস-সন্নিকর্ষ লাভ করিবে। প্রিয়তম ব্যক্তি দূরে থাকিলে স্ত্রীলোকের চিত্ত যেমন তাঁহার প্রতি আবিষ্ট হইয়া থাকে, নিকটে নেত্রগোচরে অবস্থান করিলে সেরূপ কখনই হয় না। তাই বলিতেছি, তোমরা অপর সমস্ত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই মনঃসন্নিবেশ করত সতত আমাকে ধ্যান করিতে থাক; এইরূপ করিলেই, অচিরাৎ আমায় প্রাপ্ত হইবে। আমি ব্রজবাসকালে রাত্রিতে ক্রীড়াসক্ত হইলে যে সকল রমণী পতি প্রভৃতি গুরুজন-কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত মিলিত হইতে পারে নাই, সেই কল্যাণভাজন রমণীরাও আমার ধ্যানে তন্ময় হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! ব্রজবনিতাগণ উদ্ধবের মুখে প্রিয়তমের এই আদেশবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া আনন্দিত হইল এবং বলিল,—হে সৌম্য! ভাগ্যক্রমে সানুচর কংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এখন সর্ব্বার্থ লাভ করিয়া কুশলী রহিয়াছেন, ইহাই আমাদের যথেষ্ট সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যেরূপ ভালবাসিতেন, পুরকামিনীদিগের স্নিগ্ধ সলজ্জ হাস্য ও উদার কটাক্ষবিক্ষেপে সৎকৃত হইয়া তাহাদিগকেও কি সেইরূপ ভালবাসিতেন? তিনি রতিপারিপাট্যে সুপণ্ডিত, পুরকামিনীদিগের প্রিয়জনও বটেন; সুতরাং তাহাদের বাক্য ও বিভ্রম-দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া তাহাদের প্রতি কেনই বা না অনুরক্ত হইবেন? হে সাধো! আমরা গ্রাম্যরমণী, কিন্তু পুরনারীদিগের সভায়, কথাপ্রসঙ্গে তিনি কি আমাদিগকে একবার স্মরণ করিয়া থাকেন? কুন্দ, কুমুদ ও চন্দ্রমা দ্বারা মনোরম সেই সেই যামিনীতে রাসমণ্ডলে প্রেয়সীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ যখন বিহার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার চরণে নূপুর-শিঞ্জন হইতেছিল,—আমরা তাঁহার মনোরম কীর্ত্তি-কথা শুনিয়াছিলাম; তিনি কি সেই সেই যামিনীর কথা কখনও স্মরণ করিয়া থাকেন? আমরা নিশিদিন তাহারই কারণে শোকসন্তপ্ত। অমৃতবর্ষণ-দ্বারা ইন্দ্র যেমন নিদাঘতপ্ত বনরাজিকে উজ্জীবিত করিয়া তুলেন, শ্রীকৃষ্ণ কি তেমনি এখানে আসিয়া করস্পর্শনাদি

দ্বারা আবার আমাদিগকে সন্তাপহীন করিয়া বাঁচাইবেন ? অন্য কোন গোপী কহিল,—সখি! তাও কি কখনও হয় ? তিনি শত্রু সংহার করিয়াছেন, রাজ্য পাইয়াছেন, রাজ-কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, বন্ধু-বান্ধবে বেষ্টিত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে রহিয়াছেন ; তেমন ঐশ্বর্য্য—তেমন ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া এখানে তিনি কেনই বা আসিবেন ? অপর কোন কামিনী কহিল,—সখি! তোমরা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহ ; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীপতি। তিনি নিজে নিজেই সর্ব্বকাম লাভ করিয়াছেন সুতরাং তিনি সর্ব্বথা পরিপূর্ণ। আমরা বনবাসিনী তাঁহার কোন্ অভিলাষ পূরণ করিতে পারিব ? রাজনন্দিনীই হউন, আর অন্য যে কোন কামিনীই হউন, কে তাঁহার কোন্ অভিলাষ পূরণ করিবে ? সুতরাং নিরাশ হওয়াই কর্ত্তব্য। পিঙ্গলানাম্নী কোন কামচারিণী বলিয়াছিল,— 'আশা বিসর্জ্জন করাই পরম সুখ ; নৈরাশ্য যে সুখ, তাহা আমরা জানি, কিন্তু আশা ছাড়তে পারি কৈ ?' শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের আশা এমনই বদ্ধমূল যে, তাহাকে ছাড়িতে কিছুতেই পারি নাই। যিনি না চাহিলে লক্ষ্মী যাঁহাকে কখনই ছাড়িতে চাহেন না, তাঁহার সহিত রহস্যালাপ পরিহার করিতে কে সমুৎসুক হইতে পারে ? প্রভো! এই সকল ধেনু, বেণু, নদী, নদ ও বন প্রদেশ রাম-কৃষ্ণ সেবা করিয়াছিলেন। আহা, শ্রীনন্দনন্দনের সেই শ্রীনিবাস পদচিহ্ন-দ্বারা এই সকল গিরিনদী বনভূমি বারম্বার তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে ; সুতরাং কিছুতেই ত' ভুলিতে পারিতেছি না। শ্রীকৃষ্ণের ললিত গতি, উদার হাস্য ও লীলা অবলোকন ও মধুর বচন আমাদের মনোহরণ করিয়াছে ; সুতরাং ভুলিব তাঁহাকে কেমন করিয়া ? হে কৃষ্ণ! হে রমানাথ! হে ব্রজনাথ! হে আর্ত্তিনাশক! হে গোবিন্দ! একবার আসিয়া দেখিয়া যাও ; দুঃখসাগর-মগ্ন গোকুলকে উদ্ধার কর।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শ্রবণে গোপাঙ্গনাদিগের বিরহজ্বর প্রশমিত হইল। শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষ জানিতে পারিয়া উদ্ধবকে তাহারা যথেষ্ট সাদর সৎকার করিল। উদ্ধব গোপরমণীদিগের শোকাপনোদন করিয়া কয়েক মাস গোকুলে বাস করিলেন এবং কৃষ্ণলীলা-কথা গাহিয়া গাহিয়া সকলকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। উদ্ধব গোকুলে বহুদিন বাস করিলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী কথায় বার্ত্তায় ব্রজবাসীদিগের নিকট তাহা যেন-ক্ষণকালবৎ প্রতীয়মান হইল। উদ্ধব ব্রজের নদী, বন, পর্ব্বত ও কুসুমিত কানন দেখিয়া দেখিয়া ব্রজবাসীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করাইয়া আনন্দের সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। গোপীদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণেই আসক্ত, শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তই তাহারা ব্যাকুলিত ; কৃষ্ণবিরহে তাহাদের ঈদৃশ কাতরতা-দর্শনে উদ্ধব তাহাদিগকে অভিবাদন করিবার পূর্ব্বে এইরূপ গান করিয়াছিলেন যে, এই গোপবধূগণ সেই অখিলাত্মা ভগবানে এইপ্রকার প্রেমবতী ; সুতরাং এজগতে ইহারাই সার্থক-দেহধারিণী। এ প্রেম সাধারণ প্রেম নহে ; যাঁহারা সংসারবিরক্ত মুমুক্ষু পুরুষ, তাদৃশ মুনিগণ ইহা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। হরিকথানুরক্ত ভক্ত ব্যক্তির ত্রিবিধ ব্রহ্মজন্মের প্রয়োজন নাই। এই ব্যভিচারিণী বনবিহারিণী গোপকামিনীরাই বা কোথায় ?—আর শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে উৎপন্ন এই পরম প্রেমভাবই বা কোথায় ? অহো! তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি ভগবানের ভজনা করে, ভগবান্ তাহাকে পরম মঙ্গল দান করেন। অজ্ঞতাবশে অমৃত পান করিলে তাহাতে মঙ্গলই হইয়া থাকে। রাসোৎসবে ভগবানের ভুজদণ্ড যাহাদের কণ্ঠাপিত হইয়াছিল, যাহারা পরম মঙ্গল লাভ করিয়াছিল, সেই সকল ব্রজসুন্দরীরা তৎকালে ভগবানের যে প্রসাদ বা অনুগ্রহ পাইয়াছিল—অন্যের কথা দূরে থাকুক,

শ্রীহরির যিনি একান্ত অনুরাগভাজন হইয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে বাস করিতেছেন, সেই পরম সৌভাগ্য-শালিনী লক্ষ্মীদেবীও তাদৃশ প্রসাদলাভে অধিকারিণী হইতে পারেন নাই। অহো! এই গোপীরা আত্মীয়-স্বজন ও আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বেদ-বেদ্য গোবিন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন; সুতরাং বৃন্দাবনস্থ যে সকল তরুলতা, গুল্ম ও ওষধি ইহাদের চরণরেণু সেবা করিতেছে, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমি যেন সেই সকলেরই অন্যতম হইতে পারি। লক্ষ্মী-দেবী শ্রীকৃষ্ণের যে চরণ-কমলের সেবা-রতা এবং ব্রহ্মাদি আপ্তকাম মুনিগণ মানস মন্দিরে যাঁহার অর্চ্চনা-পরায়ণ, ভগবানের সেই চরণ-কমল ইঁহারা রাসোৎসবে কুচমণ্ডলে আলিঙ্গন করিয়া সন্তাপ দূর করিয়াছিলেন। ভগবানের অনুগ্রহভাজন এ হেন ব্রজসুন্দরীগণের চরণরেণু বারংবার আমি বন্দনা করি। এই সুন্দরীগণের কণ্ঠোত্থিত হরিকথাগানে ত্রিজগৎ পবিত্র হইয়াছে।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! উদ্ধব এইরূপে কয়মাস ব্রজে বাস করিলেন। পরে গোপীগণ, নন্দ ও যশোদার নিকট বিদায় লইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে নন্দাদি গোপবৃন্দ নানা উপহার-হস্তে উদ্ধবসমীপে আগমন করিলেন এবং অনুরাগভরে অশ্রুমোচন করিতে করিতে কহিলেন,—আমাদের মনোবৃত্তি সকল যেন কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া থাকে, বাক্য যেন তাঁহার নাম কীর্ত্তন এবং বাসনা যেন তাঁহারই সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কর্ম্মের ফলে ভ্রমণ করিতে করিতে ভগবদিচ্ছায় যে কোন যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি, মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান ও দানাদি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই যেন আমাদের মতি থাকে। রাজন্! গোপগণের এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি দর্শনে আপ্যায়িত হইয়া যদুনন্দন উদ্ধব পুনরায় মথুরা-পুরে আগমন করিলেন। তিনি মথুরায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রজবাসীদিগের ঐকান্তিক ভক্তির কথা জানাইলেন এবং তাহাদের প্রদত্ত উপহার সকল বাসুদেব, বলরাম ও রাজার সমীপে অর্পণ করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! অতঃপর সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শী শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিয়া মনোভীষ্ট-পূরণের জন্য কামতাপতপ্তা সৈরিন্ধ্রী কুব্জার ভবনে গমন করিলেন। ঐ গৃহ বিবিধ মূল্যবান্ গৃহোপকরণ ও কামোদ্দীপক নানা দ্রব্যসামগ্রীদ্বারা পরিপূর্ণ; মুক্তাদাম, পতাকা, চন্দ্রাতপ, শয্যা ও আসন উহার যথাযথ স্থানে সজ্জিত; সুগন্ধি ধূপ, দীপ মালা ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা ঐ গৃহ সুবাসিত। কুব্জা শ্রীকৃষ্ণকে গৃহাগত দেখিয়া সখীগণ সহ সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া তাঁহার বসিবার আসন নির্দ্দেশ করিল এবং তাঁহাকে ও তৎসহাগত উদ্ধবকে পূজা করিল। হরিভক্তি উদ্ধব কুব্জাগৃহে সুপূজিত হইয়া আসন স্পর্শ করত মৃত্তিকাতেই বসিলেন। লোকাচারের অনুবর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য; তাই তিনি কুব্জাগৃহস্থিত মহার্হ শয্যার উপরই উপবেশন করিলেন। কুব্জা তখন মজ্জন, আলেপন, দুকূল, ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, তাম্বুল, সুধা ও আসবাদি দ্বারা শরীরের বেশভূষা করিয়াছিল; সে তখন সলজ্জ

লীলাহাস্য-সহকারে সপ্রণয় কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে করিতে মাধব-সমীপে গমন করিল। সুন্দরী কুব্জা নবসঙ্গম লজ্জায় কিঞ্চিৎ শঙ্কিতা, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আহ্বান করিয়া তদীয় কঙ্কণালঙ্কৃত করদ্বয় গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে শয্যায় শায়িত করিয়া তৎসহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কুব্জা শ্রীকৃষ্ণকে অনুলেপন দান করিয়াছিল; তাহারই ফলে তাহার যে লেশমাত্র পুণ্য সঞ্চয় হয়, সেই পুণ্য-বলেই তাহার এ সৌভাগ্য ঘটিল! কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের আঘ্রাণ লইয়া তাহার কামতাপতপ্ত কুচযুগল, বক্ষঃস্থল ও নয়নদ্বয়ের বেদনা অপনোদন করিল এবং স্তন-যুগলের অভ্যন্তরে পতিত সেই আনন্দমূর্ত্তি কান্তকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার চিরসন্তাপ দূর করিতে পারিল। আহা! হতভাগিনী কুব্জা অঙ্গরাগদান-দ্বারা কৈবল্যপতি কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিল,—হে প্রিয়তম্! তুমি এইস্থানে কিছুদিন বাস করিয়া আমার সহিত বিহার করিতে থাক। হে কমলনেত্র! তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। মানপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ তখন কুব্জাকে অভীষ্ট বর দান ও অলঙ্কারাদি অর্পণে সম্মানিত করিয়া উদ্ধব সহ স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বিষ্ণু দুরারাধ্য সর্ব্বেশ্বর; তাহাকে আরাধনা করিয়া যে ব্যক্তি বিষয়সুখ প্রার্থনা করে, সে একান্তই কুজ্ঞানী—কেন না বিষয়সুখ যে অতি তুচ্ছ সামগ্রী।

হে রাজন্? এই ঘটনার পর শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের প্রিয়-সাধনার্থ তাঁহাকে হস্তিনাপুরে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং বলরাম ও উদ্ধব সহ অক্রূরের ভবনে গমন করিলেন। অক্রূর দূর হইতে দেখিলেন, তাঁহার আত্মবান্ধব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নরশ্রেষ্ঠ তাঁহার গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনন্দের সহিত আলিঙ্গন ও অভিনন্দন-পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অভ্যাগতগণও অক্রূরকে প্রত্যভিবাদন করিয়া তৎপ্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলেন। রাজন্! অক্রূর রামকৃষ্ণের পাদ প্রক্ষালন করিয়াদিলেন, পরে সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া দিব্য দিব্য পূজোপকরণ বস্ত্র উত্তম গন্ধ মাল্য ও ভূষণ দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিলেন। অতঃপর তিনি নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহাদের পদযুগল মুছাইয়া দিয়া বিনীতভাবে রামকৃষ্ণকে বলিলেন,—ভাগ্যক্রমে সানুচর কংস ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভাগ্যক্রমেই আপনারা উভয়ে আপনাদের এই বংশকে ক্লেশমুক্ত ও সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন। আপনারা উভয়েই জগৎ-কারণ, জগন্ময়, প্রধান পুরুষ; আপনারা ব্যতীত কার্য্য বা কারণ কিছুই নাই। হে ব্রহ্মস্বরূপ! আপনি এই আত্মসৃষ্ট বিশ্বপ্রপঞ্চের অভ্যন্তরে স্বীয় শক্তিদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টবৎ প্রতীয়মান হইতেছে এবং শ্রুত ও প্রত্যক্ষ-গোচরভাবে বহুরূপে বিরাজ করিতেছেন। চরাচর ভূতগণ রূপান্তরে অভিব্যক্ত হইবার ক্ষেত্র স্বরূপ; উহাতে পৃথিব্যাদি কারণ সকল যেমন নানারূপে প্রকাশ পায়, তেমনি নিরবচ্ছিন্ন আত্মা স্বতন্ত্র হইয়াও আপনি নিজে যে সকলের কারণ, সেই সমস্ত ভূত-ভৌতিকাদি পদার্থ বহুরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। আপনার নিজশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-লীলা করিতেছেন। কিন্তু এই সকল গুণ-কর্ম্ম-দ্বারা আপনি বদ্ধ নহেন, যে হেতু আপনি জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং বন্ধনহেতু অবিদ্যা বা মায়া আপনাতে কখনই তিষ্ঠিতে পারে না। দেহাদি উপাধির বাস্তবতা বিচারদ্বারা স্থির করা যায় না; কাজেই জন্ম বা জন্ম-মূলক ভেদ জীবাত্মারও হইতে পারে না, সুতরাং বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই আপনার নাই। আপনার বন্ধ-মোক্ষ কল্পনা শুধু আমাদের অজ্ঞান-হেতুই হয়। জগতের হিতের নিমিত্ত আপনি যে পুরাণ বেদপথ আবিষ্কার করিয়াছেন, অসৎ পাষণ্ড-

মার্গ দ্বারা ঐ পথ যখন বাধিত হয়, তখনই আপনি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করেন। ভগবন্! এ হেন আপনি অসুরাংশ রাজাদিগের শত শত অক্ষৌহিণী সংহার করিয়া। ভূভারহরণের নিমিত্ত অধুনা বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ। আপনাদ্বারাই এ বংশের যশোবিস্তার হইতেছে। হে ঈশ! সমস্ত বেদ, পিতৃপুরুষ, ভূত, নর ও দেব যাঁহার অবয়ব এবং যদীয় পদ-প্রক্ষালন-জল ত্রিলোক পবিত্র করিতেছে, সেই চরাচরগুরু ভগবান্ আপনি আমাদের আবাসসমূহে পদার্পণ করিলেন; অতএব এ সকল ভূমি অদ্য পুণ্যাদপি পুণ্য হইয়া গেল। ভবদাগমনে আজ আমরা চরিতার্থ হইলাম! ভক্তপ্রিয় আপনি, সুতরাং আপনার বাক্য সত্য; কৃতজ্ঞ আপনি, সুতরাং প্রকৃত সুহৃৎ। আপনার ক্ষয়োদয় নাই। যে সকল সুহৃদ্ব্যক্তি আপনার সেবা-পরায়ণ, আপনি তাঁহাদের মনোবাসনা সর্ব্বদিক্ হইতেই পূরণ করিয়া থাকেন; অধিক কি, তাঁহাদিগকে আপনি আত্মদান করিতেও অকুণ্ঠিত। অতএব কে এমন পণ্ডিত, যিনি আপনাকে ছাড়িয়া অন্যের শরণাপন্ন হইবেন? আপনার স্বরূপ যোগেশ্বর সুরেন্দ্রগণেও অবিদিত। এহেন আপনি যে আমাদের নয়নগোচর হইবেন, ইহা আমাদের সৌভাগ্যেরই সুবিকাশ মাত্র! যে মায়ায় পুত্র, কলত্র, ধনস্বজন, গৃহ ও দেহাদিরূপ মোহোৎপাদন করে, সেই মায়া আপনি ছেদন করিয়া দিউন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! ভক্ত অক্রূর এইরূপ স্তব-স্তুতি করিলে, ভগবান্ ঈষৎ হাস্য সহকারে বাগ্‌বিন্যাসে যেন মোহিত করিয়াই কহিলেন,— তাত! আপনি আমাদের একাধারে গুরু, পিতৃব্য ও প্রশান্ত বন্ধু; আমরা আপনাদিগের রক্ষণীয়, পোষ্য ও অনুকম্পার্হ মঙ্গলকামী মনুষ্যগণের পক্ষে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম মহাভাগ ব্যক্তিবর্গের সেবা করাই নিত্য কর্ত্তব্য। দেবতারা স্বার্থসাধন-তৎপর, কিন্তু সাধুগণের ব্যবহার অন্যরূপ— তাঁহারা সর্ব্বদাই পরানুগ্রহশীল; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সাধুরাই দেবতা,—তাঁহারাই সেব্য। তবে, কি জলময় তীর্থ তীর্থ নয়?—এবং মৃৎপ্রস্তর নির্ম্মিত দেবতারা দেবতা নহেন? এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে; কেন না, নিশ্চয়ই উহারা তীর্থ ও দেবতা, তথাচ সাধুদিগের সহিত উহাদের মহান্ প্রভেদ লক্ষিত হয়; কারণ দীর্ঘ কাল সেবায় তীর্থ ও দেবতা হইতে পবিত্রতা লাভ হয়। কিন্তু যাহারা সাধু, তাঁহাদের দর্শন মাত্রেই পবিত্র হওয়া যায়। যাহাই হউক, আমাদের যে সকল আত্মীয়-বন্ধু আছেন, তাহাদের মধ্যে আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সুতরাং পাণ্ডবদিগের মঙ্গলসাধনার্থ তাঁহাদের সংবাদাদি জানিতে আপনি হস্তিনাপুরে গমন করুন। পাণ্ডবেরা বালক; শুনা যায় পিতার স্বর্গারোহণে মাতার সহিত তাঁহারা না কি অতি দুঃখের সহিত কালযাপন করিতেছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিজপুরে আনাইয়াছেন; সেই খানেই তাঁহারা বাস করিতেছেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ; স্বীয় কুসন্তানদিগের প্রতি স্নেহপ্রবণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রতি তাঁহার সুবিবেচনা নাই। অতএব এক্ষণে আপনি হস্তিনাপুরে গিয়া জানিয়া আসুন, তাঁহারা কিরূপ কুশলে বা অকুশলে কাল কাটাইতেছেন। এ বিষয় বিশেষ অবগত হইয়া যাহাতে আত্মীয়বর্গের মঙ্গল হইতে পারে, তাহাই আমি করিব। ভগবান্ হরি অক্রূরকে এইরূপ আদেশ দিয়া বলরাম ও উদ্ধব সহ স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! অক্রূর কুরু-শ্রেষ্ঠগণের কীর্ত্তিপরিব্যাপ্ত হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তিনি ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, কুন্তী, বাহ্লীক ও তাহার পুত্রগণ, ভরদ্বাজ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা অক্রূরকে পাইয়া সকলেই সুহৃদ্‌বর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; অক্রূরও তাঁহাদের কুশলবার্ত্তা জানিয়া আপ্যায়িত হইলেন। অতঃপর দুর্ব্বুদ্ধি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অবগত হওয়াই অক্রূরের উদ্দেশ্য ছিল; তিনি সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কয়েক মাস হস্তিনাপুরে রহিলেন। অক্রূর বুঝিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-গুলি অসাধু; নিজের অভিপ্রায়ও ভাল নহে,—বিশেষতঃ খল-স্বভাব কর্ণ প্রভৃতিরই তিনি মতানুবর্ত্তী। অন্যদিকে অক্রূর কুন্তী ও বিদুরের মুখে পাণ্ডবগণের অশেষ গুণ শুনিতে পাইলেন,—তাহাদের শস্ত্রাদি-পরিচালনার নৈপুণ্য, তেজ, বল, বীর্য্য, বিনয়াদি সদ্‌গুণ ও তাঁহাদের প্রতি প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ ইত্যাদি নানা গুণেরই পরিচয় লইলেন। দুর্ব্বৃত্ত ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ পাণ্ডবদিগের ঐ সকল গুণগ্রামে অসহিষ্ণু হইয়া বিষদানাদি যে কিছু অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল এবং আরও যে কিছু কুকার্য্য করিবার সঙ্কল্প তাহারা করিয়াছে, তৎসমস্তই বিদুর অক্রূরের নিকট খুলিয়া বলিলেন। কুন্তী ভ্রাতা অক্রূরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পিতা-মাতাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—হে সৌম্য! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃ-পুত্র, কুলস্ত্রী ও সখীগণের আমাকে স্মরণ আছে ত'? ভক্তবৎসল ভ্রাতুষ্পুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কমলাক্ষ বলভদ্র কি তাঁহাদের পৈতৃষ্বস্রেয়দিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন? আমি শত্রুগণের মধ্যে থাকিয়া নিয়ত শোক প্রকাশ করিতেছি—ব্যাঘ্রগণ-মধ্যে হরিণের ন্যায় আমার অবস্থা ঘটিয়াছে। কৃষ্ণ কি আমাকে বা পিতৃহীন বালকদিগকে বাক্যদ্বারাও সান্ত্বনা করিবেন? হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বপালক! আমি তোমার শরণাপন্ন। আমার শিশুসন্তানদিগকে লইয়া বড়ই ক্লেশে কাল-যাপন করিতেছি; গোবিন্দ! আমায় পরিত্রাণ কর। কৃষ্ণ! তুমিই ঈশ্বর; মৃত্যু ও ভবভয়ভীত মনুষ্যদিগের পক্ষে তোমার মোক্ষপ্রদ চরণকমল ভিন্ন অন্য শরণ্য নাই। তুমিই ধর্ম্মাত্মা, অপরিচ্ছন্ন, জীবসখা, অণিমাদি-গুণ-সম্পন্ন ও জ্ঞানাত্মা; তোমাকে নমস্কার।

শুকদেব বলিলেন,—হে নরপতে! এইরূপে আপনাদের প্রপিতামহী কুন্তী স্বজন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া দুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। সম-দুঃখভাজন অক্রূর ও বিদুর তাঁহার পুত্রগণের জনক ইন্দ্রাদির উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অতঃপর অক্রূর মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুত্রবাৎসল্যে অসমানদর্শী ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং রামকৃষ্ণ সুহৃদ্‌ভাবে যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বলিলেন;—হে বিচিত্র-বীর্য্যাত্মজ! ভবদীয় ভ্রাতা পাণ্ডু পরলোকগমনের পর আপনি রাজাসনে সমাসীন হইয়াছেন। আত্মীয়জনের প্রতি সমব্যবহার ও সচ্চরিত্রবলে প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিয়া যদি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিতে থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কুশল ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবেন; অন্যথা সকলের নিন্দনীয় হইয়া নিরয়গামী হইতে হইবে। অতএব আপনার পুত্র ও পাণ্ডবগণের প্রতি সমানদর্শী হউন।

রাজন্! ভাবিয়া দেখুন ইহ সংসারে চিরকাল একত্র বাস কাহারও সহিতই ঘটে না। স্ত্রী পুত্রাদিত' দূরের কথা, নিজ দেহের সহিতই চিরকাল একত্র বাস অসম্ভব। জীব একাকীই জন্মলাভ করে, একাকীই বিনষ্ট হয় এবং একাকীই সুখ-দুঃখ ভোগ করে। মূঢ়-ব্যক্তির অধর্ম্মার্জ্জিত বিত্ত তাহার শত্রুরূপ পুত্রগণ হরণ করিয়া লয়। যে মূর্খ আপনার মনে করিয়া প্রাণ, অর্থ ও পুত্রাদিকে অধর্ম্মানুসারে পোষণ করে, সে ভোগ চরিতার্থ হইতে না হইতেই, তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। তাহাদের পরিত্যাগের পর সেই স্বধর্ম্মবিমুখ মূর্খ অপূর্ণকাম হইয়া পাপের ফলে অন্ধতামস নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে রাজন্! স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথের ন্যায় এই জগৎটাকে অবধারণ করুণ, আর আত্মার সাহায্যে আত্মাকে দমন করিয়া শান্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবার চেষ্টা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—অক্রূর। অমৃতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন 'যথেষ্ট হইয়াছে, আর চাহিনা' এরূপ বলিতে পারে না, সেইরূপ আমিও আপনার এই মঙ্গলময় বাক্য শুনিয়া 'আর শুনিতে চাহিনা' একথা বলিতে পরিতেছি না। কিন্তু হৃদয় আমার পুত্রানুরাগে চির চঞ্চল, তাই ভবদীয় বাক্য সত্য হইলেও উহা বিদ্যুৎ-বিস্ফুরণের ন্যায় আমার হৃদয়ে স্থির হইতে পারিতেছে না। যিনি ভূভারহরণের নিমিত্ত যদুকুলে জন্ম লইয়াছেন, তাঁহার বিহিত-বিধান কাহার এমন শক্তি আছে, যে লঙ্ঘন করিতে পারে? যিনি অভাবনীয় মায়াদ্বারা এই বিশ্ব রচনা করিয়া লইয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সকল বিভাগ করিয়া দেন, আমি সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। তদীয় অচিন্তনীয় দুরধিগম লীলাখেলাই এ সংসারের কারণ। এ সংসারগতি সেই লীলাবশেই হইয়া থাকে।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! যদুনন্দন অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রের সহিত কথা-বার্ত্তায় তাঁহার মনোভাব যতদূর যাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া সুহৃদ্‌গণের নিকট বিদায় লইয়া হস্তিনাপুর হইতে পুনরায় মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের উপর কিরূপ আচরণ করিতেছেন, তাহা রাম-কৃষ্ণ সমীপে নিবেদন করিলেন।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩।

পঞ্চাশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে ভরতপুঙ্গব! অস্তি ও প্রাপ্তি নামে কংসের দুই ভার্য্যা ছিল। কংসের মৃত্যুর পর তাহারা পিতৃগৃহে গিয়া পিতা—মগধপতি জরাসন্ধের নিকট নিজেদের বৈধব্যের কারণ বর্ণন করিলেন। জরাসন্ধ এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া যদুবংশ সমূলে উচ্ছেদ করিবার আয়োজন করিলেন। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইল; তিনি এই বিরাট্ বাহিনী লইয়া আসিয়া যাদব-রাজধানী মথুরা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। ভগবান্ হরি দেখিলেন,—উদ্বেলিত উদধির ন্যায় সেই মাগধী সেনা দ্বারা মথুরাপুরী চারিদিকেই অবরুদ্ধ হইয়াছে এবং আত্মীয় স্বজনগণ সকলেই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া দেশকালোপযোগী স্বীয় অবতারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন,—মগধরাজ জরাসন্ধ নিজের ও অধীনস্থ নরপতিগণের এই যে রথী, পদাতি, গজারোহী, অশ্বারোহী প্রভৃতি কয়েক

অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া মদীয় মথুরাপুরী আক্রমণ করিল, ইহাই পৃথিবীর সঞ্চিত ভারস্বরূপ। আমি এই অবরোধকারী সৈন্যদল সংহার করিব। মগধরাজকে বধ করা সমীচীন হইবে না; কেন না, সে জীবিত থাকিলে ক্রোধের বশে অপর সৈন্যদল সংগ্রহ করিতে পারিবে। উহা করিলেই আমার ইষ্ট সিদ্ধি হইবে; কেন না, পৃথিবীর ভার-অপনোদন, সাধুগণের রক্ষণ ও অসাধুগণের বিনাশের জন্যই আমার অবতার-গ্রহণ। উপযুক্তকালে আমি জন্ম লই; ধর্ম্মের রক্ষা ও অধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনের জন্যই দেহান্তর ধারণ করি।

গোবিন্দ মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, ইতিমধ্যে সারথি-সমন্বিত দুই খানি দিব্য রথ যদৃচ্ছাক্রমে আকাশ হইতে ভূতলে অবতরণ করিল। —ঐ রথদ্বয় পরিচ্ছদ-পরিবৃত, বিচিত্র ধ্বজ-পতাকায় অলঙ্কৃত ও নানা অস্ত্র-শস্ত্রে অন্বিত হইয়া সূর্য্য-কিরণের ন্যায় বিদ্যোতিত হইতেছিল। তদ্দর্শনে হৃষীকেশ বলরামকে বলিলেন,—আর্য্য! আপনি যাহাদের রক্ষক ও পালক, সেই যদুবংশীয়দিগের সম্প্রতি ঘোর বিপদ্ উপস্থিত। আপনি এই সমাগত প্রিয় রথে আরোহণ করিয়া আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করুন এবং স্বজনদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া দিউন। প্রভো! সাধু-সজ্জনগণের মঙ্গলার্থই আমাদের জন্মগ্রহণ। অতএব পৃথিবীর ভারভূত ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী শত্রুসেনা সংহার করুন।

এই বলিয়া উভয় যদুবীরই বর্ম্ম ধারণ করিলেন এবং উত্তম উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া রথারোহণে অল্পমাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দারুক শ্রীকৃষ্ণের রথসারথ্য করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহির্গত হইয়া ঘোর শঙ্খ ধ্বনি করিলেন; সেই শঙ্খ-শব্দে শত্রুসৈন্যের হৃদয় কম্পিত হইল। তখন কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিয়া মগধরাজ জরাসন্ধ বলিলেন,—আরে রে নরাধম কৃষ্ণ! তুই ত' বালক মাত্র! তোর সহিত যুদ্ধ করিবার সাধ আমার নাই; কেন না, বালকের সহিত যুদ্ধ করিতে লজ্জা হয়। ওরে বান্ধব-নাশক! তুই লুক্কায়িত হইয়াই থাক। রে মন্দ! তোর সহিত যুদ্ধ করিব না; তুই চলিয়া যা'। রাম! তোমায় বলি—যদি ইচ্ছা হয়, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পার; ভয় পাইও না। আমার অস্ত্রে বিচ্ছিন্নদেহ হইয়া, হয়, স্বর্গে গমন কর—না হয়, শক্তি থাকে, আমাকেই বিনাশ কর। ভগবান্ বলিলেন,—রাজন্! বীর পুরুষেরা আত্ম-শ্লাঘা করেন না, পুরুষকারই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তোমার মৃত্যুকাল আসন্ন, তাই তুমি উন্মত্তের প্রলাপ করিতেছ; তোমার ঐ প্রলাপবাক্য আমি গ্রাহ্য করি না।

শুকদেব বলিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মগধরাজ জরাসন্ধ সমরে সম্মুখীন হইয়া স্বীয় বিশাল বাহিনীদ্বারা সৈন্য, রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথি সহ মধুবংশাবতংস রাম-কৃষ্ণকে ঘিরিয়া ফেলিলেন; মনে হইল,—বায়ু যেন মেঘজালে দিবাকরকে অথবা ধূলিপুঞ্জ যেন অগ্নিকে আচ্ছাদিত করিল। পুরনারীগণ অট্টালক, হর্ম্ম্য ও গোপুরে আরোহণ করিয়া সেই যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা তখন রাম-কৃষ্ণের তালধ্বজ ও গরুড়-চিহ্নিত রথ সমরক্ষেত্রে না দেখিয়া শোকসন্তপ্ত ও ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে শত্রুসৈন্যরূপ জলধর-পটল হইতে অজস্র শরধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। শ্রীহরি দেখিলেন, শত্রুপক্ষের শরবর্ষণে নিজসৈন্যদল নিপীড়িত হইতেছে। তদ্দর্শনে অঙ্গারচক্র-প্রতিম স্বীয় শার্ঙ্গধনু ধারণ করিয়া নিশিত শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শ্রীহরির শরাঘাতে শত্রুপক্ষীয় রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতি সৈন্য সকল নিরন্তর নিপতিত হইতে লাগিল। গজগণ ভিন্নকুম্ভ হইয়া, অশ্বগণ ছিন্ন কন্ধর

হইয়া এবং রথ সমূহ হাতাশ্ব, হতসারথি, হতনায়ক ও ছিন্নধ্বজ হইয়া নিপতিত হইল; পদাতি সৈন্যদল ছিন্নবাহু, ছিন্নোরু ও ছিন্নকন্ধর হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল। অমিততেজা বলদেব রণক্ষেত্রে দুর্ম্মদ শত্রুদিগকে মুষলাঘাতে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য অশ্ব, গজ ও পদাতিক সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হইল; তাহাদের দেহক্ষরিত শোণিত-ধারায় ভীষণ রোমহর্ষণ নদী সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। ঐ সকল শোণিত-নদী পরস্পর পরস্পরের দিকে বেগে ছুটিয়া চলিল। বীরগণের বিচ্ছিন্ন ভুজ-বৃন্দ ঐ সকল নদীর ভুজঙ্গরূপে প্রতিভাত এবং পুরুষগণের মস্তক সমূহ উহাতে কূর্ম্মরূপে শোভিত হইতেছিল। এইরূপে যুদ্ধ-নিহত গজগণ উহার দ্বীপ-শ্রেণী, হতাহত তুরঙ্গদল জলজন্তু, কর ও উরু সকল মীনদল, নরগণের কেশরাশি শৈবালদাম, ধনুঃ-সমূহ তরঙ্গশ্রেণী, অস্ত্র সকল গুল্মজাল, চর্ম্ম সকল ভীষণ আবর্ত্ত এবং উদ্দাম উত্তম মণি ও আভরণ-শ্রেণী উহার প্রস্তরখণ্ডরূপে বিরাজিত হইয়াছিল। মহা-বলশালী বলদেবের হস্তে শত শত শত্রুসৈন্য ভবলীলা সাঙ্গ করিল। এইরূপে মগধরাজ-রক্ষিত অগণিত ভীষণ সৈন্য-সাগর বলদেবের বীর বিক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। বসুদেব-নন্দন রাম-কৃষ্ণের পক্ষে এরূপ সংহার-কার্য্য কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে; কেন না, তাঁহারা উভয়েই ঈশ্বর,—তাঁহাদের ইহা ক্রীড়া মাত্র। অনন্তগুণ ভগবান্ লীলাবশে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার বিধান করেন; সামান্য শত্রু নিগ্রহ তাঁহার পক্ষে আশ্চর্য্য কিছুই নহে। তবে তাঁহার শত্রু-সংহারের চেষ্টা-বর্ণনা, সে কেবল তিনি মানবতার অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই করা হইল। যাহাই হউক, তৎকালে মহাবল রাম জরাসন্ধকে আক্রমণ করিলেন;—এক সিংহ যেন অপর সিংহকে আক্রমণ করিল। জরাসন্ধের রথ ও সৈন্যদল সকলই নষ্ট হইয়াছিল,—কেবল প্রাণ মাত্র তখন অবশিষ্ট। বলদেব বারুণ ও মানুষ পাশ-দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু কোন এক কার্য্যসাধন উদ্দেশে কৃষ্ণ তাহাকে নিবারণ করিলেন। যিনি বীর সমাজের মান্য-গণ্য, সেই রাজা জরাসন্ধ রাম-কৃষ্ণ কর্ত্তৃক তৎকালে ঐরূপে পরিত্যক্ত হইয়া একান্তই লজ্জিত হইলেন। তাহার বিবেক-উদয় হইল; তিনি তপস্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পথে অন্যান্য রাজগণ তাহাকে অনেক ধর্ম্মোপদেশ-কথা শুনাই-লেন; লৌকিক নীতিতত্ত্ব বুঝাইলেন। এইরূপে তাঁহারা জরাসন্ধকে নিরস্ত করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন,—মহারাজ! আপনি স্বীয় কর্ম্ম-বন্ধ হেতুই যদুগণের নিকট পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন।

শুকদেব বলিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! জরাসন্ধের সর্ব্বসৈন্য যখন নিহত হইল, তখন ভগবান্ যদুপতি উপেক্ষা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এই অবমাননায় জরাসন্ধের মন সর্ব্বদাই অশান্তিপূর্ণ হইতেছিল; এই অবস্থায় অগত্যা তিনি মগধদেশেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিকে মুকুন্দ, শত্রু পক্ষের অপার সৈন্য-সাগর পার হইয়া প্রফুল্লচিত্ত মথুরা-বাসীদিগের সহিত নিজ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদীয় অমৃত দৃষ্টিগুণে আপনার সৈন্যদল-মধ্যে কাহারও গাত্রে কোন ক্ষতমাত্র রহিল না। দেবগণ তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিলেন এবং 'সাধু সাধু' বাক্যে তদীয় কার্য্য অনুমোদন করিতে লাগিলেন। সূত, মাগধ, ও বন্দিগণ তাঁহার বিজয় গান করিতে লাগিল। তিনি নগরে প্রবেশ করিলে, চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, বীণা, ও মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল। নগরীয় প্রশস্ত প্রশস্ত পথ সকল জলসিক্ত ও নানা ধ্বজ-পতাকায় অলঙ্কৃত হইয়াছিল; নগরবাসীরা সকলেই হৃষ্টচিত্ত; নগরের সর্ব্বত্র বেদধ্বনি পরিশ্রুত হইতে লাগিল।

উৎসবহেতু নগরের চারিদিকেই তোরণশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ যখন পুরপ্রেবেশ করেন, পুর-বাসিনী মহিলাগণ তখন তাঁহার উপর মালা, দধি, অক্ষত ও দূর্ব্বাঙ্কুর নিক্ষেপ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রে রাশি রাশি ধনসম্পত্তি ও বীরগণের অঙ্গাভরণ ইতস্ততঃ পতিত ছিল; শ্রীকৃষ্ণ তাহা আহরণ করিয়া আনিয়া যদু-রাজকে অর্পণ করিলেন।

হে কুরুবর! মগধরাজ পরাজিত হইয়াও নিরুৎ-সাহ হইলেন না। তিনি অগণিত সৈন্যদল লইয়া শ্রীকৃষ্ণপালিত যদুগণ সহ ক্রমশঃ সপ্তদশ বার যুদ্ধ করিলেন; যদুগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে প্রত্যেক বারই জরাসন্ধের সৈন্যদল বিধ্বস্ত করিয়া বিজয়শ্রী লাভ করিলেন। জরাসন্ধ প্রতিবারই পরাজিত হইয়া অবনতবদনে স্বপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যখন অষ্টাদশ বারের যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তখন নারদ-প্রেরিত কালযবন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিল। কালযবন জানিত, পৃথিবীতে তাহার সমকক্ষ যোদ্ধা আর নাই, সে শুনিয়াছিল, যদুগণ তাহার সমকক্ষ; তাই তিন কোটি ম্লেচ্ছসৈন্য লইয়া কাল-যখন মথুরাপুরী অবরোধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে বলরাম সহ মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন, বলিলেন বড়ই আশ্চর্য্য যে, যদুগণ এখন দুই দিক্ হইতেই আক্রান্ত; সুতরাং দেখি-তেছি, ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইল। মহাবল যবন আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। অদ্য, কাল বা পরশ্ব আসিয়া মগধরাজও আক্রমণ করিবেন। এক্ষণে আমরা উভয়ে যদি কাল যবনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হই, আর জরাসন্ধ যদি তখনই আসিয়া আক্রমণ করে, তাহা হইলে আমাদের বন্ধু-বান্ধবগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অথবা যদি তাহারা বিনষ্টও না হয়, জরাসন্ধ তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিজ নগরে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবে। অতএব অদ্যই পদাতিগণের অনাক্র-মণীয় একটা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে জ্ঞাতিগণকে রক্ষা করা যাউক; পরে যবনকে বিনাশ করা হউক।

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া সমুদ্রমধ্যে দ্বাদশ-যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। সেই দুর্গমধ্যে এক আশ্চর্য্য-নগর নির্ম্মিত হইল। উহাতে বিশ্বকর্ম্মার বিজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে বাস্তুগৃহ-নির্ম্মাণের স্থান সুরক্ষিত এবং রাজমার্গ, উপমার্গ ও চত্বর সকল প্রস্তুত হইল। স্বর্গীয় তরুলতা মণ্ডিত উদ্যানবৎ উদ্যান-উপবন তথায় শোভা পাইতে লাগিল। স্থানে স্থানে স্বর্ণশৃঙ্গ-মণ্ডিত গগনস্পর্শী অট্টালিকাশ্রেণী গোপুর-সমূহ হেমকুম্ভাকৃত, রজত-পীত লৌহ নির্ম্মিত অশ্বশালা, অন্নশালা। রত্নখচিত শিখরশালী মহা-মরকতময় কুট্টিমযুক্ত সুবর্ণগৃহ সকল এবং বাস্তু-দেবতাগণের বলভীযুক্ত গৃহাবলী কত যে তথায় নির্ম্মিত প্রতিভাত হইল—তাহার আর ইয়ত্তা রহিল না। চতুর্ব্বর্ণের লোকই তথায় বাস করিতে লাগিল। সুররাজ ইন্দ্র সেখানে দেবসভা ও পারি-জাত পাদপ প্রেরণ করিলেন। বরুণ পাঠাইলেন বহুসংখ্যক অশ্ব; এই অশ্বগণ শ্বেতবর্ণ ও মনো-বেগশালী, ইহাদের প্রত্যেকেরই এক এক কর্ণ শ্যামবর্ণ। নিধিপতি কুবের অষ্টনিধি এবং অপর লোকপালগণ স্ব স্ব বিভূতি প্রেরণ করিলেন। স্বীয় অধিকার-সাধনার্থ ইতিপূর্ব্বে শ্রীহরি সিদ্ধগণকে যে যে আধিপত্য দান করিয়া-ছিলেন, তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইলে তাঁহারাও সে সকল আধিপত্য প্রত্যর্পণ করিলেন। ভগবান্ হরি আপনার অলৌকিক যোগ-প্রভাবে কাল-যবন ও অন্যান্য লোকের অজ্ঞাতসারে আত্মীয় স্বজনদিগকে ঐ নব নির্ম্মিত নগরে লইয়া গেলেন। তথা হইতে আবার তিনি মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন

এবং বলরামের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—দাদা তুমি এইখানে থাকিয়া প্রজাপালন কর; আমি কালযবনকে বিনাশ করিয়া আসি। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুরদ্বার হইতে নিক্রান্ত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার গলে একগাছি পদ্মমালা মাত্রই দুলিতে ছিল; হস্তে কোনরূপ অস্ত্র-শস্ত্রই ছিল না।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! শ্রীহরি উদীয়মান দিবাকরের ন্যায়, পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি সুন্দরবর শ্যামবর্ণ; তাঁহার পরিধানে পীত পট, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন এবং গলে উজ্জ্বল কৌস্তুভ দোদুল্যমান। তাঁহার ভুজচতুষ্টয় স্থূল ও আজানুলম্বিত, নয়ন নবীন-নীরজনিত অরুণবর্ণ; তিনি সর্ব্বদাই আনন্দপূর্ণ। তাঁহার কপোলদ্বয় সুশোভন; তদীয় হাস্যমণ্ডিত মুখারবিন্দ মকর-কুণ্ডলের কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত। কালযবন দূর হইতে শ্রীহরির সেই অপূর্ব্বরূপ দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিল,—আহা, দেবর্ষি নারদ যে রূপের কথা কহিয়া ছিলেন, এই পুরুষবরের রূপ ত' ঠিক সেই-রূপই দেখিতেছি। তিনি শ্রীবৎস-চিহ্নিত পরম সুন্দর নরবর! ইঁহার চতুর্ভুজ; নয়ন পদ্ম-পলাশবৎ এবং গলদেশে বনমালা। সুতরাং যে সকল চিহ্ন দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়, ইনিই নিশ্চয় বাসুদেব। ইনি নিরস্ত্র হইয়া পদব্রজেই চলিয়াছেন; অতএব আমিও নিরস্ত্র হইয়াই ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকি।

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কালযবন শ্রীহরির পশ্চাতে ধাবমান হইল। অহো, যিনি যোগিগণেরও সুদুর্লভ, সেই শ্রীহরি পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়মান—আর তাঁহাকে ধরিবার জন্য যবনের আজ এই প্রয়াস! শ্রীহরি পদে পদে দেখাইতে লাগিলেন, তিনি যেন যবনের হস্তপ্রাপ্যই হইলেন আর কি! ঠিক এই ভাবে ছুটিয়া তিনি যবনকে দূরবর্ত্তী গিরিকন্দরে লইয়া গেলেন। যবন তিরস্কার করিতে লাগিল—যদুকুলে তোমার জন্ম হইয়াছে, পলায়ন তোমার পক্ষে উচিত হইতেছে না। এইরূপ তিরস্কার করিতে করিতে যবন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিন্তু যবনের কর্ম্মক্ষয় তখন পর্য্যন্তও হয় নাই; সুতরাং সে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াও পাইতে পারিল না—ধরিয়াও ধরিতে পারিল না। ভগবান্ শ্রীহরি যবনের তিরস্কার-বাক্য শুনিয়াও গিরিকন্দবে প্রবেশ করিলেন। তথায় যবন প্রবেশ করিল। দেখিল, সেই কন্দরাভ্যন্তরে এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে। মূঢ় যবন মনে করিল, নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণই আমাকে এই দূরদেশে আনিয়া এক্ষণে সাধুর ন্যায় শয়ন করিয়া আছে। এই ধারণা করিয়া মূঢ় তাঁহাকে পাদপ্রহার করিল। সেই শয়ালু পুরুষ বহুকাল নিদ্রিত; তাই পদাহত হইয়া অল্পে অল্পে নেত্র উন্মীলন করিলেন, চারিদিকে চাহিলেন দেখিলেন, পার্শ্বে সেই পাদপ্রহারকারী পুরুষ দণ্ডায়মান। তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহার দেহ হইতে অনলরাশি উদ্গীর্ণ হইল। কালযবন তাহাতেই দগ্ধ হইয়া সেই মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসিলেন,—ভগবন্! কে সেই পুরুষ, যিনি যবনকে দগ্ধ করিলেন? কোন বংশে তাঁর জন্ম হইয়াছিল? তাঁহার নামই বা কি? কাহারই বা তিনি পুত্র? তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি

কিরূপই বা ছিল? কেনই বা তিনি গিরিগুহায় শয়ান ছিলেন?

শুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! ঐ শয়ান পুরুষের নাম মুচুকুন্দ; ইক্ষ্বাকুবংশে মান্ধাতার পুত্ররূপে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মুচুকুন্দ অতি মহাশয় ব্যক্তি; ব্রাহ্মণগণের তিনি একান্ত হিতকারী। যুদ্ধে তিনি অমোঘপ্রতিজ্ঞ, ইন্দ্রাদি দেবগণ অসুরভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি অনেক বার তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অতঃপর দেবগণ যখন কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি-রূপে প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহারা মুচুকুন্দকে বলিলেন,—রাজন্! আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের কষ্ট হইতে এক্ষণে আপনি বিরত হউন। হে বীর! আপনি মর্ত্ত্যভূমি ছাড়িয়া আসিয়াছেন; নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ-সুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় যাবতীয় ভোগসুখ হইতেই আপনি বিরত আছেন। আপনার পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি, অমাত্য, মন্ত্রী এবং প্রজাবর্গ কালবশে সকলই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, কালই ভগবান্, তিনিই অব্যয় ঈশ্বর; পশুরাজ যেমন ক্রীড়া-চ্ছলে পশুদিগকে পরিচালিত করে, কালই তেমনি সকলকে পরিচালিত করিতেছেন। আপনার মঙ্গল হউক; মুক্তি ব্যতীত যে কোন অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন, এখনই আমরা অর্পণ করিতেছি। আমরা মুক্তি-দাতা নহি; একমাত্র ভগবান্ নারায়ণই জীবের মুক্তিদাতা। দেবগণের এই কথা শুনিয়া মহাযশা মুচুকুন্দ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন এবং শ্রম শ্রান্ত তিনি একমাত্র নিদ্রা বরই চাহিয়া লইলেন। মুচুকুন্দ দেবগণের নিকট আরও বলিলেন, আমি নিদ্রিত হইয়াই থাকিব; যদি কেহ আমার নিদ্রা ভঙ্গ করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইবে—আপনারা আমাকে এইরূপ বরও প্রদান করুন। দেবগণ বলিলেন—'তথাস্তু'। অতঃপর মুচুকুন্দ ঐ গিরিগুহায় গিয়া দেবদত্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া রহিলেন।

শুকদেব বলিলেন,—হে কুরুবর! কালযবন এইরূপে মুচুকুন্দের প্রভাবে ভস্মীভূত হইলে, ভগবান্ মুকুন্দ তাঁহাকে নিজমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইলেন। আহা! সে মূর্ত্তি নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামকান্তি, পরিধান পীতাম্বর, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস—দীপ্ত কৌস্তুভ উহাতে বিরাজিত! তিনি চতুর্ভুজ গলে বৈজয়ন্তী মালা বিলম্বিত। মুখ-মণ্ডল কি সুন্দর—কি মধুর প্রসাদপূর্ণ! উহাতে মকর-কুণ্ডলের মনোজ্ঞ দ্যুতি বিচ্ছুরিত। সে মুখমণ্ডল মনুষ্য-লোকে দর্শনীয়; অনুরাগ ও হাস্য-সহকৃত কটাক্ষ উহা হইতে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। বয়সে তিনি নবীন এবং বিক্রম তাঁহার মত্তমাতঙ্গের ন্যায় উদার। মহাবুদ্ধি মুচুকুন্দ ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া তদীয় তেজে অভিভূত ও ভীত হইলেন এবং ধীরে ধীরে সেই নবঘন-শ্যামকলেবর পুরুষবরকে জিজ্ঞাসিলেন,—কে আপনি এই কণ্টকা-কীর্ণ বনমধ্যস্থ গিরিগহ্বরে আগমন করিয়া পদ্মপত্র-কোমল পদযুগল-দ্বারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন? আপনি কি তেজস্বীদিগের তেজ? অথবা ভগবান্ বিভাবসু, সূর্য্য, চন্দ্র, মহেন্দ্র বা লোকপাল, ইহাদের মধ্যে কেহ? আমার অনুমান—আপনি দেবত্রয়-মধ্যে শ্রীবিষ্ণু; কারণ, আপনার নৈসর্গিক প্রভায় এই গুহান্ধকার অপসারিত হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! ভব-দীয় জন্ম, কর্ম্ম ও গোত্র শুনিবার আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে; আপনার অভিরুচি হইলে প্রকাশ করিয়া বলুন। প্রভু হে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিখ্যাত ক্ষত্রিয়-সন্তান আমি,—যুবনাশ্ব-নন্দন মান্ধাতা আমার জনক; আমার নাম মুচুকুন্দ। আমি বহু দিন জাগরণ করিয়াছিলাম, তাই শ্রান্ত ও শিথিলেন্দ্র হইয়া এই গিরিগুহায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিলাম; কিন্তু কিছু পূর্ব্বে কে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল; সে হত-ভাগ্য নিশ্চয়ই নিজ পাপে ভস্মীভূত হইয়াছে। সেই

ঘটনার পর মুহূর্ত্তেই অরিন্দম শ্রীমান্ আপনি দর্শন দান করিলেন। আপনার দুঃসহ তেজে আমার তেজো-হ্রাস হইয়াছে, তাই অনেক কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছি না।

ভূতভাবন ভগবান্ মুচুকুন্দের কথা শুনিয়া সহাস্য-আস্যে মেঘগম্ভীর-বাক্যে বলিলেন,—রাজন্! আমার জন্ম, কর্ম্ম ও নাম সহস্র সহস্র—উহার অন্ত নাই; কাজেই আমি নিজেও উহার সংখ্যা করিতে অক্ষম। পার্থিব ধূলিকণার গণনা বরং সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু জন্ম ধরিয়াও কেহ আমার গুণ, কর্ম্ম, নাম ও জন্ম বহু জন্ম গণনা করিতে পারে না। পরম-ঋষিগণ আমার ত্রিকালসিদ্ধ জন্ম, কর্ম্ম ও নাম বর্ণন করিতে গিয়া তাহার অন্ত খুঁজিয়া পান না। তথাচ, মহারাজ! আমি আমার বর্ত্তমান জন্ম-কর্ম্ম-কথা আপনার নিকট কহিতেছি,—আপনি শ্রবণ করুন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ধর্ম্ম-রক্ষা ও ভূমির ভারভূত অসুরদিগের সংহার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; সেই জন্য আমি যদুকুলে বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি বসুদেবের পুত্র বলিয়া লোকে বাসুদেব নামে বিখ্যাত। সাধু-দ্বেষী কালনেমি, কংস, বক ও প্রলম্বাদি অসুরগণ আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। সম্প্রতি এই কালযবন-কেও আমিই বিনষ্ট করিলাম। আপনার নিদ্রাভঙ্গের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ইহার নিধন-ব্যাপারে নিমিত্তমাত্র। এ গিরি-গুহায় আমার আগমন শুধু তোমায় অনুগ্রহ করিবারই কারণ। ভক্তবৎসল আমি, আমাকে তুমি পূর্ব্বকালে বহুবার প্রার্থনা করিয়াছিলে। তাই বলি-তেছি, হে রাজর্ষে! এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। আমি নিখিল-কামদাতা; আমাকে পাইয়া কাহাকেও আর বৃথা শোকমগ্ন থাকিতে হয় না।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! শ্রীহরির এই কথা শুনিয়া মুচুকুন্দ আনন্দিত হইলেন; অষ্টাবিংশতি যুগে ভগবান অবতীর্ণ হইবেন—বৃদ্ধগর্গের এই বাক্য তাহার স্মরণ হইল। তখন তিনি সেই গুহাগত পুরুষ-বরকে দেবদেব নারায়ণ বলিয়াই বুঝিতে পারিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে ঈশ! স্ত্রী-পুরুষ এই দ্বিধা বিভক্ত লোক আপনার মায়া-মুগ্ধ; সুতরাং আপনাকে পরমার্থ সুখস্বরূপে তাহারা দেখিতে পায় না,—আপনার ভজনা করে না। পরস্পর বঞ্চিত হইয়া সুখের আশায় দুঃখমূলক সংসারেই আসক্ত হইয়া থাকে। হে পবিত্র! এই কর্ম্মভূমিতে দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া অবিকলদেহে থাকিয়াও মানুষ বিষয়-সুখের জন্যই লালায়িত হয়; আপনার চরণ-কমল সেবা করিবার বাসনা তাহাদের জাগে না। পশুগণ তৃণলোভে তৃণাচ্ছন্ন অন্ধকূপে পতিত হইয়া থাকে, হায়, মনুষ্যেরাও ঐরূপ গৃহান্ধকূপে পতিত আছে; তাই আপনার চরণ-কমলের সেবা তাহারা করে না। আমি একজন রাজা ছিলাম; রাজ্যভোগ-সম্পর্কে গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। অনাত্ম দেহাদিতেই আমার আত্মবোধ হইয়াছিল; সুতরাং দুরন্ত চিন্তা-ক্রান্ত চিত্তে স্ত্রী, পুত্র, গৃহ প্রভৃতিতেই আসক্ত ছিলাম। আমি 'নরদেব' এই অভিমান আমার হইয়াছিল; তাই রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক-বিরচিত সেনাসমূহে পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে নিতান্তই গর্ব্বান্ধ হইয়াছিলাম। অহো! সেকালে আপনাকে ভাবিয়া দেখি নাই; সুতরাং এতকাল আমার বৃথাই ব্যয়িত হইয়াছে। অদ্য ইহা করিলাম, পরে উহা করিতে হইবে—এইরূপ চিন্তায় যাহারা প্রমত্ত, বিষয়বাসনায় ব্যাকুলচিত্ত এবং প্রবৃদ্ধ তৃষ্ণায় যাহারা অন্বিত, অপ্রমত্ত অন্তক আপনি ক্ষুধিত ভুজ-ঙ্গের মূষিক-গ্রাসের ন্যায় তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকেন। যে কলেবর পূর্ব্বে রাজা নামে গর্ব্বিত হইয়া সুবর্ণমণ্ডিত রথে বা গজে ভ্রমণ করিত, আপনার দুরন্ত কালমূর্ত্তির প্রভাবে সেই কলেবর অবশেষে বিষ্ঠা,

কৃমি বা ভস্ম নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। হে ঈশ! যিনি দিগ্‌দিগন্ত জয় করেন, নরপতিবৃন্দ যাঁহার নিকট অবনত হন এবং যিনি সর্ব্বোচ্চ আসনে সমাসীন হইয়া সমধর্ম্মী রাজগণের পূজাস্পদ হইয়া থাকেন, ক্রীড়ামৃগবৎ তিনিও এক কামিনীর গৃহ হইতে গৃহান্তরে নীত হন। মিথুনধর্ম্মই ঐ সকল গৃহের সুখ বলা হইয়া থাকে। এই সুখ এখন পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু জন্মান্তরে যেন আবার রাজচক্রবর্ত্তী-পদ পাইতে পারি—এই সঙ্কল্প করিয়াই ভোগনিবৃত্ত মানব সেই ভোগেরই অপেক্ষায় একান্ত সংযতমনে তপস্যা করিতে থাকে। তাহার তৃষ্ণা এইরূপই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে; সুতরাং সে আর সুখলাভ করিতে পারে না। অচ্যুত হে, আপনার অনুগ্রহেই সংসারীর সংসারভোগ শেষ হইয়া আইসে; তখন তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সাধুসঙ্গের পরই, সাধুগণের আশ্রয়—আপনাতেই ভক্তি জন্মে। হে ভগবন্! বিবেকী রাজচক্রবর্ত্তিগণ তপস্যার্থ বনগমনে অভিলাষী হইয়া ভবৎ-সমীপে যাহা প্রার্থনা করেন, সেই রাজ্যানুরাগ হইতেই যদৃচ্ছাক্রমে আমার এই বিচ্যুতি ঘটিয়াছে; আমি ইহা আপনারই অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি। প্রভু হে, ভবদীয় পাদপদ্ম সেবাই নিরভিমান মনুষ্যদিগের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা; আমিও আপনার নিকট সেইরূপ বরই প্রার্থনা করি; হরি হে, আপনি মুক্তিদাতা; কে এমন বিবেকী আছে যে, আপনাকে আরাধনা করিয়া আত্মবন্ধনকর বর প্রার্থনা করে? অতএব, হে পরমেশ! আপনি নিরঞ্জন, নির্গুণ, অদ্বয়, শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞানমাত্র পুরুষ; আমি গুণত্রয়ের অনুবন্ধী সর্ব্ববিধ মঙ্গল পরিহার করিয়া আপনারই চরণে শরণ লইলাম। হে পরমাত্মন্! এ সংসারে বহু-কালের কর্ম্মফল-নিপীড়িত আমি বহুদিন সেই সমুদয়ের বাসনায় তপ্যমান হইতেছি, তথাচ ষড়্‌রিপুর তৃষ্ণা আমার নিঃশেষ হয় নাই; সুতরাং কিছুতেই শান্তি ও সুখ না পাইয়া আপনার অভয় চরণ আশ্রয় করিয়াছি। আমাকে আপনি পরিত্রাণ করুন।

ভগবান্ বলিলেন,—হে রাজচক্রবর্ত্তিন্! আপনাকে বরদানে কতই প্রলোভিত করিলাম তথাচ আপনার বুদ্ধি বাসনায় বিমুগ্ধ হইল না; সুতরাং আপনি বাস্তবিকই বিমল ও বিশুদ্ধ-বুদ্ধিশালী। যাহাই হউক, আমি যে তোমাকে বর দিতে চাহিয়াছিলাম, উহা নিশ্চয়ই তোমাকে প্রমাদে পতিত করিবার অভিপ্রায় নহে। যাঁহারা প্রকৃতই ভক্তজন, ভোগ-সুখের অবসানেও তাঁহাদের বুদ্ধি সে সমুদয়ে লিপ্ত হয় না; কিন্তু হে নৃপ! যাহারা তাদৃশ ভক্ত নহে, প্রাণায়ামাদি দ্বারা তাহাদের মন মৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেও কখন কখন বিষয়াভিমুখ হইয়া থাকে। যাহা হউক, তুমি আমাতেই মনঃসন্নিবেশ করিয়া পৃথিবীতে যথেচ্ছ বিচরণ কর; মৎপ্রতি তোমার এইরূপই নিশ্চলা ভক্তি থাকুন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অবলম্বনে মৃগয়াব্যাপারে তুমি বহু জীব-জন্তুর প্রাণসংহার করিয়াছ, সুতরাং আমাকে আশ্রয় করিয়াই তপস্যাদ্বারা সেই হিংসাজনিত পাপক্ষয় করিয়া লও। রাজন্! ভাবি-জন্মে তুমি সর্ব্বভূত-হিত-নিরত দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়া কেবল আমাকেই লাভ করিবে।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অনুগ্রহ-লাভান্তে ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন মুচুকুন্দ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া সেই গুহা গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—পশু, লতা ও বনস্পতিসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাকার হইয়া পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে; বুঝিয়া মুচুকুন্দ বরাবর উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তপস্যায় তিনি শ্রদ্ধাবান্ হইলেন, মন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবিষ্ট হইল; তিনি নিঃসঙ্গ হইয়া একাগ্রমনে গন্ধমাদনে উপস্থিত হইলেন। তথায় নর-নারায়ণের নিবাস-নিলয় বদরিকাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া কঠোর-তপস্যাবলম্বনে শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন।

হে নৃপ! এদিকে কালযবন নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন। যবনের সমভিব্যাহারী ম্লেচ্ছসৈন্যদল নিহত হইল; তাহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ-নিযুক্ত রক্ষী-দল গো-যান সাহায্যে ধনরাশি অপহরণ করিতেছে, ইত্যবসরে জরাসন্ধ ত্রয়োবিংশতি অনীকিনীর অধিনায়ক হইয়া পুনরায় মথুরাপুরী আক্রমণ করিল! হে রাজন! রাম-কৃষ্ণ শত্রুসৈন্য-প্রবাহের বেগাধিক্য দেখিয়া মানব-লীলার অনুকরণে অতি দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ নির্ভীক হইলেও ভীতিগ্রস্তের ন্যায় সেই ধনরাশি পরিত্যাগ করিয়া পদ্ম-পলাশ-বৎ কোমল পদযুগল-দ্বারা বহুদূর অতিক্রম করিলেন। প্রবল মগধরাজ রাম-কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিত না; সে তাঁহাদিগকে পলায়নপর দেখিয়া রথ ও সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। রাম-কৃষ্ণ দৌড়িয়া দৌড়িয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে প্রবর্ষণ নামক উচ্চ পর্ব্বত ছিল; তাঁহারা বিশ্রামার্থ তথায় গিয়া আশ্রয় লইলেন।—ইন্দ্র সর্ব্বদা ঐ প্রবর্ষণ পর্ব্বতে বর্ষণ করিয়া থাকেন। জরাসন্ধ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, রাম-কৃষ্ণ ঐ পর্ব্বতে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদের সন্ধান পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই যখন সন্ধান মিলিল না। তখন কাষ্ঠরাশি-যোগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া পর্ব্বতে আগুন ধরাইয়া দিল। রাম-কৃষ্ণ নিরুপায় হইয়া সেই দহ্যমান পর্ব্বততট হইতে উল্লম্ফন দ্বারা একাদশ যোজন নিম্ন ভূমিতে পতিত হইলেন এবং শত্রুসৈন্য-দিগের অলক্ষিত ভাবে সাগরপরিবৃতা স্বীয় দ্বারকা-পুরীতে প্রবেশ করিলেন। জরাসন্ধ ভাবিলেন রাম-কৃষ্ণ দগ্ধ হইয়াছেন। ইহা মনে করিয়া সে তাহার সমগ্র সৈন্যদল সহ পুনরায় মগধরাজ্যে প্রতিগমন করিল।

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আনর্ত্ত-দেশের অধিপতি শ্রীমান্ রৈবত ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বীয় দুহিতা রেবতীকে বলরামের হস্তে সম্প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিদর্ভরাজ-নন্দিনী রুক্মিণীর বিবাহ হইয়াছিল। বিনতানন্দন গরুড় যেমন দেব-গণকে পরাজিত করিয়া সবলে অমৃত হরণ করিয়া-ছিলেন, ভগবান্ গোবিন্দও তেমনি সর্ব্বজন-সমক্ষে শিশুপালপক্ষীয় শাল্ব প্রভৃতি রাজগণকে পরাভূত করিয়া লক্ষ্মীর অংশভূতা ভীষ্মকসুতা রুক্মিণীর পাণিপীড়ন করেন।

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—ব্রহ্মণ! বুঝিলাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাক্ষসবিধি-অনুসারে ভীষ্মক-নন্দিনী চারুবদনা রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, একাকী তিনি কিরূপে জরাসন্ধ ও শাল্ব প্রভৃতি প্রবল-পরাক্রান্ত রাজাদিগকে জয় করিয়া কন্যাহরণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন? তাহা এক্ষণে শুনিতে ইচ্ছা করি। ভগবন্! কৃষ্ণকথা মহাফল জননী; উহা শ্রবণে পরমানন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃষ্ণকথা পাপহারিণী এবং নিত্যই নূতনত্বের উদ্ভাবনী; উহা শ্রবণে কোন শ্রুতজ্ঞ ব্যক্তির তৃষ্ণাপগম হয়? ফলে, উহা যতই শুনা যায়, তৃষ্ণা ততই বাড়িয়া যাইতে থাকে।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! বিদর্ভরাজ্যের সিংহাসনে ভীষ্মক নামে এক শ্রেষ্ঠ রাজা সমাসীন ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র এবং একটী মাত্র সুন্দরী কন্যা। এই সকল সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম রুক্মী, অন্য ভ্রাতৃগণের নাম যথাক্রমে রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ, ও রুক্মমালী; ইহাদের সাধ্বীশীলা ভগ্নীর নাম রুক্মিণী। রুক্মিণী গৃহাগত ব্যক্তিগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, বীর্য্য ও শ্রীবৃদ্ধির কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও রুক্মিণীর বুদ্ধি, লক্ষণ, ঔদার্য্য, রূপ, গুণ ও শীলের পরিচয় পাইয়া তাহাকেই আপনার যোগ্য পাত্রী জ্ঞানে বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করেন। ভীষ্মক-পুত্রগণ প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণকরে ভগিনী সম্প্রদানের ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী জ্যেষ্ঠ রুক্মী প্রতিবাদী হইলেন। তিনি ভ্রাতাদিগকে তাহাদের সঙ্কল্প হইতে নিবারিত করিয়া নিজের মতানুসারে চেদিপতি শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। সুনয়না রুক্মিণী এই সংবাদ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জনৈক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া দৌবারিক-সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট নীত হইলেন; দেখিলেন,—কৃষ্ণ কনকাসনে বসিয়া আছেন; ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণ দেখিয়া সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজাসনে বসাইয়া দেবগণকৃত নিজ পূজার ন্যায় পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণের ভোজনব্যাপার সমাধা হইল; তখন তিনি সুস্থ হইয়াছেন মনে করিয়া সাধুজন-শরণ্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পাদসম্বাহন করিতে করিতে 'আস্তে আস্তে' জিজ্ঞাসিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বদা প্রসন্নমনে বৃদ্ধসম্মত ধর্ম্মানুষ্ঠান আপনার হইতেছে ত'? ব্রাহ্মণ যদি স্বধর্ম্মচ্যুত না হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে জীবন ধারণ করিতে পারে, তাহা হইলে ধর্ম্মই তাঁহার নিখিল অভীষ্ট পূরণ করিয়া দেন। অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ দেবেন্দ্র হইয়াও উত্তম উত্তম লোক লাভ করিতে পারেন না। যিনি সন্তুষ্ট, তিনি অকিঞ্চন হইয়াও পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে থাকেন। যাঁহারা স্বল্প-লাভে সন্তুষ্টচিত্ত, সেই সকল সাধুচরিত্র ভূতহিতরত নিরভিমান ব্রাহ্মণদিগকে আমি অবনত-মস্তকে বারম্বার প্রণাম করি। যাহা হউক, ব্রহ্মন্! আপনাদের কুশল ত'? যে রাজার রাজ্যমধ্যে প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া সুখে বাস করে, সেই রাজা আমার প্রীতি-পাত্র। আপনি যে অভিপ্রায়ে সমুদ্র পার হইয়া দ্বারকায় আগমন করিয়াছেন, উহা গোপনীয় না হইলে, আমার নিকট প্রকাশ করিতে পারেন। বলুন, আমরা আপনার কোন কার্য্য সাধন করিব?

লীলা বিগ্রহধারী হরি ব্রাহ্মণকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। রুক্মিণী নিভৃতে ব্রাহ্মণের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ এইবার

সেই পত্রের মুদ্রা উদ্‌ঘাটন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেই প্রেমচিহ্ন দেখাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি-ক্রমে নিজেই উহা পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই পত্রে লিখিত ছিল,—হে ভুবনসুন্দর! আপনার গুণ-রাশি কর্ণকুহর-পথে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রোতৃবর্গের অঙ্গতাপ প্রশমিত করে। আপনার রূপ—দৃষ্টিশক্তিশালী ব্যক্তিগণের দৃষ্টির নিখিল অর্থের লাভস্বরূপ। আপনার সেই রূপগুণের কথা শুনিয়া অবধি নির্লজ্জচিত্ত আমার আপনাতেই আসক্তি হইয়াছে। হে মুকুন্দ! রূপ, গুণ, কুল, শীল, বিদ্যা, বয়ঃক্রম, দ্রব্যসম্পত্তি ও প্রভাবাতি-শয্যে আপনার তুলনা মিলে না,—আপনি নিজেই নিজের তুলনা। হে নরবর! আপনা হইতেই লোকের আনন্দলাভ হয়। এ জগতে কে এমন রূপ-গুণবতী ললনা আছে, যে বিবাহকাল উপস্থিত হইলে আপনাকে না পতিত্বে বরণ করিতে চায়? হে বিভো! এই জন্যই আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি। অতএব আমার প্রার্থনা, আপনি এইস্থানে উপস্থিত হইয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। হে কমলনয়ন! শৃগাল যেন সিংহের ভাগ গ্রহণ করিতে না পারে,—চেদিপতি শিশুপাল যেন অগ্রে আসিয়া বীরের অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। আমি যদি পূর্ত্ত, ইষ্ট, দান, নিয়ম ব্রত এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অর্চ্চনাদি করিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে দম-ঘোষনন্দন শিশুপাল প্রভৃতি কেহই আমাকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করিতে পারিবে না। গদাগ্রজ অবিলম্বে আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন। হে অপরাজিত! আগামী কল্য বিবাহদিন স্থির হইয়াছে; অতএব আজই আপনি প্রথমটা গোপনে আগমন করুন, পরে সেনাপতিগণে উন্নীত হইয়া চেদি ও মগধ-রাজের সেনাদল মন্থন করিয়া বীর্য্য-শুল্ক দানে রাক্ষসবিধানে আমাকে বিবাহ করুন। আপনি বলিতে পারেন, তুমি অন্তঃপুরবাসিনী; তোমার বন্ধুবর্গের বিনাশ সাধন না করিয়া কিরূপে তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি? ইহার একটা উপায় বলিতেছি। আমাদের কুলপ্রথা এই যে, বিবাহের পূর্ব্বে মহাসমারোহে কুলদেবতাযাত্রা করিতে হয়। ঐ যাত্রায় নব বধূ পুরীর বহির্ভাগস্থিতা অম্বিকাদেবীর মন্দিরে গমন করিয়া থাকে। হে নলিনাক্ষ! উমাপতি-তুল্য মহানুভব ব্যক্তিগণ আত্মার অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত আপনার যে চরণরজঃকণা প্রার্থনা করেন, আমি যদি আপনার সেই প্রসাদকণিকা লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রতকৃশা হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব; শতজন্মাবসানেও আপনার অনুগ্রহ পাইতে পারিব।

আগন্তুক ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে যদুকুলশ্রেষ্ঠ আমি এই সকল সংবাদ লইয়া আসিয়াছি; এক্ষণে বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, সত্বর করুন।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর প্রেরিত সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া হস্তদ্বারা ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করিলেন এবং সহাস্য-আস্যে ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! রুক্মিণীর প্রতি আমার চিত্তও এইরূপই আসক্ত; তাই রাত্রে আমি নিদ্রা যাই না। রুক্মী যে বিদ্বেষবশতঃ বিবাহের প্রতিবন্ধকতা ঘটায়াছে, তাহা আমার অবিদিত নাই। সে যাহা হউক, আমি যুদ্ধে সেই সকল ক্ষত্রিয়াধমকে দলিত-মথিত করিয়া মৎপরায়ণ অনিন্দ্যসুন্দরী রুক্মিণীকে, কাষ্ঠ হইতে অগ্নিশিখার ন্যায়, অচিরেই আনয়ন করিব। কৃষ্ণ জানিলেন, আগামী পরশ্ব দিন রুক্মিণীর বিবাহ হইবে। ইহা জানিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সারথি দারুককে ডাকিয়া বলিলেন,—সারথে! সত্বর রথ যোজনা কর। আজ্ঞামাত্র দারুক শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয়-যোজিত রথ আনয়ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণ-সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই রথে ব্রাহ্মণকে আরোহণ করাইয়া পরে নিজে আরোহণ করিলেন এবং দ্রুতগামী অশ্বচতুষ্টয়ের সাহায্যে একরাত্র মধ্যেই আনর্ত্ত দেশ হইতে বিদর্ভে গিয়া পৌঁছিলেন।

এদিকে বিদর্ভরাজ ভীষ্মক জ্যেষ্ঠ পুত্র রুক্মীর স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া চেদিপতি শিশুপালকেই কন্যা-সম্প্রদানে মনস্থ করিয়াছিলেন; তাই বিবাহবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করাইলেন। ভীষ্মকের রাজধানীর নাম কুণ্ডিন। বিবাহ উপলক্ষে এই কুণ্ডিন নগরের প্রশস্ত রাজপথ, ক্ষুদ্রপথ ও চত্বর সকল জল-সিক্ত ও মার্জ্জিত হইল; নগরের নানা স্থানে ধ্বজ-পতাকা উড্ডীন ও বিবিধ তোরণ নির্ম্মিত হইল।—নগর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নগরের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মাল্য, চন্দন, আভরণ ও নির্ম্মল বসনে সুসজ্জিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। সুপরিষ্কৃত সুন্দর গৃহগুলি অগুরুগন্ধে আমোদিত হইল।

হে নৃপ! রাজা ভীষ্মক যথাবিধি দেব-পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন। ব্রাহ্মণেরা যথোচিত মঙ্গল-বাচন করিতে লাগিলেন। শোভনাঙ্গী রুক্মিণী তখন উত্তমরূপে স্নান করিয়া কৃত-কৌতুকমঙ্গলা হইয়া নব বসন ও মনোরম অলঙ্কার-নিকরে বিভূষিতা হইলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ঋক্, যজুঃ ও সাম মন্ত্রে কন্যার রক্ষা বিধান করিলেন। অথর্ব্ব-বেদবিৎ পুরোহিত গ্রহ-শান্তির নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন। নৃপবর ভীষ্মক ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গুরমিশ্র তিল ও ধেনুসকল দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে চেদিরাজ দমঘোষ মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণদ্বারা সন্তানের মঙ্গলোচিত সমস্ত কার্য্য করাইলেন; পরে মদমত্ত মাতঙ্গগণ, স্বর্ণমাল্য-মণ্ডিত রথনিচয়, পদাতিক ও অশ্ববৃন্দে পরিবৃত সৈন্য-সমূহে বেষ্টিত হইয়া কুণ্ডিন নগরে গমন করিলেন। বিদর্ভপতি ভীষ্মক অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যুদ্-গমন ও অভিবাদন করিলেন। চেদিপতির জন্য বাসভবন পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল; বিদর্ভরাজ তাঁহাদিগকে সেই স্থানেই লইয়া গেলেন। তথায় শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ ও পৌণ্ড্রক প্রভৃতি চেদিপতিপক্ষীয় সহস্র সহস্র রাজা আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। শিশুপালই যাহাতে ভীষ্মক-দুহিতার পাণিপীড়ন করিতে পারেন, ইহাই রাম-কৃষ্ণদ্বেষী রাজগণের এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য। এই কৃষ্ণদ্বেষী রাজগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়াছিল যে, কৃষ্ণ যদিও বলরামাদি যাদবগণের সহিত আসিয়া কন্যাহরণে

উদ্যত হয়, তাহা হইলে আমরা সকলে মিলিয়াই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। এইরূপ স্থির করিয়াই তাহারা স্ব স্ব বল-বাহন লইয়া কুণ্ডিন নগরে আগমন করিল।

বিপক্ষপক্ষের এইরূপ উদ্যম, এদিকে কৃষ্ণ একাকী কন্যাহরণে প্রস্থিত—এই সকল সংবাদ শুনিয়া প্রভু বলরাম বিবাদের আশঙ্কায় ভ্রাতৃস্নেহে পরিপ্লুত হইয়া তদীয় সাহায্যার্থ গজ, অশ্ব, রথ, ও পদাতি-পরিবৃত মহতী সেনা সমভিব্যাহারে কুণ্ডিন নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভীষ্মকনন্দিনী শ্রীহরির জন্যই উৎকণ্ঠিতা; সূর্য্যোদয় হইয়াছিল, অথচ সেই প্রেরিত ব্রাহ্মণের কোনই উদ্দেশ নাই। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! রাত্রি প্রভাত হইলেই ত' এই মন্দভাগিনীর বিবাহ সন্নিকট, কিন্তু সেই পদ্মপলাশ-লোচন এখনও অনুপস্থিত; ইহার কারণ কিছুই বুঝিতেছি না। ব্রাহ্মণ সংবাদ লইয়া গেলেন, তিনিও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। চির-অনিন্দিত শ্রীকৃষ্ণ কি আমার নিন্দার কিছু শুনিয়াছেন? এই জন্যই কি আমার পাণিগ্রহণে উদ্যোগী হইতেছেন না? আমি মন্দভাগিনী, বিধাতা আমার বাম; শৈলনন্দিনী সতী গৌরী দেবী কি আমার অনুকূলা নহেন? শ্রীকৃষ্ণা-পহৃতচিত্তা কালাভিজ্ঞা রাজবালা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ নয়নযুগল নিমীলন করিলেন।

রাজন্! ভীষ্মক-দুহিতা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন—ইতিমধ্যে সহসা তাহার মঙ্গলসূচক বাম উরু, বাম বাহু ও বাম নেত্র স্পন্দিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণাদিস্ট সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজনন্দিনী রুক্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লক্ষণাভিজ্ঞা সাধুশীলা রুক্মিণী ব্রাহ্মণের গতি অব্যগ্র ও বদন উৎফুল্ল দেখিয়া কতকটা আশ্বস্তমনে তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। এই বলিয়া, কৃষ্ণ যে ভাবে রুক্মিণীকে লইয়া যাইবেন, সে কথাও তিনি খুলিয়া বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমন-সংবাদ পাইয়া বিদর্ভনন্দিনীর মন আনন্দিত হইল। তিনি তখন নিকটে অন্য কোন প্রিয় বস্তু না দেখিয়া সংবাদদাতা ব্রাহ্মণকে পুনঃ পুনঃ প্রণামই করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণকে প্রভূত ধনসম্পত্তি প্রদান করিলেন।

বিদর্ভরাজ শুনিলেন, তাঁহার কন্যার বিবাহোৎসব দর্শনে সমুৎসুক হইয়া রাম-কৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন। এ সংবাদ শুনিয়া তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য পূজোপহার লইয়া অগ্রসর হইলেন। তৎকালে তুরীর ধ্বনি হইতে লাগিল। রাজা ভীষ্মক মধুপর্ক, বিশুদ্ধ বসন ও রম্য রম্য কাম্য উপায়ন সকল প্রদান করিয়া যথাবিধি তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। বলরাম সৈন্য ও অনুচর-বৃন্দে পরিবৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। বিদর্ভরাজ সেই যদুবীরের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া যথোচিত অতিথি-সৎকার করাইলেন। এইরূপে রাজা ভীষ্মক বীর্য্য বল ও গৌরবানুসারে প্রত্যেক অভ্যাগত ব্যক্তি-কেই অভীষ্ট বস্তু দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, শুনিতে পাইয়া বিদর্ভনগরবাসী জনগণ নেত্রাঞ্জলি যোগে তাঁহার মুখ-পদ্ম পান করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—আমাদের রাজনন্দিনী রুক্মিণীই ইঁহার ভার্য্যা হইবার যোগ্য; এ যোগ্যতা অন্য কামিনীর নাই। অপিচ, ওই অনিন্দিতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই রাজকন্যার যোগ্য পাত্র। আমাদের যদি কিছু সুকৃতি সঞ্চয় থাকে, তবে ঐ ত্রিলোককর্ত্তা তাহা-দ্বারা তুষ্ট হইয়া আমাদের রাজনন্দিনীর পাণিপীড়ন করিয়া অনুগৃহীত করুন।

পুরবাসিগণ প্রেমাশ্রুপূর্ণ হইয়া এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজকন্যা রুক্মিণী রক্ষী-সৈন্যদলে পরিবৃতা হইয়া অন্তঃপুর হইতে অম্বিকা মন্দিরে যাত্রা করিলেন। বর্ম্মাচ্ছাদিত বীর রাজ-

সৈন্যদল তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া চলিল। রুক্মিণী সখীগণ ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে মৌনাবলম্বনে মুকুন্দের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে ভবানীর চরণারবিন্দ-দর্শনার্থ যেমন পাদসঞ্চার করিলেন, অমনি তুরী, ভেরী, শঙ্খ, ও মৃদঙ্গ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বহু সহস্র রাজ-বণিতা অম্বিকা-পূজার্থ বিবিধ পূজোপহার লইয়া চলিল; ব্রাহ্মন-পত্নীগণ মাল্য, চন্দন ও বস্ত্রাভরণ লইয়া রাজনন্দিনী রুক্মিণীকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন। গায়ক, বাদক এবং সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্তুতিগীতি করিতে করিতে চারিদিকে দলবদ্ধ হইয়া চলিল! রাজকুমারী দেবালয়ে উপনীত হইয়া হস্তপদ প্রক্ষালনান্তে পবিত্র ও সংযতভাবে অম্বিকা-সমীপে গমন করিলেন। সমভিব্যাহারিণী জনৈকা বর্ষীয়সী বিধিজ্ঞা ব্রাহ্মণী রাজকুমারীকে দিয়া ভব-ভবানী পূজা করাইলেন। রাজকন্যা কহিলেন,—হে দেবি অম্বিকে! তুমি মঙ্গলময়ী; আমি তোমাকে এবং তোমার গণেশাদি সন্তানদিগকে নমস্কার করি। মা, তুমি অনুমোদন কর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যেন আমার পাণিগ্রহণ করেন। এই বলিয়া কুমারী রুক্মিণী পাদ্য, অর্ঘ্য, মাল্য, চন্দন, ধূপ, দীপ, বসন, ভূষণ ও নৈবেদ্যাদি বিবিধ-পূজা-সামগ্রী একে একে নিবেদন করিয়া অম্বিকার অর্চ্চনা করিলেন; পৃথক্ ভাবে দীপমালা নিবেদিত হইল। যে সকল সধবা ব্রাহ্মণপত্নী রাজনন্দিনীর সঙ্গিনী হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহারাও ঐ সকল দ্রব্য এবং লবণ, অপূপ, তাম্বুল, কণ্ঠসূত্র, ফল। ও ইক্ষুদ্বারা অম্বিকার অর্চ্চনা করিলেন। অতঃপর-স্ত্রীগণ রুক্মিণীকে নির্ম্মাল্য অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কুমারী রুক্মিণী দেবীকে নমস্কার করিয়া পরে ব্রাহ্মণপত্নীকেও নমস্কার করিলেন এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লইয়া মৌনভাব পরিহারপূর্ব্বক সহচরীসঙ্গে অম্বিকা-মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অতি বড় ধীরপ্রকৃতি ব্যক্তিরও মোহ জন্মিত। তিনি সুনিতম্বশালিনী, তদীয়, বদন কুণ্ডলপ্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল; তখনও তিনি রজোদর্শন করেন নাই। তাঁহার নিতম্বতটে কাঞ্চন-কাঞ্চী শোভিত ছিল, স্তনযুগল কিঞ্চিদুদ্‌ভিন্ন হইয়াছিল, নয়নদ্বয় যেন কুণ্ডলভয়ে ভীত হইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছিল; বদন সুনির্ম্মল হাস্য-রেখায় রঞ্জিত এবং দন্তমুকুল বিম্বাধরের কান্তিচ্ছটায় রক্তাভ হইতেছিল। তিনি কলহংসগমনে শনৈঃ শনৈঃ পাদসঞ্চার করিতেছিলেন; সুশোভন শব্দায়মান নূপুর-প্রভায় তদীয় পদযুগ্ম-শোভিত হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তদুদ্‌ভাবিত কাম-মোহিত হইয়া যশস্বী বীরগণও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অশ্ব, গজ ও রথারূঢ় রাজন্যগণ রুক্মিণীর উদার হাস্য ও সলজ্জ দৃষ্টিপাতে হৃতচিত্ত হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমূঢ়বৎ ভূপতিত হইতে লাগিলেন। রুক্মিণী গমনচ্ছলে তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্যরাশি শ্রীহরিকে অর্পণ করিতেছিলেন। তিনি অলকাবলি উত্তোলন করিয়া সলজ্জ কটাক্ষবিক্ষেপে উপস্থিত নরপতিগণকে এবং অচ্যুতকেও অবলোকন করিতে লাগিলেন!

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! রুক্মিণী রথারোহণের উপক্রম করিতেছিলেন—এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শক শত্রুমণ্ডলীর সমক্ষেই তাঁহাকে স্বীয় গরুড়ধ্বজ রথে তুলিয়া লইলেন এবং ক্ষত্রিয়বৃন্দকে পরাভূত করিয়া রুক্মিণীকে হরণ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ফেরুপালের মধ্য হইতে, ভাগহারী সিংহের ন্যায় অগ্রজ বলরামকে অগ্রে করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। জরাসন্ধাদি অভিমানী শত্রুগণ নিজেদের সেই পরাভব ও অপযশ সহ্য করিতে না পারিয়া আক্রোশভরে কহিল,—অহো! ধিক্ আমাদিগকে; মৃগপাল সিংহের বলি অপহরণ করিল; আজ গোপগণ কি না ধনুর্দ্ধারী হইয়া আমাদের যশোহরণ করিয়া লইল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! জরাসন্ধাদি রাজগণ তখন ঐরূপে আক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধ ভরে বর্ম্মপরিধানান্তে স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিল। এবং স্ব স্ব সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া শরাসনহস্তে শত্রু-পক্ষে পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সেনাযূথপতি যাদবগণ নিজ নিজ ধনুকে টঙ্কার দিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। অস্ত্র-শস্ত্রাভিজ্ঞ শত্রু রাজগণ অশ্বে, গজে ও রথে আরোহণ করিয়া পর্ব্বতোপরি মেঘবৃন্দের বারিবর্ষণের ন্যায় যাদব-সৈন্যোপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিল। স্বামীর সৈন্যদল বিপক্ষশরে আচ্ছন্ন হইল দেখিয়া রুক্মিণীর নয়নযুগল বিহ্বল হইল; তিনি সলজ্জদৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে তাকাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—অয়ি সুনয়নে! ভীত হইও না; তোমার পক্ষের বল-দ্বারা এই শত্রুবল এখনই নষ্ট হইয়া যাইবে। গদ ও সঙ্কর্ষনাদি বীরগণ শত্রুসৈন্যের সেই আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া নারাচ-দ্বারা অশ্ব গজ ও রথোপরি প্রহার করিতে লাগিলেন। গজ, অশ্ব ও রথস্থিত যোদ্ধৃমণ্ডলীর কিরীট কুণ্ডলসমূহ উষ্ণীষমণ্ডিত মস্তক এবং গদা, অসি ও শরাসনধারী হস্ত, প্রকোষ্ঠ উরু ও অঙ্ঘ্রি সকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। অশ্ব, অশ্বতর, হস্তী, উষ্ট্র ও পদাতিদিগের পতিত মস্তকসমূহে ভূতল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। যাদবগণ জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া শত্রুপক্ষীয় সৈন্যসামন্ত মথিত করিতে লাগিলে, জরাসন্ধপ্রমুখ নরপতিগণ সমরে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল।

এদিকে শিশুপাল হৃতদার ব্যক্তির ন্যায় কাতর, নষ্টপ্রভ ও নিরুৎসাহ হইয়া শুষ্কবদনে অবস্থান করিতেছিল। পলায়িত রাজগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—ওহে রাজপ্রবর! মানসিক উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ কর। রাজন্! দেহধারীদিগের ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট চির স্থির নহে। কাষ্ঠময়ী কামিনী যেমন কুহ-কীর ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে, দেহীও তেমনি ঈশ্বরাধীন হইয়া সুখ-দুঃখের ভিতর বিচরণ করিয়া থাকে। আমি জরাসন্ধ, ত্রয়োবিংশতি অনীকিনী লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সপ্তদশ বার যুদ্ধ করিয়াছি—সকল বারেই পরাজিত হইয়াছি, কেবল একটী মাত্র যুদ্ধে কৃষ্ণ আমার নিকট পরাজিত হইয়াছে। আমি কখনও জয়-পরাজয়ে হর্ষ বা শোক প্রকাশ করি নাই। হে নৃপ! দৈবপ্রেরিত কাল এই বিশ্ব-সংসার আক্রমণ করিয়া আছে। কৃষ্ণপালিত যাদবগণ স্বল্প সৈন্য লইয়া আসিয়াছিল, অথচ বিপুল বীর-বাহিনীর অধিপতি আমরা সকলেই অদ্য তাহাদের নিকট পরাজিত হইলাম! কাল অধুনা শত্রুগণের অনুকূল, তাই তাহারা বিজয়-শ্রী লাভ করিল; কিন্তু কাল যখন আবার আমাদের অনুকূল হইবে, তখন আমরাই জয়লক্ষ্মী লাভ করিতে পারিব।

শিশুপাল মিত্ররাজগণের প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা পাইয়া স্বীয় অনুচর-সহচর সহ নিজ নগরে যাত্রা করিল। হতাবশিষ্ট অন্যান্য রাজগণও নিজ নিজ-নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী ভগিনীর এই রাক্ষস-বিবাহ সহ্য করিতে না পারিয়া অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করিল। ক্রোধনস্বভাব রাজা রুক্মী এই ব্যাপারে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কবচ ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক রাজগণ-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—আমি সত্য করিতেছি, কৃষ্ণকে সংহার ও ভগিনীকে উদ্ধার না করিয়া আমি

আর কুণ্ডিন নগরে প্রত্যাগমন করিব না। এই বলিয়া রুক্মী রথারোহণ করিল এবং ত্বরান্বিত হইয়া সারথিকে বলিল,—কৃষ্ণ যেদিকে গিয়াছে, রথাশ্ব সকল সেই দিকেই পরিচালিত কর; আমি তাহার সহিতই যুদ্ধ করিব। দুর্ম্মতি গোপ-নন্দন বীর্য্যমদে গর্ব্বিত হইয়া ভগিনীকে আমার হরণ করিয়াছে; আমি নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিয়া আজ তাহার সেই বীরত্ব-গর্ব্ব চূর্ণ করিব।

মহারাজ! দুর্ম্মতি রুক্মী ঈশ্বরের পরিমাণ জানিত না; সেই জন্যই এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে একরথারোহী রুক্মী কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, —রে যদুকুল-পাংসন! থাক্ থাক্, কাককৃত ঘৃতহরণের ন্যায় তুই আমার ভগিনীকে অপহরণ করিয়াছিস্; এক্ষণে কোথায় যাইবি? আজ তোর গর্ব্ব চূর্ণ করিব; তুই কেমন কূটযোদ্ধা—কেমন মায়াবী, তাহা আজ দেখিয়া লইব। যদি জীবনে সাধ থাকে, তবে আমার বাণাঘাতে নিহত হইবার পূর্ব্বেই আমার ভগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যা। রুক্মী এই বলিয়া তিনটা শর শ্রীকৃষ্ণের গাত্রে নিক্ষেপ করিল! শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং বাণক্ষেপে রুক্মীর ধনুচ্ছেদন করিয়া ছয় শরে তাহাকে, আট বাণে তাহার রথাশ্ব-দিগকে, তিন বাণে ধ্বজদণ্ডকে ও দুই বাণে তদীয় সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রুক্মী তখন অপর ধনু গ্রহণ করিয়া পঞ্চ বাণে শ্রীকৃষ্ণকে আহত করিল। বাণাহত অচ্যুত শরনিকর বর্ষণ-দ্বারা রুক্মীর এই দ্বিতীয় ধনুও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রুক্মী আবার অন্য ধনু গ্রহণ করিল; অচ্যুত আবার তাহা ছেদন করিলেন! ক্রমে রুক্মী পরিঘ, পট্টিশ, তোমর, শূল, চর্ম্ম, অসি ও শক্তি প্রভৃতি যে যে অস্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল, শ্রীহরি একে একে সমস্তই ছেদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে রুক্মী রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত খড়্গ-হস্তে তাঁহার দিকে ছুটিল।—পতঙ্গ যেন বহ্নি-অভিমুখে ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বাণপ্রহারে রুক্মীর হস্তস্থিত খড়্গ তিল তিল পরিমাণে ছেদন করিলেন এবং নিজেও খড়্গ হইয়া তাহার মস্তক-ছেদনে উদ্যত হইলেন। ভ্রাতৃবধের উপক্রম দেখিয়া ভয়বিহ্বলা রুক্মিণী স্বামীর পদযুগলে পতিত হইলেন এবং কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—হে যোগেশ্বর! হে দেবদেব! হে জগদীশ! আমার ভ্রাতাকে বধ করিবেন না।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! ত্রাসে রুক্মিণীর দেহ কম্পিত, বদন বিশুষ্ক ও কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল; বিক্লবতা-হেতু তদীয় হেম-কণ্ঠমালা খসিয়া পড়িল। এই অবস্থায় পতির পদযুগল গ্রহণ করায় শ্রীকৃষ্ণ দয়াপরবশ হইয়া বধে বিরত হইলেন, কিন্তু অপকারী রুক্মীকে তিনি ছাড়িলেন না; তাহাকে বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার শ্মশ্রু-কেশ অসম্পূর্ণ-ভাবে মুড়াইয়া দিলেন। করিগণ যেমন কমলবন দলন করে, যদুবীরগণ তৎকালে উদ্ধত শত্রুসৈন্যদিগকে তেমনি মর্দ্দন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলেন এবং রুক্মীকে সে অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। বলরামের দয়া হইল; তিনি রুক্মীকে তদবস্থায় মৃতপ্রায় দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—কৃষ্ণ! কাজটা অন্যায় হইয়াছে; বন্ধুজনের শ্মশ্রু কেশ মুণ্ডন, তাহাকে বিরূপ-করণ বা তাহার বধ-সাধন আমাদের পক্ষে নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই। পরে রুক্মীণীকেও সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মাতঃ! ভ্রাতার বৈরাগ্য সম্পাদন করা হইয়াছে বলিয়া তুমি আমাদের প্রতি বিরূপা হইও না। কেহ কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দান করিতে পারে না; কেন না, মনুষ্যগণ নিজ নিজ কর্ম্ম ফলই ভোগ করিয়া থাকে। কৃষ্ণর প্রতি কহিলেন,—দেখ বন্ধু-জন প্রাণদণ্ডভোগের অপরাধী হইলেও তাহার প্রাণ-বধ কর্ত্তব্য নহে। ভ্রাতঃ! যে নিজের দোষেই নিহত,

তাহাকে কি আর পুনরায় বধ করিতে হয়? অয়ি ভীষ্মকনন্দিনী! ইহাই ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম, প্রজাপতি এই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা অতি দারুণ ধর্ম্ম, ইহাতে ভ্রাতাও ভ্রাতাকে বধ করিতে দ্বিধা বোধ করে না; সুতরাং এই ধর্ম্মসেবী আমরা সম্পূর্ণই নিরপরাধ। ঐশ্বর্য্য-মদগর্ব্বিত মানবেরাই রাজ্য, ধন, ভূমি, লক্ষ্মী, মান তেজ বা অন্যান্য কারণে মানী ব্যক্তির তিরস্কার করিয়া থাকে। অয়ি সাধ্বি! তোমার যে যে ভ্রাতা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অনিষ্টাচরণ করে, তুমি অপণ্ডিতার ন্যায় তাহাদেরই মঙ্গল কামনা কর; অতএব তোমার বুদ্ধি অভ্রান্ত বলা যায় না। দেহাত্মবাদী মনুষ্যদিগের, ইনি মিত্র, ইনি শত্রু, ইনি উদাসীন—এইরূপ যে আত্মমোহ আছে, উহা দৈবী-মায়াদ্বারাই বিরচিত; নিখিল দেহারই অন্তরে সেই একমাত্র বিশুদ্ধাত্মা বিরাজমান। যেমন জলে চন্দ্র ও ঘটাদিতে আকাশের বহুত্ব উপলব্ধি হয়, তেমনি মূঢ় ব্যক্তিগণের বুদ্ধিতেই তাহার নানাত্ব ধারণা হইয়া থাকে। অধিভূত অধ্যাত্ম ও অধিদৈব এই ত্রিবিধাত্মক দেহ আদি ও অন্তযুক্ত; ইহা অবিদ্যার কর্ত্তৃত্বে সংহার দশায় আত্মায় রচিত হইয়া দেহাকে লইয়া যায়। যেমন চক্ষু ও রূপের বিকাশ সূর্য্য হইতে হয়, সেইরূপ অধিভূতাদির প্রকাশ আত্মা হইতেই হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ সকল অসৎ বস্তুর সহিত আত্মার সংযোগ বা বিয়োগ কিছুই নাই। জন্মাদি আত্মার নহে, উহা দেহেরই বিকার মাত্র। অতএব, হে শুচিস্মিতে! আত্মার অন্তক ও মোহজনক অজ্ঞান হইতে যে শোকের উৎপত্তি, সে শোক তুমি জ্ঞানবলে নষ্ট করিয়া সুখভাগিনী হও।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! অণুগাত্রী রুক্মিণী বলরামের নিকট এইরূপ প্রবোধ পাইয়া মানসিক দুঃখ পরিত্যাগ করিলেন; বুদ্ধিবলে তদীয় মন স্থিরীকৃত হইল। রুক্মীর বল ও প্রভাব সমস্তই শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইয়া গেল, কেবল প্রাণটী মাত্র রহিল; সুতরাং রুক্মীর অভীষ্ট পূর্ণ হইল না। দুর্ম্মতি রুক্মী রোষবশে বলিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ-বধ ও ভগিনী রুক্মিণীকে উদ্ধার না করিয়া আমি আর কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না। এই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হওয়ায় সে আর কুণ্ডিনে প্রবেশ করিল না; ভোজকট নামে একটি পুরী নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই বাস করিতে লাগিল।

হে কুরুবর! অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মক-দুহিতাকে স্বীয় নগরে আনয়ন করিয়া যথাবিধি বিবাহ করিলেন। হে নৃপ! শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের অতীব প্রিয়জন ছিলেন; সুতরাং তৎকালে তাহাদের গৃহে গৃহে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। নর-নারীগণ মার্জ্জিত মণিকুণ্ডল সকল পরিয়া বিচিত্র-বসনপরিহিত বধূবরকে যৌতুক দিবার নিমিত্ত সানন্দে নানা সামগ্রী আনয়ন করিতে লাগিলেন। সেই যাদবনগরী তৎকালে উচ্চ্রিত ইন্দ্রধ্বজ, বিচিত্র মাল্য, বস্ত্র ও রত্নতোরণ-সমূহে সুসজ্জিত হইল; লাজ, দূর্ব্বা, পুষ্প ও পল্লবাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য, পূর্ণকুম্ভ, অগুরু, ধূপ ও দীপসকল দ্বারা পুরী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এই বিবাহে বহু বন্ধু-রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের মদমত্ত মাতঙ্গবৃন্দের মদধারায় পুরীর প্রশস্ত প্রশস্ত পথ সিক্ত হইতে লাগিল। কদলী ও পূগতরু প্রতি দ্বারে রোপিত হইয়া পুরীর চমৎকার শোভা সম্পাদন করিল। পুরীমধ্যে পুরু, সৃঞ্জয়, কেকয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তি-বংশীয়েরা ঔৎসুক্য-বেশে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন,—পরস্পর সানন্দে মিলিত হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই রুক্মিণী-হরণবার্ত্তা গীত হইতে লাগিল; তচ্ছ্রবণে রাজা ও রাজন্যগণ চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। মহারাজ! লক্ষ্মী-রূপিণী রুক্মিণী যখন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত হইলেন, তখন আর পুরবাসিগণের আনন্দের অবধি রহিল না!

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—নৃপবর! বাসুদেবাংশ কামদেব পূর্ব্বে হর-কোপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি এক্ষণে দেহলাভার্থ পুনরায় বাসুদেবকেই আশ্রয় করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণবীর্য্যে রুক্মিণীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হইলেন। প্রদ্যুম্ন পিতা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন হইলেন না। কামরূপী শম্বরাসুর প্রদ্যুম্নকে নিজের শত্রু বলিয়া জানিতে পারিয়া বাল্য কালেই তাঁহাকে হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল। একটা বলবান্ মৎস্য ঐ বালককে গ্রাস করিয়াছিল। অনন্তর অন্যান্য মৎস্যের সহিত ঐ মৎস্য ধীবরদিগের বৃহৎ জালে জড়িত হইয়া ধৃত হইয়াছিল। মৎস্যজীবী ধীবরেরা ঐ মৎস্যটা শম্বরাসুরকেই উপহার প্রদান করিল। শম্বরের পাচকগণ উহাকে মহানসে লইয়া গিয়া ছুরিকা-দ্বারা কর্ত্তন করিলে, উহার উদরে এক বালক দৃষ্ট হইল। তখন তাহারা উহাকে পাচিকা মায়াবতীর হস্তে অর্পণ করিল। ঐ বালক দর্শনে মায়াবতীর মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল; দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে বালকের উৎপত্তি ও মৎস্য-উদরে প্রবেশ—ইত্যাদি তত্ত্ব বুঝাইয়া বলিলেন।

রাজন্! এই মায়াবতীই কামপত্নী রতি; ইনি ভস্মীভূত স্বামীদেহের পুনরুৎপত্তির প্রতিক্ষা করিতেছিলেন। শম্বরাসুর ইহাকে পাচিকার পদে নিযুক্ত করিয়াছিল। মায়াবতী যখন জানিতে পারিলেন, ঐ শিশুই কামদেব, তখন তিনি তৎপ্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরেই কৃষ্ণ-নন্দন প্রদ্যুম্ন যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়া দর্শনকারিণী রমণীদিগের বিভ্রম জন্মাইতে লাগিলেন। রতি মায়াবতী সলজ্জ-হাস্যচ্ছটা প্রকাশ করিয়া পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; দেখিলেন—কি চমৎকার ভুবন-সুন্দর নরবর! কি আজানুলম্বিত বাহু! কি বা কমলদল-তুলিত আয়ত নেত্র! কৃষ্ণ-নন্দন ভগবান্ প্রদ্যুম্ন মায়াবতীকে দেখিয়া বলিলেন,—মাতঃ! তোমার মতি বিকৃত হইয়াছে; তুমি মাতৃভাব ছাড়িয়া দিয়া কামিনীর ন্যায় অবস্থান করিতেছ। রতি কহিলেন,—তুমি নারায়ণ-নন্দন। শম্বর তোমাকে হরণ করিয়া-আনিয়াছে; আমিই যে তোমার অধিকৃতা পত্নী! প্রভু হে, আমি রতি,—তুমি কাম। তোমার বাল্যাবস্থায় শম্বরাসুর তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে; পরে এক মৎস্য তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। মৎস্যজীবিগণের হস্তে ঐ মৎস্য ধৃত হয়; পরে তাহারই উদরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই শম্বর শত শত মায়াভিজ্ঞ, এ অসুর তোমার দুরন্ত শত্রু; ইহাকে মোহনাদি মায়া-বলে অচিরে বিনাশ কর। পুত্রনাশে তোমার মাতা বিবৎসা গাভীর ন্যায় স্নেহাকুল হইয়া কুররীর ন্যায় কাঁদিতেছেন।

মায়াবতী এই সকল কথা কহিয়া সকল মায়া-নাশিনী মহামায়া বিদ্যা প্রদ্যুম্নকে প্রদান করিলেন। প্রদ্যুম্ন শম্বর-সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং অসহ্য বাক্যে তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই-ভাবে উভয়ের মধ্যে কলহ আরম্ভ হইল। কটুকথায় তিরস্কৃত শম্বর পদাহত সর্পের ন্যায় কোপ-রক্তনেত্র হইয়া উঠিল। সে গদাহস্তে বহির্গত হইল এবং সবলে গদা ঘূর্ণন করাইয়া প্রদ্যুম্নের প্রতি নিক্ষেপ করিল; উহাতে বজ্রনির্ঘাত-তুল্য কঠোর শব্দ উত্থিত হইল। ভগবান্ প্রদ্যুম্ন স্বীয় গদাদ্বারা সেই শাম্বরী গদা প্রতি-হত করিলেন এবং সক্রোধে উচ্চ সিংহনাদ করিয়া শত্রু শম্বরের প্রতি নিজ গদা নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই অসুর ময়দানব-প্রদর্শিত আসুরী মায়ার

আশ্রয় লইল এবং আকাশে থাকিয়া কৃষ্ণ-নন্দনের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহারথ প্রদ্যুম্ন প্রস্তর-বর্ষণে পীড়িত হইয়া তখন সেই নিখিল মায়া বিনাশিনী সত্ত্বগুণময়ী মহাবিদ্যা প্রয়োগ করিলেন। অতঃপর শম্বর গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ উরগ রাক্ষস-সম্বন্ধিনী শত শত মায়া বিস্তার করিল; কৃষ্ণ-নন্দন তৎসমস্তই সংহার করিলেন। অবশেষে শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিয়া শম্বরের কিরীট-কুণ্ডলমণ্ডিত তাম্রাভ শ্মশ্রুরাজি-রাজিত মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। দেবগণ প্রদ্যুম্নের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মায়াবতী মায়াবলে অম্বরচারিণী হইয়া তাঁহাকে দ্বারকায় লইয়া গেল।

শুকদেব বলিলেন—রাজন্! দ্বারকার অন্তঃপুর শত শত ললনায় সমাকুল ছিল; প্রদ্যুম্ন পত্নীর সহিত বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘের ন্যায় তথায় প্রবেশ করিলেন। প্রদ্যুম্ন নব জলধরবৎ শ্যামবর্ণ; তদীয় পরিধান পীত বসন, বাহুযুগল বিলম্বিত, নয়নদ্বয় তাম্রাভ ও হাস্য-বিলসিত; বদনমণ্ডল মনোরম নীলকমলবৎ নীলচ্ছবি ও অলকরূপ অলিকুলে সমলঙ্কৃত। স্ত্রীগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া লজ্জিত হইলেন। পরে ক্রমে যখন শ্রীকৃষ্ণ সহ তদীয় বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন এবং সেই অপূর্ব্ব স্ত্রী-রত্ন দর্শনে আশ্চর্য্যের সহিত একে একে নিকটে আসিলেন। অতঃপর মধুরভাষিণী অসিতাপাঙ্গী রুক্মিণী তথায় আগমন করিয়া আপনার সেই অনুদ্দিষ্ট পুত্রকে স্মরণ করিলেন। স্নেহবশে তদীয় পয়োধর-যুগল হইতে ক্ষীর-ক্ষরণ হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—কে এই পুরুষবর? এই কমলাক্ষ কাহার পুত্র? কে সে কামিনী, যিনি ইহাকে জঠরে ধারণ করিয়াছেন? এই পুরুষের সঙ্গিনী এই রমণীই বা কে? আহা, সূতিকাগৃহ হইতে আমার যে পুত্রটি অপহৃত হইয়াছিল, সে যদি জীবিত থাকিয়া থাকে, তবে বয়ঃক্রমে ও রূপ-লাবণ্যে ইঁহারই অনুরূপ হইয়াছে! আমি বুঝিতেছি না—আকৃতি, অবয়ব, গতি, স্বর, হাস্য ও অবলোকন-বিষয়ে কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই তুল্য হইলেন? অথবা যে শিশুকে আমি প্রসব করিয়া-ছিলাম, ইনিই কি আমার সেই শিশু? ইহার প্রতি আমার অতীব প্রীতি-সঞ্চার হইতেছে এবং আমার বাম বাহু কাঁপিতেছে।

হে রাজন্! বিদর্ভনন্দিনী এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকী সহ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ জনার্দ্দনের অবিদিত কিছুই ছিল না; তথাচ তিনি মৌনাবলম্বনে রহিলেন। এই সময় নারদ শম্বর-কর্ত্তৃক শিশু-হরনাদি যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করিলেন। কৃষ্ণ-কামিনী গণ সেই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিয়া বহু বৎসরের অনুদ্দিষ্ট পুত্র প্রদ্যুম্নকে যমালয় হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির ন্যায় আদর-যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন রাম, কৃষ্ণ, বসুদেব, দেবকী, রুক্মিণী প্রভৃতি সকলেই সেই নব দম্পতিকে আলিঙ্গন করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। অনুদ্দিষ্ট পুত্র প্রদ্যুম্ন ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া দ্বারকাবাসিগণ বলাবলি করিতে লাগিল,—সৌভাগ্যক্রমে মৃত ব্যক্তির ন্যায় ঐ বালক পুনরাগমন করিয়াছেন। প্রদ্যুম্নের আকৃতি শ্রীকৃষ্ণেরই অনুরূপ ছিল; এই জন্য তাঁহার মাতৃগণ সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগাকৃষ্ট হইয়া নির্জ্জনে তাঁহাকে যে ভজনা করিতেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। সাক্ষাৎ কামদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়া অন্য নারীগণও ভজনা করিত, সে আর বলাই বাহুল্য।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! কৃতাপরাধ সত্রাজিৎ স্বীয় অপরাধ-ক্ষালনের নিমিত্ত স্যমন্তক-মণির সহিত স্বীয় কন্যাকে সাগ্রহে শ্রীকৃষ্ণকরে সম্প্রদান করেন।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসিলেন,—ব্রহ্মন্! সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলেন? কোথায় তিনি স্যমন্তক মণি পাইয়াছিলেন? কেনই বা নিজ কন্যা শ্রীহরির করে অর্পণ করেন?

শুকদেব বলিলেন,—সত্রাজিৎ সূর্য্যভক্ত ছিলেন। সূর্য্য স্বীয় ভক্তের সর্ব্বদাই হিতাকাঙ্ক্ষী; সুতরাং তিনি প্রীত ও সন্তুষ্ট মনে সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণি দান করিয়াছিলেন। সত্রাজিৎ সেই সূর্য্যপ্রদত্ত মণি কণ্ঠে পরিয়া সূর্য্যবৎ প্রদীপ্ত-দেহে দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। ঐ মণি হইতে এতই তেজঃপুঞ্জ বিচ্ছুরিত হইতেছিল যে, মণিমণ্ডিত ব্যক্তিকে কেহই সত্রাজিৎ বলিয়া চিনিতে পারিতেছিল না। তাঁহাকে দূর হইতে দর্শনমাত্র জনগণের নেত্র প্রতিহত হইতেছিল। ভগবান্ এই সময় অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন। জনগণ আগন্তুককে সাক্ষাৎ সূর্য্য মনে করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া নিবেদন করিল,—হে নারায়ণ! হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিন্! ভগবন্! আপনাকে নমস্কার করি। হে জগদীশ! ভগবান্ প্রখরকর দিবাকর কর নিকরে মানব জাতির দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত করিয়া আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। দেবশ্রেষ্ঠগণ ত্রিজগতে আপনারই পদবীর অন্বেষণ করিয়া থাকেন। প্রভু হে, আপনি যদুকুলে লুক্কায়িত আছেন—জানিতে পারিয়াই দিবাকর আপনার দর্শনার্থ আসিতেছেন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! অজ্ঞ জনসাধারণের বাক্য শুনিয়া কমলাক্ষ সহাস্য-আস্যে কহিলেন,—আগন্তুক সূর্য্যদেব নহেন, ইনিই রাজা সত্রাজিৎ। ইহার কণ্ঠে স্যমন্তক মণি, তাহারই দীপ্তি-পুঞ্জে ইনি দীপ্যমান হইতেছেন। এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে সত্রাজিৎ স্বীয় সুশোভন গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং বিপ্রগণদ্বারা মঙ্গলাচরণ করাইয়া উক্ত মণি দেবগৃহে স্থাপন করাইলেন। ঐ মণি প্রত্যহ অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করিত। উহা পূজিত হইয়া যে স্থানে থাকিত,—দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, সর্প-ভয়, আধি-ব্যাধি ব্য মারিভয় ইত্যাদি কোন রূপ দুঃখের কারণই সে দেশে থাকিত না।

একদা দেবকী নন্দন যাদবগণের রাজার নিমিত্ত সত্রাজিতের নিকট ঐ মণি চাহিলেন; কিন্তু স্বার্থলিপ্সু সত্রাজিৎ দেবকী-নন্দনের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি যদুরাজকে মণি প্রদান করিলেন না। একদা সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেনজিৎ ঐ মণি কণ্ঠলগ্ন করিয়া অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ বনগমন করিলেন। সেখানে এক সিংহ অশ্ব সহ প্রসেনকে বধ করিয়া উক্ত মণি গ্রহণ করিল এবং তত্রত্য পার্ব্বত্য গুহাগৃহে গিয়া আশ্রয় লইতে উদ্যত হইল। এই সময় জাম্ববান্ ঐ মণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া উক্ত সিংহকে বিনাশ করিল এবং সেই মণি লইয়া গুহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় সন্তানের ক্রীড়নক করিয়া দিল।

এদিকে সত্রাজিৎ ভ্রাতাকে না দেখিয়া সন্তপ্তমনে বলিতে লাগিলেন,—ভ্রাতা আমার স্যমন্তক মণি কণ্ঠে পরিয়া মৃগয়ার্থ বনে গিয়াছিলেন; নিশ্চয়ই মণিলোভে কৃষ্ণ তাঁহাকে সংহার করিয়াছেন। অন্যান্য লোকেরাও এই কথা কাণাকাণি করিতে লাগিল। এই মিথ্যা জনরব ভগবানের শ্রুতিগোচর হইল; তিনি স্বীয় কলঙ্ক-ক্ষালনের নিমিত্ত নাগরিকদিগের সহিত প্রসেনের

পদবী অনুসরণ করিতে করিতে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় বিচরণ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিলেন, প্রসেন অশ্ব সহ নিহত অবস্থায় রহিয়াছেন এবং কিয়দ্দূরেই একটা সিংহ নিহত রহিয়াছে। ঐ স্থানে একটা ভয়ানক ভল্লুকবিল দৃষ্ট হইল। ভগবান্ স্বীয় অনুচর সহচরগণকে সেই বিলোপরি রাখিয়া স্বয়ং ঘোর অন্ধকারাবৃত গভীর গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দেখিলেন মণিটা এক বালকের ক্রীড়া-সামগ্রী হইয়া আছে। দেখিবামাত্র তিনি উহা গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং বালকের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। অপরিচিত মনুষ্য দর্শনে ধাত্রী চীৎকার করিয়া উঠিল। তচ্ছ্রবণে বলিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ সক্রোধে দৌড়াইয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানেই দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি যে জাম্ববানের প্রভু, সে তত্ত্ব জাম্ববান্ জানিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্যবোধে তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তখন মাংসখণ্ডের নিমিত্ত শ্যেনযুগলের ন্যায় উভয়েই জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র, প্রস্তর-পাষাণ, বৃক্ষ ও বাহুদ্বারা ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধ অষ্টাবিংশতি দিন ধরিয়া চলিল। রাত্রি-দিনমধ্যে যুদ্ধের বিরাম ছিলনা, প্রত্যহই উভয়ে অবিশ্রান্ত বজ্রনির্ঘাত তুল্য কঠিন মুষ্টি-প্রহার পরস্পর পরস্পরের প্রতি করিয়াছিলেন। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের মুষ্ট্যাঘাতে যেন জাম্ববানের সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল, গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িল। জাম্ববান্ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন,—আমি এতক্ষণে বুঝিলাম, আপনি সেই পুরাণ পুরুষ, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীবিষ্ণু! সর্ব্বভূতের প্রাণ, ইন্দ্রিয়-বল, মনোবল ও দেহবল এক মাত্র আপনিই! আপনি বিশ্বস্রষ্টাদিগেরও স্রষ্টিকর্ত্তা, সৃষ্ট-পদার্থ-পরম্পরার উপাদান কারণ আপনাকেই বলা হইয়া থাকে; সুতরাং নিঃসন্দেহ আপনিই সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষ। আপনি কাল, সংহারকদিগেরও অধীশ্বর; আত্মা, পরমাত্মা ইত্যাদি সংজ্ঞাও আপনারই। প্রভু হে, আপনারই ঈষদুদ্দীপ্ত রোষকষায়িত কটাক্ষপাতে সমুদ্রচারী মকর, কুম্ভীর ও তিমিঙ্গিলাদি ক্ষুভিত হইয়া উঠিয়াছিল; তখন সমুদ্র আপনাকে পথ প্রদান করিয়াছিলেন। আপনি তদুপরি সেতু-বন্ধন করিয়া স্বীয় যশঃপ্রভায় লঙ্কানগরী উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। আপনারই বাণচ্ছিন্ন হইয়া রাক্ষসপতি রাবণের মুণ্ড সকল ভূতল-পতিত হইয়াছিল।

মহারাজ! ঋক্ষরাজ যখন এইরূপ পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন স্বীয় কর-কমল দ্বারা স্বীয় ভক্তকে স্পর্শ করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—ওহে ঋক্ষরাজ! আমি এই মণিটীর নিমিত্তই এই গভীর-গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছি; এই মণি-দ্বারা আমার উপর আরোপিত মিথ্যা কলঙ্ক আমি ক্ষালন করিব। এই কথা শুনিয়া জাম্ববান্ প্রীত হইলেন এবং মণি সহ স্বীয় দুহিতা জাম্ববতীকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যাহাদিগকে বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই সকল প্রজা ও অনুচরবৃন্দ গর্ত্ত-প্রবৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের জন্য দ্বাদশ দিন অপেক্ষা করিল; কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তিনি যখন বহির্গত হইলেন না, তখন তাহারা দুঃখিতচিত্তে স্বীয় নগরে প্রত্যা-বর্ত্তন করিল। শ্রীকৃষ্ণ গভীর গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া-ছেন—দ্বাদশ দিন-মধ্যেও বহির্গত হন নাই, এই কথা শুনিয়া বসুদেব, দেবকী ও রুক্মিণী এবং সুহৃদ্-জ্ঞাতিবর্গ সকলেই শোকমগ্ন হইয়া পড়িলেন। দ্বারকাবাসী সকলেই দুঃখিত হইয়া সত্রাজিৎকে অভি-সম্পাত করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার নিমিত্ত চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের পূজান্তে দুর্গাদেবী যেমন মাত্র আশীর্ব্বাদ করিলেন, সেই আশীর্ব্বাদের সঙ্গেই সঙ্গেই

শ্রীহরি স্বকার্য্য সাধনান্তে পত্নী জাম্ববতী সহ দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া সকলের হর্ষ উৎপাদন করিলেন। শ্রীহরির গল দশে মণি এবং সঙ্গে পত্নী জাম্ববতী, এই অবস্থায় পুনরাগত মৃত ব্যক্তির ন্যায় তিনি যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে পাইয়া সকলেই আনন্দ-সাগরে ভাসিল। অতঃপর ভগবান্ সভাস্থ রাজগণের সমক্ষে সত্রাজিৎকে আহ্বান করিলেন এবং মণিপ্রাপ্তির আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া উহা তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। সত্রাজিৎ লজ্জায় অধোবদন হইয়া ঐ মণি গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু আত্মাপরাধে অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন; এই অবস্থায় তিনি মণি লইয়া নিজ-ভবনে আগমন করিলেন।

সত্রাজিৎ স্বীয় অপরাধের বিষয়ই নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং বলবানের সহিত বিরোধ-ঘটনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই অপরাধ ক্ষালন কেমন করিয়া করি এবং কিরূপেই বা অচ্যুতকে প্রসন্ন করিতে পারি? কি প্রকারেই বা আমার মঙ্গল-সাধন হইতে পারে? আমি কৃপণ, মন্দবুদ্ধি, অবিবেচক ও ধনলোলুপ—এই বলিয়া লোকে আমার অপযশ করিবে? কি করিলে এই দুর্নামের হাত হইতে আমি অব্যাহতি পাইতে পারিব? যাহাই হউক, আমার তনয়া স্ত্রীরত্নভূতা; আমি তাহাকে এই মণিরত্নের সহিত শ্রীকৃষ্ণকরে সম্প্রদান করিব। আমার ধারণায় অপরাধ-অপনয়নের ইহাই উপযুক্ত উপায়, ইহা ভিন্ন অপরাধ শান্তির উপায়ান্তর নাই। সত্রাজিৎ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ঐ মণিসহ স্বীয় মঙ্গলরূপিণী কন্যা শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধি সত্রাজিৎ-নন্দিনী সত্যভামার পাণিগ্রহণ করিলেন। সত্যভামা—রূপে, গুণে শীলে সমলঙ্কৃতা ছিলেন; তাই অনেকেই ইঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার পাণিগ্রহণ করিয়া সত্রাজিৎকে বলিলেন,—আপনার প্রদত্ত এই মণি আমরা লইব না। আপনি সূর্য্যভক্ত, এই সূর্য্যদত্ত মণি আপনারই থাকুক; আমরা মাত্র উহার ফলভোগ করিব।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! দুর্য্যোধন ষড়যন্ত্র করিয়া পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পাণ্ডবগণ সুরঙ্গপথে নির্ব্বিঘ্নে জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন,—এ সংবাদ যদিও শ্রীকৃষ্ণের অবিদিত ছিল না, তথাচ জননী কুন্তী সহ পঞ্চ পাণ্ডব সত্যসত্যই যেন জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন—এই সংবাদ পাইবামাত্র কুলোচিত ব্যবহার প্রদর্শনের নিমিত্ত ভ্রাতা বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ কুরুরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও গান্ধারী সহ মিলিত হইয়া তাঁহাদের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হা কি কষ্ট!

এইরূপে হস্তিনায় গিয়া পাণ্ডবগণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন—এদিকে ইত্যবসরে অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বাকে বলিলেন, সত্রাজিতের মণি কি জন্য এখনও গ্রহণ করা হইতেছে না? সত্রাজিৎ আমাদের নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণকে কন্যা সম্প্রদান করিল, কিন্তু মণি

প্রদান করে নাই; কপট সত্রাজিৎ তাহার ভ্রাতার পথানুসরণ না করিবে কেন? তাঁহাদের এইরূপই বুদ্ধি-বিপর্য্যায় ঘটিল; ক্ষীণজীবী পাপাচারী অসাধু শতধনু তখন লোভের বশেই নিদ্রিতাবস্থায় সত্রাজিতের প্রাণ সংহার করিল। স্ত্রীগণ অনাথার ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শতধনু সত্রাজিতের হত্যা সাধন করিয়া তাঁহার মণি লইয়া প্রস্থান করিল। সত্যভামা পিতাকে নিহত দেখিয়া 'তাত, হা পিতঃ!' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর একটা তৈলদ্রোণীমধ্যে পিতার মৃত দেহ স্থাপন করিয়া স্বয়ং হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে পিতার নিধন-বার্ত্তা জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অবশ্য এ দুর্ঘটনা অবিদিত ছিল না।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! রাম-কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইলেও মানব-চরিত্রের অনুসরণ করিতে গিয়া বলিলেন—অহো! আমাদের কি কষ্ট উপস্থিত! এই বলিয়া উভয়েই অশ্রু মোচন করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পত্নী ও অগ্রজের সহিত হস্তিনা হইতে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং শতধনুকে বিনাশ করিয়া অপহৃত মণি-আহরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দুর্ব্বৃত্ত শতধনু শ্রীকৃষ্ণের উদ্‌যোগবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া ভয়ে প্রাণ-রক্ষার্থ কৃতবর্ম্মার সাহায্য প্রার্থনা করিল। কৃতবর্ম্মা তাহাকে জানাইলেন—রাম-কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আমি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিব না। কংস তাঁহাদের বিদ্বেষী হইয়াছিল, তাই সে রাজলক্ষ্মী হইতে বিচ্যুত ও নিহত হইয়াছে; জরাসন্ধের ন্যায় বলবান রাজা সপ্তদশ বার সংগ্রামে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিয়াছে। এহেন রাম-কৃষ্ণের অপ্রিয়াচরণে অপরাধী হইয়া কে বল' মঙ্গল সাধন করিতে পারে? শতধনু কৃতবর্ম্মার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া অক্রূরের সাহায্য চাহিল। অক্রূর উত্তর করিলেন,—রাম-কৃষ্ণ ঈশ্বর; তাঁহাদের প্রভাব জানিয়া শুনিয়াও কে আছে এমন, যে তাঁহাদের সহিত বিরোধ করিতে পারে? যিনি লীলাচ্ছলে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সাধন করেন, যাহার মায়া-মুগ্ধ বিশ্বস্রষ্টৃগণ তদীয় চেষ্টা পর্য্যন্তও অবগত হইতে পারেন না, যিনি সপ্তম বর্ষ-বয়সে শিশুর ছত্রক-ধারণের ন্যায় অবলীলাক্রমে গিরিধারণ করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা আদ্য অনন্ত ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! শতধনু অক্রূরের সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইয়াও তাঁহারই হস্তে স্যমন্তক-মণি-সমর্পণ করিল এবং শতযোজনগামী তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে রাম-কৃষ্ণও গরুড়ধ্বজ-চিহ্নিত রথে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে সেই গুরুদ্রোহীর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। শতধনুর অশ্ব শতযোজন অতিক্রম করিয়া মিথিলার কোন উপবনে গিয়া পতিত হইল। শতধনু অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া সন্ত্রস্তচিত্তে পদব্রজেই দৌড়িতে লাগিল। বিপক্ষকে পদব্রজে পলায়নপর দেখিয়া ভগবান্ নিজেও পাদচারী হইলেন এবং দৌড়িয়া গিয়া তীক্ষ্ণধার চক্রদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তদীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে মণির সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু মণি মিলিল না। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের নিকট আসিয়া বলিলেন,—অকারণ শতধনুকে বধ করিয়াছি; তাহার নিকট মণি নাই। বলরাম বলিলেন,—তাহা হইলে শতধনু নিশ্চই অন্যের নিকট মণি রাখিয়াছে। অতএব সেই মণিরক্ষকেরই অনুসন্ধান কর,—নগরে ফিরিয়া যাও। আমি প্রিয়তম বিদেহ রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যদুনন্দন রাম এই কথা কহিয়া মিথিলায় প্রবেশ করিলেন। মিথিলেশ্বর পূজার্হ বলরামকে আসিতে দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং নানা পূজাদ্রব্যদ্বারা তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। প্রভু

বলরাম সেই স্থানে কতিপয় বর্ষ সুখে অবস্থান করিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধন মিথিলায় আগমন করেন এবং মিথিলাপতি জনককর্তৃক অভ্যর্থিত ও সৎকৃত হইয়া সেই স্থানেই বলরামের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন।

এদিকে প্রেয়সীর প্রিয়কর্ত্তা কেশব দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া শতধনুর নিধন ও মণির অপ্রাপ্তি-বৃত্তান্ত প্রেয়সী সত্যভামার নিকট বলিলেন এবং সুহৃদ্‌বর্গের সহিত মিলিয়া নিহত বন্ধুর পারলৌকিক ক্রিয়া সমাধা করিলেন। এদিকে মণিহরণার্থ শতধনুকে যাঁহারা প্ররোচিত করিয়াছিলেন, সেই অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধনুর নিধনবার্ত্তা শুনিয়া দ্বারকা হইতে পলায়ন করিলেন। অক্রূরের দ্বারকাপুরী-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তত্রত্য জনগণ সর্ব্বদাই শারীরিক, মানসিক, দৈবিক ও ভৌতিক নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। তখন অনেকে শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া অক্রূরের নগর-পরিত্যাগই সমস্ত দুর্নিমিত্তের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। কিন্তু এরূপ ধারণা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করা যায় না; কেন না, মুনিগণ যে ভগবদাশ্রয়ে বাস করেন, সেই ভগবান্ হরি যথায় নিত্য সন্নিহিত, তথায় কখনই ঈদৃশ অনর্থ-সঙ্ঘটন হইতেই পারে না। একদা ইন্দ্রের অবর্ষণে কাশীরাজ্যে ঘোর অনাবৃষ্টি দেখা দিয়াছিল। ঐ সময় শ্বফল্ক তথায় সমাগত হইলে, কাশীরাজ স্বীয় কন্যা গান্দিনীকে তাঁহার করে সম্প্রদান করেন; এই ব্যাপারে কাশীরাজ্যের সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছিল। অক্রূর শ্বফল্কেরই আত্মজ; সুতরাং তাঁহার প্রভাবও সেইরূপই। এজন্য অক্রূর সেখানেই অবস্থান করুন, সেইখানেই সুবৃষ্টি হয়, মারিভয় থাকে না এবং কেহই কোনরূপ দুঃখ-সন্তাপ ভোগ করে না। বৃদ্ধ-সম্প্রদায়ের মুখে উল্লিখিত বাক্য সকল শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, অক্রূরের অনুপস্থিতি এই অনিষ্টপাতের কারণ নহে; মণির অপগমই ইহার কারণ। ইহা স্থির করিয়া তিনি অক্রূরকে আনাইলেন এবং যথা-বিধি সৎকার পূর্ব্বক নানা মনোহর কথার অবতারণা করিয়া সাহাস্য-আস্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—ওহে দানপতে! শতধনু তোমারই নিকট স্যমন্তক মণি রাখিয়া গিয়াছে, একথা আমি পূর্ব্বেই অবগত আছি। সত্রাজিৎ অপুত্রক, অতএব তাঁহার দৌহিত্রই এই মণির প্রকৃত উত্তরাধিকারী; কেন না, যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষকে শেষ ঋণ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে জলপিণ্ড প্রদান করে, শাস্ত্রানুসারে সেই ব্যক্তিই দায়ভাগী হইয়া থাকে। সে যাহাই হউক, ঐ মণি ধারণ করা অন্যের পক্ষে দুষ্কর কর্ম্ম; সুতরাং আমার মতে উহা তোমার ন্যায় সুব্রত ব্যক্তির নিকটেই থাকুক। কিন্তু এই মণিব্যাপারে আমার অগ্রজও আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না; অতএব তুমি তাহা অন্ততঃ একবার মাত্রও দেখাইয়া বন্ধুদিগের শান্তি বিধান কর। শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া অক্রূর স্বীয় বসনাবৃত সেই সূর্য্যপ্রভ স্যমন্তক মণি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। ভগবান্ সেই মণি জ্ঞাতিদিগকে দেখাইয়া আত্মকলঙ্ক ক্ষালন করিলেন এবং পুনরায় অক্রূরের হস্তেই উহা দিয়া দিলেন।

এই আখ্যান—ভগবানের বীর্য্যগাঁথা-সমন্বিত, অনিষ্টনিবারক ও মঙ্গলাবহ। যে ব্যক্তি ইহা পঠন, শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তিনি অকীর্ত্তি ও দুষ্কৃতরাশি হইতে মুক্ত হইয়া নিরন্তর শান্তি লাভ করেন।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! একদা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতি আত্মীয়গণে পরিবৃত হইয়া সুবিদিত পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিলে ইন্দ্রিয়গণ যেমন ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠে, বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া বীর পাণ্ডবগণ তেমনি সকলেই এককালে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অচ্যুতের অঙ্গস্পর্শে পাণ্ডবগণ নিষ্পাপ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ-রঞ্জিত সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা অসীম আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের চরণ বন্দনা করিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন দিলেন; যমজ নকুল ও সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উত্তমাসনে উপবিষ্ট হইলেন; নবপরিণীতা দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা আসিয়া সলজ্জভাবে তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলেন। পার্থগণ কৃষ্ণসহচর সাত্যকিকেও যথোচিত পূজা ও বন্দনা করিলেন। সাত্যকি পরমাসনে উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সমভিব্যাহারী অন্য সকলেও যথাযোগ্য পূজা প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-জননী কুন্তীর নিকট গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে কুন্তীর নয়নদ্বয় স্নেহার্দ্র হইয়া গেল। তিনি যদুনন্দনকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নিকট বন্ধু-বান্ধবগণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও পিতৃষ্বসা কুন্তী ও তদীয় নব বধূর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। প্রেমাবেশে কুন্তীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তিনি সজল-নয়নে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অশেষ ক্লেশ স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমাদিগকে স্মরণ করিয়া আমাদের তত্ত্ব লইবার জন্য যখন তুমি অক্রূরকে হস্তিনায় পাঠাইয়াছিলে, তখনই আমাদের অকুশল-সম্ভাবনা ঘুচিয়া গিয়াছে। আমরা অনাথ হইলেও তখন হইতেই তোমা-কর্ত্তৃক সনাথ হইয়াছি। তুমি বিশ্ববন্ধু ও বিশ্বাত্মা, সুতরাং আত্ম-পর ভেদজ্ঞান তোমার নাই; তথাচ নিরন্তর তোমাকে যাঁহারা স্মরণ করে, তাঁহাদের মানশ-ক্লেশ তুমি প্রশমিত করিয়া থাক।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সর্ব্বাধীশ্বর! জানি না, আমরা কত পুণ্য করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে যোগি-জন-দুর্লভ তুমি মাদৃশ বিষয়াসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিদিগকে দর্শন দান করিলেন। এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত ও সৎকৃত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ-বাসীদিগের নয়নানন্দ উৎপাদন করত বর্ষার কয়েক মাস সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অরিন্দম অর্জ্জুন বর্ম্মাবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ স্বীয় কপিধ্বজ রথে আরোহণ করিলেন; অক্ষয্য তূণীর-দ্বয় ও গাণ্ডীব-ধনু সঙ্গে লইলেন। এই অবস্থায় বিহার-মানসে বহু শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া শরাঘাতে অসংখ্য ব্যাঘ্র, শূকর, মহিষ রুরু, শরভ, গবয়, খড়্গী, হরিণ ও শল্লকদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। কিঙ্করগণ ঐ সকল নিহত যজ্ঞীয় পশুদিগকে রাজ-সমীপে লইয়া গেল। এদিকে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত কৃষ্ণার্জ্জুন যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া নির্ম্মল যমুনা-জল স্পর্শ ও পান করিয়া অদূরে দেখিলেন—এক সুন্দরী কামিনী বিচরণ করিতেছেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় সেই ললনা-ললামভূতা সুন্দরীকে জিজ্ঞাসিলেন,—অয়ি সুশ্রোণি! কে তুমি? কাহার গৃহিণী? কি বাসনায় তুমি হেথায় ভ্রমণ করিতেছ? আমাদের

মনে হয়, এখনও তোমার বিবাহ হয় নাই—অন্তরে তুমি পতি কামনা করিতেছ। সুন্দরী কহিল,—আমার নাম কালিন্দী, ভগবান্ সূর্য্যের আমি নন্দিনী। আমি বরেণ্য বরদ শ্রীবিষ্ণুকে পতি কামনা করিয়া কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইয়াছিলাম। সেই শ্রীপতি ব্যতীত অন্য স্বামী আমি চাহি না; অতএব সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, ইহাই আমার প্রার্থনা। এই যমুনা-জল-মধ্যে পিতা আমাকে এক ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; যতদিন না আমি সেই অভীষ্ট স্বামীর দর্শন পাই, ততদিন ঐ ভবনেই আমি বাস করিব। বসুদেব-নন্দন পূর্ব্ব হইতেই এ বিবরণ বিদিত ছিলেন; এক্ষণে অর্জ্জুনের নিকটও ঐ কন্যা-ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুন সহ ঐ কুমারীকে রথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির-সমীপে আগমন করিলেন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের অনুরোধক্রমে বিশ্বকর্ম্মা-দ্বারা বিচিত্র ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে আত্মীয়-গণের উপকারার্থ ঐ নগরে বাস করিয়া ভগবান্ অগ্নিকে খাণ্ডব-বন প্রদান করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের সারথ্যকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। খাণ্ডব-বন-দাহে অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন; তাই তিনি অর্জ্জুনকে ধনু, শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ, দুই অক্ষয় তূণ এবং অভেদ্য সুচারু বর্ম্ম-অর্পণ করেন। ময়দানব অগ্নিদাহ হইতে মুক্তি পাইয়া অর্জ্জুনকে অপূর্ব্ব সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সেই বিচিত্র সভা সন্দর্শনে দুর্য্যো-ধনের স্থলে জল এবং জলে স্থল ভ্রম হইয়াছিল। অনন্তর বর্ষার অবসান হইল। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবাদি আত্মীয়-স্বজনের সম্মতি লইয়া সাত্যকি-প্রমুখ সহচর-সমভি-ব্যাহারে দ্বারকায় প্রত্যাগত হইলেন। তত্রত্য স্বজন-গণ আনন্দিত হইল; পরে শুভ ঋতু ও শুভ লগ্নে কালিন্দীকে কৃষ্ণ বিবাহ করিলেন। হে নৃপ! বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে দুই জন অবন্তীরাজ দুর্য্যোধনের বশীভূত ছিলেন। তাঁহাদের ভগিনী মিত্রবিন্দা স্বয়ংবর-সভায় শ্রীকৃষ্ণকে বরমাল্য অর্পণে অভিলাষিণী হইয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে এ কার্য্য করিতে নিষেধ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত নরপতির সমক্ষেই মিত্রবিন্দাকে হরণ করিয়া লইয়া আইসেন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! কোশলদেশে নগ্নজিৎ নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তাঁহার একটী কন্যা ছিল, উহার নাম সত্যা। এই সত্যার পিতৃ-নামানুযায়ী আর একটি নাম নাগ্নজিতী। এই স্থানে সাতটী গো-বৃষ ছিল; ঐ বৃষগণ তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, খল-স্বভাব, অতি দুর্দ্ধর্ষ এবং বীরগণের গন্ধ সহ্য করিতেও অক্ষম। ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে না পারিলে কেহই নাগ্নজিতীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া বহু সেনা-সমভিব্যাহারে কোশল রাজধানীতে গমন করেন। কোশলরাজ শ্রীকৃষ্ণের আগমনে প্রীত হইয়া প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে বসিবার আসন ও অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। নরেন্দ্র-নন্দিনী সত্যা স্বীয় মনোমত পতি সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকেই পতি কামনা করিলেন এবং নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন,—যদি আমি ব্রত ধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অগ্নিদেব আশীর্ব্বাদ করুন, ইহাকেই যেন আমি পতিত্বে বরণ করিতে পারি। এদিকে নারায়ণ উপবিষ্ট ও অর্চ্চিত হইলে কোশলরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে জগৎপতে নারায়ণ! আপনি পূর্ণানন্দ স্বরূপ, আমি ক্ষুদ্র জন; আপনার কি কার্য্য করিতে আমি সমর্থ হইব? লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, গিরিশ ও লোকপাল-গণ যাঁহার চরণ-কমলরেণু স্ব স্ব মস্তকে ধারণ করেন, যিনি আত্মকৃত মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যথাকালে

লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন, আমার প্রতি তাঁহার সন্তোষ কিরূপে উৎপন্ন হইবে ?

শুকদেব বলিলেন,—হে কুরুবংশাবতংস! শ্রীকৃষ্ণ আসন পরিগ্রহ করিয়া কোশলরাজকে ধীর-গম্ভীরবাক্যে বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের যাচ্ঞা একান্তই নিন্দনীয়,—তথাপি আপনার সহিত সৌহার্দ্দলাভ-লালসায় আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়াছি; কিন্তু শুল্ক প্রদান আমরা করিতে পারিব না। কোশলরাজ কহিলেন,—হে ঈশ! আপনি সর্ব্বগুণের আধার এবং আপনার অঙ্গে নিত্য কমলার বাস; সুতরাং প্রভু হে, আমার কন্যার জন্য আপনা অপেক্ষা কোন্ বর অধিক প্রার্থনীয়? কিন্তু, হে পুরুষবর! কন্যাটীর জন্য যোগ্য বর যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পারি, এই নিমিত্ত পাত্রগণের কার্য্য-পরীক্ষার্থ পূর্ব্বেই একটা প্রতিজ্ঞা-বন্ধন করিয়াছি। হে বীর! ঐ সপ্ত দুর্দ্ধর্ষ গো-বৃষ অন্যের অনায়ত্ত; ইহাদের নিকট বহু ক্ষত্রিয় বীর ভিন্নগাত্র ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু, হে শ্রীপতে! হে যদুবংশাবতংস! ইহারা যদি আপনার হস্তে পরাজিত হয়, তাহা হইলে আপনিই আমার কন্যার মনোমত বর হইবেন।

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া বর্ম্মাবৃত হইলেন এবং স্বদেহ সপ্তধা বিভক্ত করিয়া সহজেই বৃষদিগকে দমন করিলেন। বালক যেমন ক্রীড়াচ্ছলে দারু-নির্ম্মিত গো-বৃষদিগকে বন্ধন করিয়া টানিতে থাকে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তেমনি উহাদিগকে হেলায় রজ্জুবদ্ধ করিয়া হতদর্প ও তেজোহীন অবস্থায় আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কোশলপতি প্রীত হইলেন এবং স্বীয় কন্যা সত্যা বা নাগ্নজিতীকে শ্রীকৃষ্ণ করে সম্প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আত্মানুরূপা কোশলরাজ-কন্যার যথাবিধি পাণিপীড়ন করিলেন। রাজমহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কন্যার প্রিয় পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তৎকালে শঙ্খ, ভেরী ও পটহ সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল, গীত ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল, বিপ্রগণ আশীর্ব্বাদ বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; নর-নারীগণ সুন্দর বসন ও মাল্যদামে অলঙ্কৃত হইয়া প্রমোদ প্রকাশ করিতে লাগিল। কোশলরাজ এই বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ অলঙ্কৃত দশ সহস্র ধেনু এবং নিষ্ককণ্ঠী সুবসনধারিণী তিন সহস্র যুবতী দান করিলেন। এতদ্ভিন্ন নব সহস্র হস্তী, হস্তীর শতগুণ রথ, রথের শতগুণ অশ্ব এবং অশ্বের শতগুণ ভৃত্য প্রদান করিলেন। কোশলরাজ বর-কন্যাকে রথে আরোহণ করাইলেন; বিপুল সেনাদল তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। তখন কন্যাস্নেহে কোশলরাজের হৃদয় আপ্লুত হইল; তিনি এই অবস্থায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে যে সকল রাজা সেই সপ্ত দুর্দ্ধর্ষ গো-বৃষের নিকট পরাজিত ও ভগ্নবীর্য্য হইয়াছিলেন এবং যদুগণের সহিত পূর্ব্বেই যাঁহাদের মনোমালিন্য ছিল, তাঁহারা নাগ্নজিতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাজকন্যা নাগ্নজিতীকে বিবাহান্তে লইয়া যাইবার সময় পথি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। শত্রুরাজগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে অগণিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তখন গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন বন্ধুর প্রিয়কামনায় তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিলেন; মনে হইল—সিংহ যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃগদলকে বিতাড়িত করিয়া দিল। তৎকালে যদুপতি রাজোচিত পরিচ্ছদ-পরিহিত হইয়া পত্নী সত্যার সহিত দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার সহিত পরমানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। ঐ প্রদেশেই কৈকেয়ী নামে আর একটী কন্যা ছিল, তাহার সন্তর্দ্দনাদি ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ-করে

অর্পণ করিলেন। লক্ষণা নামে মদ্ররাজের এক সুলক্ষণা কন্যা ছিলেন; গরুড়কৃত সুধা-হরণের ন্যায় এই লক্ষণাকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংবর-সভা হইতে হরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ সহস্র সহস্র ভার্য্যা ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে নিহত করিয়া তাহার অন্তঃপুর হইতে বহু সুন্দরী আহরণ করিয়াছিলেন।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন,—মহাত্মন্! নরকাসুর স্ত্রীগণকে কি জন্য আবদ্ধ রাখিয়াছিল? ভগবান্ তাহাকে কি জন্য নিহত করিয়াছিলেন? শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম আপনি সবিস্তারে বর্ণন করুন।

শুকদেব বলিলেন,—নরকাসুর ইন্দ্রজননী অদিতির কুণ্ডলযুগল ও ইন্দ্রের ছত্র হরণ করিয়াছিল, ইন্দ্র নরক-কর্ত্তৃক অমরাদ্রি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন এই জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া নারকীয় অত্যাচার-কাহিনী কীর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া ভার্য্যা সত্যভামার সহিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে আগমন করিলেন। ঐ পুরী—গিরিদুর্গে ও শস্ত্র-দুর্গে সুদৃঢ়; উহার চতুর্দ্দিকে জল, অগ্নি ও বায়ু বিদ্যমান, তাই উহা অতীব দুর্গম; এতদ্ব্যতীত মুরনামে যে এক অসুর ছিল, তাহার দশসহস্র প্রচণ্ড পাশ-দ্বারা ঐ পুরীর চতুর্দ্দিক্ সুরক্ষিত। গদাধারী হরি—গদাঘাতে গিরিদুর্গ, বাণনিক্ষেপে শস্ত্রদুর্গ, চক্র নিক্ষেপে অগ্নি, জল ও বায়ুদুর্গ, খড়্গ-দ্বারা মুর দৈত্যের বিখ্যাত পাশরাশি, শঙ্খনাদে দুর্গস্থ যন্ত্র ও মনস্বিগণের হৃদয় এবং গুরুগদা-ক্ষেপে দুর্গপ্রাকার ভেদ করিলেন। পঞ্চশিরা মুরদৈত্য জলাভ্যন্তরে শয্যাশায়ী হইয়া থাকিত; সে যুগান্তকালীন বজ্র-ধ্বনির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল। তাহার মূর্ত্তি প্রলয় কালীন সূর্য্যাগ্নির ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল; সে একটা ভয়ঙ্কর ত্রিশূল-হস্তে লইয়া তাহার পঞ্চ বদন ব্যাদান করিয়া—যেন এই ত্রিলোক ভক্ষণার্থই উদ্যত হইয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল এবং শূল উত্তোলন করিয়া বেগে গরুড়গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া পঞ্চ মুখে সিংহনাদ করিতে লাগিল। সে সিংহনাদে গগন, দিঙ্মণ্ডল ও স্বর্গ-স্থান পরিপূর্ণ হইল—এমন কি, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই পূর্ণ হইয়া গেল। মুর-নিক্ষিপ্ত সেই শূল গরুড়াভিমুখে আসিতে লাগিল; শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া সকৌশলে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত দুইটী বাণে সেই শূল খণ্ডখণ্ড হইয়া গেল। অতঃপর তিনি মুরদৈত্যের মুখ-মণ্ডলের প্রতি শর তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন মুরদৈত্য একটা গদা নিক্ষেপ করিল; গদাগ্রজ গদাঘাতে উহা সহস্রধা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর মুর উভয় বাহু উত্তোলন করিয়া কৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ চক্রপ্রহারে তদীয় মস্তকাবলী ছেদন করিলেন। মুর ছিন্নমুণ্ড ও গত-প্রাণ হইয়া ইন্দ্রবজ্র-ভগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় জলমধ্যে পতিত হইল। তখন তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ ও বরুণ নামে মুরদৈত্যের সপ্ত পুত্র নরকাসুরের আদেশে পিতৃ-ঘাতী শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। তাহারা পীঠ-নামক জনৈক বীরকে সেনাপতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যুগপৎ বাণ, খড়্গ, গদা, শক্তি, ঋষ্টি ও শূল বৃষ্টি করিতে লাগিল।

অমোঘবীর্য্য ভগবান্ শত্রু-নিক্ষিপ্ত সেই সকল অস্ত্র তিল তিল পরিমাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভগবানের বাণে মুরতনয়গণের মধ্যে কেহ ছিন্নশিরা, কেহ ছিন্নস্কন্ধ, কেহ ছিন্নভুজ, কেহ ছিন্নচরণ এবং কেহ বা ছিন্নবর্ম্মা হইল; তাহারা তাহাদিগের অধিনায়ক পীঠের সহিত অচিরেই যমভবনে প্রয়াণ করিল।

ধরা-নন্দন নরকের সেনা ও সেনাপতিগণ এইরূপে অচ্যুত-শরে নিহত হইলে সে অত্যন্ত কোপাক্রান্ত হইল। তাহার একটা সমুদ্রজাত অতি প্রকাণ্ড মদস্রাবী হস্তী ছিল; সে তদুপরি আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ছুটিল। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সহিত গরুড়োপরি উপবিষ্ট ছিলেন,—সূর্য্যোপরি বিদ্যুদ্বিজড়িত মেঘের ন্যায় তাঁহার শোভা হইয়াছিল! নরকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে এহেন অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি শতঘ্নী অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। অন্যান্য শত্রু-যোদ্ধাগণও নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বিচিত্রপক্ষ বাণবৃন্দ নিক্ষেপ করিয়া ভৌমসৈন্যদলের অশ্ব ও হস্তীদিগকে নিহত করিলেন; তাঁহার অজস্র বাণবর্ষণে ভৌমসৈন্য-সমূহের বাহু, উরু, মস্তক, কন্ধর এবং দেহ সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইল।

হে কুরুবর! শত্রুপক্ষ হইতে যত পরিমাণ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তৎসমস্ত উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীহরি তত পরিমাণ শত্রু-সৈন্য সংহার করিয়া তিন তিনটী তীক্ষ্ণ বাণে সেই সকল শত্রু-শস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বাহন গরুড়ও তাহার পক্ষদ্বয়ের আঘাতে শত্রুপক্ষের বহু হস্তী বিনাশ করিলেন। তুণ্ড, পক্ষ ও নখদ্বারা গরুড় যখন আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শত্রুপক্ষের হস্তী-দল কাতর হইয়া নগরে প্রবেশ করিল। তখন নরকাসুর একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিল। গরুড়ের আক্রমণে নরকের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইল দেখিয়া, নরক গরুড়ের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু বজ্রব্যাঘাতকারী গরুড়ের অঙ্গে ঐ শক্তি নিক্ষিপ্ত হইলে, মাল্যতাড়িত গজের ন্যায়, গরুড়ের কিছুমাত্র ক্লেশানুভব হইল না। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণকে সংহার করিবার নিমিত্ত ভৌমাসুর শূল নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইয়া গেল; কেন না, শূল-নিক্ষেপের অগ্রেই শ্রীহরি ক্ষুরধার চক্র-নিক্ষেপে নরকের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। তাহার কুণ্ডল-মণ্ডিত সুন্দর মস্তক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। দেব ও ঋষিগণ 'সাধু সাধু' বাক্য উচ্চারণ করিয়া মুকুন্দ-মস্তকে মাল্য বর্ষণ করত তাঁহার স্তুতিগীতি করিতে লাগিলেন। তখন পৃথিবী বলিলেন,—হে দেবদেব! হে ঈশ্বর! হে শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারিন্! হে ভক্তজনের ইচ্ছানুরূপ আকারধারিন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে পদ্মনাভ! পুণ্ডরীকাক্ষ, পদ্মমালিন্! পদ্মাঙ্কিত-পদদ্বন্দ্ব! তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্! বসুদেব-নন্দন! পুরুষপ্রবর! আদিবীজ! পূর্ণবোধ! বিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার। তুমি বিরাট্, তুমি অনন্ত-শক্তি; তুমি জন্ম-রহিত হইয়াও সকলের জন্মদাতা; এ জগতের উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট সকলেরই তুমি পরমাত্মা; তোমাকে নমস্কার। তুমি নিজে নির্লিপ্ত; অথচ বিশ্বসৃষ্টি-কল্পে উৎকট রজোগুণ, বিশ্বপালনার্থ সত্বগুণ এবং বিশ্বসংহারার্থ তমোগুণ ধারণ কর। হে বিশ্বপতে! কাল, প্রকৃতি ও পরম পুরুষ তোমাকেই বলা হয়। হে ভগবন্! বস্তুতঃ অদ্বিতীয় আপনি; তথাচ ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, মন, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রভৃতিরূপে এই নিখিল জগৎ প্রতিভাত—ইত্যাকার ভ্রম আপনাতেই হইতেছে। হে শরণাগতবৎসল! এই নরকনন্দন ভগদত্ত ভীত হইয়া আপনার পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিতেছে; ইহাকে

আপনি রক্ষা করুন। আপনার কলিকলুষহর পবিত্র হস্ত ইহার মস্তকে অর্পণ করুন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ ভূমি-কর্ত্তৃক এইরূপ বিনীত বাক্যে অর্চ্চিত হইয়া অভয় দান করিলেন এবং অবিলম্বেই সর্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণ ভৌমভবনে প্রবেশ করিলেন। হে নৃপ! ভৌমাসুর স্বীয় বিক্রমে বহু রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ষোড়শসহস্র কন্যা আনয়ন করিয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ ভৌমভবনে গিয়া অন্তঃপুরে সেই সকল রাজ-কন্যাকে দেখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে দেখিয়া ললনাগণ মুগ্ধ হইল এবং সেই পুরুষবরকেই দৈব-প্রেরিত অভীষ্ট পতি মনে করিয়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিল। ললনাগণ ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিল,—হে বিধাতঃ! এই শ্রীকৃষ্ণই যেন আমাদের পাণিগ্রহণ করেন; আপনি ইহাই অনুমোদন করুন। বিধাতৃ-সমীপে এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়া সেই সকল রাজকন্যা অনুরাগভরে শ্রীকৃষ্ণকেই-পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরযান-সমূহে আরোহণ করাইয়া সেই পত্নীগণকে দ্বারকায় প্রেরিত করিলেন। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মহাকোষ, রথ, অশ্ব, অতুল ঐশ্বর্য্য ও ঐরাবতকুলোৎপন্ন শুক্লবর্ণ চতুর্দ্দন্ত বেগবান্ হস্তি-সমূহও পাঠাইলেন। উহার মধ্যে হইতে চতুঃষষ্টি হস্তী পাণ্ডবদিগকে উপহার প্রেরণ করিলেন।

অতঃপর সপত্নীক ইন্দ্রালয়ে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ অদিতিকে তাহার কুণ্ডল দান করিলেন। তথায় শচীর সহিত ইন্দ্র তাহাদিগকে পূজা-সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সত্যভামার অনুরোধে কৃষ্ণ স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া স্বীয় বাহন গরুড়-পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন। এই উপলক্ষে দেবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুমুল যুদ্ধ হইল; যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইলেন। কৃষ্ণ নিজ রাজধানী দ্বারকায় পারিজাত পাদপ লইয়া আসিলেন। সত্যভামার গৃহোদ্যানে উহা স্থাপিত হইল এবং অপূর্ব্ব শোভা ছড়াইতে লাগিল। স্বর্গস্থ ভ্রমরকুল উহার সৌরভ-মদিরায় আকৃষ্ট হইয়া লম্পট-দলের ন্যায় নিয়ত উহার অনুগমন করিতে লাগিল। এইবার শ্রীকৃষ্ণ ভৌমাসুরের অন্তঃপুর হইতে আনীত রমণীবৃন্দের সংখ্যানুপাতে স্বীয় দেহ সংখ্যা কল্পিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সকল গৃহে সম্পূর্ণরূপে অবস্থান করিলেন এবং একই সময়ে সেই সকল রমণীর পাণিপীড়ন করিলেন। এই নববিবাহিতা স্ত্রীগণের জন্য যে সকল গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা তৎসমান গৃহ কোথাও ছিল না! অচিন্ত্য-কর্ম্মা আত্মানন্দপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গৃহে নিয়ত বাস করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মী সাধারণ মানবের ন্যায় কামাকুলচিত্তে ঐ সকল রমণীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। যাঁহার অবস্থান ব্রহ্মাদিরও অবিদিত, রমণীগণ সেই শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে অনুরাগভরে হাস্য, অবলোকন, নবসঙ্গম ও জল্পনাবিষয়ে লজ্জা সহকারে অনবরত তাঁহার ভজনা করিতে লাগিল।

হে রাজন্! আদেশ-পালনার্থ শত শত দাসী থাকিতেও নব-পরিণীতা রমণীগণ নিজেরাই শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন, সমাদর, উৎকৃষ্ট আসন, পা-প্রক্ষালন, তাম্বুল পাদ-মর্দ্দন, বীজন, গন্ধ, মাল্য, কেশ-সংস্করণ, অভিষেক ও উপহার প্রদান দ্বারা তাঁহার দাস্য করিয়াছিলেন।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—মহরাজ! এক দিন শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মক-নন্দিনী রুক্মিণীর শয্যায় সুখাসীন রহিয়াছেন; রুক্মিণী সখীগণ সহ বীজন করিয়া চরাচরগুরু পতি-দেবতার সেবা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর; তিনি লীলাক্রমে এ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কর্ত্তা, তাঁহার জন্ম নাই—তিনি অনাদি, অথাচ আত্মকৃত মর্য্যাদারক্ষার্থ যদুকুলে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে রাজন্! রুক্মিণীর সুপ্রসিদ্ধ গৃহ—প্রভূত মুক্তাদাম-শোভিত বিতান, মণিপ্রদীপ, অলিকুল গুঞ্জরিত পুষ্প ও বহুল মল্লিকাদাম-সমলঙ্কৃত। শুভ্র জ্যোৎস্না ও উদ্যানস্থিত পারিজাতপুষ্পের সৌরভপ্রবাহ ঐ গৃহের গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করিত এবং অগুরুধূপ-গন্ধে গৃহাভ্যন্তর নিয়ত আমোদিত হইত। জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর তাদৃশ গৃহে পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেন-নিভ শয্যায় সমাসীন হইলে, রুক্মিণী তাঁহার সেবা-পরায়ণ হইলেন। রুক্মিণী দেবী সহচরীর হস্ত হইতে নিজেই ব্যজন লইয়া বীজন করিতে করিতে জগৎপতি স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। রুক্মিণীর দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুরী, বলয় ও ব্যজন এবং পদযুগলে মণিময় নূপুর শোভা পাইতে লাগিল; বজনকালে ঐ নূপুরের রুণু রুণু ধ্বনি উত্থিত হইল। রুক্মিণী সেই নূপুর-যুগলে, বস্ত্রাচ্ছাদিত কুচকুঙ্কুমারুণিত হারগুচ্ছের কান্তিচ্ছটায় এবং নিতম্ববেষ্টিত অমূল্য কাঞ্চীদামে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। রুক্মিণীর রূপ মায়াদেহধারী শ্রীকৃষ্ণেরই অনুরূপ। রুক্মিণীর কণ্ঠপ্রদেশ অলকাবলী, কুণ্ডলযুগল ও পদকপ্রভায় অলঙ্কৃত; তদীয় মুখমণ্ডল সর্ব্বথা শোভান্বিত হইতে-ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণৈকশরণা মূর্ত্তিমতী কমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—অয়ি রাজনন্দিনি! লোকপালদিগের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী, মহানুভব, রূপ বল-সমৃদ্ধ শ্রীমান্ রাজগণ তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কামোন্মত্ত চেদিপতি শিশুপাল তোমাকে পাইবার জন্য ব্যগ্রভাবে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। তোমার পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি তাহারই হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; অথচ তাদৃশ রাজগণকে ছাড়িয়া কি নিমিত্ত তুমি মাদৃশ ব্যক্তিকে বরণ করিয়াছিলে? অয়ি সুন্দরি! আমরা রাজগণের ভয়ে সমুদ্রের শরণাপন্ন হইয়াছি; বলবানের সহিত বিরোধিতা করা হইয়াছে; সর্ব্ব প্রকার রাজাসন আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। যাঁহাদের আচার-ব্যবহার দুর্জ্ঞেয় এবং যাঁহারা স্ত্রী-পরতন্ত্র নহেন, রমণীগণ তাঁহাদের পদানুসরণ করিলে দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য হইয়া থাকে। আমরা আকিঞ্চন; অকিঞ্চনেরাই আমাদিগকে ভালবাসেন। অয়ি সুশ্রোণি! যাঁহাদের জন্ম, আকৃতি, ধন ও প্রতিপত্তি পরস্পর সমান, বিবাহ ও বন্ধুতা তাঁহাদেরই পরস্পরের মধ্যে শোভন হইয়া থাকে; অসমানে অর্থাৎ উত্তমে অধমে পরিণয় বা মিত্রতা-বন্ধন কখনই শোভন হইতে পারে না। অয়ি বিদর্ভনন্দিনি! তুমি অদূরদর্শিনী; তাই না জানিয়াই মাদৃশ গুণহীনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ। ভিক্ষুকেরাই আমাদের বৃথা স্তুতিগান করিয়া থাকে; সুতরাং যাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া ইহ-পরকালে সুখলাভ করিতে পারিবে, এখনও তাদৃশ কোন এক নিজানুরূপ ক্ষত্রিয়কে তুমি ভজনা কর। হে শুভে! শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্রাদি রাজগণ—এমন কি, তোমার ভ্রাতা রুক্মীও তোমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ। হে ভদ্রে! অসতের তেজ অপহরণ করাই আমার কার্য্য; তাই সেই সকল বীর্য্যমদান্ধ ও দর্পিত

রাজগণের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্যই আমি তোমাকে আনিয়াছি। আমরা দেহে—গৃহে উদাসীন; স্ত্রী পুত্র বা ধনকামনা আমাদের নাই; আত্মলাভেই আমরা পরিপূর্ণ! সুতরাং দীপাদির জ্যোতির ন্যায় আমরা নিষ্ক্রিয়।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও বিচ্ছেদ ঘটে নাই—শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই তাঁহার সন্নিহিত থাকিতেন; এইজন্য রুক্মিণীর মনে এইরূপ দর্প হইয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণ আমারই আমাকেই কেবল তিনি ভালবাসেন। রুক্মিণীর এই দর্প বা অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে ঐ সকল কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। জগৎপতি পতির মুখে রুক্মিণী যখন এই সকল কথা শুনিলেন, তখন ভয়ে তাঁহার অন্তর কম্পিত হইল। তিনি একান্ত চিন্তাগ্রস্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহার চরণযুগল সুজাত নখপ্রভায় অরুণ-কান্তি ধারণ করিতে-ছিল; তিনি তাহা-দ্বারা ভুবিলিখন ও অঞ্জনাক্ত অশ্রু-দ্বারা স্তনযুগল ধৌত করিতে করিতে অবনতবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মনোবেদনার আতিশয্যে তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইল; ভয়ে, দুঃখে ও শোকে বুদ্ধি বিলুপ্ত হইল; হস্তবলয় শ্লথ হইয়া গেল। এবং করধৃত ব্যজন স্খলিত হইল। তদীয় চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; দেহ চেতনা-শূন্য হইল; কেশপাশ বিস্রস্ত হইয়া পড়িল; তিনি বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূপতিতা হইলেন। প্রত্যুত উপহাসের গভীরতা ভীষ্মকনন্দিনী বুঝিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, প্রিয়তমা রুক্মিণীর প্রেমবন্ধন অপূর্ব্ব; উহাতে কটু-কপটতার স্থান নাই, দেখিয়া হৃদয় তাঁহার দয়ার্দ্র হইল। তিনি রুক্মিণীর প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হইলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ পর্য্যঙ্ক হইতে নামিলেন এবং সত্বর তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন। রুক্মিণীর বিস্রস্ত কেশরাশি স্বহস্তে বাঁধিয়া দিলেন এবং পদ্মহস্তে তদীয় মুখ-পদ্ম মুছাইয়া দিলেন। হে রাজন্! সান্ত্বনাভিজ্ঞ, সাধুজনশরণ্য ভগবান্ দেবকীনন্দন দয়া-পরবশ হইয়া রুক্মিণীর অশ্রুজলাবিল নয়ন-যুগল ও শোকাহত কুচযুগ্ম মুছাইয়া দিয়া পতিগতপ্রাণা সতী শিরোমণিকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গনান্তে বহু সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। রুক্মিণী গূঢ় পরিহাসরসে অনভিজ্ঞা কাজেই তাঁহার চিত্ত কৃষ্ণের উপহাস-কথায় বিভ্রান্ত হইয়াছিল।

ভগবান্ ইহা বুঝিয়া রুক্মিণীকে বলিলেন,—দেবি! কোপ করিও না; জানি আমি, আমা ভিন্ন অন্যকে তুমি জান না। অয়ি শুভে। আমি তোমারই কথা শুনিব; তোমার প্রেম-কুপিত স্ফুরিতাধর, কটাক্ষবিক্ষেপ-যুত আরক্ত অপাঙ্গ এবং ভ্রূকুটি-প্রকটিত কুটিল-সুন্দর মুখখানি দেখিব বলিয়াই পরিহাসচ্ছলে ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলাম। অয়ি ভীরু! গৃহস্থাশ্রমে গৃহী ব্যক্তিরা প্রণয়িনীর সহিত যে হাস্য-পরিহাসে দিনাতিপাত করেন, তাহাই তাঁহাদের পরম লাভ।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! বিদর্ভ-রাজনন্দিনী ভগবানের নিকট এইরূপ সান্ত্বনা পাইয়া যখন শুনি-লেন—পরিহাসচ্ছলেই পতিদেবতা ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন, তখন তিনি আশ্বস্ত হইলেন; সুতরাং প্রিয়পতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া যে শঙ্কা তাঁহার হইয়াছিল, তাহা তিনি পরিহার করিলেন। হে ভারত! দেবী রুক্মিণীর এইবার সলজ্জহাস্য স্ফুরিত হইল; তিনি স্নিগ্ধ কটাক্ষপাতে পতিদেবতার বিভূতিময় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি সত্যই বলিয়াছেন যে, অসমানবিগ্রহ ভগবান্ আমি, আমার তুমি তুল্যা নহ; কেন না, ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের অধীশ্বর নিজ মহিমায় বিরাজমান আপনিই বা কোথায়?—আর গুণ-প্রকৃতি মূঢ়গণ-পূজনীয়া আমিই বা কোথায়? হে অসীমবিক্রম! আপনি

নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান-ঘন আত্মা ; রাজগণের ভয়েই যেন সমুদ্রে আপনার বসতি—একথাও মিথ্যা নহে ; কেন না ইন্দ্রিয় যাঁহাদের বহির্ম্মুখ, আপনি নিত্যই তাহাদের বিদ্বেষী। রাজপদ প্রগাঢ় অজ্ঞানময় ; আপনার সেবকেরাও যখন ঐ পদের প্রত্যাশী নহেন, তখন আপনার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? আপনার পাদপদ্ম-মকরন্দসেবী মুনিগণেরও আচরণ দুর্ব্বোধ্য,—নর-পশুগণ তাহা বুঝিতেই পারে না ; সুতরাং আপনার অনুবর্ত্তনশীল ব্যক্তিবর্গেরই চরিতাবলী যখন অলৌকিক তখন, হে ভূমন্! ঈশ্বর আপনি, আপনার চরিতাবলী যে অলৌকিক, তাহাতে আর সংশয়ের বিষয় কি ? ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেরই পূজাস্পদ, কিন্তু তাঁহারাও আপনার পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন ; সুতরাং আপনি কখনও অকিঞ্চন হইতে পারেন না। আবার অকিঞ্চনও আপনি বটেন ; কেন না, আপনি ব্যতীত আর ত' কিছুই নাই। ধনমদ-গর্ব্বিত ব্যক্তিবর্গ আপনাকে অন্তক বলিয়া বুঝিতে—পারে না ; যে বলিভোজীদিগের শ্রেষ্ঠ আপনি, তাহারাও আপনাকে জানে না। প্রকাণ্ড-বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ যাঁহাকে চাহিয়া নিখিল কাম্য পরিত্যাগ করেন, আপনিই সেই সকল পুরুষার্থ ও পরমার্থ-স্বরূপ। হে বিভো! পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত সম্বন্ধই আপনার যোগ্য সম্বন্ধ' আমাদের ন্যায় স্ত্রী-পুরুষের সহিত সম্বন্ধ সর্ব্বথা আপনার অযোগ্য ; কেন না, আমরা সুখ-দুঃখের দাস। ন্যস্তদণ্ড মুনিগণই আপনার অনুভাব অবগত আছেন। 'আপনি জগদাত্মা, আত্মপ্রদ' ইহা জানিয়াই ব্রহ্মাদিকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকেই বরণ করিয়াছি। হে গদাগ্রজ! সিংহ যেমন গর্জ্জনরবে পশুপালদিগকে বিতাড়িত করিয়া আহার গ্রহণ করে, আপনিই তেমনি শার্ঙ্গ-নিনাদে রাজগণকে বিদ্রাবিত করিয়া আপনার স্বীয় অংশ—আমাকে হরণ করিয়াছিলেন। সেই আপনি সেই সকল পলায়িত রাজগণের ভয়েই যে সমুদ্রে আশ্রয় লইয়াছেন, একথা কি কখনও সম্ভব-পর? হে কমলাক্ষ! অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি ও গয় প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তিগণ স্ব স্ব একচ্ছত্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার পদ-যুগলের সেবাভিলাষে অন্তে অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা তদবস্থায় কতই না কষ্ট পাইয়াছিলেন! আপনি গুণাকার ; আপনার পাদপদ্ম-সৌরভ কমলার সেবনীয়, সাধুজনের বর্ণনা বিষয় এবং জনসমূহের মোক্ষপ্রদ ; ঐ সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া কোন্ কামিনী ঈদৃশ অন্য ব্যক্তি-দিগকে আশ্রয় করিবে যে, যাহারা সতত মরণশীল ও নিয়ত সমধিক ভয়ে ভীত-চকিত। আপনি জগদীশ্বর ও সর্ব্বাত্মা এবং ইহ পরকালের অভিলাষ-পূরক ; তাই আপনার ন্যায় অনন্যসদৃশ পতিকেই বরণ করিয়াছিলাম। আমি দেবতির্য্যগাদি নানা পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে আপনার চরণপঙ্কজের শরণ লইয়াছি। আপনার সেবাপরায়ণ ব্যক্তিকে আপনি আপনার করিয়া লয়েন এবং আপনা হইতেই সকলের সংসার-নাশ হয়। হে অচ্যুত! হে অরিন্দম! হর-বিরিঞ্চি-সভায় আপনার যে কীর্ত্তি-কথা সম্যক্-রূপে গীত হইয়া থাকে, যে হতভাগিনীর কর্ণবিবরে সেই কথা প্রবেশ করে নাই,—গর্দ্দভ, গো, কুক্কুর, বিড়াল, ও ভৃত্যের ন্যায় আচরণশীল নিন্দিত রাজগণ তাদৃশ হতভাগিনী রমণীদিগেরই পতি হউক। আপনার চরণারবিন্দের আঘ্রাণ-বিমুখ বিমূঢ় রমণী-গণই কান্ত মনে করিয়া ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশ-দ্বারা উপরে আবৃত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বাতপূর্ণ জীবিত শব-দিগকে ভজনা করিয়া থাকে। আপনি আত্মরতি—আত্মাতেই রমণ করেন ; আমার প্রতিই আপনার অত্যধিক দৃষ্টি হইতে পারে না। তথাপি, হে পদ্মনেত্র! আপনারই চরণে যেন আমার রতি হয়। এ জগতের রজোগুণ বৃদ্ধি করিয়া আপনি যখন আমার প্রতি

কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবেন, তখন তাহাই আমি আপনার অনুকম্পা বলিয়া বুঝিব। হে মধুসূদন! আপনি আমায় বলিয়াছেন,—তুমি অন্য অনুরূপ ক্ষত্রিয়কে বরণ কর। আপনার একথা আমি অলীক মনে করি না; কেন না, জগতে এরূপ রমণীর অভাব নাই, যাহারা পতি-সত্ত্বেও পত্যন্তর ভজনা করে। শাল্বরাজের প্রতি কাশিরাজ নন্দিনী অম্বার ন্যায় কন্যা-অবস্থাতেই কোন কোন রমণীর পুরুষান্তরে অনুরাগ হইয়া থাকে। পুংশ্চলী পরিণীতা হইলেও 'নিতুই' নব নব পুরুষে আসক্ত হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি অসতীর পাণিপীড়ন কদাচ করিবেন না; করিলে, ইহ-পরলোক হইতে বিচ্যুত হইতে হয়।

ভগবান্ বলিলেন,—হে সাধ্বি, রাজনন্দিনী! তোমার মুখে এই সকল কথা শুনিবার জন্যই তোমাকে আমি উপহাস করিয়াছিলাম। আমার কথার পৃষ্ঠে তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্যই বটে। হে দেবি! তুমি নিয়ত আমাতে অনুরক্তা; সুতরাং মুক্তি বা নির্ব্বাণ-সাধনার্থ তুমি যে যে বর চাহিতেছ, তোমার জন্য তাহা সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে। হে পবিত্রচিত্তে! তুমি অকপট পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্যধর্ম্মের প্রকৃত অধিকারিণী হইলে, কারণ এই যে আমি বাক্যদ্বারা তোমার ক্রোধের উদ্রেক করিলেও তোমার মন আমাতেই অটল রহিয়াছে। আমি মোক্ষাধিপতি; যে সকল কামাত্মা কামিনী সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ব্রতাচরণ-দ্বারা দম্পতিজন-ভোগ্য সুখের লালসায় আমাকে ভজনা করে, নিশ্চয়ই তাহারা আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকে। অয়ি মানিনি! মুক্তিই বল আর সম্পত্তিই বল, সকলই আমাতে অবস্থিত,—আমি সর্ব্ব সম্পত্তিরই অধিশ্বর। যাহারা আমাকে পাইয়া আমার নিকট শুধু সম্পত্তি আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা নিতান্তই মন্দভাগ্য। সম্পত্তি-সম্ভোগ নিকৃষ্ট যোনিতেও সম্ভব হইয়া থাকে; কেন না, তাদৃশ জনের আত্মা বিষয়রসেই লিপ্ত, সুতরাং নিকৃষ্ট যোনি সম্ভোগই উহাদের পক্ষে সুশোভন। তাই বলিতেছি, হে গৃহেশ্বরি! তুমি যে বার বার আমার নিষ্কাম সেবা করিয়াছ, তাহা একান্তই মঙ্গলাবহ! অন্যের পক্ষে এরূপ সেবা 'অসম্ভব। বিশেষতঃ যাহারা দুষ্টাশয়া— স্বীয় প্রাণতোষণেই তৎপরা, তাদৃশ বঞ্চননিপুণা ললনার পক্ষে এরূপ সেবা সুদুষ্কর। মানিনি! গৃহস্থাশ্রমে তোমার ন্যায় প্রণয়িনী গৃহিণী দেখা যায় না। তুমি আমার প্রশংসা শুনিয়া বিবাহ-কালে অভ্যাগত অন্যান্য রাজাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া গোপনে আমার নিকট জনৈক ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ করিয়াছিলে। যুদ্ধে পরাজিত ভ্রাতার বিরূপীকরণ এবং উদ্বাহপর্ব্বে দ্যূতসভায় তাঁহার বধসাধন শ্রবণ করিয়া বার বার মানসিক ক্লেশ পাইয়াও আমাদের সহিত বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় তুমি যাহা সহজেই সহ্য করিয়াছ—কোন কথাই মুখ ফুটিয়া বল নাই; তোমার এই ব্যবহারই আমাদিগকে বশীভূত করিয়াছে। আমাকে লাভ করিবার অভিপ্রায়ে তোমার মনোভাব উত্তম রূপেই বিবৃত করিয়া আমার নিকট তুমি দূত পাঠাইয়াছিলে। আমার আসিতে বিলম্ব হইতেছিল, এই নিমিত্ত এ জগৎ তোমার নিকট শূন্য বোধ হইয়াছিল—তুমি প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলে; তোমার সেই ব্যগ্রতার কার্য্য তোমাতেই রহিল, আমরা তাহার প্রতিকারে অশক্তই রহিলাম। আমরা আর কি করিব, তোমার তুষ্টি-সাধনেই যত্নবান হইব।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ এইরূপে রতিবিষয়িণী নানা আলাপ-আলোচনা করিতে করিতে সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত হইয়া নরলোকের অনুকরণে রমা সহ রমণপরায়ণ হইলেন। অন্যান্য যে সকল মানিনী ছিলেন, চরাচরগুরু হরি গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাহাদের গৃহেও অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬০॥

একষষ্টিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ প্রত্যেকেই দশ দশটী করিয়া পুত্রসন্তান প্রসব করেন। ঐ পুত্রগণ সকলেই সর্ব্বপ্রকার অর্থ-সম্পদে পিতার তুল্য ছিলেন। ভগবান্ আত্মারাম, আত্মাতেই তাঁহার রতি; এ পরম তত্ত্ব কৃষ্ণ-কামিনীগণ জানিতেন না, তাই প্রত্যেকেই স্ব স্ব গৃহে পতিকে নিয়ত অবস্থিত দেখিয়া ভাবিতেন—শ্রীকৃষ্ণ আমাকেই অধিক ভালবাসেন। ভগবান্ পরিপূর্ণ-স্বরূপ, সুজাত পঙ্কজকোষের ন্যায় তদীয় মুখমণ্ডল, দীর্ঘ বাহু ও নেত্র, সপ্রেম হাস্যরসোল্লসিত দৃষ্টি ও মনোরম বাক্যালাপে কৃষ্ণকামিনীগণ এতই সম্মোহিত হইয়া যাইতেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব বিভ্রম-বিলাস প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মন বশীভূত করিতে পারিয়া উঠিতেন না। কৃষ্ণ কামিনীগণের সংখ্যা ষোড়শসহস্র হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহই কৃষ্ণকে অনঙ্গবাণে আহত বা মোহিত করিতে পারেন নাই; তাঁহারা গূঢ় হাস্যময় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের সূচিত অভিপ্রায়ে মনোরম ভ্রূমণ্ডলদ্বারা যে সকল সুরত-মন্ত্র প্রেরিত হইত, তাহার পরিচালনায় সেই সকল অনঙ্গবাণ সুনিপুণ হইলেও কৃষ্ণকামিনীগণ কৃষ্ণের মন টলাইতে পারিতেন না। যাঁহার পদবীর সন্ধান ব্রহ্মাদিও পান না, সেই রমাপতিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া ঐ কামিনীগণ নিয়ত বর্দ্ধিত আনন্দ-হিল্লোলের সহিত সানুরাগ হাস্য, কটাক্ষনিক্ষেপ ও নবসঙ্গমের ঔৎসুক্যাদি-জনিত বিবিধ বিভ্রম সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক কামিনী এক এক শত দাসীর অধীশ্বরী হইয়া ছিলেন; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের আগমন মাত্র তাঁহারা নিজেরাই প্রত্যুদ্গমন, আসন, উৎকৃষ্ট পূজাসামগ্রী, পাদক্ষালন, তাম্বুল, পাদমর্দ্দন, বীজন, গন্ধ, মাল্য কেশসংস্করণ, শয়ন, অভিষেক ও উপকরণ দানাদি দ্বারা তাঁহার দাস্য করিতেন। হে নৃপ! শ্রীকৃষ্ণমহিষীদিগের মধ্যে পূর্ব্বে যে অষ্ট প্রধান মহিষীর নাম উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাদের পুত্র প্রদ্যুম্নাদির বিবরণ বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ করুন। রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, বীর্য্যশালী চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু ও চারু নামে দশ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; এই পুত্রগণের মধ্যে কেহই পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। সত্যভামার গর্ভে ভানু, ভুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান্, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু—এই দশটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, দ্রবিড়, বসুমান্ ও ক্রতু—এই দশ পুত্র জাম্ববতীর গর্ভজাত; এই পুত্রগণও সকলেই পিতার মনোমত হইয়াছিলেন। নাগ্ন-জিতীর গর্ভে শ্রীমান্ বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান্, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু ও কুন্তি নামে দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। শুক, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক ইহাঁরা কালিন্দীর গর্ভ-জাত। মাদ্রীর গর্ভে প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্দ্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ভুজ ও অপরাজিত নামে দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্দ্ধন, অন্নাদ, মহাংস, পাবন, বহ্নি ও ক্ষুধি, ইহারাই মিত্রবিন্দার পুত্র। ভদ্রার গর্ভে সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, রাম, আয়ু ও সত্য—এই দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রোহিণী নাম্নী পত্নীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের তাম্রতপ্ত প্রভৃতি তেজস্বী পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। হে রাজন্!

ভোজকট নগরে রুক্মিতনয়া রুক্মবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামে এক মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ পুত্রগণের কোটি কোটি পুত্র-পৌত্র জন্ম গ্রহণ করে।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসিলেন,—ব্রহ্মন্! পরাজিত রুক্মী কৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই ছিদ্রান্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন; তিনি শত্রুর পুত্রকে কন্যা দান করিলেন কেন? পরস্পর শত্রুতা-সত্ত্বেও এরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিল, তাহা আমার নিকট সবিস্তারে বলুন। আপনারা যোগী ব্যক্তি; অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, অতীন্দ্রিয়, দূরস্থিত ও ব্যবহিত সমস্ত বিষয়ই আপনাদিগের দৃষ্টি-পথে সম্যক্ পতিত হইয়া থাকে।

শুকদেব বলিলেন,—হে নরপতে! শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অপমানিত রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্ব্বদা শত্রুভাবাপন্ন হইলেও, ভগিনী রুক্মিণীর ইষ্ট সাধন করিতে গিয়া ভাগিনেয় প্রদ্যুম্নের করে কন্যা সম্প্রদান করিতে অসম্মত হয় নাই। প্রদ্যুম্ন সাক্ষাৎ কন্দর্প, তিনি স্বয়ংবর-সভায় রুক্মিতনয়া-কর্ত্তৃক বৃত হইয়া একাকীই সমবেত রাজগণকে সমরে পরাজিত করেন এবং রুক্মবতীকে হরণ করিয়া লইয়া আসেন। রুক্মিণীর চারুমতী নামে এক সুনয়না কন্যা ছিল; কৃতবর্ম্মার জনৈক বলবান পুত্র তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীহরির প্রতি রুক্মীর শত্রুভাব বদ্ধমূল থাকিলেও তৎপৌত্র অনিরুদ্ধের হস্তে স্বীয় পৌত্রী রোচনাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে রুক্মিণী, রাম, কেশব এবং প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি ভোজকট নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে যথারীতি বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেলে, কালিঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় গর্ব্বিত রাজা রুক্মীকে কহিলেন,—রাজন্। আপনি বলরামের সহিত পাশ-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া সহজেই তাঁহাকে পরাজিত করুন; কারণ, বলরাম পাশ-ক্রীড়ায় একেবারেই অনভিজ্ঞ। রুক্মী এইরূপ পরামর্শ পাইয়া বলদেবকে আহ্বান করিলেন এবং পাশ-ক্রীড়ায় বসিয়া গেলেন। রাম এই ক্রীড়ায় একলক্ষ দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা পণ ধরিলেন। রুক্মী খেলায় বসিয়া সে সমস্তই জিতিয়া লইলেন। কালিঙ্গরাজ দন্ত বিকাশ করিয়া বলদেবকে উপহাস করিলেন। হলায়ুধের নিকট এ উপহাস অসহ্য হইয়া উঠিল; যাহাই হউক, রুক্মী অনন্তর লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পণ ধরিলেন। বলরাম তাহা জিতিয়া লইলেন। কিন্তু রুক্মী ছল করিয়া কহিলেন,—এবারও আমিই জিতিয়াছি। শ্রীমান্ রাম তখন পর্ব্বকালীন সমুদ্রবৎ ক্ষুভিত হইয়া দশকোটি সুবর্ণমুদ্রা পণ ধরিলেন; তাঁহার নয়ন ক্রোধে অরুণবর্ণ হইল। রাম খেলার রীতি-অনুসারে ঐ সকল মুদ্রাও জয় করিলেন। কিন্তু ছলচতুর রুক্মী বলিলেন,—এবারের খেলায়ও আমিই জিতিয়াছি; পার্শ্বস্থ আপনারা, ঠিক কিনা বলুন। তখন আকাশবাণী হইল,—বলরামই ধর্ম্মতঃ জয়ী হইয়াছেন; তাঁহার উক্তি সত্য—রুক্মীর কথা মিথ্যা। কাল-প্রেরিত বিদর্ভপুত্র এই দৈব-বাণী অগ্রাহ্য করিল এবং পূর্ব্ব পরামর্শ-মত বলরামকে উপহাস করিয়া কহিল,—গোপাল তোমরা বনে বনে বিচরণ কর, পাশক্রীড়ায় অভিজ্ঞতা তোমাদের কোথায়? পাশ ও বাণদ্বারা ক্রীড়া করা রাজাদেরই কার্য্য, তোমা-দের নহে। রুক্মীর এইরূপ তিরস্কারে এবং রাজগণের উপহাসে বলরাম ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি পরিঘ উত্তোলন করিয়া সেই মাঙ্গলিক সভায় রুক্মীকে বধ করিলেন। যে কালিঙ্গরাজ দন্ত বিকাশ করিয়া বলদেবকে উপহাস করিতেছিলেন, রাম দশম পদক্ষেপে তাঁহাকে সবলে ধরিয়া ফেলিয়া ক্রোধভরে তদীয় দন্তরাজি উৎপাটিত করিলেন। অন্যান্য রাজগণ বলরামের পরিঘাঘাতে পীড়িত এবং ভগ্নবাহু, ভগ্নোরু, ভগ্নশিরা ও শোণিতা-প্লুত হইয়া ভয়ে যে স্থানে পলায়ন করিলেন।

হে নৃপ! শ্যালক রুক্মী বলদেব-হস্তে নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ স্নেহভঙ্গ-ভয়ে রুক্মিণী বা বলদেবকে ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। এই ঘটনার পর বলরাম ও আশ্রিত যদুগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধকে তৎপত্নী সহ রথে আরোহণ করাইয়া ভোজকট হইতে কুশস্থলীতে আগমন করিবেন।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা বলির শত পুত্রের মধ্যে বাণ সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। ইনি সহস্রবাহু ছিলেন। তাণ্ডব-নৃত্যকালে বাদ্যধ্বনি করিয়া গিরিজা-পতিকে বাণ পরিতুষ্ট করিতেন। নিখিল-ভূতপতি ভগবান্ মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া বাণকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, বাণ মহেশ্বরকে তাঁহার পুররক্ষক-রূপে প্রার্থনা করেন। এই বাণ বীর্য্যমদে অতিমাত্র গর্ব্বিত হইয়াছিলেন; তিনি একদা তদীয় সূর্য্যসন্নিভ কিরীটাগ্র-দ্বারা ভগবান্ গিরিজাপতির পদপঙ্কজ স্পর্শ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মহাদেব! অপূর্ণ-মনোরথ ব্যক্তিবর্গের আপনি একমাত্র মনোরথ-পূরক কল্পপাদক; হে চরাচর-গুরো! আপনাকে নমস্কার। আপনি আমাকে সহস্রবাহু-যুক্ত করিয়াছেন, এই বাহু-গুলি আমার একান্তই ভারভূত হইয়াছে। এ ত্রিলোকে আপনি ব্যতীত আমার যোগ্য প্রতিযোদ্ধা কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। কর-কণ্ডূতিনিবন্ধন এই ভার-ভূত বাহুদ্বারা বহু পর্ব্বত চূর্ণ করিয়াছি; অবশেষে যুদ্ধার্থ দিগ্‌গজদিগের নিকটও গিয়াছি, কিন্তু তাহারা যুদ্ধ করে নাই—ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। ভগবান্ শঙ্কর এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন—যেদিন তোমার কেতু ভগ্ন হইবে, সেই দিনই আমার সমান ব্যক্তির সহিত তোমার সংঘর্ষ বাধিবে; তোমার দর্প ঐ সময়ই চূর্ণ হইয়া যাইবে।

রাজন্! কুবুদ্ধি বাণ এই কথা শুনিয়া হৃষ্টান্তঃ-করণে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিল এবং গিরিজাপতির নির্দ্দিষ্ট নিজ দর্পনাশের প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতে লাগিল। বাণরাজের উষানামে এক কন্যা ছিল। সুনয়না উষা প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধকে কখনও দেখেন নাই, তাঁহার নামও কখন শুনেন নাই। একদিন স্বপ্নযোগে সেই অনিরুদ্ধের সহিত তাঁহার বিহারসুখ লাভ হইল। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে উষা অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া 'সখে! কোথায় গেলে' বলিয়া করুণধ্বনি করিলেন, শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। সখীগণমধ্যে সে দৃশ্য বড়ই লজ্জাকর হইয়া পড়িল। বাণরাজের জনৈক অমাত্যের নাম কুম্ভাণ্ড; কুম্ভাণ্ডের এক দুহিতার নাম চিত্রলেখা। চিত্রলেখা বাণনন্দিনী উষার সহচরী; চিত্রলেখা কুতূহলাক্রান্ত হইয়া সখীকে জিজ্ঞাসিলেন,—সখি! তুমি কি চাও? কাহার অনুসন্ধান করিতেছ? উষা কহিলেন,—সখি! আমি স্বপ্নে এক শ্যামকান্তি পুরুষ দর্শন করিয়াছি; তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, নয়ন পদ্মদল-সদৃশ, পরিধানে পীত পট; তিনি কামিনী-কুলের মনোমোহন। আমি তাঁহারই অনুসন্ধান করিতেছি। সেই সুপুরুষ তাঁহার অধরসুধা পান করাইয়া আমার অতৃপ্ত অবস্থাতেই আমাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। চিত্রলেখা উত্তর করিলেন,—সখি! তোমার দুঃখ দূর আমি করিব। তোমার মনোহরণকর্ত্তা যদি এই ত্রিলোকমধ্যে কোথাও থাকেন, তবে তাঁহাকে আমি আনিব। চিত্রলেখা এই

কথা কহিয়া,—দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চরণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ ও মনুষ্যদিগের ভিন্ন ভিন্ন অকৃতি অবিকল অঙ্কিত করিলেন। নরগণের মধ্যে বৃষ্ণিবংশীয় রাম, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণের চিত্র অঙ্কিত হইল! রাজপুত্রী উষা প্রদ্যুম্নের চিত্রে দৃষ্টিপাত করিয়াই লজ্জিতা হইলেন। অতঃপর চিত্রে যখন অনিরুদ্ধ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, তখন লজ্জায় একেবারেই নতবদনা হইয়া ঈষৎ হাস্য-সহকারে কহিলেন,—এই সেই স্বপ্নদৃষ্ট সুপুরুষ।

হে নৃপ! যোগিনী চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বলিয়া অবগত হইলেন এবং আকাশ-পথে দ্বারকায় গিয়া পর্য্যাঙ্কোপরি নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে দেখিয়া, তথা হইতে বরাবর তাঁহাকে শোণিতপুরে লইয়া আসিলেন। চিত্রলেখা সখীকে ডাকিয়া আনীত নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে দেখাইলেন। সেই পরমসুন্দর পুরুষকে দেখিবামাত্র তাহার নয়নপদ্ম প্রফুল্ল হইল। তিনি পুরুষদৃষ্টির বহির্ভূত নিজগৃহে থাকিয়া প্রদ্যুম্ন-নন্দন অনিরুদ্ধের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধ মহামূল্য বসন, মাল্য ও চন্দন প্রভৃতি দ্বারা সৎকৃত ও আপ্যায়িত হইয়া গুপ্তভাবে রাজান্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধের প্রতি উষার প্রেম নিত্যই উপচিত হইতে লাগিল। উষার প্রেমে যদু-যুর্বক অনিরুদ্ধেরও ইন্দ্রিয়-বর্গ মোহিত হইয়াছিল; সুতরাং কতদিন যে এ অবস্থায় আছেন, তাহা তাঁহার ধারণায়ই আসিল না। যদুবীরের অঙ্গ-সঙ্গে ও সম্ভোগ-চর্চ্চায় রাজনন্দিনী উষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাতিশয় স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইল; তাঁহার দৈহিক উন্নতির লক্ষণাদি গুপ্ত রহিল না। অন্তঃপুরের রক্ষিবৃন্দ ঐ সকল লক্ষণাদিদ্বারা সন্দিহান হইয়া রাজসদনে গিয়া নিবেদন করিল,—হে রাজন্! আপনার অনূঢ়া কন্যার আচরণ কুলদূষণ বলিয়াই অনুমান হইতেছে। প্রভো! আমরা সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার রক্ষা-কার্য্য করিতেছি; পুরুষমাত্রেই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, তথাচ কিরূপে যে এ অঘটন ঘটিল, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কন্যা দূষিত হইয়াছে—এ কথা শ্রবণে বাণরাজ দুঃখিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কন্যা-গৃহে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন,—এক ভুবনসুন্দর শ্যামকলেবর পদ্ম-পলাশ-নয়ন সুপুরুষ তাঁহার কন্যার সহিত পাশ-ক্রীড়া করিতেছেন।—কুণ্ডল-কুন্তলের প্রভায় ও সহাস্য দৃষ্টিপাতে তাঁহার বদন-মণ্ডল অপূর্ব্ব শোভায় উদ্ভাসিত হইতেছে। রাজা বাণ স্ব দুহিতার সম্মুখে ঈদৃশ পুরুষকে সমাসীন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যদুনন্দন শস্ত্রপাণি সৈন্যগণবেষ্টিত বাণ-রাজাকে গৃহ-প্রবিষ্ট দেখিয়া একটা লৌহপরিঘ হস্তে লইয়া দণ্ডধর অন্তকের ন্যায় সংহারার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। রাজসৈন্যগণ তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইলে, বীর অনিরুদ্ধ তাঁহাদিগকে কুক্কুরপালের ন্যায় সংহার করিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধের পরিঘাঘাতে ভগ্নোরু, ভগ্নশিরা ও ভগ্নবাহু হইয়া তাহারা সকলেই পলায়ন করিল। তখন ক্রুদ্ধ বাণরাজা স্বীয় সৈন্য-সংহারী অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন করিলেন। অনিরুদ্ধ পাশবদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া বাণ-নন্দিনী উষা শোক ও বিষাদ-বিহ্বলা হইলেন; তাঁহার নয়ন বাষ্পপূর্ণ হইল। তদবস্থায় তিনি উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে ভারত! এদিকে দ্বারকায় অনিরুদ্ধের বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহাকে না দেখিয়া বর্ষার মাসচতুষ্টয় শোকে দুঃখে অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর তাঁহারা যখন নারদমুখে অনিরুদ্ধের বন্ধন-বার্ত্তা শুনিলেন, তখন সকলেই শোণিতপুরে চলিলেন। এই যুদ্ধাভিযানে কৃষ্ণদৈবত সমস্ত বৃষ্ণিবীরই যোগদান করিলেন। প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপানন্দ ও ভদ্রাদি যাবতীয় যদুশ্রেষ্ঠই রাম-কৃষ্ণের অনুগামী হইয়া দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে শোণিতপুরে পৌঁছিলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে বাণপুরী অবরোধ করিলেন। তাঁহাদের আক্রমণে বাণরাজের নগরোদ্যান, প্রাকার, অট্টালক ও গোপুর সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। বাণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তুল্য-সংখ্যক সৈন্য সহ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। এই যুদ্ধে বাণের পক্ষে স্বয়ং রুদ্রদেব বৃষারূঢ় হইয়া নন্দী ও প্রমথগণ সহ অবতীর্ণ হইলেন এবং রাম-কৃষ্ণ সহ যুদ্ধারম্ভ করিলেন।

হে রাজন্! রুদ্র ও শ্রীকৃষ্ণ এবং কার্ত্তিকেয় ও প্রদ্যুম্ন পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সে অতি ভীষণ যুদ্ধ!—শুনিলে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। এদিকে কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সহিত বলরামের, বাণপুত্রের সহিত সাম্বের এবং বাণের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ব্রহ্মাদি দেবপ্রধানগণ, মুনি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও যক্ষগণ এই মহাযুদ্ধের দর্শক রূপে বিমানারোহণে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গ-শরাসন হইতে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; তাহাতে আহত হইয়া শঙ্করানুচর ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, রাক্ষস, বেতাল, বিনায়ক, ভূতমাতা, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড ও ব্রহ্মরাক্ষসগণ বিতাড়িত হইতে লাগিল। পিনাকপাণি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিবা দিব্য অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শার্ঙ্গধন্বা ঐ সকল দিব্যাস্ত্রে বিস্মিত হইয়া স্বীয় অস্ত্র সমূহ দ্বারা তৎসমস্ত প্রতিহত করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রে ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্রে পর্ব্বতাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রে পর্জ্জন্যাস্ত্র এবং পাশুপাতাস্ত্রে নারায়ণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল।

অনন্তর রুদ্রদেব বদন ব্যাদন করিয়া সর্ব্বগ্রাসে উদ্যত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সম্মোহনাস্ত্র-দ্বারা তাঁহাকে মোহিত করিয়া খড়্গ, গদা ও বাণদ্বারা বাণসৈন্যদিগকে আহত করিলেন। কুমার কার্ত্তিকেয় চতুর্দ্দিক হইতে প্রদ্যুম্নের বাণবর্ষণে ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বগাত্র রুধিরাক্ত হইল; তিনি ময়ূরবাহনে পলায়ন করিলেন! কুষ্মাণ্ড ও কূপকর্ণ হলায়ুধের মুষলাহত হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। তাঁহাদের সৈন্যদল নির্ণায়ক হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। স্বীয় সৈন্য-দলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রথারোহী বাণরাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সাত্যকির সহিত যুদ্ধ না করিয়া বরাবর শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ছুটিলেন। রণদুর্ম্মদ রাজা যুগপৎ পঞ্চ শত ধনু আকর্ষণ করিয়া প্রত্যেক দুই দুই বাণ যোজনা করিলেন। ভগবান্ শ্রীহরি বাণের সেই সকল ধনু ও বাণ একই কালে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বাণের রথ, অশ্ব ও সারথি শ্রীকৃষ্ণের বাণে নিহত হইল, শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কোটরা-নাম্নী বাণ-জননী তখন উলঙ্গ ও মুক্তকেশী হইয়া বাণের প্রাণরক্ষার্থ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শ্রীহরি নগ্না স্ত্রী দর্শন করিবেন না বলিয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন। ইত্যবসরে হতাশ্ব-রথ-সারথি বাণ-রাজা নরগমধ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

ভূতবৃন্দের পলায়নের পর ত্রিশিরা ত্রিপাদ জ্বর যুদ্ধার্থ ছুটিয়া আসিল। নারায়ণ তদ্দর্শনে শীতজ্বরের সৃষ্টি করিলেন। মাহেশ্বরজ্বরে ও বৈষ্ণবজ্বরে পরস্পর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। মাহেশ্বরজ্বর বহু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বৈষ্ণব-জ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল; তখন অন্য কোথাও অভয় না পাইয়া হৃষীকেশের শরণাপন্ন হইল এবং যুক্তকরে স্তব আরম্ভ করিল,—হে অনন্তশক্তি পরমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর, বিশ্বাত্মা ও নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞান মাত্র। এই বিশ্বোৎপত্তির, বিশ্বসৃষ্টির ও বিশ্বসংহারের আপনিই এক মাত্র কারণ। আপনি কর্ম্মবর্জ্জিত, বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম এক মাত্র আপনাকেই বলা হয়; আপনাকে আমার নমস্কার। কাল, দৈব, কর্ম্ম, জীব, স্বভাব, সূক্ষ্মভূতগণ, প্রাণ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত, দেহ এবং দেহের বীজপ্ররোহ-প্রবাহ বলিয়া যাহা কিছু প্রথিত আছে, এতৎ সমস্তই আপনার মায়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; কিন্তু উল্লিখিত বস্তু-পরম্পরার বাস্তব সদ্ভাব আপনাতে নাই। এহেন আপনার আমি শরণাপন্ন হইলাম। আপনি লীলাবশেই মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার স্বীকার করেন; লীলাবশেই দেবগণ, সাধুগণ ও লোকমর্য্যাদা সকল পালন করেন এবং হিংসাস্বভাব উচ্ছৃঙ্খল দৈত্যাদির নিগ্রহ সাধন করেন; আপনার এই অবতার ভূভার-হরণের জন্যই হইয়াছে। আপনার শান্ত অথচ উগ্রতেজে আমি প্রতপ্ত হইয়াছি। আশা-বদ্ধ জীবগণ যে পর্য্যন্ত না আপনার পাদপদ্মানুসরণ করে, ততদিনই তাহার তাপ থাকিয়া যায়। ভগবান্ বলিলেন,—হে ত্রিশিরা জ্বর! আমি প্রসন্ন হইলাম; আমার সৃষ্ট জ্বর হইতে তোমার ভয় নাই! যে ব্যক্তি আমাদের এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, অদ্য হইতে তোমা হইতেও তাহার ভয় থাকিবে না। মাহেশ্বর জ্বর এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুকে প্রণামান্তে প্রস্থান করিল।

শুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! এদিকে জনার্দ্দন সহ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বাণরাজা রথারোহণে আবার অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সহস্র বাহুতে বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র শোভিত হইল; তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রধারী হরির প্রতি তৎসমস্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দৈত্যপতি বারংবার বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান হরি ক্ষুরধার চক্র-দ্বারা মহাতরুর শাখাসমূহের ন্যায় তদীয় বাহু সকল ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। বাণের বাহুচ্ছেদ হইতে লাগিল; তখন ভগবান্ আশুতোষ দয়াপরবশ হইয়া চক্রধারীর নিকটে গিয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি বেদগূঢ় পরম জ্যোতিঃ, পরম ব্রহ্ম; নির্ম্মলাত্মা সাধুগণ তোমাকে স্বচ্ছ আকাশবৎ অবলোকন করেন। তুমি বিরাট্ পুরুষ; এই আকাশ—তোমার নাভি, অগ্নি—মুখ, জল—শুক্র, স্বর্গ—মস্তক, দিক্ সকল—কর্ণ, পৃথিবী—আত্মা, সমুদ্র—উদর, ইন্দ্র—বাহুসমূহ, ওষধি-বর্গ—রোমরাজি, মেঘসকল—কেশপাশ, বিরিঞ্চি—বুদ্ধি, প্রজাপতি—মেঢ্র, এবং ধর্ম্ম তোমার হৃদয়। এই জন্যই লোকে তুমি বিরাট্ আখ্যায় অভিহিত। হে অবিনশ্বর! ধর্ম্মরক্ষা ও বিশ্বমঙ্গলের নিমিত্তই তোমার অবতার গ্রহণ। আমরা তোমারি রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া সপ্ত ভুবন পালন করিয়া থাকি। তুমি স্বপ্রকাশ, শুদ্ধ সত্ত্ব, সর্ব্বাদি, অদ্বিতীয় তুরীয় পুরুষ। তুমি নিজে কারণবর্জ্জিত হইয়া সকলেরই কারণরূপে বিরাজমান, তুমি ঈশ্বর অদ্বিতীয়; তথাপি সর্ব্ব-বিষয় প্রকাশ করিতে গিয়া স্বীয় মায়াবলে প্রতি-দেহে বিভিন্নাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাক। নিজচ্ছায়াচ্ছন্ন সূর্য্য যেমন ছায়ারূপ সকল প্রকাশ করেন, হে ভূমন্! তুমিও তেমনি স্ব-প্রকাশ হইয়াও গুণাচ্ছন্নরূপে গুণ-গুণীদিগকে প্রকাশ কর। হে ভগবন্! তোমারি মায়া-মুগ্ধ জীবনিবহ পুত্র, দার ও গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া এই দুঃখময় ভবাব্ধি-প্রবাহে

বাংবার উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইতেছে। দেবদত্ত নরলোকে জন্ম লইয়াও যে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তোমার পাদযুগলের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন না করে, সে আত্মবঞ্চক—সকলেরই শোচনীয়। তুমি সর্ব্বপ্রিয়, সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর; যে-মানব বিষয়ভোগের নিমিত্ত তোমাকে পরিত্যাগ করে, তাহার এই আচরণ অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষপানবৎ হইয়া থাকে। তুমি প্রিয়তম আত্মা; আমি ও ব্রহ্মা এবং যাবতীয় মুনি তোমারই শরণাপন্ন। হে দেব! আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও কারণ; আপনি প্রশান্ত, কাজেই কর্ম্মবর্জ্জিত। আপনি সুহৃদ্ আত্মা, দৈব ও জগদাত্মার আধারস্থলী, সুতরাং অন্যান্য অদ্বিতীয় একমাত্র; সংসারমুক্তির নিমিত্ত এহেন আপনাকে ভজনা করি। এই বাণ আমার প্রিয় ভক্ত, ইহাকে আমি অভয়দান করিয়াছি; অতএব দৈত্যপতি বলির প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়াছিলে, ইহার প্রতিও তেমনি অনুগ্রহবান্ হও।

ভগবান্ বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনার অভিপ্রেত প্রিয়সাধন আমি করিব। এই বাণ-রাজার সম্বন্ধে আপনি যাহা কিছু করিয়াছেন, তৎসমস্তই আমার অনুমোদিত। এই বলি-নন্দন বাণ আমার অবধ্য; আমি প্রহ্লাদ-সমীপে বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, তোমার বংশধর কাহাকেই আমি বধ করিব না। তবে যে বাণরাজের বাহুচ্ছেদন, ইহা উহার দর্প-নাশের নিমিত্তই করা হইয়াছে। ইহার দৈহিক বল পৃথিবীর ভারভূত হইয়াছিল তাহাও নষ্ট করিয়াছি। ইহার এক্ষণে চারিটী মাত্র বাহু অবশিষ্ট আছে। এই বাণাসুর আপনার অজর অমর পার্ষদরূপে বিরাজ করিবে; কোন প্রাণী হইতেই ইহার ভয় থাকিবে না।

বাণরাজা এই কথা শুনিয়া অবনতমস্তকে প্রণিপাত করিলেন। বন্দী অনিরুদ্ধ মুক্ত হইলেন। বাণের আদেশে উষা সহ অনিরুদ্ধকে অন্তঃপুর হইতে রথারোহণে আনয়ন করা হইল। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করের অনুমোদন-ক্রমে সুন্দর বসন-ভূষণে সুসজ্জিত সপত্নীক অনিরুদ্ধকে লইয়া অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। দ্বারকা সুন্দর সুন্দর ধ্বজ-পতাকায় সুসজ্জিত হইয়াছিল; উহার পথ, প্রাঙ্গণ সমস্তই অভিনব শোভায় শোভা পাইতেছিল। ভগবান্ সেই শোভাশালিনী দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণ, বন্ধু-বান্ধবগণ ও দ্বিজগণ শঙ্খ-ঢক্কাদি বিবিধ বাদ্যধ্বনির সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। যিনি প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া হরিহরের এই বিজয়-বার্ত্তা স্মরণ করেন, তাঁহার কখনও পরাজয় ঘটে না।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! একদা সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু ও গদাদি যদুকুমারগণ ক্রীড়া নিমিত্ত উপবনে গিয়াছিলেন। বহুক্ষণ সেথায় ক্রীড়া করিয়া তাঁহারা পিপাসার্ত্ত হইয়া পড়িলেন; জল অন্বেষণ করিতে করিতে একটা কূপ-সমীপে গমন করিলেন। কূপমধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণী দৃষ্ট হইল। ঐ প্রাণী একটা কৃকলাস, উহার আকার পর্ব্বত পরিমাণ; উহা দেখিয়া যদুকুমারগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহাদের দয়া হইল; তাঁহারা সেই কৃকলাসের উদ্ধার-সাধনে সচেষ্ট হইলেন। চর্ম্ম ও রজ্জুনির্ম্মিত

পাশদ্বারা তাহাকে বন্ধন করা হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহার উদ্ধার-সাধনে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা ঔৎসুক্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গিয়া যথাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ তচ্ছ্রবণে সেই কূপসমীপে গিয়া তাহাকে দেখিবামাত্র অবলীলাক্রমে বামহস্তে উত্তোলন করিলেন। কৃকলাস ভগবানের করস্পর্শে তৎক্ষণাৎ কৃকলাসরূপ পরিত্যাগ করিল এবং কি বর্ণ, কি বস্ত্রালঙ্কারাদি আহার্য্যশোভা, সর্ব্ব-প্রকারেই শোভিত—এক তপ্তকাঞ্চনকান্তি দেবমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। মুকুন্দ দেব এই মূর্ত্তি-পরিবর্ত্তনের কারণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন, তথাচ জনসমাজে প্রচার করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসিলেন,—হে মহাভাগ! কে আপনি এমন সুন্দর সুপুরুষ? আপনাকে দেবোত্তম বলিয়াই বোধ হইতেছে। ভদ্র! কোন্ কর্ম্ম বিপাকে আপনার এরূপ দশা ঘটিয়াছিল? এই অবস্থা-ভোগের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া আপনাকে মনে হইতেছে না। যাহা হউক, বলিবার যোগ্য হইলে প্রকৃত ঘটনা বর্ণন করুন; জানিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য হইয়াছে।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! সেই দিব্যমূর্ত্তি পুরুষ তখন তদীয় মস্তকস্থ সূর্য্য-করোজ্জ্বল কিরীটাগ্র অবনত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামান্তে কহিলেন,—প্রভু হে, আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃগরাজা। দানশীলগণের নাম শ্রবণ-কালে নিশ্চয়ই আপনি আমার নাম শ্রবণ করিয়াছেন। আপনি সর্ব্বভূতের বুদ্ধি-সাক্ষী, কাল আপনার দৃষ্টি-নাশে সমর্থ নহে। আপনার অবিদিত কিছুই নাই; তথাচ আপনি আদেশ করিলেন, তাই বলিতেছি,—যাঁহারা শ্রৌতকর্ম্মান্বিত, বেদাধ্যয়ন-হেতু উদারচরিত্র, বহু পরিজনের প্রতিপালক, গুণ-শীল ও সদাচার-সম্পন্ন এবং তপস্যানিরত, ঈদৃশ তরুণবয়স্ক দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে পৃথিবীর ধূলি, আকাশের নক্ষত্র ও বর্ষার ধারা-সখ্যানুপাতে দুগ্ধবতী গুণশীলশালিনী তরুণী কপিলা ধেনু আমি দান করিয়াছি। ঐ দানীয় ধেনুগণ সকলেই স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গশালিনী ও ন্যায়-সঙ্গত উপায়ে সংগৃহীতা হইয়াছিল; উহাদের প্রত্যেকেরই খুরচতুষ্টয় রজতমণ্ডিত, সকলেই বৎসবতী ও সকলেই বস্ত্রমাল্যে বিভূষিতা ছিল। এতদ্ব্যতীত গো, হিরণ্য, আয়তন, অশ্ব, হস্তী, দাসীর সহিত কন্যা, তিল, রৌপ্য, শয্যা, বস্ত্র, রত্ন, পরিচ্ছদ ও রথসমূহও প্রভূত পরিমাণে আমি দান করিতাম, নানা যজ্ঞ করিতাম এবং স্থানে স্থানে কূপ-তড়াগাদি প্রস্তুত করাইয়া দিতাম; এই-রূপেই আমার কালাতিপাত হইতেছিল। একদিন জনৈক দ্বিজপ্রবরের গাভী আমার গাভীসমূহের মধ্যে মিলিয়া যায়। আমি অজ্ঞাতসারে অন্য এক ব্রাহ্মণকে সেই গাভী দান করিয়া ফেলি। ব্রাহ্মণ সেই প্রদত্ত গাভী লইয়া যাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ঐ গাভীর পূর্ব্ব স্বামী উহা দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—এ আমার গাভী। প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ কহিলেন,—রাজা নৃগ ইহা আমাকে দান করিয়াছেন; সুতরাং এ গাভীর স্বামী এখন আমি। এইরূপে বিবদমান ব্রাহ্মণদ্বয় স্ব স্ব কার্য্য-সাধনার্থ আমাকে আসিয়া বলিলেন,—আপনি দাতা এবং প্রতিহর্ত্তা। তচ্ছ্রবণে আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। এই ধর্ম্মসঙ্কটকালে আমি উভয় ব্রাহ্মণকেই সানুনয়ে কহিলাম,—একলক্ষ উৎকৃষ্ট গাভী প্রদান করিতেছি, আপনাদের উভয়ের যে কেহ এই গাভীটার স্বত্ব পরিত্যাগ করুন। আমি আপনাদের দাসানুদাস, অজ্ঞাতসারে এ দোষ করিয়া ফেলিয়াছি; অতএব আপনারা মৎপ্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন। আমি প্রতপ্ত নরকে পতনোন্মুখ হইয়াছি; আপনারা আমাকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন। আমার অনুরোধে কেহই কর্ণপাত করিলেন না। গাভীর পূর্ব্ব-স্বামী বলিলেন—আমি রাজার দান গ্রহণ করিব না; এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। গাভীর বর্ত্তমান স্বামীও

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন যে,—এই গাভীর বিনিময়ে আমি দশ লক্ষ গাভীও লইতে ইচ্ছা করি না। এই সুযোগে যমদূতগণ-কর্ত্তৃক আমি শমন-সদনে নীত হইলাম।

হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! যমালয়ে যম আমাকে জিজ্ঞাসিলেন—রাজন্! অগ্রে আপনি শুভ বা অশুভ কোন্ ফল ভোগ করিবেন? ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও দানকার্য্যে যে উজ্জ্বল লোক লব্ধ হইয়া থাকে, আপনার পক্ষে তাহার অন্ত নাই। আমি উত্তর করিলাম,—হে দেব! অগ্রে আমি অশুভ ফলই ভোগ করিব। যমরাজ বলিলেন,—তবে পতিত হউন। তাঁহার কথা মাত্র তৎক্ষণাৎ অনুভব করিলাম —আমি কৃকলাস হইয়া পতিত হইতেছি। হে কেশব! আমি ব্রাহ্মণদিগের হিতকারী, ভূরি-দাতা ও আপনারই দাস ছিলাম; আজ পর্য্যন্ত আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। আপনাকে দর্শন করিবার বাসনা আমার বহুদিন হইতেই ছিল; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, কিরূপে আপনি নিজেই আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন! আপনি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত, সুতরাং কেবল যোগেশ্বরগণই উপনিষদ্রূপ চক্ষু-দ্বারা তাঁহাদের নির্ম্মলহৃদয়ে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; এই জন্যই আপনি পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত। যে সকল ব্যক্তি সংসার-মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই আপনাকে দর্শন করিতে পারেন। আমি সংসারদুঃখে অন্ধ হইয়া গেলেও, হে ভগবন্! আপনি অদ্য আমার নেত্রগোচর হইলেন। হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে গোবিন্দ! হে পুরুষপ্রবর! হে নারায়ণ! আপনি অনুমতি করুন, আমি দেবলোকে প্রয়াণ করি। প্রভু হে, যেখানেই আমি থাকি, আমার চিত্ত যেন আপনারই চরণকমলে নিবিষ্ট থাকে। আপনা হইতেই যাবতীয় বিশ্ব-বস্তুর সমুদ্ভব, অথচ আপনি স্বয়ং নির্ব্বিকার; মায়া আপনার শক্তি, তাহা হইতেই এই বিশ্বের উৎপত্তি। স্বয়ং আপনি সর্ব্বভূতের আশ্রয়, আনন্দমূর্ত্তি ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মসমূহের ফলদাতা এক মাত্র আপনিই; আপনাকে আমার নমস্কার।

নৃগরাজা এই সকল কথা কহিয়া স্বীয় মস্তকাগ্র-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদ-পঙ্কজ স্পর্শ করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে সর্ব্বসমক্ষে বিমানোপরি আরোহণ করিলেন। সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়বর্গের শিক্ষার নিমিত্ত পরিজনবর্গকে বলিলেন,—অহো! যাঁহারা অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অণু-মাত্র ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়া জীর্ণ করা তাঁহাদের পক্ষে দুরূহ। আমি হলাহলকে বিষজ্ঞান করি না; কেন না, তাহার একটা প্রতিক্রিয়া করা যায়। কিন্তু যাহার যথার্থ প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবিধান নাই, আমার মতে সেই ব্রহ্মস্বই বিষ। বিষ তাহার ভোক্তাকে মাত্র নাশ করে এবং অগ্নি জলসেকে শান্ত হইয়া যায়; কিন্তু ব্রহ্মস্ব-রূপ ইন্ধন হইতে যে বিষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, উহা বংশপরম্পরার মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে। যদি যথাবিধি অনুমতি ব্যতীত ব্রহ্মস্বভোগ করা হয়, তাহা হইলে উহা অধস্তন তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত নাশ করে। যদি সহসা বলপূর্ব্বক ব্রহ্মস্ব হরণ করা হয়, তবে তাহাতে অধঃ ও ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অধঃ-পতিত হইয়া থাকে। যাহারা ব্রহ্মস্ব লোভ করিয়া থাকে, তাহারা নরক-বাসেরই কামনা করে। অনেক অজ্ঞ রাজা রাজশ্রীর সহিতই পতিত হইয়া থাকেন; ইহা যে ব্রহ্মস্ব-হরণেরই ফল, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না। দানশীল, বহুকুটুম্বী ব্রাহ্মণের বৃত্তি-হরণে তাঁহার যখন অশ্রুপাত হইতে থাকে, সেই অশ্রুবিন্দু-দ্বারা যত পরিমাণ ধূলি-কণা সিক্ত হইয়া যায় ব্রহ্মস্বহারী নিরঙ্কুশ রাজা ও রাজপরিবারবর্গ—তত বর্ষ কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকেন। স্বদত্ত বা পরদত্ত ব্রহ্মস্বের অপহরণকর্ত্তা ষষ্টিসহস্র বৎসর বিষ্ঠা-স্তূপের কৃমি হইয়া থাকে। আমি যেন কখনও ব্রহ্মস্ব

অপহরণ না করি। রাজারা ব্রহ্মস্বহরণের কল্পনা করিয়াও অল্পায়ু, পরাজিত, পদচ্যুত ও অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইয়া থাকেন।

হে বন্ধু-বান্ধবগণ! শুনিয়া রাখ,—ব্রাহ্মণ অনিষ্ট-কারী হইলেও, কদাচ তাঁহার অনিষ্ট করিবে না। তিনি বধোদ্যত বা অভিসম্পাতে প্রবৃত্ত হইলেও, নিত্য তাঁহাকে নমস্কার করিবে। হে বন্ধুগণ! আমি যেমন সতত সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করি, তোমরাও সেইরূপ করিও। ইহার অন্যথা করিলে সে ব্যক্তি আমার দণ্ডনীয়। অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মস্বহরণেও নরকবাস নিশ্চিত। এই কারণেই নৃগ রাজা কৃকলাস-কলেবরে কূপ-পতিত হইয়া-ছিলেন।

হে রাজন্! জগৎপবিত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসী জনগণকে এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়া নিজ-নিকে-তনে প্রবেশ করিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে কুরুবর! একদা ভগবান্ বলদেব বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত-চিত্তে রথারোহণে নন্দ-গোকুলে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া উৎকণ্ঠিত গোপ-গোপীগণ কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন; পিতা মাতার দর্শন মিলিল, তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়া বলরাম তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লইলেন। পিতা-মাতা বলরামকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন,—হে দাশার্হ! তুমি তোমার বিশ্ব-পতি অনুজের সহিত আমাদিগকে নিরন্তর পালন করিতেছ।—এই বলিয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া নেত্রজলে তাঁহার গাত্র সিক্ত করিতে লাগিলেন। গোপবৃদ্ধগণ সকলেই বলদেব-কর্তৃক বন্দিত হইলেন। বয়ঃকনিষ্ঠ গোপগণ বলরামকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। বলরাম বয়ঃক্রম, বন্ধুতা ও সম্বন্ধ অনুসারে হাস্য ও করমর্দ্দনাদি দ্বারা গোপালদিগের সহিত আলাপ-আপ্যায়নে সুখাসীন হইয়া প্রেম-গদ্‌গদ-স্বরে তাহাদের কায়িক কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তখন কৃষ্ণার্পিতসর্ব্বস্ব গোপগণ কহিলেন,—রাম! আমাদের বন্ধু-বান্ধবগণ ভাল আছেন ত'? তোমরা উভয় ভ্রাতাই স্ত্রী-পুত্র-লাভ করিয়াছ; এক্ষণে আমা-দিগকে কি আর স্মরণ করিয়া থাক? সৌভাগ্য-ক্রমে কংসের নিধন ও বন্ধুবর্গের মোচন হইয়াছে। ভাগ্যক্রমেই তোমরা শত্রু জয় করিয়া দুর্গাশ্রয় করিয়াছ। রাম-দর্শনানন্দিত গোপীগণ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন,—নাগর-নারীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন ত'? পিতা-মাতা ও বন্ধুবর্গকে তিনি স্মরণ করেন ত'? সেই মহাবাহু আমাদের সেবা-শুশ্রূষার কথা কখনও মনে করেন কি? হে যদুনন্দন! আমরা তাঁহারই জন্য দুস্ত্যজ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও পতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াছি; তথাচ তিনি আমাদের মৈত্রীবন্ধন সহসা ছিন্ন করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি যাইবার সময় যে যে কথা কহিয়া ছিলেন, স্ত্রীগণের তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কোনই হেতু নাই। কোন গোপী কহি-লেন,—নাগরিক নারীগণ স্বভাবতঃই সুচতুর, তাহারা কৃতঘ্নের বাক্যে কি করিয়া শ্রদ্ধা করিতেছে? অথবা তাঁহার মনোহারিণী কথায় ও সুন্দর হাস্যযুক্ত কটাক্ষ-নিক্ষেপে তাহারাও চঞ্চলীকৃত মদনাবেশে বিবশ হইয়া

পড়ে; তাই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেও পারে। অন্য কোন গোপাঙ্গনা কহিল,—ওহে গোপীগণ! অন্য কথার আলোচনা কর, কৃষ্ণকথায় আমাদের কি প্রয়োজন? যদি আমাদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণই কাল কাটাইতে পারেন, তবে আমরাও না পারিব কেন?

এই কথা কহিতে কহিতে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের হাস্য, আলাপ, সুন্দর দৃষ্টি, গতি ও প্রেমালিঙ্গন স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল! বিজ্ঞ বলরাম বিবিধ অনুনয়-বিনয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সংবাদদানে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। রোহিনী-নন্দন গোপীদিগের সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষায় চৈত্র—বৈশাখ দুই মাস কাল তথায় বাস করিলেন। স্ত্রীগণ-পরিবৃত হলায়ুধ চন্দ্রকরোজ্জ্বল কুমুদিনীগন্ধবাহী-সমীর-সেবিত যমুনার উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন। বরুণের আজ্ঞানুসারে বৃক্ষকোটর-নিঃসৃত বারুণী দেবী সুগন্ধে সকল বন আমোদিত করিলেন। বলদেব সেই মধু-ধারার বায়ুবাহিত গন্ধের আঘ্রাণ লইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন এবং ললনাগণের সহিত সেই মধু পান করিতে লাগিলেন। হলধর মধুপানে উন্মত্ত হইলেন। তাঁহার নয়ন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সেই অবস্থায় তিনি বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বনিতাগণ তদীয় চরিত গাথা গাহিতে লাগিল। রাজন্! বলদেবের গলায় বৈজয়ন্তী মালা লম্বিত ছিল; তাঁহার একটী কর্ণে কুণ্ডল, স্বেদরূপ হিমকণায় তাঁহার সহাস্য আস্য আপ্লুত। তিনি মদনোন্মত্ত হইয়া জলক্রীড়ার্থ যমুনাকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু যমুনা সেখানে আসিলেন না। বলদেব ভাবিলেন, আমি মত্ত মনে করিয়াই যমুনা হেথায় আসিল না। ইহা স্থির করিয়া বলদেব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং হলাগ্র দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া কহিলেন,—পাপিনি! আমার আহ্বান তুমি অগ্রাহ্য করিলে? হেথায় আসিতে পারিলে না? তোমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যই তুমি করিলে? অতএব এই লাঙ্গল-চালনায় তোমাকে শতধা খণ্ডিত করিয়া ফেলিব।

হে নৃপ! বলরামের ঈদৃশ ভর্ৎসনা-বাক্যে যমুনা ভীত, চকিত ও পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,—হে মহাভুজ রাম! আপনার বিক্রম আমি বিদিত নহি। হে বিশ্বপতে! ভবদীয় এক অংশ এই ধরা ধারণ করিতেছেন। ভগবন্! আপনার অপার মহিমা আমার অপরিজ্ঞাত। হে ভক্তবৎসল! আমি শরণাগতা; আমাকে মুক্ত করুন। যমুনার এইরূপ প্রার্থনায় বলদেব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং হস্তিনীদিগের সহিত হস্তীর ন্যায় যমুনার জলে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথেচ্ছ বিহারক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল; জল হইতে তিনি উত্থিত হইলেন। ভগবতী লক্ষ্মী তাঁহাকে নীল বসন, নীল উত্তরীয় ও মহামূল্য অলঙ্কার ও মঙ্গলময়ী মালা অর্পণ করিলেন। সেই সকল বসন, ভূষণ ও মাল্য পরিয়া চন্দনলিপ্তদেহে বলদেব ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে রাজন্! যমুনা হলায়ুধের সেই আকর্ষণপথে প্রয়াণ করিয়া অদ্যাপি সেই অনন্তবীর্য্য অনন্তের অনন্ত বীর্য্যই প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে ব্রজাঙ্গনাগণের মাধুর্য্য-বিলাস-বিক্ষিপ্ত-চিত্ত বলদেব তাহাদের সহিত রমণ করিলেন। সেই রমণকালের রাত্রিগুলি যেন একটী রাত্রির ন্যায় অতিবাহিত হইল।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! বলরাম নন্দ-ব্রজে যাইবার পর করূষদেশের অধিপতি অজ্ঞানান্ধ পৌণ্ড্রক স্থির করিল,—আমি বাসুদেব, অন্য কেহ বাসুদেব হইতে পারে না। এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া পৌণ্ড্রক দ্বারকায় বাসুদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিল। অজ্ঞ জনেরা তোষামোদ করিয়া বলিত, আপনি ভূতলাবতীর্ণ বিশ্বপতি বাসুদেব। এইরূপ তোষামোদ-বাক্যে করূষরাজ সত্য-সত্যই মনে করিয়াছিল,—আমিই বটে বাসুদেব। এইরূপ ধারণার ফলেই বালক-কল্পিত রাজার ন্যায় অজ্ঞ করূষরাজ দ্বারকায় দূত-প্রেরণেও কুণ্ঠিত হয় নাই। দূত দ্বারকার রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কমলাক্ষ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—করূষরাজ আমাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়া সংবাদ জানাইতেছেন যে, জগতে আমিই একমাত্র বাসুদেব,—ঐ নামে পরিচিত হইবার অধিকার অন্য কাহারও নাই; আমি প্রাণীদিগের প্রতি দয়া-প্রদর্শনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছি। তুমি যদুবংশে জন্মিয়া বৃথা বাসুদেব নাম ধারণ করিতেছ। তাই বলিতেছি,—হে যদুনন্দন! তুমি মূঢ়তাবশে মদীয় যে সকল চিহ্ন ধারণ করিতেছ, অবিলম্বে তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও; নচেৎ আমার সহিত আসিয়া যুদ্ধ করিতে থাক।

শুকদেব বলিলেন,—হে কুরুবর! দূতমুখে অল্পবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের সেই আত্মশ্লাঘার কথা শুনিয়া উগ্রসেনাদি সভ্যবৃন্দ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে দূতকে বলিলেন,—দূত। তুমি তোমার রাজাকে বলিও,—তিনি যাহাদের সহায়তায় এরূপ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছেন, আমার সুদর্শনাদি চিহ্ন তাহাদিগের এবং তোমাদের রাজার প্রতি আমি অচিরেই পরিত্যাগ করিব। তোমাদের রাজা যে মুখে এই সকল কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার সেই মুখ আচ্ছাদন করিয়া সমরাঙ্গনে তিনি শয়ন করিলে কঙ্ক, গৃধ্র ও বকজাতীয় পক্ষীরাই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। তথায় কুক্কুরগণই তাঁহার শরণাগত হইবে।

করূষরাজের দূত, এই সকল তিরস্কার বাক্য বহিয়া তাহার প্রভুর নিকট লইয়া গেল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও রথারোহণ করিয়া কাশিরাজ্যে গমন করিলেন। মহারথ পৌণ্ড্রক নিজপুরেই অবস্থিত ছিল; শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগ-আয়োজন দর্শন করিয়া দুই অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সত্বরই সে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পৌণ্ড্রকের মিত্র কাশিরাজ তিন অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া মিত্রের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইলেন। শ্রীহরি দেখিলেন, পৌণ্ড্রক শঙ্খ, খড়্গ, গদা, শার্ঙ্গধনু ও শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত হইয়াছে; কৌস্তুভ ধারণ করিয়াছে, বনমালায় মণ্ডিত হইয়াছে; পীতপট ও পীত উত্তরীয়পট্ট ধারণ করিয়াছে, এবং অমূল্য চূড়াভরণ পরিয়াছে, তাহার কর্ণে মকরকুণ্ডল দোদুল্যমান হইতেছে; সে একটা কৃত্রিম গরুড়োপরি বসিয়া আছে। পৌণ্ড্রক যেন রঙ্গপ্রবিষ্ট নটের ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। শ্রীহরি তাহার আকৃতি আত্মতুল্য দর্শন করিয়া উচ্চ-হাস্য করিলেন। তখন শত্রুপক্ষ—শূল, গদা, পরিঘ, শক্তি ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, খড়্গ, পট্টিশ ও বাণসমূহ দ্বারা হরিকে প্রহার করিতে লাগিল। যুগান্তকালীন জ্বলন যেমন প্রজাদিগকে একে একে নিপীড়িত করিতে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি গদা, চক্র ও বাণদ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজের চতুরঙ্গিণী সেনা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

তখন রথ, অশ্ব, কুঞ্জর, মনুষ্য, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র সকল শ্রীকৃষ্ণচক্রে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া রণস্থল পরিব্যাপ্ত করিল। মনস্বিগণ এই ব্যাপারে আনন্দিত হইলেন; রণভূমি যেন ভগবান্ ভূতপতির ক্রীড়াস্থলীর ন্যায় হইয়া উঠিল। তৎকালে শ্রীহরি পৌণ্ড্রককে কহিলেন,—ওহে পৌণ্ড্রক! তুমি দূতমুখে আমাকে যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলে, আমি সেই সকল অস্ত্র এক্ষণে তোমার প্রতি পরিত্যাগ করিতেছি এবং তুমি যে বৃথা আমার 'বাসুদেব' নাম ধারণ করিয়াছ, তাহাও পরিত্যাগ করাইয়া দিতেছি। বলা বাহুল্য, আমি যদি তোমার সহিত যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা না রাখি, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার শরণাপন্ন হইব। এই কথা কহিয়া শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে শরাঘাতে রথহীন করিলেন এবং চক্রাঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মনে হইল, ইন্দ্র যেন বজ্রাঘাতে পর্ব্বত বিদীর্ণ করিলেন। ঐরূপে কাশী-রাজের মস্তকও অস্ত্রাঘাতে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন; ঐ মস্তক বায়ুবাহিত পদ্মপত্রবৎ কাশীপুর-মধ্যে গিয়া নিপতিত হইল। ঐইরূপে গর্ব্বিত পৌণ্ড্রককে তদীয় মিত্র সহ সংহার করিয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগত হইলেন। সিদ্ধগণ তদীয় সুধাসম কীর্ত্তি-কথা গান করিতে লাগিলেন।

হে নৃপ! পৌণ্ড্রক বিদ্বেষবশে সর্ব্বদাই কৃষ্ণ ধ্যান করিত; সেই কারণ, তাহার নিখিল বন্ধন শিথিল হইয়াছিল। এদিকে কাশীপুরীর দ্বারে একটা সকুণ্ডল মুণ্ড আসিয়া পতিত হইল দেখিয়া সকলেই 'একি! এ কাহার মুণ্ড' বলিয়া নানা তর্ক-আলোচনা করিতে লাগিল। পরে যখন জানিল যে, ইহা কাশিপতিরই ছিন্নমুণ্ড, তখন তদীয় মহিষী, পুত্র, বান্ধব ও প্রজাবর্গ সকলেই 'হা হতোঽস্মি! হা রাজন্! হা নাথ!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। অতঃপর রাজপুত্র সুদক্ষিণ, পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিলেন এবং এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি আমার পিতৃহন্তাকে সংহার করিয়া পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইব। এই অভিসন্ধি অনুসারে রাজকুমার সুদক্ষিণ, তদীয় উপাধ্যায় সহ পরম সমাধিযোগে মহেশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিল। ভগবান্ ভবানীপতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। তখন সুদক্ষিণ তাহার পিতৃহন্তার বধোপায়রূপ বর প্রার্থনা করিল। শঙ্কর বলিলেন,—তুমি ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে আভি-চারিক-বিধি অনুসারে দক্ষিণাগ্নির উপাসনা কর; তাহা হইলেই ঐ অগ্নি প্রমথবৃন্দে পরিবৃত হইয়া হিংসাকার্য্যে নিযুক্ত হইবে এবং তোমার প্রয়োজন সাধন করিবে। সুদক্ষিণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ব্রতাবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে আভিচারিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। অনন্তর অতি ভীষণ অগ্নি মূর্ত্তিমান্ হইয়া কুণ্ড হইতে উদ্গত হইল। উহার শিখা-শ্মশ্রু প্রতপ্ত-তাম্রবর্ণ, নয়ন জ্বলন্ত অঙ্গার-উদগারকারী এবং দংষ্ট্রা সকল প্রচণ্ডাকৃতি; ঐ অগ্নির প্রচণ্ড ভ্রূকুটী-ভঙ্গ-দ্বারা বদনমণ্ডল অতি দুর্নিরীক্ষ। উহা স্বীয় জিহ্বাদ্বারা সৃক্কণীদ্বয় লেহন, তাল-তরু-প্রমাণ পদযুগদ্বারা মেদিনী প্রকম্পন ও দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতে করিতে প্রমথগণ সহ উলঙ্গবেশে জ্বলিতে জ্বলিতে দ্বারকার দিকে ধাবিত হইল। অভিচারোৎ-পন্ন সেই ভীষণ অগ্নি আসিতেছে দেখিয়া বনদাহ-কালীন মৃগপালের ন্যায় সমগ্র দ্বারকাবাসী সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সময় পাশ-ক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। শরণার্থী প্রজাগণ তখন সভয়ে কাতরকণ্ঠে ভগবান্‌কে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল—হে ত্রিলোকপতে! নগর অগ্নিদগ্ধ হইতে বসিয়াছে; আপনি উদ্ধার করুন। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিপুঞ্জের সেই ব্যাকুল বাক্য শ্রবণ ও আত্মীয়-স্বজনের ভয় দর্শন করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন,—

'মা ভৈঃ মা ভৈঃ'; আমিই তোমাদের আশ্রায়দাতা। সকলের বহিরন্তরদর্শী ভগবান্ বুঝিতে পারিলেন, ঐ কৃত্যা মাহেশ্বরী কৃত্যা। ইহা জানিয়া উহাকে প্রতি হত করিবার নিমিত্ত পার্শ্বস্থ সুদর্শন চক্রকে আদেশ করিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাস্ত্র সুদর্শন কোটি মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রভাপুঞ্জ-মণ্ডিত; উহা প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় জাজ্বল্যমান হইয়া স্বীয় তেজঃপুঞ্জে আকাশ, অন্তরীক্ষ ও দিঙ্মণ্ডল প্রদ্যোতিত করত সেই সমাগত আভিচারিক অগ্নিকে অত্যন্ত নিগৃহীত করিল। হে রাজন্! ঐ কৃত্যাগ্নি তখন চক্রপাণির অস্ত্রতেজে প্রতিহত ও ভগ্নোদ্যম হইয়া বরাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং ঋত্বিক্ ও অন্যান্য জনগণ সহ সুদক্ষিণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। বিষ্ণুচক্রও সেই অগ্নির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল; সে অট্টালিকা, মণ্ডপ, আপনশ্রেণী, গোপুর, কোষাগার, হস্তিশালা, অশ্বশালা ও অন্নশালা-পরিশোভিতা বারাণসীতে প্রবেশ করিল এবং সমগ্র বারাণসী দগ্ধ করিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল। হে নৃপ! যে মানব মনোযোগের সহিত উত্তমঃ-শ্লোক ভগবানের এই বিক্রমবার্ত্তা শ্রবণ বা অন্যের নিকট কীর্ত্তন করে, সে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অদ্ভুতকর্ম্মা বলরাম অন্য যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আমি পুনরায় তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! দ্বিবিদ নামে এক বীর্যবান্ বানর ছিল; ঐ বানর সুগ্রীবের মন্ত্রী প্রসিদ্ধ মৈন্দ বানরের ভ্রাতা ও নরকাসুরের সখা ছিল। বানর দ্বিবিদ, সখা নরকের ঋণ-পরিশোধার্থ একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইবার অভিপ্রায়ে গোকুলে গ্রাম, নগর ও ঘোষাবাস সকল অগ্নিপ্রয়োগে দগ্ধ করিতে লাগিল। নাগাযুত-বলশালী দ্বিবিদ বানর গিরিশৃঙ্গ সকল উৎপাটন করিয়া সকল দেশ—বিশেষতঃ শ্রীহরির অধ্যুষিত আনর্ত্ত দেশ বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। কখন বা সমুদ্রজলে অবগাহনপূর্ব্বক বিশাল বাহু-যুগলদ্বারা জলরাশি তুলিয়া সমুদ্রের উপকূলস্থ দেশ সকল প্লাবিত করিতে লাগিল। খলস্বভাব বানর, ঋষিগণের আশ্রম-তরু সকল উৎপাটন করিয়া তাঁহাদের আহবনীয় অগ্নিসমূহকে বিষ্ঠামূত্র-নিক্ষেপে দূষিত করিতে লাগিল। ভ্রমর যেমন কীটদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া স্বীয় গর্ত্তমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে, ঐ বানরও তেমনি নর-নারীদিগকে লইয়া গিয়া পর্ব্বতের গুহাগহ্বরে নিক্ষেপ করত শিলাস্তর-দ্বারা অবরুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে দেশের পর দেশ উৎসন্ন ও কুলকামিনীদিগকে দূষিত করত বানর দ্বিবিদ একদা সুললিত সঙ্গীত শুনিয়া রৈবতক পর্ব্বতে প্রবেশ করিল। তথায় গিয়া সে বলরামকে দেখিতে পাইল; দেখিল, বলরামের গলে বনমালা,—বলরাম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তিনি ললনাগণের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়া বারুণী পান করিতে করিতে মদবিহ্বল-নয়নে গান করিতেছেন। তাঁহার দেহ-দর্শনে মনে হয়, যেন একটী মত্ত মাতঙ্গ। দুষ্টাশয় দ্বিবিদ বানর বৃক্ষ সকল কম্পিত করিয়া এবং নিজেকে প্রদর্শন করিয়া কিল-কিলা শব্দ করিয়া উঠিল।

স্বভাবচপলা বলদেব-বনিতাগণ বানরের সেই ধৃষ্টতা দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বানর, দর্শক বলরামকে স্বীয় গুহ্যদেশ দেখাইল এবং ভ্রূক্ষেপ ও মুখভঙ্গী করিয়া তদীয় মহিলাদিগকে বারংবার অবজ্ঞা করিতে লাগিল। বীরেন্দ্র বলরাম ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঐ বানরের প্রতি প্রস্তরখণ্ড সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কপিশ্রেষ্ঠ রাম-নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড সকল এড়াইয়া চলিয়া মদিরা-কলস গ্রহণ-পূর্ব্বক দূরে অপসৃত হইল; ইহাতে বলরাম কুপিত হইলেন। কপি হাসিতে লাগিল। তাহার দৌরাত্ম্যের বিরাম নাই,—সে মদিরা-কলস ভাঙ্গিয়া ফেলিল, স্ত্রীগণের বসন আকর্ষণ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল এবং অন্যান্য কুৎসিত ব্যবহার করিয়া বলদেব সহ বিরোধে প্রবৃত্ত হইল। বলদেব বানরের দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাহার সংহার-সাধনার্থ হল ও মুষল গ্রহণ করিলেন। মহাবীর্য্য দ্বিবিদ বানর হস্তাকর্ষণে শালবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া সবলে বলদেব-মস্তকে প্রহার করিল। কিন্তু ভগবান্ বলরাম অচলের ন্যায় অচঞ্চল রহিলেন। বৃক্ষ যখন মস্তকে পতিত হইতেছিল, তিনি তখন হস্ত-দ্বারা উহা ধরিয়া ফেলিলেন এবং মুষল-দ্বারা সেই বানরের মস্তকে প্রহার করিলেন। মুষলাহত বানর গৈরিক-ধারা-রঞ্জিত পর্ব্বতের ন্যায় রুধির-ধারায় শোভা পাইতে লাগিল। সে পুনরায় বৃক্ষান্তর উৎপাটন করিয়া নিষ্পত্রীকৃত করত তাহার দ্বারা বলরামকে প্রহার করিল। বলরাম ঐ পতনোন্মুখ বৃক্ষকে শতধা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। বানর অন্য আর একটা বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল, বলদেব তাহাও শতধা ভগ্ন করিলেন। এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে বানরবর বার বার ভগ্নোদ্যম হইলেও বৃক্ষের পর বৃক্ষ উৎপাটন করিতে করিতে সেই বনপ্রদেশ বৃক্ষহীন করিয়া তুলিল; অবশেষে ক্রোধভরে বলরামের প্রতি নিরন্তর শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। মুষলী রাম অবলীলাক্রমে সেই নিক্ষিপ্ত শিলা সকল চূর্ণবিচূর্ণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর প্রবল বানর তালতরু তুল্য বাহুদ্বয় মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া বলরামের দিকে দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করিল। যাদবেন্দ্র বলদেব এইবার হল-মুষল পরিত্যাগ করিয়া তাহার উভয় কণ্ঠায় সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। মুষ্টিপ্রহারে বানর রুধির বমন করিতে করিতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল।

হে কুরুবর! দ্বিবিদ পতিত হইলে সমুদ্র-বক্ষঃস্থিত বাতাহত তরণীর ন্যায় পাদপাদি সহ সমগ্র পর্ব্বত-প্রদেশ কাঁপিয়া উঠিল। দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন; সিদ্ধ মুনিগণ জয়-শব্দ ও নমঃ-শব্দ উচ্চারণ করিয়া বারংবার 'সাধু সাধু' বাক্য বলিতে লাগিলেন। হে রাজন্! জগতের উপপ্লবকারী দ্বিবিদ বানরকে এইরূপে সংহার করিয়া ভগবান্ সংকর্ষণ নিজ-নগরে প্রবেশ করিলেন। দেবগণ তাঁহার স্তুতি-গীতি করিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন! দুর্য্যোধনসুতা লক্ষণা স্বয়ংবরা হইয়াছিল; জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব তাহাকে স্বয়ংবর-সভা হইতে হরণ করেন। এই ঘটনায় কৌরবগণ কুপিত হইয়া কহিলেন,—ঐ যদু-বালক বড়ই দুর্ব্বিনীত; আমাদের কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। অতএব উহাকে বন্দী কর; বৃষ্ণিগণ কি করিতে পারিবে? তাহারা ত' আমাদেরই প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতেছে। বৃষ্ণিগণ স্বয়ং রাজা নহে; আমাদের অনুগ্রহেই তাহাদের অধ্যুষিত রাজ্য সুসমৃদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণ-নন্দন নিগৃহীত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া যদিও তাহারা যুদ্ধার্থ আগমন করে, তথাচ প্রাণায়ামাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গের ন্যায় আমাদের হস্তে দমিত ও ভগ্নদর্প হইয়া অবশেষে ঐ অবিনীত বালকেরই তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং উহাকে এখনই বন্দী করা হউক। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মও এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তখন ভীষ্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কর্ণ, শল্য, ভূরি, যজ্ঞকেতু ও দুর্য্যোধন সাম্বকে বন্দী করিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। কুরুগণকে পশ্চাদ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে দেখিয়া মহাবল সাম্ব ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক একাকী সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। কৌরবগণ সাম্বকে ধরিবার নিমিত্ত সমুদ্যত হইয়া 'থাক্, থাক্' বলিয়া বেগে অগ্রসর হইল এবং ধনু আকর্ষণ করিয়া বাণে বাণে সাম্বকে ছাইয়া ফেলিল।

হে কুরুনন্দন! তৎকালে সেই বীর কৃষ্ণ-নন্দন প্রথমতঃ কতকটা বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু ক্ষুদ্র মৃগদল-কর্ত্তৃক উপদ্রুত সিংহের ন্যায় পরক্ষণেই সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার সুন্দর শরাসন গ্রহণ করিয়া কর্ণপ্রভৃতি ছয় জন রথীকে একই সময়ে ছয়টী বাণে পৃথক্ পৃথক্ বিদ্ধ করিলেন। তখন শত্রুপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর রথিগণও সাম্বের সেই বীরোচিত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন! ঐ সময় কুরুবীরগণও কৃষ্ণ-নন্দনকে রথহীন করিলেন,—তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথি নিহত হইল; একজনে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। এইরূপে কৌরবগণ বহু আয়াসে সাম্বকে রথহীন করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বন্দী করিল; বিজয়ী কুরুগণ কুমারী লক্ষণা ও সাম্বকে লইয়া তৎকালে নিজ-নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

রাজন্! এদিকে বৃষ্ণিবীরগণ নারদের মুখে এই ঘটনা অবগত হইয়া সকলেই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং উগ্রসেনের আদেশ পাইয়া কুরুগণের বিপক্ষে অবিলম্বে যুদ্ধাভিযান করিলেন। এই উপলক্ষে কুরু ও যদুগণের মধ্যে একটা বিবাদ বাধিয়া যায়। বলরামের ইহা ইচ্ছা ছিল না; তাই তিনি যাদবগণকে সান্ত্বনা-বাক্যে নিরস্ত করিয়া স্বয়ং কুলবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া, গ্রহগণ-বেষ্টিত নিশাকরের ন্যায় সৌরকিরণ-শালী রথ-যোগে হস্তিনায় গমন করিলেন। তথায় গিয়া তিনি নগরের বহির্ভাগস্থ উপবনে অবস্থান-পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য প্রথমতঃ উদ্ধবকে পাঠাইয়া দিলেন। উদ্ধব রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লীক ও দুর্য্যোধনকে বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন,—বলরাম আসিয়াছেন! উদ্ধবের মুখে রামের আগমন-সংবাদ পাইয়া উদ্ধবকে তাঁহারা সৎকার করিলেন এবং হস্তে মাঙ্গল্য দ্রব্য সকল লইয়া সকলেই বলরাম-উদ্দেশে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা তৎ-সমীপে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে গো ও অর্ঘ্য প্রদান করিলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বলদেবের প্রভাব যাহারা জানিতেন, তাঁহারা অবনতমস্তকে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তখন পরস্পর অনাময়-প্রশ্নের পর পরস্পরের কুশল সংবাদ আদান-প্রদান হইয়া গেলে বলরাম ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—আমাদের প্রভু রাজাধিরাজ উগ্রসেন যেরূপ যাহা আদেশ করিয়াছেন, তোমরা স্থিরচিত্তে তাহা আলোচনা করিয়া সত্বর তদনুরূপ কার্য্যই করিবে—এইরূপই আমি আশা করি। তিনি বলিয়াছেন—"তোমরা যে অনেকে মিলিত হইয়া অন্যায়-পূর্ব্বক একজন ধর্ম্মানুগত ব্যক্তিকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছ, বন্ধুগণের পরস্পর একতা রক্ষার্থ আমরা তাহা সহ্য করিলাম; কিন্তু আমাদিগের যে পুত্রকে তোমরা বন্দী করিয়াছ, তাহাকে এখনই আনিয়া অর্পণ করিতে হইবে।"

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! বলদেবের উক্তি তাঁহার শক্তির অনুরূপ; সুতরাং প্রভাব, উৎসাহ ও বলের উল্লেখ থাকায় উহা অতিমাত্র গর্ব্বিত। কাজেই কুরুগণ তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—অহো কি আশ্চর্য্য! কালের গতি দুরন্ত! পাদুকা ক্রমে মুকুটমণ্ডিত মস্তকে আরোহণ করিতে চাহিতেছে! পৃথার বিবাহসূত্রে বৃষ্ণিগণের সাহিত আমাদের যৌন সম্বন্ধ মাত্র স্থাপিত হইয়াছে; সেই জন্যই তাহারা আমাদের সহিত একত্র শয়ন-ভোজন করিবার অধিকার পাইয়াছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য, ইহারা এতদূর মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে যে, আমাদের প্রদত্ত রাজাসন লাভ করিয়া এক্ষণে আমাদেরই সমান হইতে চাহিতেছে। চামর, ব্যজন, শঙ্খ, শ্বেতচ্ছত্র, কিরীট, আসন ও শয্যা—এই সকল দ্রব্য উহারা আমাদের অনুগ্রহেই ভোগ করিতেছে। অহো! যাদবেরা আমাদেরই অনুগ্রহে সমৃদ্ধ হইল, এখন আমাদেরই উপর আদেশ চালাইতেছে; অতএব উহাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে, তৎসমস্ত দানকর্ত্তারই প্রতিকূল; সুতরাং ভুজঙ্গের অমৃতের ন্যায় উহাদের ঐ সকল কাড়িয়া লওয়া হউক। ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয়েরা যদি ইচ্ছা করিয়া না দেন, তাহা হইলে স্বর্গের ইন্দ্রও কি কিছু গ্রহণ করিতে পারেন?

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! জন্ম, বন্ধু ও শ্রী-সম্পদে যাহাদের গর্ব্ব চরমে চড়িয়াছিল, সেই শ্রেণীর অসভ্য কৌরবেরা বলরামকে ঐরূপ কটূক্তি শুনাইয়া পুনরায় নগরে প্রবেশ করিল। বলরাম কুরুগণের দুর্ব্ব্যবহার দর্শন ও উক্তি সকল শ্রবণ করিয়া কুপিত হইলেন। কোপে তিনি দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং সহাস্য-আস্যে বলিলেন,—তাহাই বটে, নানাগর্ব্ব-গর্ব্বিত অসাধু-লোকেরা শান্তি কামনা করে না; তাহারা পশুর ন্যায় একমাত্র দণ্ডাঘাতেই শান্ত ভাব ধারণ করে। অহো! কুপিত যদুগণকে ও শ্রীকৃষ্ণকে আস্তে আস্তে বুঝাইয়া সুঝাইয়া উভয় পক্ষে শান্তি-স্থাপনার্থ এস্থানে আমি আসিয়াছিলাম। কিন্তু ইহারা মন্দবুদ্ধি, কলহপ্রিয় ও খল-স্বভাব; ইহাদের এতই গর্ব্ব হইয়াছে যে, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া কতই দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিল! উগ্রসেন বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধীশ্বর, ইন্দ্রাদি লোকপালগণও তাঁহার আজ্ঞা পালনে তৎপর; কিন্তু ইহারা তাঁহার প্রভুত্ব একেবারেই উড়াইয়া দিল! যিনি দেবসভা আক্রমণ করিয়াছিলেন, স্বর্গোদ্যানের পারিজাত আনাইয়া স্বীয় উদ্যানে উপভোগ করিতেছেন তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি অধিপতি হইবার যোগ্য নহেন! সর্ব্বেশ্বরী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যাঁহার চরণাম্বুজ সেবা করেন, সেই লক্ষ্মী-পতি রাজপরিচ্ছদের অযোগ্যই বটে! লোকপালগণ মণিমণ্ডিত মস্তক অবনত করিয়া যোগিগণেরও পবিত্র তীর্থ—যদীয় পাদপদ্ম পরাগ ধারণ ও সেবন করেন এবং যদীয় অংশের অংশ ব্রহ্মা, ভব, লক্ষ্মী এবং আমিও যাঁহার চরণ বহন করি, সেই ঈশ্বরের আবার নৃপাসন

কোথায়! সত্যই বটে, যাদবেরা কৌরবদিগের প্রদত্ত রাজাসন ভোগ করিতেছে! আমরা পাদুকা, আর কৌরবেরা মস্তকই বটে! অহো! ঐশ্বর্য্যমত্ত মানী ব্যক্তিরা প্রমত্তের ন্যায়ই প্রলাপকারী,—তাহাদের বাক্য একান্তই অসম্বদ্ধ ও রুক্ষতাদোষে দূষিত। যে ব্যক্তি স্বয়ং দণ্ডদানে সমর্থ—এমন কে আছেন, এই সকল উক্তি সহ্য করিতে পারেন? আমি আজই এ ধরাপৃষ্ঠ কৌরব-শূন্য করিব।

এই বলিয়া বলদেব ক্রোধভরে যেন ত্রিভুবনদগ্ধ করিয়াই হলহস্তে উত্থিত হইলেন এবং লাঙ্গলাগ্র দ্বারা হস্তিনাপুরীকে উৎপাটিত করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিবার উদ্যোগ করিলেন। হলাকৃষ্ট হস্তিনা গঙ্গাগর্ভে পতনোন্মুখ এবং উহা জলযানবৎ ঘূর্ণমান দেখিয়া কৌরবগণ ভয়াকুল হইল এবং প্রাণরক্ষার্থ কুটুম্বগণ-সমভিব্যাহারে লক্ষণা ও সাম্বকে লইয়া আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই হলধরের শরণাপন্ন হইয়া কহিল—হে রাম! হে সর্ব্বাধার! তোমার প্রভাব আমরা অবগত নহি। মূঢ় ও কুবুদ্ধি আমরা, আমাদিগকে ক্ষমা করা ভবাদৃশ অধীশ্বর জনের উচিত কার্য্যই বটে। সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের আপনিই একমাত্র কারণ। আপনি নিরাধার হইয়াও সর্ব্বাধার; আপনি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, এই সমস্তলোক আপনার ক্রীড়াসামগ্রী-রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে দেব! আপনি সহস্রশীর্ষ অনন্তরূপে লীলাবশে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মস্তকে ধারণ করিতেছেন। অন্তে যিনি আত্মাতেই বিশ্ব সংহার করিয়া একাকী বিদ্যমান থাকেন এবং অনন্তশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই বিভু আপনি ব্যতীত অপর কেহই নহে। স্থিতি ও পালন-ব্যাপারে আপনি সত্ত্বগুণশালী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। আপনার ক্রোধসঞ্চার দ্বেষ বা মাৎসর্য্য-বশে হয় না; উহা লোকশিক্ষার নিমিত্তই হইয়া থাকে। হে সর্ব্বভূতাত্মন্! হে সর্ব্বশক্তিধারিন্! হে বিশ্বকর্ম্মন্! তোমাকে নমস্কার করি। তোমার চরণেই আমরা শরণ গ্রহণ করিলাম।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! কুরুগণের নগর কম্পিত হইতেছিল; তাঁহারা ভীতচিত্ত ও বিপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসাদিত করিলেন। ভগবান্ বলদেব তখন তাহাদিগকে অভয় দিলেন। অতঃপর দুহিতৃ-বৎসল দুর্য্যোধন ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক দ্বাদশ-শত হস্তী, অযুত-সংখ্যক অশ্ব, স্বর্ণনির্ম্মিত সৌরকরসমুজ্জ্বল ষট্-সহস্র রথ এবং পদ্মকণ্ঠী সহস্র দাসী কন্যা-জামাতার যৌতুকস্বরূপ অর্পণ করিলেন। যদুশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই সকল যৌতুক লইয়া পুত্রবধূ সহ প্রস্থান করিলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।

অতঃপর নিজনগরী দ্বারকায় পৌঁছিয়া অনুরক্ত বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত হলায়ুধ মিলিত হইলেন এবং যদুপ্রধানগণের সম্মিলন-সভায় কৌরবগণের পূর্ব্বাপর আচরণ সকল কীর্ত্তন করিলেন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! এই হস্তিনা নগরী দক্ষিণদিকে গাঙ্গাভিমুখে কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া অদ্যাপি হলধরের সেই বিক্রম প্রকাশ করিতেছে।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! নরকের নিধন ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বহু-স্ত্রীর পাণিগ্রহণ, এই দুইটী সংবাদ শুনিয়া তাহা দেখিবার নিমিত্ত নারদের অভিলাষ হইল। এক কৃষ্ণ এক কালে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ষোড়শ-শহস্র মহিলার পাণিপীড়ন করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া নারদ বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। তাই তিনি দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া দ্বারকায়[1] উপস্থিত হইলেন। দ্বারকার পুষ্পিত উপবন-সমূহে বিহগকুল কলরব করিতেছিল, অলিকুল ঝঙ্কার তুলিতেছিল; তত্রত্য সরোবরগুলি প্রস্ফুটিত কমল, কহ্লার, ইন্দীবর, কুমুদ ও উৎপলে সমাকুল রহিয়াছিল; হংস ও সারসকুল ঐ সকল সরোবর-সলিলে থাকিয়া থাকিয়া নিনাদ করিতেছিল। দ্বারকায় নবনির্ম্মিত লক্ষ লক্ষ স্ফটিক ও রজত-প্রসাদ প্রতিভাত হইতেছিল; ঐ সকল প্রসাদস্থিত মহামরকত-সমূহে দ্বারকাপুরী প্রকাশ পাইতেছিল এবং অগণিত রত্নপর্য্যঙ্ক প্রতিগৃহের অভ্যন্তরে থাকিয়া পুরীর অপূর্ব্বশোভা সম্পাদন করিয়াছিল। পরস্পর বিভক্ত প্রশস্ত প্রশস্ত রাজপথ, ক্ষুদ্রপথ, চত্বর, আপণ, অন্নশালা এবং দেবালয়-সমূহে ঐ নগরী মনোহর হইয়াছিল। ঐ পুরীর পথ, আপণ, বীথা ও দেহলী সকল সর্ব্বদাই জলশিক্ত হইত; এত ধ্বজ পতাকা উহাতে উড্ডীন হইতেছিল যে, তাহাতে সমগ্র নগরী শৌরতাপ-শূন্য হইয়া শোভা পাইতেছিল। দ্বারকার অভ্যন্তরস্থ শ্রীহরির অন্তঃপুর অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন এবং লোকপাল-সমূহের পূজিত; বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্ম-কুশলতা উহাতে বিশেষরূপই প্রদর্শিত হইয়াছিল। ষোড়শসহস্র গৃহ ঐ অন্তঃপুরের অলঙ্কাররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

দেবর্ষি নারদ শ্রীহরির সেই সুবিস্তীর্ণ অন্তঃপুরে এক মহাগৃহে গিয়া উপবেশন করিলেন। ঐ গৃহের স্তম্ভগুলি বিদ্রুম-রচিত; উহাতে বৈদুর্য্য-মুণি-খচিত অত্যুত্তম ফলকাবলি সুশোভিত। ইহার ভিত্তি ও ভিত্তিভূমি সমস্তই ইন্দ্রনীল রচিত ও অপ্রতিহত-প্রভাপুঞ্জময়; বিশ্বকর্ম্ম-বিলম্বিত মুক্তাদাম-শোভিত বিতান এবং উত্তম মণিমালা দ্বারা বিভূষিত গজদন্ত-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক সকল ঐ গৃহাভ্যন্তরে শোভা পাইতেছিল। সুবসনা সমলঙ্কৃতা সুন্দরী দাসীগণ এবং উষ্ণীষ ও মণিময়-কুণ্ডল-মণ্ডিত দাসগণ ঐ গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। অসংখ্য রত্ন-প্রদীপ গৃহান্ধকার অপসারিত করিয়া প্রোজ্জ্বলিত হইতেছিল। ঐ গৃহের অভ্যন্তর হইতে অগুরুধূমপুঞ্জ নির্গত হইতে-ছিল; ময়ূরগণ তদ্দর্শনে মেঘ মনে করিয়া উচ্চ কেকারব করিতে করিতে বিচিত্র বলভী-সমূহে নৃত্য করিতেছিল। নারদ যদুপতিকে সেই গৃহমধ্যে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—রূপে, গুণে, বয়সে সমানরূপা সুবেশা সহস্রদাসী-পরিবৃতা প্রধান মহিষী রুক্মিণী কাঞ্চনদণ্ডশালী চামর-দ্বারা যদুপতিকে সর্ব্বদা বীজন করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারদকে আসিতে দেখিতে রুক্মিণীর পর্য্যঙ্ক হইতে সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কিরীট-মণ্ডিত-মস্তকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজাসনে বসাইলেন। যাঁহার চরণচ্যুতা গঙ্গা নিখিলতীর্থের আকর বলিয়া যিনি জগতের সর্ব্ব-প্রধান গুরু, সেই ভগবান্ স্বহস্তে নারদের চরণ-প্রক্ষালন করিয়া দিয়া তাঁহার পাদোদক মস্তকের সর্ব্বত্র নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্য-সত্যই সাধুগণের শ্রেষ্ঠ; 'ব্রহ্মণ্যদেব' এই নাম তাহারই উপযুক্ত। পুরাণ-ঋষি নরসখা নারায়ণ, দেবর্ষি নারদকে পূজা করিয়া মিষ্টবাক্যে

বলিলেন,—দেবর্ষে! সৌভাগ্যক্রমেই অদ্য আপনার শুভাগমন হইল। প্রভো! আপনার আমি কি কার্য্য করিব, আদেশ করুন।

নারদ বলিলেন,—হে বিভো! সকলের সহিত মৈত্রী এবং খলজনের নিগ্রহ, এই উভয়ই আপনার কার্য্য; ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। হে প্রশস্ত-কীর্ত্তে! এই জগতের স্থিতি ও রক্ষার নিমিত্তই আপনার আবির্ভাব, ইহা অমরা বিলক্ষণই জানি! ভক্তজনের মুক্তির নিমিত্তই আপনার চরণযুগল; ব্রহ্মাদি যোগেশ্বর সর্ব্বদা হৃদয়ে উহা ধ্যান করেন; যাঁহারা সংসার-কূপে নিপতিত তাহাদের উহা একমাত্র অবলম্বন। আপনার এহেন চরণযুগল আমি দর্শন করিয়াছি—কৃতার্থ হইয়াছি! তথাচ, ঐ চরণদ্বয় যাহাতে সতত আমার স্মরণীয় হইয়া থাকে, আপনি আমাকে এইরূপ অনুগ্রহই করুন! আমি ইহারই জন্য ঐ চরণ ধ্যান করিয়া বিচরণ করিতেছি।

রাজন্! অতঃপর নারদ যোগমায়া জানিবার নিমিত্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অপর এক পত্নীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—সে গৃহেও শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী ও উদ্ধব সহ পাশক্রীড়ায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সমাগত নারদকে প্রত্যুত্থান ও আসনদানাদি-দ্বারা পূজা করিলেন এবং যেন কিছুই জানেন না, এমনি-ভাবে নারদকে জিজ্ঞাসিলেন—কখন আপনি আগমন করিলেন? মাদৃশ অপূর্ণ ব্যক্তিগণ ভবাদৃশ পূর্ণ ব্যক্তিগণের কোন অভীষ্ট সাধন করিবে? তথাপি আমি বলিতেছি, হে ব্রহ্মণ! আমাদিগকে আদেশ করুন; আমাদিগের জন্ম সার্থক হউক।

নারদ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; তিনি কোন কিছু না বলিয়াই উঠিয়া অন্য গৃহে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, —মুকুন্দ তথায় কতকগুলি শিশু সন্তানকে লালন করিতেছেন। অন্য গৃহে গিয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ অবগাহন করিতেছেন। এইরূপ কোথাও দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নিতে হোম ও পঞ্চ মহা-যজ্ঞদ্বারা যাগ করিতেছেন। কোথাও বা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিতেছেন। কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যা-উপাসনায় বসিয়াছেন এবং বাগ্‌যত হইয়া গায়ত্রীজপ করিতে-ছেন। একস্থানে দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ অসি-চর্ম্ম লইয়া ধাবিত হইতেছেন; কোথাও বা তিনি অশ্বে, গজে বা রথে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যঙ্কোপরি শায়িত—বন্দিগণ স্তুতিবাদে নিরত। কোথাও বা তিনি উদ্ধবাদি মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণাকার্য্যে ব্যাপৃত কোথাও বারবণিতাবৃন্দে বেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ জলক্রীড়ায় নিরত। নারদ দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ কোথাও সমলঙ্কৃতা ধেনুসমূহ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেছেন, কোথাও বা ইতিহাস ও পুরাণাদি মঙ্গলকথা শ্রবণ এবং কোথাও বা কোন প্রেয়সী সহ পরিহাসচ্ছলে হাস্য করিতেছেন। কোথাও বা তিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-সেবায় তৎপর রহিয়াছেন। একস্থানে দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির পরবর্ত্তী পুরুষকে ধ্যান করিতেছেন; কোথাও বা কামনা-পূরণ, ভোগপ্রদান ও পূজা দ্বারা গুরুগণের সেবা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কোথাও কাহারও কাহারও সহিত বিগ্রহ করিতেছেন, কোথাও বা কাহারও সহিত সন্ধি স্থাপন করিতেছেন; কোথাও বলরাম সহ তিনি সাধুজনের মঙ্গল-চিন্তা করিতেছেন, কোথাও যথাকালে পুত্র-কন্যাগণের অনুরূপ বিবাহ-সম্বন্ধ যথাবিধি ঘটাইতেছেন, কোথাও বা কন্যা-জামাতার প্রেরণ ও আনয়ন-ব্যাপারে মহোৎসবের সূচনা করিতেছেন;—যোগেশ্বরের পুত্র-পৌত্রাদির ঐ সমুদয় মহোৎসব দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইতেছে। কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণ সমৃদ্ধ যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা স্বীয় অংশভূত দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে-ছেন; কূপ, আরাম ও দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়া

কোথাও বা তিনি ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন। নারদ আরও দেখিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ যদুশ্রেষ্ঠগণে বেষ্টিত হইয়া কোথাও বা সিন্ধুদেশীয়-অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতে করিতে যজ্ঞিয় পশুসকল সংহার করিতেছেন; কোথাও বা তিনি প্রচ্ছন্নবেশে বিশেষ বিশেষ ভাব সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে গৃহাভ্যন্তরে স্ত্রীসমূহের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন।

নারদ এইরূপে মানবী লীলা-প্রাপ্ত শ্রীহরির যোগমায়া দর্শন করিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন,—বিভো! আপনার যোগমায়া যোগেশ্বরদিগেরও দুর্দ্দর্শনীয়; কিন্তু আপনার পদসেবা পরায়ণ আমার মনোমধ্যে ঐ সমস্তই প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং এ সকলই আমি বুঝিতে পারিতেছি। হে দেব! আমায় অনুজ্ঞা করুন, আপনার ভুবনপাবনী লীলাকথা গাহিতে গাহিতে ভবদীয় যশোরাশি-পরিব্যাপ্ত নানা লোকে আমি বিচরণ করি।

ভগবান্ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও অনুমন্তা আমিই, সুতরাং লোকশিক্ষার জন্যই আমি রহিয়াছি। অতএব আপনি মোহপ্রাপ্ত হইবেন না।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! নারদ দর্শন করিলেন,—শ্রীকৃষ্ণই সকল গৃহে গৃহিগণের পবিত্রতাজনক ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অনন্তবীর্য্য, তাঁহার মহাসমৃদ্ধিশালিনী যোগমায়া মুহুর্মুহুঃ অবলোকন করিয়া নারদ বিস্মিত ও কৌতূহলান্বিত হইলেন। এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-সেবায় শ্রদ্ধাবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া মহর্ষি নারদ প্রীতচিত্তে তাঁহাকেই স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন্! নিখিললোকের মঙ্গলের নিমিত্ত যিনি শক্তি ধারণ করেন, সেই ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে মানবী লীলার অণুকরণ করিয়া ষোড়শসহস্র উৎকৃষ্ট কামিনীর সলজ্জ সৌহৃদ্যের সহিত অবলোকন ও হাস্য উপভোগ করিয়া বিহার করিয়াছিলেন। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু শ্রীহরি যে সমস্ত অসাধারণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন—যিনি সেই সমুদয় গান, শ্রবণ ও অনুমোদন করেন, মোক্ষপ্রদ ভগবানে তাঁহার নিশ্চয়ই ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ একদা স্বীয় বাহুদ্বারা বনিতাগণের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া শুইয়া আছেন, ইতিমধ্যে উষাগমে কুক্কুটগণ ডাকিয়া উঠিল। কৃষ্ণকামিনীগণ তখন বিরহভয়ে কাতর হইয়া শব্দায়মান কুক্কুটদিগকে অভিশাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অলিকুল মন্দারগন্ধবাহী মন্দবায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল; পক্ষিগণ জাগরিত হইল, তাহারা বন্দিগণের ন্যায় নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকে জাগাইয়া তুলিয়া উচ্চ রব করিতে লাগিল! ঐ রব অতি সুমধুর হইলেও কৃষ্ণকণ্ঠলগ্না রুক্মিণী প্রভৃতি কামিনীগণ আলিঙ্গনের বিশ্লেষণ-হেতু মুহূর্ত্তমাত্রও উহা সহিতে পারিলেন না। মাধব ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বারি-স্পর্শে আচমনাদি করিলেন; তাহাতে তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রসন্ন হইল,—তিনি নির্ম্মল মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। যিনি উপাধিবর্জ্জিত, আত্মস্থিত, অখণ্ড অব্যয় পুরুষ, অজ্ঞানবিরহিত বলিয়া সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ-

স্বরূপে যিনি প্রতিভাত এবং এই বিশ্বের উৎপত্তি-বিনাশের হেতুভূত, স্বীয় শক্তিসমূহদ্বারা সত্তা ও আনন্দ যাঁহার পরিলক্ষিত, সেই ব্রহ্ম-নামক নিত্যানন্দ ময় আপন ধ্যানেই শ্রীকৃষ্ণ অনন্তর নিমগ্ন হইলেন। সাধুগণের অগ্রণী শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে নির্ম্মল জলে স্নান করিলেন, বসন ও উত্তরীয় পরিধান করিলেন, যথাবিধি সান্ধ্য-উপাসনাদি ক্রিয়া ও অগ্নিতে হোম করিলেন এবং বাগ্‌যত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি উদীয়মান দিবাকরকে প্রণাম করিলেন। পরে স্বীয় অংশ দেব, ঋষি ও পিতৃগণ, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিয়া বিপ্রদিগকে পট্টবস্ত্র, মৃগচর্ম্ম ও তিল সহ ত্রয়োদশাধিক চতুরশীতি-সহস্রনব-প্রসূতা দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিলেন; ঐ সমস্ত গাভীর শৃঙ্গ সুবর্ণময়, পরিধানে সুন্দর বসন, সকলেরই খুরাগ্র রৌপ্যমণ্ডিত এবং সকলেই বৎসযুক্তা, সৎস্বভাবা ও মৌক্তিক-মাল্যমণ্ডিতা। অতঃপর নিজের বিভূতিস্বরূপ গো, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, গুরু ও অন্যান্য প্রাণি বৃন্দকে নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কপিলা ধেনু প্রভৃতি মঙ্গল দ্রব্য স্পর্শ করিলেন এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, দিব্য মাল্য ও অনুলেপন-দ্বারা নরলোকের ভূষণস্বরূপ স্বীয় দেহ বিভূষিত করিলেন। পরে ঘৃত, দর্পণ, গোবৃষ, দ্বিজ ও দেবতাদিগকে দর্শন করিয়া সর্ব্ববর্ণীয় পুরবাসী ও অন্তঃপুরচারীদিগকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করাইলেন এবং প্রকৃতিপুঞ্জকে অভীষ্টদানে সন্তুষ্ট করিয়া স্বয়ং আনন্দিত হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে মাল্য, চন্দন ও তাম্বুল দান করিয়া পরে স্বয়ং সুহৃদ্বর্গ, প্রজাপুঞ্জ ও মহিষীগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তখন সারথি সুগ্রীবাদি অশ্বযুক্ত রথ লইয়া উপস্থিত হইল; শ্রীকৃষ্ণ হস্তদ্বারা সারথির হস্ত গ্রহণ করিয়া সেই রথে আরোহণ করিলেন। সাত্যকি এবং উদ্ধবও তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণ সলজ্জ প্রেমদৃষ্টিপাতে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিল। সে জন্য কিয়ৎক্ষণ তিনি বিলম্ব করিলেন; পরে অতিকষ্টে সেই সকল দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া হাস্যচ্ছটায় কামিনীগণের মনোহরণ-পূর্ব্বক তথা হইতে নির্গত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পরে একীভূত হইলেন এবং যদুগণ-বেষ্টিত হইয়া সুধর্ম্মানাম্নী স্বীয় সভায় প্রবিষ্ট হইলেন; এই সভাপ্রবিষ্ট সভ্যগণ কখনও ষড়্‌রিপুর বশীভূত হ'ন না। যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সেই সভায় প্রবিষ্ট হইয়া পরমাসনে উপবেশন করিলেন, নরশ্রেষ্ঠ যদুবীরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন; শ্রীকৃষ্ণ তখন নক্ষত্রনিকরবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় স্বীয় প্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্‌ভাসিত করত বিরাজ করিতে লাগিলেন। তৎকালে পরিহাস-রসিকগণ নানা রসকথার অবতারণায় এবং নটাচার্য্য ও নর্ত্তকীগণ নানা নর্ত্তনক্রিয়ায় তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল। সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মৃদঙ্গ বীণা, মুরজ, বেণু, করতাল ও শঙ্খ-শব্দ সহ নৃত্য-গীত করিয়া তাঁহার তুষ্টি সাধন করিতে লাগিল। তথায় উপবিষ্ট কতিপয় বাক্‌পটু ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বতন পুণ্যকীর্ত্তি রাজগণের বিবরণও বলিতে লাগিলেন।

হে নৃপ! এই সময়ে এক অদ্ভুত দর্শন ব্রাহ্মণ তথায় আসিলেন। ভগবানের নিকট সেই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল; প্রতিহারী ব্রাহ্মণকে লইয়া সভা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। আগন্তুক ব্রাহ্মণ পরমেশ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া জরাসন্ধকর্ত্তৃক রাজগণের বন্ধনদুঃখ নিবেদন করিলেন; বলিলেন,—জরাসন্ধ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে যে সকল রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, দুর্দান্ত মগধরাজ তদীয় গিরিব্রজ-নামক দুর্গমধ্যে তাঁহাদিগকে আনিয়া আবদ্ধ করিয়া

রাখিয়াছে। এই বন্দীকৃত রাজগণের সংখ্যা দুই অযুত। সেই রাজগণ বলিয়া দিয়াছেন—"হে কৃষ্ণ! হে শরণাগত-ভয়ভঞ্জন! আমরা ভয়ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে আসক্ত হইয়া লোকসকল যখন ভবৎকথিত ভবদীয় অর্চ্চনা-রূপ আত্মমঙ্গল কর্ম্মে অনবহিত হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ যে বলবান্ পুরুষ আসিয়া তাহাদের জীবনাশা ছেদন করিয়া ফেলেন, আপনিই সেই কাল-স্বরূপ; আপনাকে আমাদের নমস্কার। আপনি জগদীশ্বর! সাধুগণের পালন ও অসাধু খল ব্যক্তি-গণের নিগ্রহবিধানের জন্য ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে ঈশ! কে যে আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে এবং কাহারাই বা স্ব স্ব কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতেছে, কিছুই আমরা জানিতে পারিতেছি না। রাজসুখ বিষয়-নিষ্পাদ্য, কাজেই তাহা আমাদের নিকট স্বপ্নবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আমরা নিরন্তর ভয়ভীত দেহভার বহন করিতেছি। নিষ্কাম ব্যক্তিগণ আপনা হইতে যে স্বতঃসিদ্ধ সুখ পাইয়া থাকেন, আপনার মায়াবসে সে সুখ পরিহার করিয়া আমরা অশেষ ক্লেশ পাইতেছি। ভবদীয় চরণযুগ্ম প্রণত জনগণের শোকহারা। মগধরাজ জরাসন্ধ সিংহের ন্যায় বিক্রমী এবং একাকীই অযুতনাগতুল্য বলশালী; ঐ বলদর্পিত নিষ্ঠুর রাজা আমাদিগকে মেষপালবৎ স্বীয় ভবনে আবদ্ধ রাখিয়াছে। আপনি আমাদিগকে এই বন্ধন হইতে মোচন করুন। হে চক্রধর! জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া সপ্তদশ বারই পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু একবার মাত্র আপনাকে পরাজিত করিতে পারিয়াছিল বলিয়া সে এক্ষণে অতিদর্পে আপনার লোকদিগকে পীড়ন করিতেছে। হে অজিত! এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।" মগধরাজরুদ্ধ রাজগণ আপনার দর্শনার্থী হইয়া এইরূপে আপনারই পদমূলের আশ্রয় লইয়াছেন; আপনি দীনগণের মঙ্গল বিধান করুন।

আগন্তুক রাজদূত এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, ইতিমধ্যে পিঙ্গলবর্ণ জটাভার-ধারী দেবর্ষি নারদ সূর্য্যের ন্যায় সেইস্থানে অভ্যাগত হইলেন। নিখিল-লোকপতি শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষিকে দেখিবামাত্র সভাসদ্-গণের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আনন্দের সহিত তাঁহার বন্দনা করিলেন। মুনিবর যথাবিধি পূজিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া মিষ্টবাক্যে বলিলেন,—দেবর্ষে! বর্ত্তমানে ত্রিজগতের কোন কিছু হইতেই ভয় নাই ত'? আপনি নিখিললোকে বিচরণ করেন, ইহা আমাদের পরমলাভের বিষয়। এই লোক-সমূহে আপনার অবিদিত কিছুই নাই; সুতরাং জানিতে ইচ্ছা করি—পাণ্ডবগণ সম্প্রতি কি করিতেছেন?

নারদ বলিলেন—প্রভু হে, আপনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম; তথাচ মোহজনক ও আচ্ছন্নদ্যুতি অগ্নির ন্যায় স্বীয় শক্তিসমূহ-দ্বারা অন্তর্যামিরূপে ভূতগণে বিরাজ করিতেছেন। আপনার মায়া বহুবার দেখিয়াছি, সুতরাং আমার নিকট আপনার এইরূপ প্রশ্ন আশ্চর্য্যের কিছুই নহে। এই বিশ্ব বাস্তবিক অবিদ্যমান হইলেও আপনারই মায়াগুণে ইহা বিদ্যমান বলিয়া প্রতীয়-মান হইতেছে; আপনি নিজ মায়াতেই ইহা সৃষ্টি করিতেছেন—ধ্বংস করিতেছেন; সুতরাং ভবদীয় চেষ্টা জানিবার শক্তি আছে কাহার? আপনি অচিন্ত্যস্বরূপ, সুতরাং আপনাকে কেবল নমস্কার। সংসারনিবদ্ধ জীবগণ মুক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ, আপনি তাহাদেরই জন্য আপনার লীলাবতার সকল দ্বারা জ্ঞানোৎপাদক নিজ যশ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আপনার শরণাপন্ন। হে ভগবন্! আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইয়াও নরলোকের অনুচিকীর্ষু হইয়াছেন; অতএব

আপনার ভক্ত পিতৃষ্বস্রেয়দিগের রাজকার্য্য শ্রবণ করুন। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির আপনার তৃপ্তিকামনায় শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ রাজসূয়-দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিবেন, আপনি উহা অনুমোদন করুন। ঐ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে দেবতারা এবং যশস্বী রাজারাও আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত আসিবেন। চণ্ডালেরাও যখন আপনার নাম ও কর্ম্ম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান করিয়া পবিত্র হয়, তখন যাঁহারা আপনাকে দর্শন ও স্পর্শ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? হে ভুবন-মঙ্গল! স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে দিঙ্মণ্ডলে আপনার যশ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; ভবদীয় পাদোদক—মন্দাকিনী, গঙ্গা ও ভোগবতী নামে স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল পবিত্র করিতেছে।

শুকদেব বলিলেন—রাজন্! নারদ যে সকল কথার অবতারণা করিলেন, তন্মধ্যে জরাসন্ধ-জয়ের কথাও ছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয়েরা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যেন ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে অক্ষম হইয়াছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াই বাগ্‌বিন্যাস-কৌশলে ভৃত্য উদ্ধবকে বলিলেন—উদ্ধব! তুমি আমাদের বন্ধু এবং মন্ত্রণা বিষয়ে অভিজ্ঞ; সুতরাং তোমার কথায় আমি শ্রদ্ধাবান্। অতএব এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, প্রকাশ করিয়া বল; তাহাই আমি করিব।

প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় উদ্ধবের নিকট এইরূপ মন্ত্রণা জানিতে চাহিলে উদ্ধব তদীয় আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বলিতে লাগিলেন।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন—রাজন্! উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া এবং দেবর্ষির, সভ্যগণের ও শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—দেব! আপনার পিতৃষ্বস্রেয় রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, আপনার সে বিষয়ে সাহায্য করা কর্ত্তব্য; অন্যদিকে আশ্রয়প্রার্থী রাজগণকে রক্ষাকরাও আপনার কর্ত্তব্য। হে প্রভো! যুধিষ্ঠিরকে দিঙ্মণ্ডল জয় করিয়াই রাজসূয় যজ্ঞ করিতে হইবে; সুতরাং আমার মতে দিগ্বিজয় করিতে হইলে জরাসন্ধকে জয় করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। এই জয়ব্যাপারে দুইটী প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে—একটী রাজসূয় যজ্ঞ, অন্যটী রাজগণের উদ্ধার-সাধন। হে গোবিন্দ! ইহাতে আমাদেরও মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। রাজগণকে বন্ধনমুক্ত করিতে পারিলে আপনারও যশোবিস্তার হইবে। রাজা জরাসন্ধ নাগাযুত-বলশালী, সমবল ভীমসেন ব্যতীত অন্য বলবান্‌দিগের পক্ষে দুর্দ্ধর্ষ। দ্বৈরথযুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাস্ত করা প্রয়োজন, অন্যথা শত শত অক্ষৌহিণী লইয়াও তাহাকে পরাজয় করা অসম্ভব। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা জরাসন্ধ কখনও প্রত্যাখ্যান করে না; ভীমসেন ব্রাহ্মণবেশে গিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিবেন এবং ভবৎ-সমক্ষে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আপনি রূপবিরহিত কালস্বরূপ; বিশ্বের সৃষ্টি-সংহার ব্যাপারে ব্রহ্মা ও রুদ্র যেমন আপনার নিমিত্তমাত্র, জরাসন্ধের বধবিষয়ে ভীমসেন সেইরূপ নিমিত্ত—আপনিই হইবেন প্রকৃত কর্ত্তা। গোপীগণ যেমন শঙ্খচূড় হইতে, গজরাজ যেমন কুম্ভীর হইতে, জানকী যেমন দশানন হইতে এবং বসুদেব যেমন

কংস হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তদ্বিষয় গান করিয়াছিলেন, মুনিগণ ও আমরা যেমন আপনার শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বদাই মুক্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, এইরূপ সেই রুদ্ধ রাজগণও মুক্ত হইলে তাঁহাদের মহিষীগণও স্ব স্ব পতির মুক্তি-গান গৃহে গৃহে গাহিবেন। সুতরাং, হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধের বধসাধনে অনেক প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে। রাজসূয় যজ্ঞ রাজগণের পুণ্য-পরিণতিরই হেতু; ইহা আপনারও অনুমোদিত হউক।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! দেবর্ষি নারদ, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য যদুপ্রধানগণ সকলেই উদ্ধবের উক্ত যুক্তিসঙ্গত বাক্যের সমাদর করিলেন। অতঃপর ভগবান্ দেবকীনন্দন গুরুজনকে জানাইয়া যাত্রার নিমিত্ত দারুকপ্রভৃতি ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন, অরিন্দম বলদেবের আজ্ঞা লইলেন, পুত্র ও পরিচ্ছাদাদি সহ মহিষীগণকে পুরোভাগে পাঠাইলেন। সারথি শ্রীকৃষ্ণের গরুড়ধ্বজ রথ আনয়ন করিল; শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে আরোহণ করিলেন। রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ-দ্বারা বিরচিত বিশাল বাহিনী তাঁহার সঙ্গে চলিল; মৃদঙ্গ, ভেরী, ঢক্কা, শঙ্খ ও গোমুখ-সমূহের প্রচণ্ডরবে দিক্-সমূহ নিনাদিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পুরী হইতে নির্গত হইলেন। পতিব্রতা মহিষীগণ উত্তম উত্তম বসন-ভূষণ ও মাল্যচন্দনে ভূষিতা এবং অসিচর্ম্মধারী বীরবৃন্দ-দ্বারা সুরক্ষিতা হইয়া স্ব স্ব পুত্র সহ নরযানে, অশ্বযানে ও কাঞ্চননির্ম্মিত শিবিকারোহণে পতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগামিনী হইলেন। পরিচারিকাগণ ও বারবিলাসিনীগণও উশীরাদি তৃণনির্ম্মিত গৃহ এবং কম্বল ও বস্ত্রাদি গৃহসামগ্রী সকল বলীবর্দ্দ প্রভৃতির পৃষ্ঠে চাপাইয়া দিয়া উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া নর, উষ্ট্র, গো, মহিষ, গর্দ্দভ, অশ্বতরী, শকট ও হস্তিনী-সাহায্যে সর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া চলিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের সহযাত্রী সৈন্যদল সুবৃহৎ ধ্বজপতাকা, ছত্র, চামর, উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র, কিরীট ও রথ-দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া গমন করিল। দিবাভাগে রবিকরনিকরে তাহারা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল; মনে হইল তিমিঙ্গিল-তরঙ্গপরিব্যাপ্ত মহাসাগর যেন শোভা পাইতে লাগিল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণপূজিত দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগ-আয়োজনের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মহর্ষির সর্ব্বেন্দ্রিয় পুলকিত হইয়াছিল; তিনি মানস-মাঝে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে আকাশ-পথে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আগন্তুক রাজদূতকে অভয় দিয়া বলিতে লাগিলেন,—বিপ্র! ভয় করিবেন না, আপনাদের মঙ্গল হইবে; জরাসন্ধকে আমি নিশ্চিতই বিনাশ করিব। শ্রীকৃষ্ণের এই অভয়বাণী শুনিয়া সেই রাজদূত সত্বর প্রস্থান করিয়া বন্দী রাজগণকে গিয়া সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজগণ নিজেদের মুক্তির জন্য সমুৎসুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীহরি আনর্ত্ত, সৌবীর, মরুপ্রদেশ ও কুরুক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া গিরি, নগর, গ্রাম, ব্রজ ও আকরাদি অতিক্রম করিলেন; তৎপরে তিনি সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশ ছাড়িয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন। নরগণের দুর্লভদর্শন শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া যুধিষ্ঠির সানন্দে উপাধ্যায় ও বন্ধুবর্গের সহিত পুরী হইতে নির্গত হইলেন। প্রাণ যেমন ইন্দ্রিয়সমূহের গতি, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি পাণ্ডবগণের আশ্রয়; সুতরাং যুধিষ্ঠির গীত, বাদ্য ও বেদ-ধ্বনি প্রভৃতি মাঙ্গলিক শব্দ করিতে করিতে সাদরে শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন করিলেন। কৃষ্ণদর্শনে পাণ্ডুনন্দনের হৃদয় স্নেহার্দ্র হইল তিনি বহুকাল পরে প্রিয়জন দর্শন করিয়া

বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। রমার পবিত্র আশ্রয় রমাপতির দেহ আলিঙ্গনে নরপতির সর্ব্ব অমঙ্গল দূরীভূত হইল, নয়নদ্বয়ে আনন্দাশ্রু বহিল, দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; যুধিষ্ঠির লোকাচার ভুলিয়া গিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। মাতুল-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া ভীম সহাস্য-আস্যে প্রেমাশ্রুধারায় আপ্লুত হইলেন। অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, ইঁহারাও ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকেরই প্রেমাশ্রু শ্রীকৃষ্ণগাত্র অভিষিক্ত করিল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে আলিঙ্গিত ও পূজিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন এবং কুরু, সৃঞ্জয় ও কেকয়বংশীয় যে সকল মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সূত, মাগধ ও বন্দিগণ এবং উপাসকগণ—এমন কি, ব্রাহ্মণগণও মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পটহ, বীণা পণব ও বেণু-রবের সহিত নৃত্য-গীত করিয়া কমলাক্ষ কৃষ্ণের সন্তোষ-সাধন করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের নাম-গুণকীর্ত্তনে পবিত্র হওয়া যায়, সেই সকল মহাত্মগণের অগ্রণী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বন্ধুগণবেষ্টিত ও স্তুত হইয়া সুসজ্জিত পাণ্ডবপুরী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাতঙ্গগণের মদজলধারায় নগর-পথ সিক্ত হইয়াছিল; বিচিত্র ধ্বজপতাকা, কনকতোরণ ও পূর্ণকুম্ভ-দ্বারা পাণ্ডব-নগরী শোভিত হইতেছিল; পবিত্রচেতা নর-নারীবৃন্দ নববসন, নানা অলঙ্কার ও মাল্য-চন্দনাদি ধারণ করিয়া নগরের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ কুরুরাজের বাস-ভবন অবলোকন করিলেন; দেখিলেন, উহার প্রত্যেক গৃহের অভ্যন্তরেই দীপ্ত দীপাবলী ও পূজোপহার প্রস্তুত রহিয়াছে, প্রত্যেক গৃহের গবাক্ষ হইতে ধূপধূম নির্গত হইতেছে, পতাকা-সকল শোভা পাইতেছে, শিরোভাবে হেম-কলসান্বিত রজতশৃঙ্গ-শোভিত বহু গৃহ সজ্জিত রহিয়াছে। পুরবাসিনী যুবতীগণ নয়নাভিরাম শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া ঔৎসুক্যের সহিত শ্লথ কেশ ও নীবী বন্ধন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত রাজপথে ছুটিয়া আসিল। রাজমার্গ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-বৃন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; তথায় পত্নীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গৃহোপরি অবস্থিত অবলাগণ তদুপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল, আর মনে মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করত তাঁহার উদ্দেশে স্বাগত বাক্য বলিল। চন্দ্রসঙ্গিনী তারকা-মালার ন্যায় কৃষ্ণমহিষীদিগকে দেখিয়া স্ত্রীগণ বলাবলি করিতে লাগিল,—পুরুষবর শ্রীকৃষ্ণ উদার হাস্য ও লীলাবলোকন-দ্বারা এই যে সকল কামিনীর আনন্দ বিস্তার করিতেছেন, এই কামিনীগণ, না জানি, কত কি পুণ্যই করিয়াছিল! তৎকালে এক এক সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ স্থানে মঙ্গলদ্রব্য হস্তে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে মুকুন্দ প্রীতিপ্রফুল্ল-নয়ন অন্তঃপুরজন-কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ক্রমে রাজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কুন্তীদেবী ভ্রাতুষ্পুত্র দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলে এবং পুত্রবধূ সহ পর্য্যঙ্ক হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দেবদেব মুকুন্দকে সাদরে গৃহে আনিয়া আমোদাতিশয্যে পূজার প্রকারভেদ ভুলিয়া গেলেন।

হে নৃপ! শ্রীকৃষ্ণ তখন পিতৃস্বসা ও গুরুপত্নী-দিগকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজে দ্রৌপদী ও ভগিনী সুভদ্রাকর্ত্তৃক বন্দিত হইলেন। দ্রৌপদী শ্বশ্রূর উপদেশমত রুক্মিণী, সত্যা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কলিন্দী মিত্রবিন্দা শৈব্যা ও নাগ্নজিতীকে এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীদিগকে পূজা করিলেন; ইহাদের সঙ্গে অন্য যে সকল রমণী আসিয়াছিলেন, বস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহারাও অর্চ্চিত

হইলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনকে এবং তাঁহার সৈন্যদল, অমাত্যবর্গ ও মহিষীদিগকে নিত্য নূতন নূতন সুখসম্ভোগে সুখী করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত কয়েক মাস হস্তিনায় বাস করিলেন। এই সময়মধ্যে প্রায়ই তিনি সসৈন্যে অর্জ্জুনের সহিত রথারোহণে বিহার করিতেন। তিনি এই সময়েই অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারী হইয়া খাণ্ডববন-প্রদানে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিয়া ময়দানবকে মোচন করেন; পরে ঐ ময়দানবদ্বারা একটী দিব্য সভা রাজাকে রচনা করাইয়া দিলেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন—একদা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন; মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ, ভ্রাতৃগণ, আচার্য্য ও কুলবৃদ্ধগণ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যুধিষ্ঠির সকলের শ্রুতিগোচর করাইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে গোবিন্দ! যজ্ঞমধ্যে রাজসূয় যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, আমি ঐ যজ্ঞ করিয়া তোমার পবিত্র বিভূতিসমূহের অর্চ্চনা করিতে মনস্থ করিয়াছি; তুমি উহা সম্পাদন কর। হে পদ্মনাভ! যে সকল পবিত্রচেতা ব্যক্তি নিরন্তর তোমার পাদযুগল-সমীপে বিচরণ করেন এবং অন্তরে উহা ধ্যান করেন কিংবা অশুভনাশের নিমিত্ত তোমার নামোচ্চারণ করেন, তাঁহারাই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি মঙ্গললাভে সমর্থ হন; তোমার ধ্যানার্চ্চন ব্যতীত রাজচক্রবর্ত্তীও উহা লাভ করিতে পারেন না। তাই বলিতেছি, হে দেব! এই লোকসকল আপনার চরণারবিন্দ-সেবার মহিমা অবলোকন করুন! হে বিভো! কুরু ও সৃঞ্জয়দিগের মধ্যে যাঁহারা তোমার সেবক এবং যাঁহারা তোমার সেবায় পরাঙ্মুখ, তাঁহাদের উভয়েরই মর্য্যাদা তুমি দেখাইয়া দেও। তুমি নিরুপাধি, সর্ব্বাত্মা—সুতরাং সমদর্শী আত্মারাম; কাজেই নিজ-পর ভেদজ্ঞান তোমার নাই, তথাচ যাঁহারা তোমার সেবক, কল্পপাদপের ন্যায় তুমি সর্ব্বদাই তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন। যে যেমন তোমার সেবা করে, তুমি তাহাকে সেইরূপ ফলই প্রদান করিয়া থাক—কদাচ তাহার ব্যত্যয় ঘটে না।

ভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন, অরিন্দম্! আপনার সঙ্কল্পিত বিষয় অতি উত্তম; এই যজ্ঞজনিত ভবদীয় মঙ্গলদায়িনী কীর্ত্তি সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইবে। এই মহাযজ্ঞ যাবতীয় ঋষি, পিতৃপুরুষ বন্ধু-বান্ধব ও প্রাণিগণের, বলিতে কি, আমাদিগের সকলেরই অভিপ্রেত। আপনি সমস্ত রাজা ও পৃথিবীকে বশীভূত করিয়া নিখিলদ্রব্যসম্ভারের সমাবেশে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। রাজন্! আপনার এই ভ্রাতৃগণ সকলেই লোকপালদিগের অংশোৎপন্ন; ইঁহাদের হস্তে সমস্ত নরপতিই পরাস্ত হইবেন। অজিতেন্দ্রিয়গণের অজেয় আমি, আপনি জিতেন্দ্রিয় বলিয়া আমাকেও বশীভূত করিয়াছেন। মর্ত্ত্য রাজগণের কথা দূরে থাক্, প্রভাব, যশ, শ্রী সমৃদ্ধি বা সৈন্যাদি সামগ্রী দ্বারা স্বর্গের দেবতারাও মৎপরায়ণ ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারেন না।

শুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! ভগবদুক্তি শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের বদনকমল প্রীতি-প্রফুল্ল

হইয়া উঠিল; তিনি বিষ্ণুবীর্য্য-বর্দ্ধিত ভ্রাতাদিগকে দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত করিলেন। সৃঞ্জয়দিগের সহিত সহদেব দক্ষিণদিকে, মৎস্যদিগের সহিত নকুল পশ্চিমদিকে, কেকয়দিগের সহিত ধনঞ্জয় উত্তরদিকে এবং মদ্রকদিগের সহিত ভীমসেন পূর্ব্বদিকে প্রেরিত হইলেন। হে নৃপ! এই বীরগণ রাজগণকে পরাস্ত করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ধনরাশি আনয়ন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাজাই পরাস্ত হইয়াছেন—একমাত্র জরাসন্ধ অবশিষ্ট আছে, শুনিয়া যুধিষ্ঠির চিন্তিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের কথিত উপায় প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন তিন জনেই ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধ-নগরী গিরিব্রজে গমন করিলেন। জরাসন্ধ গৃহস্থ, ব্রাহ্মণবেশী ক্ষত্রিয়ত্রয় তাঁহার গৃহে আতিথ্য-বেলায় উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণসেবা যাচ্ঞা করিলেন; বলিলেন—রাজন্। বহুদূরাগত অতিথি আমরা, আপনার নিকট যাহা চাহিতেছি, আপনি তাহা প্রদান করুন; ক্ষমাশীল ব্যক্তির অসহনীয় কিছুই নাই, কদর্য্যগণের অকার্য্য কিছুই হইতে পারে না, দানশীলগণের অদেয় কিছুই থাকে না, আর যাঁহারা সমদর্শী, তাঁহাদের নিকট কেহই পর হয় না। সাধুগণের যশ চিরস্থিত, সুতরাং তাহা চিরকীর্ত্তনীয়; যিনি সমর্থ হইয়াও এই অনিত্য দেহ-দ্বারা সেই যশ-অর্জ্জনে পরাঙ্মুখ হন, তিনি নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন—তাঁহার জন্য শোকই একমাত্র কর্ত্তব্য। হরিশচন্দ্র, রন্তিদেব, মুদ্গল, শিবি, ব্যাধ, কপোত এবং অপর অনেকেই এই আনিত্য-দেহ-দ্বারা নিত্য লোক লাভ করিয়াছেন।

শুকদেব বলিলেন—জরাসন্ধ স্বর, আকৃতি ও জ্যাঘাতচিহ্নিত হস্ত—এই সকলদ্বারা আগন্তুকদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করিলেন; তাঁহাদিগকে যেন পূর্ব্বে দেখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। জরাসন্ধ, ভাবিলেন—নিশ্চয় ইঁহারা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ-চিহ্ন ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। যাহাই হউক, আমি প্রার্থিত হইয়া দুস্ত্যজ আত্মাও ইঁহাদিগকে দান করিতে প্রস্তুত আছি। পুরাকালে বিষ্ণু ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য-উদ্ধারকল্পে ব্রাহ্মণবেশে গিয়া বলিকে রাজ্যৈশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন, তথাচ অদ্যাপি বলির সর্ব্বত্র বিমল কীর্ত্তি ঘোষিত হইতেছে। বিষ্ণুই ব্রাহ্মণরূপে আসিয়াছেন, ইহা দৈত্যরাজ কতকটা বুঝিয়াছিলেন, শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন; তথাপি ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণুকে বলি পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। এ দেহ ক্ষয়স্বভাব; বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের দেহ ব্রাহ্মণের কার্য্যোদ্ধার করিয়া বিপুল যশোলাভে যদি সচেষ্ট না হয়, তাহা হইলে সে দেহ-রক্ষায় ফল কি? উদারচেতা জরাসন্ধ এইরূপ আলোচনা করিয়া আগন্তুক শ্রীকৃষ্ণ-প্রভৃতিকে বলিল—বিপ্রগণ! আপনাদের কাম্য বিষয় প্রার্থনা করুন; বলা বাহুল্য, আমার মস্তক চাহিলেও আমি তাহা অর্পণ করিব।

ভগবান্ বলিলেন—শুনুন, রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয় আমরা, যুদ্ধপ্রার্থনায় আসিয়াছি; অন্য কিছুই কাম্য আমাদের নাই। আপনার ইচ্ছা হইলে আমাদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারেন। ইনি কুন্তী-নন্দন বৃকোদর, অপর জন ইঁহার ভ্রাতা অর্জ্জুন, আর আমি ইঁহাদের মাতুলপুত্র—আপনার চিরশত্রু শ্রীকৃষ্ণ।

মগধাধিপতি প্রবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ এ কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—রে মন্দবুদ্ধিগণ! আইস, তোমাদিগকে যুদ্ধ দান করি। কৃষ্ণ! তুমি ত' ভীরু! যুদ্ধে তোমার সৈন্য নাই, তুমি নিজপুরী মথুরা ছাড়িয়া সমুদ্রের শরণ লইয়াছ; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। অর্জ্জুন আমার, বয়ঃকনিষ্ঠ, ইঁহার দেহও আমার দেহের অনুরূপ

নহে—বলও অধিক নহে; সুতরাং ইহার সহিতও যুদ্ধ হইতে পারে না। তবে ভীম আমার সম-বল-শালী; ইঁহারই সহিত আমি যুঝিব।

রাজা জরাসন্ধ এই কথা কহিয়া ভীমসেনের হস্তে এক প্রকাণ্ড গদা প্রদান করিল এবং নিজে অপর একটা গদা লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। উভয়-বীরই রণদুর্ম্মদ; উভয়েই বজ্রতুল্য গদা গ্রহণ করিয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। বামে, দক্ষিণে বিবিধ মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিল, সেই ভীষণ যুদ্ধ রঙ্গাবতীর্ণ নটদ্বয়ের যুদ্ধের ন্যায় প্রতিভাত হইল। তখন উভয়বীর-নিক্ষিপ্ত গদাদ্বয়ের বজ্রনির্ঘাত-তুল্য চটচটাশব্দ গজদন্তযুগলের আঘাতশব্দের ন্যায় পরিশ্রুত হইতে লাগিল। যেমন দুই অর্কবৃক্ষ-শাখার সহিত যুদ্ধপ্রবৃত্ত ক্রুদ্ধ হস্তি-দ্বয়ের শুণ্ডাদণ্ডাঘাতে উভয় শাখাই ভগ্ন হইয়া যায়, তেমনি উভয়বীরের ভুজবেগ-বিক্ষিপ্ত গদাদ্বয় পরস্পরে স্কন্ধ, কটী, হস্ত, উরু ও চক্রতে আহত হইয়া চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। গদাদ্বয় চূর্ণ হইলে সেই দুই নরবীর ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব লৌহ-কঠিন মুষ্টি-প্রহারে পরস্পরকে আহত করিতে লাগিল। গজদ্বয়ের ন্যায় প্রহারনিরত উভয়বীরের তলতাড়ন হইতে বজ্রনির্ঘাতবৎ কঠোর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। রাজন্! জরাসন্ধ ও ভীম উভয়েরই শিক্ষা, বল ও প্রভাব তুল্য ছিল, সুতরাং কাহারই বেগ বিহত হইল না। তাঁহারা উল্লিখিতরূপে প্রহারনিরত হইলে যুদ্ধে জয়-পরাজয় কিছুই লক্ষিত হইল না। শ্রীহরি জরাসন্ধের জনন, মরণ ও জীবন-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন; তিনি স্বীয় তেজে পৃথা-নন্দনকে আপ্যায়িত করিয়া জরা-রাক্ষসীর অতীত কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং একটী বৃক্ষপত্র বিদীর্ণ করিয়া সঙ্কেতে জরাসন্ধের বধোপায় ভীমকে বলিয়া দিলেন। প্রহারপটু ভীম উহা বুঝিতে পারিয়া পদদ্বয়-ধারণপূর্ব্বক শত্রুকে ভূপৃষ্ঠে পাতিত করিলেন। জরাসন্ধের একপদ ভীম স্বীয় পদ-দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন, অন্য পদ উভয় হস্ত-দ্বারা ধরিয়া মহাগজ-বিদারিত শাখার ন্যায় গুহ্যদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদারণ করিলেন। এই উপায়ে জরাসন্ধের দেহ দ্বিখণ্ড হইয়া দুইদিকে পতিত হইল। প্রত্যেক খণ্ডে এক পদ, এক বৃষণ, এক কটী, এক স্তন, এক স্কন্ধ, এক বাহু, এক চক্ষু, এক ভ্রূ ও এক কর্ণ রহিল; লোক সকল তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া গেল। মগধরাজের নিধনে একটা মহা-হাহাকার উত্থিত হইল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন দিয়া অগ্রজ ভীমকে পূজা করিলেন। ভূতভাবন ভগবান জরাসন্ধ-পুত্র সহ-দেবকে মগধ-রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া গিরিব্রজদুর্গে বন্দীকৃত ক্ষত্রিয় রাজগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন—হে ভূপতে! দুই অযুত অষ্টশত-সংখ্যক রাজা যুদ্ধে জরাসন্ধের হস্তে পরাস্ত হইয়াছিলেন; জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে গিরিব্রজদুর্গে বন্দী রাখিয়াছিল। দীর্ঘকালের অবরোধে তাঁহারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখশ্রী ম্লান হইয়াছিল, তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন। বিশীর্ণ-কলেবরে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা সম্মুখে ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন—

তাঁহার পরিধানে পীতপট, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন; তিনি চতুর্ভুজ, তদীয় নয়নদ্বয় কমলোদরবৎ অরুণবর্ণ, বদন সুশোভন ও প্রসন্ন, তাঁহার কর্ণে মকরকুণ্ডল উদ্ভাসমান, ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিরাজিত; তিনি কিরীট, হার, কটক, কটীসূত্র ও অঙ্গদদ্বারা শোভমান; তাঁহার কণ্ঠে কৌস্তুভমণি বিদ্যোতিত এবং বনমালা বিলম্বিত হইতেছে। এ-হেন কৃষ্ণ-দর্শনে রাজগণের যে আহ্লাদ হইল, তাহাতেই তাঁহাদের কারাক্লেশ ঘুচিয়া গেল—পাপরাশিও নষ্ট হইল। রাজগণ নয়নযুগল দ্বারা যেন পান করিয়া, জিহ্বাদ্বারা যেন লেহন করিয়া, নাসিকাদ্বারা যেন ঘ্রাণ লইয়া এবং বাহুযুগল দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিয়াই মস্তক-সমূহদ্বারা শ্রীহরি-চরণে প্রণত হইলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া হৃষীকেশের স্তব করিতে লাগিলেন।

রাজগণ বলিলেন—হে দেবদেব! আপনাকে নমস্কার। কৃষ্ণ হে, আমরা আপনার শরণাপন্ন; আমাদের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে; এ ঘোর ভবসাগর হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন। হে নাথ! হে মধুসূদন! আমরা সত্যই বলিতেছি, মগধরাজ্যের প্রতি আমাদের অণুমাত্রও অসূয়া নাই; রাজগণের রাজ্যচ্যুতি আপনার অনুগ্রহ বলিয়াই আমরা মনে করি; রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যমদে উন্মার্গগামী রাজা কখনও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন না; তিনি ভবদীয় মায়ায় মোহিত হইয়া অনিত্য বস্তুকে নিত্য মনে করিয়া গর্ব্বিত হইয়া থাকেন। বালকগণ যেমন মৃগতৃষ্ণাকে জলাশয় মনে করে, তেমনি অবিবেকিগণ বৈকারিক মায়ায় বস্তুজ্ঞান করিয়া থাকে। অগ্রে ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে আমাদের বুদ্ধি বিগ্‌ড়াইয়া ছিল, রাজ্যের পর রাজ্যজয়ে সমুৎসুক হইয়া পরস্পরের প্রতি আমরা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতাম, অতি নির্ম্মম ও দুর্ম্মদভাবে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিতেও আমাদের কুণ্ঠাবোধ হয় নাই; আপনি অখণ্ড কালরূপে দণ্ডায়মান রহিলেও তাহা গ্রাহ্য না করিয়া আপন আপন প্রজাগণের প্রাণদণ্ড করিয়াছি। হে কৃষ্ণ! তুমি গভীরবেগশালী দুরন্তবীর্য্য কাল-স্বরূপ, তোমার সেই কাল-স্বরূপের কর্তৃত্বেই আমরা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছি; আজ আপনার কিঞ্চিন্মাত্র অনুগ্রহ-গুণে আমাদের দর্প-দম্ভ নষ্ট হইয়াছে,—আমরা আপনার চরণযুগল স্মরণ করিতেছি। রাজ্যকামনা আর আমাদের নাই; রাজ্য মরুমরীচিকা-তুল্য, নানারোগের আকর; এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ-দ্বারা নিত্য উহার উপাসনা করিতে হয়! হে বিভো! বলিতে কি পরলোকে কর্ম্মফল-লভ্য স্বর্গাদি-কামনাও আমাদের নাই, উহা কেবল শ্রুতিসুখকর বলিয়াই মনে হইতেছে; অতএব আমাদিগকে এমন একটা উপায় করিয়া দিন, যাহা-দ্বারা আমাদিগকে সংসারে থাকিতে হইলেও যেন আপনার চরণযুগল-স্মরণে আমাদের প্রবৃত্তি থাকিয়া যায়। আমরা এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব হরি পরমাত্মা-প্রণতজনের ক্লেশ নাশক—গোবিন্দকেই নমস্কার করি।

শুকদেব বলিলেন—রাজন্! শরণাগতবৎসল ভগবান্ মুক্তবন্ধন রাজগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া তাঁহাদিগকে মধুরবাক্যে বলিলেন—রাজগণ! আপনা-দের অভিলাষ-মত অখিল-পতি আমাতে আপনাদের অবিচল ভক্তি উৎপন্ন হইবে। হে নরেন্দ্রগণ! আপনারা উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনাদের উক্তি সম্পূর্ণই সত্য। আমার মতে, সৌভাগ্যমদের অভ্যুদয়ই মানবের উন্মাদনার কারণ। কার্ত্তবীর্য্য, নহুষ, বেণু, রাবণ, নরক এবং অন্যান্য দেব, দৈত্য ও রাজগণ সকলেই একমাত্র ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইয়াই স্ব স্ব পদ হইতে বিচ্যুতি হইয়াছেন। এই দেহাদি অনিত্য বস্তু, ইহা বুঝিয়াই আপনারা আমার অর্চ্চনা করিয়া সতর্কতার সহিত ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিবেন।

সন্তান-সন্ততি, সুখ-দুঃখ, মঙ্গলামঙ্গল যেমন যেমন ঘটিবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া এবং আমাতেই চিত্তার্পণ করিয়া বিচরণ করিবেন। দেহাদিতে উদাসীন থাকিবেন, আনন্দেই নিমগ্ন রহিবেন এবং ধৃতব্রত হইয়া আমাতেই সম্পূর্ণরূপে মনঃসন্নিবেশ করিয়া অন্তে ব্রহ্মস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।

শুকদেব বলিলেন—মহারাজ! ভুবনপতি শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তাঁহাদের অভ্যঙ্গ-স্নানাদির নিমিত্ত দাসদাসী নিয়োগ করিলেন। তাঁহারা উত্তমরূপে স্নাত ও অলঙ্কৃত হইলে শ্রীহরির আদেশে জরাসন্ধ-নন্দন সহদেব রাজোচিত বসন-ভূষণ, মাল্য-চন্দন ও উত্তম উত্তম আহারসামগ্রী দ্বারা তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। রাজগণ ভগবদ্-অনুগ্রহে ক্লেশমুক্ত ও পূজিত হইয়া উজ্জ্বল কুণ্ডল ধারণ-পূর্ব্বক মেঘমুক্ত গ্রহগণের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ রাজগণকে নানা মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া মণিকাঞ্চন-মণ্ডিত রথ ও উত্তম উত্তম অশ্ব-সাহায্যে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ করিলেন। রাজগণ এইরূপে অতি বড় উদারচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে ক্লেশ-মুক্ত হইয়া তাঁহাকে এবং তদীয় কার্য্যাবলী চিন্তা করিতে করিতে স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন এবং নিজ নিজ নগরে গিয়া নাগরিক-দিগের নিকট মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ বর্ণন করিলেন। ভগবানের উপদেশ তাঁহাদের স্মরণ ছিল; তাঁহারা তদনুসারে খলজন-শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে পাণ্ডুবংশধর! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে ভীমসেন-দ্বারা জরাসন্ধের সংহার সাধন করিয়া পূজা গ্রহণপূর্ব্বক কুন্তীনন্দন-দ্বয়ের সহিত গিরিব্রজ হইতে যাত্রা করিলেন। শত্রুজয়ী বীরত্রয় ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধুদিগের আনন্দিত শত্রুদিগকে দুঃখিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র-প্রস্থের অধিবাসীরা শঙ্খধ্বনি-শ্রবণে বুঝিল, মগধরাজ হত হইয়াছেন। এদিকে রাজা যুধিষ্ঠিরও সে ধ্বনি শুনিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন। ভীম, অর্জ্জুন ও জনার্দ্দন আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্দনা করিলেন; কৃষ্ণের কৃত কর্ম্ম সকল ভীমার্জ্জুন বর্ণন করিলেন। ধর্ম্মরাজ বন্দী রাজগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অনুকম্পার কথা শুনিয়া আনন্দাশ্রুবিন্দু মোচন করিতে করিতে প্রেম-গদ্‌গদ হইয়া উঠিলেন; গভীর আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার আর বাক্য-স্ফূর্ত্তির অবসর ঘটিল না।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন—হে ভূপ! রাজা যুধিষ্ঠির উল্লিখিতরূপে জরাসন্ধের বধ ও শ্রীকৃষ্ণের তথাবিধ প্রভাব-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রীতচিত্তে কিঞ্চিৎপরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ব্রাহ্মন্! ত্রিলোকগুরু সনকাদি ঋষিবৃন্দ এবং সমস্ত লোকপাল ত্বদীয় দুর্লভ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বহুমানপুরঃসর মস্তকে উহা বহন করেন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে ভগবান্! হে ভূমন্! সেই তুমি, আমরা দীন ও প্রভুত্বাভিমানী হইলেও আমাদের আজ্ঞা বহন করিতেছ—ইহা একান্তই বিড়ম্বনার বিষয়। তুমি এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ও পরমাত্মা; উদয়াস্ত-হেতু সৌর তেজঃপুঞ্জের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, কিন্তু তোমার মহিমা

অসীম, অপরিচ্ছিন্ন—কোন কর্ম্ম-দ্বারাই উহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। হে মাধব! অজ্ঞান পশুগণ দেহাদি ব্যাপারে 'আমি—আমার', 'তুমি—তোমার' ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি পোষণ করিয়া থাকে; কিন্তু তোমার ভক্তগণের এরূপ ভেদবুদ্ধি নষ্ট হইয়াই যায়। সুতরাং তোমার সম্বন্ধে এ বিষয়ে আর কি বলিব?

কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির এই সকল কথা কহিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন-ক্রমে যজ্ঞের যথাযোগ্য কালে যজ্ঞকর্ম্মকুশল বেদবাদী ঋত্বিগ্‌গণকে বরণ করিলেন। হে রাজন্! সেই রাজসূয় মহাযজ্ঞ দর্শনার্থ নিম্নোক্ত সর্ব্বজনমান্য বরেণ্য ঋষি-মহর্ষিগণ এবং বহুমানাস্পদ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, যথা—দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্তু, গৌতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, জৈমিনি, সুমতি, ক্রতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব্বা কশ্যপ, ধৌম্য, ভার্গব, রাম, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন ও অকৃতব্রণ; অন্যদিকে দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপাদি, সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও মহামতি বিদুর। ইহা ভিন্ন আরও অনেক মুনি-ঋষি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সামন্ত রাজা ও রাজপ্রকৃতিবর্গ ঐ মহাযজ্ঞের দর্শকরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্রতী ব্রাহ্মণগণ স্বর্ণলাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূতি কর্ষণ করিয়া বেদবিহিত বিধি-অনুসারে রাজাকে যজ্ঞদীক্ষিত করিলেন। পুরাকালে বরুণকৃত যজ্ঞে যেরূপ হৈম উপকরণ সকল প্রদত্ত হইয়াছিল, যুধিষ্ঠিরের প্রারব্ধ এই মহাযজ্ঞে দান করিবার নিমিত্ত সেইরূপ হৈম উপকরণ সকল প্রস্তুত হইল। ইন্দ্রাদি লোকপালবৃন্দ, সগণ শঙ্কর, বিরিঞ্চি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ-গণ, মুনিগণ, যক্ষগণ, রক্ষোগণ, পক্ষিগণ, কিন্নরগণ, চারণগণ এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত রাজা ও রাজপত্নীগণ, সকলেই বিস্ময়বিরহিত হইয়া কৃষ্ণভক্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন বলিয়াই স্বীকার করিলেন। দেবগণ যেমন বরুণের যাজকতা করিয়াছিলেন, দেবদ্যুতিশালী যাজক ব্রাহ্মণ-গণও সেইরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয়যজ্ঞে বিধিবৎ যাজন করিলেন। অনন্তর সোমাভিষবের দিনে মহীপতি যুধিষ্ঠির সমাহিতচিত্তে মহাভাগ যাজক-দিগকে ও বরেণ্য সদস্যগণকে যথাবিধি পূজা করিলেন।

হে রাজন্! এইরূপ মহাসভায় অগ্রে অর্ঘ্য পাইতে পারেন, ঈদৃশ বহু ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং কোন্ মহাত্মাকে অগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করা যায়, সদস্যগণ সে বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব প্রস্তাব করিলেন,—যদুগণের অধিপতি ভগবান্ অচ্যুতই অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য; দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই বাসু-দেবের পূজা করিলেই সর্ব্বদেবতার পূজা করা হইবে। ইনি বিশ্বাত্মা এবং যজ্ঞাত্মা; অগ্নি, আহুতি, মন্ত্রসমূহ, জ্ঞান বা যোগ, সমস্তই ইনি—ইনিই জ্ঞান-যোগের চরম-সীমা; ইনি জগদাত্মা, এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ। হে সভ্যবৃন্দ! এই আত্মাশ্রয় অনাদি পুরুষই এ জগতের সৃষ্টি, পুষ্টি ও সংহার করিতেছেন; এই জন্যই এ সংসারে লোক সকল ইঁহারই অনুগ্রহে নানা কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্মার্জ্জনাদি মঙ্গলসাধন করিতে পারে। অতএব মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ পূজা দান করুন! এইরূপ করিলেই সর্ব্বভূতাত্মার অর্চ্চনা হইবে। যিনি দানের অনন্তফল কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বভূতের আত্মভূত, ভেদজ্ঞানবিরহিত, শান্ত, পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকেই দান করা কর্ত্তব্য।

সহদেবের এই প্রস্তাব শুনিয়া সাধুশ্রেষ্ঠ সভ্যগণ বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের সাধুবাদ শ্রবণ করিয়া এবং সভ্যবৃন্দের অভিমত অবগত হইয়া প্রণয়ানন্দে বিহ্বল হইলেন এবং হৃষীকেশকেই অগ্র-পূজা প্রদান করিলেন। তিনি

শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং ভার্য্যা, ভ্রাতা, অমাত্য ও কুটুম্বগণের সহিত সানন্দে সেই লোকপাবন পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। পীত কৌশেয় বসন ও বহুমূল্য ভূষণসমূহ দ্বারা কৃষ্ণের পূজা করিতে করিতে তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল; তিনি ভাল করিয়া দর্শন করিতেও পারিলেন না। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইতেছেন দেখিয়া সর্ব্বলোক কৃতাঞ্জলিপুটে 'জয় জয়, নমো নমঃ' বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল; আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইল।

হে নৃপ! শ্রীকৃষ্ণের যে সকল গুণবর্ণন করা হইল, তচ্ছ্রবণে দমঘোষনন্দন শিশুপাল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। শ্রীহরির এই অসাধারণ সম্মান তাহার সহ্য হইল না। সে সক্রোধে আসন হইতে উত্থিত হইয়া হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে কটুকথা কহিতে লাগিল। শিশুপাল বলিল,—কি দুরন্ত কালের আধিপত্য উপস্থিত হইয়াছে! এ কালে জনপ্রবাদও সত্য হইয়া উঠে; তা, যদি না হইবে, তবে এক বালকের বাক্যে বৃদ্ধগণেরও বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিবে কেন? হে সভাস্থ প্রধানগণ! আপনারা পাত্রাপাত্র বিবেচনায় অভিজ্ঞ, সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণই পূজার্হ' এই বালকোচিত বাক্য গ্রাহ্য করিবেন না। তপস্যা, ব্রতনিষ্ঠা, বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জন-দ্বারা যাঁহাদের পাপ প্রশমিত ও অজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, লোকপালগণ-কর্ত্তৃকও যাঁহারা পূজিত হইয়া থাকেন, সেই সকল ঋষিশ্রেষ্ঠ প্রধান প্রধান সভ্যকে অতিক্রম করিয়া কুলকলঙ্ক গোপাল কিরূপে পূজার্হ হইতে পারে?—বায়স কি পুরোডাশ-ভোজনের যোগ্য পাত্র? যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমচ্যুত, কুলভ্রষ্ট, সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত, স্বেচ্ছাচার-রত, এবং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণই গুণবর্জ্জিত, সেই কৃষ্ণ কিরূপে পূজা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য? যে কুল যযাতিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত, সাধুগণের পরিত্যক্ত এবং নিয়ত পানদোষে দুষ্ট, সেই যদুকুল কি প্রকারে সম্মান পাইবার উপযুক্ত? যাদবেরা ব্রহ্মর্ষিসেবিত দেশ পরিত্যাগ করিয়া সাগরদুর্গের আশ্রয় লইয়া দস্যুবৎ প্রজাপীড়নে নিরত রহিয়াছে!

প্রনষ্টমঙ্গল শিশুপাল এইরূপ বিবিধ পরুষ বাক্য কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রয়োগ করিল। কিন্তু সিংহ যেমন শৃগাল-রবে কর্ণপাত করে না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তেমনি ঐ সকল শুনিয়াও শুনিলেন না—কোন কথারই উত্তর দিলেন না। সভ্যগণ ভগবানের নিন্দাবাক্য শুনিয়া কর্ণদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া ক্রোধভরে শিশুপালকে অভিসম্পাত করিতে করিতে সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ভগবান্ বা ভগবদ্-ভক্তগণের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া সেস্থান পরিত্যাগ না করে, সে পুণ্যচ্যুত হইয়া নরক প্রাপ্ত হয়। অতঃপর পাণ্ডব, মৎস্য, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক শিশুপালকে বধ করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। কিন্তু চেদিরাজ শিশুপাল তাহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইল না; সে কৃষ্ণের পক্ষসমর্থক রাজগণকে তিরস্কার করিয়া নিজেও অসি-চর্ম্ম গ্রহণ করিল। তখন ভগবান্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্ব পক্ষীয় রাজগণকে নিবারিত করিলেন এবং শিশুপাল অগ্রসর হইতে না হইতে সক্রোধে ক্ষুরধার চক্রনিক্ষেপে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শিশুপাল নিহত হইবামাত্র একটা মহাকোলাহল উত্থিত হইল। শিশুপালের অনুবর্ত্তী রাজগণ প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিতে লাগিল। যেমন আকাশচ্যুত উল্কা ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তেমনি চেদিরাজের দেহ হইতে উত্থিত একটা জ্যোতিঃ সর্ব্বজন-সমক্ষে বাসুদেব-দেহে প্রবেশ করিল। অতীত জন্মত্রয়ে বৈরিভাবে যে চিন্তা করা হইয়াছিল, সেই ক্রোধযুক্ত চিন্তার ফলে শিশুপাল শ্রীহরির স্বারূপ্য লাভ করিল।

হে রাজন্! ধ্যেয়-বস্তুর স্বরূপতা-লাভের কারণই হইল ধ্যান। সে যাহাই হউক, যুধিষ্ঠির তাঁহার মহাযজ্ঞে ঋত্বিক্ ও সদস্যদিগকে প্রভূত দক্ষিণা দান করিলেন এবং সকলকেই যথোচিত পূজা করিয়া অবভৃথ-স্নান করিলেন। যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সমাধা করাইয়া বন্ধুগণের অনুরোধে কয়েক মাস পাণ্ডবভবনে বাস করিলেন; পরে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার অভিমত লইয়া অমাত্য ও ভার্য্যাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ নিজনগরীতে প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণের অভিশাপবশতঃ বৈকুণ্ঠবাসী দ্বারপাল-দ্বয়ের বারংবার জন্ম হইয়াছিল, এই বহুবিস্তৃত উপাখ্যান তোমার নিকট আমি বলিলাম। রাজসূয়-যজ্ঞের অবসানে রাজা যুধিষ্ঠির স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ-মধ্যে দেবরাজবৎ শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবতা, মনুষ্য ও খেচরদিগের মধ্যে যাঁহারা রাজসূয় মহাযজ্ঞে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া যজ্ঞ ও বাসুদেবের প্রশংসা করিতে করিতে সানন্দে স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন; কিন্তু একব্যক্তি এ মহাযজ্ঞের প্রশংসা বা সৎকারে আনন্দলাভ করিতে পারিল না—সে কেবল কুরুকুলব্যাধি কলিরূপী পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের তখনকার সেই শ্রী-সমৃদ্ধি বা ঋদ্ধি বৃদ্ধি দুর্য্যোধন সহ্য করিতে পারিল না। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকৃত এই শিশুপাল-বধাদি কার্য্য এবং রাজগণের মোচন-বিবরণ কীর্ত্তন করিবেন, তিনি নিখিল পাপ হইতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসিলেন—ব্রহ্মন্! মহারাজ যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু; তাঁহার অনুষ্ঠিত রাজসূয়-যজ্ঞ-দর্শনার্থ যে সকল দেব, ঋষি ও রাজগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র রাজা দুর্য্যোধন বিমর্ষ ও নিরানন্দ হইয়াছিলেন কেন? তাঁহার এরূপ বিসদৃশ ভাব হইবার কারণ কি?

শুকদেব বলিলেন—রাজন্! তোমার সেই মহাত্মা পিতামহের যজ্ঞে বান্ধবগণ প্রেমানুরক্ত হইয়া পরিচর্য্যা ও পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভীম পাকশালার, দুর্য্যোধন ধনাধ্যক্ষতার, সহদেব অভ্যর্থনা-কার্য্যের নকুল দ্রব্যাদি-প্রস্তুত-করণের, অর্জ্জুন সাধু-গণের পরিচর্য্যার, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের, দ্রৌপদী পরিবেশনের এবং মনস্বী কর্ণ দান-কার্য্যের, ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, হে রাজেন্দ্র! যুযুধান, বিকর্ণ, হার্দ্দিক্য, বিদুর, বাহ্লীক-পুত্রগণ ও সন্তর্দ্দন প্রভৃতি—যাঁহারা সেই যজ্ঞোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয়-কামনায় সেই মহাযজ্ঞের নানাকার্য্যে নিরত হইয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌গণ, সদস্যগণ, বহুজ্ঞ-গণ এবং প্রধান প্রধান বন্ধুগণ সকলেই মিষ্টবাক্য, অলঙ্কারাদি ও দক্ষিণা দ্বারা সম্যগ্‌রূপে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। শিশুপাল যখন যদুপতির চরণে প্রবিষ্ট হইল—মহাযজ্ঞ যখন পূর্ণ হইল, তখন রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞান্ত-স্নানের নিমিত্ত গঙ্গায় গমন করিলেন। স্নানোৎসব-উপলক্ষে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ধুধুরী, ঢক্কা

ও গোমুখ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল, নর্ত্তকীবৃন্দ সানন্দে নৃত্যারম্ভ করিল এবং গায়কেরা দলে দলে গান করিতে লাগিল; বেণু, বীণা ও করতালি হইতে উৎপন্ন শব্দ গগনতল স্পর্শ করিল। যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয় ও কোশল-বংশীয় নরপতিবৃন্দ কনকমালায় মণ্ডিত হইয়া যজমান যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিবিধবর্ণের ধ্বজ-পতাকান্বিত গজরাজ, অশ্ব, রথ এবং সুসজ্জিত সৈন্যদলের সহিত ভূতল কম্পিত করত বহির্গত হইলেন। সদস্যগণ, ঋত্বিগ্‌গণ এবং অপরাপর ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ উচ্চ বেদধ্বনি করিয়া নির্গত হইলেন। দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে স্তুতি-গীতি গাহিতে লাগিলেন। নর-নারী সকল গন্ধ, মাল্য ও উত্তম উত্তম আভরণে সুসজ্জিত হইতে বিবিধ রস নিক্ষেপে পরস্পরকে সেচন ও লেপন করিয়া পরস্পর ক্রীড়া করিতে লাগিল। তৈল, গোরস, গন্ধোদক, হরিদ্রা ও গাঢ়-কুঙ্কুমরস-দ্বারা ঐরূপ ক্রীড়া চলিতে লাগিল।

এই সকল আনন্দোৎসব দেখিবার নিমিত্ত দেবীগণ যেমন আকাশে উত্তম-উত্তম বিমানে আরোহণ করিয়া আসিলেন, প্রহরি রক্ষিত রাজাঙ্গনাগণও তেমনি রথাদি-যানে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন। গঙ্গাজলাবতীর্ণ সখীগণ যখন তাঁহাদিগকে সেচন করিতে প্রবৃত্ত হইল, লজ্জা-সহকৃত হাস্যচ্ছটায় তাঁহাদের মুখপদ্ম তখন বিকসিত হইয়া উঠিল; তাঁহারা একরূপ চর্ম্মপাত্র-সাহায্যে দেবর ও সখীগণকে সেচন করিতে লাগিলেন। এইরূপ জলক্রীড়ায় তাঁহাদের বস্ত্র সিক্ত হইল; সুতরাং গাত্র, কুচ, উরু ও মধ্যভাগ প্রকাশিত হইয়া পড়িল; ঔৎসুক্যের আতিশয্যে কবরীবন্ধন খুলিয়া গেল এবং তৎসংলগ্ন মালা সকল খসিয়া গেল। এইরূপে নানা মনোহর বিহার-দ্বারা তাঁহারা কামিগণের চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন পত্নীগণ সমভিব্যাহারে উত্তমাশ্ববাহিত রত্নমালামণ্ডিত রথোপরি আরোহণ করিয়া ক্রিয়াকাণ্ডমণ্ডিত সাক্ষাৎ রাজসূয় মহাযজ্ঞের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঋত্বিগ্‌গণ পত্নী-সংযাজ ও যজ্ঞান্ত-স্নান-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিয়া আচমনান্তে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী সহ গঙ্গায় স্নান করাইলেন। দেব-নরদুন্দুভি সকল একযোগে ধ্বনিত হইল এবং দেব, ঋষি ও পিতৃগণ এবং মর্ত্তবাসী মনুষ্যগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেইস্থানে তখন সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বাশ্রম-বাসী জনগণ স্নান করিলেন। হে রাজন্! ঐস্থানে স্নান করিয়া মহাপাপীও তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয়। এই কার্য্যের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির নূতন ক্ষৌমবসন দ্বয় পরিধান করিয়া সম্যগ্‌-রূপে অলঙ্কৃত হইয়া বস্ত্রাভরণ দ্বারা ঋত্বিক্ ও সদস্যবর্গকে পূজা করিলেন। নারায়ণ-পরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির বন্ধু, জ্ঞাতি, রাজা, মিত্র, সুহৃৎ ও অন্যান্য সকলকেও সতত পূজা করিতে লাগিলেন লোক সকল দেবদ্যুতিশালী হইয়া মণিকুণ্ডল, মাল্য, উষ্ণীষ, কঞ্চুক, দুকূল ও মহার্হ হার ধারণে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। কামিনীগণের মুখারবিন্দ সকল কুণ্ডল-যুগল দ্বারা শোভিত হইল; তাহারা কনক-মেখলায় মণ্ডিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। অনন্তর আদর্শচরিত্র ঋত্বিগ্‌গণ ব্রহ্মবাদী সদস্যগণ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, রাজগণ, দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, সানুচর লোকপালগণ—এতদ্ভিন্ন আরও যাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুপূজিত হইয়া মহারাজের অনুমতিক্রমে সানন্দে স্ব স্ব ভবনে প্রয়াণ করিলেন। যেমন মর্ত্তবাসী সুধাপান করিতে করিতে তৃপ্তিশেষ লাভ করিতে পারে না, তেমনি তাঁহারাও ভক্ত রাজর্ষির রাজসূয় মহাযজ্ঞের অশেষ প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে তৃপ্তির চরম-সীমায় পৌঁছিতে পারিলেন না।

অতঃপর রাজর্ষি যুধিষ্ঠির প্রেমাকুল ও কাতরভাবে সুহৃৎ, সম্বন্ধী ও বান্ধব—এমন কি, শ্রীকৃষ্ণকেও বিদায় দিলেন। হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাতরোক্তি শুনিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং যদুবীর শাম্ব প্রভৃতিকেই কুশস্থলীতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং আরও কিয়দ্দিন যুধিষ্ঠির-নিকটে বাস করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সাহায্যে দুষ্পারমনোরথ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! দুর্য্যোধন একদিন কৃষ্ণার্পিতচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী ও রাজসূয় মহাযজ্ঞের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া অন্তরে সন্তপ্ত হইলেন। অসুরশিল্পী ময়দানব যথায় নরেন্দ্র, দৈত্যেন্দ্র ও সুরেন্দ্র-গণের যাবতীয় সমৃদ্ধিসম্ভার বিন্যস্ত করিয়াছিলেন, পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী সেই অন্তঃপুরে পতির সহিত সেই সকল উপভোগ করিতেছিলেন; ইহা দেখিয়া দেখিয়া দুর্য্যোধন অন্তরে বড়ই সন্তাপ ভোগ করিলেন। ঐ স্থানে তখন শ্রীকৃষ্ণমহিষীরাও বিরাজ করিতেছিলেন। শ্রোণীর গুরুত্ব ও চরণালঙ্কারের ঝঙ্কার-নিবন্ধন তাঁহাদের আরও শোভা হইয়াছিল; তাঁহাদিগের মধ্যভাগ মনোহর, কণ্ঠলগ্ন হারগুচ্ছ স্তনকুঙ্কুমের সন্নিকটে রক্তাভ এবং শ্রীযুক্ত মুখপদ্ম চঞ্চল কুন্তল-কুণ্ডলে শোভমান হইতেছিল। একদিন রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির অনুজগণ, বন্ধুগণ এবং স্বীয় নেত্ররূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ময়বিরচিত সভাস্থলে সাক্ষাৎ দেবরাজবৎ বসিয়া আছেন,—বন্দিগণ স্তব করিতেছে, ইত্যবসরে অভিমানী রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় ভ্রাতৃগণ সহ ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিতে করিতে খড়্গ হস্তে তথায় প্রবেশ করিলেন। ময়মায়ামোহিত দুর্য্যোধনকে তখন স্থলে জলভ্রমে বস্ত্রপ্রান্ত সংযত করিতে হইল এবং স্থলভ্রমে জলে তাঁহার পতন হইতে লাগিল। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির নিষেধ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনে ভীমসেন, স্ত্রীসকল ও অন্যান্য নরপতিগণ তাঁহাকে দেখিয়া হাস্য করিলেন। দুর্য্যোধন লজ্জায় অধোবদন হইয়া রোষানলে জ্বলিতে জ্বলিতে নীরবে হস্তিনায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে সাধুগণের উচ্চ হাহাকার উত্থিত হইল; যুধিষ্ঠির দুর্ম্মনা হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণ মৌনী হইয়া রহিলেন। পৃথিবীর ভার-হরণ করাই তাঁহার অভিপ্রায়, তাই তাঁহার দৃষ্টিপাতেই দুর্য্যোধন ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। হে নৃপ! তুমি যে দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্যের বিষয় জিজ্ঞাসিয়াছিলে, আমি তোমায় এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! লীলানিমিত্ত নর-শরীরধারী শ্রীকৃষ্ণের আরও একটা অদ্ভুতকর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি। উহা সৌভপতি শাল্বের নিধন-ব্যাপার; এক্ষণে আপনি উহা শ্রবণ করুন।

সৌভপতি শিশুপালের সখা ছিল; রুক্মিণীর বিবাহ-উপলক্ষে যদুগণকর্তৃক জরাসন্ধ যেমন পরাজিত হইয়াছিল, সৌভরাজ শাল্বেরও তেমনি পরাজয় ঘটিয়াছিল। পরাজিত শাল্ব সর্ব্বজনসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—সকলে আমার পুরুষকার প্রত্যক্ষ করিও, পৃথিবীকে আমি যাদবশূন্যা করিব। মূঢ় শাল্বরাজ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ একমুষ্টি ধূলি আহার করিয়া দেবদেব পশুপতির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল।

সংবৎসর এইরূপ কঠোর তপস্যার পর উমাপতি আশুতোষ তুষ্ট হইয়া শাল্বকে বলিলেন—ভক্ত! বর প্রার্থনা কর। শাল্ব প্রার্থনা করিল—দেবদেব! আমাকে এমন একটা যান প্রদান করুন, যাহা যদুগণের ভীতিজনক ও দেবগণের অভেদ্য। ভগবান গিরিজাপতি 'তথাস্তু' বলিয়া ময়-দানবকে আদেশ করায় ঐ দানব সৌভনামক এক লৌহময় যান নির্ম্মাণ করিয়া শাল্বকে অর্পণ করিলেন। শাল্ব সেই কামচারী দুর্লভ যান প্রাপ্ত হইয়া যদুগণের কৃত বৈর স্মরণ করিল এবং ঐ যানারোহণে সত্বর দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শাল্বরাজের সঙ্গে বিপুল সেনা আসিয়াছিল; তাহারা দ্বারকা অবরোধ করিয়া পুরী, উদ্যান ও উপবন সকল ইতস্ততঃ ভগ্ন করিতে লাগিল। দ্বারকার প্রধান দ্বার, প্রাসাদ, অট্টালিকা ও তোলিকা সকল শাল্বরাজ ভাঙ্গিয়া ফেলিল; সৌভরাজের বিমান হইতে অনবরত অস্ত্র, শিলা, বৃক্ষ, বজ্র, সর্প ও অজস্র করকা-পাত হইতে লাগিল; প্রখর ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া চলিল এবং ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে রাজন্! এই পৃথিবী এক সময়ে ত্রিপুর-দ্বারা যেমন পীড়িত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণনগরী দ্বারকা তেমনি শাল্ব-দ্বারা উৎপীড়িত হইতে লাগিল; দ্বারকাবাসীদিগের সুখ-শান্তি একেবারেই ঘুচিয়া গেল। তখন বীর প্রদ্যুম্ন স্বীয় উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জকে অভয় দিয়া রথারোহণে ধাবিত হইলেন। তৎকালে সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, শাম্ব, অক্রূর, সানুচর হার্দ্দিক্য, ভানু, বিন্দ, শুক ও সারণ এবং অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর মহাযূথ-পতিগণও চর্ম্ম-বর্ম্ম পরিধান করিয়া রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতি-বৃন্দে পরিরক্ষিত হইয়া যুদ্ধার্থ নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অতঃপর দেবাসুর-যুদ্ধের ন্যায় শাল্বপক্ষীয়দিগের সহিত যাদবগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে রাজন্! সেই ভয়াবহ যুদ্ধের বিবরণ শ্রবণে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। দিবাকর যেমন নৈশ তমোরাশি অপসারণ করেন, রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন তেমনি দিব্যাস্ত্র-প্রভাবে সৌভপতির সুবিখ্যাত মায়াজাল ক্ষণমধ্যেই ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন এবং পঞ্চবিংশতি লৌহমুখ স্বর্ণপুঙ্খ শর-নিক্ষেপে শাল্বের সেনাপতিকে বিদ্ধ করিলেন। প্রদ্যুম্নের শতবাণে শাল্বরাজ, এক এক বাণে ইহার সৈন্যগণ, দশ দশ বাণে সেনানীগণ এবং তিন তিন বাণে বাহন সকল আহত হইল। মহাত্মা প্রদ্যুম্নের সেই অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া শত্রু-মিত্র উভয়পক্ষীয় সেনামণ্ডলীই সাধুবাদ করিতে লাগিল। মায়াবী ময়দানব-বিরচিত সেই সৌভবিমান কখন বহুরূপী, কখন একরূপী, কখন দৃষ্ট এবং কখন বা অদৃষ্ট হইতে লাগিল; যাদবগণ উহা বুঝিতে পারিলেন না। শাল্বরাজের সেই অপূর্ব্ব যান কখন ভূতলে, কখন গগনতলে, কখন জলে, কখন বা গিরিশিখরে অলাতচক্রবৎ ঘুরিতে লাগিল। সসৈন্যে শাল্বরাজ যথায় যথায় সৌভ-সহ দৃষ্ট হইতে লাগিল, যদুযূথপতিগণ সেই সেই স্থানেই শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণের নিক্ষিপ্ত সূর্য্যাগ্নির ন্যায় তীব্রস্পর্শ আশীবিষ-দুঃসহ শরনিকর দ্বারা শাল্বের পুর ও সৈন্য বিপাটিত হইতে লাগিল; শাল্ব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন শাল্বপক্ষীয় সেনাগণের অস্ত্রশস্ত্রাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াও যদুবীরগণ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না; মনে হইল, তাঁহারা যেন উভয় লোক জয় করিতেই উদ্যত। দ্যুমান্ নামে জনৈক শাল্ব-অমাত্য ইতিপূর্ব্বে প্রদ্যুম্নকর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিল; এক্ষণে সে নিকটে গিয়া লৌহনির্ম্মিত গদা-দ্বারা প্রদ্যুম্নকে প্রহার করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। গদাঘাতে প্রদ্যুম্নের বক্ষঃ বিদীর্ণ হইলে প্রদ্যুম্নের রথসারথি দারুকনন্দন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রণস্থল হইতে অন্যত্র লইয়া গেল মুহূর্তমধ্যে প্রদ্যুম্ন চেতনাপ্রাপ্ত

হইলেন এবং সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—সারথে! তুমি আমাকে রণক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া অনুচিত কার্য্যই করিয়াছ। ধিক্, ধিক্! আমি দুর্ব্বলচিত্ত সারথি-কর্ত্তৃক রণক্ষেত্র হইতে অপবাহিত হইয়া অবৈধকর্ম্মকারী হইয়া পড়িলাম। আমি ব্যতীত যদুবংশের কেহই কখনও রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়াছেন—এরূপ কখন শুনা যায় না। ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া পূজ্য রাম ও কেশব-সমীপে গিয়া কিরূপে আমার এই অযোগ্যতার কথা কহিব? আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি, আমার ভ্রাতৃভার্য্যারা উপহাস করিয়া কহিবে,—'বল বীর, কিরূপে শত্রু তোমার বীর্য্যলোপ ঘটাইয়াছিল।' এই বলিয়া আমার ক্লীবতার কথাই কহিবে! সারথি প্রত্যুত্তরে বলিল—হে আয়ুষ্মন্! হে প্রভো! সারথি বিপন্ন রথীকে এবং রথী বিপন্ন সারথিকে রক্ষা করিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম! আমি সেই ধর্ম্মানুসারেই এই কার্য্য করিয়াছি। আপনি যখন শত্রুর গদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখনই আমি আপনাকে রণাঙ্গন হইতে অপসারিত করিয়াছি।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন—রাজন্! অতঃপর প্রদ্যুম্ন জল গ্রহণ করিয়া আচমন করিলেন; তৎপরে বর্ম্ম পরিধান ও ধনুর্ধারণ করিয়া সারথিকে কহিলেন,—সারথে! আমাকে সত্বর শত্রুবীর দ্যুমানের নিকট লইয়া চল। দ্যুমান্ ঐ সময়ে প্রদ্যুম্নের সৈন্যদল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতেছিলেন; রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্ন তাহাতে বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে অষ্ট শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন, চারি শরে তদীয় অশ্ব এবং এক শরে সারথিকে ভেদ করিলেন। অতঃপর তিনি দুই শরে দ্যুমানের ধনু ও কেতু এবং একটী শরে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে গদ, সাত্যকি ও শাম্ব প্রভৃতি যদুবীরগণ শাল্বের সৈন্যদল মথিত-মর্দ্দিত করিতেছিলেন; শাল্ব-সৈনিকগণ ছিন্ন-মস্তক হইয়া প্রায় সকলেই সমুদ্রসলিলে পতিত হইতেছিল। এইরূপে পরস্পর-সংহারী যাদব ও শাল্বপক্ষীয়দিগের ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ সপ্ত দিবস ব্যাপিয়া চলিতেছিল।

ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়াছিলেন। রাজসূয় সমাপ্ত ও শিশুপাল নিহত হইবার পর তিনি তথায় অতি ভয়াবহ দুর্নিমিত্ত সবল দেখিতেছিলেন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ কুন্তী ও কুন্তীনন্দনগণ এবং মুনিগণ ও কুরুগণের নিকট বিদায় লইয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন,—আমি অগ্রজ বলদেব সহ ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতেছিলাম; নিশ্চয়ই শিশুপালপক্ষীয় রাজগণ আমার নগরীতে উৎপাত-উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে কৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন,—শত্রুগণকর্ত্তৃক স্বজনগণের তাদৃশ সংহার-লীলা চলিতেছে। দেখিয়াই তিনি নগর-রক্ষার্থ বলরামকে নিযুক্ত করিলেন এবং সৌভ ও শাল্বরাজকে দেখিতে পাইয়া স্ব-সারথি দারুককে কহিলেন,—সারথে! সত্বর শাল্বসমীপে আমাকে লইয়া চল; সৌভপতি শাল্ব অতি বড় মায়াবী বুঝিয়া মনে মনে কিছুমাত্র

সম্ভ্রম বা সঙ্কোচ বোধ করিও না। দারুক এইরূপ আদেশ পাইয়া রথোপরি সুদৃঢ়-ভাবে বসিয়া রথ পরিচালনা করিতে লাগিল; স্ব-পরপক্ষীয় সমস্ত লোকেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিল। তখন হতাবশিষ্ট সৈন্যদলের অধিপতি শাল্বরাজ যুদ্ধে কৃষ্ণসারথির প্রতি ভৈরব-রবকারিণী শক্তি নিক্ষেপ করিল। সেই প্রচণ্ড শক্তি ভীষণ উল্কার ন্যায় দিগ্‌দিগন্ত বিদ্যোতিত করিয়া বেগে আকাশপথে ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বাণপ্রহারে ঐ শক্তি শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন; যোড়শ বাণে শাল্বকেও বিদ্ধ করিলেন। সূর্য্য যেমন কিরণপুঞ্জপাতে আকাশ ভেদ করেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি শরনিকর-দ্বারা অন্তরীক্ষচারী সৌভকে ভেদ করিয়া ফেলিলেন। একিকে শাল্বরাজও শার্ঙ্গধারী শৌরির শার্ঙ্গসমেত বাম বাহু বাণ-বিদ্ধ করিল; শার্ঙ্গ তৎক্ষণাৎ হস্ত হইতে পতিত হইল। যাঁহারা সে তুমুল যুদ্ধের দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সৌভপতি তখন সিংহনাদ ছাড়িয়া জনার্দ্দনকে কহিল,—ওরে মূঢ়! তুই আমাদের সমক্ষেই আমাদের সখার ও তোর ভ্রাতার পত্নী হরণ করিয়াছিস্ এবং সখা আমাদের অতর্কিত থাকায় তুই তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিস্; আজ যদি তুই আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিস্, তবে আজই তোকে শাণিত-শরে শমন-সদনে প্রেরণ করিব। তুই মনে মনে শ্লাঘা করিয়া থাকিস্—তোকে কেহই পরাভূত করিতে পারে না।

ভগবান্ বলিলেন—রে মন্দবুদ্ধে! তোর এই আত্মপ্রশংসা বৃথাই করা হইতেছে; কেন না, তোর সম্মুখে শমন দাঁড়াইয়া আছে, তুই তাহা দেখিতেছিস্ না! প্রকৃত বীরগণ বৃথা বাক্যব্যয় করেন না; তাঁহারা পৌরুষই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই বলিয়া ভগবান্ প্রবল-বেগশালিনী গদা-দ্বারা শাল্বকে প্রহার করিলেন। শাল্ব তাহাতে রুধির বমন করিতে করিতে কাঁপিতে লাগিল। পরে গদাঘাত-ব্যথা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে শাল্ব কোথায় অন্তর্ধান করিল! অনন্তর মুহূর্ত্ত-মধ্যে জনৈক পুরুষ আসিয়া মস্তক-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম-পূর্ব্বক কাঁদিতে কাদিতে কহিল—হে ব্রহ্মন্! দেবী দেবকী আমাকে পাঠাইয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে,—হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাভুজ, পিতৃবৎসল! সৌনিককৃত পশুবন্ধনের ন্যায় শাল্ব তোমার পিতাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে। নরলীলানুকারী দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ এই অশুভ সংবাদ শ্রবণমাত্র স্নেহাবেশে বিবশ হইয়া পড়িলেন এবং সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—অপ্রমাদী বলরাম সুরাসুরগণের অজেয়; তাঁহাকে জয় করিয়া ক্ষুদ্র শাল্ব আমার পিতাকে কি প্রকারে লইয়া গেল? শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে সৌভপতি শাল্ব উপস্থিত হইয়া বসুদেবের ন্যায় কোন এক ব্যক্তিকে আনিয়া কৃষ্ণকে কহিল—এই ত' তোর জন্মদাতা পিতা—যাহার জন্য এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছিস্। আমি তোরই সমক্ষে তাহাকে বধ করিতেছি; ওরে মূঢ়! শক্তি থাকে, রক্ষা কর্।

মায়াবী শাল্বরাজ এই কথা কহিয়া খড়গ-দ্বারা সেই মায়া-বসুদেবের মস্তক ছেদন করিল এবং তাহাকে লইয়া আকাশস্থ সৌভবিমানে আরোহণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানী, তথাচ মানুষ-স্বভাববশে স্বজনস্নেহে মুহূর্ত্তমাত্র বিকল হইয়া রহিলেন। পরে মহানুভব শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন,—উহা শাল্বরাজের আসুরী মায়া-বিস্তার ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি ক্ষণমধ্যেই দেখিলেন,—সে দূত নাই, সে পিতৃ-কলেবরও অন্তর্হিত; একমাত্র তাঁহার শত্রু শাল্ব সেই সৌভবিমানে অবস্থিত হইয়া আকাশে বিচরণশীল; দেখিয়াই তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন।

হে রাজর্ষে! এই যে বিষয় বর্ণিত হইল, ইহাই

কতিপয় ঋষির মত। কিন্তু ইহাতে যে তাঁহাদের বাক্যেরই বিরুদ্ধতা হয়, ইহা তাঁহারা ভাবিয়াই দেখেন নাই। অজ্ঞজনাশ্রয়ী শোক, মোহ, স্নেহ বা ভয়—এক কথা, আর অখণ্ড-জ্ঞানবিজ্ঞানশালী দেবগণ-স্তুত শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব—অন্য কথা। সাধুগণ শ্রীকৃষ্ণ-পদ-সেবা করিয়াই আত্মবিদ্যা পরিবর্দ্ধিত করেন, তাহা দ্বারাই আত্ম-অনাত্ম-বস্তু বিচার করিয়া লয়েন; এবং অবশেষে অনন্ত ঐশ্বরপদ লাভ করিয়া থাকেন; এ-হেন সাধুজনাশ্রয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মোহ-সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং ঐরূপ বর্ণনকারী ঋষিগণের মতের মূল্য কিছুই নাই। শাল্বরাজ শাস্ত্রসমূহ-দ্বারা সবলে প্রহার করিতেছিল; অমোঘ-বিক্রম শ্রীকৃষ্ণ বাণবর্ষণে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া তদীয় বর্ম্ম, ধনু ও শিরোমণি ছেদন করিলেন এবং গদাপ্রহারে শত্রুর সৌভনামক বিমান ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। শাল্বের সেই মায়াবিমান গদাহত হইয়া সহস্রধা চূর্ণ-বিচূর্ণ ও জলমধ্যে পতিত হইল। শাল্ব ভগ্ন বিমান পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অবতরণ করিল এবং গদাহস্তে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখাগত শাল্বের গদা সহ বাহু ভল্লাঘাতে ছেদন করিলেন; পরে তাহার সংহার-নিমিত্ত প্রলয়কালোদিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডবৎ স্বীয় সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া সূর্য্যোদ্ভাসিত উদয়াদ্রিব ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক চক্রপ্রহারে সেই বহুমায়াবী শাল্বের মস্তক ছেদিত হইল—মনে হইল, ইন্দ্র যেন বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুরের সংহার-সাধন করিলেন। দানবেরা হাহাকারধ্বনি করিয়া উঠিল।

হে রাজন্! পাপ শাল্ব বিনষ্ট হইল, তাহার সৌভবিমান গদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, দেখিয়া দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি সহ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দন্তবক্র তাহার সখা শিশুপালাদির ঋণ-পরিশোধের নিমিত্ত সক্রোধে কৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন—রাজন্! পরলোকগত শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রকের সহিত যে গুপ্তবন্ধুত্ব ছিল, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত দুর্ম্মতি দন্তবক্র একাকী পাদচারে ভূতল কম্পিত করত সক্রোধে ধাবিত হইল। দন্তবক্র উদ্যত গদা-হস্তে আসিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং বেলা যেমন সিন্ধুকে অবরোধ করে, তেমনি তাহার গতি রোধ করিলেন। দুর্ম্মদ দন্তবক্র গদা উত্তোলন করিয়া কৃষ্ণকে কহিল—ভাল রে ভাল, কৃষ্ণ! তুমি অদ্য আমার দৃষ্টিপথের পথিক হইয়াছে। আমাদিগের মাতুল-পুত্র ও মিত্র বধ তুমি করিয়াছ, আমাকেও বধ করিবার অভিলাষ তোমার হইয়াছে। রে মন্দবুদ্ধে! আজ তোমার নিস্তার নাই; এই বজ্রতুল্য গদা-প্রহারে তোমাকে সংহার করিব। রে অজ্ঞ! মিত্রবৎসল আমি দেহচর ব্যাধির ন্যায় বন্ধুরূপী শত্রুকে সংহার করিয়া মিত্রগণের ঋণ পরিশোধ করিব।

অঙ্কুশাঘাতে গজের ন্যায় দন্তবক্রের রুক্ষ-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ পীড়িত হইলেন; দন্তবক্র গদাদ্বারা তদীয় মস্তকে প্রহার করিল এবং সিংহের ন্যায় গর্জ্জন

করিয়া উঠল। যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ গদাহত হইয়াও মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইলেন না; তৎক্ষণাৎ কৌমোদকী গদা উত্তোলন করিয়া দন্তবক্রের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। সেই প্রচণ্ড গদাঘাতে দন্তবক্রের বক্ষঃ বিদীর্ণ হইল, সে রুধির বমন করিতে লাগিল; তাহার কেশ, বাহু ও পদ-দ্বয় বিস্তৃত করিয়া সে তৎক্ষণাৎ প্রাণহীন-দেহে ভূতলে পতিত হইল।

হে নৃপ! যেমন শিশুপালের দেহজ্যোতিঃ কৃষ্ণপদে বিলীন হইয়াছিল, তেমনি দন্তবক্রের দেহ হইতেও এক সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে কৃষ্ণপদে প্রবেশ করিল। দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথ ভ্রাতৃশোকে আচ্ছন্ন হইয়া সক্রোধে অসি-চর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার-চক্রনিক্ষেপে আক্রমণোদ্যত বিদূরথের কিরীট-কুণ্ডল মণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে যাদুবীর শ্রীকৃষ্ণ সৌভ, শাল্ব এবং সানুজ দন্তবক্রাদি দুর্দ্ধর্ষ বীরগণের বধ-সাধনান্তে যদুশ্রেষ্ঠগণে বেষ্টিত হইয়া স্বীয় সুসজ্জিত দ্বারকা-নগরীতে প্রবেশ করিলেন। সুর-নরগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; মুনিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বিদ্যাধরগণ, মহোরগগণ, অপ্সরাগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ ও চারণগণ তাঁহার চরিত্রকীর্ত্তি গাহিতে লাগিলেন; দেবগণ তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর ও জগদীশ্বর; এইরূপে অবলীলাক্রমে তাঁহার শত্রুজয় নিত্যসিদ্ধ, তথাচ কতকগুলি পশুদৃষ্টি লোক বলিয়া থাকে যে, তিনি জরাসন্ধের হস্তে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

হে রাজেন্দ্র! কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব যখন শুনিলেন,—কুরু-পাণ্ডবদিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-সম্ভাবন হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি তাহাদের বিবাদে নিরপেক্ষ থাকিবার অভিপ্রায়ে তীর্থস্নানচ্ছলে সর্ব্বাগ্রে প্রভাসে গমন করিলেন এবং তথায় স্নানান্তে দেব, ঋষি ও পিতৃ-তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত প্রতিস্রোতা সরস্বতীর তীর্থে উপনীত হইলেন। ক্রমে পৃথুদক, বিন্দুসরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশালা ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ ও পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতীতে তিনি গমন করিলেন। তথা হইতে গঙ্গা-যমুনার নিকটবর্ত্তী তীর্থসমূহ পর্যটন করিয়া নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ঋষিগণ দ্বাদশবর্ষসাধ্য এক-যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছিলেন। বলরাম সেই স্থানে উপস্থিত হইলে সেই দীর্ঘযজ্ঞে প্রবৃত্ত মুনিগণ তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন ও পূজা করিলেন। বলরাম সঙ্গিগণের সহিত পূজিত হইয়া আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক দেখিলেন,—মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য লোমহর্ষণ উপবিষ্ট আছেন। তিনি জাতিতে সূত হইয়াও বলরামকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন না এবং প্রণাম বা অঞ্জলিবন্ধনও করিলেন না,—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা উচ্চাসনে সমাসীন রহিয়াছেন! এ দৃশ্য দেখিয়া বলদেব ক্রুদ্ধ হইলেন; মনে মনে আলোচনা করিলেন—এ ব্যক্তি প্রতিলোমজাত হইয়াও ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা উচ্চাসনে বসিয়া আছে কেন? অতএব এ দুর্ম্মতিতে বধ করাই উচিত। এ ব্যক্তি বেদব্যাসের শিষ্য বটে,—অনেক পুরাণ, ইতিহাস ও সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছে বটে, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ও বিনয়ী হইতে শিখে নাই। এ ব্যক্তি পণ্ডিতম্মন্য হইয়াছে, আত্মজয়ী হইতে পারে নাই; অতএব ইহার যে কিছু গুণ, নটের গুণের ন্যায় সে সকল গুণের নিমিত্ত হয় নাই। ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তিরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী; এইরূপ ধর্ম্মধ্বজী-দিগের বধ-সাধনের নিমিত্তই আমার অবতার।

ভগবান্ বলরাম অসতের বধকার্য্য হইতেও বিরত হইয়াছিলেন; কিন্তু ভবিতব্যতা-নিবন্ধন তিনি মনে মনে উল্লিখিতরূপ আলোচনা করিয়া হস্তস্থ কুশাগ্র-

দ্বারা সূতকে বধ করিলেন। মুনিগণ এই দুর্ঘটনায় হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত খিন্নমনে বলরামকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি বড়ই অধর্ম্ম করিলেন। যজ্ঞসমাপ্তি-পর্য্যন্ত আমরা এই সূতকে ব্রহ্মাসনে বসাইয়াছি এবং ইহাকে নিরাময় করিয়া দীর্ঘায়ু দান করিয়াছি; আপনি না জানিয়া ব্রহ্মহত্যার-ন্যায় ইহার হত্যাকার্য্য করিলেন। আপনি যোগেশ্বর; বেদও আপনার নিয়ামক নহে সত্য, কিন্তু আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করুন, তাহা হইলেই উহা লোকসংগ্রহার্থ বা লোকশিক্ষার নিমিত্ত হইবে; লোকে আপনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চলিবে।

বলরাম বলিলেন,—আমি লোকানুগ্রহার্থ এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিব; প্রধান কল্পে যে যে নিয়ম আছে, আপনারা তাহার ব্যবস্থা দান করুন। হে মুনিগণ! এই নিহত সূতের দীর্ঘায়ু, বল, ইন্দ্রিয়পটুতা বা অন্য যাহা কিছু আপনাদের প্রার্থনীয় আছে, প্রকাশ করিয়া বলুন, আমি যোগমায়া-প্রভাবে তৎসমস্তই সাধন করিয়া দিব।

ঋষিগণ কহিলেন—হে রাম! আপনাকে আর অধিক কি বলিব? আপনার অস্ত্র, বীর্য্য সূতের মরণ ও আমাদের বাক্য যাহাতে সত্য হয়, আপনি তাহাই করুন। ভগবান্ বলরাম বলিলেন—আত্মা পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, ইহাই বেদের উপদেশ; অতএব এই রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা আপনাদের বক্তা হইবেন এবং তিনিও আয়ু, ইন্দ্রিয়পটুতা ও বল প্রাপ্ত হইবেন। হে মুনীন্দ্রগণ। অতঃপর আমাকে আপনাদের কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, আদেশ করুন। আমি যে অজ্ঞানে এই ব্রহ্মবধ করিলাম, ইহারই বা প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহাও আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন।

মুনিগণ বলিলেন—দেব! ইল্বলের পুত্র বল্বল নামে এক দানব পর্ব্বে পর্ব্বে আসিয়া আমাদের যজ্ঞ-বিঘ্ন করে; হে যদুনন্দন। আপনি সেই পাপিষ্ঠ দানবকে সংহার করিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। ঐ দানব পূয, শোণিত, সুরা ও মাংস বর্ষণ করিয়া আমাদের আরব্ধ যজ্ঞ অপবিত্র করিয়া থাকে। আপনি তাহাকে সংহার করিয়া কামক্রোধবিরহিত হইয়া ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করুন এবং সম্বৎসর কষ্ট করিয়া তীর্থস্নানান্তে বিশুদ্ধ হউন॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৮॥

ঊনাশীতিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন—রাজন্! অতঃপর পর্ব্বদিন উপস্থিত হইল। নৈমিষারণ্যে পাংশুবর্ষী প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল; সর্ব্বদিক্ দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিল। বল্বল দানব ঋষিগণের যজ্ঞশালায় পূতিগন্ধময় দ্রব্য সকল বর্ষণ করিয়া স্বয়ং শূলহস্তে তথায় উপস্থিত হইল। বল্বল বৃহৎকায় ও অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ তদীয় শিখা ও শ্মশ্রু প্রতপ্ত তাম্রপ্রতিম, তাহার দর্শনভীষণ ভ্রূকুটীভঙ্গীময় মুখমণ্ডল দেখিলেই ভয়ের সঞ্চার হয়। সেই দানবকে দেখিয়া বলদেব শত্রুসংহারক মুষল ও দৈত্যদমন হল স্মরণ করিলেন; স্মরণমাত্র তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। বলরাম তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণদ্বেষী বল্বলকে লাঙ্গলদ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুষলদ্বারা প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে বল্বলের ললাট-ফলক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল;

বল্বল রুধির বমন ও আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বজ্রাহত অরুণবর্ণ পর্ব্বতবৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ বলরামের স্তব ও তৎপ্রতি অমোঘ আশিষ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; বৃত্রহন্তা দেবরাজের ন্যায় বলদেবকে তাঁহারা অভিষিক্ত করিলেন। পরে তাঁহারা বলদেবকে অম্লানপঙ্কজা শ্রীসম্পন্না বৈজয়ন্তী মালা, দিব্য বস্ত্র, দিব্য উত্তরীয় ও দিব্য আভরণ সকল প্রদান করিলেন।

অতঃপর রাম ঋষিগণের অনুজ্ঞা লইয়া ব্রাহ্মণগণ সহ কৌশিকীতে আসিয়া স্নান করিলেন। যে স্থান হইতে সরযূনদী নির্গত হইয়াছে, সেই পুণ্য সরোবরেও তিনি স্নান করিলেন। সরযূজলে স্নান করিয়া পরে অনুলোমক্রমে বলরাম প্রয়াগতীর্থে আসিলেন; সেখানে স্নান ও দেবতর্পণাদি করিয়া তথা হইতে পুলহাশ্রমে পৌঁছিলেন। অতঃপর ক্রমশঃ গোমতী, গণ্ডকী, বিপাশা ও শোণনদে স্নান করিয়া গয়ায় গিয়া পিতৃপূজা করিলেন। অনন্তর গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান করিয়া তিনি মহেন্দ্রাচলে উপস্থিত হইলেন। তথায় পরশুরামকে সন্দর্শন ও প্রণাম করিয়া সপ্ত-গোদাবরী, বেণা, পম্পা ও ভীমরথীকে স্নান করিলেন। পরে কার্ত্তিকেয়কে দর্শন করিয়া বলরাম গিরিশ-নিবাস শ্রীশৈলে গমন করিলেন। তিনি দ্রাবিড়ে অতিপবিত্র বেঙ্কটাচল দর্শন করিলেন; পরে কামকোষ্ণী, কাঞ্চীপুরী, সরিদ্বরা কাবেরী, শ্রীহরি-নিবাস শ্রীরঙ্গপত্তন, হরিক্ষেত্র ঋগভগিরি ও দক্ষিণ মথুরা দর্শন করিয়া মহাপাপহর সেতুবন্ধে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া হলায়ুধ ব্রাহ্মণদিগকে দশসহস্র ধেনু প্রদান করিলেন। পরে কৃতমালা ও তাম্রপর্ণীতে স্নান করিয়া তিনি মলয়াচলে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া অগস্ত্যকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও অনুজ্ঞালাভান্তে তথা হইতে দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করিলেন তথায় গিয়া কন্যানাম্নী দুর্গাদেবীর দর্শনলাভ হইল। অতঃপর অনন্তপুরে আসিয়া পবিত্র পঞ্চাপ্সর সরোবরে স্নান করিলেন। এই স্থানে বলরাম কর্ত্তৃক তৎকালে দশসহস্র ধেনু প্রদত্ত হইল; ভগবান্ বিষ্ণু এইস্থানে নিয়তই সন্নিহিত। অনন্তর রাম কেরল, ত্রিগর্ত্ত ও শিবসন্নিহিত গোকর্ণতীর্থে গমনান্তে আর্য্যা দ্বৈপায়নীকে দর্শন করিয়া শূর্পারকতীর্থে গমন করিলেন। এইস্থান হইতে তিনি তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্ব্বিন্ধ্যায় গিয়া স্নান করিলেন; পরে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া মাহিষ্মতীপুরীর সন্নিহিতা নর্ম্মদায় গমন করিলেন।

অতঃপর রাম মনুতীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় প্রভাসক্ষেত্রে আসিলেন। এইস্থানে আসিয়া ব্রাহ্মণগণের পরস্পর আন্দোলন-আলোচনায় শুনিতে পাইলেন—কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধে ভারতের প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় নিহত হইয়াছে। তচ্ছ্রবণে বলদেব বুঝিয়া লইলেন, পৃথিবীর ভার হরণ করা হইয়াছে। ঐ সময়ে ভীম ও দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্রে পরস্পর গদাযুদ্ধ করিতেছিলেন। রাম এই সংবাদ জানিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং বলরাম কি নিমিত্ত এস্থানে উপস্থিত হইলেন, ইহা ভাবিয়া সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন। রাম দেখিলেন,—ভীম ও দুর্য্যোধন পরস্পর জিগীষু হইয়া গদাহস্তে বিবিধ মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছেন; দেখিয়া বলিলেন—ওহে রাজন্! আর হে বৃকোদর তোমাদের উভয়েরই তুল্য বল—উভয়ই তুল্যবীর। তোমাদের মধ্যে একজনকে আমি বলাধিক ও অপরজনকে শিক্ষায় অধিক মনে করি; সুতরাং এ যুদ্ধে তোমাদের উভয়ের কাহারই জয়-পরাজয় লক্ষিত

হইতেছে না। কাজেই এ নিষ্ফল যুদ্ধ, এ যুদ্ধ হইতে তোমরা নিবৃত্ত হও।

হে রাজন্! ভীম ও দুর্য্যোধন পরস্পর শত্রুতা-বদ্ধ; তাঁহারা পরস্পরের দুর্ব্বাক্য ও অপকার স্মরণ করিয়া বলদেবের সেই সার্থক বাক্যে কেহই কর্ণপাত করিলেন না। ইহা দেখিয়া রাম মনে করিলেন—অদৃষ্টই প্রবল; অতএব এস্থানে থাকা নিষ্প্রয়োজন তিনি দ্বারকায় প্রস্থান কহিলেন। তথায় গিয়া তিনি জ্ঞাতিবর্গ ও রাজা উগ্রসেনাদির সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার আগমনে সকলেরই আনন্দ হইল।

হে মহারাজ! বলদেব আরও একবার নৈমিষারণ্যে আসিলেন। এ সময়ে তাঁহার অন্তরে আর দ্বেষ, হিংসা বা ভেদজ্ঞান নাই, তিনি যজ্ঞমূর্ত্তি; ঋষিগণ হৃষ্ট হইয়া তাঁহা-দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞ করাইলেন। তখন ভগবান্ বলরাম ঋষিগণকে যে জ্ঞান বিতরণ করিলেন, তাহা-দ্বারা তাঁহারা এই নিখিল বিশ্ব আত্মাকে এবং আত্মা সর্ব্বত্র স্থিত দেখিতে লাগিলেন। বলরাম জ্ঞাতি বন্ধু ও সুহৃদবর্গে বেষ্টিত হইয়া স্বীয় পত্নী সহ যজ্ঞান্ত স্নান করিলেন এবং সুন্দর বসন পরিধান করিয়া—মনোরম মালায় মণ্ডিত হইয়া কৌমুদীযুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজন্! বলদেব মায়ামনুষ্য, অতি বলশালী, অপ্রমেয় ও অনন্ত, তাঁহার এবম্বিধ প্রভূত কর্ম্ম রহিয়াছে; যিনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেই অদ্ভুতকর্ম্মা, অনন্তদেবের অনন্ত কর্ম্ম স্মরণ করেন, তিনি বিষ্ণুর প্রীতিভাজন হন।

উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—ভগবন্! অনন্তবীর্য্য মহাত্মা মুকুন্দের অপরাপর যে সকল বিক্রমবৃত্তান্ত আছে, আমরা তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে ব্রহ্মন্। ভগবদ্‌বিষয়িণী সৎকথা শ্রবণ করিয়া এমন বিশেষজ্ঞ বা বাসনাবাণ-বিষণ্ণ ব্যক্তি কে আছেন, যিনি তাহা হইতে বিরত হইয়া থাকেন? যে বাক্য তাঁহার গুণকীর্ত্তন করে, সেই বাক্যই বাক্য; যে কর তাঁহার সেবাকার্য্যে নিরত, সেই করই কর; যে চিত্ত চরাচরবাসী ভগবানের স্মরণে নিমগ্ন, সেই চিত্তই চিত্ত; আর যে কর্ণ তদীয় পুণ্য কথা শ্রবণ করে, সেই কর্ণই কর্ণ; যে মস্তক তাঁহার চরাচর-রূপকে নমস্কার করে, সেই মস্তকই মস্তক; যে চক্ষু তাঁহার উক্ত উভয়রূপ দর্শন করে, সেই চক্ষুই চক্ষু; আর যে সকল অঙ্গ ভগবানের ও ভগবদ্ভক্ত জনের পাদোদক নিত্য সেবা করে, সেই অঙ্গই প্রকৃত অঙ্গ।

সূত কহিলেন,—রাজা বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ বেদব্যাস-নন্দন ভগবান্ শুকদেবকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত সমর্পণ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! কোন এক শ্রেষ্ঠ বেদবিৎ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-সমূহে বিরক্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয় ও প্রশান্তাত্মা হইয়াছিলেন। যদৃচ্ছাক্রমে যে কিছু দ্রব্য উপস্থিত হইত, তাহা দ্বারাই সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ জীবনধারণ করিতেন। একখণ্ড মলিন চীরবসন তাঁহার পরিধানে থাকিত; তিনি এই অবস্থায়ই গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতেন। তাঁহার যিনি পত্নী ছিলেন,

তিনিও ঐরূপই একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং নিরন্তর ক্ষুধানলে দগ্ধ হইতেন। এক দিন সেই পতিব্রতা ক্ষুধায় কাঁপিতে কাঁপিতে মলিন-বদনে স্বামীকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণহিতকারী শরণাগতবৎসল স্বয়ং লক্ষ্মীপতি যদুপতি আপনার সখা, তিনি সাধুগণের পরমগতি; আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন। আপনি সপরিবারে ক্লিষ্ট হইতেছেন দেখিয়া তিনি আপনাকে প্রচুর ধন প্রদান করিবেন। সেই যদুপতি অধুনা ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের রাজা হইয়া দ্বারকায় বাস করিতেছেন। তিনি চরাচর-গুরু; যে জন তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করে, তিনি তাঁহাকে আত্মদানেও কুণ্ঠিত নহেন। সুতরাং তাঁহাকে ভজনা করিলে তিনি যে অভীষ্টদান অবশ্য করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ এইরূপে ভার্য্যাকর্ত্তৃক বহুবার প্রার্থিত হইলেন; ভাবিলেন—এ ব্যাপারে আর কোন লাভ হউক বা না হউক, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারিলে তাহাই পরমলাভ হইয়া দাঁড়াইবে। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারকাগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; বলিলেন—কল্যাণি! সখার দর্শনে যাইব; গৃহে যদি কোন উপহার-সামগ্রী থাকে, দাও, আমি লইয়া যাই। ব্রাহ্মণী তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণগৃহ হইতে চারিমুষ্টি চিপিটক যাচিয়া আনিয়া বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া স্বামীর হস্তে তদীয় সখার উদ্দেশে উপহার প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই চারিমুঠা চিপিটক লইয়া যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন—কিরূপে আমার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ঘটিবে? ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তিনি দ্বারকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিত হইয়া পর পর তিন গুল্ম ও তিন কক্ষ অতিক্রম করিলেন। অনন্তর সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্র মহিষীর একতমার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে স্থানে গমন করিলেন, বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয়গণেরও তথায় গতিবিধি নাই। ব্রাহ্মণের মনে হইল, তিনি যেন ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার পর্য্যঙ্কোপরি শয়িত ছিলেন; তিনি দূর হইতে ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রিয়-সখা ব্রাহ্মণের অঙ্গসঙ্গে কমলাক্ষ আনন্দিত হইলেন; তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে আনন্দে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইল।

হে রাজন্। অতঃপর অচ্যুত সখা ব্রাহ্মণকে পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করাইয়া স্বয়ং তাঁহার পূজোপকরণ আনয়ন করিলেন; পরে ব্রাহ্মণের পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। অনন্তর সুগন্ধ চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম-দ্বারা প্রিয় বিপ্রের গাত্র তিনি লেপন করিয়া দিলেন এবং সুগন্ধ ধূপ-দীপাদির দ্বারা হৃষ্টচিত্তে তাঁহার পূজা করিয়া তাম্বুল ও গো-নিবেদনান্তে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। ব্রাহ্মণের পরিধানে ক্ষীণ মলিন বসন ছিল এবং দেহ শিরাজালে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; স্বয়ং কৃষ্ণমহিষী সখীগণ সহ ব্যজন-বীজন-দ্বারা তদীয় পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে প্রীতিভরে সেই আগন্তুক ব্যক্তিকে পূজা করিলেন দেখিয়া অন্তঃপুর-বাসিগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল; তাহারা ভাবিল—এই আগন্তুক একটা ভিক্ষুক, বিশ্রী, লোকের অশ্রদ্ধেয় ও নিকৃষ্ট; এ ব্যক্তি কোন্ পুণ্যবলে শ্রীকৃষ্ণের সম্মানভাজন হইল! শ্রীকৃষ্ণপর্য্যঙ্কশায়িনী প্রেয়সীকে পরিত্যাগ করিয়া এই লোকটাকে আসিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

হে রাজন্! অতঃপর কৃষ্ণ ও বিপ্র পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া, নিজেরা যখন গুরুকুলে বাস

করিতেন, তখনকার মনোরম গল্প সকল বলিতে লাগিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি দক্ষিণাদানান্তে গুরুকুল হইতে গৃহে আসিয়া অনুরূপা পত্নী পরিগ্রহ করিয়াছ কি না? জানি আমি—তোমার মন গৃহবাসেও কামবিহত হয় না; হে বিদ্বন্! তাই ধনে তোমার স্পৃহা বা প্রীতি নাই। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কামহত-চিত্ত না হইয়া ঈশমায়া-রচিত বাসনারাশি বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন; আমি যেমন লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাঁহারা সেইরূপই কর্ম্ম করেন। ব্রহ্মন্! যে গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য তত্ত্ব অবগত হইয়া ব্রাহ্মণেরা অজ্ঞানের পর-পারে গমন করিয়া থাকেন, আমাদের উভয়ের সেই গুরুর নিকট বসবাস আপনার কি স্মরণ আছে? হে সখে! ইহ সংসারে যাহা হইতে জন্মলাভ হয়, তিনি হইলেন প্রথম গুরু; উপনেতা আচার্য্য দ্বিতীয় গুরু এবং নিখিল বর্ণাশ্রমীর যিনি জ্ঞানদাতা গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ আমি। হে সখে! আমি গুরুরূপে উপদেশ দিলে যাঁহারা অনায়াসে ভবসিন্ধু পার হইয়া যান, এই পৃথিবীর আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে তাঁহারাই প্রকৃত প্রয়োজন-সাধনে সুপণ্ডিত। গুরু-সেবায় আমি যেরূপ সন্তোষলাভ করি গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, যানপ্রস্থ ও যতিধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও তাদৃশ সন্তুষ্ট হই না। হে ব্রহ্মন্! গুরুকুল-বাসকালে আমাদের সম্বন্ধে যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ আছে? হে দ্বিজ! একদা গুরুপত্নী আদেশ করিয়াছিলেন, ছাত্রগণ! তোমরা কাষ্ঠ লইয়া আইস। তাঁহার আদেশ মত কাষ্ঠসংগ্রহার্থ আমরা মহারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। অকালে প্রখর বাত-বৃষ্টি হইল, নিষ্ঠুর মেঘ ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল, সূর্য্যদেব অস্তাচলে গেলেন, দশদিক্ অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল; নতোন্নত সকল স্থানই জলমগ্ন হইল, কোন দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল না। সেই জলপ্লাবিত অরণ্যে আমরা প্রচণ্ডবায়ু ও প্রবল জল-বেগে বার বার আহত হইতে লাগিলাম; তখন দিঙ্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া কাতরভাবে ভারবহনে প্রবৃত্ত হইলাম। সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই আচার্য্যদেব গুরু সান্দীপনি আমাদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া আমাদিগকে বনমধ্যে কাতর অবস্থায় দেখিয়া কহি-লেন—অহো রে, বৎসগণ! প্রাণিগণের পক্ষে আত্মাই শ্রেষ্ঠ বস্তু; তোমরা সেই আত্মাকে না মানিয়া গুরু ও গুরুপত্নীকে শ্রেষ্ঠ বুঝিয়া নিজেরা দুঃখভোগ করিতেছ! যাহারা গুরুর জন্য সর্ব্বার্থ-সাধক দেহ সমর্পণ করেন এবং যাহারা সৎশিষ্যমধ্যে পরিগণিত, তাঁহারা এইরূপ আচরণ দ্বারাই গুরুর প্রত্যুপকার সাধন করেন। যাহা হউক, হে দ্বিজপুত্র-গণ! আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাদের সকল মনোরথ পূর্ণ হউক; ইহকালেই কি, আর পরকালেই কি, কোন কালেই যেন আমার নিকট অধীত বেদতত্ত্ব তোমাদের অন্তর হইতে বিলুপ্ত না হয়। হে ব্রহ্মন্! গুরুকুলে বাসকালে আমাদের সম্বন্ধে এইরূপ যতকিছু ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে সকল আপনার মনে আছে ত'? গুরুর কৃপাতেই পুরুষ শান্তিপূর্ণ হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে দেবদেব! তুমি পূর্ণকাম; তোমার সহিত একসঙ্গে গুরুকুলে যখন আমরা বাস করিয়াছি, তখন আমাদিগে কি আর অপূর্ণ রহিয়াছে? হে প্রভো! দেহ যাঁহার বেদাভিধেয় ব্রহ্ম এবং নিখিল মঙ্গলের আকর, তাঁহার পক্ষে গুরুকুলে বাস বিড়ম্বনা বৈ আর কি?

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে নৃপ! সর্ব্বান্তর্য্যামী হরি সেই আগন্তুক দ্বিজবরের সহিত এইরূপ কথা-বার্ত্তা কহিতে কহিতে সহসা ঈষৎ হাসিলেন এবং দ্বিজবরকে আবার বলিতে লাগিলেন। হরি ব্রাহ্মণ-গণের হিতকারী; তিনি ব্রাহ্মণকে সপ্রেম-দৃষ্টিতেই দেখিতেছিলেন—ইতিমধ্যে হাস্য করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি স্বগৃহ হইতে আমার জন্য কি উপহার আনিয়াছেন? ভক্তগণের আনীত কণামাত্র দ্রব্যও আমি প্রেমবশে প্রচুর মনে করিয়া থাকি। অভক্তের আনীত প্রভূত বস্তুও আমার প্রীতিকর হয় না। পত্র, পুষ্প, ফল ও জল—ভক্তিভরে যে যাহা আমাকে দান করে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি।

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিলেও আগন্তুক ব্রাহ্মণ লজ্জায় তাঁহার আনীত সেই চারিমুঠা চিপিটক কৃষ্ণকে কিছুতেই দান করিতে পারিতেছিলেন না; তিনি কেবল অধোবদনেই রহিলেন। তখন সর্ব্বপ্রাণীর অন্তঃকরণসাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের আগমন-কারণ অবগত হইয়া ভাবিলেন—ইনি লক্ষ্মীলাভ-লালসায় পূর্ব্বে আমার ভজন করেন নাই; এক্ষণে পতিব্রতা পত্নীর প্রিয় সাধনার্থই এস্থানে সখা আসিয়াছেন। যাহাই হউক, ইঁহাকে আমার দেবদুর্লভ সম্পত্তি দান করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণের বস্ত্রখণ্ড-বদ্ধ সেই চিপিটকগুলি কাড়িয়া লইলেন এবং বলিলেন,—সখে! একি? এই ত' আমার প্রীতি-সাধক উপহার বস্তু রহিয়াছে। আমি বিশ্বাত্মা, এই চিপিটকগুলি দ্বারাই আমার প্রীতি-সাধন হইল। শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া উহার একমুষ্টি আহার করিয়া ফেলিলেন এবং আবার আহার করিবেন বলিয়া দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণের উপক্রম করিলেন। তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীদেবী সাগ্রহে পরমব্রহ্মের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—হে বিশ্বাত্মন্! ইহ-পরকালে মানুষের সর্ব্বসম্পত্তি পাইবার পক্ষে আপনার এই একমুষ্টি চিপিটক-ভোজনজনিত সন্তোষই যথেষ্ট, আপনি আর দ্বিতীয় মুষ্টি ভোজন করিবেন না; উহা করিয়া আমাকে আর মানুষের নিকট চির-বন্দিনী করিয়া দিবেন না।

লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীপতির এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল; ব্রাহ্মণ সে রাত্রি কৃষ্ণালয়ে বাস করিলেন এবং পরম তৃপ্তির সহিত পান-ভোজন করিয়া নিজেকে যেন স্বর্গস্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল; ব্রাহ্মণ নিজগৃহে যাইবার উদ্‌যোগ করিলেন। বিশ্বস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর গিয়া প্রণাম ও বিনয়বচন-দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। ব্রাহ্মণ সখার নিকট ধন পাইলেন না এবং নিজেও মুখ ফুটিয়া কিছুই চাহিলেন না; তিনি শ্রীকৃষ্ণের আদরে আপ্যায়িত হইয়া কতকটা লজ্জিত এবং মহাজনদর্শনে নির্বৃত হইয়াই স্বীয় গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ যাইতে যাইতে ভাবিলেন,—অহো! ব্রহ্মণ্যদেবের কি ব্রহ্মণ্যতা দেখিলাম; তিনি বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীধারণ করিতেছেন, অথচ এই দরিদ্রতম ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। কোথায় আমি দীন দরিদ্র নীচ জন—আর কোথায় সেই কমলার আবাসভূমি শ্রীকৃষ্ণ? আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, এই বলিয়া তিনি আমাকে আলিঙ্গন দান করিলেন। তিনি ভ্রাতার ন্যায় লক্ষ্মী-শোভিত পর্য্যঙ্কে আমাকে বসাইলেন; তাঁহার মহিষী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী আমাকে চামরদ্বারা বাতাস করিতে

লাগিলেন। ব্রাহ্মণ যেমন দেবসেবা করেন, সেই দেবদেব তেমনি যথেষ্ট সেবা—এমন কি পাদসম্বাহনাদি দ্বারাও আমাকে পূজা করিলেন। মানুষের স্বর্গ বা মুক্তি, মর্ত্তে প্রভূত সম্পত্তি ও সর্ব্বসিদ্ধি—এ সকলের মূল একমাত্র ভগবানের চরণসেবা। তথাপি তিনি যে আমায় কিছু ধন-সম্পত্তি দান করিলেন না, ইহার কারণ এই যে,—আমি নির্দ্ধন, ধন-সম্পত্তি পাইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাইব। এই ভাবিয়াই হয় ত' সেই পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ধনদান করেন নাই।

ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় বাসগৃহের নিকটবর্ত্তী হইলেন; দেখিলেন,—সে স্থানে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দিপ্তীশালী বিমান সকল শোভা পাইতেছে। বিচিত্র উদ্যান ও উপবন শ্রেণী বিরাজ করিতেছে; সেই সকল উপবনের তরু-শাখায় বসিয়া বিবিধ বিহঙ্গ সুখে গান করিতেছে। নিম্নে কত সুন্দর সরোবর আছে; তাহাতে কুমুদ, কহ্লার, কমল ও উৎপল প্রভৃতি নানা জলজাত-পুষ্প শোভা পাইতেছে। সুন্দর বসন-ভূষণ সজ্জিত নর-নারীগণ উহার সেবকার্য্যে নিরত রহিয়াছে। 'এ কি? এ কাহার আবাস? কিরূপে ইহা এরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল? ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ নানা তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দেবদ্যুতিসম্পন্ন নর-নারীগণ আসিয়া গীত বাদিত্র সহকারে আনন্দের সহিত বিবিধ উপায়ন-দানে ব্রাহ্মণকে আপ্যায়িত করিলেন। 'স্বামী আসিয়াছেন' শুনিয়া সতী ব্রাহ্মণ-পত্নীর আনন্দ হইল। তিনি মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় স্বামীকে সাদরে অভ্যর্থনার নিমিত্ত আলয় হইতে নির্গতা হইলেন। পতিদর্শনে প্রেমোৎকণ্ঠায় পতিব্রতার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বহিল; তিনি চক্ষু বুজিয়া মনে মনে পতিকে নমস্কার ও আলিঙ্গন করিলেন।

ব্রাহ্মণ দেখিলেন—তাঁহার পত্নী বিমান-বিহারিণী দেবীর ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন; পদককণ্ঠী দাসীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে! দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরক্ষণেই তাঁহার আনন্দ হইল; তিনি পত্নী সহ সম্মিলিত হইয়া মহেন্দ্রভবনবৎ স্বীয় শতস্তম্ভ-রাজিন সুন্দর ভবনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—গৃহশয্যা দুগ্ধফেননিভ; পর্য্যঙ্ক সকল কাঞ্চন-পরিচ্ছদশোভিত ও গজদন্ত-নির্ম্মিত; গৃহাভ্যন্তরে রত্ন-প্রদীপ সকল প্রজ্বলিত হইতেছে। আরও দেখিলেন,—কত স্বর্ণদণ্ড, চামর, ব্যজন, কোমল আস্তরণাচ্ছাদিত বহু আসন এবং মুক্তাদাম-শোভিত সুন্দর সুন্দর বিমান তথায় বিরাজমান! ব্রাহ্মণ নিজগৃহের এইরূপ সর্ব্ব-সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া স্থিরচিত্তে এই আকস্মিকী সমৃদ্ধির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন,—আমি বড়ই দুর্ভাগ্য ও চিরদরিদ্র; আমার যে এরূপ সমৃদ্ধি-সম্পদ্ ইহার একমাত্র কারণ,—সেই যদুপতির দর্শন-লাভ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। সখা আমার যদুশ্রেষ্ঠ, তিনি ভূরি-ভোজ ও ভূরি দান করিয়াও স্বয়ং উহা অকিঞ্চিৎ-কর মনে করেন এবং কাহাকে কিছু না বলিয়াই পর্জ্জনের ন্যায় যাচককে প্রভূত দান করিয়া থাকেন! তাঁহার সুহৃজ্জন যদি কিছু দান করে, তবে তাহা তুচ্ছ হইলেও বহু বলিয়াই তিনি মনে করেন। এই কারণেই আমার উপহারীকৃত চিপিটক-মুষ্টি, সেই মহাত্মা প্রীতিচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি প্রতিজন্মে যেন তাঁহারই সখা, সৌহার্দ্দ বা মৈত্রী অথবা তাঁহার দাস্য লাভ করিতে পারি। আমি যেন সেই গুণাকর মহানুভাব মহাপুরুষের বিশেষ সঙ্গ প্রাপ্ত হই; তাঁহার ভক্তজনের সহিত জন্মে জন্মে যেন আমার মিলন ঘটে। ভগবান্ স্বয়ং বিবেকবান্, তিনি ধনশালীদিগের গর্ব্বজনিত অধঃপাত-দর্শনে তাঁহার অবিবেকী ভক্তদিগকে ধনশালী করিতে চাহেন না।

ব্রাহ্মণ বুদ্ধিবলে এইরূপ আলোচনা করিয়া ভগবান্ জনার্দ্দনের প্রতি আরও ভক্তিমান্ হইলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে ত্যাগ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এবং আনাসক্তচিত্তে পত্নী সহ বিষয়সকল উপভোগ করিতে থাকিলেন। ভগবান্ শ্রীহরি দেবদেব এবং যজ্ঞেশ্বর ব্রাহ্মণগণই তাঁহার প্রভু এবং দেবতা—তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। সেই ভগবৎ-সখা ব্রাহ্মণ এইরূপে অন্যের অপরাজেয় ও স্বীয় বিভূতি-জিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে অহঙ্কার-পাশ ছেদন করিলেন এবং অচিরকাল-মধ্যেই ব্রহ্ম-বেদিগণের গন্তব্য সেই শুদ্ধ ধাম প্রাপ্ত হইলেন।

হে রাজন্! যিনি ব্রহ্মণ্যদেবের এই ব্রাহ্মণ-প্রীতি বিবরণ শ্রবণ করেন, তাঁহার ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়; তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! একদা রাম-কৃষ্ণ উভয়েই দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন—ইতিমধ্যে একদিন কল্পক্ষয়ের ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী সূর্য্যগ্রহণ হইল। এইরূপ গ্রহণ হইবার কথা পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বত্র সকলে অবগত হইয়াছিল; সুতরাং গ্রহণোপ-লক্ষে মাঙ্গলিক কার্য্য করিবার নিমিত্ত তাহারা সমন্তপঞ্চকে গমন করিল। এই সমন্তপঞ্চকে শস্ত্রধারিগণের অগ্রণী পরশুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিয়-শূন্য করিয়া রাজন্যগণের রুধিরদ্বারা হ্রদ প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। তিনিই স্বয়ং ভগবান্ ঈশ্বর, সুতরাং কর্ম্মস্পৃষ্ট না হইয়াও পাপক্ষালন ও লোকশিক্ষার্থ সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ঐ স্থানে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। যাহা হউক, সেই গ্রহণোপলক্ষিত তীর্থযাত্রায় ভারত-বর্ষের সমস্তলোক সমন্তপঞ্চকে উপস্থিত হইল। বসুদেব, অক্রূর ও আহুকাদি বৃষ্ণিবংশীয় ব্যক্তিগণও স্ব স্ব পাপক্ষালনার্থ দ্বারকা হইতে ঐ স্থানে আগমন করিলেন। এদিকে গদ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, সুচন্দ্র, শুক, সারণ, অনিরুদ্ধ ও সেনানী কৃতবর্ম্মা দ্বারকার রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। যে সকল যাদবশ্রেষ্ঠ তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন, তাঁহারা দিব্য দিব্য মালা, বস্ত্র ও বর্ম্মভূষিত; তাঁহাদের প্রত্যেকের গলে কাঞ্চনমালা দোদুল্যমান; তাঁহারা সকলেই তেজঃ-পুঞ্জশালী; সকলেরই সঙ্গে স্ব স্ব পত্নী। এই যাদব-শ্রেষ্ঠগণ পথিমধ্যে বিমানপ্রতিম রথ, তরল-তরঙ্গতুল্য বেগবান্ অশ্ব, জলদসদৃশ গর্জ্জনকারী মাতঙ্গ ও বিদ্যাধরদ্যুতি মনুষ্যগণ সহ দেবগণের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

হে মহাভাগ বৃষ্ণিগণ ক্রমে সমন্তপঞ্চকে পৌঁছি-লেন। সেখানে গিয়া স্নানান্তে সকলেই সেই গ্রহণদিনে উপবাস করিয়া রহিলেন; পরে ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্র, মাল্য ও কাঞ্চনমাল্য-মণ্ডিতা ধেনুদান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা রামহ্রদে সকলে পুনর্ব্বার যথাবিধি মুক্তিস্নান করিয়া 'আমাদের কৃষ্ণভক্তি বর্দ্ধিত হউক' এই সঙ্কল্প করিয়া দ্বিজাতিগণকে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিলেন। তৎপরে কৃষ্ণদৈবত বৃষ্ণিগণ ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা লইয়া নিজেরাও ভোজন-ব্যাপার সমাধা করিলেন এবং ভোজনান্তে তত্রত্য স্নিগ্ধচ্ছায় তরুসমূহের মূলে যথেচ্ছ বাস করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! ঐ স্থানে তখন মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কেকয়, মদ্র, কুন্তি, আনর্ত্ত, কেরল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্ ও সম্বন্ধী রাজগণ অন্যান্য শত শত স্ব-পক্ষীয় রাজগণ এবং নন্দাদি বন্ধু গোপগণও উৎকণ্ঠিত গোপীগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পরস্পর দর্শনে যে হর্ষাবেগ জন্মিল, তাহাতে তাঁহাদের সকলেরই সুন্দর মুখকমল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। গাঢ় আলিঙ্গনে তাঁহাদের পরস্পরের নয়নাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; তাঁহারা অপার আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। পরস্পর সাক্ষাৎকারের ফলে স্ত্রীগণের সৌহার্দ্দ-জনিত ঈষৎ হাস্য বিকশিত হইল; পরস্পর নির্ম্মল কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর স্তন-দ্বারা স্তনকুঙ্কুম পেষণ করিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন; তাঁহাদের নেত্র-সমূহে প্রণয়াশ্রু প্রবাহিত হইল। তাঁহারা বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করিলেন, কনিষ্ঠগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হইলেন এবং স্বাগত প্রশ্ন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃগণ ভগিনীগণ ও তাঁহাদের পুত্রগণ, স্বীয় পিতা মাতা ভ্রাতৃ পত্নীগণ এবং মুকুন্দকে দর্শন করিয়া কুন্তীদেবী নানা কথা-বার্ত্তায় শোকাপনোদন করিলেন। অতঃপর তিনি বসুদেবকে বলিলেন—আর্য্য ভ্রাতঃ! আমি নিজেকে অপূর্ণ-মনোরথ বলিয়াই মনে করিতেছি; কারণ, তোমরা অতি সাধুতম হইয়াও আপৎকালে আমার কোনই তত্ত্ব লও না। দৈব যাহার প্রতিকূল, সে আত্মজন হইলেও সুহৃদ্, জ্ঞাতি, পুত্র, ভ্রাতা, পিতা ও মাতা—কেহই তাহাকে স্মরণমাত্রও করে না।

বসুদেব বলিলেন,—স্নেহভাজন ভগিনি! আমাদিগকে দোষ দিও না; নর আমরা—দেবাধীন, দেবতার ক্রীড়নক মাত্র। ঈশ্বর-বশেই নর কার্য্য করে অথবা ঈশ্বরই নরকে নর-দ্বারা কার্য্য করাইয়া থাকেন। আমরা কংসের অত্যাচারে অতিমাত্র পীড়িত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিয়াছিলাম। যাহা হউক, অধুনা দৈবের বশেই এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! পূর্ব্বোল্লিখিত রাজগণ বসুদেব ও উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন জনতি পরমানন্দে পুলকপূর্ণ হইলেন। ক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, তৎপুত্রগণ, সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, কৃপ, কুন্তিভোজ, বিরাট্ ভীষ্মক, নরশ্রেষ্ঠ নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শৈব্য, ধৃষ্টকেতু, কাশিরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ মৈথিল, মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্ম্মা, সপুত্র বাহ্লীকাদি ও যুধিষ্ঠিরের অনুগত অন্যান্য নরপতিগণ—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনিবাস দেহ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অতঃপর তাঁহারা কৃষ্ণ-বলরামের নিকট পূজা পাইয়া আনন্দের সহিত যদুবংশীয়গণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভোজ-রাজকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বলিলেন,—আহো ভোজপতে! ইহলোকে মানবসমাজে আপনাদের জন্মই সার্থক; কেন না, আপনারা যোগিজনেরও দুর্ল্লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদাই দর্শন করিতেছেন। শ্রুতিসমূহ যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই পাদ-প্রক্ষালন জল ও বচনরূপ অনুশাসন দ্বারা এই বিশ্ব অতিমাত্র পবিত্র হইতেছে। কালবশে পৃথিবীর মাহাত্ম্য লুপ্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সম্ভূত শক্তির প্রভাবে ইহা আমাদিগকে নিখিল অর্থ অর্পণ করিতেছে। এই সংসার-কারাগারে যদিও আপনারা বসতি করিতেছেন—তথাচ, দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, কথোপকথন, শয়ন, উপবেশন, বিবাহ ও দৈহিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়াও সেই শ্রীকৃষ্ণই অপবর্গ দানে আপনাদিগকে তৃষ্ণাবিরহিত করিয়াছেন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণাদি যদুগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া শ্রীনন্দ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার আশায় শকটে অর্থাদি লইয়া গোপগণ সহ তথায় আগমন করিলেন। শ্রীনন্দকে দর্শন করিয়া চিরদর্শনকাতর যদুগণ আনন্দিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে লাগিলেন। কংসের কৃত সেই সেই অত্যাচার ও গোকুলে গিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণকে গোপনে গচ্ছিত রাখা, এই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া বসুদেব নন্দকে আলিঙ্গন-দানে অত্যধিক আনন্দিত ও প্রেম-বিহ্বল হইলেন। হে কুরুবর! রাম-কৃষ্ণ পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিলেন; তাঁহাদের নয়নযুগল প্রেমাশ্রুভরে রুদ্ধ হইল—তাঁহারা কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। ভাগ্যবতী যশোদা পুত্রদ্বয়কে স্বীয় আসনে বসাইলেন এবং বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া সকল শোক পরিহার করিলেন। তখন রোহিণী ও দেবকী ব্রজেশ্বরী যশোদাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার কৃত মিত্রতা স্মরণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উভয়ই একযোগে বলিতে লাগিলেন,—হে ব্রজেশ্বরি! তোমাদের পতি-পত্নীর মিত্রতা কে ভুলিতে পারে? ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য দান করিলেও তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে পারে না। এই দুই বালক স্বীয় জনক-জননীর দর্শন লাভ করিতে পারে নাই; ইঁহারা স্বীয় পিতা-মাতাকর্তৃক তোমাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। পক্ষ্মদ্বয় যেমন নেত্রকে রক্ষা করে, তোমরাও তেমনি পালন ও শোষণাদিদ্বারা ইহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ; তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া ইহারা অকুতোভয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে! তোমাদের পক্ষে ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ উপযুক্তই হইয়াছে; কেন না, সাধুগণের আত্ম-পর ভেদজ্ঞান নাই।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! গোপীগণ বহুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়া উৎফুল্ল হইল; কিন্তু চক্ষুর পক্ষ্মকৃত ব্যবধানহেতু কৃষ্ণদর্শনে বিঘ্ন মনে করিয়া পক্ষ্মনির্ম্মাতা বিধাতাকে নিন্দা করিতে লাগিল। আজ বহুদিন পরে দুর্লভ-দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে চক্ষুর সহায়তায় হৃদয়স্থ করিয়া আলিঙ্গন করিতে করিতে গোপীগণ প্রেমাবেশে গদ্‌গদ হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদবস্থাপন্ন গোপীগণকে নির্জ্জনে আলিঙ্গন করিয়া অনাময়-প্রশ্ন করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—হে সখীগণ! আমাদিগকে তোমার স্মরণ আছে ত'? আমরা বন্ধু-বান্ধবগণের প্রয়োজন সাধনার্থ তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম; তাই কি আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাক? দেখ—ভগবান্ই প্রাণীদিগের সংযোগ-বিয়োগের কারণ। বায়ু যেমন মেঘ, তৃণ, তুলা ও ধূলিকণা-সমূহের সংযোগ-বিয়োগ ঘটায়, সৃষ্টি-কর্ত্তাও তেমনি প্রাণিগণকে সেইরূপ অবস্থায় উপনীত করিয়া থাকেন। আমার প্রতি ভক্তি রাখিলে প্রাণিগণ মুক্তি পাইতে পারে। ভাগ্যবশে আমার প্রতি তোমাদের স্নেহসঞ্চার হইয়াছিল; ঐরূপ স্নেহই আমাকে লাভ করাইয়া দেয়। হে অঙ্গনাগণ! ভৌতিক পদার্থ-সমূহের আদি, অন্ত, মধ্য এবং বাহ্য যেমন আকাশ, জল, পৃথিবী, বায়ু ও তেজ, এই নিখিলভূতের আদি, অন্ত, মধ্য ও বাহ্যও তেমনি আমিই। ভূতস্থিতি এইরূপই, এই সকল ভূত আত্মা দ্বারা আত্মাতেই বিস্তৃত; আমি পরম পুরুষ আমাতে ঐ উভয়ই প্রকাশমান দর্শন কর।

শুকদেব বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ স্বরূপ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া গোপীগণ তাঁহাকেই ধ্যান করিতে করিতে লিঙ্গ-দেহরূপ উপাধি-নাশে সমর্থ হইয়া তাহাকেই প্রাপ্ত হইল। তাহারা বলিল,—হে পদ্মনাভ! আমরা গৃহবাসিনী হইলেও, অগাধ-

বোধসম্পন্ন যোগিগণ হৃদয়ে যাহা ধ্যান করেন এবং সংসার-কূপ-নিপতিত প্রাণিগণের উদ্ধারের যাহা অবলম্বন, আপনার সেই চরণারবৃন্দ সর্ব্বদা যেন আমাদের অন্তরে জাগরূক থাকে।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে কুরুনন্দন! গোপীগণের একমাত্র গতি চরাচরগুরু হরি গোপীগণকে ঐরূপে অনুগৃহীত করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি বন্ধু-বান্ধবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিত ও পূজিত হইয়া আনন্দের সহিত প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ সন্দর্শনে তাঁহাদিগের নিখিল পাপ নষ্ট হইয়াছিল; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—প্রভু হে, ত্বদীয় চরণারবিন্দ মকরন্দ দেহিগণের দেহোৎপাদিনী অবিদ্যা নষ্ট করিয়া দেয়; উহা মহতের মন হইতে মুখদ্বারা নিঃসৃত হয়। যাহারা কর্ণপুটে করিয়া কোনও সময়ের জন্য ঐ মকরন্দ পান করেন, তাঁহাদের আর অমঙ্গল-সম্ভাবনা কোথায়? আপনি স্বীয় তেজে আপনা-দ্বারা আপনাতে নিজকৃত জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা দূরীভূত করিয়াছেন; সুতরাং আপনিই সর্ব্বানন্দ-সন্দোহ-মূর্ত্তি। আপনাকে নমস্কার করি। আপনি অকুণ্ঠশক্তি, তাই অখণ্ড-স্বরূপ; কালবশে বেদ সকল বিলুপ্ত হইলে আপনি যোগমায়ার সাহায্যে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন। পরমহংসগণের আপনিই একমাত্র গতি।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ পুণ্যকীর্ত্তি-শালিগণের শিরোমণি; উপস্থিত জনগণ তাঁহাকে ঐরূপে স্তব করিতে থাকিলে অন্ধক ও কৌরব-রমণীগণও মিলিত হইয়া মুকুন্দের ত্রিলোক-কীর্ত্তিত মহাত্ম্যকথার আলোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মুকুন্দসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়া ছিলেন, হে রাজন্! অধুনা তাহা আমি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সর্ব্বাগ্রে দ্রৌপদী বলিলেন,—অয়ি বিদর্ভ-নন্দিনি! অয়ি ভদ্রে! অয়ি জাম্ববতি! কোশল-নন্দিনি! সত্যভামে! কালিন্দি! মিত্রবিন্দে! রোহিণি! লক্ষণে! আর, হে অন্যান্য কৃষ্ণকামিনী-গণ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমায়ায় মানবতার অনুকরণ করিয়া যেরূপে আমাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা কীর্ত্তন করুন।

বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণী বলিতে লাগিলেন,—জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ চেদিরাজ শিশুপালের হস্তে আমাকে অর্পণ করাইবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই দুর্জ্জয় যোদ্ধ্‌গণের মস্তকে স্বীয় চিরজয়ী চরণ বিন্যস্ত করিয়া ফেরুপালের মধ্য হইতে ভাগহারী মৃগেন্দ্রের ন্যায় আমাকে হরণ করিয়াছিলেন। সেই বিজয়শ্রীমণ্ডিত শ্রীনিবাস আমার চির-আরাধ্য।

সত্যভামা বলিলেন,—মদীয় ভ্রাতা প্রসেন স্যমন্তক-মণির জন্য অরণ্যে সিংহের কবলে পতিত হইয়া মৃত্যু-গ্রস্ত হন। আমার পিতা পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের যোগ আছে, এইরূপ একটা অপযশ রটিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সেই অপযশ-ক্ষালনের নিমিত্ত বনে গিয়া ভল্লুকরাজকে পরাস্ত করেন, তথা হইতে সেই স্যমন্তক লইয়া আসেন এবং আমার পিতাকে উহা প্রদান করেন। এই ঘটনায় আমার পিতা আত্মকৃত অপরাধ মনে করিয়া ভীত হইয়া পড়েন এবং যদিও আমি বাগ্‌দত্তা হইয়া

ছিলাম, তথাপি এই প্রভুর হস্তে আমাকে অর্পণ করেন।

জাম্ববতী কহিলেন,—আমার পিতা ভল্লুকরাজ; সীতাপতি রামচন্দ্র তাঁহার আরাধ্য দেব। কিন্তু এই প্রভুই যে সেই—সীতাপতি, ইহা না জানিয়া পিতা আমার সপ্তবিংশতি দিবস ইঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। পরে যখন প্রভুর তত্ত্ব জানিতে পারিলেন, তখন, পিতা প্রভুর পদদ্বয় ধরিয়া পূজার সামগ্রী-স্বরূপ মণির সহিত আমাকেও অর্পণ করেন। সেই হইতে আমি ইঁহার দাসী।

কালিন্দী কহিলেন,—আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদপঙ্কজ-স্পর্শ কামনা করিয়া তপস্যা করিতে ছিলাম। আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সখা অর্জ্জুনের সহিত তিনি গিয়া আমার পাণিগ্রহণ করেন।

ভদ্রা বলিলেন,—আমি স্বয়ংবরা হইয়া ছিলাম। শ্রীনিবাস নিজে স্বয়ংবরক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত রাজ-গণকে এবং মদীয় অপকারী ভ্রাতাদিগকে পরাস্ত করিয়া সারমেয়-কুলের মধ্যগত সিংহের ন্যায় আমাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই অবধি আমি কৃষ্ণের পদসেবিকা। জন্মে জন্মে আমি যেন তাঁহার সেবিকা হইতে পারি।

সত্যা কহিলেন,—রাজগণের বলপরীক্ষার্থ মদীয় পিতা সাতটী তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বীর্য্যবান্ বৃষ পালন করিয়া-ছিলেন। আমাকে লাভ করিবার লালসায় যে সকল রাজা আসিয়া ঐ বৃষভদিগের সহিত অগ্রে বল-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেন, দুর্ম্মদ বৃষভগণ তাঁহাদের সকলকে হারাইয়া দিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়া বালককৃত ছাগ-বন্ধনের ন্যায় ঐ সকল বৃষকে অনায়াসেই পরাস্ত করেন ও বন্ধন করিয়া ফেলেন। এইরূপে তিনি রাজগণকেও পরাস্ত করিয়া বীর্য্য শুল্ক-দানে চতুরঙ্গিণী সেনা ও দাসীগণ সহ আমাকে লইয়া আসেন। আমি চাই, চিরদিন যেন তাঁহার দাসী হইয়াই থাকি।

মিত্রবিন্দা বলিলেন,—অয়ি কৃষ্ণে! আমি আবাল্য শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী, 'তাঁহাতেই চিত্তার্পণ করিয়াছি—ইহা জানিতে পারিয়া পিতা আমাকে অক্ষৌহিণী সেনা ও সখীগণের সহিত মাতুলেয় শ্রীকৃষ্ণ-করে অর্পণ করেন। আমি কর্ম্মচক্রে পড়িয়া সংসারে সতত ঘুরিতেছি; তাই কামনা করি, জন্মে জন্মে যেন কৃষ্ণের চরণস্পর্শ করিতেই পারি। তাহাতেই আমার মঙ্গল।

লক্ষণা কহিলেন,—হে রাজমহিষি! আমি মহর্ষি নারদের মুখে বারংবার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্ম-বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলাম; তাহাতে আমার চিত্ত লোকপাল-দিগকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণেই অনুরক্ত হইয়াছিল। হে সতি! কমলা বহু বিবেচনার পর যাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহারই দাসী হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছিলাম। দুহিতৃবৎসল পিতা বৃহৎসেন আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহারই উপায় উদ্ভাবন করেন। অয়ি রাজ্ঞি! যেমন অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইবার আশায় আপনার স্বয়ংবর-সভায় একটী মৎস্য নির্ম্মিত ও রক্ষিত হইয়াছিল, আমার স্বয়ংবর-কালেও সেইরূপই করা হয়। তবে বিশেষত্ব এই যে, ঐ মৎস্য স্তম্ভমূলে রক্ষিত কলসের জলেই কেবল দৃষ্ট হইত; সুতরাং নিম্নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঊর্দ্ধে লক্ষ্য ভেদ করিতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সে দুরূহ কার্য্য করিবার শক্তি আর কাহারও ছিল না। কন্যার স্বয়ংবর ব্যাপারে পিতার এইরূপ ব্যবস্থার কথা শুনিতে পাইয়া নিখিল-অস্ত্র-শস্ত্র কুশল সহস্র সহস্র রাজা স্ব স্ব উপাধ্যায়দিগের সহিত দিগ্‌দিগন্ত হইতে আমার পিতার রাজধানীতে আগমন করেন। বীর্য্য ও বয়ঃক্রম অনুসারে পিতা সেই সকল রাজাকে পূজা করিলে রাজগণ আমাকে লাভ করিবার লালসায় একে একে সকলেই লক্ষ্যবেধার্থ সশর শরাসন গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কেহই ধনুতে সম্যক্-রূপে জ্যারোপণ করিতে পারিলেন না। মাগধ, অম্বষ্ঠ, চেদিপতি ও অন্যান্য

বীরগণ এবং ভীম, দুর্য্যোধন ও কর্ণ, ইহারা শরাসনে জ্যারোপণ করিলেন বটে, কিন্তু কেহই লক্ষ্য স্থির করিতে পারিলেন না। অতঃপর অর্জ্জুন উঠিলেন; তিনি জলে মৎস্যের ছায়া ও মৎস্যের অবস্থান অবগত হইয়া সতর্কতার সহিত শর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহা ছেদন করিতে পারিলেন না—শরদ্বারা কেবল উহা স্পর্শ করিলেন মাত্র। এইরূপে সমস্ত ক্ষত্রিয় বীর হতোদ্যম ও সম্মানী ব্যক্তিগণ হতমান হইলে ভগবান্ ধনুর্গ্রহণ করিয়া হেলায় উহাতে জ্যারোপণ করিলেন এবং অবিলম্বে শরযোজনা করিয়া জলমধ্যে একটীবার মাত্র মৎস্যের ছায়া দেখিবামাত্র অভিজিৎ মুহূর্ত্তে শর নিক্ষেপে ঐ মৎস্যকে ছিন্ন-পাতিত করিলেন। তখন স্বর্গে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল; মর্ত্ত্যেও জয়ধ্বনির সহিত দুন্দুভি সকল বাদিত হইল; দেবগণ হর্ষাবেশে বিহ্বল হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমি নব পট্টবস্ত্র-যুগল পরিলাম, স্বর্ণোজ্জ্বলা রত্ন-মালায় মণ্ডিত হইলাম এবং নূপুরশিঞ্জন করিতে করিতে সেই স্বয়ংবর-সভায় প্রবেশ করিলাম। আমার কেশপাশে মাল্যদান ও বদনে সলজ্জ হাস্য শোভা পাইতেছিল; কুন্তল-কান্তিচ্ছটায় মদীয় গণ্ডদ্বয় মণ্ডিত হইতেছিল। আমি তখন মুখ তুলিয়া স্নিগ্ধ-হাস্য-সহকৃত কটাক্ষ-নিক্ষেপে সমাগত রাজগণকে দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ভগবান্ মুকুন্দের গলেই বরমাল্য অর্পণ করিলাম।—আমার হৃদয় সেই মুকুন্দচরণেই অনুরক্ত ছিল। আমি মুকুন্দে মাল্যদান করিবামাত্র মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী ও ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিয়া উঠিল; নট ও নর্ত্তকী সকল নৃত্য করিতে লাগিল; গায়কদল গীত আরম্ভ করিল। অয়ি যাজ্ঞসেনি! আমি যখন শ্রীকৃষ্ণকেই পতিত্বে বরণ করিলাম, তখন কামাকুল স্পর্দ্ধিত রাজযূথপতিগণ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তৎকালে মুকুন্দ আমাকে চারিটী উত্তমাশ্বযুক্ত একটী রথে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং বর্ম্ম পরিধান ও শার্ঙ্গধনু গ্রহণ করিয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিলেন। কৃষ্ণসারথি দারুক, সুবর্ণ-পরিচ্ছদ-সজ্জিত রথ পরিচালন করিলেন। মৃগপালমধ্যে যেমন মৃগরাজ, তেমনি হরি তখন সেই রাজগণমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজগণ সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কতিপয় রাজা কৃষ্ণের গতি রোধ করিতে সচেষ্ট হইলেন; তাঁহারা স্ব স্ব ধনু উত্তোলন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা সিংহ উদ্দেশে সারমেয়-কুলের চেষ্টার ন্যায় দৃষ্ট হইল। আক্রমণকারী রাজগণের অনেকেই শার্ঙ্গ-নিক্ষিপ্ত শরে ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ ও ছিন্ন-কলেবর হইয়া ভূপতিত হইল; কেহ কেহ রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর, রবি যেমন স্বীয় মণ্ডলে প্রবেশ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি স্বর্গ-মর্ত্ত-সুবিখ্যাত সুসজ্জিত স্বীয় নগরী কুশস্থলীতে প্রবেশ করিলেন। এই কুশস্থলী তখন ধ্বজপট-মণ্ডিত বিবিধ তোরণ-সমূহে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। আমার পিতা বৃহৎসেন স্বয়ংবর-দর্শনার্থ সমাগত সুহৃদ, সম্বন্ধী ও বান্ধব-দিগকে মহামূল্য বসন, ভূষণ ও শয্যা প্রভৃতি দানে পূজা করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপূর্ণ হইলেও, পিতা আমার সহিত তাঁহাকে দাস-দাসী, বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, সেনা, গজ, অশ্ব ইত্যাদি সর্ব্ব সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ফলকথা, আমরা সকলেই সর্ব্বসঙ্গ ছাড়িয়াছিলাম, স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছিলাম; এইরূপ করিয়াই সেই আত্মা-রাম শ্রীকৃষ্ণের গৃহ-দাসী হইতে পারিয়াছি!

অন্যান্য কৃষ্ণভামিনীরা কহিলেন,—নরকাসুরের দিগ্‌বিজয়-ব্যাপারে যে সকল রাজা তাহার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন, আমরা সেই সকল রাজার দুহিতা। নরকাসুর আমাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে যখন নিহত করিলেন, তখন আমরা

মুক্তি পাইয়া চিরাভিলষিত শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে বরণ করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইলেও তাঁহার সংসারবিমোচন চরণযুগের চিরাভিলাষিণী আমরা— আমাদিগকে তিনি বিবাহ করিলেন। অয়ি রাজ্ঞি! আমরা সাম্রাজ্য, ইন্দ্রত্ব, ভোজ্য, বৈরাজ্য, ব্রহ্মপদ বা মোক্ষপদ চাহি না; লক্ষ্মীর কুচ-কুঙ্কুম-গন্ধযুত-গদাধর-পদরজই চিরদিন মস্তকে বহন করিতে চাই। গোচারণচ্ছলে যমুনাপুলিনে তিনি যখন বিচরণ করিতেন, তখন গোপ-গোপীগণ যাহা চাহিয়াছিল, আমরা মুরারির সেই পবিত্র পাদস্পর্শই কেবল কামনা করি।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, অন্য রাজপত্নীগণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তা গোপীগণ বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণমহিষীগণের তাদৃশ প্রণয়বন্ধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সকলেই অশ্রু-পূর্ণনয়নে একান্ত বিস্ময়রসে মগ্ন হইলেন। কৃষ্ণ-পত্নীগণের এই প্রণয়বার্ত্তা স্ত্রীগণ স্ত্রীদিগের নিকট এবং পুরুষগণ পুরুষগণের প্রতি পরস্পর বলাবলি করিতেছেন, ইতি মধ্যে ব্যাস, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, রাম, সশিষ্য ভগবান্ বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত, ব্রহ্ম-পুত্রগণ, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও বামদেবাদি ঋষিগণ রাম কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেইস্থানে আগমন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই যাঁহারা সম্মিলিত হইয়াছিলেন, সেই সকল রাজা, পাণ্ডবগণ এবং রাম-কৃষ্ণ—ইঁহারা সকলেই সেই বিশ্ববন্দিত ঋষিগণকে দর্শন করিয়া সহসা গাত্রোত্থান ও প্রণাম করিলেন এবং সকলে তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন। রাম কৃষ্ণ—উভয় ভ্রাতা ঋষিগণের প্রত্যেককেই স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পাদ্য, অর্ঘ, মাল্য, চন্দন, ও ধূপ দ্বারা পূজা করিলেন। ঋষিগণ সকলেই সুখাসীন হইলেন; তখন ধর্ম্মরক্ষক ভগবান্ তাঁহাদের সহিত কথারম্ভ করিলেন। সেই মহতী সভা অবহিত হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

ভগবন্ বলিলেন,—অহো! আজ আমাদের জন্ম সার্থক হইল! আমরা অদ্য দেবদুর্ল্ভ যোগেশ্বর-দিগকে সন্দর্শন করিয়া জীবনের সার্থকতা প্রাপ্ত হইলাম! মনুষ্যদিগের তপস্যা অতি অল্প; তাঁহারা সাক্ষাৎ দেবদর্শনে অসমর্থ, তাই প্রতিমাদিতেই দেবতা দর্শন করে। যোগেশ্বরদিগকে দর্শন, স্পর্শন, তাঁহাদের প্রতি প্রশ্নকরণ, তাঁহাদিগকে নমস্কার বা তাঁহাদের পাদপূজা করা, এ সমস্ত ব্যাপার মনুষ্য-দিগের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে কি? জলময় স্থানমাত্রেই তীর্থ নহে; মৃন্ময় বা শিলাময় পদার্থমাত্রই দেবতা নহেন। যদিও তাহা হয়, তাঁহারা বহুকাল পরে মানবকে পবিত্র করিয়া থাকেন; কিন্তু সাধুগণের দর্শনলাভ মাত্রই পবিত্র হওয়া যায়। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথ্বী, জল, আকাশ, বায়ু এবং বাক্য ও মন, এ সকল ভেদবুদ্ধি লইয়া উপাসনা করিলে অজ্ঞাননাশ হয় না; কিন্তু সাধুসেবা মুহূর্ত্তমাত্র করিলেই অজ্ঞানরাশি নষ্ট হইয়া যায়। এই ত্রিধাতু-ময় দেহে যাহার আত্মবুদ্ধি, ভার্য্যা প্রভৃতিতে আত্মীয় বুদ্ধি, ভূ-বিকারে দেবতাবুদ্ধি এবং জলে তীর্থবুদ্ধি আছে—পরন্তু সাধুগণের প্রতি সেরূপ সদবুদ্ধি নাই,

এই শ্রেণীর মানব তৃণবাহী গর্দ্দভ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! সমাগত ঋষিগণ অকুণ্ঠ-ধীশক্তিশালী ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের মুখে ঈদৃশ অনুচিত উক্তি শ্রবণ করিয়া ভ্রমবুদ্ধিবশে কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বনে রহিলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া ঈশ্বরের মুখে সেই অনীশ্বরভাবের উক্তির বিষয় আলোচনা করিলেন; পরে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন,—ভগবান্ লোকসংগ্রহ বা লোকশিক্ষার্থই এ সকল উক্তি করিয়াছেন। তখন সকলেরই মুখে হাস্য বিকসিত হইল; তাঁহারা চরাচরগুরু উদ্দেশে প্রকাশ্যে বলিলেন—আমরা তত্ত্ববিদ্গণের অগ্রণী ও বিশ্বস্রষ্টাদিগের অধিপতি; তথাচ যাঁহার মায়ায় আজ মোহিত হইলাম, যিনি মনুষ্য-ব্যবহার দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অনীশ্বরবৎ ব্যবহার করিতেছেন, অহো! সেই ভগবানের চেষ্টা অচিন্তনীয়! প্রভু, হে, আপনি একমাত্র ও অবিকৃত হইয়াও মৃত্তিকা-বিকার ঘট-শরাবাদি নানা নামরূপ-শালিনী ভূমির ন্যায় নানাপ্রকারে এ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিধান করিতেছেন। পরন্তু আপনি স্বয়ং কোন কিছুতেই বদ্ধ নহেন। পরিপূর্ণ পরমেশ্বর আপনি, আপনার জন্মাদি চরিতাবলী বিড়ম্বনমাত্র। আপনি যথাকালে স্বজনগণের রক্ষা ও খলস্বভাবদিগের নিগ্রহের নিমিত্ত শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আপনিই বর্ণাশ্রমাত্মক ভগবান্; আপনার স্বীয় আচারে বেদবিধিও প্রতিপালিত হয়। তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও সংযমদ্বারা যাহাতে কার্য্য-কারণ এবং তদতীত সন্মাত্র ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেই বেদাভিধেয় ব্রহ্মই আপনার বিশুদ্ধ চিত্ত। এই জন্যই আপনাকে শাস্ত্রযোনি বলিয়া অভিহিত করা হয়। ব্রাহ্মণসম্প্রদায় আপনার প্রধান উপলব্ধি-স্থান; তাই ব্রাহ্মণকুলের আপনি পূজা করেন। অতএব ব্রহ্মণ্যগণের আপনিই অগ্রণী; আপনিই ব্রহ্মণ্যদেব। আপনার মেধা অকুণ্ঠিত; যোগমায়ায় আপনার মহিমা সমাচ্ছন্ন; আপনি নিখিল মঙ্গলের উদ্ভব স্থান। সেইজন্য অদ্য আপনার সহিত সম্মিলনে আমাদের জন্ম, বিদ্যা, তপস্যা ও দর্শনের সাফল্য লাভ হইল। সম্মিলিত রাজগণ ও যদুগণ এই মায়া-যবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া যাঁহাকে কালস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বর বলিয়া বিদিত করেন, আমরা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। যেমন নিদ্রিত পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় কত অনন্ত বিষয় দর্শন করিয়া সেইগুলিকে যথার্থ জ্ঞান করে এবং নিজেকে নাম মাত্র প্রকাশমানরূপে বুঝিতে থাকে—তদ্ভিন্ন অন্য রূপে বুঝে না, তেমনি এই মায়াবিভ্রান্ত লোক সকল স্মৃতিশক্তির অভাবে ইন্দ্রিয় ও নাম-দ্বারা প্রকাশিত-রূপেই আপনাকে উপলব্ধি করে, কিন্তু আপনার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। আহা! আজ আমরা কি দেখিলাম! দেখিলাম, আপনার সেই পবিত্র পাদপদ্ম—যাহা নিখিল কলুষহর গঙ্গা-তীর্থের উদ্ভাবক এবং পরিপক্কযোগ যোগিগণের হৃদয়ে চির-বিরাজিত। আমরা আপনার ভক্ত; বিভু হে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন; ভগবন্! প্রবল ভক্তিযোগে যাঁহাদের বাসনাকোশ নষ্ট হইয়াছে, আপনার আশ্রয়লাভ, তাঁহারাই করিতে পারিয়াছে।

শুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! ঋষিগণ এই সকল কথা কহিয়া শ্রীকৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব আশ্রমে যাইতে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা প্রস্থানোদ্যত হইলে বসুদেব নিকটে গিয়া হস্তদ্বারা তাঁহাদের চরণ ধারণ করিলেন এবং সবিনয়ে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা সর্ব্ব-দেবাত্মক, আপনাদিগকে নমস্কার। আপনারা আমার নিবেদন শ্রবণ করুন; যেরূপে যে

কর্ম্মদ্বারা আমাদের কর্ম্মক্ষয় হইতে পারে, তাহা আপনার উপদেশ করুন। নারদ অন্যান্য ঋষিদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন,—ওহে ঋষিগণ! ইনি শ্রীকৃষ্ণ-পিতা বসুদেব; ইনি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র বলিয়া মনে করেন, অথচ আমাদের নিকট যে নিজের মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। কেন না, মনুষ্যদিগের পক্ষে সন্নিকর্ষই অনাদরের কারণ হইয়া থাকে। ইহার নিদর্শন—গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তি শুদ্ধিলাভার্থ জলান্তরের সেবা করিতে যায়। এ জগতে সৃষ্টি, স্থিতি বা প্রলয়—যাহাই হউক, কালে কিংবা স্বতঃ পরতঃ বা গুণতঃ, কোন কিছুতেই কৃষ্ণানুভূতির বিকাশ নাই। লোকে যেমন সূর্য্যেরই স্বীয় কার্য্য মেঘ, হিম ও রাহু-দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন মনে করে, প্রকৃত ব্যক্তিও তেমনি জ্ঞানময় অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে তাঁহার নিজেরই কার্য্য ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্ম-পরিপাক, গুণপ্রবাহ এবং প্রাণপ্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া অবধারণ করিয়া লয়।

যাহা হউক, হে কুরুনন্দন! তৎকালে ঋষিগণ তত্রত্য রাজগণকে ও রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতিকে শুনাইয়া তাঁহাদের সমক্ষেই বসুদেবকে কহিলেন,—হে মঙ্গলার্থিন্! কর্ম্মদ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হয়—ইহা সাধুগণের চিরন্তন মত। শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির অর্চ্চনা কর্ম্মবন্ধন-চ্ছেদনের প্রকৃষ্ট উপায়। শাস্ত্রদর্শী সাধুগণ দেখাইয়াছেন—এই যাগরূপ কর্ম্মই চিত্তোপশমের হেতু, মোক্ষলাভের সহজ, উপায়, আত্মার আনন্দপ্রদ এবং সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। বিশুদ্ধচিত্তে পরমপুরুষের যাজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইবে; দ্বিজাতি গৃহস্থ-সম্প্রদায়ের এইরূপ যাগসাধন পথই মঙ্গলাবহ। হে বসুদেব! জ্ঞানী ব্যক্তি যজ্ঞ ও দান প্রভৃতি দ্বারা ধনাদি সকল বাসনাই বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। ধীর ব্যক্তিগণ অগ্রে গ্রামবাসী হইয়া সকল বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া পশ্চাৎ তপোবণ আশ্রয় করিয়াছেন। দ্বিজাতি ব্যক্তি দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও ঋষি-ঋণ—এই ত্রিবিধ ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন; সুতরাং যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা তাহা হইতে মুক্ত না হইলে পতিত হইতে হয়। হে মহামতে! আপনি দ্বিবিধ ঋণ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, অধুনা যজ্ঞদ্বারা দেব-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করুন। বসুদেব! আপনি নিশ্চয়ই জগদীশ্বর হরির প্রকৃষ্ট পূজা করিয়াছিলেন, নতুবা তিনি আপনাদের পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইবেন কেন?

শুকদেব বলিলেন,—ঋষিগণ এই কথা কহিলে মহামনা বসুদেব তাঁহাদের চরণে মস্তক অবনত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের ঋত্বিক-কর্ম্মে তাঁহাদিগকেই বরণ করিলেন। হে কুরুনন্দন! ঋষিগণ যথাবিধি যজ্ঞে ব্রতী হইয়া সেই পুণ্যক্ষেত্রেই নানা যজ্ঞ-দ্বারা ধার্ম্মিক বসুদেবকে যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞদীক্ষা আরব্ধ হইল; যদুগণ ও রাজগণ স্নানান্তে পদ্মমালা ও সুন্দর বসন পরিয়া সুসজ্জিতভাবে যজ্ঞস্থলে আসিলেন। তাঁহাদের পদককণ্ঠী মহিষীরাও শুদ্ধ বসন পরিয়া হস্তে বিবিধ পূজা-সামগ্রী লইয়া হৃষ্টচিত্তে দীক্ষাগৃহে উপস্থিত হইলেন। মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, ঢক্কা ও দুন্দভি ধ্বনিত হইল; নর্ত্তকী সকল নৃত্যারম্ভ করিল; সূত ও মাগধগণ স্তুতিগীতি করিতে লাগিল; সুকণ্ঠী গন্ধর্ব্বীগণ স্ব স্ব স্বামীদিগের সহিত সঙ্গীত আরম্ভ করিল। ঋত্বিগ্‌গণ তারাগণ-বেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় বসুদেবকে তদীয় অষ্টাদশ পত্নী সহ অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার পত্নীগণ নানা বসন ভূষণে ভূষিতা; তিনি তাঁহাদের সহিত যজ্ঞদীক্ষিত ও অজিনাবৃত হইয়া সবিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! এই যজ্ঞের ঋত্বিগ্‌বর্গ—ও সদস্যগণ পীত-কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া, ইন্দ্রযজ্ঞে ব্রতী ঋত্বিক্ প্রভৃতির

ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে সর্ব্বেশ্বর রাম-কৃষ্ণ, বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া স্বীয় স্ত্রী-পুত্র ও ঐশ্বর্য্যাড়ম্বরের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অগ্নিহোত্রাদি লক্ষিত প্রাকৃত বৈকৃত বিবিধ যজ্ঞ-দ্বারা দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়ার অধিপতি যজ্ঞপতি সেই যজ্ঞে অর্চ্চিত হইলেন। অনন্তর বসুদেব বেদবিধি-অনুসারে সম্যক্ সমলঙ্কৃত ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিলেন এবং দক্ষিণা-দানের সহিত গো, ভূমি, কন্যা ও মহাধন সকল প্রদান করিলেন। তখন যজ্ঞ সম্পাদক ঋষিগণ পত্নীসংযাজ ও যজ্ঞান্তস্নান-বিষয়ক যথাকর্ত্তব্য সমাধা করিয়া যজমান সহ রামহ্রদে স্নান করিলেন। যজ্ঞান্তস্নান সমাধা করিয়া সুসজ্জিত বসুদেব বন্দীদিগকে নানা বসন-ভূষণ ও বণিতা সকল প্রদান করিলেন। এই যজ্ঞে সর্ব্ববর্ণীয় লোক—এমন কি,—কুক্কুরাদি জীবগণও অন্নপানে আপ্যায়িত হইল। অতঃপর বসুদেব প্রীতিসহকারে গজ, অশ্ব ও রথাদি পরিচ্ছদ দ্বারা সস্ত্রীক বন্ধুবর্গের—বিদর্ভ, কোশল' কুরু, কাশি, কেকয় ও সৃঞ্জয়গণের—মনুষ্য, ভূত, পিতৃ ও চারণগণের পূজা করিলেন। তাঁহারা পূজা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনক্রমে যজ্ঞের সুখ্যাতি করিতে করিতে নিজ নিজ নিকেতনে প্রয়াণ করিলেন। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, পৃথানন্দনগণ, পৃথা, নকুল, সহদেব, মহর্ষি নারদ, ভগবান্ দ্বৈপায়ন এবং সুহৃদ্, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ—ইঁহারা সকলেই বন্ধু যাদবগণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সৌহার্দ্দবশতঃ বিরহকাতর হইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য সকলেও চলিয়া গেলেন, কিন্তু বন্ধুবৎসল গোপরাজ নন্দ ও গোপালগণ গমন করিলেন না; তাঁহারা রাম-কৃষ্ণ, উগ্রসেনাদি যদু-প্রধানগণকর্ত্তৃক বিশিষ্ট পূজায় পূজিত হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। বসুদেব অচিরকাল মধ্যেই মনোরথ সাগর উত্তীর্ণ হইয়া বন্ধুগণে পরিবৃত হইলেন এবং সানন্দে শ্রীনন্দের করধারণ করিয়া কহিলেন,—ভ্রাতঃ! ঈশ্বরসৃষ্ট স্নেহপাশ দুষ্পরিহার্য্য; বীরগণের বলে বা জ্ঞানিগণের জ্ঞানে উহা ছিন্ন হইবার নহে। অকৃতজ্ঞ আমরা, আমাদের সহিত সাধুতম তোমরা যে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছ, তাহা অতুলনীয়—এই মৈত্রী কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। ভাই, আমরা অসামর্থ্যবশতঃ পূর্ব্বে তোমাদের প্রতিবিধান করিতে পারি নাই; বর্ত্তমানের সৌভাগ্যমদে অন্ধ আমরা তোমাদের ন্যায় সাধু ব্যক্তির প্রতি সম্যক্ দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছি না। হে মানদ! যে ব্যক্তি রাজলক্ষ্মী-লাভে অন্ধ হইয়া স্বজন-বন্ধুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, সে যদি প্রকৃত মঙ্গল চায়, তবে যেন তাঁহার ঐ রাজলক্ষ্মী লাভ না ঘটে। বসুদেব এইরূপে পূর্ব্বে মৈত্রী স্মরণ করিয়া আনন্দজড়িত চিত্তে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, শ্রীনন্দ যদুগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বীয় সখা বসুদেবের ও রাম-কৃষ্ণের সন্তোষের নিমিত্ত সসন্তোষে 'যাই যাই' করিয়া তিন মাস তথায় কাটাইলেন।

অনন্তর শ্রীনন্দ মহার্হ বসন-ভূষণ ও নানা পরিচ্ছদাদি, বিবিধ ভোগ্য সামগ্রী, ব্রজবাসিগণ ও বন্ধু-বান্ধবগণে পরিপূরিত হইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বসুদেব, উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব ও বলরাম প্রভৃতি যদুপ্রধানগণ তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। মহতী যাদবী সেনা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। শ্রীনন্দ এবং গোপ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণচরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা অতিকষ্টে আহরণ করিয়া মথুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হে নৃপ! বন্ধু-বান্ধবগণ স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন; এদিকে বর্ষাকাল উপস্থিত হইল দেখিয়া

শ্রীকৃষ্ণদৈত যদুগণ পুনরায় দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় গিয়া সকলেই লোকদিগের নিকট তীর্থযাত্রার সুহৃৎ-সন্দর্শন ও বসুদেবের যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি বিবরণ বর্ণন করিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! বসুদেব ঋষিগণে মুখে রাম-কৃষ্ণের প্রভাব-বৈভবাদির কথা শুনিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। একদিন রামকৃষ্ণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পাদবন্দনা করিলেন; বসুদেব প্রীতিভরে অভিনন্দন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে মহাযোগিন্ কৃষ্ণ! আর, হে সনাতন পুরুষ সঙ্কর্ষণ! আমি তোমাদের উভয় ভ্রাতাকেই এজগতের সাক্ষাৎ কারণ প্রধান পুরুষ ও তৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া জানি। হে কৃষ্ণ! এ জগতের আধার-আধেয়, কার্য্য-কারণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ এ সকলই তুমি,—তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। হে অসীম! তুমি অনাদি; এ বিশ্ব তোমারই সৃষ্টি, ইহা নানাবিধরূপে প্রতিভাত; তুমি আত্মশক্তি-দ্বারা ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি-রূপে ইহাকে ধারণ ও পালন করিতেছ। ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি বিশ্বকারণসমূহের শক্তি—ঐশ্বরিক-শক্তি; কেন না, তাহাদের স্বতন্ত্রতা নাই, সাদৃশ্যও নাই, সুতরাং ঈশ্বরের সত্তামাত্রেই তাহাদের কার্য্য হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চয়ই। চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজঃ; সূর্য্যের জ্যোতিঃ, নক্ষত্রের প্রভা ও বিদ্যুতের স্ফুরণ এ সকল তুমিই; তুমিই রাজগণের স্থৈর্য্য ও ক্ষিতির গন্ধ; জলের তৃপ্তিজনকতা ও জীবন হেতুতা তুমিই; জল জলের রসরূপে তুমিই প্রতিভাত হইতেছ। ইন্দ্রিয়বল, মনোবল ও দেহবল সকল বলই তুমি; বায়ুর চেষ্টা ও গতি তোমাকেই বলা হয়। এই নিখিল দিঙ্মণ্ডল ও তৎসমুদায়ের অবকাশ তুমিই; আকাশ ও উহার আশ্রয় শব্দতন্মাত্র তোমাকেই বলা হয়; নাদ, ওঙ্কার, বর্ণ ও পদার্থ সমূহের নামকরণ তুমিই; সকলেই ইন্দ্রিয়, দেবতা এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠানশক্তি যাহা, তাহাও তুমিই বুদ্ধির অধ্যবসায়শক্তি ও উত্তম অনুসন্ধানশক্তি তোমাকেই বলা যায়। ভূতগণের কারণ তামস অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়বর্গের কারণ রাজস অহঙ্কার এবং দেবতাদিগের কারণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার—এ সকল তুমিই। জীবগণের সংহার-কারণ যে প্রকৃতি, তাহাও তুমি বই আর কেহই নহেন। ঘটকুণ্ডলাদি মৃৎ সুবর্ণাদির বিকারমাত্র, বস্তুতঃ উহা অনিত্য; ঐ অনিত্য পদার্থের ভিতর যেমন উহার উপাদান মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি সত্য, তেমনি এই সকল নশ্বর ভাব-প্রবাহের মধ্যে তুমি একমাত্র নিত্য-সত্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় ও ইহাদের মহদাদি পরিণাম, ইহা যোগমায়া বলে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম,—তোমাতেই কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং এ সকল ভাব—বিকারের তুমি অতীত—তোমাতে এ সকল কিছুই নাই। যখন তোমাতে এই সকল বিকল্পনা হয়, তখনই তুমি এ সমুদয়ের অনুগত হইয়া থাক; এতদ্ভিন্ন সময়ে তুমি নির্ব্বিকল্প! তুমি অখিলাত্মা, গুণপ্রবাহে তোমার নিষ্প্রপঞ্চ গতি জীব বুঝিতে পারে না; তাই দেহাভিমানজনিত কৃতকর্ম্ম-সমূহদ্বারা জীব এই সংসারে বিচরণ করিয়া থাকে। হে ঈশ্বর! দুর্লভ মানবজন্ম ও ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব

যদৃচ্ছাক্রমে লাভ করিয়া যে ব্যক্তি স্বার্থান্ধ হইয়া পড়ে, তোমার মায়াযবনিকার অন্তরালে থাকিয়া তাহার জীবনকাল ফুরাইয়া যায়। 'এই আমি', 'আমারই সকল' এইরূপ স্নেহপাশে তুমিই এই নিখিল জগৎকে দেহে এবং দেহোৎপাদিত পুত্র-পৌত্রাদিতে বন্ধন করিয়া দাও। তোমরা উভয়ে আমার পুত্র নহ, সাক্ষাৎ প্রকৃতি-পুরুষের, ঈশ্বর বই তোমাদিগকে আর কিছুই বলা যায় না; অতএব সত্য করিয়া বল, ভূমির ভার-ভূত ক্ষত্রিয়াদিগের উচ্ছেদ-সাধনের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব কি না? যাহাই হউক, হে দীনবন্ধো! এক্ষণে আমরা আপন্নগণের ভবভয়হারী ভবদীয় পাদপদ্মের শরণ হইলাম। আমি ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া এই মর্ত্ত্য-দেহকে যে আত্মা বলিয়া অবধারণ করিয়াছি এবং পরমেশ্বর তোমরা, তোমাদিগকে যে পুত্রজ্ঞান করিয়াছি, ইহা যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি জন্মে জন্মে সূতিকাগৃহে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বুঝাইয়াছ—আমি অনাদি, ঈশ্বর নিজধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই জন্মস্বীকার করিয়াছি। তুমি গগনবৎ নানা তনু গ্রহণ কর এবং পরিত্যাগ কর। হে উদারকীর্ত্তে! হে সর্ব্বব্যাপিন্! তোমার বিভূতি-মায়া কে বুঝিতে সমর্থ?

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! যদুনন্দন ভগবান্ পিতার এই সকল কথা শুনিয়া বিনয়াবনতরূপে স্নিগ্ধবাক্যে উত্তর করিলেন,—আপনাদের পুত্র আমরা; আপনারা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল বাক্যে তত্ত্ব নির্ণয় করিলেন, আপনাদের সেই সকল বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। আর্য্য; আমি, আর্য্য বলদেব, আপনারা সকলে, এই দ্বারকা-বাসীরা—এমন কি, এই নিখিল চরাচর বিশ্বই ব্রহ্ম, এইরূপই অবধারণ করা উচিত। ব্রহ্ম একমাত্র পরম জ্যোতিঃ, নিত্য, অনন্য ও গুণবর্জ্জিত; তিনি আত্ম-সৃষ্ট গুণগণ-দ্বারা গুণকৃত ভূত-পরম্পরায় নানাপ্রকারে প্রতীত হইয়া থাকেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—ইহারা উপাধি-অনুসারে স্বনির্ম্মিত ঘটাদি পদার্থনিচয়ে আবির্ভূত, তিরোভূত, অল্পীভূত, বহুলী-ভূত হইয়া বিবিধপ্রকারে পরিণত হইয়া থাকে; আত্মার অবস্থাও এইরূপই।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! এই সকল ভগবদুক্তি-শ্রবণে বসুদেবের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইল; তিনি প্রীতচিত্তে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হে কুরুবর! রাম-কৃষ্ণ মৃত গুরুপুত্রকে আনিয়া দিয়াছিলেন,—এই সংবাদশ্রবণে দেবকীর বিস্ময় জন্মিয়াছিল। এক্ষণে কংসনিহত; তাঁহার পুত্র-গণের কথা স্মরণ করিয়া তিনি দুঃখিতা হইয়া-ছিলেন, বৈক্লব্যবশতঃ তাঁহার অশ্রুপাত হইতেছিল; দেবকী রাম-কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে অপ্রেমেয় রাম! হে যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ! আমি বুঝিলাম, তোমরা উভয়ে বিশ্ববিধাতৃগণের ঈশ্বর ও আদি পুরুষ। কালবশে রাজগণে হীনবল, উচ্ছৃঙ্খল ও ভূমির ভারভূত হওয়ায় তোমরা তাহাদের সংহারের নিমিত্তই মদীয় গর্ভে আভির্ভূত হইয়াছ। তোমরা যমপুরী হইতে গুরুপুত্রকে আনিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলে,—তোমরা যোগেশ্বরের ঈশ্বর; সুতরাং আমারও অভিলাষ সেইরূপেই পূর্ণ কর। ভোজরাজ কংস আমার সকল পুত্র নিহত করিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা আনিয়া দাও; তাহাদিগকে দেখিবার আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়াছে।

ঋষি কহিলেন,—হে ভারত! রাম-কৃষ্ণ মাতার এইরূপ আদেশ পাইয়া যোগমায়া-অবলম্বনে ভূতলে প্রবেশ করিলেন। দৈত্যরাজ বলি এইস্থানে বাস করিতেন; তিনি বিশ্বদেবতা—বিশেষতঃ আত্মদেবতা সেই দুই ভ্রাতাকে তথায় প্রবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের দর্শনজনিতে আহ্লাদে আপ্লুত হইলেন। বলি তৎক্ষণাৎ সমস্ত আত্মজন সহ উত্থিত হইয়া প্রণাম

করিলেন এবং সানন্দচিত্তে তাঁহাদিগকে উত্তম আসন আনিয়া দিলেন। অতঃপর মহাত্মা রাম-কৃষ্ণ তাহাতে উপবিষ্ট হইলে দৈত্যরাজ তাঁহাদের পদযুগল ধৌত করিয়া দিয়া সেই জল সপরিবারে মস্তকে ধারণ করিলেন। অনন্তর মহৈশ্বর্য্য, মহামূল্য বস্ত্রাভরণ, সুগন্ধ চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, বিত্ত ও আত্মসমর্পণ-দ্বারা তাঁহাদিগকে তিনি পূজা করিলেন।

হে রাজন্! ভগদ্দর্শনে বলির চিত্ত প্রেমবিহ্বল হইয়াছিল; তিনি সাদরে ভগবানের চরণযুগল স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল, নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু অবিরলধারে বহিতে লাগিল; তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন,—মহান অনন্তদেবকে নমস্কার; বিধাতা কৃষ্ণকে নমস্কার; যিনি সংখ্যাযোগের বিস্তৃত কারণ, সেই এই পরমাত্মাকে আমার নমস্কার। হে ভগবন্! আপনাদের পুরুষযুগলের দর্শন লাভ প্রাণীদিগের পক্ষে সুদুষ্কর, পক্ষান্তরে আপনাদের দর্শন সুলভও বটে; কেন না, আমরা রজস্তমঃ-প্রকৃতি হইলেও আমাদের নিকট আজ আপনারা যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত। আপনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বাশ্রয় শাস্ত্রময় পুরুষ; দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রমথনায়ক—ইহারা সকলেই আপনাতে শত্রুতা বন্ধন করিয়াছে; আমরাও তাহাদেরই তুল্যপ্রকৃতি। কোন কোন দৈত্য ঘোরতর বৈরিভাবে আপনাকে পাইয়াছে; গোপিকারা কামভাবে আপনাকে লাভ করিয়াছে; তাহাদের এই যে লাভ—ইহা শুদ্ধ সত্ত্ব—দেবগণের পক্ষেও সুদুর্লভ। হে যোগেশ্বরেশ্বর! যোগেশ্বরগণও যখন ভবদীয় যোগমায়ার প্রভাব অবগত হইতে পারেন না, তখন আর আমাদের কথা কি? তাই বলি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ভবদীয় পদারবিন্দ আপ্তকাম মুনিগণেরও আকাঙ্ক্ষিত ও আশ্রয়ভূত, আমি তাহাই আশ্রয় করিব; তদ্ব্যতীত এই গৃহাদি যে কিছু, সমস্তই অন্ধকূপপ্রায়। আমি ইহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্ববিধাতার পাদমূলে শান্তি লাভ করিব, অথবা সর্ব্বজনপ্রিয় মহদ্‌ব্যক্তি-দিগের সহিত বিচরণ করিতে থাকিব। হে সর্ব্ব-জীবের অধীশ্বর! আমাদিগকে উপদেশ দিউন, নিষ্পাপ করুন; আপনার অনুশাসনমতে চলিয়া মানব অন্য সকল বিধি-নিষেধের হস্ত হইতেই নিস্কৃতি পায়।

ভগবান্ বলিলেন,—পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঊর্ণার গর্ভে মরীচির ছয় পুত্র হইয়াছিল। সেই দেবপ্রতিম ঋষিপুত্রগণ ব্রহ্মাকে স্ব-দুহিতায় উপগত হইতে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন; এই অপরাধে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আসুরী যোনি প্রাপ্ত হন এবং হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

অতঃপর যোগমায়া-প্রেরিত হইয়া তাঁহারা দেবকী-গর্ভে জন্ম লয়েন। কংস তাঁহাদিগকেই সংহার করেন! দেবী দেবকী পুত্রবোধে তাঁহাদেরই জন্য শোক করিতেছেন; দেবকীর সেই সকল পুত্র অধুনা তোমারই নিকট অবস্থিত। মাতার শোকাপ-নোদনের জন্য আমি তাঁহাদিগকে এস্থান হইতে লইয়া যাইব; পরে তাঁহারা পাপমুক্ত ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া দেবলোকে প্রয়াণ করিবেন। আমার প্রসাদে স্মর, উদ্গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভুক্ ও ঘৃণিনামক এই ছয় ঋষিকুমার পুনরায় মোক্ষলাভ করিবেন। এই কথা কহিয়া বলিপূজিত কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে লইয়া দ্বারকায় আসিলেন। তথায় আসিয়া মাতাকে তাঁহার পূর্ব্ব-পুত্রগণ সমর্পণ করিলেন। সেই সকল বালক-দর্শনে পুত্রস্নেহবশে দেবকীর স্তন হইতে দুগ্ধ-ক্ষরণ হইতে লাগিল। তিনি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বারংবার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। সৃষ্টি প্রবর্ত্তিনী বৈষ্ণবী মায়ার মোহিত দেবকী পুত্রস্পর্শ হেতু দুগ্ধক্ষরণকারী সেই

স্তন পুত্রদিগকে প্রীতমনে পান করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট সেই অমৃতময় দুগ্ধ-পান ও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ-লাভ, এই দুই কারণে সেই বালকদিগের আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইল। বালকগণ পিতা, মাতা, গোবিন্দ ও বলরামকে নমস্কার করিয়া সর্ব্ব-সমক্ষেই আকাশপথে দেবলোকে প্রয়াণ করিলেন।

হে রাজন্! দেবকী মৃত পুত্রগণের আগমন ও তাঁহাদের স্বর্গগমন অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং এ সকলই যে কৃষ্ণমায়া, ইহাই অবধারণ করিলেন। হে ভারত! কৃষ্ণ অনন্ত-বীর্য্যশালী পরমাত্মা; তাঁহার এবম্বিধ অনেকানেক অদ্ভুত কার্য্য আছে।

সূত বলিলেন,—অমৃত কীর্ত্তি মুরারির এই অদ্ভুতকার্য্য পূজ্যপাদ ব্যাস-নন্দন বর্ণন করিয়াছেন; ইহা জগতের পাপহরণ-ক্ষম এবং মুরারি ভক্তগণের সুখোৎপাদক কর্ণভূষণস্বরূপ। যিনি ইহা নিরন্তর নিঃশেষরূপে শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন; ভগবানে তাঁহার চিত্ত আবিষ্ট হইবে—তদীয় মঙ্গলময় ধামে তিনি প্রয়াণ করিবেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! রাম-কৃষ্ণের ভগিনী মদীয় পিতামহী ছিলেন; পিতামহ অর্জ্জুন যেরূপে তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন, অধুনা তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! প্রভাববান্ অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে ক্রমে প্রভাস-তীর্থে আসিলেন। এই স্থানে আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার মাতুলপুত্রী সুভদ্রাকে বলরাম দুর্য্যোধনের হাতে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে। অর্জ্জুন ইচ্ছা করিলেন, তিনি সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। তদনুসারে তিনি ত্রিদণ্ডী যতির বেশ ধারণ করিয়া তথা হইতে দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। পুরবাসীরা—এমন কি, স্বয়ং বলরামও দ্বারকাগত অর্জ্জুনকে চিনিতে পারিলেন না। অর্জ্জুন দ্বারকাবাসীদিগের সাদর অভ্যর্থনা ও পূজা পাইয়া সুভদ্রা-লাভ-লালসায় সংবৎসর সেখানে বাস করিলেন। একদিন বলভদ্র অর্জ্জুনকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে বিবিধ ভক্ষ্যসামগ্রী আনিয়া দিলেন। অর্জ্জুন আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ইত্যবসরে ধীর-মনোহরা বরাননা সুভদ্রা তাঁহার নয়ন-পথে পতিতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অর্জ্জুনের নেত্র আনন্দোৎফুল্ল হইল; তিনি তৎপ্রতি সানুরাগ চিত্ত স্থাপন করিলেন। কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রাও নারীজনের হৃদয়রঞ্জন ধনঞ্জয়কে কামনা করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন, সলজ্জ কুটিল-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনকেই হৃদয় সমর্পণ করিয়া রাখিলেন। অর্জ্জুন বলবান্ হইলেও অনুক্ষণ সুভদ্রাকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না; সুতরাং সুভদ্রাকে হরণ করিবার অবসরই তিনি খুঁজিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুভদ্রা একদিন পিতা-মাতা ও ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে দেবদর্শনার্থ রথারোহণে দুর্গ হইতে বহির্গত হইলে ধনুর্দ্ধারী

অর্জ্জুন তদীয় রক্ষী সৈন্যদলকে বিতাড়িত করিয়া চীৎকারনিরত স্বজনগণের মধ্য হইতে সুভদ্রাকে হরণ করিলেন; মনে হইল, সিংহ যেন শৃগালগণের মধ্য হইতে তাহার নিজের ভাগ হরণ করিল। রাম তচ্ছ্রবনে পর্ব্বকালান মহাসমুদ্রের ন্যায় ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহার চরণ ধরিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। বলদেবের ক্রোধের পরিবর্ত্তে আনন্দ হইল। তখন তিনি বর-বধুকে মহার্ঘ্য গৃহ-সামগ্রী, হস্তী, রথ, অশ্ব এবং দাস-দাসী প্রভৃতি উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! শ্রুতদেব নামে জনৈক মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ বড়ই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণভক্তিবলে তাঁহার নিখিল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল; তিনি শান্ত-স্বভাব সুপণ্ডিত ও লোভ-বিরহিত ছিলেন। বিনা চেষ্টায় যদৃচ্ছাক্রমে যে কিছু ভোজ্য সামগ্রী উপস্থিত হইত, বিপ্র শ্রুতদেব তাহার দ্বারাই স্বীয় ব্যাপার সমাধা করিতেন। যাহাতে দেহরক্ষাদি হইতে পারে, প্রতিদিন দৈবক্রমে তাহাই মাত্র তাঁহার নিকট আসিত, তদধিক কিছুই আসিত না; তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং যথাযথ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেন। হে নৃপ! মৈথিল-বংশীয় বহুলাশ্ব মিথিলায় তখন রাজত্ব করিতেছিলেন; তাঁহার অহঙ্কার মাত্র ছিল না। বিপ্র শ্রুতদেবের ন্যায় তিনিও একান্ত কৃষ্ণ-ভক্ত ও কৃষ্ণ-প্রিয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের উভয়ের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং দারুকানীত রথে আরোহণ করিয়া মুনিগণ সহ মিথিলায় যাত্রা করিলেন। ঐ সঙ্গে নারদ, বামদেব, অত্রি, কৃষ্ণ, রাম, অসিত, আরুণি, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয় ও চ্যবন প্রভৃতি মুনিগণ এবং আমিও গমন করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ রাথরোহণে যে যে দেশের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই দেশেরই অধিবাসিবৃন্দ হস্তে অর্ঘ লইয়া গ্রহগণ সহ উদীয়মান আদিত্য প্রতিম শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে আসিতে লাগিল।

হে নরপাল! আনর্ত্ত, মরু, কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল ও অর্ণ—এই সকল এবং অন্যান্য দেশেরও নর-নারীগণ নেত্রদ্বারা তদীয় উদারহাস্য-রঞ্জিত স্নিগ্ধদৃষ্টিযুত মুখপদ্ম পান করিতে লাগিল। চরাচরগুরু শ্রীহরিকে দেখিবামাত্র যাহাদের অজ্ঞানরাশি নষ্ট হইয়া গেল, তিনি তাহাদিগকে অভয়-তত্ত্বজ্ঞান দান করিলেন এবং সুর-নরগীত দিগন্ত-ব্যাপ্ত মঙ্গলাবহ নিজ যশোবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ বিদেহ-নগরে প্রবিষ্ট হইলেন।

হে নৃপ! তৎকালে পৌর-জানপদবর্গ অচ্যুতের আগমন-সংবাদ শুনিয়া সানন্দে পূজাসামগ্রী হস্তে তাঁহারা অভ্যর্থনার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভে তাঁহাদের মুখ ও মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তাহারা মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিল এবং যে সকল ঋষির নাম ইতিপূর্ব্বে তাহাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, তাঁহাদিগকেও সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বন্দনা করিল। জগদ্গুরু অনুগ্রহ-বিতরণার্থই উপস্থিত হইয়াছেন—এইরূপ ধারণা করিয়াই বিপ্র শ্রুতদেব ও মিথিলাপতি বহুলাশ্ব প্রভুর পাদযুগলে পতিত হইলেন; তাঁহারা উভয়ে যুগপৎ অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক আতিথেয়তা গ্রহণের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ সহ যদুনন্দনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান্ আতিথ্য স্বীকার করিলেন এবং উভয়েরই প্রিয়সাধনার্থ অলক্ষ্যে উভয়েরই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

অতঃপর নরপতি বহুলাশ্ব, দূরাগত শ্রান্ত অতিথি-দিগকে উত্তম উত্তম আসন আনিয়া দিলেন। অতিথিগণ আসনে সমাসীন হইয়া শ্রম-শূন্য হইলে ভক্তির প্রাবল্যে রাজার হৃদয়ে আনন্দ উদ্বেলিত হইল, নেত্র আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহাদের

প্রত্যেকের পদ-প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং সেই জগৎ-পবিত্র পাদোদক সপরিবারে মস্তকে ধারণ করিয়া গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, ভূষণ, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য ও গো-বৃষ সকল দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিলেন। অতঃপর তাঁহারা যখন অন্ন, জল ও তাম্বুলাদি দানে পরিতৃপ্ত হইলেন, তখন মিথিলারাজ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে মধুর-বচনে ধীরে ধীরে বলিলেন,—প্রভু হে! আপনি স্বপ্রকাশ, সর্ব্বজীবের চৈতন্যপ্রদ ও প্রকাশকর্ত্তা; আমরা ভবদীয় পাদপদ্ম স্মরণ করিতেছিলাম, তাই আপনি আমাদিগকে দর্শন দান করিলেন। আপনি বলিয়া থাকেন,—ভক্ত অপেক্ষা অনন্ত লক্ষ্মী এবং ব্রহ্মাও আমার প্রিয় নহেন; আপনার সেই উক্তি সত্য করিবার নিমিত্তই আমাদিগকে দর্শন দান করিলেন। অকিঞ্চন শান্ত মুনিগণেরও আপনি আত্মপ্রদ—ইহা বুঝিয়া কে আপনার চরণকমল পরিত্যাগ করিতে চাহে? আপনি এই ভূতলে সংসার মগ্ন মানবসমাজে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সংসার-শান্তির নিমিত্ত ত্রিলোকপবিত্র যশোরাশি বিস্তার করিয়াছেন। অকুণ্ঠমেধাশালী শান্ত-তপস্বী সেই যে নারায়ণ ঋষি, তিনি আর কেহই নহেন—তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ আপনিই। আপনি দ্বিজগণ সহ কিয়দ্দিন এখানে বাস করিয়া পদধূলি-দানে এই নিমিরাজ-বংশ পবিত্র করুন। ভুবনভাবন হরি রাজার এইরূপ প্রার্থনানুসারে মিথিলাবাসী নর-নারীবৃন্দের কল্যাণবিধান করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! এদিকে বিপ্র শ্রুতদেবও মুনিগণ সহ অচ্যুতকে নিজালয়ে উপস্থিত দেখিয়া নমস্কার করিলেন এবং সানন্দে বস্ত্র বিক্ষিপ্ত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৃণপীঠ ও কুশময় আসন সকল আনীত হইল; বিপ্রশ্রুতদেব সেই সকল আসনে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইলেন এবং স্বাগত প্রশ্নান্তে সানন্দে পত্নী-সহ একযোগে তাঁহাদের চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। ভাগ্যবান্ শ্রুতদেব নিখিল মনোরথ প্রাপ্ত ও পরমহৃষ্ট হইয়া সেই পাদোদক-দ্বারা আপনাকে, গৃহ এবং নিজবংশকে পবিত্র করিলেন।

অতঃপর সেই বিপ্র ফল, উশীর, সুবাসিত অমৃতজল, সুগন্ধি মৃত্তিকা, তুলসী, কুশ, পদ্ম এবং সত্ত্ববিবর্দ্ধন অন্ন—এই সকল অনায়াসলভ্য পূজাদ্রব্য দ্বারা সগণ ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিয়া চিন্তা করিলেন,—অহো! আমি গৃহান্ধকূপে পতিত; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ আমার কোথা হইতে হইল। আহা! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্থল এবং যাঁহাদের পদধূলিকণা সর্ব্বতীর্থের আস্পদ, এই সেই সকল ব্রাহ্মণের সংসর্গই বা আমার কি পুণ্যে ঘটিল।

মহারাজ! অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সুখোপবিষ্ট হইলে ভক্ত শ্রুতদেব ভার্য্যা ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তদীয় চরণ মর্দ্দন করিতে করিতে কহিলেন,—হে পরম-পুরুষ! আপনি যে আজই আমাদিগের আয়ত্ত হইলেন, তাহা নহে; যখন স্বীয় সর্ব্বশক্তি-বলে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া স্বীয় সত্তাযোগে এই বিশ্বাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আমাদিগের আয়ত্ত তখনই আপনি হইয়াছেন। পরন্তু নিদ্রানিমগ্ন মনুষ্য যেমন আত্মমায়া-জড়িত মন-দ্বারা স্বপ্নজগৎ রচনা করিয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রতিভাত হয়, আপনিও তেমনি অদ্য আমাদের নয়নপথে প্রতিভাত হইলেন। যে সকল নির্ম্মলচিত্ত নর নিয়ত আপনার গুণ-কর্ম্মাদি শ্রবণ ও গান করেন,—আপনাকে পূজা ও বন্দনা করেন,—আপনার সহিত, মিলিত হন, আপনি তাঁহাদিগেরই হৃদয়মধ্যে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। যাহাদের চিত্ত কর্ম্মবিক্ষিপ্ত, আপনি হৃদয়স্থ হইয়াও তাহাদের নিকট দূরস্থিত। যে সকল নিরভিমান ব্যক্তির অন্তঃকরণ ভবদীয় গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনে পবিত্র হইয়া থাকে আপনি তাহাদেরই নিকট চির-বিরাজিত।

আপনাকে আমাদের নমস্কার। আপনি আধ্যাত্ম-বেদিগণের পরমাত্মা, আপনিই আবার অনাত্মা। নিজমায়াদ্বারা দৃষ্টির সংবরণ ও আবরণও আপনিই করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং সকারণ ও অকারণ উপাধি—এই দ্বিবিধ উপাধি আপনার বিদ্যমান। এই জন্যই নিজ-নিকট হইতে আপনি সংসার বিতরণ করেন। দেব! আপনার ভৃত্য আমরা, আমাদিগকে আদেশ করুন, আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব। ততদিনই পর্য্যন্তই মানবদিগের ক্লেশ, যতদিন না আপনি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হন।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ প্রণত জনগণের পীড়াহারী হরি শ্রুতদেবের এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া হস্তদ্বারা তদীয় হস্তধারণ-পূর্ব্বক সহাস্য-বদনে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এই মুনিগণ তোমাকে অনুগ্রহ বিতরণ করিবার জন্যই উপস্থিত। ইঁহারা পদধূলি-কণায় সর্ব্বলোক পবিত্রিত করিয়াই আমার সহিত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। দেবতা, পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থ সকল দর্শন করিয়া লোক অল্পে অল্পে পবিত্রতা লাভ করে; কিন্তু সদ্য পবিত্রতা-লাভ একমাত্র ব্রাহ্মণেরই পদস্পর্শে হইয়া থাকে। ইহলোকে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ; ইঁহার মধ্যে আবার যাঁহারা তপস্যা, বিদ্যা, সন্তোষ ও মদীয় উপাসনায় ব্যাপৃত, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতার কথা বলাই বাহুল্য। আমার এই চতুর্ভুজ-রূপের আরাধনা-অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-আরাধনাই আমার একান্ত প্রিয়; কারণ, ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদময়, আর আমি সর্ব্ববেদময়। দুর্ব্বুদ্ধি নর এই তত্ত্ব না জানিয়া দোষ-প্রদর্শন করত অবজ্ঞা প্রকাশ করে। কিন্তু যাঁহারা প্রশস্তবুদ্ধিশালী, তাঁহারা অর্চ্চনা-ব্যাপারে ব্রাহ্মণকে গুরু এবং আমাকে আত্মা বলিয়া অবগত হন। এই নিখিল চরাচর এবং মহদাদি ভাব সকল, সর্ব্বত্রই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে; তাই ব্রাহ্মণ এই সমুদয়কে আমারই রূপ বলিয়া অবধারণ করেন। তাই বলি, হে ব্রহ্মন্! এই সকল ব্রহ্মর্ষিকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা কর। ইঁহাদের অর্চ্চনায় সাক্ষাৎ আমাকেই অর্চ্চনা করা হয়; অন্যথা প্রভূত সম্পত্তি-দ্বারা মহতী পূজা করিলেও আমি পূজিত হই না।

শুকদেব বলিলেন,—বিপ্র শ্রুতদেব শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ঐকান্তিক-ভক্তি-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রাহ্মণদিগকে অভিন্নভাবে অর্চ্চনা করিয়া সদ্গতি লাভ করিলেন। হে রাজন্! ভক্তবৎসল ভগবান্ এইরূপে মিথিলাবাসী উভয় ভক্তকেই শ্রুতিবিহিত ব্রহ্মপরতা রূপ মুক্তিমার্গের উপদেশ দিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগত হইলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যাঁহাকে প্রত্যক্ষ-রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না, যিনি গুণাতীত এবং কার্য্য-কারণের অস্পৃষ্ট, সেই নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ সগুণ শ্রুতিসমূহের বর্ণনীয় কিরূপে হইয়া থাকে?

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! মানবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির নিমিত্ত ভগবান্ নারায়ণ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছেন; এই উপনিষদ্-বাক্য পরব্রহ্মতৎপর; ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য-পরম্পরা স্বীকার করিয়াছেন। যিনি শ্রদ্ধার সহিত ইহা হৃদয়ঙ্গম করেন, দেহাদি-উপাধি তাঁহার

নিরস্ত হইয়া যায়—তিনি পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হন। এ সম্বন্ধে আমি একটা ইতিহাস-বার্ত্তা বলিতেছি। এই ইতিহাসের বক্তা—স্বয়ং নারায়ণ; নারদ ও নারায়ণের কথোপকথন লইয়াই এই ইতিহাস-কথা নিবদ্ধ।

একদা ভগবৎপ্রিয় দেবর্ষি নারদ, নিখিল লোক পর্য্যটন করিতে করিতে সনাতন ঋষির দর্শনলাভার্থ নারায়ণাশ্রমে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, ভারতবর্ষস্থ নিখিল মানবের মঙ্গল-নিমিত্ত ঐ সনাতন ঋষি কল্পারম্ভ হইতে ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন ও শমগুণাবলম্বী হইয়া তপস্যা করিতেছেন। তথায় কলাপগ্রামবাসী ঋষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট আছেন। দেবর্ষি তাঁহাকে দর্শনমাত্র নমস্কার করিলেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়ই জিজ্ঞাসিলেন। তখন ভগবান নারায়ণ সর্ব্বসমক্ষে পূর্ব্বতন জনলোক-বাসিদিগের ব্রহ্মবাদ নারদের নিকট বিবৃত করিলেন।

ভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রহ্মনন্দন! পুরাকালে জনলোকস্থ ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণ ব্রহ্মসত্র নামে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ সময় আমারই অংশভূত অনিরুদ্ধ-মূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত তুমি শ্বেতদ্বীপে গিয়াছিলে। এক্ষণে আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসিলে, তত্রত্য ঋষিসমাজে তখন এই প্রশ্নই উঠিয়াছিল। যদিও ঐ ঋষিরা সকলেই শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন এবং সকলেরই তপস্যা ও স্বভাব সমান ছিল—শত্রু, মিত্র, উদাসীন, সর্ব্বত্রই তাঁহারা সমদর্শী ছিলেন, তথাচ কৌতূহলবশতঃ তাঁহারা একজন ঋষিকে বক্তৃপদে বরণ করিয়া অন্য সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে সনন্দন বলিলেন,—যেমন অনুজীবী বন্দিগণ প্রতিদিন প্রত্যূষে আসিয়া নিদ্রিত রাজচক্রবর্ত্তীর সুকীর্ত্তিমণ্ডিত পরাক্রম সকল বর্ণন করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করে, শ্রুতিগণ সেইরূপ, স্ব-সৃষ্ট বিশ্ব-সংহারান্তে স্বীয় শক্তিসমূহের সহিত যিনি যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরকে প্রলয়ান্তে একদা বিবিধ বাক্যে প্রবোধিত করিতেছিলেন। শ্রুতিগণ কহিলেন,—জয় জয়, হে অজিত অচ্যুত! আপনি এই চরাচরাত্মক জীবনিবহের অবিদ্যা অপসারণ করুন। হে প্রভো! আপনি নিখিল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। অবিদ্যা জীবের মোহোৎপাদনের নিমিত্তই সগুণরূপে বিরাজিত; সুতরাং এই পরপ্রতারিণী স্বৈরিণীর সংহার সাধন আপনার অবশ্য কার্য্য। হে বিভো! আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজীবের সর্ব্বশক্তির উদ্বোধনকর্ত্তা আপনিই। অতএব আপনি ব্যতীত অবিদ্যানাশের শক্তি আর কাহার বিদ্যমান? প্রভু হে, এ তত্ত্ব-বার্ত্তা আমাদের অবিদিত নাই। সৃষ্ট্যাদিকালীন ভবদীয় মায়া-স্বরূপ এবং সত্য জ্ঞানানন্দময় অখণ্ড-নিত্য-স্বরূপ বেদবাক্যেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদে ইন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি দেববৃন্দেরও প্রাধান্য প্রতিপাদিত আছে বটে, কিন্তু ঐ সকল বেদমন্ত্র ইন্দ্রাদিকেও আপনারই স্বরূপে অবধারণ করিয়াছেন। যেমন মৃত্তিকাতেই ঘটের উৎপত্তি-লয় হয় এবং মৃত্তিকাই ঘটের শেষাবস্থা হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং ঘট যেমন মৃত্তিকাতিরিক্ত নয়, সেইরূপ অবিকারী ব্রহ্ম অর্থাৎ আপনা হইতেই সর্ব্বজীবের উৎপত্তি-লয় হয় এবং সকলেরই শেষাবস্থা আপনিই। এই জন্যই বলা যায়, ইন্দ্রাদিও আপনা হইতে অনতিরিক্ত; এই কারণেই বেদমন্ত্র ও ঋষিগণ আপনাতেই বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম সকল সংস্থাপন করেন। ফলতঃ, ভূচর প্রাণিবৃন্দ পাষাণ বা ইষ্টকাদি পদার্থের যাহার উপরই পদবিন্যাস করিতে পারিবে, তাহাই যেমন পৃথিবী আর এই সিদ্ধান্তই যেমন অভ্রান্ত, সেইরূপ যে কথা বা যে অক্ষরই কেন উচ্চারিত হউক না, তাহা আপনারই প্রতিপাদক। হে ত্রিগুণেশ্বর! তুমিই প্রকৃত পরমার্থ—ইহা বুঝিয়াই বিবেকিগণ ভবদীয় নিখিল লোক-পাপহারিণী কথামৃত-সাগরে অবগাহন

করেন এবং তৎক্ষণাৎ পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহারা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে রাগদ্বেষাদি যাবতীয় অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম ও জরা-যৌবনাদি কালধর্ম্মের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন এবং অখণ্ডানন্দ অনুভবস্বরূপ ভবদীয় স্বরূপ ভজনা করিতেছেন, তাঁহারা যে পাপ-তাপ হইতে চিরমুক্ত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ আছে কি ? মনুষ্যগণ আপনার ভক্ত হইলেই তাহাদের জীবন ধন্য হইয়া থাকে, অন্যথা ভস্ত্রার ন্যায় শুধুই কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস বহনশীল। কারণ যাঁহার অনুগ্রহে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে জীবদেহ উৎপাদন করে, অন্নময়াদি পঞ্চকোশের সহিত মিলিয়া গিয়া যিনি অন্নময়াদি পঞ্চকোশরূপে অনুভূত হন, যাঁহাকে অন্নময়াদি পঞ্চকোশের মূল বলিয়া অভিহিত করা হয়, যিনি স্থূল-সূক্ষ্ম পঞ্চকোশাতিরিক্ত এবং উহার সাক্ষি-স্বরূপে প্রতিভাত, এই পঞ্চকোশের চরম পরিণতি তিনিই। তিনিই সত্য—তিনিই সেই আপনি; সুতরাং আপনিই জীবের দেহ, অন্তঃকরণ প্রভৃতিতে ওত প্রোতভাবে বিরাজমান। এহেন অন্তরাত্মা পুরুষ আপনি আপনার অভক্ত জন কামাদি তুচ্ছ ফলেরও অধিকারী হইতে পারে না। ঋষিসম্প্রদায়ের পথে যাহারা রজঃকণাচ্ছন্ন দৃষ্টি সম্পন্ন, তাহারাই মণিপুরকস্থ ব্রহ্মের উপাসনাপরায়ণ; আরুণি-সম্প্রদায় বহু-নাড়ীময় হৃদয়ে বিরাজিত সূক্ষ্ম পরব্রহ্মের উপাসনাশীল। হে অনন্ত! জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠ সুষুম্না নাড়ীই আপনার উপলব্ধিক্ষেত্র, উহা হৃদয় হইতে মস্তকে সমুত্থিত; ঐ নাড়ীপথ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আর সংসার-পতন হয় না। হে ভগবন্! ভবৎসৃষ্ট দেহাদি নানাস্থানের আপনিই উপাদান-কারণ; এই হেতু তৎসমুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই আপনার সম্বন্ধসূত্র গ্রথিত। ইহাতে আপনার বাস্তবিক প্রবেশ-সম্ভাবনা যদিও নাই, তথাচ আপনি প্রবিষ্টবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন এবং অগ্নি যেমন নির্ব্বিশেষরূপে ইন্ধনের আকারভেদে নানারূপে প্রকাশমান হন, সেইরূপ আপনিও নূনাতিরিক্ত-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। নির্ম্মলচিত্ত বিবেকিগণ ঐহিক-পারলৌকিক কর্ম্মফলজনিত সেই সেই দেহাদিকে মিথ্যা এবং তদবস্থিত নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র ভবদীয় স্বরূপকেই সত্য বলিয়া বিদিত হন। আপনি সর্ব্ব-শক্তিমান; যিনি মনুষ্যাদি জীবের স্ব স্ব কর্ম্মার্জ্জিত দেহ প্রভৃতিতে বিরাজিত ও যাবতীয় কার্য্য-কারণরূপ আচরণ-শূন্য, পণ্ডিতগণ সেই পুরুষকে আপনারই অংশস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করেন। পৃথিবীর পণ্ডিত-সম্প্রদায় এইরূপ মনুষ্যতত্ত্ব অবগত আছেন, তথাচ বিচার-আলোচনা করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ভবদীয় চরণই সেবা করেন; কেন না, উহার সংসারনিবৃত্তির কারণ এবং নিখিল কর্ম্ম-সমর্পণের একমাত্র স্থান।

হে ঈশ! আপনি দুরধিগম আত্মতত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত মানবরূপে অবতীর্ণ। ভবদীয় পবিত্র-চরিত্র-রূপ মহাসুধা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া যাঁহারা শ্রান্তি-বিরহিত হইয়াছেন এবং আপনার শ্রীচরণ কমলের হংসরূপী ভক্তপ্রবরদিগের সঙ্গ-লাভে যাঁহারা গৃহত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তি কামনাও করেন না ভবদীয় সেবাকার্য্যের উপযুক্ত এই দেহকেই তাঁহারা আত্মার ন্যায়, বন্ধুর ন্যায় ও প্রিয়জনের ন্যায় বিবেচনা করেন। কিন্তু লোক সকল এতই মূঢ় যে, আপনি অনুগ্রহশীল, হিতৈষী ও পরমপ্রিয় আত্মা হইলেও তাহারা দেহাদি উপাসনায় প্রমত্ত হইয়া আপনার উপাসনায় পরাঙ্মুখ হয়। আহা রে! নিদ্রিতকর্ম্মা দেহিগণ এই দেহাদি অসৎপদার্থের পরিচর্য্যায় তন্ময় হইয়াই সতত সংসারচক্রে ঘুরিতেছে। প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মুনিগণ সুদৃঢ় যোগাবলম্বনে হৃদয়-মধ্যে যে পরমতত্ত্ব ধ্যান করিয়া থাকেন, আপনাকে বহুবার স্মরণ করিয়া আপনার শত্রুগণও সে তত্ত্বলাভে

বঞ্চিত নহে। আপনার সুদীর্ঘ-ভুজযুগলালিঙ্গিতা মদনাবেশ-বিবশা রমণীগণ, আর আপনার চরণকমলের সুধারস-লুব্ধ সমদর্শী আমরা—এই উভয় শ্রেণীর লোকই আপনার নিকট তুল্য। আপনি সৃষ্টিরও পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ; যাহারা পরবর্ত্তী কালে উৎপন্ন ও বিনাশশীল, তাহাদের মধ্যে কেই বা আপনাকে অবগত হইতে পারে? ব্রহ্মা আদি ঋষি; আপনিই তাঁহার উৎপাদক। ব্রহ্মার পর যাঁহারা আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দেবতা, তাঁহাদেরও উৎপাদন কর্ত্তা আপনিই। আপনি যখন প্রলয়ে এই ত্রৈলোক্য উপসংহৃত করিয়া নিদ্রিত হন, তখন স্থূল-সূক্ষ্ম-স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক দেহ, কালকৃত বৈশম্য বা ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কিছুই থাকে না, শাস্ত্র শাসনও অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাঁহারা অসৎ জগতের উৎপত্তিবাদী, যাঁহারা ব্রহ্মত্বের উৎপত্তিবক্তা, স্বরূপতঃ অবস্থিত একবিংশতি প্রকার দুঃখ-ধ্বংসই যাঁহাদের মতে মুক্তি, যাঁহারা আত্মাকে জগৎ হইতে পৃথক্ নির্দ্দেশ করেন এবং যাঁহাদের মতে কর্ম্মফলই সত্য, সেই সেই বৈশেষিক, পাতঞ্জল, সাংখ্য, ন্যায় এবং মীমাংসা-মতবাদিগণের উপদেশ আরোপিত ভ্রান্তিরই ফলমাত্র; উহার ভিতর বস্তুগত্যা তত্ত্ব নির্ণয় নাই। এরূপ ভেদজ্ঞান আপনার স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে ভ্রান্তপুরুষেরই ত্রিগুণময়ত্ব প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আপনি জ্ঞানঘন সঙ্গ-শূন্য। এই জড়জীব-প্রপঞ্চ মনোমাত্র বিলসিত ত্রিগুণজড়িত, উহা প্রকৃতপক্ষে অসত্য হইলেও আপনাতে অধিষ্ঠিত বলিয়াই আপনার সত্যতায় সত্যবৎ অনুভূত হয়। যাঁহারা আত্মতত্ত্ববেত্তা, তাঁহারা এই প্রপঞ্চ আত্মা হইতে অভিন্ন জানিয়া ইহাকে আত্মস্বরূপেই সত্য বলিয়া অনুভব করেন। আত্মা যখন এই স্বপরিচিত জগতের কারণরূপে অনুপ্রবিষ্ট, তখন ইহা ত' আত্ম-স্বরূপে অবধারিত হওয়াই সম্ভবপর। যে ব্যক্তি কনক অন্বেষণ করে, সে যদি কনকবিকার কুণ্ডলাদি প্রাপ্ত হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করে না; কেন না, উহা কনকেরই রূপান্তর মাত্র।

হে ঈশ! আপনি নিখিলভূতের নিবাসভূত—এইরূপ মনে করিয়া যাঁহারা আপনার পরিচর্য্যায় নিয়ত, তাঁহারাই হেলায় মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকেন। আর যাহাদের আপনার প্রতি ভক্তি নাই, তাহারা যতই পণ্ডিত হউক, আপনি তাহাদিগকে পশুবৎ বন্ধন করিয়া থাকেন। আপনার প্রতি যাঁহারা প্রেম স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই নিজেকে এবং অন্যকে পবিত্র করেন; অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব। আপনি নিরিন্দ্রিয় হইয়াও নিখিল ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রবর্ত্তক; কেন না, অন্য-নিরপেক্ষ হইয়াই স্বয়ং আপনি দীপ্তিমান্। মণ্ডলাধিপতিগণ প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া যেমন সার্ব্বভৌম সম্রাট্‌কে কর প্রদান করেন, লোকপ্রদত্ত হব্য-কব্য-ভোজী অবিদ্যাবিজড়িত ইন্দ্রাদিদেবগণ ও ব্রহ্মাদি-প্রজাপতিগণও সেইরূপ আপনাকে পূজোপহার অর্পণ করিয়া থাকেন। আপনার নিযুক্ত লোক-পালগণ আপনার ভয়েই স্ব স্ব অধিকার রক্ষা করেন। হে নিত্যযুক্ত! আপনি মায়াতীত; পরন্তু ঐ মায়ার সহিত দর্শনলেশমাত্রে যখন আপনার ক্রীড়া হয়; তখনই এই চরাচরাত্মক জগতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আপনার এই মায়াদর্শনজনিত কর্ম্ম বা লিঙ্গশরীরে জীবগণের মুক্তি ঘটিয়া থাকে। কর্ম্ম বা লিঙ্গশরীরের আবির্ভাব ব্যতিরেকে জীবসৃষ্টির এরূপ বৈষম্য ঘটিত না; কারণ, আপনি পরমকারুণিক, আকাশবৎ সর্ব্বত্রই আপনার সমভাব, আপনি নির্লিপ্ত ও অবাঙ্‌মনস্-গোচর, আপনার আত্মীয় বা অনাত্মীয় ত' কেহই নাই। হে সনাতন! জীবাত্মগণ যদি অনন্ত ও জীবস্বরূপে নিত্য, তবে ত' তাঁহাদের সকলেরই সমতা হইত—শাস্ত্য-শাসকভাব থাকিত না। আপনাকেও তাঁহাদের

নিয়ন্তা বলা যাইত না। কিন্তু ইহার বৈপরীত্যেই আপনার নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার্য্য; কেন না, যাঁহা হইতে জীবের জন্মলাভ, তিনি ত' জীবের অপরিহার্য্য কারণ এবং জীবের নিয়ন্তা বলিতে তাঁহাকেই বলা যায়। তিনি যে কে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে আমরা অক্ষম; তবে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান; ইহা জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণও জানেন না। তিনি বাস্তবিকই অজ্ঞাত বস্তু, এ বিষয়ে আরও একটা কারণ এই যে, জ্ঞাতবস্তু মাত্রেরই কোন না কোন দোষ বিদ্যমান; তিনি কিন্তু নির্দ্দোষ। বস্তুতঃ প্রকৃতি বা পুরুষ এ উভয়ের কেহই জীবরূপে উৎপন্ন হন না; কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—প্রকৃতি পুরুষ অজ; এ সম্বন্ধে অন্য যুক্তিও আছে। প্রকৃতি পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ বৈশিষ্ট্য-বশেই প্রাণাদি যুক্ত জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ জল ও বায়ু এই উভয়দ্বারাই উৎপন্ন জলবুদ্‌বুদের উল্লেখ করা যায়। জীবের বাস্তব জন্ম নাই, আপনি কারণাত্মা; জীব আপনাতেই বিবিধ নাম, গুণ ও নানা কার্য্য উপাধির সহিত বিলীন হইয়া থাকে। মধুমক্ষিকা নানা কুসুমরস আহরণ করিয়া একত্র সঞ্চয় করে; কিন্তু ঐ সঞ্চিত মধুরাশিতে যেমন কুসুমরসের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হয় না, সুষুপ্তি ও প্রলয়ে আপনাতে যে জীবসমূহের বিলয়, তাহাও সেইরূপই। তত্ত্বজ্ঞানফলে আপনাতে যে উহাদের বিলয়, তাহা সাগরে সরিৎ-সম্মিলনেরই অনুরূপ। ভবদীয় মায়াবিলসিত এ সংসারচক্রে সমস্ত জীবই ঘুরিতেছে—এই অবস্থা দর্শনে বিবেকিগণ আপনারই অনুবর্ত্তন করেন; কেন না, আপনিই যে সংসার-নিবর্ত্তক। আপনার অনুবর্ত্তনে সংসারভয় ঘুচিয়া যায়। এক একটী সংবৎসর ভবদীয় ভ্রূকুটীভঙ্গী-স্বরূপ; উহা আপনাকে ভক্তিবিমুখ ব্যক্তিগণেরই ভয়োৎপাদন করে। যে চিত্ত-তুরঙ্গ অতিচঞ্চল—বহিরিন্দ্রিয় ও প্রাণজয় করিয়াও যাহাকে বশীভূত করা যায় নাই, শ্রীগুরুচরণের শরণাপন্ন না হইয়া তাহাকে জয় করিতে যাইলে, সমুদ্রবক্ষে কর্ণধারহীন পোতস্থ নিরুপায় বণিগ্‌বৃন্দের ন্যায় বহুবিঘ্ন-সঙ্কুল অবস্থায় পড়িয়া সংসারপ্রবাহে তাহাকে ভাসিয়া বেড়াইতে হয়। আপনি সর্ব্বানন্দময় পরমাত্মা; আপনি থাকিতে আপনার ভক্ত-সম্প্রদায়ের স্বজন, পুত্র, দেহ, পত্নী, ধন, গৃহ, পৃথিবী, প্রাণ এবং যানাদি তুচ্ছ বস্তুসমূহে আর প্রয়োজন কি? এই নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিয়া যাহারা স্ত্রী-সঙ্গ-সুখে প্রমত্ত হয়, এই নিসর্গ-নশ্বর অসার সংসারে তাহাদিগকে প্রকৃত সুখী করিবার শক্তি কাহারও নাই। যে সকল নিরহঙ্কার ঋষি সতত হৃদয়ে আপনার পদারবিন্দের ধ্যান ধারণা করেন, এবং ভবদীয় পাদোদক যাঁহাদের পাপরাশির বিনাশক, ভগবদ্ভক্তগণের অগ্রণী গুরুগণের আশ্রমে তাঁহারাও সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা গৃহে বাস করেন না; কেন না, উহাই পুরুষের বিবেকাদি অন্তঃসার নাশ করিয়া দেয়।

বলা বাহুল্য, আপনি নিত্যানন্দময় পরমাত্মা-পুরুষ; আপনাতে যাঁহারা একবারও মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা আর পাপগৃহে আসক্ত হইতে চাহেন না। এ জগৎ 'সৎ' হইতেই সমুৎপন্ন; সুতরাং ইহাও 'সৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম। এইরূপ ব্যাপ্তি তর্কবিরুদ্ধ; কারণ, ইহাতে ব্রহ্ম ও জগতের কার্য্য-কারণ-ভাব-প্রসঙ্গে ব্রহ্ম ও জগতের ভেদসিদ্ধি হইয়া দাঁড়ায়। যদি কেহ তর্ক তুলেন যে, এ ব্যাপ্তিদ্বারা ব্রহ্ম জগতের অভেদ-প্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু কার্য্য-কারণের অভিন্নতাই আমরা দেখাইতে চাই—এইরূপ উক্তিতেও আমাদের বক্তব্য, এই ব্যাপ্তি অব্যভিচারী হইতে পারে না; সুতরাং এই ব্যাপ্তি অসিদ্ধ। পুত্র পিতা হইতে উৎপন্ন হই-লেও সে পিতা হইতে ভিন্ন—এই স্থলেই এ ব্যাপ্তির

ব্যভিচার দেখা যায়। যদি কেহ বলেন হে—'উৎপন্ন' শব্দে উপাদান কারণ হইতে যে প্রসূত হয়, তাহাকেই বুঝায়,—ফলে উপাদান-কারণ কার্য্য হইতে অভিন্ন, ইহাই বলা যায়; এরূপ উক্তিতেও বাধ আছে, বলিতে পারি। দৃষ্টান্ত—রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়; এই ভ্রম সর্পের উপাদান রজ্জু 'সৎ', এস্থলে ঐ সর্পকেও কি 'সৎ' বলা যাইবে? বস্তুতঃ তাহা বলা যায় না। উত্তরে কেহ যদি আপত্তি করিয়া বলেন, এক্ষেত্রে রজ্জুই যে কেবল সর্পের উপাদান, সেরূপ বলা চলে না,—ঐ রজ্জুর সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ আছে, ইহাই বলিতে হইবে; সুতরাং সর্পের অসত্তাই সিদ্ধান্ত। এক কথায় আমরাও বলিতে পারি,—জগতের যাহা উপাদান তাহাও অবিদ্যাযুক্ত; সুতরাং ভ্রমাত্মক সর্পের ন্যায় এই জগতেরও মিথ্যাত্বই সিদ্ধান্ত। তবে জগৎ-সম্বন্ধে অন্ধ-পরম্পরাক্রমে সংসারের প্রচলিত ব্যবহার-নির্ব্বাহক যে একটা ভ্রম আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। হে ভগবন্! ভবদুক্ত বেদবাক্য কর্ম্মশ্রদ্ধাভারে আক্রান্ত মন্দমতিদিগের মোহোৎপাদন করে। এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না, প্রলয়েও থাকিবে না; সুতরাং সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে আপনাতে যে ইহার প্রকাশ, এই প্রকাশও স্বরূপতঃ মিথ্যা বই আর কিছুই নয়। এই কারণেই শ্রুতিতে ইহার উপমা মৃত্তিকা-স্বর্ণাদির বিকার ঘট-কুণ্ডলাদির সহিতই প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে ঘটকুণ্ডলাদির সত্তা যেমন নাম মাত্র, এই জগতের সত্তাও সেইরূপই। এই জগৎ মনোবিজৃম্ভিত সত্য; ইহাকে যাহারা সত্য বলিয়া ধারণা করে, তাহারা মূঢ় বই আর কি? জীব মায়ার প্রভাবে অবিদ্যাযুক্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয়দিগকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাদেরই স্বারূপ্য ভজনা করেন; এই কারণেই তাঁহার স্বাভাবিক আনন্দ-স্বরূপত্ব আবৃত থাকিয়া যায় এবং সংসারে তিনি ঘুরিতে থাকেন। হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিন্! সর্প যেমন নিজদেহস্থ কুঞ্চুককে আপনার বলিয়া তৎপ্রতি আস্থা রাখে না, আপনিও তেমনি আপনার আত্মস্থ মায়াকে আত্মগুণ বলিয়া অপেক্ষা করেন না। হে অপারৈশ্বর্য্য! অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি যে প্রসিদ্ধ অষ্টৈশ্বর্য্য, তাহাদেরও আপনি পূজিত।

ভগবন্! যিনি যতই সংযমী হউন, হৃদয়ের বাসনা যদি তিরোহিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে কণ্ঠলগ্ন বিস্মৃত মণি যেমন অপ্রাপ্তের ন্যায়ই রহিয়া যায়, সেইরূপ আপনি হৃদয়স্থ রহিলেও, তাদৃশ কুযোগিগণের পক্ষে দুর্লভই থাকিয়া যান। তথাবিধ ইন্দ্রিয়াসক্ত অথচ যোগাভ্যাসশীল ব্যক্তিবর্গের উভয়দিকেই দুঃখভোগ অনিবার্য্য; ধনার্জ্জনাদির ক্লেশ ও ভোগ-বৈভবের আবির্ভাবাশঙ্কায় ইহলোকে দুঃখ, আর স্বীয় স্বরূপ-প্রাপ্তির অঘটনায় ধর্ম্মপরিহার-নিবন্ধন ভবদীয় দণ্ডানুযায়ী পরলোকে নরকভোগ—এই দুইদিকেই দ্বিবিধ দুঃখ-ভোগ হইয়া থাকে। হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্! আপনাকে যিনি জানিয়াছেন, আপনার সৃষ্ট কর্ম্মফল—সুখ-দুঃখ সম্বন্ধের তিনি অতীত। তিনি দেহাভিমানীদিগের বিধি নিষেধাত্মক বাক্যের অনুবর্ত্তন করেন না; কেন না, আপনি সাধুসম্প্রদায়ানুসারে মানবগণের কর্ণপথগত হইয়াও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং বিধিনিষেধবাক্য না মানিলেও তাঁহাদের বাস্তব ক্ষতি নাই। অনন্ত আপনি, ব্রহ্মাদিলোকেরাও আপনার অন্ত পাইতে পারেন নাই; বলিতে কি, আপনি নিজেও নিজের অন্ত পান নাই। হে দেব! ব্রহ্মাণ্ড সপ্তাবরণময়, ইহা আকাশগত ধূলিকণার ন্যায় আপনাতেই যুগপৎ ভ্রমণ-পরায়ণ। শ্রুতিবাক্য সকল আপনাতেই পরিসমাপ্ত; তাহারা 'তন্ন তন্ন' করিয়া তাৎপর্য্য-ক্রমে আপনাকেই প্রতিপাদন করিতেছে।

ভগবান্ বলিলেন,—ব্রহ্মনন্দনগণ এইরূপে আত্মানুশাসন শ্রবণ করিয়া আত্মার গতি অবধারণপূর্ব্বক সনন্দনকে অভিনন্দন ও বন্দনা করিতে

লাগিলেন। পূর্ব্বতন ব্যোমচার ঋষিগণ এইরূপে অশেষ শ্রুতি-পুরাণ রহস্যের তাৎপর্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। হে নারদ! তুমি শ্রদ্ধার সহিত যদুবংশীয়দিগের এই নিখিল কামপ্রদ আত্মানুশাসন হৃদয়ে অবধারণ করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে থাক।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী দেবর্ষি নারদ গুরুর আদেশক্রমে শ্রদ্ধার সহিত শ্রুতার্থ সকল হৃদয়ে অবধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং বলিলেন,—যিনি সর্ব্বপ্রাণীর সংসারবন্ধন ছিন্ন করিবার নিমিত্ত অংশ-কলা ধারণ করিয়া অবতীর্ণ, সেই পুণ্যকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমার নমস্কার। এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ তখন আদ্য ঋষি নারায়ণ ও তাঁহার মহানুভব শিষ্যদিগকে প্রণাম করিয়া মৎ-পিতা দ্বৈপায়নের আশ্রমে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া মৎপিতা-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইলেন, এবং যোগাসনে উপবেশন করিয়া সমস্ত কৃষ্ণচরিত বর্ণন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনির্দ্দেশ্য নির্গুণ পরব্রহ্মে মন কিরূপে বিচরণ করিয়া থাকে আপনার এই কৃতপূর্ব্ব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর বিবৃত করিলাম। এই বিশ্বের যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কর্ত্তা, যিনি প্রকৃতি-পুরুষের মূল কারণ, এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ইহাতে যিনি অনুপ্রবিষ্ট, স্বনির্ম্মিত ভোগায়তনের যিনি শাস্তা, যাঁহার চরণকমল লাভ করিয়া জীবগণ মায়া-মুক্ত হন্ এবং সুপ্ত ব্যক্তি যেমন অন্য-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়—নিজে কাহাকেও দেখিতে পায় না, সেইরূপ যিনি সর্ব্বদর্শী ও অপ্রচ্যুত-স্বরূপ অবস্থায় মায়াতীত, সেই অভয়বরদাতা শ্রীহরিকে আমি নিয়ত ধ্যান করি।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সুর, অসুর ও নরগণের মধ্যে যাঁহারা ভোগ-বাসনা-বর্জ্জিত ভবদেবের ভজনা করেন, তাঁহারাই প্রায়শঃ ধনী ও ভোগী হইয়া থাকেন; পরন্তু যাঁহারা নিখিল ভোগাস্পদ কমলা-পতির ভজনা করেন, তাঁহারা ত' সেরূপ নহেন। বলুন, ইঁহার কারণ কি? আমরা এবিষয়ে অতীব সন্দিহান হইতেছি। বিরুদ্ধ চরিত্র প্রভুদিগের সেবানিরত ব্যক্তিগণের এইরূপ বিরুদ্ধ ফললাভ কেন হইয়া থাকে?

শুকদেব বলিলেন,—হে নৃপ! শিব সতত শক্তিযুক্ত, গুণাচ্ছন্ন ও ত্রিলিঙ্গ। অহঙ্কার ত্রিবিধ,—বৈকারিক, তৈজস ও তামস; একারণ মহাদেব ত্রিলিঙ্গ নামে অভিহিত। ইহা হইতেই দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন, এই ষোড়শ বিকার সমুৎপন্ন। এই সমুদয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিকারোপাধির ভজনাতেই উপাধির অনুরূপ বিভূতি-সমূহের লাভ করা যায়। শ্রীহরি গুণাতীত, প্রকৃতির পরপারবর্ত্তী, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বসাক্ষী; তাঁহার সেবায় নির্গুণতাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনার পিতামহের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তিনি ভগবদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করেন; ঐ সময় তিনি অচ্যুতকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অচ্যুত মানব-মুক্তির জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ, তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান্; তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনিয়া প্রীত-চিত্তে তৎসমীপে তাহা বর্ণন করিয়াছিলেন। ভগবান্ বলিয়াছিলেন—আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, অল্পে অল্পে তাহার ধন হরণ করিয়া

লই, দুঃখের উপর দুঃখভোগই তাহার হইতে থাকে, তখন উহার আত্মীয়-স্বজন আপনা হইতেই উহাকে ছাড়িয়া যায়। অতঃপর সে যখন ধন চেষ্টায় ব্যর্থ-মনোরথ হয় এবং নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সহিত মৈত্রী-বন্ধন করে, আমি তখনই তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকি। ব্রহ্ম পরম সূক্ষ্ম, জ্ঞানমাত্র, সৎ ও অমৃত; ধীর ব্যক্তি তাঁহাকেই আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া সংসার-মুক্ত হন। আমি দুরারাধ্য বলিয়াই লোকে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য আশু বরপ্রদ দেবতার আরাধনা-পরায়ণ হয়। আশুপ্রসন্ন দেবগণের নিকট রাজশ্রী লাভ করিয়া সেই সেই-সেবকেরা উদ্ধত, মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া উঠে, অবশেষে সেই সেই বরদাতাদিগকেও বিস্মৃত হয়; এমন কি, অনেকে অবজ্ঞাও করিয়া থাকে।

শুকদেব বলিলেন—নরেন্দ্র! ব্রহ্মাই কি, বিষ্ণুই কি, মহাদেবই কি, সকল দেবতাই শাপ-প্রসাদ বা নিগ্রহ-অনুগ্রহের অধীশ্বর; তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও শঙ্কর-সর্ব্বদাই শাপ বা প্রসাদ বিতরণে উন্মুখ, কিন্তু বিষ্ণুর ব্যবহার বিপরীত। পুরাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে একটা ইতিহাস বলিয়া থাকেন। পুরাকালে গিরিজাপতি বৃকাসুরকে বরদান করিয়াছিলেন; এই বরদানের ফলে তিনি যে সঙ্কট-অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সেই ইতিহাসই বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্ম্মতি বৃকাসুর শকুনির পুত্র; সে একদিন পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই দেবত্রয়ের মধ্যে কোন দেব আশুতোষ? নারদ উত্তর করিলেন,—দেব গিরিশের আরাধনা কর, সত্বর সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে; তাঁহার সন্তোষ বা ক্রোধ অল্পমাত্র গুণ-দোষেই হয়। শঙ্কর দশানন ও বাণাসুরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলেন; কিন্তু এই সন্তোষ বা প্রসন্নতার ফলে তাঁহাকেই অবশেষে সঙ্কটে পতিত হইতে হইয়াছিল। দেবর্ষির মুখে এই তথ্য শুনিয়া বৃকাসুর কেদারতীর্থে গমন করিল এবং তথায় প্রজ্বলিত অনলে স্বীয় গাত্রমাংস আহুতি প্রদান করিয়া শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিল। সপ্তাহ-কাল দৈত্য এইরূপ আরাধনা করিল, তথাপি মহাদেব-দর্শন মিলিল না; তখন নির্ব্বেদ বশতঃ বৃকাসুর কেদার-তীর্থজলসিক্ত স্বীয় মস্তক কুঠার-দ্বারা ছেদন করিতে উদ্যত হইল। পরমকারুণিক ধূর্জ্জটি, তৎক্ষণাৎ হোমানল হইতে অনলের ন্যায় উত্থিত হইয়া উভয় হস্তে তদীয় উভয় হস্ত ধরিয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন। শঙ্কর কর স্পর্শে বৃকাসুর আনন্দোৎফুল্ল হইল। শঙ্কর কহিলেন,—অসুর! নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও; তোমার অভিলষিত বর আমি প্রদান করিতেছি! শরণাপন্নগণের প্রতি নিয়তই আমি দয়াবান্। অহো! বৃথা আত্মক্লেশে তুমি উদ্যত। ইহা শুনিয়া সেই পাপিষ্ঠ অসুর শঙ্করের নিকট সর্ব্বভূত-ভয়াবহ বর প্রার্থনা করিল। তাহার প্রার্থনীয় বর হইল—আমি যাহার মস্তক স্পর্শ করিব, সেই যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হে কুরুবর! মহাদেব এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল দুর্ম্মনা হইয়া রহিলেন; পরে 'তথাস্তু' বলিয়া ঐ বরই তাহাকে প্রদান করিলেন। এই বরদান-ব্যাপার সর্পকে অমৃতদানের ন্যায় হইয়া গেল। বর-প্রাপ্ত অসুর তখন পরীক্ষার নিমিত্ত বরদাতা শঙ্করের মস্তকেই করস্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। শঙ্কর আত্মকৃত কর্ম্ম হেতুই ভীত হইলেন। তিনি ভীত-ত্রস্ত হইয়া কম্পিতকায়ে উত্তর দিক্ ধরিয়া ধাবিত হইতে লাগিলেন, ক্রমে ভূতল ও স্বর্গের অন্তসীমায় গমন করিলেন। অসুরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। অন্য সুরেশ্বরগণ ইহার প্রতিবিধান কিছুই না দেখিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। যথায় সর্ব্বত্যাগী

শান্ত—সাধুগণের পরমগতি সাক্ষাৎ নারায়ণ বিরাজমান এবং যেখানে যাইতে পারিলে জীবের আর পুনরাবৃত্তি ঘটে না, দেবদেব আশুতোষ অবশেষে সেই বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হইলেন। দুঃখহারী হরি শঙ্করকে তথাবিধ ত্রস্ত-ব্যস্ত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ যোগমায়াবলে বটুকবেশ ধারণ করিলেন এবং মেখলা, অজিন, কুশ, দণ্ড ও অক্ষ লইয়া তেজঃ-প্রোজ্জ্বল-দেহে অসুর-সমীপে আসিলেন। অসুর তাঁহাকে সবিনয়ে অভিবাদন করিল। ভগবান্ বলিলেন,—হে শকুনি-নন্দন! তুমি দূরপথ-পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত বলিয়াই লক্ষিত হইতেছে; এক্ষণে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর। আত্মাই পুরুষের সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক; অতএব তাহাকে ক্লিষ্ট করিও না! হে পুরুষবর! কি কার্য্য তোমার অভীষ্ট? যদি আমাদিগকে শুনাইতে কোন বাধা না থাকে, তবে প্রকাশ করিয়া বল; আমি তাহা পূর্ণ করিব।

শুকদেব বলিলেন,—ভগবানের অমৃতবর্ষিণী কথায় এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া অপনীত শ্রম অসুর তাহার অতীত ও বর্ত্তমান কার্য্য ভগবানের নিকট নিবেদন করিল। ভগবান্ তৎ-শ্রবণে বলিলেন,—এ অসম্ভব বর; শঙ্কর সত্যই যদি এরূপ বর দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কথায় আমরা আর বিশ্বাস করিব না। শঙ্কর দক্ষশাপে পৈশাচিকবৃত্তি অবলম্বনে পিশাচদিগেরই রাজা হইয়াছেন। তাঁহাকে জগদ্-গুরু-জ্ঞানে যদি তাঁহার কথায় তোমার আস্থা থাকে, তবে নিজ মস্তকে হস্তার্পণ করিয়াও ত' পরীক্ষা করিতে পার। যদি শঙ্করদত্ত বর মিথ্যা হইয়া যায়, তবে পরীক্ষান্তে সেই অসত্যবাদী শঙ্করকে তোমার পরাস্ত করাও ত' অসম্ভব হইবে না। তোমার হস্তে পরাস্ত হইলে এরূপ অনৃতবাক্য তিনি আর বলিবেনও না। ভগবদুক্ত ঈদৃশ কোমল ও বিচিত্র বাক্যে অসুর হতবুদ্ধি হইল; সে বিস্মিতভাবে নিজমস্তকেই হস্ত স্থাপন করিল। তৎক্ষণমাত্রই অসুরের মস্তক ছিন্ন হইল, সে বজ্রাহতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। এই ব্যাপারে স্বর্গে 'জয় জয়' ধ্বনি, 'সাধু সাধু' বাণী ও 'নমো নমঃ' শব্দ উত্থিত হইল; পাপ বৃকাসুরের পতনে প্রহৃষ্ট হইয়া দেব, ঋষি, পিতৃ ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শঙ্করও সঙ্কট-মুক্ত হইলেন। তখন পুরুষোত্তম বিষ্ণু শঙ্কর সমীপে আসিয়া কহিলেন,—অহো! পাপ বৃকাসুর নিজ পাপেই নষ্ট হইয়াছে! হে ঈশ্বর! মহদ্ব্যক্তি-দিগের প্রতি অপরাধ করিয়া কোন্ ব্যক্তি শ্রেয়োলাভ করিতে পারে? আপনি চরাচরগুরু; আপনার নিকট যে দুর্ব্বৃত্ত অপরাধী হয়, তাহার কথা আর বলাই বাহুল্য।

হে নৃপ! শ্রীহরি অবাঙ্মনসগোচর অসীম শক্তিধর সাক্ষাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বর। তৎকৃত এই শিবমোচন-বার্ত্তা যিনি শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি শত্রুহস্ত হইতে—এমন কি, এই ভব-বন্ধন হইতেই মুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

ঊননবতিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে ভূপতে!। একদা সরস্বতী-তীরে ঋষিগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মনে এইরূপ এক বিতর্ক উপস্থিত হইল যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই দেবত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব কে? ঋষিরা এই তত্ত্ব জানিতে সমুৎসুক হইয়া ব্রহ্ম-নন্দন ভৃগুকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, আপনি এই বিষয় অবগত হইয়া আসুন। মহাত্মা ভৃগু তদনুসারে অগ্রে ব্রহ্মসভায় গমন করিলেন এবং পরীক্ষার্থ ব্রহ্মাকে স্তব বা প্রণাম কিছুই করিলেন না। ইহাতে কমল যোনি ব্রহ্মা নিজতেজে অতিমাত্র প্রজ্বলিত হইয়া ভৃগুর প্রতি কুপিত হইলেন। আত্মজের প্রতি আত্ম যোনি ব্রহ্মার যে কোপ উদ্রিক্ত হইল, তাহা জলদ্বারা অগ্নির ন্যায় আপনা-দ্বারাই আপনি প্রশমিত করিলেন ভৃগু অতঃপর ব্রহ্মলোক হইতে কৈলাসে গমন করিলেন। মহেশ্বর দেব ভৃগুকে দেখিয়া সানন্দে উত্থিত হইলেন এবং ভ্রাতা ভৃগুকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন; কিন্তু ভৃগু তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া তিরস্কার করিলেন। ইহাতে রুদ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধকষায়িত-নয়নে শূল উদ্যত করিয়া ভৃগুকে বধ করিতে উপক্রম করিলেন। দেবী শঙ্করী তখন পতি-পাদ-তলে পতিত হইয়া বাক্য-দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। ভৃগু এইবার বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। সেখানে দেবদেব জনার্দ্দন তখন কমলার ক্রোড়ে শয়ান ছিলেন। ভৃগু তথায় উপস্থিত হইয়াই তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন। তখন সাধুজন-শরণ্য ভগবান্ লক্ষ্মীপতি লক্ষ্মীর সহিত গাত্রোত্থান করিয়া সহসা শয্যা হইতে নামিলেন এবং সসম্ভ্রমে ভৃগুমুনিকে নমস্কার করিলেন; বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার সুখাগমন হইয়াছে ত'? এই আসনে উপবেশন করুন। আপনার আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বে আমরা জানি নাই। প্রভু হে-আমাদিগকে ক্ষমা করুন। ভগবন্। আপনাদের পাদোদক তীর্থ-সমূহেরও পবিত্রতাকর; আপনি সেই পাদোদক-দানে আমাকে এবং আমার অনুগত লোক-পালদিগকে পবিত্র করুন। অদ্য আমি একমাত্র শোভা সৌন্দর্য্যের আস্পদ হইলাম; আপনার এই পদ-চিহ্ন মদীয় বক্ষঃস্থলে বিভূতিরূপে বিরাজ করিবে।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! বিষ্ণু এইকথা কহিলে ভৃগু তদীয় গম্ভীর বাক্যে তর্পিত ও আনন্দিত হইয়া মৌনাবলম্বনে রহিলেন। তাঁহার চিত্ত ভক্তি-চঞ্চল হইল, নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অতঃপর তিনি সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ-সমক্ষে স্বীয় পরীক্ষালব্ধ ফল নিঃশেষরূপে বর্ণন করিলেন। ঋষিগণ তৎ-শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত ও সন্দেহমুক্ত হইলেন। তাঁহারা অভয়দাতা ও শান্তি-বিধাতা সেই একমাত্র বিষ্ণুকেই প্রধানতম বলিয়া নিশ্চয় করিলেন এবং বলিলেন,—যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-মূর্ত্তি, যাঁহা হইতে জ্ঞানসঞ্চার হয়,—চতুর্বিবধ বৈরাগ্য, অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য ও আত্মমালিন্যহর যশ যাঁহারই প্রসাদে লাভ করা যায়,—যিনি শান্ত,- সমচিত্ত, অকিঞ্চন মুনিগণের একমাত্র আশ্রয়, সত্ত্ব যাঁহার প্রিয়-মূর্ত্তি, ব্রাহ্মণ যাঁহার ইষ্টদেবতা এবং নিষ্কাম, শান্ত, নিপুণ-বুদ্ধি মহাত্মাগণ যাঁহার ভজনা করেন, সেই ভগবানের গুণময়ী মায়াদ্বারাই রাক্ষস, অসুর ও দেবতা—এই ত্রিবিধ আকার সৃষ্ট হইয়াছে; তিনিই সকল পুরুষার্থের হেতু।

শুকদেব বলিলেন,—সরস্বতী তীরবাসী মুনিগণ

মনুষ্যগণের ভবভয়-নাশের নিমিত্ত এইরূপই নিশ্চয় করিয়া সেই পরমপুরুষের পাদপদ্ম-সেবনেই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

সূত বলিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই পরমপুরুষের যশোরাশি ব্যাস-নন্দনের মুখকমল-সৌরভে আমোদিত অমৃতস্বরূপ, উহা ভবভয়নাশের একমাত্র মহৌষধ! সেই প্রশস্ত যশ যে পথিক শ্রবণপুটে পান করেন, তাঁহাকে আর সংসারপথে ভ্রমণহেতু শ্রম-শ্রান্ত হইতে হয় না।

শুকদেব বলিলেন,—হে ভরতবংশাবতংস। একদা দ্বারকাবাসিনী জনৈকা বিপ্রপত্নীর সন্তান ভূমিষ্ট হইবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ব্রাহ্মণ সেই মৃতপুত্র লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে দুঃখের সহিত কহিতে লাগিলেন,—রাজা ক্ষত্রিয়াধম; তিনি ব্রহ্মদ্বেষী, শঠমতি ও লোভাসক্তচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারই কর্ম্মদোষে আমার পুত্র অকালে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে। হিংসারত দুশ্চরিত্র অজিতেন্দ্রিয় রাজাকে ভজনা করিলে প্রজাগণ দরিদ্র ও দুঃখিত হইয়া দারুণ কষ্টে কাল যাপন করে। এই ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুত্রও ঐরূপে মৃত্যুগ্রস্ত হইলে তিনি তাহাদিগকেও রাজদ্বারে ফেলিয়া রাখিয়া পূর্ব্ববৎ ভর্ৎসনা বাক্যই প্রয়োগ করিলেন। ক্রমে এক একটী করিয়া ব্রাহ্মণের নয়টি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইল; ব্রাহ্মণ প্রত্যেক বারই ক্ষত্রিয় রাজার নিন্দা করিতে লাগিলেন। নবম-বার যখন ব্রাহ্মণ নিন্দা করিতেছিলেন, তখন কেশব-সমীপে উপবিষ্ট অর্জ্জুন তাহা শুনিতে পাইলেন এবং ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! বৃথা কেন রোদন করিতেছেন? আপনার বাসস্থানের সন্নিকটে এমন কোন নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় সন্তানও কি নাই, যে ধনুর্দ্ধারণ মাত্র করিতে পারে? আচ্ছা, এইবার যে পুত্র-সন্তান জন্মিবে, তাহারা যাহাতে যোগ্য ব্রাহ্মণ হইয়া যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা আমি করিব। যে রাজার জীবদ্দশায় ব্রাহ্মণেরা পত্নী, পুত্র ও ধন বিরহিত হইয়া শোক প্রকাশ করেন, সে রাজা প্রাণপোষক নট মাত্র—ক্ষত্রিয়বেশে জীবিত। ভগবন্! আপনারা সন্তান-বিরহে শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণ-দম্পতি; আমি আপনাদের সন্তান রক্ষা করিব। যদি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারি, তবে প্রায়শ্চিত্তার্থ অগ্নি প্রবেশ করিব।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ধনুর্দ্ধারীদিগের বরণ্যে পুরুষ বলরাম, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অপ্রতিরথ অনিরুদ্ধ, ইঁহাদের মধ্যে কে তুমি? ইঁহারা যাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইতেছেন, তুমি মূঢ়তাবশতঃ কিরূপে সেই জগৎপতিরও দুষ্কর কর্ম্ম করিতে চাহিতেছ? আমরা এ বিষয়ে বিশ্বাসবান্ হইতে পারিতেছি না।

অর্জ্জুন বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! আমার নাম অর্জ্জুন; আমি গাণ্ডীবধন্বা—বলদেব, বাসুদেব বা তৎপুত্র-পৌত্র নহে। তাহা হইলেও আমার বিক্রমে অবজ্ঞা করিবেন না; আমার বিক্রমে সাক্ষাৎ ত্রিলোচনও তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রভো! নিশ্চিন্ত হউন; আমি মৃত্যুকে যুদ্ধে জয় করিয়া আপনার পুত্র আনিয়া দিব।

হে অরিন্দম! ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনের কথায় আশ্বস্ত হইয়া তদীয় বীর্য্য স্মরণ করিতে করিতে সানন্দে নিজাবাসে প্রস্থান করিলে। কিয়ৎকাল পরে ব্রাহ্মণ-পত্নীর পুনরায় প্রসবকাল উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ এইবার অর্জ্জুনকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন; কাতরভাবে কহিলেন,—অর্জ্জুন! এইবার তুমি মৃত্যু-কবল হইতে আমার সন্তান রক্ষা কর। অর্জ্জুন তখন পবিত্র জলে আচমন করিলেন এবং মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া স্বীয় দিব্যাস্ত্র সকল স্মরণ-পূর্ব্বক জ্যা-যুক্ত গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন। পার্থ সূতিকাগারে ঊর্দ্ধ, অধঃ—সর্ব্বদিক্ বাণবেষ্টিত করিয়া

একটী বাণপিঞ্জর প্রস্তুত করিলেন। বিপ্রপত্নীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, কয়েকবার ক্রন্দন করিল; কিন্তু তদ্দণ্ডেই আকাশপথে সশরীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ-সমীপে গিয়া অর্জ্জুনের নিন্দাবাদ করিয়া কহিলেন,—আমার মূর্খতা দেখুন। আমি একটা ক্লীবের আত্মশ্লাঘায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম; তাহারই উচিত ফল লাভ করিয়াছি। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, রাম ও শ্রীকৃষ্ণ যাহার রক্ষাবিধানে অক্ষম হইয়াছেন, অন্য কাহার সাধ্য, তাহাকে রক্ষা করিবে? অসত্য-বাদী অর্জ্জুনকে ধিক্! দেবত্যক্ত পুত্র-আনয়নেচ্ছু সেই আত্মশ্লাঘীর গাণ্ডীবকেও ধিক্! ব্রাহ্মণের এইরূপ তিরস্কারবাক্যে বিক্ষুব্ধ অর্জ্জুন বিদ্যাবৈভবে সংযমনী-পুরে যমের নিকট গমন করিলেন। সেস্থানে ব্রাহ্মণ-পুত্রকে না দেখিয়া ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে তিনি শস্ত্রপাণি হইয়া অগ্নি, বায়ু, নির্ঋতি, চন্দ্র ও বরুণের আলয়ে এবং রসাতলে ও স্বর্গাদি নানাস্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি ব্রহ্মণ-নন্দনদিগকে দেখিতে পাইলেন না। অর্জ্জুন তখন প্রতিজ্ঞারক্ষায় অসমর্থ হইয়া অগ্নিপ্রবেশে উদ্যত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ করিলেন; বলিলেন,—তুমি নিজেকে অবজ্ঞা করিও না। তোমাকে আমি দ্বিজপুত্র দেখাইব; মনুষ্যলোকে তোমার অতুলকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথা কহিয়া তৎসমভিব্যাহারে দিব্যাশ্বযুক্ত রথারোহণে পশ্চিম-দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সসমুদ্র সপ্ত-দ্বীপ, সপ্তপর্ব্বত ও লোকালোক অতিক্রম করিয়া চলিলেন; ক্রমে ঘন-ঘোর অন্ধকারে তাঁহারা প্রবিষ্ট হইলেন। তখন শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলা-হক—এই কৃষ্ণাশ্বচতুষ্টয় সেদিকে যাইতে সমর্থ হইল না। তৎকালে মহাযোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বদিগকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সহস্রসূর্য্যবৎ প্রভা-প্রদীপ্ত নিজচক্র সেই নিবিড় তমোরাশি-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। যেমন জ্যা-নির্ম্মুক্ত রামশর পরসৈন্য-দল বিদারণ করিয়া আকাশপথে ধাবিত হয়, সেইরূপ মনোবেগগামী সুদর্শন চক্র স্বীয় তেজঃপুঞ্জে প্রকৃতির পরিণামভূত ঘন-ঘোর অন্ধকারপুঞ্জ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী পথের দিকে চাহিয়া সেই অন্ধকার-পুঞ্জের পরপারগত অসীম অনন্ত পরমজ্যোতি সুবিস্তৃত দেখিয়া অর্জ্জুন নেত্র নিমীলন করিলেন; সে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিশ্ছটায় তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল।

অতঃপর তাঁহারা আকাশপথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং মহোর্ম্মিমালা ক্ষোভিত অতি গভীর জলরাশিমধ্যে সবেগে প্রবেশ করিলেন। তথায় অতি-প্রদীপ্ত সহস্র মণিময়স্তম্ভ-শোভিত এক অপূর্ব্ব ভবন তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই ভবন-মধ্যে তাঁহারা ভগবান্ অনন্তদেবকে দেখিতে পাইলেন, দেখিলেন—তিনি সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ঐ ফণা সকল মণিগণের প্রভাপুঞ্জে উদ্ভাসিত এবং দ্বিসহস্র নয়নদ্বারা ভীষণাকারে বিভাত। অনন্ত স্ফটিকপর্ব্বতের ন্যায় শুভ্রাকৃতি; তিনি নীলকণ্ঠ, নীলজিহ্ব ও সুদীর্ঘদেহ। তাঁহার সে আকৃতি অতীব অদ্ভুত। তাঁহারা আরও দেখিলেন, সেই অনন্তের দেহাসনে মহানুভব মহৈশ্বর্য্যশালী পরমেষ্ঠি-পতি পুরুষোত্তম সমাসীন। তাঁহার দেহপ্রভা নিবিড় নীরদনিভ; বস্ত্র মনোজ্ঞ পীতবর্ণ; বদন প্রসন্ন, নয়ন-দ্বয় বিস্তৃত ও মনোরম; তাঁহার আজানুলম্বিত সুশোভন অষ্ট বাহু; বহু সহস্র কুণ্ডল ও মহামণি-খচিত কিরীট প্রভায় সর্ব্বদিক্ দেদীপ্যমান হইতেছে; গলে কৌস্তুভমণি ও বনমালা এবং বক্ষে শ্রীবৎ-চিহ্ন-বিরাজ করিতেছে। সুনন্দ-নন্দাদি পার্ষদগণ, চক্রাদি মূর্ত্তিমান্ অস্ত্র শস্ত্র এবং কীর্ত্তি, পুষ্টি, তুষ্টি ও সর্ব্ব-সমৃদ্ধি এবং সাক্ষাৎ শ্রীদেবীও সেই পরমেষ্ঠিপতির

সেবানিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। কৃষ্ণার্জ্জুন তাঁহাকে দর্শনমাত্র সসম্ভ্রমে প্রণিপাত করিলেন এবং যুক্ত-করে তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন; তখন সেই পরমেষ্ঠি-গণেরও অধিপতি অনন্ত তাঁহাদিগকে সহাস্যমুখে বলিলেন,—হে নর-নারায়ণ! আমি তোমাদের উভয়কে দেখিবার নিমিত্ত দ্বিজগণকে এইস্থানে আনিয়াছি। তোমরা ধর্ম্মরক্ষার্থ ভূমণ্ডলে মদীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ; ভূভারভূত অসুরদিগের সংহার সাধন করিয়া পুনরায় তোমরা মৎসমীপে অচিরাৎ আগমন কর। হে নর-নারায়ণ! যদিও তোমরা পূর্ণকাম, তথাচ লোকমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত তথাবিধ ধর্ম্মাচরণ করিতেছ। কৃষ্ণার্জ্জুন ভগবান্ অনন্তের আদেশমত 'যে আজ্ঞা' বলিয়া নমস্কারান্তে সেই ব্রাহ্মণের পুত্র-দিগকে লইয়া সানন্দে তথা হইতে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন; দ্বারকায় আসিয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার পুত্রদিগকে প্রদান করিলেন। পার্থও সেই বিষ্ণুস্থান দেখিয়া আসিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন,—পুরুষের নিখিল পুরুষকারই শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ।

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে এই পৃথিবীতলে বহু বিক্রম প্রদর্শন করিয়া সর্ব্ববিধ বিষয় সকল উপভোগ করিয়াছিলেন; তৎকর্তৃক মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্ ব্রাহ্মণাদি প্রজাপুঞ্জের প্রতি ইন্দ্রের ন্যায় অভীষ্ট ফল বর্ষণ করিতেন। তিনি স্বয়ং অনেক অধার্ম্মিক রাজাকে বধ করিয়াছেন, অর্জ্জুনাদি-দ্বারাও করাইয়াছেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি দ্বারা ধর্ম্মপথকে উন্মুক্ত রাখিয়াছেন।

ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! বৃষ্ণি ও যদুবংশয় পুরুষপ্রধানগণ সম্পৎ-সমৃদ্ধিশালিনী মনঃ-প্রমোদজননী দ্বারকানগরীতে বাস করিতেন। দ্বারকার সুমার্জ্জিত পথে পথে বিদ্যুদ্বরণী নবযৌবন-সুন্দরী সুসজ্জিতা ললনাগণ সানন্দে কন্দুকক্রীড়া করিত; মদস্রাবী মাতঙ্গ, সুসজ্জিত যোদ্ধৃবৃন্দ এবং সুশোভন রথ ও অশ্ব-সমূহদ্বারা ঐ দ্বারকার পথশ্রেণী নিয়ত পরিব্যাপ্ত থাকিত। উহা বিবিধ উদ্যান ও উপবন সমূহে সমলঙ্কৃত; চতুর্দ্দিকস্থিত পুষ্পিত পাদপ-সমূহে বসিয়া বিহঙ্গেরা গান করিত, মধুকর-কুল মধুর গুঞ্জনধ্বনি তুলিত। শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোরম পুরে বাস করিতেন। ষোড়শসহস্র যুবতী সুন্দরী তাঁহার পত্নী ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের একমাত্র প্রিয় হইয়া ষোড়শসহস্র মূর্ত্তিতে তাঁহাদের সহিত বিহার করিতন। সেই সকল সুন্দরীর সহিত কৃষ্ণ কখনও কখনও সরোবর-সমূহের প্রস্ফুটিত কুমুদ-কহ্লার ও পদ্মোৎপল রেণুরঞ্জিত সুবাসিত স্বচ্ছ সলিল সমূহে অবগাহন করিতে করিতে অলিকুল-গুঞ্জন শুনিতেন এবং স্বচ্ছন্দে জলবিহার করিতেন। তটস্থিত তরুণশাখায় বসিয়া বিহঙ্গমেরা গান করিতে থাকিত; গন্ধর্ব্বগণ মৃদঙ্গ, পণব ও ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইত; সূত, মাগধ ও বন্দি-গণ কৃষ্ণগুণগানে নিয়ত থাকিত। সুন্দরী রমণীগণ হাসিতে হাসিতে অচ্যুতগাত্রে জল সেচন করিতেন; বিনিময়ে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের গাত্রে জল নিক্ষেপ করিয়া যক্ষীদিগের সহিত যক্ষরাজের ন্যায় কেলি করিতেন। জল-সেচন করিতে করিতে

রমণীগণের বসন স্থানচ্যুত, কুচমণ্ডল প্রকাশিত এবং কেশবদ্ধ কুসুম-সমূহ স্খলিত হইল; স্ব স্ব জল সেচনী কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত তাঁহারা অচ্যুতকে আলিঙ্গন করিতেন; তাহাতে কামভাব উদ্দীপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের লজ্জাবনত বদন বিকসিত হইয়া উঠিত; রমণীদিগের শোভা তখন শতগুণে বাড়িয়া যাইত। যুবতীগণ কৃষ্ণগাত্রে জলসেক করিতেন, প্রতিদানে কৃষ্ণও তাঁহাদের গাত্রে জলসেক করিতেন; এইভাবে জলক্রীড়ারত কৃষ্ণ করিণীগণ সহ করিরাজের ন্যায় ক্রীড়া করিতে থাকিতেন। যুবতীগণের স্তনপেষণে কৃষ্ণের কুঙ্কুমাক্ত কুসুমমালা ছিন্ন হইয়া যাইত এবং জলক্রীড়ায় ঐকান্তিকতায় তাঁহার গ্রথিত কেশ বিস্রস্ত হইত। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকামিনীগণ নট, নর্ত্তকী এবং গান-বাদ্যোপজীবীদিগকে ক্রীড়াকালোচিত বস্ত্রালঙ্কার দান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ গতি, আলাপ, হাস্য, পরিহাস, দৃষ্টি, ক্রীড়া ও আলিঙ্গন দ্বারা এইরূপ বিহার-নিরত হইয়া কামিনীগণের মনোহরণ করিতেন। মুকুন্দার্পিতচিত্তা কামিনীরা সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে চিন্তা করিতে করিতে উন্মত্তার ন্যায় কতই প্রলাপ বকিতেন; আমি তৎসমস্ত বলিয়া যাইতেছি, শ্রবণ করুন।

কৃষ্ণকামিনীরা কহিতেন,—অয়ি সখি কুররি! এই রাত্রিকাল, কৃষ্ণ গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন; আমরা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতেছি বলিয়াই কি তুমি বিলাপ করিতেছ? তোমার কি নিদ্রা নাই, তুমিও কি শয়ন করিতেছ না? অয়ি সখি! পদ্ম-পলাশ-নয়নের হাস্য-বিলসিত উদার লীলাবলোকন-দ্বারা আমাদের ন্যায় তোমার চিত্তও কি গাঢ় বিদ্ধ হইয়াছে? আহা রে চক্রবাকি! তুই কি নিজকান্তের অদর্শনে নিশাযোগে নেত্র-নিমীলন করিতেছিস্ না, করুণকণ্ঠে কেবল ক্রন্দনই করিতেছিস্। অথবা তুই কি মাদৃশ কিঙ্করার ন্যায় অচ্যুতের চরণ-চুম্বিত মালা কেশপাশে বহিবার নিমিত্তই কাঁদিতেছিস্? ওহে সমুদ্র! সর্ব্বদাই তুমি শব্দায়মান, তোমার নিদ্রা নাই; তাই কি তুমি জাগ্রত রহিয়াছ? অথবা মুকুন্দ তোমার শ্রীকৌস্তুভাদি চিহ্নগুলি আত্মসাৎ করায় আমাদের ন্যায় তুমিও কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত? চন্দ্র হে তুমি কোন প্রবল রোগাক্রান্ত হইয়া এত ক্ষীণ হইয়াছ? সেইজন্যই কি করনিকরদ্বারা অন্ধকার-নাশে সমর্থ হইতেছ না? হে শশাঙ্ক! মুকুন্দের কথা ভুলিয়া গিয়াই কি তুমি নির্ব্বাক্ হইয়াছ? আমাদের চক্ষে তুমি সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছ। ওহে মলয়ানিল! আমরা তোমার কি অপ্রিয় করিয়াছিলাম, যাহার জন্য আমাদের গোবিন্দকটাক্ষ-বিক্ষেপ-বিদ্ধ-হৃদয়ে কামানল জ্বালাইয়া দিতেছ? হে মেঘ! নিশ্চয়ই তুমি যাদবেন্দ্রের প্রিয়পাত্র; তাই কি প্রেমবদ্ধ তুমি আমাদের ন্যায় সেই শ্রীবৎস-লাঞ্ছনের চিন্তামগ্ন রহিয়াছ এবং আমাদেরই ন্যায় তাঁহার প্রসঙ্গ স্মরণে অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছ, আর সরলমনে বাষ্পবারি বর্ষণ করিতেছ? কোকিল হে, তোমার মৃতসঞ্জীবনী স্বর-লহরী তুলিয়া প্রিয়ংবদ গোবিন্দের সুললিত বচন-বিন্যাসের ন্যায় 'কুহু কুহু' ধ্বনি করিতেছ। হে কলকণ্ঠ! বল, তোমার কি ইষ্ট সাধন আমি করিব? হে ভূধর! তুমি অগাধ-বুদ্ধি, তাই কি কোন গুরুতর বিষয় ভাবিতেছ? তোমার সাড়া, সংজ্ঞা নাই; মুখে কথাটী মাত্রও ফুটিতেছে না। অহো! তুমি কি আমাদেরই ন্যায় যদুনন্দনের পদ-পঙ্কজ হৃদয়ে বহিতে চাহিতেছ? হে সিন্ধুপ্রিয়া সরিৎ সকল! তোমাদের গভীর তলদেশ শুকাইয়াছে; কমলশোভা নষ্ট হইয়াছে; তোমরা অতি মাত্র কৃশ হইয়া গিয়াছ। এই নিদারুণ নিদাঘে প্রিয়তম সমুদ্র তোমাদের আনন্দবর্দ্ধনে বিরত! অহো! আমরা যেমন প্রিয়তম পতি মাধবের প্রণয়াবলোকনে বঞ্চিত হইয়া শূন্যহৃদয়ে একান্ত কৃশ হইয়া থাকি, তোমরা অধুনা তেমনি কৃশ হইয়াছ।

ওহে হংস। তোমাকে স্বাগত প্রশ্ন করিতেছি; এখানে বসিয়া দুগ্ধপান কর, আর শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা বল। মনে হইতেছে তুমি কৃষ্ণদূত; তাই জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণ সুখে আছেন ত'? আমাদিগকে পূর্ব্বে তিনি যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহার স্মরণ আছে? বোধ হয়, নাই; কেন না, তাঁহার সৌহার্দ্দ চির চঞ্চল। কেমন করিয়া আমরা তাঁহার সেবা করিব? হে ক্ষুদ্রজন-দূত! লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া একমাত্র কামদাতা কৃষ্ণকেই এখানেই ডাকিয়া আন; জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্মীই কি তাঁহার সেবা-পরায়ণা?

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! কৃষ্ণকামিনীগণ শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ অটুট আসক্তি নিবন্ধন সকলেই বৈষ্ণবী গতি লাভ করিয়াছিলেন। যে কোন ব্যক্তি যে কোনরূপেই কৃষ্ণগুণগান করুক, তাহা শ্রুতমাত্র রমণীগণের মন অপহৃত হয়—চিত্ত কৃষ্ণাসক্ত হইয়া যায়। এ অবস্থায় যে সকল রমণী তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করে, তাহাদের মন যে একেবারেই অপহৃত হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহই থাকিতে পারে না। যাঁহারা প্রতিজ্ঞানে প্রেমভরে সেই জগদ্-গুরুর চরণ সেবা করিয়াছিলেন তাঁহাদের যে কত তপস্যা সঞ্চিত ছিল, সে কথা আর কি বলিব? শ্রীকৃষ্ণ সাধুদিগের শরণ্য; তিনি বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের পথ বারংবার দেখাইয়াছিলেন। গৃহাশ্রমীদিগের পরমধর্ম্মাচরণ-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্র অষ্টশত অষ্ট মহিষী ছিলেন; উল্লিখিত সমস্ত কৃষ্ণমহিষীই স্ত্রী রত্নভূতা। ইঁহাদের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি যে অষ্ট প্রধান মহিষী ছিলেন; তাঁহাদের কথা পূর্ব্বেই আমি উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাদের যাঁহারা পুত্র, তাহাদের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলিয়াছি। অমোঘ-রমণ মদনমোহনের যতগুলি ভার্য্যা ছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভেই তদীয় দশ দশটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই সকল উৎকটবীর্য্য পুত্রের মধ্যে অষ্টাদশ জন মহাযশা মহারথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের নাম এক্ষণে শ্রবণ করুণ,—প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান্, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, ভানুবৃন্দ, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবর্হি, বরূথ, কবি ও ন্যগ্রোধ। এই অষ্টাদশ কৃষ্ণপুত্র প্রসিদ্ধ।

হে রাজন্! ইহাদের মধ্যে রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সেই মহারথ প্রদ্যুম্নই রুক্মিদুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। প্রদ্যুম্ন হইতে রুক্মিদুহিতার গর্ভে নাগা-যুতবলশালী অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধ রুক্মির দৌহিত্র হইয়াও তদীয় পৌত্রীর পাণিপীড়ন করেন। অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র: মৌষল যুদ্ধের অবসান বৃষ্ণিবংশে এই একমাত্র বজ্রই অবশিষ্ট ছিলেন। বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু; তৎপুত্র সুবাহু; তৎপুত্র উপসেন; তৎপুত্র ভদ্রসেন। এই কুলোৎপন্ন ক্ষত্রিয় রাজগণ নির্ধন, অল্পপ্রজ, অল্পায়ু, অল্পবীর্য্য বা ব্রাহ্মণ-জাতির অহিতকারী হন নাই। যদুবংশে যে সকল বিখ্যাতকীর্ত্তি পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ শত বর্ষেও করা যায় না। শুনা যায় সেই সংখ্যাতীত কুমারদিগের অধ্যাপনার নিমিত্ত তিন-কোটি একশত অষ্টাশীতি জন আচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহানুভব যাদবগণের সংখ্যা করিতে পারে, এরূপ শক্তিমান্ কে আছেন? ঐ কুলোৎপন্ন আহুক সর্ব্বদা অযুত লক্ষ অযুত যাদবগণের সহিত বাস করিতেন। দেবসুরযুদ্ধে যে সকল দারুণ দৈত্য প্রাণশূন্য হইয়াছিল, তাঁহারা মানবসমাজে জন্ম-গ্রহণ করিয়া মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সতত প্রজা-পীড়ন করিতেছিল; তাহাদিগেরই নিগ্রহের নিমিত্ত শ্রীহরির আদেশে দেবগণ যদুকুলে জন্ম লইয়াছিলেন।

হে রাজন্! যাদবগণের কুল একশত এক সংখ্যায়

বিভক্ত হইয়াছিল। স্বয়ং শ্রীহরি তাহাদের প্রভুত্ব-ব্যাপারে প্রমাণস্বরূপ ছিলেন। যাদবগণ সকলেই কৃষ্ণানুবর্ত্তী হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণার্পিত-চেতা যদুগণ শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশন, সম্ভাষণ, ক্রীড়ন, স্নান ও ভোজনাদি ব্যাপারে নিজেদের অস্তিত্বই অবগত ছিলেন না। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি-তীর্থ যদুকুলে উদ্ভূত হইয়া তদীয় পাদোদকরূপ গঙ্গাতীর্থকেও যে খর্ব্ব করিয়াছিল, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? শ্রীকৃষ্ণের শত্রু-মিত্র সকলেই যে তাঁহার সারূপ্য লাভে অধিকারী হইবে, তাহাতেও বৈচিত্র্য কিছু নাই। যাঁহার জন্য অন্য সকলে কতই চেষ্টা করে, যাঁহার আগমন সহজ প্রাপ্য নহে, সেই পূর্ণা লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণকেই পূর্ণ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীর এই শ্রীকৃষ্ণপরায়ণতায়ও বিচিত্রতা কিছুই নাই; কেন না, শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রুত ও উচ্চারিত হইলেও সর্ব্ব অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া যায়। কৃষ্ণ ঋষিকুলে গোত্র-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন; এ হেন শ্রীকৃষ্ণ যে ভূ-ভার হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই কর্ম্ম আশ্চর্য্যজনক নহে। যাঁহার অস্ত্র কালচক্র, জীবসমূহের যিনি আশ্রয়, দেবকীর গর্ভে জন্ম যাঁহার অপবাদ, যদুশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার আজ্ঞাবহ, নিজভুজবলে যিনি অধর্ম্মধ্বংসী, যিনি চরাচর জীবের ভবভয়হারী এবং যিনি ঈষৎ হাস্যচ্ছটায় ব্রজাঙ্গনাগণের কাম-বৃদ্ধিকারী,—সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। যিনি পরমেশ-চরণযুগলের অনুবর্ত্তী হইবার অভিলাষ করিবেন, তাঁহার পক্ষে স্বধর্ম্ম-রক্ষার্থ দেহবান্ ভগবানের সেই সেই দেহের—বিশেষতঃ যদুনন্দন মূর্ত্তির অনুরূপ, অনুকৃত কর্ম্ম সকল শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহার নিমিত্ত নগর পরিত্যাগ করিয়া রাজারাও বনগমন করিয়াছিলেন, তাদৃশ অনুবর্ত্তন-সম্বর্দ্ধিত মুকুন্দকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তন-দ্বারা সাধারণ মানবও তাঁহার সালোক্য-লাভে সমর্থ হয় এবং দুরন্ত কৃতান্তকেও পরাভূত করিতে পারে।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

দশম স্কন্ধ সম্পূর্ণ ॥ ১০ ॥

একাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ রামের সহিত যদুগণে পরিবৃত হইয়া একটা হিংসাপরিণাম কলহ সৃষ্টি করেন এবং দৈত্যবধ-দ্বারা পৃথিবীর ভার অপনোদন করেন। অরিগণ কপটপাশক্রীড়া, অবজ্ঞা ও দ্রৌপদীর কেশগ্রহণাদি-দ্বারা বহুবার পাণ্ডুপুত্রদিগের কোপ জন্মাইয়াছিল; ভগবান্ সেই পাণ্ডবদিগকে নিমিত্ত করিয়া উভয়পক্ষে সম্মিলিত রাজগণের বধসাধনান্তে ভূভার হরণ করেন। অমিততেজা ভগবান্ এইরূপে স্বীয় ভুজবল-রক্ষিত যদুগণ-দ্বারা ভার-স্বরূপ রাজগণ ও তাহাদিগের সৈন্যসমূহ সংহার করিয়া ভাবিলেন,—আমার মনে হয়, ভূমির ভার এখনও যেন যাইয়াও যায় নাই;—যেহেতু অসহনীয় যদুকুল এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই যদুকুল আমার আশ্রিত এবং গজবাজিপ্রভৃতি বিভব-দ্বারা অতীব উচ্ছৃঙ্খল; সুতরাং অন্য কাহারও হস্তে ইহার পরাভব হইবে না। বংশগুচ্ছে বহ্নির ন্যায় আমি এই যদুকুলে কলহ উৎপাদন করিব এবং ইহাকে সমূলে বিনাশ করিয়া শান্তি ও তদনন্তর বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হইব।

রাজন্! সত্যসঙ্কল্প ভগবান এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া বিপ্রগণের শাপচ্ছলে স্বীয়-কুল সংহার করিলেন। তাঁহার যে মূর্ত্তিদ্বারা লোকসমূহ শ্রীহীন হইয়াছিল, তিনি সেই মূর্ত্তিদ্বারা মনুষ্যগণের নয়ন, স্বীয় বাক্য-দ্বারা সেই সকল বাক্য-স্মরণকারীদিগের চিত্ত ও পদচিহ্নিত স্থানসমূহ-দ্বারা পদচিহ্নদর্শনকারীদিগের স্থানান্তরে গমনাদি ক্রিয়া নিরোধ করিয়া এবং 'ইহা-দ্বারা লোকে নিশ্চয়ই সুখে অজ্ঞান নাশ করিতে পারিবে' এই অভিপ্রায়ে কবিগণ-কীর্ত্তিত স্বীয় মনোহর কীর্ত্তিকলাপ বিস্তৃত করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

রাজা বলিলেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদুবংশীয়গণ ব্রাহ্মণগণের একান্ত হিতকারী, দানশীল ও নিত্য বৃদ্ধগণের সেবা-পরায়ণ,—অধিকন্তু তাহারা সকলেই কৃষ্ণগতপ্রাণ; তাহাদিগের প্রতি কিরূপে ব্রহ্মশাপ হইয়াছিল? সে শাপ কিরূপ,—কেনই বা তাহা প্রদত্ত হইয়াছিল? একপ্রাণ যাদবগণের মধ্যে কিরূপেই বা কলহের সৃষ্টি হইল? দ্বিজবর! তৎসমস্তই আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

শুকদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সকল সুন্দর বস্তুর আধারস্বরূপ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে মঙ্গলময় কর্ম্মসমূহ আচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত করিয়াও তাঁহার কর্ত্তব্য অবশিষ্ট ছিল; এই নিমিত্ত তিনি গৃহে থাকিয়া ক্রীড়াচ্ছলে স্বীয় কুল সংহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীহরির অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই পুণ্যজনক, অতি সুখকর ও কলিকলুষহর; তিনি সংহাররূপে বসুদেবগৃহে বাস করিয়া ঐ সমস্ত কর্ম্মই করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ ও নারদাদি মুনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদায় লইয়া দ্বারকার অনতিদূরে পিণ্ডারক-নামক তীর্থে গমন করেন। তৎকালে যদুবংশীয় অবিনীত কুমারগণ জাম্ববতীনন্দন সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া ক্রীড়া

করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল এবং মুনিগণের চরণ ধারণ করিয়া যেন বিনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হে অমোঘদর্শন বিপ্রগণ! এই কৃষ্ণনয়না গর্ভবতী নারী পুত্রকামনা করিতেছেন; ইঁহার প্রসবকাল নিকটপ্রায়। ইনি আপনাদিগকে সাক্ষাদ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জিত; সুতরাং আমাদিগের মুখ দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনারা বলুন—ইনি পুত্র না কন্যা প্রসব করিবেন?

হে রাজন্! মুনিগণ এইরূপে বঞ্চিত হওয়ায় অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন—রে মূঢ়গণ! এ তোদের কুলনাশন এক মুষল প্রসব করিবে। এই কথা শুনিয়া কুমারগণ অতিশয় ভীত হইল এবং তৎক্ষণাৎ স্ত্রীবেশী সাম্বের কৃত্রিম উদর মোচন করিয়া তাহাতে সত্যসত্যই এক লৌহময় মুষল দেখিতে পাইল। তখন তাহারা 'মন্দভাগ্য আমরা কি করিলাম, লোকে আমাদিগকে কি বলিবে' এই চিন্তায় অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া মুষল সহ গৃহে প্রস্থান করিল। পরে তাহারা সভাস্থলে সেই মুষল লইয়া গিয়া যাদবগণের সমক্ষে রাজা উগ্রসেনের কাছে সমস্ত কথা নিবেদন করিল।

অতঃপর, হে রাজন্! দ্বারকাবাসী সকলেই বিপ্রগণের অমোঘ শাপ শুনিয়া ও সেই মুষল দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত-ত্রস্ত হইয়া পড়িল। যদুরাজ উগ্রসেন সেই মুষল চূর্ণ-বিচূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। উহার অবশিষ্ট অংশটুকুও সমুদ্র-সলিলে নিক্ষিপ্ত হইল। কোনও এক মৎস্য সেই লৌহখণ্ড গ্রাস করিল। অনন্তর মুষলের সেই চূর্ণাংশ সকল তরঙ্গ-দ্বারা চালিত হওয়ায় বেলাভূমিতে সংলগ্ন হইয়া এরকায় পরিণত হইল। সময়ান্তরে জালিকগণ অন্যান্য মৎস্যের সহিত সেই লৌহখণ্ডগ্রাসী মৎস্যকে জালদ্বারা ধৃত করিল; পরে এক ব্যাধ সেই মৎস্যের উদরস্থিত লৌহ-দ্বারা দুইটী শল্য প্রস্তুত করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও ব্রহ্মশাপ অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলেন না; বরং কালরূপী তিনি, তাহা অনুমোদনই করিলেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে কুরুবংশাবতংস! দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভুজবল-পালিত দ্বারকায় সর্ব্বদাই বাস করিতেন। রাজন্! মুকুন্দের পাদপদ্ম সুরশ্রেষ্ঠগণেরও পূজনীয়; সর্ব্বত্রই যাহার মৃত্যু বিদ্যমান, এমন কোন্ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন মরণশীল ব্যক্তি না সেই চরণপঙ্কজের সেবা করিবে? একদা দেবর্ষি, বসুদেবের গৃহে উপস্থিত হইলে বসুদেব তাঁহার যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন; পরে তিনি সুখে সমাসীন হইলে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! পিতামাতার আগমন যেমন পুত্রদিগের মঙ্গলের জন্য এবং মহদ্‌ব্যক্তিদিগের যাত্রা যেমন দুঃস্থদিগের কল্যাণ-জন্য, তেমনি ভগবৎস্বরূপ আপনার আগমন সমস্ত প্রাণীরই শুভনিমিত্ত হইয়া থাকে। দেবগণের কার্য্য ভূতগণের সুখ ও দুঃখের নিমিত্ত, কিন্তু ভবাদৃশ ঈশ্বরগতপ্রাণ সাধুদিগের কার্য্য কেবল সুখের নিমিত্তই হইয়া থাকে। দেবগণ কর্ম্মসহায়; যাঁহারা যেরূপে তাঁহাদিগের ভজনা করেন, তাঁহারা

ছায়ার ন্যায় থাকিয়া তাঁহাদিগকে সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধুগণ দীনবৎসল; তাঁহারা নিরপেক্ষ-ভাবে নিরন্তর লোকের মঙ্গলই বিধান করিয়া থাকেন। তথাপি, হে ব্রহ্মন্! যাহা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করিলে মানব সকল ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে, আমি সেই ভগবদ্ধর্ম্মই আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি। পূর্ব্বে আমি দেবমায়ায় মোহিত হইয়াছিলাম; তাই মুক্তিপ্রদ অনন্তকে পুত্র-রূপে পাইবার নিমিত্তই পূজা করিয়াছি—মোক্ষের নিমিত্ত করি নাই। এ সংসার বিবিধ বিপদ ও ভয়ের আগার; সুতরাং, হে সুব্রত! আমি যাহাতে অনায়াসে আপনাদিগকে নিমিত্ত করিয়া এহেন সংসার হইতে সাক্ষাদ্‌ভাবে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আমাকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করুন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! ধীমান বসুদেব এইরূপ প্রশ্ন করিলে দেবর্ষি প্রীত হইলেন এবং হরির গুণকথা দ্বারা হরিকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

নারদ বলিলেন,—হে যাদবশ্রেষ্ঠ! আপনার এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়, যেহেতু আপনি জগৎপাবন ভগবদ্-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই ধর্ম্ম শ্রবণ, পঠন চিন্তন, কীর্ত্তন ও অনুমোদন করিলে দেবদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী ব্যক্তিও সদ্যঃ পবিত্র হইয়া থাকে। হে বসুদেব! দেব নারায়ণ পরমকল্যাণময়, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন পুণ্যজনক; তুমি অদ্য আমাকে সেই ভগবানের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে! এই বিষয়ে বিদেহরাজ ও ঋষভনন্দনগণের কথোপকথন-বিষয়ক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, তৎপুত্র অগ্নীধ্র, অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি, তৎপুত্র ঋষভ। প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি মোক্ষ-ধর্ম্ম বলিবার নিমিত্ত বাসুদেবের অংশে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন। ইঁহার বেদপারগ শত পুত্র উৎপন্ন হন; তাঁহাদের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ। ইনি নারায়ণভক্ত ছিলেন; তাঁহার নামানুসারেই, এই বর্ষ 'ভারতবর্ষ' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া পরে এই পৃথিবীকে ত্যাগ করেন এবং গৃহ হইতে নির্গত হইয়া তপস্যা-দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া জন্মের পর তদীয় পদবী লাভ করেন। ঋষভের পূর্ব্বোক্ত পুত্রগণের মধ্যে নয়জন ব্রহ্মাবর্ত্তাদি নব ভূখণ্ডের অধীশ্বর ও একাশীজন কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট নয়জন পরমার্থনিরূপক মহাভাগ মুনি হইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই আত্মাভ্যাসে শ্রমশীল, দিগম্বর ও আত্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম—কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন সেই মুনিগণ আত্মানির্ব্বিশেষে এই স্থূল-সূক্ষ্মরূপ বিশ্বকে ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিষ্ট গতি অব্যাহত ছিল; তাঁহারা অনাসক্ত অবস্থায় সুর, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নর কিন্নর ও নাগ-লোক-সমূহে ও মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, দ্বিজ, ও গো-গণের ভবন সকলে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেন।

একদা ভারতবর্ষে ঋষিগণ মহাত্মা নিমির যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছিলেন; তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে তথায়-গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজন্! সেই সূর্য্যপ্রতিম মহাভাগবত মুনিগণকে দেখিয়া যজমান মহাত্মা নিমি, অগ্নি ও বিপ্রগণ সকলেই তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলেন। বিদেহরাজ তাঁহাদিগকে নারায়ণপরায়ণ জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহারা আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদিগের যথাযোগ্য সৎকার-সংবর্দ্ধনা করিলেন। সেই নয় জন মুনি সকলেই ব্রহ্মনন্দনসদৃশ; তাঁহারা নিজপ্রভায়ই দীপ্তি পাইতেছিলেন। বিনয়া-বনত নৃপ প্রীতচিত্তে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন—

আমার মনে হইতেছে, আপনারা স'ক্ষাৎ ভগবান্ মধুসূদনের পার্ষদ; যেহেতু, বিষ্ণুভক্ত জীবগণই লোকপাবনার্থ সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। দেহী-দিগের এই মানুষদেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও দুর্লভ; কিন্তু যাঁহারা বিষ্ণুর প্রিয়পাত্র, তাঁহাদিগের দর্শনলাভ ঈদৃশ দেহেও বোধ হয়, অতীব দুর্লভ। অতএব, হে পূতচরিত্র সাধুগণ! আপনাদিগের পরম কুশল জিজ্ঞাসা করি; এ সংসারে অর্দ্ধক্ষণের জন্যও সাধুসঙ্গ নিধিলাভের ন্যায় আনন্দ-দায়ক। হরি যে ধর্ম্মে প্রীত হইয়া স্বীয় আত্মাকেও ভক্তকরে সমর্পণ করিয়া থাকেন, আমাদের শ্রবণযোগ্য হইলে সেই ভগবত ধর্ম্ম আপনারা কীর্ত্তন করুন।

নারদ বলিলেন,—বসুদেব! নিমি এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহাত্মা মুনিগণ তাহা অভিনন্দন করিলেন এবং প্রীতি সহকারে সেই যজ্ঞের সদস্য ঋত্বিক্ ও রাজাকে বলিতে লাগিলেন।

কবি বলিলেন—আমার স্থির ধারণা, অচ্যুতের পাদপদ্ম নিত্য সেবা করিলে এ সংসারে কোনরূপ ভয়ই থাকিতে পারে না। উহা অসৎ দেহাদিতে আত্ম-ভাবনা-বশতঃ উদ্বিগ্নচিত্ত জনগণের ভীতি নিবারণ করিয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞ, তাহারাও যাহাতে সুখে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য ভগবান যে সমস্ত উপায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।

হে রাজন্! এই সকল আশ্রয় করিয়া মানব কখনও বিঘ্নবিহিত হয় না; এমন কি, এই সমস্ত ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধাবমান হইলেও তাহাকে স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না। শরীর, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-দ্বারা অনুসৃত স্বভাব-বশতঃ মনুষ্য যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্তই পরমেশ্বর নারায়ণকে সমর্পণ করিবে। তাঁহার মায়া হইতেই ভয় জন্মিয়া থাকে; যাহারা ঈশ্বরবিমুখ, তাহা-দিগের নিকট ভগবৎ-স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় না,—ইহাতে 'আমিই দেহ' এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। এই দ্বিতীয় অভিনিবেশ হইতে ভয় উৎপন্ন হয়; সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি গুরুই দেবতা ও আত্মা, এইরূপ দর্শন করিয়া ঐকান্তিক ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে ভজনা করিবেন। দ্বৈতপ্রপঞ্চ বস্তুতঃ অবিদ্যমান থাকিলেও পুরুষের মনো-দ্বারা স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব যাহা-দ্বারা কর্ম্মের সঙ্কল্প ও বিকল্প হইয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তি সেই মনকে সংযত করিবেন; তাহা হইলে আর ভয় থাকিবে না। চক্রপাণি শ্রীহরির মঙ্গলময় কর্ম্ম-কাণ্ড ও জন্মবৃত্তান্ত জগতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; যিনি পণ্ডিত, তিনি ঐ সকল জন্ম-কর্ম্ম সম্বলিত নাম শ্রবণ ও নির্লজ্জভাবে গান করিয়া নিস্পৃহচিত্তে বিচরণ করিবেন।

এই প্রকারে আত্মপ্রিয় শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার মনে প্রেমের সঞ্চার হয় ও হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়; তিনি বিকশ ও উন্মত্তের ন্যায় কখন উচ্চ হাস্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন চীৎকার করেন, কখন গান করেন এবং কখন বা নৃত্য করিয়া থাকেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থ, দিক্‌সমুদয়, তরুলতাদি, নদী ও সমুদ্র—এমন কি, ভূতমাত্রকেই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্যচিত্তে প্রণাম করিয়া থাকেন। ভোজন-কারীর যেমন প্রতিগ্রাসেই তুষ্টি, ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ যাঁহারা শ্রীহরির সেবক, তাঁহাদিগেরও ভক্তি, প্রিয় ভগবদ্-রূপ-স্ফুরণ ও গৃহাদিতে বিরাগ এককালেই হইয়া থাকে। রাজন্! যে সকল ভগবদ্ভক্ত অনুবর্ত্তন-দ্বারা মুকুন্দের শ্রীচরণ ভজনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ভক্তি, বিরক্তি ও ভগবদ্-রূপস্ফূর্ত্তি নিশ্চিতই হইয়া থাকে; অতঃপর তাঁহারা সাক্ষাৎ পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

রাজা বলিলেন—এক্ষণে কে 'ভাগবত' আখ্যা

লাভ করেন? মানুষের মধ্যে যিনি যে ধর্ম্ম, যে আচরণ, যে উক্তি ও যে চিহ্ন-দ্বারা ভগবানের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

হরি বলিলেন—যিনি সকল প্রাণীতেই ভগবানের ভাব ও ব্রহ্মরূপ আত্মায় সকল প্রাণীকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই উত্তম ভাগবত। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মৈত্রী, মূর্খে কৃপা ও শত্রুতে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভাগবত। আর যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে প্রতিমাদিতে শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন—কিন্তু তাঁহার ভক্ত বা অন্য কোন বস্তুরই পূজা করেন না, তিনি অধম ভাগবত। যিনি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়সমূহ ভোগ করিয়াও এই বিশ্বকে বিষ্ণুর মায়া বলিয়া দর্শন করেন,—কাহাকেও দ্বেষ করেন না কিংবা হর্ষিত হন না, তিনিই ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হরিস্মৃতি হেতু দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রেয়ের সংসারধর্ম্ম যথাক্রমে জন্ম-মৃত্যু, ক্ষুৎ-পিপাসা, ভয়, তৃষ্ণা ও শ্রম-দ্বারা যিনি মুগ্ধ হন না, তিনিই প্রধান ভাগবত। যাঁহার মনে বাসনার লেশমাত্র নাই,—বাসুদেবই যাঁহার একমাত্র আশ্রয়, তিনিই ভাগবতদিগের শ্রেষ্ঠ। জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ও জাতি-নিবন্ধন এ দেহে যাঁহার অহংভাব নাই, তিনিই হরির প্রিয়পাত্র। আত্মার কিংবা চিত্তে যাঁহার স্ব-পর ভেদ নাই, সর্ব্বভূতে যিনি সমদর্শী ও নিত্য শান্তাত্মা, তিনি ভাগবতগণের অগ্রণী। 'ভগবৎ-পদ হইতে অন্য কিছুই সার নাই' এই যাঁহার একমাত্র চিন্তা, যিনি এই ত্রৈলোক্য-রাজ্যলাভের নিমিত্তও অচ্যুতাত্মা সুরগণেরও সুদুর্লভ মুকুন্দপাদারবিন্দ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। চন্দ্রমার অভ্যুদয়ে সূর্য্যতাপের যেমন অনুভূতি হয় না, তেমনি ভগবান্ হরির অতুল প্রাভাবান্বিত চরণ যুগল-স্থিত অঙ্গুলিনিচয়ের নখ-মণি-প্রভায় ভক্তের হৃদয়-তাপ দূরীভূত হইলে সে তাপ আর কিরূপে অনুভূত হইবে? বিবশভাবেও যদীও নামোচ্চারণ করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, স্বীয় চরণপঙ্কজ হৃদয়ে প্রণয়পাশে আবদ্ধ বলিয়া সেই হরি যাঁহার হৃদয় ত্যাগ করিতে পারেন না, তিনিই ভাগবতদিগের প্রধান।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

নিমি বলিলেন,—হে ভগবৎপরায়ণ ঋষিগণ। বিষ্ণু পরমপুরুষ পরমেশ্বর, তাঁহার মায়া মায়াবী-দিগেরও মোহোৎপাদক; আমি সেই মায়াতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি, আপনারা উহা বলুন। আমরা মর্ত্তবাসী মানব, সংসারতাপে নিয়তই সন্তপ্ত; আপনাদের মুখনিঃসৃত হরিকথামৃতময়ী কথা এই সংসার-তাপের মহৌষধ। উহা যতই শুনি, ততই শুনিতে ইচ্ছা হয়; শুনিবার সাধ আর মিটে না।

অন্তরিক্ষ বলিলেন,—হে মহাভূত! সেই ভূতাত্মা আদি পুরুষ, তাঁহার নিজ অংশ জীবনিবহের ভুক্তি ও মুক্তির নিমিত্ত মহাভূত-সমূহ দ্বারা উত্তম অধম প্রাণীদিগের সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন। তাই তিনি পঞ্চ-মহাভূত-সৃষ্ট ভূতবৃন্দের অন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্তরিন্দ্রিয় মন ও বহিরিন্দ্রিয়-সমূহ দ্বারা আত্মাকে বিভক্ত করত বিষয় সমূহ উপভোগ করেন। সেই প্রভুই আত্ম-পরিচালিত গুণ-সমূহ-দ্বারা বিষয় সকল

ভোগ করিতে থাকেন এবং এই সৃষ্ট দেহকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করত ইহাতে আসক্ত হইয়া পড়েন। দেহবান্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বাসনা-জনিত কর্ম্ম করিয়া যায়; সেই জন্য দুঃখময় কর্ম্মফল লইয়াই তাহাকে সংসার ভোগ করিতে হয়। পুরুষ বিবশভাবে প্রভৃত অমঙ্গলাস্পদ কর্ম্ম-গতি সকল লাভ করিয়া আপ্রলয় জনন-মরণ ভোগ করিতে থাকে। মহাভূত-গণের বিনাশ যখন আসন্ন প্রায় হয়, অনাদি অনন্ত কাল তখন স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক কার্য্যকে কারণের দিকে লইয়া যায়। ঐ সময় পৃথিবীতে শত বর্ষ ধরিয়া ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইবে; প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উত্তপ্ত ময়ুখমালায় এই ত্রিলোক সকল তাপিত কবিবেন; অনন্ত দেবের মুখনিঃসৃত অনলরাশি উর্দ্ধশিখ হইয়া উত্থিত হইবে এবং বায়ুবিচলিত হইয়া পাতালতল হইতে দগ্ধ করিতে করিতে ক্রমে সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে; সংবর্ত্তাদি মেঘবৃন্দ করি-করোপম ধারানিকর-পাতে শত বর্ষ যাবৎ বর্ষণ করিবে; ব্রহ্মাণ্ডাদি স্থূলদেহ—বিরাট্ তখন জলে বিলীন হইয়া যাইবে।

হে রাজন্! অতঃপর বিরাট্‌কে পরিহার করিয়া বৈরাজ পুরুষ নিরিন্ধর অনলের ন্যায় সূক্ষ্ম কারণে প্রবেশ করিবেন, গন্ধহেতু পৃথ্বী তখন পবন-কর্ত্তৃক হৃতগন্ধ হইয়া জলাকারে পরিণত হইবে, জল হৃতরস হইয়া জ্যোতির আকার ধারণ করিবে, অন্ধকারে প্রাবল্যে জ্যোতিঃ হৃতরূপ হইয়া বায়ুতে বিলীন হইবে, বায়ু স্বীয় কারণ আকাশ-দ্বারা স্পর্শগুণ বর্জ্জন-পূর্ব্বক আকাশে পরিণত হইবে এবং আকাশ কালমূর্ত্তি ঈশ্বর-কর্ত্তৃক হৃতরূপ হইয়া তামস অহঙ্কারে লীন হইয়া যাইবে। তৎকালে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি রাজস অহঙ্কারে, বৈকারিক দেবগণ সহ মন সাত্ত্বিক অহংতত্ত্বে এবং অহংতত্ত্ব স্বীয় গুণরাশি সহ মহত্তত্ত্বে প্রবেশ করিবে; তখন মহত্তত্ত্বও প্রকৃতিতে বিলয় প্রাপ্ত হইবে। ভগবানের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকাহিনী ভাগবতী ত্রিগুণময়ী মায়া এইরূপই। এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম; আর কি শুনিবার আপনার অভিলাষ আছে?

নিমি রাজা বলিলেন,—মহর্ষে! যাঁহারা অন্তঃ-করণ-জয়ে অসমর্থ, তাদৃশ স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি-বর্গ যাহাতে এই দুস্তর ঐশ্বরী মায়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তাহা বর্ণন করুন।

প্রবুদ্ধ বলিলেন,—মানবেরা দুঃখনাশ ও সুখ-সাধনার্থ স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকে; কিন্তু ফল তাহাদের বিপরীত দৃষ্ট হইয়া থাকে। বুঝিয়া দেখ,—ঐ সকল কর্ম্মার্জ্জিত বিত্ত, গৃহ, পুত্র, বন্ধু ও পশু প্রভৃতি সকলই অনিত্য, উহারা আত্মার পীড়াদায়ক—এমন কি, নিজেরই মৃত্যু-দায়ক; সুতরাং অনর্থকর অর্থাদি লাভে প্রীতির বিষয় কি? লোক সকল এইরূপই কর্ম্মনির্ম্মিত; সুতরাং ইহাদিগকে ক্ষণভঙ্গুর বলিয়াই জানিবে এবং আরও জানিবে যে, মণ্ডলেশ্বর রাজগণের যেরূপ সমানে সমানে স্পর্দ্ধা, প্রধানের প্রতি ঈর্ষ্যা এবং মৃত্যুর আশঙ্কায় ভয়ের সঞ্চার হয়, সাধারণ লোক-দিগের মধ্যেও সেইরূপ সমানে সমানে স্পর্দ্ধা, প্রধানের প্রতি ঈর্ষ্যা এবং মৃত্যুহেতু ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব যিনি শব্দ-ব্রহ্মের পরপারগত ও পরব্রহ্মে নিমগ্ন, তথাবিধ উপশমাবলম্বী শ্রীগুরুর শ্রীচরণ-শরণ গ্রহণ পরম-মঙ্গলার্থী ব্যক্তির অবশ্য-কর্ত্তব্য। আত্মদাতা হরি যে যে ধর্ম্মাচরণে প্রীতি লাভ করেন, গুরুকেই আত্মা দেবতাজ্ঞানে অকপট সেবায় সেই সকল ভাগবত ধর্ম্ম তৎসমীপে শিক্ষা করিবে। প্রথমতঃ মনকে সর্ব্ববিষয় হইতে সঙ্গহীন করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে থাকিবে; ক্রমে সর্ব্বভূতে সমুচিত দয়া, মৈত্রী, নম্রতা, শুচিতা, স্বধর্ম্ম-সেবা, ক্ষমা, বৃথা-বাক্যালাপে পরাঙ্মুখতা, বেদপাঠ,

সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বে সমভাব, সর্ব্বত্র আত্মদর্শন, ঈশ্বরদৃষ্টি সর্ব্বত্র সম ব্যবহার নির্জ্জনে বাস, গৃহাদিতে নিরভিমানতা, পবিত্র চীর-পরিধান, সর্ব্ববিষয়ে সন্তুষ্টি, ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, শাস্ত্রান্তরের অনিন্দা,—মন, বাক্য ও কর্ম্মসংযম, সত্য নিষ্ঠা, শম ও দম, অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির জন্ম, কর্ম্ম ও গুণাবলী কীর্ত্তন, শ্রবণ ও চিন্তন, ভগবদুদ্দেশে সর্ব্ব-কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যোগাচার, দান, তপস্যা, জপ, আত্মপ্রিয় সদাচার ও স্ত্রী, গৃহ, পুত্র, প্রাণ সমস্তই পরমেশ্বরে নিবেদন—এই সকল বিষয়ই শিক্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের গতি, তাদৃশ মানব সহ মিত্রতা, চরাচরের পূজা, নর-সেবা,—বিশেষতঃ সাধুগণের—বিষ্ণুভক্তগণের সেবা, পরস্পরমধ্যে ভগবানের পবিত্র যশঃ কীর্ত্তন, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, পরস্পরের সন্তোষ ও পারস্পরিক আত্মদুঃখ নিবৃত্তির উপায় শিক্ষা করিবে। কলুষরাশি-নাশী শ্রীহরিকে পরস্পর স্মরণ করিবে ও করাইবে এবং সাধনভক্তিজাত প্রেমভক্তিবশে পুলকাঞ্চিত হইবে। শ্রীহরিগত-প্রাণ হইয়া কখনও কাঁদিবে, কখনও হাসিবে, কখনও নাচিবে, কখনও গাহিবে; কখনও কখনও আনন্দ প্রকাশ করিবে; কখনও আলৌকিক কথা কহিবে এবং কখনও হরির অভিনয় করিবে। এইরূপে পরম-প্রাপ্তি হইলে আনন্দিত হইয়া মৌনাবলম্বী হইয়া রহিবে। এই-ভাবে ভাগবতধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিতে করিতে যখন তাহা হইতে ভক্তি উৎপন্ন হইবে, তখন সেই ভক্তির সহিত নারায়ণপরায়ণ হইয়া এই সুদুস্তর মায়া সবলে অতিক্রম করিতে পারিবে।

রাজা নিমি বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রণী; তাই জিজ্ঞাসা করি, নারায়ণাখ্য পরব্রহ্মে কিরূপে নিষ্ঠা হইতে পারে? এ তত্ত্ব আমায় উপদেশ করুন।

পিপ্পলায়ন উত্তর করিলেন,—হে নরনাথ! এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের যিনি কারণ এবং স্বয়ং যিনি কারণবিহীন, যিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি অবস্থায় এবং বাহিরে সমাধি প্রভৃতিতে সৎস্বরূপে বর্ত্তমান,—এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন যাঁহার প্রভাবে সঞ্জীবতা প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, আপনি তাহাকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া বুঝিবেন। অগ্নিকে যেমন অগ্নিজাত স্ফুলিঙ্গাবলী প্রকাশ বা দগ্ধ করিতে পারে না,—মন, বাক্য, চক্ষু ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বর্গেও তেমনি ইঁহাকে গ্রহণ করিতে অক্ষম। যে অবধিভূত ব্রহ্ম ব্যতীত নিষেধ-সমাপ্তি নাই, আত্ম-মূলক বাক্য তাঁহাকে অর্থোক্তভাবেই তন্ন তন্ন করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে—স্বরূপতঃ ব্যক্ত করিতে পারে না। কার্য্য ও কারণ সকল ব্রহ্মরূপেই প্রকাশমান; কেন না, সর্ব্বশক্তি-শালী ব্রহ্ম উক্ত উভয়েরই কারণ। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে একমাত্র ব্রহ্মই প্রধানরূপে উল্লিখিত হন; তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ-স্বরূপে প্রতিভাত হইয়া পরে ক্রিয়াশক্তি-নিবন্ধন 'সূত্র' এবং জ্ঞান শক্তি নিবন্ধন 'মহৎ' আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। 'অহং' এই জীবোপাধিক অহঙ্কার, তাঁহাকেই বলা হইয়া থাকে। তিনিই অবশেষে বিষয়, ইন্দ্রিয় ও সুখাদিরূপে নিজেকে প্রদর্শন করেন। সেই মহাশক্তি ব্রহ্মই কার্য্য-কারণের ও অভয়েরও কারণ। পরমাত্মার জনন-মরণ নাই, ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই; কেন না, তিনিই যে জনন-মরণশীল বস্তু-পরম্পরার বিশেষ বিশেষ অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ—তিনিই সর্ব্বই নিয়ত অবিনাশী জ্ঞান-স্বরূপ। ইন্দ্রিয়-দ্বারা প্রাণের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানই বিধিরূপে বিকল্পিত হইয়া থাকে; প্রাণ যেমন বিশেষ বিশেষভাবে অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জাদি জীবসমূহের অনুসরণ করে, সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ ও

অহংতত্ত্ব যখন বিলীন হয়, তখন বিকার-বশতঃ লিঙ্গ-দেহের আশ্রয়রূপে কূটস্থ আত্মা অবিকারী ভাবেই বিরাজ করেন এবং সুষপ্তির অবসানে অনুস্মৃতি হইয়া থাকে। যৎকালে পদ্মনাভেরই শ্রীচরণ কমল লাভ-লালসায় মহতী ভক্তি-বলে মানব গুণকর্ম্ম-জন্য মনোমল সকল ধুইয়া ফেলিবেন, তখন, সেই চিত্তশুদ্ধি-বশে নির্ম্মল চক্ষুর সমীপে সূর্য্য-প্রকাশবৎ তাঁহার আত্মতত্ত্ব লাভ হইবে।

রাজা নিমি বলিলেন,—মানব যাদৃশ কর্ম্মযোগ-দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ইহলোকেই আশু কর্ম্ম ত্যাগ করেন ও নিবৃত্তি-জনিত পরম জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, আপনি আমাদিগের নিকট তাহাই প্রকাশ করিয়া বলুন। পিতা ইক্ষ্বাকুর সমক্ষে পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মপুত্র সনকাদির নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম; তাঁহারা ইহার কোনই উত্তর করেন নাই, ইহারই বা কারণ কি?

আবির্হোত্র বলিতে লাগিলেন,—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এ সকলই অপৌরুষের বেদবাক্য! বেদ ঈশ্বরোৎপন্ন; তাই পণ্ডিতগণ বেদ-মুগ্ধ! অভি-ভাবকেরা যেমন নানাবিধ প্রবৃত্তি বা প্রলোভন দেখাইয়া বালকদিগকে ঔষধ প্রদান করে, পরোক্ষ-বাদ বেদ সেইরূপ কর্ম্ম হইতে মুক্তির নিমিত্তই কর্ম্ম উপদেশ করেন; পরন্তু যে অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞব্যক্তি নিজে বেদোক্ত কর্ম্ম করে না, বিহিত কর্ম্মের অকরণ-জনিত অধর্ম্ম-নিবন্ধন বারংবার তাহাকে জনন-মরণরূপ পাশ-বদ্ধ হইতে হয়। পুরুষ নির্লিপ্ত-ভাবে বেদোক্ত কর্ম্ম করিয়া উহা ঈশ্বরে অর্পণ করিবেন, এইরূপেই তাঁহার নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ হইবে। কর্ম্মের ফলশ্রুতি প্রলোভনার্থক মাত্র। জীবাত্মার অহঙ্কার বন্ধন ছেদন করিবার যাঁহার অভিলাষ, তিনি বৈদিকবিধির সহিত একবাক্যতা-প্রাপ্ত তান্ত্রিক-বিধি অনুসারে দেব কেশবের অর্চ্চনা করিবেন। আচার্য্যানুগৃহীত পুরুষের পক্ষে আচার্য্য-প্রদর্শিত পূজা-প্রণালী-মতে স্বীয় মনোমত মূর্ত্তি গড়িয়া মহাপুরুষের অর্চ্চনা করাই বিধেয়। পবিত্রভাবে প্রতিমা-সম্মুখে উপবেশন করিয়া প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি-দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ করিয়া লইবে; পরে শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করিবে। প্রথমতঃ প্রতিমাদিতে বা হৃদয়ে পুষ্পাদি, মৃত্তিকা, আত্মা ও প্রতিমার অর্চ্চনা করিবে, পাদ্যাদিপাত্র স্থাপন করিয়া যথালব্ধ উপচার দ্বারা সমাহিতভাবে হৃদয়ার্চ্চিত দেবতাকে মূর্ত্তিতে বিশোধিত করত হৃদাদি-ন্যাস করিবে এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, মাল্য, আতপ-তণ্ডুল, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা স্ব স্ব মন্ত্র সহকারে অঙ্গোপাঙ্গ সহ পরিবার-পরিবৃত সেই মূর্ত্তিকে পূজা করিবে; পরে মস্তকে নির্ম্মাল্য ধারণ করিয়া পূজিত মূর্ত্তিকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া পূজা সমাপন করিবে। এইরূপ তন্ত্রোক্ত কর্ম্ম-যোগানুসারে যে ব্যক্তি অগ্নিতে, সূর্য্য-জলাদিতে অতিথিজনে বা স্ব হৃদয়ে আত্মভাবে ঈশ্বরার্চ্চনা করেন, তিনি সত্বরই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

রাজা নিমি বলিলেন—হে ঋষিগণ! ভগবান্ শ্রীহরি স্বাধীনভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহলোকে যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

দ্রুমিল বলিলেন—যে ব্যক্তি ভগবান্ অনন্তদেবের অনন্ত গুণাবলী বর্ণন করিয়া অন্যকে বুঝাইতে উদ্যত হয়, তাহাকে মন্দমতি ব্যতীত আর কি বলা যায়? পৃথিবীর ধূলিরাশিও কালক্রমে কোনওরূপে গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু নিখিলশক্তির আধার সেই ভগবানের সমস্ত গুণ-কখন কখনই সম্ভবপর নহে। আদিদেব নারায়ণ যখন আত্মসৃষ্ট পঞ্চভূত-দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডপুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্বীয় অংশক্রমে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি 'পুরুষ' আখ্যায় অভিহিত হইলেন। এই ত্রিভুবন-সংস্থান সেই নারায়ণদেবের দেহ, তাঁহারই ইন্দ্রিয়সমূহ-দ্বারা দেহীদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, তদীয় স্ব-স্বরূপভূত সত্ত্ব হইতে জ্ঞান এবং তাঁহার প্রাণ হইতে দেহশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি ও ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। সত্ত্বাদি গুণ-দ্বারা তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-ক্রিয়ার আদি-বিধাতা সর্ব্বাগ্রে যাঁহার রজোগুণ-দ্বারা ব্রহ্মা সৃষ্টি বিষয়ে, সত্ত্ব-দ্বারা দ্বিজগণের ধর্ম্মসেতু যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু পালন ব্যাপারে এবং তমোগুণ-দ্বারা রুদ্রদেব সংহার-কার্য্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহা হইতে এই সকল লোকের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় অবিরত হইতেছে তিনিই আদ্যপুরুষ আখ্যায় অভিহিত। ধর্ম্ম দক্ষদুহিতা মূর্ত্তির পাণি গ্রহণ করেন; সেই মূর্ত্তির গর্ভে সেই আদিপুরুষ শমগুণাবলম্বী শ্রেষ্ঠ ঋষি—নর ও নারায়ণরূপে উৎপন্ন হন। তিনি নৈষ্কর্ম্ম্য-ধর্ম্মের উপদেষ্টা এবং নিজেও তথাবিধ ধর্ম্মের আচরণকর্ত্তা। অদ্যাপি তিনি ঐরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্মাচরণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন; শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। এই আদিপুরুষ নারায়ণের তপশ্চরণে শঙ্কিত হইয়া ইন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন—এই ঋষি নিশ্চয়ই আমার স্থান অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এইরূপ আশঙ্কাবশতঃ তিনি কামদেবকে সপরিবারে ঋষির তপঃস্থান বদরিকাশ্রমে প্রেরণ করিলেন। কাম ঋষির মাহাত্ম্য অবিদিত ছিলেন; তিনি সহচর বসন্ত, মন্দানিল ও অপ্সরোগণ সহ বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া রমণীকটাক্ষ-রূপ শর-নিকর-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। নিরভিমান আদিদেব, ইন্দ্রকৃত অপরাধ অবগত হইয়াও অভিশাপ-ভীত কম্পিতকলেবর কাম ও তাঁহার সহচরদিগকে সহাস্যবদনে বলিলেন—হে ক্ষমতাবান্ মদন! হে সুরসুন্দরীগণ! হে মলয়ানিল! তোমরা ভীত হইও না, এখানে অতিথিসৎকার গ্রহণ কর; এ আশ্রয় শূন্য করিয়া যাইও না।

হে নরদেব! সেই অভয়দাতা আদিদেব এই কথা কহিলে দেবতারা লজ্জায় অধোবদন হইলেন এবং সেই দয়ালু ঋষিকে বলিলেন—হে বিভো! আপনি মায়াতীত—নির্ব্বিকার; যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহারাও আপনার চরণকমলে প্রণত; সুতরাং আপনার এরূপ সদয় ব্যবহার বিচিত্র নহে। যাঁহারা আপনার সেবানিরত, দেবকৃত এরূপ অনেক বিঘ্ন তাঁহাদের উপস্থিত হইয়া থাকে; কেন না, তাঁহারা দেবনিবাস স্বর্গ-পরিত্যাগ করিয়া আপনারই পরমপদে গমনোদ্যত। তাঁহারা ব্যতীত অন্যের পক্ষে এরূপ বিঘ্ন ঘটনা সম্ভবে না। যাঁহারা দেবগণকে স্ব স্ব ভাগ-বলি

প্রদান করেন, দেবতারা তাঁহাদের বিঘ্নাচরণে বিমুখ হইয়া থাকেন। আপনি স্বয়ং যাঁহাদের রক্ষক, তাঁহারা নিশ্চিতই সর্ব্ববিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। এমন অনেক তাপস আছেন, যাঁহারা অপার-সাগরোপম ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম, বাত, রসাস্বাদ ও ইন্দ্রিয়-বিশেষের ভোগরূপ অধীনতা অতিক্রম করিয়া ব্যর্থ-ক্রোধের বশে গোষ্পদে মগ্ন হইয়া থাকেন এবং পূর্ব্বাচরিত কঠোর তপস্যা বৃথাই পরিত্যাগ করেন।

দেবতারা এইরূপ বলিলে, ভগবান্ নারায়ণ ঋষি তাহাদের সৌন্দর্য্য-লাবণ্যজনিত দর্প-নাশার্থ শুশ্রূষাপরায়ণা সুভূষিতা সুন্দরী বহু ললনা প্রদর্শন করিলেন। দেবগণ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই সুন্দরীদিগকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের রূপৌদার্য্যে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং সেই সুন্দরীদিগের শরীর-সৌরভে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তখন দেবদেবেশ্বর নারায়ণ প্রণত দেবগণকে সহাস্যবদনে বলিলেন,—তোমরা ইহাদিগের মধ্য হইতে তোমাদের তুল্যরূপ-শালিনী যে কোন কামিনীকে বরণ কর। সুরবন্দিগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া নারায়ণের অনুমতি অনুসারে তন্মধ্যে হইতে অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে অগ্রে লইয়া স্বর্গধামে প্রয়াণ করিলেন এবং তথায় গিয়া দেবসভায় সুরেন্দ্রকে প্রণাম-পূর্ব্বক অন্যান্য সুরগণ-সমক্ষে নারায়ণদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্র তৎ-শ্রবণে ত্রাসান্বিত হইলেন।

হে রাজন্! দত্তাত্রেয়, সনকাদি ব্রহ্মকুমারগণ এবং আমাদের পিতা ঋষভ দেব—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গলার্থ যোগোপদেশ দিয়াছেন। বিষ্ণু হয়গ্রীব-অবতারে বেদ সকল উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি মৎস্যাবতারে মনুকে, ইলাকে এবং ওষধিসমূহকে রক্ষা করেন। বরাহাবতারে পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধৃত করিবার কালে তিনি হিরণ্যাক্ষকে সংহার করেন।

অতঃপর বিষ্ণু কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হন: এই অবতারে অমৃত-মন্থনকালে পৃষ্ঠে মন্দরাদ্রি ধারণ এবং কুম্ভীরের মুখ হইতে বিপন্ন গজেন্দ্রকে মোচন করেন। নৃসিংহাবতারে গোষ্পদ-পতিত স্তুতিপরায়ণ বালখিল্যগণ তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হন; তিনি এই অবতারেই বৃত্রবধ-জনিত পাপমগ্ন ইন্দ্রকে উদ্ধার করেন, দৈত্যগৃহাবরুদ্ধ দেবললনাগণের বিপন্মুক্তি করিয়া দেন এবং সাধুগণের ভয়-হরণার্থ অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর সংহার-সাধন করেন। তিনি প্রতি মন্বন্তরেই দেবগণের হিতনিমিত্ত সুরাসুরযুদ্ধে স্বীয় অংশ-সমূহদ্বারা দৈত্যপতিদিগকে বিনাশ করিয়া ভুবন-পালন করিয়া থাকেন। বিষ্ণু বামন হইয়া যাচ্ঞাচ্ছলে দৈত্যগণের নিকট হইতে এই পৃথিবী কাড়িয়া ল'ন এবং অদিতি-নন্দনদিগকে উহা দান করেন। ভৃগুনন্দন পরশুরাম রূপে তাঁহার যে অবতার হয় তাহাতে তিনি হৈহয়বংশ ধ্বংস করিয়া এই বসুধা একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। রামাবতারে সাগর-বন্ধন হয় এবং লঙ্কাবাসী দশাননকে তিনি বিনাশ করেন সেই লোকপাবন কীর্ত্তিমান সীতাপতি জয়যুক্ত হউন।

অতঃপর জন্মরহিত শ্রীহরি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূভার-হরণার্থ দেবদুষ্কর কর্ম্মসকল করিবেন, যজ্ঞানধিকারী যজ্ঞরত দৈত্যদিগকে অহিংসাবাদ-প্রচারে বিমুগ্ধ করিবেন; অবশেষে কলিযুগে শূদ্র-রাজাদিগের বিনাশ-সাধন করিবেন। হে মহাভুজ! অনন্তকীর্ত্তি নারায়ণের এইরূপ ভূরি ভূরি জন্ম ও কর্ম্ম বর্ণিত আছে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

নিমি রাজা বলিলেন,—হে আত্মবিদ্‌গণের অগ্র-গণ্য ঋষিগণ! ইহ সংসারে প্রায়শঃ অনেকেই হরিভজনা করেন; তাদৃশ অজিতাত্মা কামপ্রবৃত্ত ব্যক্তির গতি কিরূপ হইবে?

চমস উত্তর করিলেন,—সেই আদিপুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে গুণভেদে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ও বিভিন্ন আশ্রম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা স্ব স্ব উৎপত্তি-নিদান সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে ভজনা করিতে বিরত হয়, অথবা তৎপ্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশ করে, তাহারা স্থানচ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। হরিকথা, হরিগুণানুবাদ অনেকের পক্ষে দূরগত; তাহারা এবং স্ত্রী ও শূদ্রগণ ভবাদৃশ ব্যক্তির কৃপাপাত্র। জন্ম, উপনয়ন ও স্বাধ্যায়-দ্বারা হরিচরণ-সন্নিকর্ষ লাভ করিয়াও ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদের অর্থবাদে মুগ্ধ হইয়া যায়। কর্ম্মানভিজ্ঞ, অবিনীত, মুর্খ অথচ পণ্ডিতাভিমানী সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিই তৃপ্তি-তুষ্টিকর মধুরমোহন বাক্যে সমুৎসুক হইয়া 'ইহা করিয়া আমরা স্বর্গের নন্দনে অপ্সরোগণ সহ বিহার করিতে পারিব, কত ভোগসুখে স্বর্গবাস করিব' ইত্যাদি প্রিয় কথা কহিয়া থাকে। উহারা রজোগুণ-প্রধান বলিয়া অতীব কামবৃত্তিরত, ভুজঙ্গবৎ ক্রোধসম্পন্ন, দম্ভযুক্ত, অভিমানী ও পাপাত্মা; তাই হরিভক্তদিগকে উপহাস করিয়া থাকে। উহারা স্ত্রী-লম্পট হইয়া মৈথুনসুখ-প্রধান গৃহে বাস করিতে করিতে পরস্পরের মঙ্গল কথা কহিতে থাকে; দক্ষিণা সহ অন্ন দান করে না এবং যজ্ঞ করিয়াও দক্ষিণা দান করিতে চাহে না। উহারা বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়াই মাত্র জীবিকার নিমিত্ত পশুহিংসায় প্রবৃত্ত হয়। খলস্বভাব ব্যক্তিরাই ধনাদি-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, বিদ্যা দান, রূপসম্পদ, বলবীর্য্য ও কর্ম্ম-জাত মদ-মাৎসর্য্যে অন্ধ হইয়া ঈশ্বর ও ঈশ্বরভক্ত সাধুদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। মুর্খ যাহারা, তাঁহারাই—আত্মা যে সমস্ত দেহ-ধারীর হৃদয়ে আকাশবৎ সর্ব্বদা বিরাজিত এবং তিনিই যে বেদবর্ণিত সর্ব্বজনাভীষ্ট ঈশ্বর, এ তত্ত্ব শ্রবণ করিতে চাহে না; কেন না, তাহারা তাহাদের মনোরথ-কল্পিত বিষয়সমূহ লইয়াই কথোপকথন করিয়া থাকে। জগতের স্ত্রীসঙ্গ, মদ্যপান ও আমিষভক্ষণ—এ সকল ব্যাপার স্ব স্ব ইচ্ছাধীন; সুতরাং এ গুলিকে বিধি-বিহিত বলা চলে না। বিবাহে স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে আমিষসেবা এবং সুরাগ্রহ নামক যাগব্যাপারেই মদ্যপান বৈধ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পরন্তু ঐ সকল কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়াই পরম মঙ্গল। যাহা হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সহিত পরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং পরে নির্ব্বাণ-রূপ চরম শান্তি লাভ করা যায়, সেই ধর্ম্মই ধনের একমাত্র ফল। গৃহাশ্রমে দেহাদিরক্ষার নিমিত্ত এইরূপ ধনই ব্যবহার করিবে; এইরূপ করিলেই মানব দুর্দ্ধর্ষ মৃত্যুর কবলে পতিত হইবে না। কর্ম্মবিশেষের সুরার আঘ্রাণ আহার বলিয়া বিহিত, কিন্তু পান অবৈধ; এইরূপ দেবোদ্দেশেই পশুবধ বৈধ বলিয়া উল্লিখিত, কিন্তু বৃথা হিংসার বিধি নাই; এইরূপে সন্তানার্থ-ই স্ত্রীসঙ্গ বিহিত, পরন্তু রতির নিমিত্ত নহে। এই জন্যই মনোরথবাদীরা উহাকে বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম বলিয়া মানে না। ঐ শ্রেণীর অজ্ঞ, অবিনীত, নিত্য-গর্ব্বিত অসাধু ব্যক্তিরাই নিঃশঙ্কচিত্তে অথবা 'ইহার দ্বারাই মনোরথসিদ্ধি হইবে, এইরূপ ধারণায় পশুহিংসা করে; কিন্তু পরকালে ঐ সকল পশুই তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া

থাকে। যাহারা হিংসা-দ্বারা পরকায়স্থিত আত্মাস্বরূপ শ্রীহরির দ্বেষাচরণ করে, তাহারা পুত্রাদিসহ স্বদেহে স্নেহাসক্ত হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে। যাহারা মূঢ়তা অতিক্রম করিয়াছে,—কিন্তু ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-সেবায় নিরত বলিয়া উপশান্তি-ক্ষণের অভাবে কৈবল্য-লাভে সমর্থ হয় নাই, তাহারই প্রকৃত আত্ম-ঘাতী। এই আত্মঘাতিগণ অশান্ত ও অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমানী; ইহারা যখন কালক্রমে মনোরথ-লাভে অসমর্থ হয়, তখন অকৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বদাই ক্লেশভোগ করে। এই সকল বাসুদেব-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি বহু-আয়াসবিরচিত গৃহ, অপত্য, সুহৃৎ ও সম্পত্তি পরিহার করিয়া অবশেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নরকে নিপতিত হয়।

নিমি রাজা বলিলেন—হে ঋষিগণ। সেই ভগবান আদিদেব কোন্ কালে কোন্ বর্ণ, কি আকার ও কি নাম ধারণ করেন? নরগণ কোন্ বিধিমতে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে?—তাহা আমার নিকট বলুন।

করভাজন উত্তর করিলেন—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চতুর্যুগে দেব কেশব বিবিধ বর্ণ, বিবিধ আকার ও নানা নাম ধারণ করেন এবং বিবিধ বিধি অনুসারেই তিনি পূজিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে কেশব শুক্লবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, জটাজুটমণ্ডিত, চীরাম্বর পরিহিত ও এবং কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড ও কমণ্ডলু-ধারী; তৎকালিক মনুষ্যগণ শান্তস্বভাব বৈরহীন, পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন ও সমদর্শী; তাঁহারা শম, দম ও তপস্যা-দ্বারা কেশব-দেবের অর্চ্চনা করেন। হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল ঈশ্বর, অব্যক্তপুরুষ ও পরমাত্মা—এই সকলই তাঁহার সত্যযুগের নাম। ত্রেতায় তিনি রক্তবর্ণ চতুর্ব্বাহু, মেখলাত্রয়মণ্ডিতা, হিরণ্যকেশ বেদাত্মা এবং স্রুকস্রুবাদিচিহ্নে চিহ্নিত। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী নরগণ তৎকালে এই সর্ব্বদেবময় হরিকে ত্রিবেদোক্ত কর্ম্মসমূহ দ্বারা অর্চ্চনা করেন। বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায়—এই সকল তাঁহার ত্রেতাযুগের নাম। দ্বাপরে সেই দেবদেব শ্যামবর্ণ, পীতবসন, চক্রাদি-আয়ুধযুক্ত এবং শ্রীবৎস ও কৌস্তুভাদি চিহ্নে চিহ্নিত। হে নৃপ! ঈশ্বর তত্ত্বজিজ্ঞাসু মর্ত্তবাসীরা তৎকালে ছত্রচামরাদি-রাজচিহ্নধারী আদিদেবকে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি-অনুসারে পূজা করিয়া থাকে। ঐ যুগে নরগণ এই বলিয়া সেই জগদীশ্বরের স্তব করে যে,—'হে পরমেশ! তুমি বাসুদেব, তুমি সঙ্কর্ষণ, তুমি প্রদ্যুম্ন, তুমি অনিরুদ্ধ, তুমি ভগবান্; তোমাকে নমস্কার। তুমি নারায়ণ ঋষি, তুমি মহাপুরুষ, তুমি বিশ্ব তুমি বিশ্বেশ্বর এবং তুমি সর্ব্বভূতের আত্মা; তোমাকে নমস্কার।'

হে রাজন্! কলিযুগে বিবিধ তন্ত্রবাক্য অনুসারে তাঁহাকে যেরূপে পূজা করা হয়, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই যুগে তিনি ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বলবর্ণ; হৃদয়াদি অঙ্গ, কৌস্তুভাদি ভূষণ চক্রাদি আয়ুধ ও সনন্দাদি পার্ষদগণ তাঁহার সমভিব্যাহারী; বিবেকিগণ সঙ্কীর্ত্তনবহুল বিবিধ যজ্ঞ-দ্বারা কলিতে তাঁহার অর্চ্চনা করেন। 'হে প্রণতজনপালক মহা-পুরুষ! আপনার চরণারবিন্দ সর্ব্বদাই ধ্যানযোগ্য, জয়প্রদ অভীষ্টদায়ক পরমপবিত্র শিব-বিরিঞ্চি-বন্দিত, আশ্রয়প্রদ, ভক্ত-ভৃত্যজনের দুঃখহর ও ভবসাগরে পোতস্বরূপ; উহাকে আমি নমস্কার করি। হে মহাপুরুষ! আপনি সুরবাঞ্ছিত সুদুস্ত্যজ রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠাবশতঃ পিতার আজ্ঞায় বন-গমন করিয়াছিলেন এবং প্রিয়ার প্রার্থিত মায়ামৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলেন; আপনার চরণারবিন্দে আমার নমস্কার।'

হে রাজন্! যুগজাত মনুষ্যগণ ঈদৃশ যুগানুরূপ নাম ও রূপ-অনুসারে সেই মঙ্গলবিধাতা ভগবান্ শ্রীহরির

পূজা করিয়া থাকেন। কলিগুণাভিজ্ঞ গুণগ্রাহী আর্য্যগণ কলিকালকেই সমাদর করেন; কেন না, এই কালে কেবল সঙ্কীর্ত্তন-দ্বারাই নিখিল পুরুষার্থ লব্ধ হইয়া থাকে। ইহ সংসারে ভ্রমণশীল দেহিগণের পক্ষে সঙ্কীর্ত্তন অপেক্ষা পরম লাভজনক আর কিছুই নাই; কেন না, এই সঙ্কীর্ত্তন হইতেই পরম শান্তি লাভ হয় এবং সংসার নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। সত্যাদি যুগের মনুষ্যগণও কলিতে জন্মলাভের ইচ্ছা করেন; কারণ, কলির লোক সকল কোথাও কোথাও নারায়ণ-পরায়ণ হইবে এবং দ্রবিড়-অঞ্চলে ঐ শ্রেণীর বিষ্ণুভক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। হে মহারাজ! এই দ্রবিড়-দেশের মধ্য দিয়াই তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পুণ্যতোয়া কাবেরী মহাপুণ্যা প্রতীচী ও মহানদী প্রবাহিত হইতেছে। হে মনুজেশ্বর! যে সকল মনুষ্য ঐ সকল পুণ্য নদীর জল পান করে, তাহারা প্রায়শঃই নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্ত হয়। হে রাজন্! যাঁহারা ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রাণে মুকুন্দ-চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হন তাঁহাদিগকে কখনও দেব, ঋষি, প্রাণী, আত্মীয় নর বা পিতৃগণের ঋণী বা কিঙ্কর হইতে হয় না। যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে ভগবানের পাদপদ্ম ভজনা করে, পরমেশ্বর হরি সেই প্রিয় ভক্তের হৃদয়স্থ হইয়া তদীয় বিকর্ম্ম-প্রবৃত্তি নাশ করেন; যদিও কখন প্রমাদবশতঃ ঐরূপ প্রবৃত্তি হয়, তবে তাহাও তিনি ঘুচাইয়া দেন।

নারদ কহিলেন,—মিথিলাপতি নিমি এইরূপে ভাগবত ধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিয়া সেই মুনিগণের প্রতি প্রীত হইলেন এবং উপাধ্যায় সহ মিলিত হইয়া তাহাদের পূজা করিলেন। অতঃপর সর্ব্বলোকের সমক্ষেই সেই সিদ্ধ ঋষিগণ অন্তর্হিত হইলেন। রাজা নিমি ঐ সকল ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্ম আচরণ করিয়া পরম গতি লাভ করিলেন। হে মহাভাগ! আপনিও এই পরিশ্রুত ভাগবত ধর্ম্ম সকল শ্রদ্ধার সহিত নিঃসঙ্গ ভাবে আচরণ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন। ভগবান শ্রীহরি আপনাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং আপনাদের পতি-পত্নীর যশে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনারা পুত্রস্নেহবান থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন-আলিঙ্গন, তাঁহার সহিত সম্ভাষণ, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন-দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন। শিশুপাল, পৌণ্ড্র ও শাল্ব প্রভৃতি রাজন্যবর্গ শয়ন ও উপবেশনাদি ব্যাপারেও শত্রুতাবশতঃ যাঁহাকে চিন্তা করিয়াছে,—চিন্তায় চিন্তায় তদ্‌গতচিত্ত হইয়াছে, তাঁহারাও যখন তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়াছে, তখন, যাঁহারা তাঁহায় প্রতি অনুরক্ত-চিত্ত, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাত্মা—সর্ব্বেশ্বর, তিনি মায়া-মনুষ্যরূপে নিজের ঐশ্বর্য্য গুপ্ত রাখিয়াছেন, তিনিই পরম অব্যয়পুরুষ; তাঁহার প্রতি অপত্যবুদ্ধি করিও না। ভূভারভূত অসুর রাজন্যগণের সংহার ও সাধুগণের রক্ষা এবং জগতের মুক্তির নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবানের যশোরাশি ত্রিভুবনের বিস্তৃত হইতেছে।

শুকদেব বলিলেন—মহাভাগ বাসুদেব ও দেবকী এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং নিজ নিজ মোহ বিসর্জ্জন করিলেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই পূণ্য ইতিহাস অবধারণ করিবেন, ইহলোকে তিনি স্বীয় পাপ প্রক্ষালন করিয়া ব্রহ্মত্ব-লাভের অধিকারী হইবেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—একদা স্বীয় পুত্রগণ, সুরগণ ও প্রজাপতিগণ-পরিবৃত ব্রহ্মা, ভূতগণ-বেষ্টিত সকল-মঙ্গলময় শঙ্কর, মরুদ্গণ-পরিবৃত ইন্দ্র, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, নাগগণ, সিদ্ধসম্প্রদায়, চারণগণ, গুহ্যকগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, কিন্নরগণ ও বিদ্যাধরগণ—সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনার্থ দ্বারকায় আগমন করিলেন। যিনি দেহসৌষ্ঠবে সর্ব্বজন-মনোরম হইয়া জগতে লোকপাবন যশোরাশি বিস্তার করিয়াছেন, ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ তাঁহাকেই দর্শন করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন; তাই তাঁহারা সেই সমৃদ্ধিসম্ভার-সজ্জিত দ্বারকায় আসিয়া সেই অদ্ভুতদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন; দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদের আর তৃপ্তির শেষ হইল না। ঐ দেবগণ স্বর্গোদ্যানের মনোজ্ঞ পুষ্পমাল্যে যদুপতিকে আচ্ছাদিত করিয়া মনোরম পদপদার্থ-সম্বলিত বাক্যবলীদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবগণ বলিলেন,—হে প্রভো! কর্ম্মময় দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তিকামী ঋষিগণ হৃদয়াভ্যন্তরে যাঁহার ধ্যান করেন,—বুদ্ধীন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বচন-দ্বারা আমরা আপনার সেই চরণ-পঙ্কজে প্রণিপাত করি। হে অজিত! আপনি মায়াগুণের আশ্রয় লইয়া ত্রিগুণময়ী মায়াদ্বারা এই প্রপঞ্চ আপনাতেই সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংস করিয়া থাকেন, অথচ এই সকল সৃষ্টাদি কর্ম্মে আপনি লেশমাত্র লিপ্ত নহেন; কেন না, আপনাতে রাগাদি দোষ-সম্পর্ক নাই, আপনি আনুষ্ঠানিক নহেন, সতত আত্মসুখেই ভরপূর। হে পূজাস্পদ! ভবদীয় যশঃশ্রবণ-পরিপুষ্টা বিশিষ্ট শ্রদ্ধার গুণে সাধুগণের যাদৃশ শুদ্ধি-বিধান হয়,—বিদ্যা, শ্রুত, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা বা কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণ তথাবিধ শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। হে ঈশ! মুমুক্ষু মুনিগণ প্রেমার্দ্র-চিত্তে আপনার যে চরণ বহন করেন, ভক্তগণ তুল্যৈশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত যাঁহাকে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিতে পূজা করিয়া থাকেন, ধীর ব্যক্তিগণ স্বর্গবাস পরিহার করিয়া বৈকুণ্ঠবাস-নিমিত্ত যাঁহাকে ত্রিকাল অর্চ্চনা করেন, যাজ্ঞিকেরা সংযত-করে হবিগ্রহণ করিয়া বেদবিধি-অনুসারে যাঁহার চিন্তা করিতে থাকেন, যোগিগণ আত্মমায়া অবগত হইবার নিমিত্ত আধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিয়া যাঁহার ধ্যান করেন এবং পরমভাগবত ব্যক্তিগণ সর্ব্বত্র সর্ব্বতো-ভাবে যাহার আরাধনায় তন্ময় হইয়া থাকেন, সেই আপনার সর্ব্বলোক পূজিত চরণ-পঙ্কজ আমাদিগের বিষয়-বাসনা বিনাশ করুন।

হে ভগবান্! ভগবতী লক্ষ্মী মনে করেন,—আমি যে বক্ষঃস্থলে বাস করি, এই বনমালা পর্য্যুষিতা হইয়াও তথায় বাস করে। ইহা মনে করিয়া নিত্যই তিনি সপত্নীর ন্যায় স্পর্দ্ধমানা; তথাচ ভক্ত জন যদি আপনাকে ঐ বনমালা দ্বারা পূজা করে, তবে লক্ষ্মীর স্পর্দ্ধা আপনি অগ্রাহ্য করিয়াই সেই পূজা সুসম্পন্ন পূজা বলিয়াই গ্রহণ করেন। এ-হেন ভক্ত-পূজিত আপনি, আপনার চরণ-পঙ্কজ আমাদের বিষয়-বাসনা-সমূহের বিনাশের নিমিত্ত ধূমকেতুরূপে প্রতিভাত হউক। হে ভূমন্! বলিরাজের বন্ধনকালে আপনার যে পাদপদ্ম বিক্রমকেতু হইয়াছিল, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা যদীয় পতাকাবৎ প্রতিভাত হইয়াছিল, সুরাসুর সৈন্যগণের যাহা ভয়াভয়-জনক—অপিচ, সাধুগণের যাহা স্বর্গ-বিধাতা এবং অসাধুগণের অধোগতি-দাতা, তাহাই আমরা ভজনা করিতেছি; আমাদিগকে

পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনি প্রকৃতি-পুরুষের পরপারগত, কালরূপে প্রতিভাত; ব্রহ্মাদি শরীর ধারীমাত্রই নাসারজ্জুবদ্ধ পরস্পর-পীড়িত বলীবর্দ্দের ন্যায় আপনারই শ্রীচরণের বশীভূত; ভবদীয় সেই চরণ আমাদের মঙ্গল-বিধান করুন। এই বিশ্বোৎ-পত্তি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ—প্রকৃতি পুরুষ ও মহত্তত্ত্বেও আপনি নিয়ন্তা। ত্রিনাভি সম্পন্ন, সর্ব্বসৃষ্ট-সংহারে প্রবৃত্ত ও গভীর-বেগবান্ কাল আপনাকেই বলা হয়; সুতরাং আপনিই একমাত্র উত্তম পুরুষ। যে অব্যর্থবীর্য্য পুরুষ আপনা হইতে শক্তি লাভ করেন এবং গর্ভগত সন্তানবৎ মায়াবৃত মহত্তত্ত্ব ধারণ করেন, ঐ পুরুষই মায়ানুগত হইয়া বাহ্য আবরণান্বিত হৈম অণ্ডকোষ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নিমিত্ত বলা যায়, এই নিখিল চরাচরের আপনিই একমাত্র অধীশ্বর। মায়াবিলাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিয়াও আপনি তাহাতে নির্লিপ্ত; পরন্তু আপনি ব্যতীত সমস্তই অসৎস্বরূপে প্রতিভাত। আপনার ষোড়শসহস্র পত্নী ঈষৎ হাস্যলসিত কটাক্ষ-পাতে ভাব প্রকাশ করিয়া, সুরতমন্ত্রসূচক মনোরম ভ্রূভঙ্গ করিয়া এবং মনোহর চতুর কামকলা প্রদর্শন করিয়াও আপনার মন মুগ্ধ করিতে পারেন নাই; সুতরাং আপনারই গুণকথামৃত-জলবাহিনী পাদ-প্রক্ষালন-নদী ত্রিভুবনের পাপ-তাপ হরণে সমর্থ। যাঁহারা স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা শ্রবণেন্দ্রিয়-দ্বারা বেদবিহিত তীর্থ এবং অঙ্গ-সঙ্গ দ্বারা ভবদীয় পাদোদ্ভব তীর্থ সেবা করেন।

শুকদেব বলিলে,—শিব-ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ ভগবান্ হরির এইরূপ স্তুতি ও নতি করিয়া আকাশ-পথে উত্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে অনন্তমূর্ত্তে! আমরা ইতি-পূর্ব্বে ভূভার-হরণার্থ আপনাকে জানাইয়াছিলাম; এক্ষণে সে কার্য্য সুসম্পাদিত হইয়াছে। সত্য-প্রতিজ্ঞ আপনি, সাধুগণের ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন, ভুবনপাবনী কীর্ত্তিও আপনার সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়াছে; সর্ব্বোত্তমরূপে যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া ভুবন-মঙ্গলকর উৎকটবীর্য্য কার্য্যাবলী করিয়াছেন। হে ঈশ্বর! আপনার এই সকল চরিতাবলী কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া কলিকালোৎপন্ন সাধু মানবগণ অজ্ঞান-নাশে সমর্থ হইবেন। হে বিভো! হে পুরুষপ্রবল! একশত পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতীত হইল, আপনি যদু-বংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে সর্ব্বাধার! এক্ষণে আপনার কর্ত্তব্য আর কোন দেবকার্য্যই অবশিষ্ট নাই। এই বংশ অধুনা নষ্টপ্রায় হইয়া আসিয়াছে; অতএব যদি উচিত মনে করেন, সেই পরম ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করুন। বৈকুণ্ঠের কিঙ্কর লোকপাল আমরা, আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

ভগবান্ বলিলেন,—হে জীবেশ্বর! আপনি যেরূপ বলিলেন, আমিও উহাই স্থির করিয়াছি। আপনাদের সর্ব্বকার্য্য সাধিত হইয়াছে; ভূভার হরণ আমি করিয়াছি! শৌর্য্য-বীর্য ও সমৃদ্ধি-সম্পদে সমুদ্ধত সুপ্রসিদ্ধ যাদবকুল লোকগ্রাসে উদ্যত বেলাভূমির ন্যায় আমিই এই যদুকুলসাগর রুদ্ধ রাখিয়াছি। যদি দর্পিত যাদবকুল নষ্ট করিয়া না যাই, তবে ইহা উদ্বেল হইয়া এ লোক নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যাহাই হউক, অধুনা ব্রহ্মশাপেই বংশ নাশ আসন্নপ্রায় হইয়াছে। হে নিষ্পাপ পিতামহ! এতদবসানে ভবদীয় ভবনে আমি উপস্থিত হইব।

শুকদেব বলিলেন,—জগৎপতি শ্রীহরির এই কথা শুনিয়া স্বয়ম্ভু দেব তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন এবং দেবগণ সহ স্বধামে চলিয়া গেলেন। অতঃপর দ্বারকা-পুরীতে মহোৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। তাহা দেখিয়া ভগবান্ যদুপতি সমাগত বৃদ্ধ যাদবগণকে বলিলেন,—হে আর্য্য। এই নগরীর সর্ব্বদিকে মহোৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে; আমাদের

এই বংশের উপর ব্রাহ্মণদিগের দুর্ব্বার অভিশাপ বিদ্যমান। জীবন-ধারণের ইচ্ছা থাকিলে এস্থানে আমাদের বাস করা অবিধেয়। আমার মতে' অদ্যই আমাদের পরমপবিত্র প্রভাসতীর্থে গমন সমীচীন; এ বিষয়ে কাল-বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে। দক্ষশাপে চন্দ্র এক সময় যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত হইয়া প্রভাসতীর্থে গিয়াছিলেন; তথায় স্নান করিয়া তিনি ঐ রোগ হইতে মুক্ত হন এবং পুনর্ব্বার কলা-কলাপে বৃদ্ধি লাভ করেন। আমরাও এই প্রভাসে গিয়া স্নানান্তে দেব ও পিতৃ-গণের তর্পণ করি, নানাগুণ-সম্পন্ন অন্ন-দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাই এবং ঐ সকল সৎপাত্রে শ্রদ্ধার সহিত দান করি। এই সকল কার্য্যের ফলে পোতসাহায্যে সাগর পার হইবার ন্যায়, আমরাও পাপসমূহ উত্তীর্ণ হইয়া যাই।

শুকদেব বলিলেন,—হে কুরুনন্দন! ভগবানের আদেশে যদুগণ তীর্থ-গমনে সমুৎসুক হইলেন এবং যান বাহন সকল যোজনা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! উদ্ধব এই ব্যাপার দেখিলেন এবং ভগবানের বাক্য শ্রবণ ও আপতিত উৎপাত সকল নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি নির্জ্জনে কৃষ্ণ-সমীপে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। উদ্ধব সর্ব্বনিয়ামক ভগবানের চরণপ্রান্তে প্রণিপাত করিলেন; পরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—হে পুণ্যশ্রবণ, পুণ্যকীর্ত্তন, দেবদেবেশ! তুমি নিশ্চয়ই এই বংশ ধ্বংশ করিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইবে; ঈশ্বর তুমি, সামর্থ্য-সত্ত্বেও ব্রহ্ম-শাপ নিবারণ করিলে না। হে কেশব! ক্ষণার্দ্ধজন্যও তোমার পাদপদ্ম-পরিত্যাগে আমি সাহসী নহি; অতএব আমাকেও তোমার স্বধামে লইয়া চল। হে কৃষ্ণ! তোমার লীলা-চরিতাবলী মানবগণের পরম-মঙ্গল অমৃতস্বরূপ; উহা আস্বাদন করিলে লোকের আর কামনান্তর থাকে না। তুমি আমাদের প্রিয় আত্মা; শয়ন, আসন বিচরণ, বিহরণ, স্থান, স্নান ও ভোজনাদি ব্যাপারে কিরূপে আমরা তোমাকে ছাড়িয়া থাকিব? তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা, তোমারই উপভুক্ত মাল্য, চন্দন ও বসন-ভূষণে চর্চ্চিত হইয়া তোমার মায়া জয় করি। ঊর্দ্ধরেতা, নগ্নদেহ, শ্রমণ, শান্ত, শুদ্ধ-সন্ন্যাসী ঋষি-সম্প্রদায় ভবদীয় ব্রহ্মধামে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। হে মহাযোগিন্! সংসারে কর্ম্ম-মার্গে আমরা ভ্রমণ করি বটে, কিন্তু ভবদীয় ভক্তগণ সহ ভবৎ-কথার আলাপ-আলোচনা করিয়া তোমার মানবানুকারী গতি, হাস্য, পরিহাস, কর্ম্ম ও রচনাবলী স্মরণ ও স্মরণ করিতে করিতে দুস্তর তমস্তোম হইতে উদ্ধার লাভ করিব।

শুকদেব বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! ভগবান্ দেবকী-নন্দন এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া একাগ্রচিত্ত প্রিয়ভৃত্য উদ্ধবকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

ভগবান্ বলিলেন,—মহাভাগ! তোমার অনুমান সত্য; বাস্তবিকই আমি এরূপ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ব্রহ্মা, শঙ্কর ও লোকপালগণ সকলেই আমাকে স্বর্গ-গমনের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। আমি দেবগণের প্রার্থনাক্রমে অংশাবতীর্ণ হইয়াছি; যে উদ্দেশ্যে আমার অবতার, সেই সকল দেবকার্য্যই অশেষরূপে মৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মশাপ-দগ্ধ বংশ পরস্পর কলহে ধ্বংস হইয়া যাইবে; অদ্য হইতে সপ্তম দিবসের মধ্যে সমুদ্রও এই নগরী গ্রাস করিবে। হে সাধো! আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিবামাত্র ইহার মঙ্গল নষ্ট হইবে; কলি অচিরাৎ ইহাকে আক্রমণ করিবে। আমি ভূলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলে তুমি আর এস্থানে থাকিও না। হে ভদ্র! কলি উপস্থিত হইলে লোকের প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট হইবে। তুমি আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ ও বিষয় সকল বর্জ্জন করিয়া আমাতে সম্যক্-রূপে মনোনিবেশ কর এবং সমদর্শী হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে থাকে। মন, বাক্য, চক্ষু ও শ্রবণাদি-গৃহীত এই জগৎকে মনোময়, মায়াময় ও নশ্বর বলিয়াই মনে করিবে। চিত্ত যাহার বিক্ষিপ্ত, তথাবিধ পুরুষের ভেদবিষয়িণী ভ্রান্তিই গুণ-দোষের হেতুভূত। গুণদোষদর্শী ব্যক্তির কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ভ্রম হইয়া থাকে; সুতরাং যতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই জগৎকে আত্মস্থিত ও আত্মাকে অধীশ্বর আমাতে অবস্থিত দর্শন করিবে। তুমি যখন জ্ঞান বিজ্ঞানযুক্ত, দেহিগণের আত্মস্বরূপ ও আত্মানুভাবে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে, তখন আর কোনরূপ বিঘ্ন দ্বারাই বিহত হইবে না। গুণ-দোষাতীত পুরুষ, বালকবৎ দোষ-বোধ করিয়াও তাহা হইতে নিবৃত্ত হন না এবং গুণ মনে করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়েন না। ঈদৃশ পুরুষই সর্ব্বজীব-সুহৃদ, শান্তচিত্ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিশ্চিতবুদ্ধি হইয়া বিশ্বকে সৎস্বরূপে অবলোকন করেন; ঐ পুরুষকে কখনই বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না।

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! মহাভাগবত উদ্ধব, ভগবানের এইরূপ আদেশ অনুসারে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া প্রণিপাত-পুরঃসর অচ্যুতকে বলিলেন, —হে যজ্ঞেশ্বর! হে যোগাত্মন্! তুমি মোক্ষ-নিমিত্ত সন্ন্যাস উপদেশ আমাকে দিয়াছ। কিন্তু, হে ভূমন্! বিষয়াসক্তচিত্ত পুরুষদিগের পক্ষে কামনাপরিত্যাগ অসম্ভব,—বিশেষতঃ সর্ব্বাত্মা তুমি, তোমাতে ভক্তিহীন ব্যক্তির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব; ইহাই আমার ধারণা। আমি মূঢ়বুদ্ধি; কেন না, ভবদীয় মায়া-বিরচিত পুত্রাদি সহ নিজদেহে 'আমার', 'আমি' ইত্যাকার ভাবনায় আসক্ত রহিয়াছি। অতএব ভবদুক্ত উপদেশ সকল যাহাতে সত্বর অভ্যাস করিতে পারি, সে নিমিত্ত ভৃত্যকে অল্পে অল্পে আপনি শিক্ষা প্রদান করুন। হে ঈশ! তুমি স্বপ্রকাশ সনাতন আত্মা; তোমা অপেক্ষা আত্মোপদেষ্টা দেবগণমধ্যেও দুর্লভ। ব্রহ্মাদি দেহ-মাত্রই ভবদীয় মায়ামোহিত; ইঁহারা বিষয়কেই প্রয়োজন মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং দুঃখসমূহেই নিয়ত সন্তপ্ত হইয়া আমি অধুনা নির্ব্বেদ-যুক্ত হইয়াছি। হে ভগবান্! তুমি অনন্তপার, সদানন্দ, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর, অবিনাশী, বৈকুণ্ঠবিহারী, নরসখ, নারায়ণ; তোমারই আমি শরণাপন্ন।

ভগবান্ বলিলেন,—ইহলোকে লোকতত্ত্বাভিজ্ঞ মানবেরা প্রায়শঃ আত্মা দ্বারাই আত্মাকে বিষয়-বাসনা-মুক্ত করিয়া থাকেন। পশুপ্রভৃতি দেহেরও আত্মাই আত্মার হিতাহিত গুরু,—বিশেষতঃ পুরুষের পক্ষে

আত্মাই আত্মগুরু; কেন না, প্রত্যক্ষ অনুভূতি-দ্বারা এই আত্মাই মুক্তিফল লাভ করেন। সাংখ্যযোগবিৎ সাধুসম্প্রদায় আমাকেই সর্ব্ব-শক্তি-সমৃদ্ধ পুরুষরূপে প্রকাশ্যে বিভিন্নাকারে দর্শন করিয়া থাকেন। আমার পূর্ব্বসৃষ্ট একপাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ, বহুপাদ ও অপাদ প্রভৃতি বহু দেহ বিদ্যমান; এতন্মধ্যে পুরুষদেহই আমার প্রিয়তম। আমি অহঙ্কারাদি-পরিমুক্ত অজ্ঞেয় হইলেও, প্রমাদ পরিশূন্য পুরুষেরাই এ দেহে আমাকে নিগূঢ় গুণ-চিহ্নাদিদ্বারা অন্বেষণ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে অমিতপরাক্রম যদু ও অবধূতের কথোপ-কথন মূলক এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণিত আছে।

একদা জনৈক যুবক অবধূত নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ধর্ম্মজ্ঞ যদু জিজ্ঞা-সিলেন,—হে অবধূত ব্রহ্মন্! আপনি বিদ্বান্ হইয়াও যাহাকে পাইয়া নিতান্ত বালকবৎ জগতে ভ্রমণ করিতেছেন, আপনার এই নির্ম্মল মতি কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? আয়ু যশ ও মঙ্গল-মানসেই প্রায়শঃ মনুষ্যগণ ধর্ম্মে, অর্থকামে বা আত্মবিচারে যত্নশীল হইয়া থাকে; কিন্তু আপনি ক্ষমবান্ বিদ্বান্ নিপুণ, সৌভাগ্যবান্ ও মিতবচন হইয়াও জড়, উন্মত্ত পিশাচবৎ নিষ্কর্ম্মা ও স্পৃহাশূন্য হইয়াছেন। মনুষ্যগণ কাম-লোভ-মোহ-দাবানলে দগ্ধ হইতেছে; কিন্তু আপনি সাগ্নিক হইয়াও গঙ্গাজলগত গজরাজের ন্যায় তাপ-বিরহিত। যে ভগবন্! আপনি কলত্র বর্জিত ও বিষয়ভোগ-বিরহিত, অথচ আপনি আনন্দিত; আপনার এই আত্মানন্দের কারণ কি? আমাকে তাহা বলুন।

ভগবান্ বলিলেন,—সেই মহাভাগ অবধূত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণহিতৈষী মেধাবী বিনীত যদু-নরপতির প্রশ্নোত্তরে বলিতে লাগিলেন—রাজন্! আমি এই বিষয়ে নিজবুদ্ধি-অনুসারে বহু ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছি; তন্মধ্যে যাহা হইতে আমি প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তদেহে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। পৃথ্বী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, রবি, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, গজ, মধুহা, হরিণ, মীন, পিঙ্গলা, কুরর, বালক, কুমারী, শরকৃৎ, সর্প, উর্ণনাভ ও প্রজাপতি—এই চতুর্বিংশতি গুরু অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের আচরণ-দর্শনে আমার নিজের পক্ষে কি গ্রাহ্য—কি অগ্রাহ্য, তাহা আমি শিখিয়া লইয়াছি। হে নহুষ নন্দন পুরুষবর! আমি যাহা হইতে যেরূপে যাহা শিখিয়াছি, এক্ষণে তাহাই বলি, শ্রবণ করুন। পীড়াদায়ক ভূতবর্গ দৈবাধীন, ইহা বুঝিয়া তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও ধীর ব্যক্তি স্ব-পদবীতে অবি-চলিত থাকিবেন; ক্ষিতির এই ক্ষমাব্রতই শিক্ষণীয়। অপিচ, শৈল-পাদপরূপিণী পৃথিবী হইতেও শিখিবার বিষয় আছে। পর্ব্বত হইতে পরার্থপরতা শিখিবে; উহার সর্ব্বচেষ্টাই পরের জন্য, এমন কি নিজের উৎপত্তিও পরের নিমিত্ত। এইরূপে বৃক্ষ হইতেও পরোপকারিতা শিক্ষণীয়; বৃক্ষকে খণ্ডন কর, উৎ-পাটন কর, একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাও সকল বিষয়েই সে পরাধীন,—তাহার পুষ্প ফলাদি সর্ব্বস্বই পরের জন্য। এইরূপ পরের জন্য আত্ম-নিবেদনই শিক্ষিতব্য। জ্ঞান বিনষ্ট না হয়, এই নিমিত্ত মুনিজন কেবল প্রাণবৃত্তিদ্বারাই পরিতুষ্ট রহিবেন; বাক্য ও মনকে বিক্ষিপ্ত করিবেন না। তিনি সর্ব্বত্র নানাধর্ম্মী নানা বিষয় সেবা করিয়াও দোষ-গুণ হইতে আত্মাকে পৃথক্ রাখিবেন, বায়ুবৎ নির্লিপ্ত থাকিবেন। আত্মদর্শী যোগী ব্যক্তি সংসারে পার্থিব দেহসমূহে প্রবিষ্ট এবং সেই সেই দেহধর্ম্ম বাল্য যৌবনাদি আশ্রয় করিয়াও গন্ধের সহিত উহাতে অসংশ্লিষ্ট রহিবেন। এক অদ্বিতীয় আত্মা অন্তরে, বাহিরে—সর্ব্বত্র বিদ্যমান; এই নিমিত্ত মুনিজন তাঁহাকে

আকাশবৎ ব্যাপক ও নিঃসঙ্গ বলিয়াই ভাবিবেন। পুরুষ তেজ, জল ও পৃথিবীর কালকৃত গুণসমূহে স্পৃষ্ট হইবার নহেন; এ বিষয়ে বায়ুবিচালিত বারিদবৃন্দে অসংস্পৃষ্ট আকাশের দৃষ্টান্তই দ্রষ্টব্য। জল স্বচ্ছতা ও স্নিগ্ধতা প্রভৃতি গুণগ্রামে জগৎ পবিত্র করে; তাই আমি তাহার গুণ শিখিয়াছি। যোগিজন জলের ন্যায় নির্ম্মলাত্মা, স্নিগ্ধ-মাধুর্য্যমণ্ডিত ও তীর্থস্বরূপ হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও কীর্ত্তন-দ্বারা দর্শক-শ্রোতা প্রভৃতিকে পবিত্রিত করেন। আমি অগ্নির নিকট শিখিয়াছি—জ্ঞানাতিশয়ে তেজস্বী, তপোদীপ্ত, দুর্দ্ধর্ষ, পরিগ্রহ-পরিশূন্য, সংযতচেতা মুনি অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভুক্ হইয়াও মল গ্রহণ করেন না। অগ্নির নিকট আরও একটা শিক্ষা এই যে, অগ্নি পরের ইচ্ছা-অনুসারেই হবিগ্র্হণ করেন; মুনিদিগেরও দাতৃগণের অভিপ্রায় ও আগ্রহ বশেই ভোজ্যগ্রহণ কর্ত্তব্য। মুনিজন অগ্নিবৎ কচিৎ-প্রচ্ছন্ন ও কচিৎ অভিব্যক্ত হইয়া মঙ্গলার্থী ব্যক্তিবর্গের উপাসনাবশে অতীত-ভবিষ্য অশুভরাশি দহন করেন এবং ভক্ত দাতৃগণের নিকট হইতে সর্ব্বত্র ভোজন গ্রহণ করিয়া থাকেন। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ-সংশ্লিষ্ট, তিনিও তেমনি এই মায়া-বিরচিত সদসৎ-বিশ্বে প্রবিষ্ট হইয়াও তন্ময় হইয়া রহেন। শিখিয়াছি, জন্মাবধি শ্মশানান্ত যে কিছু অবস্থা, সমস্তই দেহের—আত্মার নহে; দৃষ্টান্ত—অব্যক্তগতি কাল। কাল চন্দ্রের কলা-কলাপেরই হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়, কিন্তু চন্দ্রের তাহাতে কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। অপর দৃষ্টান্ত—শিখাসমূহেরই উৎপত্তি-নাশ ঘটে, অগ্নির নহে। এইরূপে দেখা যায়, প্রাণীদিগেরও নিত্য উৎপত্তি-বিনাশ জলপ্রবাহবৎ বেগশালী কালই করিতেছে; আত্মা একরূপেই বিদ্যমান, কাল তাঁহার কিছুই করিতেছে না। সূর্য্যের নিকট শিক্ষা পাইয়াছি—সূর্য্য করনিকর দ্বারা জলরাশি আকর্ষণ করেন, আবার যথাকালে পরিত্যাগ করেন; এইরূপ যোগী ব্যক্তিও ইন্দ্রিয়সমূহ-দ্বারা বিষয়সমূহ গ্রহণ করিবেন এবং যথাকালে অর্থীদিগকে তাহা অর্পণ করিবেন, কিন্তু নিজে তাহার লাভালাভে আসক্ত রহিবেন না। যেমন একই সূর্য্য জলপাত্ররূপ উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন, সেইরূপ স্বরূপাবস্থ আত্মা বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণের ধারণায় ভিন্নভাবেই লক্ষিত হন। সূর্য্য হইতে ইহাও আর একটা শিক্ষা। কপোত হইতে শিখিয়াছি—মুনিজনকে কাহারও প্রতি সাতিশয় স্নেহশীল বা অত্যাসক্ত হইতে নাই; ঐরূপ হইলে, কপোতের ন্যায়ই দুঃখভোগ করিতে হয়।

একদা এক কপোত বনমধ্যস্থ বৃক্ষশাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া পত্নী কপোতীর সহিত কতিপয় বর্ষ বাস করিয়াছিল। কপোতীর প্রতি স্নেহবদ্ধ-চিত্ত গৃহস্থ কপোত দৃষ্টিদ্বারা তদীয় দৃষ্টি, অঙ্গদ্বারা অঙ্গ ও বুদ্ধিদ্বারা বুদ্ধি বন্ধন করিয়া থাকিত। সেই বনপ্রদেশে কপোত-দম্পতি একত্র মিলিয়া নিঃশঙ্কমনে একত্র শয়ন, আসন, ভ্রমণ, আলাপ আপ্যায়ন, ক্রীড়ন ও ভোজন করিত। হে রাজন্! তৃপ্তিদায়িনী কপোতপত্নী যাহা যাহা চাহিত, অজিতেন্দ্রিয় কপোত কষ্ট করিয়াও তাহাকে তাহার বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান করিত। যথাকালে কপোতী গর্ভবতী হইয়া স্বীয় পতি কপোতের সমক্ষে নীড়াভ্যন্তরে কয়েকটী অণ্ড প্রসব করে। সেই সকল অণ্ড হইতে ভগবান্ নারায়ণের অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা বিরচিতদেহ সুকুমাররোমরাজি-রাজিত কয়েকটী পক্ষী প্রাদুর্ভূত হয়। সন্তানগণের কূজন-শ্রবণে—মধুরালাপে প্রীত হইয়া সন্তানবৎসলা কপোতদম্পতি তাহাদিগের লালন-পালন করিতে থাকে। পিতা-মাতা পরম আনন্দিত; সন্তানগণের সুখস্পর্শ পক্ষ-পংক্তি মধুর কূজন, মুখভঙ্গী ও প্রত্যুদ্গমনে তাহাদের

অন্তরে হর্ষ আর ধরে না। শ্রীহরির মায়াবদ্ধ তাহারা পরস্পর স্নেহবদ্ধ-হৃদয়ে মোহিত হইয়া শিশু-সন্তানদিগের পালনকার্য্যে তন্ময় হইল।

একদিন কপোত-কপোতী সন্তানদিগের আহার-অন্বেষণার্থ বহুক্ষণ ধরিয়া সেই কাননে বিচরণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে জনৈক ব্যাধ সেই কাননে প্রবেশ করিল, কপোত-শিশুগণকে একটা তরুনীড়প্রান্তে বিচরণ করিতে দেখিল; দেখিয়াই জাল পাতিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। সন্তানপোষণ-সমুৎসুক কপোত-কপোতী আহার লইয়া তখনই নিজ নীড়ে ফিরিয়া আসিল; কপোতী সন্তানদিগকে জালবদ্ধ দেখিয়া অতিদুঃখে চীৎকার করিতে করিতে স্বীয় শাবকদিগের অনুসরণ করিল; শাবকগুলিও অতিমাত্র ক্রন্দন করিতে লাগিল। বিষ্ণুমায়াবশে স্নেহপাশবদ্ধ কপোতী পাশবদ্ধ শিশুদিগকে দেখিয়াও স্মৃতিভ্রমবশতঃ নিজেও সেই জালবদ্ধ হইয়া পড়িল। আত্মাধিক প্রিয়তম সন্তানদিগকে ও প্রাণোপমা ভার্য্যাকে জালবদ্ধ দেখিয়া কপোত অতিদুঃখিত হইল এবং করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিল,—অহো! আমি নিতান্তই মন্দভাগ্য অকৃতপুণ্য দুরাত্মা; আমার দুর্গতি সকলে চাহিয়া দেখ! আমি গৃহস্থাশ্রমে এখনও তৃপ্ত বা কৃতার্থ হইতে পারি নাই; ইতিমধ্যেই আমার সব ফুরাইল—গৃহ নষ্ট হইয়া গেল! আমার চিরানুকূলা, পতিগতপ্রাণা, অনুরূপা ভার্য্যা যখন আমাকে এই শূন্য গৃহে ফেলিয়া প্রিয় সন্তানগুলির সহিত স্বর্গে যাইতেছে, তখন দীন-দুখী, হতদার, হতপুত্র, কাতর আমি কি নিমিত্ত এই অসার গৃহে রহিব? মূর্খ ও দুঃখদগ্ধ কপোত এইরূপ বিলাপ করিয়া অবশেষে স্বীয় স্ত্রী-পুত্রদিগকে জালবদ্ধ মৃত্যু-কবলিত ও যাতনায় বিচ্ছুরিতাঙ্গ দেখিয়াও নিজে সেই জালবদ্ধ হইল। ব্যাধ গৃহস্থ কপোতদম্পতীকে তাহাদের পুত্রগুলির সহিত প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ-ভাবে গৃহে প্রস্থান করিল। এইরূপ কুটুম্বপরিবৃত যে মানব অশান্তচিত্ত ও গৃহাসক্ত হইয়া অতিমাত্র আসক্তির সহিত কুটুম্ব পোষণ করে, ঐ কপোত পক্ষীর ন্যায় তাহাকেও দুঃখিত হইয়া দেহাদির সহিত অবসন্ন হইতে হয়। মানবজন্ম মুক্তির উদ্ঘাটিত দ্বার-স্বরূপ; যে ব্যক্তি ইহা প্রাপ্ত হইয়া পক্ষীর ন্যায় গৃহাসক্ত হইয়া থাকে, শাস্ত্রবাক্যে তাদৃশ মূঢ় 'আরূঢ়চ্যুত' বলিয়াই বর্ণিত।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

অবধূত বিপ্র বলিলেন,—হে রাজন্! স্বর্গেই কি, নরকেই কি—উভয়ত্রই প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়জন্য সুখ-দুঃখ সমান; অতএব বিজ্ঞজনের উহা বাঞ্ছনীয় নহে। খাদ্যবস্তু সরস হউক বা বিরস হউক, অল্প বা অধিক হউক, যদৃচ্ছাক্রমে উপনীত হইলে অজগরবৎ উদাসীনভাবে উহা গ্রহণীয়। যদি যদৃচ্ছাক্রমে খাদ্য-বস্তুর উপস্থিতি না ঘটে, তাহা হইলে 'দৈবই উহার 'উপস্থাপক' ইহা বুঝিয়া ধৈর্য্য ধারণ-পূর্ব্বক অজগরবৎ নিরাহারে ও নিরুদ্যমে বহু দিন শুইয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়বলে মনোবল ও দেহবল লাভ করিবে, অকর্ম্ম-কৃৎ দেহ ধারণ করিবে, নিদ্রিত অবস্থায় রহিবে না, স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে; এই অবস্থায় অজগরবৎ পড়িয়া থাকিবে—ইন্দ্রিয়বান্ হইয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিবে। মুনিজন স্তিমিত-প্রবাহ সমুদ্রের ন্যায়

প্রশান্ত, গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন, দুরবগাহ, অনতিক্রম্য, অনন্তপার ও অক্ষোভ্য হইয়া রহিবেন। সিন্ধু যেমন বর্ষার নদীনিচয়ের নীররাশি প্রাপ্ত হইয়াও স্ফীত হইয়া বেলাতিক্রম করেন না এবং নিদাঘে নদীনিচয়ে শুষ্ক হইয়া গেলেও নিজে শুষ্কভাব ধারণ করেন না; নারায়ণপরায়ণ যোগী ব্যক্তিও তেমনি কামসমূহ যথেষ্ট লাভ করিয়া বা ঐ সকলে বঞ্চিত হইয়া আনন্দে উন্মত্ত বা দুঃখে পরিম্লান হইবেন না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না, দেবমায়ারূপিণী রমণীদর্শনে রমণীর হাব-ভাবময় প্রলোভনে বহ্নিমুখে পতঙ্গবৎ তাহাকে অন্ধনরকে পতিত হইতে হয়; মায়াবিরচিতা রমণীর চিত্ত কনকভূষণ ও বসনাদির উপভোগ-কামনায় প্রলুব্ধ হইয়া অজ্ঞান অবোধ পতঙ্গের ন্যায় নাশের পথেই ধাবিত হয়। মুনিজন গৃহস্থদিগকে পীড়িত করিবেন না, মাত্র দেহরক্ষার উপযোগী হয়—এই পরিমাণ আহার অল্পে অল্পে গ্রহণ করিবেন; এইরূপে ভ্রমরবৃত্তি অবলম্বনই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ভ্রমরেরা যেমন সকল পুষ্পেরই মধু সংগ্রহ করে, বিজ্ঞ ব্যক্তিও তেমনি স্বল্প বা বৃহৎ সর্ব্বশাস্ত্রেরই সারগ্রাহী হইবেন। ভক্ষ্যবস্তু সেইদিন পুনর্ভোজনের জন্য বা পরদিনের জন্য সঞ্চিত রাখিবেন না। নিজের হস্ত বা উদরমাত্রই ভক্ষ্যসংগ্রহের পাত্র করিলেন, মধুমক্ষিকার ন্যায় সংগ্রহশীল হইবেন না। ভিক্ষু ব্যক্তি সেই দিনের পুনর্ভোজন বা পরদিনের জন্য ভক্ষ্যবস্তু সঞ্চিত রাখিলে মক্ষিকারই ন্যায় ঐ সঞ্চিত বস্তুর সহিত নষ্ট হইয়া থাকেন। রমণী দারুময়ী হইলেও ভিক্ষু পদদ্বারাও তাহাকে স্পর্শ করিবেন না; করিলে, করিণীর অঙ্গ-সঙ্গ হেতু করীর ন্যায় তাঁহাকে গর্ত্তে পতিত হইতে হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তি রমণীকে স্বীয় মৃত্যুরূপিণী বুঝিয়া কদাচ গ্রহণ করিবেন না; করিলে বলবান্ হস্তী-কর্ত্তৃক অন্য হীনবল হস্তীর ন্যায় তাঁহাকে নিহত হইতে হয়। যেমন মধুহারী ব্যক্তি মক্ষিকা-সঞ্চিত মধু কোথায় আছে, তাহা জানিতে পারে এবং জানিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া লয়, তেমনি অন্য অর্থরহস্যজ্ঞ ব্যক্তিও কৃপণদিগের দান-ভোগ-বর্জ্জিত গুপ্ত অর্থরাশি হরণ করিয়া লয়। সঞ্চয়শীল মধুমক্ষিকাদিগের মধুভক্ষণের পূর্ব্বেই যেমন মধুহারী ব্যক্তি উহার আস্বাদ গ্রহণ করে, যতিব্যক্তিও তেমনি নিতান্ত দুঃখার্জ্জিত বিত্ত-সাহায্যে গৃহের মঙ্গলার্থী গৃহস্থগণের অগ্রেই-ভোজন করিবেন। বনবাসী যতি কখনও গ্রাম-সঙ্গীত শুনিবেন না; এ শিক্ষা তাঁহাকে ব্যাধগীত-বদ্ধ মৃগের নিকটেই করিতে হইবে। মৃগীগর্ভজাত মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ রমণীগণের গ্রাম্যগীত ও বাদিত্র উপভোগ করিয়াই তাহাদের বশতাপন্ন ও ক্রীড়নক হইয়া পড়িয়াছিলেন। অসদ্বুদ্ধি মানব প্রমাথিনী রসনার সাহায্যে রসাস্বাদন করিতে করিতে বিমোহিত হইয়া যায়, পরে বড়িশবিদ্ধ মীনের ন্যায় মৃত্যু-কবলিত হয়। রসনেন্দ্রিয় জয় সহজে হয় না, পণ্ডিতেরা ঐ ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সহজেই জয় করিতে পারেন; কেন না, নিরাহার ব্যক্তির পক্ষে উহা বর্দ্ধনশীলই হয়। পুরুষ অন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে যতই জয় করুন, যতক্ষণ রসনা জয় করিতে পারিতেছেন না, ততক্ষণ তিনি জিতেন্দ্রিয় হইতেই পারেন না; রসনাজয়ে সকল ইন্দ্রিয়ই বিজিত হইয়া থাকে।

হে নৃপ-নন্দন! পুরাকালে বিদেহনগরে পিঙ্গলা নামে এক বারবিলাসিনী বাস করিত। তাহার কার্য্যেও আমি কতকটা শিক্ষালাভ করিয়াছি; সেই বারবিলাসিনী একদিন সঙ্কেতস্থানে কান্তজনকে আনিবার আশায় উত্তম বেশ-ভূষা করিয়া যথাকালে বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হে পুরুষবর! তৎকালে রাজপথ দিয়া বহুলোক যাতায়াত করিতেছিল; বেশ্যা পিঙ্গলা, তাহাদের সকলকেই ধনবান্ ও শুল্কপ্রদ নাগর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু

তাহারা একে একে সকলেই তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইবার পর, সঙ্কেতজীবনী পিঙ্গলা মনে মনে ভাবিল,—যাউক ইহারা, অন্য কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিও ত' আমার গৃহে আসিয়া বহু অর্থ প্রদান করিতে পারে। এইরূপ দুরাশার বশে পিঙ্গলা বিনিদ্র অবস্থায় দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পরে সে তাহার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার বাহিরে আসিল; এইরূপ ঘরে-বাহিরে যাতায়াত করিতে করিতে ক্রমে নিশীথ কাল উপস্থিত হইল। পিঙ্গলা ধনাশায় শুষ্কবদন ও দুঃখিতচিত্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে তাহার ধনচিন্তাজনিত সুখাবহ পরম নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। পিঙ্গলার অন্তঃকরণ যখন নির্ব্বেদযুক্ত হইয়াছিল তাহার তখনকার উক্তি আমি বলিতেছি। জানিবেন, বৈরাগ্যই মনুষ্যের আশাপাশ-চ্ছেদনের সুতীক্ষ্ণ খড়গ; যাহার বৈরাগ্য নাই, এই দেহবন্ধন-চ্ছেদনে সে একেবারেই নিরুপায়।

হে রাজন্! সেই পিঙ্গলা বলিয়াছিল,—অহো! আমি কত বড় বিবেকশূন্যা ও অবিজিতচিত্তা! আমার মোহের পরিসর কত, তাহা একবার দেখ! আমি কান্ত নাগরের নিকট হইতে তুচ্ছ কাম্য বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; সুতরাং আমি একান্তই মন্দ মতি। আমার অন্তরে সতত সৎপদার্থ রমণ করিতেছেন; আমি তাঁহার উপাসনা না করিয়া যাহা অকামদাতা, দুঃখপ্রদ, ভয়-শোক-পীড়াদায়ক ও অতীব তুচ্ছ, সেই পুরুষকেই মূর্খের ন্যায় এতকাল ভজনা করিয়াছি। অতীব নিন্দিত সঙ্কেতবৃত্তি-দ্বারা এতদিন বৃথাই আত্মাকে সন্তাপিত করা হইয়াছে। যাহারা লম্পট ও অনুশোচনাযোগ্য, তথাবিধ পুরুষদিগের নিকট হইতেই আমি বিক্রীত দেহদ্বারা অর্থ ও রতি কামনা করিয়াছি। যাহার মেরুদণ্ড, পঞ্জর, জানু, জঙ্ঘা, হস্ত, পদ সমস্তই অস্থিময় এবং ত্বক্, রোম ও নখাদিদ্বারা যাহা পরিবৃত—অপিচ, যাহাতে নবদ্বার ক্ষরিত হইতেছে, সেই বিষ্ঠামূত্র-পরিপূর্ণ এই দেহ-গৃহ আমি ব্যতীত আর কোন্ কামিনী কান্তজ্ঞানে সেবা করে? আত্মপ্রদ অচ্যুত ভিন্ন অন্যের নিকট কাম আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; সুতরাং এই বিদেহনগরে একা আমিই বটে মূঢ়বুদ্ধি! আহা! সেই অচ্যুতই একমাত্র শরীরীদিগের সুহৃদ্, প্রিয়তম, প্রভু ও আত্মা; আমি আত্মবিনিময়ে তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় ইঁহারই সহিত বিহার করিতে থাকিব। যাহাদের উৎপত্তি আছে—বিনাশ আছে, এহেন বিষয় এবং এই সকল বিষয়প্রদ মনুষ্য ও কালকবলিত দেবতা—ইহারা স্ব স্ব পত্নীর কতটুকু প্রিয়সাধনে সমর্থ? আমি দুরাশাগ্রস্ত, আমার যে এই সুখ জনক নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে নিশ্চয়ই কোন কর্ম্মের ফলে ভগবান্ নারায়ণ আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। আমি যদি মন্দভাগিনী হইতাম, তাহা হইলে আমার বৈরাগ্যের হেতুভূত এত ক্লেশ আজ কিছুতেই আমার হইত না। আহা! এই বৈরাগ্য দ্বারাই পুরুষ গৃহাদি অনুবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি সুখলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। আমি ভগবৎকৃত উপকার শিরোধার্য্য করিয়া গ্রাম্যসংশ্রব দুষ্ট দুরাশা বিসর্জ্জিয়া সেই জগদীশ্বরেরই শরণাপন্ন হই। সর্ব্বদা সসন্তোষে থাকিব, ভগবানে শ্রদ্ধালু হইব এবং যদৃচ্ছায় যাহা পাইব, তাহা-দ্বারাই জীবিকা যাপন করিব; এই অবস্থায় থাকিয়াই আমি সেই পরম-রমণ পরমপুরুষের সহিত বিহার করিব। সংসার-গর্ত্ত-পতিত আত্মা আমার বিষয়সমূহ দ্বারা আকৃষ্ট-দৃষ্টি হইয়াছে, কালভুজঙ্গ ইহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত; অপর কে আছে এমন, যে ইহাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম? জগৎকে যখন কালসর্পকবলিত দেখিবে, তখন সেই পরমপুরুষের প্রসাদেই জীব অপ্রমত্ত

হইয়া ঐহিক আমুষ্মিক নিখিল বিষয়ভোগে বিরক্ত হইতে পারিবে এবং নিজেই নিজের রক্ষক হইবার যোগ্য হইবে।

অবধূৎ বিপ্র বলিলেন,—সেই বারবিলাসিনী পিঙ্গলা নিজেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া নাগরলাভ-লালসা বর্জ্জন করিল এবং শান্তিময়ী হইয়া নিশ্চিন্তে নিজ শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। রাজন্! আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যই পরম সুখ। ইহার দৃষ্টান্ত—এই পিঙ্গলা। পিঙ্গলা কান্তাগমন আশায় জলাঞ্জলি দিয়া শান্তিতে নিদ্রা-সুখ ভোগ করিয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়

অবধূত ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সংসারে যে যে বস্তু প্রিয়তম, তাহার প্রতি অত্যাসক্তিই মনুষ্যদিগের দুঃখকারণ। যে অকিঞ্চন ব্যক্তি ইহা বুঝিয়াছেন, তিনিই অনন্ত সুখলাভের অধিকারী হইয়াছেন, আমিষযুক্ত কুরর পক্ষীকে অন্যান্য আমিষযুক্ত কুরর পক্ষীরা আমিষার্থ বধ করিয়া থাকে, কিন্তু সামিষ কুরর আমিষ পরিত্যাগ করিয়াই সুখভাজন হয়। মানাপমান আমার নাই, পুত্র-কলত্রবান্ গৃহীর ন্যায় কোন চিন্তাও আমার নাই; আমি আপনা-আপনি ক্রীড়া করি, আপনাতেই আসক্ত থাকি। এই ভাবেই বালকবৎ সর্ব্বত্র আমি বিচরণশীল। নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম অবোধ বালক, আর ঈশ্বর প্রাপ্ত ব্যক্তি—এই উভয়ই নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দময়।

এক সময় কতকগুলি লোক একটী কুমারীকে বরণ করিবার নিমিত্ত তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। কুমারীর বন্ধুগণ তখন গৃহে নাই, কার্য্য-ব্যপদেশে অন্যত্র গমন করিয়াছিল; কাজেই কুমারী নিজেই আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনা করিল। অভ্যাগত-গণের আহার-নিমিত্ত কুমারী নির্জ্জনে শালিধান্য কুটিতে লাগিলেন। কুমারীর প্রকোষ্ঠে কতিপয় শঙ্খাভরণ ছিল; ধান্য-কুটনকালে তাহার শব্দ হইতে লাগিল। ইহাতে কুমারী লজ্জা বোধ করিয়া তাহার শঙ্খাভরণগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল; মাত্র দুই দুই গাছি শঙ্খ তাহার দুই হস্তে রহিল্। এই অবস্থায় কুটন করিতে গিয়াও শঙ্খশব্দ হইতে লাগিল। তখন সেই দুই দুই গাছি হইতেও এক এক গাছি শাঁখা কুমারী ভাঙ্গিয়া ফেলিল; এইবার আর শব্দ হইতে লাগিল না।

হে অরিন্দম! লোকতত্ত্ব বুভুৎসু হইয়া সকল লোকে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি সেই কুমারী হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়াছি যে একত্র বহুজন বাস বা দুই জনের বাসও কলহ-কারণ হইয়া থাকে; অতএব সেই কুমারী-কঙ্কণবৎ একাকী বাস করাই বিধেয়। মুনিজন জিতাসন ও জিতশ্বাস হইবেন, আলস্য পরিত্যাগ করিবেন এবং অভ্যাস-যোগে মনকে একই বিষয়ে নিবিষ্ট রাখিবেন। মন-যাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া এক একটি করিয়া কর্ম্ম-বাসনা পরিত্যাগ করে এবং উপশমাত্মক সত্ত্বগুণ-সাহায্যে রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত করিয়া গুণক্রিয়া-বিরহিত নির্ব্বাণ লাভ করে, মনকে তাহাতেই যুক্ত করিয়া রাখিবে। বাণ-নির্ম্মাতা বাণ প্রস্তুত করিতেছে, তাহাতেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে, এই অবস্থায় কোন রাজাও যদি তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যান—তথাপি তাহার দৃষ্টি যেমন সে দিকে নিপতিত হয়

না, তেমন চিত্ত আত্মায় অবরুদ্ধ হইলে বাহ্য বা অভ্যন্তর-জ্ঞান থাকে না। সর্প হইতে শিক্ষণীয় এই যে,—সর্প যেমন শঙ্কিত হইয়া একাকী বিচরণ করে, নিয়ত গৃহবিরহিত, প্রমাদ-পরিশূন্য ও একান্তবাসী হয়, তাহার আচার-ব্যবহার দ্বারা তাহাকে যে সবিষ কি নির্ব্বিষ বুঝা যায় না, সে যেমন অসহায় অবস্থায় থাকে ও মিতভাষী হয়, মুনি-জনকেও এইরূপই হইতে হইবে। মনুষ্যজীবন ক্ষণভঙ্গুর; সুতরাং মনুষ্যের পক্ষে গৃহারম্ভ দুঃখ-নিদান ও নিষ্ফল, অতএব গৃহনির্ম্মাণ সুখের নহে। মুনিজন-সম্বন্ধে উল্লিখিত সর্পের আচরণই লক্ষ্য করিবেন। সর্প পরকৃত গৃহে প্রবেশ করিয়াই সুখে বাস করে; নিখিলাশ্রয় নারায়ণদেব স্বীয় মায়াবলে পূর্ব্বসৃষ্ট এই বিশ্ব কল্পান্তে কালশক্তি-দ্বারা সংহার করিয়া এক ও অদ্বিতীয়-রূপে বিরাজ করেন। আত্মানুভব কাল-দ্বারা শক্তিসমূহ সত্ত্বাদিক্রমে যখন স্ব স্ব কারণে লীন হয়, শ্রীকৃষ্ণ তখন আদিপুরুষ ব্রহ্মাপ্রভৃতি ও অপরাপর মুক্ত জীবগণের প্রাপ্য হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন। কেন না, সেই শ্রীকৃষ্ণই নিরুপাধিক, নির্ব্বিষয়, স্ব-প্রকাশ ও আনন্দ-সন্দোহমূর্ত্তি; সুতরাং মোক্ষ শব্দের একমাত্র প্রতিপাদ্য তিনিই। সেই শ্রীকৃষ্ণই আত্মানুভব কাল-দ্বারা ত্রিগুণময়ী নিজমায়া ক্ষোভিত করিয়া তাহারই সাহায্যে সর্ব্বাগ্রে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। ঐ মায়া অহঙ্কারযোগে বিশ্ব-সৃষ্টিকারিণী, সুতরাং সর্ব্বতো-মুখী ও ত্রিগুণস্বরূপা; ইহাকেই সূত্রাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এই বিশ্ব ওতপ্রোত-ভাবে ইহাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং ইহাদ্বারাই পুরুষের সংসার-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ঊর্ণনাভ যেমন হৃদয় হইতে ঊর্ণাজাল সৃষ্টি করিয়া মুখদ্বারা বিস্তার করে এবং পুনরায় তাহা গ্রাস করিয়া ফেলে, মহেশ্বরও তেমনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিয়া থাকেন। দেহধারী জীব স্নেহ, দ্বেষ বা ভয়-বশতঃ যাহাতে একান্ত মনোনিবেশ করে, মরণান্তে তৎ-সরূপতাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত—ভ্রমর-বিশেষ কীটকে ভিত্তিগর্ত্তে লইয়া যায়; কীট ভয়ে ভয়ে ঐ ভ্রমরকে ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তৎসরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রাজন্! এই দেহ হইতেও আমার শিক্ষা হইয়াছে। এই দেহ আমার গুরু; কেন না, উৎপত্তি-বিনাশ দেহের ধর্ম্ম এবং ভবিষ্য ফল হইল—নিয়ত মনঃ-পীড়া। ঐই দেহই আমার বিবেক-বিরক্তির কারণ, ইহার সাহায্যেই আমি তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকি; তথাপি ইঁহাকে পরকীয়-বোধে নিঃসঙ্গভাবে বিচরণ করিতেছি। পুরুষ যে দেহের উপকারার্থ কষ্টে ধন-সঞ্চয় করে এবং পুত্র, কলত্র, অর্থ, পশু, ভৃত, গৃহ ও আত্মীয়-স্বজন বিস্তার করিয়া পোষণ করিতে থাকে, সেই বৃক্ষধর্ম্ম দেহ পুরুষের কর্ম্মরূপ দেহান্তরের বীজ উৎপাদন করিয়া নষ্ট হইয়া যায়। যেমন বহু সপত্নী স্বামীকে শীর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ রসনা-ইহাকে একদিকে টানে, তৃষ্ণা অন্যদিকে লইয়া যাইতে চায়, শিশ্ন অপরদিকে আকর্ষণ করে এবং ত্বক্, চক্ষু, উদর, কর্ণ, নাসিকা ও কর্ম্মশক্তি উহাকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। নারায়ণদেব স্বীয় আত্মশক্তি মায়া-বলে তরু, লতা, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, দন্দশূক প্রভৃতি বিবিধ জীব-নিবহ সৃষ্টি করিয়া উল্লিখিত সৃষ্ট জীব-প্রবাহে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তিনি ব্রহ্মদর্শনার্থ বুদ্ধিযুক্ত পুরুষদেহ সৃষ্টি করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। ইহ-সংসারে মনুষ্যজীবন অনিত্য, তথাচ বহুজন্মের পর এই পুরুষার্থ-সাধন মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়া থাকে; অতএব এ দেহের পতন হইতে না হইতেই ধীর-ব্যক্তি আশু মুক্তি-লাভার্থ সযত্ন হইবেন। আমি এইরূপে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া বিজ্ঞানদীপের সাহায্যে অহঙ্কার

ছাড়িয়াছি, সঙ্গত্যাগ করিয়াছি, আত্মনিষ্ঠ হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি। একজন মাত্র গুরুর নিকট হইতে নিশ্চয়ই স্থির ও সুপুষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম যদিও অদ্বিতীয়, তথাচ নানা ঋষি নানারূপে তাঁহাকে বর্ণন করিয়াছেন।

ভগবান্ বলিলেন,—অগাধবুদ্ধিশালী সেই অবধূত ব্রাহ্মণ এই সকল কথা কহিয়া বিরত হইলেন। রাজা তাঁহাকে বন্দনা ও অর্চ্চনা করিলেন; ব্রাহ্মণ প্রসন্নমনে রাজার নিকট বিদায় লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অস্মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্বতন পুরুষ সেই নরপতি যদু ভূপতি উল্লিখিত অবধূতবাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বঅঙ্গ পরিহার-পূর্ব্বক সমদর্শী হইয়াছিলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

ভগবান্ বলিলেন,—আমি যে সকল স্ব স্ব ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি, মদাশ্রিত ব্যক্তি তৎসমূহে সমাহিত হইয়া মন হইতে বাসনাকে বিসর্জ্জন করিবেন এবং বর্ণ, আশ্রম ও কুলোচিত অচারণ করিতে থাকিবেন। বিষয়-নিবিষ্ট দেহিগণ বিষয়কেই যথার্থ জ্ঞানে যে যে কার্য্য করে, সেই সেই কার্য্যই বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। সুপ্ত ব্যক্তি স্বপ্ন-দশায় যে যে বিষয় দর্শন করে ও যাহা যাহা চিন্তা করে, তাহা যেমন নানাত্মক বলিয়া নিরর্থক, তেমনি বিষয়-সমূহে ইন্দ্রিয়জন্য আত্মবুদ্ধিও নানাত্ব-হেতু অযথার্থ। মৎপরায়ণ ব্যক্তি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিয়া যাইবে, কাম্য কর্ম্ম করিবে না। যখন আত্মবিচারে সম্যগ্‌রূপে প্রবৃত্ত হইবে, তখন নিবৃত্তি-কর্ম্মেও আস্থাবান্ হইবে না—কিন্তু নিয়ত যম-নিয়ম সেবা করিবে। শমগুণাবলম্বী গুরু আমারই স্বরূপ; যিনি আমাকে জানেন, তিনি সেই মৎস্বরূপ গুরুর আরাধনাই করিবেন। অভিমান, মাৎসর্য্য, আলস্য ও মমতা; এই সকল সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; গুরুপদে সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ-বন্ধনই কর্ত্তব্য। কোন কিছুতেই ব্যগ্র বা ব্যস্ত হইবে না, তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইবে, অসূয়া ও বৃথালাপ বর্জ্জন করিবেন, সর্ব্বত্র স্বীয় অর্থের ন্যায় সমদর্শী হইবে; পুত্র, কলত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন ও ধনাদিতে উদাসীনবৎ অবস্থান করিবে, সতত গুরু-সেবায় নিবিষ্ট রহিবে। দাহক ও প্রকাশক অগ্নি যেমন দাহ্য ও প্রকাশ্য ইন্ধন হইতে ভিন্ন বস্তু, দর্শক ও স্বপ্রকাশ আত্মাও তেমনি স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ হইতে স্বতন্ত্র। নাশ, নানাত্ব বা সূক্ষ্মত্ব প্রভৃতি অগ্নির নিজস্ব গুণ নহে, উহা ইন্ধনেরই গুণ; ইন্ধনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াই অগ্নি উহার গুণগ্রামের আশ্রয়ীভূত হয়। আত্মার যে দেহগুণ-ধারণ, তাহা এইরূপই বলা যায়। ঈশ্বরের গুণগ্রামই স্থূলদেহের রচয়িতা; উহাদের অধ্যাস-বলেই জীব-সংসারউৎপাদিত। এ সংসার, আত্মজ্ঞানেই ছিন্ন হইয়া থাকে; অতএব কার্য্যকারণরূপে অবস্থিত সেই নিষ্কল পরমাত্মাকে বিচারবলে সম্যক্ অবগত হইয়া এই দেহাদিকে যথার্থ জ্ঞান করিবে না। উপদেষ্টা আচার্য্য—নিম্নস্থ কাষ্ঠ, শিষ্য—উপরিতন কাষ্ঠ, উপদেশ—মধ্যস্থিত মন্থন-ব্যাপার, আর বিদ্যা উহার সংঘটনজাত সুখপ্রদ অনল। এই অনল-তুল্য অতিনিপুণ বুদ্ধি যখন শিষ্যহৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখন সেই বুদ্ধি গুণোদ্ভবা

মায়াকে নিরস্ত করিয়া দেয় এবং এই বিশ্বোৎপন্ন গুণরাশিকে দগ্ধ করিয়া নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় আপনা আপনি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত জীবাত্মা কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মজনিত সুখদুঃখ-ভোক্তা; ইহাদের নানাত্ব যদি অঙ্গীকার কর,—আর স্বর্গাদিলোক, কালধর্ম্মবোধক শাস্ত্র ও আত্মার নিত্যতা অবধারণ কর, নিখিল ভোগ্য পদার্থের যথাযথ স্থিতিকে যদি ধারাবাহিক-রূপে নিত্য বলিয়া স্বীকার কর, আর যদি এরূপ স্বীকার কর যে, সেই সেই আকৃতির ভেদ-বৈশিষ্ট্য-বশেই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়—অতএব উহা অনিত্য বলিয়াই নাশ পাইয়া থাকে, তথাপি দেহ-সংযোগ ও কালাবয়ব হেতু সমস্ত দেহধারীরই বারংবার জন্মাদি সর্ব্বাবস্থা সম্ভবপর। এ পক্ষেও কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মজন্য সুখ-দুঃখ-ভোক্তা আত্মার পরাধীনতা সুস্পষ্টরূপেই লক্ষিত; সুতরাং যাহা অস্বাধীন, তাহার উপাসনা কে—কোন্ পুরুষার্থ সাধনের উদ্দেশে করিতে প্রবৃত্ত হইবে? সে সকল দেহী পাণ্ডিত্য-মণ্ডিত, তাঁহাদেরও সুখ কিছুই নাই; এইরূপে যাহারা মূর্খতা দোষিত মূঢ়, তাহাদেরও দুঃখ কিছুই নাই; সুতরাং ব্যর্থ অহঙ্কার। সুখ দুঃখের লাভ ও বিলয় জানিলেও যাহাতে মৃত্যুর প্রভাব ব্যাহত হইয়া যায়, সেই যোগ তাহারা জানে না। বধ্যস্থানে যাহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তথাবিধ ব্যক্তির নিকট যেমন স্রক্-চন্দনাদি বিষয় সুখজনক হয় না, তেমনি কোন পুরুষার্থ-ই ঐ অস্বাধীনের উপাসনাকারী ব্যক্তির তুষ্টিপ্রদ হইতে পারে না; কেন না, মৃত্যু যে তাহার নিকটবর্ত্তী। এইরূপে ইহলোকেও সুখ নাই, লোকান্তরেও সুখ নাই। ইহলোকে যেমন সুখভোগ দেখা যায়, স্বর্গেও ত' সেইরূপই সুখ শ্রুত হইয়া থাকে; এ কথার উত্তর—এ লোকে সুখ-ভোগ যেমন স্পর্দ্ধা, অসূয়া, নাশ ও অপচয়-দ্বারা দূষিত, স্বর্গসুখও সেইরূপই। সুতরাং সে বিঘ্নবহুল সুখ, বিঘ্নবহুলা কৃষির ন্যায় নিষ্ফল। ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত ও বিঘ্নবিরহিত হইলে তদুপার্জ্জিত স্থান সকল যেরূপে লাভ করা যায়, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাজ্ঞিক ইহলোকে দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন; সেখানে স্বোপার্জ্জিত ভোগরাশি দেবতার ন্যায় ভোগ করিতে থাকেন। তিনি মনোহর বেশ ধারণ করেন, স্ব স্ব পুণ্যবলে সর্ব্বভোগ-ভূষিত শুভ্র বিমানে আরোহণ করেন এবং সুন্দরীগণমধ্যে বিহার-নিরত হইয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন; কিঙ্কিণী-জালজড়িত কামগামী বিমানে চড়িয়া দেবগণের ক্রীড়া-নিকেতনে গমন করেন, তথায় তিনি রমণীগণ সহ ক্রীড়ানিরত ও প্রমোদিত হইয়া স্বীয় অবশ্যম্ভাবী পতন জানিতে পারেন না। পুণ্যক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত স্বর্গ সুখভোগ করিতে থাকেন; যখন পুণ্যক্ষয় হইয়া যায়, তখন কালের প্রেরণায় ঐ স্বর্গগত ব্যক্তি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও স্বর্গচ্যুত হইয়া থাকে। জীব যদি অসাধুজন-সংসর্গে অধর্ম্ম-কার্য্যে নিবিষ্ট, অজিতেন্দ্রিয়, নীচাশয় লুব্ধ, স্ত্রৈণ ও প্রাণিহিংসক হইয়া অবৈধ-ভাবে পশুহিংসা করিয়া ভূত-প্রেতগণের উদ্দেশে যাগানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাকে বিবশ ভাবে বিবিধ নরকে গমন করিয়া ঘোর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইতে হয়। অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ উত্তর কালে দুঃখপ্রদ, দেহদ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ঐ অনুষ্ঠিত কর্ম্মবশেই পুনরায় দেহলাভ হয়; সুতরাং মর্ত্ত্যধর্ম্মী দিগের ঐ সকল কর্ম্মে সুখ আছে কি? এই লোক সকলের এবং যাঁহারা অল্পকালজীবী, সেই সকল লোকপালদিগেরও আমা হইতে ভয় বিদ্যমান। যিনি দ্বিপরার্দ্ধবর্ষ-জীবী, সেই ব্রহ্মাও আমা হইতে ভীত। ইন্দ্রিয়বর্গ গুণসমূহ-বিরচিত; জীব ইন্দ্রিয়বান্ হইয়া কর্ম্মফল সকল ভোগ করে। যতদিন গুণগণের বৈষম্য, ততদিনই আত্মার নানাত্ব—ততদিনই তাঁহার

পরাধীনতা; ততদিন পরাধীনতা, ততদিনই আত্মার ঈশ্বর-ভীতি। যাঁহারা ভোগ-ভোক্তা ও কর্ম্মানুষ্ঠাতা, তাঁহারা শোকগ্রস্ত হইয়া বিমূঢ় হইয়া থাকেন। যখন মায়াক্ষোভ হয়, তখনই কাল, আত্মা, আগম, লোক, স্বভাব ও ধর্ম্ম-নামে আমাকে বর্ণনা করা হইয়া থাকে।

উদ্ধব জিজ্ঞাসিলেন,—প্রভো! জীব গুণগণের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াও কিরূপে দেহজন্য কর্ম্ম ও সুখাদিতে বদ্ধ না হইয়া থাকিবে? আর গুণের সুখাদিতে বদ্ধ না হইয়াও জীব গুণবদ্ধ হয় কেন? বদ্ধ ও মুক্ত ব্যক্তির ব্যবহার কি প্রকার? কীদৃশ তাঁহাদের বিহার? কোন্ কোন্ লক্ষণ-দ্বারা তাঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায়? তাঁহারা কিরূপ ভোজন কিরূপে শয়ন ও কি পরিত্যাগ করেন? তাঁহাদের উপবেশন ও গমন কি প্রকার? হে প্রশ্নবিদ্‌গণের অগ্রণী! ইহাই আমার প্রশ্ন। আর একটা কথা—এক আত্মাই কি নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত? আপনি উত্তরদানে এ ভ্রমও আমার নিরাস করুন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়

ভগবান্ বলিলেন,—মদীয় সত্ত্বাদি গুণরূপ উপাধি-বশেই আত্মা বদ্ধ বা মুক্ত আখ্যায় অভিহিত হন; বাস্তব-পক্ষে আত্মা কখনও বদ্ধ বা মুক্ত নহেন। গুণ মায়ামূলক, তাই বস্তুতঃ বন্ধ-মোক্ষ নাই। মায়াদ্বারাই শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ ও দেহোৎপত্তি হয়; সংসার স্বপ্নবৎ বুদ্ধিকার্য্য ও অবাস্তব।

হে উদ্ধব! দেহীদিগের বন্ধ-মোক্ষকরী অবিদ্যা ও বিদ্যা—এই উভয় আমারই আদ্যা শক্তি, আমারই মায়া-বিরচিত। হে মহামতে! জীব আমারই অংশ-স্বরূপ, অনাদি ও অদ্বিতীয়; আমারই অবিদ্যাপাশে ইহাই বদ্ধ এবং আমারই বিদ্যাবলে ইহার মুক্তি হইয়া থাকে। হে তাত! অতঃপর একাশ্রয়স্থ বিরুদ্ধধর্ম্মী বন্ধ-মুক্তির বৈলক্ষণ্য বলিতেছি। বদ্ধ-মুক্ত জীব উভয়ে যেন দুইটী পক্ষী, এ পক্ষিদ্বয় দেহবৃক্ষ হইতে পৃথক্-স্থিত, চিৎস্বরূপ বলিয়া পরস্পর তুল্যরূপ এবং অবিচ্ছেদ ও ঐকমত্য হেতু-পরস্পর সখ্য-সম্পন্ন। ইহারা যদৃচ্ছাক্রমে দেহবৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এক জন পিপ্পলান্ন ভক্ষণ করে, অপর জন কিছুই খায় না; তথাচ সে বলীয়ান্। অর্থাৎ জীব দেহস্থ হইয়া তত্রত্য কর্ম্মফলই ভোজন করে; অপর জন ঈশ্বর, তিনি অভোক্তা হইয়াও নিজানন্দে নিত্য তৃপ্ত ও জ্ঞানাদি শক্তিবলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যিনি পিপ্পলভোজী নহেন, তিনি বিদ্বান্; আত্মা ও আত্মাতিরিক্ত তাঁহার পরিজ্ঞাত। আর যিনি পিপ্পলভোজী, তিনি ঐরূপ নহেন। এই জীবই অবিদ্যা-বিজড়িত, তাই নিত্যবদ্ধ; আর যিনি বিদ্যাময় ঈশ্বর, তিনি নিত্যমুক্ত। যেমন স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তি, তেমনি বিদ্বান্, দেহস্থ হইয়াও অদেহস্থ; আর অবিদ্বান্ জীব, স্বপ্নদর্শীর ন্যায় দেহস্থ না হইয়াও দেহস্থিত। বিদ্বান্ নির্ব্বিকার; তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ও গুণদ্বারা গুণ গ্রহণ করিলেও 'আমি কিছুই করিতেছি না' এইরূপই মনে করেন। অবিদ্বান্ জীব গুণজনিত কর্ম্মেই কর্ম্ম করিয়া যায়, এই দৈবাধীন দেহে বাস করে; আর ভাবিতে থাকে, আমিই কর্ত্তা' এই ভাবনায় সে সেই দেহবদ্ধ হইয়াই অবস্থান করে। যিনি বিদ্বান, তিনি বিরক্ত হইয়া শয়ন,

উপবেশন, পর্য্যটন, মজ্জন, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-শ্রবণাদির বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ করাইলেও উক্ত অবিদ্বানের ন্যায় বদ্ধ হন না। তিনি প্রকৃতিতে অবস্থান করেন বটে, কিন্তু আকাশ, সূর্য্য ও সমীরণবৎ তিনি নিঃসঙ্গ; তদবস্থায় বৈরাগ্য-যোগে তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণকৃতা ও নিপুণ-বুদ্ধি বৰ্দ্ধিনী হইয়া থাকে। ঐ দৃষ্টিবলেই তিনি ছিন্নসংশয় এবং স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় দেহাদি প্রপঞ্চ হইতে নির্ম্মুক্ত। তাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আচরণ সঙ্কল্পশূন্য; তিনি দেহস্থ হইয়াও দৈহিক গুণসম্পর্ক হইতে নির্ম্মুক্ত। হিংস্রকেরা দেহের প্রতি হিংসাচরণই করুক, আর কোথাও যদৃচ্ছাক্রমে উহা অল্পাধিক অর্চ্চিতই হউক, বিদ্বানের তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; বিদ্বান্ সর্ব্বাবস্থায়ই নির্ব্বিকার। মুনিজন গুণদোষ-বর্জ্জিত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী। কেহ প্রিয় বা অপ্রিয়াচরণ করুক বা প্রিয়াপ্রিয় বলুক, তাহা জানিয়াও তিনি কাহারও স্তুতিনিন্দা করিবেন না। কাহারও প্রতি ভাল মন্দ কিছুই বলিবেন না, করিবেন না এবং কাহারও কোন ভাল মন্দ চিন্তাও মনে স্থান দিবেন না; এই ভাবে তিনি আত্মারাম হইয়া জড়বৎ বিচরণ করিবেন। যিনি অধ্যায়নাদি-দ্বারা শব্দব্রহ্মের পরপারগত হন, অথচ পরব্রহ্মের ধ্যানাদি যোগ কিছু মাত্র অবলম্বন করেন না, অধেনুক গোপালকের ন্যায় তাহার কেবল পরিশ্রমই সার হইয়া থাকে।

হে উদ্ধব। উত্তরোত্তর দুঃখভোগ যাহার অনিবার্য্য, সেই ব্যক্তি বন্ধ্যা গাভী, অসতী স্ত্রী, পরাধীন দেহ, অসাধু পুত্র, সৎপাত্রে অপ্রদত্ত ধন ও মৎপ্রসঙ্গ-শূন্য বাক্য পালন করিয়া থাকে। অহো! যে বাক্যে মৎকৃত সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস-বিষয়ক মদীয় পবিত্র কর্ম্ম-সম্বলিত লীলা ও অবতারাদি বাঞ্ছনীয় জন্মচরিত-কথা না থাকে, সে বাক্য নিষ্ফল। পণ্ডিত জন তাদৃশ বাক্য রক্ষা করিবেন না। এইরূপে তত্ত্ববিচার-বলে আত্মায় নানাত্ব-ভ্রম বর্জ্জন করিবে। সর্ব্বব্যাপী আমি, আমাতেই নির্ম্মল মন স্থাপন করিয়া উপরত হইবে। আর যদি ব্রহ্মপদে মন নিশ্চল রাখিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে সর্ব্বনিরপেক্ষ হইয়া আমাতেই সর্ব্ব-কর্ম্ম সমর্পণ কর। উদ্ধব! শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ মদীয় ভুবনমঙ্গল কথা শ্রবণ, গান ও স্মরণ এবং মদীয় জন্ম-কর্ম্ম বিবরণ অভিনয় করিতে করিতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ আমারই জন্য আচরণ করিতে থাকিবে; এই উপায়েই আমাতে তাহার নিশ্চলা ভক্তি লাভ হইবে। যিনি সৎসঙ্গবশে লব্ধ ভক্তি-বলে আমাকে ধ্যান করিতে থাকেন, সাধুজন-দর্শিত মদীয় পদ নিশ্চয়ই তাঁহার লভ্য হইয়া থাকে।

উদ্ধব বলিলেন,—হে প্রভো,—উত্তমশ্লোক! আপনি কিরূপ সাধুকে উত্তম বলিয়া মনে করেন? সাধুজনাদৃত কীদৃশ ভক্তিই বা আপনাতে যোগ্য হইতে পারে? হে পুরুষাধীশ! প্রণত অনুরক্ত বিপন্ন আমি—আমাকে তাহা বুঝাইয়া বলুন। ব্রহ্মন্! আপনি আকাশবৎ সঙ্গবর্জ্জিত, প্রকৃতির পরপারগত পরম পুরুষ। হে ভগবন্! আপনি সেচ্ছাক্রমেই পরি-মেয় দেহ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ।

ভগবান্ বলিলেন,—উদ্ধব! যিনি সর্ব্বজীবে দয়াশীল, অন্তরে যাঁহার হিংসালেশ নাই, যিনি ক্ষমাশীল, সত্য বলশালী, নির্দ্দোষ, সমদর্শী, সর্ব্ব-হিতৈষী, কামসমূহে অনভিভূত-চিত্ত জিতেন্দ্রিয়, কোমল প্রাণ, সদাচার-সম্পন্ন, সঙ্গ-বর্জ্জিত, নিরীহ, মিতভোজী, জিতচিত্ত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মদেকশরণ, চিন্তা-শীল, অপ্রমাদী, নির্ব্বিকারচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি, ক্ষুৎ-পিপাসা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যুজয়ী, মাননিস্পৃহ, মান-প্রদ, পরোপদেশে সুদক্ষ, অপ্রতারক, কারুণিক ও সম্যক্-জ্ঞানশালী,—তিনিই উত্তম বা শ্রেষ্ঠ সাধু বলিয়া বিখ্যাত। যিনি গুণদোষ-সমূহ পরিজ্ঞাত

আছেন, অর্থাৎ 'ধর্ম্মাচরণে সত্ত্ব-শুদ্ধ্যাদি গুণ ও বৈপরীত্যে নরকপাতাদি নিশ্চিত জানিয়াও কেবল মৎপ্রতি ভক্তিমান হইলেই সর্ব্বাভীষ্ট সাধিত হইবে' এইরূপ ধারণার বশেই যিনি, আমি বেদরূপে যে সকল ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছি, তৎসমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শুধু আমারই আরাধনায় তন্ময় হন, তিনিও সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আমি যে-প্রকার, যে-পরিমাণ ও যৎস্বরূপ, তাহা বারংবার হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাঁহারা একান্তমনে আমার সেবাপরায়ণ, তাঁহারাই আমার প্রধান ভক্ত। উদ্ধব! মদীয় প্রতিমা প্রভৃতি চিহ্ন ও মদ্‌ভক্তগণকে দর্শন, স্পর্শন, পূজন, পরিচর্য্যা, স্তব-স্তুতি, মনোহর গুণ-কর্ম্ম কীর্ত্তন, মৎকথা বা মদীয় চরিত শ্রবণে শ্রদ্ধা, মদ্‌গতচিন্তা, আমাতে লব্ধ বস্তু-সমূহের সমর্পণ, দাস্যভাবে আত্মনিবেদন, আমার জন্ম-কর্ম্ম কীর্ত্তন, মদীয় পর্ব্বোৎসব-সমূহের অনুষ্ঠান ও অনুমোদন, গীত, বাদ্য ও সম্প্রদায়-দ্বারা স্বগৃহে উৎসব-অনুষ্ঠান, বার্ষিক পর্ব্ব-সমূহে যাত্রা ও পুষ্পো-পহারাদি দান, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা-গ্রহণ, মদীয় ব্রতধারণ, মদীয় প্রতিমা-প্রতিষ্ঠায় শ্রদ্ধা,—উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াস্থান, পুর ও মন্দির-নির্ম্মাণ ব্যাপারে স্বতঃ পরতঃ উদ্যম-অয়োজন, মদীয় মন্দির-মার্জ্জন, উপলেপন, সেক ও মণ্ডলাবর্ত্তনাদি দ্বারা দাস-জনবৎ অকপটভাবে সেবাকরণ, অভিমান-বর্জ্জন, অদাম্ভিকতা এবং অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম কর্ম্মের অকীর্ত্তন—এই সমস্তই মৎপ্রতি ভক্তির লক্ষণ। ভক্তির অন্যান্য লক্ষণও বলিতেছি,—যে দীপালোক বা নৈবেদ্য আমাকে নিবেদন করা হইবে, তাহা গ্রহণ করিবে না। যে যে দ্রব্য লোকের প্রিয়তম এবং নিজের যাহা কাম্য, মদুদ্দেশে তৎসমস্ত নিবেদিত হইলে অশেষ-ফল-জনক হয়। হে সাধো! সূর্য্য, অগ্নি, বিপ্র, ধেনু, বৈষ্ণব, হৃদয়, পবন, জল, পৃথ্বী, আত্মা—এমন কি, সর্ব্ব প্রাণীই আমার পূজার আধার। বেদবিদ্যায় সূর্য্যে, ঘৃতাহুতি-দ্বারা অগ্নিতে, অতিথিসৎকার-দ্বারা বিপ্রে, তৃণাদি-অর্পণে গো-সমূহে, মিত্রবৎ সম্মান প্রদর্শনে বৈষ্ণবজনে, ধ্যানযোগে হৃদাকাশে; প্রাণদৃষ্টি-দ্বারা পবনে, জল-দ্বারা জলে এবং রহস্যমন্ত্রে পৃথিবীতে আমার পূজা করিবে। আমি আত্মরূপী, বিবিধ ভোগ-রাগে আত্মাতে আমার অর্চ্চনা করিবে। ক্ষেত্রজ্ঞ আমি, সমত্ব-দ্বারাই সর্ব্বভূতে আমার পূজা করিবে। শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী প্রশান্ত চতুর্ভুজ মদীয় রূপ সমাধিযোগে ধ্যান করিয়া এইরূপে সর্ব্বাধারে অর্চ্চনা করিবে। যিনি সমাধিস্থ হইয়া ইষ্টাপূর্ত্ত-দ্বারা এইরূপে আমার যজ্ঞ করিবেন, আমাতে উত্তম ভক্তিমান্ তিনিই হইতে পারিবেন। সাধু সেবাতেও মৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উদ্ধব! সৎসঙ্গ হইতে যে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হয়, সেই ভক্তি ব্যতীত ভবাম্বুধি-তরণের উপায়ান্তর নাই; কারণ, সজ্জনদিগের আমিই যে একমাত্র অবলম্বনীয়। হে যাদব! তুমি পরম-গোপনীয় কথা সকল শ্রবণ করিতেছ অতঃপর তোমাকে আমি আরও নিগূঢ়তম কথা কহিব; কেন না, তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

ভগবান্ বলিলেন,—সখে! সাধুসঙ্গ অন্য সকল সঙ্গেরই নিবৃত্তি ঘটাইয়া দেয়; আমি ঐ সাধুসঙ্গ-দ্বারা যেরূপ বশীভূত হই, যোগানুষ্ঠান, জ্ঞানার্জ্জন, ধর্ম্মনিষ্ঠা, বেদপাঠ, তপশ্চরণ, দান, ইষ্টাপূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রতাচরণ, দেবার্চ্চন, গোপ্যমন্ত্র-জপ, তীর্থসেবা বা যম-নিয়মাদি দ্বারা সেরূপ বশীভূত হই না! দৈত্য, রাক্ষস, পক্ষী, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক ও বিদ্যাধর এবং যুগবিশেষে মনুষ্যলোক-মধ্যগত রাজস-তামস-প্রকৃতিসম্পন্ন বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজগণ,—বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার, ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজাঙ্গনাগণ ও যাজ্ঞিক-পত্নীগণ—এইরূপ অনেকেই সৎসঙ্গবশতঃ মদীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা বেদাধ্যয়ন, মহদ্-ব্যক্তির উপাসনা, ব্রতাচরণ বা তপস্যা করেন নাই; কেবল সাধুসঙ্গরূপ মদীয় সঙ্গগুণেই আমাকে লাভ করিতে পারিয়াছেন। গোপবধূগণ ও যমলার্জ্জুন প্রভৃতি পাদপগণ কেবল মৎপ্রতি প্রীতি-নিবন্ধনই চরিতার্থ হইয়া অনায়াসে আমাকে লাভ করিয়াছে। যোগ, জ্ঞান, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, বেদাধ্যয়ন ও সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া একান্ত যত্নবান্ ব্যক্তিও আমাকে লাভ করিতে পারে না। সেই আমি অক্রূর-কর্ত্তৃক রাম সহ মথুরায় নীত হইলে, সুদৃঢ় প্রেমবশে মদনুরক্তচেতা মদ্বিয়োগে তীব্র-মনো-বেদনাযুতা গোপাঙ্গনাগণ আমাকে ভিন্ন অন্য কোন কিছুই সুখহেতু বলিয়া মনে করে নাই। তাহাদের প্রিয়তম আমি বৃন্দাবনে যখন গোচারণ করিতাম, তখনকার সেই সেই রাত্রি তাহারা মৎসহ ক্ষণার্দ্ধবৎ যাপন করিয়াছিল। অহো! আমার বিরহকালে সেই সেই রাত্রি আবার তাহাদের নিকট কল্পকালবৎ প্রতীত হইয়াছিল। সমাধিকালে মুনিগণ যেমন নাম ও রূপ অপরিজ্ঞাত থাকেন, এইরূপ অত্যাসক্তি-বশতঃ আমাতেই মনোবন্ধন করিয়াছিল বলিয়া, নিকটস্থ বা দূরস্থ কোনও পদার্থ—এমন কি, নিজ দেহকেও তাহারা জানিতে পারে নাই। সমুদ্রে নদী-নিচয়ের ন্যায় আমাতেই তাহারা মিশিয়াছিল! এইরূপে গোপাঙ্গনাগণের অনুরাগ আমার প্রতি দৃঢ়-বদ্ধ ছিল; আমার স্বরূপ তাহারা জানিত না বটে, তথাচ সহস্র সহস্র মহিলা আমাকে জার ও রমণ বুদ্ধিতে বুঝিলেও সৎসঙ্গবশে পরমব্রহ্ম-স্বরূপই লাভ করিয়াছিল। তাই বলিতেছি—হে উদ্ধব! শ্রুতি, স্মৃতি, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং শ্রোতব্য বা শ্রুত বিষয় সকল পরিত্যাগ কর। আমি সকল দেহীর আত্ম-স্বরূপ; তুমি একনিষ্ঠ-ভক্তিবলে আমারই শরণ লইয়া আমার প্রসাদেই অকুতোভয় হও।

উদ্ধব বলিলেন,—ভগবন্! যে সংশয়-বশে মদীয় মন ভ্রান্ত হইয়াছে, ভবদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়াও সে সংশয় আমার এখনও দূর হইতেছে না।

ভগবান্ বলিলেন,—অপরোক্ষ পরমেশ্বর চক্র-সমূহের মধ্যস্থলে প্রকাশমান থাকেন; তিনি যখন নাদ-নাদিত প্রাণের সহিত গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মনোময় সূক্ষ্মরূপ প্রাপ্ত হন, তৎক্ষণমাত্রেই মাত্রা, স্বর ও বর্ণ-ক্রমে অতি স্থূলাকার ধারণ করেন। সবলে কাষ্ঠমন্থনকালে আকাশগত উষ্মাগ্নি যেমন বায়ু-সাহায্যে আসিয়া অনুরূপ অনল হইয়া উৎপন্ন হয় এবং ঘৃতযোগে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ স্বরবর্ণময়ী বাণীই আমার অভিব্যক্তি। এইরূপে বচন, কর্ম্ম, গতি, বিসর্জ্জন, ঘ্রাণ, রসন, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, সঙ্কল্প,

বিজ্ঞান, অভিমান সূত্র ও সত্ত্ব রজ-স্তমো-গুণের বিকার—ইত্যাদিরূপে সমস্তই আমার বিকাশ। এই পরমেশ অগ্রে অব্যক্ত একমাত্র ছিলেন; ইনিই ত্রিগুণাশ্রয় পদ্মযোনি। ক্ষেত্রগত বীজ যেমন শক্তি-বিভাগ-ক্রমে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, তিনিও সেই-রূপেই বহুধা প্রতীত হইয়া থাকেন। সূত্রপুঞ্জ-বিস্তারে বস্ত্রের ন্যায় তাঁহাতেই এই অনন্ত বিশ্ব ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিত। এই অনাদি সংসারতরু প্রবৃত্তি-স্বভাব; ভোগ ও মোক্ষ—এই দুইটী ইহার পুষ্প-ফল পাপ-পুণ্য ইহার বীজ, অনন্ত বাসনা ইহার মূল, ত্রিগুণ ইহার কাণ্ড ও ভূতপঞ্চ ইহার স্কন্ধ, শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চরসের ইহা প্রসূতি, একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার শাখা-প্রশাখা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে দুইটী পক্ষী ইহাতে নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে, ইহার তিনটী বল্কল—বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, সুখ ও দুঃখ—এই দুইটী এ তরুর সুপরিপক্ক ফল। এই সংসার-তরু সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত! কামাসক্ত গৃহস্থ ইহার দুঃখরূপ ফলটী, আর বনবাসী যোগী ইহার সুখরূপ ফলটী ভক্ষণ করিয়া থাকেন! ব্রহ্ম এক, মায়াময় বলিয়া বহু—এই তত্ত্ব যিনি পূজ্য গুরুর সাহায্যে জানেন, তিনিই বাস্তবিক তত্ত্বার্থবিৎ। তাই বলিতেছি,—তুমি গুরূপাসনাজনিত একান্ত ভক্তিভরে বিদ্যারূপ সুতীক্ষ্ণ কুঠার-দ্বারা এই জীবোপাধি লিঙ্গ দেহটীকে সাবধানে ছেদন কর, পরমাত্মায় লীন হও, পশ্চাৎ ঐ বিদ্যা-কুঠার বর্জ্জন কর।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভগবান্ বলিলে,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় আত্মার নহে—বুদ্ধির। সত্ত্বদ্বারা রজ-তমঃ ধ্বংস করিবে, শেষে সত্ত্বকেও সত্ত্বদ্বারাই প্রশমিত করিতে হইবে। সত্ত্ব প্রবৃদ্ধ হইলে, তাহা হইতে মনুষ্যের মদ্ভক্তিরূপ ধর্ম্ম হইয়া থাকে। সত্ত্ববৃদ্ধি-জনিত সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মের প্রভাবে রজঃ ও তমোভাবের প্রশমন ঘটে। রজঃ ও তমঃ বিনষ্ট হইলে, তজ্জনিত অধর্ম্মও অচিরাৎ লুপ্ত হইয়া যায়। অধুনা এই সকল গুণবৃদ্ধির হেতু কি কি, তাহা বলিতেছি। শাস্ত্র, জল, জন, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র, ও সংস্কার—এই দশটী হইল গুণবৃদ্ধির হেতু। এতন্মধ্যে যে কয়েকটী বৃদ্ধজন-প্রশংসিত, তাহারাই সাত্ত্বিক; যে কয়েকটী নিন্দিত, তাহারাই তামস; আর যে কয়টী নিন্দিতও নহে—প্রশংসিতও নহে, সেই গুলিই রাজস। সত্ত্ববৃদ্ধির নিমিত্ত পুরুষের পক্ষে সাত্ত্বিক শাস্ত্রাদিই সেবনীয়; তাহা হইতেই ধর্ম্ম এবং তাহা হইতেই, যে পর্য্যন্ত আত্মপরোক্ষ ভাব ও যে পর্য্যন্ত দেহদ্বয়ের কারণীভূত গুণের অবসান, তাবৎ পর্য্যন্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বেণুসংঘর্ষণে অনল উৎপন্ন হয়, সমগ্র বেণুবন দগ্ধ করিয়াই প্রশমিত হইয়া থাকে; এইরূপে বলা যায়, গুণরাশি সমুৎপন্ন দেহ ও তাহার কারণীভূত গুণকে নষ্ট করিয়া নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

উদ্ধব বলিলেন,—কৃষ্ণ হে, মনুষ্যগণমধ্যে অনেকেই বিষয়সমূহকে আপদের আস্পদ বলিয়া মনে করে; কিন্তু তথাচ ছাগ-কুক্কুর-গর্দ্দভের ন্যায় বিষয়োপভোগে তাহারা প্রবৃত্ত হয় কেন?

ভগবান্ বলিলেন,—অবিবেকী ব্যক্তির অন্তঃকরণে

'আমি' এই যে অসত্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই সত্ত্বপ্রধান মন দুঃখাত্মক রাজোগুণে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। রাজোগুণান্বিত মন হইতেই সঙ্কল্প-বিকল্পের আবির্ভাব হয়; ইহা হইতেই বিষয়চিন্তন-জনিত দুঃসহ কামসমূহের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। রজোগুণমোহিত কামবশীভূত, অজিতেন্দ্রিয়, দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ, উত্তরকাল দুঃখপ্রদ বুঝিয়াও কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তির বুদ্ধি রজস্তমোগুণে বিমূঢ় হইলেও, তিনি দোষ দর্শন করিয়া অবহিতভাবে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করেন; তাই তাহাতে তাঁহাকে সঙ্গত হইতে হয় না। মনুষ্য সাবধান ও নিরলস হইয়া যথাকালে জিতশ্বাস ও জিতাসন হইবে এবং আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া অল্পে অল্পে সমাধি অবলম্বন করিবে; মনকে নিখিল বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে এবং আমাতেই যথাযথ-ভাবে নিবিষ্ট রাখিবে। মৎশিষ্য সনকাদি মহর্ষিগণই ঈদৃশ যোগের উপদেষ্টা।

উদ্ধব বলিলেন,—হে কেশব! আপনি যৎকালে যেরূপে এই যোগ সকল সনকাদি ঋষিকে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি সেই কাল ও সেই রূপ জানিতে সমুৎসুক।

ভগবান্ বলিলেন,—হিরণ্যগর্ভের মানস পুত্র সনকাদি ঋষিগণ এক সময়ে পিতার নিকট যোগ সম্বন্ধে দুর্জ্ঞেয় পরমতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—পিতঃ! চিত্ত বিষয়সমূহে এবং বিষয় সকল চিত্তে সংক্রান্ত হইয়া থাকে; যাঁহারা বিষয় সমূহ অতিক্রম করিতে চাহেন, তাদৃশ মুমুক্ষুগণ চিত্ত-বিষয়ে পরস্পর বিশ্লেষণ কেমন করিয়া করিবেন? ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা পুত্রগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অনেক চিন্তা করিয়াও কর্ম্মবিক্ষিপ্ত বুদ্ধিবশে প্রশ্নবীজ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি প্রশ্নতত্ত্ব অবগত হইবার অভি-প্রায়ে আমাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন; আমি হংসরূপে তৎকালে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমাকে দর্শন-মাত্র তাঁহারা গাত্রোত্থান করিলেন এবং ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মদীয় পাদবন্দনান্তে জিজ্ঞাসিলেন—কে আপনি? উদ্ধব! সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিরা আমার নিকট এইরূপ জিজ্ঞাসিলে আমি তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। আমি হংসরূপে বলিলাম—বিপ্রগণ! আপনাদের এই প্রশ্ন যদি আত্ম-সম্বন্ধীয় হয়, তাহা হইলে বলিব এরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না; কেন না, পরমাত্মস্বরূপ সৎপদার্থের নানাত্ব নাই। সুতরাং প্রশ্ন যখন অসম্ভব, তখন আমিই বা কিসের আশ্রয়ে কি উত্তর প্রদান করি? অথবা যদি এই প্রশ্ন পঞ্চভূত সমষ্টি সম্বন্ধে হইয়া থাকে, তবে কথা এই যে,—পঞ্চাত্মক ভূত-সমষ্টি যখন বস্তুতঃ অভিন্ন, তখন 'কে আপনি' এই প্রশ্নও বৃথা বাক্যারম্ভ বৈ আর কিছুই নয়। আপনারা তত্ত্ব-বিচার-দ্বারা ইহাই অবগত হউন যে,—মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গ-দ্বারা যাহা যাহা গৃহীত হয়, সমস্তই আমি; মদতিরিক্ত কিছুই নাই!

বৎসগণ! চিত্ত গুণগণে এবং গুণগণ চিত্তে সত্য-সত্যই সংক্রামিত হইয়া থাকে, গুণগণ ও চিত্ত—এ উভয় মদাত্মক জীবেরই উপাধি। গুণগণের পুনঃ পুনঃ সেবায়, চিত্ত গুণগণে প্রবিষ্ট হয়। বাসনারূপ চিত্ত ও উৎপন্ন গুণগণ এইরূপই! মুমুক্ষু মৎস্বরূপ হইয়া উক্ত উভয়কেই পরিত্যাগ করিবেন! জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটী বুদ্ধিবৃত্তি এবং গুণজাত জীব সাক্ষীস্বরূপ; তাই তিনি উহা হইতে ভিন্নরূপ। বুদ্ধিবন্ধনই আত্মার বৃত্তি-সংক্রামক বলিয়া নিরূপিত; সুতরাং আমি তুরীয়স্বরূপ, আমাতে অবস্থিত হইয়াই ঐ বুদ্ধি-বন্ধন ছিন্ন করিবে। সেই অবস্থায়ই চিত্ত ও গুণগণের বিশ্লেষণ সাধিত হইবে। অহঙ্কার-কৃত বন্ধনই আত্মার অনর্থের মুল, ইহা জানিয়া

নির্ব্বিঘ্নভাবে তুরীয়স্বরূপ আমাতে অবস্থান-পূর্ব্বক 'অহংজ্ঞান' দূরীভূত করিবে; যুক্তিতর্কের-ফলে যতদিনে না পুরুষের নানাত্ব-বুদ্ধি নিবৃত্তি পায়, স্বপ্নে জাগরণবৎ সম্যক্-দৃষ্টির অভাবে ততদিন তিনি জাগিয়াও নিদ্রা যাইয়া থাকেন। আত্মভিন্ন বস্তুর অভাব-নিবন্ধন দেহাদি পদার্থ-পরম্পরায় উৎক্রম-ভেদ, গতি ও কারণ সমূহ স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায়, তাহার পক্ষে অলীক। জাগরণকালে বাহিরে ক্ষণভঙ্গুর বিষয়সমূহের যিনি ভোক্তা, যিনি স্বপ্নাবস্থায় হৃদয়ে তদনুরূপ বিষয় সকলে ভোক্তা, আর যিনি সুষুপ্তি অবস্থায় বিষয়-ভোগ হইতে বিরত—এই তিন জনই এক। স্মৃতি-সম্বন্ধ থাকিয়া যায় বলিয়া উক্ত এক ব্যক্তিই অবস্থা-ত্রয়দর্শী। মনের এই ত্রিবিধ অবস্থা আমারই মায়াগুণে আমাতেই বিরচিত হইয়াছে—এইরূপ বিচার-দ্বারা এই আত্মরূপ অর্থ নিশ্চয় কর এবং অনুমান ও সদুক্তিযোগে শাণিত জ্ঞানখড়্গ-দ্বারা সর্ব্ব-সংশয়াস্পদ অহঙ্কারকে ছেদন করিয়া হৃদয়স্থ আমাকেই তোমরা ভজনা করিতে থাক। এই দৃশ্যমান বিশ্ব মনঃপ্রকাশিত ও বিনাশস্বভাব, অলাতচক্রবৎ ইহা অস্থিরবৃত্তি; সুতরাং ইহাকে একটা বিভ্রমরূপেই অবলোকন করিবে। একই বিজ্ঞান বহুধা প্রতিভাত হইয়া থাকে; সুতরাং গুণপরিণাম-জাত উক্ত ত্রিবিধ বিকল্প মায়াস্বপ্ন মাত্র। এই দৃশ্য বিশ্ব হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লও, তৃষ্ণা দূর করিয়া দেও এবং চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হও; এইরূপ করিয়া নিজ সুখানুভবে নিরত হইতে হইবে। ঐ অবস্থায় এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ কদাচিৎ দৃষ্ট হইলেও ইহা আপ্তজ্ঞানে পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া পুনরায় আর ভ্রম-কারণ হইতে পারিবে না; পরন্তু আদেহ-পাত উহার স্মৃতিমাত্রই রহিবে। যাহার সাহায্যে স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি হইয়াছে, সেই এই নশ্বর দেহ—বসিয়া থাকুক, উঠিয়াই বসুক, দৈবযোগে স্থানভ্রষ্টই হউক, আর যথাস্থানে দৈবক্রমে ফিরিয়াই আসুক, মদিরা-মদান্ধ ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্র অদর্শনের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষ তখন ইহাকেও দেখেন না। দেহ দৈবায়ত্ত হইয়া নিজ কারণ—প্রারব্ধ অদৃষ্ট-স্থিতি পর্য্যন্ত প্রাণেন্দ্রিয়যোগে জীবন ধারণ করে! যিনি সমাধিযোগাবলম্বনে পরমার্থতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি এই স্বপ্নোপম স-প্রপঞ্চ দেহকে ভজনা করেন না।

হে বিপ্রগণ! এই আমি সাংখ্যযোগ-রহস্য আপনাদের নিকট বলিলাম। জানিবেন, আমিই সাক্ষাৎ বিষ্ণু; আপন-দিগকে ধর্ম্ম-উপদেশ দিবার জন্যই আমার হেথায় আগমন। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! যোগই বলুন, জ্ঞানই বলুন, আর ধর্ম্ম, প্রমাণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, তেজ, শ্রী, কীর্ত্তি বা দম যাহা বলুন এ, সকলেরই চরমগতি আমিই। আমি মমতা অসঙ্গতাদি গুণগ্রামে নিত্য নির্গুণ, নিরপেক্ষ, প্রিয়, সুহৃদ্ আত্মস্বরূপ; আমাকেই আপনারা ভজনা করুন। এইরূপে আমার উপদেশে সনকাদি ঋষিগণ ছিন্ন-সংশয় হইয়া পরমভক্তি-সহকারে আমার পূজা ও বিবিধ স্তব করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের দ্বারা পূজিত ও স্তুত হইয়া তৎকালে নিজধামে প্রত্যাগমন করিলাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

উদ্ধব বলিলেন,—ভগবন্! বুঝিলাম, অপনার প্রতি ভক্তিযোগ-দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, এই কথাই আপনি বলিলেন; কিন্তু অপর ব্রহ্মবাদিগণ শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মোক্ষ-লাভের আরও অনেক উপায় নির্দ্দেশ করেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য, ঐ সকল উপায়ের মধ্যে কি উল্লিখিত একটী উপায়ই মুখ্য উপায়—না, সকল উপায়ই স্ব স্ব প্রধান? হে প্রভো! আপনি নিরপেক্ষ ভক্তিযোগেরই উল্লেখ করিয়াছেন; এই ভক্তিযোগ-দ্বারাই মন সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে প্রবেশ লাভ করে।

ভগবান্ বলিলেন,—মদ্‌বাক্যময় বেদসকল কাল-ক্রমে নষ্ট হইয়াছিল; ঐ বেদ সর্ব্বাগ্রে আমি ব্রহ্মার নিকট বলিয়াছিলাম। এই বেদে এমন সকল ধর্ম্ম-কথারই উপদেশ আছে, যাহা দ্বারা আমাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুর নিকট মদুপদিষ্ট বেদবাক্য প্রকাশ করেন। মনুর নিকট হইতে ভৃগুপ্রভৃতি সপ্তর্ষি উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ঐ ভৃগুপ্রভৃতির নিকট হইতে তাঁহাদের পুত্রগণ দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস ও কিম্পুরুষ প্রভৃতির উহা আয়ত্ত হইয়াছিল। রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণোৎপন্ন বলিয়া উল্লিখিত বেদবেত্তা-দিগের বাসনা ভিন্ন ভিন্ন। এই বাসনা-বৈচিত্র্যবশেই ভূত ও ভূতপতিগণের প্রকৃতিও পরস্পর বিভিন্ন তাহাদের স্ব স্ব প্রকৃতি-অনুসারে বিবিধ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতির নানাত্ব-হেতুই মনুষ্যগণের বুদ্ধিও বহুধা ভিন্ন হইয়া পরে। পরম্পরাগত উপদেশ-ক্রমে কাহারও কাহারও বুদ্ধিভেদ জন্মিয়া থাকে; আবার কতকগুলি পাষণ্ডবুদ্ধি লোকেরও অভাব নাই।

হে পুরুষবর! মদীয় মায়া-মোহিত-বুদ্ধি মনুষ্যেরা কর্ম্মানুরূপিণী রুচি-বৈচিত্র্যবশে শ্রেয়ঃ সাধনের নানা উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কাহারও মতে ধর্ম্ম, কাহারও মতে যশ, কাম, সত্য দম ও শম্—কাহারও মতে ঐশ্বর্য্য, দান ও ভোজন এবং অন্য কাহারও কাহারও মতে যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, নিয়ম ও সংযম সকলই পুরুষার্থ। কিন্তু ইহাদের কর্ম্মার্জ্জিত লোক সকল চির-স্থির নহে—সে সমুদয়ের উৎপত্তি-নাশ অবশ্যম্ভাবী, উহারা পরিণামবিরস, মোহাবসান, ক্ষুদ্র, মন্দ ও শোকসংবিগ্ন। হে সাধো! যিনি সর্ব্ববিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া আমাতেই অর্পিতচিত্ত, আত্মস্বরূপ আমা-হইতে তাঁহার যে সুখোদয় হয়, বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তিবর্গের তাদৃশ সুখ-সম্ভাবনা কোথায়? যিনি আকিঞ্চন, শান্ত, দান্ত, সমদর্শী ও আমা-দ্বারাই তুষ্টচেতা, তাদৃশ ব্যক্তিরই সর্ব্বদিক্ সুখময় হইয়া থাকে। আমাতে সমর্পিতাত্মা সাধু আমাকে ছাড়িয়া ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতাল-প্রভৃতির প্রভুত্ব, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ—কিছুই চাহেন না। ব্রহ্মাই কি, শঙ্করই কি, আর সঙ্কর্ষণ বা লক্ষ্মীই কি, এমন কি—নিজের আত্মাও ভবাদৃশ ভক্ত অপেক্ষা মদীয় প্রিয়তম নহেন। দন্তর্গত সকল ব্রহ্মাণ্ড পদধূলি-দ্বারা পবিত্রীকৃত করিবার অভিপ্রায়েই নিরপেক্ষ, নির্ব্বৈর, শান্ত, সমদর্শী মুনিজনের আমি অনুগমন করিয়া থাকি। অকিঞ্চন, মদনুরক্তচিত্ত, শান্ত, নিষ্কাম, সর্ব্বভূতবৎসল মদীয় ভক্তগণ যাদৃশ-সুখভোগ করিয়া থাকেন, অন্যে তাহা জানিতেই পারে না। সে যে কি অপার সুখ, তাহা তাঁহাদেরই কেবল

বিজ্ঞেয়। অজিতেন্দ্রিয় মদ্ভক্তগণ বিষয়াকৃষ্ট হইয়া পড়িলেও, ভক্তিগৌরবে প্রায়শঃই বিষয়াভিভূত হইয়া পড়েন না।

উদ্ধব! সমুদ্দীপ্ত প্রবল বহ্নি যেমন কাষ্ঠ-রাশি দগ্ধ করে, মদ্‌বিষয়িণী ভক্তিও তেমনি নিখিল পাপ নষ্ট করিয়া থাকে। কি যোগ, কি বিজ্ঞান, কি বেদাধ্যয়ন, কি তপস্যা, কি দান—কোন কিছুতেই আমাকে লাভ করা যায় না। আমাকে পাইতে হইলে একমাত্র প্রগাঢ় ভক্তির প্রয়োজন। সাধুদিগের প্রিয় আত্মা আমি, শ্রদ্ধাযুক্ত একনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকি। মৎপ্রতি একাগ্র-ভক্তি চণ্ডালদিগকে ও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। সত্যনিষ্ঠা, দয়া, ধর্ম্ম বা তপস্যান্বিত বেদবিদ্যা—এ সকল কখনও মদ্‌ভক্তি-বিরহিত আত্মাকে পবিত্র করিতে পারে না। রোমাঞ্চিত-ভাব, মনের আর্দ্রতা ও আনন্দাশ্রুবিন্দু ব্যতীত ভক্তি কিরূপে অবগত হইবে? ভক্তি বিনাই বা চিত্তশুদ্ধি কিরূপে ঘটিবে? যাঁহার বাক্য গদ্‌গদ ও হৃদয় দ্রবীভূত হয়, পুনঃ পুনঃ যিনি ক্রন্দন করেন, কখনও হাসেন, কখনও নির্লজ্জভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, কখন কখন নৃত্য করেন—এবম্বিধ মদীয় ভক্তই ত্রিলোকপাবন। অগ্নিতপ্ত সুবর্ণ যেমন মলাংশ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বীয় শুদ্ধোজ্জ্বলরূপ ধারণ করে, আত্মাও তেমনি মদ্‌ভক্তি-যোগ কর্ম্ম-বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া মৎসারূপ্য লাভ করিয়া থাকে। আত্মা মদীয় পুণ্য কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে অঞ্জনাক্ত নেত্রের ন্যায় যেমন যেমন নির্ম্মল হয়, তেমনি তেমনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করিতে থাকে! যিনি বিষয় চিন্তা করে, তাহারই চিত্ত বিষয়াসক্ত হয়; আর যিনি আমাকে চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত আমাতেই বিশেষ-রূপে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তাই বলিতেছি, স্বপ্ন বা মনোরথবৎ অসৎ চিন্তা পরিহার-পূর্ব্বক মদ্ভক্তিপূর্ণ মন আমাতেই সমাহিত কর। ধীর ব্যক্তি স্ত্রীগণের ও স্ত্রী-সহায় ব্যক্তিগণের সংসর্গ দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবেন, নিরুপদ্রব নির্জ্জন প্রদেশে উপবেশন করিবেন এবং নিরলস ভাবে আমাকেই চিন্তা করিতে থাকিবেন। নারীজন-সঙ্গে ও নারীসঙ্গীদিগের সংসর্গে যাদৃশ ক্লেশ উৎপন্ন হয়, অন্যের সংসর্গে তাদৃশ ক্লেশ কখনই হইতে পারে না।

উদ্ধব বলিলেন,—হে কমলাক্ষ। মুমুক্ষু ব্যক্তি যেরূপে আপনার ধ্যানস্থ হইবে, তাহা আমার নিকট বলুন।

ভগবান্ বলিলেন,—মুমুক্ষুব্যক্তি সমতল আসনে সরলদেহে যথাসুখে উপবেশন করিবেন, হস্তদ্বয় উত্তানভাবে উপর্য্যুপরি ক্রোড়ে রাখিবেন, এই অবস্থায় উপবেশন করিয়া স্বীয় নাসাগ্রমাত্র দেখিতে থাকিবেন; ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়া পূরক, কুম্ভক ও রেচক-দ্বারা প্রাণপথ সকল শোধন করিয়া লইবেন। প্রাণায়াম-বলে ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বিপরীতক্রমে ও অল্পে অল্পে প্রত্যাহার অভ্যাস করিবেন। হৃদয়াবস্থিত মৃণাল-সূত্রনিভ অনবরত ঘণ্টানাদনাদী 'ওঁ' কারকে প্রাণ-বায়ুবলে উর্দ্ধে লইয়া গিয়া তদুপরি বিন্দু সংযোগ করিবেন; এইরূপে 'ওঁ' কারযুক্ত প্রাণায়াম প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং—এই কালত্রয়ে দশবার করিয়া অভ্যাস করিবে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে মাসমধ্যেই প্রাণবায়ু জয় করিতে পারিবেন। মুমুক্ষুজন উর্দ্ধনাল অধোমুখ হৃন্মধ্যস্থ পদ্মকে উর্দ্ধবিকসিত অষ্টদল ও কর্ণিকা সহ চিন্তা করিয়া ঐ সকল কর্ণিকায় পরপর সূর্য্য, চন্দ্র ও অনল ভাবনা করিবেন। অনলাভ্যন্তরে মদীয় নিম্নোক্ত রূপের ধ্যান করিবেন; ইহাই সাধকের মঙ্গলাবহ ধ্যান। যথা—আমি অনুরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুত, প্রশান্ত-মূর্ত্তি, সুন্দর প্রসন্নবদন, সুদীর্ঘ সুন্দর চতুর্ব্বাহু-ধর; আমার গ্রীবা অতি মনোরম, কপোল অতি সুন্দর ও সহাস্য বদন অতি মনোহর; মদীয় কর্ণযুগলে মকর-

কুণ্ডল দোদুল্যমান, পরিধানে হেমপ্রভ বসন ও বর্ণ আমার ঘনশ্যাম; আমি শ্রীবৎস শোভায় সমুদ্ভাসিত এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালায় সমলঙ্কৃত; আমার গলদেশ কৌস্তুভমণি বিরাজিত এবং কান্তি-যুত; কিরীট, কটক, কটীসূত্র ও অঙ্গদে আমার নানা অঙ্গ বিভূষিত; আমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মনোজ্ঞ প্রসন্ন-ভাব নিবন্ধন আমার মুখ-নয়ন অতি শোভমান। সর্ব্বাঙ্গে মনোধারণা করিয়া আমার সুকুমার রূপের ধ্যান করিতে থাকিবে। ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে মনোদ্বারাই আকর্ষণ করিয়া বুদ্ধি সারথির সাহায্যে অতঃপর ঐ মনকে লইয়া গিয়া সর্ব্বতোভাবে আমাতে নিবিষ্ট করিবেন। অর্থাৎ মন সর্ব্বব্যাপক, উহাকে সর্ব্বস্থান হইতে আকর্ষণ করিয়া একদেশে রাখিবেন; মদীয় অন্যান্য অঙ্গের চিন্তা না করিয়া কেবল সুহাস্য স্নিগ্ধ বদনমণ্ডলেরই চিন্তা করিবেন। চিত্ত যখন উহাতে নিবিষ্ট হইবে, তখন উহাকে আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বকারণ-স্বরূপ আকাশে ধারণ করিবে। পরে সেই আকাশও পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ আমাকেই কেবল অবলম্বন করিবে; তখন ধ্যাতা ও ধ্যেয়-রূপ পার্থক্য কিছু মনে করিবে না। চিত্ত এইরূপে নিবিষ্ট হইলে পর জ্যোতিঃসংযুক্ত জ্যোতিঃর ন্যায় আত্মাতে আমাকে এবং সর্ব্বাত্মস্বরূপ আমাতে আত্মাকে দর্শন করিতে পারিবে। যে যোগী এইরূপ কঠোর ধ্যানে নিবিষ্ট,—দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াভ্রম অচিরেই তাঁহার বিনষ্ট হইয়া যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবান্ বলিলেন,—যিনি জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিতপ্রাণ ও আমাতে ধৃতচিত্ত, তাদৃশ যোগীর নিকট ক্রমশঃ সর্ব্বসিদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে।

উদ্ধব বলিলেন, হে অচ্যুত! কিরূপ ধারণায় কিরূপ সিদ্ধি উপস্থিত হয়, যোগীদিগের সিদ্ধি কিয়ৎসংখ্যক, তাহা আমার নিকট বলুন; আপনিই তো যোগিগণের সিদ্ধি দানকর্ত্তা।

ভগবান্ বলিলেন,—যোগপারগ ঋষিগণের মতে সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার। ইহাদের মধ্যে আটটি সিদ্ধি আমার আশ্রিত; অবশিষ্ট দশটী সিদ্ধি সত্ত্বগুণের কার্য্য। দেহসিদ্ধি ত্রিবিধ;—অণিমা, মহিমা ও লঘিমা। প্রাপ্তি-নাম্নী সিদ্ধি ইন্দ্রিয়সমূহের ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী সেই সেই দেবতার সহিত সম্বন্ধ। শ্রুত বা দৃষ্ট বিষয়সমূহে যে ভোগ-দর্শন-সামর্থ্য, তাহার নাম প্রাকাম্য। শক্তিসমূহের প্রেরণ ঈশিতা নামে সিদ্ধি, বিবিধ বিষয়ভোগে নিঃসঙ্গতাই বশিতা-নাম্নী সিদ্ধি, আর যাহা দ্বারা সমস্ত অভিলষিত বস্তুর সীমাপ্রাপ্তি হয়, সেই সিদ্ধি অষ্টমী সিদ্ধি—ইহারই নাম কামাবসায়িতা।

হে সৌম্য! এই অষ্ট-সিদ্ধি মদীয় নৈসর্গিক সিদ্ধি বলিয়া নির্ণীত। গুণজন্য অন্য দশবিধ সিদ্ধি, যথা—দেহে ক্ষুৎপিপাসাদির রাহিত্য, দূর হইতে শ্রবণ ও দর্শন, মনঃসদৃশ বেগে দেহগতি, অভীষ্ট রূপ-লাভ, পরকায়ে প্রবেশ, স্বেচ্ছা মরণ এ দেবরূপী হইয়া অপ্সরোগণ সহ ক্রীড়া-সম্ভোগ, সঙ্কল্প-মাত্র সঙ্কল্পিত বিষয়ের উপস্থিতি এবং সর্ব্বত্র অপ্রতি-হত আজ্ঞা। ত্রিকালজ্ঞতা, শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি-সহিষ্ণুতা, পরচিত্তাদির অভিজ্ঞতা,—অগ্নি, সূর্য্য, জল

ও বিষপ্রভৃতির স্তম্ভীকরণ এবং উহাদের দ্বারা অপরাজেয়তা—যোগধারণার এই কয়টী ক্ষুদ্র সিদ্ধিও উল্লিখিত আছে। ইহাদের মধ্যে যে ধারণাদ্বারা যেরূপ সিদ্ধি হইয়া থাকে, অধুনা তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। আমি সূক্ষ্মভূতাত্মক, আমাতে যিনি সূক্ষ্মভূতাকার চিত্ত ধারণ করেন, তাদৃশ সূক্ষ্মভূত-উপাসক মদীয় অণিমাদি সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। আমি মহত্তত্ত্বস্বরূপ, আমাতে মহত্তত্ত্বস্বরূপ মনোধারণা করিয়া সাধক ব্যক্তি মহিমা প্রাপ্ত হন। আমি আকাশাদিস্বরূপ, আমাতে মনোধারণার ফলে সেই সেই মহাভূতের বিভিন্ন মহিমা প্রাপ্তি হয়। আমি ভূতবৃন্দের পরমাণু-স্বরূপ, যোগী ব্যক্তি আমাতে মনোধারণা করিয়া কাল-সূক্ষ্মাত্মক লঘিমা লাভ করেন। আমি বৈকারিক অহংতত্ত্ব স্বরূপ, আমাতে একাগ্র মন স্থাপন করিয়া যোগী সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে প্রাপ্তি নাম্নী সিদ্ধি লাভ করেন। আমি সূত্রস্বরূপ মহান্ আত্মা; আমাতে যিনি মনোধারণা করেন, তিনি আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাকাম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। আমি ত্রিগুণময়ী মায়ার অধীশ্বর বিষ্ণু-স্বরূপ; আমাতে মনোধারণার ফলে, জীব ও জীব-উপাধি-সমূহের প্রেরণারূপিণী ঈশিতা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। আমি 'ভগবান্' নামে নিরূপিত তুরীয় নারায়ণ-স্বরূপ; আমাতে মনোধারণার ফলে, যোগীর বশিতা-সিদ্ধি করায়ত্ত হয়। আমি ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম; আমাতে নির্ম্মল মন ধারণ করিয়া যোগী ব্যক্তি পরম আনন্দ লাভ করেন, তাঁহার সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে। আমি শ্বেতদ্বীপের অধিপতি; আমাতে মনোধারণার ফলে সাধক ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ ও জরা-মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শুদ্ধ স্বরূপতা লাভ করেন। আমি আকাশাত্মা সমষ্টিস্বরূপ; আমাকে মনোদ্বারা শব্দ ভাবনা করিতে করিতে যোগী বিবিধ প্রাণীর বিষদভিব্যক্ত শব্দ সকল শ্রবণ করিতে পারেন। সূর্য্যে চক্ষুকে এবং চক্ষুতে সূর্য্যকে যোজিত করিয়া উক্ত উভয় সম্বন্ধের অন্তরালে মনোদ্বারা আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যোগী-জন দূর হইতে বিশ্বদর্শনে সমর্থ হইয়া থাকেন। মন ও দেহকে তদনুগামী বায়ুর সহিত আমাতে সুযোজিত করিয়া যে ধারণা করা হয়, তাহারই প্রভাবে দেহ মনের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যোগী মনে মনে যেখানে যাইবার সঙ্কল্প করেন, তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে সশরীরে উপস্থিত হইতে পারেন। যোগীজন মনকে উপাদান-কারণ করিয়া যে যেরূপ ধারণের অভিলাষ করেন, সেই মনোভিলষিত রূপই ধারণ করিতে পারেন। সিদ্ধ ব্যক্তি পরকায়-প্রবেশের ইচ্ছা করিলে তাহাতে আত্মা-চিন্তা করিতে থাকিবেন; এইরূপ করিতে করিতেই স্বদেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভ্রমরবৎ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন। যোগী পার্ষ্ণি-দ্বারা গুহ্যদেশ চাপিয়া ধরিয়া প্রাণোপাধিক আত্মাকে ক্রমশঃ হৃদয়ে, হৃদয় হইতে বক্ষে, বক্ষ হইতে কণ্ঠে ও কণ্ঠ হইতে মস্তকে লইয়া যাইবেন; পরে ব্রহ্মরন্ধ্র-দ্বার দিয়া উহাকে ব্রহ্মে লইয়া গিয়া দেহত্যাগ করিতে পারিবেন। দেবতা-দিগের ক্রীড়াভূমিতে বিহারেচ্ছু হইলে যোগী আমার শুদ্ধ সত্ত্ব রূপ চিন্তা করিতে থাকিবেন; এইরূপ চিন্তার ফলে সত্ত্বাংশ সুরসুন্দরীগণ তৎক্ষণাৎ বিমানা-রোহণে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবে। মদেক-পরায়ণ পুরুষ যখন যাহা মনোমধ্যে যেরূপ ধ্যান করিবেন, সত্যসঙ্কল্পরূপী আমাতে মনোযোজনার ফলে তৎক্ষণাৎ তাহা লাভ করিতে পারিবেন। আমি সর্ব্ব-নিয়ন্তা ও সর্ব্ববিষয়ে স্বতন্ত্র; যে পুরুষ মদ্ভাব-সম্পন্ন হয়, আমার আজ্ঞার ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। যে সকল যোগী মদীয় ভক্তি-বৈভবে শুদ্ধচিত্ত ও ধারণাভিজ্ঞ, তাঁহাদের ত্রিকালবিষয়িণী বুদ্ধিই জনন-মরণসঙ্গিনী এবং এই

বুদ্ধিবলেই তাঁহাদের পরচিত্তপ্রভৃতির অভিজ্ঞতা। জল যেমন জলজন্তুগণের ব্যাঘাতকারী নয়, মদীয় যোগানুষ্ঠানে অশ্রান্তচিত্ত যোগীর দেহ তেমনি অগ্ন্যাদি-দ্বারা ব্যাহত হইবার নহে। যিনি মদীয় অবতার সকল শ্রীবৎস, অস্ত্র, বিভূষণ, ধ্বজ, ছত্র ও ব্যজন সহ ধ্যান করিতে থাকেন, তিনি সর্ব্বদাই অপরাজেয়। এইরূপ যোগধারণার বলে আমার উপাসনারত যোগীর নিকট পূর্ব্বোল্লিখিত সকল সিদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, জিতপ্রাণ জিতমন ও আমাতে যোজিতচিত্ত, তাদৃশ যোগি-জনের পক্ষে কোন সিদ্ধিই অসুলভ নহে। এই সিদ্ধি-সমূহ কাল-ক্ষেপের কারণ বলিয়া মৎপরায়ণ উত্তম যোগাচারী যোগীর বিঘ্নস্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। জন্ম, মন্ত্রৌষধি ও তপস্যাদ্বারা ইহলোকে সে সকল সিদ্ধিলাভ করা যায়, যোগী যোগপ্রভাবে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু যোগগতি অন্য কোন উপায়েই লাভ করা যায় না; আমিই সর্ব্বসিদ্ধি, মোক্ষ, মোক্ষসাধন জ্ঞান এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রহ্মবাদিগণের কারণ, পালক ও প্রভু; আমিই নিরাবরণ, সর্ব্বদেহীর ব্যাপক অন্তর্যামী আত্মা। পঞ্চভূত যেমন ভূতবৃন্দের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত, আমিও তেমনি সমুদয়ের বহিরন্তরে বিরাজিত।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

উদ্ধব বলিলেন,—ভগবন্! আপনি অনাদি অনন্ত, অপরতন্ত্র, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম; সুতরাং সর্ব্বপদার্থেরই পালন, জীবন ও নাশোৎপত্তির আপনিই একমাত্র নিদান। উচ্চ বা নীচ-জাতীয় ভূতসমাজ মধ্যে যাহারা অকৃতপুণ্য তাহাদের আপনি দুরধিগম্য। ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ই যথাযথ-ভাবে আপনার উপাসনা-পরায়ণ। অতএব পরমর্ষিগণ ভক্তিভরে যে যে পদ্ধতি-অনুসারে আপনার উপাসনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। হে ভূত-ভাবন! আপনি প্রাণিগণের অন্তর্যামী হইয়াও ব্যক্তভাবে প্রাণি-সমাজে বিচরণ করিতেছেন, আপনি সমস্তই দর্শন করিতেছেন; কিন্তু ভবদীয় মায়া-মোহিত ব্যক্তিবর্গ আপনাকে দেখিতে পাইতেছে না। হে মহৈশ্বর্য্যশালিন্! স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ও দিঙ্মণ্ডলে ভবদীয় বিশেষ শক্তি যোজিত যে সকল বিভূতি রহিয়াছে, তৎসমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন। আমি ভবদীয় তীর্থোদ্ভব পাদপদ্মে প্রণিপাত করিতেছি।

ভগবান্ বলিলেন,—হে প্রশ্নবিদ্গণের অগ্রণী! তুমি যাহা জিজ্ঞাসিলে কুরুক্ষেত্রে জ্ঞাতি-বিগ্রহে বিব্রত অর্জ্জুন আমাকে এই কথাই পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন 'আমি হন্তা' ইনি-হত' এইরূপ লৌকিক বুদ্ধির বশীভূত হইয়াছিলেন, তাই রাজ্যনিমিত্ত জ্ঞাতিবধ অধর্ম্মজনক ও নিন্দিত বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছিল; সুতরাং জ্ঞাতিবধ-ব্যাপার হইতে তিনি নিরত হইয়াছিলেন। তখন যুক্তিযুক্ত-বাক্যে আমি তাহাকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলে, অর্জ্জুন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়াই তৎকালে আমার নিকট যে প্রশ্ন করেন, হে পুরুষবর! অধুনা তুমি সেইরূপ প্রশ্নই আমার নিকট উত্থাপন করিলে।

উদ্ধব! আমি সর্ব্বভূতের সুহৃদ, আত্মা, ঈশ্বর,

আমিই সর্ব্বভূতস্বরূপ এবং সর্ব্বভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-হেতুও আমিই। গতিশীল ব্যক্তি বা বস্তু সমূহের আমিই গতি। আমিই বশীকারীদিগের বশীকর্ত্তা, গুণগণের প্রকৃতি ও গুণিগণের স্বাভাবিক গুণ আমিই; গুণিগণেরও আদিকারণ আমিই। এইরূপে আমিই সকল মহতের মহত্ত্ব, নিখিল সূক্ষ্মের মধ্যে জীব, দুর্জ্জয়দিগের মধ্যে মন, বেদাধ্যাপক হিরণ্যগর্ভ, মন্ত্রসমূহে অবয়বত্রয়-যুত ওঙ্কার, অক্ষর-সমূহে আকার, ছন্দোগণের মধ্যে গায়ত্রী, দেবসমূহের ইন্দ্র, অষ্টবসু-মধ্যে অগ্নি, আদিত্যগণ মধ্যে বিষ্ণু, রুদ্রসমূহে নীললোহিত, মহর্ষিগণ-মধ্যে ভৃগু, রাজর্ষিসমাজে মনু, দেবর্ষিসমাজে নারদ, ধেনুগণ-মধ্যে কামধেনু, সিদ্ধেশ্বরদিগের মধ্যে কপিল, পক্ষি-সমূহে গরুড়, প্রজাপতিসমূহে দক্ষ, পিতৃগণ-মধ্যে অর্য্যমা, দৈত্যগণমধ্যে অসুররাজ প্রহ্লাদ, নক্ষত্র-সমূহে চন্দ্রমা, ওষধিসমূহে সোম, যক্ষ ও রাক্ষস-সমাজে কুবের, গজরাজবৃন্দে ঐরাবত, জলমধ্যবাসী-দিগের মধ্যে প্রভাবশালী বরুণ, দীপ্তি ও প্রতাপ-শালীদিগের মধ্যে প্রভাকর, মনুষ্যসমাজে রাজা, অশ্বসমূহে উচ্চৈঃশ্রবা, ধাতুসমূহে কাঞ্চন, দণ্ডদাতা-দিগের মধ্যে যম, সর্পসমূহে বাসুকি, নাগশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে অনন্ত, শৃঙ্গধারীদিগের মধ্যে কৃষ্ণসার, দংষ্ট্রী-দিগের মধ্যে সিংহ, আশ্রমসমূহে চতুর্থ আশ্রম, বর্ণ-সমূহে ব্রাহ্মণ, স্রোতস্বিনী-মধ্যে গঙ্গা, স্থিরজল-সম্পন্ন জলাশয়-সমূহে সমুদ্র, অস্ত্ররাজি-মধ্যে শরাসন, ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে ত্রিপুরহর, অধিষ্ঠানসমূহে সুমেরু, নিখিলদুর্গম-মধ্যে হিমাচল, বনস্পতিসমূহে অশ্বত্থ, ওষধিগণ-মধ্যে যব, পুরোহিত-সমাজে বশিষ্ঠ, বেদবেত্তৃগণমধ্যে বৃহস্পতি, সেনাপতিবৃন্দে কার্ত্তিকেয় এবং সর্ব্বাগ্রগামীদিগের মধ্যে ব্রহ্মা। যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রতসমূহের মধ্যে আমি অহিংসা। আমি শোধনকারীদিগের মধ্যে বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, জল, বাক্য ও আত্মা; যোগসমূহের মধ্যে আমি সমাধি। আমি জিগীষুদিগের নীতি, কৌশল-সকল মধ্যে আন্বীক্ষিকী খ্যাতিবাদীদিগের মধ্যে বিকল্প, স্ত্রীগণের মধ্যে শতরূপা, পুরুষগণের মধ্যে স্বায়ম্ভুব, মুনিগণের মধ্যে নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারী-দিগের মধ্যে সনৎকুমার। প্রাণীদিগের প্রতি যে অভয়-দান ধর্ম্ম, ধর্ম্মসমূহ-মধ্যে সেই ধর্ম্মই আমি; অভয়স্থান-সমূহের মধ্যে আমিই অন্তর্নিষ্ঠা। আমি গুহ্যসমূহের মধ্যে প্রিয়াখ্যান ও মৌন, মিথুনদিগের মধ্যে প্রজাপতি, অপ্রমত্তদিগের মধ্যে সংবৎসর, ঋতু-সমূহে বসন্ত, মাসসমূহের অগ্রহায়ণ, নক্ষত্রসমূহে অভিজিৎ এবং যুগসমূহে সত্যযুগ। জানিবে—ধীরব্যক্তিদিগের মধ্যে আমি অসিত ও দেবল, ব্যাস-সমূহের মধ্যে দ্বৈপায়ন এবং পণ্ডিত-সমাজে আমি আত্মবান্ শুক্রাচার্য্য। আমি ভগবদগণের মধ্যে বাসুদেব, ভাগবত-সমাজে উদ্ধব বানরেন্দ্রদিগের মধ্যে হনুমান্, বিদ্যাধরগণ-মধ্যে সুদর্শন, মুনিগণ মধ্যে পদ্মরাগ, সুন্দরসমূহের মধ্যে পদ্মকোষ, দর্ভসমূহে কুশ, ঘৃতরাশিমধ্যে গব্যঘৃত, ব্যবসায়ীদিগের ধনাদি সম্পৎ, ধূর্ত্তগণের ছলগ্রহ, ক্ষমাশীলদিগের ক্ষমা এবং সত্ত্বশালীদিগের সত্ত্ব। জানিবে—আমিই বল-শালীদিগের ইন্দ্রিয় বল ও দেহ বল, ভাগবতদিগের ভক্তিপূত কর্ম্ম ও ভাগবতদিগের পূজ্য। আমি নব-মূর্ত্তিমধ্যে শ্রেষ্ঠতম আদিমূর্ত্তি এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরো-গণের মধ্যে বিশ্বাবসু ও পূর্ব্বচিত্তি। ভূধরগণের স্থৈর্য্য, পৃথিবীর অবিকৃত গন্ধমাত্র, জলের মধুর রস, তেজস্বী-দিগের বিভাবসু, সূর্য্য-চন্দ্র ও তারাগণের প্রভা, আকাশের পর-শব্দ, ব্রহ্মণ্যগণে বলি, বীরসমাজে অর্জ্জুন এবং প্রাণিগণের জন্ম-স্থিতিলয় আমাকেই অবগত হইবে। গমন, বচন, উৎসর্জ্জন, গ্রহণ, আনন্দন, স্পর্শন, দর্শ, আস্বাদন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ—এ সকল আমিই; আমিই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়। জানিবে—

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, মহত্তত্ত্ব, জীব, প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও ব্রহ্ম—এ সকলই আমি; আমিই এ সকলের পরিগণন। আমিই জ্ঞান, দম, ঈশ্বর, জীবগণ, গুণ, গুণী, সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বস্বরূপ; আমা ভিন্ন কুত্রাপি কিছুই নাই। কালে পরমাণুগণের গণনা আমিই করিয়া থাকি; পরন্তু মদীয় বিভূতি-সমূহের গণনা সেরূপ হইবার নহে। আমি কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। প্রভাব, সম্পত্তি, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য, বল, তিতিক্ষা ও বিজ্ঞান যাহাতে যাহাতে বিদ্যমান, জানিবে—তৎসমস্তই আমার বিভূতি। তোমার নিকট আমার এই বিভূতি সকল সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। কেবল মনোবিকার ও বাক্যমাত্রেই এই সকল কথিত হইয়া থাকে। অতএব মন ও বাক্য সংযত কর, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-গণেরও সংযম-সাধনা করিয়া লও, আত্মদ্বারা আত্মসংযম করিতে থাক; এইরূপ করিলে সংসার-পথে আর যাতায়াত করিতে হইবে না। যে যতি-ব্যক্তি মনোদ্বারা বাক্য ও মনের সম্পূর্ণ সংযম করেন নাই, আমঘটস্থ জলের ন্যায় তদীয় দান, ব্রত, তপস্যা সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব মদেকনিষ্ঠ যতি-ব্যক্তি বাক্য ও মনের সংযম অবশ্যই করিবেন। এইরূপ করিবার পর মদ্ভক্তিযুক্তা বিদ্যার বৈভবে তিনি চরিতার্থ হইবেন।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

উদ্ধব বলিলেন,—প্রভো! বর্ণাশ্রমী ও বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত অন্য জনসাধারণের পক্ষে আপনার প্রতি যে ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, তাহা আপনি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছেন। হে কমলাক্ষ! উক্ত স্বধর্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠিত হইলে আপনার প্রতি যেরূপে মনুষ্যগণের ভক্তি উদ্রিক্ত হইতে পারে, তাহা আমার নিকট খুলিয়া বলুন। হে মহাভুজ, মাধব! আপনি পুরাকালে হংসরূপে ব্রহ্মসভার ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; সে আজ বহু দিন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ভূতলে ধর্ম্ম-বক্তা নাই, ধর্ম্মের কর্ত্তা বা রক্ষিতাও অপর কেহ নাই; যথায় বেদ-বিদ্যা সকল মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজিত, সেই ব্রহ্মসভাতেও ধর্ম্মবক্তা নাই। হে দেব! ধর্ম্মকর্ত্তা, ধর্ম্মরক্ষক ও ধর্ম্মবক্তা এক-মাত্র আপনি; আপনি এ ভূতল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে কে আর লুপ্ত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবে? তাই বলিতেছি, হে সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ! মনুষ্যদিগের মধ্যে আপনার প্রতি ভক্তি-ধর্ম্ম যাহার যেরূপ কর্ত্তব্য, আপনি আমাকে তাহাই বুঝাইয়া বলুন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! স্ব-সেবক উদ্ধব এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ হরি প্রীতি লাভ করিলেন এবং মর্ত্তবাসীর হিতসাধনার্থ সনাতন ধর্ম্ম বলিতে লাগিলেন।

ভগবান্ বলিলেন,—উদ্ধব! তোমার এই প্রশ্ন ধর্ম্মসঙ্গত; ইহা বর্ণাশ্রমী মানবগণের মুক্তিসাধক। অধুনা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম আমার নিকট শ্রবণ কর।—সর্ব্বাগ্রে সত্যযুগে মানবগণের একমাত্র বর্ণ ছিল; উহা হংস-নামে বিখ্যাত। ঐ যুগে জন্মগ্রহণমাত্রই মানব কৃতকৃত্য হইত; এই জন্যই উহা কৃতযুগ নামে পরিচিত হইয়াছে। অগ্রে ওঙ্কারই বেদ ছিল এবং আমিই বৃষরূপে ধর্ম্ম ছিলাম; সুতরাং তৎকালে তপোনিষ্ঠ

ধার্ম্মিকেরা শুদ্ধ আমারই উপাসনা করিতেন। মহাভাগ! ত্রেতায় আমার প্রাণকে নিমিত্ত করিয়া হৃদয় হইতে ঋক্, যজুঃ ও সাম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। উহা হইতে হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা দ্বারা আমি ত্রিবৃৎ যজ্ঞস্বরূপ হইয়াছিলাম। বৈরাজ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল; স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানই তাহাদের বিভিন্ন বর্ণতার পরিচয়। বর্ণভেদে চারি আশ্রম বিহিত; তন্মধ্যে গৃহস্থাশ্রম আমার জঘন, ব্রহ্মচর্য্য আমার হৃদয় এবং বানপ্রস্থ আমার বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন। চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস; উহা আমার মস্তকস্থিত। মানবগণের বর্ণ ও আশ্রম তাহাদের প্রকৃতি-অনুসারেই বিহিত। উচ্চস্থান-জাত উচ্চবর্ণ এবং নীচস্থান-জাত নীচবর্ণ হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রকৃতি যথা—শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, মদ্ভক্তি, দয়া ও সত্য। ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি যথা—প্রভাব, বল, ধৈর্য্য, ধীরতা, তিতিক্ষা, ঔদার্য্য, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রাহ্মণ-হিতকারিতা ও ঐশ্বর্য্য। বৈশ্য-প্রকৃতি যথা—আস্তিক্য, দাননিষ্ঠা, অদাম্ভিকতা, ব্রাহ্মণসেবা ও অর্থবৃদ্ধি-বিষয়ে অনিরাকুলতা শূদ্র-প্রকৃতি যথা—অকপট-ভাবে ব্রাহ্মণসেবা, গো ও দেব-সেবা এবং সেই সেবার্জ্জিত অর্থে সন্তুষ্ট থাকা। এই চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত যে সকল শ্বপচ-চণ্ডালাদি অন্ত্যজ মনুষ্য, তাহাদের প্রকৃতি—অশুচিত্ব, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, অমূলক কলহ, কাম, ক্রোধ ও লোভ। ফল-কথা—অহিংসা অচৌর্য্য, কাম-ক্রোধ, লোভ ত্যাগ এবং প্রাণিগণের হিতসাধনের চেষ্টা, এই সকল সর্ব্ববর্ণ সাধারণেরই ধর্ম্ম। দ্বিজ-বালক গর্ভাধানাদি সমস্ত সংস্কার-অনুক্রমে উপনয়ন-সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম-গ্রহণান্তে জিতেন্দ্রিয়ভাবে গুরুকুলে বাস করিবেন; আচার্য্যের আহ্বানে বেদাধ্যয়নে ও বেদার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন; মেখলা, অজিন, দণ্ড, কমণ্ডলু, জপমালা, ব্রহ্মসূত্র ও কুশ ধারণ করিবেন; জটাধারী হইবেন; বসন ও দশন মার্জ্জন করিবেন না; রঞ্জিত আসনে বসিবেন না; স্নান, ভোজন, হোম, জপ ও মল-মূত্র ত্যাগ-কালে মৌনী হইয়া রহিবেন; নখ এবং কক্ষ ও উপস্থ-রোম ছেদন করিবেন না। ব্রহ্মচারীর পক্ষে রেতঃপাত সর্ব্বকালেই নিষিদ্ধ; আপনা হইতে রেতঃস্খলন হইলে, জলে স্নানান্তে প্রাণায়াম ও গায়ত্রী জপ করিবেন। ব্রহ্মচারী শুচি ও সমাহিত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা মৌনাবলম্বনে গায়ত্রী জপ করিবেন এবং অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবতার উপাসনা করিবেন। যিনি আচার্য্য হইবেন, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে মৎস্বরূপই অবগত হইবেন—কদাচ অবহেলা করিবেন না, মনুষ্যজ্ঞানে অসূয়া করিবেন না; কারণ গুরুই যে সর্ব্বদেবময়। ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইবেন এবং অন্য যে কিছু বস্তু প্রাপ্ত হইবেন সায়ং ও প্রাতঃকালে তৎসমস্তই আনিয়া গুরুকে অর্পণ করিবেন। গুরু যাহা ভোজন করিতে অনুমতি করিবেন, ব্রহ্মচারী সংযতভাবে তাহাই ভোজন করিবেন; তিনি নম্রভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর নিকট হইতে দূরে অবস্থান পূর্ব্বক আচার্য্য-শুশ্রূষায় নিরত রহিবেন; গমন, শয়ন ও উপবেশন-দ্বারা সেবাপরায়ণ হইবেন; বিদ্যা সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অস্খলিত ব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক এইরূপ অনুষ্ঠান, করিতে করিতে ব্রহ্মচারী ভোগবিমুখ-ভাবে গুরুকুলে বাস করিতে থাকিবেন। ব্রহ্মচারী যদি বেদনিবাস ব্রহ্মলোকে বাস করিতে চাহেন, তাহা হইলে কঠোর ব্রত-ধারণান্তে অত্যধিক অধ্যয়ন-নিবন্ধন তেজঃপুঞ্জময় নিষ্পাপদেহে ভেদবুদ্ধি বর্জ্জন করত অগ্নি, গুরু, আত্মা ও সর্ব্বপ্রাণীতে আমার উপাসনা করিবেন; স্ত্রীলোকের দর্শন, স্পর্শন ও তৎসহ

সমালাপন ও পরিহাস প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর পক্ষে বর্জ্জনীয়।

হে কুল-নন্দন! শৌচ, আচমন, স্নান, সান্ধ্যোপাসনা, মদর্চ্চনা, তীর্থসেবা, জপ এবং অস্পৃশ্য অভক্ষ্য ও অসম্ভাষ্য সকল বর্জ্জন, সর্ব্বপ্রাণীতে অধিষ্ঠিত আমাকে চিন্তন এবং চিত্ত, বাক্য ও কায়-সংযম—এই সকল নিয়ম সর্ব্ব-সাধারণ আশ্রম-বাসীরই পালনীয়। এইরূপ ব্রত-নিরত জ্বলদগ্নি-প্রতিম ব্রাহ্মণ নিষ্কাম-ভাবে কঠোর তপস্যা করিতে করিতে কর্ম্মাশয় দগ্ধ করিয়া আমার ভক্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ যদি দ্বিতীয়াশ্রম গ্রহণের অভিলাষী হন, তাহা হইলে যথোচিত বেদার্থ বিচার করিয়া গুরু-দক্ষিণা-দানান্তে গুরুর অনুমতিক্রমে স্নান করিবেন। মদ্ভক্ত দ্বিজ সকাম হইলে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন; নিষ্কাম হইলে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেন; আর যদি তিনি শুদ্ধচিত্ত হন, তাহা হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন, অথবা এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে প্রবিষ্ট হইবেন—কদাচ অনাশ্রমী হইয়া থাকিবেন না। গৃহস্থ হইবার অভিলাষী ব্যক্তি সবর্ণা, অনিন্দিতা বয়ঃকনিষ্ঠা ভার্য্যার পাণি-গ্রহণ করিবেন; কামহেতু যদি কাহাকেও বিবাহ করিতে হয়, তবে অগ্রে সবর্ণার পাণিগ্রহণ করিয়া পরে তাহাকে বিবাহ করিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম—অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দান। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন। ব্রাহ্মণ যদি মনে করেন, প্রতিগ্রহ তপস্যা, তেজ ও যশোনাশক, তাহা হইলে তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য দুই বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ঐ দুই বৃত্তিও যদি দোষাবহ বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্র হইতে ধান্য কাটিয়া লইবার সময় ক্ষেত্রাধিকারী যে ধান্য ক্ষেত্রে উপেক্ষাক্রমে ফেলিয়া গিয়াছে, তাহাই কুড়াইয়া আনিয়া জীবন ধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণ দেহ তুচ্ছ কামনার দাস নহে; উহা ঐহিক কঠোর তপস্যা ও পারলৌকিক অসীম সুখের নিমিত্ত। ব্রাহ্মণ শিলোঞ্ছবৃত্তি-দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া কামনা-গন্ধশূন্য মহাকর্ম্ম আচরণ করিবেন, আমাতেই আত্মসমর্পণ করিবেন এবং অনতি-আসক্তভাবে গৃহে থাকিয়াই মোক্ষাধিকারী হইবেন। যাঁহারা মৎপরায়ণ ব্রাহ্মণকে ক্লেশ-ভোগ হইতে উদ্ধার করেন সমুদ্র-পতিতদিগকে পোতের ন্যায় আমিই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি। বিচক্ষণ রাজা যেমন প্রজাদিগের এবং গজরাজ যেমন গজদিগের উদ্ধারকর্ত্তা, তেমনি আত্মাই আত্মার উদ্ধারকর্ত্তা। এইরূপে আত্মা-দ্বারাই আত্মাকে দুঃখভোগ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ আচারনিষ্ঠ নরপতিও সমস্ত ঐহিক অশুভ দূরীভূত করিয়া সূর্য্যাসন্নিভ রথ-সাহায্যে গিয়া ইন্দ্র সহ আমোদ-প্রমোদ করেন। ব্রাহ্মণ দারিদ্রে অবসন্ন হইলে বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, বাণিজ্যলব্ধ অর্থ-দ্বারাই আপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন; বাণিজ্য-দ্বারাও আপদ্ শান্তি না হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিবেন এবং অসি-সাহায্যেই আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন,—কিন্তু কদাচ শ্ব-বৃত্তি অর্থাৎ কুকুরবৃত্তি অবলম্বন করিবেন না। আপৎ-কালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি বা মৃগয়াধর্ম্মে জীবন ধারণ করিবেন অথবা ব্রাহ্মণরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, তথাপি কদাচ শ্ববৃত্তি-ধারণে জীবিকার পথ দেখিবেন না। বৈশ্য বিপন্ন অবস্থায় শূদ্রবৃত্তি ও শূদ্র-কারুদিগের কটবয়ন-কার্য্য অবলম্বন করিবেন। যখন আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তখন আর নিন্দিত কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা কেহই করিবেন না। গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন; অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন হোম, অতিথি-পূজা, বলিদান ও তর্পণ-দ্বারা মৎস্বরূপ দেব, ঋষি,

পিতৃ, অতিথি ও ভূতগণের উপাসনা করিবেন। বিনা চেষ্টায় লব্ধ বা নিজবৃত্তি-দ্বারা উপার্জ্জিত ধনদ্বারা ন্যায়ানুসারে যজ্ঞ করিবেন; কিন্তু দেখিবেন, সেরূপ ধনব্যয়ে পোষ্য-পরিজনের যেন পীড়ন না হয়। গৃহস্থ কুটুম্বজনে অত্যাসক্ত হইবেন না; কুটুম্ব-পরিবৃত হইয়া ঈশ্বরনিষ্ঠা বিস্মৃত হইবেন না। বিজ্ঞ ব্যক্তি দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অদৃষ্ট বস্তুটাকেও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া বুঝিবেন। পুত্র, কলত্র, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সংযোগ—পানশালা-মিলিত বহুলজন-তুল্য; নিদ্রানুগামী স্বপ্নের ন্যায় ইহারা দেহানুবর্ত্তী। যোগি-জন এইরূপ বিবেচনা করিয়া মমত্ব-বর্জ্জিত ও নিরহঙ্কার হইবেন এবং গৃহে বসতি করিয়াও উদাসীনবৎ আসক্ত হইবেন না। তিনি ভক্তিমান্ হইবেন, গৃহস্থোচিত কার্য্য করিবেন এবং আমারই প্রীতি-নিমিত্ত যাগানুষ্ঠান করিয়া গৃহাশ্রমে বাস করিবেন, কিংবা বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করিবেন। পুত্রবান্ গৃহস্থ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে পারেন। বুদ্ধি যাহার গৃহাসক্ত, পুত্র-বিত্ত-কামনায় মন যাহার ব্যাকুলিত, তাদৃশ স্ত্রৈণ কৃপণ মূঢ় গৃহস্থ 'আমার' ও 'আমি' এইরূপ মনে করিয়া বদ্ধ হইয়া থাকে। 'আহা! আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ; পত্নী শিশু-সন্তান কয়টী লইয়া ব্যতিব্যস্ত; দুঃখিত পুত্র-কন্যাগুলি আমার অভাবে বাঁচিবে কিরূপে'? গৃহস্থ এইরূপ গৃহ-বাসনায় আক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া মূঢ়তাপন্ন হয় এবং গৃহ-পরিজনদিগকে চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে অতি তামসী যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভগবান্ বলিলেন,—উদ্ধব! গৃহ ছাড়িয়া অরণ্য-বাসী হইবার অভিলাষী ব্যক্তি পুত্রের উপর ভার্য্যা-রক্ষার ভার দিয়া অথবা ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়াই অরণ্যাশ্রয় করিবেন; আয়ুর তৃতীয় ভাগ অরণ্যে অতিবাহিত করিবেন। এই অবস্থায় বনজাত বিশুদ্ধ কন্দ-মূল-ফল দ্বারা তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বনবাসী ব্যক্তি বল্কল তৃণ, পর্ণ বা মৃগাজিন পরিধান করিবেন; কেশ, লোম, নখ, শ্মশ্রু ও গাত্রমল ধারণ করিবেন; দন্তধাবন করিবেন না; ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবেন; স্থণ্ডিলশায়ী হইবেন; নিদাঘদিনে পঞ্চাগ্নিমধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিবেন; বর্ষায় বর্ষা-জলধারা সহিবেন; শীতসময়ে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া রহিবেন। এইরূপ আচার-নিষ্ঠ হইয়া বনাশ্রমী তপস্যা করিবেন। অগ্নি-পক্ক বা কাল-পক্ক ফলাদি ভক্ষণ করিবেন; উদূখল, প্রস্তরখণ্ড বা দন্তদ্বারাই ভক্ষ্য দ্রব্য-খণ্ড-বিখণ্ড করিবেন; নিজের জীবিকা-উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী নিজেই আহরণ করিবেন; দেশ, কাল ও শক্তি বিবেচনা করিয়া কালান্তরাহৃত দ্রব্য কালান্তরে গ্রহণ করিবেন না; বন্য চরু-পুরোডাশাদি দ্বারা কালবিহিত অন্নাদি দেব ও পিতৃ-উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিবেন—পরন্তু বেদবিহিত পশুদ্বারা বর্ণাশ্রমী মদুদ্দেশে যাগ করিবেন না। অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস ও চাতুর্মাস্যাদি যাগ মুনির পক্ষে বিহিত; এইরূপে আজীবন তপস্যা করিতে করিতে ধমনি-ব্যাপ্ত শুষ্কদেহ মুনি মদীয় উপসনার ফলে ঋষিলোক হইতে আমাকে লাভ করেন। যে ব্যক্তি এই কৃচ্ছ্রসাধ্য মহাতপস্যা অল্পফল-কামনার জন্য আচরণ করে, তদপেক্ষা মূর্খ আর কে হইতে

পারে? যৎকালে জরাজীর্ণ কম্পিতকায় মুনি নিয়ম-পালনে অক্ষম হইবেন, তখন আত্মায় অগ্ন্যাধান করিয়া আমাতে মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। যখন কর্ম্মের ফলে-লোক সকল পরিণাম-বিরস বলিয়া তাহাতে বিরক্ত হইবেন, তখন অগ্নি পরিত্যাগ করিবেন এবং অবলম্বিত আশ্রম হইতে বহির্গত হইবেন। উপদেশানুসারে আমার অর্চ্চনা করিবেন, সর্ব্বস্ব ঋত্বিককে দান করিবেন, আমার অগ্ন্যাধান করিবেন এবং নিরপেক্ষ-ভাবে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। 'আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ইনি পরব্রহ্ম পদ পাইবেন' এই আশঙ্কায় দেবতারা স্ত্রী-পুত্রাদিরূপে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাস-উদ্যত ব্রাহ্মণের বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকেন। মুনি যদি কৌপীন ভিন্ন বস্ত্রান্তর ধারণ করিতে চাহেন, তবে যতটুকু বস্ত্রে কৌপীন আচ্ছাদিত হইতে পারে, ততটুকু মাত্র বস্ত্র ধারণ করিবেন; অনাপৎ-কালে দণ্ড ও পাত্র ভিন্ন অপর কিছুই ধারণ করিবেন না। মুনি দৃষ্টিপূত পদন্যাস করিবেন বস্ত্রপূত জলপান করিবেন, সত্যপূত বাক্য বলিবেন এবং মনঃপূত আচরণ করিবেন। মৌন, নিশ্চেষ্টতা প্রাণায়াম, ক্রমশুদ্ধ বাক্য, দেহ ও মনের দম—এই সকলই মুনির দণ্ড; যাঁহার এ সকল দণ্ড নাই, তিনি কেবল বেণুদণ্ড ধারণ করিয়া যতি হইতে পারেন না। যতি ব্যক্তি নিন্দিত, অভিশপ্ত ও পতিত-দিগের গৃহ বর্জ্জন করিয়া চারিবর্ণ-মধ্যে-অনিশ্চিত ভাবে ভিক্ষা করিবেন; ঐরূপ ভিক্ষায় যাহা লাভ হইবে, তদ্দারাই সন্তুষ্ট থাকিবেন। গ্রামের বহির্ভাগস্থ জলাশয়ে যাইবেন; সেখানে গিয়া স্নানান্তে ভিক্ষা-সংগৃহীত দ্রব্যগুলি প্রোক্ষণদ্বারা শোধিত করিয়া বিভাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতিকে নিবেদন করিয়া দিবেন; বাগ্‌যত হইয়া পরে ভোজন করিবেন। যতি সঙ্গবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, আত্মারাম, আত্মরত, ধীর ও সমদর্শী হইবেন; এই অবস্থায় একাকী পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন। নির্জ্জন-নির্ভয়-নিকেতনবাসী মদ্‌ভাব-ভাবনায় নির্ম্মলচিত্ত মুনি আত্মাকে মদভিন্নরূপে চিন্তা করিতে থাকিবেন; জ্ঞাননিষ্ঠা-দ্বারা আত্মার বন্ধ-মোক্ষ বিচার করিবেন। ইন্দ্রিয়গণের চাপল্যই বন্ধন এবং উহাদিগকে দমিত রাখাই মোক্ষ; মুনিজন ইহাই বুঝিয়া রাখিবেন। অতএব আমার প্রতি ভক্তি রাখিয়া মুনি ষড়-রিপু জয় করিবেন এবং ক্ষুদ্র কামনায় বিরক্তিযুক্ত হইয়া আত্মাতেই মহাসুখলাভে বিচরণ করিবেন। তিনি নগর, গ্রাম, ব্রজ ও সার্থ-সমূহের ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিয়া ক্রমে পবিত্র গিরি-নদী-কাননমালিনী আশ্রমশালিনী সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করিবেন! বানপ্রস্থদিগের আশ্রমসমূহেও ভিক্ষা করিবেন; শিলবৃত্তিদ্বারা লব্ধান্ন ভোজনে শুদ্ধ সত্ত্ব ও মোহবিরহিত হইয়া-মুক্ত হইবেন। দৃশ্যমান মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে বস্তু বোধ করিবেন না,—কেন না, উহা বিনশ্বর; সুতরাং—ইহ পরলোকে চিত্ত সমাধান করিয়া তন্নিমিত্তক ব্যাপার হইতে বিরত হইবেন। চিত্ত, বাক্য ও মনোদ্বারা আত্মবিরচিত বিশ্ব, অহঙ্কারাস্পদ দেহ ও তজ্জনিত সুখ—এ সকলই মায়া মনে করিয়া ত্যাগ করিবেন, করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবেন, উহাদিগকে আর চিন্তা করিবেন না। যিনি মুমুক্ষু হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা মুক্তিনিরপেক্ষ মদীয় ভক্ত হন, তিনি সচিহ্ন সর্ব্বাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিধি-বিধানের অতীত হইয়া যথা-কর্ত্তব্য করিবেন। বিবেকী হইয়াও বালকবৎ ক্রীড়া করিবেন; নিপুণ হইয়াও জড়বৎ ব্যবহার করিবেন; পণ্ডিত হইয়াও উন্মত্ত-প্রলাপ করিবেন; বেদপরায়ণ হইয়াও অনিয়ত গোচর্য্যা করিবেন; বেদবাদ বা কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করিবেন না, শ্রুতি-স্মৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না; তর্কপরায়ণও হইবেন না; নিষ্প্রয়োজন বিবাদে একতর পক্ষ অবলম্বন করিবেন না; লোক হইতে উদ্বিগ্ন হইবেন না, নিজেও লোকের উদ্বেগকারণ হইবেন

না; সকল দুর্ব্বাক্য সহ্য করিবেন; কাহাকেও অবজ্ঞা করিবেন না; দেহ-উদ্দেশে পশুবৎ শত্রুতা করিবেন না। যেমন একই চন্দ্র নানা জল-পাত্রে প্রতিবিম্বরূপে অবস্থিত, তেমনি একই মাত্র পরমাত্মা নানাভূতে ও নিজদেহে বিরাজিত; সুতরাং সর্ব্বভূতই একাত্মক। জ্ঞানী ব্যক্তি ক্বচিৎ কখন খাদ্য না পাইলে বিষণ্ণ হইবেন না, খাদ্য পাইয়াও হৃষ্ট হইবেন না; খাদ্য-প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি উভয়ই দৈবাধীন। তথাচ আহারার্থ চেষ্টা করিবেন কেন না, প্রাণধারণ কর্ত্তব্যমধ্যেই পরিগণিত। প্রাণ থাকিলেই জ্ঞানী তত্ত্ববিচার করিতে পারিবেন; তত্ত্বজ্ঞ হইলেই মুক্ত হইবেন। যাদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অন্ন শ্রেষ্ঠ বা অপকৃষ্ট যাহাই হউক, মুনি তাহা ভোজন করিবেন; এইরূপে বস্ত্র বা শয্যা যেমন যেমন পাইবেন, ব্যবহার করিবেন। শৌচ, আচমন, স্নান বা অন্যান্য নিয়মগুলি জ্ঞানীর পক্ষে যথাবিধি অনা-চরণ দোষাবহ নহে। ঈশ্বর আমি যেমন সর্ব্বকার্য্য লীলাক্রমে করিয়া যাই, তিনিও সেইরূপ ভাবেই করিবেন। জ্ঞানীর ভেদজ্ঞান থাকে না; পূর্ব্বে যতটুকু থাকে, তাহাও জ্ঞানানলে দগ্ধ হইয়া যায়। আদেহস্থিতি উহার প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু অবশেষে আমার সহিতই মিলিত হইয়া থাকেন। যে পণ্ডিত ব্যক্তি পরিণামবিরস কামসমূহে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়াছেন, তিনি যদি মদীয় ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ হন, তাহা হইলে, কোন মুনিজনকে গুরুত্বে বরণ করিবেন। গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য ভাবে যতদিন না ব্রহ্মপদ জানিতে পারেন, ততদিন গুরুকে মৎস্বরূপ দর্শন করিয়া ভক্তি ও সমাদরের সহিত সেবা করিবেন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে নাই, জ্ঞান-বৈরাগ্যের ধারও ধারে না, অথচ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে,—তাদৃশ ধর্ম্মঘাতী সন্ন্যাসী দেবগণকে, আত্মাকে এবং আত্মস্থ আমাকেও প্রতারিত করে। তাহার মনোরথ অপূর্ণ থাকিয়া যায়; সে ইহ-পরলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে। শম ও অহিংসা—ভিক্ষুধর্ম্ম, তপশ্চরণ—বানপ্রস্থধর্ম্ম, ভূত ও রাক্ষসদিগকে বলিপ্রদান—গার্হস্থ্যধর্ম্ম এবং আচার্য্যসেবা—দ্বিজধর্ম্ম; ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, প্রাণিগণে সৌহার্দ্দ এবং ঋতুকালে স্ত্রীগমন এই সকলও গৃহস্থধর্ম্ম। মদুপাসনা সর্ব্বাশ্রমীরই ধর্ম্ম; অনন্যসেবী হইয়া আমাকে যিনি সর্ব্বভূতে ভাবনা করেন, স্ব-ধর্ম্মানুসারে প্রতিনিয়ত আমারই সেবা করিতে থাকেন, মদ্বিষয়িণী দৃঢ়ভক্তি তাঁহার হইয়া থাকে।

উদ্ধব! আমি সর্ব্বলোক মহেশ্বর এবং সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার-কারণ, বৈকুণ্ঠ আমার ধাম; অবিনাশিনী ভক্তি-দ্বারাই মুনিজন আমায় প্রাপ্ত হন। স্বধর্ম্মাচরণে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াই তিনি আমার গতি অবগত হইতে পারেন; পরে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন ও বিষয়বিরক্ত হন, তখনই আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই বর্ণাশ্রমাচারী লোকদিগের আচার-লক্ষণ ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত। মদ্ভক্তিযুক্ত পরম মুক্তির ইহাই একমাত্র উপায় হে সাধো? স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মদ্ভক্তিযুক্ত মানব কিরূপে আমার লাভ করে, এ সম্বন্ধে তুমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলে, এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভগবান্ বলিলেন,—যে ব্যক্তি বিদ্যা অর্থাৎ অনুভব পর্য্যন্ত শ্রুতসম্পন্ন, সুতরাং আত্মতত্ত্বজ্ঞ, মাত্র পরোক্ষ জ্ঞানেরই যিনি অধিকারী নহেন,—তাদৃশ ব্যক্তিই এই দ্বৈত ও দ্বৈতনিবৃত্তি সাধনকে মায়া মাত্র বলিয়া বুঝেন এবং জ্ঞান ও জ্ঞানসাধনকে আমাতেই অর্পণ করেন। আমিই জ্ঞানীর ইষ্ট, সম্মত, ফল, সাধন, অভ্যুদয় ও মুক্তি; আমি ভিন্ন জ্ঞানীর প্রিয় বস্তু আর নাই। যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন সাধক, তাঁহারাই আমার পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি জ্ঞানীর জ্ঞানদ্বারাই ধারণীয়; অতএব জ্ঞানীই আমার প্রিয়তম। জ্ঞানের অত্যল্প অংশ-দ্বারাও যে শুদ্ধি উৎপন্ন হয়,—তপস্যা, তীর্থসেবা, জপ, দান এবং পবিত্র বস্তু-দ্বারাও তাদৃশ শুদ্ধি সম্ভাবনা নাই। তাই বলিতেছি, হে উদ্ধব! জ্ঞান যতটুকুই থাকুক, নিজ আত্মাকে ততদূর অবগত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্ত হইয়া ভক্তির সহিত আমাকেই ভজনা কর। আমি সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর আত্মা; মুনিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানময় যজ্ঞ করিয়া আত্মযোগে আমাকেই সিদ্ধিরূপে লাভ করিয়াছেন। উদ্ধব! আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ বিকার তোমায় আশ্রয় করিয়াছে; জানিও—উহা মায়া, কেন না, উহারা মধ্যস্থ,—আদিতে ব্য অন্তে উহাদের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং যখন জন্মাদি বিদ্যমান, তখন উহা তোমার কিছুই নহে; বস্তুতঃ অসৎপাদার্থের আদি-অন্তে যাহা, মধ্যেও তাহাই।

উদ্ধব বলিলেন,—হে বিশ্বমূর্ত্তে! যাহা বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য-যুক্ত বিশুদ্ধ পুরাতন জ্ঞান ভবদীয় ভক্তি-যোগে যেরূপে উহা নিশ্চিত হয় এবং ব্রহ্মাদি সুরশ্রেষ্ঠগণেরও যাহা অন্বেষণীয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হে ঈশ! যে ব্যক্তি ঘোর সংসার পথে ত্রিতাপ-তপ্ত, তাহার পক্ষে সর্ব্বতঃ পীযূষবর্ষী ভবদীয় চরণযুগলরূপ আতপত্র-ব্যতীত অন্য রক্ষক নাই। আমি সংসারকূপ-পতিত, কালসর্প-দষ্ট, অকিঞ্চিৎকর সুখের জন্য লালায়িত; আমাকে আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক উদ্ধার করুন। হে মহানুভব! আমাকে মুক্তিসাধক বচনামৃতরসে অভিযুক্ত করুন।

ভগবান্ বলিলেন,—উদ্ধব! তুমি যাহা জিজ্ঞা-সিলে, পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিকবর ভীষ্মের নিকট এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ভারত-যুদ্ধের অবসানে, যুধিষ্ঠির বন্ধু-বান্ধবমরণে কাতর হইয়াছিলেন; তৎকালে তিনি ভীষ্মের নিকট বহু ধর্ম্মকথা শুনিয়াছিলেন। পরে মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নও যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট করিয়াছিলেন। ভীষ্ম তখন যে মোক্ষধর্ম্ম-কথা কহিয়াছিলেন, উহা জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধা-ভক্তিযোগে বর্দ্ধিত; আমি ঐ সকল মোক্ষধর্ম্ম-কথাই তোমার নিকট কহিব।

হে উদ্ধব! আব্রহ্ম স্তম্ব-পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূত-প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র একাদশ ইন্দ্রিয়, মহাভূত-পঞ্চক, সত্ত্ব-রজ-স্তমোনামক এই ত্রিবিধ গুণ—সমষ্টিতে, এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব যে জ্ঞানদ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় এবং যে জ্ঞানবলে সমুদায়ে এক আত্মতত্ত্বই অনুভূত হইয়া থাকে, জানিবে, সেই জ্ঞানই মদ্বিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞান। যে জ্ঞানে পূর্ব্বদৃষ্ট একানুগত সমুদয়কে সেরূপ আর দেখা যায় না, সেই জ্ঞানই বিজ্ঞান; ইহাতে সাবয়ব পদার্থনিচয়ের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যাইবে। আদি, মধ্যে ও অবসানে যাহা কার্য্য হইতে

কার্য্যান্তরানুগত হয়, পুনরায় তাহা সংক্রামিত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই সৎ বলিয়া জানিবে। চতুর্ব্বিধ অনুমান—শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, মহাজনপ্রসিদ্ধি ও অনুমান; এই সকল প্রমাণে বাধিত বলিয়া তিনি বিকল্প-বিরক্তি। পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্ব-কর্ম্মকে বিকারী বোধে ব্রহ্মলোকাবধি নিখিল লোকের অদৃষ্ট সুখকেও দৃষ্ট সুখবৎ দুঃখ-স্বরূপ ক্ষণ-বিনশ্বর দেখিবেন।

হে নিষ্পাপ! তুমি আমার প্রিয় জন; তাই ভক্তিযোগ-কথা পূর্ব্বেই তোমায় বলিয়াছি, পুনরায় মদ্‌বিষয়িণী ভক্তির পরম কারণ বলিতেছি। মদীয় সুধাসম কথায় শ্রদ্ধা, নিত্য মৎকথানুশীলন, মৎপূজায় পরম নিষ্ঠা, বিবিধ স্তুতিবাক্যে আমার স্তব-স্তোত্র-পাঠ, সৎসেবায় সমাদর, সর্ব্বাঙ্গদ্বারা আমাকে প্রণিপাত, মদ্‌ভক্তগণের প্রতি অত্যধিক পূজা, সর্ব্বভূতে আমার সত্তানুভব, মদর্থ লৌকিক ক্রিয়া, মদীয় গুণ-কীর্ত্তন, আমাতে চিত্ত-সমর্পণ, সর্ব্ব-কামনা-পরিহার, মন্নিমিত্ত অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ এবং মন্নিমিত্ত যথাবিধ যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যাচরণ—এই সমস্তই মদ্ভক্তির কারণ। উদ্ধব! আত্মনিবেদক মনুষ্যগণ উল্লিখিত-রূপ ধর্ম্মাচরণ করিলে আমার প্রতি তাঁহাদের ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে; মৎপ্রতি ভক্তি জন্মিলে মনুষ্য-গণের আর কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। সত্ত্বগুণপূর্ণ শান্ত মন যখন আত্মাতে সন্নিবেশিত হয়, ধর্ম্ম-জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য-লাভ তখনই হইয়া থাকে। যৎকালে চিত্ত তাহার বিকল্প-সংসৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়বর্গ সহ ধাবিত হয়, তখন সে অত্যধিক রজোগুণ-সম্পন্ন ও অসৎপদার্থে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। জানিবে, ইহা হইতেই ধর্ম্মবিপর্য্যয় ঘটে। মৎপ্রতি যাহা ভক্তির উৎপাদন করে, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। আর একাত্মতা দর্শনই জ্ঞান। জ্ঞানই গুণসমূহে সঙ্গহীনতা, সংসারবৈরাগ্য ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য।

উদ্ধব বলিলেন,—হে অরিন্দম! যম ও নিয়ম কি ও কয় প্রকার? শম, দম, ধৃতি ও তিতিক্ষা কি সত্য ও ঋত নামে কি বুঝা যায়? ত্যাগ কাহাকে বলে? অভীষ্ট ধন কি? যজ্ঞ ও দক্ষিণা কাহাকে বলা হয়? পুরুষের বলই বা কি? ভগ কি? লাভ কি? বিদ্যা, লজ্জা ও শ্রী—এ সকল কাহাকে কাহাকে বলা হয়? সুখ-দুঃখ কি? কে পণ্ডিত? কেই বা মূর্খ? পথ বা উৎপথ, স্বর্গ বা নরক কাহাকে বলা যায়? কে বন্ধু? গৃহ কি? ধনী, দরিদ্র, প্রভু ও কৃপণ, কাহাকে কাহাকে নির্দ্দেশ করা হয়? হে সত্যব্রত! মৎকৃত এই প্রশ্ন সমূহের যথাবৎ উত্তর প্রদান করুন এবং উল্লিখিত সমুদয়ের বিপরীতার্থও প্রকাশ করিয়া বলুন।

ভগবান্ বলিলেন,—উদ্ধব! নিম্নোক্ত দ্বাদশটি করিয়া যম-নিয়ম-নামে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, সঙ্গরাহিত্য, লজ্জা, অসঞ্চয়, স্বধর্ম্মে স্থিরবিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, ভয়; আর বাহ্য শৌচ, আন্তরিক শৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, ধর্ম্মের সমাদর, আতিথ্য আমার পূজা তীর্থভ্রমণ; পরার্থপরতা, সন্তোষ এবং আচার্য্যসেবা। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গাবলম্বিদিগের এই সকল যম নিয়ম নামে বিখ্যাত। বৎস! এই সকল নিয়ম পালিত হইয়া পুরুষগণের ইষ্টফলপ্রদ হয়। আমাতে বুদ্ধি-নিষ্ঠাই শম-নামে নিরূপিত। ইন্দ্রিয়-সংযমকে দম বলা হয়। দুঃখ-সহিষ্ণুতাই তিতিক্ষা; জিহ্বা ও উপস্থ-জয়ই ধৃতি বা ধৈর্য্য দণ্ডত্যাগই পরম দান; কামপরি-হারই তপস্যা; স্বভাবজয়ই শৌর্য্য; সমদর্শনই সত্য; বুধজন-কীর্ত্তিত সত্যবাক্যই ঋত; কর্ম্মে অনাসক্তি শৌচ, সন্ন্যাসই ত্যাগ; ধর্ম্মই পুরুষের অভীষ্ট ধন; পরাৎপর পরমেশ্বর আমিই যজ্ঞ; জ্ঞানবার্ত্তাই দক্ষিণা; প্রাণায়ামই পুরুষের পরম বল; মদীয়

ষড়ৈশ্বর্য্যই ভগ; মদ্ভক্তি উত্তম লাভ; আত্মাতে প্রতীত ভেদ-ভিন্নতার বাধই বিদ্যা; অকার্য্যকরণে জুগুপ্সাই লজ্জা; নিরপেক্ষতাদি গুণই শ্রী; সুখ দুঃখের অবসানই সুখ; কাম-মুখাপেক্ষাই দুঃখ; বন্ধ ও মোক্ষ বেত্তাই পণ্ডিত; দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিশালী ব্যক্তিই মূর্খ; মৎপ্রাপক শাস্ত্রই পথ; চিত্তবিক্ষেপই উৎপথ; সত্ত্বগুণের আবির্ভাবই স্বর্গ; তমোগুণের উদ্রেকই নরক; গুরুই বন্ধু; শরীর গৃহ; গুণই ধন; অসন্তুষ্টই দরিদ্র; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ; গুণসমূহে অনাসক্তবুদ্ধি ব্যক্তিই প্রভু; গুণাসক্ত ব্যক্তিই ভৃত্য।

হে উদ্ধব! এই আমি তোমার কৃতপ্রশ্ন-সমূহের যথাযথ উত্তর করিলাম। গুণদোষের লক্ষণ-সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব? গুণদোষ-দর্শনই দোষ; আর উক্ত উভয়ের দর্শন-পরিত্যাগই গুণ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়

উদ্ধব বলিলেন—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! বিধি ও নিষেধ—এই উভয়ই বেদবাক্য; আপনিই ঈশ্বর, আপনারই উহা আজ্ঞাস্বরূপ। উক্ত বেদও বৈধ ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের গুণদোষাপেক্ষী। বর্ণাশ্রম-সমূহের ভেদ, প্রতিলোম-অনুলোমজাত জাতি, দ্রব্য, দেশ, বয়স, কাল, স্বর্গ ও নরক এ সকলেরও উহা গুণদোষ-রূপে অপেক্ষা করে। গুণদোষ-ভেদদৃষ্টি ব্যতীত ভবদীয় বিধি-নিষেধরূপ বাক্য কিরূপে সম্ভবপর? মনুষ্যদিগের মুক্তি কিরূপে হইয়া থাকে? হে ঈশ! ভবদীয় বাক্যরূপ বেদই পিতৃদেব ও মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ চক্ষু। গুণদোষ-ভেদদৃষ্টি আপনারই আজ্ঞা-সম্ভূত; উহা আপনা হইতে হয় নাই। যাহা ভেদাপবাদ, তাহাও আপনার আত্মা হইতে উৎপন্ন; সুতরাং এ বিষয়ে আমি ভ্রম-পতিত হইতেছি।

ভগবান্ বলিলেন,—মনুষ্যগণের মঙ্গল বিধানার্থ ত্রিবিধ যোগ আমি বলিয়াছি; যথা—জ্ঞানযোগ, কর্ম্ম-যোগ ও ভক্তিযোগ। এই ত্রিবিধ যোগ ব্যতীত কল্যাণসাধনের উপায়ান্তর নাই। যাঁহারা দুঃখবোধে সংসারে কর্ম্মফলে বিরক্ত বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, জ্ঞানযোগে তাঁহাদের সিদ্ধিপ্রদ; এই সকলে দুঃখবোধ নাই বলিয়া কর্ম্মফলে যাঁহারা অবিরক্ত তাহাদের কর্ম্মযোগ এবং ভাগ্যবৈভবে মৎকথায় যাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কর্ম্মফলে যিনি অবিরক্ত, কিন্তু অনতি-আসক্ত,—তাঁহারই ভক্তিযোগ সিদ্ধিদায়ক। যতদিন কর্ম্মফলে না বিরক্তি ঘটিবে, অথবা মদীয় চরিত-শ্রবণাদি ব্যাপারে যে পর্য্যন্ত না শ্রদ্ধা-সঞ্চার হইবে, ততদিন কর্ম্ম করিয়া যাইবে। উদ্ধব! ফলাভিলাষ না রাখিয়া যিনি নানা যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন, অন্য কিছুই না করেন, তিনি স্বর্গ বা নরক কোথাও যান না; পরন্তু স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিষিদ্ধ বর্জ্জন করিয়া পবিত্রভাবে এই দেহেই অবস্থান করেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চারে অথবা কোন ভাগ্যোদয়ে আমাতে তিনি ভক্তি লাভ করেন। নর-দেহ জ্ঞান ও ভক্তিসাধনের উপায়; সুতরাং স্বর্গ-বাসীরাও ইহা অভিলাষ করিয়া থাকেন; যিনি বিদ্বান্ মানব, তিনি নারকী গতির ন্যায় স্বর্গগতি-লাভেরও অভিলাষী হইবেন না। এই দেহও তাঁহার কাম্য নহে; কেন না, দেহাসক্তি-নিবন্ধন প্রকৃত স্বার্থ-

সম্বন্ধে তাহাকে প্রমাদগ্রস্ত হইতে হয়। ইহা বুঝিয়া এ দেহ অর্থ-সাধক হইলেও ইহার নশ্বরতা অবধারণ করিয়া অবহিতভাবে দেহপাতের পূর্ব্ব হইতেও মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন। যে বনস্পতিতে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে আপনার আশ্রয় করা হইয়াছে, যম সম নির্দ্দয় মনুষ্য ঐ বনস্পতি-ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে অনাসক্ত বিহঙ্গ নিশ্চয়ই উহাকে ছাড়িয়া শ্রেয়োলাভ করে। দিন-যামিনীর যাতায়াত প্রতিদিন আয়ুঃক্ষয় হইতেছে, ইহা বুঝিয়া ভয়-কম্পিত মানব অনাসক্ত ভাবে পরমেশ তত্ত্ব জানিবে; জানিয়াই সুখী হইতে পারিবে। এই নরদেহ সর্ব্বফলের মূল, সুদুর্লভ অথচ সুলভ; এই দেহতরণীতে আরোহণ করিয়া সুদক্ষ গুরু-কর্ণধার-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আমা-হেন অনুকূল পবন সাহায্যে যে ব্যক্তি ভবসিন্ধু পারে গমন না করে, সে ত' আত্মঘাতী। আরব্ধ কর্ম্ম সমুদয়ে নির্ব্বেদগ্রস্ত ও বিরক্ত যোগী ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিবেন এবং আত্মবিষয়িণী বৃত্তি বিস্তার করিয়া তদ্দ্বারা মনকে অবিচল ভাবে ধারণ করিবেন। ধারণকালে মন যদি নিয়ত ভ্রমণে চঞ্চল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অবহিত হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বাসনাপূরণ-দ্বারা উহাকে আত্মবশে আনয়ন করিবেন; মনোগতি উপেক্ষা করিবেন না। প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় জয় করিয়া সত্ত্ব-শালিনী বুদ্ধি বলে মনকে আপনার বশে আনিবেন। অশ্বধারক যেমন অশ্বের অভিপ্রায় অনুসারে তদীয় গতি-অপেক্ষায় প্রথমে কয়েক পদ তাহার গতির অনুবর্ত্তন করে, পরে রশ্মি সংযত করিয়াই গমন করিতে থাকে, তাহার অবাধ গতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে না, সেইরূপ অনুবৃত্তি মার্গের অনুসরণ-দ্বারা ঐরূপ মনের যে সংগ্রহ, তাহাকেই পরম যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যতদিন না মন অবিচল হয়, ততদিন তত্ত্ববিবেকের সহায়তায় অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে নিখিল পদার্থের উদ্ভব-লয় চিন্তা করিতে থাকিবেন। নির্ব্বেদ-সম্পন্ন, সুতরাং বিষয় বিরক্ত পুরুষের গুরূপদিষ্ট আত্মতত্ত্ব আলোচনা-ফলে তদীয় চিত্ত চিন্তিত গুরূপদেশের পুনঃ পুনঃ চিন্তনের দ্বারা দেহাদি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যমাদি যোগমার্গ, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, মদীয় অর্চ্চনা ও ধ্যানাদি-দ্বারা পরমাত্মাকে হৃদয়ে চিন্তা করিবে। যোগি-জন প্রমাদবশে গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞানাভ্যাস ও নামসংকীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা পবিত্র হইবে; অন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবেন না। স্ব স্ব অধিকার নিষ্ঠাই গুণ বলিয়া অভিহিত। সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত গুণদোষ বিধানে উৎপত্তি অশুদ্ধ কর্ম্মসমূহের সঙ্কোচ সাধন করা হইয়াছে। আমার কথায় যিনি শ্রদ্ধালু হইয়াছেন, তিনি জানিয়া শুনিয়াও যদি দুঃখমূল কামনা সকল পরিহার করিতে না পারেন, তাহা কামোপভোগ করিয়াও দৃঢ়নিশ্চয় ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে উক্ত কাম সকলকে দুঃখদায়ক বলিয়া নিন্দা করিতে থাকিবেন এবং প্রীতচিত্তে মদীয় সেবাকার্য্যে নিরত থাকিবেন। যিনি সর্ব্বকর্ম্মে বিরক্ত হইয়া পূর্ব্বো-ল্লিখিত ভক্তিযোগে নিয়ত আমার সেবা করেন, তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই আমি বিরাজিত থাকি; এ কারণ তদীয় হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা নষ্ট হইয়া যায়। আমি সর্ব্বাত্মভূত; আমার সাক্ষাৎকার পাইলে হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সর্ব্বসংশয় দূরীভূত হয় এবং সর্ব্বকর্ম্ম নাশ পাইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, যিনি মদ্ভক্ত মদাত্মক যোগী ব্যক্তি, এ সংসারে জ্ঞান-বৈরাগ্য তাঁহার আর কি মঙ্গল সাধন করিবে? কর্ম্ম কাণ্ড ও তপস্যাচরণে, জ্ঞান ও বৈরাগ্যবলে, যোগ ও দানব্রতে কিংবা অপরাপর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান গুণে যাহা যাহা সিদ্ধ হইতে পারে, মদীয় ভক্ত ব্যক্তি এক মাত্র মদীয় ভক্তিযোগ বলেই তৎসমস্ত অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি ইচ্ছা করিলে কি স্বর্গ,

কি বৈকুণ্ঠ—এমন কি, মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারেন। যে বুদ্ধিমান্ সাধু ভক্তিবশতঃ আমাতে প্রীতিসম্পন্ন, আমি আন্তরিক কৈবল্য প্রদান করিলেও তিনি তাহা চাহেন না।' কামনা-ত্যাগই উৎকৃষ্ট মহাফল ও ফলসাধন বলিয়া উল্লিখিত আছে; সুতরাং যিনি কামনা-বিহীন নিরীহ ব্যক্তি, তাঁহারই মৎপ্রতি ভক্তি-সঞ্চার হইবে। যে সকল সাধু প্রকৃতির পরপার-গত, মৎপ্রতি ভক্তিযুক্ত ও সমচিত্ত, বিধি-নিষেধজাত পুণ্য পাপ তাঁহাদের কখন সম্ভব-পর নহে। আমাকে প্রাপ্ত হইবার যে সকল উপায় আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি, যাঁহারা সেই সেই উপায় অবলম্বন করেন, কালমায়াদি-বিরহিত মদীয় লোক তাঁহারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং পরব্রহ্ম-তত্ত্ব তাঁহারাই অবগত হইতে পারেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়

ভগবান বলিলেন,—আমাকে প্রাপ্ত হইবার হেতু—এই ভক্তি, জ্ঞান ক্রিয়াত্মক উপায়সমূহ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা কামনা-সমূহের সেবা করেন, তাঁহারাই এ সংসারে নানা যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্ব স্ব অধিকারনিষ্ঠাই গুণ, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার বিপর্য্যয়ই দোষাবহ; ইহাই উভয়পক্ষের সিদ্ধান্ত।

উদ্ধব! কি যোগ্য, কি অযোগ্য—এইরূপ সংশয়-হেতু দ্রব্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্মের, ব্যবহারের ও প্রাণরক্ষণের নিমিত্ত একজাতীয় পদার্থসমূহেও শুদ্ধি, অশুদ্ধি, গুণ, দোষ ও মঙ্গলামঙ্গল বিহিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-ভারবাহী লোকনিবহের এবম্বিধ আচার-ব্যবহার মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি প্রদর্শন করিয়াছি। ক্ষিতি জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত প্রাণিমাত্রেরই দেহধাতু বা দেহারম্ভক। এই সকল ভৌতিক প্রাণীর স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত একজাতীয় দেহনিবহে ও বেদবাক্যে বিভিন্ন নাম-রূপ কল্পনা হইয়া থাকে।

হে সাধুবর! আমি কর্ম্মসমূহের সঙ্কোচ-সাধনার্থই দেশকালাদি ভাবপ্রবাহের গুণদোষ বিধান করিয়া থাকি। দেশসমূহের মধ্যে কৃষ্ণসার-বর্জ্জিত ও বিপ্রভক্তশূন্য দেশই অপবিত্র। কৃষ্ণসারের অস্তিত্বে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইলেও অপরিষ্কৃত ঊষর ও সৎপাত্রহীন কীকট দেশ অপবিত্র। দ্রব্যসঙ্গতি অথবা স্বভাববশতঃ যে কাল কর্ম্মযোগ্য, তাহাই গুণবান্ কাল। যে কালে কর্ম্মনিবৃত্তি পায় এবং যে কাল কর্ম্মযোগ্য বলিয়া বিহিত, সেই কালই অশুদ্ধকাল। দ্রব্যের গুণ শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, এ সকল দ্রব্য, বাক্য, সংস্কার, কাল, মহত্ত্ব, অল্পত্ব, শক্তি, অশক্তি, বুদ্ধি ও সমৃদ্ধির দ্বারাই হইয়া থাকে। এই দ্রব্যাদি সকল দেশ ও অবস্থানুসারে আত্মসম্বন্ধে যথাযথ পাপোৎপাদন করে। কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা ও জল—ইহারা একসঙ্গে অথবা প্রত্যেক ধান্য, কাষ্ঠ, অস্থি, তন্তু, রস, তৈজস, চর্ম্ম ও মৃন্ময় পদার্থসমূহের শোধক। যে বস্তু অশুচিবস্তু দ্বারা লিপ্ত হইলে যে যে বস্তু-ব্যবহারে গন্ধলেপ বর্জ্জিত হয় এবং পুনরায় স্বরূপতা লাভ করে, তাহার তাবন্মাত্রই শৌচ ধরিয়া লওয়া হয়। স্নানে, তপস্যায়, অবস্থানে, শক্তিতে, সংস্কারে, কর্ম্মে এবং আমাকে স্মরণ

করিলে আত্মশৌচ হয়। দ্বিজাতি-ব্যক্তি এইরূপে শুদ্ধিলাভ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। মন্ত্রের শুদ্ধি—বিশেষজ্ঞান; কর্ম্মের শুদ্ধি—আমাতে অর্পণ। দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্মশুদ্ধি—এই ষট্-শুদ্ধি-দ্বারা ধর্ম্ম হইয়া থাকে; আর ইহাদের অশুদ্ধি-হেতুই অধর্ম্ম সঞ্চার হয়। বিধি-বিধানে দোষও কদাচ গুণ এবং গুণও কখন দোষ হইয়া থাকে; এইরূপে গুণদোষ-নিয়ামক বিধিই উক্ত গুণদোষ-ভেদের বাধক। পতিত ব্যক্তি একবিধ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিলে তাহা তাহার পাতক হয় না। যে ব্যক্তি ভূ শায়ন হইয়াই রহিয়াছে, সে পতিত হইয়া আর কোথায় যাইবে? তাই বলিতেছি, যাহা যাহা হইতে নিবৃত্তি, তাহা তাহা হইতেই মুক্তি জানিবে। মনুষ্যগণের শোক-মোহ-ভয় এই ধর্ম্ম হইতেই নষ্ট হয় এবং ইহাতেই তাহাদের পরম মঙ্গল হইয়া থাকে। গুণ-বিবেচনায় পুরুষের বিষয়াসক্তি, ঐরূপ আসক্তি হইতেই বিষয়-বাসনা, কামনা হইতেই কলহ এবং কলহ হইতেই দুরন্ত ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে। অবিবেক উহার অনুবর্ত্তন করে; পুরুষের অবিনশ্বর চৈতন্য এই অবিবেক-কর্ত্তৃকই কবলিত হয়।

হে বুধ! চৈতন্যহীন জীব অসৎস্বরূপ হইয়া পরে সে যখন মূর্চ্ছিত বা মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তখন তাহার সকল পুরুষার্থ হানি ঘটে। যে ব্যক্তি বিষয়াসক্তি নিবন্ধন, সে নিজে কি, পরমাত্মা কি—এ সকল তত্ত্ব জানে না, বৃক্ষজীবনের ন্যায় তাহার জীবন বৃথা; ভস্ত্রার ন্যায়ই তাদৃশ বৈষয়িক ব্যক্তি শ্বাস প্রশ্বাস বহন করে মাত্র। ধর্ম্ম-কর্ম্মের ফলশ্রুতি মানুষের রুচি-উৎপাদক মাত্র, উহা বাস্তবিক পরম পুরুষার্থ-সাধক নহে। রোগীর রুচি ঔষধে লইয়া যাইবার ন্যায়, মোক্ষ-কথার উদ্দেশেই ঐরূপ ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে। কাম্যবস্তু, আপন প্রাণ ও স্বজন প্রভৃতিতেই মর্ত্ত্যবাসিগণের মন স্বভাবতঃ আসক্ত; কাজেই পরম সুখ যে কি, তাহা তাহাদের অবিদিত। সুতরাং বেদ যাহা বুঝাইবেন, তাহাই নিশ্চিত মোক্ষ। এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস লইয়া যাহারা দেব-গন্ধর্ব্বাদি যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে, পরে বৃক্ষাদি যোনিতে জন্ম লইবার উপক্রম করিতেছে, তথাবিধ জীবদিগকে বেদ কিরূপে আবার তাহাদের সেই সেই স্ত্রী-পুত্র ধনাদি কামনায় প্রবর্ত্তিত করিবেন? ফলতঃ বেদের প্রকৃত অভিপ্রায় না জানিয়াই কুবুদ্ধি লোকের বিস্তৃত ফলশ্রুতির বিধি দিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহারা উহা করেন না। কামী কৃপণ জন লোভাকৃষ্ট হইয়া ফুলকেই ফল বলিয়া বুঝে, প্রকৃত আত্মতত্ত্ব তাহারা বিবেকবর্জ্জিত হইয়া বুঝে না। কর্ম্মই তাহাদের শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং প্রাণ-সন্তোষই তাহারা করে। যাহা হইতে এ জগতের উৎপত্তি এবং যৎস্বরূপে ইহা প্রতিভাত, সেই অন্তর্যামী আমিই—এ তত্ত্ব তাহারা বুঝে না। যেমন অন্ধকারাবৃত মানব নিকটস্থ বস্তু দেখে না, বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তিও তেমনি মদীয় মত না বুঝিয়া নানা-দেবতা-পূজায় নিবিষ্ট হয়। তন্মধ্যে যাহারা হিংসা-রুচি, তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে। কিন্তু উহা অবৈধ। হিংসা-প্রবণ লোকেরা যজ্ঞে বলিরূপে যে পশু হিংসা করে, তাহা-দ্বারা স্ব স্ব সুখ-কামনায় দেব, পিতৃ ও ভূতপতিগণের যাগ করিয়া থাকে। বণিক্ যেমন দুস্তর সাগর অতিক্রম করিয়া গিয়া বহু ধনলাভ-লালসায় সঞ্চিত অর্থ হস্তান্তরিত করিয়া পরে বিঘ্নবশতঃ, লাভ দূরে থাকুক, মূলধনও নষ্ট করিয়া ফেলে, তেমনি যাহা স্বপ্নোপম অসৎ, সেই শ্রবণপ্রিয় পরলোককে উল্লিখিত কুবুদ্ধি লোকেরা অখিল-মঙ্গলময় কল্পনা করিয়া লয়; ফলে 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইয়া যায়। যাহারা রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণাবলম্বী, তাহারাই উক্ত ত্রিগুণাবলম্বী ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনাপরায়ণ হয়।

আমার উপাসনা তাহারা যথোচিত-ভাবে করে না। ইহলোকে দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করিব, করিয়া স্বর্গে গিয়া বিহার করিব'—এইরূপ কল্পনাই তাহারা হৃদয়ে পোষণ করে। তাহারা আরও মনে করে যে, উক্ত স্বর্গ-ভোগাবসানে পুনরায় ইহলোকে আসিয়া মহাকুলোৎপন্ন মহাগৃহস্থ হইতে পারিব। তাহাদের এই মনোভাব কুসুমিত বাক্য বা ফলশ্রুতি শ্রবণেই হইয়া থাকে; সুতরাং আমার কথা তাহাদের রুচিকর হয় না। ত্রিকাণ্ডময় নিখিল বেদ ব্রহ্মাত্মবিষয়ক; মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ পরোক্ষবাদী; পরোক্ষ আমার প্রিয়; শব্দব্রহ্ম—একান্ত দুর্ব্বোধ্য, প্রাণময়, ইন্দ্রিয়-ময়, মনোময় এবং সমুদ্রবৎ গম্ভীর, দুরবগাহ ও অনন্ত-পার। অনন্তশক্তি ব্রহ্মপদার্থ মৎকর্ত্তৃক বৃংহিত হইয়া প্রাণিগণের নাদরূপে মৃণাল-তন্তুবৎ লক্ষিত হইয়া থাকেন। উর্ণনাভ যেমন মুখদ্বারা হৃদয় হইতে উর্ণা উদগিরণ করে, তেমনি অমৃতময় প্রাণোপাধি স্বয়ং বেদমূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভ প্রাণরূপে নাদ-উপাদানে অম্বিত হইয়া স্পর্শরূপী মনোদ্বারা হৃদাকাশ হইতে অনন্তপারা বৃহতী সৃষ্টি করেন, আবার উহা সংহৃত করিয়া লয়েন! ঐ বৃহতীর সহস্র সহস্র পদবী; উহা বক্ষঃ ও কণ্ঠ-তালু প্রভৃতি সম্বন্ধ-সংস্রাবে ব্যঞ্জিত স্পর্শ উষ্ম ও অন্তস্থ-বর্ণে ভূষিতা, বিবিধ ভাষা-দ্বারা, বিততা, উত্তরোত্তর চারি চারিটী বর্ণবর্দ্ধিত ছন্দোগণ-দ্বারা চিহ্নিতা। ঐ বেদসমষ্টি-মধ্যে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অতিচ্ছন্দ, অত্যষ্টি, অতি জগতী এবং অতিবিরাট্ প্রভৃতি নানা ছন্দ বিরাজ-মান। ইহাতে ক্রিয়াকাণ্ডে বিবিধবাক্যের বিধি কি, দেবতা কাণ্ডে মন্ত্রবাক্যের উদ্দেশ্য কি এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহার আশ্রয়ে কি তর্ক-বিতর্ক, এতৎ-সমুদয়েরই তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন আর কেহই বিদিত নহে। উহাতে আমিই যজ্ঞরূপে বিধি-বিহিত দেবতারূপে আমিই উদ্দীষ্ট এবং আমিই বাদীর তর্করূপে কথিত, আবার প্রতিবাদীর কথিত তর্কান্তর-দ্বারা আমিই বটে নিরস্ত। আমি পরমাত্মস্বরূপ; আমাকে আশ্রয় করিয়াই বেদ ভেদসকল মায়ামাত্র বলিয়া প্রতি-পাদন করেন; পরে প্রতিষেধ করিয়া প্রসন্ন হয় অর্থাৎ নিবৃত্তিব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া থকে। ইহাই সর্ব্ববেদের তাৎপর্য্য।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়

উদ্ধব বলিলেন,—হে দেবদেব! হে হৃষীকেশ! ঋষিগণের নির্ণীত তত্ত্ব-সংখ্যা কত, তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। আমি শুনিয়াছি, আপনি অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন; কিন্তু অন্য অনেকে ষড়্বিংশতি, কেহ নব-সঙ্খ্যাক, কেহ সপ্তসঙ্খ্যাক, কেহ ষট্‌সংখ্যক, অপর কেহ কেহ চতুঃসংখ্যক, কেহ একাদশ, কেহ সপ্তদশ, কেহ বা ষোড়শ এবং অপর এক সম্প্রদায় ত্রয়োদশ তত্ত্ব নির্দ্দেশ করেন। হে নিত্যস্বরূপ! ঋষিগণ যে অভিপ্রায়ে তত্ত্বসংখ্যা-সমূহের নানাত্ব কীর্ত্তন করেন, তাহা আমাকে আপনি বুঝাইয়া বলুন।

ভগবান্ বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণ যে তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযুক্ত বলা যায় না; কারণ, সমস্ত তত্ত্বই সর্ব্বত্র অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। যাহারা আমার মায়াকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্বসংখ্যা নিরূপণ করিতে উদ্যত হন, তাহাদের পক্ষে দুর্ঘটই বা কি?

'তোমার উক্তি সমীচীন নহে; সে পক্ষে আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই সমীচীন'—কারণ লইয়া এইরূপে যাহারা বিবাদ নিরত হয়, তাহাদের পক্ষে মদীয় সত্ত্বাদি শক্তি সকল সুদুর্জ্জয়। বাদিগণের বিবাদাস্পদ বিকল্প ঐ সমুদয়ের ক্ষোভ হইতেই উৎপন্ন। শম-দম প্রাপ্তিতে বিকল্প-বিলয় হয়; তৎ-পরেই বাদ নিরাস হইয়া থাকে।

হে পুরুষবর! পরের অনুপ্রবেশ বশে বক্তার উদ্দেশ-অনুসারেই তত্ত্ব-সমুদয়কে কার্য্যকারণরূপে গণ্য করা হয়। কার্য্য বা কারণ-তত্ত্বে অপরাপর সকল তত্ত্বেরই প্রবেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই হেতুই এ সকলেরই কার্য্য-কারণতা, ন্যূনাতি-রিক্ততা, ইচ্ছাবাদীদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ উক্তি, যুক্তি-যুক্ততার সম্ভাবনায় তাহাই আমরা গ্রহণ করি। অনাদি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন পুরুষের পক্ষে আপনা হইতে আত্মজ্ঞানোদয় অসম্ভব; অন্য কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞানদাতা হওয়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে পুরুষ ও ঈশ্বর, এ উভয়ের কিছুমাত্রও বৈলক্ষণ্য নাই। তাই বলিতেছি, উক্ত উভয়ের ভেদ কল্পনা নিরর্থক। জ্ঞানপ্রকৃতিরই গুণ বলা হয়; আর গুণগণের যাহা সমতা, তাহাই প্রকৃতি পদবাচ্য। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয় উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণীভূত; এই গুণত্রয় প্রকৃতিরই—আত্মার নহে। এ সংসারে যাহা জ্ঞান, তাহা সত্ত্ব; যাহা কর্ম্ম, তাহা রজঃ; আর যাহা অজ্ঞান, তাহাই তমোনামে অভি-হিত। গুণসমূহের বিক্ষোভই কাল; আর উহাদের স্বভাবই মহত্তত্ত্ব। প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু জ্যোতি, জল এবং পৃথ্বী—এই নয়টী তত্ত্ব মৎকর্ত্তৃকই কথিত। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা এবং রসনা—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় নামে অভিহিত; বাক্, পাণি, উপস্থ, পায়ু ও পাদ—এই পাঁচটীর নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়; বাক্য ও মন—এ দুইটীকে উভয়াত্মক বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হয়। শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপার্থজাতীয় বস্তু, গতি, উক্তি, মলত্যাগ ও শিল্প—এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের ফল। এই বিশ্ব সৃষ্টির আদিতে কার্য্য কারণরূপিণী প্রকৃতি সত্ত্বাদি ত্রিগুণ-দ্বারা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকেন। অব্যক্ত অপরিণামী পুরুষ নিমিত্তভূত হইয়া কেবল দর্শকরূপে অবস্থান করেন; সুতরাং পরিণামিনী প্রকৃতি হইতে পুরুষ পৃথক্, ইহাই সিদ্ধান্ত। প্রকৃতি-দ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টিবশে লব্ধবীর্য্য ও মিলিত হইবার পর, পুরুষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া অণ্ড উৎপাদন করেন। কারণতত্ত্ব সাতটী; এ মতে আকাশাদি পঞ্চভূত, জীব এবং উক্ত উভয়-আশ্রয় পরমাত্মা, এই সমস্তই তত্ত্ব। এই তত্ত্ববাদি হইতে দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ উৎপন্ন। ষট্ তত্ত্ববাদি গণের পঞ্চভূত ও পরমাত্মাই তত্ত্ব। ঈশ্বর আত্মসম্ভূত ঐ সমুদয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্ববিরচন পুরঃসর তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা চতুস্তত্ত্ববাদী, তাঁহাদের মতে তেজ, জল অন্ন ও আত্মা—এই এই চারিটীই তত্ত্ব; এই তত্ত্ব চতুষ্টয় হইতেই অপর যাবতীয় তত্ত্বের আবির্ভাব, এই বলিয়া সকল তত্ত্বকেই তাঁহারা এই চারিতত্ত্বের অন্তর্ভূত বলেন। সপ্তদশ তত্ত্বগণনায় পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন ও আত্মাকেই লক্ষ্য করা হয়। ষোড়শ তত্ত্ববাদি গণের তত্ত্ব নিরূপণ এই রূপই বটে; তবে তাঁহারা আত্মা ও মনকে পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব বলেন না; ঐ উভয়কে একই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। ত্রয়োদশ তত্ত্ববাদিগণের মতে পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, আত্মা ও পরমাত্মাই লক্ষ্য। একাদশ তত্ত্বগণনায় পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয় ও আত্মাকেই নির্দ্দেশ করা হয়। নবতত্ত্ব গণনা পক্ষে অষ্টপ্রকৃতি ও পুরুষই লক্ষ্যীভূত। ঋষি পরম্পরায় তত্ত্বসংখ্যা এইরূপই করা হইয়াছে; যুক্তিযুক্ততা হেতু ইহাদের কোন ঋষির মতই অন্যায্য

বলা যায় না। কিন্তু ঋষিগণের বাণী কোনটাই অযুক্ত বা অশোভন্ হইতে পারে না।

উদ্ধব বলিলেন—কৃষ্ণ হে, প্রকৃতি ও পুরুষ—ইহারা যদি স্বভাবতঃই ভিন্ন, তবে 'এককে ছাড়িয়া অপরকে ত' ভিন্ন দেখা যায় না। প্রকৃতিতে আত্মা এবং আত্মায় প্রকৃতি, ইহাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কিন্তু আপনি, আমার এই হৃদ্‌গত সংশয় যুক্তিযুক্ত বচনে অপসারণ করুন। জীবগণের জ্ঞানলাভের হেতু আপনিই, আপনারই মায়াশক্তি হইতে মায়ার আবির্ভাব হয়; সুতরাং আপনার মায়ার গতিবিধি আপনিই বিশেষ জানেন—অপরের তাহা জানিবার শক্তি নাই।

ভগবান, বলিলেন—হে পুরুষবর উদ্ধব! প্রকৃতি ও পুরুষ, ইহারা পরস্পর একান্ত-ভিন্ন। গুণক্ষোভ-বশেই এই সৃষ্টি বিকারসম্পন্ন। গুণময়ী মদীয় মায়াই নানা-গুণে নানা ভেদ ও ভেদবুদ্ধি জন্মাইয়া থাকে। সৃষ্টি নানাবিধ হইলেও প্রধানতঃ উহা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে ত্রিবিধ। চক্ষু-রূপা এবং চক্ষু-গোলকগত সূর্য্যাংশ পরস্পর সাপেক্ষভাবে প্রকাশমান হয়। আকাশগত সূর্য্যদেবই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আত্মা এ সকল হইতে ভিন্ন। তিনি স্বতঃ প্রকাশ-দ্বারা নিখিল প্রকাশেও প্রকাশকর্ত্তা; আত্মার প্রকাশ স্বতঃ-সিদ্ধ। চক্ষুর ন্যায় ত্বক্, স্পর্শ ও বায়ু; শ্রবণ শব্দ ও দিক্; জিহ্বা, রস ও বরুণ; নাসিকা, গন্ধ ও অশ্বিনীকুমার; চিত্ত, চেতয়িতব্য ও বাসুদেব; মন, মন্তব্য ও চন্দ্র; বুদ্ধি, বোদ্ধব্য ও ব্রহ্মা; অহঙ্কার, অহংকর্ত্তব্য ও রুদ্র ইত্যাদি-রূপে সৃষ্টি ত্রিবিধ। গুণক্ষোভকর্ত্তা বা পরমেশ্বরকে নিমিত্ত করিয়া যে প্রকৃতিমূলক মহত্তত্ত্ব হইতে বিকার অহঙ্কার উৎপন্ন, উহা বৈকারিক, তামস ও ইন্দ্রিয়। ইহাই মোহময় বিকারের হেতু 'অস্তি-নাস্তি' এই ভেদ ঘটিত বিবাদও আত্মজ্ঞানের অভাবেই উৎপন্ন। ভেদ অর্থশূন্য হইলেও যাহাদের মন আমাতে নাই, তাদৃশ্য মানবগণের নিকট উহা নিবৃত্ত হইবার নহে।

উদ্ধব বলিলেন—প্রভু হে, আপনাতে যাহাদের মন নাই, তাহারা আত্মকৃত কর্ম্মসমূহ-দ্বারা যেরূপে এক নীচ দেহ পরিগ্রহ ও পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা আমার নিকট বলুন।

ভগবান বলিলেন—মানবদিগের কর্ম্মময় মন পঞ্চেন্দ্রিয় সহ এ লোক হইতে অন্যলোক যায়; পরে সেখান হইতেও অন্যত্র গমন করে। আত্মা ঐ মনের অনুগামী হইয়া থাকেন। কর্ম্মপরতন্ত্র মন দৃষ্ট বা বেদবিহিত বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে আবির্ভূত ও বিলয়-প্রাপ্ত হয়; পশ্চাৎ স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায়। বিষয়াভিনিবেশ-বশে কোনও কারণে মন যে পূর্ব্বদেহ স্মরণ করে না, সেই অত্যধিক বিস্মরণই প্রাণীর মৃত্যু। অভেদরূপে দেহকে আত্ম-রূপে স্বীকারই পুরুষের জন্ম; এই ব্যাপারটা অবিকল স্বপ্ন বা মনোরথবৎ। এই স্বপ্ন ও মনোরথ পূর্ব্ব-সিদ্ধ বলিয়া দেখা যায় না; পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মাতে বর্ত্তমান স্বপ্নাদি ঘটনায় যেন 'এইমাত্র জন্মিলাম' বলিয়া দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু এহ প্রকারত্রয় আত্মাতে অসৎ-রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ভেদের হেতু। অহো। দুর্লক্ষ্যবেগ মহাকালে প্রাণীগণ প্রতিনিয়তই জন্মিতেছে,—মরিতেছে; কালের সূক্ষ্মতা-হেতু অবিবেকী মনুষ্যেরা তাহা দেখিতে পায় না। যেমন কালবশে পরিণামে তেজের, প্রবাহত্যাগে স্রোতের এবং পক্বতায় বৃক্ষফলের বিশেষ অবস্থা বিহিত আছে, সেইরূপ কালে মহাকালে প্রাণীর বয়স ও অবস্থাদি সম্পাদিত হইয়া থাকে। তথাচ সাদৃশ্য-হেতুই প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। যথা:—তেজঃপুঞ্জের—'সেই এই প্রদীপ'

এবং প্রবাহ-জলরাশির—'সেই এই জল'; এইরূপে শরীরী সকলের—'সেই এই শরীরী'; অবিবেকী পুরুষদিগেরই এ হেন বৃথা বাক্যপ্রয়োগ ও প্রত্যভিজ্ঞা হয়। জীব অজ ও অমর; তাহার যে কর্ম্মানুসারে জন্ম গ্রহণ ও মরণ, উহা বাস্তব নহে,—ঐরূপ জনন-মরণ মাত্র ভ্রান্তি-বিলসিত। অগ্নি যেমন কল্পান্ত-স্থায়ী হইয়াও কাষ্ঠের সংযোগ-বিয়োগ ঘটনামাত্রেই জাত ও মৃত হইয়া থাকে, আত্মাও তেমনি অজর-অমর হইয়াও ভ্রান্তিবশেই উৎপন্ন ও মৃতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। দেহের নয়টী অবস্থা—জঠরে প্রবেশ, তন্মধ্যে বৃদ্ধি, জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া, বাল্য, কৌমার, যৌবন, মধ্য বয়স, জরা ও মরণ। স্বাভাবিক অবিবেকজন্য অন্যের এ সকল মনোরথময়ী উচ্চ নীচ অবস্থা জীব গ্রহণ করিয়া থাকে; কখনও বা কোথাও কেহ পরিত্যাগ করে। নিজের নাশোৎপত্তি পিতা-পুত্র দ্বারা অনুমান করা যায় না। এ অবস্থায় জনন-মরণধর্ম্মী দেহ-সমুহের দ্রষ্টাকে উক্ত জনন-মরণ-লক্ষণাক্রান্ত কিছুতেই বলা চলে না। জীব ও বিপাক হইতে ঔষধের উৎপত্তি-নাশ যিনি অবগত আছেন, ঔষধির ভিন্নতা তাঁহারই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তে দেখা যায়, দেহের দ্রষ্টা দেহ হইতে স্বতন্ত্র। আত্মা প্রকৃতি হইতে পৃথক্—অবিবেকী ব্যক্তি এ তত্ত্ব বিবেচনা না করিয়া দেহাভিমানে বিমূঢ় হইয়া সংসার প্রবৃষ্ট হয়। সত্ত্বসংসর্গে দেব ও ঋষি, রজোগুণ-সঙ্গে অসুর ও নর এবং তমোগুণ-সঙ্গে পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে ঐ অবিবেকী পরিভ্রমণ করে। নর্ত্তকের নৃত্য দেখিয়া—গায়কের গান শুনিয়া লোকে যেমন তাহাদের অনুকরণ করে, তেমনি নিরীহ জীবও বুদ্ধির গুণ-দর্শনে তাহার অনুকরণে বাধ্য হইয়া থাকেন। যেমন জল কাঁপিলে তীর-তরুগুলিরও কম্পন-অনুভব হয়, চক্ষু ঘুরিলে পৃথ্বীও যেমন ঘুরিতেছে দেখা যায় এবং যেমন কামনাসক্ত মনের বিষয়ানুভব ও স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় অলীক হইয়া দাঁড়ায়, আত্মার জনন-মরণও সেইরূপই। পুরুষ বিষয়চিন্তায় ব্যাপৃত, তাই বিষয়ের অবর্ত্তমানেও, স্বপ্নাবস্থায় অর্থ-প্রাপ্তির ন্যায়, উহার পক্ষে সংসার-বিরাম অসম্ভব। তাই বলিতেছি, উদ্ধব! তুমি ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয়-ভোগ হইতে বিরত হও; বুঝিয়া দেখ, বিকল্প-সংক্রান্ত ভ্রান্তি, আত্মাকে না জানিবার হেতু-রূপে অবভাসমান হইতেছে। যিনি বাস্তবিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তিনি পরমেশে নিষ্ঠাবান্ হইয়া আত্মা-দ্বারা আত্মাকে জয় করিবেন; অসাধুগণের তিরস্কার, তৎকৃত অবমাননা, অসূয়া, তাড়না, বন্ধন, ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুতি, নিষ্ঠীবন-বিলেপন, কিংবা মূত্র-সিঞ্চন, এইরূপ যে যে উপদ্রবই হউক না, সকল কষ্ট সহ্য করিয়াও সাধু আত্মজয়ে অবিচল থাকিবেন।

উদ্ধব বলিলেন,—বাগ্মিবর! ভবদীয় এতাদৃশ উপদেশ অতি দুর্জ্ঞেয়; সুতরাং আমি সহজে যাহাতে বুঝিতে পারি, এইরূপই উপদেশ প্রদান করুন। হে বিশ্বাত্মন্! আত্মার এইরূপ অবমাননা ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বী ভবদীয় চরণাশ্রিত সাধুগণই সহ্য করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি—তিনি পণ্ডিত হইলেও, তাঁহার পক্ষে ইহা অসহ্য।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! ভাগবত-প্রধান উদ্ধব এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ মুকুন্দ সেই ভৃত্যবাক্য অভিনন্দিত করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে বাচস্পতি শিষ্য! দুর্জ্জনের দুর্ব্বচন-ক্ষুভিত মনকে শান্ত করিয়া রাখিতে পারেন, এমন সাধু পুরুষ ইহলোকে প্রায় দেখা যায় না। দুর্জ্জনের দুরুক্তি-বাণ মর্ম্মস্পর্শী হইয়া যেরূপ কষ্টদায়ক হয়, মর্ম্মন্তুদ প্রকৃত বাণ-দ্বারা বিদ্ধ হইলেও সেরূপ কষ্ট হয় না। এ বিষয়ে একটী ইতিহাস বর্ণিত আছে, তাহা বলিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। দুর্জ্জন-তিরস্কৃত কোনও ভিক্ষুক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্বীয় কর্ম্ম-বিপাক স্মরণ করিতে করিতে এই ইতিহাস করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে মালব-দেশে জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একজন বিখ্যাত কৃপণস্বভাব ছিলেন। বাণিজ্য-ব্যবসায়ে তাঁহার বিপুল ধনাগম হইয়াছিল। ঐ ব্রাহ্মণ কামী, কোপনপ্রকৃতি ও অতি-লোভী ছিলেন; জ্ঞাতি বা অতিথি—কাহাকেও তিনি বাঙ্‌মাত্রের সম্ভাষণ করিতেন না। তাঁহার আবাসে ধর্ম্মকার্য্যের নাম-গন্ধ ছিল না; নিজেও তিনি ভোগ-সমূহে তর্পিত হইতেন না। ব্রাহ্মণের পুত্র-বান্ধবগণ দুঃশীল ছিল; তাহারা সর্ব্বদা ঐ কদর্য্যস্বভাব ব্রাহ্মণের অনিষ্ট-চিন্তা করিত। স্ত্রী, কন্যা ও ভৃত্যবর্গ সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিত; তাই তাহারা ব্রাহ্মণের অভীপ্সিত আচরণ করিত না! এইরূপ যক্ষ-বৃত্ত ব্রাহ্মণ উভয়লোক-ভ্রষ্ট ও ধর্ম্ম-কামহীন হইয়াছিল বলিয়া পঞ্চযজ্ঞ-ভাগী দেবগণ তদুপরি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। উদ্ধব! আত্মীয় পোষ্যবর্গের প্রতি অবজ্ঞা ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনাস্থা-হেতু ব্রাহ্মণ পুণ্যপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিল; তাহার বহুপরিশ্রম-লব্ধ ধনসম্পত্তি সমস্তই নষ্ট হইয়াছিল। সেই ব্রহ্মবন্ধুর কতক ধন জ্ঞাতিরা গ্রহণ করিল, কতকটা দস্যু-হস্তে পতিত হইল; জনসাধারণ রাজা, দেবতা ও কাল-কর্ত্তৃকও অনেকটা আত্মসাৎ-কৃত হইল। এইরূপে যখন সমস্ত ধনসম্পত্তিই নষ্ট হইয়া গেল, তখন সেই ধর্ম্ম-কাম-বিরহিত ব্রাহ্মণ বন্ধুস্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ব্রাহ্মণের হৃদয় ধনক্ষয়ে সন্তপ্ত হইল; তিনি বাষ্পাকুল-কণ্ঠে খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় তিনি অনেক চিন্তা করিলেন,—চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; তিনি বলিতে লাগিলেন,—হা কি কষ্ট! আমি আত্মাকে বৃথা অনুতপ্ত করিয়াছি! আত্মা আমার না ধর্ম্ম, না কর্ম্ম—কোন কিছুরই নিমিত্ত হইল না। বৃথা 'অর্থ, অর্থ' করিয়াই এতদিন আমি অযথা ক্লেশ ভোগ করিলাম! প্রকৃতই যাহারা কদর্য্য, তাহাদের ধন ইহলোকে আত্ম-পরিতাপের, পরলোকে নরকভোগের নিমিত্ত হয়; কচিৎ কখনই কোন সুখের নিমিত্ত হয় না। কুষ্ঠব্যাধি যেমন কমনীয় রূপ নাশ করে, লোভ স্বল্পমাত্র হইলেও তাহা যশস্বিগণের যশ ও গুণিগণের নিখিল গুণ নাশ করিয়া থাকে। অর্থসমূহের উপার্জ্জনে, উপার্জ্জিত অর্থের বৃদ্ধিসাধনে এবং ঐ সমুদয়ের রক্ষণে, ব্যয়ে, অপচয়ে ও উপভোগে মনুষ্যগণের আয়াস, ত্রাস, চিন্তা ও ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা শাঠ্য, কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা এবং যাবতীয় ব্যসন—এই সমস্ত অনর্থই অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং যাঁহারা প্রকৃত মঙ্গল পাইতে চাহেন, তাঁহারা এই অর্থ-নামধেয় অনর্থকে দূর হইতে বর্জ্জন করিবেন। সামান্য অর্থের জন্য

স্ত্রী, পিতা, মাতা ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে এবং অভিন্ন-প্রাণ পরমপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ শত্রু হইয়া উঠে। ইহারা সামান্য অর্থের জন্য ক্ষুভিত ও জাতক্রোধ হয়, সহসা সৌহার্দ্দ-বন্ধন ছেদন করে এবং পরস্পর স্পর্দ্ধমান হইয়া অচিরাৎ পরস্পরকে নাশ করে অথবা দূর করিয়া দেয়। দেব বাঞ্ছিত মনুষ্য-জন্ম—তাহাতে আবার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রতি অনাদরক্রমে যে ব্যক্তি নিজ হিত-সাধনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার অশুভগতি অনিবার্য্য। ইহলোক স্বর্গ-মোক্ষের দ্বার স্বরূপ; ইহা লাভ করিয়া কোন্ মানব অনর্থাস্পদ অর্থসমূহে আসক্ত হইয়া থাকিবে? যাহার ধন বা অর্থ আছে, সে যদি বিভাগোচিত দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত এবং জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে ও নিজেকে তাহা যথাবিধি বিভাগ করিয়া না দিয়া যক্ষবৃত্তি অবলম্বনে অবস্থান করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। বিবেকীরা যাহা দ্বারা মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া ল'ন, প্রমত্ত ব্যক্তির অনর্থকর অর্থচেষ্টায় সেই বয়োবল ও বিত্ত বৃথা ক্ষয়পাইয়া যায়। জরা-জীর্ণ ব্যক্তি সাধনার পথে আর কতই অগ্রসর হইবে? জানিও, মনুষ্যেরা অর্থচেষ্টায় অবিরত ক্লেশ-ভোগ করে। ইহার একটা হেতু আছে, সে হেতু—মায়া। নিশ্চয়ই কাহারও মায়ায় উহারা অতিমাত্র মোহিত! যে প্রায় মৃত্যু-কবলিত হইয়াছে, ধনে তাহার কি হইবে? ধন-দাতৃগণই বা তাহার কি করিবে? এইরূপে কামসমূহ, কামপ্রদান-কর্ত্তা ও উৎপত্তিপ্রদ কর্ম্মসমূহ—এ সমুদয়ের দ্বারাই বা কি হইবে? সর্ব্বদেবময় হরি নিশ্চয়ই মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তিনিই আমায় এ অবস্থায় উপনীত করিয়াছেন এবং তিনিই আমায় এই নির্ব্বেদ আনিয়া দিয়াছেন। অতএব আমি জীবনের অবশিষ্ট সময় ব্যাপিয়া শরীর শোষণ করিব। যদি সময় থাকে, তবে আত্মাতেই তুষ্ট হইয়া স্বার্থে আত্ম-নিয়োগ করিব। ত্রিলোক-পতি দেবতারা আমার প্রতি অনুগ্রহবর্ত্তী হউন। শুনিয়াছি খট্বাঙ্গ মুহূর্ত্ত-মধ্যেই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ বলিলেন,—মালব-দেশবাসী দ্বিজবর মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিলেন। শান্ত, ভিক্ষু, মুনি-ব্রত অবলম্বন করিলেন,—তাঁহার আত্মা, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ বিজিত হইল; তিনি তদবস্থায় ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আসক্তি চলিয়া গেল; তিনি অলক্ষিতভাবে গ্রাম-নগরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অসাধু লোকেরা সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক অব-ধূতকে নানা দুর্ব্বাক্যে তিরস্কার করিত। কেহ কেহ তদীয় ত্রিবেণু, কেহ কমণ্ডলু, কেহ ভোজন-পাত্র, কেহ পীঠ ও অক্ষসূত্র, কেহ কন্থা এবং কেহ বা চীর-খণ্ড কাড়িয়া লইত; কেহ লইয়া গিয়া দেখাইত—আবার প্রত্যর্পণ করিত, সুযোগ-ক্রমে আবার লইয়া যাইত। তিনি যখন কোন নদী বা সরসী-তীরে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতে বসিতেন, তখন কেহ কেহ তাহাও কাড়িয়া লইত। এমন কতকগুলি পাপিষ্ঠ জুটিয়াছিল, যাহারা তাঁহার গাত্রে মল-মূত্র ও মস্তকে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিত। তিনি যদি মৌনী হইয়া থাকিতেন, তবে কেহ কেহ তাঁহা-দ্বারা কথা বলাইবার চেষ্টা করিত; যদি কথা না কহিতেন, তাহা হইলে তাহারা তাড়না করিত। অপর কতকগুলি লোক তাঁহাকে চোর বলিয়া তর্জ্জন করিত; কেহ বা তাঁহাকে বধ্য বলিয়া রজ্জু-বদ্ধ করিত। কতকগুলি লোক তাঁহার এইরূপ নিন্দা রটাইত যে,—এ ব্যক্তি শঠ, কপট, ধর্ম্মধ্বজী; ধন ও স্বজন-বর্জ্জিত হইয়া এই ধার্ম্মিকবৃত্তি আশ্রয় করিয়াছে। অহো! এ লোকটা অতি বড় বলিষ্ঠ ও গিরীন্দ্রের ন্যায় অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল; এ কর্ত্তব্যে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া বকবৎ মৌনাবলম্বনে ইষ্ট-সাধনের সঙ্কল্প করিতেছে। এই সকল কথা কহিয়া অনেকেই

তাঁহাকে উপহাস করিত। কোন কোন নীচাশয় তদুপরি অধোবায়ু পরিত্যাগ করিত; কেহ কেহ বদ্ধ-রুদ্ধ ক্রীড়নক পক্ষি-রূপে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিত। সেই মালবীয় ব্রাহ্মণ এইরূপ দৈবপ্রাপ্ত ভৌতিক ও দৈহিক দুঃখ যতই পাইতে লাগিলেন, তাঁহার জ্ঞান ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধর্ম্ম দ্রোহী নরাধমেরা তাঁহাকে এইরূপ তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত করিলেও তিনি সাত্ত্বিক ধৈর্য্যাবলম্বনে স্বধর্ম্মে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ভাবিতেন—সুর, নর, আত্মা গ্রহ, কর্ম্ম বা কাল, ইহাদের কেহই আমার দুঃখের কারণ নয়; দুঃখের কারণ—একমাত্র মন। মন-দ্বারাই এ সংসার চক্র ঘুরিতেছে—ফিরিতেছে; বলবান্ মনই গুণবৃত্তি-সমূহের স্রষ্টি-কর্ত্তা। ঐ সকল গুণবৃত্তি হইতেই পরস্পর বিলক্ষণ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস কর্ম্ম-পরম্পরা এবং তত্তাবৎ হইতেই তদনুরূপা গতি সকল স্রষ্টি হইয়া থাকে। আত্মা নিরীহ; কিন্তু জীবের নিয়ন্তা। তিনি বিদ্যা-শক্তি-প্রধান, সুতরাং চেষ্টা-সাধক চিত্ত-দ্বারাই উচ্চ চেষ্টায় নিরত। স্বীয় সংসার প্রকাশক মনকে ইনি আত্মস্বরূপে স্বীকার করেন এবং গুণসঙ্গবশতঃ কামসমূহের সেবা করিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়েন। দান, স্বধর্ম্মাচরণ, নিয়মনিষ্ঠা, যম, বেদপাঠ, কর্ম্ম-পরায়ণতা বা সদ্ব্রতানুষ্ঠান, এ সমুদয়েরই শেষফল মনঃসংযম। মনঃসংযমই—শ্রেষ্ঠ যোগ; মন যাঁহার দান্ত ও শান্ত হইয়াছে, দানাদি ব্যাপার তাঁহার পক্ষে নিস্প্রয়োজন। যাহার অদান্ত মন আলস্যাদি-দ্বারা ক্ষয় পাইতেছে, দানাদি করিয়া তাহারই বা কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? দেবগণ মনেরই বশতাপন্ন; কিন্তু মন অন্যের অবশ্য। মনোদেব বলবান্ হইতেও বলীয়ান, সুতরাং যোগিগণেরও দুর্দ্ধর্ষ; এই মনকে যিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ, তিনিই দেবদেব। মূঢ় লোকেরা মনোজয়ে অক্ষম হইয়া মর্ত্ত্যগণ সহ বৃথা কলহ করিতে থাকে, ইহাতে কেহ মিত্র, কেহ শত্রু, কেহ নিরপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। এই দেহ মনোমাত্র-কল্পিত; ইহাকে আশ্রয় করিয়া 'অহং, মম' ইত্যাকার মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্যেরা, 'এই আমি, এই আমার' এবম্বিধ ভ্রম-বিভ্রমে দুরন্ত সংসার-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যকেই যদি সুখ দুঃখের কারণ বলা হয়, তথাচ কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব আত্মার তাহাতে নাই; মাত্র ভৌতিক দেহেরই তাহাতে কর্ত্তৃত্ব বলা চলে। সুতরাং সুখ-দুঃখ উপলক্ষে কাহারও প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ অনুচিত। দেখ, দন্তদ্বারা জিহ্বা দংশন করিলাম, সে দংশনে—জিহ্বার বেদনা সঞ্চার হইল; এই বেদনার জন্য কাহার উপর কোপ করা যাইবে? দেবগণকেও যদি দুঃখের হেতু বলা হয়, তাহাতেই বা আত্মার কি? উহা দেহাধিষ্ঠাত্রী-বিক্রিয়মাণ দেবতাতেই সম্ভবপর। যদি তাহাই হয়, তবে একাঙ্গদ্বারা অপর অঙ্গ আহত হইলে, কে বল সেই সেই অধিষ্ঠাতৃ দেবতার উপর ক্রোধ প্রকাশ করে? আত্মাই যদি সুখ-দুঃখের হেতু, তবে অন্য কর্ত্তৃক কি হইবে? উহা আত্মারই স্বভাব; নিশ্চয়ই আত্মা হইতে অন্য কেহই নাই। যদি অন্যের অস্তিত্ব বোধ হয়, তবে সে ত' মিথ্যা; সুতরাং কোপ কি হেতু করা হইবে? গ্রহগণকে যদি সুখ-দুঃখের কারণ বলিয়া বর্ণন করা হয়, তাহাতেই বা আত্মার কি? আত্মা অজ, দেহ জন্মশীল; দেহেরই ত' সুখ-দুঃখ সম্ভাবিত। দৈবজ্ঞেরা গ্রহসংস্থান বিচার করিয়া গ্রহ কোপ নির্দ্দেশ করেন; অতএব পুরুষের কাহার উপর ক্রোধ করা চলিবে? কর্ম্মকে সুখ-দুঃখের কারণ বলিলেও আত্মার তাহাতে কি? জড়তা ও অজড়তা—এ উভয়ের এক হইতেই ত' কর্ম্মের সম্ভাবনা। দেহ জড় এবং পুরুষ শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ; সুতরাং সুখ-দুঃখ-মূলক কর্ম্ম কই? কাহার উপর কোপ করিবে? কালকে সুখ-দুখের কারণ বলিতে

চাও ? তাহাতেই বা আত্মার কি ? কাল আত্মার অংশ হইলেও, যেমন অনল হইতে অনলাংশ শিখাদির তাপ কিংবা হিম হইতে হিমাংশ করকাদির শৈত-সম্ভব হয় না, আত্মারও তেমনি সুখ-দুঃখ সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কোপ আর কাহার উপর ? সংসার প্রকাশক অহঙ্কার হইতে প্রীতি জন্মে; কিন্তু প্রবুদ্ধ হইলে উহা যেমন সেরূপ হয় না, আত্মার অবস্থা সেইরূপ। অন্য কোনও স্থান হইতে কাহারও দ্বারাই তাঁহার সুখ-দুঃখাদি কোন কিছুই সম্ভব না। অতএব প্রাচীনতম মহর্ষিগণের এই পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া আমিও মুকুন্দচরণারবিন্দ-সেবনে এই দুর্লঙ্ঘ্য ভবসাগর পার হইয়া যাইব।

ভগবান্ বলিলেন—সেই নষ্টধন মালবীয় ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যযুক্ত ও বিগতশ্রম হইয়া অসাধুজনের নানা লাঞ্ছনা ও তিরস্কার-বাক্যেও স্বধর্ম্ম হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হন নাই। পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি এই গাথা গাহিয়াছিলেন,—মনুষ্যের সুখ দুঃখ-দাতা অন্য কেহই নহে; শত্রু, মিত্র, মধ্যস্থ প্রভৃতি যাবতীয় সংসারই অজ্ঞানাচ্ছন্ন হৃদয়ের বিভ্রমমাত্র ও কল্পনা-প্রসূত। তাই বলিতেছি, বৎস! মদাসক্ত-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা মনকে নিয়মিত করত যোগাভ্যাস করিতে থাক। যে ব্যক্তি এই ভিক্ষুজন-গীত ব্রহ্মনিষ্ঠা-বিবরণ অবহিত হইয়া শুনিবেন—শুনাইবেন, ধারণা করিবেন বা করাইবেন, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহে তাঁহাকে আর অভিভূত হইতে হইবে না।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

ভগবান্ বলিলেন—উদ্ধব! অধুনা কপিলাদি প্রাচীন মহর্ষিগণ-নিশ্চিত সাংখ্যযোগ বিবরণ তোমার নিকট বলিতেছি। পুরুষ এই যোগতত্ত্ব জানিয়া ভেদজ্ঞান জনিত সুখ-দুঃখাদি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বপ্রলয়ে এই দৃশ্যমান সমস্ত বিশ্বই এক অদ্বিতীয় নির্ব্বিকল্প পরমব্রহ্মে পর্য্যবসিত ছিল। অতঃপর যুগারম্ভ হয়। তৎকালে লোকসকল বিবেক-জ্ঞানী ছিল; কাজেই ভেদজ্ঞানের অভাবে ব্রহ্ম একই রূপে অবভাসমান ছিলেন। সেই সত্যস্বরূপ এক অভিন্ন ব্রহ্মই অবাঙ্মনস গোচরভাবে মায়া ও প্রকাশ—এই দ্বিবিধরূপে বিরাজ করেন। ঐ দ্বিধাভূত অংশমধ্যে প্রকৃতি—উভয়াত্মিকা বা কার্য্যকারণ-রূপিণী অন্যতর পদার্থ-জ্ঞান; উহা পুরুষ নামে অভিহিত। আমি যখন ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অভিব্যক্ত হইল। সেই শক্তিসকল হইতেই ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব হয়; তাহা হইতেই ক্রিয়াশক্তিময়ী জ্ঞান-শক্তির বিকাশ হইল। বিকার-প্রাপ্ত জ্ঞানশক্তি হইতে অহঙ্কার; এই অহঙ্কারই ভ্রম-ভ্রান্তির উৎপাদক। বৈকারিক, তৈজস ও তামস-ভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ। ইহারা তন্মাত্র ইন্দ্রিয়—মনের কারণ; চিন্ময়-অচিন্ময়-রূপে বিরাজিত। তন্মাত্র-সমূহের কারণীভূত তামস অহঙ্কার হইতে ক্ষিত্যাদি মহাভূত-রূপ পদার্থের উৎপত্তি হয়। তৈজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়বর্গ এবং বৈকারিক, অহঙ্কার হইতে দিক্, বায়ু সূর্য্য, প্রচেতাঃ, অশ্বিনীকুমার যুগল, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র এবং চন্দ্র—এই একাদশ দেবতার আবির্ভাব হইল। আমার আদেশে পদার্থ সকল একত্রিত হয় এবং তাহারা কার্য্যনিরত হইয়া

আমার বিশ্রাম স্থান এক অণ্ড সৃষ্টি করিল। সেই জলমধ্যস্থ অণ্ডে আমি উৎপন্ন হইলাম। আমার নাভিহ্রদে বিশ্বাখ্য পদ্ম প্রকাশ পাইল; তাহাতে আত্মযোনি আবির্ভূত হইলেন। সেই বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা তখন মদনুগ্রহে তপোবলে রজোগুণ-দ্বারা সলোক-পাল লোকসকল এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই লোকত্রয় সৃষ্টি করিলেন। স্বর্গলোক দেবগণের, ভুবর্লোক ভূতগণের, ভূর্লোক মনুষ্যগণের এবং এই লোকত্রয়ের পরবর্ত্তী মহর্লোকাদি লোকসকল সিদ্ধসমূহের আবাস-স্থান হইল। বিভু ব্রহ্মা ভূলোকের অধোদিকে অসুর ও নাগদিগের আবাসভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ত্রিগুণময় কর্ম্ম-পরম্পরার গতি এই ত্রিলোক-মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাস চর্য্যার বিমলগতি—মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য লোক। বৈকুণ্ঠ—ভক্তিযোগের গতি। আমি কালরূপী বিধাতা; এই কর্ম্মযুক্ত জগৎ আমা হইতে গুণপ্রবাহে উঠিতেছে—ডুবিতেছে। অণু, বৃহৎ, স্থূল ও সূক্ষ্ম বলিয়া যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ, সকলই প্রকৃতি-পুরুষ-যুক্ত। যে যাহার আদি ও অন্ত, সেই তাহার মধ্য এবং তাহাই বটে সৎ। বিকার ব্যবহার-নিমিত্ত মাত্র; কটক-কুণ্ডলাদি তৈজস পদার্থ এবং ঘট-শরাবাদি পর্থিব পদার্থই উহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উল্লেখ। যদি কোনও পদার্থের উপাদান-কারণ, নিমিত্ত উপাদান কারণ থাকে, তাহা হইলে প্রথম উপাদান-কারণই সত্য। বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, যখন যেটী যাহার উপাদানস্বরূপ, তখন সেইটীই তদপেক্ষা সত্য। কার্য্যের উপাদ্য—প্রকৃতি, পরম পুরুষ, অধিষ্ঠাতা এবং অভিব্যঞ্জক কাল; প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল—এই তিনরূপই আমি। ঈশ্বরের দৃষ্টি যতকাল, ততকালই বিশ্বস্থিতি; উহার অবসান-অবধি ভোগের জন্য জীবসৃষ্টি। ইহা পিতৃ-পুত্রাদিক্রমে ধারাবাহিক-ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই সৎ-পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড, বিবিধ লোক সৃষ্টির ও প্রলয়ের রচনাস্থলী হইয়াও নিখিল ভুবন সহ পঞ্চত্ব-বিভাগের যোগ্য হইয়া উঠে। দেহ অন্নে, অন্ন অঙ্কুরে, অঙ্কুর ভূমিতে, ভূমি গন্ধে, গন্ধ জলে, জল স্বীয় গুণ—রসে, রস জ্যোতিতে, জ্যোতিঃ রূপে, রূপ বায়ুতে এবং বায়ু স্বর্গে লয়-প্রাপ্ত হয়। আকাশ শব্দ-তন্মাত্রে, ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব যোগী দেবতাগণে, দেবগণ মনে এবং বৈকারিক অহঙ্কারে বিলীন হইয়া যায়। শব্দ—ভূতগণের কারণ তামস অহঙ্কারে, তামস—মহতে, মহান্—স্বকারণীভূত গুণ-প্রবাহে, গুণগণ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি অব্যয়কালে বিলয় পায়। কাল—জ্ঞানময় মহাপুরুষের এবং মহাপুরুষ আমাতে বিলয় পাইয়া থাকেন। এ বিশ্বের উদ্ভব-লয়-দ্বারা আত্মা ইহার স্থিতিভূমি ও সীমা-রূপে পরিলক্ষিত হন; এই নিমিত্ত তিনি উপাধিবর্জ্জিত ও আত্মস্বরূপে বিরাজিত। যে ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করেন,সূর্য্যোদয়ে আকাশস্থ অন্ধকারবৎ তদীয় মন হইতে ভেদ-ভ্রম অপসারিত ও নষ্ট হইয়া যায়! এই সাংখ্য-যোগে সন্দেহ-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া থাকে। পরাবর-দর্শী আমি অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে বর্ণন করিলাম।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন—ওহে পুরুষবর উদ্ধব! বিভিন্ন সত্ত্বাদি গুণমধ্যে পুরুষ যে গুণে যেরূপ হইয়া থাকেন, তাহা অধুনা বলিতেছি; তুমি উহা অবধান সহ শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণের বৃত্তি—শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, সত্য, দয়া পূর্ব্বাপর স্মৃতি, যথালব্ধ বস্তুতে সন্তোষ, দান, বৈরাগ্য, আস্তিক্য, অনুচিত কার্য্যে লজ্জা, সারল্য, বিনয় ও আত্মরতি প্রভৃতি; রজোগুণের বৃত্তি—ইচ্ছা, চেষ্টা, দর্প লব্ধবস্তুতে অসন্তোষ, গর্ব্ব, ধনাদি কামনায়, দেবতার নিকট প্রার্থনা, ভেদ-বুদ্ধি, বিষয়ভোগ, মত্ততাপ্রযুক্ত যুদ্ধাভিনিবেশ, স্তুতি-প্রিয়তা, উপহাস, প্রভাব-বিস্তার ও বধচেষ্টা প্রভৃতি; তমোগুণের বৃত্তি—অসহিষ্ণুতা, ব্যয়-বিমুখতা, অশাস্ত্রীয় কথা, হিংসা, প্রার্থনা, ধর্ম্মবর্জিতা, শ্রম, কলহ, অনুশোচনা, ভ্রম, দুঃখ, দৈন্য, তন্দ্রা, আশা, ভয় ও উদ্যমহীনতা প্রভৃতি। এই ত্রিগুণ-বৃত্তি বর্ণন করিলাম। অতঃপর গুণত্রয়ের মিশ্রবৃত্তি বর্ণন করিতেছি! 'আমি, 'আমার' এই বুদ্ধি সত্ত্বাদি গুণ-সৃষ্টির কার্য্য। এই বুদ্ধিপূর্ব্বকই মন, দ্রব্য, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা নিখিল ব্যবহার সমূহের বৃত্তি। ধর্ম্মে, অর্থে ও কামে, পুরুষের অভিনিবিষ্ট হওয়াই উক্ত গুণসমূহের সন্নিকর্ষ; এই সন্নিকর্ষই শ্রদ্ধা, আসক্তি ও ধনের উৎপাদক। পুরুষের যে কাম্য-ধর্ম্মে নিষ্ঠা, গৃহাশ্রমে আসক্তি এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে তৎপরতা—এই সকলই গুণসমষ্টির কার্য্য পুরুষ শম-দমাদিদ্বারা সত্ত্বযুক্ত, কামাদিদ্বারা রজো-জুষ্ট আর ক্রোধলোভাদিদ্বারা তমোগুণান্বিত হয়। নিরপেক্ষ-ভাবে নিজ কর্ম্মসমূহ-দ্বারা ভক্তিভরে আমার যে অর্চ্চনা করা হয়, সেই অর্চ্চনাকারী—স্ত্রী বা পুরুষ যিনিই হউন, তাঁহাকে সত্ত্বস্বভাব বলা হয়। পুরুষ যখন স্ব-কুশল-কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা আমার অর্চ্চনা করেন, তখন তাঁহাকে রজঃপ্রকৃতি বলা হয়। হিংসা-কামনায় স্বীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে আমার যিনি ভজনা করেন, তিনি তামসিক নামে নিরূপিত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় জীবের—আমার নহে। কারণ, এই গুণগণ চিত্তজাত; এই সকলদ্বারাই ভূতগণমধ্যে আসক্ত হইয়া জীব সংসারপাশে বদ্ধ হইয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ প্রকাশক, স্বচ্ছ ও শান্ত; ঐ গুণ যখন রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া বসে, সত্ত্বগুণাক্রান্ত পুরুষ তখন সুখ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। যদিও ভেদবশে প্রবৃত্তিপ্রবণ রজোগুণ তমঃ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া বসে, পুরুষ তখন দুঃখ, কর্ম্ম, যশ ও শ্রী-সম্পদের ভাজন হইয়া থাকেন। তমোগুণ বিবেক হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়, উহা আবরণ ও আলস্যাত্মক। ঐ গুণ যখন রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া বসে, পুরুষ তখন শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও আশার সহিত সম্মিলিত হয়। মন যখন প্রশান্ত, ইন্দ্রিয়বর্গ নির্ব্বৃতি-প্রাপ্ত, দেহ ভয়-বিরহিত ও হৃদয় সঙ্গহীন হইবে, তখনই মদীয় উপলব্ধি স্থান সত্ত্বগুণের আবির্ভাব অবগত হইবে। ক্রিয়াবশে বিকৃতিহেতু পুরুষের চিত্ত যখন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ অনির্ব্বৃত, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ অতিমাত্র বিকৃত এবং মন ভ্রান্ত হইয়া উঠিবে, তখন ঐ সকল লক্ষণদ্বারা রজোগুণেরই প্রাবল্য বুঝিবে। চিত্ত অন্তর্হিত হইবার কালে যখন চিদাকাশরূপ পরিণাম-গ্রহণে অক্ষম হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, সঙ্কল্পাত্মক মনও বিলীন হইয়া যাইবে এবং অজ্ঞান ও বিষাদের একাধি-পত্য হইবে, তখন সেই সেই লক্ষণদ্বারা তমোগুণেরই প্রভুত্ব বুঝিবে। যখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি, তখন দেবগণের

রজোগুণের বৃদ্ধিতে অসুরগণের এবং তমোগুণের বৃদ্ধিতে রাক্ষসগণেরই বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সত্ত্ব হইতে জাগরণ, রজঃ হইতে স্বপ্ন এবং তমঃ হইতে সুষুপ্তি অবধারণ করিবে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের উপরই তুরীয় অবস্থা বিস্তৃত। লোকে সত্ত্বগুণবলে ঊর্দ্ধে ব্রহ্ম-লোকাবধি গমন করেন; তমোগুণদ্বারা অধোগামী হইয়া ক্রমশঃ স্থাবরান্ত গতি হইয়া থাকে; রজোগুণে মনুষ্যলোক-লাভ ঘটে। সত্ত্বলীন ব্যক্তিগণ স্বর্গে, রজোগুণে লীন ব্যক্তিরা নরলোকে এবং তমোগুণে লীন ব্যক্তিরা নরকে গমন করে। গুণাতীত ব্যক্তিগণ আমাকেই লাভ করেন। আমার প্রীতি-নিমিত্ত অনুষ্ঠিত দাস্যভাবে সম্পাদিত নিজ-কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম, ফল-কামনায় কৃত কর্ম্ম রাজস, আর হিংসাভিপ্রায়ে কৃত কর্ম্ম তামস কর্ম্ম নামে নিরূপিত। দেহাদি ভিন্ন আত্ম-জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান, দেহাদি-বিষয়ক জ্ঞান রাজস জ্ঞান এবং প্রাকৃত জ্ঞানই তামস জ্ঞান। যাহা মদ্বিষয়ক জ্ঞান, তাহাই নির্গুণ জ্ঞান। অরণ্যবাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রামবাস রাজস বাস, দ্যূতাদিস্থলে বাসই তামস বাস; যাঁহারা আমাতে বাস করেন, তাঁহাদের সেই বাসই নির্গুণ বাস বলিয়া বিখ্যাত। নিঃসঙ্গ কর্ত্তা সাত্ত্বিক কর্ত্তা, অনুরাগ, মূঢ় রাজসকর্ত্তা অনুসন্ধান-বর্জ্জিত কর্ত্তা তামস কর্ত্তা; আমি যাঁহাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, তাঁহারাই নির্গুণ কর্ত্তা। আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, কর্ম্ম-শ্রদ্ধা রাজসিক এবং অধর্ম্ম-শ্রদ্ধা তামসিক; ইহা ভিন্ন আমার সেবায় যে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধাই নির্গুণ। উহাই হিতকর এবং বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা বলিয়া কথিত। অনায়াসপ্রাপ্ত ভক্ষ্য-ভোজ্য সাত্ত্বিক, ইন্দ্রিয়গণের রুচিকর ভোগ্য রাজস, আর দুঃখপ্রদ অশুচি ভক্ষ্য তামস। আত্মোত্থিত সুখ সাত্ত্বিক সুখ, বিষয়োত্থিত সুখ রাজস, মোহ ও দীনতা-জন্য সুখাভাস তামস এবং মদ্বিষয়ক সুখই নির্গুণ। দ্রব্য, দেশ, ফল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি ও নিষ্ঠা সমস্তই ত্রিগুণাত্মক। কেবল ইহাই নহে, পরন্তু, প্রকৃতি-পুরুষাধিষ্ঠিত দৃষ্ট, শ্রুত বা বুদ্ধি-বিচিন্তিত যাবতীয় ভাব-নিবহই ত্রিগুণাত্মকরূপে বিভাত।

হে সৌম্য! এই সকল মনোজন্য গুণ যিনি জয় করিয়াছেন, তিনি ভক্তিযোগে মৎপরায়ণ হইয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তি-বিধায়ক দেহ লাভ করিয়া গুণসঙ্গ-বিসর্জ্জনান্তে আমারই সেবাপরায়ণ হউন। বিদ্বান্ মুনি সঙ্গত্যাগ করিবেন, অপ্রমাদী হইবেন এবং ইন্দ্রিয় জয় করিবেন; এইরূপে অবস্থিত হইয়া আমারই ভজনা করিবেন। তিনি সত্ত্বগুণ-সেবায় রজস্তমোগুণ জয় করিবেন। উক্ত শান্ত-স্বভাব বিদ্বান্ ব্যক্তিকে উপশমাত্মক সত্ত্ব-দ্বারাই সত্ত্বকে আবার জয় করিতে হইবে। জীব যখন গুণগণ হইতে অব্যাহতি পায়, তখন সেই লিঙ্গ দেহ পরিহার-পূর্ব্বক আমাকে লাভ করে! লিঙ্গদেহ ও অন্তঃকরণজনিত গুণগ্রাম হইতে মুক্ত জীবকে আর বিষয়ভোগ বা বিষয়চিন্তা করিতে হয় না। ব্রহ্ম আমি, আমিই তাঁহাকে পরিপূর্ণ করিয়া থাকি।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

ভগবান্‌ বলিলেন,—আমি আত্মনিষ্ঠ পরমানন্দময় আত্মা ; জীব মদীয় স্বরূপজ্ঞানের সাধনভূত নরদেহ লাভ করিয়া ভক্তিধর্ম্মাবলম্বনে আমাকেই লাভ করে। পুরুষ জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বারা গুণময় জীবোপাধি হইতে মুক্তি-লাভের পর অবস্তু-রূপ মায়ামাত্র গুণসমূহে অবস্থান করিলেও গুণ-বস্তু সকলের সংস্রব হইতে দূরে বিরাজ করেন। শিরোদর-তৃপ্তির জন্য কদাচ অসৎপদার্থের সেবা করিতে নাই। যে ব্যক্তি উহার একটীরও তৃপ্তির জন্য চেষ্টা করে, সে অন্ধানুগত অন্ধের ন্যায় ঘোরান্ধকারে নিপতিত হইয়া থাকে।

পুরাকালে প্রখ্যাতকীর্ত্তি রাজাধিরাজ পুরূরবাঃ উর্ব্বশীর বিরহে মোহমগ্ন হইয়াছিলেন। পরে তাহার পুনঃপ্রাপ্তিতে তাঁহার শোকাবসান হয়। ইহাতে তাঁহার অন্তরে তখন নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই নির্ব্বেদ-বশে তিনি এক গাথা গাহিয়াছিলেন। উর্ব্বশী যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছিল, তখন রাজা পুরূরবাঃ শোকাতুর হইয়া তদুদ্দেশে বলিয়াছিলেন—ঐ প্রিয়ে 'তিষ্ঠ' 'তিষ্ঠ'। এই বলিয়া নগ্নাবস্থায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনি ছুটিয়াছিলেন। রাজা বহুবর্ষ অতৃপ্তমনে তুচ্ছ কামসেবা করিয়া রাত্রির আগম-অবসান বুঝিতে পারেন নাই। উর্ব্বশী তাঁহার চৈতন্য লোপ ঘটাইয়াছিল। নির্ব্বেদ-অবস্থায় পুরূরবাঃ বলিয়া-ছিলেন—অহো রে! কামমূঢ়চেতা আমি, আমার কি মোহবাহুল্য! উর্ব্বশী আমার কণ্ঠালিঙ্গন এতকাল করিয়াছিল ; তাহাতে আমার যে পরমায়ুর কত অংশ অতীত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝি নাই। কি পরি-তাপের বিষয়! আমি উর্ব্বশী-হারা হইয়াও সূর্য্যের উদ-য়াস্ত বুঝিতে পারি নাই। কত বর্ষের অসংখ্য দিন যে চলিয়া গিয়াছে, তাহাও অনুভব করিতে পারি নাই। অহো, আমার কি বিভ্রম! আমি রাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়াও নিজেকে রমণীর ক্রিয়াসামগ্রী করিয়াছিলাম! নিজের সেই মহনীয় চক্রবর্ত্তীর রাজ-পরিচ্ছদাদির সহিত তৃণবৎ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ; আমি নগ্নবেশে উন্মত্তবৎ কাঁদিয়া কাঁদিয়া রমণীর অনুসরণ করিয়া-ছিলাম! যে মনুষ্য পাদাহত গর্দ্দভবৎ গমনোদ্যতা নারীর অনুসরণ করে,—তেজ, বল, প্রভাব—এ সকল তাহার থাকে কি? নারী যাহার মন হরণ করে,—বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, শাস্ত্রজ্ঞান, একান্তসেবা ও বাক্যসংযম —এ সকল তাহার বৃথা। নিজ প্রয়োজন বিষয়ে অজ্ঞ, মূর্খ ও পণ্ডিতাভিমানী আমি, ধিক্‌ আমাকে! আমি কি না, রাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়া গো ও গর্দ্দভবৎ নারীদ্বারা অভিভূত হইয়াছিলাম। আমি বহুবর্ষ ধরিয়া উর্ব্বশীর অধরামৃত পান করিয়াছি, তথাচ তৃপ্তিশেষ হয় নাই ; প্রত্যুত আহুতিলাভে অনলবৎ বার বার ঐ পান-পিপাসা বৃদ্ধিই পাইয়াছে! এখন আমার মুক্তির উপায় কি? সেই আত্মারাম পরমেশ্বর ব্যতীত মাদৃশ কুলটাপহৃত-চিত্ত ব্যক্তির আর মুক্তির উপায় নাই। আমি অজিতেন্দ্রিয় দুর্ম্মতি ; উর্ব্বশী আমাকে বহু প্রবোধ দিয়াছে, তথাচ আমার মনের মোহ ঘুচে নাই। উর্ব্বশীরই বা অপরাধ কি? রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে আমারই। আমি দ্রষ্টার স্বরূপ বুঝি নাই ; কেন না, আমি যে অজিতেন্দ্রিয়! এই দুর্গন্ধময় মলোচিত অশুচি দেহই বা কোথায়?—আর কুসুমবৎ সৌরভ্য গুণই বা কোথায়? ঐরূপ দেহে এরূপ গুণের আরোপ অবিদ্যাবশেই করা হইয়াছে। দেহ কাহার? উহা কি পিতামাতার? না—ভার্য্যার, স্বামীর, অগ্নির, কুকুরের, গৃধ্রের, নিজের বা বন্ধুজনের? যে ব্যক্তি এইরূপ বিচার-আলোচনা না করেন,

তিনি ভাবেন,—আহা! রমণীর মুখখানি কি সুন্দর! উহার নাসিকাটী কি বা সুগঠিত! উহার হাস্যচ্ছটা কি মনোহারিণী! এই ভাবিয়া এই নশ্বর তুচ্ছ-পদার্থ দেহাদির প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন। নারীদেহ—ত্বক, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, মেদ, মজ্জা ও অস্থিপুঞ্জে গঠিত; ইহাতে যাহারা বিহারপরায়ণ হয়,—বিষ্ঠা, মূত্র ও পূষবিহারী কৃমিকুলের সহিত তাহাদের প্রভেদ আছে কি? বিবেকিজন ও তত্ত্ব জানিয়া স্ত্রী ও স্ত্রৈণ বিষয়ে কদাচ লিপ্ত হন না। বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতুই মন ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। এই ক্ষোভের আর কারণান্তর নাই; দর্শণ ও শ্রবণ বিনা মনঃক্ষোভ জন্মায় না। ইন্দ্রিয়সংযমীদিগেরই মন স্থির হইয়া শান্ত হয়; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণদ্বারা স্ত্রী ও স্ত্রৈণ বিষয়ের সঙ্গ করিবে না। কামাদি ষড়্‌বর্গ বিদ্বজ্জনেরও অবিশ্বাস্য; এ অবস্থায় মাদৃশ ব্যক্তির ত' কথাই নাই।

ভগবান্ বলিলেন—নরদেব-চূড়ামণি ঐল পুরূরবাঃ এই গাথা গাহিয়া উর্ব্বশীলোক ত্যাগ করিলেন এবং আত্মাতে আত্মরূপে আমাকে অবগত হইয়া জ্ঞানবলে মোহ নাশ-পূর্ব্বক উপরতি লাভ করিলেন। এই জন্যই বলিতেছি, যিনি বুদ্ধিমান্ হইবেন, তিনি কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন এবং সাধুসঙ্গ করিতে থাকিবেন। সাধুগণেরই উপদেশগুণে তাঁহার মনের আসক্তি ছিন্ন হইয়া যায়। যাঁহারা নিরপেক্ষ, মদ্গতচিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাবর্জ্জিত, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ, তাহারাই সাধুপদবাচ্য। হে মহাভাগ! সাধুগণ নিত্য হিতজননী মদীয় কথারই আলোচনা করেন; ঐ সকল কথা শ্রোতাদিগের কলুষনাশিনী। যাহারা সাদরে সেই সাধুকথা শ্রবণ, গান ও অনুমোদন করেন, তাঁহারা মদেকতৎপর ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমারই ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মদ্ভক্তি অনন্তগুণ ও আনন্দানুভবাত্মক; যে সাধু ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন, তাহার আর কি অবশিষ্ট থাকে? ভগবান্ অগ্নিদেবের উপাসনায় মনুষ্যের যেমন শীত, ভয় ও অন্ধকার দূরীভূত হয়, সাধুগণের সেবা করিলেও তেমনি নিখিল পাপ নষ্ট হইয়া যায়। জলে নিমজ্জনোম্মুখ ব্যক্তিগণের যেমন নৌকাই পরম অবলম্বন, ঘোর সংসার-সাগরে উন্মজ্জন-নিমজ্জনশীল জীবগণের পক্ষে ব্রহ্মবেদী সাধুগণই তেমনি পরম আশ্রয়। অন্ন যেমন প্রাণিগণের প্রাণ, আমি যেমন দীনজনগণের শরণ এবং ধর্ম্ম যেমন মানবের পারলৌকিক ধন, সাধুগণ তেমনি সংসার-পতিত ভীত পুরুষের পরিত্রাণকর্ত্তা। সূর্য্য সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া একটী মাত্র বহিশ্চক্ষু প্রদান করেন, কিন্তু সাধুগণ বহুচক্ষু অর্থাৎ সগুণ-নিগুর্ণ বহুজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। সাধুগণই দেবতা; তাঁহারাই বান্ধব এবং তাঁহারাই আমি।

ভগবান্ বলিলেন—উদ্ধব! মহারাজ পুরূরবাঃ সেই হইতে উর্ব্বশী-নিস্পৃহ হইয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং আত্মারাম হইয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

উদ্ধব বলিলেন,—হে সাত্বতপ্রধান! ভক্তগণ যে ক্রিয়াযোগ-দ্বারা আপন আরাধনা করিয়া থাকেন, আপনি তাহা আমার নিকট বলুন। নারদ, বেদব্যাস ও বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণ উহাকেই মনুষ্যগণের মুক্তিসাধক বলিয়া অসকৃৎ উল্লেখ করিয়াছেন। ভবদীয় মুখ-কমল-গলিত উক্ত বাক্য ভগবান্ ব্রহ্মা স্বীয় পুত্রগণের এবং ভগবান্ ভবদেব বাণীর নিকট বলিয়াছিলেন। ইহা সকল বর্ণের, সর্ব্বাশ্রমের, স্ত্রী-শূদ্রগণেরও মঙ্গলাবহ। হে পদ্ম-পলাশলোচন! আমি আপনার ভক্ত অনুরক্ত; আমাকে আপনি কর্ম্ম-বন্ধন-মোচনের উক্ত উপায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

ভগবান্ বলিলেন,—উদ্ধব! কর্ম্মকাণ্ড অসীম-অনন্ত; তথাচ যথাক্রমে সংক্ষেপে উহা বলিতেছি। বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র-ভেদে মদীয় পূজা ত্রিবিধা! এই ত্রিবিধ পূজার মধ্যে যাহার যেটী অভিমত, তিনি তাহা-দ্বারাই আমার পূজা করিতে পারেন। ত্রিবর্ণ স্ব স্ব কালে যথাবিধি দ্বিজত্ব লাভ করিয়া ভক্তিভরে যেরূপে আমার অর্চ্চনা করিবেন, শ্রদ্ধার সহিত তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর। দ্বিজব্যক্তি অকপট-চিত্তে প্রতিমায়, বালুকাময়ী বেদিকায়, অনলে, সূর্য্যে, জলে বা হৃদয়ে স্বীয় গুরুরূপী আমাকে নানা উপকরণ-দ্বারা ভজনা করিবেন; দন্ত-ধাবনানন্তর শুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে স্নান করিবে। বৈদিক ও তান্ত্রিক —দ্বিবিধ মন্ত্রেই মৃত্তিকা-গ্রহণাদি দ্বারা স্নান করা কর্ত্তব্য। পরমেশ-বিষয়ে সঙ্কল্পকারী ব্যক্তি বৈদিক সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কর্ম্মপাবন মদীয় পূজা করি-বেন। মদীয় প্রতিমা অষ্টধা; যথা—শৈল, দারু, লৌহ, লেপ, লেখ, বালুকা, মন ও মণিময়ী। উহা আবার দুই প্রকার, চলা ও অচলা; এই দ্বিবিধ প্রতিমাই ভগবানের মন্দিরস্বরূপ। অচলা প্রতিমার অর্চ্চনে আবাহন বা বিসর্জ্জন করিতে হয় না; চলা প্রতিমার আবাহন-বিসর্জ্জন হয় এবং নাও হয়। বালুকাময়ী-প্রতিমায় উভয়ই সম্ভব পর। মৃন্ময়ী ও চিত্রগতা প্রতিমা ব্যতীত অন্য সকল প্রকার প্রতিমারই স্নান করান বিধেয়; অন্যান্য প্রতিমার পরিমার্জ্জন কর্ত্তব্য। নিষ্কাম ভক্তগণ উত্তম উত্তম দ্রব্য দিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়াই প্রতিমায় আমার পূজা করিবেন। প্রতিমা-স্নপন ও অলঙ্কৃত-করণ আমার প্রিয়তম অনুষ্ঠান। বালুকাময়ী বেদিকায় বিশেষ বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অঙ্গদেবতা ও প্রধান দেবতার স্থাপন, অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত হোমীয় দ্রব্যের আহুতিদান, সূর্য্যনমস্কার ও অর্ঘ্যাদি অর্পণ এবং জলে জলাদিদ্বারা অর্চ্চন—এই সকলও আমার অতি প্রিয়। ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত জলমাত্র দান করিলেও তাহা আমার প্রিয়তম। অশ্রদ্ধার সহিত ভূরি দ্রব্য দান করিলেও তাহাতে আমি প্রীত হই না। পবিত্রভাবে পূজা-দ্রব্যসকল আয়োজন করিবে, কুশদ্বারা আসন প্রস্তুত করিবে, পরে পূর্ব্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ হইয়া আমার অর্চ্চনা করিবে; অচল প্রতিমায় অর্চ্চনা করিতে হইলে প্রতিমা-সম্মুখে উপবেশন করিয়া আরাধনা করিবে। অতঃপর যথোপদিষ্ট ন্যাসাদি করিয়া স্বীয় দেহাদির সংশোধন করিবে এবং মূলমন্ত্রে মদীয় পূজা করিবে। প্রোক্ষণার্থ একটী উদকপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার সংস্কারসাধন করিতে হইবে। উক্ত কুম্ভজলে পূজা-স্থান, পূজাদ্রব্যসকল এবং নিজেকে প্রোক্ষণ করিবে। পূজকব্যক্তি তিনটী পাত্র লইয়া যথাক্রমে হৃন্মন্ত্র, শিরোমন্ত্র,

শিখামন্ত্র ও গায়ত্রীদ্বারা মন্ত্রপূত করিবেন। আমার নারায়ণমূর্ত্তি বায্বগ্নি-শোধিত দেহে হৃৎপদ্মে স্থিতা সূক্ষ্মা শ্রেষ্ঠা মূর্ত্তি; সিদ্ধগণ ওঙ্কারের পর উহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। পূজক পরে ঐ নারায়ণমূর্ত্তিরই ধ্যান করিবেন। আপনার সহিত একীভূতভাবে চিন্তিতা সেই মূর্ত্তিদ্বারা দেহ যখন পরিব্যাপ্ত হইবে, তখন অগ্রে মানসোপচারে উহার পূজা করিয়া তন্ময়-ভাবে প্রতিমাদিতে উহাকে স্থাপন ও আবাহন মুদ্রায় আবাহন করিবে; পরে অঙ্গন্যাসাদি করিয়া আমার পূজা করিতে থাকিবে। ধর্ম্মজ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি এবং অন্য নবশক্তি দ্বারা আমার আসন ও তন্মধ্যে কেশরকর্ণিকা-সমুদ্ভাসিত অষ্টদল-পদ্ম কল্পনা করিয়া আমার আসন বিধান করিবে; পরে ভোগ ও মূর্ত্তির নিমিত্ত বেদ ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে আমাকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় প্রভৃতি উপচার সকল নিবেদন করিবে। অতঃপর সুদর্শন, পাঞ্চজন্য, গদা, খড়্গ, বাণ, ধনু, হল, মুষল, কৌস্তুভ, মাল্য ও শ্রীবৎসের অর্চ্চনা করিতে হইবে। নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড চণ্ড, মহাবল, বল, কুন্দ, কুমুদেক্ষণ, গরুড়, দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্‌সেন, গুরুগণ ও দেবগণ—ইহারা আমার সহচর; প্রোক্ষণাদি-পূর্ব্বক ইঁহাদিগকেও অর্চ্চনা করিতে হইবে। সমর্থ হইলে উশীর, কর্পূর, কুঙ্কুম ও অগুরু বাসিত জল মন্ত্রপূত করিয়া তদ্দ্বারাই প্রত্যহ আমার স্নান করাইবে; সুবর্ণ, অর্ঘ্য, মহাপুরুষ-বিদ্যা, পুরুষসূক্ত, ও রাজনাদি সাম-মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে; বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পত্রাবলী, মাল্য, চন্দন ও লেপনাদি দ্বারা আমাকে অলঙ্কৃত করিবে। ভক্ত ব্যক্তি প্রেমভরে আমাকে যথাযোগ্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবেন। পাদ্য, আচমনীয়, চন্দন, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ ও দীপ প্রভৃতি উপহার সকল শ্রদ্ধার সহিত আমাকে নিবেদন করিবে। সমর্থপক্ষে সংযাব, দধি ও ব্যঞ্জন নৈবেদ্য কল্পনা করিতে হইবে। একাদশীদিনে অভিষেক, উন্মর্দ্দন, আদর্শ-অর্পণ, দন্ত-ধাবন, পঞ্চামৃতদ্বারা স্নপন, অন্নাদি-দান, গীত ও বাদ্যো-দ্যম করিতে হইবে। সমর্থ হইলে এই সকল প্রত্যহই কর্ত্তব্য। স্ব স্ব বেদবিহিত সূত্রানুসারে মেখলা, কুশ ও বেদীদ্বারা কুণ্ড বিরচিত করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্থাপনানন্তর হস্তদ্বারা উদ্দীপিত করিয়া একত্র মিলিত করিবে; পরে চারিপার্শ্বে কুশাস্তরণ করিয়া যথাবিথি সমিৎ-প্রক্ষেপাদিরূপ অগ্ন্যাধান-কর্ম্ম কর্ত্তব্য। অতঃপর অগ্নির উত্তরদিকে হোমীয় দ্রব্য সকল রাখিবে, প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ জলে প্রোক্ষণ করিবে এবং নিম্নোক্তরূপে অগ্নিতে আমাকে ভাবনা করিবে, যথা—আমি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ; আমার চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজিত; আমি প্রশান্ত, পদ্মকিঞ্জল্কবৎ পীত-বর্ণ বসন-পরিহিত, স্ফূর্ত্তিযুক্ত; কিরীট, কটক, কটি-সূত্র ও উত্তমাঙ্গদ দ্বারা আমার দেহ বিভূষিত; মদীয়-বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভিত; আমি কৌস্তুভ-মণিধারী বলমালী। আমার এবম্বিধরূপের ধ্যান-করিয়া পূজা করিতে হইবে। পরে ঘৃতসিক্ত শুষ্ক সমিধ্-দ্বারা আমার ভাগও তন্নিমিত্তক আহুতিসকল প্রদান করিতে হইবে। প্রতিমন্ত্রে আহুতি গ্রহণ করিবে এবং পুরুষসূক্ত পাঠ করিয়া ঘৃতসিক্ত হবনীয়-দ্রব্যদ্বারা হোম করিবে। বিধিজ্ঞ ব্যক্তি বিধি-অনুসারে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধর্ম্মাদির উদ্দেশে স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিবেন এবং অগ্নিমধ্যে ভগবানের অর্চ্চনা ও নমস্কার করিয়া পার্ষদদিগকে বলি অর্পণ করিবেন। পরে নারায়ণাত্মক ব্রহ্মস্মরণ-পূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। অতঃপর আচমনীয়-দানান্তে নির্ম্মাল্য ও নৈবেদ্যভাগ বিষ্বক্‌সেনকে অর্পণ করিবে। এই সকল কার্য্যের পর স্বয়ং আহার গ্রহণ করিবে। অনন্তর সুগন্ধ তাম্বূলাদি নিবেদন করিয়া দিয়া তৎপরও অর্চ্চনা করিবে। ইহার পর মদ্‌বিষয়িণী গীতি, মদীয় নাম-কর্ম্মাদি কীর্ত্তন, নর্ত্তন, মৎকর্ম্মসমূহের অভি-

নয় ও মৎকথা শ্রবণ করিবে এবং করাইবে এইরূপ করিয়া কিঞ্চিৎকাল অব্যগ্রভাবে অবস্থান করিবে। বৃহৎ, ক্ষুদ্র, পৌরাণিক ও প্রাকৃতিক স্তব-স্তুতি করিবে এবং পরে 'ভগবন্! প্রসন্ন হউন' এই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিবে। দক্ষিণ ও বামবাহু-দ্বারা মদীয় পদযুগ ক্রমান্বয়ে মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বলিবে—হে ঈশ! আমি আপনার শরণাপন্ন, মৃত্যু ও সংসার-সাগর হইতে ভীত; আমাকে আপনি পরিত্রাণ করুন। এই বলিয়া নমস্কার করিবে। এইরূপ প্রার্থনার পর মৎ-প্রদত্ত নির্ম্মাল্য সাদরে মস্তকে গ্রহণ করিবে এবং বিসর্জ্জনীয় হইলে, প্রতিমাতে যে জ্যোতিঃ স্থাপিত হইয়াছিল, উহা পুনরায় হৃৎপদ্ম-জ্যোতিতে আনিয়া বিলীন করিবে। প্রতিমাদি মধ্যে যাহাতে শ্রদ্ধা হইবে, তাহাতেই তখন আমার পূজা করিবে। আমি সর্ব্বাত্মা—সর্ব্বভূতে ও আত্মাতে অবস্থিত। ভক্তজন এইরূপে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি-মতে মদীয় পূজা করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। সমর্থ ভক্ত আমার প্রতিমা স্থাপনানন্তর সুদৃঢ় মন্দির প্রস্তুত করাইবে; নিত্য পূজার জন্য বিশিষ্ট পর্ব্বদিনে কিংবা প্রত্যেক-দিনে যাত্রা ও উৎসবার্থ রমণীয় পুষ্পোদ্যান, ক্ষেত্র, আসন, নগর ও গ্রাম সকল দান করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিয়া মদীয় সমান ঐশ্বর্য্য-ভাজন হইবে। প্রতিষ্ঠাদ্বারা চক্রবর্ত্তিত্ব, মন্দিরনির্ম্মাণদ্বারা ত্রৈলোক্য, পূজাদিদ্বারা ব্রহ্মলোক এবং উক্ত ত্রিবিধ কার্য্য-দ্বারা মৎসমতা লাভ করিবে। নিষ্কাম ভক্তিযোগে আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উল্লিখিতরূপে যিনি আমার পূজা করেন ভক্তিযোগ-লাভ তাঁহারই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্ব-দত্ত বা পরদত্ত দেববৃত্তি বা ব্রাহ্মণবৃত্তি অপহরণ করে, তাহাকে অযুতবর্ষ যাবৎ বিষ্ঠাভোজী কৃমি হইয়া কাল যাপন করিতে হয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ভগবান্ বলিলেন—প্রকৃতি-পুরুষের সহিত বিশ্বের ঐকাত্ম্য-দর্শনই সাধুলোকের কর্ত্তব্য; সুতরাং অন্যের শান্তস্বভাবের বা সদসৎ কর্ম্মের স্তুতি নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে! যে ব্যক্তি অন্যের স্বভাব ও কর্ম্মের স্তুতি-নিন্দা করে, সে বৃথা অভিনিবেশ-নিবন্ধন স্বপ্রয়োজন হইতে অচিরাৎ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ যখন রাজস অহঙ্কারের কার্য্যে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন দেহ-স্থিত জীব স্বপ্নরূপিণী মায়া বা চেতনা-শূন্য হইয়া সুষুপ্তিরূপ মৃত্যুগ্রস্ত হয়। এইরূপে দ্বৈতবিষয়ে অভিনিবিষ্ট পুরুষ বিক্ষেপ ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বৈত অবস্তু; এতন্মধ্যে ভালই বা কতটুকু, আর মন্দই বা কতটুকু? উহার অবস্তুত্ব বলিবার কারণ—যাহা বাক্যবর্ণিত বা মনঃ-কল্পিত, তাহা ত' অলীকই। প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি, আর ভ্রম—এই তিনটা পদার্থ অপদার্থ হইয়াও পদার্থ-জ্ঞান করাইয়া দেয়। এইরূপে দেহাদি পদার্থ আমরণ ভয়-জনক হইয়া থাকে। যিনি প্রভু ঈশ্বর আত্মা, বিশ্বা-কারে সৃষ্ট হন এবং স্রষ্টৃরূপে সৃষ্টি বিধান করেন। তিনি পালিত হন, তিনিই পালন করেন; তিনিই লীন হন এবং তিনিই লয় করিয়া থাকেন। সুতরাং সৃজ্যাদি ব্যতিরেকে আত্মা হইতে পদার্থান্তরের নিরূপণ সম্ভবে না। আত্মাতে যে অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত-রূপ ত্রিবিধ প্রতীত, উহা অমূলক বলিয়াই অবধারিত; জানিবে, উহা মায়াকৃত বই আর

কিছুই না। মৃদুক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিষ্ঠায় যিনি অভিজ্ঞ, তিনি স্তুতি বা নিন্দা কিছুই করেন না; সূর্য্যবৎ সংসারের সর্ব্বত্র সমভাবেই বিচরণ করিতে থাকেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, নিয়ম ও নিজানুভব—এই কয়টী দ্বারা আত্মাতিরিক্ত পদার্থকে উৎপত্তি-নাশশীল জানিবে, জানিয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে নিঃসঙ্গ হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকিবে।

উদ্ধব বলিলেন,—হে ঈশ! এই দৃশ্যমান বিশ্ব-সংসার—চেতন দ্রষ্টা আত্মার নহে এবং অচেতন দৃশ্য দেহেরও নহে। তবে এ দেহ কাহার? আত্মা যিনি, তিনি—অব্যয়, গুণাতীত, বিশুদ্ধ জ্যোতিরূপে প্রতিভাত, নিরাবরণ, অগ্নি-প্রতিমা। আর এই দেহ? ইহা ত' অচেতন কাষ্ঠতুল্য! তাই বলিতেছি, এ সংসার কাহার? ইহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন।

ভগবান্ বলিলেন,—উদ্ধব! শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সহ যে পর্য্যন্ত আত্মার সম্পর্ক, সংসার অবস্তু হইয়াও ততদিন অবিবেকীর চক্ষে বস্তুবৎ অনুভূত। স্বপ্নাবস্থায় অনর্থপাতের ন্যায়, সংসার অবস্তু হইয়াও বিষয়-চিন্তন-রত আত্মার পক্ষে আপতিত হইয়া থাকে। স্বপ্ন নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির পক্ষেই বিবিধ পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা; কিন্তু যিনি জাগ্রত, তাঁহার উহা মোহ জন্মাইতে অক্ষম। শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি আত্মার নহে; সমস্তই অহঙ্কারদৃশ্য। আত্মাই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনঃসংসৃষ্ট অভিমান-শালী, তিনিই অন্তঃস্থজীব; সুতরাং গুণ-কর্ম্ম-মূর্ত্তি তাঁহাকেই প্রকৃতি, মহান, ইত্যাদি নানারূপে কীর্ত্তন করা হয়। তিনিই কালবশে সংসার লাভ করেন—মুক্ত হইয়া থাকেন। মন, বাক্য, প্রাণ, দেহ ও কর্ম্ম—এ সকল অমূলক হইয়া ও নানারূপে প্রকাশমান; মুনিজন, গুরূপাসনা-জনিত শাণিত জ্ঞানাস্ত্র-দ্বারা উহাদিগকে ছেদন করিয়া বিতৃষ্ণভাবে ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিবেন। এ বিশ্বের আদি-অন্তে যে করণ-বস্তু ছিল, পরেও থাকিবে; মধ্যে কেবল তাহাই বিদ্যমান। বেদবাক্য, স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা, প্রত্যক্ষ প্রমাণ, উপদেশ-শ্রবণ ও তর্কদ্বারা এইরূপ যে বিবেক উৎপন্ন হয়, সেই বিবেকই জ্ঞানপদ-বাচ্য। একই সুবর্ণ যেমন সুবর্ণনির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্যের পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে এবং ঐ সুবর্ণই যেমন সুন্দর সুগঠিত ও নানানামে ব্যবহৃত হইতে থাকিলেও আপনার স্বরূপে অবস্থান করে, আমিও তেমনি এই বিবিধ বিশ্ব-রচনার হেতুভূতরূপে বিরাজিত হইয়া অগ্রে এবং পশ্চাতে সমভাবেই বিদ্যমান। ত্রিবিধাবস্থ মন, ত্রিগুণ এবং কারণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্ম সহ যে অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাই বটে সত্য। যাহা কার্য্য বা যাহা প্রকাশ্য, তাহা পূর্ব্বেও ছিল না—পরেও থাকিবে না; মধ্যে নাম মাত্র তাহার অস্তিত্ব, বস্তুতঃ মধ্যেও তাহা নাই। কেন না, যাহা যাহা অন্যোৎপন্ন ও অন্যপ্রকাশিত, তাহা তাহাই কারণ প্রকাশকতাবন্মাত্র—তৎ তৎ হইতে অপৃথক্, ইহাই আমার মনীষা। বিকার সকল অগ্রে ছিল না, ব্রহ্মা রজোগুণে উহা-দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তাই উহারা প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র মন ও পঞ্চভূত ইত্যাদি বিবিধরূপে একমাত্র ব্রহ্মাই প্রকাশমান। যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবম্বিধ উপায় সকল দ্বারা এবং গুরূপদেশে দেহাত্মবুদ্ধি অপসারণ করিবে। এইরূপে বিশদভাবে আত্মসন্দেহ ছেদন করিবে, আত্মানন্দে সন্তুষ্ট হইবে এবং কামুকগণের সঙ্গ বর্জ্জন করিবে। এই পার্থিব দেহ আত্মা নহেন; ইন্দ্রিয়বর্গ, দেবতা, প্রাণ, বায়ু, জল, অগ্নি, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, ইহারাও অনাত্ম-পদবাচ্য। আমার স্বরূপ যৎপক্ষে সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে, গুণাত্মক

ইন্দ্রিয়সমূহের সমাধানে তাঁহার আর কি গুণ হইয়া থাকে? চাঞ্চল্যেই বা কি দোষ হয়? জলদজালের আগম-নির্গমে সূর্য্যের আসিয়া যায় কি? আকাশ যেমন অনল, অনিল, জল ও ক্ষিতির গুণসমূহের সহিত অথবা আগত ও বিগত ঋতুগুণ-গণের সহিত অনাসক্ত, অহঙ্কারাতীত আত্মাও তেমনি সংসার-হেতুভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোমলের সহিত যুক্ত হইবার নহে। তথাচ মৎপ্রতি দৃঢ় অভিযোগ-দ্বারা যতদিনে না মানস-কষায় রাগ মুছিয়া যায়, ততদিন মায়াবিরচিত গুণগণ-সঙ্গ পরিহার করা বিধেয়। মনুষ্যদিগের রোগ যেমন সুচিকিৎসার অভাবে পুনঃ পুনঃ প্রকট হইয়া রোগীর বেদনা-দায়ক হয়, অপক্ককষায়-কর্ম্ম মনও তেমনি সর্ব্বত্র আসক্ত কু-যোগীর বেদনাপ্রদ হয়। এমন অনেক কু-যোগী আছে, যাহারা দৈবপ্রেরিত নরাকৃতি বিঘ্ন দ্বারা নিজপথ হইতে স্খলিত হইয়া যায়; প্রাক্তন অভ্যাসবশে জন্মান্তরে ঐ সকল যোগী যোগই প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মতন্ত্র লাভ করে না। অবিদ্বান্ জীব কোন একটা সংস্কার-পরিচালিত হইয়া আমরণ অনবরত কর্ম্ম করিতে থাকে; কিন্তু বিদ্বান্ দেহস্থ হইয়াও আত্মানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকেন। তাহাতে তাহার তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হইয়া যায়, তিনি আর দেহাদিতে আসক্তিযুক্ত হন না। বুদ্ধি যাহার আত্মস্থিতা, তিনি দেহস্থই থাকুন, আর উপবেশ, গমন, শয়ন, মূত্র-পরিত্যাগ, ভোজন, কিংবা স্বাভাবিক দর্শন-স্পর্শনাদি যে কোন কর্ম্মই করুন, তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠিয়া স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুকে প্রকৃত বস্তু বলিয়া ধারণা করেন না, তেমনি বিদ্বান্ ব্যক্তি বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি দেখিয়াও আত্মা ব্যতিরেকে অন্য বস্তু-স্বরূপে বোধ করেন না। অগ্রে গুণ-কর্ম্মসমূহ-দ্বারা আত্মাতে নানারূপের অভেদপ্রতীতি হয়; ঐ অজ্ঞান-কার্য্য জ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মা চির-অবিকৃত; সূর্য্যোদয় যেমন মনুষ্যদৃষ্টির আবরণ-অন্ধকার অপসারণ করে,—কোনরূপ বস্তু-সৃষ্টি করে না, তেমনি সাধ্বী সুদক্ষা আত্মবিদ্যা পুরুষের বুদ্ধি-অন্ধকার নাশ করে। আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ; তাহার জন্ম নাই, পরিমাণ নাই; তিনি নিখিল অনুভূতি-স্বরূপ; সুতরাং তাঁহাকেই মহানুভূতিরূপে নিরূপিত করা হয়। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, বাক্য তাঁহাকে পায় না; কেননা, বাক্য ও প্রাণ—ইহারা আত্মাদ্বারা পরিচালিত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। আত্মাতে বিকল্প মানস ভ্রম মাত্র; কেন না, আত্মাভিন্ন উহারও আশ্রয়ান্তর নাই। নানারূপ-লক্ষিত পঞ্চভূতাত্মক দ্বৈত অবাধিত। পণ্ডিতমানীদিগের মতে দ্বৈত কেবল নাম মাত্র; এ বিষয়ে বেদান্ত-উক্তি অর্থবাদ মাত্র। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্ববেদী, তাঁহাদের এরূপ প্রতীতি হয় না। অপক্ক-যোগ যোগীর দেহ অভ্যন্তরোত্থিত উপদ্রব-দ্বারা বিঘ্নিত হইয়া থাকে; উক্ত বিঘ্নের প্রতিকার বর্ণিত হইতেছে। কতকগুলি উপসর্গকে যোগ-ধারণায়, কতকগুলিকে ধারণাযুক্ত আসনক্রিয়ায় এবং কতকগুলিকে তপস্যা, মন্ত্র বা ঔষধি দ্বারা দগ্ধ করিবে। এমন কতকগুলি উপদ্রব আছে, যাহাতে যোগীর নানা অমঙ্গল আনয়ন করে; উহাদিগকে আমার ধ্যান ও নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারা এবং কতকগুলি উপসর্গকে যোগেশ্বরগণের অনুবর্ত্তন দ্বারা অল্পে অল্পে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে। অনেক পণ্ডিতব্যক্তি নানা উপায়ে দেহকে জরারোগাদি-বিরহিত ও স্থির যৌবনে উপনীত করিয়া পরে সিদ্ধিলাভার্থ যোগাচরণ করেন। কিন্তু বিজ্ঞ জনেরা ঐরূপ ব্যবস্থায় আস্থাবান্ হন না; কেন না, বনস্পতির ফলের ন্যায় দেহের পতন অবশ্যম্ভাবী। নিত্য যোগচর্য্যা করিতে করিতে যোগীর দেহ যদি জরারোগাদি রহিত হইয়া উঠে, তবে মৎপরায়ণ বুদ্ধিমান্ যোগী ঐ যোগসিদ্ধির উপরই আস্থাবান্ হইবেন—কদাচ যোগ পরিত্যাগ

করিবেন না। আমাকে আশ্রয় করিয়া যে যোগী যোগপরায়ণ হন, কোন বিঘ্নই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না; তিনি নিস্পৃহচিত্তে সুখানুভব করিতে থাকেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

উদ্ধব বলিলেন,—অচ্যুত! অবশীভূতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ যোগাচরণ একান্ত অসম্ভব বলিয়াই আমার মনে হয়। সুতরাং লোকে যাহাতে সহজে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, আমাকে সেইরূপ উপদেশই প্রদান করুন। হে পদ্মপলাশনেত্র! যোগিগণ ধ্যেয় বস্তুতে মনঃসন্নিবেশ করিতে গিয়া প্রায়ই বিফলপ্রয়াস হইয়া থাকেন; এ কারণ তাঁহারা চিত্তনিগ্রহে কাতর হইয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। সুতরাং সারাসার-চতুর সাধকেরা—হে বিশ্বেশ্বর! আপনারই নিখিলানন্দ-দায়ক চরণকমলের পূজা করিয়া থাকেন। এই সাধুগণ ভবদীয় মায়ামোহিত হইয়া পড়েন না। সুতরাং 'আমিই যোগ-চর্য্যা করিতেছি' বলিয়া কোনরূপ গর্ব্বানুভবও করেন না। হে অখিলবন্ধো! অনন্তশরণ ভৃত্যগণ যে এইরূপে আপনারই বশীভূত হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? ব্রহ্মাদি সুরেশগণের সুন্দর কিরীট-কোটি আপনারই চরণে বিলুন্ঠিত। আপনি স্বয়ং বানরগণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। হে জগতের চৈতন্যদাতা, হে আশ্রিত জনগণের সর্ব্বার্থবিধাতা, হে প্রিয়তম! আপনি আপনার সেবক-জনের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা জানিতে পারিয়া কে আপনাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে? কেই বা ঐশ্বর্য্যলাভের নিমিত্ত, অথবা সংসারজয়ের নিমিত্ত দেবতান্তরের পূজাপরায়ণ হয়? আমাদের কিসের অভাব? আমরা যে আপনার পদধূলিসেবী! হে ঈশ! আপনি অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে এবং বাহিরে গুরুরূপে শরীরীদিগের বিষয়-বাসনা দূর করিয়া দেন এবং স্ব-স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন; অতএব যাঁহারা ব্রহ্মার ন্যায় দীর্ঘজীবী, তাদৃশ ব্রহ্মবেদিগণও ভবদীয় ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। ভবৎকৃত উপকার-পরম্পরা স্মরণ করিয়া তাঁহারা উত্তরোত্তর আনন্দ-লাভই করিতে থাকেন।

শুকদেব বলিলেন,—যিনি আপনার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ শক্তি-দ্বারা মূর্ত্তিত্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এই জগৎ যাঁহার ক্রীড়নক মাত্র, সেই ঈশ্বরেশ্বর তদীয় একান্ত অনুরক্ত উদ্ধবের ঈদৃশ জিজ্ঞাসায় প্রেমমনোরম হাস্য করিয়া কহিলেন,—উদ্ধব! মনুষ্য শ্রদ্ধা-সহকারে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া এই সংসার-জয়ে সমর্থ হয়, সেই সুখময় মদীয় ধর্ম্ম সকল তোমার নিকট বর্ণন করিব। আমাতে মনোবুদ্ধি-সমর্পণে মদীয় ধর্ম্মে আত্মা ও মনের আসক্তি সঞ্চার হইতে থাকিবে। এইরূপে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে নিরুদ্বিগ্ন-ভাবে মদীয় সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। পৃথিবীতে সুর, অসুর ও নরসমাজে আমার যে সকল ভক্ত সাধু আছেন, তাহাদের আশ্রিত পবিত্র দেশ ও অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ অবলম্বন করিবে। আমার উদ্দেশে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নৃত্যগীতাদি মহারাজ-বিভূতি সকল দ্বারা পর্ব্ব, যাত্রা ও মহোৎসব সকলের অনুষ্ঠান করাইবে। আমি আকাশবৎ পূর্ণ আত্মস্বরূপ, আমাকে সর্ব্বভূতে এবং আপনাতে দর্শন করিবে। হে প্রাজ্ঞ!

যিনি এইরূপে কেবল জ্ঞানদৃষ্টির আশ্রয়ে সর্ব্বপ্রাণীকে আমারই স্বরূপ-বোধে অর্চ্চনা করেন এবং ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, ব্রহ্মস্বাপহারী বা ব্রাহ্মণদিগকে দানকারী এবং সূর্য্য ও স্ফুলিঙ্গ, ক্রূর বা অক্রূর—সর্ব্বত্র যাঁহার সমদৃষ্টি, তাদৃশ পুরুষই প্রাজ্ঞসম্মত। আমি সর্ব্বভাবে অবস্থিত; আমার এই স্বরূপস্থিতি যিনি অবগত হন,—স্পর্দ্ধা, অসূয়া, তিরস্কার ও অহঙ্কার অচিরাৎ তাঁহার নাশ হইয়া থাকে। সহাস্যবদন বন্ধু 'আমি উত্তম' 'অমুক নীচ' এইরূপ দেহ-দৃষ্টি ও এই দৃষ্টিলজ্জা উপেক্ষা করিয়া—কুকুরই হউক, চণ্ডালই হউক, আর গো-গর্দ্দভাদি যে প্রাণী হউক, সকলকেই ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। সর্ব্বভূতে আমার স্বরূপ-জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে এইরূপেই উপাসনা করিতে থাকিবে। সর্ব্বত্রই ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন করিবে; এইরূপ দর্শন হইতে যে বিদ্যা উৎপন্ন হইবে, সেই বিদ্যাবৈভবে উক্ত দর্শনকারীর পক্ষে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া সংসয়মুক্ত হন এবং সর্ব্বকর্ম্ম হইতে উপরত হইয়া থাকেন। আমি সকল ভূতেই বিরাজিত আছি, আমার এইরূপ অস্তিত্ব চিন্তা করিয়া কায়-মন-বাক্য ও দেহ প্রভৃতি দ্বারা যে আচরণ করা হয়, ঐ আচরণকেই আমি নিখিল কল্পমধ্যে সমীচীন বলিয়া মনে করি।

উদ্ধব! মদীয় নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-উপক্রম হইলে, উহার অনুমাত্র নষ্ট হয় না; কেন না, উহা নির্গুণ বিধায় উহাকেই আমি সমীচীন নির্দ্দেশ করিয়াছি। ব্যর্থ লৌকিক আয়াস-যত্ন যদি ফলকামনা-শূন্য হইয়া আমাতে অর্পিত হয়,তবে তাহাতেও ধর্ম্মই হইয়া থাকে। এই মানবদেহ অসত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, তথাচ ইহাদ্বারা ইহজন্মেই আমাকে লাভ করা যায়। জানিবে একমাত্র আমিই সত্য, আমিই অবিনশ্বর। এই আমি অল্পাধিকরূপে সমগ্র ব্রহ্মবাদ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই ব্রহ্মতত্ত্ব দেবগণেরও দুর্ব্বোদ্ধ। সুস্পষ্ট যুক্তিযুক্ত-জ্ঞান তোমার নিকট বারংবার কীর্ত্তিক হইল; ইহা জানিয়া মানব নিঃসন্দেহে সংসারমুক্ত হইবেন। তোমার প্রশ্নের এই সনাতন বেদগুহ্য উত্তর যাহা প্রদত্ত হইল, এই প্রশ্নোত্তরের যিনি অনুসন্ধান করেন, নিত্য সত্য পরমতত্ত্ব তিনি বিদিত হইয়া থাকেন। মদীয় ভক্তদিগকে সুস্পষ্টভাবে যিনি ইহা উপদেশ প্রদান করেন, সেই জ্ঞানোপদেষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ করি। যিনি প্রত্যহ পরম পবিত্রভাবে ইহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন, তিনি জ্ঞানদীপালোকে আমাকে অবলোকন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। যে মানব শ্রদ্ধার সহিত একাগ্রমনে নিত্য ইহা শ্রবণ করিবেন, তিনি আমাতে ভক্তিমান্ হইবেন; তাঁহাকে আর কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে না। সখে উদ্ধব! ব্রহ্মতত্ত্ব তোমার অবিদিত কিছুই রহিল না; এই তত্ত্বজ্ঞান-ফলে তোমার সকল মোহ অপসারিত হইল এবং মনের শোক-সন্তাপও নষ্ট হইয়া গেল। তুমি এই তত্ত্ব-উপদেশ—দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, কপট, শ্রবণ-বিমুখ, অভক্ত বা দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিকে প্রদান করিও না। যাহারা দাম্ভিকতাদি দোষ-পরিমুক্ত, তাহাদিগকে এবং ব্রাহ্মণহিতৈষী সাধুদিগকেই ইহা দান করিবে। শ্রদ্ধাবান্ শূদ্র ও স্ত্রীজাতির নিকটও ইহা কীর্ত্তনীয়। ইহা জানিলে জিজ্ঞাসুর জ্ঞাতব্য থাকে না। অমৃতপানে তৃপ্ত হইলে অবশিষ্ট পেয় কিছু থাকে কি? জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি-বিষয়ে মনুষ্যের যে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, তোমার সম্বন্ধে তৎসমস্তই আমি। সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার করিয়া মানুষ যখন আমাতে আত্মসমর্পণ করে এবং মদীয় কর্ম্ম-করণে সমুৎসুক হইয়া উঠে, তখন সে নিশ্চয়ই অমৃত লাভ করিয়া মৎসহ ঐকাত্ম্য-লাভের অধিকারী হইয়া থাকে।

শুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! যোগমার্গের

এ-হেন উপদেশ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে উদ্ধবের নয়নযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি ভগবানের স্তব করিবার অভিপ্রায়ে বদ্ধাঞ্জলি হইলেন; কিন্তু বাক্য নিঃসরণ হইল না,—কিছুই কহিতে পারিলেন না। অতঃপর উদ্ধব প্রণয়ক্ষোভিত মনকে ধৈর্য্য-সহকারে অবরুদ্ধ করিলেন এবং অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক যদুপ্রবীরের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে ঈশ! হে অজ! আমি যে মোহান্ধকার আশ্রয় করিয়াছিলাম, ভবৎসন্নিধানে তাহা আমার দূর হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য-নিকটবর্ত্তী পুরুষের নিকট শীত বা অন্ধকার কি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে? ভৃত্য আমি, আমাকে অনুগ্রহ করিয়াই আমার নিকট বিজ্ঞান-দীপ প্রজ্বালিত করিয়াছেন। ভবৎকৃত উপকার যিনি অবগত হইয়াছেন, এ-হেন কোন্ ব্যক্তি ভবদীয় পাদমূল পরিত্যাগ করিয়া অন্যের শরণাপন্ন হইবেন? আপনি সৃষ্টি বিস্তার নিমিত্ত নিজ মায়ায় দশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও সাত্বতগণের প্রতি আমার যে সুদৃঢ় স্নেহপাশ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, আত্মজ্ঞানরূপ শাণিত অস্ত্রদ্বারা আপনিই তাহা ছেদন করিয়া দিলেন। হে মহাযোগিন্! আপনাকে নমস্কার। আপনার পাদপদ্মে যাহাতে অচঞ্চল প্রীতিসঞ্চয় হয়, এই উদ্ধবকে আপনি সেইরূপ শিক্ষাই প্রদান করুন।

ভগবান্ বলিলেন—উদ্ধব! তুমি আমার আদেশে বদরিকাশ্রমে প্রয়াণ কর। সেখানে মদীয় পাদোদকতীর্থে স্নান ও উহা স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইবে এবং অলকনন্দার দর্শন লাভ ও বিবিধ পূত বল্কল পরিধান করিয়া নিখিল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। বল্কল পরিবে, বন্য ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিবে, সুখের স্পৃহা করিবে না, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইবে; সুশীল, সংযতেন্দ্রিয়, শান্ত ও সমাহিত হইবে; এইরূপ হইয়া বুদ্ধিযোগে তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞানপরায়ণ হও। আমি যাহা বিস্তৃতরূপে তোমাকে শিখাইলাম, তুমি তাহা নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিও এবং বাক্য ও মন আমাতেই নিবিষ্ট রাখিও। এইরূপে মদীয় ধর্ম্মে নিরত হইবে। অতঃপর ত্রিগুণময়ী গতি অতিক্রম করিয়া পরমগতির স্বরূপ—আমাকে লাভ করিবে।

শুকদেব বলিলেন—যাঁহার স্মরণমাত্রে সংসার পাশ ছিন্ন হইয়া যায়, উদ্ধব সেই শ্রীকৃষ্ণের ঈদৃশ উপদেশ পাইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তদীয় চরণযুগলোপরি নিজ মস্তক স্থাপন করিলেন। তিনি সুখ-দুঃখ-মুক্ত হইয়াছিলেন, তথাচ প্রস্থানকালে আর্দ্রচিত্তে নয়নজল সেচন করিতে লাগিলেন। যাঁহার প্রতি সঞ্চারিত স্নেহ ছিন্ন করা যায় না, তদীয় বিয়োগনিবন্ধন উদ্ধব কাতর হইয়া পড়িলেন; তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া অত্যন্ত বিহ্বলভাবে কৃষ্ণানুভব করিতে লাগিলেন। অতঃপর প্রভুদত্ত পদযুগ্ম মস্তকে ধরিয়া বারংবার নমস্কার-পূর্ব্বক অতি কষ্টে প্রস্থান করিলেন। মহাভাগবত উদ্ধব জগতের সর্ব্বপ্রধান গুরু শ্রীহরির আদেশে বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিলেন এবং তথায় গিয়া তপস্যাচরণ করিয়া শ্রীহরির স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। যোগেশ্বরেরাও যদীয় চরণসেবায় নিরত, সেই শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ভক্তের প্রতি কথিত আনন্দপ্রবাহবৎ এই জ্ঞানসুধা যিনি ভক্তিভরে অত্যল্পমাত্রও পান করেন, মুক্তি তাঁহার করায়ত্ত হয়। তাঁহার মঙ্গল-লাভে এই সমগ্র জগৎই মুক্ত হইতে পারে। যিনি সংসার ও জরারোগাদি ভয়-বিনাশার্থ পুষ্প হইতে মধুসংগ্রাহী ভ্রমরের ন্যায় সাগর-গর্ভ হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানময় বেদসার-সুধা উদ্ধার করিয়া স্বীয় ভৃত্যদিগকে পান করাইয়াছিলেন, সেই নিগমকর্ত্তা কৃষ্ণনামধেয় আদিপুরুষকে আমার নমস্কার।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসিলেন—মহাভাগবত উদ্ধব বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলে ভূতভাবন ভগবান্ তখন দ্বারকায় কি করিতে লাগিলেন? তাঁহার নিজবংশ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়াছিল; তখন সেই যাদবশ্রেষ্ঠ সর্বেব-ন্দ্রিয়ের প্রিয়তম দেহ কিরূপে পরিত্যাগ করিলেন? হে ভাগবত! তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। যাঁহার শ্রীমূর্ত্তিতে দৃষ্টি পড়লে অবলাগণ আর সে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিতে পারিত না, যাঁহার চরিত-কথা শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইয়া সাধুগণের চিত্তে সংলগ্ন হইয়া যায়, যাঁহার সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্য বর্ণিত হইতে থাকিলে কবিকথার উল্লাস প্রকাশ পায়—কবিগণের যশোবিস্তার হয় এবং যাঁহাকে অর্জ্জুনের সারথ্য-কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়া যুদ্ধহত যোদ্ধৃগণ তদীয় সারূপ্যলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার তাদৃশ মূর্ত্তি কিরূপে পরিহার করিলেন?

ঋষি বলিলেন,—স্বর্গ, ভূতল ও গগন-মণ্ডলে যখন বিবিধ উৎপাত উত্থিত হইল, তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ তখন সভাসীন যাদবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে যাদবগণ! দ্বারকায় যমরাজের কেতনরূপে এই সকল উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইতেছে; অতএব এস্থানে আমাদের অবস্থান উচিত হইতেছে না—স্থান পরিত্যাগই আমার মতে সমীচীন। অত্রত্য স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণ সকলেই শঙ্খোদ্ধারে প্রয়াণ করুন; আমরা সকলে প্রভাস-ক্ষেত্রে গমন করিব। তথায় পুণ্যতোয়া সরস্বতী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছেন; সেই সরস্বতী-জলে স্নানান্তে পবিত্র হইয়া উপবাস করিব এবং সংযত হইয়া অভিষেক, লেপন ও অর্চ্চনা-দ্বারা দেবগণের পূজা প্রদান করিব। সেখানে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা হইবে; তাহাতে গো, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব ও রথাদি দানে মহাভাগ ব্রহ্মণদিগকে আমারা অর্চ্চনা করিব। দেব, ব্রাহ্মণ ও গো-গণের অর্চ্চনাই এইরূপ অমঙ্গল-নাশের কারণ এবং মঙ্গলোৎপত্তির নিদান।

মধুসূদনের এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধগণ সকলেই তদ্বাক্যে সম্মত হইলেন এবং নৌকাযোগে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক্ প্রভাসক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া যাদবগণ পরম-ভক্তি-সহকারে সর্ব্ববিধ মঙ্গলাচরণ-পূর্ব্বক যদুপতির বাক্য পালন করিলেন।

অনন্তর দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহাদের মতিভ্রম হইল; তাঁহারা সকলেই বুদ্ধিবিলোপী সুরস মৈরেয় পান করিলেন। কৃষ্ণমায়া মোহিত মহাপানমত্ত বীরগণ মধ্যে একটা মহাকলহ উপস্থিত হইল। তখন সকলেই রোষাবেশে বধোদ্যত হইয়া ধনুঃ, অসি, ভল্ল, গদা, তোমর ও ঋষ্টি-জাল দ্বারা পরস্পর যুদ্ধারম্ভ করিলেন। সেই দুর্ম্মদ যোদ্ধৃবৃন্দ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত পতাকা মণ্ডিত রথ ও গজারোহণে গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, মহিষ, অশ্বতর ও মনুষ্যদিগের সহিত পরস্পর মিলিত হইয়া শরনিকর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন; মনে হইল, যেন কাননচারী গজগণ পরস্পরকে দন্তাহত করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব, অক্রুর ও ভোজ, অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি, সুভদ্র ও সংগ্রামজিৎ, সারণ ও গদ, সুমিত্র ও সুরথ পরস্পর জাতমৎসর হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্ভিন্ন নিশঠ, উল্মূক, সহস্রজিৎ ও ভানু প্রভৃতি যদুবীরগণও মুকুন্দ-মোহিত ও মদান্ধ হইয়া পরস্পরকে অতিমাত্র আহত করিতে লাগিলেন। দশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, সাত্বত, মধু, অর্ব্বুদ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জ্জন, কুকুর

ও কুন্তি-বংশীয়েরা পরস্পরের সোহার্দ্দ-সূত্র ছিন্ন করিয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মোহাচ্ছন্ন হইয়া পুত্রগণ—পিতৃগণ সহ, ভ্রাতৃগণ—ভ্রাতৃগণ সহ, ভাগিনেয়গণ—মাতুলগণ সহ, ভ্রাতুষ্পুত্রেরা—পিতৃব্য-গণ সহ, মিত্রগণ—মিত্রগণ সহ, সুহৃদ্‌গণ—সুহৃদ্‌বর্গ সহ যুদ্ধারম্ভ করিল; জ্ঞাতিবর্গ জ্ঞাতিদিগের প্রহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে শরনিকর নিঃশেষ হইয়া গেল, কার্ম্মুক সকল ভগ্ন হইল এবং অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র ফুরাইল। তখন তাহারা এক এক মুষ্টি এরকা লইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল; মুষ্টিধৃত ঐ সকল এরকাগুচ্ছ বজ্রপরিঘতুল্য হইয়া দাঁড়াইল। শ্রীকৃষ্ণের নিষেধ-সত্ত্বেও তদ্দ্বারা শত্রু-মিত্র সকলেই সকলকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

রাজন্! মোহান্ধ যাদবেরা কৃষ্ণ-বলরামকেও প্রতিপক্ষ-বোধে বধ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইল। তখন তাঁহারা উভয়েও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এরকামুষ্টিরূপ লৌহ-লগুড় উত্তোলন করিয়া আক্রমণ-কারীদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। যেমন বেণুজন্য বহ্নি বন দহন করে, তেমনি স্পর্দ্ধাজাত ক্রোধ কৃষ্ণ-মায়ামোহিত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যাদবদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বংশ ধ্বংশ হইল। তখন কেশব মাত্র অবশিষ্ট; তিনি মনে করিলেন,—অহো! ভূ-ভার অপনীত হইল।

এদিকে রাম সমুদ্রতীরে গিয়া পরমপুরুষের ধ্যানরূপ যোগাবলম্বনে আত্মাতে আত্মযোজনা করিয়া মনুষ্যলোক পরিত্যাগ করিলেন। রামের নির্ব্বাণ-দর্শনে ভগবান্ দেবকী-নন্দন শোকাভিভূত হইলেন, তাঁহার মুখে আর বাক্য-নিঃসরণ হইল না; তিনি মৌনী হইয়া এক অশ্বত্থ-তরুতলে উপস্থিত হইলেন এবং চতুর্ভূজরূপ ধারণ-পূর্ব্বক নির্ধূম পাবকবৎ স্বীয় জ্বলন্ত প্রভাপুঞ্জে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করত ধরাতলে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার তাৎ-কালিক মূর্ত্তি—শ্রীবৎস-লক্ষিত, নবঘনবৎ শ্যামবর্ণ, তপ্তকাঞ্চননিভ কৌষেয়বসনযুগল-বেষ্টিত, মঙ্গল-ময়, সুস্মিত-বদনপদ্মযুক্ত, সুনীল-কেশপাশভূষিত, কমলাক্ষ, স্ফুরিত-মকরকুণ্ডলোদ্ভাসিত এবং কটিসূত্র, ব্রহ্ম-সূত্র, কিরীট, কটক, অঙ্গদ, হার, নূপুর, মুদ্রা ও কৌস্তুভ-দ্বারা বিদ্যোতিত; তদীয় গলে বনমালা বিলম্বিত; তিনি স্বীয় মূর্ত্তিমান্ অস্ত্রশস্ত্রে সমলঙ্কৃত; তাঁহার পদতল রক্তোৎপলনিভ; তিনি বামপদ দক্ষিণ উরুর উপর রাখিয়া বৃক্ষতলে উপবিষ্ট। জরা নামক জনৈক ব্যাধ, মুষলাবশিষ্ট লৌহখণ্ড-দ্বারা শরনির্ম্মাণ করিয়াছিল। ঐ সময় উক্ত ব্যাধ সেই বনপ্রদেশে উপস্থিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই পাদপদ্ম দূর হইতে মৃগমুখ বলিয়া মনে করিল। তখন ব্যাধ মৃগভ্রমে উহা শরবিদ্ধ করিল; কিন্তু পরক্ষণেই সে চতুর্ভূজ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করত ভূ-পতিত হইল; বলিল,—হে মধুসূদন! মহাপাপী আমি, না জানিয়া এরূপ কর্ম্ম করিয়াছি। হে পবিত্র! আমাকে ক্ষমা করুন। যাঁহাকে স্মরণ করিলে মনুষ্যগণের অজ্ঞানান্ধকার অপসৃত হইয়া যায়, প্রভু হে, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু আপনি, আপনার আমি অমঙ্গল করিয়াছি। অতএব, হে বৈকুণ্ঠবিহারিন্! এ পাপাচারী ব্যাধকে আপনি বিনাশ করুন। ভবদীয় স্বাধীন মায়াকৌশল বিরিঞ্চি ও রুদ্রাদিরও অবিদিত এবং অন্যান্য বেদবেদিগণেরও অজ্ঞেয়; আপনাকে আমরা কি বলিয়া স্তব করিব? আমাদের দৃষ্টি ভবদীয় মায়ায় আচ্ছন্ন এবং সত্যই আমরা নীচ-কুলোৎপন্ন!

ভগবান্ বলিলেন,—ব্যাধ! ভীত হইও না; উত্থিত হও। এ কার্য্য আমারই মায়াকৃত; অতএব আমার আদেশে সুকৃতিশালীদিগের গতি—স্বর্গধামে গমন কর।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্যাধ তিনবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিল এবং তাঁহাকে নমস্কার-পূর্ব্বক বিমানারোহণে স্বর্গে প্রয়াণ করিল।

মহারাজ! এদিকে দারুক শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তুলসীর সদ্‌গন্ধ যুক্ত বায়ু আঘ্রাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে গমন করিলেন; দেখিলেন, প্রভু দীপ্তদ্যুতি অস্ত্রে-শস্ত্রে বিদ্যোতিত হইয়া অশ্বত্থমূলে উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে দারুক স্নেহার্দ্রচিত্তে রথ হইতে লম্ফ দিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে পাদ-যুগলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,—প্রভু হে, ভবদীয় পাদপদ্মের অদর্শনে দৃষ্টি আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে। নিশানাথের অস্তগমনে রাত্রিতে দিঙ্‌নির্ণয় যেমন অসম্ভব, তেমনি আমি অধুনা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; শান্তিও পাইতেছি না।

কৃষ্ণসারথি দারুক এই সকল কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে সেই গরুড়চিহ্নিত রথ অশ্ব ও ধ্বজ সহ আকাশে উত্থিত হইল; শ্রীকৃষ্ণের দিব্যাস্ত্র সকলও সেই রথের অনুগমন করিল। এই ব্যাপারে সারথির চিত্ত বিস্ময়-বিপ্লুত হইলে, জনার্দ্দন তাহাকে বলিলেন, —সূত! তুমি দ্বারকায় প্রয়াণ কর এবং সেখানে গিয়া জ্ঞাতিবর্গের পরস্পর নিধন, সঙ্কর্ষণের তিরোভাব এবং আমার এই অবস্থার কথা বন্ধুগণের নিকট বর্ণন কর। বন্ধুগণের সহিত দ্বারকায় অবস্থান তোমাদের আর উচিত হইবে না; কেন না, মদ্‌বিরহিতা যদুপুরী অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইবে। স্ব স্ব স্ত্রী-পরিবার ও মদীয় পিতা-মাতার সহিত সকলকেই অর্জ্জুন-রক্ষিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাইতে বলিবে। তুমি আমার ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ নিরপেক্ষ হইয়া থাকিবে। এ জগৎ যে একটা মায়াবিরচিত বস্তু, ইহাই অবগত হইবে—হইয়া শমতা অবলম্বন করিবে।

ভগবানের এই কথা শুনিয়া দারুক তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তদীয় পদদ্বয় মস্তকে রাখিয়া দুর্ম্মনায়মান হইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

ত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—মহারাজ! অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব-দর্শনার্থ ব্রহ্মা, ভবানী, ভব, সুরেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ; মুনিগণ, প্রজাপতিগণ, পিতৃগণ; সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, চারণ, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ এবং ব্রাহ্মণগণ তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা আগমন-কালে ঔৎসুক্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও কৃত কর্ম্ম সকল গান ও বর্ণন করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিমানশ্রেণী-দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল; তাঁহারা পরম ভক্তিভরে বিমান হইতে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তখন ব্রহ্মাকে এবং স্বীয় বিভূতি—দেবগণকে দর্শন করিয়া আত্মাতে আত্মযোজনা করত স্বীয় নলিন-নয়ন দুইটী নিমীলিত করিলেন এবং আগ্নেয়ী-যোগধারণা-বলে স্বীয় দেহ দগ্ধ না করিয়াই স্বধামে উপনীত হইলেন। স্বর্গে তখন দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল; সত্য, ধর্ম্ম, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য ও লক্ষ্মীদেবীও ভূমণ্ডল হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

অবিজ্ঞেয়গতি শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বধামে গমন করেন, তখন ব্রহ্মাদি দেবগণমধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং কেহ বা না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মনুষ্যগণ যেমন মেঘমণ্ডল ছাড়িয়া সৌদামিনীর গতি লক্ষ্য করিতে পারে না, তেমনি দেবতারাও কৃষ্ণের গতি অবধারণ করিতে পারিলেন না। তৎকালে ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেববৃন্দ হরির যৌগিক গতি চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং সবিস্ময়ে উহার প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন।

হে রাজন্! নটের নেপথ্য-বিধানের ন্যায় পরমেশ্বরের এই যে দেহ ধারণ এবং যাদবাদি শরীরী দিগের মধ্যে জনন, মরণ ও কার্য্যকলাপ, ইহা তাঁহার মায়া বিড়ম্বনা বলিয়াই জানিবেন। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, করিয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, করিয়া ইহাতে বিহার করেন এবং অন্তে ইহার ধ্বংস সাধন করেন, করিয়া স্বয়ং শান্তভাবে বিরাজ করিতে থাকেন। যিনি যমালয় নাত গুরুপুত্রকে মনুষ্য কলেবরেই আনিয়াছিলেন, তুমি ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা দগ্ধ হইতে বসিলে যে শরণাগতবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবকেও যিনি পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন এবং ব্যাধকে যিনি স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর কি নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতেন না? তবে তিনি সাধারণ দেহীর ন্যায় যে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, তৎ সম্বন্ধে বক্তব্য,—তিনি ঈশ্বর, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের তিনিই একমাত্র কারণ—স্বয়ং ভগবান্; এই মর্ত্যকলেবরে তাঁহার প্রয়োজনই বা কি? এইরূপ বোধ জন্মাইবার জন্য আত্মনিষ্ঠ সাধুগণকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ভূতলে আর তিনি সশরীরে অবস্থান করিলেন না। যে মানব প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিভরে সংযতভাবে শ্রীকৃষ্ণের এই গতিবার্ত্তা কীর্ত্তন করিবেন, তিনিও ঐরূপ গতি লাভ করিতে পরিবেন; ঐ গতি অপেক্ষা উত্তমগতি আর নাই।

হে ভূপতে! এদিকে দারুক কৃষ্ণবিরহিত দ্বারকায় আসিয়া বসুদেব ও উগ্রসেনের চরণযুগলে পতিত হইলেন এবং নয়নবারিদ্বারা তাঁহাদের চরণ সিক্ত করিলেন। বৃষ্ণিগণ সকলেই নিহত হইয়াছেন, এই দুঃসংবাদ দারুকের মুখ হইতে ব্যক্ত হইল। তৎশ্রবণে দ্বারকাবাসী সকলেই উদ্বেগভরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যথায় জ্ঞাতিবর্গ গতজীবন হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, তখন কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল হইয়া স্ব স্ব গণ্ডে আঘাত করিতে করিতে সেই স্থানে গমন করিলেন। দেবকা, রোহিণী এবং বসুদেব পুত্র রাম কৃষ্ণের অদর্শনে শোকার্ত্ত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহারা সেই পুত্রযুগলের বিরহে কাতর হইয়া অবশেষে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। স্ত্রীগণ স্ব স্ব স্বামিদেহ আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিলেন; রামপত্নীগণ পতিদেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন। বসুদেবের পত্নীগণ স্বামীর মৃতদেহ এবং শ্রীহরির পুত্র বধূগণ স্ব স্ব পতিদেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিলেন; রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীগণও অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরহ কাতর অর্জ্জুন কৃষ্ণগীত তত্ত্ববাক্যে নিজেকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। যে সকল আত্মীয় বন্ধু নিহত হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগের জলপিণ্ডাদি দানের ব্যবস্থা করাইলেন।

মহারাজ। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা পরিত্যাগ করিবামাত্র সমুদ্র ভগবানের শ্রীযুক্ত ভবন ব্যতীত দ্বারাবতীর সর্ব্বস্থান প্লাবিত করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে অশেষ অশুভ নষ্ট হইয়া থাকে; সর্ব্বমঙ্গলাস্পদ মধুসূদন নিত্যই ঐ দ্বারকাভবনে সন্নিহিত। অর্জ্জুন হতাবশিষ্ট স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া গেলেন এবং বজ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

হে রাজন্! তোমার পিতামহগণ অর্জ্জুন-মুখে সুহৃদ্বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমাকে বংশধররূপে রাখিয়া সকলেই মহাপ্রস্থান করিলেন। দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের এই জন্ম-কর্ম্ম-কথা যিনি শুনিবেন এবং শুনাইবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। ভগবান্ হরির এই পরমমঙ্গলময়ী মনোহর অবতার-কথা এবং মঙ্গলময় বিক্রম ও বাল্যচরিত কীর্ত্তন করিলে মানবগণ কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করিবেন।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

একাদশ স্কন্ধ সম্পূর্ণ।

দ্বাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—সুপ্রসিদ্ধ বৃহদ্রথবংশে রিপুঞ্জয় বা পুরঞ্জয় নামে এক রাজা উৎপন্ন হইবেন। তাঁহার মন্ত্রী শুনক তাঁহাকে বিনাশ করিয়া প্রদ্যোত-নামক নিজপুত্রকে রাজ-সিংহাসনে বসাইবেন। প্রদ্যোতের পুত্রের নাম পালক; তৎপুত্র বিশাখ, তৎপুত্র রাজক। রাজই হইতে নন্দিবর্দ্ধন জন্ম গ্রহণ করিবেন। প্রদ্যোতবংশীয় এই পাঁচজন রাজা একশত অষ্টাত্রিংশ বর্ষ যাবৎ রাজ্য-শাসন করিবেন। পরে শিশুনাগ রাজা হইবেন। তৎপুত্র কাকবর্ণ, তৎপুত্র ক্ষেমধর্ম্মা, তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, তৎপুত্র বিধিসার। বিধিসারের পুত্র অজাতশত্রু; তৎপুত্র দর্ভক, তাঁহার পুত্র অজয়, তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন, তাঁহা হইতে মহানন্দি, তাঁহা হইতে শিশুনাগ। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই শিশুনাগাদি দশজন রাজা কলিকালে তিনশত ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত পৃথ্বী পালন করিবেন। হে রাজন্! মহানন্দির নন্দনামে এক শূদ্রাগর্ভজাত ক্ষত্রিয়হন্তা বলবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। এই নন্দের অপর নাম মহাপদ্ম। এই সময় হইতে শূদ্রপ্রায় অধার্ম্মিক রাজগণ জন্ম গ্রহণ করিবেন।

নন্দরাজা অপ্রতিহত-শাসন হইবেন। মহাপদ্ম দ্বিতীয় পরশুরামবৎ একচ্ছত্রা ধরা পালন করিবেন। সুমাল্য প্রভৃতি নামে পরিচিত তদীয় অষ্টপুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন; ঐ পুত্রগণ শতবর্ষ ধরিয়া পৃথ্বী পালন করিবেন। চাণক্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, অনুগত বিশ্বস্ত নন্দরাজার এবং তদীয় অষ্টপুত্রের বিনাশ সাধন করিবেন। এই রাজবংশের অভাবে মৌর্য্যরাজগণ পৃথ্বী পালন করিতে থাকিবেন। চাণক্যের কর্ত্তৃত্বে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার, তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুযশাঃ, তৎপুত্র সঙ্গত তৎপুত্র শালিশূক, তৎপুত্র সোমশর্ম্মা, তৎপুত্র শতধন্বা। এই শতধন্বার বৃহদ্রথ-নামে একপুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন। বৃহদ্রথের পুত্র দশরথ। হে কুরুনন্দন! কলিকালে মৌর্য্যবংশীয় এই দশ জন রাজা একশত সপ্তত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন। অতঃপর বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বীয় প্রভুকে বধ করিয়া শুঙ্গবংশীয়দিগের মধ্যে প্রথম রাজা হইবেন। পুষ্পমিত্রের অগ্নিমিত্র নামে এক পুত্র হইবে। অগ্নিমিত্রের পুত্র সুজ্যেষ্ঠ। সুজ্যেষ্ঠের তিন পুত্র উৎপন্ন হইবে; তাহাদের নাম—বসুমিত্র, ভদ্রক ও পুলিন্দ। পুলিন্দের পুত্র উদ্‌ঘোষ, তৎপুত্র বজ্রমিত্র, তাহা হইতে ভাগবত এবং তাহা হইতে দেবভূতি উৎপন্ন হইবেন। শুঙ্গবংশীয় এই দশজন নরপতি একশত দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন।

হে ভূপতে! অতঃপর এই পৃথ্বী অপেক্ষাকৃত অল্পগুণ-সম্পন্ন কণ্বদিগের করায়ত্ত হইবে। শুঙ্গবংশীয় শেষ রাজা দেবভূতি অত্যন্ত কামাসক্ত হইয়া পড়িবেন; তাই তদীয় মন্ত্রী কণ্ব তাঁহাকে বিনাশ করিয়া নিজেই রাজ্য শাসন করিতে থাকিবেন। কণ্বের পুত্র মহামতি বসুদেব: তাঁহার পুত্র ভূমিত্র। ইঁহার নারায়ণ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। নারায়ণ হইতে সুশর্ম্মা।

কণ্ববংশীয় এই পঞ্চ ভূপতি তিনশত পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য পালন করিবেন। বলি নামে জনৈক শূদ্র ভৃত্য সুশর্ম্মার প্রাণসংহার করিয়া কিয়ৎকাল রাজ্য পালন করিবে। অতঃপর বলির ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হইবেন। কৃষ্ণের পুত্র শান্তকর্ণ, তৎপুত্র পৌর্ণমাস, তৎপুত্র লম্বোদর, তৎপুত্র চিবিলক এবং তাহা হইতে মেঘস্বাতি জন্ম গ্রহণ করিবেন। মেঘস্বাতির পুত্র দৃঢ়মান্ তৎপুত্র অনিষ্টকর্ম্মা তৎপুত্র হানেয়, তৎপুত্র তল, তলের পুত্র পুরীষভীরু, তৎপুত্র সুনন্দন, তৎপুত্র চকোর, চকোরের পুত্র বৈঠক, তৎপুত্র শত্রুজয়ী শিবস্বাতি, তৎপুত্র গোমতী, তাহা হইতে পুরীমান্ জন্ম গ্রহণ করিবেন। পুরীমানের পুত্র মেধ, তৎপুত্র শিরা, তৎপুত্র শিরস্কন্ধ, তৎপুত্র যজ্ঞশ্রী, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র ভাব্য, তৎপুত্র লোমধি। এই ত্রিশজন রাজা চারিশত ষট্পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিবেন। অতঃপর অতিলোলুপ সপ্ত আভীর, দশ গর্দ্দভী এবং ষোড়শ কঙ্ক রাজা হইবে; অবভৃতি নগরী তাহাদের রাজধানী হইবে। ইহার পর আটজন যবন, চতুর্দ্দশ তুরস্ক, দশ গুরুণ্ড এবং একাদশ জন মৌল রাজা হইবে। মৌল রাজগণ ব্যতীত উক্ত আভীর রাজগণই এক হাজার নিরানব্বুই বৎসর রাজত্ব করিবেন। একাদশ মৌলরাজা তিনশত বৎসর রাজ্য শাসন করিবে। তাহাদের অবসানে কিলকিলা নাম্নী নগরীতে থাকিয়া নিম্নোক্ত রাজগণ রাজত্ব করিতে থাকিবেন। প্রথম ভূতনন্দ ও দ্বিতীয় বঙ্গিরি; তদ্ভ্রাতা শিশুনন্দি এবং শিশুনন্দির পুত্র প্রবীরক। এই রাজগণ একশত ছয় বৎসর ধরিয়া ধরা-রাজ্য ভোগ করিবেন। সেই ভূতনন্দ প্রভৃতি রাজপঞ্চকের ত্রয়োদশ পুত্র উৎপন্ন হইবেন। ঐ পুত্রগণ বাহ্লীক নামে বিখ্যাত হইবেন। অতঃপর ক্ষত্রিয় রাজা পুষ্পমিত্রের রাজত্ব আরম্ভ। পুষ্পমিত্রের পুত্র দুর্মিত্র। ইহার পর উল্লিখিত বাহ্লীক বংশ হইতে সপ্ত অন্ধ্র ও সপ্ত কৌশল—এই চতুর্দ্দশ জন রাজা বিদূরপতি ও নিষধপতি হইয়া একই কালে রাজত্ব করিতে থাকিবেন। মগধরাজ বিশ্বস্ফূর্জ্জি, পূর্ব্বোক্ত পুরঞ্জয়ের ন্যায় পুরঞ্জয়ী হইবেন। নীচ পুলিন্দ, যদু ও মদ্রক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে তিনি ম্লেচ্ছ করিবেন। বলবান্ বিশ্বস্ফূর্জ্জি ক্ষত্রিয়দিগকে বিতাড়িত করিয়া পদ্মাবতী নগরীতে ত্রিবর্ণ ভিন্ন অধিকাংশ প্রজা লইয়া রাজত্ব করিবেন; গঙ্গাদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগের রাজা হইবেন। সুরাষ্ট্র, অবন্তী, আভীর, শূর, অর্ব্বুদ ও মালবদেশীয় বিপ্রগণ ও রাজগণ সংস্কারাভাবে শূদ্রপ্রায় হইবেন। বেদাচারবর্জ্জিত বা শূদ্রোচিত সংস্কার-শূন্য ম্লেচ্ছগণ সিন্ধুতীর, চন্দ্রভাগা, কৌন্তী ও কাশ্মীর মণ্ডল শাসন করিবে।

হে ভূপ! এই সকল ম্লেচ্ছপ্রায় রাজা একই সময়ে রাজ্য শাসন করিতে থাকিবে। এই রাজগণ অধার্ম্মিক, অসত্যনিষ্ঠ, অল্পদাতা, তীব্রকোপন,—স্ত্রী, বালক ও গো-দ্বিজবধে শঙ্কাশূন্য এবং পরদার ও পরধনে অভিলাষী হইবে। ইহারা অত্যধিক হর্ষ-বিমর্ষ-সম্পন্ন ও বলশালী হইবে। ইহাদের সংস্কার বা ক্রিয়া থাকিবে না। ইহারা রজস্তমোগুণে আবৃত রহিবে। এই রাজবেশী ম্লেচ্ছেরা প্রজাপীড়ক হইবে। ইহাদের অধীনস্থ প্রজাপুঞ্জ রাজাদের পরস্পর পীড়নে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—হে ভূপতে! অতঃপর প্রবল কালের বশে ধর্ম্ম, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মৃতি নাশ পাইতে থাকিবে। কলিকালে ধনই মনুষ্যগণের জন্ম, আচার ও গুণাদি নির্দ্ধারণের এবং বলই ধর্ম্ম ও ন্যায়নিষ্ঠা-নিরূপণের মূল হইবে। দাম্পত্যে কুল বা গোত্র-বিচার থাকিবে না; উহাতে নিরন্তর মনোরথ, ক্রয়-বিক্রয়ে ছল-চাতুরী, স্ত্রীত্বে ও পুরুষত্বে রতিকৌশল এবং ব্রাহ্মণত্বে মাত্র যজ্ঞসূত্রই শ্রেষ্ঠতার স্থান অধিকার করিবে। দণ্ড ও অজিনাদি চিহ্ন-ধারণই আশ্রমজ্ঞানের এবং উহাই এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রম গমনের কারণ হইবে। অর্থাভাব-নিবন্ধন পরাজয় ঘটিবে। বহু বাগ্‌বিন্যাসই পাণ্ডিত্যের হেতু হইবে। ধনহীনতাই অসাধুতার লক্ষণ বলিয়া ধরা হইবে। গর্ব্বই সাধুতার চিহ্ন হইবে। স্বীকার-মাত্রই বিবাহের হেতু হইবে। দেহশৌচ সম্বন্ধে স্নান মাত্রই অঙ্গ-পরিষ্কারের কারণ হইবে। দূরস্থ জলাশয়ই তীর্থ হইবে। কেশধারণ, লাবণ্য ও উদরম্ভরিতাই পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়াইবে। বাচালতাই সভ্যতার পরিচয় হইবে। কুটুম্বপোষণ কৃতিত্ব দেখাইবার নিমিত্ত এবং ধর্ম্মকার্য্য যশোলাভ-নিমিত্ত হইবে। পৃথিবী যখন এইরূপে দুষ্ট-জনাকীর্ণ হইয়া পড়িবেন, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-বর্ণমধ্যে যিনি অধিক বলবান্, তিনিই রাজা হইবেন। লুব্ধ, নিষ্ঠুর ও দস্যুর ন্যায় যাহাদের আচরণ, তাদৃশ রাজারাই পরস্ত্রী ও পরধন হরণ করিবে। এইজন্য প্রজাগণকে অগত্যা গিরি, দরী ও কানন-কুঞ্জে আশ্রয় লইতে হইবে। শাক, মূল, আমিষ, মধু, ফল, পুষ্প ও অস্থি-দ্বারা তাহাদিগের প্রাণধারণ-কার্য্য চলিবে। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে; তাহাতে অনেকেরই প্রাণ-হানি ঘটিবে। শীত, বাত, আতপ, বর্ষা ও হিমাদি, প্রাকৃতিক উপদ্রবে এবং পরস্পর বিবাদে, ক্ষুধা-ব্যাধিতে ও চিন্তানলে লোকদিগকে অতিমাত্র প্রপীড়িত হইতে হইবে। মনুষ্যদিগের পরমায়ু পঞ্চাশৎ বর্ষ মাত্র হইবে। দেহধারীদিগের দেহ ক্ষীণ হইতে থাকিবে। বর্ণাশ্রমীদিগের বেদপথ সকল বিলুপ্ত হইবে। ধর্ম্ম, পাষণ্ডজন-বহুল হইবে। রাজারা দস্যু প্রকৃতি হইবে। মনুষ্যেরা চৌর্য্য, মিথ্যা ও বৃথা হিংসা প্রভৃতি দুরাচার পরায়ণ হইবে। সর্ব্ব-বর্ণই শূদ্রপ্রায় হইবে। ধেনুগণ প্রমাণে ছাগতুল্য হইবে। আশ্রমসমূহ গৃহের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে। বৈবাহিক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিগণই আত্মবন্ধু হইবে। ওষধিগণ ক্ষীণগুণ ও মেঘবৃন্দ বিদ্যুদ্‌বহুল হইবে। গৃহ সকল শূন্য হইবে। এই ভাবে কলিকালের যখন অবসান ঘটিবে, লোক সকল তখন গর্দ্দভাচারী হইয়া উঠিবে। তৎকালে ধর্ম্মরক্ষা-কল্পে ভগবানের আবির্ভাব হইবে! সর্ব্বাত্মা বিষ্ণু সত্ত্বগুণাবলম্বনে জন্ম-গ্রহণ করিবেন। সাধুগণের পরিত্রাণার্থ শম্ভলগ্রামে বিপ্রশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বিষ্ণুযশার ভবনে কল্কিরূপে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। ভগবান্ কল্কি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যশালী অসাধুগণের শাস্তা ও অতুলনীয় প্রভাব-সম্পন্ন হইবেন। তিনি দেবদত্ত তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। রাজচিহ্নধারী কোটি কোটি দস্যু, তাঁহার খড়গাঘাতে বিনষ্ট হইবে। এইরূপে দস্যুদল বিনষ্ট হইলে, ভগবানের অঙ্গরাগ-সৌরভে সুরভীকৃত অনিলস্পর্শে পুর-জনপদবাসী-দিগের মন পবিত্র হইবে। সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেব যখন তাহাদের হৃদয়স্থ হইবেন, তখন তাহাদের বহু সন্তান-সন্ততি লাভ হইবে। ধর্ম্মরাজ কল্কি অবতীর্ণ

হইবার পর, সত্যযুগের সূচনা হইবে। তৎকালে সর্ব্বপ্রজাই সত্ত্বগুণাবলম্বী হইবে। যৎকালে চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতি পুষ্যানক্ষত্রে কর্কটরাশিতে মিলিত হইবেন তখন হইতেই সত্যযুগের আরম্ভ হইবে।

এই আমি সোম-সূর্য্যবংশীয় ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান রাজগণের ইতিবৃত্ত তোমার নিকট বিবৃত করিলাম। তোমার জন্ম হইতে নন্দরাজের অভিষেক-কাল পর্য্যন্ত এক সহস্র একশত পঞ্চদশ বর্ষ কাল গগনগত সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে প্রথমে যে দুই ঋষিকে উদিত দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে রাত্রিতে অশ্বিনী-প্রভৃতি নক্ষত্রসমূহের যে একটা নক্ষত্র সমদেশে লক্ষিত হয়, ঋষিগণ মানুষমানে একশত বৎসর সেই নক্ষত্রে অবস্থান করেন। তোমার সময়ে অধুনা ঐ সপ্তর্ষি মঘা-নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দিন স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিন হইতেই কলিযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে! এ যুগে লোক পাপাসক্ত হয়। রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ যে পর্য্যন্ত চরণযুগল-দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন, কলি সে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সপ্তর্ষি যখন মঘানক্ষত্র আশ্রয় করেন, কলি তখন দ্বাদশশতবর্ষীয় হইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছিল। সপ্তর্ষিগণ যখন মঘা ছাড়িয়া পূর্ব্বাষাঢ়া-নক্ষত্রে পৌঁছিবেন, তখন হইতেই নন্দ-রাজের রাজত্ব-কাল আরম্ভ হইবে; কলির বিক্রম সেই হইতেই বাড়িয়া যাইবে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ-গমনের দিন হইতেই কলিযুগের প্রারম্ভ। কলি চতুর্থ যুগ, ইহার পরিমাণ দিব্য সহস্র বর্ষ; এই কাল অতীত হইলেই পুনরায় সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে। তৎকালে মনুষ্যদিগের মন আত্মপ্রকাশ হইবে। এইরূপে মানববংশে বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয়দিগের সংখ্যা যেরূপে নির্ণীত হইল, যুগে যুগে বৈশ্য, শূদ্র ও ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যাও সেইরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে। অধুনা নাম-মাত্রেই মহাপুরুষদিগের পরিচয়; তাঁহারা প্রবাদ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছেন,—কেবল কীর্ত্তিমাত্রই পৃথিবীতে ইঁহাদের রহিয়াছে।

মহারাজ! শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মরু—এই উভয়ে মহাযোগবলে বলীয়ান্ হইয়া কলাপগ্রামে বাস করিবেন। বাসুদেবের উপদেশে উক্ত উভয় যোগীই পূর্ব্ববৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এইরূপ যুগক্রমই প্রাণিসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে রাজন্! আমি যে চতুর্ব্বর্ণান্তর্গত রাজাদিগের কথা কহিলাম, তাঁহারা এবং অপরাপর নরপতিরা পৃথিবীতে মমত্ব-বন্ধন করিয়াছেন; অবশেষে সকলকেই ইহা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে,—সকলেই কাল-কবলিত হইয়াছেন। এক্ষণে যিনি রাজা, অন্তে তাঁহাকে কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্ম নাম গ্রহণ করিতে হইবে। এই দেহ-পোষণার্থ যিনি প্রাণি হিংসা করেন, তিনি প্রকৃত স্বার্থ বুঝেন না। মৎপূর্ব্ব-পুরুষগণ যাহা ভোগ করিয়াছেন, অধুনা আমি তাহা ভোগ করিতেছি। মদীয় ভুক্তপূর্ব্ব বস্তু কিরূপে আমার পুত্র-পৌত্রাদি বংশপরম্পরার আয়ত্ত হইবে? এইরূপ উপায় আলোচনায় রাজগণ পৃথিবীতে মমত্ব-বন্ধন করেন। এই অন্নজলময় দেহ, ইহাকে আত্মস্বরূপ এবং পৃথিবীকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া অজ্ঞলোক অবশেষে উভয়েই পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

হে রাজন্! এ পৃথিবীতে যিনি যত বড় নরপতিই হউন,—যেরূপ প্রবলবিক্রমেই রাজ্য শাসন করিয়া থাকুন, কালক্রমে তাঁহারা কেবল কথামাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্ এই পৃথ্বী আত্মদেহোপরি বিরাজিত রাজগণকে জিগীষাপরতন্ত্র দেখিয়া এই বলিয়া হাস্য করিতে থাকেন যে,—অহো! যমরাজের ক্রীড়নক রাজগণ আমাকে জয় করিতে চাহে। যে সকল রাজা ও বিদ্বান্ এই ফেনায়মান দেহে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহাদের ঐরূপ কামনা ব্যর্থ হইয়া যায়। রাজারা প্রথমে এইরূপ আশা পোষণ করেন যে,—'আমি জিতেন্দ্রিয় হইব—কামাদি রিপু জয় করিব; করিয়া মন্ত্রিমণ্ডল বশীভূত করিব। পরে নিষ্কণ্টক করিয়া অমাত্য, পৌর, আত্মীয় ও গজপতিগণকে আয়ত্ত করিব। এইরূপে সাগরাম্বরা ধরিত্রীর আমি একাধিপত্য লাভ করিব।' রাজারা, সন্নিহিত শমন দর্শন করেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বীয় বিক্রমে সসাগরা আমাকে জয় করিয়া সাগরে শয়ন করে। কিন্তু এ সকল উদ্যম-উপক্রম আত্মজয়ের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। আত্মজয় করিয়া লোকে মুক্তিফলই প্রাপ্ত হয়। অন্যের কথা কি, মনু ও মনুপুত্রগণকেও ধরামণ্ডল ত্যাগ করিতে হইয়াছে; তাঁহারা অবশ্য পরমস্থানে গিয়াছেন। অহো! মূঢ়মতি লোক কি না সেই আমাকেই জয় করিতে অভিলাষী। অসাধু লোকের আমার প্রতি মমতাবুদ্ধি; ঈদৃশ বুদ্ধিবশেই পিতাপুত্রে ও ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ ঘটিয়া থাকে। আমার জন্যই মূঢ় রাজারা এ পৃথিবী আমার, তোমার নহে' এই কথা কহিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধমান হইয়া পরস্পরকে নাশ করে। পৃথু, পুরুরবা, গাধি, ভরত, নহুষ, অর্জ্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্টাঙ্গ, ধুন্ধুমার, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্য্যাতি, শান্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ এবং হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, লোকরাবণ রাবণ, নমুচি, শম্বর, হিরণ্যাক্ষ, তারক ইত্যাদি যে সকল মনুষ্য-রাজা ও দৈত্যরাজা আমার উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বজয়ী সর্ব্বজ্ঞ এবং প্রত্যেকেই বীর ও অন্যের অবিজিত ছিলেন। সেই মর্ত্তধর্ম্মী রাজগণ আমাতে মমতা বন্ধন করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ তাঁহাদের কি আছে? দুর্জ্জয় কালের প্রভাবে তাঁহাদের নাম কয়টি মাত্রই তো অবশিষ্ট আছে! সুতরাং তাঁহারাও মনোরথ-সাধনে অক্ষম হইয়াছেন। রাজন্! ত্রিলোক-বিশ্রুত পরলোকগত মহদ্ব্যক্তিদিগের এই সকল কথা কহিলাম; এ সকল অবশ্য পরমার্থ-কথা নহে; ইহাতে মাত্র বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য-দ্যোতনাই সম্ভবপর।

রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্! কলিকালবর্দ্ধিত কলুষরাশি নাশের উপায় কি এবং যুগ, যুগধর্ম্ম সকল সংহারকালে ও স্থিতিকালের পরিমাণ ও ঈশ্বররূপী কালের ও মহাত্মা বিষ্ণুর গতি কিরূপ? এ সকল আমার নিকট যথাযথ-ভাবে কীর্ত্তন করুন।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! সত্যযুগে সত্য, দয়া তপস্যা ও অভয়দানরূপ—এই পূর্ণ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। এই যুগের লোক সকল প্রায়শঃ সন্তোষযুক্ত, দয়াশীল, মৈত্রীসম্পন্ন, শান্ত, দান্ত, ক্ষমাবান্, আত্মারাম ও সমদর্শী। ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ ধর্ম্ম; এ যুগের লোকেরা মিথ্যা, হিংসা ও কলহপ্রিয়। তবে ত্রেতায় অনেকেই ক্রিয়াকর্ম্ম ও জপ-তপে আসক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। এ যুগে হিংসা ও লাম্পট্যের পরিমাণ অধিক নহে,—বেদপারগ ও ত্রৈবর্গিক ব্রাহ্মণের সংখ্যাই সমধিক। দ্বাপরে—তপস্যা, সত্য, দয়া ও অভয়দানরূপ ধর্ম্ম অর্দ্ধাংশ হ্রাস পায়। মিথ্যা, হিংসা, কলহ ও অসন্তোষ-দ্বারা দ্বিপাদ ধর্ম্ম অধিকৃত

হয়। তৎকালে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ জাতিরই সংখ্যাধিক্য। ইঁহারা তপোনিষ্ঠ, মহচ্চরিত্র, বেদপাঠরত, ধনাঢ্য, কুটুম্ব-পরিবার-পরিবৃত হইয়া সানন্দচিত্তে কালাতিপাত করেন। কলিতে ধর্ম্ম একপাদ মাত্র অবশিষ্ট। এই কালে উত্তরোত্তর অধর্ম্মের হেতু বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ ঐ অবশিষ্ট পদটীও নষ্ট করিয়া দেয়। কলিতে শূদ্র ও কৈবর্ত্তাদিরই সংখ্যাধিক্য। উহারা লুব্ধ, দুরাচার, নির্দ্দয়, শুষ্ক-কলহরত, হতভাগ্য এবং একান্ত স্পৃহয়ালু। এ যুগে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণাক্রান্ত পুরুষই দৃষ্ট হয়। উহারা কালের প্রবর্ত্তনে কচিৎ আত্মনিষ্ঠ হয়। যৎকালে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্গ সত্ত্বগুণেই সমধিক-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই সত্যযুগের আবির্ভাব বুঝিবে। এইরূপ সত্ত্বাধিক্য হেতুই জ্ঞান ও তপস্যায় প্রবৃত্তি হয়। যখন কাম্য-কর্ম্ম সমূহে মানবগণের আসক্তি দেখা যায়, তখনই রজোগুণের প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। এই রজঃ-প্রধান কালই ত্রেতাযুগে বলিয়া জানিবে। যে কালে লোভ, অসন্তোষ, অভিমান, দম্ভ, মাৎসর্য্য এবং কাম্য-কর্ম্মসমূহেও লোকের আসক্তি দেখা যায়, ইহা রজস্তমঃ প্রধান দ্বাপর যুগ বলিয়া বুঝিবে। যৎকালে লোকসমাজে ছল, মিথ্যা, আলস্য, নিদ্রা, দুঃখ, হিংসা শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্য দেখা যাইবে, সেই কালই তমঃপ্রধান কলিকাল বলিয়া জানিতে হইবে। কলির প্রভাবে মানুষের নীচদৃষ্টি হয়। মানুষ অল্পভাগ্য, বহু-ভোজী, কামাকুল ও ধনহীন হইয়া থাকে; স্ত্রীগণ ভ্রষ্টচরিত্র অসতী হয়; গ্রাম, নগর দস্যুদলপূর্ণ ও পাষণ্ডজনবহুল হইয়া উঠে; রাজগণ প্রজার রক্ত শোষণ করে; ব্রাহ্মণগণ শিশ্নোদর-পরায়ণ হয়। ব্রহ্মচারী শৌচ-বর্জ্জিত, ভিক্ষুক কুটুম্বযুক্ত, তপস্বী গ্রামস্থ এবং সন্ন্যাসীরা লুব্ধচিত্ত হয়। কলির রমণীরা খর্ব্বাকৃতি, বহুভোজিনী, বহুপুত্র-প্রসবিনী, কটুভাষিণী ও নির্লজ্জা হইয়া থাকে। উহাদের স্বভাব চৌর্য্য, ছল ও প্রচুর সাহস-যুক্ত হয়। নীচাশয় প্রবঞ্চক বণিক-দল ক্রয়-বিক্রয় করে। লোকে বিপন্ন না হইয়াও নিন্দিত জীবিকা উত্তম বলিয়া গ্রহণ করে। প্রভু যতই উত্তমপ্রকৃতির হউন, তাহার ধন না থাকিলে কলির ভৃত্য তাহাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কুলক্রমাগত এবং দুগ্ধহীনা গাভী বিপন্ন হইলেও কলির প্রভু তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করে না।

এইরূপে কলিকালে মনুষ্যগণ অধিকমাত্রায় স্ত্রৈণ হইবে; দীনতা বৃদ্ধি পাইবে; স্ত্রী-পুরুষের সৌহার্দ্দ সুরত-মূলক হইবে; মানুষের যে কিছু মন্ত্রণা—স্ত্রী, শ্যালক ও শ্যালিকার সহিতই হইবে; শূদ্রগণ তাপসবেশে প্রতিগ্রহ-পরায়ণ হইবে। ধর্ম্মানভিজ্ঞ লোকেরা ধর্ম্মজ্ঞ উত্তম ব্যক্তির স্থান গ্রহণ করিবে; তাহারাই 'মনগড়া' ধর্ম্ম-কথা কহিবে। কলিতে প্রজা অন্নহীন হইবে, তাহাদের মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিবে; প্রজাগণ দুর্ভিক্ষ-দুর্দ্দশায় পীড়িত হইবে। অনাবৃষ্টিভয়ে সকলেই কাতর থাকিতে হইবে। অন্ন বস্ত্র, পান, শয্যা স্নান ও ভূষণাভাবে কলির মনুষ্য পিশাচাকারে পরিণত হইবে। বিংশতি কপর্দ্দকমাত্র অর্থের জন্য মানুষ বিবাদ করিয়া আত্মীয়-স্বজন—এমন কি, নিজের প্রাণকেও বিনষ্ট করিয়া বসিবে। মনুষ্য নীচ প্রবৃত্তির অধীন হইয়া শিশ্নোদর-তোষণার্থ বৃদ্ধ পিতা, মাতা, পুত্র এবং সদ্বংশজাতা ভার্য্যাকেও ভরণ করিবে না।

হে ভূপতে! এই ত্রৈলোক্যের যাঁহারা অধিপতি, তাঁহারাও যাঁহার চরণকমলে প্রণত, কলির পাষণ্ড-বিকলচিত্ত মনুষ্যেরা সেই চরাচরগুরু হরির সেবায় বিমুখ, হইবে। মৃতকল্প, আর্ত্ত, পতিত, স্খলিত বা বিবশভাবে যদীয় নাম উচ্চারণ-মাত্র কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত পুরুষ উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কলির মানব তাঁহারই অর্চ্চনায় বিরত থাকিবে। ভগবান্

পুরুষোত্তম যখন হৃদয়স্থ হন, তখনই পুরুষের নিখিল দোষ দূরীভূত হইয়া যায়। ভগবান্ শ্রুত, কীর্ত্তিত, চিন্তিত, পূজিত বা সমাদৃত হইয়া হৃদয়স্থ হইলে পুরুষের দশসহস্র-বর্ষ-সম্ভূত অশুভরাশি নষ্ট হয়। অগ্নি যেমন সুবর্ণের অন্যধাতুজন্য দুর্ব্বর্ণ দূর করে, চিত্তস্থ বিষ্ণুও তেমনি যোগিগণের অশুভ বাসনা দূর করিয়া দেন। ভগবান্‌কে হৃদয়স্থ করিতে পারিলে অন্তরাত্মা যেরূপ বিশুদ্ধ হইয়া উঠে,—দেবারাধনা, তপস্যা, প্রাণায়াম, তীর্থস্নান, ব্রত, দান বা জপ-দ্বারাও সেরূপ শুদ্ধি ঘটে না। তাই বলিতেছি, হে কুরুনন্দন! তুমি কায়মনোবাক্যে সেই শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধ্যান কর। তোমার মৃত্যু আসন্ন; তুমি অবহিত হইয়া তাঁহাকে ধ্যান করিলে পরম গতি লাভ করিবে।

হে ভূপ! ম্রিয়মাণ মানবেরা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বকারণ ভগবানের ধ্যান করিলেই হরি তাঁহাদিগকে আত্মস্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। কলি সর্ব্বদোষের আকর হইলেও, তাহার অধিকারকালে প্রধান গুণ এই যে—তাৎকালিক মানব শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণমাত্রেই মুক্ত-বন্ধন হয় এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষের আশ্রয় লাভ করে। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞসমূহ-দ্বারা পূজন, দ্বাপরে পরিচর্য্যা এবং কলিতে নামোচ্চারণেই মুক্তি লাভ হয়।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! তোমার প্রশ্নানুসারে পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিপরার্দ্ধ অবধি কাল ও যুগপরিমাণ কথিত হইয়াছে। অতঃপর কল্প ও লয়-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। হে প্রজানাথ! চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার একটী দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। যে কালমধ্যে চতুর্দ্দশ মনু পরপর উৎপন্ন হন, উহাই কল্পকাল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অতঃপর প্রলয়; এই প্রলয়ের মান চারিসহস্র যুগ। প্রলয়-কালে লোক সকল বিলীন হইয়া যায়। এই লয়-কালই ব্রহ্মার এক রাত্রি বলিয়া নিরূপিত। এই প্রলয় নৈমিত্তিক নামে নির্দ্দিষ্ট। বিশ্ববিধাতা আত্মযোনি ঐ সময় বিশ্বকে আত্মাতে সংহৃত করিয়া লয়েন এবং অনন্ত-আসনে নিদ্রিত হন। ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ, কালের অবসানে সপ্ত প্রকৃতি লয়োন্মুখী হয়। ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয়। এই প্রলয়ে মহদাদির কার্য্যভূত ব্রহ্মাণ্ডেরও বিলয় ঘটে! এই প্রলয় অবস্থায় শত শত বর্ষ ধরিয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ হয় না; কালের উপদ্রবে প্রজাগণ অন্নহীন ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পরস্পরকে ভক্ষণ করে,—এইরূপে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রলয়কালীন সূর্য্য এ সময় সামুদ্রিক, দৈহিক ও ভৌম রস সকল প্রচণ্ড কিরণে আকর্ষণ করিয়া ল'ন, পুনরায় উহা পরিত্যাগ করেন না। তৎপরে সঙ্কর্ষণের বদন-বিনিঃসৃত প্রলয়াগ্নি বায়ুবেগে পৃথিবীস্থ শূন্য বিবর সকল দগ্ধ করিতে থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধাধঃ সূর্য্য অগ্নির জ্বালামালায় দগ্ধ হইয়া, দগ্ধ গোময়-পিণ্ডাকারে পরিণত হয়। অতঃপর ভীষণ প্রলয়বাত্যা শতাধিক বর্ষ ধরিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। আকাশ তখন ধূলিপটলাচ্ছন্ন হইয়া ধূম্রাকার ধারণ করে। অতঃপর নানাবর্ণের জলদজাল ঘোরনাদে গর্জ্জন করিতে করিতে একশত বর্ষ বর্ষণ করিতে থাকে। ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড-গহ্বরগত বিশ্ব, একার্ণবীভূত সাগরজলে ডুবিয়া যায়।

প্রবল জলপ্লাবনে পৃথিবী প্লাবিত হইবার পর, পৃথিবীর গন্ধগুণ জলে বিলীন হয়। গন্ধ-বিলয়ে পৃথিবীও লয়োন্মুখ হইয়া থাকে। অতঃপর জলরস তেজে লুপ্ত হয়। রসহীন জল তেজে বিলীন হইয়া যায়। পরে বায়ুতে তেজের রূপ বিলয় পায়। রূপরহিত তেজ বায়ুতে লীন হইয়া থাকে। ইহার পর আকাশে বায়ুগুণ বিলীন হইলে, বায়ু আকাশে লয় পাইয়া যায়। অতঃপর আকাশগুণ শব্দ—তামস অহঙ্কারে লয় পাইলে, আকাশও বিলয় প্রাপ্ত হয়।

হে কুরুবর! তৈজস অহঙ্কার ইন্দ্রিয়বর্গকে গ্রাস করে। বৈকারিক অহঙ্কার বৃত্তির সহিত দেবতা-দিগকে কবলিত করিয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারকে গ্রাস করে। সত্ত্বাদি-গুণগণ মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করিয়া থাকে। হে রাজন্! কাল-প্রেরিত গুণসমূহকে প্রকৃতি গ্রাস করিয়া ফেলে। দিবারাত্রি—সকল কালের স্বীয় অবয়ব; ইহাদ্বারা কালের পরিণামাদি গুণ নাই। কাল অনাদি অনন্ত, নিত্য একরূপ; উহার অপচয়-অপক্ষয় নাই। যাহাতে বাক্য, মন, সত্ত্ব, তমঃ, রজঃ, মহত্তত্ত্বাদি, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়দেবতা, নানালোকরচনা, স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি, আকাশ, জল, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি বা সূর্য্য কিছুই নাই—যেন ঘোর নিদ্রানিমগ্ন—যেন মহাশূন্যতর্কের অবিষয়ীভূত, হেন অবস্থাই মূলীভূত পদ নামে নিরূপিত। প্রাকৃতিক প্রলয়-স্বরূপ ইহাই; ইহাতে পুরুষ-প্রকৃতির শক্তি কাল-কালিত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়।

হে রাজন্! এক্ষণে আত্যন্তিক লয় বলা হইতেছে; এই লয়ই মোক্ষ। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, পদার্থ—এইরূপ ক্রমে গ্রাহক-গ্রাহ্যরূপে উহাদের আশ্রয়ীভূত জ্ঞানই প্রতিভাত হয়। যাহার আদি-অন্ত আছে, তাহাই দৃশ্য এবং উহা কারণ হইতে অভিন্ন; সুতরাং অবস্তু বলিয়াই বিদিত। দীপ, চক্ষু ও রূপ তেজ হইতে অপৃথক্। এইরূপে বুদ্ধি, আকাশ ও তন্মাত্র সকল একান্ত ভিন্ন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয় বুদ্ধিরই। প্রত্য-গাত্মায় বহুরূপতা মায়ামাত্র বলিয়াই নিশ্চিত। আকাশে যেমন মেঘবৃন্দ কখনও থাকে এবং নাও থাকে, অবয়বের সৃষ্টি ও নাশ-হেতু দৃশ্য বিশ্বও তেমনি আত্মাকে 'অস্তি-নাস্তি' রূপে প্রতিভাত। সংসারে সর্ব্ব অবয়বীরই কারণ সত্য। বস্ত্র ও তন্তুর যেমন পৃথক্ প্রতীতি হয়, অবয়ব-অবয়বীরও প্রতীতি তেমনি হইয়া থাকে। কার্য্যাকারণরূপে যাহা পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া বুঝা যায়, তাহা ভ্রম মাত্র। যাহার আদ্যন্ত কিছু বিদ্যমান, তৎসমস্তই অমৌলিক। প্রপঞ্চকে প্রকাশমান দেখা যাইলেও প্রত্যগাত্মার প্রকাশ ব্যতীত কিছুই দৃষ্ট ও নিরূপিত হয় না। কাহারও স্পষ্ট প্রকাশ উপলব্ধি হইলেও, উহা আত্মতুল্য আত্মসহ একীভূত বলিয়াই বোদ্ধব্য। সত্য এক; উহার নামাত্ব নাই। অজ্ঞলোকের নিকট উহার নামাত্ব প্রতীত হইতে পারে; কিন্তু সে কেবল ঘটাকাশ, গৃহাকাশবৎ ভ্রান্তি-বিলাসিত ধারণামাত্র। ব্যবহারভেদে সুবর্ণ যেমন নানা শিল্পি-দ্বারা নানা আকারে গঠিত হয়, ভগবান্ অধোক্ষজও তেমনি জনগণ-কর্ত্তৃক লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে বিবিধরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকেন। যথা সূর্য্য-সমুৎপন্ন ও সূর্য্য-প্রকাশিত মেঘ সূর্য্যেরই আবরক হয়, তেমনি ব্রহ্মকার্য্যোৎপন্ন ও ব্রহ্মপ্রকাশিত অহঙ্কার ব্রহ্মাংশ জীবাত্মার স্বরূপ-প্রকাশের আবরক হইয়া থাকে। যখন সূর্য্যসংজাত মেঘ অপসৃত হয়, চক্ষু তখন সূর্য্যস্বরূপ দর্শন করে। এইরূপে আত্মার উপাধিভূত অহঙ্কার ব্রহ্মজ্ঞানবলে নষ্ট হয়; জীব তখনই আত্মাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

হে রাজন্! যৎকালে বিবেকরূপ অস্ত্রের সাহায্যে মায়াময় অহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধন ছেদন করিয়া আত্মস্বরূপ অচ্যুতকে অনুভব করা যায়, তখন সেই

অনুভবই আত্যন্তিক প্রলয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হে ভূপ! কতিপয় সূক্ষ্মদর্শী পুরুষের মত এই যে, ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত নিখিল ভূতেরই নিত্য নিত্য সৃষ্টি ও বিলয় হইয়া থাকে। ভূতগণ কালস্রোতোবেগে অতিদ্রুত আকৃষ্যমাণ হইতেছে; ইহাদের অবস্থাবিশেষ দেহোৎপত্তি নাশের হেতু। কাল—অনাদি অনন্ত; ইহারই জন্য সকল অবস্থা গগনগত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির ন্যায় অপ্রত্যক্ষ। এই তোমার নিকট নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক প্রলয় বর্ণিত হইল। কালের গতি এই প্রকারই জানিবে।

হে কুরুবর। নিখিলগুরু নারায়ণের এই সমস্ত লীলা-বৃত্তান্ত ভবদন্তিকে বলিলাম। ইহা বর্ণন করিতে স্বয়ং ব্রহ্মাও অসমর্থ। যিনি বিবিধ দুঃখদাব-দহনে দগ্ধ হইয়া দুস্তর সংসার-সাগরের পারগমনে সমুৎসুক, ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলামৃত-রসপানই তাহার পক্ষে একমাত্র উপায়। পুরাকালে নরায়ণ ঋষি নারদকে এই পুরাণসংহিতা বলিয়াছিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ নারদের মুখে উহা শ্রবণ করেন। তিনি প্রীত হইয়া এই ভাগবতী সংহিতা আমার নিকট বলিয়াছিলেন।

হে কুরুবর! নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হইবেন। সূত ঐ যজ্ঞদর্শনার্থ গমন করিবেন এবং তত্রত্য ঋষিগণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, এই সংহিতা ঋষিগণ-সমীপে প্রকাশ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

শুকদেব বলিলেন,—যাঁহার অনুগ্রহে এবং ক্রোধসঞ্চারে যথাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র উদ্ভূত হইয়াছেন, তিনিই ভগবান্ শ্রীহরি। আমি সেই শ্রীহরির স্বরূপ আখ্যান বিশেষরূপে করিতেছি। যে রাজন্! 'মরিতে হইবে' এই অবিবেকী জনোচিত ভয় তুমি পরিহার কর। এ দেহ পূর্ব্বে ছিল না, সম্প্রতি উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন বলিয়া পরে নষ্ট হইবে; কিন্তু তুমি দেহ নহ,—নাশ হইলেও তোমার নাশ হইবে না। বীজাঙ্কুরবৎ পুত্র-পৌত্রাদিরূপী হইয়াও তুমি থাকিবে না অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র। জীব স্বপ্নাবস্থায় দেহও তেমনি তোমা হইতে স্বতন্ত্র। জীব স্বপ্নাবস্থায় নিজের শিরশ্ছেদ এবং জাগরণেও দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি দর্শন করে; অতএব দেহাতিরিক্ত আত্মা একজন আছেন এবং তিনি অজ ও অমর হইয়াই চির-বিরাজমান রহিয়াছেন। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ যেমন আকাশেই মিশিয়া যায়, জীবও তেমনি দেহনাশে ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া থাকেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, দেহ, গুণ ও কর্ম্ম-সমুদয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা মন। এই মনের সৃষ্টিকর্ত্রী মায়া। এই মায়াদি নিখিল উপাধি হইতেই জীবের সংহার; তৈল, তৈলাধার, বর্ত্তিকা ও অগ্নি যতক্ষণ বিদ্যমান— ততক্ষণই যেমন দীপের দীপত্ব, তেমনি দেহাদির সংযোগ-ঘটনাতেই জীবের জন্ম। জীব ত্রিগুণবৃত্তি-বশেই জন্ম লয় এবং উহাতেই মৃত্যুগ্রস্ত হয়। আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ; তাঁহার জন্ম নাই; তিনি সূক্ষ্ম-স্থূলদেহ হইতে স্বতন্ত্র; তিনি নির্ব্বিকার এবং আকাশের ন্যায় দেহাদি সর্ব্ব-পদার্থের আধার। তাঁহার না আছে অন্ত,—না আছে উপমা।

হে রাজন্! আপনি অনুভবনিপুনা বুদ্ধিদ্বারা বাসুদেবের চিন্তা করিতে থাকুন। এইরূপ চিন্তা-

পরতন্ত্র হইয়া আত্মস্থ আত্মার বিচার নিজেই করিতে থাকুন। বিপ্রাদিষ্ট তক্ষক আপনাকে দগ্ধ করিব না। মানুষের মৃত্যুর যে কিছু কারণ, তাহারাও আপনাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না; বস্তুতঃ আপনিই মৃত্যুর অধীশ্বর হইবেন। 'আমিই সেই পরম ধাম ব্রহ্ম, সেই পরম ব্রহ্মপদই আমি' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই নিরাকার ব্রহ্মেই আত্মযোজনা করিয়া লউন; দেখিতে পাইবেন—বিষলানন লেলিহান তক্ষক এবং দেহাদি যাবতীয় বিশ্ব—কেহই আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। হে ভক্ত ভাগবত; আপনি আত্মাতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাই তাহা বলিলাম; এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন?

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! সেই বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ ভাগবতপ্রধান ব্যাসনন্দন শুকের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে নিজ-মস্তক স্থাপন করিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—প্রভু হে, আমি অনুগৃহীত হইলাম—চরিতার্থ হইলাম! আপনি দয়া করিয়া অনাদি অসীম শ্রীহরির কথা আমায় শুনাইলেন। সংসার তাপ-তপ্ত জীবনিবহের প্রতি ভবাদৃশ ব্যক্তির অনুগ্রহ চিরসিদ্ধ; ইহাতে বৈচিত্র্য কিছুই নাই। ভগবানের চরিত-গাথাপূর্ণ পুরাণ-সংহিতা আমরা ভবৎসকাশে শ্রবণ করিলাম; অতএব তক্ষকাদি মৃত্যুকারণ হইতে এখন আর আমি ভীত নহি। আমি ভবদ বর্ণিত অভয় ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট হইয়াছি। ভগবন্! অনুমতি করুন, আমি এক্ষণে মুক্তিকামনায় শ্রীকৃষ্ণে বাক্সংযমন করি। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববাসনার আশ্রয়; তাহাতেই আমার চিত্তসমর্পিত হউক। আমার অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জনিত সংস্কার বিজ্ঞাননিষ্ঠায় অপসারিত হইয়াছে। মঙ্গলরূপী ভগবানের সেই মঙ্গলময় পরম পদ, আপনিই আমায় প্রদান করিয়াছেন।

সূত বলিলেন,—রাজা পরীক্ষিত এই সকল কথা কহিলে, ব্যাসনন্দন শুকদেব রাজাকে 'তাহাই করুন, বলিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজা ভক্তিভরে তখন তাঁহার পূজা করিলেন, তিনি ভিক্ষুকদিগের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর রাজা পরীক্ষিৎ মনকে বুদ্ধিবলে প্রত্যক্-আকাশে যোজনা করিয়া নিবাত-নিষ্কম্প বৃক্ষবৎ নিস্পন্দভাবে পরমাত্মা-চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি গঙ্গাতীরে পূর্ব্বাগ্র কুশোপরি উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া নিঃসংশয়ে নীরবে পরমাত্মার ধ্যান করিতে লাগিলেন।

হে বিপ্রগণ! কুপিত ব্রাহ্মণপুত্র-প্রেরিত তক্ষক রাজাকে দংশন করিবার নিমিত্ত যাইতে যাইতে পথিমধ্যে কাশ্যপকে দেখিতে পাইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র কামরূপী তক্ষক বুঝিল,—এ ব্যক্তি বিষ-চিকিৎসক বিষহারী। ইহা বুঝিয়া সে কাশ্যপকে প্রচুর-অর্থদানে রাজ-সকাশে যাইতে নিরস্ত করিল এবং ব্রাহ্মণরূপে লুকাইয়া গিয়া রাজাকে দংশন করিল। রাজর্ষি পরীক্ষিতের সেই ব্রহ্মগত কলেবর, সর্ব্বসমক্ষে বিষানলে দগ্ধ হইয়া গেল। ভূমি, অন্ত-রীক্ষ, স্বর্গ—সর্ব্বত্র হাহাকার-ধ্বনি উঠিল। সুর, অসুর ও নর সকলেই বিস্মিত হইলেন। দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হইল; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গান করিতে

লাগিল; দেবগণ ধন্যবাদ-সহকারে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পিতা পরীক্ষিৎকে তক্ষক দংশন করিয়াছে, শুনিয়া জনমেজয় ক্রোধ-কম্পিত হইলেন এবং সর্পসত্রের আয়োজন করিয়া যজ্ঞানলে দ্বিজগণ-দ্বারা সর্ব্ব-সর্প আহুতি দান করাইতে লাগিলেন। সর্প যজ্ঞে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে সর্পকুল দগ্ধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভয়োদ্বিগ্ন তক্ষক দেবেন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। পরীক্ষিৎ-নন্দন যজ্ঞক্ষেত্রে তক্ষকের অনুপস্থিতি দেখিয়া যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন,—সর্পাধম তক্ষককে এখনও দগ্ধ করা হইতেছে না কেন? ব্রাহ্মণেরা বলিলেন,—রাজেন্দ্র! তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছে; ইন্দ্র তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। তক্ষক ইন্দ্রকর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া, এখনও সে এই যজ্ঞানলে পতিত হইতেছে না। পরীক্ষিৎ নন্দন জনমেজয় এই কথা শুনিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে অকপটভাবে বলিলেন,—হে ঋত্বিগ্‌বর্গ! তক্ষকের আশ্রয়দাতা ইন্দ্রের সহিতই তাঁহাকে কেন যজ্ঞানলে পাতিত করিতেছেন না? ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ এই বলিয়া আহুতি প্রদান করিলেন যে, 'হে তক্ষক! তুমি ইন্দ্রের সহিতই এই যজ্ঞানলে আসিয়া পতিত হও'। ব্রাহ্মণগণোচ্চারিত উক্ত পরুষ-বাক্যে ইন্দ্রের বুদ্ধি বিচলিত হইল। তিনি স-বিমান স-তক্ষক স্ব-স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। ইন্দ্রকে আকাশপথে তক্ষক সহ পতনোন্মুখ দেখিয়া সুরগুরু বৃহস্পতি রাজাকে বলিলেন,—হে নরনাথ! সর্পরাজ অমৃত পান করিয়াছেন; সুতরাং আপনি ইহাকে বধ করিতে পারেন না। এই দেবেন্দ্রও অজরামর। স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই মানবগণের জনন, মরণ ও পরলোক গমন হইয়া থাকে। সুখ-দুঃখদাতা অপর কেহই নাই। সর্প, চৌর, অগ্নি, জল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও রোগাদি হেতু মানব যে মৃত্যুকবলিত হয়, ইহা কেবল তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মফলেই ঘটে। হে রাজন্! আপনি অচিরাৎ এই হিংসামূলক যজ্ঞ সমাপ্ত করুন। ইহার ফলে নির্দ্দোষ সর্পকুলই দগ্ধ হইয়াছে। লোকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ করিয়া থাকে।

সূত বলিলেন,—রাজা জনমেজয় বৃহস্পতি-বাক্যের গৌরবরক্ষার্থ সর্পযজ্ঞ হইতে বিরত হইলেন এবং বৃহস্পতির পূজা করিলেন। ইহা সেই বিষ্ণুরই অচিন্তনীয়া মহামায়া। এই মহামায়া-বশেই বিষ্ণুরই আত্মভূত ভূতগণ গুণবৃত্তি-সমূহে মুগ্ধ হইয়া থাকে। আত্মবিৎ পণ্ডিতেরা আত্মতত্ত্ব বিচার করিলেন, দম্ভ-রূপিণী মায়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে পারে না। মায়ার আশ্রয়—বিবিধ বিবাদ সেথায় নাই; মনোবৃত্তি—সংকল্প-বিকল্পও নাই; তথায় স্রষ্টা ও সৃজ্য-ফলান্বিত জীবও নাই। আত্মস্বরূপ ইহাই। মুনিজন অহঙ্কারাদি-বিরহিত হইয়াই এই আত্মস্বরূপে ক্রীড়া করিতে থাকেন। যোগিগণ 'তন্ন' 'তন্ন' ভাবে অন্য সর্ব্ববস্তু পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়া দেহাদিতে অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া অন্যাপেক্ষা না হইয়া সমাধিযোগে হৃদয়স্থ আত্মস্বরূপের আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। এই আত্মস্বরূপই বিষ্ণুর পরমরূপ বলিয়া তাঁহাদের মুখে বর্ণিত হয়। যাঁহাদের দেহজন্য 'অহং' 'মম' এই ভাবদ্বয় নাই, বিষ্ণুর এই পরম স্বরূপ তাঁহারাই বিদিত আছেন। পরের পরুষবাক্যে অধীর হইবে না, কাহারও অবমাননা করিবে না, কাহারও সহিত কলহ করিবে না। যে অকুণ্ঠ-মেধাসম্পন্ন ভগবান ব্যাসদেবের চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া আমি এই ভাগবতী সংহিতা প্রাপ্ত হইয়াছি; তাঁহাকে আমার নমস্কার।

শৌনক বলিলেন,—হে সৌম্য! ব্যাসশিষ্য পৈলাদি মহাত্মগণ বেদাচার্য্য ছিলেন। তাঁহারা বেদসমূহকে কতিবিধ বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট বল।

সূত বলিলেন,—ব্রহ্মন্! পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদাকাশ হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকল রুদ্ধ করিলে ঐ শব্দ আমাদের হৃদয়ে অনুভূত হয়। এই শব্দব্রহ্মের উপাসনাবলেই যোগিগণ আত্মার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক মালিন্য প্রক্ষালন করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন। ঐ শব্দ হইতেই ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঙ্কার আবির্ভূত হয়; এই ওঙ্কারই পরমাত্মার বোধক। পিধানাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে হে অপ্রতিহত জ্ঞান, এই ওঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করেন, তিনি পরমাত্মা। যাহাদ্বারা বাক্য ব্যক্ত হয় এবং আত্মা হইতে হৃদাকাশে যাহা প্রকাশমান হয়, তাহারই নাম স্ফোট ওঙ্কার; এই ওঙ্কারই স্বপ্রকাশ পরমাত্মা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের বাচক। নিখিল মন্ত্র, উপনিষৎ ও বেদবচনের ইহাই নিত্য বীজ। এই ওঙ্কারের ত্রিবর্ণ—অকার, উকার ও মকার; এই বর্ণত্রয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাক্রান্ত,—নাম, অর্থ ও বৃত্তি প্রভৃতির ধারক। এই সকল হইতেই অন্তঃস্থ উষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব ও দীর্ঘাদিরূপ বর্ণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর ব্রহ্মা চাতুর্হোত্র কার্য্য-সম্পাদনার্থ ব্যাহৃতি ও ওঙ্কার সহ স্বীয় চতুর্মুখ হইতে চতুর্ব্বেদ-সৃষ্টি করেন। বেদ সৃষ্ট হইবার পর, স্বীয় পুত্র মহর্ষিদিগকে উহা অধ্যয়ন করান। ঐ পুত্রগণ সকলেই বেদোচ্চারণে সুপটু ছিলেন; ব্রহ্ম-পুত্রগণ আবার স্ব স্ব পুত্রদিগকে বেদাধ্যয়ন করাই-লেন। ইহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরায় চারিযুগেই উক্ত বেদ অধীত হইতে থাকে। দ্বাপরযুগের আদিতে মহর্ষিগণ বেদ বিভাগ করেন। কালক্রমে প্রাণিগণ অল্পায়ু দুর্ম্মেধ ও মন্দবুদ্ধি হইয়া পড়িলে ঋষিগণ তাহাদিগকে দেখিয়া হৃদয়স্থ অচ্যুতদেবের উপদেশেই বেদসমূহের বিভাগ-সাধন করিলেন।

হে মহাভাগ! ব্রহ্মাদি লোকপালগণ ধর্ম্ম-রক্ষার্থ ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, সেই হেতু লোকভাবন ভগবান্ ইত্যবসরে সত্যাংশ লইয়া পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিলেন। মণিময় খনি হইতে লোকে যেমন নানা মণির উদ্ধার সাধন করে, বেদব্যাসও তেমনি ঋক্, অথর্ব্ব, যজুঃ ও সাম-সমূহের মন্ত্রোদ্ধার করেন এবং তাহাদ্বারাই তৎকর্ত্তৃক চারি সংহিতা প্রণীত হয়। মহামতি ব্যাসদেব তাঁহার শিষ্যচতুষ্টয়কে আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে এক একটী সংহিতা অর্পণ করিয়াছিলেন। আদ্য সংহিতা বহ্বৃচ পৈলকে, নিগদ নামক যজুঃ-সংহিতা বৈশম্পায়নকে, সামসমূহের ছন্দোগ-সংহিতা জৈমি-নিকে এবং আঙ্গিরসী অথর্ব্ব-সংহিতা সুমন্তকে প্রদত্ত হইল। পৈল মুনি স্বীয় সংহিতা ইন্দ্রপ্রমিতি ও বাষ্কলকে উপদেশ দিলেন। বাষ্কল পৈলোপদিষ্ট সংহিতা চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্র প্রভৃতি শিষ্যকে শিখাইলেন। ইন্দ্রপ্রমিতি পণ্ডিত মাণ্ডূকেয় ঋষিকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাই-লেন। মাণ্ডূকেয়-শিষ্য দেবমিত্র সৌভরি-প্রভৃতিকে উহা উপদেশ দিলেন। মাণ্ডূকেয়পুত্র শাকল্য উক্ত সংহিতা পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য, ও শিশিরকে শিখাইলেন। শাকল্য-শিষ্য জাতুকর্ণ স-নিরুক্ত স্বীয় সংহিতা বলাক, পৈল, জাবাল এবং বিরজদিগকে অর্পণ করিলেন। বাষ্কলের পুত্র উল্লিখিত সমস্ত শাখা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বালখিল্য-নামে এক সংহিতা প্রণয়ন করেন; বালায়নি, ভজ্য ও কাশার নামে কতিপয় দৈত্য উহা অধ্যয়ন করিয়াছিল। এই সকল বহ্বৃচ-সংহিতা উল্লিখিত ব্রহ্মর্ষিগণ ধারণ করিয়াছিলেন। এই বেদ বিভাগ-বিবরণ শ্রবণ করিলে পুরুষ সদ্য সদ্য পাপমুক্ত হয়। বৈশম্পায়নের শিষ্য চরক ও অধ্বর্য্যু প্রভৃতি; ইহারা গুরুর আচরণীয় ব্রহ্মহত্যা-পাপহর ব্রতাচরণ

করিয়াছিলেন। এইজন্য একের নাম 'চরক' হইয়াছিল।

বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য একদা গুরুকে বলিয়াছিলেন ;—ভগবন্! এই সকল অল্পসার শিষ্য ব্রতাচরণ করিয়া আপনার কি করিবে? আমি সুদুশ্চর ব্রতাচরণ করিয়া পাপক্ষয় করিয়া দিব। এই কথা শুনিয়া গুরু সক্রোধে বলিলেন,—চলিয়া যাও, তোমাতে আর প্রয়োজন নাই। তুমি আমার শিষ্য হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলে! অতএব আমার নিকট হইতে অধীত বিষয় সকল পরিত্যাগ কর। দেবরাতসুত যাজ্ঞবল্ক্য যজুঃ সকল বমন করিয়া যে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তখন মুনিগণ সেই যজু: সকল দর্শনপূর্ব্বক লুব্ধ হইয়া তিত্তিরি-রূপে উহা গ্রহণ করিলেন। তাহা হইতে মনোরম তৈত্তিরীয় শাখার সৃষ্টি হইল। অতঃপর তিনি গুরুর অজ্ঞাত বেদ অধ্যয়নে অভিলাষী হইয়া সূর্য্যদেবের স্তব করিতে লাগিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ভগবান্ আদিত্যকে আমার নমস্কার। ভগবন্! একমাত্র আপনিই সমগ্রজগতের আত্মস্বরূপে কালরূপে ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহের অন্তর্নিহিত হইয়াও বহির্ভাগে আকাশের ন্যায় নিরুপাধি-ভাবে প্রকাশমান হইতেছেন এবং ক্ষণ, লব ও নিমেষরূপ অবয়বসম্পন্ন বৎসরসমূহে জলরাশি গ্রহণ ও বিসর্জ্জন করিয়া নিখিল জগতের লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। হে দেবপ্রবর! হে সবিতঃ! আপনি নিত্য ত্রিসন্ধ্যা বেদবিধি-বলে ভক্ত স্তাবকদিগের নিখিল দুষ্কৃতি-দুঃখের বীজ বিনাশ করিয়া থাকেন। হে তপনদেব! ভবদীয় ঐ তাপ প্রসূতি-মণ্ডলীকে আমি ধ্যান করি। এ জগতের অন্তর্য্যামী তুমি, নিজেই নিজের আশ্রয় হইয়া চরাচর জগতের মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণরূপ জড়বস্তুদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছ। অন্ধকাররূপ করালবদন অজগর এই নিখিল লোক গ্রাস করিতেছে, তাই তাহারা মৃতবৎ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে—ইহা দেখিয়া পরম করুণ-হৃদয়ে সদয়দৃষ্টি-দ্বারা তাহাদিগকে উত্থাপন করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাত্রয় স্বধর্ম্মরূপ আত্ম-উপস্থান-মঙ্গলে প্রবর্ত্তিত করিতেছ। তুমি অসাধুদিগের ভয়োৎপাদন করিয়া রাজার ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছ! তুমি যে যে দিকে গমন করিতেছ, সেই দিকেই দিক্‌পালগণ পদ্মকোরকবৎ অঞ্জলি-দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিতেছেন। হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট অপরের অবিদিত যজুর্ম্মন্ত্র সকলের প্রার্থী হইয়া ত্রিভুবন-গুরুগণের আরাধ্য ভবদীয় পদ-কমলযুগল ভজনা করি।

সূত বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ স্তব করিলে ভগবান্ সূর্য্য প্রসন্ন হইলেন এবং ঘোটকরূপ ধারণ পূর্ব্বক অন্যের অবিজ্ঞাত যজুঃ সকল যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করিলেন। ঐ সূর্য্যদত্ত যজুঃ-সমূহ দ্বারা যাজ্ঞ-বল্ক্য পঞ্চদশ শাখা প্রণয়ন করিলেন। কণ্ব ও মাধ্যন্দিন প্রভৃতি ঋষিগণ, সূর্য্যরূপী অশ্বের 'বাজস্' অর্থাৎ কেশর হইতে নিঃসৃত বেদশাখা-সমূহ গ্রহণ করিলেন; ঐ সকল শাখা 'বাজসনী' নামে বিখ্যাত হইল। সামবেদী জৈমিনির পুত্র সমন্ত; তৎপুত্র সুত্বান্। জৈমিনি পুত্র ও পৌত্রকে স্বসংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। সুকর্ম্মা জৈমিনির অতি মেধাবী শিষ্য; তিনি সামবেদ সহস্র সংহিতায় করিলেন। কোশলদেশীয় হিরণ্যনাভ ও পৌষ্যঞ্জি নামক সুকর্ম্মার শিষ্যদ্বয় এবং বেদবিৎ শ্রেষ্ঠ আবন্ত্য ঐ সকল সংহিতা গ্রহণ করেন। হিরণ্যনাভ, পৌষ্যঞ্জি ও আবন্ত্যের উত্তরদেশীয় পঞ্চশত শিষ্য ছিলেন; তাঁহারা সকলেই সামবেদাধ্যায়ী এবং সকলেই উদীচ্যনামে বিখ্যাত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচ্য বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। লৌগাক্ষি, মাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ এবং

কুক্ষি—ইহারা পৌষ্যঞ্জির শিষ্য; এই শিষ্যগণ শত শত সাম-সংহিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্য—কৃত; ইনি স্বীয় শিষ্যসম্প্রদায়কে চতুর্বিবংশতি সামসংহিতা উপদেশ করেন। আত্মজ্ঞানী আবন্ত্য স্বীয় শিষ্যগণকে অবশিষ্ট অন্যান্য সমস্ত সামশাখা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

সূত বলিলেন,—অথর্ব্ববেদবিৎ সুমন্তু কবন্ধনামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করান। কবন্ধন স্বশিষ্য বেদদর্শ ও পথ্যকে উহা উপদেশ দেন। শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ এবং পিপ্পলায়নি—এই চারিজন বেদদর্শের শিষ্য। বেদদর্শ অথর্ব্বসংহিতা চতুর্ধাবিভক্ত করিয়া এই শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

ব্রহ্মন্! অতঃপর পথ্যশিষ্যগণের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পথ্যের তিন শিষ্য—কুমুদ, শুনক ও জাজলি। পথ্য স্বসংহিতা ত্রিধা বিভক্ত করিয়া এই শিষ্যত্রয়কে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। শুনকের শিষ্য বভ্রু ও সৈন্ধবায়ন। শুনক স্বসংহিতা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ঐ শিষ্যদ্বয়কে উপদেশ দেন; তাঁহারা ঐ সংহিতাদ্বয় অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত সাবর্ণ প্রভৃতি মুনিগণ এবং নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ ও আঙ্গিরস প্রভৃতি অনেকেই অথর্ব্ব-বেদাচার্য্য হইয়াছিলেন। যে মুনে! এক্ষণে পৌরাণিকদিগের নাম শ্রবণ করুন। এখ্যারুণি, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশম্পায়ন এবং হারীত—এই ছয়জন পৌরাণিক। ইহাঁরা ব্যাসশিষ্য মদীয় পিতা লোমহর্ষণের নিকট এক এক পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন। আমি উক্ত ছয় জন পৌরাণিকেরই শিষ্য; সুতরাং সমস্ত পুরাণ-সংহিতাই আমার অধীত হইয়াছে। কশ্যপ, সাবর্ণি, পরশুরাম-শিষ্য অকৃতব্রণ এবং আমি—আমার এই চারিজন ব্যাসশিষ্য-সমীপে মূল সংহিতা-চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মর্ষিগণ বেদশাখার অনুগাতে পুরাণলক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন; আপনারা উহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পুরাণলক্ষণ যথা—সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, মন্বন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু ও অপাশ্রয়। কোনও কোনও পুরাণ-পণ্ডিত পুরাণকে দশলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করেন। ব্রহ্মন্! অল্পব্যবস্থানুসারে পুরাণ পঞ্চ-লক্ষণসম্পন্ন বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। গুণত্রয়ের ক্ষোভহেতু মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে প্রাণীদিগের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ, স্থূলপদার্থ-সমূহ ও তত্তৎ অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ উৎপত্তির নামই 'সর্গ'। পূর্ব্বকর্ম্ম-বাসনা হইতে সমুৎপন্ন, পরমেশ-কর্ত্তৃক অনুগৃহীত এবং বীজ হইতে বীজান্তরের ন্যায় এই চরাচর-সমাহারই 'বিসর্গ' নামে নির্দ্দিষ্ট। ইহ সংসারে চরাচর প্রাণীদিগের চরাচর পদার্থ, মনুষ্যস্বভাব, কাম বা প্রেরণাহেতু যে জীবিকার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহারই নাম 'বৃত্তি'। যুগে যুগে পশু, পক্ষী, মনুষ্য, ঋষি ও দেবগণের মধ্যে ভগবানের বেদবিদ্বেষ-ঘাতিনী ইচ্ছারই নাম 'রক্ষা'। মনুগণ, দেবগণ, মনুপুত্রগণ, সুরেশ্বর-গণ, ঋষিগণ এবং হরির অংশাবতারগণ যাহাতে স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান করেন, তাহারই নাম 'মন্বন্তর'। ব্রহ্মোৎপন্ন রাজগণের ত্রৈকালিক বংশই 'বংশ' নামে

প্রসিদ্ধ। এই সকল রাজা ও রাজবংশধরদিগের চরিতই 'বংশানুচরিত' বলিয়া অভিহিত। স্বভাববশতঃ কিংবা ভাগবত-মায়াবশতঃ এই বিশ্বের নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক, নৈতিক ও আত্যন্তিক—এই চারিপ্রকার লয়; ইহার নাম 'সংস্থা'। অজ্ঞানবশে কর্ম্মকর্ত্তা জীব এই বিশ্বরচনাদির হেতু; এই হেতুই উল্লিখিত 'হেতু'। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে জীবনরূপে যিনি বিদ্যমান, সেই সেই মায়া-কৃত সমুদায় ব্যাপারে সাক্ষিরূপে যাঁহার সম্বন্ধ এবং সমাধি প্রভৃতি ব্যাপারে যিনি সম্বন্ধ-বিরহিত, তিনিই ব্রহ্ম,—তিনিই পুরাণের 'অপাশ্রয়'। যেমন ঘটাদি পদার্থ-পরম্পরায় মৃত্তিকাদি দ্রব্য নামতঃ ও রূপতঃ সত্তামাত্র, তেমনি যিনি গর্ভাধান হইতে মরণ পর্য্যন্ত দেহের যাবতীয় অবস্থায় অন্বিত ও অনন্বিত অবস্থায় অবস্থিত, তিনিই 'অপাশ্রয়' বলিয়া নিরূপিত। চিত্ত যখন স্বয়ং বা যোগবলে বৃত্তিত্রয় পরিহার করিয়া শান্ত হয়, তখনই সে আত্মাকে চিনিতে পারে এবং অবিদ্যা নিরস্ত হইয়া যায় বলিয়া সকল চেষ্টারই নিবৃত্তি ঘটে। পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা সর্ব্ব-লক্ষণ-লক্ষিত ক্ষুদ্র বৃহৎ পুরাণসমূহের সংখ্যা অষ্টাদশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড—এই সকল নামে নিরূপিত অষ্টাদশ পুরাণ উল্লিখিত হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! ব্যাসদেবের শিষ্য ও প্রশিষ্য-সম্প্রদায়ে এই শাখার প্রণয়ন-বিবরণ বর্ণিত হইল; ইহা শ্রবণে ব্রহ্মতেজ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

শৌনক বলিলেন—হে সূত। হে সাধো! তুমি চিরজীবী হও। হে বাগ্মিবর! অপার সংসারে ঘূর্ণমান মনুষ্যগণের তুমিই একমাত্র পথপ্রদর্শক। জনগণ বলিয়া থাকেন,—মৃকণ্ডুনন্দন মার্কণ্ডেয় ঋষি চিরজীবী; কল্পশেষে একমাত্র তিনিই অবশিষ্ট ছিলেন। কিন্তু ঐ সময় সমস্ত বিশ্বই ত' ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল; এ অবস্থায় মার্কণ্ডেয় কল্পান্তস্থায়িত্ব সম্ভব হইল? মার্কণ্ডেয় অস্মদ্‌বংশেই উৎপন্ন; ভৃগুসন্তানগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। এ পর্য্যন্ত ত' প্রাণিগণের কোনও রূপ প্রলয়ই ঘটে নাই, অথচ তিনি কল্পান্তে অবশিষ্ট ছিলেন—একথার সঙ্গতি হয় কিরূপে? তিনিই না কি আবার একার্ণবজলে ভাসিতে ভাসিতে বটপত্রস্থিত এক অদ্ভুত বালক দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা আমাদের নিকট বড়ই কৌতূহলের বিষয় হইয়াছে। অতএব তুমি আমাদের সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া দাও। তুমি যোগনিষ্ঠ এবং পুরাণে তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্য।

সূত বলিলেন—মহর্ষে! ভগবৎকৃত এই প্রশ্ন জনগণের ভ্রান্তিনাশক। এই প্রশ্নোত্তরে ভগবন্ নারায়ণের নানাকথা কলিকলুষনাশিনী-রূপে বিরাজিত আছে। ভগবান্ মার্কণ্ডেয় পিতার নিকট হইতে গর্ভাধানাদিক্রমে দ্বিজোচিত সকল সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিলেন এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহা-দ্বারা কঠোর ব্রত আচরিত হইল; তিনি শান্ত, জটাজূটমণ্ডিত ও বল্কল-পরিহিত হইয়া দণ্ড, কমণ্ডলু মেখলা, উপবীত, কৃষ্ণসার-চর্ম্ম ও কুশ ধারণ করিলেন। ধর্ম্মবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে সূর্য্যে, অনলে, গুরুজনে, ব্রাহ্মণে ও

আত্মাতে সায়ং-প্রাতঃ তৎকর্ত্তৃক শ্রীহরি উপাসিত হইতে লাগিলেন। তিনি বাগ্‌যত হইয়া প্রাতে এবং সন্ধ্যায় ভিক্ষা আহরণ করিয়া গুরুকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। গুরুর অনুমতিক্রমে মার্কণ্ডেয় আহার করেন, অন্যথা উপবাসী হইয়া থাকেন। এইরূপে তপস্যায় এবং বেদপাঠে অযুতবর্ষ ধরিয়া তিনি হৃষী-কেশের উপাসনা করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ মৃত্যু তাঁহার নিকট পরাজিত হইল। ব্রহ্মা, শিব, ভৃগু, দক্ষ, অন্য ব্রহ্মপুত্রগণ, অন্যান্য দেবগণ এবং পিতৃ ও ভূতগণ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময় অনুভব করিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় তপস্যায় ও বেদাধ্যয়নে এইরূপ কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার রাগ-ক্লেশাদি দূরী-ভূত হইল; তিনি পরমাত্মা পরমপুরুষকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাযোগে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া যোগিবর মার্কণ্ডের ছয় মন্বন্তর কাল অতীত হইল।

ব্রহ্মন্! ইন্দ্র এই তপোবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সপ্তম মন্বন্তরে তদীয় তপস্যায় ভীত হইলেন এবং সেই তপস্যায় নানা বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইবার উদ্দেশে গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মদন, বসন্ত মলয়ানিল, লোভ ও মদ ইন্দ্র-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইল; তাহারা ইন্দ্রের প্রেরণায় হিমাদ্রির উত্তরদিগ-বর্ত্তী মুনির আশ্রমে গমন করিল। ঐস্থানে তুঙ্গভদ্রানামে স্রোতস্বতী প্রবাহিতা এবং চিত্রানাম্নী শিলা বিরাজিতা। আহা, মুনির আশ্রমস্থান কি পবিত্র। উহা বিশুদ্ধ বৃক্ষবল্লরী-বেষ্টিত—পূত পক্ষিনিচয়ে সমন্বিত এবং প্রসন্ন-পুণ্য জলাশয়ে সমলঙ্কৃত। মদমত্ত মধুকর-নিকর সেথায় গুঞ্জন করিতেছে—প্রমত্ত কোকিলকুল ঝঙ্কার তুলিতেছে—মত্তময়ূর লাস্যলীলা দেখাইতেছে; মত্ত বিহঙ্গসঙ্ঘ চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে। হিমকণবাহী অনিল তখন কুসুম-সমূহ আলোড়িত করত মনোভবকে জাগাইয়া তুলিয়া সেই আশ্রমের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিল। বসন্ত প্রাদুর্ভূত হইলেন, নিশাগমে নিশাপতি সমুদিত হইলেন, কুসুম-স্তবকধারিণী তরুলতাবলী পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন। স্বর্গ-সুন্দরী-গণের দলপতি রতিপতি প্রাদুর্ভূত হইলেন; গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া গান করিতে করিতে রতিপতির অনুবর্ত্তী হইলেন। দেবরাজের ভৃত্যগণ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন,—মহাতপা মৃকণ্ডু-নন্দন অনলে হোমক্রিয়া সমাধা করিয়া নয়নদ্বয় উন্মীলন-পূর্ব্বক দুর্দ্দমনীয় জ্বলন্ত অনলবৎ বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে সুরসুন্দরীগণ নৃত্য করিতে লাগিল, গায়কেরা গান করিতে লাগিল এবং বাদকেরা বীণা, বেণু মৃদঙ্গ ও পণবাদি মধুর বাদ্যযন্ত্র সকল বাজাইতে লাগিল। রতিপতি স্বীয় ফুলধনুতে ফুলশর যোজনা করিলেন; বসন্ত, মলয়ানিল, মদ ও লোভ প্রভৃতি ইন্দ্রভৃত্যগণ তখন মুনির মন টলাইতে সচেষ্ট হইলেন। অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলী কন্দুকক্রীড়ায় নিরত হইয়াছিল; কুচযুগ্মভারে তদীয় কটীতট দুলিতেছিল, তদীয় কেশ-কলাপ হইতে কুসুমমালা স্খলিত হইতে-ছিল, কন্দুকানুগত নয়নদ্বয় চারিদিকে ঘুরিতেছিল; অপ্সরার কটীবন্ধন খুলিয়া দিয়া পবন তাহার সূক্ষ্ম বসন হরণ করিল। রতিপতি বুঝিতে পারিলেন, এইবার মুনি তাহার আয়ত্ত হইয়াছেন; ইহা বুঝিয়া সময়মত শর-সন্ধান করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বলের উদ্যমের ন্যায় সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। ব্রহ্মন্! মৃকণ্ডুনন্দন মহামুনির অপকার করিতে গিয়া তাহারা সকলেই তাঁহার তেজে দগ্ধ হইলেন। বালকেরা যেমন নিদ্রোত্থিত সর্প-দর্শনে পলায়ন করে, তাহারাও সকলে তেমনি পলায়ন করিলেন।

হে মুনে! ইন্দ্রানুচরগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে আক্রান্ত হইয়াও মুনি মার্কণ্ডেয় কিছুমাত্র অহমিকা প্রকাশ করিলেন না। বস্তুতঃ যাঁহারা মহান্, তাঁহাদের পক্ষে

ইহাতে বৈচিত্র্য কিছুই নাই। ইন্দ্র যখন স্বীয় অনুচর সহ মদনকে নিষ্প্রভ ও মলিনবদনে প্রত্যাগত দেখিলেন এবং মহর্ষির তেজঃপুঞ্জের কথা শুনিলেন, তখন আর তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তপস্যায় এবং বেদাধ্যয়নে এইরূপে চিত্ত সংযত রাখিবার ফলে মুনির প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণার্থ নর-নারায়ণ শ্রীহরি স্বয়ং তথায় প্রকট হইলেন। শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে তাঁহারা দুইজন দুইরূপে আবির্ভূত। তাঁহাদের নয়নযুগল নবোদ্ভিন্ন কমলদলনিভ; তাঁহারা চতুর্ভুজ; তাঁহাদের বস্ত্র রুরু-চর্ম্ম ও বল্কল, এবং হস্তে কুশগুচ্ছ; তাহারা নব-গুণান্বিত যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া আছেন; তাঁহাদের হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু, পদ্ম ও অক্ষমালা; তাহারা উভয়ই দর্ভমুষ্টিধারী; দীপ্ত-বিদ্যুদ্দামনিভ পিঙ্গলপ্রভায় তাঁহারা মূর্ত্তিমান্ তপস্যাস্বরূপে বিরাজমান দেব-পূজিত ভগবদবতার—সেই দুই নর নারায়ণ ঋষিকে দর্শন করিবামাত্র মুনি মার্কণ্ডেয় সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ, আত্মা ও চিত্ত আনন্দে পুলকপূর্ণ হইল; রোমরাজি হর্ষকণ্টকিত হইয়া উঠিল; নয়নে আনন্দাশ্রু বহিল। তদবস্থায় অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে-তিনি আর তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। দণ্ডায়মান মুনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনীতবচনে ঔৎসুক্যভরে যেন আলিঙ্গন করিয়াই সেই দুই ঈশ্বরকে বলিলেন,—নমস্কার নমস্কার। এই বলিয়া সেই ঈশ্বরদ্বয়কে আসন প্রদান করিলেন এবং পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া অর্ঘ্য, চন্দন, ধূপ ও মাল্যদ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলেন। প্রসাদ-সুমুখ হইয়া সেই সর্ব্বজন-পূজনীয় ঈশ্বরদ্বয় আসনে উপবেশন করিলে মুনি মার্কণ্ডেয় পুনরায় তাঁহাদের পদযুগলে প্রণতি-পূর্ব্বক বলিলেন—ভগবন্! কিরূপে আপনার বর্ণন করিব? নিখিল ভূতবৃন্দের, আমার—এমন কি, শিব-ব্রহ্মারও প্রাণপ্রবর্ত্তন আপনা হইতেই হয়। বাগাদি-প্রবৃত্তিরও আপনিই একমাত্র কারণ। যদিও আপনা হইতে পৃথক্ প্রতিষ্ঠা কাহারও নাই, তথাচ কাষ্ঠযন্ত্রবৎ ভবৎপ্রবর্ত্তিত বাক্যধারা ভবদীয় ভজনাকারীদিগের আত্মার আপনি বন্ধু হইয়া থাকেন। ভগবন্! এই যে দুই মূর্ত্তিতে আপনারা আবির্ভূত হইয়াছেন, আপনাদের এই মূর্ত্তিদ্বয় ত্রিলোক-মঙ্গলাবহ, সন্তাপহর ও মুক্তিকারণ। এই জগতের রক্ষাবিধানার্থ মৎস্যাদি নানা মূর্ত্তি আপনি ধারণ করেন; ঊর্ণনাভের ন্যায় এই বিশ্ব-বিরচন করিয়া আবার ইহা সংহৃত করিয়া লয়েন। আপনি পালক ও চরাচর জগতের একমাত্র ঈশ্বর, আপনার চরণযুগল আমি ভজনা করি। আপনার ঐ চরণযুগলের যিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন,—কর্ম্ম, গুণ, কাল, পাপ, তাপ—কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অন্তরে যাহাদের বেদবিজ্ঞান বিদ্যমান, তাদৃশ মুনিগণও ঐ চরণ-প্রাপ্তি-নিমিত্ত বারংবার উহার স্তুতি-নতি করিয়া থাকেন। হে ঈশ! মনুষ্যদিগের ভয় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান; ভবদীয় মুক্তিপ্রদ পদ-প্রাপ্তি ব্যতীত তাহাদের আর উপায়ান্তর নাই। ব্রহ্মার অবস্থান দ্বিপরার্দ্ধ কাল, কিন্তু সেই ব্রহ্মাও আপনার কালরূপ হইতে ভীত; সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট প্রাণিপুঞ্জের ত' কথাই নাই। দেহাদি আত্মার আবরক, নিষ্ফল, অনিত্য, অকিঞ্চিৎকর ও আত্মা-দ্বারাই অবভাসমান; ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া সত্য-জ্ঞান-স্বরূপ জীব-নিয়ন্তা আপনি—আপনারই পরম-পবিত্র পাদমূল আমি ভজনা করি। ইহা ভজনা করিলে মনুষ্য সর্ব্বাভীষ্টলাভে সমর্থ হয়।

হে বিভো! ভবদীয় সত্ত্বাদি গুণত্রয় এ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ-স্বরূপ। আপনি মায়াময় ও লীলাময়; আপনারই সত্ত্বময়ী লীলা মনুষ্যদিগের মুক্তি-বিধাত্রী। আপনার অপর যে রজস্তমোগুণ, তাহা হইতে মনুষ্যদিগের ভয়, মোহ ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। হে বিভো! বুধগণ আপনার

এবং আপনার ভক্তবৃন্দের নারায়ণাখ্য রূপেরই অর্চ্চনা করেন। ভবদ্ভক্তগণ একমাত্র সত্ত্বকেই পুরুষরূপে মানেন; অভয় ও আত্মসুখ একমাত্র সত্ত্ব হইতেই লোকে প্রাপ্ত হয়। আপনি সেই সত্ত্ব; আপনি অন্তর্য্যামী, ভূমা, বিষ্ণুরূপী, বিশ্বগুরু, পরমদেব, নরোত্তম ঋষি, শুক্লরূপ নারায়ণ। আপনি অসীম; আপনার সীমা না পাইয়াই বাক্য মনের সহিত নিবর্ত্তিত হয়। আপনাকে আমি নমস্কার করি। বুদ্ধি আপনারই মায়াভিভূত; তাই কপট ইন্দ্রিয়পথে বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ আপনাকে জানিতে পারে না। আপনি চরাচরগুরু; আপনার প্রবর্ত্তিত বেদবিদিত হইয়া একান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও আপনার তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হয়। দেহাদি সঙ্ঘাত-দ্বারা আপনার-জ্ঞান গুপ্ত। সমুদয় সাংখ্যাদিবাদীদিগের যে সকল বিভিন্ন বাদ-বিষয়, আপনার স্বভাব তৎসমুদয়েরই অনুরূপ; এই কারণেই ব্রহ্মাদি কবিগণ বিশেষ প্রযত্ন করিয়াও আপনাকে অবগত হইতে পারেন না আপনি এতাদৃশ, বেদেই আপনি প্রকাশিত; আপনার গূঢ়-স্বরূপ বেদই বুঝাইয়া দেন। এবম্ভুত আপনাকে আমার নমস্কার।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়

সূত বলিলেন—ধীমান্ মার্কণ্ডেয় এইরূপ স্তুতি-নতি করিলে ভগবান্ নর-সহচর নারায়ণ তখন তুষ্ট হইয়া সেই ভৃগুবরকে বলিলেন—হে ব্রহ্মর্ষিপ্রধান! তপস্যা, বেদপাঠ, নিয়মনিষ্ঠা, মৎপ্রতি দৃঢ় ভক্তি ও মনের একাগ্রতা-দ্বারা তুমি সিদ্ধি-লাভের অধিকারী হইয়াছ। তোমার কঠোর ব্রতাচরণ-দর্শনে আমরা তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তোমার মঙ্গল হউক। তুমি অভীষ্টবর প্রার্থনা কর।

ঋষি মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে দেবাধীশ! হে আর্ত্তজনের ক্লেশহারিন্। আপনি আমার পরম পদ প্রদর্শন করাইলেন। আপনার পাদপদ্ম দর্শনই আমার যথেষ্ট; সুতরাং বরে আর প্রয়োজন কি? যোগপক্ক মনে যদিও শ্রীমৎ-চরণ কমল দর্শন করিতে পারিয়া প্রাকৃত ব্যক্তিরাও ব্রহ্মাদি পদলাভে অধিকারী হইতে পারেন, সেই যোগিজন ধ্যেয় পরমপুরুষ আপনি আমার সম্মুখে বিরাজমান! তথাচ, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! ভবদীয় মায়াদর্শনে আমি সমুৎসুক হইয়াছি; আপনার ঐ মায়াদ্বারাই লোক ও লোকপালগণ বস্তুতঃ ভেদ দর্শন করেন।

সূত বলিলেন,—হে মুনে! মার্কণ্ডেয় ঋষি এই কথা কহিয়া ভগবানের সম্যক্ পূজা করিলেন। ভগবান্ সহাস্যবদনে 'তথাস্তু' বলিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থিত হইলেন। ঋষি মার্কণ্ডেয় সেই আশ্রমেই অবস্থান করিলেন। তিনি অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ ও আত্মা—সর্ব্বত্রই শ্রীহরিকে চিন্তা করিতে করিতে মনোময় দ্রব্য-সামগ্রী দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন এবং কখনও কখনও প্রেমভাবে বিভোর হইয়া সে পূজাও আবার ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন।

হে ব্রহ্মন্! ঋষি একদা পুষ্পভদ্রা তীরে সমাসীন। ভীষণ প্রভঞ্জন তখন ভয়ঙ্কর শব্দে সমুত্থিত হইল। ক্রমে ঘোর জলদজাল আকাশ আক্রমণ করিল এবং বিদ্যুদ্বিজড়িত হইয়া কঠোর গর্জ্জন করিতে করিতে সর্ব্বদিকে স্থূল বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। পর

ক্ষণেই চতুর্দ্দিকস্থিত চতুঃসমুদ্র বায়ুবেগোচ্ছ্বসিত উত্তাল-তরঙ্গসমূহ দ্বারা পৃথিবী গ্রাস করিল। ঐ সমুদ্রসলিল—নানা মকর-ভয়ঙ্কর হইয়া অসংখ্য আবর্ত্ত-বিবর্ত্তনে আকুল হইতেছিল; উহা হইতে ঘোর গম্ভীর গর্জ্জন উত্থিত হইতে লাগিল। আকাশ-আবরক জল, প্রবল প্রভঞ্জন ও বিদ্যুদ্ঘটায় নিজেকে এবং চতুর্বিধ ভূতজাতকে অন্তরে-বাহিরে অতিমাত্র ক্লিষ্ট ও পৃথিবীকে জলমগ্ন দেখিয়া মুনি মার্কণ্ডেয় একান্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন,—মহাসমুদ্র তরঙ্গাঘাতে-ঘূর্ণিত জলরাশি দ্বারা ক্রমেই স্ফীত হইতে লাগিল। বর্ষণশীল জলদজালে আপূরিত হইয়া সমুদ্রজল দ্বীপ, বর্ষ ও পর্ব্বত সহ পৃথিবীকে আক্রমণ করিল। আকাশ, স্বর্গ, তারকাবলি, দিঙ্মণ্ডল ও পৃথিবী সহ সমস্ত ত্রৈলোক্যই একার্ণবজলে মগ্ন হইয়া গেল। তখন একমাত্র মহামুনি মার্কণ্ডেয়ই অবশিষ্ট রহিলেন। তিনি মস্তকস্থ জটাজাল বিক্ষিপ্ত করিয়া জড় ও অন্ধবৎ ঘুরিতে লাগিলেন। মুনি মৃকণ্ডু-নন্দন তৎকালে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুলিত, মকর ও তিমিঙ্গিল-কুলের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত, তরঙ্গ ও বায়ু-দ্বারা বিতাড়িত, শ্রম-শ্রান্ত ও ঘোরান্ধকারে নিপতিত হইয়া আকাশ, দিক্ ও পৃথিবী কোন কিছুরই পরিচয় জানিতে পারিলেন না। তাঁহার নিজের অবস্থা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে, তিনি কখনও মহাসাগরে মগ্ন ও কখনও তরঙ্গ-সঙ্ঘাতে তাড়িত হইতে লাগিলেন; ভক্ষণার্থ পরস্পর বিবদমান মকর-কুম্ভীরাদি কখনও বা তাঁহাকে খাইয়া ফেলিতে লাগিল। তিনি কখনও দুঃখাভিভূত, কখনও সুখোৎফুল্ল, কখনও ভয়-ভীত এবং কখনও বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

বিষ্ণুমায়াচ্ছন্ন মহর্ষি এইভাবে সাগর-সলিলে ঘুরিতে থাকিলে শত সহস্র অযুত বর্ষ অতীত হইয়া গেল। ঋষি একদা ঘুরিতে ঘুরিতে সাগরজল প্লাবিত পৃথিবীর কোন একটা উন্নত অংশে ফলপুষ্প-শোভিত একটী ক্ষুদ্র বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—ঐ বৃক্ষের ঈশান-কোনস্থ কোন শাখার পত্রপুটে একটী শিশু শয়ান রহিয়াছে। ঐ শিশুর দেহ-প্রভায় অন্ধকারপুঞ্জ অপসারিত হইতেছে। শিশুর বর্ণ মহামরকত নিভ, বদনারবিন্দ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, গ্রীবা কম্বুতুল্য, বক্ষঃ বিশাল, নাসিকা সুশোভন ও ভ্রূ-দ্বয় মনোরম; তদীয় নিশ্বাস কম্পিত অলকাবলি-দ্বারা মুখ-শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে; কর্ণদ্বয় কম্বুবৎ অভ্যন্তরে বলয়াকার-বেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া দাড়িম্ব-কুসুম-শোভায় শোভিত হইতেছে। শিশুর শুভ্র হাস্য—বিদ্রুমতুল্য অধরাভায় অরুণাকৃত; নয়নাপাঙ্গ পদ্মোদরবৎ অরুণাভ; দৃষ্টি মনোজ্ঞ; অশ্বত্থ-পত্রাকৃতি উদরে সুগভীর নাভি—নিশ্বাসকম্পিত বলি-দ্বারা বিচলিত।

হে বিপ্রেন্দ্র! ঐ বটপত্র-শয়িত শিশু, সুন্দর অঙ্গুলিযুক্ত পাণিযুগল-দ্বারা চরণপদ্ম আকর্ষণ করিয়া মুখে অর্পণ করত চুষিতেছিলেন। মুনি মার্কণ্ডেয় তথাবিধ বালক দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন! তাঁহাকে দেখিয়া মুনির যে আনন্দ-সঞ্চার হইল, তাহাতে তাঁহার সকল পরিশ্রম দূর হইয়া গেল; তদীয় হৃৎপদ্ম ও নয়নপদ্ম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল,—দেহে রোমাঞ্চ-সঞ্চার হইল। তিনি ঐ শিশুকে জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। তিনি যাইবামাত্র শিশুর শ্বাসাকর্ষণে মশকবৎ তদীয় দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—প্রলয়ের পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় বিশ্ব-সংসার সকলই বিদ্যমান। দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত মুগ্ধ হইলেন। দেখিলেন—আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ, শৈলরাজি, সাগর সকল, দ্বীপ-পুঞ্জ, বর্ষসমূহ, দিঙ্মণ্ডল, দেবগণ, অসুরগণ, বনরাজি, দেশ সকল, নদী-নিচয়, সর্ব্বনগর, সমস্ত আকর, ব্রজগ্রাম, আশ্রমসমূহ, বর্ণগণ, প্রত্যেক বর্ণের বৃত্তি

সকল, মহাভূতগণ, ভৌতিক পদার্থ সকল, যুগকল্পাদি নানানাম-নিরূপিত ভিন্ন ভিন্ন কাল এবং লোক-যাত্রার হেতুভূত যাবতীয় বস্তুই তথায় বিদ্যমান। দেখিলেন,—নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই সেখানে সত্যবৎ প্রকাশমান। ঋষি দেখিলেন—সেই তিনি, সেই পুষ্পভদ্রা নদী এবং যথায় নর নারায়ণ ঋষির দর্শন লাভ হইয়াছিল, সেই তাঁহার আশ্রম,— সকলই তথায় বিরাজমান।

ঋষি মার্কণ্ডেয় এইরূপে বিশ্ব-রচনা দেখিতেছেন, ইতিমধ্যে সহসা শিশুর শ্বাসযোগে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং আবার সেই প্রলয়জলধি-জলে ভাসিতে লাগিলেন; দেখিলেন—পৃথিবীর সেই উন্নত ভাগ, তত্রত্য সেই বটবৃক্ষ, বটবৃক্ষশাখার পুত্রপুটে সেই শিশু শয়ান। ঋষি প্রেমভরে শুভ্র হাস্যচ্ছটায় সেই শিশুর-কর্তৃক দৃষ্ট হইলেন; সে দর্শনে ঋষির অন্তরে অতীব সন্তোষ জন্মিল। দর্শনযোগে শিশু ঋষির অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; ঋষি সেই শিশুকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্তই আবার তাঁহার নিকটে যাইলেন। ঋষি নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সেই যোগাধীশ্বর শিশুরূপী ভগবান্ দুর্দ্দৈবকৃত কর্ম্মের ন্যায়, ঋষির নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হে ব্রহ্মন্! ভগবানের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই বটবৃক্ষ, সেই প্রলয়পয়োধি-জল ও ত্রিলোক-প্রলয় সকলই ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইল। ঋষি মার্কণ্ডেয় পূর্ব্ববৎ আপন আশ্রমে উপবিষ্ট রহিলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

সূত বলিলেন,—ঋষি মার্কণ্ডেয় বুঝিলেন, এ বিশ্ব বিষ্ণুমায়া বিরচিত এবং তদীয় যোগমায়ায় প্রভাব অচিন্তনীয়; বুঝিয়া তিনি বিষ্ণুরই শরণাপন্ন হইলেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—শ্রীহরে! ভবদীয় পাদপদ্ম আর্ত্তজনের অভয়প্রদ, আমি উহার শরণ লইলাম। জ্ঞানবৎ প্রকাশমানা ভবদীয় মায়ায় পণ্ডিতেরাও মোহিত হইয়া থাকেন; সেই মহীয়সী মায়ার বর্ণন আমি আর কি করিব?

সূত বলিলেন,—মার্কণ্ডেয় এই বলিয়া সংযতচিত্তে কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সানুচর রুদ্রদেব একদিন রুদ্রাণীর সহিত বৃষারোহণে আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে মার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইলেন। রুদ্রাণী সেই ঋষিকে দেখিয়া রুদ্রদেবকে বলিলেন—ভগবন্! ঐ দেখুন, ঝটিকাবসানে অচঞ্চল জলধি-জলের ন্যায়, আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন স্থিরীকৃত করিয়া ঐ ঋষিও স্থির ধীর ভাবে অবস্থিত আছেন। অতএব সাক্ষাৎ তপঃফলদাতা আপনি, ইঁহার তপস্যার ফল প্রদান করুন।

ভগবান্ রুদ্র বলিলেন,—এই ব্রহ্মর্ষি অব্যয় পুরুষ ভগবানে ভক্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার কোন ফলাকাঙ্ক্ষা—এমন কি, মুক্তি-কামনাও নাই। যাহাই হউক, এই সাধুর সহিত আমি কথোপকথন করিব। সাধুসঙ্গই নরগণের পরমলাভ।

সূত বলিলেন,—ভগবান্ রুদ্রদেব সর্ব্ববিদ্যার নিয়ামক, সর্ব্ব-দেহীর ঈশ্বর ও সাধুদিগের একমাত্র গতি; তিনি ঐ কথা কহিয়া ঋষির নিকট গমন করিলেন। ঋষির চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হইয়াছিল; তাই তিনি জগদাত্মা ভগবান্ ভগবতীর সমাগম, আত্মা বা বিশ্ব কিছুই জানিতে পারিলেন না। ভগবান্ গিরিজাপতি ঋষির অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ছিদ্রগত বায়ুর ন্যায়,

যোগমায়াবলে তাঁহারা হৃদাকাশে সূক্ষ্মরূপে উদিত হইলেন। মুনি মার্কণ্ডেয় দেখিলেন,—তাঁহার হৃদয়মধ্যে সাক্ষাৎ শিব আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি বিদ্যুদ্দামবৎ পিঙ্গলবর্ণ জটা-ধারী, ত্রিলোচন, দশভুজশালী, উন্নত-দেহ, উদীয়মান দিবাকর-নিভ, ব্যঘ্রচর্ম্মাম্বর, শূলপাণি; তাঁহার অন্যান্য হস্তে শরাসন, বাণ, খড়্গ, চর্ম্ম, অক্ষ-মালা, ডমরু, কপাল ও পরশু। এ-হেন দেবদেব শিবকে দেহমধ্যে হৃদয়ে সহসা আবির্ভূত দেখিয়া 'এ কি! কোথা হইতে এই অপূর্ব্বরূপের আবির্ভাব? —এই বলিয়া সমাধি হইতে বিরত হইলেন। তিনি বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন,—রুদ্রগণ সহ ভবানী এবং ত্রিলোকগুরু ভবদেব তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছেন। মুনি তদ্দর্শনে অবনতমস্তকে নমস্কার করিলেন। অতঃপর স্বাগত-প্রশ্নান্তে আসন, পাদ্য, অর্ঘ, চন্দন, মাল্য, ধূপ ও দীপ দ্বারা সানুচর ভব-ভবানীর পূজা করিয়া কহিলেন,—আপনি আত্মানুভাবক, তাই আপনার সর্ব্ববাসন পরিপূর্ণ হইয়াছে! এ জগৎ আপনার নিকট হইতেই সুখলাভ করে। হে ঈশান দেব! আদেশ করুন, আমরা আপনার কি কার্য্য করিব? আপনি গুণাতীত, শান্ত, সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতা, প্রমূঢ়; আপনাকেই রজস্তমসেবী ঘোর বলা হয়। আপনাকে আমার নমস্কার।

সূত বলিলেন,—মুনি মার্কণ্ডেয় সেই সাধুজন-শরণ্য মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিলে, মহাদেব সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—মুনে আমার নিকট অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। আমরা দেবত্রয়—বরদাতৃগণের অধীশ্বর; আমাদের দর্শন-লাভ বিফল হইবার নহে। মানব আমাদের নিকটই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা সদাচারনিষ্ঠ, অপ্রমত্ত, কামনাহীন, সর্ব্বভূতে দয়াবান, আমাদের একনিষ্ঠ ভক্ত, নির্ব্বৈর ও সমদর্শী, সমস্ত লোক ও লোকপালগণ তাদৃশ ব্রাহ্মণগণের বন্দনা, সেবা ও উপাসনা করিয়া থাকেন। শুধু ইঁহারাই যে এইরূপ করেন, তাহা নহে; আমি, ব্রহ্মা এবং স্বয়ং হরি—আমরাও ঐরূপ করিয়া থাকি। ঐ সকল ব্রাহ্মণ আমাতে, ব্রহ্মাতে, হরিতে বা আত্মাতে এবং অন্য সর্ব্বজনে কিছুমাত্র ভেদ দর্শন করেন না। ঈদৃশ সদ্‌গুণ-সম্পন্ন তোমরা, তোমাদিগকে আমরাও অর্চ্চনা করিয়া থাকি। জলময় নদ-নদী তীর্থ নহে, শিলা বা দারু-ময় শালগ্রাম ও প্রতিমাদি দেবতা নহে। তাহাতে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহারা বহুকালে পবিত্রতা বিধান করে; কিন্তু তোমরা সাক্ষাৎ দেববিগ্রহ, তোমাদের দর্শন-মাত্রেই পবিত্র হওয়া যায়। চিত্তের একাগ্রতা, সদ্-বিষয়ের আলোচনা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও বাক্‌সংযমাদি দ্বারা ব্রাহ্মণেরাই আমাদের বেদময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগকে আমাদের নমস্কার। ভবাদৃশ ব্রাহ্মণগণের দর্শন ও নামাদি শ্রবণ করিবামাত্র মহাপাতকী অন্ত্যজ ব্যক্তিরাও শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। আপনাদিগকে সন্তুষ্ট বা প্রসন্ন করিতে পারিলে যে কতদূর ফল ফলে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সূত বলিলেন—ভগবান্ চন্দ্রমৌলির এ-হেন ধর্ম্ম রহস্যময় বচনামৃত কর্ণপুটে পান করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনির শ্রবণ-পিপাসা তৃপ্ত হইল না; বৈষ্ণবী মায়া বহুকাল তাঁহাকে ঘুরাইতেছিল এবং বহু ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল; ভগবান্ চন্দ্রমৌলির বচনামৃত-ধারায় তাঁহার সর্ব্ব-ক্লেশ অপনীত হইলে তিনি সেই দেব-দেবকে বলিলেন,—অহো, জগদীশ্বরগণের যাঁহারা শাসনীয়, তাঁহাদিগকেই জগদীশ্বরেরা উপাসনা করেন—স্তব করেন। এ লীলা-রহস্য শরীরধারীদের অবোধ্য; অথবা ধর্ম্ম-বক্তৃগণ লোকদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার নিমিত্তই স্বধর্ম্ম-আচরণ, ধর্ম্মকার্য্যের অনুমোদন এবং অনুষ্ঠীয়মান ধর্ম্মের স্তব বা প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত মননাদি-ব্যাপারে ভবদীয় মায়াবিজৃম্ভণই দেখিতেছি। আপনি মায়াবী

ভগবান্; ভাণকারী ব্যক্তির আত্মানুভূতির ন্যায় আপনার প্রভাব ঐ সকল ব্যাপারে খর্ব্বীকৃত করিতে পারে না। আপনি মনোদ্বারা এই বিশ্ব বিরচনা করিয়াছেন, আত্মরূপে ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন এবং স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির ন্যায় কার্য্যকারী গুণগণ-দ্বারা কর্ত্তার ন্যায় প্রতীত হইতেছেন। আপনি সগুণ-নিগু‌র্ণ,—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'; ব্রহ্মমূর্ত্তি ভগবান, আপনাকে নমস্কার। হে ভূমন্! ভবদীয় দর্শন-লাভই বরপ্রাপ্তি; অতএব অন্য আর কি বর প্রার্থনা করিব? আপনার দর্শনমাত্রেই পুরুষের বাসনা চরিতার্থ হইয়া থাকে; তথাচ সম্পূর্ণ বাসনা-পূর্ণ-কর্ত্রী আপনি, আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করিব যে, আপনাতে ও আপনার ভক্তবৃন্দে আমার যেন অচলা ভক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে।

সূত বলিলেন,—মুনি মার্কণ্ডেয় বেদবাক্যে এইরূপে পূজা ও স্তুতি-নতি করিলে ভগবান্ শঙ্কর ভগবতী শঙ্করী-কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া মুনিকে বলিলেন,—মহর্ষে! ভগবান্ অচ্যুতে তোমার ভক্তি আছে; অতএব তোমার প্রার্থিত বর প্রদান করিলাম। এতদ্ ভিন্ন কল্পান্ত পর্য্যন্ত তুমি ব্রহ্মতেজস্বী হইয়া থাকিবে; তোমার কীর্ত্তি, পুণ্যপ্রতিষ্ঠা, অজরতা, অমরতা, ত্রৈকালিক জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান বিরাজমান থাকিবে, তুমি পুরাণাচার্য্য হইবে।

সূত বলিলেন,—ভগবান্ শঙ্কর মার্কণ্ডেয়-মুনিকে এইরূপ বরদান করিয়া তদীয় কার্য্যাবলী দেবী ভগবতীর নিকট বর্ণন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মুনি মার্কণ্ডেয়ও মহাযোগ-মহিমা প্রাপ্ত হইয়া ভাগবতপ্রধান হইলেন। শ্রীহরিতে ভক্তিনিষ্ঠ হইয়া সেই মুনি অদ্যাপি বিচরণ করিতেছেন। ধীমান্ মার্কণ্ডেয় ভগবানের যে অদ্ভুত মায়াবৈভব অনুভব করিয়াছিলেন, এই আমি আপনার নিকট তাহা বর্ণন করিলাম। মনুষ্যদিগের সৃষ্টি-প্রলয়রূপিনী ভাগবতী মায়ায় যাঁহারা অনভিজ্ঞ, তাঁহারা বলেন,—মার্কণ্ডেয়-দৃষ্ট মায়াকার্য্য বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা ইহা বলেন না; তাঁহারা বলেন—উহা একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র।

হে ভৃগুবর! ভগবান্ চক্রপাণির মাহাত্ম্য-মণ্ডিত এই উপাখ্যান যিনি শ্রবণ করেন বা করান, তাদৃশ ব্যক্তিগণের কর্ম্মবন্ধন ঘটে না; তাঁহাদের চিত্ত-বন্ধন মুক্ত ও সংসার নিবারিত হয়।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

শৌনক বলিলেন,—হে ভগবদ্ভক্ত সূত! যাবতীয় তন্ত্রসিদ্ধান্তে তোমার অভিজ্ঞতা অসাধারণ—তুমি বহুদর্শী, পুরাণে তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্য; অধুনা তোমার নিকট আর একটী বিষয় আমার জিজ্ঞাস্য আছে। শ্রীপতি নারায়ণ কেবল চৈতন্যঘন; কিন্তু তান্ত্রিক উপাসকগণ উপাসনাকালে তদীয় হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, গরুড় প্রভৃতি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি অস্ত্র-জাত ও কৌস্তুভাদি আভরণ সকল কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহারা যে যে তত্ত্বে এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কল্পনা করেন, তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। ক্রিয়াযোগ কি?—তাহা জানিতে আমরা অভিলাষী। সুতরাং যে ক্রিয়াযোগ-

নিপুণতায় মনুষ্যগণ মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়, তাহা তুমি বর্ণন কর।

সূত বলিলেন—ব্রহ্মাদি আচার্য্যগণ বেদে ও তন্ত্রে বিষ্ণুর যে বিভূতি বর্ণন করিয়াছেন, গুরুদেব-পদে প্রণাম করিয়া তাহা এক্ষণে বলিতেছি। ভগবানের সর্ব্বপ্রথম বিরাট্ মূর্ত্তি, উহা প্রকৃতি, সূত্র, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই নব তত্ত্ব এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শ বিকার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ বিরাট্ মূর্ত্তিতে ত্রিভুবন পরিদৃশ্যমান হইতেছিল। ইহাই সেই বিরাট্ পুরুষের রূপ বলিয়া বর্ণিত। এই পৃথিবী বিরাট্ পুরুষের পদদ্বয়, স্বর্গ ইহার মস্তক, আকাশ নাভিদেশ, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু নাসা ও দিঙ্মণ্ডল ইহার কর্ণ; প্রজাপতি বিরাট্ পুরুষের মেঢ্র, কাল ইঁহার অপার-দেশ, লোকপাল সকল বাহু, চন্দ্র মন, যম লজ্জা ও লোভ ইঁহার অধরোষ্ঠ; জ্যোৎস্না ইঁহার দন্ত, ভ্রম ইঁহার হাস্য, বৃক্ষ সকল রোমরাজি ও মেঘবৃন্দ ইঁহার কেশপাশ। এই মর্ত্তলোকস্থ মানবদেহ যেমন স্বীয় সপ্তবিতস্তি-পরিমিত, এই বিরাট্ পুরুষের দেহও ইঁহার নিজবিতস্তি-পরিমাণে ঐরূপই। এই বিরাট্, কৌস্তভচ্ছলে বিশুদ্ধ জীবচৈতন্য ধারণ করেন এবং ঐ জীবচৈতন্যব্যাপিনী প্রতিভারূপে শ্রীবৎস ধারণ করিয়া থাকেন; বনমালারূপিণী নানা-গুণময়ী নিজমায়া এবং ছন্দোময় পীতবাস ও ব্রহ্মসূত্র—ত্রিমাত্র প্রণব ইনি ধরিয়া আছেন। এতদ্ব্যতীত মকর-কুণ্ডলরূপ সাংখযোগ এবং শিরোভূষণরূপ সর্ব্বনমস্কৃত ব্রহ্মপদও ইঁহার ধারণীয়। ইনি যাহাতে উপবিষ্ট, উহা অনন্ত-নামক প্রধান আসন; এই আসনভূত পদ্মই জ্ঞানময় সত্ত্বগুণ। এই মহাপুরুষবলান্বিত প্রাণতত্ত্বরূপ গদা, জলতত্ত্বরূপ শঙ্খ, তেজস্তত্ত্বরূপ সুদর্শন, আকাশতত্ত্বরূপ অসি, তমোময় চর্ম্ম, কালরূপ শার্ঙ্গধনু ও কর্ম্মময় তূণীরধারী হইয়া বিরাজমান। ইঁহার শর—ইন্দ্রিয়গণ, রথ—ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মন, এবং ইহার রূপ—পঞ্চতন্মাত্র! ইনি বরদ, অভয়দ প্রভৃতি রূপ মুদ্রাযোগে ধারণ করেন। সৌরমণ্ডল ইহার পূজাস্থলী! ঐ মহাপুরুষ ভগবানের পরিচর্য্যায় পাপক্ষয় হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্বর্গ এ ভগবানের হস্তস্থ লীলাকমল এবং ধর্ম্ম ও যশ ইঁহার চামর ব্যজন; বৈকুণ্ঠধাম ইঁহার মস্তকস্থ ছত্র, অকুতোভয়—কৈবল্যধাম, ত্রিবেদ ইঁহার গরুড়-বাহন এবং স্বয়ং পুরুষই ইঁহার যজ্ঞমূর্ত্তি; সাক্ষাৎ শ্রী-দেবীর এই আত্মরূপী নারায়ণের অনপায়িনী শ্রী, পঞ্চরাত্রাদি-আগমনই ইঁহার পার্ষদাধিপতি বিষ্বক্সেন এবং অণিমাদি অষ্ট গুণই ইহাঁর দ্বারস্থ নন্দাদি।

হে দ্বিজ! বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি পুরুষ-মূর্ত্তিই ঐ ভগবানের চারি-মূর্ত্তিব্যূহ। বাহ্যপদার্থ মন, সংস্কার ও জ্ঞানোপাধিক জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি—এই সকল বৃত্তিদ্বারা বিশ্ব, তৈজস, প্রাপ্ত, তুরীয় রূপে ঐ ভগবান্ নারায়ণ ধ্যাত হইয়া থাকেন। ভগবান্ ঈশ্বর হরি ঐ ঐ মূর্ত্তিতে অবস্থিত হইয়া অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র, শস্ত্র ও ভূষণ-রক্ষিত উক্ত চারি ব্যূহমূর্ত্তি ধারণ করেন। হে দ্বিজবর! ঐ ভগবান্ বিষ্ণুই বেদসমূহের কারণ; ইনি সর্ব্বদ্রষ্টা ও স্বীয় মহিমায় পরিপূর্ণ। এ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ইঁহারই মায়ায় হয়; তাই ইনি ব্রহ্মাদি-নামে ব্যক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তজন ইহাকে অনাবৃত জ্ঞানরূপে অজ্ঞাতেই লাভ করেন। হে কৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখে! হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ ক্ষত্রিয়দিগকে তুমি নাশ করিয়াছ। হে অপ্রতিহতপ্রভাব গোবিন্দ! গোপবধূগণ ও নারদাদি ঋষিগণ তোমার নির্ম্মল যশ সর্ব্বত্র গান করিয়া থাকেন। তোমার নামশ্রবণেই মঙ্গল হইয়া থাকে; তুমি এই ভক্তদিগকে রক্ষা কর। যে ব্যক্তি প্রভাতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে এই মহা-

পুরুষ-লক্ষণ-বিবরণ পাঠ করেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া থাকেন।

শৌনক বলিলেন—হে সূত। বিষ্ণুরাত পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসাক্রমে শুকদেব যাহা বলিয়াছিলেন, প্রতিমাসীয় সূর্য্যের সপ্তসংখ্যায় সমুদিত সূর্য্যাত্মক শ্রীহরির সেই মূর্ত্তিব্যূহের নাম ও কর্ম্ম আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল।

সূত বলিলেন—বিষ্ণু সর্ব্বদেহীর আত্মা। তাঁহার অনাদি অনন্ত অবিদ্যা-নির্ম্মিত সূর্য্য এবং লোকযাত্রার প্রবর্ত্তক। জগদাত্মা নারায়ণ সূর্য্য একাত্মক হইয়া লোকদিগের নিখিল বেদ-বিহিত ক্রিয়ার মূলরূপে এবং উপাধিবশতঃ বহুরূপে ঋষিগণ-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ঐ নারায়ণ সূর্য্যই মায়ার প্রভাবে দেশ, কাল, ক্রিয়া, কর্ত্তা কারণ, মন্ত্র, দ্রব্য ও ফলরূপে অভিহিত হন। ভগবান্ আদিত্য কালরূপধারী; তিনি লোকযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ চৈত্রাদি দ্বাদশমাসে বিভিন্ন দ্বাদশ গণের সহিত বিচরণ করিয়া থাকেন। চৈত্রমাসে সাত সূর্য্যের এই সাত গণ বিচরণশীল, যথা—সূর্য্য অপ্সরা, রাক্ষস, বাসুকি, যক্ষ, পুলস্ত্য ও তম্বুরু। বৈশাখমাসের বিচরণকারী, যথা—অর্য্যমা, পুলহ, যক্ষ, রাক্ষস, নারদ, গন্ধর্ব্ব ও নাগ। এইরূপে জ্যৈষ্ঠমাসের যথা—সূর্য্য, অত্রি, রাক্ষস, তক্ষক, মেনকা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ। আষাঢ়মাসের যথা—বশিষ্ঠ, সূর্য্য, রম্ভা, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষ। শ্রাবণমাসের—সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গিরা, যক্ষ, নাগ, প্রম্লোচা ও রাক্ষস। ভাদ্রমাসের—সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ভৃগু, অনুম্লোচা ও নাগ। আশ্বিনমাসের—বিশ্বকর্ম্মা, জমদগ্নি, নাগ, রাক্ষস, তিলোত্তমা, যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব। কার্ত্তিকমাসের—আদিত্য, নাগ, গন্ধর্ব্ব, রম্ভা, যক্ষ, বিশ্বামিত্র ও রাক্ষস। অগ্রহায়ণমাসের—সূর্য্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নাগ, উর্ব্বশী ও কশ্যপ। পৌষমাসের—সূর্য্য, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঋষি, নাগ, ও পূর্ব্বচিত্তি। মাঘমাসের—সূর্য্য, নাগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঘৃতাচী ও গৌতম। ফাল্গুনমাসের—যক্ষ, রাক্ষস, ভরদ্বাজ, সূর্য্য, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও নাগ। ভগবান্ সূর্য্য-নারায়ণের এই বিভূতি সকল যিনি প্রাতে এবং সায়ংকালে স্মরণ করেন, প্রতিদিন তাঁহার পাপক্ষয় হইয়া থাকে। এইরূপে সূর্য্যদেব দ্বাদশ মাসে গন্ধর্ব্বাদি সহ এই জগতের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে লোকদিগকে ইহ-পরকালে শুভবুদ্ধি প্রদান করেন। ঋষিগণ ঋক্, সাম ও যজুর্ম্মন্ত্রদ্বারা ইহারই স্তব করিয়া থাকেন, গন্ধর্ব্বগণ ইহার গুণগান করেন। নাগগণ ইঁহার রথ দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করেন, যক্ষগণ ইঁহার রথ-যোজনায় নিযুক্ত আছেন এবং বলবান রাক্ষসগণ ইঁহার রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। ষষ্টিসহস্র নিষ্পাপ বালখিল্য ঋষি ইঁহার অভিমুখে থাকিয়া স্তব করিতে করিতে রথের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। অনাদি অনন্ত ভগবান্ শ্রীহরিই এইরূপে প্রতিকল্পে স্বীয় আত্মার বিভাগ-পূর্ব্বক লোকসমূহ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

সূত বলিলেন—মহান্ ধর্ম্মকে, বেধাঃ শ্রীকৃষ্ণকে এবং ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া সনাতন ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিতেছি। হে বিপ্রগণ! শ্রবণোচিত যে সকল বিষয় আমার নিকট আপনার জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, ভগবান বিষ্ণুর অদ্ভুত চরিত-সম্বলিত তৎসমস্তই আপনাদের নিকট আমি কহিলাম। ভগবান হৃষীকেশ ভক্তজনপতি; তিনি নারায়ণ; তিনি সর্ব্বপাপহারী হরি। আমি তাঁহার স্বরূপত্ব বর্ণন করিয়াছি। জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা গূঢ়তম ব্রহ্মের স্বরূপ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানময় তদীয় আখ্যানও বিবৃত হইয়াছে। ভক্তিযোগ সহ ভক্তির আশ্রয় বৈরাগ্যযোগও বর্ণন করা হইয়াছে। রাজা-পরীক্ষিৎ ও নারদের উপাখ্যান এবং ব্রহ্মর্ষি শুকদেব সহ রাজর্ষি পরীক্ষিৎ-সংবাদও কীর্ত্তিত হইয়াছে। রাজা পরীক্ষিতের যোগাবলম্বনে প্রাণ পরিত্যাগ, ব্রহ্মা-নারদসংবাদ, অবতারানুগীত, প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি, বিদুর ও উদ্ধব প্রভৃতির কথোপকথন, বিদুর ও মৈত্রেয়-সংবাদ পুরাণ-সংহিতার প্রশ্নোত্তর ও মহাপুরুষ সংস্থান ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতঃপর প্রাকৃতিক সর্গ, মহদাদি সপ্ত সর্গ ও বিকার সর্গ এবং ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি বিরাট্পুরুষের স্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। স্থূল-সূক্ষ্ম কালপতি, নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মোৎপত্তি, সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধার হিরণ্যাক্ষ্য-বধ, স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল সৃষ্টি, স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টি, শতরূপা আদ্যা প্রকৃতি; কর্দ্দম প্রজাপতির ও ধর্ম্ম-পত্নীগণের সন্তান-সন্ততি, ভগবান্ কপিল মহামুনির অবতার, তৎসহ দেবহূতির কথোপকথন, নব ব্রহ্মা-সমুৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, ধ্রুবচরিত্র, প্রাচীনবর্হি ও পৃথুর চরিত্র, নারদ-সংবাদ, প্রিয়ব্রত-চরিত্র, নাভিরাজের চরিত্র, ভরত-চরিত্র; দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত, বর্ষ, নদ্যাদি প্রভৃতির বিবরণ, জ্যোতিশ্চক্রের সংস্থান, পাতাল ও নরকস্থান, দক্ষের জন্ম, প্রচেতা-গণ হইতে দক্ষকন্যাগণের সন্তানোৎপত্তি, তাঁহাদের হইতে দেব, অসুর, নর, তির্য্যক্, নাগ ও খগাদির উৎপত্তি, বৃত্রাসুরের উৎপত্তি ও বিনাশ, দিতি-পুত্রগণের বিবরণ, আমি দৈত্যরাজ-চরিত, প্রহ্লাদ-চরিত্র, মন্বন্তর, গজেন্দ্র-মোক্ষণ, বিষ্ণু হয়গ্রীবাদি অবতার, বিশ্ববিধাতার মৎস্য, কূর্ম্ম, নরসিংহ ও বামনাদি অবতার, অমৃত লাভার্থ দেবগণের ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন, দেবাসুর-মহাযুদ্ধ, রাজবংশাবলী ইক্ষ্বাকুর উৎপত্তি ও বংশ-বিবৃতি, সুদ্যুম্ন রাজার বংশ-বিবরণ, ইলোপাখ্যান তারোপাখ্যান সূর্য্যবংশ, শশাদ প্রভৃতি ও নৃগাদির বংশ-বিস্তৃতি, শর্য্যাতির ধীমান্ কাকুৎস্থ, সৌভরি, সগর, রামচন্দ্র প্রভৃতির পাপহর চরিত, নিমির অঙ্গ পরিত্যাগ, জনকদিগের উৎপত্তি, পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় করণ এবং ঐল, সোমবংশ, যযাতি, নহুষ, দুষ্মন্ত, ভরত, শান্তনু ও তাঁহার পুত্রের চরিতাবলী বর্ণিত হইয়াছে; যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশ-বিবরণ, যদুবংশে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার, বসুদেব গৃহে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, গোকুলে বৃদ্ধি, অসুরনাশী কৃষ্ণের বিবিধ কর্ম্ম, শৈশবে পূতনায় প্রাণ সহ স্তন্যপান, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত, বক ও বৎস প্রভৃতি অসুর নাশ, অঘাসুর বধ, ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক বৎসপাল-হরণ সখা সহ ধেনুক ও প্রলম্ব-সংহার, দাবানল হইতে গোকুল-রক্ষা কালিয়-দমন, নন্দমোচন, কন্যাগণের ব্রতাচরণ, যজ্ঞপত্নীগণের সন্তোষ, বিপ্রগণের অনুতাপ, গোবর্দ্ধন ধারণ, ইন্দ্র এবং সুরভির যজ্ঞ ও অভিষেক রাত্রিসমূহে গোপীগণ

সহ ক্রীড়া, দুর্ব্বৃত্ত শঙ্খচূড়, অরিষ্ট ও কেশী অসুরের বিনাশ, অক্রূরাগমন, রামকৃষ্ণের মথুরায় প্রস্থান, ব্রজাঙ্গনাগণের বিলাপ, রামকৃষ্ণের মথুরাদর্শন; কুবলয়াপীড়, মুষ্টিক, চাণুর ও কংসাদির বধ, সান্দীপনি মুনির মৃতপুত্রের আনয়ন বর্ণন করা হইয়াছে।

হে দ্বিজগণ! অতঃপর রাম-কৃষ্ণ কর্ত্তৃক যদুবংশীয় গণের বিবিধ প্রিয়ানুষ্ঠান, জরাসন্ধ-পরিচালিত বহু সৈন্যের বিনাশ, যবনরাজ-বধ, কৃষ্ণের কুশস্থলাতে বাস, স্বর্গের সুধর্ম্মা হইতে তৎকর্ত্তৃক পারিজাত-হরণ, যুদ্ধোন্মত্ত শত্রুদল মধ্য হইতে রুক্মিণী-হরণ, বাণযুদ্ধে হর-পরাজয়, বাণবাহুচ্ছেদন, প্রাগ্‌জ্যোতিষ পতির বধসাধন, তৎকন্যা-হরণ; চৈদ্য, পৌণ্ড্রক, শাল্ব, দন্তবক্র, দ্বিবিদ, পীঠ, মূর ও পঞ্চজনাদির মাহাত্ম্য ও নিধন, বারাণসী-দাহন, পাণ্ডবদিগকে নিমিত্ত করিয়া ভূভার হরণ, বিপ্রশাপচ্ছলে নিজকুলের ধ্বংস-সাধন, বাসুদেব ও উদ্ধবের অদ্ভুত সংবাদ, যুগলক্ষণ, কলিতে মনুষ্যদিগের উপপ্লব, চতুর্ব্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি ধীমান্ রাজা পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, বেদশাখা-বিরচন মার্কণ্ডের-সৎকথা মহাপুরুষ-বিন্যাস এবং জগদাত্মা সূর্য্যের দেবব্যূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

- হে দ্বিজেন্দ্রগণ! আপনারা আমার নিকট যাহা যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বর্ণন করিয়াছি। ঈশ্বরের যে কিছু লীলাবতার ও কর্ম্মাদি তৎসমস্তই বর্ণিত হইয়াছে। পতিত, স্খলিত, পাড়িত ও ক্ষুধায় নষ্টপ্রায় হইয়াও যদি কেহ উচ্চৈঃস্বরে 'হরয়ে নমঃ' বলে, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। যে ব্যক্তি ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ ও নাম কর্ম্মাদি কার্ত্তন করেন, তমোমধ্যে সূর্য্য ও মেঘমধ্যে অতিবাতবৎ ভগবান্ তাঁহার চিত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অশেষ বিঘ্নবিনাশ করিয়া থাকেন। যাহাতে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ নাই, সে কথা অসৎ কথা; পরন্তু যাহাতে ভগবদ্‌গুণ-প্রসঙ্গ থাকে, সেই কথাই সত্য,—তাহাই মঙ্গল এবং তাহাই পুণ্যাবহ। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি বিস্তৃত হয়, তাহাই রমণীয় কথা এবং সেই কথাই নিত্য নব নব; উহাই মহোৎসব এবং উহার মনুষ্যগণের শোকসাগর শোষণে সমর্থ। চিত্রপদ-বিন্যস্ত যে সকল বাক্যাবলী শ্রীহরির যশোবিস্তার করে না, যে সকল বাক্য কাকপ্রায় প্রাণীদিগেরই মনোহর,—জ্ঞানিগণ সে সকল বাক্য শ্রবণে চির-পরাঙ্মুখ; যথায় অচ্যুত বিরাজিত, সাধুগণ সেইখানেই আসক্ত। বর্ণনায় বিষয়ের বিশদীকরণে প্রয়োজন না হইলেও অনন্তের যশোঙ্কিত নামনিচয় যে সকল বাক্যে থাকে, তাদৃশ বাক্য-বিন্যাসই প্রকৃত বাক্যপ্রয়োগ; কেন না, সাধুগণ উহাই শ্রবণ, গান ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। নৈষ্কর্ম্ম্য ও নির্ম্মল জ্ঞান হইলেও উহা যদি অচ্যুতভাব-বর্জ্জিত হয়, তথাচ তাহা শোভা পায় না; এ অবস্থায় সতত অসৎ জ্ঞান-চর্চ্চার আর কথা কি? কর্ম্ম যতই উত্তম বা উৎকৃষ্ট হউক, উহা যদি ঈশ্বরে সমর্পিত না হয়—তবে তাহা হইতে দুঃখভোগ অনিবার্য্য। শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ-শ্রবণ, তৎপ্রতি সমাদর ও কারুণ্য প্রকাশ করিলে তদীয় চরণকমল সততই স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মরণে অশুভ নাশ হয় এবং কল্যাণ, সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি ও বৈরাগ্য-বিজ্ঞানময় জ্ঞান বিস্তৃত হইয়া থাকে। যিনি সকলের উপাস্য, সকলের আত্মভূত ও অনীশ্বর, সেই একেশ্বর নারায়ণকে আপনারা অন্তরে স্থাপন করিয়া সতত ভজনা করিয়া থাকেন; এই জন্যই আপনারা অতিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ দ্বিজগণ। আপনাদের জন্য আমারও স্মৃতিপথে সেই পরমাত্মতত্ত্ব জাগরূক হইল; ঐ তত্ত্বই আমি রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন কালে ঋষিগণ সভায় ঋষিমুখে শুনিয়াছিলাম।

হে বিপ্রগণ! নিখিল-অশুভনাশিনী এই ভগবৎমাহাত্ম্য-কথা আপনাদের নিকট আমি বর্ণন করিলাম

যে মানব অনন্য-মনে এক প্রহর-কাল—এমন কি, ক্ষণ-কালও ইহা শ্রবণ করান বা স্বয়ং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই গ্রন্থের শ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ, একপদ বা পদার্দ্ধ শ্রবণ করেন, তাঁহার আত্মা পবিত্র হইয়া যায়। দ্বাদশী বা একাদশী তিথিতে কৃষ্ণমাহাত্ম্য-শ্রবণে আয়ু বৃদ্ধি হয়। উপবাসী থাকিয়া সযত্নে এই গ্রন্থ-পাঠে নিখিল পাপ মোচন হয়। পুষ্করে, মথুরায় বা দ্বারকায় গিয়া উপবাস পূর্ব্বক সযত্নে এই সাহিতা-গ্রন্থ যিনি পাঠ করেন, তাঁহার অভয়প্রাপ্তি হয়। এই সংহিতা কীর্ত্তনকারীর মুখে কৃষ্ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, পিতৃ, মনুষ্য ও রাজগণ তাহাদের কামনা পূর্ণ করিয়া ল'ন। ইহা করিয়া ব্রাহ্মণ ঋক্, যজুঃ ও সাম-পাঠফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দ্বিজগণ! মধুকুল্যা, ঘৃতকুল্যা ও পয়কুল্যা-দানে যে ফল হয়, ইহা পাঠ করিলে সেই ফল এবং ভগবৎ-কথিত পরমপদও লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণ ইহা অধ্যয়নে জ্ঞান লাভ করেন, ক্ষত্রিয় রত্নাকর-মেখলা ধরার আধিপত্য প্রাপ্ত হ'ন, বৈশ্য নিধিপতিত্ব লাভ করেন এবং শূদ্র পাপমুক্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে কলিকলুষহারী হরির নাম প্রতি-পদে উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু এই পুরাণ সংহিতায় কথাপ্রসঙ্গে প্রায় প্রতিপদেই সেই অখিল আত্মা ভগবানের নাম-নিচয় বিশেষরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও শঙ্করাদি দেবগণ যাঁহার স্তোত্র সম্যক্-রূপে কীর্ত্তন করিতে অক্ষম,—সেই অজ, অনন্ত, অচ্যুত—জগতের সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী শক্তিশালী নারায়ণ হরিকে আমি নমস্কার করি। স্বশক্তি-গুণে স্বীয় আত্মায় রচিত এই চরাচর বিশ্ব যাঁহার আবাস এবং যিনি মাত্র উপলব্ধিস্বরূপ, আমি সেই সনাতন নারায়ণকে নমস্কার করি। স্বাত্মানন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ বলিয়া বিষয়ান্তরে যিনি বিরত, ভগবান্ নারায়ণের মনোজ্ঞলীলা যাঁহার ধৈর্য্যাকর্ষিণী হইয়াছে, যিনি এই পরমার্থপ্রকাশিনী পুরাণসংহিতা বর্ণন করিয়াছেন, সেই সকলকলুষহর ব্যাসনন্দন শুকদেবকে আমার নমস্কার।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সূত বলিলেন—ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্রাদি দেবগণ দিব্য দিব্য স্তোত্র পাঠ করিয়া যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন, সামবেদীয়গণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষৎ সহকারে বেদবাক্যে যাঁহাকে গান করেন যোগিগণ ধ্যানাবস্থায় তদ্গতচিত্তে যাঁহাকে অবলোকন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত অবগত হইতে পারেন না, সেই দেবগণকে আমার নমস্কার। পৃষ্ঠে মন্দরাচলের ভ্রামণে পাষাণাগ্র-দ্বারা কণ্ডূয়ন-হেতু যিনি নিদ্রাসুখে নিমগ্ন এবং সমুদ্রমন্থন হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত যাঁহার সংস্কারবশে স্রোতোরূপে সমুদ্রসলিলের সবেগ যাতায়াতের বিরাম নাই, সেই কূর্ম্মাকৃতি ভগবানের দীর্ঘশ্বাস-বায়ু তোমাদিগের রক্ষা-বিধান করুন। এক্ষণে পুরাণসংখ্যা বলিতেছি—এই শ্রীমদ্ভাগবত একখানি মহাপুরাণ গ্রন্থ। ইহার বাচ্য, প্রয়োজন, দান দানমাহাত্ম্য এবং পাঠাদি-মহাত্ম্য অধুনা আপনারা শ্রবণ করুন। মহাপুরাণ-সমূহের শ্লোকসংখ্যা, যথা—ব্রহ্মপুরাণে দশসহস্র, পদ্ম পুরাণে পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র, বিষ্ণুপুরাণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র, শিবপুরাণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র, নারদীয়পুরাণে পঞ্চবিংশতি সহস্র,

মার্কণ্ডেয়পুরাণে নব সহস্র, অগ্নিপুরাণে পঞ্চদশ সহস্র ও চতুঃশত, ভবিষ্যপুরাণে চতুর্দ্দশ সহস্র পঞ্চশত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে অষ্টাদশ সহস্র, লিঙ্গপুরাণে একাদশ সহস্র, বরাহপুরাণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, স্কন্দপুরাণে একাশীতিসহস্র একশত এক, বামন-পুরাণে দশ সহস্র, কূর্ম্মপুরাণে সপ্তদশ সহস্র, মৎস্য-পুরাণে চতুর্দ্দশ সহস্র, গরুড়পুরাণে ঊনবিংশতি সহস্র এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক সংখ্যাত হইয়াছে। এইরূপে সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণ চারিলক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ। এতন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক দ্বারা গ্রথিত।

পুরাকালে ভগবান্ নারায়ণের নাভিকমলস্থিত ভবভীত ব্রহ্মাকে তিনি দয়া করিয়া এই ভাগবত পুরাণ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার আদি, মধ্য অনন্ত—সর্ব্বত্র বৈরাগ্যবার্ত্তা বর্ণিত আছে; তৎসহ হরিলীলা-কথা কথিত আছে। এই সকল আছে বলিয়াই দেবগণের ইহা আনন্দপ্রদ। যাহা সর্ব্ববেদান্তসার আত্মৈকত্ব-স্বরূপ অদ্বিতীয় বস্তু, তন্নিষ্ঠ কৈবল্যই ইহার প্রয়োজন। ভাদ্রী পূর্ণিমায় এই ভাগবত গ্রন্থ স্বর্ণসিংহাসনে স্থাপন করিয়া যিনি ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাহার পরম গতি লাভ হয়। সাধুসমাজে অন্যান্য পুরাণের সমাদর তত কাল পর্য্যন্ত হয়, যতক্ষণে না সুধাসাগর—এই ভাগবত কর্ণগোচর হয়। এই ভাগবত সর্ব্ববেদান্তের সার; এই ভাগবত-রসামৃতে যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত, তাহার আর অন্যত্র প্রবৃত্তি নাই। পুরাণসমূহ-মধ্যে এই ভাগবত নদীনিবহ-মধ্যে গঙ্গার ন্যায়, দেবতামধ্যে বিষ্ণুর ন্যায় এবং ভক্তগণমধ্যে মহাদেবের ন্যায় শ্রেষ্ঠ। এই পবিত্র ভাগবত-পুরাণ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অতীব প্রিয়। ইহাতে পরমহংস-প্রাপ্য নির্ম্মল জ্ঞান গীত হইয়াছে এবং জ্ঞানবৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত সর্ব্বকর্ম্ম-উপরম উপদিষ্ট আছে। ভক্তি-সহকারে ইহা শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিলে লোক মুক্তি লাভ করে।

পুরাকালে এই অতুল জ্ঞানপ্রদীপ ব্রহ্মার নিকট যিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন,—তৎপরে নারদ্ মুনিকে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে, যোগীন্দ্র শুকদেবকে এবং বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে ইহা যিনি কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, সেই শুদ্ধ স্বচ্ছ শোকশূন্য অমৃত পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি। যিনি কৃপা পরবশ হইয়া মুমুক্ষু ব্রহ্মাকে ইহা বলিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী বাসুদেবকে নমস্কার। সর্পদষ্ট বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে যিনি সংসার-তাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মরূপী যোগীন্দ্র শুকদেবকেও আমার নমস্কার।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

দ্বাদশ স্কন্ধ সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ।

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিত

শ্রীমদ্ভাগবত

দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক সমগ্র মুল ভাগবতের বঙ্গানুবাদ

ভূতপূর্ব্ব 'বঙ্গবাসী'র নানা পুরাণগ্রন্থের অনুবাদক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ—নানাশাস্ত্রদর্শী—পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য

সম্পাদিত

নবম সংস্করণ

পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা ॥ গৌহাটী

পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড
১৯, গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা৭০০০০৬
—প্রকাশনী বিভাগ—

নবম সংস্করণ

মূল্য—৪৫·০

পি. এম বাকচি এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ (মুদ্রণ বিভাগ) হইতে
শ্রীতরুণ বাক্‌চি কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীজয়ন্ত বাকচি কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

যিনি কঠোর সংসারী হইয়া—সংসারের সুখ-দুঃখ-মিশ্র অশেষ কর্ম্মস্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়া—কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্মকেই ধর্ম্ম মনে করিতেন—অথচ বারিবিন্দু-সিক্ত নলিনীদলবৎ নিরত তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিতেন; ভগবানের অস্তিত্বে যাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল; শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ও নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কর্ম্ম যিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতেন; বিপুল ব্যবসায় ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিয়া নানা মতের—নানা ভাবের—নানা জনের সংসর্গে থাকিয়াও স্বীয় ব্রাহ্মণোচিত সারল্য, উচ্চভাব ও উচ্চ গুণরাশি যিনি কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করেন নাই; নীচতা বা ক্ষুদ্রতা যাঁহার জীবনে কখন দেখি নাই; বাহিরে বিষয়-বাগুরার বিবিধ-বেষ্টনে বেষ্টিত রহিলেও ভগবদ্‌ভক্তির অমৃত-উৎসে অন্তর যাঁহার সতত ধৌত হইত; ভাগবতী ভক্তির অফুরন্ত খনি—এই ভাগবত গ্রন্থ আমার সেই স্বর্গীয় পিতামহ কিশোরী মোহন বাক্‌চির করকমলে ভক্তিভরে অর্পিত হইল। পিতামহঃ! যে সকল অমূল্যধর্ম্মগ্রন্থ জন-সমাজে প্রচার করিবার সঙ্কল্প আপনি জীবন সায়াহ্নে করিয়াছিলেন, ভগবান্ করুন, আপনার আশীর্ব্বাদে আপনার সৎসঙ্কল্প একে একে সকলই যেন আমরা পূর্ণ করিতে পারি। ইতি—

বিনয়াবনত

শ্রীতরুণকুমার বাক্‌চি (দেবশর্ম্মা)

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীমদ্ভাগবত সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম মহাপুরাণ। এই পবিত্র পুরাণ হিন্দুর—বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চির-সমাদৃত, ভক্তিপূজ্য, নিত্যপাঠ্য। ইহাতে বহু বিচিত্র পৌরাণিক বৃত্তান্ত ও বসুদেব-নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্য হইতে স্বর্গারোহণান্ত সমস্ত চরিতবার্ত্তা যথাযথ বিবৃত। কথিত আছে,—মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নানা-পুরাণেতিহাস প্রণয়ণ করিয়াও চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে দেবর্ষি নারদের উপদেশে ভগবানের লীলারস-প্রধান এই ভাগবত মহাপুরাণ প্রণয়ন করেন। এই পবিত্র পুরাণের সর্ব্বত্র ভগবানের মধুর লীলাকথা বর্ণিত আছে। ইহার পত্রে পত্রে—ছত্রে ছত্রে ভগবদ্ভক্তির পীযূষপ্রবাহ ছুটিয়াছে। দার্শনিকের চক্ষেও এ গ্রন্থের স্থান অত্যুচ্চ। দর্শনের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ভাগবতে পরিস্ফুট। ফলে মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী—ভক্ত, ভাবুক, সাধক, সকলেরই ইহা শ্রদ্ধাপূত মতে পঠনীয়।

মূল, টীকা ও অনুবাদ সমেত শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক সংস্করণ এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু মূলানুগত বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ-গ্রন্থ বাজারে প্রায় নাই। যাহা আছে, তাহাও নানা ভ্রম-প্রমাদের জন্য পাঠকের বিরক্তিকর; এই কারণেই মূল শ্রীমদ্ভাগবতের এই শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত। এক্ষণে এই গ্রন্থপাঠে সংস্কৃতের ভাবগ্রহণে অসমর্থ—জ্ঞান-পিপাসু—ভক্ত বাঙ্গালী পাঠকদিগের পরিতৃপ্তি হইলেই অনুবাদ ও গ্রন্থ প্রকাশের সাফল্য।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার জি. পি. বসু এণ্ড ব্রাদার্স জনৈক সুযোগ্য পণ্ডিত দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্দ হইতে নবম স্কন্দের কতিপয় অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করাইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোম্পানী সেই অনুবাদ গ্রন্থের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লয়েন এবং অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ-ভার আমার উপর অর্পণ করেন। সুতরাং আমি এই বিরাট গ্রন্থের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের মাত্র অনুবাদক। নবম স্কন্ধের শেষ কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদও আমাকেই করিতে হইয়াছে। অনুবাদে সাবধানতার ক্রটী নাই, তথাচ 'আ পরিতোষাদবিদুষাং' মনের প্রসাদ-প্রত্যাশা অশোভন।

এই বিরাট্ গ্রন্থের আগা-গোড়া 'প্রুফ' সংশোধন এক দুরূহ ব্যাপার। আমি নিজে উহা করিয়া উঠিতে পারি নাই। সেজন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র কাব্যতীর্থ এবং আমার জ্যেষ্ঠপুত্র 'কলেজে'র তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ হিমাংশু প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের উপরই প্রধানতঃ উহার সংশোধন-ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা বিশেষ যত্নের সহিতই পালন করিয়াছেন। তবে বহু বিস্তৃত গ্রন্থ; কচিৎ কোথাও ক্রটি-বিচ্যুতি লক্ষিত হইলে পাঠকবর্গ নিজগুণে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। ইতি শম্।

সন ১৩৩৪ সাল,
২৫শে ভাদ্র।

শ্রীতারাকান্ত দেবশর্ম্মা
সম্পাদক

নবম সংস্করণের ভূমিকা

পণ্ডিতপ্রবর তারাকান্ত দেবশর্ম্মা সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবতের গত সংস্করণটি বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধক বশতঃ এই মহাগ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ এতকাল সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি সহৃদয় ভক্তিমান পাঠকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে এই মহাপুরাণ সংশোধিত ও পরিমার্জিতরূপে পুনঃ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি।

এই গুরুভার কার্য ত্রুটিহীনভাবে সম্পাদিত করা অত্যন্ত দুরূহ। অনবধান বশতঃ যদি কোন ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, সুধী পাঠকবর্গ তৎসমুদয় সংশোধন করিয়া লইয়া বাধিত করিবেন। অলমিতি।

সন ১৩৮৩

বিনীত
শ্রীতরুণকুমার বাক্চি
প্রকাশক

বিষয়-সূচী

প্রথম স্কন্ধ

দ্বিতীয় স্কন্ধ

তৃতীয় স্কন্ধ

চতুর্থ স্কন্ধ

পঞ্চম স্কন্ধ

ষষ্ঠ স্কন্ধ

সপ্তম স্কন্ধ

অষ্টম স্কন্ধ

নবম স্কন্ধ

দশম স্কন্ধ

একাদশ স্কন্ধ

দ্বাদশ স্কন্ধ



সুতের নিকট শৌনকাদি ঋষির প্রশ্ন